সোমপ্রকাশ

...ম ভাগ। ২২ সংখ্যা।

"প্রবসতাং প্রস্থানিচ্ছিতায়, পার্থিবঃ সজ্জনো অনিমন্ত্রণী ন বাধ্যতাম্।"

একটাকা }
১০, টাকা {
...ক ৫৪ টাকা }

সন ১২৭৮। ৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭১। ১৭ই এপ্রেল।

{ মফস্বলে মাসুল ...
{ বার্ষিক১৩, ষাণ্মাসিক ...
{ ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

...সঙ্ক পটারি ওয়ার্ক।

কাহারও প্রস্তরনির্ম্মিত কোন ...ের আবশ্যক হয়, আদেশ করি... প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে। ...খিত দ্রব্যগুলি এখন যে বিক্রয়ার্থ ...ছে।

...করা প্রস্তরনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালীর পাইপ, ...র নিমিত্ত সাইফন, জলপাত্র ও বেও

...তীদেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজি... ...িবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট। ...র ব্রিক। ...র কে।

...র পয়ঃপ্রণালীর ও অন্যান্য যে সকল ...নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, এবং তাহার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত ...হ, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ...মি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া ...।

...তা } বরন এণ্ড কোং।
...বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। }

...হানিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা ...গের পীড়া। মূল্য ২॥ টাকামাত্র। উক্ত ...ও কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ...ং স্কুলবুক প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে।

শ্রীদীননাথ ঘোষ কৃত "বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ" স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে এবং ঢাকা কালেজের বুক এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। যাঁহারা একত্র অধিক পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহারা স্কুলবুক সোসাইটীর নিকট তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে, এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শত করা ১৫ টাকার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

জমীদারী বিজ্ঞান।

যাঁহারা বিনা গুরূপদেশে জমীদারী সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পত্র শিখিতে ইচ্ছা করেন, ইহা তাঁহাদের জন্য সরলভাবে রচিত ও কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদ ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধসার ব্যাকরণ	৷০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

সংস্কৃত মহাভারত।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কোং ... মহাভারত ২ দ্বিতীয় এডিসন ... অক্ষর, প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে ... খণ্ডের প্রতি মূল্য ৷৹ আট আনা।

দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ... ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।

দ্বৈপায়ন যন্ত্র।

উক্তশিক্ষা শিক্ষয়িত্রী ... মং ভবনে দ্বৈপায়ন যন্ত্র সংস্থাপি... এখানে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ... কাদি অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে ... মুদ্রিত হইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ...
...ম্যানেজার।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ... ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ... প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা... বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা- } শ্রী চণ্ডীচরণ ...
লয় সিমলা কর্ণওয়া... }
লিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } ...পাধ্যায়।

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকা... ...শের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্র ... লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ...েন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা এরূপ অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এতন্নিমিত্ত কার্য্যে অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং ...

সোমপ্রকাশ

৭ ভাগ। ২২ সংখ্যা।

"প্রবন্ধমালা প্রস্তুনিচ্ছিলায়, পার্থিবঃ সৎস্বননী অনিমন্তনী ন স্থায়না।"

একটাকা ১০, টাকা ...ক ৫৪ টাকা

সন ১২৭৮। ৫ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭১। ১৭ই এপ্রেল।

মফস্বলে মাসুল ... বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ... ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

...ঙ্ক পটারি ওয়ার্ক।

কাহারও প্রস্তরনির্ম্মিত কোন ...র আবশ্যক হয়, আদেশ করি... প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে। ...খিত দ্রব্যগুলি ওখানে বিক্রয়ার্থ ...ছে।

...বা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দমার পাইপ, ...র নিমিত্ত পাইপ, ...কলস ও বেঙ

...গীদেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজি ...ইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট। ...র ব্রিক। ...র কে।

...র নর্দমা ও অন্যান্য যে সকল ...নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজকরা পাইপ, এবং তাহার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত ...হ, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ...মি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া ...।

...তা ...র্কেটিকন ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং।

...মিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা ...দের পীড়া। মূল্য ২৷৷ টাকা মাত্র। উক্ত ...ঃ কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ...ং স্কুলবুক প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে।

শ্রীদীননাথ ঘোষ কৃত "বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ" স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে এবং ঢাকা কালেজের বুক এজেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। যাঁহারা একত্র অধিক পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহারা স্কুলবুক সোসাইটীর নিকট তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে, এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শত কপি ১৫ টাকার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

জমীদারী বিজ্ঞান।

যাঁহারা বিনা গুরূপদেশে জমীদারী ...ন কার্য্য যাবতীয় হিসাব পত্র শিখিতে ইচ্ছা করেন, ইহা তাঁহাদের জন্য সরলভাবে রচিত ও কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সুকিয়াষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা।
মুগ্ধসার ব্যাকরণ	।০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০ ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

সংস্কৃত মহাভারত।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কোং ... মহাভারত ২ দ্বিতীয় এডিসন ... অক্ষর, প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে ... খণ্ডের প্রতি মূল্য ৸০ আট আনা।

দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ... ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।

দ্বৈপায়ন ...।

উৎকৃষ্ট নিরেক্ষরী ... মং স্থানে দ্বৈপায়ন যন্ত্রসংস্থাপি... এখানে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ... কাদি অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে ... মুদ্রিত হইতে পারে।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ...

ম্যানেজার।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত ... ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ... প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ... বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় নিমতলা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } শ্রী ... পাধ্যায়। ...

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে দোষ... দেশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রা... লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা লিখিত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এনিমিত্ত কার্য্যে অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং ...

…মন্তব্যের সময়ে প্রেরণ করিলেও এই …বারণে উক্ত সময়ে যথাস্থানে …প্রেরিত হয় না।

১২৭৭ সাল } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
৬ই পৌষ } কার্য্যাধ্যক্ষ।

"বিদ্যা সুন্দর" কেদারনাথের অনুবাদ হইয়া শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে যাঁহারা উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতি কাপি ৮০ আনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। প্রকাশের পর উহার মূল্য ১ টাকা অবধারিত হইবে।

শ্রীহরিশচন্দ্র
বারাবনী।

—

আমার প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি "শব্দার্থদর্পণ" নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ …দের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিসন রো ৬। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ অগ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর, ডি, বসু এণ্ড কো
মিসন রো কলিকাতা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	রায়তি স্থান	আন্দাজী
২৫, ১৫ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১।০ বিঘা
২৭ পিয়ারের লেন	ঐ	৬।০ কাঠা
…দিক সাহেবের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
১২ এন্টালি রোড	ঐ	১/১ বিঘা
তুলীয়াবাগ খুঁটি	ঐ	… বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী মিলান্ গার্ণ আর্বথ নট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আতিমর কাব্য চন্দ্রাবলী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য … কবিতা পরিচয় … মূল্য ৵০, … ভাগ ৶১০। শিশুমানচিত্রাবলী। ৶১০।

শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়
ভাউবাগী } ভট্টবলাবন্ধ …।

বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল।

ধাত্রী শিক্ষা, শরীর পালন প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আগামী ১২৭৮। ১লা বৈশাখ হইতে বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩, যান্মাসিক ১।০ এবং প্রতি সংখ্যার ।/০। এক্ষণে চুঁচুড়া নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট মূল্য সহ নাম এবং ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলে নিয়মমত পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

আখন বাজার } শ্রীব্রজদুলাল সরকার।
চুঁচুড়া ১২৭৭ }
২ রা চৈত্র }

—

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র } কলিকাতা বটতলা
১২৭৭ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, বি কর্তৃক নূতন
পুস্তক।
মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্রে লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা নাথ বাজারে বিষ্ণু বর্দ্ধনের শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

অদ্যকার তারিখ হ… ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী ই, ডি, নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।

মেদিনীপুর
১১ ই এপ্রেল }
১৮৭১

সোমপ্রকাশ

৪ ই বৈশাখ সোম

ব্রাহ্মদিগের বিবাহ

ব্রাহ্মদিগের বিবাহ বি… পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে। প্রথ… লেখ্যটী হইয়াছিল, কেশব… কোন ব্যক্তিই উহার অনুমো… নাই, প্রত্যুত স্থানীয় সবর্ণে… উহার প্রতিবাদ করেন। সিলেক্ট কমিটি বহুলরূপে ঐ পরিবর্ত্ত করিয়া বিষয় সম্মে… আনিয়াছেন। এক্ষণে উহা … যাহে, এখন উহাতে ব্রাহ্ম … সম্বন্ধ নাই। কেশব বাবু ও … লেকেন যে আইন করাইবার … তাহা বিধিবদ্ধ হইলে সোণাগাছি … গুণবতীর সন্তান বিবাহের উপ… হইত, অথচ গুণবতিদিগের … অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। পাণ্ডুলেখ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে … ট্রারের নিকটে নিম্নলিখিত … সপ্রমাণ করিতে হইবে:—

প্রথম, বিবাহার্থীরা উভয়ে ধর্ম্মাবলম্বী। দ্বিতীয়, বিবাহার্থীর বিবাহার্থিনীর স্বামী নাই। … বরের অন্যূন ১৮শ ও কন্যার ১৪ শ… বয়স হইবে। চতুর্থ, প্রদেশীয় ব্য… মতে যে ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তির সম্বন্ধের নিষেধ আছে, তাহার তাহার বিবাহ হইবে না। পঞ্চম, ১৮ শ বর্ষের ন্যূন বয়স হইলে ঐ পিতা অথবা রক্ষাকর্ত্তার সম্মতি ল… হইবে।

তৃতীয় ধারায় আছে, কন্যার বয়স ন্যূন হইলে তাহার পিতার অথবা রক্ষাকর্ত্তার সম্মতি আছে কি না? এবং তিন জন সাক্ষী স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না? এ ভিন্ন রেজিষ্ট্রার আর কোন অনুসন্ধান করিবেন না। কিন্তু একমাত্র অনুসন্ধানে প্রকৃত অনিষ্ট ঘটনার নিবারণ দুর্ঘট হইতেছে। বোধ কর, একজন ধূর্ত্ত বেশ্যা বিবাহের পূর্ব্ব দিবস ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিল, অনুরক্ত যুবা তিনজন সাক্ষী দিয়া বিবাহ করিল, বেশ্যা নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিল না, দৈবাৎ বিবাহকর্ত্তা যুবার মৃত্যু হইল, বেশ্যা তাহার সমস্ত বিত্তের অধিকারী হইয়া বসিল। এরূপ বিবাহ যে অভীষ্ট নয়, যাঁহাদিগের কিছুমাত্র বিবেচনা শক্তি আছে, তাঁহারা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। আমাদিগের মতে বিবাহার্থিদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, অন্ততঃ এক বৎসর কাল তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং সচ্চরিত্রভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইহার প্রামাণ্যার্থ রেজিষ্ট্রারের নিকটে ব্রাহ্মসমাজের কোন আচার্য্যের প্রমাণপত্র দিতে হইবে। স্বামীর বয়স ১৮ শ বর্ষ থাকুক; কিন্তু স্ত্রীর বয়সের বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক। এদেশ উষ্ণপ্রধান; এখানে ১৩ বৎসরে স্ত্রীলোকেরা যৌবন প্রাপ্ত হন, অতএব চতুর্দ্দশ বৎসর নিয়ম না করিয়া বিবাহের বয়স দ্বাদশ বৎসর করা কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, এদেশের যে সকল স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয়, তাহাদিগের প্রথম পাপ প্রায় ১৩। ১৪ বৎসরেই ঘটিয়া থাকে। অতএব ১২ বৎসর অন্যূন পরিমাণ না করিলে ব্যভিচার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ৯ ধারায় আছে, এক স্ত্রী সত্ত্বে পত্যন্তর গ্রহণ দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারানুসারে দণ্ডার্হ; কিন্তু কোন হিন্দু স্ত্রী যদি ব্রাহ্ম স্বামীর সহিত থাকিতে না চান, তাহা হইলে স্বামী বিবাহ করিতে পারিবেন কি না? স্ত্রী ব্যভিচারিণী অথবা স্বামী অত্যাচারকারী হইলে পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবেন কি না? যখন নূতন বিবাহ আইন হইতে চলিল, তখন এ সকল দোষের প্রতিবিধানের উপায় করা কর্ত্তব্য। পরিত্যক্ত স্ত্রী ও বর্ত্তমান স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানদিগের উত্তরাধিকারের নিয়মেরও প্রয়োজন হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনরূপে বিবাহের সময় ১৮ শ বর্ষ করা হইয়াছে; কিন্তু ১৬ বৎসর করা আমাদিগের অভিমত। এই বয়সে কেবল এদেশের কেন? সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই স্বামী মনোনীত করিতে পারেন। ১০ ধারায় আছে, ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহা সিদ্ধ হইবে। তবে ইহা প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিন জন সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ হইয়াছে এবং যে ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তির বিবাহ সম্বন্ধের নিষেধ আছে, তাদৃশ ব্যক্তির বিবাহ হয় নাই। অপর অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়সে যদি বিবাহ হইয়া থাকে, স্ত্রীর পিতা অথবা রক্ষাকর্ত্তা সম্মতি দিয়াছেন কি না? পূর্ব্বে যে সকল বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিষয়ে এ সকল অনুসন্ধান করিতে গেলে গোল হইবার সম্ভাবনা। এরূপ ঘটিতে পারে কোন কোন বিবাহে সকল সাক্ষীরই মৃত্যু হইয়াছে। হয় ত এরূপও ঘটিয়াছে, অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু পিতার সম্মতি লওয়া হয় নাই।

—:০:—

লুশাইদিগের দৌরাত্ম্য।

লুশাইদিগের দৌরাত্ম্য বিষয়ে কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনর ম্যাক উইলিয়ম সাহেব যে একটী সুদীর্ঘ রিপোর্ট লিখেন, সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ এক দেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেটী প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টখানি পাঠ করিলে এই প্রতীয়মান হইবে যে, যে সকল হত্যাকাণ্ড ও লুঠ হইয়াছে, কিঞ্চিৎ সতর্কতা সহকারে কার্য্য করিলে সেগুলি ঘটিত না। ইংরাজ জাতির একটী সাহস আছে, সে সাহস অন্য কোন জাতিতে লক্ষিত হয় না; সহস্র বিপদ হউক না কেন, তাঁহারা কিছুতেই অবসন্ন হইয়া পড়েন না। লক্ষ্ণৌএ প্রায় ৬০,০০ বিদ্রোহীর সম্মুখে কয়েক শত মাত্র ই রাজ আত্মরক্ষার্থ যে সাহস প্রদর্শন ক রাছিলেন, লুশাইদিগের দৌরাত্ম্য নি রণ চেষ্টায় কোন কোন ইংরাজ দ্ব সেই সাহস প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্লাক প্রভৃতি সাহেবের সাহস দর্শনে কতকগুলি কুলি ও সিপাহী যথার্থ বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যাঁহাদিগের হস্তে বন্দোবস্তের ভার আছে, তাঁহারা বিপৎকালে সে সুশৃঙ্খলা প্রদর্শন করিতে পারেন না। ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রারম্ভে ফরাসী সে পতিগণ শত্রুদিগের গতির বিষয়ে। জানিতেন না; কিন্তু জর্ম্মণীয়েরা শত্রুদে পথি ঘাটাদি গমনাগমনের পর্য্যন্তও জানিত। সকল স্থানেই ফরাসি অধিক সংখ্যা শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হই যে পরাজিত হয়, ইহাই তাহার কারণ। কাছাড়ের কর্ত্তৃপক্ষও ঠিক রূপ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। দিগের সংস্কার ছিল, নিয়ম বহি প্রদেশে যদিও প্রজার শারীরিক সত্তা অধিককাল স্থায়ী হয় কিন্তু পুলিস সকল বিষয়ের স রাখিয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণে যাইতেছে, বন্যদিগের গতির বিষয়ে সংবাদই লওয়া হইত না। নৌকায় খাদ্য দ্রব্য ছিল, কিন্তু এতগার সাকে

কারে কষ্ট পাইয়াছেন। নলদী প্রামের নিকটে ৮ জন সিপাহী, একজন কন ষ্টেবল এবং কতকগুলি কুলি হঠাৎ আক্রান্ত হয়। সিপাহীরা অসীম সাহস সহকারে যুদ্ধ করে; কিন্তু লুশাইদিগের সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া সিপাহীরা সানাই নদীর দিগে পলায়ন করে। সিপাহীরা পথ জানিত না, পথ বলিয়া দেয়, এমন একজন লোকও ছিল না। ক উইলিয়ম সাহেব বলেন " তাহারা পাকে পড়িয়া মৃত হয়। লুশাইগণ তাহাদিগকে বন্দুক ও শড়কী দ্বারা সানাই নদীতীরে বধ করিল, "। তিন মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত করিলে কাহার মনে না দুঃখ ও খেদের উদয় হয়? ৮ জন সিপাহী এক ঘটিকা পর্যান্ত অসংখ্য বন্যের সহিত যুদ্ধ করে। তাহাদিগকে সাহায্য, চারি ক্রোশের মধ্যে এমন একটী সিপাহী লোক ছিল না। লুশাই হইয়া যদি এক দল সুশিক্ষিত কুলীয় কইত, তাহা হইলে দুই সপ্তাহের ঢাকা রাজ্যর হস্তচ্যুত হইত নাই। যুদ্ধের নিয়ম সর্ব্বত্র সমান, ই বলিয়া ক্ষমতা প্রদর্শন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি পোলিয়ন বলিয়াছেন, শত্রুর বলের তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধ নিতান্ত অনুপযুক্ত যোদ্ধার কাজ। কাছাড়ে অবিকল ইহাই ঘটিয়াছে। বোধ আইসে নাই, একথাই বা কারে বলিব? ডেপুটি কমিসনর সাহেব লুশাইদিগের সর্দ্দার সাহেব নিকটে ছিলেন; ১৮৬৯ দোরাত্ম্যের পর তিনি স্থির সুখপিলালকে কান্ত করিতে ই সীমার দোরাত্ম্য নিবারিত এডগার সাহেব সুখপিলালকে করিবার নিমিত্ত অর্থ দ্বারা বশ

চাহেন কি না? আমরা জানি না; কিন্তু তিনি যখন উক্ত সর্দ্দারের নিকটে ছিলেন, সেই সময়ে সর্দ্দারের পুত্রগণ ব্রিটিশ পল্লীগ্রাম আক্রমণার্থে লোক সংগ্রহ করিতেছিলেন। ৯ ই জানুয়ারি তিনি মাক উইলিয়ম সাহেবকে এক পত্র লিখেন যে, হল ও লুশাইগণ জীরিত্রি আক্রমণ করিবার উদ্যোগে আছে। মাক উইলিয়ম সাহেব সুখপিলালের বক্তৃতার উপরে নির্ভর করিয়া স্থির করিলেন, অন্য যে স্থানে যাহা হউক, কাছাড়ে কোন গোল যোগ হইবে না। তিনি জীরিত্রির মাজি ষ্ট্রেটকে সতর্ক করিয়া নিজে মফস্বল দর্শনার্থ বহির্গত হইলেন। কিন্তু তিনি ও এডগার সাহেব বন্যদিগের দ্বারা প্রতা রিত হইয়াছিলেন। কাছাড় আক্রমণই তাহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান কর্ম্মচারিগণ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান না করিয়া বন্যদিগের কথায় বিমোহিত হইলেন বন্যগণ উপস্থিত হইল। এদিগে কোন উদ্যোগই নাই। ২৩ এ জানু য়ারি লুশাইগণ আরনার খালে আসিয়া গ্রাম লুণ্ঠন ও ২৫ জনকে বধ করে। সেই দিবস আর এক দল লুশাই আলেক জণ্ডারপুরে নানা প্রকার উপদ্রব এবং উইঞ্চেষ্টর নামক একজন চা-করকে বধ করিয়া তাঁহার কন্যাকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। সে সময়ে পুলিস ও সিপাহি গণ কেহই ছিল না। কতকগুলি চা-কর কুলি ও গ্রামবাসিগণ পড়িয়া মারি খাই লেন। তৎপরে তাহারা কুটীলিচেরা আক্র মণ করে। সে স্থানেও গবর্ণমেণ্টের এক জন অস্ত্রধারী লোক ছিল না। কিন্তু চা কর বাগশা ও কুক সাহেব কতকগুলি কুলি ও দুই জন কাবুলদেশীয় ফল বিক্রেতার সাহায্যে তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। বাগশা সাহেব ১৮৬৯ অব্দে এই রূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যে কেবল চা-ক্ষেত্র রক্ষা করেন এরূপ

নয়, বন্যদিগকে প্রতিআক্রমণ করিয়া কতকগুলি কুলিকে উদ্ধার করেন এবং উইঞ্চেষ্টরের মৃতদেহ কাড়িয়া আনেন। দুই শত সিপাহী থাকিলে কি বন্যগণ একপালে বিনষ্ট হইত না? জর্ম্মণীর সেনাপতিগণ চারি দিবসের মধ্যে তিন লক্ষ সৈন্য সমবেত করিয়া দিয়াছে ভাই হন, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কি এক সপ্তাহের মধ্যেও এক বিশেষ স্থানে দুই শত সৈন্য সমবেত করিতে পারেন না? ২১ এ জানুয়ারি প্রাতঃকালে মণিরখালের নিকটস্থ বন হইতে এক দল লুশাই হঠাৎ বহির্গত হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন মণিরখাল আক্রান্ত হইবে। বন্যগণ নিকটবর্ত্তী বন মধ্যে ছিল; কিন্তু এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করা হয় যে, ২১এ জানুয়ারি প্রাতঃকালে কতকগুলি সিপাহী ও কুলি বহির্দেশে গমন করি য়াছে, এমন সময়ে বন্যগণ আসিয়া বন্দুক ও দাও দ্বারা কয়েকজনকে বধ করিল!! ব্রিটিশ সেনাগণের লুশাইদিগের অস্ত্র দ্বারা হত হওয়া কি লজ্জার বিষয় নহে? মণিরখাল বারম্বার আক্রান্ত হয়। সৈন্যগণ যতবার কাপ্তেন দুর্গ হইতে বহির্গত হয়, ততবারই দূরীভূত হইয়া ছিল। লুশাইগণ অবাধে নিকটস্থ গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যাহা হউক, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অযোগ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে রাজ্যের কত জন প্রজা হত ও বন্দীকৃত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, এরূপ অবস্থা আর কত দিন থাকিবে? গত দৌরাত্ম্যের পর সর্ব্বসাধারণকে বলা হয়, বিপদ উপস্থিত হইলে আক্রান্ত স্থানে সাহায্যার্থে সৈন্য আসিতে পারে, সীমার এরূপ ছাউনী করা হইবে; কিন্তু সেটী কথা মাত্র হইয়াছে। যদি কোন ইউরো

শীয় শত্রু ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বন্য বিষয়ে লুণ্ঠনের লোভ প্রদর্শন করিয়া অনিয়মিত সৈন্যের ন্যায় ব্যবহার করেন, গবর্ণমেন্ট কিরূপে দেশরক্ষা করিবেন? একটী অভাব নিবন্ধনই এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিও কলঙ্কিত হইতেছে। সোনাই নদীর নিকটে যে কয়েকজন সিপাহী বিপাকে পড়িয়া হত হয়, তাহাদিগের হস্তে য়ৌরপেদেশের পরিবর্ত্তে স্নাইডর অথবা মার্টিনহেনরি রাইফল থাকিলে কি বন্যগণ জয়ী হইতে পারিত? আমাদিগের গবর্ণমেন্ট সর্ব্বদাই বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখিতেছেন, কে বিদ্রোহী হইবে তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু তাঁহারা এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের হস্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দুক দিতে সম্মত নহেন। এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইলেই জয়ী হইবে এরূপ কিছু লেখা নাই। সিপাহিদিগের হস্তে স্নাইডর থাকিলে বন্যগণ সহজে হত হইত, এবং হবিজনক্রুশোর বন্দুকে বন্যগণ যেরূপ ভীত হইয়াছিল, লুশাইগণও সেইরূপ স্নাইডর দর্শনে ভীত হইয়া আর দৌরাত্ম্য করিত না। যাহা হউক, অবিলম্বে এই জঘন্য রাজনীতির পরিবর্ত্ত করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে।

—০—

১২৭৭ অব্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১২৭৭ অব্দ গত হইল। আমরা এক্ষণে ১২৭৮ অব্দে পদার্পণ করিতেছি। আমরা ঈশ্বরের কৃপায় ও পাঠকগণের অনুগ্রহে আর এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম। আমাদের যেরূপ রীতি আছে তদনুসারে আমরা গত বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১২৭৭ অব্দের প্রধান ঘটনার মধ্যে জর্ম্মণ ও ফরাসী যুদ্ধ গণ্য করিতে হইবে। ইউরোপের দুটী সর্ব্বপ্রধান জাতি বহু দিবসাবধি পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া পরিশেষে গত ১৫ ই জুলাই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধ নিবন্ধন কেবল ঐ দুটী দেশের নহে, পৃথিবীর সমুদায় দেশেরই অনিষ্ট হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় লুশাইদিগের দৌরাত্ম্য ভিন্ন উক্ত অব্দে ভারতবর্ষে অন্য কোন গোলযোগ হয় নাই। ১৮৬৯ অব্দে লুশাইগণ উত্তমরূপে শাসিত হয় নাই; তখন তাহাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাতে এক প্রকার তাহাদিগের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। গত ২২ এ জানুয়ারি তাহারা হঠাৎ কাছাড়ের কয়েকটী চা-ক্ষেত্র আক্রমণ করে। একজন চা-কর ও কয়েকজন কুলি হত এবং কতকগুলি লোক বন্দী ভূত হয়। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত লুশাইগণ নানা প্রকার অত্যাচার করে। মণির খাল ও কটকির খাল প্রভৃতি স্থানে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ক্রমে তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হয়। এক দল সিপাহী বিপাকে পড়িয়া হত হয়। গবর্ণমেন্ট বন্যদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন না। পুলিস ও সিপাহীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। অফিসরেরা কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। লুশাইগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সীমা ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া এক্ষণে গোলযোগ নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে বন্যগণ আর উপদ্রব করিতে না পারে তন্নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট অদ্যাপিও কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত।

গত বৎসর পঞ্জাবের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড পদ ত্যাগ করাতে সর হেনরি ডুরাণ্ড সেই পদে অধিষ্ঠিত হন। ইতিপূর্ব্বে কোন সৈনিক পুরুষ উক্ত পদ প্রাপ্ত হন নাই। সর হেনরি ডুরাণ্ডের কার্য্যদক্ষতা ও অপক্ষপাতিতা প্রভৃতি গুণগ্রাম দর্শনে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে এই পদ প্রদান করেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণে একবাক্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অল্প কাল মধ্যে তিনি পঞ্জাবের অনেক হিত সাধন করিয়াছিলেন। গত ১লা জানুয়ারি তিনি টঙ্ক দর্শন করিতে গিয়া হস্তী হইতে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অযোধ্যার প্রধান কমিসনর ডেবিস সাহেব তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আর একজন সৈনিক পুরুষ কর্ণেল মিড মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম গ্রে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বারম্বার তিরস্কৃত হইয়া কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সকল শ্রেণির লোকেই একবাক্য হইয়া উক্ত প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে অভিনন্দন পত্র আইসে এবং সকলেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। এক্ষণে জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হইয়াছেন। ইনি এক জন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ান বঙ্গদেশের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ [illegible] নাই। এই নিয়োগে সাধারণে সন্তুষ্ট হন নাই। সুখের বিষয় এ কাম্বেল সাহেব এ পর্য্যন্ত পক্ষপাতী সং[illegible] দের অনুবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করেন নাই। প্রদেশীয় রাজস্ব প্রণালী ও ইনকম টাক্স লইয়া তিনি দেশবাসিদিগের [illegible] যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে যেরূপ ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বসাধারণের যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন। ব্রহ্মদেশের এ

কমিসনর বিদায় গ্রহণ করাতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি আশলী ইডেন সাহেবকে উক্ত পদ দেওয়া হইয়াছে। শাসন সম্বন্ধে ইডেন সাহেব যথার্থ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল লার্ড লরেন্স তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন না বলিয়াই এতদিন তাঁহার উন্নতি হয় নাই।

প্রধান শাসনকর্তা বৎসরের অধিকাংশ সময় পর্ব্বতবাসে অতিবাহিত করিয়াছেন। মহাসভায় শীঘ্র এবিষয়ের অনুসন্ধান হইবে। প্রদেশীয় শাসনকর্তা মাত্রেই যথাসাধ্য স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। সর উইলিয়ম গ্রে, সর হেনরি ডুরাণ্ড ও মান্দ্রাজের লার্ড নেপিয়র এনিমিত্ত সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত রাজনীতির কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। তবে বৎসরের শেষ ভাগে ব্রহ্মদেশের রাজা হঠাৎ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার বাণিজ্য একচেটিয়া করাতে গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার গোলযোগ হইতেছে।

রাজস্ব।

গত বৎসর সমুদায় ভারতবর্ষ হইতে ৫১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। এত রাজস্ব আলমগিরের সময় ব্যতীত আর কখন দেখা যায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজস্ব সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের সহিত প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের বিবাদ হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দে যে আয় ব্যয়ের হিসাব অর্পিত হয়, তাহাতে অকুলানের আশঙ্কা করিয়া সর রিচার্ড টেম্পল শতকরা ৩৵ টাকা ইনকম টাক্স করেন। সর্ব্বসাধারণেই ইহার প্রতিবাদ করেন। বৎসরের শেষে এক কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে ; " এক বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা অন্য বৎসরের আয়ের মধ্যে ধরা উচিত নহে " অসঙ্গত বাক্যের উপাদান করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইনকম টাক্স একেবারে উঠাইয়া দিতে অসম্মত হইয়াছেন। তবে এই করিয়াছেন, ৭৫০ টাকার ন্যূন আয়বান্ ব্যক্তিদিগকে ইনকম টাক্স দিতে হইবে না ; ৭৫০ বা তদধিক আয়বান ব্যক্তিদিগকে প্রতি টাকায় দুই পাই করিয়া টাক্স দিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে যে কিছু লাভ, তাহা ইউরোপীয় সমাজেরই হইয়াছে। গত ১৪ ই ডিসেম্বর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট " প্রদেশীয় রাজস্ব প্রণালীর " সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের হস্তে কয়েকটী বিভাগ অর্পণ করিয়া বাঁধা তোলা কতক টাকা দিবেন মাত্র। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহকে বলিয়াছেন, অকুলান পরিপূরণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে স্থানীয় কর স্থাপন করিতে হইবে. যে সকল বিভাগ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া হইয়াছে প্রতি বৎসর তাহার ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্টের উপরে এক পয়সা দিবেন না ; সুতরাং স্থানীয় কর প্রতি বৎসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টিনাণ্ট গবর্ণর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি একার ভূমিতে অতিরিক্ত দুই আনা স্থানীয় কর লওয়া হইবে; তত্রত্য জমীদারগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বঙ্গদেশেও এই প্রকার কর গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে। গত বৎসর লার্ড আর্গাইল এক পত্র প্রেরণ দ্বারা বলিয়াছেন, ভূমির উপরে স্থানীয় কর গ্রহণ করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা হয় না। কিন্তু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণে এই মতের অনুমোদন করেন না। সম্প্রতি ভূম্যধিকারিগণ ভারতবর্ষীয় সভা পৃথক এক সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া মহাসভায় এক আবেদন প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাই বলুন না কেন, লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা তাঁহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত কি না ? তাহা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রণালী দর্শনে সর্ব্বসাধারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, মহাসভা ইহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন ইতিমধ্যে তিন দিন কমিসনের অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু ইহাঁদিগের দ্বারা যে বিশেষ কিছু উপকার হইবে, কেহই এরূপ আশা করেন না। সমুদায় শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত না করিলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা অল্প।

বাণিজ্য।

গত বৎসর সমুদায় ভারতবর্ষে দেড় শত কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়াছে। ইউরোপীয় যুদ্ধে বাণিজ্যের অনেক অনিষ্ট হয়। চাউলের রপ্তানী কর কিছুতেই পরিত্যক্ত হইতেছে না। চাউলের বাণিজ্য ক্রমশঃ শ্যাম ও চীনের হস্তে যাইতেছে। সমুদায় রপ্তানী কর একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এই বলিয়া মধ্যে মহাসভায় প্রস্তাব হয়, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হয় নাই। ফলতঃ রাজস্ব মন্ত্রী সম্প্রতি শুল্কের যেরূপ আইন করিয়াছেন, তাহাতে এবৎসরও যে বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এরূপ বোধ হয় না।

কৃষি।

গত বৎসর একটী নূতন কৃষি বিভাগ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এটী একটী যথার্থ উৎকর্ষ কিন্তু এপর্য্যন্ত নূতন সেক্রেটারি নিযুক্ত হন নাই। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী; কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত এপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই করা হয়

নাই। মান্দ্রাজে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী আদর্শ ক্ষেত্র করিয়াছেন। একজন সেক্রেটারি ও তাঁহার অধীনে কতগুলি কর্ম্মচারী পাঠাইয়া স্থানে স্থানে আদর্শ ক্ষেত্র স্থাপন করিলে দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। এদেশে পদার্পণ করিয়া অবধি লার্ড মেও কৃষিবিভাগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। আমরা ভরসা করি, আগামী বৎসর উক্ত বিভাগের কার্য্য বিবরণ বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইব।

গত বৎসর তুলার চাস অনেক বৃদ্ধি হয়। এবিষয়ে আমেরিকা ক্রমশঃ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন বটে, কিন্তু আমাদিগের তুলার কাটতি অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি হইয়াছে। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, কয়েকজন ভারতবর্ষীয় বণিক সুরটে সূত্র ও বস্ত্রের কল করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের অনেকে এবিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে মাঞ্চেষ্টারকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি মাঞ্চেষ্টারকে অন্যায় স্বত্ব প্রদান করেন, বোম্বাইয়ের বণিকদিগের চেষ্টা বৃথা হইবে।

ব্যবস্থা।

ক্রমাগত আইন পরিবর্ত্ত করা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার একটী রোগ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর কয়েকটী অবশ্য প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। মকদ্দমার হুকুম, রেজেষ্টারি ও তমাদি আইন ইহার মধ্যে প্রধান। ষ্টিফেন সাহেব এই আইনগুলির অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, এ নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইবেন। ফৌজদারি কার্য্যবিধি সংশোধক আইনের পাণ্ডুলেখ্যটী সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে। এক্ষণে যে সমস্ত আইন আছে, তাহার যে যে অংশের সংশোধন আবশ্যক, ষ্টিফেন সাহেব তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই, বিলখানি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে প্রেরণ করা আবশ্যক বোধ হওয়াতে উহা শীঘ্র বিধিবদ্ধ হইল না। চুক্তি ও সাক্ষ্য বিষয়ে দুই খানি বিল হইয়াছে। ইহাতেও ষ্টিফেন সাহেব বিশেষ গুণপনা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মদিগের বিবাহের আইন এক্ষণে বিবেচনার্থ আছে। আমরা দুঃখিত হইলাম, এবৎসরও ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলির সংশোধন করা হয় নাই। ভূমি লইয়াই অধিকাংশ মকদ্দমা হয়; কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলি এরূপ জটিল এবং কোন কোন স্থলে এরূপ পরস্পর বিরোধী যে, অল্প ব্যবহারাজীব তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন।

বিচার।

সর বার্ণেস পিককের পদত্যাগ কেবল বঙ্গদেশের নহে, সমুদায় ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে উক্ত বিচারপতি আমাদিগের বিচার প্রণালীর অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি এত অল্পকাল মধ্যে বিবিধ প্রকার আইনের এরূপ স্পষ্ট ও উত্তম ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তিনি পদত্যাগ করেন। বোম্বাইয়ের প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু সর রিচার্ড কাউচ এবং তৎপরে প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান কেহই ভূতপূর্ব্ব বিচারপতির ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গত বৎসর এক বিষয়ের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণে লার্ড মেয়োর নিকটে কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি আপনা হইতে বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি করিয়াছেন। বাবু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় ব্যবহারাজীব কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, পৃথিবীর মধ্যে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি হইয়াও তিনি অল্প ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন না। বিচারপতি পদের নিয়োগও সুচিকর হইয়াছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও লাহোরে এক একজন এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন, আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট এবার বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি মনোযোগী হইবেন। এই কর্ম্মচারী একদল ক্ষমতাশালী লোকের অপ্রিয়, এনিমিত্ত তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতকাংশে অনুপযুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ইনি একজন উপযুক্ত লোক। ইহাঁর পদবৃদ্ধি করিয়া না দিলে অন্যায় করা হইবে।

আমরা প্রধানতম বিচারালয়ের কার্য্যের প্রতি যেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলাম, মফস্বলের বিচার কার্য্যের প্রতি সেরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। বি, এল উপাধিধারী নূতন মুন্সেফেরা অপক্ষপাতিতা ও স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক দিন দিন সাধারণের প্রশংসাভাজন হইতেছেন বটে, কিন্তু ফৌজদারী বিচারালয়ের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছে। আমলাদিগের চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। কতকগুলি সেকেলে জেলার জজ, অধঃস্থ জজ ও ছোট আদালতের জজ, অদ্যাপিও সর্ব্বসাধারণের গলগ্রহ স্বরূপ রহিয়াছেন। গত বৎসর বিচার ও শাসন কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক পৃথক কর্ম্মচারী প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে কোন কাজই হয় নাই। কলিকাতার ছোট আদালতের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাই রহিয়াছে।

গত বৎসর কয়েকজন ওহাবির দণ্ড হইয়াছে। এই হতভাগ্য ব্যক্তিদিগের কোন ক্ষমতা নাই, কিন্তু ইহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার নিমিত্ত নিরন্তর সকলকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। সম্প্রতি ইহাদের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, জিহাদের নিমিত্ত ইহারা টাকা সংগ্রহ করিয়া সীতানা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করে। মালদহের সেসিয়ন জজ মৌলবী আমীরুদ্দিন নামক এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দেন। আপীলে এই আজ্ঞা অব্যাহত থাকে। এত দিনের পর সেসিয়নে আমীর খাঁ প্রভৃতির বিচার আরম্ভ হইবে। ১ লা মে বিচারের দিন অবধারিত হইয়াছে। গত বৎসর এই ব্যক্তির মকদ্দমা লইয়া বিশেষ গোলযোগ হয়। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ও হাসমাদাদ খাঁকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করাতে প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন হয়। বারিষ্টর আনেষ্টি তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পান; কিন্তু বিচারালয় এবিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অস্বীকার করেন। পরে প্রিবি কৌন্সিলে আপীল হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগকে বিচারালয়ে অর্পণ করিয়াছেন। প্রাথমিক বিচারে অনেক সময় গিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রত্যর্থিদিগকে আত্মসমর্থনার্থ বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়া যথার্থ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উকীল সিবিলিয়ান ওকিনিলী যাহা করিতে বাধিত নহেন, প্রত্যর্থিদিগের প্রতি সুবিচার হয় এ অনুরোধে তিনি তাহাও করিয়াছেন। আজিও ইহাঁদিগের বিচারের শেষ হয় নাই।

বিদ্যাশিক্ষা।

গত বৎসর শিক্ষা বিভাগে অনেক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। এবিষয়ে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই; কিন্তু শিক্ষা বিভাগ লইয়া গত জুলাই মাসে যে এক সভা হয়, তাহা চিরস্মরণীয় হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সংস্কার জন্মিয়াছে, উচ্চতর ইংরাজি শিক্ষার বৃদ্ধি হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাশ হইবে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ১৮৬৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্থির করেন, এবিষয়ের ব্যয় উচ্চ শ্রেণির স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া আপনারা কেবল নিম্নশ্রেণিকে দেশীয় ভাষায় যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দান করিবেন মাত্র। ইহা লইয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদিগের মতভেদ হওয়াতে সর উইলিয়ম গ্রে এ বিষয় গেজেটে প্রকাশ করেন। এতদ্দেশীয় সমাজ উহা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। ভারতবর্ষীয় সভা সর্ব্বসাধারণকে এক প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করিলেন। নানা স্থানে সভা এবং চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইতে লাগিল। ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এক আবেদন প্রেরিত হয়। আহ্লাদের বিষয় এই, লার্ড আর্গাইল ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েই এই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হইতেছে। গত বৎসর অনেকগুলি নূতন অন্তঃপুর বিদ্যালয় হইয়াছে।

সমাজ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কেশব বাবুর সহিত আমাদিগের বিষয় বিশেষে মতভেদ থাকিলেও তাঁহার দ্বারা যে উপধর্ম্মের অনেক হ্রাস হইয়াছে, এটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেশব বাবুর কার্য্যাদি দর্শনে হিন্দু সমাজ সতর্ক হইয়াছেন। মার্টিন লুথর কেবল যে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এরূপ নয়, তাঁহার দ্বারা ক্যাথলিক সম্প্রদায়ও সতর্ক হন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কলের জল পানের ব্যবস্থা দিয়া কৌলীন্য প্রভৃতি কুপ্রথার উন্মূলনে যত্নবান হইয়াছেন। গত বৎসর বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দানের দিবসে কয়েকজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। হিন্দু মেলা সামাজিক উৎকর্ষের আর একটী উদাহরণ। ইহার প্রতি ক্রমে সকলের আস্থা জন্মিতেছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা সমাজের আর একটী উৎকর্ষের চিহ্ন। ইনি বিজ্ঞানের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। দেশের প্রধান প্রধান লোক তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। বোধ হয়, আমরা আগামী বিজ্ঞান সভার কার্য্য বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতে সমর্থ হইব।

গত বৎসর দেশের স্বাস্থ্য অনেকাংশে উত্তম ছিল। এনিমিত্ত স্বাস্থ্য কমিসনর সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যেস্থলে পূর্ব্বে ওলাউঠা প্রভৃতির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইত। ডাক্তার স্মিথ বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য কমিসনর হওয়া অবধি একপ্রকার উহার নিবারণ হইয়াছে; অন্য অন্য প্রেসিডেন্সির অবস্থাও মন্দ নহে।

গত বৎসর মহারাজা হোলকর ও মন্ত্রী সালার জঙ্গ স্ব স্ব ব্যয়ে রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে এটী একটি নূতন অনুষ্ঠান। পাতিয়ালার রাজা ও ভুপালের বেগম প্রভৃতি রেলওয়ে করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইতেছেন। এতদ্দেশীয় রাজ্য সমূহে বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। প্রজাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অনেক শিক্ষা লাভ হইবে।

ভারতবর্ষীয় সভা।

এই সভা স্বদেশীয়দিগকে যথার্থ

কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। গত বৎসর সভ্যদের নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি, ইনকম টাক্স ও স্থানীয় কর প্রভৃতি যখন যে বিষয়ের প্রতিবাদের প্রয়োজন হইয়াছে, সভা তাহাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সভার বিশেষ গুণ এই, ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া কার্য্য লইয়া থাকেন। কিন্তু যখন প্রকাশ্যরূপে ইনকম টাক্স ও স্থানীয় করের প্রতিবাদ করিবার আবশ্যক হয়, তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া নির্ভীকচিত্তে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সভা গত বৎসর যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহারা সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রাজস্ব সম্বন্ধে গত বৎসর অতি দুর্ব্বৎসর গিয়াছে; কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণের ইষ্ট লাভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, সাধারণের মত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অসীম ক্ষমতার লোপ করা আবশ্যক, গত বৎসর ইহাও প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করা হইয়াছে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। ১২৭৮ সালের নূতন বাঙ্গালা পঞ্জিকা। এখানি শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বিদ্যারত্ন দ্বারা সংশোধিত হইয়া মা এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্জিকার জ্ঞাতব্য বিষয় সমুদায়ই আছে। ইহার মুদ্রণ কার্য্যও সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

২। বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার ১৮৭০ সালের সাম্বৎসরিক বিবরণের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা এখানি দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। কলিকাতাস্থ অন্যান্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের পর এই পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই অল্পকালমধ্যে ইহা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাতে কলিকাতার সমুদায় বাঙ্গালা পাঠশালা এমন কি গবর্ণমেণ্ট পাঠশালাকেও ইহার নিকটে পরাস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে। শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষীয়গণ শিথিলযত্ন না হইলে ইহা ক্রমে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

প্রাপ্ত।

মাতৃশিক্ষা।

(শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি প্রণীত।)

হুতোম বাঙ্গালা ভাষাকে "বেওয়ারিস" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে সময়ে সময়ে যেরূপ পুস্তকাদি বহির্গত হইতেছে, তাহা ও উক্ত বাক্য অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বটতলার, অধিষ্ঠাত্রী বাগদেবীর প্রসাদে উক্তবিধ পুস্তকাদির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া বাঙ্গালা ভাষাকে কলুষিত করিতেছে। এই ভাষাতে সামান্য নাটক প্রহসন প্রভৃতি কদর্য্য গ্রন্থের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক হইতেছে। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অনেকেই গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইতে উৎসুক হইতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যম দেখিয়া আমাদিগের অনেক আশা জন্মিতেছে; বাঙ্গালা ভাষাতে বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণয়ন দর্শনে আমাদিগের সেই আশা বদ্ধমূল হইতেছে। অদ্য আমরা পাঠকগণের নিকটে প্রস্তাবের শীর্ষস্থান লিখিত যে গ্রন্থখানির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তির লেখনী বিনির্গত। যিনি উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত "চিকিৎসা প্রকরণ ও চিকিৎসা তত্ত্ব" পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ইহাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধিমত্তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

মাতৃশিক্ষাতে গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যথাক্রমে প্রসূতির গর্ভাবস্থা ও সূতিকা গৃহে অবস্থিতিকাল, সন্তানের শৈশবাবস্থা, কৌমারাবস্থা; বাল্যাবস্থা এবং পীড়া ও দুর্ঘটনার বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম বিভাগের (গর্ভাবস্থা ও সূতিকা গৃহের) প্রথম অধ্যায়ে গর্ভাবস্থার স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি, দ্বিতীয়ে গর্ভস্রাব নিবারণ সম্বন্ধীয় বিবরণ, তৃতীয়ে সূতিকাগৃহে প্রসবের পূর্ব্বে, প্রসব কালে ও প্রসব অন্তে উপদেশ; দ্বিতীয় বিভাগের (সন্তানের শৈশবাবস্থায়) প্রথম অধ্যায়ে সন্তানের স্নানের নিয়ম, দ্বিতীয়ে নাড়িনাল রক্ষার নিয়ম, তৃতীয়ে বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়ম, চতুর্থে আহারের নিয়ম, পঞ্চমে স্তন্যত্যাগের বিবরণ, ষষ্ঠে অন্ন চালনের নিয়ম, সপ্তমে শয়ন ও নিদ্রার নিয়ম, অষ্টমে গোমসূরিকাধানের বিষয় এবং নবমে মল ও মূত্রের বিবরণ; তৃতীয় বিভাগের (সন্তানের কৌমারাবস্থায়) প্রথম অধ্যায়ে সন্তানের স্নানের নিয়ম, দ্বিতীয়ে বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়ম, তৃতীয়ে আহারাদির নিয়ম, চতুর্থে অঙ্গচালনের বিবরণ, পঞ্চমে ক্রীড়ার বিবরণ, ষষ্ঠে শয়ন ও নিদ্রার নিয়ম, সপ্তমে স্থায়ী দন্তোদ্ভেদের বিবরণ এবং অষ্টমে শিক্ষার বিবরণ; চতুর্থ বিভাগের (সন্তানের বাল্যাবস্থায়) প্রথম অধ্যায়ে সন্তানের স্নানের নিয়ম, দ্বিতীয়ে বস্ত্রাদি ব্যবহারের নিয়ম, তৃতীয়ে আহারাদির নিয়ম, চতুর্থে পরিশ্রম ও ব্যায়ামের নিয়ম, পঞ্চমে ক্রীড়ার বিবরণ, ষষ্ঠে শয়ন ও নিদ্রার বিবরণ, সপ্তমে দন্ত ও চক্ষুরাদির বিবরণ, অষ্টমে বিদ্যাভ্যাসের বিবরণ, নবমে নীতিশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ, দশমে বাল্যবিবাহের অনৌচিত্য বিষয়ক উপদেশ; পঞ্চম বিভাগের (সন্তানের পীড়া ও দুর্ঘটনার) প্রথম অধ্যায়ে শৈশবাবস্থার পীড়ার বিবরণ, দ্বিতীয়ে কৌমারাবস্থা ও বাল্যাবস্থার পীড়ার বিবরণ এবং তৃতীয়ে বাল্যাবস্থার দুর্ঘটনার বিবরণ উত্তমরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থমধ্যে সন্তানের নীতিশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ লিখিয়া গ্রন্থকার যথেষ্ট বিবেচনার পরি

চর দিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, সন্তানের সুস্থতা ও অসুস্থতা উভয়ই মানসিক বৃত্তির উপরে নির্ভর করে; সুতরাং সন্তানকে নীতি শিক্ষা দেওয়া চিকিৎসকের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সন্তানগণ নীতি জ্ঞান শূন্য হইলে অসংযমিত হইয়া কুৎসিত আমোদ প্রমোদ নিবন্ধন অল্প বয়সেই পীড়াগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রন্থখানির ভাষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। প্রসাদগুণযুক্ত প্রাঞ্জল রচনা ইহার অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহার মুদ্রণ কার্য্যাদিও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল মাতৃশিক্ষার গুণেরই পরিচয় প্রদান করিলাম। এক্ষণে গ্রন্থস্থ দোষগুলির উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। দোষগুলি যদিও সামান্য বটে; কিন্তু সেগুলির সংশোধন আবশ্যক। প্রথম গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কণঘটিত প্রমাদ আছে। একটী শুদ্ধিপত্র দিয়া সেগুলির সংশোধন করা উচিত। দ্বিতীয়, ইচ্ছা করিয়া স্থানে স্থানে কঠিন শব্দ (অলপ, ধাত্বিক, আধ্মান, অম্বরা ইত্যাদি) প্রয়োগ করা হইয়াছে। এগুলির পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত সরল শব্দ প্রযুক্ত হইলে ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি হইত। কঠিন শব্দ প্রয়োগ করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, একটী পরিশিষ্ট দিয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তৃতীয়, গ্রন্থের অনেক স্থলে "আঘাৎ" ও "আবশ্যকীয়" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে; কিন্তু এগুলি ব্যাকরণ দুষ্ট। ইহার পরিবর্ত্তে "আঘাত" ও "আবশ্যক" শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। চতুর্থ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ব্যবহার্য্য শব্দের সহিত উর্দু শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যথা: "শৈশব সাবধানেই উচিত হয়"। এ স্থলে "শৈশব" শব্দটী [illegible]; উহার পরিবর্ত্তে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করিলে বাক্যের প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি হইত। [illegible] স্থলে [illegible] ও সপ্তমীবোধক স্থলে "কালীন" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। উহার পরিবর্ত্তে "কতকগুলি" ও "কালে" প্রয়োগ করা উচিত। "কাল" শব্দ যে স্থলে বিশেষণ ও যতি বোধক হইবে, সেই স্থানেই "কালীন" শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গঙ্গাপ্রসাদ বাবু মাতৃশিক্ষা প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের একটী প্রধান অভাব দূর করিলেন। এনিমিত্ত তিনি সমাজের নিকট অসংখ্য ধন্যবাদ ও বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। যদিও তাঁহার গ্রন্থ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ধাত্রীশিক্ষা" অপেক্ষা সহজ নহে, তথাপি সুশিক্ষিতা মহিলাগণ এতদ্দ্বারা অমল্প উপকার লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। গঙ্গাপ্রসাদ বাবু "শারীর বিদ্যা" নামে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ অনুরাগ প্রদর্শন গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। ভাগ্য দোষে শিক্ষক শ্রেণীর অনেকেই মাতৃভাষার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া আলস্যে সময়াতিপাত করেন; কেহ কেহবা চিকিৎসা বিষয়ক দুই এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াই নিরস্ত হন। কিন্তু ভবানীপুরের গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও চুচুঁড়ার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সেরূপ ধাতুর লোক নহে। ইহাঁরা পাঠাবস্থায় সহাধ্যায়ী ছিলেন। এক্ষণে উভয়ে ঐক মত্য অবলম্বন পূর্ব্বক মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ চৈত্র সোমবার।

নাশনাল পেপার অবগত হইয়াছেন, উৎকলের জল সেচন বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মি ই, কার্ক উক্ত সাহেব জল গ্রহণের যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কৃষকদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এই সময়ে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে না পারিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আবিসিনিয়ার রাজকুমার আলমেয়ন কাপ্তেন স্পিডির (তাঁহার শিক্ষক) সহিত রেঙ্গুন হইতে পিনাঙে গমন করিয়াছেন। রাজকুমার এই রূপে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে বিদ্যাশিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইবে।

সম্প্রতি বালিয়াঘাটার চাউলের গোলা দগ্ধ হইয়া যে চাউল নষ্ট হয়, উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি তাহা কেবল শূকর বিক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, গড়পার ও মানিক তলা প্রভৃতি স্থানের চাউল ব্যবসায়ীগণ ঐ দগ্ধ চাউল বিক্রয় করিতেছে। ট্রাবেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন, পুলিসের অনুমতি পত্র ব্যতীত ঐ চাউল শূকর ওয়ালাদিগকেও বিক্রয় করা হইবে না। এত চাউল কি প্রকারে পুলিসের অজ্ঞাতসারে বাহির হইল, আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। মহাজনগণ যখন এরূপ প্রতারণা করিয়াছেন, তখন অবশিষ্ট চাউলগুলি অবিলম্বে নষ্ট করা কর্ত্তব্য। যে সকল দোকানদার এই চাউল ক্রয় করিয়াছে, তাহাদিগের দণ্ড হওয়া উচিত। শীঘ্র এরূপ না করিলে ওলাউঠার আবির্ভাব হইবে।

কোন কোন তালুকদার লক্ষ্ণৌএর আগামী দরবারে নজর দিয়া খেলায়ত লইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণেল সাহেব তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, অতএব আপাততঃ এই সকল ব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

☞ ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের নিমিত্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ৫০ জন স্ত্রীলোক দিতে প্রস্তুত আছেন।

গত শনিবার বারাসতের "যুবকদিগের সভার" সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উপবিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকজন যুবক এক বৎসরের মধ্যে অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং আরও করিবেন এরূপ আশা করা যায়। সমাজের এবং স্ত্রীলোক ও নিম্ন শ্রেণির শিক্ষার উন্নতি করা তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন "সেলাম" লইয়া যে গোলযোগ হয়, তদুপলক্ষে ছাত্রদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিবার বিষয়ে যে সরকুলার হইয়াছে, তাহা কাম্বেল সাহেবের দ্বারা হয় নাই, সর উইলিয়ম গ্রে তাহা লিখিয়া

ছিলেন। যিনিই লিখুন, এবিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মত পরিবর্ত্তের প্রয়োজন নাই।

বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু মৃত বিখ্যাত চিকিৎসক বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক জীবনচরিত লিখিয়াছেন। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় চিকিৎসক এক্ষণে অতি অল্প দেখা যায়।

পুরীর গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় দগ্ধ হইয়াছে। আমরা দুঃখিত হইলাম, ৬০০০ টাকার পুস্তক নষ্ট হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানীয় কর সংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রতি একার ভূমিতে আর অতিরিক্ত দুই আনা কর গ্রহণ করা হইবে। স্থানীয় জমীদারগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে দিন আলাহাবাদে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়, সে দিবস সর উইলিয়ম মিয়র প্রদেশীয় রাজস্ব প্রণালী ঘটিত অবিচারের প্রতিবাদ করেন।

রিচার্ড টেম্পল, জন ষ্ট্রেচি ও লার্ড মেয় প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহ যথেচ্ছাচারিতা নাশের পূর্ব্ব লক্ষণ।

১১ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

রিচার্ড নামক যে সিবিলিয়ানের সাক্ষ্যের প্রতি নির্ভর না করিয়া বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক ব্যক্তিকে দণ্ড বিধির ১৯৩ ধারানুসারে দণ্ড দেন নাই, তিনি উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবার নিমিত্ত বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিচারপতিগণ এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

দিল্লীর রাজবংশের মৃজা সেকেন্দর সো একটী বালিকাকে ক্রয় করাতে কাশ্মীর সেশিয়ন জজ তাঁহার বিনা পরিশ্রমে চারি বৎসর মেয়াদ ও ৫০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে কলিকাতার কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাটীতে ক্রীত দাসী পাওয়া যায়।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রুষীয় সেনাপতিগণ ভ্রাসবর্গ ও পারিসের উদ্ভিদ উদ্যানে বোমা নিক্ষেপ করিয়া অকারণ কতকগুলি উৎকৃষ্ট চারা ও কতকগুলি পশু নষ্ট করিয়াছেন।

বিসমার্ক বলিয়াছিলেন, এরূপ করিলে ভয়ে ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিবেন। এই সকল পাপের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বালকদিগকে ও ছাত্রকে জর্ম্মণীয় ভাষা শিক্ষা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেক বণিক স্থির করিয়াছেন, কোন জর্ম্মণীয়কে ভৃত্য অথবা কেরাণী রাখিবেন না। আলসেস ও লোরেনের অনেক ফরাসী উঠিয়া আসিতে চাহেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া তাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন যে, তাহা হইলে ঐ দুটী প্রদেশ লওয়া কঠিন হইবে।

ইঞ্জিনিয়র গিলবার্ট বিকি জয়পুরে বাষ্পীয় আলোক দিবার ভার পাইয়াছেন। কলিকাতার ময়লা দগ্ধ করিবার যে প্রস্তাব হয়, তাহাতে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই; জয়পুরে কৃতকার্য্য হইলে অন্য অন্য এতদ্দেশীয় রাজারা তাঁহাকে বাষ্পীয় আলোকের ভার দিতে পারেন।

বোম্বাইয়ের কয়েকজন ভদ্রলোক রাও বাহাদুর খাণ্ডোবা কাবরার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন।

সিমলার ডেপুটি কমিসনর মেজর জে, পার্সন্স ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন নাই বলিয়া যে ওকনর নামক ইউরোপীয়কে ১০ দিবসের নিমিত্ত জেলে প্রেরণ করা হয়, তদ্বিষয়ে ইংরাজী সংবাদ পত্র সমূহ অন্যায়রূপে তাঁহাকে (ডেপুটি কমিসনরকে) আক্রমণ করিয়াছেন। ওকনর জেলে কোন কষ্ট পান নাই। পঞ্জাবের প্রধান আদালত অন্যায় দণ্ড বলিয়া ওকনরকে মুক্ত করেন নাই। ডেপুটি কমিসনর তাঁহাকে লিখিত নোটিসের পরিবর্ত্তে বাচনিক আজ্ঞা দিয়াছিলেন বলিয়া অপরাধী মুক্তিলাভ করিয়াছেন। মূল কথা এই, যখন হত্যা করিলে মেয়াদ হয় না, তখন সামান্য অপরাধের নিমিত্ত একজন স্বদেশীয়কে জেলে প্রেরণ করাতে ইউরোপীয় সমাজ এত চটিয়া উঠিয়াছিলেন। ওকনরের পরিবর্ত্তে যদি কোন এতদ্দেশীয় সর্দ্দারকে জেলে

দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই সকল সংবাদ পত্র ইংরাজ “চাঁদপতির” মুক্তিতে প্রশংসা করিতেন সন্দেহ নাই।

পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরল মি, ইউ, রিকেট্‌স সাহেব উপরিউক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, ৩১ দিনের মধ্যে যে সকল সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, তিনি তাহার প্রতি দশ তোলায় এক আনা মাশুলের পরিবর্ত্তে দুই পয়সা মাশুল করিবার অনুরোধ করিতে প্রস্তুত আছেন। সংবাদ পত্রগুলির নাম ডাকঘরে রেজিষ্টরি করিতে হইবে। ডিরেক্টর জেনরল বলেন, এতদ্দ্বারা প্রতি বৎসর কতসংবাদ পত্র ডাকে যায়, তাহা জানা যাইবে। পত্রের ওজন বৃদ্ধি করা ভ্রম হইয়াছিল। সংবাদ পত্রের মাশুল কমাইবার প্রস্তাব যথার্থ বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। এ নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে কৃতজ্ঞ হইবেন।

কলিকা মক্তবের প্রথম চারিটী শ্রেণী উঠাইবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, ডিরেক্টর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ে একজন উপযুক্ত মুসলমান প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত।

৩০ এ চৈত্র বুধবার।

আদালতের রসুমের নিমিত্ত আটাযুক্ত ষ্টাম্প হওয়াতে অধিকাংশ লোকে তাহাই ব্যবহার করেন, ষ্টাম্প কাগজ অতিরিক্ত কম উঠিতেছে, এবিষয়ে একটী বিশেষ নিয়ম করা কর্ত্তব্য। ষ্টাম্পের পৃষ্ঠে ক্রেতার নাম লেখা না থাকিলে প্রতারণার সম্ভাবনা আছে।

কমিটি পরীক্ষার শেষ হইয়াছে। মার্চ মাসের শেষে পরীক্ষকবর্গ উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের নাম প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয় হইতে অদ্য তিন সপ্তাহ হইল গেজেট আফিসে নামগুলি গিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত নাম প্রকাশিত হইলনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল এক মাসে প্রকাশিত হয়। একাদশদিন পরীক্ষার পর মেডিকল কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে, কিন্তু উত্তীর্ণ সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের নাম অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি উকীলদিগের কেবল এই কষ্ট নহে, গেজেটে নাম উঠিবার পরে প্রশংসা পত্র

মুদ্রিত হইবে, তাহা আফর হইতে আর এক মাস। তৎপরে টাকা জমা দিয়া লাইসেন্স লইতেও এক মাস লাগিবে, অতএব জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিয়া জুলাইয়ের শেষে যিনি ওকালতি করিতে পান, তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা অবগত হইলাম, রিবর্স টমসন সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত সেক্রেটারির সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন। তিনি এই কাজের উপযুক্ত।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভার গত বারের স্থানীয় কর সংক্রান্ত এক বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

সম্প্রতি বরদায় অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩০০০ বাটী নষ্ট হইয়াছে

আমরা দুঃখিত হইলাম, কর্ণেল মালিসন (মহিসুরের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার শিক্ষক) পীড়া নিবন্ধন ইউরোপে যাত্রা করিতেছেন। রাজা তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত। তিনি এনিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছেন।

বারাসতের টেবর স্কুলের নিমিত্ত একটী পাকা বাটী প্রস্তুত করা হইতেছে। আমরা বাটীর নকসা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ অন্ততঃ ১৫০০০ টাকার কমে এমন বাটী প্রস্তুত করিতে সম্মত হইতেন না। কিন্তু সম্পাদক বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইট দিয়া ৬০০০ টাকায় উহা প্রস্তুত করিতে পারিবেন বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহারা বাহিরের লোক এর নিকটে সাহায্য লইতে বড় ইচ্ছুক নহে। [illegible] কয়েকজন ভদ্রলোক প্রায় ১১০০ টা[illegible] সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু অবশিষ্ট টাকা সংগৃহীত উঠে নাই। টেবর সাহেব [illegible] জেলার সাধারণের উপকার করিয়া [illegible] তাঁহার স্মরণার্থ জেলার মধ্যে [illegible] আছে, তাঁহারই সাহায্য করা উচি[illegible]।

[illegible] নগরে রাজধানী ও উপনগরের মধ্যে আর কয়েকটী চুরি হইয়াছে। ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের বাটী হইতেই অধিক চুরি হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই, পুলিশ প্রায় চোরদিগকে ধরিতেছেন।

প্রেসিডেন্সি কালেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীনাথ দত্ত ও অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় এবার গিল ক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছেন। এবার দুই জন বাঙ্গালিই এই পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইলেন। এটী বাঙ্গালিদিগের অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে। গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি স্থাপন হওয়া অবধি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণই এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। এতদ্দ্বারাই পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণের অধ্যবসায় ও উন্নতিপরায়ণতার পরিচয় হইতেছে।

১ লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

অদ্য প্রাতঃকালে ইডেন সাহেব রেঙ্গুণে যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার কার্য্য আরম্ভ করা উচিত কি না? উহা স্থির করিবার নিমিত্ত শীঘ্র একটী সভা হইবে। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত আমরা উক্ত সভার কাহারও কিছু দানের সংবাদ পাই নাই। মফস্বলের জমীদারেরা কোথায়? এ বিষয়ে ত তাঁহাদিগকে বড় বলিতে হয় না। আমরা ভরসা করি, সকলেই সাধ্যানুসারে মহেন্দ্র বাবুর সাহায্য করিবেন।

সিওয়ার্ড সাহেব বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন।

ত্রিহুতের অন্তর্গত মধুবনী উপবিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেটের উপরে তত্রস্থ জমীদার ও কৃষকগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। একজন নীলকর উক্ত স্থানের এক জমীদারির অর্দ্ধাংশ ক্রয় করিয়াছেন। নীল বপন লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কৃষকদিগের বিবাদ হইতেছে। নদীয়ার নীলকরেরা এক্ষণ মন্দ লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নীল উঠিয়া গেলে ভূমিতে অন্য ফসল করিতে দিতেন, ইহার প্রতি তাঁহাদিগের লোভ থাকিত না। ত্রিহুতের নীলকরেরা নীল ব্যতীত ভূমিতে আর কিছুই করিতে দিবেন না, তদ্ভিন্ন যথার্থ মূল্য ও দেওয়া হয় না। বিবাদের মূল কারণ এই। সম্প্রতি নীলকর এই বলিয়া সহকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করেন যে, জমীদারের দুই পুত্র তাঁহার তাঁবু লুট করিয়াছেন। সহকারী মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ ওয়ারাণ্ট বাহির করেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়াতে প্রত্যর্থিগণ ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বিচার হয় বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমরা মকদ্দমার বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু মধুবনীর সহকারী মাজিষ্ট্রেটের উপরে লোকে যেরূপ চটা এবং তরুণ সিবিলিয়ানেরা প্রথমতঃ যে প্রকার নীলকর কুহকে পতিত হন, তাহাতে এই সিবিলিয়ানকে স্থানান্তর করিয়া একজন এতদ্দেশীয় উপযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে তথায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই কর্ম্মচারিদিগের বিচারের উপরে লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সহকারিদিগের বিচারের উপরে সে বিশ্বাস নাই। ত্রিহুতের নীলকরেরা জানিবেন, যে অস্ত্রে নদীয়া ও যশোহরের নীলকরগণের পতন হয়, এক্ষণে সে অস্ত্রও আছে; সেই যোদ্ধাগণও আছেন। তাঁহারা অত্যাচার করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন, এক্ষণে আর সে কাল নাই, এটী যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে।

ওহাবিদিগের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ দিন বিচার হইয়াছে। যাহাতে ১৫ ই মে বিচারের দিন অবধারিত হয়, তন্নিমিত্ত ইঙ্গ্লিস সাহেব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১ লা মে দিন স্থির হইয়াছে। এবিষয়ে ওকিনিলি সাহেবের আপত্তি করা অন্যায় হইয়াছিল। ২৮ এ এপ্রেল বিচারপতি কিয়ার পাটনায় যাত্রা করিবেন। এরূপ মকদ্দমা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে আর কখন হয় নাই।

আজ্ঞা হইয়াছে, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল ও রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইবে না। কিন্তু সেক্রেটারি গবর্ণর বলিয়াছেন, অদিনাতে এপ্রকার স্বত্ব দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ কিনা? তাহার স্থিরতা নাই। যুক্তিসিদ্ধ না হয়, কে এমন স্বত্ব দিতে বলে? কাবেন্ডিস সাহেব এই কুসংস্কারটী পরিত্যাগ করুন। সামান্য বিষয়ে যদি লোকে সন্তুষ্ট হন, তাহা না দিলে নিতান্ত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায় মাত্র।

মঙ্গলবার কাঁশারি পাড়ার সঙ্ বাহির হইয়াছিল। কাঁশারিরা বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া চড়কের সময়ে সঙ্ করে। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বসাধারণে আর আমোদ বোধ করেন না। তাহারা যেরূপ অশ্লীল গান ও অঙ্গ ভঙ্গী করে, তাহাতে আইন অনুসারে তাহাদিগের দণ্ড হওয়া উচিত। আমরা ভরসা করি, আগামী বৎসর হইতে পুলিস এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

সম্প্রতি সর রিচার্ড টেম্পল তুলা কমিসনর কার্নাক সাহেবের বাটীতে আতীথ্য স্বীকার করেন। এই সময়ে তাঁহার বিস্তর টাকার নোট চুরি যায়। আলাহাবাদের বিখ্যাত সব ইনস্পেক্টর চিরঞ্জি লাল রাজস মন্ত্রীর পুরাতন ও বিশ্বস্ত ভৃত্যের নিকটে নোট পাইয়াছেন। ভৃত্যের দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

গত কল্য ইডেন সাহেবের সম্মানার্থ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এক ভোজ দিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় সমাজের কয়েক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

আমরা অবগত হইলাম, বিচারপতি ফিয়ার ওহাবিদিগের বিচারার্থ পাটনায় গমন করিবেন। ভাগলপুরের সেসিয়ন জজ সরণশা সাহেব তাঁহার সহিত একত্রে বিচার করিবেন। ওহাবিদিগের আর এবিষয়ে আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। কয়েকজন উপযুক্ত ব্যরিষ্টর উঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিবেন। উক্ত বিচারপতির অপক্ষপাতিতাদি গুণ দেশ বিখ্যাত।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ব্রহ্মদেশের রাজা পুনর্ব্বার বাণিজ্য এক চেটিয়া করিবার চেষ্টায় আছেন। সম্প্রতি দুইখানি বাষ্পীয় জাহাজ মান্দলাই হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। একখানি সংবাদ পত্র বলেন, রাজা কতক সহস্র স্নাইডর রাইফল লইবার নিমিত্ত একজন ইংরাজ বণিকের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বন্দুক বিক্রয় করিতে দেন নাই।

২ রা বৈশাখ শুক্রবার।

আড়িয়াদহ গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। বালিকারা দুইতিন বর্ষাবধি বৃত্তি ও পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, উক্ত গ্রামে "আড়িয়াদহ ডিবেটিং এসোসিয়েসন" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি মাসে দুইবার ইহার অধিবেশন হইয়া এক একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা পাঠ হইয়া থাকে। এই সভা দ্বারা গ্রামবাসিগণের বিলক্ষণ উপকার দর্শিতেছে। গ্রামের কতিপয় প্রধান লোক একত্রিত হইয়া সাধারণ মঙ্গলের নিমিত্ত শুভকরী নাম্নী আর একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন।

হুগলি জিলার অন্তঃপাতী পাণ্ডুয়া থানার অধীন ইলছোবা মোণ্ডলাই গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা প্রপিতামহীর ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে।

গত ২১ এ চৈত্র গঙ্গাকিদুরী অঞ্চলে অত্যন্ত শিলা বৃষ্টি ও সামান্য একটী ঝড় হইয়া বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। কাল্নার নিকটবর্ত্তী বাহুলনা গ্রামের তিনজন ভদ্র বার আম্র কুড়াইতে গিয়া বজ্রাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। শিলাবর্ষণ কালে নাড়ি কিছু দেখা যায় নাই। কেবল বড় বড় ঢিল প্রমাণ শিলা অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বর্ষণ হইয়াছিল। গত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত স্থানে এরূপ শিলা বৃষ্টি কেহ দেখেন নাই।

গত ৮ ই এপ্রেল শনিবার শিবপুর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উড্রো, লেডি উড্রো এবং বিশপ কালেজের প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল ডার্লিং ও আরও দুইজন সাহেব সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁরা বালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের সভ্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। প্রথমে স্কুলের রিপোর্ট পাঠ হয়, পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। তৎপরে তিনি একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করিলে সভা ভঙ্গ হয়। বিদ্যালয়টী অনেক দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিবপুরে অনেক সম্পন্ন লোক থাকিতেও অদ্যাপি ইহার নিমিত্ত একটী গৃহ নির্ম্মিত হইল না। কতগুলি সুশিক্ষিত যুবা একত্রিত হইয়া ঐ বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন। তন্মধ্যে দুই চারিজন বি, এ, বি, এল, ও এম, এ, উপাধিধারীও আছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, উক্ত বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে সাহায্য করা দূরে থাকুক, ইহাঁরা পূর্ব্বে যাহা কিছু সাহায্য করিতেন, এক্ষণে আর তাহাও করেন না। ইহাঁদের দেখা দেখি অন্যান্য ব্যক্তিও সাহায্য দান বন্ধ করিয়াছেন।

১২ ই এপ্রেল বুধবার হাবড়ার নিকটবর্ত্তী ইছাপুর গ্রামে দুইটী বালিকা (একটীর ৯ বৎসর অপটীর ১১ বৎসর বয়স) জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শিবপুরেও একটী ব্রাহ্মণ বালিকার ঐ রূপে মৃত্যু হইয়াছে।

৩ রা বৈশাখ শনিবার।

১ লা মে পাটনায় সেসিয়ন জজের নিকটে ওহাবিদিগের বিচারারম্ভ হইবে। সার্জ্জেণ্ট বালান্টাইন ও আমেদ্ধি সাহেব ইহার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হইবেন।

আমীর শিয়ার আলি খাঁ লার্ড মেয়োকে যে সকল ফল প্রেরণ করেন, সেগুলি অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে গবর্ণর জেনরল তাহার অধিকাংশ কেরাণী ও ভৃত্যদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সর জন লরেন্স হইলে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতেন।

পত্রাদির মাশুল কমাইয়া বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ডিরেক্টর জেনরল হার্টম সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, এতদ্দেশীয়গণ পূর্ব্বের ন্যায় সিকি তোলার অধিক ভারি পত্র প্রেরণ করেন না। এবিষয়ে যে কিছু লাভ ইউরোপীয়দিগেরই হইয়াছে। ইহাদের সংবাদ পত্রের মাশুল কমাইলে যথার্থ উপকার হইত।

নাটোরের কুমার চন্দ্রনাথ রায়কে জীবন কাল পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর উপাধি দেওয়া হইয়াছে। নাটোরের রাজবংশ অতি প্রাচীন।

চন্দ্রনাথ রায় এই সম্মান পাইবার যোগ্য। মৃত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই উপাধি দেওয়া কর্ত্তব্য।

মহরম ও রামনবমী একদিনে হওয়াতে বেরিলির হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ হয়। মুসলমানেরা অগ্রে আক্রমণ করে। একজন মৌলবি ও চারিজন হিন্দু হত ও ১৮ জন আহত হইয়াছে। ফিলিবিটে এত গোলযোগ হয় যে, পুলিস পরিশেষে আক্রমণকারিদিগকে গুলি করিতে বাধিত হন। কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে। স্থানে স্থানে সৈন্য রাখা হইয়াছে। এবিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে।

আলাহাবাদের উকীলগণ ষ্টিফেন সাহেবের কৃত উকীল ও মোক্তারদিগের নূতন বিলের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদিগের উকীলগণ কি করিতেছেন?

আডবোকেট জেনরল গ্রেহাম ও প্রতিনিধি সেক্রেটারি এস, সি, বেলি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

পিলিও নামক যে ইউরোপীয় সৈন্য অকারণে একজন এতদ্দেশীয়ের প্রাণবধ করে, তাহাকে আন্দিমানের জেলে রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে সে সম্প্রতি আর দুইজন ইউরোপীয় কয়েদির সহিত জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে।

ভুপালের বেগম হোসাঙ্গাবাদ হইতে ভুপাল পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার ব্যয় দিতে সম্মত হইয়াছেন। এই ৩৬ লক্ষ।

মহাসভার নিম্ন লিখিত সভ্যগণ ভারতবর্ষের রাজস্ব সংক্রান্ত অনুসন্ধানার্থ কমিসনর হইয়াছেন—

আয়ার্টন, কেব, ক্রফোর্ড, গ্রেগরি, ফসেট, ডেনিসন, ইষ্টউইক, ডিকিন্সন, বর্ক, কানিংহাম, লিটল্টন, সাইক্স, স্মিথ, হারমন, কার্ট্রাইট, [illegible], স্মিথ, ও গ্রাণ্ট ডফ, এবং সর চার্লস উইংফিল্ড, সর জেমস এলফিন্‌ষ্টোন ও সর টি, বেজলি। ইঁহার মধ্যে কয়েক জন মাত্র ভারতবর্ষের বিষয় অবগত আছেন। ইতি মধ্যে কমিসনের দুইবার অধিবেশন হইয়াছে।

মান্দ্রাজের একজন ইউরোপীয় সব ইঞ্জিনিয়র ও কণ্ট্রাক্টরের অপরাধ সেসিয়নে সপ্রমাণ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা হয় নাই। আলাহাবাদের কণ্ট্রাক্টরের বিচারের কি হইল?

বীরভূমের যে পোষ্টমাষ্টার চুরি করিয়া ধৃত হয়, তাহাকে সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই এপ্রেল। বিদ্রোহীগণ প্যারিসের আর্চ বিশপকে হাজতে দিয়াছে। অনেক গির্জা লুঠ করা হইয়াছে। মঙ্গল ও বুধবার বানবাস ও ইসি দুর্গের নিকটে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। বিদ্রোহীগণ সকল স্থানেই দূরীকৃত হয়।

মস্কুর টিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ের ২০ কোটি টাকা ধার করিয়াছেন বলিয়া টাইমস পত্র যে সংবাদ প্রকাশ করেন, তাহা সত্য নহে।

বারসেলিস ৬ ই এপ্রেল। বানবাস, ইসি, ও শাটিলনের ময়দানে কামানের যুদ্ধ চলিতেছে। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল লোক বারসেলিসের গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ রাখিবেন, তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করা হইবে। অপরাধিদিগকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখা হইবে। বারসেলিসের গবর্ণমেণ্ট যদি একজন বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড করেন, তিন জন প্রতিভূর প্রাণদণ্ড করা হইবে।

ওয়েলসের রাজকুমারীর আর এক পুত্র হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই এপ্রেল। অসময়ে ওয়েলসের রাজকুমারীর সন্তান হয়। নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। রাজকুমারী সুস্থ আছেন।

বেলিরিয়ান দুর্গের চতুর্দ্দিকে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। বারসেলিসের সেনাগণ মালিও এবং নিউলি দুর্গে গোলা নিক্ষেপ করিতেছে। বিকট্রি ধাম ও মঙ্কোগেশ আহারা ক্রমশঃ বিদ্রোহিদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিতেছে।

বারসেলিস ১০ ই এপ্রেল। দুর্গের প্রাচীরের উপরে বিদ্রোহিদিগের যে কামান ছিল, তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। সকলে আশা করেন, বারসেলিসের সেনাগণ আগামী কল্য আক্রমণ আরম্ভ করিবে। গত কল্য বেলিরিয়ান ও মালিও দুর্গের মধ্যে কামানের যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহিগণ দুইবার শাটিলনের ময়দান আক্রমণ করিয়া দূরীকৃত হয়।

লণ্ডন ১০ ই এপ্রেল। মান্দ্রাজ ও সিংহলের মধ্যে একটী প্রণালী খনন করিবার নিমিত্ত অনেক ভদ্রলোক চাঁদা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিসনের কমিটী অধিবেশন হইয়াছে। আগামী ১৮ ই পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে।

বারসেলিস ১০ ই এপ্রেল। বিদ্রোহিগণ বিবাহিত পুরুষদিগকেও সেনাদলভুক্ত করিয়াছে। আর কোন বিশেষ যুদ্ধ হয় নাই। অনেক গুলি গোলা শাম্পস্ইলাইসিতে পড়িয়াছে। ১৫ই তারিখের মধ্যে বিদ্রোহের শেষ না হইলে প্রুসিয়েরা হস্তার্পণ করিবে বলিয়া যে জনরব হয় তাহা অমূলক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৬ ই এপ্রেল। জি, টিবিরিস সাহেব কটকের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং নিজ পদ ভিন্ন ঐ মহলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, বার্ড সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

সি, এচ, ক্যাম্বেল সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, হাণ্ট সাহেব মজঃফরপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

১০ ই এপ্রেল। মার্টিন, জে, জে, ড্রাণ্ট বেহারের অফিসেন এজেণ্টের প্রতিনিধি নিজ সহকারী হইবেন।

জে, এচ, বেবরলী সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ অস্থায়ী প্রতিনিধি সিবিল ও সেসন জজ থাকিবেন।

এচ, বি, সিম্পসন সাহেব রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

এস, এচ, সি, টেলর সাহেব পাটনার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এচ, জে, জি, কাবেল সাহেব হুগলীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর তব।

জি, বুচ (ভাগলপুর) ফুলপুল উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডি, এম, বারবর সাহেব শাহাবাদের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৬ ঠা এপ্রেল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হাবড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন—

সি, ই, বকলাণ্ড, ডবলিউ, ডবলিউ, কিরা-থাণ্ডার, এবং সি, এচ, জেনহাম সাহেব, সি, ই।

৫ ই এপ্রেল। বেহারের মুন্সেফ মৌলবী মুরুল হোসে (গয়া) জাহানাবাদের মুন্সেফ হইবেন।

সেওহানের (সারন) মুন্সেফ মৌলবী আবুল হোসেন বেহারের মুন্সেফ হইবেন।

পরসার (সারন) মুন্সেফ মৌলবী আবদুল আজিজ (সাহাবাদ) বকসরের মুন্সেফ হইবেন।

বকসরের (সাহাবাদ) মুন্সেফ বাবু মোহনলাল পাঁড়ে (সারন) পরসার মুন্সেফ হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন মধুসুদন গুপ্ত মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের দ্বিতীয় সার্জন বিভাগের প্রতিনিধি হাউস সার্জন হইবেন

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রাজসাহীবাজারের দাতব্য চিকিৎসালয় সভার সভ্য হইবেন।

বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ শশিভূষণ দত্ত বি, এ

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন রামচরণ চট্টোপাধ্যায় কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

৬ ই এপ্রেল। এম, সি, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

নয়াদুমকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এচ, রাণ্ডু সাহেব পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, এল, হিলি সাহেব বি, এ, মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লক্ষীপুরের (গোয়ালপাড়া) দাতব্য চিকিৎসালয় সভার সভ্য হইবেন।

বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

„ হরিপ্রসাদ দাস।

„ বৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মা।

„ হিমকরাম চৌধুরী।

১০ ই এপ্রেল। জে, গ্রেহাম ও এম, সি, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জন জে, ওয়ায়েন শিলঙের সেওয়ানী চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১১ ই এপ্রেল। এ বেচার সাহেব চট্টগ্রামের পর্ব্বতাঞ্চলের পুলিস সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

হাজারিবাগের সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, বি, মাক্‌ওয়েল সাহেব জলপাইগুড়িতে বদলী হইবেন।

বারিষ্টর এচ, কাউএল সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সহকারী সেক্রেটারি হইবেন।

এচ, এল, হারিসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়া পল্লীগ্রামে পত্র উপস্থিত হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যথা সময়ে পত্রাদি হস্তগত হয় বলিয়া সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া থাকেন। "বার্ত্তাবাহে কুশল সংবাদ জানাইবে" পত্র লিখার এই পদ্ধতিটী প্রায় লোপ হইয়াছে। কিন্তু আসামের পল্লী বাসীরা এখনও এই সুখের অধিকারী হইতে পারেন নাই। চৌকিদারী প্রথা নাই বলিয়া থানার ডাকে পত্র দিলেও পত্র উপস্থিত হয় না। এনিমিত্ত লোকের যে কত কষ্ট হইতেছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পুলিসের পত্রাদি থানার ডাকেই যায়, এবং অন্যান্য বিভাগের কার্য্য কোন রূপে নির্ব্বাহ হয়। কি ন্ত শিক্ষা বিভাগেরই সম্পূর্ণ অসুবিধা। স্থানে স্থানে স্কুল আছে, সর্ব্বদাই বিল এবং পত্রাদি পাঠাইতে হয়। থানার ডাকে পাঠাইলে অধিকাংশ পত্র ফিরিয়া আইসে। শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকেই আফিসে উপস্থিত হইয়া পত্র এবং বিল ইত্যাদি লইয়া যান। আলস্য করিয়া ফেলিয়া রাখিলে আর হস্তগত হইবার উপায় নাই। স্থানে স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপন কিম্বা চৌকিদারী প্রথার প্রচলন না হইলে লোকের অসুবিধা দূরীভূত হইবে না। নূতন অধিকৃত দেশের প্রতি কি গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে না? ভরসা করি পোষ্ট আফিসের বর্ত্তমান ইনস্পেক্টর মহাশয় এইরূপ দুই একটী নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া এদেশীয়দিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে চেষ্টা করিবেন।

৩০এ মার্চ — একান্ত বশম্বদ

গোহাটী আসাম — শ্রীঃ—

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি জন্মভূমির উক্তি।

বিলম্ব কিসের লাগি প্রিয় বাছাধন
যাইতে বিলাতে আজ
পর শুভ্র সব সাজ
যাও বিরাজিছে যথা কনক লণ্ডন॥
তোমার ও মুখ পানে
চেয়ে তব আত্মগণে
দেখ যেন ভুলনাকো এদের কথন।
বল গিয়ে রাজ্ঞী সাথে
বিনয়িয়া বিধি মতে,
ভারত রয়েছে আজো অনাথা মতন॥
শোক ভারাক্রান্ত হয়ে
কুরীতি কুপ্রথা লয়ে
এখনো আমার প্রাণ দহিছে কেমন।
ইংলণ্ডের তেজ বলে
যায় যদি তা আজো চলে
বলো বাছা নতশিরে এরূপ স্তবন॥
মূর্খতা, অজ্ঞান আর
অজ্ঞান কুব্যবহার,
রেখেছে বাঁধিয়ে মম যত পুত্রগণ।
বিধবা সন্ততিগণে
বুঝাইয়ে প্রাণপণে,
রাখিতে পারি না আমি করিয়া যতন
বলো বাছা ইংলণ্ডেরে
কোন সদুপায় করে

পারে যদি সুরাপান করিতে বরুণ।
কেমন তথায় গিয়ে
কুশল সংবাদ নিয়ে
এসেছে এখন, চির ধন্য সেজীবন।
কিন্তু আমি ব্যস্ত অতি,
দেখিবারে শীঘ্রগতি,
সে মধুর ফল মম নয়ন রঞ্জন।
তোমারে পাঠাই তাই
আর মম কেহ নাই
বুঝিয়ে বেদনা মম বলিবে যে জন।
তোমার এ ক্ষুদ্র বলে
কলে কি নাই বা কলে,
করো না এহেন দ্বিধা মনে অকারণ।
কি ভয় নির্ভীক হও,
দয়াময়ে সঙ্গে লও,
অনায়াসে শুভ বাঞ্ছা হইবে সাধন।
তোমা হতে ভাগ্যবান,
বিদ্যাবুদ্ধিতে মহান,
আছে বটে মম গর্ভে সুত অগণন।
কিন্তু তারা কভু আর,
দেখে না এক্ষণি তার
বিষম গর্জ্জিতে হায়! হতেছে মগন।
তোমার যতনে কত
সাধিত হয়েছে হিত,
তাই মম: মুকুটেরে করিনু অর্পণ।
সস্ত্রীক সু যাত্রা করি,
স্বাধীনতা হার পরি,
দেশাচার বিষবৃক্ষে করি উৎপাটন।
জলধি হৃদয়ে যেয়ে,
জগদীশ গুণ গেয়ে,
মায়ের দুর্দ্দশা কর নাশিয়ে আপন।
নির্ভীক হৃদয়ে যাও প্রিয় বাছা ধন।
দৈবের অমোঘ বল,
কর পথের সম্বল,
যেগুণ তোমার শশি মৌলির ভূষণ।
বিনয় সাধু আচার,
যাহা শোভে অনিবার,
উজ্জ্বলি বিবেক তোমা শান্ত সুদর্শন।
নির্ভীক হৃদয়ে যাও প্রিয় বাছাধন।
সহে না যাতনা আর,
যাও, কর প্রতীকার,
মায়েরে তারিতে হও সিংহের মতন।
নির্ভীক হৃদয়ে যাও প্রিয় বাছাধন।
আনন্দে ধরিয়ে তান,
করিয়ে বিভুর গান,
নির্ভীক হৃদয়ে যাও প্রিয় বাছাধন।
দুঃখিনীর আশীর্ব্বাদ করহে গ্রহণ।

১১এ চৈত্র শ্রীমঃ—
বরাহনগর

—:০:—

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, তালতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু রামধন ঘোষ, গত ১৪ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি ধার্ম্মিক ও দয়াশীলতার ছিলেন। ইনি কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর কালেক্টর ছিলেন। অধুনা বড় মানুষেরা পিতা মাতার ভরণ পোষণ ভার জ্ঞান করেন, কিন্তু রামধন বাবু সে ধাতুর লোক ছিলেন না। অনেক লোকে অন্নদান ও জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী দানের নিমিত্ত ইহাঁর নিকটে বাধিত আছেন। ইনি কন্যাভারগ্রস্ত ও পিতৃ মাতৃ হীন প্রভৃতি দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। রামধন বাবুর মৃত্যুতে বঙ্গভূমি একটী পরোপকারী ও যথার্থ হিন্দু হারাইলেন তাহার সন্দেহ নাই।

১৯ এ চৈত্র } [illegible]
১২৭৭। } [illegible]প্রসন্ন [illegible]

মূল্যঃ প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী		
চিলমারি	৭	টাকা
„ „ হিরালাল বসু—প[illegible]গ্রাম	১৩	ঐ
„ „ শ্যামাচরণ মল্লিক		
পাল্ তিরাপাটী	১০	ঐ
„ „ রমণীমোহন চৌধুরী		
ভুমতাওার	১৩	ঐ
„ „ ভুবনচন্দ্র গুপ্ত		
কাটিখোলা	১০	ঐ
„ „ মহেশচন্দ্র চন্দ্র—টালিগঞ্জ	৫॥	ঐ
শ্রীযুক্ত আবদুল সফুর সর্দ্দার		
মেছুয়াবাজার	৫॥	ঐ
„ বগুড়া পবলিক লাইব্রেরি	১০	ঐ

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা [illegible] বন্ধ [illegible]। শেষ বারের প[illegible] হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৭৮। ১২ ই বৈশাখ। ইং ১৮৭১। ২৪এ এপ্রেল।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও
ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

মুদ্রাঙ্কণ ছাপাখানা।

নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস। ৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট। এখানে উৎকৃষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষর সকল প্রস্তুত আছে। পুস্তকাদি পাঠাইলে স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্টরূপে শীঘ্র মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
প্রেসিডেন্সি কালেজ এম, এ, ক্লাস।

নূতন পুস্তক

অবকাশ কুসুম।

নানাবিধ ছন্দে রচিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। বাড়ুয্যে ব্রাদার্স এবং কোং, ক্যানিঙ্ লাইব্রেরি ও নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

শ্রীমন্মথনাথ বসু

ডাক্তার অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী ও গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর রাজপুরের বাজারে যে ডাক্তারখানা ছিল, তাহা এবং তদন্তর্গত সমুদায় দ্রব্যাদি আমি ১২৭৭ সালের ১৯ এ পৌষ ক্রয় করিয়াছি। পূর্ব্বকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকটে ঔষধের দরুন যাহার যে কিছু দেনা আছে, তাহা আমার নিকটে দিয়া রসিদ লইবেন। আমার স্বাক্ষরিত রসিদ ভিন্ন টাকা দিলে সে টাকা মঞ্জুর হইবে না।

হরিনাভি। শ্রীপ্যারীমোহন দেব

প্রয়াগদূত

সাপ্তাহিক।

প্রয়াগ-দূত পাক্ষিক পত্র প্রযুক্ত তাহাতে নূতন২ সংবাদ প্রচার হয় না, এবং অন্যান্য পত্রের তুলনায় তাহার মূল্যও অধিক প্রযুক্ত অল্প আয়শালী গ্রাহকেরা তাহা গ্রহণে কষ্ট বোধ করেন। এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে গ্রহণ করিতে পারেন না। এনিমিত্ত বৈশাখ মাস হইতে ইহার মূল্য হ্রাসের এবং সপ্তাহে২ পত্র প্রকাশের কল্পনা হইয়াছে। স্থানীয় গ্রাহকেরা বার্ষিক ৩ টাকা এবং বিদেশীয় গ্রাহকেরা ৩৷০ টাকা ব্যয়ে দীর্ঘ আয়তনের একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাঠ করিতে পাইবেন। ৫ ই বৈশাখ সোমবার হইতে নূতন আকারে প্রয়াগ-দূত প্রকাশ হইয়াছে।

---

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগরের মৃত রামকৃষ্ণ ঘোষের সম্পত্তি।

বর্ত্তমান ইংরাজী ১৮৭১ সালের ৬ ই এপ্রেল তারিখে বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্ট অব জুডিকেচরের উইল সংক্রান্ত বিভাগ হইতে উপরি উক্ত ব্যক্তির বিষয়াদির সম্পর্কীয় ভার, তাঁহার পুত্র, উত্তরাধিকারী এবং যথার্থ প্রতিনিধি বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ও বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষের উপরে অর্পিত হইল সকলকে বলা যাইতেছে, যদি উক্ত বিষয়ের উপরে কাহারও কোন দাবী দাওয়া থাকে তিনি ইহাঁদিগকে তাহা জানাইবেন এবং যাঁহারা মৃত ব্যক্তির নিকটে ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহারা যেন স্ব স্ব ঋণগুলি অবিলম্বে পরিশোধ করেন।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
৪নং লাউডন
বিল্ডিংস
১৮ ই এপ্রেল
১৮৭১।

শ্রীকেদার নাথ মিত্র
প্রোক্টর

যে কোন ব্যক্তি আমাকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, আমি তাঁহাকে আর্য্যশাস্ত্র সম্মত অষ্টাঙ্গ যোগসাধনরূপ কৌশল দ্বারা এক পক্ষের মধ্যে তাঁহার স্থূলদেহের অভ্যন্তরস্থিত ধমনী নির্ম্মিত দুইটী সূক্ষ্মদেহ এবং তদভ্যন্তরে যে একটী কারণ দেহ আছে, তাহা জ্ঞাত করাইব। ঐ দুইটী সূক্ষ্মদেহের আকৃতি আর্য্যজাতিরা সিন্দুর দ্বারা অঙ্কিত করিয়া বৈদিক মতে ধাতা, কড়িকাষ্ঠ ও লক্ষ্মীপ্রভৃতি দেব দেবীগণের পূজা করিয়া থাকেন। কারণ দেহের আকৃতি অবিকল বীজ পুঁটের রূপ অথবা প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ সদৃশ। এই দেহ দিবানিশি ঊর্দ্ধা-খোলার নৃত্য করিতেছেন এবং সেই শক্তিদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণকার্য্য, নিশ্বাস প্রশ্বাস, রক্তের গতিবিধি সমুদায় দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কারণ দেহের নৃত্য দ্বারা যে এক প্রকার সুখলাভ হয়, শাস্ত্রে তাহাই অতীন্দ্রিয় সুখ বলিয়া কথিত আছে। আর্য্য শাস্ত্র মতে ঐ কারণ দেহ সাক্ষি জগদীশ্বর বলিয়া কথিত হয়েন। যোগ শাস্ত্র, বাইবেল মতে ক্রুশচিহ্নধারী ইনিই গ্রাহ্য হইবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারও প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি স্তপ.পে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন্, জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজি য়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং।

...নাথ ঘোষ কৃত " বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ " স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে এবং ঢাকা কালেজের বুক একেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে। যাঁহারা একত্র অধিক পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহারা স্কুল বুক সোসাইটির নিকট তাঁহাদিগের নিয়মানুসারে, এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট শত করা ১৫ টাকার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

ক্লাইভ্‌ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ	।০	আনা।
নীতিসার (১-ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৳০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সংস্কৃত মহাভারত।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ কোং প্রকাশিত, মহাভারত ২ দ্বিতীয় এডিশন বাঙ্গালা অক্ষর, প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে। গ্রাহকগণের প্রতি মূল্য আট আনা।

দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম এডিসন ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে।

দ্বৈপায়ন যন্ত্র।

ঠঁঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী তলার দক্ষিণ ২২১ নং ভবনে দ্বৈপায়ন যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজি পুস্তকাদি অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে উত্তম রূপ মুদ্রিত হইতে পারে

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
ম্যানেজার।

বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় মির্জা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৭ সাল
তাং ২৩। পৌষ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

" বিদ্যা সুন্দর " হিন্দীভাষায় অনুবাদিত হইয়া শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বে যাঁহারা উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে প্রতি কাপি ৳০ আনা মূল্যে দেওয়া যাইবে। প্রকাশের পর উহার মূল্য ১ টাকা অবধারিত হইবে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র
বারাণসী।

আমার প্রস্তাবিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা উচ্চারণ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিসন রো ৬। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৮ এ ভাদ্র
১২৭৭ } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আর ডি. বসু এণ্ড কোং
মিসন রো কলিকাতা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	বায়তি স্থান	আন্দাজী
নং ১৫ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১৫৩ বিঘা
ঐ ২ সিমের লেন	ঐ	৬০ কাঠা
রসিক সারাঙের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
নং১২ এলিয়ট রোড	ঐ	১/১ বিঘা
কুলীয়াবাঘ ঝুঁড়ি	ঐ	৫। বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তরাস গিলাণ্ডার্স আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

অভিনব কাব্য চণ্ডালিনী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ।০ কবিতা পরিচয় ১ ম ভাগ ৵০, ২ য় ভাগ ৵১০। শিশুমানচিত্রাবলী। ৵১০।

২৩।১০।৭৭ } শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়
ছুটকৈলাসস্থ রাজবাটী।

বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল।

ধাত্রী শিক্ষা, শরীর পালন প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আগামী ১২৭৮। ১লা বৈশাখ হইতে বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ

"চিকিৎসা দর্পণ" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। উহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩, ষাণ্মাসিক ৩৷৽ এবং প্রতি সংখ্যার । গ্রাহকগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট মূল্য সহ নাম এবং ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলে নিয়মমত পত্রিকা প্রাপ্ত হইবেন।

আখন বাজার চুঁচুড়া ১২৭৭ ২ রা চৈত্র } শ্রীহরুলাল সরকার।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র ১২৭৭ } কলিকাতা বটতলা শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।
মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্রে লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হোটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

অদ্যকার তারিখ হইতে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রী ই, ডি, রিডের ঋণের নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।

মেদিনীপুর ১১ ই এপ্রেল ১৮৭১ } এ, জে, রিড।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই বৈশাখ সোমবার।

আমরা অনল্প আনন্দ সহকারে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, সংস্কৃতের উৎসাহদাতা আর এক ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। অধ্যক্ষ তাহা আদর সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র, নিবাস রাজপুর, নাগরে আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্ম করেন।

—:০:—

আর একটী আহ্লাদের সংবাদ এই, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার ছাত্র শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত জয়দেবের জীবন চরিত লিখিয়া ৫০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। পুরস্কার দানকর্ত্তা পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। হিন্দুমেলার সভা হইতে এই পুরস্কার দানের প্রস্তাব হয়। সৌরীন্দ্র বাবু অর্থ দান স্বীকার করেন। গত পূর্ব্ব শনিবার সেই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। সৌরীন্দ্র বাবু গুণের উৎসাহ দান বিষয়ে ইহাঁর ভ্রাতার অনুকরণ করিয়াছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিক্ষা ও রথ্যা কর এবং ব্রিটিশ জাতির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

বিশ্বাস পরম ধন। বিশ্বাসই মনের প্রধান নিয়ন্তা। শান্তি, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি সমুদায় উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিরই প্রধান পোষক বিশ্বাস। বিশ্বাস সূত্রেই সংসারের সকল শৃঙ্খলা গ্রথিত রহিয়াছে। বিশ্বাসাভাবে জনক জননীকে শত্রুবৎ বোধ হয়, মিত্রকে প্রতারক বিবেচনা হয়, সহধর্ম্মিণীকে পিশাচিনীর ন্যায় উপলব্ধি হয় এবং রাজাকে দুর্দ্দান্ত দস্যুর ন্যায় প্রতীতি জন্মে, অধিক কি, বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইলে হৃদয়ের ধন যে ঈশ্বর, তাঁহাকেও হারাইতে হয়। অবিশ্বাস বা অল্প বিশ্বাসের শাসনে বহুতর দেশ অসভ্যতা নিগড়ে আবদ্ধ রহিয়াছে, পৃথিবী বহুবার নর শোণিতে প্লাবিত হইয়াছে, কত প্রতাপান্বিত রাজ মুকুট চূর্ণীকৃত হইয়াছে। অল্প দিন হইল ফ্রান্সের প্রচণ্ড ভূপতি সম্রাট নেপোলিয়ন প্রকৃতিপুঞ্জের বিশ্বাস হারাইয়া জর্ম্মণদিগের নিকটে পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়াছেন, সুসভ্য ফ্রান্স দেশ হতমান ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে। পক্ষান্তরে দেখ, কেবল বিশ্বাস সূত্রেই ব্রিটিশ জাতি ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ স্বর্ণময়ী ভারতভূমির একাধিপতি হইয়াছেন এবং প্রজাপুঞ্জের বিশ্বাসভাজন হইয়াই তাঁহাদের অনুরাগ লাভ করিয়াছেন। মধ্যে লার্ড ডেলহাউসীর ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতায় ইংরাজদিগের উপরে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয়দিগের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল, তাহাতেই ভয়ানক সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭ অব্দে সংঘটিত হয়। পরে লার্ড কানিঙ্ স্বীয় দয়া, ক্ষমা ও সুবিচারাদি গুণে প্রজাপুঞ্জের শ্রদ্ধাভাজন হওয়াতে ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, ভারতবর্ষের এক্ষণকার শাসনকর্ত্তাগণ এমন একটী ঘৃণিত ও ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে উহাতে সমুদায় বঙ্গদেশের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইবে, ব্রিটিশ জাতির অঙ্গীকারভঙ্গ স্বরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক রেখা দিগদিগন্তরে উড্ডীয়মান হইবে এবং তাঁহারা ভারতবাসিদিগের বিশ্বাস রত্ন চিরকালের জন্য হারাইবেন। রাজপুরুষেরা সম্প্রতি বঙ্গদেশের ভূমির চির স্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাই উপস্থিত লিপির এ ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য, তাহাই ব্রিটিশ জাতির

চি" কলঙ্কের নিদান, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য বিষয়।

কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য শাসন কালে সুবিখ্যাত গবর্ণর জেনরল লার্ড কর্ণওয়ালিস সন ১৭৯৩ সালের ২২ এ মার্চ্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনের সৃষ্টি করেন, উহাই ১৭৯৩ সালের ১ আইন। তৎকালীন রাজমন্ত্রী পিট ও ডনডাস এবং ডিরেক্টর সভার অনুমোদিত হইয়া ঐ বন্দোবস্ত স্থিরতর ও বদ্ধমূল হয়। উল্লিখিত বন্দোবস্তের পূর্ব্বে রাজস্ব সংগ্রহের যে রূপ প্রণালী ছিল, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রোজর ক্ষতি এবং লোকের ক্লেশ ও বিরক্তি ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইত না এবং সুবিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ ভূমি নিবিড় বনাকীর্ণ ছিল; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণেই রাজস্বের সকল দোষ সংশোধিত হইয়াছে, অরণ্যময় স্থানগুলি গ্রাম নগরাদিতে পরিণত হইয়াছে, হিংস্র জন্তুর বাস স্থল মনুষ্যের আবাস স্থান হইয়াছে এবং বহুকালের অকৃষ্ট ভূমিও শস্য [illegible] শোভিত হইয়াছে। জমীদারের অল্প লাভ (শতকরা ১০ টাকা মালিকানা) রাখিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়; এমন কি, জমার আধিক্যবশতঃ উক্ত বন্দোবস্তের পর ১০ বৎসরের মধ্যেই শতকরা ৮০ খানি বৃহৎ জমীদারী নীলামে বিক্রীত হইয়া প্রথম অধিকারীর হস্ত পরিভ্রষ্ট হয়। জমীদারেরা ক্রমশঃ পতিত জমী আবাদ করিয়া করের কাঠিন্য পরিহারের চেষ্টা করেন। নূতন গ্রাম স্থাপনার্থ দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ আদি নানা প্রকার নিষ্কর ভূমি প্রদান করা হয়, ব্যবসায়িদিগকে জায়গীর দেওয়া হয়, জঙ্গল পরিষ্কারার্থ মূল ধন বিনিয়োজিত হয়, অনেক স্থলে কূপ তড়াগাদি খাত হয় এবং নানা প্রকারে প্রজাগণকে উৎসাহ দিয়া বসতি করাইয়া পতিত ভূমি আবাদ করা হয়। এইরূপে অশেষ চেষ্টায় বহু বর্ষ পরে জমীদারগণ লাভের মুখ দেখিতে পান এবং প্রজাদিগেরও সুখ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দেশের যে অশেষ উপকার হইতেছে তাহাতে এখন আর প্রায় মতদ্বৈধ নাই। জমীদারদিগের শত্রুরাও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

নির্দ্দিষ্ট করে ভূমির উপর চিরস্বত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে জমীদারেরা কতক লাভ রাখিয়া সেই স্বত্ব অন্যকেও প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রজা ও জমীদারের মধ্যবর্ত্তী পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, মোকররিদার, আয়েমাদার আদির সৃষ্টি হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টও সময়ে সময়ে আবশ্যকমত আইন প্রচলন (১) দ্বারা উক্ত মধ্যবর্ত্তী স্বত্বগুলি বিধিসিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে, ভূমি আবাদের কার্য্যভার বহুলোকের মধ্যে বিভক্ত হওয়াতে উহা সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে এবং জমীদার প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট করে চির ভোগ স্বত্ব উত্তরোত্তর ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইয়া রাজভক্ত ও ভূসম্পত্তি বিশিষ্ট এক দল মহত্ত্বান্বিত লোক অভ্যুত্থিত হইয়াছে। মহারাণী যখন এদেশের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, তৎকালেও তাঁহার ঘোষণায় উল্লিখিত বন্দোবস্ত অব্যাহত থাকে। এইরূপে প্রায় ৮০ বৎসর কাল উক্ত বন্দোবস্ত চলিয়া আসিয়াছে; ইহার মধ্যে কত ঘটনা ঘটিল, কত রাজমন্ত্রীর পরিবর্ত্ত হইল, কত শাসন কর্ত্তারও পরিবর্ত্ত হইল, কত ব্যবস্থাপক ও কত বিচারপতি চলিয়া গেলেন; কিন্তু কেহই উহার অলঙ্ঘনীয়তা অস্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত অনেকেই পোষকতা করিয়াছেন; সুতরাং এই দীর্ঘকাল উহা লার্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, ব্রিটিশ জাতির ন্যায়পরতা ও বাক্যনিষ্ঠার উজ্জ্বল পতাকা স্বরূপ এবং বঙ্গদেশের মঙ্গল তারকা স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

লার্ড ডেলহাউসীর শাসনকালে যখন চৌকীদারদিগের নিয়োগাদি বিষয়ক আইনের (১৮৫৬ সালের ২০ আইনের) পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছিল, তৎকালে জমীদারদিগের উপরে এক বিশেষ কর স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং ঐ প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যতিক্রম হইবে কি না? এই বিষয় লইয়া তর্ক হয়। তৎকালীন লমেম্বর (পরে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি) সর বার্ণেস পিকক সাহেব ১৮৫৪ সালের ৬ ই মার্চ্চ তারিখে এক যুক্তিগর্ভ মিনিট লিখেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ৪ ধারায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে জমা নির্দ্ধারিত হয়, উহা চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে, আর যখন ঐ আইনের ৭ ধারায় ডিরেক্টর সভার নিয়োজিত কোন শাসনকর্ত্তাই ভবিষ্যতে ঐ জমা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ নহেন বলা হইয়াছে এবং জমীদারেরা নিজ নিজ পরিশ্রম ও সুশৃঙ্খলার ফল চিরকাল নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারিবেন এরূপও বলা হইয়াছে, তখন জমীদারদিগের উপরে প্রস্তাবিত কর স্থাপিত হওয়া বিধেয় নহে। আইন বিশারদ পিকক মহোদয়ের এই মত গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার মন্ত্রিগণ বিধিসঙ্গত বোধ করিলেন এবং জমীদারগণের উপরে বিশেষ কর স্থাপন প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হইল।

সম্প্রতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে

(১) ১৮১২ সালের ৫ ও ১৮ আইন, ১৮১৯ সালের ৮ আইন ইত্যাদি।

আঘাত করা হইতেছে। তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই—ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স শিক্ষা ও রাস্তার জন্য ভূমির উপরে একটী স্থানীয় কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লার্ড মেয় বাহাদুর ও তাঁহার মন্ত্রীগণ ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বাঙ্গালায় ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের প্রতি উক্ত কর সংগ্রহের প্রণালী স্থির করিতে বলেন। ন্যায়পরায়ণ গ্রে মহোদয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বে ভূমির উপরে কর গ্রহণ ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে ঐ বিষয় ষ্টেট সেক্রেটারী লার্ড আর্গাইল মহোদয়ের নিকটে মীমাংসার জন্য প্রেরিত হয়। তাঁহার কৌন্সিলের ১৫ জন মেম্বরের মধ্যে ৮ জন (২) প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুকূলে এবং ৭ জন (৩) প্রতিকূলে স্বস্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বঙ্গদেশের অবস্থাজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই প্রতিকূলবাদী হইয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড বাহাদুর অনুকূলবাদিদিগের সহিত একমত হইয়া প্রস্তাবিত শিক্ষা ও রথ্যাকর স্থাপনে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও জমীদারেরা ইনকম টাক্স দিয়াছেন, তখন প্রস্তাবিত কর না দিবেন কেন? এ যুক্তিটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক; কারণ ইনকম টাক্স এবং শিক্ষা ও রথ্যা কর কোন রূপেই তুল্যপ্রকৃতি নহে। ইনকম টাক্স একটী সাধারণ কর। সকল প্রদেশের প্রায় সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের উপরেই উহা স্থাপিত হয়। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রের একমাত্র উপায় স্বরূপ উহা অবলম্বিত হইয়াছিল, সুতরাং জমীদারেরা রাজভক্তি প্রদর্শন জন্য তাঁহাদের চিরস্বত্ব প্রদাতা গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ ইনকম টাক্স কিছু বিশেষরূপে ভূমির উপস্বত্বের উপরেই স্থাপিত হয় নাই। ইনকম টাক্সের আদি স্থাপনকর্ত্তা উইলসন সাহেব ১৮৬০ সালে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "ভূমির উপরে যে কোন কর হউক, তাহা হইতে জমীদারেরা মুক্ত বটে, কিন্তু সাধারণের সহিত যে টাক্সের সংস্রব, তাহা তাঁহাদের প্রতিও বর্ত্তিবে।" সর বার্ণেস পিকক্ও তৎকালে উইলসন সাহেবের পোষকতা করিয়া বলিয়াছিলেন "আমি পূর্ব্বে জমীদারদিগের উপরে যে কর স্থাপনের প্রতিবাদী হইয়াছিলাম, সে একটী বিশেষ কর; ইনকম টাক্স সেরূপ নয়; ইহা দেশ সাধারণের পক্ষেই খাটিতেছে। তৎকালে কেবল জমীদারের উপরে কর স্থাপনের কথা হইতেছিল, তাহা করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে অঙ্গীকার করা হয় তাহা ভঙ্গ হইত সন্দেহ নাই।" দেখ উইলসন ও পিকক মহোদয়ের বাক্য দ্বারা ইনকম টাক্স যে একটী সাধারণ কর, শ্রেণী বিশেষের স্বত্ব সম্বন্ধে উহার কোন সম্পর্ক নাই, এটী প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু শিক্ষা ও রথ্যা কর সেরূপ নহে। এটী শ্রেণী বিশেষের কর। সাধারণ করের সহিত বিশেষকরের তুলনা করিয়া স্বমত স্থাপন করাতে ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, লার্ড আর্গাইল বাহাদুর বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে ষ্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের অনুমোদন করাতে প্রস্তাবিত কর কিরূপ নিয়মে সংগৃহীত হইবে, তাহা স্থির করণার্থ এক কমিটী স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, জমীদারদিগের মফস্বলের উৎপন্ন জমার উপরে প্রতি টাকায় ৩ (বার পাইয়ে আনা) চারি পাই হিসাবে কর স্থাপিত হইবে, তাহার তিন ভাগ প্রজারা দিবে, এক ভাগ জমীদারেরা দিবেন। এই চারি পাই যে ভবিষ্যতে কিরূপ ভয়ানক আকারে পরিণত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? বিলক্ষণ বোধ হইতেছে শীঘ্রই এবিষয়ের একটী আইন বিধিবদ্ধ হইবে। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তকাল উপস্থিত এবং জমীদার ও প্রজাদিগের চিরস্বত্বের লোপ হইয়া ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা হইয়াছে।

এক্ষণে চিন্তনীয় বিষয় এই যে, যে ব্রিটিশ জাতি ন্যায়পরতা, বাক্যনিষ্ঠা, দয়া ও ঔদার্য্যাদি গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই জাতির ধর্ম্মনীতি কি এত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে যে তাঁহারা সমীচীন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন? তাঁহাদের সাধুতার উপরে বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা ভূসম্পত্তির উন্নতি সাধনে শরীর পাত করিয়াছেন, আর যাঁহারা যাবজ্জীবন পরিশ্রম পূর্ব্বক রাশি রাশি মূলধন খাটাইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানেরা কি পিতৃস্বত্ব ও পিত্রোপার্জ্জিত লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে? যে সকল জমীদার মোকররি পাট্টা দিয়াছেন, এই অনুদার রাজনীতি বশতঃ তাঁহাদেরও কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নিবন্ধন সম্মানের হানি ও অমর্য্যাদা হইতেছে না? কোথায় রাজা সচ্চরিত্রতা ও ন্যায়পরতার আদর্শ স্বরূপ হইবেন, না, তিনি

(২) সর জেম্‌স হগ্‌, সর রবার্ট ভিভিয়ান, মিঃ আরবথ নট, জেনরল বেকর, সর জর্জ ক্লার্ক, সর বার্টল ফ্রিয়ার, সর রবার্ট মণ্টগমারী ও সর হেনরি রলিন্সন।

(৩) মিঃ ম্যাকনাটন, সর ই, পেরী, সর এফ করি, সর, এচ, সি, মণ্টগমারী, মিঃ প্রিন্সেপ, মিঃ মাঙ্গল্‌স, সর, এফ, জে, হালিডে।

অনায়াসে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গদোষে লিপ্ত হইতে বসিয়াছেন! ইহা কি সামান্য লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয়? কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই কি ইংরাজ জাতির মহত্ত্ব এতদিনে অন্তর্হিত হইল? যদি আজি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ হয়, তবে কালি যে কোম্পানির কাগজ (গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী) এক কথায় উঠিয়া যাইবে তাহারই বা বিচিত্র কি? গবর্ণমেণ্ট যে ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াছেন, সে কথাতেই বা বিশ্বাস কি? যাঁহাদের নিষ্কর ভূমি আছে, তাঁহারাও নিঃশঙ্ক থাকিতে পারেন না। কোন্ দিন নিষ্কর ভূমির উপরেও কোন বিশেষ কর স্থাপিত হইতে পারে। যে ব্যবস্থা বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রগাঢ় গবেষণার ফল, যাহা প্রতিজ্ঞা স্বরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত মান্য হইয়া আসিয়াছে, এমন অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থার যখন অন্যথা হইতে চলিল, এখন গবর্ণমেণ্টের সমুদায় কার্য্যেই যে লোকের অবিশ্বাস জন্মিবে তাহাতে বিচিত্র কি? তখন শাসন কার্য্যের যে কি বিশৃঙ্খলাই ঘটিবে, তাহা চিন্তা করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

উপসংহারে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি বক্তব্য এই, তাঁহাদের যদি জন্মভূমি ও চিরস্বত্বের প্রতি মমতা থাকে, শরীরে প্রাণ ও শিরায় রক্ত সঞ্চার থাকে, তাঁহারা যথোচিতরূপে উপস্থিত বিপদের প্রতীকার চেষ্টা করুন; ব্রিটিশ জাতির সর্ব্বোচ্চ বিচার স্থান মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদের স্বত্ব প্রতিপাদন করুন; অবশ্যই জয় লাভ হইবে। প্রস্তাবিত বিষয় উপলক্ষে গত ৩ রা এপ্রেল জমীদার ও তালুকদার প্রভৃতি বিস্তর ভদ্রলোকের এক সভা হইয়া মহাসভায় এক আবেদন প্রেরণই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়। যাহাতে সভার উদ্দেশ্য সুসাধিত হয় তদ্বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় দেশীয় লোকদিগের মধ্য হইতে দুই জন উপযুক্ত প্রতিনিধি ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের সময় পরিবর্ত্তন জন্য লুপ লাইনের আরোহিদিগের বিশেষ অসুবিধা।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিগণের আবেদন অনুসারে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেন্সি বোর্ড উক্ত রেলওয়ে সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধার প্রতীকার করিতেছেন বটে, কিন্তু আর একটী বিষয়ে যে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে তাহা বোর্ড অব এজেন্সির গোচর করিয়া দেওয়াই অদ্যকার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কর্ড লাইন খোলা অবধি অর্থাৎ গত জানুয়ারি মাস হইতে গাড়ী চলিবার সমুদয় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন জন্য কলিকাতা ও বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসন সমূহের আরোহিদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থানে অনেকবার গাড়ী গমনাগমন করাতে সে কষ্ট তাদৃশ অনুভূত হয় না। কর্ড লাইনেও যেরূপ সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে তত্রত্য আরোহিদিগের বিশেষ অসুবিধা নাই; যে কিছু অসুবিধা তাহা লুপ লাইনের আরোহিগণকেই ভোগ করিতে হইতেছে। ঐ লাইনে এখনও দুইখানি গাড়ী গমনাগমন করে বটে; কিন্তু উহাদের যেরূপ সময় অবধারিত হইয়াছে, তাহাতে লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। যে দুই খানি গাড়ী পশ্চিমাভিমুখে গমন করে, তাহার একখানিও কানু জঙ্শন হইতে তিনপাহাড় পর্য্যন্ত ১৫ টী ষ্টেসন এবং পূর্ব্ব গামী গাড়ীর কোন খানিও পাকুড় হইতে মুকরা পর্য্যন্ত ১১ টী ষ্টেসনের কোন ষ্টেসনে দিবাভাগে পাওয়া যায় না। ফলতঃ ঐ লাইনে যে ৪ খানি গাড়ী গমনাগমন করে, অধিকাংশ ষ্টেসনেই তাহার একখানি গাড়ীও রাত্রি ভিন্ন দিবা ভাগে পাওয়া যায় না। ইহা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা সাহেব ভিন্ন বাঙ্গালী মাত্রেই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিবেন। সকল ষ্টেসনেই একখানি গাড়ি দিবাভাগে ও একখানি রাত্রিকালে পাওয়া যায়, এরূপ ব্যবস্থাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক। পূর্ব্বে এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। এক্ষণে তাহার অন্যথা হওয়াতে আরোহিদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। আমরা মধ্যবর্ত্তী এবং একটী ব্রাঞ্চ রেলওয়ের মূলস্থান নলহাটী ষ্টেসন দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিলাম। ঐ ষ্টেসন হইতে পশ্চিমে যাইতে রাত্রি ২ ও ৪ ঘটিকার সময়ে এবং পূর্ব্ব দিকে যাইতে রাত্রি ৮ ও ৩ ঘটিকার সময়ে গাড়ী পাওয়া যায়; ৪ খানি গাড়ীর একখানিও দিবাভাগে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ তত্রত্য ব্রাঞ্চ রেলওয়ে হইতে যে সকল আরোহী নলহাটীতে উপস্থিত হন, তাঁহারা নিয়ত ৬ ও ৮ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিলে কোন দিকের গাড়ী পাইতে পারেন না। রেলওয়ের কল্যাণে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সময়ের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে অনর্থক ৭। ৮ ঘণ্টা কাল নষ্ট করা লোকের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হয়। এমন কি, যদি ঐ কষ্ট নিবারণের অন্য কোনরূপ সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় ঐ সকল ষ্টেসন হইতে কেহই ট্রেণে গমন করিতেন না। সে সুবিধা নাই বলিয়াই রেলওয়ে কোম্পানি যেরূপ নিয়ম করেন, তাহাই শোভা পায়। কিন্তু আরোহিদিগকে এরূপ কষ্ট দেওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচার-

রিতা ও বুদ্ধিনৈপুণ্যের অল্পতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। অতএব আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে এজেন্সি বোর্ডকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অবিলম্বে সময় পরিবর্ত্ত করিয়া লুপলাইনের আরোহিদিগের কষ্টের নিবারণ করুন। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত রূপ নিয়ম করিলেই ঐ কষ্টের নিবারণ হইতে পারিবে।

এক্ষণে পূর্ব্বগামী যে গাড়ী রাত্রি ৮। ১৮ মিনিটের সময় নলহাটীতে উপস্থিত হইতেছে, তাহা বেলা ১ টার সময় ও রাত্রি ৩ টার গাড়ী রাত্রি ১ টার সময় এবং পশ্চিমাভিমুখ রাত্রি ৪। ৪৯ মিনিটের গাড়ী রাত্রি ৪ টার সময়ে তথায় উপস্থিত হউক।

এতদ্ভিন্ন আপাততঃ আর কোন পরিবর্ত্তের প্রয়োজন বোধ হইতেছে না। এরূপ করিলে কেবল যে আরোহিদিগের ঐ কষ্ট নিবারিত হইবে এরূপ নয়, ডাকেরও অনেক সুবিধা হইবে। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুর প্রভৃতি মফস্বলের অনেক স্থানের ডাক এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতা অঞ্চলে এক দিনে যায় না; যদিও কলিকাতায় যায়, কিন্তু সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সে দিন সকল চিঠি বিলি হয় না। মফস্বলের দূরবর্ত্তী পোষ্ট আফিস সমূহে ঐ পত্র উপস্থিত ও বিলি হইতে যে কতই বিলম্ব হয় এবং তন্নিমিত্ত লোকের কতই ক্ষতি ও অসুবিধা হয় তাহা বলা যায় না। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই, সিবিল ডিক্কেন্সন সাহেব শীঘ্র প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোযোগী হন।

প্রতিনিধি শাসন প্রণালী।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যদিও এদেশে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রাম হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হয় নাই বটে; কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলা হইতে এক একজন উপযুক্ত লোক আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। উক্ত পত্র আরও বলিয়াছেন, গবর্ণর জেনরেলের মন্ত্রী সভায় একজন উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ভারতবর্ষীয়কে গ্রহণ করিলে সর রিচার্ড টেম্পল ও জন ষ্ট্রেচি সাহেবের ন্যায় লোকদিগের ভ্রম ও কুসংস্কারের অপনয় হইতে পারে। আমরা বহু দিন যাবধি একথা বলিয়া আসিতেছি। এখানে এককালে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রতিনিধি সভা করিতে গেলে অকীর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা অল্প। ফ্রান্স ও প্রুশিয়া ইহা করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী একদিনে স্থাপিত হইবার নয়। ইহা ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে। জেলা সমূহ হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিলে তাঁহাদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য হইবে। এক্ষণে লোকে ক্রমশঃ আপনাদিগের স্বত্ব বুঝিতেছেন, এই স্বত্ব লোপের চেষ্টা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। লার্ড মেয়ও আমাদিগের ন্যায় এক পরাজিত জাতির প্রতিনিধি। প্রধানতম বিচারালয়ে এতদ্দেশীয় বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব বিষয়ে তিনি কতক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যদি প্রস্তাবিত প্রণালিটী স্থাপিত করিতে পারেন, লার্ড বেণ্টিঙ্ক অপেক্ষাও লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

আইন সংস্কার।

গত বৎসর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা অনেকগুলি অবশ্যপ্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন করিয়াছেন। ইহাতে এই ফললাভ হইয়াছে, পূর্ব্বের ন্যায় এক বিষয়ের নিমিত্ত বহুসংখ্য আইন পাঠ করিয়া অনাবশ্যক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। ষ্টিফেন সাহেব পূর্ব্বকার আইন সমূহের প্রয়োজনীয় অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অনাবশ্যক অংশগুলি এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিচারপতিগণ আইনের যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ অংশগুলি গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ষ্টিফেন ও হুইটলি ষ্টোক্স সাহেব সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনও একটী গুরুতর বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। চুক্তি ও সাক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদিগের যে আইন আছে, তাহা এক প্রকার অসম্পূর্ণ। চুক্তিসম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন নাই। পঞ্জাবের আইন সংগ্রহে যে কয়েকটি ধারা আছে, তাহা সাধারণ নহে এবং তন্মধ্যে অনেক গোলযোগও আছে। একজন উপযুক্ত লোক (সর রবার্ট মণ্টগমারি) ইহা প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু তিনি শিক্ষিত ব্যবহারাজীব ছিলেন না, এবং আইনের মূল নিয়ম বুঝিতেন না। তিনি লার্ড ডেলহৌসির আজ্ঞানুসারে আইন সংগ্রহ করেন। কিন্তু এক্ষণে আর যথেচ্ছাচারিতার কাল নাই, যাহা দ্বারা প্রজার হিত সাধিত না হয়, এরূপ অনুদার আইন এক্ষণকার দিনে আর শোভা পায় না। ষ্টিফেন সাহেব যদি চুক্তি সম্বন্ধে একটী আইন করিতে পারেন, তিনি সাধারণের একটী স্থায়ী উপকার করিয়া যাইবেন। সাক্ষ্য সম্বন্ধেও একটী বিশেষ আইন করা কর্ত্তব্য। ১৮৫৫ অব্দের ২ আইন দ্বারা অভীষ্টলাভ হয় না। ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যবিধিরও সংশোধন আবশ্যক। আমরা শুনিয়াছি, আগামী বর্ষে এগুলি করা হইবে। এটী বিশেষ সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলির সংশোধন একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। যত দিন ইহা না হই

হেছে, তত দিন বিচারপতিদিগকে রাশি রাশি মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। ১৭৯৩ অব্দের ১ আইনের উপরে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন ক্ষমতা নাই; এটী অবশ্যই পৃথক থাকিবে। কিন্তু লাখেরাজ, বাকে অর্থ, বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমি বিক্রয়, খাস মহলের বন্দোবস্ত, পতিত ভূমি, সুন্দরবন প্রভৃতির ভূমি ও পত্তনী প্রভৃতির বিষয়ে যে সকল আইন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করা হইয়াছে, সেগুলি নিতান্ত জটিল। ১৭৯৩ অব্দ অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐ সকল আইন ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোন আইনের হয় ত একটী ধারা আছে; কোনটীর একটী প্রকরণ মাত্র রহিয়াছে। এমন অবস্থায় ভূমি সংক্রান্ত আইন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ পরিশ্রমের কার্য্য নহে। আমরা ষ্টিফেন সাহেবকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান করুন। আমরা স্বভাবতই মকদ্দমাপ্রিয়, এটী ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বাক্য। ষ্টিফেন সাহেব এদেশের অধিকমূল্যের সম্পত্তির দলীল পাঠ করিয়া দেখিবেন, অধিকাংশ দলীলের সাক্ষী ইতর লোক, পাছে সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে ভদ্র লোকে সাক্ষী হন না। ভূমির উপরে আমাদিগের অত্যন্ত মায়া; ভূমিই আমাদিগের অনেকের এক মাত্র সম্পত্তি; সুতরাং প্রাণপণে উহা রক্ষা করিতে হয়। [?]ইনের দোষে অধিক মকদ্দমা ঘটে; শাসনকর্ত্তাগণ ভাবেন, আমরা মকদ্দমাপ্রিয়। চুক্তি সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যত মকদ্দমা হয়, তাহার শতাংশ মকদ্দমাও এদেশে হয় না। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেসনে অনেকে যে আহত হইয়াছিলেন, তাহা রেলওয়ে কোম্পানিও অস্বীকার করেন নাই। ইংলণ্ডে হইলে ক্ষতি পূরণের নালীশে আদালত পরিপূর্ণ হইত; কিন্তু এখানে একটী নালীশও হয় নাই। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানি যদি রাস্তার নিমিত্ত কাহারও অঙ্গুলীপ্রমাণ ভূমি বিনা মূল্যে লইতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নালীশ হইত। আমরা ভূমি পরিত্যাগ করিতে পারিনা, এই আমাদিগের দোষ; ইহাতেই এত মকদ্দমা হয়। ভূমি সংক্রান্ত আইনের সংশোধন হউক, অচিরকাল মধ্যেই এই অনিষ্টের নিবারণ হইবে।

আর একটী বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান দিগের আইন অনুসারে বিচারপতিগণ এত মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, এক্ষণে আর কোন জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য পণ্ডিত ও মৌলবী দিগের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এমন ও ঘটিয়াছে যে, স্থান বিশেষে এক বিষয়ে দুই প্রকার মীমাংসা করা হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্যাপিও অনেক গোলযোগ হয়। আমাদিগের মতে এই আইনগুলি ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা বিধিবদ্ধ করান কর্ত্তব্য। কেবল ষ্টিফেন সাহেব দ্বারা ইহা হওয়া সম্ভাবিত নহে; তাহা হইতে দেওয়াও উচিত নয়; কারণ তিনি হিন্দু উইল সংক্রান্ত আইন বিষয়ে যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, এ স্থলেও সে সেই রূপ ঘটিবে না, তাহার প্রমাণ কি? আমরা প্রস্তাব করিতেছি, কতগুলি এতদ্দেশীয় ব্যবহারাজীব বিচারপতি পণ্ডিত ও মৌলবীকে কমিসন স্বরূপ করিয়া ষ্টিফেন সাহেব তাহার সভাপতি হইয়া আইনগুলি বিধিবদ্ধ করুন। স্বত্বের স্পষ্ট বিধি থাকা একান্ত আবশ্যক, ইহাতে অনেকাংশে উত্তরাধিকার ঘটিত গোলযোগের নিবারণ হইবে। ষ্টিফেন সাহেব যদি সাক্ষ্য, চুক্তি, ভূমি এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের আইনগুলি সংশোধন করিতে পারেন, তিনি চিরস্মরণীয় ও ভারতবর্ষীয়দিগের যথার্থ শ্রদ্ধার পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের নব্য সম্প্রদায়! তোমাদিগকে আজি একটী আনন্দ সমাচার দিতেছি। এতদিনের পর দুঃখ ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন; তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। বোম্বাইর উপযুক্ত গবর্ণর ভোজের উপরে টাক্স করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বর যখন ও পাড়ায় দর্শন দিয়াছেন, তখন যে এ পাড়ায় আসিবেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। তোমাদিগেরই পোয়াবার, তোমাদিগেরই অনুকূল গ্রহ; এবং প্রাচীন সম্প্রদায়কে মুরাইবার উত্তম পথ হইল। তোমাদিগের ত সুবিধা হইল; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম ধারণ করিয়া মাথা ঘরাইয়া এই অদ্ভুত উপায়ের উদ্ভাবন করিলেন, তাঁহাদিগের কি লাভ হইবে, আমরা তাই ভাবিয়া আকুল হইতেছি। যাঁহারা টাক্স দিবার ভয়ে ভোজ বন্ধ করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিরূপ টাক্স আদায় হইবে? তবে ত আর একটী আইন করিতে হইল। যিনি ভোজ না দিবেন, তাঁহাকে প্রতি মাসে ২০ টাকা করিয়া টাক্স দিতে হইবে। কারণ ভোজে প্রতি শত ব্যক্তিতে ১০ টাকা করিয়া টাক্সের ব্যবস্থা হইতেছে, বড় স্থলে সচরাচর দ্বিগুণ হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রস্তাবিত আইনটী হইলে অল্পকাল মধ্যে গবর্ণমেন্টের ধনাগার পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা বোম্বাইর বর্ত্তমান গবর্ণরের অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবিত উপায়টী এমনি অদ্ভুত যে, প্রায় দুই সপ্তাহ হইল এক ব্যক্তি এতদ্ সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাই

রাছিলেন, কিন্তু কি যুক্তিতে এরূপ প্রস্তাব করা হইল, সকলে যদি তোজ বন্ধ করিয়া দেয়, কিরূপে টাক্স সংগ্রহ হইবে, এই সকল চিন্তা করিয়া প্রস্তাব লিখিত বিষয়ে বিশ্বাস না হওয়াতে আমরা তৎপ্রকাশে বিরত হই। অদ্য উহা ... গৃহীত হইল।

☞ ভোজের উপরে টাক্স !!!

আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ ক্রমশঃ দোহনকারী বলিয়া প্রথিত হইতেছেন। পুরাণ বর্ণিত পর্ব্বতগণ যেমন পৃথিবীকে দোহন করিয়া নানাবিধ রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিল, ইঁহারাও তাহার অনুসরণ করিতে শিথিলতা প্রদর্শন করিতেছেন না। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, পর্ব্বতগণ সংগৃহীত সম্পত্তি নিজ ভাণ্ডারে রাখিয়া অপরের আত্ম কৃপা করিয়াছিল; কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান দোগ্ধৃগণ দোহনলব্ধ বস্তুগুলি স্বোদরগত করিতেছেন। এই প্রকার দোগ্ধার আশা পূরণ করা অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। ভারতবর্ষকে ইঁহারা কামধেনু পাইয়াছেন। যে কোন প্রকারে হউক, ইহার সার গ্রহণ করিতে পারিলেই হইল। অভিমতরূপে দোহন করিলে দোহনসামগ্রী নিস্তেজ হইবে দোগ্ধার সে ভাবনা নাই। গাভীকে পুষ্টিকর আহার দাও, দোগ্ধা তাহার জল শোষণ করিতে ছাড়িবে না। ধেনুটি যেমন দুগ্ধবতী, দোগ্ধাও সেই রূপ পটু !!! ধেনুর কষ্ট হইবে, তেজস্বিতা অপগত হইবে, হউক, দোগ্ধা তার কি ধার ধারে? কোন মতে তাহার দেড় মণী ভাঁড় পূর্ণ করিতে পারিলেই হইল। গাভীর অনিষ্ট হইবে বলিয়া যে দোগ্ধার ভাবনা নাই, সে ত অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বার্থ সাধন করিবেই। স্বেচ্ছাচারিদিগের এটী নূতন নহে। আমাদিগের এগুলি যে কেবল প্রলাপ বাক্য নহে, পাঠকগণ প্রস্তাবটি পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

বোম্বাই প্রদেশে ভোজের উপরে কর হইতেছে। যিনি এক শত ব্যক্তিকে ভোজন করাইবেন, তাঁহাকে দশ টাকা টাক্স দিতে হইবে। এইরূপে শত করা দশ টাকা হিসাবে টাক্স গৃহীত হইবে। এতদ্বারাতে আমরা বড় বিস্মিত হইতেছি না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া যখন স্থানীয় কর হইতেছে, আমরা, গোরক্ষপুর প্রভৃতি স্থানে খাদ্য দ্রব্যের উপরে শুল্ক লওয়া হইতেছে; সে দিন মান্দ্রাজে বিবাহের উপর কর স্থাপনেরও প্রস্তাব হইয়াছিল, তখন সর সাইমর ফিট জারলড্ যে ভোজের দক্ষিণা !! গ্রহণ করিবেন, এটী আশ্চর্য্যের নহে। যাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর দেন না, তাঁহারা প্রস্তাবিত করের নাম শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন; কিন্তু আমাদিগের অবস্থা সে রূপ নহে। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া দিন দিন নূতন নূতন কর আমাদিগের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে আমাদিগের দশবিধ সংস্কারের উপরেও কর স্থাপিত হইলে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না। যাহা হউক, এইরূপে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বলিয়া পরিচিত হওয়া উচিত কি না? গবর্ণমেণ্টের তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। প্রস্তাবিত কর স্থাপন দ্বারা কি ইষ্ট লাভ হইবে, সহজে আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। বোম্বাই প্রদেশ কর ভার হইতে একেবারে মুক্ত নহে। কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই অভিনব কর স্থাপন করা হইতেছে? ভোজনের উপরে টাক্স করা কোন্ নীতির অনুমোদিত? এইরূপ অসম্ভোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা কি সমুদায় ভারতবর্ষ ভীত ও ত্রস্ত হইবে না, গবর্ণমেণ্টের উদারতা অপকৃত হইবে না? প্রজাদিগের উপর এইরূপ অযথা অত্যাচার করিলে মুসলমান রাজত্বের পুনরভিনয় হইবে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত কর সংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ হইলে দরিদ্রদিগের কষ্টের একশেষ হইবে ধনিগণও নিতান্ত বিরক্ত হইবেন। কোন ক্রিয়া কি আহ্লাদকর ব্যাপার উপস্থিত হইলে আত্মীয় বর্গের একত্র মিলিয়া আহার করা দেশের একটী সামাজিক পদ্ধতি। অনেক সময়ে এই পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। মনুষ্য সামাজিক জীব, সুতরাং উক্ত পদ্ধতির অনুসরণ না করা নিতান্ত অসামাজিক ও মনুষ্যোচিত কার্য্য। সমাজের মধ্যে যাঁহারা সমাজবদ্ধ থাকিবেন, কেহই উক্ত রীতির অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। প্রস্তাবিত কর হইলে কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের প্রতি ঘোর অত্যাচার করা হইবে না? আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সভ্য দেশে ভোজের উপরে টাক্স লওয়া হইয়া থাকে? এইরূপ কদর্য্যাচার পরিচয় দেওয়া কি গবর্ণমেণ্টের অভীষ্ট যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের আহার! শয়ন! উপবেশন! প্রভৃতির উপরে কর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের রাজ্য শাসন করা বিড়ম্বনা মাত্র। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত কর আমাদিগকে মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকাল স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ দুর্ণাম ক্রয় করা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। বোম্বাই গেজেট দৃঢ়তা সহকারে প্রস্তাবিত করের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরাও সমুদায় ভারতবর্ষকে ইহার প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। যখন এক প্রদেশে এইরূপ অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইতেছে, তখন অপর প্রদেশেও যে ইহা অনুষ্ঠিত হইবে বিচিত্র কি?

প্রস্তাবিত কর হইলে আমাদিগের রাজস্ব সচিব মহামতি টেম্পল সাহেবের মন বিচলিত হইবে সন্দেহ নাই। তিনিও এতদ্দেশে শয়ন, অট্টালিকা প্রভৃতির উপরে কর স্থাপন করিবেন। কালের এই রূপই গতি, অদৃষ্ট চক্রের এইরূপই পরিবর্ত্তন !! ভারতভূমি সুশাসন কামনায় যাঁহাদিগকে ক্রোড়দেশে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, একণে অদৃষ্ট দোষে তাঁহারাই ভারতভূমির প্রতি অত্যাচার করিতেছেন

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই বৈশাখ সোমবার।

শিয়ালদহের ছোট আদালতের কার্য্য প্রণালী অনেকের অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। নামে এটী ছোট আদালত, এখানে শীঘ্র শীঘ্র মকদ্দমা [illegible]

কার্য্যতঃ মকদ্দমার নিষ্পত্তি [illegible]

দেওয়ানী আদালতের তুল্য বিলম্ব হয়, লাটের মধ্যে এই, দেওয়ানী আদালতে যেরূপ বিচার হয়, এখানে সেরূপ হয় না এবং আপীল করিয়া সুবিচার লাভের উপায়ও নাই। সম্প্রতি বিচারপতি ফেন্স এই আদালত দর্শন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা উক্ত আদালতের একখানি ডিক্রির নকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি ৪৭৲ টাকার নিমিত্ত নালীশ হয়। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হওয়াতে অর্থী প্রত্যর্থীর সমুদায় ব্যয় দিবেন, এই আজ্ঞা হয়। নিয়ম মত সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৸ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ডিক্রিতে ১০৮৶ টাকা মাত্র লেখা আছে। এই নকল লইতে হইলে এক টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু হতভাগ্য প্রত্যর্থী তিন টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় দেড় মাসের পর নকল পাইয়াছেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ভরসা করি, প্রধানতম বিচারালয় ইহার অনুসন্ধান করিবেন। বর্ত্তমান আমলাদিগের চরিত্র সংশোধন একান্ত আবশ্যক।

গত ইউরোপীয় যুদ্ধের ন্যায় সমর আর কখন হয় নাই। ১৮৭০ অব্দের ১৫ ই জুলাই যুদ্ধ ঘোষণা এবং ১৮৭১ অব্দের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি ইহার শেষ হয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে ৬ লক্ষ জর্ম্মণীয় সৈন্য সীমাতে প্রেরিত হয়। যুদ্ধের নিমিত্ত প্রুশীয় সেনাপতিগণ পূর্ব্ব হইতেই এরূপ প্রস্তুত ছিলেন যে, এত লোক, কামান, অশ্ব, অস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি বহিয়া যাইতে কোন গোলযোগ হয় নাই। যুদ্ধ ঘোষণার পর কয়েক দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধ দিগের কেহ কাহাকেও আক্রমণ করেন নাই। ১৮০ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ১৮০ দিনের মধ্যে ১৭টী মহা যুদ্ধ এবং ১৫৬টী সামান্য যুদ্ধ হইয়াছে। ২৬টী দুর্গ, ১১৬৫০ জন অফিসার ও ৩৬৩০০০ সৈনিক বন্দী হয় এবং ৬৭০০ কামান ও ১২৬ পতাকা শত্রুহস্তে পতিত হয়। ঐ সময় মধ্যে জর্ম্মণীয়েরা ৬১৫০ জন অফিসার ও ৬০০০০ সৈনিক বন্দী হয় এবং ১১৩০ কামান, ২০ পতাকা এবং ৪ টী দুর্গ অধিকার করে। যে যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে গ্রাবেলো ও মার্লাটুরে ফরাসিদিগের যথার্থ জয় হয়। তিনটী মাত্র সমুদ্র-যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কোন ফললাভ হয় নাই। ক্রমাগত এত জয় কোন যুদ্ধে দেখা যায় নাই।

নিমুজিটরদিগের ঢাকার বর্ত্তমান ছোট আদালতের জজের কার্য্য প্রণালীর প্রতি দোষ করিয়াছেন। এই বিচারপতি ঢাকা, বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জে পর্য্যায়ক্রমে কাছারি করেন, কিন্তু হয় ত এক দিবসেই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ উভয় স্থানেই মকদ্দমার দিন ধার্য্য করা হয়। ইহাতে অর্থি প্রত্যর্থি দিগের বিশেষ কষ্ট হইতেছে। জজ সুযোগ পাইলেই বাটীতে (কলিকাতায়) আইসেন; সহস্র কাজ থাকিলেও তাঁহার পাইবার নিমিত্ত বন্ধের পূর্ব্ব দিবস নারায়ণগঞ্জে আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে একজন পেয়াদা মাল ক্রোক করিত। এক্ষণে ক্রোক করিতে হইলেই জজের একজন চাপরাশীকে আমীন স্বরূপ প্রেরণ করা হয়; ইনি প্রতি যাইলে চারি আনা পারিশ্রম গ্রহণ করেন। মৃত বাবু অভয়কুমার দত্তকে বর্ত্তমান জজ প্রকাশ্যরূপে নিন্দা করেন। ইনি যখন বর্দ্ধমানের অধ্যক্ষ জজ ছিলেন, তখনও ইহাঁর কার্য্য প্রণালী সন্তোষকর হয় নাই। ইহাঁর কার্য্যের প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। মৃত অভয়কুমার দত্ত একজন যথার্থ উপযুক্ত বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিলেও প্রশংসা লাভ করিতে পারেন, এটী যেন বর্ত্তমান জজের স্মরণ থাকে।

✓ আমরা উক্ত পত্র পাঠে দুঃখিত হইলাম, ঢাকার পোগস স্কুলের অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়াছে। একজন শিক্ষককে আদালতে নালীশ করিয়া বেতন লইতে হইয়াছে। অবশিষ্ট শিক্ষকগণ একটী পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছেন। পোগস সাহেব এক্ষণে কষ্টে পড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহা দ্বারা ঢাকার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে, এটী শিক্ষকদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশন দিবসে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আডবোকেট জেনরল ডি, এচ, কাউই সাহেবের পদত্যাগের নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন হইবে। উক্ত দিবসে গঙ্গার সেতু লইয়া তর্ক হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে কোম্পানিকে সেতুর মাসুল আদায় করিতে বলিয়াছেন। ব্যবস্থাপকগণ এটী অন্যায় বলিয়া ইহাতে সম্মত হন নাই। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে আপাততঃ তর্ক স্থগিত আছে। আইন হইবার পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনারাই সংশোধিত করেন, তবে ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজন কি?

৬ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

সেনাপতি মাস্রো পীড়িত বলিয়া গবর্ণর জেনরল বিনা আড়ম্বরে লক্ষ্ণৌএ গমন করেন। তত্রত্য প্রধান প্রধান স্থান দর্শন করিয়া সীতাপুরে গমন করিয়াছেন। তালুকদারেরা দরবারের নিমিত্ত অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান কমিসনরের পীড়া নিবন্ধন কিছুই হয় নাই। লার্ড মেয়ো বলিয়াছেন, সেনাপতি মাস্রো আরোগ্য লাভ করিলে তিনি দরবার করিবেন। দরবার দ্বারা যে কি লাভ হয়, আমরা বুঝিতে পারি না। কেবল সর্দ্দারগণ ঋণগ্রস্ত হইয়া শেষে প্রজাদিগের শোণিত শোষণ করেন, এই মাত্র লাভ।

বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তা কাডিওয়াডে দৃগয়া করিতে গমন করিয়াছেন। এমন সুখের চাকরী আর নাই!!

গত শুক্রবার রেলওয়ে কোম্পানির সাপ্নীর জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া হাবড়ার ঘাটে একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। এই জাহাজ অতিশয় দ্রুত বেগে গমন করে; সম্মুখে নৌকা পড়িলে হঠাৎ ইহার গতি রোধ করা যায় না। আমরা ভরসা করি পোর্টমাষ্টার উক্ত জাহাজের গতির একটী নিয়ম করিয়া দিবেন।

কৃষি সমাজের গত কার্য্য বিবরণে দেখা গেল, দারওয়ারে হাভানা, সিরাজ, ওহিও এবং আমেরিকার তমাক জন্মিতেছে। যত্নপূর্ব্বক চাস করিলে হাভানার ন্যায়

তাঁহার প্রদেশের ... পারে। ফিরাল রেজে এক প্রকার বন্য তামাক জন্মে; সাধারণ তামাকের ন্যায় উহার তেজ নাই বলিয়া লোকে উহা ব্যবহার করেন না। কিন্তু ভূমিতে চাস করিলে সে দোষ যাইতে পারে। উক্ত তামাকের বিশেষ গুণ এই, একবার চারা হইলে তাহা বরাবর থাকে, প্রতিবৎসর নূতন চাসের প্রয়োজন হয় না। রাজা কার্লীক কারোলিনার ধান্যের চাস করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল স্থলে ধান্য জন্মে নাই। কিরূপে উক্ত ধান্যের চাস করিতে হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া কৃষি সমাজ যদি বীজ বিতরণ করেন, সাধারণে এই ধান্যের চাস করিতে পারে।

বাবু গণেশ শাস্ত্রী ও বক্সি কুন্দন সিংহ মহারাজা হোলকরের প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ডে আবেদন করিতে গমন করিয়াছেন। ইহাঁরা কাশী ও দ্রাবিড় হইতে ব্যবস্থা লইয়াছেন, প্রভুর কার্য্যের নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিলে জাতি নাশের সম্ভাবনা নাই এবং প্রত্যাগমনের পর প্রায়শ্চিত্ত করিতেও হইবে না। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা এই বেলা "রাজার দেশে গমন করিলে দোষ হয় না" এইরূপ একটী ব্যবস্থা দানের চেষ্টা করুন।

অদ্য বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু নন্দবিহারী গুপ্ত এম, বি, ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। শশিপদ বাবু সস্ত্রীক যাত্রা করিয়া বাঙ্গালীদিগের মধ্যে নূতন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

৭ ই বৈশাখ বুধবার।

১৮৭২ অব্দের জুন মাসের মধ্যে গঙ্গার সেতু প্রস্তুত হইবে। ইঞ্জিনিয়র লেসলি সাহেবের হস্তে এই ভার দেওয়া হইয়াছে। তিনি দ্রব্যাদি আনিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম লক্ষ্ণৌর সেনাপতি বারো আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। এ নিমিত্ত তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইতেছে।

জনশ্রুতি এই, কর্ণেল ষ্ট্রেচি পদত্যাগ করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি টমসন জোব্স সাহেবকে জানান হইয়াছে, তিনি যদি অবিলম্বে নিজকার্য্যভার গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদবী ত্যাগ করিতে হইবে।

সিওয়ার্ড সাহেব বোম্বাই হইতে গোয়াতে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে পারস্য ও আরব দেশ হইয়া সুয়েজ খাল দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় এক আশ্চর্য্য জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি একজন মুসলমান নাপিতের দোকানে কামাইয়া একটী হুকা রাখিয়া যায়। সে প্রস্থান করিলে পর এক জন "রাজা" চুল কাটিতে আইসেন। রাজা হুঁকাটী দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহা ১০০ টাকায় ক্রয় করিতে চাহেন। নাপিত বলিল, হুকা তাহার নহে, যাহার হুঁকা সে আসিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যাহা হয় বলিবে। একটী সামান্য হুঁকার এত মূল্য শুনিয়া নাপিত বিস্ময় প্রকাশ করাতে রাজা বলিলেন "ইহাতে একটী দ্রব্য আছে তুমি তাহা জান না।" রাজা পরদিন আসিয়া হুকা লইবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। যাহার হুঁকা সে উপস্থিত হইল। নাপিত ভাবিল হুঁকাটী নিজে অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া রাজাকে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবে। সে ৯০ টাকায় তাহা লইল। রাজা অবশ্যই আর আসিলেন না। এরূপ জুয়াচুরির তারিফ আছে।

৮ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

বঙ্গদেশীয় সহকারী কমিসনর রিপোর্ট করিয়াছেন, চাপসাড়িতে যে চূণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে সমুদায় বঙ্গদেশের নিমিত্ত যত চূণ আবশ্যক তাহা পাওয়া যাইতে পারে।

এবৎসরেও গঙ্গায় হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি কুমারটুলির ঘাটে একজন স্ত্রীলোক উহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। উহার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই।

গঙ্গার খাল যে সকল স্থান দিয়া গমন করিয়াছে, তত্রত্য সাকিরা সংক্রামক জ্বরে কষ্ট পাইতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বাস্থ্য রক্ষক এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট লোকদিগকে বাস গৃহ নির্ম্মাণপ্রণালী প্রভৃতির সংশোধন করিতে বলিয়াছেন। অগ্রে জল নির্গমের সুবিধা না হইলে বাস প্রণালীর সহস্র উৎকর্ষ হইলেও কিছু হইবে না, এটী যেন তাঁহাদের স্মরণ থাকে।

এবার হরিদ্বারের মেলায় অপেক্ষাকৃত অল্প লোক গমন করিয়াছে। প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে এক আনা করিয়া মাশুল লওয়াতে পাণ্ডারা বিরক্ত হইয়াছে। ক্রমে পাণ্ডাদিগের লাভ কমিতেছে।

সিন্ধু ও মান্দ্রাজের কয়েদিদিগের প্রতি যথার্থ রূপে ব্যবহার করা হইতেছে। করাচি ও মান্দ্রাজে প্রায় ১২০০ কয়েদি খাল খনন ও বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। তাহাদিগকে মিস্ত্রীর কার্য্য শিখাইবার জন্য কয়েকজন মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। বোধ হয়, ইহারা পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের লোক; কলিকাতায় মাসিক ২০ টাকা বেতন দিলে যদি উত্তম মিস্ত্রী পাওয়া যায়, সিন্ধুতে আরও কম বেতন হওয়া উচিত; কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, ইহাদিগকে ২৫ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া হয়।

লাহোরের এক ব্যক্তির পীড়া হওয়াতে তাঁহার স্ত্রী আরোগ্যের নিমিত্ত আপনার অঙ্গুলী কাটিয়া ঔষধে মিশ্রিত করেন। ইহাতেও স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে ইনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চীনের সম্রাট এই পতিভক্তির স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

৯ ই বৈশাখ শুক্রবার।

মান্দ্রাজ মেইল, ইংলিশম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একবাক্যে বলিয়াছেন, ১৯ গণিত মান্দ্রাজী পদাতিকদিগকে যখন সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হয়, তখন তাহারা বাস্তবিক বিদ্রোহী হইয়াছিল। বিদেশে গমন করিলে সৈন্যগণ দুই মাসের বেতন অগ্রে পায়, এই নিয়ম আছে; কিন্তু অধ্যক্ষ তাহা দেন নাই। দুটী দল তাহাদিগের অবাধ্যতা প্রকাশ করাতে কয়েকজন মুক্ত

হতে বন্ধ করা হয়। ইহাতে সমুদায় রেজিমেণ্ট একবাক্য হইয়া বলে, বন্ধ ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া না দিলে তাহারা বিদ্রোহী হইবে। অগত্যা বন্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিতে সম্মত হন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, প্রথমে বেতন না দেওয়াই অন্যায় হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সৈন্যদিগের অবাধ্যতার প্রশ্রয় দেওয়া আরও অন্যায় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। মিরার তদুত্তরে বলিয়াছেন, কেশব বাবুর নিজের সম্পত্তি নাই, তাঁহার বন্ধুগণও দরিদ্র। দেশের সকল কৃতবিদ্য লোক না ব্রাহ্ম?

১০ ই বৈশাখ শনিবার।

যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের অল্প লাভের লোভে ভক্ষ্য দ্রব্য কৃত্রিম করিয়া লোকের মারাত্মক অনিষ্ট করে, তাহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান একান্ত আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। যাহারা ঐ সকল প্রতারককে ধরিতে পারেন, তাঁহাদিগের উচিত নয় যে, তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। অবিলম্বে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য।

চোরবাগানের একটী স্ত্রীলোক চাউলের ব্যবসায় করে; সে অন্যান্য দোকানদারের অপেক্ষা সম্প্রতি দুই এক আনা কম মূল্যে চাউলের মণ বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল, বেলিয়াঘাটার পোড়া চাউল মিশ্রিত করিয়া উহা বিক্রয় করিতেছে। এই স্ত্রীলোক পূর্ব্বে একবার ওজন কম দেওয়াতে পুলিসে দণ্ডিত হইয়াছিল।

চোরবাগান ডিস্পেন্সরিতে একজন গোয়ালা উত্তম দুগ্ধ বলিয়া ৵০ আনা সের বিক্রয় করে। কিন্তু কম্পাউণ্ডরের সন্দেহ হওয়াতে ল্যাক্টোমিটার যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, উহাতে নামমাত্র দুগ্ধ আছে, অধিকাংশই চাক্‌খড়ি এবং জল।

কয়েক দিবস গত হইল, সিমুলিয়ার বাজারে একজন কৃষক সন্ধ্যার সময়ে একজন ক্রেতাকে একটি তরমুজ কাটিয়া বিক্রয় করে। তরমুজের ভিতরটী অত্যন্ত রক্ত বর্ণ ছিল, যিনি উহা ক্রয় করিয়াছিলেন, রাত্রি কালে ভক্ষণ করিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। পরে প্রকাশ হইল, এই দুর্ত্ত কৃষক তরমুজ কাটিয়া উহার মধ্যে ম্যাজেণ্টা মিশাইয়া দিয়াছিল।

আমরা দুঃখিত হইয়া এ সপ্তাহে আর একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ সাধারণের গোচর করিতেছি। গত ৯ ই এপ্রেল বহু বাজারের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস দত্ত দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য গুণ সমূহের মধ্যে ইনি অতিশয় সদালাপী, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ও অমায়িক ছিলেন। কালীবাবু রাগান্বিত হইয়াও কখন দাস দাসীকে কটুবাক্য কহেন নাই।

গত বুধবার চাঁপা তোলা পাড়ার শ্রীযুক্ত মথুরমোহন সুরের বাটীর নিজ পূর্ব্বাংশের পুষ্করিণীতে এক ব্যক্তি স্নান করিতে যায়। সে ঘুরিয়া পড়িয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনা গেল মৃত ব্যক্তি মৃগী রোগাক্রান্ত ছিল।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৫ ই এপ্রেল। প্যারিসের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে, বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করাতে কয়েক রেজিমেণ্ট ন্যাশনাল গার্ডকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা কার্য্য করিতে অসম্মত, তাহাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া নগরের মধ্যস্থিত গড় সংস্কার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট বলেন, গত যুদ্ধে বারসেলিসের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছে। টিয়র্স বলেন, ইহা সত্য নহে। বৃহস্পতিবার নিউলিতে যুদ্ধারম্ভ হইয়া শুক্রবার পর্য্যন্ত কোন পক্ষের জয়লাভ হয় নাই। এখনও যুদ্ধ হইতেছে।

আলসাসে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। খৃষ্টীয়ানেরা ইহুদিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। জর্ম্মণীয় গবর্ণমেণ্ট ১০০০ খৃষ্টীয়ানকে রাখিতে দিয়াছেন।

১৬ ই এপ্রেল। বিদ্রোহী সৈন্যগণ বলে, শুক্রবার রাত্রিতে তাহারা গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদিগকে দূরীভূত করিয়াছে। গত কল্য প্রাতঃকালে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। বিদ্রোহীরা বলে, ইসি দুর্গের বাহ্য কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই।

১৭ ই এপ্রেল। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট বলেন, তাঁহারা অসিয়ার নিউলিতে জয়ী হইয়া ৪০০ শত্রুকে বন্দীভূত করিয়াছেন। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ হয়। গবর্ণমেণ্ট বলেন, একথা মিথ্যা। নিউলিতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। গত কল্য পর্য্যন্ত গোলা বর্ষণ হইয়াছে। বোধ হইতেছে, জর্ম্মণীয় সৈন্যগণ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবে। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ইহাতে চিন্তিত হইয়া আত্ম রক্ষার মানস করিয়াছেন।

১৮ ই এপ্রেল। বারসেলিস গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ৩০ এ এপ্রেল মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত করা হইবে।

সেনাপতি ক্লসারেট বলেন, অদ্যাপিও নিউলির সেতু লইয়া যুদ্ধ চলিতেছে। জনশ্রুতি এই, যুদ্ধ স্থগিতের নিমিত্ত ইংলণ্ড, ইটালী ও আমেরিকা চেষ্টা পাইতেছেন।

সিনটি পাব্লিক কমিটীর একজন সভ্য হইয়াছেন। যাঁহারা সভ্য মনোনীত করেন, তাঁহারা অল্প সংখ্যায় উপস্থিত থাকাতে সকল সভ্য মনোনীত হন নাই।

১৯ এ এপ্রেল। সোমবার বারসেলিসের সৈন্যগণ বিদ্রোহিদিগকে আসনিয়ার্‌স হইতে দূরীভূত করিয়াছে। বিদ্রোহিদিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। টাকা ও সীমা লইয়া ব্রসেলসস্থিত দূতগণের মতভেদ হওয়াতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব হইতেছে।

গত কল্য কমন্স সভাতে সৈনিক ব্যয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

জজ আড্‌বোকেট জেনরলের মৃত্যু হইয়াছে।

—:•:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ ই এপ্রেল। কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনর

জে, ডবলিউ, এডগার সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নত হইবেন।

এ, জি, আর, মাকডোনেলিয়র সাহেব বি, এ নাগা পর্ব্বতের চতুর্থ শ্রেণির ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

এচ, বেবেরিজ সাহেব চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৪ ই এপ্রেল। বর্দ্ধমানের সব রেজিষ্টার জে, এ, বিকেটস সাহেব নিজের কার্য্য ভিন্ন রাজধানী বিভাগের প্রতিনিধি রেজিষ্টারের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই এপ্রেল। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু আনন্দ মোহন মজুমদার মোকঃ ফরপুর (নদীয়া) উপবিভাগের ভার পাইবেন

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজশাহীর কমিসনরের প্রতিনিধি নিজ সহকারী হইবেন।

এচ, এ, কক্রেল সাহেব রাজধানী বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

টি, ডি, বাইটন সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৭ ই এপ্রেল। অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর সি, জে, কাউই সাহেব উত্তর লক্ষীপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাবু বক্তেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম, এ। বি, এল, বাঁকুড়ার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এল, বি, বি, কিঙ সাহেব নওয়াখালির সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

১৮ ই এপ্রেল। জে, গ্রেহাম সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ব্যারিষ্টর এল, এ, গুডিব সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি আইন অধ্যাপক হইবেন।

নওয়াখালির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এম, লোইস সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

বিবন টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৫ ই এপ্রেল। বাবু মথুরানাথ গুপ্ত শাহাবাদের প্রতিনিধি অধস্তন জজ হইবেন।

৬ ই এপ্রেল। সম্প্রতি কাকীনিয়াতে (রঙ্গপুর) "ইন্দ্রনারায়ণ রায় ও মামক যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সভাবদ্ধ হইবেন—

বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী।
" মহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ।
" বিশেশ্বর সেন।

১৩ ই এপ্রেল। এ, জি, আর, মাকডোনেলিয়র সাহেব নাগা পর্ব্বতের অধস্তন জজ হইবেন।

কাপ্তেন আর, জি, উইবারলি হাবড়ার প্রতিনিধি পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

এম, বি, রচকোট সাহেব রেলওয়ে পুলিসের সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

শ্রীহট্টের প্রতিনিধি পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্ট জে, পাচ সাহেব উক্ত পদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, জি, উইলকিন সাহেব ভাগলপুরের প্রতিনিধি পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

দেবগড়ের সহকারী কমিসনর জে, এফ ব্রুমহার্ট সাহেব কড লাইনের রেলওয়ে ঘটিত মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

বাবু কমলচন্দ্র রায় পুনর্ব্বার মুন্সেফ হইয়া তাজাতে (ঢাকা) দ্বিতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন।

১৪ ই এপ্রেল। প্রেসিডেন্সি জেলের অধ্যক্ষ ডাক্তার এম, সি, ফেরেঁজ নিজের কার্য্য ভিন্ন প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের প্রতিনিধি জুনিয়র আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন।

১৫ ই এপ্রেল। ১০ম রেজিমেন্টের বাঙ্গালী পদাতিক দলের সার্জ্জন টি, ক্রেভেন নিজের কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের নিমিত্ত রাচির প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের কার্য্য করিবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্টেরা বদলী হইবেন।

এ, বি, নিবেট সাহেব হুগলী হইতে শাহাবাদে।

এম, জে, ক্রিলচি সাহেব শাহাবাদ হইতে হুগলীতে।

সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বাবু রামকৃষ্ণ ঘোষাল বাঁকিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

১৭ ই এপ্রেল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন:—

ডাক্তার ডবলিউ, ই, আলেন।
বাবু শিবপ্রসাদ শুকুল।

মৌলবী গোলাম সাদুল সদাহ (সাহেব) প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

মৌলবী মবারক আলি পুরীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৮ ই এপ্রেল। সি, এম, কেবর টিরিয়র সাহেব ২৪ পরগণার অস্থায়ী সহকারী পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্ট হইবেন।

জে, জি, চারমন সাহেব পাটনার মিউনিসিপালিটির অস্থায়ী সহকারী সভাপতি হইবেন।

এস, সি, বেলি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! কোন ব্যক্তির সদ্গুণ দর্শন করিলে তাহা সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত যে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে, আমি সেই প্রবৃত্তির পরতন্ত্র হইয়া নিম্নলিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভবদীয় পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিলে চির বাধিত হইব।

সালিকা চৌকী অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এই চৌকিতে বহুসংখ্য ধনী ও ভদ্রলোকের বাস আছে। এখানকার ভূমি সকলও বহুমূল্য, এজন্য প্রায়ই বিচক্ষণ বিচারপতিগণের হস্তে এই চৌকির বিচারভার অর্পিত হইয়া থাকে। এক্ষণে বি, এল, উপাধিধারী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এই চৌকির মুন্সেফের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি অতি সুবিচারক, ন্যায়পরায়ণ ও অপক্ষপাতী। শুনিতে পাই, যাহাতে সকল মকদ্দমাতেই সুবিচার হয়, ইনি তন্নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই চৌকির ভদ্র লোক মাত্রেই ইহাঁর নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরতা ও সুবিচার দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এরূপ বিচক্ষণ বিচারপতি দীর্ঘকাল এই চৌকিতে অবস্থিতি করেন, ইহা এখানকার সকলেরই নিতান্ত ইচ্ছা।

হাবড়া
১৯এ এপ্রেল ১৮৭১ } শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই অবগত আছেন, গড়াপরাটীয় একটী গবর্ণমেন্ট উদ্যান স্থাপিত হইয়াছে, উহা বিডন ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত বলিয়া সচরাচর বিডন উদ্যান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৩০ এ চৈত্র রাত্রি ৮। ঘটিকার সময় তথায় একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ঐ ঘটনার বিবরণ পাঠক

মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আপন আপন ক্ষত স্থান ও বেদনা লইয়াই ব্যস্ত, ইহা কেবল তাঁহাদিগের বিরক্তির কারণ হইবে সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহাদিগের অবগতির জন্যই আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ঘটনাটী এই:—

উক্ত উদ্যানটীর উত্তর পশ্চিম দুই দিকেই প্রায় বেশ্যালয়, উহার মধ্যে উত্তর দিকের একটী বাটীতে আমাদিগের ধনাঢ্য বাবুর বেশ্যা থাকেন। রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় কোন সামান্য কারণে ঐ বাটীর দ্বারবানের সহিত কতকগুলি অজাতশ্মশ্রু বালকের (যাঁহারা উদ্যানে বায়ু সেবনার্থ আসিয়াছিলেন) বিবাদ হয়। পরে দ্বাররক্ষক পরাস্ত হইয়া কতকগুলি লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক এককালে উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শত্রু মিত্র বিচার না করিয়াই সকলকে গুরুতররূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করে, এমন কি তাহার প্রভুপুত্রও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। কি অদ্ভুত ব্যাপার!!

যাহা হউক, এক্ষণে তথায় অন্ততঃ ২ জন শান্তি রক্ষক রাখা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রস্তাবের উপসংহারকালে আমরা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করি, বেশ্যাদিগকে যে স্থানান্তরিত করিবার কথা হইয়াছিল তাহার কি হইল?

শ্রীযঃ—

মহাশয়! সব ডিবিজন সাতক্ষীরার অধীন দক্ষিণ শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে গত বৎসর ইনকম টাক্স সম্বন্ধে যে অত্যাচারণ হইয়াছিল, এবারে তাহার নিবারণ হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি অন্যায় করভারে নিপীড়িত হইয়াছিল, সাতক্ষীরার সুযোগ্য শান্তিরক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শিবপ্রসাদ সান্যাল কর্ত্তৃক তাহারা মুক্ত হইয়াছে। শিব প্রসাদ বাবু ইহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

ম্যালেরিক জ্বর বঙ্গদেশে যেরূপ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে, তাহাতে ইহা যে সহজে এস্থান পরিত্যাগ করিবে, এরূপ বোধ হয় না। শরতের অন্তে এই ধনহীন বৈদ্যবিহীন প্রদেশ উক্ত প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উহার প্রবল প্রভাব অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি একবার উহার হস্তে পতিত হইয়াছে, নিষ্কৃতিলাভ দূরে থাকুক, পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া তাহাকে দিন দিন হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতে হইতেছে। প্রজার সহিত যদি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সমদুঃখসুখতা থাকে, তাঁহারা এই বেলা এই স্থানে একজন সুচিকিৎসক প্রেরণ করিয়া দীনহীন প্রজাদের জীবনদান করুন।

ইতি পূর্ব্বে সোমপ্রকাশের প্রেরিত পত্রে কোন মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "আমরাও দেখিতেছি, সব ইনস্পেক্টরদিগের উপরে বিশেষ কার্য্যভার কিছুই নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে উহাদিগকে ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস ও লেটার বক্সের কার্য্য দর্শন করিতে হয়, কিন্তু বোধ হয় উক্ত কার্য্য রণারের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণকারী ওবরসিয়রদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তবে অনর্থক কতকগুলি অর্থ ব্যয় করিয়া এরূপ পদের (সব ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টারের) সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা কি?" এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি পত্রপ্রেরক মহাশয় কোন সব ইনস্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য দর্শন বা শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই এরূপ অযৌক্তিক বাক্যের উপন্যাস করিতেন না। ইহাঁদিগের উপরে যে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত আছে, ৫ ই পৌষের "বশম্বদ পাঠক" মহাশয়ই তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে এক্ষণে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই পদের সৃষ্টি এবং জমীদারী ও ইম্পীরিয়ল ডাক একত্রিত না হইলে পত্রাদি প্রেরণ ও প্রাপ্তি পক্ষে কখনই সাধারণের অসুবিধা দূরীকৃত হইত না। আমি ২৪ পরগণার বর্ত্তমান সব ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবু দ্বারা একেলার প্রধান প্রধান পল্লীতে পোষ্ট আফিস এবং সামান্য গ্রাম মাত্রেই প্রায় লেটার বক্স সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা সাধারণের যে মহোপকার সাধিত হইতেছে ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। রাজকৃষ্ণ বাবু একজন যথার্থ উপযুক্ত, সদাশয় ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। যাঁহার সহিত একবার ইহাঁর পরিচয় হইয়াছে, তিনিই ইহাঁর গুণে বশীভূত হইয়াছেন। কালীগঞ্জ পোষ্ট আফিসে যে সকল গোলযোগ ঘটিয়াছিল, এই মহোদয়ের আগমনেই তাহা নিবারিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ উত্তরোত্তর পদোন্নতি দ্বারা ইহাঁর উৎসাহবর্দ্ধন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। ●

অতিশয় সন্তোষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, দক্ষিণ শ্রীপুর বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ টাকী শ্রীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ ঘোষ ১০ দশ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

বড়বেলুন } একান্ত বশম্বদ
১২৭৭ সাল } শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

বহুবাজার সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার ১৮৭০ অব্দের পারিতোষিক কার্য্য বিগত ১২ ই এপ্রেল বুধবার অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় অনেক বিদ্যানুরাগী মহোদয় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রেবরেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর বালকগণকে ধারাপাত বিষয়ে পরীক্ষা করেন। বালকগণের উত্তরদান এবং সমস্বরে ১।০ টী পদ্য পাঠে তিনি অতিশয় প্রীত হন। বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক রিপোর্ট পাঠের পর ১ ম শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণের মধ্যে যেটী দ্বিতীয় হয়, সেই বালকটী "সময়" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করে। পরে সভাপতি মহাশয় প্রায় ৮০ জন বালককে ৪ টী রৌপ্যময় পদক ও অনেকগুলি পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করেন। পারিতোষিক প্রদানের পর তিনি একটী উৎকৃষ্ট সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে অতিশয় প্রীত করেন।

বেলা প্রায় দেড় ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভার কার্য্য শেষ হয়। নিম্নে রেবরেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বক্তৃতার সারাংশ লিখিত হইল। তিনি বালকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত সাধারণের নানা প্রকার বাদানুবাদ হইতেছে। কোন কোন কর্ম্মচারীর অভিপ্রায় এই, এদেশীয়দিগের মাতৃ ভাষার প্রতি সর্ব্বাধিক যত্নবান হওয়া উচিত এবং বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। এবিষয়ে তিনি বলিলেন, এই বিধি এবং নিষেধের মধ্যে আমাদিগের বিধিটী গ্রহণ পূর্ব্বক নিষেধটী অগ্রাহ্য করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট মাতৃ ভাষায় উপাধি প্রদান করিবার যে কল্পনা করিতেছেন, তাহাতে অত্যন্ত উপকারের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কেবল মাত্র মাতৃ ভাষায় উপাধি প্রদানের রীতি হইলে সে উপকারের সম্ভাবনা নাই। তিনি আশা করেন, যে যখন এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবে তখন এই সকল বালকের মধ্যে অনেকেই উহা গ্রহণে সমর্থ হইবে। স[illegible] ভাষা হইতে যে সমস্ত ভাষা উৎপন্ন তন্মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা প্রধান, অতএব সকলেরই উহা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভাষায় প্রথমাবস্থায় নামতা প্রভৃতি অঙ্ক শিক্ষা করিবার যেরূপ উৎকৃষ্ট নিয়ম আছে, অন্য ভাষায় সেরূপ নাই এবং সেই নিমিত্তই ইংরাজ বা ফিরিঙ্গিদিগের মধ্যে অতি অল্প লোককে অঙ্ক বিষয়ে ব্যুৎপন্ন দেখা যায়। পরীক্ষকগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, পরীক্ষায় উত্তম, মধ্যম, ও অধম, এই বিচার দ্বারা বালকগণের গুণের তারতম্যের পরিচয় ভিন্ন বিদ্যালয়ের গুণের পরিচয় প্রকাশ হয় না। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ন্যায় একরূপ বিদ্যালয়ের একত্রে পরীক্ষা না হইলে পরস্পরের গুণের তুলনা করা যায় না। কলিকাতার ৭ টী বাঙ্গালা স্কুল হইতে কেবল ৯ জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই বিদ্যালয় হইতে ১৮৬৮ সালে ৫ জন ১৮৬৯ সালে ৫ জন এবং ১৮৭০ সালে ৪ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এটী অন্যান্য বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান সন্দেহ নাই। উপসংহার কালে তিনি বলিয়াছেন, কোন বৃক্ষ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করিলে উহা যেমন একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় অথবা বর্দ্ধিত হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয়, সেইরূপ বালকগণকে এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে লইয়া গেলে, হয় ত তাহাদিগের পাঠ এক কালে বদ্ধ হয়, অথবা পূর্ব্ব সংস্কার বিস্মৃত হইয়া নূতন সংস্কার গ্রহণ করিতে অধিক সময় আবশ্যক হয়। তিনি আশা করেন, কেহ ভবিষ্যতে এরূপে বালকগণকে অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন না।

—:০:—

জেলা ঢাকার অধীন মুলফতগঞ্জ নামে একটী থানা আছে। এই থানার উত্তর দিকে কীর্ত্তিনাশা নদী, পূর্ব্ব দিকে মেঘনা নদী, দক্ষিণ দিকে বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর সীমা এবং পশ্চিম দিকে আড়িয়াল খাঁ নদী। কীর্ত্তিনাশা নদী অতি প্রশস্ত ও ভয়ানক, ইহার কতিপয় ক্রোশ উত্তরে প্রসিদ্ধ ঢাকা [illegible] অবস্থিত। ১৮৬৩ সালে ঢাকার [illegible] সিম্সন সাহেব থানা মুলফতগঞ্জ ও জেলা বাখরগঞ্জ একত্রিত করিয়া কীর্ত্তিনাশা নদীটী ঢাকা জেলার দক্ষিণ সীমা ও বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর সীমা করিবার প্রস্তাব করেন; ইহার কারণ এই, মুলফতগঞ্জ হইতে ঢাকায় এবং ঢাকা হইতে মুলফতগঞ্জে গমন করিতে হইলে ঐ নদী পার হইতে হয়, ইহাতে সম্পূর্ণ বিপদের সম্ভাবনা। এই বিষয় বাউণ্ডেরী কমিসনর কর্ণেল গ্যাস্‌ট্রেল সাহেবের নিকট অর্পিত হইলে, তিনি সিম্সন সাহেবের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলেন যে, তিনি যখন সরবেয়ার ছিলেন, তখন ঐ কীর্ত্তিনাশা নদী পার হওয়া কত কঠিন তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অতএব ঐ নদীটী দুই জেলার মধ্য সীমা করা উচিত। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সিম্সন সাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন এবং থানা মুলফতগঞ্জ বাখরগঞ্জ জেলার অধীন করিয়া ঐ জেলার মাদারিপুর উপবিভাগের সহিত একত্রিত করিবার আদেশ দেন। এই আদেশ কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ঢাকার কতকগুলি জমীদার ও উকীল উল্লিখিত আদেশের সম্পূর্ণ বিরোধী হন। জমীদারদিগের মুলফতগঞ্জে জমী আছে, তাঁহারা ও তাঁহাদিগের উকীলগণ বাখরগঞ্জে যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছু, তাঁহারা বলেন, বাখরগঞ্জ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান। তাঁহারা এবিষয়ে আপত্তি করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক আবেদন করেন, গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন অনুসারে ১৮৬৭ সালে মুলফতগঞ্জ ঢাকা জেলার সহিত একত্রিত করিলেন, কিন্তু উহা বাখরগঞ্জের মাদারিপুর উপবিভাগের অধীন রহিল। তদবধি মাদারিপুর উপবিভাগের কার্য্যাদি কতক ঢাকা জেলার এবং কতক বাখরগঞ্জ জেলার সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এটী কেমন সুব্যবস্থা পাঠকগণই তাহার বিচার করুন। নদী পার হওয়া নিবন্ধন বিপদের আশঙ্কা করিয়া মুলফতগঞ্জ ঢাকা জেলা হইতে প্রথমে পৃথক করা হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সামান্য কারণে তাহা ঢাকার সহিত মিলিত করা হইল এবং একটী উপবিভাগকে দুই জেলার অধীন করিয়া নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইল। যে থানা যে জেলার অধীন, সেই থানা সেই জেলা ভিন্ন অন্য জেলার উপবিভাগের অধীন থাকিবে না এবং যে উপবিভাগ যে জেলার, সেই উপবিভাগ সেই জেলার সীমা অতিক্রম করিবে না, ইহাই গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম ভঙ্গ হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। ঢাকা হইতে পৃথক করিবার উদ্দেশেই মুলফতগঞ্জ প্রথমে মাদারিপুর উপবিভাগের অধীন করা হয়, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য পরিশেষে সামান্য কারণে উপেক্ষিত হইল। যে সকল ঢাকা নিবাসীর জমী মুলফতগঞ্জে আছে, তাঁহাদিগের আপত্তি কি এতই গুরুতর? যাঁহারা মুলফতগঞ্জে বাস করেন, তাঁহাদিগের সুবিধা বিনাশ করা কি উচিত নহে? বোধ করুন, আমরা আলিপুরে বাস করি, আমাদিগের জমী

গঞ্জপারের ভূস্বামীর নিকটে আছে, এমন স্থলে আমাদিগের সুবিধার জন্য সেই জমী ফরিদপুরের অধীন করা উচিত, না, তত্রত্য অধিবাসীদিগের সুবিধার জন্য ভূস্বামীর অধীন রাখা উচিত? জগদীশ্বর যে স্বাভাবিক নদী দ্বারা মুলফতগঞ্জকে ঢাকা হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছেন এবং যাহা পার হইতে মুলফতগঞ্জবাসীদিগের নানা ক্লেশ ও বিপদ ঘটে, সেই নদীকে ঢাকা জেলার দক্ষিণ সীমা করা কি বিধেয় নহে? মুলফতগঞ্জ কোন্ জেলার অধীন করিলে ভাল হয়, যখন এই কথা হইতেছে, তখন মুলফতগঞ্জবাসিগণের সুবিধা অনুসন্ধান করা উচিত, না, ঢাকা নিবাসী জমীদার ও উকীলদিগের বাক্যানুসারে কার্য্য করা উচিত? কিছুদিন হইল, বাউণ্ডেরি কমিসনর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যদি আপাততঃ মুলফতগঞ্জ ঢাকা জেলার অধীনে রাখিতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে ঐ জেলার মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগের সামিল করা উচিত এবং সেই উপবিভাগের হেড কোয়ার্টার লোহজঙ্গ নামক স্থানে আনা উচিত।

আমরা দেখিতেছি, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের একটী যথার্থ মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। আমরা অনুরোধ করি, নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি উত্তমরূপে জানিয়া ও বিবেচনা করিয়া একটী সিদ্ধান্ত হউক। প্রথমতঃ এটী জানা আবশ্যক, মুলফতগঞ্জ বাসিদিগের ঢাকায় যাইতে অসুবিধা ও তন্মূলক গুরুতর আপত্তি আছে কি না? যদি থাকে, তাহাদিগকে বাখরগঞ্জ জেলার অধীন করা বিধেয়। যদি কীর্ত্তিনাশা নদী পার হইয়া তাহাদিগের ঢাকায় যাইবার আপত্তি না থাকে, তবে বাউণ্ডেরী কমিসনরের প্রস্তাবানুসারে তাহারা মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগের হেড্কোয়ার্টার লোহজঙ্গে যাইতে পারে। এবং ঢাকায় যাইতে তাহাদিগকে যে নদী পার হইতে হইবে, লোহজঙ্গে যাইতেও সেই নদী পার হইতে হইবে। আমরা বলিতেছি, কোন উপবিভাগ বা জেলার অধীন [illegible] নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব যদি মুলফতগঞ্জ [illegible] মাদারিপুর উপবিভাগের মধ্যে হয়, তাহা হইলে ইহাকে বাখরগঞ্জ জেলার অধীন করা উচিত, যদি ঢাকা জেলা হইতে পৃথক করা না হয়, তাহা হইলে ইহাকে মাদারিপুর উপবিভাগ হইতে পৃথক করিয়া মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগের সামিল করা হউক।

১লা বৈশাখ ১২৭৮ } শ্রীমিঃ-

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	চৌবেড়ী গোপালপুর	৭
" " রজনীকান্ত রায়	মুরশিদাবাদ	১০
" " সিদ্ধেশ্বর বসাক	কাপ্তরা	১০
" " শরৎচন্দ্র পাত্র	বেহবলভপুর	১০
" " বিহারীলাল সাহা	কাটিগোলা	১০
" " রামচন্দ্র সরকার	জামালপুর	
" " ভুবনমোহন দাস	বাঙ্গনবাড়ী	১০
" " রাইমোহন রায়	ইসলামপুর	৴
" " ঈশানচন্দ্র ঘোষাল	দুগাকল্যাণ	১০
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	সেকাখালী	১০
" " হরিনারায়ণ পণ্ডিত	বহুবেলুন	৭
" " মতিলাল ঘোষ	কলুটোলা	৫।০
" " জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস	খাপ	১০
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু তর্কালঙ্কার	নওগাঁ	৭
" রামনারায়ণ সিংহ বাহাদুর	কাশীপুর	১০
নলসোনার স্কুল		১০
টাঙ্গাইলের মুন্সেফ		১০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বৎসরের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোদপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible] পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোদপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ । ২৪ সংখ্যা ।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ।"

অগ্রিম মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮ । ১৯ এ বৈশাখ । ইং ১৮৭১ । ১ লা মে

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও
ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে বিনয়পূর্ব্বক জানাইতেছি; আমার প্রাপ্য ছাব্বিশ টাকা আট আনা শীঘ্র পাঠাইয়া দেন ।

কলিকাতা বটতলা } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিক্রেয় পুস্তক ।

দশাদিগণ পরাজয় । ডাকমাশুল সমেত ৩
সাংখ্য দর্শন বাঙ্গালা অনুবাদ ২
সিদ্ধান্ত কৌমুদী ১১
দুর্গার্চ্চন বারিধি (তান্ত্রিক গ্রন্থ) ৩
আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ ৩
চন্দ্রক শিরোমণি ৪
সংস্কৃত বাক্য মঞ্জরী (শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রণীত) ।০
কোকিল দূত ২
পঞ্চদশী ৩
শিশুপালবধ ৫
কিরাতার্জ্জুনীয় ২॥
মৃচ্ছকটি নাটক ২
মুদ্রারাক্ষস ১।
রঘুবংশ ১॥
অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক ১
উত্তররাম চরিত ১।
ঋগ্বেদ সংহিতা বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত প্রথমাষ্টকে দ্বিতীয়াধ্যায় পর্য্যন্ত ৩
সংস্কৃত মহাভারত আদিরাজীব ঘোষা-
ইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত (অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য) । ২৫
অষ্টবিংশতি তত্ত্ব (শ্রীরামপুরের ছাপা দুষ্প্রাপ্য) ৩২
রামায়ণ আদিকাণ্ড মূল ও যথাযথ অনুবাদ সমেত ৩
প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী ২
ব্রত মালা ১॥

কলিকাতা বটতলা } শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিদ্যাসুন্দর নাটক বঙ্গভাষা হইতে হিন্দী ভাষায় বারাণসীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র । ডাক মাশুল সহিত ১/ । যাঁহাদিগের খরিদ করিতে ইচ্ছা হয় উক্ত বাবুর নিকট মূল্য পাঠাইলে পাইবেন ।

ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত টীকার সহিত শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত । শীঘ্র প্রকাশিত হইবে । পটলডাঙ্গা সেখ ব্রাদর্সদিগের দোকানে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে ।

১৯ এ বৈশাখ
নং ৫৭ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি } সেখ ব্রাদর্স

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা শিশুগণের পীড়া । মূল্য ২॥ টাকা মাত্র । উক্ত পুস্তক কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৭৭ নং স্কুলবুক প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে ।

নূতন ছাপাখানা ।

নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস । ৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট । এখানে উৎকৃষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গালা অক্ষর সকল প্রস্তুত আছে । পুস্তকাদি পাঠাইলে অল্পমূল্যে উৎকৃষ্টরূপে শীঘ্র মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
সংস্কৃত কালেজ এম, এ, ক্লাস ।

নূতন পুস্তক

অবকাশ কুসুম ।

নানাবিধ ছন্দে রচিত । মূল্য ৶০ আনা মাত্র । বাড়ুয্যে ব্রাদার্স এবং কোং, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

শ্রী প্রমথনাথ বসু

[কে অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী ও গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর রাজপুরের বাজারে যে ডাক্তার খানা ছিল, তাহা এবং তদন্তর্গত সমুদায় দ্রব্যাদি আমি ১২৭৭ সালের ১১ এ পৌষ ক্রয় করিয়াছি । পূর্ব্বকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকটে ঔষধের দরুন যাহার যে কিছু দেনা আছে, তাহা আমার নিকটে দিয়া রসিদ লইবেন । আমার স্বাক্ষরিত রসিদ ভিন্ন টাকা দিলে সে টাকা মঞ্জুর হইবে না ।

হরিনাভি । শ্রীপ্যারীমোহন দেব

যে কোন ব্যক্তি আমাকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন আমি তাঁহাকে ——

১২৯৬ সাল পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরের মধ্যে [illegible] সংস্থাদিগকে দান, দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আনুকূল্য দান, বিধবা, অনাথ বালক বালিকা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে বস্ত্রাদি বিতরণ, পুষ্করিণী খনন, রথ্যা নির্ম্মাণ, ঘাট নির্ম্মাণ, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ে সাহায্য দান, নিজ জমীদারির মধ্যে বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ এবং চিকিৎসালয় সংস্থাপন জন্য ব্যয়, নূতন পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রচারের জন্য সাহায্য দান, সাময়িক কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী মেলায় আনুকূল্য করা, অগ্নিদাহে গত সর্ব্বস্ব সাহায্য প্রার্থী জনগণের দুঃখ মোচন—এই কয়েকটী কার্য্যে রাণী স্বর্ণময়ী ৩,৩৭,৬৩৭ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বাবলম্বিত যথানুরূপী দান আছে, তাহাও ইহার ন্যূন হইবে না। ধন্য দানশীলতা !!

এরূপ দানশীলা ও এরূপ সাধারণ হিতকর কার্য্যানুরাগিণী রাণীকে কোন রূপ উচ্চ সম্মান চিহ্ন প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের যে অতীব কর্ত্তব্য, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তি "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি অপেক্ষাও রাণীর শ্রেষ্ঠতা [illegible] নিতান্ত [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] যে এত দিন কোনরূপ [illegible] হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের [illegible] রাণী [illegible] বিধবা, [illegible] সংসার সুখ [illegible] ত্যাগ করিয়া আছেন; [illegible] "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি [illegible] জন্য [illegible] হইয়াছেন এবং [illegible] স্বার্থ ত্যাগ করিবেন [illegible] লাভ ও সৎকার্য্যে [illegible] প্রবৃত্ত-দের নিমিত্ত এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য তাঁহাকে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রদান করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত বিধেয় হইতেছে।

আমরা রাণী স্বর্ণময়ীকে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রদানার্থ যেরূপ অনুরোধ করিলাম, তাঁহার প্রধান অমাত্য বাবু রাজীব লোচন রায়কে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদানের জন্যও সেইরূপ অনুরোধ করিতেছি। রাজীব বাবুর এমন কি গুণ আছে যে তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? পাঠকগণ যদি এ প্রশ্ন করেন, আমরা উত্তরে এই বলিতে পারি যে, পূর্ব্বে রাণীর যে যে সৎক্রিয়া অনুষ্ঠানের কথা উল্লিখিত হইল, রাজীব বাবুই তৎসমস্তের একমাত্র প্রযোজক। যেমন কর্ণধারের গুণে নৌকা ও সারথির গুণে রথ পরিচালিত হয়, সেইরূপ মন্ত্রীর গুণেই রাজ্যের সমুদায় শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

সদোষঃ সচিবৈর্দোষৈ
র্দমনং কুরুতে নৃপঃ।
যাতি মন্ত্রঃ প্রমাদেন
রাজ্ঞো ব্যসনমৃচ্ছতি॥

রাজা যদি অসৎ কর্ম্ম করেন, সে সচিবেরই দোষ, কারণ মন্ত্রণার দোষেই রাজা অবশ ও মত্ত হয়। ফলতঃ সচিবের দোষ গুণেই রাজার দোষ গুণ উৎপাদিত হয়। রাণী স্বর্ণময়ী স্বতঃ সাধু প্রকৃতি হইলেও যদি রাজীব বাবু তাঁহাকে ঐ সকল সৎপথে প্রবর্ত্তিত না করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই এরূপ যশস্বিনী হইতে পারিতেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এরূপ কার্য্যাদি সম্পন্ন করা সহজ হইত না; কারণ তিনি স্ত্রীজাতি, নিয়তকাল অন্তঃপুরে থাকিতে হয়। দেশ কাল পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক কখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহার বুঝিয়া উঠা সহজ নহে; ফলতঃ যখন রাণীর সাধু প্রবৃত্তি ও রাজীব বাবুর সাধু প্রবর্ত্তনা এ উভয়ের একত্র যোগ হওয়াতেই পূর্ব্বোক্ত শুভ ফল সকল সমুৎপাদিত হইয়াছে, তখন রাণীর উপাধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব বাবুর উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যে নিতান্ত সঙ্গত এ বিষয়ে সংশয় নাই।

জমীদারক ও [illegible] সংসারে অধিককাল আধিপত্য করা সাধারণ লোকের কার্য্য নহে। রাজীব বাবু এইরূপ এক রাজ সংসারে বহুকালাবধি সকলের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক অবাধে আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহার বুদ্ধি কৌশল ও বিজ্ঞতার প্রভাবেই কাশিমবাজারের রাজ সংসার এরূপ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এক সময়ে ঐ সংসারের এমন অবস্থাও ঘটিয়াছিল, যে উহার ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল; কিন্তু কেবল রাজীব বাবুর বুদ্ধি কৌশলেই সেই সমস্ত বিপদ দূরগত হইয়াছে এবং রাজ সংসারের অবস্থা একাদৃশ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে একটী বৃহৎ রাজ সংসার সমুন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, যাঁহার শাসনগুণে রাণী স্বর্ণময়ীর কর্ম্মচারীর মধ্যে রাজা প্রজার বিবাদের কথা আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থ হইয়াছে, যাঁহার নির্লোভিতায় কাশিমবাজারের রাজ সংসারে এক বার সত্যের অর্থের অপচয় নাই এবং যাঁহার মন্ত্রণায় ও সৎ প্রবর্ত্তনায় পূর্ব্বোল্লিখিত সৎকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাঁহাকে কোনরূপ সম্মান চিহ্ন প্রদান না করা, কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা [illegible] সহিত অনুরোধ করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট বাবু রাজীবলোচন রায়কে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া গুণের পুরস্কার করুন।

অক্ষম ঋণীর কারাদণ্ড।

জনরব উঠিয়াছে যে, ব্যবস্থাপক সভা শীঘ্র ঋণের নিমিত্ত কারাদণ্ড উঠাইয়া দিবেন। কিছু দিন হইল এ প্রকার একটী আইন করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু ইহা যে বিধিবদ্ধ হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না। ইহা রহিত করাও কর্ত্তব্য নহে। বোধ কর, এক ব্যক্তি কর্জ্জ করিয়া ব্যবসায় করিলেন; মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন তাঁহার ক্ষতি হইল। মনে কর, এক ব্যক্তির বাটীতে পীড়া হইয়াছে। পীড়ার সময়ে লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তিনি কর্জ্জ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার পরিশোধে সমর্থ হইলেন না। এমন অবস্থায় অসামর্থ্য নিবন্ধন জেলে গমন অতিশয় কষ্টের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ উদাহরণ অতি বিরল। মানব স্বভাব কখন দয়াশূন্য হইতে পারে না। আমরা শত শত দেখিতে পাই, যখন উত্তমর্ণ দেখেন, অধমর্ণ আন্তরিক চেষ্টা করিয়াও টাকা দিতে পারিতেছেন না, তখন প্রায় সকলেই শৈথিল্য প্রদর্শন করেন। আমাদিগের দেউলিয়া আদালতে যত মকদ্দমা হয়, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। অধমর্ণ যথার্থ অসমর্থ হইলে মহাজনেরা প্রায় দেউলিয়া হইবার আজ্ঞার প্রতি আপত্তি করেন না। পক্ষান্তরে আমাদিগের দেশে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরিমিত বিস্তর জুয়াচুরি, জাল ও প্রতারণা আছে। অন্য নামে সম্পত্তি ক্রয় করা এদেশের অনেকের এক রোগ দাঁড়াইয়াছে। কোন বড়মানুষ দেউলিয়া আদালতে গমন করিলেই লোকে বলিয়া থাকেন "অমুক এবার কিছু গোছাইল।" এদেশে এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার এই, সম্পত্তি করিতে গেলে প্রবঞ্চনা না করিলে চলে না। অনেক স্থানে বিশেষতঃ প্রধান নগর ও বন্দর সমূহে এক এক দল লোক আছে, তাহারা পরিশোধ করিব না, অগ্রে স্থির করিয়াই কর্জ্জ করে। তাহারা পারিলে ঠকাইতে ছাড়ে না। পাছে জেলে যাইতে হয়, কেবল এই ভয়েই মহাজনের টাকা পরিশোধ করে। এই প্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। অত এব ঋণের নিমিত্ত কারাদণ্ড উঠাইয়া দিলে জুয়াচুরির এত প্রশ্রয় হইবে যে, কেহ কাহাকে কর্জ্জ দিবেন না। আমাদিগের বাণিজ্যের নিতান্ত তরুণ অবস্থা, এক্ষণে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অতিশয় প্রয়োজন। মহাজনের টাকা আদায়ের বিশেষ সুবিধা না থাকিলে বিষম ব্যতিক্রম ঘটিবে। কেবল মূল নিয়ম ধরিয়া কার্য্য করা চিরদোষাবহ সন্দেহ নাই। আনুমানিক অত্যাচার শঙ্কায় অনিষ্টকে আহ্বান করা বিধেয় নয়। সত্য বটে, মধ্যে মধ্যে সৎঋণিকে নিষ্ঠুর মহাজনের হস্তে পড়িয়া জেলে থাকিতে হয়; কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যভিচার আছে। বিদ্রোহিদিগকে দমন করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে নিরপরাধ লোকেরও অনিষ্ট করিতে হয়। ফলতঃ সাধারণের উপকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কার্য্য করাই উচিত। ব্যক্তি বিশেষের কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এস্থলে এ বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য, পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়াও কয়জন লোকে অধমর্ণকে কেবল কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে জেলে দিয়া থাকেন। তাহাতে কেবল আপনারই ক্ষতি হয়। বিবেচক লোকে এক্ষতি স্বীকার করেন না। ধূর্ত্ত লোকে বিনাম করিয়া সম্পত্তি করিলে টাকা আদায়ের একমাত্র উপায় কারাদণ্ড। এটী উঠিয়া গেলে যার পর নাই অনিষ্ট হইবে। এস্থলে কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন, সম্পত্তি বিনামি করিলে তাহার দণ্ড আছে; উত্তমর্ণ ধূর্ত্ত অধমর্ণকে দণ্ড দেওয়াইতে পারেন। এতদুত্তরে আমরা বলিতেছি, মুখে বলা এক, আর কাজে করা আর এক। আদালতে এটী সপ্রমাণ করা কত কঠিন, তাহা ব্যবহারাজীব ও বিচারপতি মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন। অনেক দেউলিয়া ফিটনে করিয়া আদালতে গমন করেন। বিচারপতিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করেন; কিন্তু প্রমাণাভাবে কিছুই করিতে পারেন না। ইউরোপের কোন কোন দেশে যে প্রকার ঋণের নিমিত্ত কারাদণ্ড উঠিয়া গিয়াছে, এখানে সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ বিধেয় হয় না। এখানে বাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থা অন্য প্রকার। দেওয়ানী কয়েদিদিগের নিমিত্ত গৃহ ও প্রহরী প্রভৃতির বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় পড়ে, অথচ কিছুই আদায় হয় না যথার্থ বটে, কিন্তু এই কারণে সমাজের একটী প্রধান অনিষ্ট নিবারণের পথ বন্ধ করা উচিত হয় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এটী না করাতে কেবল রাজস্ব বলিয়া নয়, রাজনীতি সম্বন্ধেও নানা গোলযোগ ঘটিতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যথেচ্ছাচারী; কিন্তু "গবর্ণমেণ্ট" শব্দের অর্থ এদেশের অধিকাংশ লোকে বুঝেন না। গবর্ণমেণ্ট এক ব্যক্তি অথবা বহু ব্যক্তি, জীবিত বা মৃত পদার্থ, তাহা অনেকে অবগত নহেন। কৃতবিদ্য লোকেরা জানেন, গবর্ণমেণ্ট শব্দে গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার মন্ত্রণা সভা বুঝায়। এই মন্ত্রিগণ কেবল পরামর্শদাতা নহেন; গবর্ণর জেনরলকে তাঁহাদিগের অধিকাংশের মত শিরোধার্য্য করিয়া লইতে ও চলিতে হয়। সত্য বটে বিধি আছে, গবর্ণর

জেনরল যদি আবশ্যক বোধ করেন, মন্ত্রিদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিতে পারেন; কিন্তু ইহা এমনি বিঘ্নসঙ্কুল যে, পিট সাহেবের সময়ে ঐ ক্ষমতা লাভ হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন শাসনকর্ত্তাই তদনুসারে কাজ করিতে সাহসী হন নাই; সুতরাং মন্ত্রিগণেরই প্রাধান্য, তাঁহাদিগেরই মতে অধিকাংশ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ শাসন প্রণালী বহুদোষাশ্রিত। যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহারা অপর লোককে বিশেষতঃ প্রজা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মানুষ জ্ঞান করেন না। তাঁহারা ভাবেন, আমরা যাহা বুঝি তাহাই উত্তম। জন ব্রাইট সাহেবও যদি এই প্রণালী অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করেন, দুই বৎসরের মধ্যে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবেন। অসীম ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে নাই, ঐ ক্ষমতা সমষ্টির হস্তগত। বিখ্যাত আমেরিকান ব্যবহারাজীব বলিয়াছেন, শাসন সম্বন্ধে এক ব্যক্তিকে দায়ী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। আমেরিকা এত স্বাধীন দেশ, তথাপি শাসন বিষয়ে সকল ক্ষমতা সভাপতির হস্তে দেওয়া হইয়াছে; তিনি মহাসভার নিকটে দায়ী। এক্ষণে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কেহই দায়ী নহেন। আর অধিক কাল এ অবস্থা রাখা কর্ত্তব্য নহে। যাবৎ প্রজাদিগকে সমধিক স্বত্ব ও সমধিক ক্ষমতা দেওয়া না হইতেছে, তাবৎ নিম্নলিখিত পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেনরলের হস্তে প্রধান ক্ষমতা দিয়া মন্ত্রিদিগকে সেক্রেটারি মাত্র করা উচিত। এক্ষণে এক একজন মন্ত্রী এক এক বিভাগের কর্ত্তা; কিন্তু সেক্রেটারিরাই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন কাজের অনেক গোলযোগ হয়; কেহই আপনাকে দায়ী জ্ঞান করেন না। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দর্শন কর। সর রিচার্ড টেম্পল রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা, চাপম্যান সাহেব রাজস্ব সেক্রেটারি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কাগজে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু প্রধান ক্ষমতা সর রিচার্ড টেম্পলের হস্তে থাকাতে তিনি আপনাকে দায়ী জ্ঞান করেন না। সর রিচার্ড টেম্পল তাঁহার উপরে ভার আছে ভাবেন; ইহাতে অনেক সময়ে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটে। অতএব আমাদিগের মতে সেক্রেটারি পদের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মন্ত্রী আপন আপন বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। গবর্ণর জেনরল সকলের পরামর্শ লইবেন। কিন্তু কার্য্যের নিমিত্ত কেবল তিনিই সর্ব্বসাধারণের ও মহাসভার নিকটে দায়ী থাকিবেন। এরূপ হইলে সকলেরই মনে ভয় জন্মিবে, এত অবিচার ও অত্যাচারও হইবে না। বর্ত্তমান প্রণালীতে কাহারও ভয় নাই; যেখানে ভয় নাই, কাজ সেখানে কখন ভাল হয় না।

ভারতবর্ষীয় সেনাদলের বিশৃঙ্খলা।

মান্দ্রাজ পদাতিক দলে যে বিদ্রোহের সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু মান্দ্রাজের সংবাদ পত্র সমূহে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন মনে করিয়া যে সকল অনিষ্ট সম্পাদন করিয়াছেন, ইংরেজদের সৈনিক প্রণালী প্রতিষ্ঠা তাহার অন্যতর প্রমাণ। বিদ্রোহের সময়ে কয়েকটী সীমান্থিত ইংরেজদের রেজিমেণ্ট অনেক কাজ করে, তাহাতে পঞ্জাবী সেনাধ্যক্ষদিগের এক সংস্কার জন্মে, ইংরেজদের সৈনিক প্রথার ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রথা আর নাই। তাঁহারা তন্নিমিত্ত সমুদায় ভারতবর্ষীয় সেনাদলকে ইহার অধীনস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এবিবেচনা নাই যে, ইংরেজদের সৈন্যগণ ১৮৫৭ অব্দে যে কিছু কাজ করিয়াছিল, তাহা আফিসরদিগের গুণেই হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন অধিক সংখ্য আফিসর থাকিলে আরও ভাল কাজ হইত। কসাকদিগের সহিত বিদ্রোহ কালে হডসন ও তাঁহার সহচরগণ কসাকদিগের অপেক্ষা অধিক অত্যাচার করেন; কিন্তু নিয়মিত আফিসরের সংখ্যা অধিক থাকিলে এ ব্যাপার হইত না, অথচ কাজ ভাল হইত। বিদ্রোহিগণ রাজ্যের প্রজা; অতএব তাহাদিগকে নিঃশেষিত না করিয়া সুপথে আনয়ন করা যে গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত রাজনীতি, ইংরেজদের আফিসরেরা তাহা বুঝিতেন না; এই নিমিত্ত তাৎকালীন কালের অত্যাচার নিবন্ধন ব্রিটিশ সেনাদলের অবিনশ্বর কলঙ্ক হইয়াছে। ইংরেজদের প্রণালীতে রেজিমেণ্টের মধ্যে পর্য্যাপ্ত সংখ্যা ইউরোপীয় আফিসর থাকেন না। পূর্ব্বে যেখানে ২৬ জন আফিসর থাকিতেন, তথায় এক্ষণে ১২ জন আছেন। পূর্ব্বে আফিসরেরা কেবল সৈনিক কার্য্যই করিতেন। তাঁহারা অন্য কাজ জানিতেন না, করিতেও ভাল বাসিতেন না। সৈনিকদিগের যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ হয়, তাঁহাদিগের নিরন্তর সেই চেষ্টা ছিল। সৈনিকগণও তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভাল বাসিত। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। এনসাইনেরা এদেশে পদার্পণ করিয়াই ষ্টাফ কোর ও নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সহকারী কমিসনর, ডেপুটি কমিসনর ও পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির পদ লাভের নিমিত্ত সকলেরই চেষ্টা জন্মে। তাঁহারা যে কাজ জানেন, তাহা করেন না, যে কার্য্যের উপযুক্ত নহেন, তাহা করিতে গিয়া সর্ব্বসাধারণের উপহাসের আস্পদ

হন। এই সকল ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে সেনাদলে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কাল দেওয়ানী কার্য্য করিয়া ইহাঁদিগের সৈনিক রুচি দূরগত হয়। ইহাঁরা সিপাহিদিগকে নিকৃষ্ট জীব জ্ঞান করেন; পরস্পরের সমদুঃখসুখতার লেশ মাত্র থাকে না। এরূপ অবস্থায় সেনাদলে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিদ্রোহাদুরক্ত মান্দ্রাজের উন বিংশ রেজিমেণ্ট ইরেগুলর প্রণালীর অধীন। আফিসরদিগের অধিকাংশ সিপাহিদিগকে জানেন না। সম্প্রতি তাহাদিগকে সিঙ্গাপুরে যাইতে বলা হয়। তাহাদিগের কর্ণেল বরাবর রাজকীয় দলে ছিলেন। তাঁহার এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগকে ঘৃণা করা অভ্যাস হইয়াছে। যাত্রাকালে তিনি সৈন্যদিগকে সাজিন ছড়াইয়া যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাইতে বলেন। এটী সৈনিক নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। ভারতবর্ষ স্থিত ব্রিটিশ সেনাদল ব্যতিরিক্ত আর সকল সৈন্যই আপনাদিগের সকল কাজ আপনারা করিয়া থাকে; কিন্তু এখানকার সেনাদলে ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ইহাদিগের যুদ্ধ ব্যতিরিক্ত আর কোন কাজ করা অভ্যস্ত নয়। প্রশ্রয় পাইয়া উহাদিগের এমনি মন্দ অভ্যাস হইয়াছে যে, আপনার দ্রব্য আপনি বহিয়া লইয়া যাওয়া অপমানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। উল্লিখিত প্রশ্রয় দোষের বিষয় প্রধান সেনাপতির গোচর করিয়া সাধ্য মধ্যে উহা সংশোধন চেষ্টা করা কর্ণেলের উচিত ছিল; কিন্তু কর্ণেল তাহা না করিয়া নিজ আজ্ঞা বলবতী করিবার চেষ্টা পান, তাহাতেই গোলযোগ হইয়া উঠে। অপর, সৈন্যদিগের তিন মাসের বেতন প্রাপ্য, তাহা না দিয়া দুই মাসের বেতন দেওয়া হয়, তাহাতে এক কোম্পানি বিদ্রোহী হয়। কর্ণেল তাহাদিগকে রুদ্ধ করেন। তাহাতে সমুদায় রেজিমেণ্ট অবাধ্য হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট কর্ণেলকে ভর্ৎসনা করিয়া আফিসরদিগকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। যে কোম্পানি প্রথমতঃ অবাধ্য হয়, তাহাদিগকে ছাড়ান হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় আফিসরদিগের অনবধানতার বিষয়ে বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহারা উহার অপাত্র নহেন। তাঁহারা সমদুঃখসুখতাহীন ইউরোপীয় আফিসরদিগের অপেক্ষা সৈনিকদিগের ভাব ভালরূপে বুঝিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এস্থলে এই একটী বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্ট যেসকল এতদ্দেশীয়কে আফিসরের পদ প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে সেনাদলে রাখা আর না রাখা সমান। তাঁহারা সকলেই প্রথমে সৈনিকের বন্দুক ধারণ করেন, শেষে আফিসরের কটিবন্ধ ও তলবার পাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি ও আচারে তাঁহারা সেই মূর্খ ও বর্ব্বর সিপাহী। সিপাহিদিগের যে সকল কুসংস্কার আছে, তাঁহারা যদি মার্জ্জিতবিদ্য হইতেন, সৈনিকদিগের কুসংস্কার দূর করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং অশিক্ষ। ইরেগুলর প্রণালীর অধীনে এতদ্দেশীয় আফিসরদিগের উপরে অধিক ভার অর্পণ করা হইয়াছে। যদি কৃতবিদ্য লোকদিগকে আফিসরের পদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে এটী সুখের হইত। গবর্ণমেণ্ট ভাবেন, উপযুক্ত বাঙ্গালী ও পারসী প্রভৃতি আফিসর হইলে সাম্রাজ্য নষ্ট হইবে। এভ্রমের যে কিরূপে অপনয়ন হইবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পৃথিবীর যে ভাব দাঁড়াইতেছে, তাহাতে কেবল কয়েক সহস্র সৈনিক রাখিলেই মান মর্য্যাদা ও দেশরক্ষা হয় না। সমুদায় লোকেরই যুদ্ধে শিক্ষিত হওয়া ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

ব্যয় সংক্ষেপ।

ব্যয় সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা ব্যয় সংক্ষেপের প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইতেছেন না। এপর্য্যন্ত তাঁহারা যেসমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অভীষ্ট সাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন সেগুলি প্রকৃত উপায় নহে। কেবল কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইয়া ও সাধারণহিতকর কার্য্যগুলি বন্ধ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত নয়। প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন করাকেই ব্যয় সংক্ষেপ বলে। পরিবারবর্গকে একবেলা আহার দিয়া ব্যয় কমাইলে মিতব্যয়িতা হয় না। সম্প্রতি গবর্ণর জেনেরল সিবিলিয়ানদিগের বেতন কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি চাপমান সাহেব বেতনের বন্দোবস্ত করিবার ভার পাইয়াছেন। এটীও মহা ভ্রম। এক্ষণে সিবিলিয়ানেরা যথেষ্ট বেতন পান বলিয়াই পাপ কর্ম্মে তাঁহাদের মতি হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে যে সকল সিবিলিয়ান আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কম বেতন পাইতেন; সুতরাং নানা দোষও ঘটিত; বেতন বৃদ্ধি হইল সে দোষও গেল; এখন আবার বেতন কমাইয়া দাও, শীঘ্র বিষময় ফল দেখিতে পাইবে। ইহাঁদিগের বেতন কমাইলে শাসন ও বিচার কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে। পূর্ব্বে একবার ইহাঁদিগের বেতন কমিয়াছিল। ইহাতে সর হেনরি রিকেট্স আক্ষেপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ৩০ বৎসর কাজ করিয়া পরিমিত ব্যয়ী হই-

[illegible] অল্প [illegible] টাকা লইয়া বাটী গমন [illegible]। ইহার উপরে আবার [illegible] তাঁহাদের সাহায্যে [illegible] হইবে। এটী কহিলে [illegible] অত্যুক্তি বিশেষ হয় না।

আমরা [illegible] আঘাত করিতে না পারিলে [illegible] সম্ভাবনা অল্প। বাটিক, রাস্তা, [illegible] প্রভৃতিই অপব্যয়ের প্রধান কারণ। অতএব এগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। একজন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক যে বাটী ৩০০০ টাকায় প্রস্তুত করিবেন, পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিরা অন্ততঃ ১০০০০ টাকার কমে তদ্রূপ বাটী প্রস্তুত করিতে সম্মত হইবেন না। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারী চুরি না করিয়া নির্দ্দিষ্ট বেতনে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। এই চুরি আবার এত প্রকাশ্যরূপে হয় যে, আফিসের কেরাণী ও মস্ত্রী পর্য্যন্ত দস্তুরী পাইয়া থাকে। যে মজুর তিন আনায় পাওয়া যায়, পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে তাহার নিমিত্ত অন্ততঃ পাঁচ আনা পড়ে। একজন সাধারণ ভদ্রলোক যে ইট ৮ টাকায় পাইবেন, পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের হিসাবে তাহার মূল্য ১২ টাকা। উত্তম ইট প্রস্তুত করিতে কলিকাতার [illegible] প্রতি লক্ষে উর্দ্ধ সংখ্যা ৮০০ টাকা [illegible] পড়ে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের [illegible] প্রতি লক্ষে সহস্র টাকা ব্যয় [illegible]। একজন অপর লোকের বাটীর কড়ি কাষ্ঠ [illegible] যায়, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বাটী [illegible] দশ বৎসরও যায় না। [illegible] কর্ম্মচারিদিগের লাভ। পাঁচ বৎসর [illegible] কাষ্ঠগুলি বদলাইবার আবশ্যক হইল। পুরাতন কাষ্ঠগুলি এক শত টাকার স্থলে দশ টাকায় বিক্রীত হইল। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিগণই উহা ক্রয় করিলেন। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে যে সকল প্রস্তরের সেতু আছে, তাহার অধিকাংশের নিমিত্ত যেরূপ প্রস্তরের মূল্য লওয়া হয়, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রস্তর দেওয়া হইয়াছে। যখন সকলেই এক ব্যবসায়ের লোক, তখন এ সকল বিষয় প্রকাশ হওয়া কঠিন। একজন চতুর্থ শ্রেণির অ্যাকাউণ্টাণ্ট ৮০ টাকা বেতন পান, কেহ পাঁচ বৎসরের পর তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকে না। গবর্ণমেণ্ট কি উহা বুঝিতে পারেন না?

কমিসরিএটেও এই অবস্থা। বাজারে ছোলা ১২ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে, কিন্তু ৩০ টাকায় খরিদ দেওয়া হইয়া থাকে। এক পয়সার এক খানি পাখার নিমিত্ত চারি আনা লওয়া হয়! ইউরোপীয় প্রধান কর্ম্মচারিগণ সকল দ্রব্যের যথার্থ মূল্য জানেন না। সুতরাং যে মূল্য বলা হয়, তাহাই প্রদান করেন। এতদ্দেশীয় তত্ত্বাবধায়ক থাকিলে এই সকল অপব্যয় হইতে পায় না।

সৈনিক বিভাগের দ্রব্যগুলি যত দিন ইংলণ্ডে ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা ক্রয় করা হইবে, ততদিন অপব্যয় নিবারিত হইবে না। যে দ্রব্য লণ্ডনের বাজারে ১০ টাকায় পাওয়া যায়, তাহার মূল্য ১৫ টাকা ধরা হইয়া থাকে। কিছু বলিবার যো নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তপদ বদ্ধ, তাঁহারা বাজারের কোন সন্ধান রাখেন না; সুতরাং অধিক মূল্য দিতে হয়। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে কমিসরিএট ও পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের [illegible] নিবারণ অতি সহজেই হইতে পারে।

[illegible] যাবতীয় দ্রব্যের দর এবং মজুরির দর জানিবার নিমিত্ত একজন সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক জেলা ও উপবিভাগের এক একজন ডেপুটি কালেক্টার তত্তৎ স্থানের যাবতীয় দ্রব্যের যথার্থ মূল্য ও মজুরির দর প্রতি সপ্তাহে জানাইবেন। তত্ত্বাবধায়ক সর্ব্বদা সকল স্থান দর্শন করিবেন। তাঁহার অধীনে উচ্চ বেতনে কয়েক জন যথার্থ কৃতবিদ্য থাকিবেন। কখন কিরূপ বাজার দর হয়, তাহা জানিতে পারিলে হিসাবের জুয়াচুরি সহজে ধরা পড়িবে। আমরা যেরূপ বলিলাম, তদনুসারে কার্য্য করিলে এক্ষণে যে টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহার অর্দ্ধেক টাকায় উত্তম কার্য্য হইবে। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত কিছুই হইবে না। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিরা সহজেই প্রতারিত হন।

সৈনিক বিভাগের বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, দ্রব্য ক্রয় করিবার ভার যেন ষ্টেট সেক্রেটারির হস্তে না থাকে। আমাদিগের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা যেখানে অল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে, সেইখান হইতে আনাইবেন। গবর্ণমেণ্ট আপনারা দ্রব্য ক্রয় করিবার ভার গ্রহণ করুন, দেখিবেন অনেক টাকা বাঁচিবে। আমাদিগের আর একটি বক্তব্য আছে। রাজকীয় সেনাদিগের মধ্যে এখানকার সেনাদল একত্রিত করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের অনেক ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। সৈন্যদিগের গমনাগমনে অনেক ব্যয় পড়ে। যাহাতে স্থানীয় সেনাদল প্রস্তুত হয়, এই বেলা তাহার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ইউরোপীয় সৈনিক এদেশে থাকিতে ভাল বাসে। যে সকল নিষ্কর্ম্মা ইউরোপীয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এত ব্যস্ত, তাহারা অনায়াসে স্থানীয় সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারে। এবার ইংলণ্ডে আড়াই

কোটি টাকা অকুলান হইতেছে। সেনা দলের উৎকর্ষ সাধনই এই অকুলানের কারণ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই বেলা সতর্ক হউন, তাহা না হইলে অন্ততঃ উহার এক কোটি টাকা আমাদিগের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ওহাবিদিগের বিচার।

গত শনিবার গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকীল বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি নর্মেন নিকটে বলিয়াছেন, আমীর ও কাসমখান খাঁর বিচার কলিকাতায় করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে সাহেব বিচারপতি ফিয়ারের নিকটে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা উক্ত বিচারপতির শ্রবণ করিবার ক্ষমতা নাই। এই আবেদন আপীল বিভাগে করা উচিত ছিল। এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতির মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, উকীল যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। কিন্তু বিচারপতি ফিয়ার এপর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত আজ্ঞা দেন নাই; অতএব এবিষয়ে এক্ষণে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। বিচারপতি নর্মান আরও বলিয়াছেন, কয়েদিদিগের বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার বাহিরের কোন অপরাধের কথা নাই। এমন স্থলে উঁহাদিগের বিচার প্রধানতম বিচারালয়ে হওয়াই কর্ত্তব্য। সকলের ইচ্ছাও তাই। এরূপ মকদ্দমা এখানে আর কখন হয় নাই, এই মকদ্দমায় রাজ্ঞীর ক্ষমতা ও প্রজার স্বাধীনতা লইয়া কথা হইতেছে, অতএব শিক্ষিত বিচারপতি দ্বারাই ইহাঁদিগের বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। যদি অপরাধ করিয়া ইহাঁরা মুক্ত হন, তাহা হইলে সেটী দোষের হইবে; আবার বিনা অপরাধে দণ্ড হইলে গবর্ণমেণ্ট ও বিচার প্রণালীর কলঙ্ক হইবে। আমরা বলিতেছি, উক্ত অপরাধিদিগের বিচার কলিকাতায় হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আপত্তি করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। তাহা হইলে উঁহাদিগের শত্রুগণ স্থির করিবে যে, গবর্ণমেণ্ট জানেন, প্রধানতম বিচারালয়ে অবিচার হয় না; মফস্বলের অশিক্ষিত জজেরা ভয় ও অনুরোধের বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন; এই নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে ইহাদিগের বিচার হয়, এটী তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। ইচ্ছা পূর্ব্বক কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া হইল। ইহাতে দণ্ড দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না এবং গবর্ণমেণ্ট যে ওহাবিদিগের মনে ভয় জন্মাইবার নিমিত্ত এত ব্যয় করিলেন, তাহাও বৃথা হইবে। যথার্থ দোষীর মুক্তিলাভ যেমন কষ্টকর, নিরপরাধ ব্যক্তির দণ্ড হওয়াও সেইরূপ। দণ্ড দ্বারা কেবল দোষীর চরিত্র সংশোধন নয়, সমাজকে সতর্ক করা হয়। পাটনায় বিচার করাইবার নিমিত্ত পিড়াপিড়ি করিলে গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক হইবে মাত্র। কয়েকজন আন্দামানে গমন করিলে ওহাবিদিগের দাম্ভিকতা ক্ষতি হইবে না। যাহারা ম্লেচ্ছদিগের অনিষ্ট সাধনার্থ প্রাণদান মোক্ষের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, সেই সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ বা দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলে কি ইষ্টলাভ হইবে? এমন স্থলে সদ্বিবেচনা ও সুবিচার করাই প্রকৃত রাজনীতি। কেউ ওমধ হিঁদুরাও এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা ডাকঘরের কর্ত্তৃপক্ষের গোচরার্থ এই পত্রখানি এই স্থলেই গ্রহণ করিলাম।

এহেন সম্পাদক মহাশয় নিবেদন মিদং

বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে আমাদের বিশ্বব্যাপিকা সোমপ্রকাশ পত্রিকা লইয়া আসিতেছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একখানি পত্রিকাও নিয়মিত সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কোনখানি এক সপ্তাহ, কোনখানি দুই সপ্তাহ পরে উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে আপনি সকরুণ দৃষ্টি পাত না করিলে এই হতভাগ্য পল্লীগ্রাম বাসিগণকে পত্রিকা দর্শনে নিরাশ হইতে হয়, নিবেদনমিতি।

রায়গ্রাম মফস্বল।
পোষ্ট আফিস
জেলা যশোহর।

বশম্বদ
শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টা
চার্য্য।

আমাদিগের কার্য্যালয় হইতে এক দিনে এক সময়ে সর্ব্বত্র সোমপ্রকাশ প্রেরিত হইয়া থাকে, অতএব আমরা এ অনিয়মের কারণ বুঝিতে পারিব না, ডাকের কর্ম্মচারিরাই বুঝিতে পারিবেন।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। ভূগোল বিদ্যাসার। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘোষ ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রদেশের সীমা ও তদন্তর্গত প্রসিদ্ধ নগর, তত্রত্য লোকদিগের আচার ব্যবহার, সেই সেই দেশের খনিজ ও উদ্ভিদাদি এবং তৎপরে প্রাকৃতিক ব্যবহারিক ও সামাজিক এক একটী প্রবন্ধ লইয়া প্রত্যেক মহাদেশান্তর্গত এক এক দেশের নাম উল্লেখ করিয়া তদ্বিষয় উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে। পরিশেষে এক এক মহাদেশের বিবরণ শেষ করিয়া তদন্তর্গত নদী সমুদ্রের দৈর্ঘ্যাদি এবং তত্তীরস্থ নগরের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে সমুদায় দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমান নাম এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও আগ্নেয়গিরির নাম ও উচ্চতার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে হইলে ভূগোল সম্বন্ধে যে যে বিষয় জানা আবশ্যক ইহাতে তৎসমুদায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

২। চিকিৎসাদর্পণ। এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহাতে নানা প্রকার পীড়া, তাহার চিকিৎসা প্রকরণ এবং যে ঔষধ [illegible] রোগের উপশম [illegible] তাহার এক একটী [illegible] করণ প্রদর্শিত [illegible] যে সকল ছাত্র ইংরাজী জানেন [illegible] ইহার শেষ [illegible]

নঙ্গি ;) দুই একটী অংশ বিবৃত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনরূপ পত্রিকা ছিল না; চিকিৎসা দর্পণ দ্বারা সেই অভাব দূরীকৃত হইতেছে। ইহা দ্বারা সমাজের যে বহুতর হিত সাধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ পত্রিকার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এটী একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা অনুরোধ করি, সম্পাদক রচনার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৩। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা। শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র [illegible] ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সীতা ও খনা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত বিবৃত করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদিত হাইকোর্টের আপীল বিভাগের নিষ্পন্ন মকদ্দমার পাক্ষিক নজীরের চতুর্থ ভাগ ৭ ম সংখ্যা হইতে ১২ শ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

৫। আমার গুপ্ত কথা। এখানি রহস্য সূচক সন্দর্ভ। গোপনে দুরাত্মারা যে সকল পাপক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, সেগুলি গল্পচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখাটী অতি মিষ্ট হইয়াছে।

৬। মদ না গরল। এখানি মাসিক পত্রিকা। সুরাপান নিবারণ চেষ্টাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার লেখা মন্দ হইতেছে না। এখানি বিনা মূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৭। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ। শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সৎ এবং অসৎ সংসর্গ নিবন্ধন যে সকল ইষ্টানিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে

৮। পাটীগণিত শিক্ষা। বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের দ্বিতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ইহার লেখক। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রণীত পাটীগণিতের জটিল প্রশ্নগুলির সমাধান প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

৯। বিজ্ঞাপক। এখানি মাসিক পত্রিকা। ১ লা বৈশাখ হইতে ইহা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

১০। হিতসাধিনী। এখানিও ১ লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানি প্রতি মাসে তিনবার প্রকাশিত হয়

বিবিধ সংবাদ।

১২ ই বৈশাখ সোমবার।

রাজকুমারী লুইসার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রাজ্ঞী বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বৈধব্য দশা ঘটনার পর, তিনি কোন পুত্র অথবা কন্যার বিবাহ কালে উপস্থিত হন নাই, এই প্রথম উপস্থিত হইলেন। কয়েকটী জর্ম্মণীয় রাজকুমার, রাজবংশের সকলে এবং বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। দলীপ সিংহও সস্ত্রীক উপস্থিত হন। যথারীতি ভোজ ও আমোদ এবং বিবাহের পর বরকে জুতা ও ঝাঁটা ফেলিয়া মারা হইয়াছিল। মুরশিদাবাদের নবাব নিমন্ত্রিত হন নাই। এই রাজকুমার বিলাতে যে প্রকার দুষ্ক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে রাজবাটীতে আহ্বান না করাই উত্তম হইয়াছে। ইনি আর কত কাল তথায় থাকিয়া স্বদেশের কলঙ্ক করিবেন? এই সভায় একটী স্মরণীয় ঘটনা হয়। মহারাজ দলীপ সিংহ জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করিয়াছিলেন। এদেশের যাঁহারা দুই তিন বৎসর মাত্র ইংলণ্ডে থাকিয়া ব্যারিষ্টর হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে দেশীয় বস্ত্র পরিধান অপমানের বিষয়! কিন্তু দলীপ সিংহ খৃষ্টীয়ান হইয়া ইউরোপীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছেন, চিরদিন ইংলণ্ডে বাস করিলেন, তথাপি জাতীয় বস্ত্র ত্যাগ করেন নাই।

ফরিদপুরকে রাজধানী বিভাগের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব হওয়াতে তত্রত্য অনেক ভদ্র লোক প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের কারণ আছে। ফরিদপুর ঢাকার নিকটস্থ; তথা হইতে অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকায় যাওয়া যায়। রাজধানী বিভাগের কমিসনরের নিকট আসিতে হইলে চতুর্গুণ ব্যয় পড়িবে। কমিসনরও জেলার সকল অবস্থা কখনই জানিতে পারিবেন না। ২৪ পরগণা, যশোহর ও নদীয়া একজন কমিসনরের পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপরে আবার ফরিদপুর আসিয়াছে।

বরদার রাজাদিগের প্রথা আছে, নিজের বিবাহের সময়ে ১০১ জন কন্যাভারগ্রস্ত লোকের সাহায্য করেন। তদনুসারে মুলহর রাওয়ের বিবাহের দিবসে ১০১ টী কন্যা পাত্রস্থ হইয়াছে। রাজা সকলেরই ব্যয় দিয়াছেন।

[illegible] বিচারালয়ের আপীল বিভাগের একজন মুহুরী ও দপ্তরী ব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প পুনর্ব্বার বিক্রয় করাতে তাহাদিগকে মৌলবী আবদুল লতিফের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মকদ্দমা চালাইতেছেন।

ঝাঁসী হইতে শিবির উঠিয়া যাইবে। ঐস্থানে শিবির করিতে কত ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সাধারণকে জানান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাদিগের টাকা কিরূপে ব্যয় হয়, জানিতে পারিয়া তাঁহারা তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি নাগপুরের অন্তর্গত একগ্রামে এক ব্যক্তির বাটীতে চুরি হওয়াতে তত্রত্য পুলিস একজন ভৃত্যকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে এত প্রহার করেন যে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়। পুলিস অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন। পরে মৃত দেহ ভাসিয়া উঠিলে সংবাদ দেওয়া হয় ভৃত্য আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার আত্মীয় নালীশ করাতে একজন ইনস্পেক্টর প্রেরিত হন। তিনিও আত্মহত্যার কথা বলেন। কিন্তু মৃতের আত্মীয় ইহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে তাহার আবেদন অনুসারে আর একজন ইনস্পেক্টর আসিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনিও পূর্ব্বমত রিপোর্ট করিলেন। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় পরিশেষে অবৈতনিক সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বরুসিংহের নিকটে আবেদন করাতে উক্ত ব্যক্তি অপরাধিদিগকে ধৃত করিয়াছেন। দুই জনের দ্বীপান্তর বাস ও অবশিষ্টদিগের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে।

পুলিষ ত সর্ব্বত্র উৎকোচ লইয়া থাকেন, কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট দিগের বুদ্ধির তারিপ আছে। হত ব্যক্তির কটিদেশে ১/৭ মণ এক প্রস্তর খণ্ড বাঁধা ছিল, দ্বিতীয় অনুসন্ধায়ী ইনস্পেক্টর রিপোর্ট করিয়াছিলেন, মৃত্য নিজে ঐ রূপ করিয়া জলমগ্ন হইয়াছিল। এক ব্যক্তি যে এত ভারি পাথর লইয়া কুপে লম্ফ দানে সমর্থ নহে, তাহা এই সুচতুর বিচারপতির বুদ্ধিতে আইসে নাই।

কলিকাতায় লার্ড বিশপ সেক্সেপিয়র কালিজ কালেজের পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। ১৮ ই এপ্রেল তিনি এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগের নিকটে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লার্ড মেয়র বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যে ব্যক্তি বঙ্গভাষায় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের বিষয় লইয়া উপাখ্যান লিখিবেন, তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিবেন। পুস্তকখানি আটপেজী ফরমায় ২০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। এটী প্রশংসনীয় কাজ।

এবার মান্দ্রাজের পুলিসের নিমিত্ত ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

সম্প্রতি হাটখোলায় পারাণী বাষ্পীয় জাহাজ চলিবার সময়ে এক ব্যক্তি তাহা হইতে জলে পতিত হয়। একজন মাঝি আপনার জীবনকে বিপন্ন করিয়া এই ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছে। উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মাঝিকে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

অম্বালার যুদ্ধে যে সকল সৈন্য লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে মেডাল প্রদান করা হইয়াছে। সৈন্যগণ লার্ড লরেন্সকে আশীর্ব্বাদ করিবে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় অপরাধিদিগের যে এত সাহস তাহার কারণই ইংরাজী সংবাদ পত্র সমূহ। যে প্রাণ মাংসের বুদ্ধিতে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গের পিঁড়িতে নিদ্রা যাইতে পারে, জেলে গেলে সে মনোদ হয়। সম্প্রতি লাহোরের জেলের একজন ইউরোপীয় কয়েদি ইনস্পেক্টর জেনরলের নিকটে নালীশ করিয়াছে, সে বরাবর যে মেষমাংস ভক্ষণ করিত সেই মেষ জীবদ্দশায় কেবল ছোলা খাইত, জেলে সে সেই মাংস পায় না!!! ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউস চীৎকার করিতে থাকুন, এত কষ্ট কি মানুষে সহ্য করিতে পারে?

যে সকল ইউরোপীয় অপরাধী ভিন্ন ভিন্ন প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়া বিচারে মুক্তিলাভ করিবে, তাহারা পূর্ব্বস্থানে পৌঁছিতে পারে, তাঁহাদিগকে এই পরিমাণে পাথেয় দেওয়া হইবে। এ দিকে আজ্ঞা হইয়াছে, পূর্ব্বে কাঁসীর আদেশ হইলে এতদ্দেশীয় কয়েদিদিগের এক টাকা করিয়া যে খোরাকী দেওয়া হইত, ব্যয় সংক্ষেপের অনুরোধে তাহা আর দেওয়া হইবে না!!

মন্টিথ সাহেব পোষ্ট আফিসের কর্মচারিদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করিতেছেন।

প্রথম শ্রেণি—দুই জন ইনস্পেক্টর, প্রথমে বেতন ৪০০ টাকা, বার্ষিক ২০ টাকার হিসাবে বৃদ্ধি হইয়া উচ্চতম বেতন ৫০০ টাকা হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণি—৪ জন, ন্যূন বেতন ৩০০, উচ্চতম ৪০০; বার্ষিক বৃদ্ধি ২০ টাকা। তৃতীয় শ্রেণি—৪ জন বেতন ২৫০; চতুর্থ শ্রেণি—৪ জন, বেতন ২০০ টাকা। একজন শিক্ষার্থী ১০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত থাকিবেন। কেরাণিদিগকে নিম্ন লিখিত প্রকারে শ্রেণি বদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রথম শ্রেণি	৩০০	হইতে	৫০০	টাকা।
দ্বিতীয় "	২০০	"	২৫০	"
তৃতীয় "	৭৫	"	২০০	"
চতুর্থ "	৪০	"	৭০	"
পঞ্চম "	১৫	"	৬০	"

কলিকাতা ও মফস্বলের পোষ্ট আফিসে শিক্ষার্থী লওয়া হইবে। ইহাদিগকে পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত সমস্ত আইন ও নিয়মের পরীক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা দুইবার অকৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহাদিগকে আর রাখা হইবে না। কার্য্যবিদ লোকদিগকে গ্রহণ করা মন্টিথ সাহেবের অভিপ্রেত হইয়া থাকিলেই ভাল হয়।

১৩ ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

ডেলি নিউস বলেন, লার্ড মেয়র উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। গবর্ণর জেনরল সম্প্রতি লার্ড আর্গাইলকে লিখিয়াছেন, ইংরাজী স্কুল ও কালেজ সমূহের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে তথাপি ছাত্র সংখ্যা কমে নাই। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারিদিগের (ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের) বেতন সর জন লরেন্সের সময়ে বৃদ্ধি হয়। এদেশে সাধারণ ধনাগার হইতে যত ব্যয় করিতে হয়, ছাত্রদের বেতনে তত আদায় হয় না। অতএব লার্ড মেয় বলেন, তিনি অগত্যা বেতন বৃদ্ধি করিতে বাধিত হইয়াছেন। আরও বেতন বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমরা ভাবিয়াছিলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এচেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এদেশের উন্নতি পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইবার লোক নহেন।

গত শুক্রবার ইক্তুয সাহেব আমীর ও হাসমাদান শীর পক্ষ হইয়া বিচারপতি ফিয়ারের নিকটে আবেদন করেন, এই ব্যক্তিরা কলিকাতায় ছিলেন, অতএব ইহাদিগের বিচার প্রধানতম বিচারালয়ে হওয়া কর্ত্তব্য। গত কল্য আডবোকেট জেনরল আপত্তি করেন, এই আবেদন আদিম বিভাগের পরিবর্ত্তে আপীল বিভাগে করা উচিত ছিল; কিন্তু আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছে। ভকিনিল সাহেব কলিকাতায় আছেন। বিচারপতি তাঁহাকে আগামী সোমবার কারণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন। ফিয়ার সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন, এই মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট কেবল দায় মাত্র নহেন, বিশেষ সচেষ্ট হইয়া যোগাড় করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের দোষীর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু প্রজার প্রতি বৈরনির্য্যাতন ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহাতে শাসনকর্ত্তাকে কেবল অপদস্থ হইতে হয়।

সুলভ পত্র স্থাপনাবধি ১১৬০০০ খণ্ড বিক্রীত হইয়া প্রায় ২৫০০ টাকা সংগৃহীত হয়। নানা প্রকার ব্যয় বাদে এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০ টাকা লাভ হইয়াছে। এ সংবাদ পত্রখানির গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

এরূপ জনশ্রুতি, লার্ড মেয় লিখিয়াছেন

দিগের বেতন কমাইবার মানস করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার ও হাইকোর্টের প্রতিনিধি এফ, এস, চাপম্যান সাহেবের উপরে এবিষয়ের ভার সমর্পিত হইবে। উত্তম কল্প!

ডেলিনিউস বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি শিখদিগের ধর্ম্ম পুস্তক অনুবাদ করিবার নিমিত্ত ডাক্তার ই, ট্রম্পকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ২০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এটী ভারতবর্ষের, না, বৃটিশ চিত্র শালিকার উপকারার্থ হইতেছে? লর্ড আর্গাইল ভারতবর্ষের নিমিত্ত একাজ করিবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

উক্ত পত্র আরও বলেন, কুচবেহারের রাজা ভুটানের যুদ্ধের সময়ে সৈন্যদিগকে যে সকল দ্রব্য দেন, এত দিনের পর উহার মূল্য দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যেমন ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে টাকা লইয়া তাহা দিতে চান না, সেই দৃষ্টান্তের অনুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একবার কোন এতদ্দেশীয় রাজার টাকা কাড়ে পাইলে মনে করেন, উহা আর না দিলেও চলিতে পারে।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, বেলোরে টিপু বংশীয়দিগের কবর সংস্কারার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১৫০২ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

১৪ ই বৈশাখ বুধবার।

রেবেনিউ বোর্ড রাজস্ব কর্ম্মচারিদিগকে জানাইয়াছেন, ইনকম্ টাক্স দেয় নাই বলিয়া যখন কোন কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তিকে জোরিমানা করিতে চাহেন, তখন ঐ কর্ম্মচারী যদি জানিতে পারেন, যে ব্যক্তি যে ইনকম্ টাক্স দেয় নাই তাহার বিশেষ কারণ আছে, তাহা হইলে আর অভিযোগ করিতে বিরত হইবেন। ইনকম্ টাক্স আইনের ৯০ ধারানুসারী নালীশ কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীত উঠাইয়া লওয়া হইবে না। কর প্রদাতা যদি যথা সময়ে কর কেন দেন নাই, তাহার প্রীতিকর কারণ প্রদর্শন করিয়া টাকা দিতে চান, তাহা হইলে নালীশ চালান হইবে না। এই প্রকার কোন ব্যক্তি আপনার দরিদ্রতা ও অযোগ্যতা সপ্রমাণ করিলেও মুক্ত হইবে। সময়ের পূর্ব্বে কালেক্টর যাবতীয় নালীশ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত টাকা কাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না। কালেক্টরদিগকে এই প্রকার নালীশের এক হিসাব রাখিতে হইবে। আপীল গ্রাহ্য হইলে ষ্টাম্পের মূল্য সহজে ফেরত পাওয়া যায়, বোর্ডের এ প্রকার কোন নিয়ম করা উচিত। আমরা সবিশেষ জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি ষ্টাম্পের মূল্য ফেরত পান নাই। উহা লইতে এত কষ্ট ও বিলম্ব হয় যে, সকলেই উহা পরিত্যাগ করেন। গবর্ণমেণ্ট কেন এই অন্যায় লাভ করিবেন?

আমরা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজন জেলার জজ যাবতীয় লোককে জুতা খুলিয়া আদালতে আসিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। মুন্সেফ ও অধঃস্থ জজেরাও এই খোদাবন্দের নিকটে জুতা লইয়া আসিতে পারেন না। সর উইলিয়ম মিয়র কি ইহার কোন ঔষধ করিবেন না?

সম্প্রতি মুচিখোলায় আগুন লাগিয়া অনেক অনিষ্ট হইয়াছে।

১৮৭১। ৭২ অব্দে রাজকীয় রেলওয়েতে ১,৯৪,১০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

১৫ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

এত দিনের পর ওকালতী পরীক্ষার ফল গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ২৬ ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৩১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৪ জন মোক্তার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মিস কলেট বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ইংলণ্ড দর্শন বিষয়ে এক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। উনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

গোণ্ডের সরকারী কমিসনর একজন উকীল ও একজন ব্যারিষ্টরের বিরুদ্ধে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন। ইহাঁরা উক্ত বিচারপতির কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া রেকুন মেইলে পত্র লিখিয়াছিলেন।

আমেরিকায় এক্ষণে ১০০ জন স্ত্রীলোক প্রকাশ্যরূপে উপদেশ দিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহাঁদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

গত মাসে মান্দ্রাজের চিত্র শালিকায় ৮৭৯৯ জন দর্শকের মধ্যে ৭০৩০ জন নাম স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ দর্শক মৃত জন্তু প্রভৃতি দর্শন করিতে গমন করেন। কলিকাতার চিত্র শালিকার যে দিকে অস্ত্র ও প্রস্তর প্রভৃতি আছে, সে দিকে প্রায় কেহই গমন করেন না। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অনেকে কেবল তামাসা দেখিতেই চিত্রশালিকায় গমন করিয়া থাকেন।

লাহোরের একজন ডাক হরকরা পত্র চুরি করাতে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট তাহার দুই বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। অনেক হরকরার পত্র ফেলিয়া দেওয়া রোগ আছে।

অযোধ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। এখানে বৈশাখ মাসে সর্ব্বদা বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের হানি হইয়াছে। কুটি, তরমুজ ও পটোলের অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

ইন্দোর রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়রেরা অনাপত্তিতে জরিপ করিয়া বেড়াইতেছেন। এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন, যেখানে রাস্তা হইবার কোন উপায় নাই, সেখানেও তাঁহারা গমন করিতেছেন। তাঁহারা যে কাজের লোক এবং বসিয়া বেতন লন না, ইহা দেখানই তাঁহাদের গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব নিয়ম করিয়াছেন, প্রতি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যাঁহারা এখন বেলবিডিয়রে গমন করেন নাই, অথবা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পরিচিত নহেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে কোন পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা নিজ পরিচয় দিতে হইবে। ইতর লোক মাত্রেই যাইতে পারিবে না। এটী উত্তম কল্প।

১৬ ই বৈশাখ শুক্রবার।

স্থানীয় প্রধান সেনাপতিদিগের অধীনে যে সকল দ্বিভাষী আছেন, তাঁহাদের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির অধীনে এক জন দ্বিভাষী রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

লেজ ইন্‌ষ্টিটিউট পত্রের ইংলণ্ডস্থ মুসলমান সংবাদদাতা কেম্ব্রিজে [illegible]ন। ইনি সম্প্রতি লিখিয়াছেন, [illegible]বিদ্যালয়ে সেণ্ডরাজ পড়িবার পক্ষে বাধা নাই। কেম্ব্রিজের ছাত্রগণ ছাগ [illegible] দিলেও আপত্তি করিবার লোক নহেন।

রস্তমজী জীবজিভাই ওয়াদিয়ার মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ইনি সর্ব্বাগ্রে সিবিল সর্বিসে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

সম্প্রতি আলাহাবাদের নিকটে একরূপ ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হয় যে, তাহাতে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা করা এক্ষণে স্থগিত রহিল, কিন্তু মান্দ্রাজে উহা হইতেছে। ইন কম টাক্স উঠাইয়া দিলে লোক সংখ্যা বিষয়ে লোকের কোন আপত্তি থাকিবে না।

২৪ পরগণার অতিরিক্ত জজ মোক্তার পুত্রকে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার পুনর্বিচারের নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়কে অনুরোধ করিয়াছেন। এটী কনষ্টেবলার জুরির বিচারের সাক্ষ্য দিতেছে।

১৭ ই বৈশাখ শনিবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঢাকার উন্নতির নিমিত্ত তথাকার মিউনিসিপালিটিকে কিছু টাকা কর্জ দিতে চাহিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, মাদ্রাসা কমিটী আর কিছু করিতে পারুন আর না পারুন, সর্ব্বাগ্রে সহকারী সম্পাদক মৌলবী কবিরুদ্দিনকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বিদ্যা, ভদ্রতা ও বংশ মর্য্যাদায় মৌলবী কবিরুদ্দিন কলিকাতার মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ; এমন লোককে পদচ্যুত না করিলে কি মাদ্রাসার উন্নতি হইতে পারে?

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শীঘ্র বিভাগীয় সেটেল্‌মেণ্ট স্থাপিত হইবে। এবিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের পত্র লেখা লিখি হইতেছে।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত রাইপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ষ্টাম্প বিক্রেতার কার্য্য দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষকদিগকে উক্ত কার্য্য করিতে হইলে ছাত্রদিগের পাঠের ব্যাঘাত হইবে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

২১ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে লো সাহেব কমন্স সভায় বজেট অর্পণ করিয়াছেন। ৬৭,৬১,৪০,০০০ টাকা আয় ও ৬৯,২৮,৩০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হয়, কিন্তু বাস্তবিক ৬৯,৭২,৫২,০০০ টাকা আয় ও ৬৯,৪৪,৮৩,২৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ৬৯,৫৯,১৬,০০০ টাকা আয় এবং ৭২,০৮০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে হিসাব করা হইয়াছে। সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থেই ২৭১,২০,০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইতেছে। রাজস্বমন্ত্রী দেশলাই এবং উত্তরাধিকারের উপরে কর স্থাপন দ্বারা এই অকুলান পূরণ করিতে চাহেন। তিনি অনুমান করেন, এই দেশলাই কর দ্বারা ৮৫,০০,০০০ টাকা আয় হইবে। অবশিষ্ট অকুলান পূরণার্থ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ইনকম টাক্স বৃদ্ধি করা হইবে। দেশলাইয়ের উপরে যে করের প্রস্তাব হয়, উহা ২০১ জনের মতে ও ৪৪ জনের অমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিউলি ও ভার্সেলিসে [illegible] ঘোর তর যুদ্ধ হইয়াছে। নিউলির সেতুর নিকটে ভার্সেলিসের সেনাদল সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। নিউলির গোলা বর্ষণ হইতেছে। ভার্সেলিসের সৈন্যগণ আসনিয়েরসের রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে গড় করিয়াছে। একটী বৃহৎ যুদ্ধ আসি[illegible]। [illegible] দুর্গের উত্তর পার্শ্বের প্রাচীর নষ্ট হইয়াছে। [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] যুদ্ধ সজ্জা ও কর বৃদ্ধি করাতে [illegible] আসেমব্লিকে [illegible] কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছেন।

২২ এ এপ্রেল। [illegible] সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগের সাহায্যার্থে একটী ফণ্ড করিবার নিমিত্ত [illegible] গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন

[illegible] সংক্রান্ত কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। মং [illegible] কমিশনর [illegible] বঙ্গদেশ এবং [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন এবং বলেন [illegible], বঙ্গদেশের বিশেষ উৎপাদিকা শক্তি আছে। কিন্তু তথায় [illegible] ওয়া যায় না।

প্যারিসের [illegible] সংবাদপত্র বলেন, [illegible] নিউলির [illegible] পুনঃপ্রবেশ [illegible]। নিউলি ও [illegible] মধ্যে নিরন্তর গোলাবর্ষণ হইতেছে। [illegible] আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু সংবাদ পত্রসমূহ বলেন, শীঘ্র আক্রমণ আরম্ভ হইবে। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট প্রতিরক্ষকতার নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন।

২৩ এ এপ্রেল। প্যারিসে জনরব উঠিয়াছে, মসুর টিয়র জর্ম্মাণদিগকে ২০ কোটি টাকা দিয়াছেন বলিয়া তাহারা অবিলম্বে দুর্গগুলি পরিত্যাগ করিবে। প্যারিস বেষ্টন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। শনিবার নিউলিতে গোলা বর্ষণ হয়, কিন্তু আর কোন যুদ্ধ হয় নাই।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ এপ্রেল। বাঁকুড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] ঘোষ [illegible] বদলী হইবেন।

২১ এ এপ্রেল। বঙ্গদেশীয় সহকারী কমিসনর এ. সি. ক্যাম্বেল সাহেব প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ. এচ. পেজ সাহেব গোয়ালন্দ (ফরিদপুর) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) উপবিভাগের ভার পাইবেন। ১ লা মে অবধি [illegible] কর্ম্ম নিয়োগ করবে।

ডবলিউ. এস. [illegible] সাহেব ফরিদপুরের [illegible] হইবেন।

২২ এ এপ্রেল। এস. ডবলিউ. আর. [illegible] সাহেব ত্রিপুরাতে [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৪ এ এপ্রেল। সহকারী কমিসনর [illegible] টি. ওয়াট, [illegible] হইবেন।

২৮ এ এপ্রেল। [illegible] ডেপুটি কালেক্টর বাবু [illegible] অনুসারে [illegible] পাইবেন।

[illegible] প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

দি ৫১ [illegible] সাহেব [illegible]

অতিরিক্ত জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি. সি. এস. স্মিথ সাহেব মুঙ্গের (ভাগলপুর) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

চিকিৎসা বিভাগ।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি।

২১ এ এপ্রেল। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্যামাচরণ দে মনুষ্যটি উপবিভাগ ও অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

জে. এস. ফসন সাহেব কলিকাতার একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

পুরীর সিবিল সার্জ্জন অস্থায়ী স্বাস্থ্য রক্ষক হইবেন।

২২ এ এপ্রেল। এস. ব্রেকম সাহেব কটকের এ. এসি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

সার্জ্জন জে. এচ. গরুর্ণর এম. বি আরার অতিরিক্ত সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

কুমারখালির (পাবনা) সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গুরুদয়াল দাস গুপ্ত খাসমোহলের (ময়মনসিংহ) দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

চট্টগ্রামের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কৈলাস কুমারখালির বদলী হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কেদারনাথ সেন চট্টগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৫ এ এপ্রেল। মাজুয়গঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু চন্দ্রকুমার দাস পালঙ্গের (ঢাকা) অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

এস. সি. বেলি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বিগত ১৭ ই এপ্রেল সোমবার বেলা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় মাটিগোড় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয়ের অষ্টম বাৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক এই সভায় তাহে বিতরিত হয়। এই সভায় দেশীয় অনেকগুলি ভদ্র লোক আহূত হইয়াছিলেন। বারাকপুরের ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন এ, এচ, এগারফোর্ড মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরণ পূর্ব্বক বঙ্গ ভাষায় হিতোপদেশপূর্ণ একটী বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং গত বর্ষের বিজ্ঞাপনি শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং শিক্ষকদিগের যত্ন ও পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া একটী রিপোর্ট লিখিয়া দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

অনন্তর গ্রামের অন্তর্ভূত সাধারণ পথের জীর্ণ সংস্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থ আর একটী সভা হয়, এই সভায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে গ্রামের অন্তর্গত অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাধারণের সহিত সহানুভূতিতা প্রকাশ করিয়া অর্থ সংগ্রহের উপায় স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর সকলেই স্ব স্ব অবস্থানুসারে কিছু কিছু স্বাক্ষর করিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল। দয়ালু ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিগমনকালে বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলেন। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা লইয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা উপসংহারকালে কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেছি, এই কর্ত্তব্যপরায়ণ সদাশীল ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় রাজপুরুষ অতি অল্প দেখা যায়। কিসে দেশের শান্তিরক্ষা হয় এবং প্রজারা সকল বিষয়েই সুখে থাকে, তাহা ঐই উপায় উদ্ভাবনে তিনি নিরন্তর চিন্তিত থাকেন।

মাটিগোড়
১৭ এপ্রেল
১৮৭১
অনুগত
শ্রীঃ—

পুরাতন জ্বরের মহৌষধ।

অধুনা বঙ্গদেশে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কত শত গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে, কত শত গ্রাম অবলা বিধবাদিগের আর্তনাদে, [illegible] মাতৃহীন শিশুগণের রোদন শব্দে ও উপায় বিহীন পিতা মাতার হৃদয় বিদারক বিলাপ বাক্যে অদ্যাপিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এমন অবস্থায় জ্বরের দুই অব্যর্থ সহজ ঔষধের অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ ঐ প্রকারের একটী ঔষধ প্রকাশ করিয়া দিতেছি। এই ঔষধ দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর কত শত পুরাতন জ্বরপীড়িত অনাথদিগের জীবনদান করিয়াছেন। ঔষধটী এই—ক্ষেতপাপড়া গুলঞ্চ ও চিরতা এই তিন দ্রব্যের প্রত্যেকের দশ আনা পরিমাণ একত্রিত করিয়া পেষণ করিতে হইবে, পরে উহা অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। উহার অর্দ্ধাংশ (একছটাক জল) দুই কুঁচ পরিমেয় "কার্ব্বনেট অব আইরন" নামক ঔষধের সহিত প্রাতে এবং অপর অর্দ্ধাংশও দুই কুঁচ পরিমেয় পূর্ব্বোক্ত ঔষধের সহিত অপরাহ্ণে সেবন করিতে হইবে। পাঠকবর্গ এই পরিমাণটী পূর্ণমাত্রা বলিয়া বিবেচনা করিবেন (পঞ্চদশ বর্ষ হইতে পূর্ণমাত্রার উপযুক্ত সময়) এবং ঔষধ ও অনুপানের সমস্ত দ্রব্যেই অর্দ্ধভাগ করিয়া লইলেই অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া বিবেচিত হইবে। চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত অর্দ্ধমাত্রার উপযুক্ত সময়। যে প্রকারেরই পুরাতন জ্বর হউক না কেন, যদিও এই নিয়মে প্রত্যহ দুইবার করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই ফল উপলব্ধি হইবে, কিন্তু অন্ততঃ চারি সপ্তাহ কাল ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এই ঔষধ সেবনকালে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শাক, অম্ল, কলায়ের দাল ও মাংস পিষ্টকাদি দুষ্পাচ্য দ্রব্য এবং রাত্রিকালে অন্নাহার নিষিদ্ধ। পল্লীগ্রামস্থ চিকিৎসকেরা এই ঔষধটী ব্যবহার করেন, আমাদিগের একান্ত অভিপ্রেত।

খড়দহ
১১ই বৈশাখ
একান্ত বশম্বদ
শ্রীগাঃ—

গত ২০ এ চৈত্র রবিবার বরাহনগর বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম সাম্বৎসরিক পারি তোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভা স্থলে অনেক গুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভা পতির আসন গ্রহণ করিলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালাচাঁদ উকীল সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, ৭ বৎসর অতীত হইল, কেবল নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে এই বিদ্যা লয়টী প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এত দিন নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক্ষণে উন্নতির পথে পদার্পণ করিয়াছে। বিগত বর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আনুকূল্য বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়। এই বিদ্যালয়ে যেরূপ ব্যয় হয়, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সম্পাদক মহাশয় অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ধনবান লোকেরা সাহায্য করা দূরে থাকুক, একবার বিদ্যালয়টী দর্শনও [illegible]রেন না। গবর্ণমেণ্ট কোথায় সাহায্য বৃদ্ধি [illegible]য়া বিদ্যো ৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন, না, ছাত্রী[illegible] বেতন গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া উন্নতির ব্যাঘাত করিলেন। আজিও বালিকাগণকে শিক্ষাদান লোকের আবশ্যক বলিয়া বোধ [illegible] নাই। এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের [illegible] যে উহাদিগকে বিশেষ আনুকূল্য দান দ্বারা ইহার উন্নতি সাধন করেন। গত বৎসর অনেকগুলি সাহেব ও বিবি বিদ্যা লয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত স্থানের প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী লাল রায় পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার দান করিয়া অনেক উৎসাহ দান করিয়াছেন।

সাংবৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠের পর প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধানা বালি কাকে মাসিক ১ টাকা বৃত্তি ও পুস্তক প্রভৃতি দেওয়া হয়। তৎপরে সভাপতি মহাশয় বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য একটী বক্তৃতা করিলেন।

আমরা শ্রীমন্ত ভদ্রলোকদিগকে সানু নয়ে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই বিদ্যাল য়ের প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত করেন। তাঁহারা যদি স্ব স্ব বালিকাদিগকে নিয়মিতরূপে স্কুলে পাঠান, তাহা হইলেও অনেক মঙ্গল হইতে পারে।

২০ এ চৈত্র বরাহনগর ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যা য়কে একখানি অভিনন্দন পত্র ও একটী ঘড়ী উপহার দেওয়া হইয়াছে। তিনি বিলাত গমন করিতেছেন বলিয়া এখানকার ব্রাহ্ম গণ উক্ত উপহার প্রদান করিয়াছেন।

বরাহনগর }
১৯ বৈশাখ } কস্যচিৎ পাঠকস্য।
১২৯৮ সাল }

মহাশয়! গত ৮ ই এপ্রেল শনিবার দক্ষিণ মহকুম বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বাৎস রিক পরীক্ষার পারিতোষিক দান কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পারি- তোষিক দান সভায় অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। জয়নগর নিবাসী অটর্নি শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। সভা পতি মহাশয় বাদে এবং হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় বালকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ইংরাজী ভাষায় এক একটী বক্তৃতা করেন। তদনন্তর মজীলপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরা- নন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের অবস্থা বিষয়ে একটী গম্ভীর বক্তৃতা করেন। [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] দেশহিতৈষী [illegible] বিষয়ে কখনই উদাসীন থাকি[illegible] এই গৃহ নির্ম্মাণ জন্য [illegible] [illegible] মিত্র বাবু নিজ [illegible] গৃহ প্রস্তুত করিয়া উদ্যত হইয়াছেন, এ নিমিত্ত তিনি [illegible] মহাশয়দের উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

১৮৯১ সাল }
১৫ ই এপ্রেল } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্র[illegible]
মজীলপুর }

বড়বেলুন পুস্তকালয়ের নিমিত্ত যে স্বদেশহিতৈষী ও বদান্য মহোদয় স্ব স্ব পুস্তক দান করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা [illegible] জন্য নিম্নে তাঁহাদের নাম ও লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
" " দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী
" " প্যারীচরণ সরকার
" " তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়
" " হরিনারায়ণ পণ্ডিত (১)

এক্ষণে সদাশয় গ্রন্থকারগণের সান্নিধ্যে বিনয়ে প্রার্থনা এই যে, উপরি উক্ত মহ গণের ন্যায় তাঁহারা স্ব স্ব প্রণীত পুস্তকে এক এক খণ্ড অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করিয়া [illegible]দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও আমাদি[illegible] বিলাষ পূর্ণ করেন।

বর্দ্ধমান বড়বেলুন }
১২ ই বৈশাখ } অনুগত[illegible]
১২৯৮ } শ্রীশশিভূষণ [illegible]

মহাশয়! এই জগতীতলে সকল [illegible] ব্যক্তিই আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় ক[illegible] বার উদ্দেশে দীন, দরিদ্র ও বালকদিগ[illegible] দান করিয়া থাকেন, ইহা কাহারও অবি[illegible] নাই। এই বালকগণটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধে সাবি [illegible] রাজসিক ও তামসিক [illegible] [illegible] থাকে। নিঃস্বার্থভাবে [illegible] [illegible] আছে যে দান [illegible] [illegible] [illegible] তাহাই সাত্ত্বিক [illegible]

৩ প্রভৃতি বিক্রয় প্রভৃতি সংক্রান্ত
ধিক দানের একটি দৃষ্টান্ত।
মী ব্যক্তিগণ স্বকীয় সম্পত্তির
র নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিপালিত লাভ
যে দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া
, তাহাই রাজসিক দান এবং অন্য
ব্যক্তিগণ কেবল কৌতুকার্থে যুদ্ধ
দ্বারা দান করে, তাহাই তামসিক

মাদের দেশে রাজসিক ও তামসিক
সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষণে
নক সাত্ত্বিক দানের অনুষ্ঠান
দেশের উন্নতি সাধনে যত্নবান হই-
ন। বর্দ্ধমানাধিপতি প্রচুর অর্থ ব্যয়
। দেশস্থ ব্যক্তিগণকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে
ন্ন করিবার মানসে পুরাণ ও ইতিহাস
সকল মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া বিতরণ
ছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যাহারা
গুলি উপযুক্ত পাত্রে বিন্যস্ত হই
এছে না, এমন কি স্থান বিশেষে "মুদির
দোকানেও" উক্ত গ্রন্থ সকল দৃষ্ট হইয়া
থাকে। পক্ষান্তরে সুপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীর কোন
কোন অধ্যাপকদিগকে প্রার্থনা করিয়াও হতাশ
হইতে দেখা যায়। মৃত রাজা রাধাকান্ত দেব
বাহাদুর "শব্দকল্পদ্রুম" বিতরণ করিয়া
ছিলেন এবং মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহো
দয়ের অনুবাদ করাইয়া বিতরণ
করিয়াছেন, ইহা সাধারণের অগোচর
। সম্প্রতি সদর শ্রীরামপুর নিবাসী নদী
য়ার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু ...চন্দ্র দেব
হাদুর অতি প্রাচীন মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রণীত
সংস্কৃত মহাভারত গ্রন্থ নূতন মুদ্রাঙ্কিত
করাইয়া বিতরণ করণার্থ দৃঢ়সংকল্প করিয়া
। তিনি মনে মনে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক
গণকে করিয়া ডাক মাশুল দিয়া তাঁহাদের
বাটীতে মহাভারত প্রেরণ করেন এবং
উক্ত প্রেরিত পত্রিত

দেন, তাঁহারা যেন উক্ত জমীদার বাবুর দান
রীতির অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন।

১২৭৮ সাল } তবদীয় একান্ত বাধ্য
১০ই বৈশাখ } শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।

—:•:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবানীপুর	১০
" নবীনচন্দ্র বসু	রাজপুর	৫॥০
" আশুতোষ মিত্র	রাজপুর	৫॥০
শ্রীনারায়ণ ঘোষাল	গঙ্গাটিকুরী	৭
" প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মুজাপুর	১০
" নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	উলিপুর	৭
" শিবচন্দ্র দেব	কোন্নগর	১৩
" মথুরেশচন্দ্র দেবরায়	হুগলি	১৩
" গোপালচন্দ্র দাস	কলিকাতা	৫॥০
" তারিণীপ্রসাদ ঘোষ	চৌগাছা	১৩
" কালীনাথ বিশ্বাস	জামালপুর	১৩
" কমলচাঁদ হালদার	দার্জ্জিলিং	৩৸০
" যোগেন্দ্রনারায়ণ বসু জমীদার	মজিলপুর	১৩
" কৃষ্ণকান্ত দাস	রঙ্গপুর	৭
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়	আড়কুলী	১০
" রায় ধনপৎসিংহ রায় বাহাদুর—জমীদার		১৩

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, নগদ চিঠি, মণি-অর্ডর, নোট ও ষ্ট্যাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা অাধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ✓১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার ... সম্বন্ধ বন্দোবস্ত করিব।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২৫ সংখ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

বার্ষিক মূল্য ১, একটাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২৬ এ বৈশাখ। ইং ১৮৭১। ৮ ই মে

মফস্বলে মাসুল:
বার্ষিক ১৩, বাৎ
ত্রৈমাসিক ৩৮০

বিজ্ঞাপন।

ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ... মহাশয়কে বিনয়পূর্ব্বক জানাইতেছি, ... আমার প্রাপ্য ... টাকা আট আনা ... পাঠাইয়া দেন।

কলিকাতা বটতলা — শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিক্রেয় পুস্তক।

... পরাজয় ... সমেত	৩
... বাঙ্গালা ...	২
সিদ্ধান্ত কৌমুদী	১১
... (... গ্রন্থ)	৩
আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ	৩
... শিরোমণি	৪
সংস্কৃত বাক্য মঞ্জরী (শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রণীত)	১০
...	
...	১
... বধ	৩
কিরাতার্জ্জুনীয়	২৫
মৃচ্ছকটি নাটক	
মুদ্রারাক্ষস	
রঘুবংশ	১৪
অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক	
উত্তররাম চরিত	১১

... কর্ত্তৃক প্রকাশিত, বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত (অত্যন্ত ...) । ১৫

অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (শ্রীরামপুরের ছাপা ...) । ৩২

রামায়ণ আদিকাণ্ড মূল ও যথাযথ অনুবাদ সমেত ৩

প্রাণকৃষ্ণ উপন্যাসাবলী ২

ব্রতমালা ১॥

কলিকাতা বটতলা — শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

বিদ্যাসুন্দর নাটক বঙ্গভাষা হইতে হিন্দী ভাষায় বারাণসীস্থ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র। ডাক মাসুল সহিত ১/। যাঁহাদিগের খরিদ করিতে ইচ্ছা হয় উক্ত বাবুর নিকট মূল্য পাঠাইলে পাইবেন।

—:০:—

ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত টীকার সহিত শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ... ব্রাহ্মণদিগের দোকানে ... ডিপজিটরীতে ... পাইবে।

১২ এ বৈশাখ
নং ৫৫ ... লাইব্রেরি — ... প্রকাশ

জেলা ২৪ পরগনা, ডিহি ... গ্রাম, মৌজে ... চন্দ্র ... পুষ্করিণীর

... পল্লী নিবাসী প্রমথচন্দ্র ... ১৮৬৭ সনে আমি ক্রয় করিয়াছি। ঐ ভূমি বিক্রয় করি... কলিকাতা বাগবাজার ৮/ ... বাটীর দক্ষিণ ১৪৪ নং ... গঙ্গাধর বসুর নিকট তত্ত্ব বিবরণ অবগত হইতে পা...

শ্রীবি...

—০০—

নূতন ছাপা।

নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস ... ষ্ট্রীট। এখানে উৎকৃষ্ট ... অক্ষর সকল প্রস্তুত আ... ইলে অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ...

... কালে

নূতন

প্রকাশ

... মাত্র। ... লাইব্রেরী ও নিউ ... প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত ... চক্রবর্ত্তীর রাজপুরে

...চক্রবর্ত্তীর নিকটে ঔষধের মূল্য ...দু দেন, আছে, তাহা আমার ...রসিদ দিইবেন। আমাদ ... ...অর টাকা দিলে সে টাকা ...

শ্রীপ্যারীমোহন দেব

-:০:-

...জ. পটারি ওয়ার্ক।
...রও প্রস্তরনির্ম্মিত কোন ...আবশ্যক হয়, আদেশ করি... ...ত করিয়া দেওয়া যাইবে। ...চ দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ

...প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, ...ইত লাইফন, জলপান ও বেঞ্চ

...ছাদের টাইল ইট, মেঝি ...বিজ চতুষ্কোণ টাইল ইট।

অন্যান্য যে সকল ...র উক্ত রেকর্ড পাইপ, ...ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত ...হইলে নিম্নলিখিত ...কার্য্য প্রস্তুত করিয়া

...বরণ এণ্ড কো।

...ব ক্লাব" বঙ্গদেশের ...বন সোসাইটির পুস্ত ...লকের বুক একেন্ট ...র ঘোষ মহাশয়ের ...কে। যাঁহারা একত্র ...বেন তাঁহারা মূল ...তাঁহাদিগের নিয়মা ...কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহা ...র ১৫ টাকার হিসাবে

পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুর্য্যে ভ্রাদর কো... ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্র ণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

-:০:-

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা লয় কলিকাতা লিন ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টো পাধ্যায়। অধ্যক্ষ

—:০:—

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৭ সাল তাং ২রা পৌষ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কার্য্যসম্পাদক।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	বাস্তু স্থান	আন্দাজী
নং ১৫ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১।৩ বিঘা
ঐ ২ সিমের লেন	ঐ	৪৩ কাঠা
...		বিঘা ...

...বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তরস্ গিলাণ্ডার্স আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৬। ১ নং আর. ডি. বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৬ এ কার্ত্ত ১২৭৭ } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ডি. বসু এণ্ড কোং মিশন রো কলিকাতা।

অভিনব কাব্য চণ্ডালিনী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ।০, কবিতা পরিচয় ১ম ভাগ ৵০, ২য় ভাগ ৵১০। শিশুমানসিকচিত্রাবলী। ৵১০।

২৬।১০।৭৭ } শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায় ভুটকলাসপুর রাজসাহী।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৬২ ফরমা অর্থাৎ ১০ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২ এ চৈত্র ১২৭৭ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বটতলা

—:০:—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি, কর্ত্তৃক রচিত পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উক্ত গ্রন্থ ...

লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ বৈশাখ সোমবার।

যেখানে রাজা এক ধর্মাক্রান্ত প্রজা অন্য ধর্মাক্রান্ত, সেখানে ব্যবস্থাদি প্রণয়ন কালে রাজার সবিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। রাজা যদি প্রজার ধর্ম ও ধর্মানুগত আচার ব্যবহারাদি বিষয় বিশেষরূপে না জানিয়া ও প্রজার মত জিজ্ঞাসা না করিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, প্রায়ই তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। আমাদিগের রাজপুরুষেরা প্রজার আচার ব্যবহারাদি জ্ঞান ও মত গ্রহণ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিয়ম নিবদ্ধ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃত নিয়ম একের অনিষ্টের নিবারক হইয়া অপর অনিষ্টের উৎপাদক হইয়া পড়ে। ভবানীপুরের যে পত্রখানি এই স্থলে আমরা গ্রহণ করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই আমাদিগের বক্তব্য পাঠকগণ ও রাজপুরুষগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

মহাশয়! আমাদিগের প্রজা হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট প্রজাবর্গের সুবিধার নিমিত্ত নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তদ্দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বকালীন অনেক বিষয়ের অসুবিধা দূর হইয়াছে. কিন্তু অদ্য আমি দুঃখের সহিত উপনগরবাসিদিগের একটী বিশেষ কষ্টের বিষয় আপনাকে জানাইতেছি, আপনি সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইহার উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে এতন্নিবারণার্থ অনুরোধ করিলে আমরা পরম উপকৃত হইব। গত রবিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় আমার একটী আত্মীয় ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তদনন্তর নিয়মানুসারে পুলিসে সংবাদ দেওয়াতে পুলিস ইন্স্পেক্টর মহাশয় অবিলম্বে তথায় আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। সেস্থলে গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন এবং ইন্স্পেক্টর বাবু অতিশয় সচ্চরিত্র ও ভদ্রলোক; সুতরাং তাঁহার মুরধান পুষ্করিণী দর্শন ও মৃতদেহ পরীক্ষাদি দ্বারা ঐ ঘটনার যাথার্থ্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু কলিকাতা পুলিসের নিয়মানুসারে তিনি শব স্থানান্তরিত বা দাহ করিতে অনুমতি দিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটনা হইলে স্থানীয় পুলিসের অধ্যক্ষই তদারক করিয়া দাহাদির অনুমতি দিতে পারিতেন; কিন্তু এক্ষণে উপনগর (সুবর্ব্ব) সকল কলিকাতা পুলিসের অধীন হওয়াতে তথায় এরূপ আকস্মিক ঘটনা হইলে ডেপুটি কমিসনরের অনুমতি ভিন্ন শবদাহের নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে ঐ তদারকের পর বেলা ১১॥ ঘটিকার পর ইন্স্পেক্টর মহাশয়ের রিপোর্ট লইয়া ভবানীপুর হইতে কলিকাতা পুলিসে যাইতে হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম ডেপুটি কমিসনর সাহেব বাহির হইয়াছেন; সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল এবং দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া বেলা ২। সওয়া দুই ঘটিকার সময় সাহেব প্রত্যাগমন করিলে শবদাহের অনুমতি প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর বাটী আসিয়া বেলা ৩॥ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া দাহাদি সম্পন্ন করিতে রাত্রি ৮ ঘটিকা অতীত হইল। মহাশয়! দেখুন, উপনগরবাসিদিগের কিরূপ কষ্ট হইয়াছে। যদিও কোন কোন স্থলে প্রতারণা ও দুশ্চরিত্রতাদি নিবন্ধন, সন্দেহযুক্ত এরূপ নিয়ম আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু সে প্রকার স্থল অতি অল্প; সুতরাং সাধারণের এরূপ নিয়মে উপনগরবাসী প্রজাগণের অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পুলিস কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই, যে তাঁহারা উপনগরে আমাদিগের বর্ত্তমান বিচক্ষণ, সচ্চরিত্র ও ভদ্র ইন্স্পেক্টর বাবুর ন্যায় লোক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের উপর এই সকল বিষয়ের ভারার্পণ করেন। তাহা হইলে প্রজাদিগের অনর্থক কষ্ট সমূহ দূর হইতে পারে।

ভবানীপুর
১২৭৮ সাল
২১ এ বৈশাখ

হিন্দুদিগের চিরাচরিত ব্যবহার এই, মৃত ব্যক্তির যাবৎ দাহ না হয়, তাবৎ পাকাদি হয় না, সকলে অভুক্ত থাকেন। পত্রপ্রেরকের বাটীতে বেলা ৮ টার সময় দুর্ঘটনা হয়, সমুদায় কার্য্য শেষ হইতে ৮ ঘটিকা রাত্রি হয়, এ পর্য্যন্ত সকলে উপবাসী থাকিয়া কষ্ট পাওয়া সামান্য ক্লেশকর ব্যাপার নহে। অতএব ইহার প্রতীকারের কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। পত্রপ্রেরক যে উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ যুক্তির অননুমোদিত নহে। আমরাও এতদবলম্বনের অনুরোধ করিতেছি। কাহার কোন প্রকার কষ্ট ও অনিষ্ট না হয়, এ প্রকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া বিধি বিধানই বিধেয়।

আমরা অনল্প আনন্দ সহকারে এতদ্দেশের বিদ্যাবিষয়ক দুটী উৎসাহদান সমাচার পাঠকগণের গোচর করিতেছি। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত "অন্ধ ও খঞ্জদিগের স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়" বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, তাহাতে চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর তাঁহাকে ১০০ (এক শত) টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। হিন্দু মেলা সংক্রান্ত সভাতে উক্ত মল্লিক বাহাদুর এতদ্বিষয়ে অর্থদান স্বীকার করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ "প্রচলিত সামাজিক নিয়ম অব্যাহত রাখিয়া হিন্দু বিধবাগণের স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়" বিষয়ে একটী লিখিয়া ১০০ (এক শত) টাকা পারিতোষিক পাইয়াছেন। এটীও উক্ত রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের দান। মেলার সভাতে এই দান অঙ্গীকৃত হইয়াছিল।

ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ে
কন্যা আদান প্রদান।

পূর্ব্বের ন্যায় চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ, পরস্পর অন্ন গ্রহণ, সমুদ্র যাত্রা স্বীকার, জমীদারী প্রণালীর উচ্ছেদ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়ে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়, অনেকের একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছে। উভয় সংযোগে ভারতবর্ষীয়দিগের বলবীর্য্য ও অন্য অন্য গুণাদির উৎকর্ষসাধন এ প্রস্তাবের মুখ্য কারণ। বাঙ্গলা দেশের নব্য সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক এ বিষয়ে সবিশেষ আগ্রহবান্ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের আগ্রহের বিশেষ কারণ এই, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে নির্ব্বীর্য্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন, ভাবেন, আর যত গুণ অর্জ্জিত হউক, সকলই সূর্য্যের অগ্রে অন্যান্য আলোকের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া যায়। জগতে বীরপুরুষেরই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সমাদর দৃষ্ট হয়। কার্য্যেও শৌর্য্যবান্ ব্যক্তি হইতে জগতের যত ইষ্ট ও অনিষ্ট হয়, অন্য হইতে তত হয় না। আলারিক রোম নগরীর নানা দুরবস্থা করিল, সমধিক বিদ্যা, [illegible] সম্পন্ন [illegible] রোমকেরা প্রতীকারে অসমর্থ হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করিলেন। বঙ্গদেশীয় নব্য সম্প্রদায় অন্য অন্য গুণের অপেক্ষা শৌর্য্যের এই সমধিক উপযোগিতা দর্শন করিয়া তদভাবে দুঃখী হইয়াছেন। কিন্তু ব্যায়ামচর্চ্চা, শিক্ষা, আহার ও বাসস্থানাদির সম্পাদন প্রভৃতি যে সমস্ত উপায়ে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও শৌর্য্যসম্পন্ন [illegible] আলস্যাদি কয়েকটী দোষে সেই চেষ্টায় অনবধানী হইয়া ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়ে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া অভীষ্ট সাধনে উদ্যত হন। পক্ষান্তরে যে জাতি উভয় দেশীয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের নির্ব্বীর্য্যতা ও অকর্ম্মণ্যতা দর্শন করিয়া উভয় দেশীয়ের বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইলে যে কিছু বিশেষ ইষ্ট লাভ হইবে তাঁহাদিগের সে আশা নাই। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাঁহাদিগের হতাশতা নিষ্কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণে উভয় দেশীয়ের সংযোগে যাহারা উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগের নিকৃষ্টতার বিশেষ কারণ আছে। তাহারা উভয় দেশীয় নিকৃষ্ট লোক হইতেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা কি? কারণের যেরূপ গুণ কার্য্যের সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি সচ্চরিত্র ভদ্র ইউরোপীয়ের সহিত ভদ্র ভারতবর্ষীয়ের বিবাহ হয়, উল্লিখিত অনিষ্ট শঙ্কা দূরীভূত হইয়া বঙ্গদেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ভদ্র ইউরোপীয়ের সহিত ভদ্র বংশীয় ভারতবর্ষীয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়া এক্ষণে নিতান্ত দুর্ঘট। উভয়ের মনে এক্ষণে বিলক্ষণ অভিমান আছে। উভয়েই উভয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বিধানে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে এ প্রস্তাব অসাময়িক সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় অপরাধীর দণ্ড বিধান।

বিচারপতিদিগের হস্তে অতি গুরুতর ভার ন্যস্ত আছে। ইঁহাদিগের দ্বারা সমাজের যেরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা অপকারের সম্ভাবনাও সেইরূপ। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তাঁহারা যদি সেই ক্ষমতা বিচারার্থিদিগের বৈরনির্য্যাতনার্থ নিয়োজিত করেন, অবশ্যই ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী ও দণ্ডিত হইবেন সন্দেহ কি? তাঁহাদের পক্ষপাতশূন্য বিচার প্রণালী দর্শনে যেরূপ আনন্দিত ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তিমান হওয়া যায়, তাঁহাদের দুষ্ট অবিচার দর্শন করিলে ততোধিক দুঃখিত ও তাঁহাদের প্রতি বীতানুরাগ হইতে হয়। জষ্টিস ফিয়ার ও দ্বারকানাথ মিত্রের বিচার প্রণালীতে কোন্ ব্যক্তি না সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন? আমরা দেখিয়াছি, অধিকাংশ ইংরাজ বিচারপতি স্বজাতিপক্ষপাত দোষে দূষিত। তাহাতে এতদ্দেশীয়েরা কোন মতে তাঁহাদের সমকক্ষতা লাভ করিতে না পারে ইহাই তাঁহাদের একান্ত অভিপ্রেত। এই অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত তাঁহারা ধর্ম্মনীতির অননুমোদিত কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। যে স্থলে একজন ইউরোপীয় দণ্ডনীয় হইবার যোগ্য হন, সে স্থলে তাহার সেই অপরাধ লঘু বলিয়া লঘুদণ্ড বিধানই হইয়া থাকে। এমন কি কোন কোন স্থলে সেই দণ্ড বিধান তাহাদের অনাস্বাদিত সুখের কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু একজন এতদ্দেশীয়ের অপরাধের বেলা সেরূপ হয় না। তাহার লঘু পাপে গুরু দণ্ডবিধানই সচরাচর শ্রবণ ও নয়ন গোচর হইয়া থাকে। সে দিন একটী এতদ্দেশীয় বালক তাহার সহচরকে একটী কূপ মধ্যে ফেলিয়া দেওয়াতে তাহার মৃত্যু হয়, পঞ্জাবের প্রধান জজ বিচারালয় ঐ বালকের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অধিক দিন হয় নাই, একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ লাহোরে একটী বালককে নর্দ্দমায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বধ করে, তাহার এক বৎসর মাত্র কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছিল। দেখ এটী কিরূপ সুবিচার। বোধ হয়, এই কারাবাস যদি উভয়ের সমান হইত, তাহা হইলেও কি উভয়ে সমান কষ্ট ভোগ করিত? কখনই নয়। কারাবাস এতদ্দেশীয়ের পক্ষে যেরূপ কষ্টকর অনেক শ্বেতকায় অপরাধীর পক্ষে তেমনিই সুখকর হয়। ইংরাজ কয়ে

দিয়া কারাগারে গিয়া নানা প্রকার আবদার করিতে থাকেন, ইংরাজ সংবাদ পত্রসমূহ তারস্বরে উঁহার পোষকতা করিতে থাকেন এবং গবর্ণমেণ্টও উঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের কষ্টের প্রতি কেহই দৃক্পাত করেন না, কেনই বা করিবেন, ইহাঁদের শরীর ত আর মাংস শোণিতে নির্ম্মিত নহে, ইহারা সকল কষ্টই সহ্য করিতে পারে। এতদ্দেশীয় কয়েদিরা জল সহসা প্রার্থনা করিলে সেটী বিলাসিতা বলিয়া উপহাস করা হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অপরাধিদিগের আবদার শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সম্প্রতি লাহোরের জেলের একজন ইউরোপীয় কয়েদি ইনস্পেক্টর জেনেরলের নিকটে নালীশ করিয়াছে, সে বরাবর যে মেষের মাংস ভক্ষণ করিত, সে মেষ জীবদ্দশায় কেবল ছোলা খাইত, জেলে সে সেই মাংস পায় না!! কয়েদির এ অভিযোগ উপেক্ষণীয় নহে মানুষ কি কখন এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন। যাহা হউক, কোন এতদ্দেশীয় এরূপ অভিযোগ করিলে তাহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইত সন্দেহ নাই। এইরূপ আমরা অনেক ইংরাজ বিচারপতি কৃত বিচারে একবিধ অপরাধে দ্বিবিধ দণ্ড বিধান দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ইহাঁদের যে কিছুমাত্র সমদুঃখসুখতা নাই এগুলি কি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? ইহাঁদিগের দ্বারাই জাতি বৈরতা বদ্ধমূল হইয়া সমাজের বহুতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। এইরূপ বাতুল ব্যক্তিদিগের দ্বারা যে কতদূর নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে বলা যায় না। কোন এতদ্দেশীয়ের ফাঁসীর আজ্ঞা হইলে তাহাকে একটী টাকা খোরাকি দিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এমনিই প্রজার প্রতি সমদুঃখসুখতাহীন যে ব্যয় সংক্ষেপের অনুরোধে সে নিয়মটী রহিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যে সকল ইউরোপীয় অপরাধী ভিন্ন ভিন্ন প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়া বিচারে মুক্তিলাভ করিবে তাহারা পূর্ব্ব স্থানে গমন করিতে পারে তাহাদিগকে এরূপ পাথেয় দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। ইহাদিগকে পাথেয় দেওয়া অন্যায় আমরা এরূপ বলি না। আমরা বলি এই, যে ব্যক্তি এক কালে পৃথিবী ত্যাগ করিতে বসিয়াছে, তাহার একটী টাকা খোরাকি বন্ধ করিয়া সাধারণ ধনাগারের কত আয় বৃদ্ধি হইল? যাহা হউক, এরূপ কার্য্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কেবল সাধারণের নিকটে ঘৃণাস্পদ হইতেছেন। তাঁহারা এই সকল অবিচারের প্রতীকার না করিলে কখনই প্রজাদিগের অনুরাগভাজন হইতে পারিবেন না, প্রজার অনুরাগ লাভ না করিয়া রাজ্য করাও রাজার পক্ষে মঙ্গলের নহে। প্রজার প্রতি পক্ষপাত শূন্য ব্যবহার করাই প্রকৃত রাজধর্ম্ম। বিচারপতিরা যাহাতে স্বজাতি পক্ষপাত শূন্য হইয়া সাধ্যানুসারে সুবিচার করেন, তাহার চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হইতেছে। বিচারপতিদিগেরও এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল অবিচার করেন, তন্নিমিত্ত যে কেবল সমাজের নিকটে নিন্দনীয় ও ঘৃণাস্পদ হন এরূপ নয়, ধর্ম্মনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন জন্য ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী হইতে হয়। মনুষ্য ভিন্নাকার ও ভিন্ন দেশবাসী হইতে পারে, কিন্তু অপরাধ সর্ব্বত্র সমান। দেশী ও বিলাতী মনুষ্য হইতে পারে, কিন্তু দেশী ও বিলাতী অপরাধ হইতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে দেশী ও বিলাতী অপরাধ বলিয়া প্রভেদ করা যারপরনাই ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়। ইহাতে কি অন্যান্য সুসভ্য জাতির নিকটে ইংরাজ জাতিকে উপহসিত হইতে হয় না?

—✻—

বিচারপতির অনুরোধ রক্ষা।

মনুষ্য দুর্ব্বলহৃদয়, সদ্বিচার বিচক্ষণ অক্ষীণ হৃদয়ের কার্য্য, এ উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতিশয় দুরূহ। ইহার অনেকগুলি বিঘ্ন আছে। তন্মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ ও অনুরোধ রক্ষা প্রধান। গবর্ণমেণ্ট উচ্চতর বেতন ও দণ্ড বিধান দ্বারা উৎকোচ গ্রহণের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু অনুরোধ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। সদ্বিচারের ব্যাঘাত কল্পে উৎকোচ গ্রহণ ও অনুরোধ রক্ষা উভয়ের তুল্য কলোপধায়িতা দৃষ্ট হয়। অনুরোধের আকার একরূপ নয়। বিচারপতিকে অনুরোধ করা অনুচিত, যাঁহাদিগের এবোধ নাই, অথচ যাঁহাদিগের স্বার্থসম্বন্ধ প্রবল, তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাদিগের আত্মীয় ও অনুগত ব্যক্তির উপকারার্থ বিচারপতিকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের কিছু বোধ শোধ আছে, বিচারপতিকে অনুরোধ অনুচিত; এটী জানেন, অথচ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান দৃঢ় নয়, তাঁহারা এই অনুরোধ করেন, পত্রবাহকের বিষয়টীর যাহাতে ন্যায্য বিচার হয়, আপনি তাহা করিবেন। ইহার অর্থ এই, পত্রবাহক যাহাতে মকদ্দমায় জয় লাভ করে, আপনি তাহা করিবেন। বিচারপতি ত ন্যায্য কার্য্য করিতেই বসিয়াছেন, তবে „ যাহাতে ন্যায্য বিচার হয়, আপনি তাহা করিবেন ,, এ অনুরোধ করা কেন? কোন কোন স্থলে কাহাকে কিছু বলিতে হয় না, বিচারপতি স্বয়ংই অনুরোধ রক্ষা করিয়া থাকেন। বোধ কর, একজন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত একজন সামান্য লোকের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সামান্য ব্যক্তি অভিযোগ করিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইয়া সামান্য ব্যক্তির প্রতিই যত দোষারোপ করিলেন। বিচারপতির তাঁহার বাক্যেই সম্যক আস্থা জন্মিল, সুতরাং তিনি সামান্য ব্যক্তির প্রদত্ত প্রমাণের দোষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহার সে দোষ দেখিতে পাওয়া দুর্ঘট হয় না। যেমন কিছু দোষ দেখিতে পাইলেন, অমনি মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন। যে দোষে মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিলেন, সেটী সামান্য দোষ। বিচারপতির মন যদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতী না হইত, তাহা হইলে তিনি সেই প্রমাণেই মকদ্দমা ডিক্রী করিতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অনুরোধ রক্ষার কিছু প্রকার ভেদ আছে। এদেশীয়ের সহিত ইউরোপীয়ের বিরোধ হইলে ওই বৈলক্ষণ্য সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। মানুষের মন স্বভাবতঃ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয়ের প্রতি পক্ষপাত প্রবণ হইয়া থাকে, তাহাতে আবার ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের ইউরোপীয়দিগকে এদেশীয়ের অপেক্ষা অধিকতর সত্যপরায়ণ বলিয়া সংস্কার আছে; সুতরাং ইউরোপীয় অর্থী বা প্রত্যর্থী বাস্তবিক দোষী হইলেও বিচারপতির চক্ষে অমল স্ফটিকোপলের ন্যায় স্বচ্ছ ও শুচি বলিয়া বোধ হয়। এরূপ স্থলে তাদৃশ অর্থী বা প্রত্যর্থীর পরাজয় সম্ভাবনা কি?

আজি কালি উৎকোচ স্রোত কিঞ্চিৎ রুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উল্লিখিত প্রকার অনুরোধ রক্ষার সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমরা অনেক মকদ্দমার মধ্যে মধ্যে এই অনুরোধ প্রভাবে পক্ষিকের দূষিত প্রসব দর্শন করিয়া থাকি। তাহাতে আমাদিগের অন্তঃকরণে যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশ জন্মে, তাহা বলিয়া পাঠকগণকে জানাইতে পারি না। তৎকালে এই মনে হইতে থাকে, গবর্ণমেণ্ট অবিচার পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এত আইন করিতেছেন, এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বিচারপতিরা সমুদায় গর্ভস্রাবে দিতেছেন। এ দুঃখ নিবারণের উপায় কি? এক্ষণ আমাদিগের এই ভাবনা। আমরা বিচারপতিদিগকেই অনুরোধ করিতেছি, আর যেন তাঁহাদিগের এ দুর্যশ আমাদিগকে না শুনিতে হয়। তাঁহারা স্বয়ং সাবধান হন, এই আমাদিগের অনুরোধ। রোমের যে ব্যক্তি নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, বিচারপতিরা মধ্যে মধ্যে যেন তাঁহার উপাখ্যানটী স্মরণ করেন। যিনি সর্ব্বপ্রকার চঞ্চলতা, সর্ব্ব প্রকার স্নেহ ও সর্ব্ব প্রকার বিকার অতিক্রম করিতে পারেন, যাঁহার অন্তঃকরণ কিছুতেই বিচলিত না হয়, অচলের ন্যায় সকল প্রকার আঘাত সহ্য করিতে পারে তিনিই বিচারপতি পদের উপযুক্ত, তাঁহারই বিচারাসনে উপবেশন শোভা পায়। যাহাতে বিচারপতিদিগের এই অনুরোধ রক্ষা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, গবর্ণমেণ্টেরও সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা আপাততঃ একটী সহজ উপায় বলিয়া দি, গবর্ণমেণ্ট হাই কোর্টের প্রতি একটী বিশেষ আজ্ঞা করুন, তত্রত্য বিচারপতিদিগের নিকটে যে সকল মকদ্দমার আপীল হইবে, কেবল তাহার আইন গত তর্ক লইয়া বিচার না করিয়া প্রমাণ গত বলা বলেরও বিবেচনা করেন। যে মকদ্দমার প্রমাণ দেখিয়া বিচারপতির ভাব ব্যতিক্রম অনুমিত হইবে, প্রথমে বিশেষরূপে তিরস্কার তাহার পর তাঁহার অপনয়ন তাহার পর পদচ্যুতি করা হইবে।

—:*:—

দলাদলি ও সুরাপান।

সকল পদার্থেরই শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটী পৃষ্ঠ আছে। কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দর্শন করিয়া পদার্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিবেচনা ন্যায়ানুগত হয় না। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে অদূরদর্শিতা ও স্বার্থপরতাদি দোষে পদার্থের কৃষ্ণ পৃষ্ঠ দর্শন করিয়াই উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করিয়া থাকে। এই কারণে এক্ষণে দলাদলি শব্দটী নিতান্ত নিন্দিত ও একান্ত অপকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ লোকে দলাদলির হিংসাদ্বেষাদিকারিতা রূপ কৃষ্ণ পৃষ্ঠটী দর্শন করেন, তাহাদেরই ইহা কুৎসিত রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু দলাদলির একটী শুক্ল পৃষ্ঠ ছিল। ইহাতে অনেক অনিষ্টের নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা সুরাপানকেই উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে কেহ সুরাপান করিতে পারিতেন না। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহ সুরাপানে আসক্ত হইলে সমাজস্থ কোন ব্যক্তিই তাঁহার অন্ন গ্রহণ অথবা তাঁহার সহিত যৌনসম্বন্ধ করিতেন না। সমাজ মধ্যে অশ্রদ্ধেয় ও অপাংক্তেয় হইয়া থাকা অতিশয় বিড়ম্বনার বিষয়। এই কারণে কেহ সুরাস্পর্শ করা দূরে থাকুক, উহার নামও করিতেন না। সুতরাং প্রতি হিন্দু সমাজের এমনি ভয় ছিল যে, কেহ গোপনেও ইহার সেবনে সাহসী হইতেন না। সাহসী হইতেন না বলিয়া সুরাপায়ীরা মধ্যে তন্ত্রের সৃষ্টি করেন। কিন্তু তান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসারে সুরাপান সহজ কর্ম্ম নয়, এই কারণে অনেকে তৎসেবনে অনুৎসাহ হইতেন। তন্ত্র শাস্ত্রের অন্য অন্য সম্প্রদায়েও সবিশেষ সমাদর ছিল না। এই সকল হেতুতে সুরাপায়ীর দল বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয় নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সুরাপায়ীর

দলবৃদ্ধি না হইবার মুখ্য কারণ দলাদলি। একণে সে দলাদলির বল হ্রাস হইয়াছে, দলপতিদিগের নিজ মুখেই সুরা প্রবেশ করিয়াছে। আজি কালি যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে পঙ্‌ক্তি ভোজনেও সুরা চলিত হয়, আর বড় বিলম্ব নাই। এখন আর প্রায় কেহ সঙ্কোচ করেন না। পঙ্‌ক্তি ভোজনে সুরা চলিলে বড় কৌতুকের হইবে। নিমন্ত্রয়িতা ও নিমন্ত্রিত উভয়ে মদ্যপানে মত্ত হইয়া যখন মাছের মুড়া ও পাঁঠার মাথা হাতে লইয়া পঙ্‌ক্তির মধ্যে নৃত্য করিতে থাকিবেন, কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তাহা দেখিয়া মন মোহিত না হইবে?

পরিহাসকরি আর যা করি, মনের কথা বলিতে কি আমরা বড় শঙ্কিত হইয়াছি। হিন্দুসমাজের একটী ভাবী মহৎ অনিষ্ট লক্ষিত হইতেছে। মদ্য এদেশের উপযোগী নহে। যা[illegible]পান আরম্ভ করেন, তাঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট হন না। লজ্জা, সঙ্কোচ ও ভয় দূরীভূত হইয়া অবাধে ইহার সেবন আরম্ভ হইলে এদেশের যে কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিবে তাহা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারিতেছি না। এখনই ত এরূপ কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যে, আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বলবান ও দীর্ঘজীবী লোক অধিক দেখিতে পাই না, মদ্য সাধারণে চলিত হইলে যে আর দেখিতে পাইব সে আশা থাকিবে না। এই মারাত্মক অনিষ্ট নিবারণের ত কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। সুরাপান নিবারণী সভা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে আবকারীর আয় পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডবিধান দ্বারা এতৎ সেবন রুদ্ধ করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। তবে উপায়ের মধ্যে একটি আছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই একটী আইন করুন যে লোকে মদ্য চলিবে, তাহাতে শতকরা এক শত টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবটিকে অসঙ্গত জ্ঞান করিতে পারেন না। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট লোকের উপরে ট্যাক্স প্রস্তাব করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

একটী অদ্ভুত প্রস্তাব।

আমরা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, প্রধানতম বিচারালয়ের এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণের বেতন কমাইবার কথা হইতেছে। এ সংবাদটী কতদূর সত্য আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রস্তাবটী এমনিই অদ্ভুত যে, আমরা ইহাতে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এটী যদি সত্য হয়, অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা এতদ্দেশীয়দিগের ব্যয় অল্প এই সংস্কারই এই অদ্ভুত প্রস্তাবের মূল কারণ।

প্রথমতঃ [illegible]দেশীয়দিগের সাংসারিক ব্যয় [illegible] পীয়দিগের সহিত সমান পরিশ্রম ক[illegible] কেন যে সমান বেতন পাইবেন না তাহা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। দুইজনে সমান কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন, অথচ সমানরূপে পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবেন না, এটী যার পর নাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাকেই এক যাত্রায় পৃথক ফল বলে। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা এদেশীয়দিগের যে ব্যয় অল্প, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইবে। ইংরাজদিগকে কেবল মাত্র স্ব স্ব স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে হয়, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের পরিবার মধ্যে একজন উপার্জ্জককে বহু পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। ইংরাজেরা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রগণকে আহার দান কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন না, কিন্তু এদেশীয়দিগকে অতি দূরসম্বন্ধ ব্যক্তিদিগকেও প্রতিপালন করিতে হয়। তদ্ভিন্ন হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়াকলাপাদিতে ইঁহাদিগকে বিস্তর ব্যয় করিতে হয়। অতএব ইংরাজদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের ব্যয় অল্প এরূপ বিবেচনা করা অনভিজ্ঞতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয়েরা অর্থ অপেক্ষা সম্মান অধিক ভাল বাসেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি যখন উকীল ছিলেন, তখন তাঁহাদের যেরূপ উপার্জ্জন ছিল, একণে জজ হইয়া সেরূপ উপার্জ্জন হয় না। একমাত্র সম্মানের অনুরোধে তাঁহারা এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বেতন কমাইলে তাঁহারা অপমান বিবেচনায় পদ ত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে অন্য কোন উপযুক্ত এতদ্দে[illegible] পদ গ্রহণে অভিলাষী হইবে[illegible] এদেশীয় বিচারপতিদি[illegible]রা যে ইষ্ট লাভ হইতেছিল, তাহার ব্যাঘাত হইবে। এটী কেবল এতদ্দেশীয়দিগকে একটী পদ প্রদান করিয়া প্রকারান্তরে ঐ পদের লোপ চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এরূপ অনুদার চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষপাত শূন্য হইয়া সরল হৃদয়ে এদেশীয়দিগের প্রতি ব্যবহার করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্রাপ্ত।

দেশ ভ্রমণ দ্বারা অনেক জ্ঞানলাভ, নানা দেশের রীতি নীতি দর্শন করিয়া মনের তুষ্টিলাভ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, এক স্থানে চিরকাল বদ্ধ থাকিলে তৎস্থানীয় সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না বহুদর্শিতাও লাভ হয় না। এনিমিত্ত তীর্থ ভ্রমণের ছলে আমাদিগের আর্য্য জাতি মধ্যে দেশ ভ্রমণের প্রথা ছিল ও এখন পর্য্যন্তও আছে। পূর্ব্বদেশ হইতে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার এবং পশ্চিম দেশ হইতে পুরী গঙ্গাসাগর ইত্যাদি নানা স্থানে

...দেশে গমন করিয়া থাকেন। ... ইহা... অমণ মঙ্গলের না হইয়া ... হইয়াছে। ইংরাজেরা দেশ ভ্রমণকে শিক্ষার একটী অংশ বিবেচনা করেন। পাঠ সমাপ্তির পর ইংরাজ যুবকেরা ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রাজকার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তাঁহারা যে কত উপকার লাভ করিয়াছেন তাহা ইংলণ্ডের উন্নতি দেখিলেই বোধ হইবে। এমন কোন কৃতবিদ্য ইংরাজ দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখেন নাই। সকলেই বলিতে পারেন, ফ্রান্স দেশের রীতি নীতি কি, ইটালি দেশের আধুনিক অবস্থাই বা কি ও তাঁহারা ইংরাজদিগের সহিত কিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপ দেশ ভ্রমণ প্রথা আমাদিগের দেশে প্র...ত হওয়া আবশ্যক। যাঁহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা স্বীয় পুত্রগণকে ভ্রমণ করিতে পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে বহুদর্শী করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করুন।

এক্ষণে ইংলণ্ডে যাইবার প্রথা হইয়াছে; অনেকে এই আশা করেন যে, এখানকার যুবকেরা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশের অবস্থার উন্নতি করিবেন। সত্য বটে তাঁহারা বিদেশে গমন করিয়া অনেক নূতন আচার ব্যবহার দর্শন করিতে পাইবেন এবং যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় স্বদেশে তাহা প্রচার করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু পাছে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যাহাই দর্শন করিবেন তাহাই নিজ দেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা পান, আমাদের এই আশঙ্কা হয়। পৃথিবী নানা প্রকার, কোন দেশের লোকেরা অসূর্য্যম্পশ্যা স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরে বাস অনাচার চিহ্ন বলিয়া থাকেন। কোন দেশে বা কুলকামিনিদিগের পর পুরুষের সহিত নৃত্যাদি কুলটার আচার বলিয়া খ্যাত। কোন দেশে জাতির গৌরব, কোন দেশে ধনের গৌরব, কোনদেশে ... ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, কোন দেশে বা কোটি কোটি লোক পক্ক আহারের জন্য ... হইতেছে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। কারণ এক দেশের সভ্যতা অপর দেশে হঠাৎ প্রচার করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা অল্প। যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয় দেশহিতৈষীরা তাহাই করিতে চেষ্টা করুন, ইংরাজদিগের সভ্যতা আমাদের দেশের সনাতন আচার ব্যবহারের সহিত সুসঙ্গত হইতে পারে না। আমাদিগের সমস্তই মন্দ ও ইংরাজদিগের সকলই ভাল এটী মহা ভ্রম। আমাদিগের নিজের কি আছে ও তাহা কিরূপে রক্ষা করা যায় ইহা আমরা একবারও বিবেচনা করি না, পরের যাহা দেখিব, তাহাই হউক আর মন্দই হউক, আমরা তাহা গ্রহণ করিব, এই একটি ভয়ানক কুসংস্কার হইয়া উঠিতেছে। এই কুসংস্কার আমাদিগের কৃতবিদ্য দল ... দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইতেছে, ... তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চৌরঙ্গিতে বাস ও ইংরাজ কোর্ট পরিধান ও ... লজ্জা ...দেবদিগের সহিত ভ্রমণ করা ইত্যাদি যদি ইংলণ্ডে যাইবার ফল হয় তাহা হইলে আমরা স্বদেশীয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন আর পুত্রগণকে আর ইংলণ্ডে প্রেরণ না করেন। এখানকার টাকাকড়ি ব্যয় করিয়া যুবকদিগের ... আমাদিগের দেশের অনিষ্ট সাধন করা ভাল দেখায় না। ইহাঁরা ভারতবর্ষকে ... করিতে চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু সে ... অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদিগের যুবকদিগকে ইংলণ্ডে না পাঠাইয়া ভারতবর্ষে ভ্রমণ করান উচিত, নানা দেশের রীতি নীতি দর্শন করিয়া তাঁহারা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন ... মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি স্বদেশে প্রচার করিলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে, কারণ ভারতবর্ষের এক স্থানের ব্যবহার অন্য স্থানে অনায়াসে প্রচলিত করা যাইতে পারে এবং আশা করা যাইতে পারে যে, যদি ভারতবর্ষ এক স্থানের লোকদিগের অনুকরণে মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তবে এখানেই বা না হইবে কেন? ইংরাজ হইতে গেলে আমাদিগকে উপহাসিত হইতে হইবে। তাঁহাদিগের রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা করা আমাদিগের অতি আবশ্যক কিন্তু তাঁহাদিগের দেশীয় আচারের অনুকরণ করা শ্রেয়স্কর নহে। ধুতি চাদর পরিত্যাগ করিয়া পেণ্টুলন ও কোট পরিধান না করিয়া বরং হিন্দুস্থানিদিগের ন্যায় আঙ্গরাখা ও উষ্ণীষ ধারণ করিলে আমাদিগের শরীরের শোভা বর্দ্ধিত হয়। আমাদিগের স্ত্রীলোকের শান্তিপুর ও ঢাকার বস্ত্র পরিধান করা লজ্জার বিষয় বটে; কিন্তু পিশোয়াজ পরিয়া বারাণসী ও মহারাষ্ট্রের শাটী বা মাড়োয়ারি ঘাঘরা পরিলে আবরণ ও সৌন্দর্য্য উভয়ই লাভ হয়। আমাদিগের মধ্যে আহারের এত বিচার যে এক ব্রাহ্মণ অপর শ্রেণির ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করেন না; এমন কি অনেকে স্বশ্রেণির বাটীতে ভোজন করেন না। এ প্রথা জঘন্য বটে; কিন্তু তাহার তাহার অন্ন ভোজন না করিয়া মহারাষ্ট্রাদি দেশের ন্যায় ব্রাহ্মণ মাত্রেই পরস্পরের বাটীতে ভোজনাদি করিবার প্রথা করিলে মঙ্গলের হয়। আমাদিগের মধ্যে অনেকে স্ত্রীলোকদিগকে গঙ্গাস্নানে পাঠান কিন্তু পাছে কেহ তাঁহাদিগকে দর্শন করে এই ভয়ে পাল্কিসহিত জলে ডুবাইয়া আনেন, আবার ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা ইভেন ধারণ ... দেবন করিতে ... চীনা বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গমন করিয়া থাকেন, ও ... পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে ত্রুটি করেন না। এই উভয় প্রথাই মন্দ কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনবতী, ইহারা গৃহ পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ থাকে না অথচ পর পুরুষের সহিত নৃত্যাদি আলাপও করে না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্বদেশে থাকিলে ভিন্ন দেশের আচারাদি গ্রহণ করা কোন মতে বিধেয় হয় না। হিন্দুস্থানিদিগের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগের ব্যবহার দর্শন করা, মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগের রীতি নীতি শিক্ষা করা, পঞ্জাবে গমন করিয়া শিখদিগের বিষয় জ্ঞাত হওয়া, নেপালে গমন করিয়া তদ্দেশবাসিদিগের উৎকৃষ্ট আচারাদি স্বদেশে আনয়ন করা একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় এবং সেই উন্নতি স্থায়ী হইতে পারে।

২৬ এ বৈশাখ সোমবার।

উত্তর পূর্ব্ব সীমা রক্ষার্থ কতকগুলি পুলিস সৈন্য সংগ্রহ করিবার আদেশ হইয়াছে। ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনেরাল ই, বি, বেকার সাহেব এই ভার পাইয়াছেন।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য রক্ষক ডাক্তার স্মিথ,

ক্লার্ক সাহেবের ভেনের প্রতি পুনর্ব্বার আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি কিছুই হইবে না। ইটের বিলাম বেল করিয়া অবশ্য মুদিত খাল উন্মিত হইবে। এক্ষণে আর উপায় নাই; তবে অগ্রে চৌরঙ্গী অঞ্চলের অবস্থা দেখিয়া অন্য বিভাগে হস্তার্পণ করা কর্ত্তব্য।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক তাহার একজন সহচরকে একটী কূপ মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। উহাতে তাহার মৃত্যু হয়। পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয় ঐ বালকের যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কিছুদিন হইল একজন ইউরোপীয় সৈনিক লাহোরে একটী বালককে নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া বধ করে; কিন্তু তাহার একবৎসর মাত্র মেয়াদ হইয়াছিল। এরূপ সুবিচার কি চিরকাল থাকিবে?

আবিসীনিয়ার উপদ্রবের শান্তি হয় নাই। সমাগণ অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। পারস্যের আমীরও উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি নিজ সেনাপতিকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে বলা হইয়াছে যদি তিনি বিদ্রোহিদিগকে দমন করিতে না পারেন, তাহাকে গুলি করা হইবে। আমীর একটী সভা করেন। উহাতে সর্দারেরা আমীরের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া শপথ করেন।

আবিসীনিয়দিগের সহিত প্রথম যুদ্ধে কাবুলের সৈন্যগণ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কিন্তু জেলালাবাদের গবর্ণর (উহাদের অধ্যক্ষ) যথার্থ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে ১৬ জনকে বধ করেন। আমীর এপর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হন নাই।

সম্প্রতি শ্রীরামপুরে অষ্টাদশ বর্ষীয় এক জন যুবা অকস্মাৎ গুলি দ্বারা হত হইয়াছেন।

আমরা শ্রবণ করিলাম, ত্রিটিশ বর্ম্মার প্রধান কমিসনর বলিয়াছেন, "এক্ষণে সাল উইন সীমাতে যে সকল রক্ষক আছে উহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, অন্যথা বন্যদিগের উপদ্রব নিবারিত হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন, তথায় একদল এতদ্দেশীয় সৈন্য রাখা কিম্বা পুলিস কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদল রাখা অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া পুলিস কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আদেশ দিয়াছেন।

গৌহাটী হইতে একজন ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন, তথায় একটী টেম্পারেন্স সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছে। রেবরেণ্ড এম কমকর্টের গির্জ্জাতে ইহার মাসিক অধিবেশন হয়। সে দিবস গৌহাটীর একজন ইংরাজ একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

বিলকা, মাহেশ এবং মুরপুকুরের অধিবাসীরা যাহাতে বিলড়ায় একটী ষ্টেসন হয় তন্নিমিত্ত পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের এজেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে ভেরিটির বাজারে একজন ভিনাদারের বাটীতে কতকগুলি লোক জুয়া খেলিতেছিল। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ভিলার ও আর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী উহাদিগকে ধৃত করেন। ভিলার সাহেব গৃহস্বামীর ৫০ এবং যে ২০ জন জুয়া খেলিতে ছিল উহাদের প্রত্যেকের ৫ টাকা জরিমানার আদেশ দিয়াছেন। মফস্বলের অনেক স্থানে এই খেলার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, কিন্তু পুলিস তন্নিবারণের কোন চেষ্টা করেন না।

১০ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

বোম্বাইয়ের স্মল কজ কোর্টের দ্বিতীয় জজ মাণিকজী কার্সেটজী জীর নিকটে ৫০ টাকার এক নালীশ হয়। এই মকদ্দমায় বোম্বাই গ্যাস কোম্পানি ফরিয়াদি ও কবডেন নামক একজন ইউরোপীয় আসামী। আসামীর অনুপস্থিত কালে ফরিয়াদির পক্ষে মকদ্দমার ডিক্রী হয়। আসামী উপস্থিত হইয়া বলিল, আসামীর উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত জজের অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল। আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন জন্য তাহার ১০ টাকা জরিমানা, টাকা না দিলে ৩ দিন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। আসামী জরিমানা দিতে অস্বীকার করাতে জেলে প্রেরিত হইয়াছে।

আর্কর হইতে চালোট পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৮৫৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। প্রথমে ৭২৫০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল।

সোয়াটের আখুণ্ড আবিসীনিয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সিকন্দর খাঁ নামক কাবুলে উপস্থিত হইয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি আমীর তাঁহাকে কাবুলের কিম্বা তুর্কিস্থানের গবর্ণরের পদ প্রদান করিবেন। সর্দার মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁকে দুটী খেলাত ও কতকগুলি মণি মুক্তা প্রভৃতি উপহার দেওয়া হইয়াছে। সর্দার মহম্মদ ইসা খাঁ সেইন আমার আমীরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্দার আবদুল রহমন খাঁ মাহরাজদের শিবির স্থাপন করিয়াছেন।

১৬ এ বৈশাখ বুধবার।

গবর্ণর জেনেরল পুনর্ব্বার ই, সি, বেলি সাহেবকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলরের পদ প্রদান করিয়াছেন।

সে দিবস আলাহাবাদে ঝড় হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। শীলা দ্বারা ১৮ জনের মৃত্যু হয়!

আমরা অবগত হইলাম, সেনাপতি মান্সফিল্ডকে পুনর্ব্বার মান্দ্রাজের সেনাদলের কমাণ্ডারইন্ চিফের পদ গ্রহণে অনুমতি প্রদান করা হয় নাই।

বেঙ্গলি বলেন, বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভা কোম্পের উপর টাক্স গ্রহণ কল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্ত্তে বিবাহের উপর কর গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ২০০ টাকা পর্য্যন্ত কর গ্রহণ করা হইবে স্থির হইয়াছে।

জব্বলপুর ক্রনিকাল বলেন, উৎকাসুরের ইন্সপেক্টরের পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে,

কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা কুষ্ঠ রোগের উপকার দর্শিতে পারে।

লণ্ডন টাইমস বলেন, মার্গারেট চারলটন নাম্নী একটী স্ত্রীলোক বালিকাদিগের জামা গহনা চুরি প্রতারণা করিয়া গহনা লইত বলিয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে।

আমরা শ্রবণ করিলাম, বঙ্গদেশীয় লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পাউয়ার সাহেব ব্রিটিশ ব্রহ্মের নূতন প্রধান কমিসনর আসলি ইডেন সাহেবের পার্শনাল আসিস্‌টাণ্ট হইয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, কাউন্সলী আর্দ্দিকীর একটী বাতুলালয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া বলিয়াছেন, যদি গবর্ণমেণ্ট এনিমিত্ত ৫০০০০ টাকা দেন, তাহা হইলে তিনিও ৫০০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন।

জেনরল হাঁসপাতালে বাষ্পীয় কল দ্বারা পাখা টানা যায় কি না পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পিটর অরকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান ইঞ্জিনিয়র বার্টন সাহেব পীড়িতাবস্থায় স্বদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

জেনরল বারো একণে সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র সিমলায় যাত্রা করিবেন।

গত শুক্রবার বালিগঞ্জে একজন এতদ্দেশীয় যুবা অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় বাটীর নিকটস্থ একটী আমবৃক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। শুনা গেল তাহার স্ত্রীর সহিত বিবাদই ইহার কারণ।

২১ এ বৈশাখ বুধবার।

বহুবাজারের নিকটবর্ত্তী কালেজষ্ট্রীটে একটী বালক মেডিকাল কালেজের প্রোফেসর ডাক্তার কই ফিকের গাড়ি চাপা পড়িয়া গুরুতর আঘাত পায়, অমনি বালকটীকে তৎক্ষণাৎ কালেজ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। অনেক হতভাগ্য বালককে কোচমানের দোষে দুঃখ ভোগ ও সময়ে সময়ে প্রাণ হারাইতে হয়।

ঢাকা কালেজের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত এবার সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্যে সপ্তম হইয়াছেন। এসংবাদে বাঙ্গালিগণ অনন্দ আহ্লাদিত হইবেন। কৃষ্ণগোবিন্দের পিতা অতুল সম্পন্ন লোক নহেন। তিনি কেবল ঋণ করিয়া পুত্রের ইংলণ্ডে গমন ও অবস্থানের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। পুত্রের এইরূপ কৃতকার্য্যতায় তাঁহার ঋণ লওয়া টাকার সার্থকতা হইল। পূর্ব্ব বাঙ্গালাবাসিদিগের এইরূপ অপূর্ব্ব সাহস ও অধ্যবসায় নিতান্ত প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

২২ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার অপরাহ্ণে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহুবিবাহ ও কুলীনদিগের কন্যাগণ লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়। এবিষয়ে আগামী জুলাই মাসে পুনর্ব্বার তর্ক হইবে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট লেপার হাঁসপাতালে যে সকল ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় কুষ্ঠ রোগী আছে তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত অনধিক ৫০০ টাকা হাঁসপাতালের অধ্যক্ষকে প্রদান করিয়াছেন।

সর রিচার্ড টেম্পলের শ্রীনগর হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর মি, হার্ট সাহেব তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

রেঙ্কি নামক একজন ইউরোপীয় গত কল্য ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। জাহাজে উঠিবার সময় পাল্কীতে একটী ব্যাগ ফেলিয়া যান। উহাতে বহু সংখ্য টাকার দ্রব্যাদি ছিল। কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া দেখিলেন পাল্কীতে ব্যাগ নাই। অনুসন্ধানী পুলিসের হস্তে এবিষয় অর্পিত হইয়াছে।

২২ এ এপ্রেল যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৪৭৭৩১০ টাকা লাভ হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সপ্তাহে ৫৩৫৩০০ টাকা লাভ হইয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৫২১১০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

যোধপুরের মহারাজের প্রতি গবর্ণর জেনরলের অন্যায়াচরণের নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে যে আপীল হয়, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বিবি ব্রিথ অকে বেথুন ফিমেল স্কুলের সংস্রব পরিত্যাগ করিতেছেন না।

১ লা মে হইতে ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা করিবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারী পত্র লিখিয়াছেন।

২৩ বৈশাখ শুক্রবার।

সর সাইমর ফিট্জারল্ড ৩০ এ এপ্রেল বোম্বাই হইতে মাহবলেশ্বর যাত্রা করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, আলান হিউম সাহেব নূতন কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ হইবেন।

আনরেবল ঠাকুর বরদায় যাত্রা করাতে অদ্য প্রাতঃকালে তাঁহার সম্মানার্থ ১৫ টী তোপ হয়। মৃত গুইকুমারের একজন উত্তরাধিকারী জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া এক্ষণে সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, এক্ষণে রাণীর অভিপ্রায় কি জানিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল একজন গবর্ণমেণ্টের সভ্যকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিবেন।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, রেলওয়ে কোম্পানি চাবার নদীর সেতু পুনর্নির্ম্মাণের ভার এস, সি ওয়েষ্ট সাহেবের উপরে অর্পণ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার নিমিত্ত একটী আফিসের জন্য মাসিক ১৮৬ টাকা ব্যয় দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিলগিড়ি শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, গবর্ণমেণ্ট অনুমান হইয়াছেন। এনিমিত্ত কামনগাটের প্রদেশে ৫৫০ একার ভূমি গ্রহণ করা হইবে। গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, আগামী বর্ষের ৬ ই মে সিমলায় গবর্ণমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল চেম্বরে ব্যবস্থাদি প্রণয়নের নিমিত্ত গবর্ণর জেনরলের মন্ত্রী সভার অধিবেশন হইবে।

আমরা অবগত হইলাম, অযোধ্যা ও রহিলখণ্ড রেলওয়ের প্রতিনিধি প্রধান

ইঞ্জিনিয়র লবেল সাহেব সমুদায় লাইনের প্রধান ইঞ্জিনিয়র হইয়াছেন।

২৪ এ বৈশাখ শনিবার।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তথায় ২৫ এ এপ্রেল উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি লেপল গ্রিফিন এবং প্রাইবেট সেক্রেটারি মেজর ডিভিস এম এ, ডি, সির সমভিব্যাহারে ৫ ই মে সিমলায় যাত্রা করিবেন।

কলিকাতার বিশপ মসুরিতে গমন করিয়াছেন।

গত কল্য কাশীপুরের কিছু দূর গঙ্গা হইতে জেলেরা একটী বৃহৎ হাঙ্গর ধরিয়া পুলিস কোর্টে লইয়া যায়। সকলে দর্শন করিবার পর উহার লাঙ্গুলটী কাটিয়া লওয়া হয়। যে ব্যক্তি হাঙ্গর ধরিয়াছিল, পুলিসের ডেপুটী কমিসনর তাহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ এপ্রেল। অদ্য [illegible]০০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে দেওয়া হইয়াছে। বজেটে যে সকল প্রস্তাব করা হয়, সর্ব্বসাধারণে তাহার অনুমোদন করেন নাই। অদ্য সিটীর অধিবাসিদিগকে নগরের বাহিরে যাইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

২৫ এ এপ্রেল। বায়সেস ও ইসি দুর্গে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

দেসলাইয়ের উপর কর স্থাপনের যে প্রস্তাব হয়, তাহার বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া গত কল্য বহু সংখ্য শ্রমজীবী ব্যক্তি পালিয়ামেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইহাতে এরূপ গোলযোগ হয় যে, পুলিসকে মধ্যবর্ত্তী হইতে হইয়াছিল। গত কল্য কমন্স সভায় লোয়াইট সাহেব বজেটে যে সকল বিষয়ের প্রস্তাব হয়, তাহার প্রতিবাদ করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ২৫৭ জনের মতে ও ২০৯ জনের অমতে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

২৬ এ এপ্রেল। দক্ষিণ দিকস্থ দুর্গসমূহে ভয়ানক গোলা বর্ষণ হইতেছে। বুধবার রাত্রিতে ভয়ানক আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা আছে। লো সাহেব দেসলাইয়ের উপর কর স্থাপনের প্রস্তাব রহিত করিয়াছেন। আগামী বৃহস্পতিবার তিনি কোন নূতন প্রকার কর স্থাপনের প্রস্তাব করিবেন। যুদ্ধার্থীরা যুদ্ধ বিরাম কালে জয় ব্যারিকেডগুলির সংস্কার এবং নূতন ব্যারিকেড প্রস্তুত করিতেছে। প্যারিসে কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই।

২৭ এ এপ্রেল। অদ্য রাত্রিতে লো সাহেব কমন্স সভাতে বলিয়াছেন, উত্তরাধিকারের উপর কর স্থাপনের যে প্রস্তাব হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা রহিত করিয়া আয় দুই পেন্স ইনকম টেক্স বৃদ্ধি করিয়া অকুলান পূরণের প্রস্তাব করিয়াছেন।

২৮ এ এপ্রেল। প্রিন্স বিসমার্ক কমিউনকে জানাইয়াছেন যে যদি তাঁহারা প্যারিসের আর্ক বিশপকে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে জর্ম্মনী সেনা মধ্যবর্ত্তী হইবে। মিসিসিপি নদী উচ্ছ্সিত হওয়াতে উহার তীরে অর্লিয়ন্স নগরের ৫৫ মাইল উত্তরে ১১০০ ফিট দীর্ঘ একটী ছিদ্র হয়। অনুমান করা হইয়াছে এই জল প্লাবনে ১ কোটি টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।

বারসেলিসের সৈন্যগণ সর্ব্বদা প্যারিস আক্রমণ করিতেছে।

২৯ এ এপ্রেল। সেনাপতি ক্লসারেট প্যারিসের আর্ক বিশপকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্র যথাট মর্কেণ্টাইল ও উইকফিল্ড ট্রিমর পার্লিয়ামেণ্ট ও অযোধ্যার ভূমির যে বন্দোবস্ত করেন তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন।

৩০ এপ্রেল। গত কল্য প্যারিসের পশ্চিমদিকে ভয়ানক গোলা বর্ষণ হইয়াছে।

১ লা মে। কিং এনসেরা টীয়রকে যে পত্র লিখেন তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, যে যুদ্ধ শেষ হয় এটী তাঁহার অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা বিদ্রোহিদিগের নিকটে আত্মসমর্পণ করিবে না। শনিবার কতকগুলি বারসেলিসের সৈন্য সেপনির নিকটে দূরীভূত হয়। কিন্তু আর কতকগুলি সৈন্য ক্লামার্ট হইতে অগ্রসর হইয়া ইসির নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অধিকার করিয়াছিল। রবিবার ইসি দুর্গের সৈন্যগণ ক্ষীণ হইয়াছিল। তাহারা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে। সেনাপতি ক্লসারেট যুদ্ধস্থলে নূতন সেনা প্রেরণ করিয়াছেন। এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। অসনিয়ার ও মেলটের মধ্যে কোন গোলযোগ নাই।

বারসেলিস ২ রা মে। অদ্য রাত্রিতে জেনিহরের একদল সৈন্য ক্লামার্ট ও ইসির রেলওয়ের ষ্টেসন অধিকার করিয়া ৩০০ ফিডারলকে বন্দী ভূত করিয়াছে।

লণ্ডন ২ রা মে। প্যারিসের সংবাদে প্রকাশ করে, কমানীরা কারাস্থিত জর্ম্মনীয়দিগের এপ্রেলের শেষ পর্য্যন্ত ভরণপোষণের ব্যয় দিয়াছেন।

গত কল্য যে এক সভা হয়, উহাতে আলসাক ও লোরেনের বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৫ এ এপ্রেল—জেবিজ মিলার বার্কার সাহেব পাবনার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন।

১ লা মে—সাহাবাদের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জন বারলো সাহেব প্রথম শ্রেণীর জুয়ণ্টমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২ রা মে—কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত যে এক কমিটী হইয়াছে, হাজি আকবিরা উহার এক জন সভ্য হইবেন।

২৪ পরগনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু শিবপ্রসাদ সান্যাল মুরসিদাবাদে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হেনরি প্রান্সিস সার্প সাহেব দরভাঙ্গা (ত্রিহুত) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জন হোয়াইট সাহেব সিরাজগঞ্জ (পাবনা) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়াজিদ হোসেন সাহসরামে বদলী হইলেন।

কাপ্তেন আর্থর জোসেফ ফিলিপস্ নওগাঁর ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ এপ্রেল—নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা বদলী হইলেন।

বক্সারের (সাহাবাদ) মুন্সেফ মৌলবী আবদুল আজিজ বেহারের (পাটনা) মুন্সেফ হইলেন।

বেহারের (পাটনা) মুন্সেফ মৌলবী আবু হোসেন বক্সারের (সাহাবাদ) মুন্সেফ হইলেন।

[illegible] (সদর) মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] পাণ্ডা [illegible] [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

[illegible] বাবু [illegible]চন্দ্র দে বাবু [illegible] অনুপস্থিত কালে ২য় পরগনার [illegible] মুন্সেফের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন।

২৯ এ [illegible]—[illegible] ষ্টক সাহেব [illegible] মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

১ লা মে—মেদিনীপুরের আসিষ্টাণ্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] [illegible] [illegible] বদলী হইলেন।

বাবু দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] [illegible] সংক্রান্ত কর্ম্মচারী হইবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র রায়ের অনুপস্থিত কালে বাবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি, এল, কাকিনিয়ার ([illegible]) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফেরা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন:—

মৌলবী [illegible] [illegible] হোসেন।

বাবু [illegible]চন্দ্র এ, বি, এল,।

,, [illegible]লাল চট্টোপাধ্যায়, বি এল,।

মুন্সী [illegible]উদ্দীন আহাম্মদ।

বাবু [illegible]গোবিন্দ সেন।

,, [illegible]লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্ন লিখিত মুন্সেফেরা তৃতীয়শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন:

বাবু [illegible]কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

,, [illegible] চট্টোপাধ্যায় বি, এল।

" [illegible] মুখোপাধ্যায় বি, এল,

" [illegible]চন্দ্র [illegible] বি, এল,

" [illegible]লাল [illegible] বি, এল,

" [illegible]নাথ মিত্র বি, এল,

" [illegible] রায় বি, এল,

" [illegible]নাথ শীল।

" [illegible]চন্দ্র [illegible] বি এল,

" [illegible]চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

" [illegible] মুখোপাধ্যায়

[illegible] মুন্সেফ বাবু [illegible] [illegible] [illegible] শ্রেণীর এবং [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

[illegible] অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু হরগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনার তৃতীয় শ্রেণীর এবং [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

কাপ্তেন আর্থর [illegible] ফিলিপস (যিনি [illegible] [illegible] কমিসনর হইয়াছেন) [illegible] [illegible] সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জজ হইবেন।

মৌলবী ফকির উদ্দীন হোসেনের অনুপস্থিত কালে বাবু [illegible]মোহন রায় সরকার (পূর্ণিয়া) [illegible] মুন্সেফ হইবেন।

২৯ এ এপ্রেল—লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হাবড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর এ, বি, এফ, টমসন সাহেবের পদত্যাগ গ্রাহ্য করিয়াছেন।

এস, সি বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
[illegible] সেক্রেটারি।

আমাদিগের জলপাইগুড়িস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন;—

এতদঞ্চলের মফস্বলের স্থানে স্থানে চুরির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। কয়েক দিবস হইল, এ জেলার ফুলবাড়ীর ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর সেন মহাশয়ের বাসায় ভয়ানক এক চুরি হইয়া গিয়াছে। যে ঘরে চোরেরা সিঁধ খনন করে, সেই ঘরে ২।৩ টী বাক্স ছিল, যে বাক্সটীতে অলঙ্কারাদি এবং নগদ টাকা ছিল সেই বাক্সটী চোরেরা লইয়া গিয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে মাঠের মধ্যে ভাঙ্গিয়া অলঙ্কারাদি ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বর বাবু কর্ম্ম করিয়া যে কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন সে সমুদায়ই গিয়াছে। প্রায় ১২।১৩ শত টাকার দ্রব্য চুরি হইয়াছে। থানায় এজাহার দিলে, পুলিস তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হন; সদর ষ্টেসনে এরূপ চুরির কথা শুনিয়াই পুলিসের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এ চোর ধরিতে না পারিলে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলিস ইহার অনুসন্ধানে মনোযোগ করেন। আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, পুলিস এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইলাম, চোর গ্রেপ্তার হইয়াছে বিশ্বেশ্বর বাবুর একজন চাকরের সহিত যোগ করিয়া চোরেরা চুরি করিয়াছিল। ঘরের লোক ইহার মধ্যে না থাকিলে এরূপ চুরি অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। [illegible] চোরের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, বিশ্বেশ্বর বাবু তাহাকে নিজে ১০০ টাকা পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; গবর্ণমেণ্টও তন্নিমিত্ত ১০০ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করিয়া ছিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবুর বাসার চাকর ও অপর ৩ জন সমুদায় অপহৃত দ্রব্যের সহিত পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। এ নিমিত্ত সদর ষ্টেসনের পুলিস আমাদিগের নিকট অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আসামী হাজতে আছে। এপর্য্যন্ত বিচার হয় নাই, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে যেরূপ হয় এবং যাহারা পুরস্কার পান পাঠকবর্গকে পরে জানাইব।

১৬ ই বৈশাখ
১২৭৮

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

এবৎসর এখানে নিয়মিত সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে। কোন প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না।

১০।১২ দিবস অতীত হইল পাঁচনা গোপালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কারদান কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এখানে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একটী মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহারা বিধবা বিবাহের পক্ষ তাহাদের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার হইতেছে। সম্প্রতি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে যে একটী হৃদয় বিদারক ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বিগত ১৭ ই বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যার পর বর ও কন্যা যে বাটীতে অবস্থান করিতেন, তথায় একজন লোক গোপনে প্রবেশ করিয়া অগ্নি প্রদান করে, সে সময়ে অন্য কেহ বাটীতে ছিল না, এবং কন্যাটীও নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, হঠাৎ প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া এবং বাহিরে আসিবার উপায় না দেখিয়া ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে

লাগিলেন, তাঁহার আত্মীয়েরা অনেক কষ্টে তাঁহাকে বাহিরে আনিলেন এবং এই রূপে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল।

কি ভয়ানক ব্যাপার! এমন ঘটনা কেহ কখন দেখেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মে গৃহে অগ্নি দান উৎকট পাপ বলিয়া উল্লিখিত আছে, ইহা জানিয়াও হিন্দুধর্ম্মাভিমানী বিধবা বিবাহের বিপক্ষেরা এ বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। এস্থানে বিদ্যাভিমানী হিন্দু বিদ্যালয়ের কতিপয় বড় বড় উপাধি ধারী নর্ম্মাদিগের বিষয় কিছু উল্লেখ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। অন্যে অত্যাচার করিলে তাঁহারা রক্ষা করিবেন, না, তাঁহারাই আবার অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন। এটী তাঁহাদের শিক্ষার অবমাননা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

১২৯৮
১৭ ই বৈশাখ শ্রীঃ—

নিম্নলিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তটী প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আমি ঘাটাল হইতে ষ্টীমারে ৭ ঘণ্টায় তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে তমলুক নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয়ের সহিত আলাপ হওয়াতে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ত্রৈলোক্য বাবু সভ্য ও সচ্চরিত্র, তাঁহার ভবনে একটী পুস্তকালয় রহিয়াছে দেখিয়া আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, তমলুকে একটী ব্রাহ্মসমাজ হইতেছে। এক্ষণে শুনিলাম তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। এবিষয়ে তত্রত্য ওবরসিয়র বাবু গোপালচন্দ্র দাঁ ও ইংরাজী স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ যত্ন আছে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে একজন প্রচারক আগমন করিলে ভাল হয়।

ঘটনাক্রমে তমলুকের দক্ষিণ পশ্চিম ময়না নামক স্থানে গমন করিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বাংশে প্রায় ২৪০০০ বিঘা "জাল-পাই" ভূমি রহিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ স্থানে লবণ উৎপন্ন হইত, এক্ষণে ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে বাষ্পীয় হল ব্যবহৃত হইলে উহার সমুদায় অংশ আবাদ হইয়া বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা আছে। লবণ গোলা নাই বলিয়া এক্ষণে গুটীপোকার ও তুতের চাষ এপ্রদেশীয় লোকদিগের একমাত্র জীবিকার উপায়। ক্রমে দক্ষিণদিক মহিষাদল পর্য্যন্ত এই চাষ আরম্ভ হইতেছে। এদিকে কলিকাতাস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালিদিগের নূতন রেসমের কুঠি ঘাটাল ও তমলুক অঞ্চলে স্থাপিত হইতেছে। এটী দেশের সৌভাগ্য চিহ্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু জ্বালানী কাষ্ঠ অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়াছে, কুঠিওয়ালারা এঞ্জিন ও কয়লা ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। উত্তরদেশ অপেক্ষা এদেশে গুটী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অথচ ঘাটাল অঞ্চলের কৃষকদিগের ন্যায় ইহাদিগকে গুটী পালিবার সময়ে তৈল মাংস ত্যাগ ও গঙ্গাজল স্পর্শ প্রভৃতি কিছুই করিতে দেখা যায় না। ফলতঃ উহা কেবল শুদ্ধাচারে থাকে না, পরিমিত বায়ু ও রৌদ্রের উত্তাপ উহার প্রধান কারণ। যাহারা গুটীর চাষ করে তাহারা সচরাচর স্বাধীনভাবে এবং বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করে। আক্ষেপের বিষয় এই, আমাদের ভদ্র নাম ধারী ব্যক্তিগণ উহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিবেন, তথাপি স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন না।

এস্থানের প্রাচীন সম্প্রদায় তালপত্রে লৌহ লেখনী দ্বারা উৎকল অক্ষর লিখিয়া থাকেন, কিন্তু নব্যদলে বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইতেছে।

উড়িষ্যা দেশে বাঙ্গালা প্রচলিত হইলে তদ্দেশবাসিগণ কেবল যে সভ্য হইবেন এমত নহে আমাদিগের বহুকালার্জ্জিত সমুন্নত জ্ঞান লাভ করিয়া অভিনব ভাব ধারণ করিবেন। এদেশে সকল জাতীয় গৃহস্থ স্ত্রীলোক তামাক খাইয়া থাকে।

ময়নার ধনাঢ্য দাস মহাশয়ের প্রযত্নে একটী বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে একজন পণ্ডিতের দ্বারা ২০।২৫ টী বালক ও ৪।৫ টী বালিকার পাঠনা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মহান্য রাজা মনোযোগী হইলে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

ঘাটাল
১৩ বৈশাখ শ্রীঃ—
১২৯৮

এখানকার জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করাতে দিনাজপুর বাসিদিগের দুঃখের একপ্রকার শেষ হইয়াছে। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিটীর কার্য্যভার আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডেমণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এবার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

এখানকার বর্ত্তমান প্রতিনিধি কালেক্টর শ্রীযুক্ত আলেক জাণ্ডার সাহেব যেরূপ শান্ত প্রকৃতি সেইরূপ সুবিচারক। ইনি এস্থলে আসিয়াই পূর্ব্বে খোলারঘর নির্ম্মাণ করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহা রহিত করিয়া সহরের সমুদায় লোককে খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, ইনি দীর্ঘকাল এস্থানে থাকিয়া প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন করুন।

বহুকাল পর্য্যন্ত দিনাজপুর সদর ষ্টেসনের প্রায় ২৫ ক্রোশ পশ্চিমে নেকমর্দ্দন নামক স্থানে একটী প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া আসিতেছে। ঐ মেলাটী বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া ৭।৮ দিবস থাকে। কিন্তু এবার শান্তিরক্ষকদিগের অদূরদর্শিতা দোষেই ৪ দিবস মাত্র মেলা হইয়াছিল। মেলার কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে আরম্ভ না হইতেই একদা রজনীযোগে মেলা স্থানের নিকট দিয়া কতকগুলি লোক যাইতে ছিল, ঐ সময়ে হরিচরণ মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র রায় ও রাধাশচন্দ্র সান্যাল প্রভৃতি কয়েকজন পুলিষ কর্ম্মচারী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, বন্দুক ও পিস্তল হস্তে উহাদিগকে এই বলিয়া আক্রমণ করেন "তোম লোক হাত্‌কা লাঠি ছোড়, নেহিতো জান যাগা।" তাহারা উক্ত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলিষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, পুলিষ কর্ম্মচারিগণ উত্তর করিলেন "হাম লোক্ তোমলোককা বাবা হায়"। তাহারা ইহার প্রত্যুত্তরে বলিল "হামলোক্ বি

তোমরা লোক করিতে চায়।" ইহাতে ইনস্পেক্টর মহাশয়েরা উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে আজ্ঞা দেন, কিন্তু উহারা আত্ম রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে এরূপে আক্রমণ করে যে, তাহাতে ইনস্পেক্টর ঈশ্বর চন্দ্র রায় আহত হইয়া একেবারে মৃতপ্রায় হন। কোর্ট ইনস্পেক্টর হরিচরণ মজুমদারও আহত হন। সব ইনস্পেক্টর তারিণীচন্দ্র সান্যাল এই বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ও আপনাদিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া অধিক পুলিসের লোক সংগ্রহ করিবার জন্য গমন করাতে এই বিপদ হইতে রক্ষা পান। এই ঘটনার পর জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট মেকট সাহেব কতকগুলি লোককে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন। শুনিতে পাই তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। এই মেলা সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, কেবল এই মাত্র প্রার্থনা যে, যাহাতে মেলার কার্য্য এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত থাকে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হন। এ জিলার পুলিস দ্বারা সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব অন্যান্য জিলা হইতে অধিক সংখ্যায় পুলিস প্রহরী আনাইয়া শান্তি রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দিনাজপুরের উন্নতি সাধন জন্য রাজ জামাতা ক্ষেত্রমোহন বাবু এবং প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রায় সাহেব, একটী কৃষি মেলা স্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছেন। আগামী ১ লা মে হইতে মেলা আরম্ভ হইয়া ৭ ই মে উহার কার্য্য শেষ হইবে। মেলায় কেবল স্বদেশজাত নানা প্রকার দ্রব্য ও শিল্প জাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইবে এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির নিমিত্ত পারিতোষিক দেওয়া হইবে ইহাতে ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় ৩০০০ টাকা ব্যয় হইবে। যাহারা মফস্বল হইতে স্বদেশ উৎপন্ন দ্রব্য মেলায় আনিবে, তাহাদের পাথেয় ও যে কয়েক দিবস মেলা স্থানে থাকিবে তাহার ব্যয় এবং ঐ সকল দ্রব্য রাখিবার স্থান মেলার কমিটি হইতে দেওয়া হইবে। যেরূপ উদ্যোগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় মেলার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে। মেলার কার্য্য শেষ হইলে পারিতোষিক প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাঠকবর্গকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

দিনাজপুর   বশম্বদ
১৮ এ এপ্রেল
১৮৯১   শ্রীঃ—

আমরা অত্যন্ত আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, গত ৫ ই বৈশাখ ঘাটালের ইংরাজী স্কুল সংস্থাপন কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে জমীদার মহাজন এবং অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই স্কুলের স্থাপনকর্ত্তা ঘাটালের সুযোগ্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী চরণ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু সেন মহাশয় স্কুলের নিয়মাবলী পাঠ করিলে পর শ্রীরাম পালিতের প্রস্তাবানুসারে ঘাটালের প্রধান মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন কুণ্ড মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়। অনন্তর এই বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় (ওভরসিয়র) ইংরাজীতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। পরিশেষে শ্রীরাম পালিত বাঙ্গালা ভাষায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলে পর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

এক্ষণে এই স্কুলে ৮০টী ছাত্র হইয়াছে। দুইজন ইংরাজী শিক্ষক ও একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। বালক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে আরও শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান না করিলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্কুলের স্থায়িত্বের সম্ভাবনা অল্প, কারণ পূর্ব্বে একবার এই নিমিত্তই স্কুল উঠিয়া গিয়াছিল।

এবার দয়াবান গবর্ণমেণ্ট স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১২০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন, এবং মাসিক সাহায্য প্রদান করিবেন বলিয়া আশা দেওয়াতে সাধারণে কিছু কিছু চাঁদা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে ইনস্পেক্টর ডাং, এম, মার্টিন সাহেব মহোদয়ের নিকটে প্রার্থনা এই, তিনি শীঘ্র সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে চির বাধিত করুন।

ঘাটাল
১১ ই বৈশাখ   শ্রী শ্রীঃ—
১২৯৮

মহাশয়! ঘাটালের অনতিদূরে সাঁত্রা গাছী নামে এক পল্লীগ্রাম আছে। সোমপ্রকাশ পত্রিকাতে এই গ্রামের বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে কখন কখন পত্রাদি প্রকাশ হইতে দেখা যায়। তন্নিমিত্তই আপনাকে এই গ্রামের হিতাভিলাষী স্থির নিশ্চয় করিয়া কিছু অধিকতর আশ্চর্য্য সমাচার দিতেছি। যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানিকে আপনার সমাচার পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দেন, তবে পত্রপ্রেরক আপনার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে।

অনেক বৎসরাবধি এই গ্রামের ভদ্রবংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণ জমীদারগণ সাধারণ লোকের অর্থ ও শারীরিক পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গ্রামের সমস্ত লোকের অভিমতে বারইয়ারি পূজা করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা এই পূজা উপলক্ষে বিদেশীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের যথাবিধি সমাদর, স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত সদালাপ, মনোহর মূর্ত্তি, শিল্প ও কৃষি জাত দ্রব্য প্রদর্শন, পুরাণ ও ইতিহাস বর্ণিত পুরুষগণের আলেখ্য প্রদর্শন, দীন দুঃখিদিগকে আহার ও পরিচ্ছদ দান ইত্যাদি সৎকর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ আমোদে বৎসরের কয়েক দিবস অতিবাহিত করিতেন। যাহা হউক, তখন কেহই স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, এত অল্প দিনের মধ্যে এসকলেরই সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিবে। এক্ষণে নব্য দলের প্রতি পূজাদির ভার অর্পিত হওয়াতে তাঁহারা সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। বিদেশস্থ দর্শকগণ দ্বারা অপমানিত হইয়াও আপনাদের নীচাশয়তার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পূজা মঙ্গলবার আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তিভাবে পূজা কতদূর হয়, বলিতে পারি না। কিন্তু পৌত্তলিক ভাব সহিত যত প্রকার কুপ্রথা আছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটী হয় না।

পূর্ব্বে বিদেশীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমাদর করা হইত; একণে সে সমাদর প্রণালী নূতন প্রকার হইয়াছে। তখন খাদ্য দ্রব্য মিষ্টালাপ প্রতিমাদর্শন প্রভৃতি দ্বারা সকলে সমাদৃত হইতেন, একণে নব্য দল সে বিধির পরিবর্ত্ত করিয়া কোন বিদেশস্থ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বেই কাহারও বৈঠকখানা কাহারও বা বাগানে আড্ডা প্রস্তুত করেন। মদ্য মাংসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদেশ প্রেরিত হয়। গত বৎসর মদের অধিক প্রয়োজন হওয়াতে বারইয়ারি তলার নিকটেই একটি শুঁড়ির দোকান স্থাপিত হইয়াছে। একণে পাপাচারী মাতাল সকল পূজাস্থানে উপস্থিত ধর্ম্মপরায়ণা কামিনীগণের প্রতি যে কত প্রকার অত্যাচার করিবেন তাহা বলা যায় না। এবার পুরাণ বা ইতিহাস বর্ণিত বীর পুরুষগণের পরিবর্ত্তে এরূপ জঘন্য সঙ্ প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে দুরাত্মাদিগেরও লজ্জা বোধ হয়। দীন দুঃখিগণকে আহার ও পরিধেয় বিতরণ না করিয়া একণে যে যত কুকর্ম্ম করিতে পারে, তাহারই তত প্রশংসা করা হয়।

সম্পাদক মহাশয়! আমি নব্য দলের দুষ্ক্রিয়া ও নীচাশয়তার বিষয়ে এত বলিলাম বটে, কিন্তু ইহাতে তাহার এক চতুর্থাংশও বর্ণিত হইল না। পূর্ব্বের ভাল বিষয় সকল মন্দ বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে সকলে মূর্খ ছিল, একণে সকলে লেখা পড়া শিখিতেছে, সুতরাং বারইয়ারি পূজা উঠিয়া যাইবে এই আশা করা যাইতে পারে। সাঁতরাগাছিতে লেখাপড়ার কি বিপরীত ফল ফলিল? ভাল ছিল মন্দ হইল। কি আশ্চর্য্য।

একান্তবশম্বদ
শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত।

-:o:-

রাজপুতনী বধূ।

"অই! বাজে ডঙ্ক, শব্দ কামানের ঘোর!
সমর উল্লাসে যেন কাঁপিল মেদিনী!
উড়িছে পতাকা, ঝলসিত তলবার,
তার প্রভা নৃত্য করে যেন সৌদামিনী
ঘুম অন্ধকারে সমস্তুতঃ ব্যাপ্ত ধরা,
প্রাবৃট গগনে জলধরের উদয়,
এখনি পড়িবে রক্ত বরষার ধারা,
তিতিবে ভূমিতা বধূ ধরার হৃদয়।"
এই রূপে চিতোরের রাণার কুমারী
বসি একাকিনী তাহে উৎসাহিত মনে,
এক দৃষ্টে চাহিয়া সমর ভূমি দিকে,
গেছে প্রিয়পতি মুসলমান সহ রণে।
আহা! কিবা রূপ, রমণীর শিরোমণি,
চিত নাহি ভুলে যারে একবা দেখিলে,
কোথায় উপমা? কে একক আছে হেন,
যাহে তার গুণ রূপ সমবেত মিলে?
বদনে সুধাংশু আর নয়নে খঞ্জন,
কেশেশে ময়ুর বৃষ্টি, পল্লব অধরে,
রদনে মুকুতা পাতি, শিরে চন্দ্রক,
বাহুতে মৃণাল, আর নবদল করে,
বক্ষে দুই গিরি, কটি কেশরী সমান,
পদযুগে পদ্মদল, পুলিন জঘনে,
বচনে অমৃত, গমনেতে হংস যেন,
শক্তিতে জানকী যেন পতিব্রতা মনে—
পুরাণ উপমার তবু সব ছিল,
প্রাচীন দর্শিনী এই রমণী ভূষণ;
অধিক, সতেজ চিত, যাহা রাজপুতে,
সহজ; অনল যেন আতপ যেমন।
নববিবাহিতা সম্ভোগ নাহি জানে,
কারে বলে প্রেম, কারে কয় কাম বাণ,
বিরহ দহন কি বা, সম্ভোগ কি রূপ,
বসন্ত, বরষা, শীত সকলি সমান।
দারুণ যবন দল পিশাচের প্রায়,
ঘেরিয়াছে চিতোর নগর চারি সীমা,
এত দিনে বুঝি চির স্বাধীনতা যায়,
বুঝি লুপ্ত হয় উচ্চ ক্ষত্রিয় মহিমা।
কে জানে যুদ্ধের গতি? কে হইবে জয়ী
তার প্রতি সদা দেবী হবে কৃপাবতী?
বীর্য্যবান্ কম সেই সদা নাহি জিনে,
তাই বসি এক একবার ভাবে সতী।
তাকে সহচরীগণে এসো আর সবে!
শুনেছ শত্রুর দিকে আছে কত বল?
কত তোপ, কত গোলা, পটিশ, বন্দুক,
কত পদাতিক তার, কত অশ্বদল?
যবনেরা দৈত্য, গুরুজন মুখে শুনি,
নাহি মানে বিপ্র, দেব, নাহি ধর্ম্ম মানে,
না মানে গো মাংস নাহি মানে সাধ্বী সতী,
আগম পুরাণ কথা নাহি শুনে কাণে।
এমন যবন সহ বীরের হৃদয়,
দলিতেছে পদে; আর কি বা আছে পরে,
সবে প্রভাকর সূর্য্যদেব নিজবংশে,
বসি নিজবংশে নাশ বিলোকন করে,
রাজপুত সহজে না ছাড়িবে সংগ্রাম,
বুঝিবে করিয়া একেবারে প্রাণ পণ,
যায় যাক ধন প্রাণ, না যাইবে মান,
যথা ভবানীর মনে আছেক যেমন।
কর সখিগণ! এবে চিতা আয়োজন,
নরপতি মোর যদি পড়ে এই রণে,
ছাড়িব এদেহ আর ইহে নাহি কাজ,
সেবিব প্রভুর পদ অমর ভবনে।
বলিতে বলিতে সেই রমণীর পতি
আসি উপস্থিত হল যথা বিনোদিনী,
ভুজ পাশে প্রিয়জন গলদেশ বাঁধি,
চুম্বিল যতনে, যেন ভুজঙ্গ কমলিনী।
চমকিয়া উঠে রামা, কহে কর ধরি,
হৃদয়ের নাথ! এবে কি সম্বাদ বল?
আইলে কি সংগ্রামে করিয়া জয়লাভ?
তব বলে জ্যোতিঃ কি ব্যাপিল ভূমণ্ডল?
আর আর যত রাজপুত বীরগণ,
কে কেমন যুঝিল হে কহ ত্বরা করি,
এখন যে কামানের মুখ ভয়ঙ্কর
ক'রেছে গর্জ্জন আসিবার দুর্গোপরি?
রমা প্রতি তার পতি, অয়ি বরাননে!
এবার তুমুল রণ ঘটিয়েছে শেষ,
যুঝিছে যবন যেন রাক্ষসের পাল,
বুঝি না রাখিবে রাজপুত বংশ লেশ!
আমাদের বীরগণ করিছে সমর,
কাটিকে পড়িছে যেন শেফালীর ফুল,
মারিছে, মরিছে, তারা দুর্জ্জয় হুঙ্কার,
কে কবে দেখেছে হেন সংগ্রাম তুমুল?
আমি আসিলাম চলি, ভাবি এই মনে,
মরেতে উদিত তুলসের চাঁদ মোর,
কোথায় মরিব আমি মরণের কালে?
পিয়া সুধাপান করি তইয়া চকোর।
পরিণয় পরে কুলপতি নিদেশে
এক রাশি অকালে না করেছ গমন,
তোমার ললাটে বল হয়েছে সন্তুষ্ট,

কি বলো? কোথায় গিয়ে [illegible] বিলম্ব?
চল দেখি [illegible] যাই, চল ত্বরা করি,
চল জয়পুরে, যথা [illegible] আলয়,
যা কুমার [illegible] কিম্বা মরে,
তোমার [illegible] না করে বিলম্ব।
[illegible] জ্বালা,
তোমার [illegible] ধন,
কি [illegible] প্রিয়ে মোর সুখভোগে
[illegible] করিব অনুক্ষণ।
[illegible] প্রফুল্ল মদন,
[illegible] গাঁথি কুসুমের হার
মল্লিকা, মালতিকা, মাধবিকা মনোহর,
[illegible] প্রিয়ে তোরে দিব উপহার।
আপন থাকিলে চারু সরসীর তটে
সুশীতল তরু ছায়ে বসিব দুজন,
সলিলে দেখিব আপনার প্রতিরূপ,
[illegible] তোরে করিব যাজন।
বরষায় পয়োধর গগন ছাইবে,
রাখিব তোমায় বিধুমুখি! কোলে করি,
হেরি সৌদামিনী তুমি ঘোর বজ্রনাদ
সভয়ে করিবে আলিঙ্গন গলা ধরি।
শীতাগমে তোমারে রাখিব বক্ষস্থলে
[illegible] প্রিয়ে! করি উদ্দীপন
জাগিব তোমারে, হয়ে রহিব মিলিত
এক কোষে দুই দল চারু যেমন।
[illegible] বলি, উঠ প্রিয়ে! বিলম্বেতে দোষ,
[illegible] ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার,
করহ পুরুষ বেশ, তুরঙ্গে আসন,
[illegible] বহু কর পরিহার।
[illegible] বাক্য পতির বচন,
[illegible] কি [illegible] তার নাহি স্থির,
[illegible] আশা সুখ পানে,
[illegible] শরীর,
কি [illegible] কি [illegible] ছাড়ি?
[illegible] প্রাণ,
রাজপুত [illegible] লজ্জিয়া,
[illegible] পলায়?
ধিক্ [illegible]! ধিক্! [illegible] ধিক্!
ধিক্ [illegible] তোমার জনম
মানুষ [illegible] কেন আইলে [illegible]
চরিতে [illegible] অধম?
[illegible] প্রসূতা [illegible] জীব,
তথাপি তাহার কাছে যদি কেহ যায়,
কি জানি, লইবে বুঝি প্রিয় শিশু কাড়ি,
অমনি ক্রোধে অন্ধ হয়ে তার প্রতি ধায়;
না মানে গর্জ্জন, গদা, অসি, শর, ধনু,
শিশু বাঁচাইতে করে নিজ প্রাণপণ,
ওরে রাজপুত! পশু জাতির এ রীত,
তুলনায় ব্যবহার তোমার কেমন?
চিতরের মধ্যে হাতে উড়িছে পতাকা
যবনের; ইসলামের জয়ধ্বনি কাণে;
ঘর, [illegible], প্রাণ, প্রাকার, সম্পদ,
[illegible], সর্ব্বনাশ সহিতেছে প্রাণে?
লোকে কয়, অধম উত্তম সহবাসে
যদি [illegible] লভে উত্তমতা;
চারি পার্শ্বে [illegible] মহাবল বীর,
তথাপিও তুমি নাহি শিখিলে বীরতা?
[illegible] সিংহ! রাজপুত বেশধারী!
[illegible]! দুষ্ট হৃদয়!
[illegible] কুলাঙ্গার ওভুত,
এই কি তোমার [illegible] সময়?
পিতা দিল তোমারে, এ দুরদৃষ্ট মম,
[illegible] কভু না হবে তোমার,
[illegible] যেহ জন
কদাপি আমারে না করিবে অধিকার!
সখীগণ! [illegible] করেছে প্রস্তুত?
[illegible] দেহ বিসর্জ্জন,
কাপুরুষ [illegible] নাম না লইব আমি,
যথা [illegible] করিব গমন।
এই বলি, [illegible], তাজি সাজী রবি
ফেলি অলঙ্কার, [illegible] কেশ,
প্রজ্বলিত [illegible],
[illegible]!

[illegible] কাব্যনাথ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]	
জঙ্গলবাড়ী	১০ টাকা
„ „ বাঞ্ছারাম চৌধুরী	
মণ্ডপী	[illegible] „
„ „ কিশোরীমোহন [illegible]	
সিরাজগঞ্জ	১৩ „
শ্রীযুক্ত মুন্সি [illegible]	
কৌশগ্রাম	৭ „

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৷০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, [illegible] চিঠি, মনি-অর্ডর, নোট ও ষ্ট্যাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের ও [illegible] টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। [illegible] পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোনারপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সে পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর [illegible] আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২৬ সংখ্যা।

প্রথমমলং প্রজ্ঞানিশ্চিতায় পার্থিবঃ সংক্ষমো অনিমন্ত্রণী ন যাচনাং

মাসিক মূল্য ১, এক টাকা }
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা }
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৬ টাকা }

সন ১২৭৮। ২ রা জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭১। ১৫ ই মে

{ মফস্বলে মাশুল সমেত বা
{ র্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭,
{ ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামচরণ বড়াট কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বহুদিনের পুরাতন জ্বর, কাশ, বাতব্যাধি প্রমেহ প্রভৃতি উৎকট উৎকট রোগের নানাবিধ মহৌষধ এবং পক্কতৈল সকল অকৃত্রিমরূপে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, বোষপুকুরে হরিঘোষের ষ্ট্রীটে ৭৬ নম্বর ভবনে লোক পাঠাইলে অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

আগামী নবেম্বর মাসের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে যে বালক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবেক তাহাকে ২৫ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

কাশীপুর নিবাসী বদান্য শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই পারিতোষিকটী প্রদান করিবেন। তিনি এই বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, কারণ, তাহা হইলে পরীক্ষার্থীরা এই সময় হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনাতে মনোনিবেশ করিতে পারিবেক, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাদ্বারা বালকদিগের যোগ্যতার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ইহা প্রার্থনীয় যে যাহারা উপরি উক্ত পরীক্ষায় বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইবেক, বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ পারিতোষিক বিতরণ পূর্ব্বক তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

কলিকাতা }
১২ ই মে }
১৮৭১ }

এচ উড্রো।
মধ্যবিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর।

ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত টীকার সহিত শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, প্রণীত। শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। পটলডাঙ্গা সেখ আবদল দিগের দোকানে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

১৯ এ বৈশাখ }
নং ৫৫ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরি } সেখ আবদল

শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী ও গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর রাজপুরের বাজারে যে ডাক্তারখানা ছিল, তাহা এবং তদন্তর্গত সমুদায় দ্রব্যাদি আমি ১২৭৭ সালের ১১ এ পৌষ ক্রয় করিয়াছি। পূর্ব্বকার ডাক্তার শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকটে ঔষধের দরুন যাহার যে কিছু দেনা আছে, তাহা আমার নিকটে দিয়া রসিদ লইবেন। আমার স্বাক্ষরিত রসিদ ভিন্ন টাকা দিলে সে টাকা না মঞ্জুর হইবে।

হরিনাভি। শ্রীপ্যারীমোহন দেব।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কসন, ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট ছাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল

কাচার ব্রিক।

কাচার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেজক টাইল এবং কাচার ব্রিক প্রভৃতি হইয়াছে, আবশ্যক হইলে কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য ক দিবেন।

কলিকাতা }
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন

ঘোষ কৃত"
বিশেষ বিবরণ" স্কুলবুক সো
কাইটি এবং ঢাকা কালেজের
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র
নিকট বিক্রীত হইয়া থাকে
অধিক পুস্তক ক্রয় করিলে
বুক সোসাইটীর নিকট ও
সুলভে, এবং শ্রীযুক্ত কৈ.
শের নিকট শত করা ১৫
কমিসন পাইবেন।

সুবিখ্যাত সংস্কৃত
পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুর্য্যে ব্রা
ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ প্রণ
নীত ও সংপ্রচারিত নি বে।
বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত
শ্রীসইতিহাস

[illegible] ব্যাকরণ		আনা
[illegible]সার (১ ম ভাগ)	৷৵০	ঐ
[illegible]সার (২ য় ভাগ)	৷৵০	ঐ
প্রচারিত।		
[illegible]	৳	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

[illegible] শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত [illegible] উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ [illegible] সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে [illegible]তেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

[illegible] যন্ত্রের পুস্তকা[illegible] } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টো
[illegible] ১১ নং বাটী } পাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

— ০০০ —

[illegible]রা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকা[illegible] বিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি [illegible]হারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা [illegible]র নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া [illegible] পত্রে জেলার নাম লেখা [illegible]ন কোন স্থলে উহা নিতান্ত [illegible]লিখিত হয়। এ নিমিত্ত কার্য্যের [illegible] হয় এবং আমরা সোম[illegible] সময়ে প্রেরণ করিলেও এই [illegible]উহা সকল সময়ে যথাস্থানে [illegible]না।

[illegible] } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

———

[illegible] বিক্রয়ার্থ আছে:—

[illegible] স্থান		আন্দাজ
[illegible]	ঐ	১১০ বিঘা
	ঐ	৬০ কাঠা
[illegible]	ঐ	১২০ বিঘা
[illegible]	ঐ	১২০ বিঘা
[illegible]	ঐ	৩০ বিঘা

[illegible] মিত্র [illegible] [illegible] কোম্পানির নিকটে [illegible]

———

[illegible] ইংরাজী ও বাঙ্গলা [illegible] নং [illegible] আফিসঘরানি [illegible]

পদার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। পদার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৬। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ভাদ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর. ডি. বসু এণ্ড কোং
মিশন রো কলিকাতা।

অভিনব কাব্য চন্দ্রালিনী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ।০, কবিতা পরিচয় ১ ম ভাগ ৵০, ২ য় ভাগ ৵১০। শিশুমানসিকোদ্যাবলী। ৵১০।

২৩।১০।৭৭ } শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়
ভূকৈলাসস্থ রাজবাটী।

———

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনু বাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহক দিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } কলিকাতা বটতলা

———

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি. কর্তৃক নূতন
পুস্তক।
মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার [illegible] করিলেন শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যা য়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

———

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা শিক্ষণদের পীড়া। মূল্য ২॥ টাকামাত্র। উক্ত

পুস্তক কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৭৭ নং [illegible] প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে।

———

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ৫ ই মে।

স্থানের নাম	গড় জলের গভীরতা ফুট	ইঞ্চি
মোহানার	৩৩	
অথবা হইতে [illegible]পুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৬	
[illegible]পুর হইতে বহরমপুর		
৭৭ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪১ মাইলের মধ্যে	৩	৬

সন ১৮৭১ সালের ৮ ই মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৩	

বহরমপুর ৮ ই মে ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত [illegible] এক্‌জি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোক[illegible] ডিবিজন

আমার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র শ্রীভু বন মিত্র ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার অজ্ঞাতসারে যেন কেহ তাহাকে স্থানদান না করেন।

মোং [illegible] } শ্রীবেণীমাধব মিত্র।
১১ ই মে। ১৮৭১

———

কোন বিশেষ কারণবশতঃ জ্ঞানদীপিকা সভার পুস্তকালয় কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল।

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিক্রয়ের জন্য।

খাঁটি সরিষার তৈল

ঐ ঐ ১ এক ঘোষ

বেঙ্গল অয়েল কোং কলে

নং ১০ কাশীমিত্রের ঘাট চিৎপুর রোড

—০০০—

সোমপ্রকাশ।

২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি, স্থানান্তরে শ্রীযুক্ত রামাচরণ বরাটের ঔষধের বিষয়ে যে বিজ্ঞাপনটী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। এদেশের যে কয়েকজন বৈদ্য এক্ষণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া চিকিৎসা করিতেছেন, রামাচরণ বরাট তাহার মধ্যে একজন। ইনি সুচিকিৎসক, ইহাঁর কৃত ঔষধগুলি অকৃত্রিম। ঔষধ অকৃত্রিম বলিয়াই ইনি চিকিৎসায় যশোলাভ করিয়াছেন।

—:০:—

এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া এক জন পত্রপ্রেরক একখানি পত্র লিখিয়াছেন, স্থানান্তরে উহা মুদ্রিত হইল। পত্রপ্রেরক সব আসিষ্টান্ট সরজনদিগের প্রতি যেরূপ দোষারোপ করিয়াছেন, আমরা তাহাতে সম্মত নহি। সকলেই নির্দ্দোষ একথা বলাও আমাদিগের অভিমত নহে। দুশ্চরিত্র ব্যক্তির কিছু দোষ আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। চিকিৎসকের সেরূপ দোষ থাকিলে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, অনেক স্থলে অনেক অনিষ্টও ঘটিতেছে। অতএব তাহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক। পত্রপ্রেরক সংশোধনের যে উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিলাম। প্রজার হিতার্থ তদনুযায়ী অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক।

নীলঘটিত অত্যাচারের পুনরারম্ভ।

মানবজাতি যে সকল গুণের প্রভাবে স্বাধীনতা ও তেজস্বিতাসহকারে সুখে কালহরণ করেন, পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা ইংরাজদিগের সে গুণ অধিক। জর্ম্মণ প্রভৃতি দেশে যত লোক ভ্রমণ করিতে যায়, ইংরাজদিগের ন্যায় কোন ব্যক্তিই মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের একটী বিষম দোষ আছে, তন্নিমিত্ত তাঁহারা ইউরোপের সকল জাতির অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সে দোষ এই "আমরা ভাল বুঝি আমরা যা করি তাই ঠিক, আমরা সকলের প্রধান" এই গর্ব্ব। এই গর্ব্ব থাকাতেই অন্য অন্য দেশের লোকের সহিত তাঁহাদিগের অকৃত্রিম মিত্রতা হয় না। যে জর্ম্মণীর নিমিত্ত ইংলণ্ডের অন্ততঃ তিন শত কোটি টাকা ঋণ হইয়াছে, সেই জর্ম্মণীয়েরাই মনে মনে ইংরাজদিগের উপর চটা। ইংরাজেরা ইহাকে অকৃতজ্ঞতা বলিয়া থাকেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এটী অকৃতজ্ঞতা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটী বিশেষ কারণ আছে। তাহা এই, ইংরাজেরা উপকার করিয়া তাহা এরূপে স্মরণ করাইয়া দেন যে, অনেক সময়ে উপকৃত ব্যক্তি উপকার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পরিতাপ করেন। ইংরাজেরা আপনাদিগের দোষ বুঝিতে পারেন না এমন নয়, তাঁহারা ইহা স্বীকারও করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের উল্লিখিত স্বভাব দোষ এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাঁহারা কোনক্রমে তাহা পরিত্যাগ করেন না। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই আমাদিগের বক্তব্য পরিস্ফুটরূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। লোকের অমতে করগ্রহণ করাতে আমেরিকা স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীয়মান করেন। আমেরিকার ইদানীন্তন বাসিরা ইংরাজজাতির শাখা বিশেষ। এক শত বৎসর হইল বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইংলণ্ডের প্রতি আমেরিকার দ্বেষভাব দূরগত হয় নাই, উহারা পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডকে অধিক ঘৃণা করে। আমেরিকাবাসিরা অদ্যাপিও বঙ্কর পর্ব্বতের যুদ্ধ দিবসকে মনে করিয়া দেন, কিছুতেই ইংলণ্ডকে ভাল বাসিতেছেন না। ইংলণ্ড ইহা বিলক্ষণ জানেন। লার্ড চাথাম, বর্ক প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া গিয়াছেন কোন জাতিকে তাঁহাদিগের অমতে শাসন করা উচিত নহে। ইংলণ্ড যখন আমেরিকাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন কার্য্যতঃ এই নিয়ম স্বীকার করা হইয়াছে। এ সমস্ত প্রমাণ দেদীপ্যমান থাকিতেও ইংরাজ জাতি আপনাদিগের অভ্যস্ত পদবী পরিত্যাগ করেন না। আমরা যে নিমিত্ত এই সকল কথা কহিলাম নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে:—

দশ বৎসর অতীত হইল, নীলকরের সহিত প্রজার ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হয়। নীলকরেরা যে অতিশয় অত্যাচার করিতেন তাহা নীল কমিসন সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করেন। অনেক নীলকুঠী বন্ধ হয়। অবশিষ্ট নীলকরেরা পূর্ব্বতন অত্যাচার ত্যাগ করিয়া পরিশ্রমের যথার্থ মূল্য দিতে আরম্ভ করেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, নীল ঘটিত অত্যাচার চিরকালের মত দূরগত হইল। কিন্তু তাঁহাদিগের এক্ষণকার ব্যবহার দেখিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে, সেটী আমাদিগের ভ্রম। তাঁহারা আপনাদিগের অবলম্বিত পথ পরিত্যাগ করিবার লোক নহেন। পীড়াপীড়ি পড়িয়াছিল, তাঁহারা শিথিলযত্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেন নাই। পূর্ব্বতন পদবীতে অধিরূঢ় হইবেন, তাঁহাদিগের বরাবর এই সঙ্কল্প ছিল। আমরা অনেক স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি নীলঘটিত অত্যাচার পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে। এপর্য্যন্ত শ্যামচাঁদ দেখা দেন নাই বটে, কিন্তু পূর্ব্বতন শৃঙ্খলে বাখিল বন্ধন, দাদন,

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও নীলকরগণের অত্যাচার আবির্ভাব হইতেছে। ত্রিহুতের নীলকরেরা ১৮৬০। ৬১ অব্দে ভাল মানুষ বলিয়া পরিচিত হন, কিন্তু তাঁহারাও নদীয়া ও যশোহরের নীলকরের দোষ স্পর্শ করিয়াছে; পরিশ্রমের যথার্থ পুরস্কার দেওয়া নাই। বেহারের কৃষকেরাও সন্তুষ্ট নয়। বেহারের নীলকরেরা কষ্টভোগ করেন নাই, তাঁহাদিগের অত্যাচার বরং শোভা পাইতে পারে। কত ধানে কত চাউল তাহা নদীয়া ও যশোহরের নীলকরেরা বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা এত কষ্ট ভোগ করিয়াও যে পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্ব পথে গমন করিতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট কোন যোগ হয় নাই বটে, কিন্তু অসন্তোষের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে এখনও ধাতুনিস্রাব হয় নাই যথার্থ, কিন্তু অভ্যন্তরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধাতুবিকার সম্পাদন করিতেছে। নীলকরগণ কি ভাবিয়াছেন? তাঁহাদের জানা উচিত ১৮৫৮ অব্দের বঙ্গদেশের সহিত ১৮৭১ অব্দের বঙ্গদেশের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। এক্ষণে সাধারণ মত ও জাতিসাধারণ একতা আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। উপবিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে কৃষ্ণবিহারী বাবুরা দুর্লভ নহেন। ১৮৬০ অব্দের ১০ আইনের বলে যেমন নদীয়া ও যশোহরের কারাগার কয়েদীতে পূর্ণ হইয়াছিল এক্ষণকার দিনে তাহা হইবার যো নাই। যে সকল লোক হইতে তখন নীলকরদিগের পক্ষ হয় তাঁহাদিগের অনেকে এখনও জীবিত আছেন; নীলকরেরা পুনর্ব্বার অত্যাচার করেন, প্রতিফল পাইবেন সন্দেহ নাই, নীলের চাষ বন্ধ হয় আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নয়। তবে যদি ইহা হয় নীলকরদিগের দোষে হইবে। তাঁহারা সৎ পথে চলুন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সিবিল সর্বিস কমিসনরদিগের
নূতন অনুগ্রহ!

সিবিল সর্বিস কমিসনরগণ কয়েক বৎসরাবধি আমাদিগের বিরাগভাজন হইয়াছেন। এ বিষয়ে সমুদায় ভারতবর্ষ একমত। কিন্তু বিচারপতি ফিয়ার বলেন, উক্ত কমিসনরদিগের তুল্য পক্ষপাতশূন্য লোক নাই। ফল দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যদি ন্যায়ানুগত হয় তাহা হইলে আমরা ফিয়ার সাহেবের মতে মত দিতে পারি না। পরীক্ষার সময়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেও কমিসনরগণ ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থিকে অগ্রাহ্য করেন, আমরা একথা বলি না। এ বিষয়ে তাঁহারা অপক্ষপাতী সন্দেহ নাই। আমাদিগের অভিযোগ এই যে যাহাতে বহুসংখ্য ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিসে প্রবেশ করিতে না পারেন তাহা এখানকার ইউরোপীয়দিগের ন্যায় কমিসনরদিগেরও অভিপ্রেত। কেবল আমরা এই কথা বলিলে এক দিন আমাদিগকে ভ্রান্ত বলিলে চলিত; কিন্তু যে সকল এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহারা এবং মধ্যে মধ্যে দুই একজন অপক্ষপাতী ইংরাজও বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থি দলের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করা কমিসনরদিগের একান্ত অভীষ্ট। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দিবেন না; বি, এ, পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে গেলে সময় অতীত হয়; অল্পমাত্র শিখিয়া ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থিদিগকে ইংলণ্ডে যাইতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত যত লোক পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা সুখে বসিয়া শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছেন। কমিসনরদিগের বয়োনিয়মের উদ্দেশ্য কি? যথার্থ উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য লোকে যাহাতে সিবিলিয়ান হইতে না পান, নিয়মের কি সেই উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে না? কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডে বয়সের নিয়ম নাই, কিন্তু প্রতিবৎসর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই পরীক্ষা দিতেছেন।

এ ত পুরাতন অভিযোগ নূতন করিয়া বলা গেল। কিন্তু কমিসনরগণ আর এক বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে পরীক্ষকগণ কোন কোন বিষয়ের অনেক নম্বর কাটিয়া লন। তাঁহারা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে প্রণালীতে সিবিলিয়ানদিগের পরীক্ষা হয় তাহাতে অল্প বিদ্যা ধরা যায় না, অতএব অংশ বহিষ্কৃত করা হয়। কিন্তু কাহার দোষে এ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে? কমিসনরগণ ১৮৬৯ অব্দে বলিয়াছিলেন অঙ্কের বিষয়ে কর্ত্তন করা চলে না, অতএব এ বিষয়ে নম্বর কমান উচিত নহে। তখন কোন এতদ্দেশীয় অঙ্কশাস্ত্রকে প্রধান অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা দেন নাই। ফলতঃ বাবু আনন্দমোহন বসুর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় পরীক্ষার্থিগণ অঙ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই, কমিসনরগণও চুপ করিয়া ছিলেন। আনন্দমোহন বসু গত এক অঙ্কে ৮০০ নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য বলিতে কি? অঙ্ক এক প্রকার আশ্রয় করিয়াই তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে ছাতুর হাঁড়িতে লাঠি পড়িয়াছে। ১৮৬৯ অব্দের কথা বিস্মৃত হইয়া এবার কমিসনরগণ হঠাৎ নিয়ম করিয়াছেন অঙ্ক হইতেও সংখ্যা বাদ দিবেন। আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। অঙ্ক হইতে নম্বর বাদ দেওয়াই ত ভুল দোষ, ইহার যাথার্থ্য কমিসনরগণ আপনারাই স্বীকার করিয়াছেন। আবার পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া পরীক্ষার অনতিপূর্ব্বে এই নিয়ম করাতে অনেকের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিবে। আমরা শুনিয়াছি এবার অন্ততঃ দুই জন ভারতবর্ষীয় অঙ্ক

পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন তাঁহা দিগের প্রতি কি অবিচার করা হইতেছে না?

—:০:—

এক্তিয়ারবিহীন বিচার।

গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফিয়ার মাক্‌ফার্সন ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমীর খাঁর মকদ্দমা উঠাইয়া আনিবার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আডবোকেট জেনরল যে এই মত প্রকাশ করেন প্রধানতম বিচারালয় মফস্বল আদালত হইতে আপনারা বিচার করিবেন বলিয়া কোন মকদ্দমা তুলিয়া আনিতে পারেন না, সে মত গ্রাহ্য হয় নাই। উক্ত বিচারপতিগণ এই কথা বলেন, পাটনার সেশিয়ন জজ বিচার করিলে বিচার যথার্থ হইবে না তাহার কারণ কি? অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কৌন্সেল তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট অবিচার করিতে অনুরোধ করিবেন, এবং পাটনার সেশিয়ন জজ সেই অনুরোধ অনুসারে অবিচার করিবেন এই আপত্তি না হইলে বিচারপতিগণ কি সন্তুষ্ট হইবেন না? একথা কোন ব্যক্তি বলিতে পারিবেন? যে দিন বিচারপতি ফিয়ার স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন সামান্য মকদ্দমা বাক্তের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট এই মকদ্দমার যোগাড় ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব বিশেষ সতর্কতা সহকারে ইহার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য। এক জন মফস্বলের সিবিলিয়ান সেশিয়ন জজ দ্বারা কি সেবিচার হইবার সম্ভাবনা আছে? জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রতিবাদিগের কৌন্সেলের আইন সংক্রান্ত যুক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। সেশিয়ন জজ যে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? আমরা পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছি এখনও তাহাই বলিতেছি, দোষ সপ্রমাণ হউক, গুরুতর দণ্ড হউক, ইহাতে আমরা অসন্তোষিত নহি। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির উপযুক্ত বিচারপতি দ্বারা বিচার হওয়া একান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে আপত্তি করিলেন কেন? এই আপত্তি করাতে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। ইহাতে অজ্ঞ লোকেরা বিচারপ্রণালীর উপরে সন্দিহান হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই আপত্তি করিয়া ভাল কাজ করিলেন না। ফলতঃ আমীর খাঁ ঘটিত মকদ্দমার প্রারম্ভ অবধি গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের সমুচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন অনুসারে তাঁহারা যে সে ব্যক্তিকে হাজতে রাখিতে পারেন বটে; কিন্তু এক জন সামান্য প্রজার প্রতি এ ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের হানি আছে। ক্ষমতা থাকা এক, আর তদনুসারে ন্যায় আচরণ করা আর এক কথা হইতেছে।

—:০:—

কি দৌরাত্ম্য।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে কত কঠোর আইন করিতেছেন, তাহার কতই পরিবর্ত্ত করিতেছেন, কত দুরাত্মার গুরু দণ্ড হইতেছে; কিন্তু দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য কিছুতেই নিবারণ হইবার নহে। গত সপ্তাহে এক দিন প্রত্যূষে আমরা শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া বহির্বাটীর সম্মুখ দ্বারে আসিয়া দেখিলাম, দুটী স্ত্রীলোক ও দুটী পুরুষ দণ্ডায়মান আছে। আমরা তাহাদিগের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উহার মধ্যে একজন পুরুষ কাঁদু কাঁদু হইয়া বলিল, অমুক গত রাত্রিতে তাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটীও ঐ কথা কহিল। আমরা তখন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, ঘটনাটী মিথ্যা নহে। আমাদিগের তাহাতে বিলক্ষণ হৃৎকম্প ও ক্রোধ জন্মিল। ক্রোধের জন্মিবার প্রধান কারণ এই, যেব্যক্তি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, সে প্রবল লোক, আর যাহার প্রতি দৌরাত্ম্য হইয়াছে, সে যার পর নাই দুর্ব্বল।

কি আশ্চর্য্য! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এমন প্রবল প্রতাপ, এমন কঠোর শাসন, ইহাতেও এরূপ ঘটনা! এই অসহ্য অনার্য্য কার্য্য করিয়া অসতেরা যদি অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে ত দুর্ব্বল প্রতিবেশিদিগের বাস করা ভার এবং সমাজস্থিতি বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ অধিকারে আজিও কি প্রবলেরা প্রবল বলিয়া অত্যাচার করিয়া নিস্তার পাইবে? আজিও যে দুষ্টেরা কুকার্য্য করিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছে, আদালতের কার্য্যপ্রণালী, আইনের জটিলতা, মকদ্দমাকারিদিগের অনভিজ্ঞতা ও বিচারপতিদিগের আইনের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্যকারিতা তাহার কারণ। অনেক স্থলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অনভিজ্ঞ লোকেরা আদালতের কার্য্যপ্রণালী ও আইনের অনুগত করিব মনে করিয়া প্রকৃত ঘটনায় মিথ্যার রসান দেয়, যেসকল বিচারপতির নিমগ্ন পাপ ক্ষয় কামনা অথবা যাঁহারা অনুরোধের পরতন্ত্র হন, তাঁহারা ঐ ছল পাইয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করেন, তাহাতে দুরাত্মাদিগের অধিকতর প্রশ্রয় বৃদ্ধি হয়।

—০০০—

উৎকোচ গ্রহণ।

এখন বিচারপতিরা স্বয়ং সাক্ষির জবানবন্দী করেন, স্বহস্তে নথীতে লিখিয়া থাকেন, সকল কাজই প্রায় আপনারা করেন, তথাপি যাহারা মকদ্দমা করিতে যায়, তাহারা এই আক্ষেপ করিয়া থাকে

লোণা প্রভৃতিতে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হয়, আমরাদিগকে তাহার অপেক্ষা অধিক দিতে হয়। এ আক্ষেপ অমূলক নহে। গবর্ণমেণ্ট উৎকোচ নিবারণে উদাসীন নহেন। তাঁহারা ইহার নিবারণার্থ বিলক্ষণ কঠোর নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি নিবারণ হইতেছে না, তাহার কারণ কি? আমাদিগের মতে বিচারপতিদিগের ঔদাসীন্যই ইহার কারণ। তাঁহারা যদি সবিশেষ যত্নবান হন, আমলারা উৎকোচ লইতেছেন কি না, তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান রাখেন, উহার উন্মূলন দুরূহ হয় না। আমরা এতৎসংক্রান্ত যে এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই স্থলেই মুদ্রিত হইল, বিচারপতিদিগের বিশিষ্ট মনোযোগ হইলে উহার নিবারণ যে সহজসাধ্য হয়, এই পত্র খানির দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইবে।

মহাশয়! মুদ্রিত হইল, সাবজজীর সাবেক একজন সাবরেজীষ্টার তমলুক মুন্সেফী বিচারালয়ের উৎকোচ প্রথায় বিরক্ত হইয়া মেদিনীপুরের জজের নিকট আবেদন করেন, জজ সাহেব ঐ আবেদন পত্র পাইয়া স্বয়ং এস্থলে আসিয়া জমাদার দ্বারা সমুদায় সত্য ব্যক্ত করেন, এবং দণ্ড স্বরূপ, সেরিস্তাদারকে কর্ম্মচ্যুত, নাজীরকে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও অপর দুইজন আমলাকে একবর্ষের জন্য কর্ম্মে স্থগিত করেন, তৎপরে সমুদায় নথি আপালতের বিচারালয়ে রিপোর্ট সহ প্রেরণ করেন, সম্প্রতি উক্ত বিচারালয়ের জজেরা ভুল বোধ করিয়া উৎকোচ সংশ্লিষ্ট সমুদায় আমলাকে চিরকালের জন্য কর্ম্মচ্যুত করিয়া, সেরিস্তাদারকে ফৌজদারিতে অর্পণ করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে কি না জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং যে সকল সাবজজাজীর প্রথমতঃ উক্ত ঘটনার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান একব্যক্তির অভাব প্রকাশ আদেশ প্রচার করিয়াছেন, এবং আপনাদিগের বিচারিত নথি গেজেটনামা সহ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তমোলুকের মুন্সেফ বিচারালয়ের বিলক্ষণ পরিষ্কার হইল। মুন্সেফ মহাশয়ও এই উপলক্ষে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, অন্যান্য বিচারালয়ের কর্ম্মচারী এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বিলক্ষণ সাবধান হইবেন, বলা বাহুল্য। ইহাতে সাধারণের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে।

তমোলুক
১২৭৮
২৭ এ বৈশাখ।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

তত্ত্বাবলি। এখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। সেরপুরের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বৈশেষিক মত সঙ্কলন করিয়া সংস্কৃত পদ্যে ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন একই প্রকার। বৈশেষিক মতে পরমাণুর পরস্পর সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি হয়। বিশেষ নামে একটী পদার্থ সেই সংযোগ সাধন করিয়া দেয়। এই বিশেষ পদার্থ স্বীকার করাতেই এ দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার যে পদ্য করিয়াছেন, সেগুলি মন্দ হয় নাই। কিন্তু এখনকার দিনে দর্শন শাস্ত্রের পদ্যে প্রণয়ন সামাজিক পক্ষে আদরণীয় হয় না। আমরা তত্ত্বাবলীর প্রথম দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

অথাতো ধর্ম্মমেবাদৌ ব্যাখ্যাস্যামো বিশেষতঃ।
তত্ত্বজ্ঞান নিদানত্বাৎ তদেব হি বিদুর্ব্বুধাঃ॥
নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়য়োঃ সিদ্ধির্যস্মাৎ।
সধর্ম্মস্তৎ প্রবচনাৎ আম্নায়ানাং প্রমাণতা॥

আমরা প্রথমেই ধর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণ করিব। কারণ ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সেই হেতু লোকে উহারই অন্বেষণ করিয়া থাকে। যাহা হইতে মুক্তি ও স্বর্গাদি লাভ হয়, সেই ধর্ম্ম, বেদে সেই ধর্ম্মের কথা আছে বলিয়া বেদ প্রমাণ।

আমরা তর্কালঙ্কারের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত এই দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। বৈশেষিক দর্শনকার ধর্ম্মের যে লক্ষণ করিয়াছেন তাহা পাঠকগণের গোচর করা আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈশেষিক দর্শন মতে ধর্ম্মের লক্ষণ এই, "যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ" শঙ্কর মিশ্র ইহার এই অর্থ করিয়াছেন, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হয় সেই ধর্ম্ম। তর্কালঙ্কার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সম্প্রদায়বিরুদ্ধ নহে। অন্যান্য টীকাকার ঐ অর্থ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্রের যত দূর উন্নত, শঙ্কর মিশ্র যে অর্থ করিয়াছেন, সেটীও উদার, সূত্রকারের এ অর্থই অভিপ্রেত ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক, এদেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই এমন বিশুদ্ধ উদার ধর্ম্মলক্ষণ সত্ত্বেও সম্প্রদায় দোষে যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ দূরে সদ্ভাব প্রতি বঞ্চিত হইয়া থাকে। উপসংহার কালে প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই এক্ষণে সংস্কৃতের অনুশীলন অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এসময়ে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন অবশ্য প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

২। মহাবিদ্যারাধন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন দশ মহাবিদ্যা লইয়া সংস্কৃতে কতকগুলি গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। গীত ও কবিতা উভয়ই মধুর হইয়াছে। ইহাতে তর্করত্নের কবিত্ব শক্তির পরিচয় হইয়াছে।

৩। রামায়ণ। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ও বিনোদ বিহারী গোস্বামী যাহা অনুবাদ করিতেছেন, এখানি তাহার চতুর্থ খণ্ড।

৪। ফরিদপুর কৌলীন্য প্রথা সংশোধিনী ও কন্যা বিক্রয় নিবারিণী সভার কার্য্য বিবরণ। কৌলীন্য ও কন্যা বিক্রয় প্রথা নিবারণ পক্ষে সভার ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণ যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে সেগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে দুটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইহার শেষভাগে লিখিত হইয়াছে।

৫। স্ত্রীলোকের রচনাবলী। এখানি ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার গত ১২৭৭ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় যে কয়েকটী মহিলা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়াছিলেন, সেই রচনাগুলি সাধারণের গোচরার্থ ইহাতে

পরিবেশিত হইয়াছে। রচনাগুলির যে যে স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ছিল কেবল তাহা ই সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পরিবর্ত্ত করা হয় নাই। আমরা রচনাগুলি পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিলাম। ইহার শেষ ভাগে ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভার ১২৭৭ সালের কার্য্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

৬ ভারত পরিদর্শক — খোদি মাসিক পত্রিকা। ১ লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ভাষা ও প্রস্তাবগুলি মন্দ হইতেছে না।

—:*:—

প্রাপ্ত।

আজকালি নানা স্থানে কুলবিধা বাহিকুল কন্যা বিক্রয় নিবারণের উদ্দেশে নানাবিধ সভা সংস্থাপন এবং উহা যে ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও বহুপাপজনক ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া পুস্তক প্রচারিত হইতেছে কিন্তু এসকল হইয়াও যা কি ফল হইবে। অর্থ লিপ্সা যাঁহাদের অর্থের লোভ নী ... কুলীন কন্যা বিক্রয় বহুবিবাহের ... কন্যার মঙ্গল বিবেচনা করেন না ... যাঁহারা জন সমাজে জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ঐ এবম্বিধ পাপ প্রবাহিণী প্রথার বশবর্ত্তী হইতে এবং অন্য লোককে উক্ত সমাবিধ নিন্দা ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ প্রদান করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন না। তখন তাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিস্মরণ এবং অম্লানবদনে আচরণ করিয়া দেশাচারের পূজা করিতে ত্রুটি করেন না। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? যে আর্য্য জাতি অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করিয়া সতত পাপ কার্য্যে বিরত থাকিতেন, আজকালি সেই বংশোদ্ভব সন্তানগণ লোভ পরতন্ত্র ও তুচ্ছ অর্থের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বিবিধ পাপ পঙ্কে লিপ্ত হইতেছেন। মহাশয়! বলিতে কোন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, না বলিয়াও কোন মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দেখিলাম, কালি যাঁহারা সভা করিয়া কন্যা বিক্রয় বিরুদ্ধে বিবিধ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইলেন, আজি তাঁহারা সেই প্রতিজ্ঞা পাশ মুক্ত করিতে এবং লোক লজ্জা বা ধর্ম্মভয়ে জলাঞ্জলি দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। কালি যাঁহারা উক্ত বিক্রয় অতীব দুষণীয় বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণপরিপূরিত পুস্তক প্রচার করিলেন, আজি তাঁহারা অম্লানবদনে অকারণ প্রমাণে পূর্ব্বোক্ত দোষকল প্রাপ্তির ন্যায় নানাবিধ কন্যা বিক্রয়ের টাকা খাঁটি কি মেকি বিচার করিয়া দিতে এবং বিক্রেতাকে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ উৎসাহ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তখন তাঁহাদিগের সেই শাস্ত্রজ্ঞতা ও ধর্ম্মভীরুতা কোথায় রহিল? ধিক তাঁহাদের কার্য্যে ও ব্যবহারে। আমরা নিয়ত আশা করিয়া আসিতেছি যে এদেশে যতই বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধি হইবে, ততই ধর্ম্মবৃদ্ধি স্ফুর্ত্তি হইবে। ফলতঃ একথাও অস্বীকৃত হইবে কিন্তু সে আশা যে আমাদের ফলবতী হইবে এরূপ প্রত্যাশা আর অন্তঃকরণে বড় একটা উদয় হয় না। কারণ যখন শুল্ক বিক্রয় মহাপাপ কার্য্য বলিয়া যিনি উদ্ঘাটন করিলেন তিনি আবার ঐ কার্য্যে অনুমোদন করিলেন এবং যে ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতগণ ঐ প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়া আবার কন্যা বিক্রয়ের মত আচার ব্যবহার করিলেন, তখন আর সে আশা কোথায়? যাঁহার পুস্তকে ও ... মুখে ... কন্যা বিক্রয়ী ... নরকাঁ ... পুনঃ ... ক্রয়বিক্রয়ী। যঃ কন্যাপালনং ... বিক্রয় যদি বিপদাপন্ন লোকেন ... মনসা ... কন্যা ... পাতকী। যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ঃ ... তে নিরয়ঃ ... সঙ্কুল। ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্র বাক্য সকল সম্বর্শন বা শ্রুতি গোচর হয় তাঁহাদের ঈদৃশ বিসদৃশ আচরণ ... যে কি পর্য্যন্ত দুঃখের বিষয় তাহা বলা যায় না। সম্প্রতি জানেন উক্ত সম্প্রদায়ের লোক ... পুনঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহাদের পক্ষে উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিপালন করণ নিতান্ত ... নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইতেছে। কারণ, অজ্ঞ বা মূর্খ কুকার্য্যে জ্ঞানত পাপ অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তির যে কি পরিমাণে পাপ স্পর্শে তাহা বর্ণনাতীত। তাহা না হইলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীতে কোন প্রভেদই থাকিত না। অতএব তাঁহাদের এরূপ আচরণ যে সর্ব্বাধিক শাস্ত্রাজ্ঞা ও ... কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপসংহারকালে উক্ত পণ্ডিত মূর্খ দিগকে এই বলিতেছি যে তিমির বলদের ন্যায় ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বচনাবলী বহন করিলে কি ফল হইবে। আর এখনো সতর্ক হউন। শাস্ত্রকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। অন্যথা গ-র্দ্দভের ন্যায় নিরর্থক শাস্ত্র বলিয়া ভ্রমণ করিলে কি ফল হইবে?

১২৭৮
৩০ এ বৈশাখ

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ বৈশাখ সোমবার।

... সর্ব্ব সমেত ইংরাজ আছি- লেছেন, আগামী সোমবার তাঁহাদিগের ... করা হইবে। ইংলণ্ডে লোক সংখ্যা ... অনুমানে ... হইয়াছে। ইহা ... আদমসুমারি না ইংলণ্ড দিবেন।

কোলাপুরের রাজার বিধবা রাণীকে পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। রাজা মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করিয়া আইন অনুসারে বিধি বদ্ধ পালন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

লর্ড রিচার্ড ও লেডি টেম্পল কাশীতে গমন করিয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরী সিংহ স্বয়ং রাজকুমার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যে কয়েক দিবস সর রিচার্ড টেম্পল তথায় ছিলেন, সে সময়ে তাঁহার সমুদায় ব্যয় রাজা প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের ছোট আদালতের বাবু নবীন চন্দ্র পালিত পেন্সন লইয়া কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন। তত্রত্য জজ তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। নবীন বাবু একজন সুযোগ্য লোক। বিচার কার্য্যে তাঁহার সুখ্যাতি আছে।

এক জন পত্র প্রেরক আক্ষেপ করিয়া

অনাইদের বাঙ্গালা বিদ্যালয়টীর কিছু মাত্র উন্নতি নাই। সকলেই ইংরাজী স্কুলের প্রতি যত্ন করেন, বাঙ্গালা স্কুল প্রতি তত দৃষ্টি [illegible] সন্দেহ নাই।

[illegible]দের অধ্যাপকগণ যে উপদেশ করেন তাহাতে লোকের আস্থা নাই। এক উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, [illegible]কের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছেন [illegible] উপদেশ [illegible] করিয়াও বি, এ [illegible] বি, এল পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ইহার ফল এই হইয়াছে সকলে [illegible] আইন পাঠ করেন, আইন শ্রেণিতে একজন মাত্র ছাত্র আছেন। অন্য অন্য স্থানে এ নিয়ম হইলে ঐ রূপ ফল ফলিবে। মূল কথা এই উপযুক্ত লোক কেহই অধ্যাপক করা হয় না। যে সকল ব্যক্তিকে [illegible] তাঁহারা উপদেশক [illegible] পুস্তক [illegible] করা [illegible] [illegible] অত্যন্ত অনুপযুক্ত।

[illegible] অচিহ্নিত কর্মচারিদিগের [illegible] আছে। [illegible] নিয়াছেন ৫৫ বৎসর হইলেই [illegible] ত্যাগ করিতে হইবে এমত নহে, [illegible] হইলে কর্মচারিদিগকে চিকিৎসকের [illegible] পরীক্ষা দিতে হইবে। যাঁহাদিগ[illegible] বোধ করা হইবে তাঁহারা [illegible] পারিবেন। এই সঙ্গে কর্মচা[illegible] [illegible] [illegible]ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি প্রবেশিকা [illegible] বয়োনিয়ম রহিত করিতে অনুরোধ [illegible]ছেন। এতদ্দেশীয় সভাগণ বিশেষতঃ [illegible] দ্বারকানাথ মিত্র এই নিয়ম উঠা[illegible] অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। [illegible] ইউরোপীয় সভাদিগের সংখ্যা অধিক [illegible] তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। [illegible] অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সিবিল সর্বিস কমিসনরগণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এতদ্দেশীয়দিগকে সিবিল সর্বিস হইতে বহির্গত করিবার চেষ্টা বৃথা। লাভের মধ্যে এই হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো [illegible] দোষে কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত লোক সিবিলিয়ান হইবেন মাত্র।

[illegible] নামক জাহাজ সম্প্রতি জলমগ্ন হইয়াছে। আরোহীদিগের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ যুবক ও এক জন এতদ্দেশীয় [illegible] সমুদ্রে ভাসিয়াছিলেন। তৎপরে একখানি [illegible] জাহাজ তাঁহাদিগকে তুলিয়া লইয়াছে।

১৭ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

ফরাসী [illegible] গবর্ণমেণ্ট বাবস্থাপক [illegible]কে সোনার [illegible] ও জরির টুপি পরিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সাধারণতন্ত্রের অধীনে কোন প্রকার [illegible] রাখা উচিত নহে। ১৮৬৩ অব্দে এই প্রকার এক আজ্ঞা করা হয়; কিন্তু সাধারণতন্ত্র থাকিতে থাকিতেই নেপোলিয়ন [illegible] [illegible] চিহ্ন [illegible] করেন, তাহাতে [illegible] [illegible] লোকেই আহ্লাদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবার [illegible] পূর্ব্বের রোমকেরা [illegible] না হইয়াও যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজিকার [illegible] [illegible]

[illegible] ভ্রমণ করিয়াছেন, এবার [illegible] উপলক্ষে জয়পুর, [illegible] ও [illegible] প্রদেশের রাজারা নিমন্ত্রণ গমন করিবেন। সকলেই [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন।

লার্ড [illegible] [illegible] আসিয়াছেন। তাঁহার সকলই লোকা[illegible] জয়পুর ও [illegible] রাজারা [illegible] [illegible] [illegible] আনন্দ হইবে এটা যেন স্মরণ থাকে।

সহ[illegible] বিখ্যাত [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তি [illegible] একশত বৎসর মধ্যে এক এক জন [illegible] [illegible]; জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, সহ [illegible] [illegible] [illegible]

একজন তুরকির সংস্কার হয়। এই কারণে তিনি [illegible] দেশের অন্য কর্মচারিদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ২১ বৎসর কাল তিনি রুষীয়দিগকে স্বদেশে প্রবেশ করিতে দেন নাই, সম্রাট নিকলাস [illegible] পাইয়া অবধি সরকেশিয়া জয় করিবার নিমিত্ত [illegible] বিস্তর সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু শামিলের পরাক্রম প্রভাবে তিনি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে ১৮৫৯ অব্দে এই বীর আত্ম সমর্পণ করিতে বাধিত হন। সেই অবধি তিনি [illegible] ছিলেন। সম্রাট আলেকজণ্ডার [illegible] অত্যন্ত প্রতি [illegible] করিতেন। শামিল সম্প্রতি মক্কা দর্শনে অনুমতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শামিলের ৭১ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রুষীয় সেনাদিগের একজন [illegible] হইয়াছেন। [illegible] আলজিরিয়ার আবদুল কাদের ও সরকেশিয়ার শামিল প্রদর্শন করিয়াছেন মুসলমানদিগের বীরত্ব একেবারে যায় নাই।

[illegible]র মৃত্যু হইয়াছে। তিনি [illegible] [illegible] বয়সে তিনি মুসলমান [illegible] সেনাদলে প্রবেশ করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রণ নৈপুণ্য [illegible] [illegible] [illegible] সুলতান আবদুল মজিদ তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ অব্দে সম্রাট নিকলাস [illegible] যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ওমার পাশা অল্প সংখ্যক তুরস্ক সৈন্য লইয়া [illegible] [illegible] সেনাপতিকে তুরস্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই, ওমার পাশা না থাকিলে ব্রিটিশ ও ফরাসী [illegible] গমনের পূর্ব্বে রুষীয় সম্রাট অবশ্যই [illegible] গ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে ক্রিমিয়া [illegible] তুরস্ক যুদ্ধের স্থান হইত। ক্রিমিয়া[illegible] ওমার পাশা বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পান নাই। সন্ধি হইলে তিনি তুরস্কের প্রধান সেনাপতির পদ পান। সেই অবধি মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে ছিলেন।

১৮ এ বৈশাখ বুধবার।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible]

দেশীয় আর যে দুই ব্যক্তি সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহারা আগামী জুলাই মাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবেন। বাবু তারকনাথ পালিত ব্যারিষ্টর হইয়াছেন, ইহাঁরা ও কলাপের বাটে বাধিয়া পুনরায় স্বদেশীয় সমাজ পবিত্র করিবেন অথবা লোকেদের জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন এখন আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি কাশ্মীরের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পঞ্জাব রেলওয়েতে লাহোর হইতে দিল্লীতে সস্ত্রীক আসিতেছিলেন। পথে জল পিপাসা হওয়াতে উঁহারই শকট হইতে স্টেসনে নামেন। তিনি নিজে জলপান করিয়া আরোহণ করেন, কিন্তু স্ত্রীলোক কিছু বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে স্টেসন মাষ্টার (ইউরোপীয়) বলিলেন আর কাহাকে শকটে আরোহণ করিতে দিবেন না। তখনও গাড়ী ছাড়ে নাই, ডিরেক্টর অনেক জিদ করিলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা হইল না। শান্তে চৌকি দারেরা স্ত্রীলোককে উঠিতে দেয় এই নিমিত্ত ঐ রেলওয়ে কর্মচারী নিজে গাড়ী ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকটীকে ফেলিয়া শকট চলিয়া গেল। পঞ্জাব রেলওয়ের দুর্নাম সকলের মুখে শুনা যায়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কি এ দুর্নাম দূর করিবেন।

এবার দার্জিলিঙ্গে যথেষ্ট চা জন্মিয়াছে নীলেরও অবস্থা সর্বত্র ভাল।

আগামী ডিসেম্বর মাসে লার্ড রেয় ত্রিটিশ ব্রহ্ম দর্শন করিবেন। ইডেন সাহেব এই বেলা কতগুলি রাস্তা ও বন্য শূকরের ঠিকানা করিয়া রাখুন।

ডেনিসিউন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, লিওনার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি পবলিক ওয়ার্ক সেক্রেটারি হইলেন। এ নিমিত্ত তাঁহার নিকটে লণ্ডন হইতে প্রত্যাগমন করিবার টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। লিওনার্ড সাহেব ইতিপূর্বে আর এক বার প্রতিনিধি সেক্রেটারির কাজ করিয়াছিলেন।

উক্ত পত্র বলেন, রাণীগঞ্জ ও বাঁকুড়া এই উভয় স্থানের মধ্যে রাস্তা করিবার নিমিত্ত দামোদরে একটী সেতু করা হইবে।

সেণ্ট্রাল্ ডাক্তর রায় বিহার লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ইহা তাঁহার পদত্যাগ করিবার পূর্ব লক্ষণ। তাঁহার অনুপস্থান নিবন্ধন উক্ত দলে এক অনিষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ফুঙ্গ পদাধিনায়ক এক ব্যক্তি পূর্বে রাজ বাটীর দেওয়ান ছিলেন। অসচ্চরিত্রতানিবন্ধন তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। রাজা তাঁহাকে পুনর্বার নিযুক্ত করিয়াছেন। মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, এব্যক্তির বিপুল অর্থ শালিতা তাঁহার পুনরুদ্ধারের কারণ। ত্রিবান্দ্রমের লোকের দুঃখের দিকে চাহিয়া গবর্ণমেণ্ট যেন রাজাকে বাধা দিতে ইচ্ছা করিতে না দেন।

২১ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

ইডেন সাহেব আরাকান দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। ত্রিটিশ ব্রহ্মের সমুদায় স্থান স্বচক্ষে দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রায়। রেঙ্গুন টাইমস বলেন, সেনাপতি ফেয়ারের পর আর কোন প্রধান কমিসনর সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই।

কলিকাতার ক্যাডওয়ালন কোম্পানি ইংলণ্ড হইতে কলিকা, গুড়গুড়ি, সরপোস প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া আনিতেছেন। যে কারণে বিলাতী তামাকের দাম কম এ কারণে লোক কাঁচা (পাইপের) ব্যবহার অধিক করিবে। ইহা হইলে এতদ্দেশীয় তামাকুওয়ালাদিগের সঙ্গে দুঃখকষ্ট বিনোদনও অম্ল উঠিবে।

মিস কার্পেণ্টর আগামী শীতকালে পুনর্বার এদেশে আগমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সার্জেণ্ট বালান্টাইন আমীর খাঁর পক্ষসমর্থনার্থ এদেশে আগমন করিতেছেন। একথা প্রকৃত নহে। ওহাবিদিগের বিচারের কাল নিকট, এখনও যখন তিনি আইসেন নাই, তখন আর আসিবার সম্ভাবনা অল্প। আনেষ্টি সাহেব কোথায়?

সেনাপতি বালফোর টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন সর রিচার্ড টেম্পল সৈনিক ব্যয় কমাইয়াছেন বলিয়া যে গৌরব করেন তাহা অমূলক। তিনি (সেনাপতি বালফোর) যখন ফিনান্স কমিসনের অধ্যক্ষ ছিলেন তখনকার সেনাদলের অপেক্ষা এক্ষণে ১৫০০০ ইউরো-

পীয় সৈন্য কমিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্যকারীদলের ও সিপাহিদিগের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এখন ভারতবর্ষস্থিত সৈনিক ব্যয় ১২, ৪০,০০০০০ টাকা ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। সেনাপতি বলেন, পূর্বকার ব্যয়ের সহিত তুলনা করিলে আর তিন কোটি টাকা কম হওয়া উচিত। সকলেরই এই মত। কেবল সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় সঙ্কোচ করা প্রকৃত সঙ্কোচ নহে। অস্ত্র ও অশ্বের হিসাবে বিস্তর টাকা অপব্যয় হয়। এই অপব্যয় নিবারিত না হইলে যথার্থ পরিমিত ব্যয় হইতেছে না।

গোহাটি হইতে শীঘ্র এক খানি সংবাদ পত্র বাহির হইবে। তত্রত্য ভদ্রলোকেরা একটী মুদ্রা যন্ত্রের নিমিত্ত ৩০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

স । যে টাকা উঠ...ইন কয়ে তাহা
এ ...তে চাঁদিয়া লওয়া ...
ব্রা ...স্থানীয় লোকের মধ্যে ...
কাঁ ...ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ...
দুশ ...রাখিবেন সেখানেই হয় প্রত্যা-

ই ..., মেকিনসেকেকে পুনর্বার নিযুক্ত সাহেবের বাইসচ্যান্সেলর করা হইয়াছে। সেলি সাহেব গত দুই বৎসরে কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই, আর কি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না?

দুখম নদীতে ডাক্তর ডে সাহেব প্রভৃতি কয়েক প্রকার বিদেশীয় মৎস্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এক্ষণে এ নদী ঐ প্রকার মৎস্য কেহ এক্ষণে নষ্ট করিতে না পারে, এ নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ৫ বৎসর ধরিয়া জুলাই পর্যন্ত মৎস্য ধরিতে নিষেধ করিয়াছেন। সর্বত্র এই প্রকার মধ্যে মধ্যে মৎস্য ধরা বন্ধ করা কর্তব্য। বঙ্গদেশীয় নিকটস্থ মৎস্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। আমাদিগকে পুষ্করিণীর ও খালবিলের ক্ষুদ্র মৎস্যের উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছে। ৫০ বৎসরের মৌরলা মৎস্যও অধিক পরিমাণে কমিয়াছে।

সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত যাহাকে যে পাঠশালা হইয়া থাকে, তাহার পাঠককর্তৃ-

...ক স্বাস্থ্য গবর্ণমেণ্ট ১২৬৫০ টাকা পুর স্কার প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ওকা লতি পরীক্ষকগণ এবার পুরস্কার চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হন নাই। ওকালতি পরীক্ষায় অনেক টাকা উঠে। পরীক্ষকদিগকে টাকা দিলে যথা সময়ে কাজ হয়।

৩০ এ বৈশাখ শুক্রবার।

রেজেষ্টিট্টি বোর্ড আজ্ঞা দিয়াছেন যেসকল ষ্টাম্প অব্যবহার্য্য হইবে, সেগুলি দিলে নষ্ট হইল তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়া বেঙ্গল বিভাগের ষ্টাম্প সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে [illegible] দিতে হইবে। তিনি টাকা দাই [illegible] বোর্ড আবার নিয়ম করিয়াছে [illegible] ওয়ার্ডের অধীনস্থ ষ্টেটের কর্ম্ম [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের অন [illegible] হইবে।

[illegible] গণের কতকগুলি [illegible]
[illegible] নিকটে আবেদন ক [illegible]
[illegible] ভেক করিয়া [illegible]
একটী উপযুক্ত স্থান কর [illegible]

[illegible] করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছে [illegible] তাঁহাকে একার্য্যের সুবিধার [illegible] করিতে অনুরোধ করিয়া

[illegible] গের একটী যথার্থ কার্য [illegible] য়াছেন। পাছে তাঁহার উপরে কেন [illegible] এজন্য এ নিমিত্ত বেঙ্গল কোম্পা [illegible] রাখিয়া হইয়াছেন। তাঁহাকে [illegible] দাঁড়িতে রাখা হইয়াছে। মুস [illegible] যথার্থ হতভাগ্য লোক।

কলিকাতার জমিদারেরা এতদিনের পর [illegible] করিবার বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন; [illegible] রেলওয়েতে আরোহী লইলে [illegible] টাকা উঠে। জমিদারেরা এই [illegible] করেন কেন? নগর মধ্যে ট্রাম [illegible] হইলে লোকে গাড়োয়ানদিগের দৌ- রাত্ম্য হইতে রক্ষা পাইতে পারিবেন। [illegible] করিবার সঙ্গতি নাই। [illegible] যথা সময়ে

নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইবার সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ গঙ্গার সেতুর সহিত ট্রামওয়ের নিতান্ত প্রয়োজন হইবে।

৩১ এ বৈশাখ শনিবার।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজুব খাঁ হিরাট আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁর [illegible] নগর তাঁহার [illegible] তাহার মধ্যে ৪০ দিনের খাদ্য দ্রব্য আছে। সেলেলা [illegible] আক্রমকে বাহির [illegible] মুক্ত করিয়াছে। কান্দাহারের শাসন কর্ত্তার সহিত আমীরের যে মনোমালিন্য হয়, [illegible] নাই।

জার্ম্মেনীর কনসল লাড ওয়েলিকে [illegible] লিখিয়াছেন, ডাক্তর লিভিঙ্গষ্টোন জীবিত আছেন তাঁহার হস্তে টাকা না থাকাতে তিনি আসিতে পারিতেছেন না। তিনি [illegible] জন্য নাবিক সাহায্যার্থ নৌকা, বন্দুক, ঔষধ প্রভৃতি প্রেরণ করা হইয়াছে।

ঢাকার বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সম্পাদক [illegible] সাহায্যার্থ লিখিয়াছেন উক্ত বিদ্যা লয়ের সাহায্যার্থ রাণী স্বর্ণময়ী ৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বোধ হয় আগামী বর্ষ অবধি বঙ্গদেশের যাবতীয় বিদ্যালয়ে শারীর বিদ্যার অনুশী লন হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ে [illegible] মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এটী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ সিবিলসার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার বি, এল, বসু, এম, ডি মহোদয় ওলাউঠার এক আশ্চর্য্য ঔষধ আবিষ্কার ক রিয়াছেন। তিনি কেবল মাত্র ইঞ্জেকসন দ্বারা উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে মুক্ত করিয়া থাকেন। গত বৎসর ঠিক এই গ্রীষ্ম সময়ে উক্ত স্থানে যখন ভয়ঙ্কর ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হয়, ডাক্তার বসু তখন এক মাত্র ইঞ্জেকসন দ্বারাই সহস্র সহস্র উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করেন একমাত্র তিনি এই ঔষ ধের বিষয় গবর্ণমেণ্ট ও মেডিকাল বোর্ডে রি পোর্ট করায় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ও মেডিকাল

বোর্ড উত্তর স্বরূপ বলিতেছেন প্রশংসাপত্র তাঁহার নিকট আইসে, আমরা কলিকাতার ডাক্তার গণকে অনুরোধ করি তাঁহারা উক্ত মহৌ ষধের পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করুন।

[illegible] দের নিকট পশ্চিম পার্শ্বের [illegible] দিগের আর একটী বাজার হইতেছে আ মরা শুনিলাম, তাহারাই এই নূতন বাজারের সৃষ্টিকর্ত্তা। বাজার প্রভৃতি সংস্থাপন দ্বারা লোকের অসুবিধা দূর ও দেশের উন্নতি সাধন হয়। প্রতিযোগিতা অতি প্রধান গুণ বটে কিন্তু হিংসা, ও দ্বেষ দ্বারা মিশ্রিত হইলে অবশেষে সে উভয়ই উৎসন্ন হইয়া যায়।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অই সে। [illegible]

... আছে। বাঙ্গালের মধ্যে, কোমরের অধীনে বেশির বিদ্রোহ প্রকৃতরূপে প্রবল মার্গ করিয়াছিলেন, ... করিবেন।

আজমেরির ৬ ই মে। টঙ্কের নবাবের মধ্যে যে পক্ষ আছে তাহা আজিও প্রবল ... যুদ্ধ হইতেছে। অনেক বিদ্রোহী বন্দী হইয়াছে। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সেনাপতি ... প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৪ঠা মে। অনরিবল, এচ. গ্রেমি সাহেব বি, এ বাখরগঞ্জের অফিসিয়েটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সাসিরামের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ... আলি ঢাকাতে বদলী হইবেন।

৮ ই মে। অনরিবল, এচ, কার্বেল সাহেব সোমাপাড়ার সাধারণ বিদ্যালয়ের সভার সভ্য হইবেন।

৯ ই মে। (মেদিনীপুর) গড়বেতার ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামলাল ঘোষ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

(স্বাঃ) ইডেন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগ।

৩রা মে। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা জামালপুরের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বি, উড সাহেব।
মৌলবী ঈদ আলী হোসেন।
বাবু অক্ষয়কুমার দে।
" অক্রূরচরণ মল্লিক।

টি. জে. সি. ক্লার্ক সাহেব উক্ত মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতি হইবেন।

৪ঠা মে। বাবু আনন্দনাথ রায় ও এচ. সি. ক্লক সাহেব মুর্শিদাবাদের নিজামত স্কুল সভার সভ্য হইবেন।

৮ ই মে। জে, এম. ই. মোলানি সাহেব মির্জাপুরের অফিসিয়েটিং পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

৯ ই মে। বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত পেন্সন লইয়াছেন অতএব আমাদিগের নিম্নলিখিত ... উন্নীত হইলেন—

এল, ডবলিউ, হরিসন সাহেব তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

বাবু কোলীনাথ বসু চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে।

বাবু শরচ্চন্দ্র দাস এম, এ বি, এল ... পদের অফিসিয়েটিং অতিরিক্ত ... হইবেন।

ডাক্তার সি. বি, স্মিথ ঢাকার অফিসিয়েটিং সিবিল সার্জন হইবেন।

সিবিলিয়ান সি, ই, বার্নার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন।

এস, সি, বেলি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অতি প্রাচীন সময় হইতে এদেশে স্বামির সহিত পতিব্রতা স্ত্রীর সহমরণ প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইংরাজেরা ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের শাসনের সূত্রপাত করিয়া হিন্দু জাতির ঐ ধর্মসম্বন্ধীয় রীতির নিবারণ চেষ্টা পান। তাঁহাদিগের সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফলও হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে আমরা কদাচিৎ সতী সহমরণ শুনিতে পাই। গত বৎসর কানপুরের সন্নিকট একটী গ্রামে একটী স্ত্রী মৃত স্বামীর সহিত অনলচিতারোহণ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে। উক্ত কুল কামিনীর সহমরণের কথা স্থানীয় পুলিস শুনিয়া তন্নিবারণের চেষ্টা পান, কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের অবহেলায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই বিষয় ক্রমে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মিওর সাহেবের গোচর হয়। কানপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য প্রণালী দেখিয়া মিওর সাহেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদ (মাজিষ্ট্রেট হইতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট) হ্রাস করেন। এবং আর আর যে সকল লোক উক্ত গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাহাদিগকেও দণ্ড দেওয়া হয়। গত ২ রা মে গাজিপুরের অন্তর্গত চন্দনা নামক গ্রামের এক জন সুবর্ণ বণিকের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রীও তাহার অনুগমনে প্রস্তুত হন, কিন্তু স্বামীর মৃতদেহ ... তাঁহার উদ্যম সে দিন (যে দিন তাহার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) ভঙ্গ হয়। কিন্তু তৎপর দিন যখন মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে মনোদুঃখে দুঃখিত হইয়া রহিয়াছিলেন, সেই পতিহীনা কামিনী এক উদ্যানের মধ্যে একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সর্ব্ব সমক্ষে স্বীয় দেহ সহিত ভস্মীভূত করিলেন। তখন স্থানীয় পুলিসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, এবং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া এখানকার পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন। তিনি আবার কালেক্টর সাহেবকে তাহা জ্ঞাপন করেন। গত কল্য কালেক্টর সাহেব এ কার্য্যের ... মাজিষ্ট্রেট ... ও পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে তদারক করিতে পাঠাইয়াছেন। যদি পুলিস সময়ে মনোযোগী হইয়া উক্ত আত্মঘাতিনীর অভিসন্ধি জানিতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত সতর্ক হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এ রূপ অনিষ্ট সংঘটন হইত না। বিধবা স্ত্রী লোকদিগকে কিছু কালের নিমিত্ত বৈধব্যানল সহ্য করাইতে পারিলে সর্ব্বহর কালের গতিতে তাঁহার চিত্ত উৎকণ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতে পারে। পশ্চাদ্দেশে অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দু মহিলাগণের পতি বিয়োগের পর প্রাণ ধারণ করা অত্যন্ত কষ্টকর ও বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দু সমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে সকলের পক্ষে দ্বিতীয় পতি ঘটিয়া উঠা কঠিন। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের অল্প বয়সে বৈধব্য সংঘটন হয় তাঁহাদের পক্ষে জীবনের সমস্ত বৈষয়িক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া সতীত্ব রক্ষা করা বড় সহজ নহে। সংসারে থাকিলে কালের গতিতে সকল ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া ইন্দ্রিয়জনিত সুখলাভের পুনরায় বাসনা হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই বাসনা পূর্ণ সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সমাজ, পিতৃ ও মাতৃ কুল কলঙ্কিত হইবে। এই সকল কারণ বশতঃ সাধ্বী হিন্দু মহিলারা জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। সামাজিক অবস্থা ... অবলম্বন করিতে গিয়া প্রাণনাশ করা অপে

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সহমরণ ভাল। যদি হিন্দু সমাজ জাতি বিশেষের (স্ত্রী) প্রাকৃতিক সুখ ভোগের নিকটে এত কঠিন না হইতেন তাহা হইলে আজি কখনই উপরি উক্ত অনিষ্ট সকল সংঘটিত হইত না। সমাজ আর কেন সঙ্কুচিত হন? পুরুষ ও স্ত্রী জাতির অবস্থা নিরপেক্ষ হইয়া দর্শন ও বিচার করুন। তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন যে বিধবা বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত না হওয়াই উপরি উক্ত সমস্ত অশুভ ঘটনার মূল।

সংপ্রতি এখানে অত্যন্ত শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আম্রের ও অন্যান্য শস্যের ক্ষতি হইয়াছে।

১০ ই মে।
১৮৭১

প্রেরিত।

মান্যবর সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ কিছু সর্ব্বত্রের ঠিক সম্বাদ সংগ্রহে সমর্থ হন না। পত্র প্রেরক বা সম্বাদদাতৃগণের ভ্রম বশতঃ সময়ে সময়ে অমূলক পত্রাদিও প্রচারিত হইয়া থাকে। এটী অপরিহার্য্য। মহাশয়ের ২৬ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে খাটুরের * স্বাক্ষরকারীর প্রেরিত বৃত্তান্তে কতিপয় অমূলক সমাচার মুদ্রিত হইয়াছে। সাধারণে তাহাতে বিশ্বাস না করেন, এই উদ্দেশে আমি তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া প্রচারিত করিলে উপকৃত হইব। প্রথম তিনি লিখিয়াছেন যে " এদেশের সকলজাতীয় গৃহস্থ স্ত্রীলোক তামাক খাইয়া থাকে।" এটী সম্পূর্ণ সত্য নয়। কৈবর্ত্ত ও অন্যান্য নীচ শ্রেণীর কা ধনীরাই তাহার বশীভূত। ভদ্রপরিবারে এরূপ ব্যবহার অত্যন্ত বিরল।

দ্বিতীয়। এখানে পূর্ব্বে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেটী এখান কার ভূতপূর্ব্ব নেটীব ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার সেন গুপ্তের অসীম যত্নে হইয়াছিল। তাঁহার এস্থান ত্যাগ করাতে উৎসাহ বিরহে সেটী পতনপ্রায় পাইয়াছে।

২৭ এ বৈশাখ
১২৭৮

সোমপ্রকাশ
পাঠক।

—:০:—

মহাশয়! দিনাজপুর রাজধানীতে গত ২২ এ বৈশাখ অবধি ২৫ এ বৈশাখ পর্য্যন্ত কৃষি ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনী একটী মেলা হইয়াগিয়াছে। ২২ এ মেলা ... সময় মেলা খোলা হয়, তৎপর ২৩ এবং ২৪ এ দুদিনে অনেক বস্তুর প্রদর্শন হইয়াছে।

দর্শনীয় বস্তুজাত মধ্যে প্রশংসিত বিষয়ের অনুপযোগী ও অনেক ছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমরা আক্ষেপ করিতে পারি না। কারণ এস্থানে এরূপ বিষয়ের আলোচনা অনন্যপূর্ব্ব বলিতে হইবে। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রথমে ইহার অভিপ্রায় হৃদ্বোধ হয় নাই অতএব রাজধানীর স্থানে আর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয় এবং গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকুমার সেন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যোৎসাহী শিক্ষাভিলাষীর কর্ম্ম চারী এই কার্য্যের বিশেষ উৎসাহী হন। মেলাতে, গজদন্ত, কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি, ধাতু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত ২১১ টী কল, সুন্দর দ্রব্য এবং ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ কৃষিজ শস্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

অত্রত্য জজ কালেক্টর প্রভৃতি রাজকার্য্য কারকগণও কএকদিন উপস্থিত থাকিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

২৬ এ বৈশাখ
১২৭৮ সাল

কস্যচিৎ দিনাজপুরবাসিনঃ

মহাশয়! আমার নিবাস দক্ষিণ বারাসত। এই স্থানে ডাকে পত্র দি লিখিলে অনেক বিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে। তাহাতে আমাদিগকে যে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা আপনি ও আপনার পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ অন্তর। ঢাকা হইতে কলিকাতায় দুই দিনে পত্রাদি আইসে। কিন্তু ঢাকা কলিকাতা হইতে অনেক অন্তর। আর কলিকাতা হইতে পত্রাদি এখানে ৪।৫ দিনের ন্যূনে আইসে না। ডাক ঘর এখান হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ জয়নগর নামক গ্রামে অবস্থিত। পত্রাদি এই স্থান হইতেই অন্যান্য স্থানে বিলি হয়। সুতরাং আমাদিগকে অগত্যা এই অসুবিধা ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে।

এক্ষণে রাজপুরুষদিগের নিকট আমাদের দেশবাসিগণের সবিনয় প্রার্থনা এই, যেমন অন্যান্য স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়া তথাকার অতি প্রয়োজনীয় অভাবের মোচন করিয়াছে, সেইরূপ আমাদিগের এই গ্রামে একটী পোষ্ট আফিস করিয়া দিয়া এই অসুবিধার পরিহার করেন।

ইতিপূর্ব্বে অনেক দিন গত হইল, মহাশয়কে আমাদিগের আর একটী প্রধান অসুবিধার বিষয় জ্ঞাপন করিলাম কিন্তু সে অবস্থায় হইতে ৭ দিনের অব্যাহতি লাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। পূর্ব্বে পুরের নিকট পতিতপাবনী ভাগীরথী পুল ভগ্নপ্রায়, অথচ তাহার উপর দিয়া একটাকি লইয়া যাইতে হইলে এক টাকা, পাল্কীতে আট আনা করিয়া টোল দিতে হয় এবং অন্যান্য যানাদির যথা নিয়মে শুল্ক প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেতুর জীর্ণ দেহের কোনরূপ সংস্কার দৃষ্ট হয় না! বহু দিন হইতে আমরা সেতুর এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া আসিতেছি। এক্ষণে ইহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অচিরাৎ কোন হতভাগ্য ব্যক্তির পরিবারকে হয় ত ভাগীরথীর বিমল সলিলে প্রতিমা বিসর্জ্জনের ন্যায়, সংসারের সমুদায় মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইবে!!

১২৭৮
১১ এ বৈশাখ

শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বারাসত

সম্পাদক মহাশয়! গত ১ লা বৈশাখ হইতে এখানে একটী বৈদ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসনারায়ণ প্রধান ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ প্রধান ইহার প্রধান অনুষ্ঠাতা, এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা ত্রিশ জন

হইয়াছে ; এবং ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে । যদি এই সকল সমুদ্ভূত দেশীয়গণের স্বত্ব ও উন্নতির সহায়তা করিত, তাহা হইলে এদেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা থাকিত না । অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, বিশ্বপালয়িত্রী পার্থিব বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে থাকুন ।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম, আমাদের কর্তৃক নির্দিষ্ট কয়েকটী স্থানে এক একটী " শিল্প বন্ধন " সংস্থাপন বিষয়ে জেনেরল পোষ্ট মাষ্টার মহোদয় অনুমোদন করিয়াছেন ; কিন্তু কার্য্যারম্ভ হইবার বিলম্ব কেন ? অথবা আমাদের সব কার্য্যের অবশ্য লক্ষণ !! তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না । ভরসা করি, অনুমোদনের ফল অতি সত্বরেই প্রত্যক্ষীভূত হইবে ।

সপ্তাহকাল অতীত হইল, এখানে প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টিপাত হইতেছে ; যেদিন বারিপাত হয় না, সেদিনও প্রগাঢ় মেঘ ও প্রবল ঝটিকা হইতে নির্মুক্ত নহে ; ক্ষেত্র সকল বর্ষাকালীন ক্ষেত্রের ন্যায় জল প্লাবিত ও তরঙ্গিত প্রতীয়মান হইতেছে ; অনেকে উপযুক্ত সময় না হইলেও বীজ বপন আরম্ভ করিয়াছে ; এইরূপ দেখিয়া বোধ হয় যেন, আমাদিগের বৈশাখে শ্রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ফলতঃ এবম্বিধ অনৈসর্গিক ব্যাপারে আমরা ভাবী দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া অনুমান করিতেছি ।

আমরা কোন বন্ধুর নিকট শুনিলাম, দীঘুরের রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জনাথ পতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে ; আমরা, সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে এরূপ বিবাহকে কখনই অনুমোদন করিতে পারি না । কি আশ্চর্য্য !! এখনও যে রাজকুমার দশম সীমা উল্লঙ্ঘন করেন নাই, এখনই তাঁহার বিবাহের আন্দোলন ! বাল্যবিবাহ যদি এখনও প্রধানতম ব্যক্তিগণের অনুমোদিত হয়, তবে সাধারণ লোকেরা আর কাহার দ্বারা উপদিষ্ট হইবে ? পণ্ডিতেরা কি এবিষয়ের প্রতিবাদ করেন না ? কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন " সংক্রিয়েশা সাধু ব্রহ্মশান্তি যোগ্যদিগং বিস্তার ভা সংস্তুতং ন বিস্মরতুঃ "

এখানে কতকগুলি পশ্চিম দেশীয় সন্ন্যাসী সর্ব্বদা প্রতিনিয়ত অবস্থান করিতেছে, ক্রমশই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ; সামান্য ক্রিয়া উপলক্ষে ইহারা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তাকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, এমন কি কোন কোন গৃহস্থদিগকে ইহাদের দৌরাত্ম্যের জ্বালায় গঙ্গাতীরে গিয়া শ্রাদ্ধ করিতে বাধ্য হইতে হয় ; ইহারা সাধারণতঃ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, এবং কোন ২ গৃহস্থের বাটীতে গিয়া তাহার অবস্থার অননুরূপ প্রার্থনা করিয়া ধন্না দিয়া বসে ; ও যাহা চায় তাহা না দিলে অত্যন্ত উপদ্রব করে ; কোন কোন স্থলে পুলিসের সাহায্য লইয়া ইহাদিগকে বাটী হইতে উঠাইয়া দিতে হয় । এতদ্দেশীয়গণের অন্য কোন গুণ থাকুক বা না থাকুক কিন্তু ইহারা স্বভাবতঃ আতিথেয়, সুতরাং প্রাণান্তেও সহজে অতিথির অবমাননা করিতে সম্মত নহে । ইহারা মুখে " সাধু, সাধু, " বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু কার্য্যে এতদূর ঘৃণিত যে, তাহা লিখিতেও পাপ বোধ হয় । উহাদের পরিচ্ছদ কৌপীন, চিমটা ইত্যাদি ; আকার দীর্ঘতন দেখিলে মনে কতকটা ভয়ের সঞ্চার হয় ; শরীর এরূপ কর্ম্মক্ষম বোধ হয় যে ইহারা অনায়াসে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দিন যাপন করিতে পারে । যাহা হউক পুলিস এই বেলা সতর্কতা সহকারে ইহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এদেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিউন ; অন্যথা ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না ; কাল সহকারে ডাকাইতের দল বাঁধিতেও আশ্চর্য্য নাই ।

১২৭৮
২৫ এ বৈশাখ
শের

অনুগত
একজন পাঠক ।

:-০-:

চিকিৎসকগণ ।

ওকালতি ও চিকিৎসা স্বাধীন ব্যবসায়ের মধ্যে দুটী প্রধান ব্যবসায় । উভয় ব্যবসাতেই [illegible] অবশ্যবিধি আছে, এবং ব্যবসায়ীকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয় । যে সকল কুটিল লোকে পিতাকে বলেন না, যে সকল গৃহী স্ত্রীকে বিশ্বাস করিয়া বলেন না, একজন অপরিচিত উকীলের হস্তে নির্ভরে তাহা বিনা চলিতে রাখিয়া থাকেন । আইনকর্ত্তা ও বিচারপতিগণ এই নিমিত্ত যথার্থ রূপে উকীলদিগের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন । উকীল হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিলে সমাজ এক কালে উৎসন্ন হয় । কিন্তু উকীল অপেক্ষা চিকিৎসকের অবাধ নিধি অধিক ; লোকের প্রাণ চিকিৎসকের হস্তে নির্ভর করিতেছে । যে সকল স্ত্রী লোক সূর্য্যের মুখ দর্শন করেন না চিকিৎসকের নিকটে উপস্থিত হইতে তাঁহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না । অত বিশ্বাস আর কাহারও উপর নাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই এদেশের চিকিৎসকগণ কোন নিয়মের অধীনস্থ নহেন । একজন উকীলের অনবধানতায় ক্ষতি হইলে মক্কেল [illegible] তাহা পূরণ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু একজন ডাক্তার বা চিকিৎসক গভীর রাত্রে [illegible] কতক তথাপি যে পর্য্যন্ত তিনি [illegible] নারে অগ্রসর না করিয়াছেন তত দিন তাঁহাকে বলিবার যো নাই । রোগীর ব্যাধি উৎকট হইয়াছে । চিকিৎসকের যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক । কিন্তু তাঁহাকে বলা হইল " মহাশয় ! ইহার পর দর্শনী পাইবেন " ডাক্তারবর্গীয় চিকিৎসক গমন করিলেন না, রোগীর মৃত্যু হইল । কেহই এনিমিত্ত তাঁহাকে কিছু বলিতে পারেন না । একজন উকীল ফী না পাইলেও মকদ্দমা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, করিলে দণ্ডনীয় হন । আমরা যে দোষের উল্লেখ করিলাম আমাদিগের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জনদিগের অধিকাংশের সেই দোষ আছে । কোন কোন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া ফী না পাইলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলেন ; সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যদিও অনেক ব্যতিক্রম উদাহরণ আছে তথাপি এই চিকিৎসকদিগের মধ্যে দয়াবান ও সচ্চরিত্রের সংখ্যা অল্প হব ।

লণ্ডনের রসিকদিগের সভায় যেমত লর্ড ক গার্ড দলের দুই একজন অফিসর না হইলে অঙ্গহীন হয়, এখানকার সৌভাগ্যশালি অমাত্যগণের বাটীতে সন্ধ্যার পর একজন না এক জন ডাক্তার সেই প্রকার বিরাজমান আছেন। রোগ হউক, ডাক্তার তাঁহার বন্দোবস্ত করিবেন; না হউক ডাক্তার অবশ্য আছেন। কোন কোন চিকিৎসককে সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সন্ধানে পাওয়া কঠিন হয়। রণজিৎ সিংহ মধ্যে মধ্যে ছদ্মবেশ করিয়া পলায়ন করিতেন, তাঁহার সর্দার ও সৈন্যগণ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে মশাল লইয়া রাজাকে অনুসন্ধান করিয়া হয় ত দেখিতেন বিখ্যাত যোদ্ধা এক বৃক্ষোপরি বসিয়া আছেন। সম্প্রতি এক জন "বিখ্যাত" চিকিৎসক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁকে অনেকে অনুসন্ধান করিতেন; রণজিৎসিংহ বৃক্ষে থাকিতেন, ইহাঁর নিমিত্ত গুঁড়ির দোকান ও বেশ্যালয়ে অনুসন্ধান করিতে হইত। চিকিৎসকের পক্ষে কি এটী অতিশয় লজ্জাকর নহে? ইংলণ্ডে এপ্রকার চলে না, কিন্তু আমাদিগের দেশে ইহা চলিতেছে। একজন চিকিৎসক প্রণিক আফিম দিয়া রোগীকে বধ করিলেন, কিন্তু পুলিসে না জানিতে পারিলে যথেষ্ট হইল। অথবা বড়া দশ বৎসর আন্দা মানুষ খুন করিয়া আসিলেন। তৎপরেও তিনি নিজ ব্যবসায় করিতে পারেন। আমরা বলিতেছি এটী বন্ধ করা উচিত। একপে সমাজের ক্ষতি পরিলক্ষিত হইতেছে। লোকে এখন চিকিৎসকদিগকে বিলাতির ন্যায় সচ্চরিত্র দেখিতে চান। কিন্তু অসচ্চরিত্রের দণ্ড না থাকিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। আমরা অভিমত প্রস্তাব করিতেছি যেমত ইংলণ্ডের চিকিৎসকদিগের সভা আছে এখানেও তাহা হউক। কি গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ, কি স্বাধীন সভা সকল চিকিৎসকের চরিত্রের উপরে ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন। যে চিকিৎসক ধর্মনীতি ও নিজ ব্যবসায়ের স্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন এই সভা তাঁহাকে স্থগিত অথবা এক কালে তাঁহার প্রশংসা পত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহার চিকিৎসা করা বন্ধ করিতে পারিবেন। এই নিয়ম করা নিতান্ত আবশ্যক, সচ্চরিত্র সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্ গণেরও এই মত। আমরা দুঃখ সহকারে বলিতেছি ধর্মনীতি ও দয়া সম্বন্ধে বৈদ্যগণ সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের অপেক্ষা অনেক প্রধান।

আমরা এস্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি, এক্ষণে যে সে ব্যক্তি মনে করিলেই চিকিৎসক হইতে ও লোক মারিতে পারেন। এটী আর থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা বৈদ্য, হাকিম ও হোমিওপেথিকদিগের চিকিৎসা বন্ধ করিতে বলি না। সকল প্রণালীর স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা এই কথা বলি, ঐ ঐ চিকিৎসকদিগের এক এক সভা হউক। তাঁহাদিগের সমুখে যাঁহারা পরীক্ষা দিতে পারিবেন তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। ঐ ঐ সভা অবশ্যই আপন আপন বিভাগের চিকিৎসকদিগের চরিত্রের উপরে ক্ষমতা চালন করিবেন। এই প্রণালীতে কাহারও কষ্ট হইবে না, বরং সকল শ্রেণির চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। চিকিৎসা রীতিপূর্ব্বক শিক্ষা করিতে সকলেরই ইচ্ছা জন্মিবে। ডিকেন সাহেব আমাদিগের ব্যবস্থা সংগ্রহের সংশোধন ও দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়া অনেক উপকার করিতেছেন। তিনি যদি এই প্রকার একটী আইন করেন তাহা হইলে সাধারণেরও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবেন।

মহাশয়! ৫ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি প্রণীত মাতৃশিক্ষার একটী সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ৯ ই বৈশাখের এডুকেশন গেজেট সম্পাদক উক্ত পুস্তকের সমালোচনা করেন। তিনি (এডুকেশন গেজেট সম্পাদক) সোমপ্রকাশ প্রকাশিত সমালোচনার প্রতি কটাক্ষ করিয়া সাধুজনোচিত গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমালোচনা কারীর প্রতি কত গুলি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সমালোচনকারী মাতৃশিক্ষার ভাষাগত যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এডুকেশন গেজেট সম্পাদকের মতে সে সমুদায় ভ্রমের মধ্যে গণ্য। কিন্তু তিনি সাধুযুক্তি প্রদর্শন করিয়া সমালোচনকারীর প্রদর্শিত দোষ সমুদায় খণ্ডন করিতে না পারিয়াও সাধু জন বিগর্হিত ভাষায় গালি বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কোন সাধুমুখ এইরূপ করিলে আমরা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতাম, কিন্তু একজন পত্রিকা সম্পাদককে অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। এতন্নিবন্ধন আমরা মাতৃশিক্ষার ভাষাগত দোষ প্রদর্শন করিয়া এডুকেশন গেজেট সম্পাদকের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করি, কিন্তু সম্পাদক সাবকাশ নাই, বলিয়া পত্রখানিকে উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং মাতৃশিক্ষার সমালোচনা স্থলে কিরূপ সাধুতা!! প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা সোমপ্রকাশ ও এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত সমালোচনা দুই দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। বোধ হয়, সম্পাদক নিজের ভ্রম স্বয়ং বুঝিতে পারিলেও সেগুলির সত্যতা রাখিবার জন্য আমাদিগের প্রেরিত পত্রখানি মুদ্রিত করেন নাই। যাহা হউক, এরূপ গুণের অপলাপ হয় দেখিয়া আমরা সেই পত্রখানি আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম, ভরসা করি আপনি ইহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়া সাধারণের গোচর করিবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত এডুকেশন্ গেজেট সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—

মহাশয়! পূর্ব্বে আমাদিগের সংস্কার ছিল, আপনি গম্ভীর ভাবে সমুদায় বিষয়ের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন আপনার প্রকাশিত এডুকেশন গেজেট একখানি গম্ভীর কাগজ। কিন্তু গত ৯ই বৈশাখের এডুকেশনে মাতৃশিক্ষা সমালোচনা দেখিয়া আমরা বিষম সন্দেহাকুল হইয়াছি। আপনি সমালোচনাস্থলে বিলক্ষণ ভাষা জ্ঞান ও গাম্ভীর্য্যের!!! পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আপনি সোমপ্রকাশ প্রকাশিত মাতৃশিক্ষার সমালোচনার ভুল ধরিতে গিয়া নিজেই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। "আবশ্যকীয়" শব্দ কি দুষ্ট নহে? তদ্ধিত প্রত্যয়ের পরেও আবার তদ্ধিত প্রত্যয়

করিয়া শব্দের কঠোরতা সম্পাদন করা কি, উচিত ? "অবশ্যক" বিশেষণ পদ। জুড়িয়া "অবশ্যকীয়" পদ সাধন করিলেও কি অর্থের দোষ হয় না ? আপনি ও এক জন বহুদর্শী ও গম্ভীর লেখক বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করি কোন্ বিশুদ্ধ গ্রন্থে "অবশ্যকীয় ও আবশ্যকীয়তার প্রয়োগ আছে ? "কানীন" শব্দটী বিশেষণ। যদিও "কানীন" পাণিনি মতে অসাধ্য তথাপি মুগ্ধবোধ মতে ইহা অনায়াসে সাধন করা যাইতে পারে। সম্প্রতি লেখক বিশেষ্য স্থলে এই শব্দের প্রয়োগ করিলে কি দোষ হয় না ? মাতৃশিক্ষার অনেক স্থলে এই দোষ আছে, সমালোচনকারী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আপনি সমালোচনকারীকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে আপনার কি চমৎকার ব্যুৎপত্তি !!! "কতকগুলিন" অপেক্ষা "কতকগুলি" শব্দ সচরাচর অধিক ব্যবহৃত হয় বলিয়া সমালোচনকারী তাহার প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। "অথাৎ" স্থলে আপনি যে মতের অবলম্বন করিলেন কেন ? তখন আপনার তাহা জ্ঞান কোথায় ছিল ?

সমালোচনকারী কতিপয় দুর্বোধ্য শব্দের পরিবর্ত্তে সহজ শব্দ প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি দোষ দেখিলেন ? "অনুপ" "আহ্বান" "সার্দ্ধিক" প্রভৃতি অপেক্ষা কি সহজ শব্দ নাই ? সহজ শব্দ থাকিতেও কঠিন শব্দ প্রয়োগ করা কি বিধেয় ? ইহাতে কি তাহার কাঠিন্য হয় না। আপনি, মাতৃশিক্ষার রচনা সুললিত হইয়াছে বলিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ঐরূপ অশ্লিষ্টতেজী শব্দ থাকাতে কি লালিত্যের হানি হয় নাই ? যখন "মাতৃশিক্ষা" কে মহিলাগণের পাঠ্য করা হইয়াছে, তখন অপেক্ষাকৃত সরল শব্দ প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতাদৃশ পুস্তককে শব্দাড়ম্বর পূর্ণ সাজিয়া প্রস্তুত করা বিধেয় নহে। অভিধানের সাহায্যে উক্ত শব্দগুলির অর্থ বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশীয় গৃহিণীগণের মধ্যে কয়জন ইহা করিয়া থাকেন ? আমাদিগের সাক্ষী হর কোন বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষিত যুবক, মাতৃশিক্ষা পড়িতে পড়িতে সাংবিধ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এদিকে আপনি লিখিয়াছেন, যে সকল মহিলা কিছু মাত্র লেখা পড়া জানেন, তাঁহারা অনায়াসে "মাতৃশিক্ষা" বুঝিতে পারিবেন। আপনার কি সূক্ষ্ম বিবেচনা !! এদেশের মহিলাগণ কি সরস্বতীর অবতার ? আপনি যাহা বুঝেন সাধারণেও তাহা বুঝিতে পারে ইহাই কি আপনার সংস্কার ? ফলতঃ আপনি মাতৃশিক্ষার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছেন। অভ্যন্তরীণ প্রকৃত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন নাই। এতদ্বিষয়ে সমালোচনাস্থলে নিতান্ত চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পত্রিকা সম্পাদকের এ দোষ মার্জনীয় নহে।

সমালোচনকারী চুঁচুড়ার বহু বাবুর নামোল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আপনি "জেলেবেগুনে" জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। উদাহরণ স্থলে অপরের নাম গ্রহণ করিলে কি অত্যাচারগ্রস্ত হইতে হয় ? এইরূপ "শিবের গীত" এ অনেকেই গাইয়া থাকেন। এটী অপ্রাসঙ্গিক নহে। একজনে একটী উত্তম কার্য্য করিতেছেন, অপরে তাঁহার সহযোগী হইলে কি তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতে নাই ? সমালোচনকারী যদি গঙ্গাপ্রসাদ বাবুকে অলংকৃত করিয়া বহু বাবুর সুখ্যাতি করিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য দোষভাগী হইতেন। কিন্তু তিনি গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর ন্যায় মাতৃভাষার হিত সাধনতৎপর ভিন্নের উদাহরণ দেখাইবার নিমিত্ত বহু বাবুর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এটী যদি দোষের মধ্যে গণ্য হয়, তাহা হইলে কোন লেখকই এই দোষস্পর্শশূন্য নহেন। যাহাহউক, সমালোচনকারী গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার মাতৃশিক্ষার সমালোচনা করেন নাই। তিনি গম্ভীর ভাবে গুণস্থলে গুণের ও দোষ স্থলে দোষের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাতে আপনি কতকগুলি অযথা বাক্যোক্তি করিয়া নিতান্ত অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। আপনি যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যেন "সাবধানপুরঃ" "ভবিষ্যাৎ হয়" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিলে আপনি তাঁহার প্রতিবাদ করিবেন। একজন গম্ভীর লোকের এইরূপ অস্থিরতা প্রদর্শন কি আক্ষেপের বিষয় নহে ? ইহাতে কি তৎপ্রকাশিত পত্রিকার গুণ বিলুপ্ত হয় না।

—:০:—

মহাশয় ! আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে জোড়াবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী আমার নিকট ২০ টাকা ও ১০ টাকার দুই কেতা গবর্ণমেন্ট নোট পাঠাইয়াছেন, ও জোড়াবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সরকার ৪৫ পঁয়তাল্লিশ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

জোড়াবাগান
৯ ই মে
১৮৭১ সাল

শ্রীহরেন্দ্র নাথ সরকার
সম্পাদক

অল্প দিন হইল এখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে একটী আশ্চর্য্য মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। সাধারণের জ্ঞাতার্থ উহা নিম্নে লিখিত হইল। এই স্থান হইতে ১১ ক্রোশ দূরে সোরা নামক একখানি গ্রাম আছে, উহা এখানকার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামানন্দ দাসের অধিকার ভুক্ত। সাটের খাজনা দিবার জন্য তথায় ১১৮০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইতি মধ্যে কতকগুলি খোরাসান দেশীয় লোক তথায় উপস্থিত হয়। ইহাদের সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদি আছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক শত পঞ্চাশ জন হইবে। শুনা গেল, তাহারা পুরী ও কটক প্রভৃতি স্থান হইয়া আসিতেছে। সোরা গ্রাম রাস্তার ধারে অবস্থিত। তথায় বিশ্রামার্থ তাহারা কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করে। তাহারা স্বভাবতঃ বলবান ও সাহসী ; কিন্তু অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ। পথে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারে এই জন্য কটক হইতে উহাদের সঙ্গে এক জন সব ইনস্পেক্টর ও চার জন কনষ্টেবল আইসে, কিন্তু ইহাতে ও

খোরাসানিরা পূর্ব্বোক্ত টাকার সন্ধান পাইয়া তথাকার জমীদারী কাছারী আক্রমণ করে এবং প্রহরিগণকে প্রহার করিয়া সমুদায় টাকা লইয়া যায়। জমীদারের লোকেরা এখানকার আদালতে উক্ত বিষয়ের সংবাদ দেওয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কতকগুলি পুলিসের লোক লইয়া গিয়া তাহাদের সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। এ বিষয় সপ্রমাণ হওয়াতে খোরাসানিদিগের পাঁচ শত টাকা জরিমানা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে ঐ ১০৮০ টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে কলিকাতায় গমন করিতেছে। সুযোগ পাইলে উহারা যে পুনর্ব্বার অত্যাচার করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ রথের সময় উপস্থিত, জগন্নাথে অনেক যাত্রী আগমন করিবে। অতএব খোরাসানিরা যাহাতে আর অত্যাচার করিতে না পারে গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন উপায় অবলম্বন করুন।

উপসংহারকালে এখানকার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট মে, বিমস্ সাহেব মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ইনি যথার্থ পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত ইনি এতদ্দেশস্থ সকলেরই প্রীতি ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন।

বালেশ্বর
৮ ই মে
১৮৭১ শ্রীঃ-

শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, থানা আছিপুরের অন্তর্গত বাওয়ালী গ্রামের তত্রত্য জমীদার মহাশয়েরা "হিতৈষিণী" নাম্নী একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় রহিয়াছে, কারণ সভার ব্যয় ভার গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা এক কালীন দান বা মাসিক কিছু কিছু টাকা দ্বারা সভার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহাদের এমন সঙ্গতি নাই যে জমীদারদিগের নানা প্রকার দাবি ও ইনকম টাক্স প্রভৃতি দিয়া আবার অন্য কোন লোকহিতকর কার্য্যে অর্থ সাহায্য করেন, সুতরাং তাঁহাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্টলাভের চেষ্টা বৃথা। পাঠশালা সংস্থাপন ভিন্ন আর কতকগুলি গুরুতর কর্ত্তব্য আছে জমীদার মহাশয়দিগের অগ্রে সেগুলির অনুষ্ঠান চেষ্টা আবশ্যক। অন্যান্য জমীদার মহাশয় আপনাদিগের জমীদারিতে প্রজাদিগের মঙ্গল কামনায় স্থানে স্থানে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত বাওয়ালীর জমীদার মহাশয়দিগের জমীদারিতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় যাহাতে গ্রাম মধ্যে বিদ্যার অনুশীলন হইয়া লোকের সভ্যতা বৃদ্ধি ও সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে উক্ত জমীদার মহাশয়দিগের অগ্রে সে চেষ্টা পাওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জয়রামপুর
১০ ই মে ১৮৭১ } শ্রীঃ—

—:*:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকেশী মুন্সি
ডাকলেবোলা ১০ টাকা
" " মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বালী ৭ ঐ
" " কালীকমল লাহিড়ী
বুড়শিবার ১০ ঐ
" " মদনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬ ঐ
রাজা মহেশচন্দ্র গিরি মহান্ত
তারকেশ্বর ১০ ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ ঘোষ
লোহডাঙ্গা ৩৬ ঐ
" " জগন্নাথ দাস পাহাড়ি মহাপাত্র
মহাপাল স্কুল ১০ ঐ
" " দীনবন্ধু গোস্বামী
কালিকাপুর ১০ ঐ
" " পরশুরাম বিশ্বাস গোবিন্দপুর ৫॥ ঐ
" " নরসিংহ দত্ত নবাবগঞ্জ ১০ ঐ
" " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গোবিন্দপুর ৫॥ ঐ
" " নিস্তারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা ১০ ঐ

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, নগদ চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক বার বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ । ২৭ সংখ্যা ।

প্রজাকানাং প্রজ্ঞানিখিলায় মার্ষিঃ সংক্ষতো অনিমন্ত্রণী ন যাবনা ।

[illegible]া ১, এক টাকা
[illegible]র্ষিক ১৩, টাকা
[illegible]াসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮ । ৯ ই জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৭১ । ২২ এ মে

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

[illegible] দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত " বিয়ে [illegible] দ্বিতীয় বার (পরিবর্দ্ধিত) [illegible] সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে [illegible] । মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র ।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।

[illegible] চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামচরণ [illegible] কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বহুদিনের পুরাতন জ্বর, কাস, বাতব্যাধি প্রমেহ প্রভৃতি [illegible] উৎকট রোগের নানাবিধ মহৌষধ [illegible] সকল অকৃত্রিমরূপে প্রস্তুত [illegible] বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, যোড়াপুকুরে হরিঘোষের ষ্ট্রীটে [illegible] ভবনে লোক পাঠাইলে অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন ।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

[illegible] কারার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন [illegible]র আবশ্যক হয়, আদেশ করিলে [illegible] প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

[illegible]খিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত [illegible] ।

[illegible] নর্দ্দমার পাইপ, [illegible] জলপান ও বেঞ্চ ইত্যাদি ।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট ; মেজি [illegible] বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

কারার ব্রিক ।

কারা [illegible] ।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত দ্রব্যগুলি পাইপ, টাইল এবং কারার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা
২ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট । } বরণ এণ্ড কোং ।

হুধিয়া ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে ।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা ।
ক্ষুদ্রশস্র ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত ।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা ।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে । মূল্য ২ দুই টাকা ।

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় সিমলা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় । অধ্যক্ষ ।

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন । অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না । কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয় । এ নিমিত্ত কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না ।

১২৭৭ সাল [illegible] } শ্রী[illegible]নাথ চক্রবর্ত্তী
ছাং ৩৩ এ পৌষ } কার্য্যসম্পাদক ।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে ।

	বসতি স্থান	আন্দাজ
নং ১৭ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১৷৩ বি
ঐ ২ শিবের লেন	ঐ	৬৷৩ কাঠা
রসিক সান্যালের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
নং ১২ এলিয়ট রোড	ঐ	১/১ বিঘা
কুলীনাবাঘ হাঁড়ি	ঐ	৫। বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তার [illegible] গ্রান আটর্ণী [illegible] জানিতে হইবে ।

আমার প্রস্তাবিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল । শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে । [illegible]

৬। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৮ এ ভাদ্র ১২৭৭ } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর, ডি, বসু এণ্ড কোম্পানি, ... রো কলিকাতা।

অভিনব কাব্য চণ্ডালিনী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ।০, কবিতা পরিচয় ১ ম ভাগ ৵০, ২ য় ভাগ ৵১০, শিশুমানচিত্রাবলী। ৵১০।

২৩।১০।৭৭ } শ্রীকেদারনাথবন্দ্যোপাধ্যায় ভূকৈলাসস্থ রাজবাটি।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র ১২৭৭ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বটতলা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থা ও সূতিকাগৃহে প্রসূতির এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার বিক্রয় হইবে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা শিশুগণের পীড়া। মূল্য ॥০ টাকা মাত্র। উক্ত পুস্তক কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং জ্ঞানাঙ্কুর প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে।

বিক্রয়ের জন্য

খাঁটি মুক্তিলার তৈল

ঐ বোতল ১ এক টাকা

বেঙ্গল অএল কোং কলে

নং ১০ কাশীমিত্রের ঘাট চিতপুর রোড।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১২ ই মে।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায়	১০	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৪	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৩৬ মাইলের মধ্যে	৪	৩

সন ১৮৭১ সালের ১৫ ই মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৩	৭

বহরমপুর ১৫ ই মে ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত জে, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবার ডিবিজন

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উত্তর সম্বলিত প্রশ্নাবলী। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ও বাবু দেবেন্দ্র নাথ রায় বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। কালেজ ষ্ট্রীটের ৫৫ নং প্রেসিডেন্সিলাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

সেখ ত্রাহাম

সোমপ্রকাশ।

১ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ছোট আদালত।

মফস্বলে যেসমস্ত ছোট আদালত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকৃত উপকার হই... না? এ বিষয়ে জেলার জজদিগের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ছোট আদালতগুলি নীল ঘটিত গোলযোগের সময়ে নীলকরদিগের সুবিধার্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্র সকল প্রথমাবধি ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ও ইং... সমাজের একটী বিষম ভ্রম আছে, তাঁহারা আদালত সংক্রান্ত কোন কথা তুলিলেই তাঁহারা মনে করেন, এতদ্দেশীয়েরা মকদ্দমা প্রিয়, যাহাতে মকদ্দমার বৃদ্ধি হয়, নিরন্তর সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় ... লোক মাত্রেই আদালত গমনে অনিচ্ছু, অনেকে কতক ক্ষতি স্বীকার করেন তথাপি আদালতে যান না; এটী আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারিলাম না। এদেশে ভূমি সংক্রান্ত মকদ্দমাই অধিক, ভূমির জটিল বন্দোবস্ত ইহার কারণ। এই অসুবিধা দূর করিলে এদেশে ইংলণ্ড অপেক্ষাও যে মকদ্দমা কমিয়া যায় সে বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। ভ্রান্তিমূলক গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত দূষিত সংস্কার নিবন্ধন আমাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া আপীল বর্জ্জিত কয়েকটী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু এগুলিতে কি ফল ফলিয়াছে? আমরা চতুর্দ্দিক হইতে কেবল অবিচারের সংবাদ পাইতেছি; নালীশ করিলে প্রায়ই ডিক্রী পাওয়া যাইতেছে। মফস্বলের ধূর্ত্ত লোকেরা এই সুযোগ পাইয়া সর্ব্ব সমক্ষেই সেকেলে ডাকাইতের ন্যায় লুণ্ঠন ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। আপীল নাই, বিচারপতিগণ নির্ভয়ে যে সে আজ্ঞা দিয়া থাকেন। অন্য অন্য আদালতে সুবিচারের যে তিনটী কারণ আছে, ছোট আদালতে তাহার অন্যতর একটীর সহিতও সাক্ষাৎ হওয়া ভার। সে তিন কারণ এই—প্রথম প্রতিপক্ষ।

…র্শ. বিচারবস্তু নহে, বিচারপতি নিয়োগ, অনুপযুক্ত উকীলের অবস্থান এবং উচ্চতর আপীল আদালতের শাসন। যে সকল আটর্ণির মক্কেল জুটে না, তাঁহারাই প্রায় ছোট আদালতের জজ হন, কোন্ কোন স্থলে শ্মশ্রুহীন অনভিজ্ঞ নূতন সিবিলিয়ান বিরাজমান দৃষ্ট হন, কোন কোন স্থলে বা বৃদ্ধ ও নিস্তেজ অবসন্ন জজ ছোট আদালতের বিচারাসনে অধিষ্ঠান করেন। মক্কেলহীন আটর্ণির বিদ্যা সকলেই জানেন। সরকারী মাজিস্ট্রেটের পদের লোকদিগের ক্ষমতার দৌড় কাহার অবিদিত নাই। বৃদ্ধ অবসন্ন জজেরা বয়োধর্ম্মে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন। অধিকাংশ ছোট আদালতে প্রায় উপযুক্ত উকীল নাই। এই সকল আদালতে এক দল দালাল আছে। বাদি প্রতিবাদিকে ঠকাইয়া কিছু কিছু লওয়াই ইহাদিগের বিদ্যা। ছোট আদালতে যে সকল উকীল থাকেন, তাঁহারা প্রায় ঐ সকল দালালের মুষ্টি মধ্যে; তাঁহাদিগের স্বাধীনতা ও উচ্চ আশা নাই। যেখানে স্বাধীন উকীল না থাকেন, সেখানে সুবিচার হইবার সম্ভাবনা অল্প। গবর্ণমেণ্ট জানেন। ছোট আদালতে স্বল্প ব্যয়ে মকদ্দমা হয়; কিন্তু সেটী মহা ভ্রম। দেওয়ানী আদালতে যে ব্যয় এখানেও সেই ব্যয় হয়। তবে দেওয়ানী আদালতে সুবিচার হয়, আপীল আছে, ছোট আদালতে তাহা হয় না। যাঁহারা একথার প্রমাণ চান, আমরা তাঁহাদিগকে ঢাকা ও শিয়ালদহের ছোট আদালতে মকদ্দমা করিয়া পরীক্ষা করিবার অনুরোধ করিতেছি। বর্ত্তমান ছোট আদালতগুলি মহা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এখানে যত জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাদুর্ভাব এমন কোথাও নাই। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, ছোট আদালতগুলি না রাখাই উচিত। মুন্সেফের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা তৎকার্য্য সম্পাদন কর্ত্তব্য। যদি রাখা একান্ত আবশ্যক হয়, অবিলম্বে উহার কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা বিধেয়।

একণে ছোট আদালতগুলিকেই বৃদ্ধ ও নিস্তেজ অবসন্ন জজদিগের উন্নতি স্থান করা হইয়াছে। ইহা রহিত করিয়া প্রথম শ্রেণির অবসন্ন জজের পদকে অভিজ্ঞ বিচারপতিদিগের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার স্বরূপ করাই উচিত। প্রথম মুন্সেফের পদ, তৎপরে ছোট আদালতের জজের পদ, তৎপরে অবসন্ন জজের পদকে সর্ব্বোচ্চ করা কর্ত্তব্য। জেলার জজের নিকটে ছোট আদালতের জজের আজ্ঞার আপীলের বিধি করা বিধেয়, আমরা যে প্রস্তাব করিলাম, ইহাতে কাহারও অমত হইবার সম্ভাবনা নাই। একপ্রকার ছোট আদালত গুলি সাক্ষাৎ নরক এবং কলিকাতার ছোট আদালত ঐ নরকের শেষ সীমা। গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাতার লোকদিগকে এই অনুমতি দেন যে, যদি ইচ্ছা হয় তাঁহারা ছোট আদালত অথবা আলীপুরের মুন্সেফের নিকটে নালীশ করিবেন, তাহা হইলে শতকরা ৯০ জন আলীপুরে যাইবেন সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট উদ্ধৃত টাকা ও জজদিগের আত্মপ্রশংসায় বিমোহিত হন; কিন্তু সর্ব্বসাধারণকে জিজ্ঞাসা করুন, সকলেই এক বাক্যে বলিবেন, সুবিচার কলিকাতার ছোট আদালতের অনেক দূরে আছে। এখানকার আদালতের আজ্ঞার আপীলেরও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব।

জর্জ কাম্বেল সাহেব প্রথম কয়েক দিবস যে চালে চলিয়া ছিলেন, ক্রমশঃ তাহার বিপরীত চাল চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য প্রণালীর অধীনে যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রকৃত উদারভাবলম্বন সহজ নহে; কাম্বেল সাহেব যে ঝাঁকের পাখী সেই ঝাঁকেই মিশিবেন, প্রথমে অনেকে এই অনুমান করিয়াছিলেন। যদ্যপি তিনি বজেট অর্পণের সময়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের কতক মত পরিবর্ত্ত হয়; তখন সকলে মনে করেন যে, তিনি বঙ্গদেশের অন্য অন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের পদবীতে পদার্পণ করিলেন। কিন্তু সে আশা বিফল হইয়াছে। বার্ণার্ড সাহেবকে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আসন ও সভার সেক্রেটরি পদ দেওয়াতে তাঁহার বক্তৃতা ইহার প্রমাণ।

বার্ণার্ড সাহেব মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনরের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের কিছুই জানেন না; বঙ্গদেশবাসি ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ান দিগের সহিত তাঁহার কোন সমদুঃখ সুখতা নাই। অথাপি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহার হস্তে এপ্রদেশের রাজস্বের ভার দিয়াছেন। তিনি কিছু দিন ফিনান্সিয়াল বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি ছিলেন, এই তাঁহার প্রশংসা পত্র। বঙ্গদেশের রাজস্বের ভার লইতে হইলে ভূমির বন্দোবস্ত, দেশের অবস্থা প্রভৃতির বিষয় সর্ব্বাগ্রে জানিতে হয়, বার্ণার্ড সাহেব ইহার কিছুই জানেন না। আর এক দোষ এই, তিনি আপাততঃ কেবল ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের কার্য্য করিবেন। কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত একজন সিবিলিয়ানকে বেতন দিয়া স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাখা এই প্রথম হইল। আমরা যত দূর জানি তাহাতে আমাদিগের সংস্কার এই, এপ্রকার নিয়োগের ক্ষমতা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নাই। যাহা হউক, বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের প্রাপ্য একটী প্রধান পদ বাহিরের একজনকে দেওয়াতে উক্ত সিবিলিয়ানদিগের অপমান করা হইয়াছে। ইংলিশম্যান বলেন,

একটী ব্যক্তিকে সদস্যবৎ, ধনবণিকদিগের সিবিলিয়ানদিগের অপমান করা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার অভিপ্রেত না হইতে পারে; কিন্তু সিবিলিয়ানেরা কি উহাতে সন্তুষ্ট হইবেন?

গঙ্গার সেতু উপলক্ষে বণিক সম্প্রদায়, ভারতবর্ষীয় সভা ও কলিকাতার জষ্টিসদিগের অকারণ অপমান করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই, তাঁহারা সেতুর ব্যয় কর্জ স্বরূপ দেন এবং উহার উপস্বত্ব গ্রহণ করেন। তন্নিমিত্ত তাঁহারা রেলওয়ে কোম্পানির হস্তে মাশুল আদায় করিবার ভার দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু একটী বিস্ময়াবহ বন্দোবস্ত হইতেছে। যত দ্রব্য রেলওয়েতে আসিবে তাহা সেতু দ্বারা পারে আসুক আর না আসুক পারাণীর মাশুল অবশ্য দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট আরও এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সেতুর ব্যয় কলিকাতার লোকের দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় সভা, বণিক সম্প্রদায় ও জষ্টিস দিগের সভাপতি ইহার প্রতিবাদ করেন। ব্যবস্থাপক সভার স্বাধীন সভ্য মাত্রেরই এই মত হয়। শক সাহেবও এই দলে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু কাম্বেল সাহেব তর্কের সময়ে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, ভারতবর্ষীয় সভা জমীদারদের প্রতিনিধি নহেন; বণিকদিগকেও ঐরূপ বলা যায়, জষ্টিসদিগের সভাপতিও উহা অপেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। কাম্বেল সাহেবের মত এই, যাঁহারা প্রতিনিধি হইবার বাসনা করেন, তাঁহাদিগের অগ্রে সকল লোকের মত লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু উহা সম্ভাবিত নয়। যে দেশে সকল লোকেরই প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা আছে, সেখানেও প্রকৃত কার্য্য কতকগুলি প্রধান লোকের হস্তে বিন্যস্ত থাকে। কাম্বেল সাহেব প্রতিনিধি শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, ইংলণ্ডেও সে ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না। ভারতবর্ষীয় সভা জমীদারদের প্রতিনিধি নন, কাম্বেল সাহেব কিরূপে ইহা জানিলেন? সভার কোন কার্য্য জমীদারগণের অনুমোদিত নয়? বণিক সম্প্রদায় কি বণিকদিগের মত প্রকাশ করেন না? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহার কি বিরুদ্ধ প্রমাণ পাইয়াছেন? নগরবাসীরা জষ্টিসদিগকে মনোনীত করেন নাই বটে; কিন্তু যে স্থলে জষ্টিসদিগের কার্য্যে নগরবাসীগণ আপত্তি না করেন, সে স্থলে জষ্টিসদিগের কৃত কার্য্য নগরবাসিদিগের অনুমোদিত ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হয়।

—০০—

কৌতুকাবহ বিচার।

আমরা এক নূতন সাহেবের এক নূতন বিচার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। অবিচার হইলে যে কি অনিষ্ট হয়, অদ্যাপি উঁহার সে শিক্ষা হয় নাই। এরূপ অনভিজ্ঞ বিচারপতির হস্তে বিচার ভার সমর্পণ বিষম বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। অন্যায় ও অত্যাচারাদির নিবারণার্থই আদালতের সৃষ্টি। কিন্তু অনভিজ্ঞ বিচারপতি নিয়োগ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইয়া কেবল অনিষ্টেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই আমাদিগের বক্তব্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমাদিগের বাসগ্রামে নীচ জাতীয় এক ব্যক্তি আছে, তাহার ৩টী পুত্র। পুত্র গুলি সকলেই বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও যার পর নাই দুর্দান্ত। সকলগুলিই মদ তাড়ি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকে। একে ছোট লোক, তাহার উপরে লোক ও মাদক সেবন মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এপ্রকার লোকে যে প্রতিবেশির উপরে উপদ্রব করিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, তাহারা প্রতিবাসিদিগের উপরে যার পর নাই দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে। অন্য কথা কি, তাহাদিগের আপন আপন স্ত্রী লইয়া ঘর সংসার করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিবেশিরা দরিদ্র, কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। আমরা যাহাদের কথা কহিতেছি, উহার এক পুত্র সম্প্রতি এক দিন রাত্রিকালে একজন প্রতিবেশির স্ত্রীকে লইয়া যায়। তাহার সর্ব্বনাশ হইল। দারোগার উপরে অনুসন্ধানের ভার হইল। তিনি তদারক করিতে আসিলেন। কত মত তদারকও করিলেন। তিনি বৈকালে পুনরায় আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি এদিকে চলিয়া গেলেন, ও দিকে উক্ত দুরাত্মারা কয় ভ্রাতায় মিলিয়া ঐ মকদ্দমার একজন সাক্ষীকে পথ হইতে ধরিয়া আপনাদিগের বাটীর মধ্যে লইয়া গিয়া আন্তরিক প্রহার করিল। সে আলীপুরে গিয়া অভিযোগ করিল। ও দিকে ঐ দুরাত্মাদিগের এক ব্যক্তি সে অভিযোগ করিবে শুনিয়া অগ্রে গিয়া মিথ্যা করিয়া এই অভিযোগ করিল যে, অমুক অমুক বল পূর্ব্বক তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছে। ছোট সাহেবের নিকটে মকদ্দমা সোপরদ্দ হইল। ছোট সাহেব (আমাদিগের নূতন সাহেব) উভয় দরখাস্ত পাঠ করিয়া মিথ্যা বোধে উভয়েরই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলেন।

কি আশ্চর্য্য সূক্ষ্মবুদ্ধি! পরস্পর পরস্পরকে মারিয়াছে বলিয়া যখন দরখাস্ত করিয়াছে, তখন উভয়েরই মিথ্যা। এমন সূক্ষ্ম বিবেচনা কি আর ভাল ঘটে ঘটিতে পারে? ইহার ফলও অতি উপাদেয় হইয়াছে। যাহার সর্ব্বনাশ হইল, সে ভগ্নোৎসাহ হইল, এবং উল্লিখিত দুরাত্মাদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইল। গ্রামের

অন্য অন্য লোকে সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে। দুরাত্মারা কখন কাহাকে প্রহার করে, সকলে এই ভয়ে আকুল হইয়াছে। অজ্ঞ লোকদিগের সংস্কার আছে, মিথ্যা না করিলে আদালতে জয়লাভ হয় না, সেই সংস্কার দৃঢ়তর হইয়া উঠিল।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে বিচারপতি হইতে এত অনর্থের উৎপত্তি হইল, তিনি কে গবর্ণমেণ্ট কি তাহার একবার অনুসন্ধান লইবেন না? আমরা তাঁহার নাম বলিতে পারিনা, তিনি আলীপুরের ফৌজদারী আদালতে ছোট সাহেব নামে বিখ্যাত। উভয় লোকই মিথ্যা কহিতেছে, এ সিদ্ধান্ত না করিয়া ইহার অন্যতর এক ব্যক্তির মিথ্যা আর এক ব্যক্তির সত্য এই সিদ্ধান্ত করাই কি সমধিক সঙ্গত হয় না? কোন খুন নাই উভয়েই মিথ্যা নালীশ করিতে গিয়াছে ইহা কি সম্ভাবিত? সত্য ও মিথ্যা উভয়ের ব্যবচ্ছেদ যদি তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল, একজন সচ্চরিত্র পুলিসকর্মচারীর উপরে অনুসন্ধানের ভার দিলেই ত সমুদায় আপদের শান্তি হইত। তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইত না, অথচ যথার্থ বিচার হইয়া দুষ্টের দমন হইত।

সোণাপুরের দারোগা।

রাবণ যে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ এই, সে যত প্রকার কুকর্ম্ম করে প্রায় তাহার একটীতেও তাহার অনুরূপ দণ্ড হয় নাই। তাহার দণ্ড হইলে সে কখন এত প্রশ্রয় পাইত না, তাহার এত বৃদ্ধি হইত না। সে প্রশ্রয় পাইয়াই দেবতাদিগের কাহাকে ঘোড়ার ঘেসেড়া কাহাকে ঝাড়ুবরদার কাহাকে মালী করিয়া রাখে। আমাদিগের দারোগারা (একপ্রকার সব ইনস্পেক্টরেরা) রামায়ণাদি গ্রন্থে এসমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কার্য্য কালে সমুদায় ভুলিয়া যান। যেমন মন্দ বলিয়া ভুলিয়া যান, অথবা ভুলাইবার অন্য কোন কারণ উপস্থিত হয়, আমরা আজিও তাহার নির্ণয় করিতে পারি নাই। যে কারণে হউক, সময়ে সময়ে দুষ্টেরা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পায়, তন্নিবন্ধন মহত্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সোণাপুরের সব ইনস্পেক্টরের দোষে আমাদিগের বাসগ্রামে উল্লিখিত প্রকার একটী মহা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। এক দুরাত্মা এক জন প্রতিবেশির স্ত্রীর প্রতি দৌরাত্ম্য করে। তাহার অভিযোগ হয়। সোণাপুরের দারোগার উপরে তাহার তদারকের ভার হয়। তিনি প্রমাণ পাইয়াও দৌরাত্ম্যকারীকে ছাড়িয়া দিয়া গেলেন; তাহার ফলও হাতে হাতে হইল। গ্রামের একজন সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া দুরাত্মারা তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া মস্তকে এমনি আঘাত করিয়াছিল যে, আহত ব্যক্তির কর্ণ দিয়া রক্তপাত হয়। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া উঠে। আঘাত চিহ্ন স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। আহত ব্যক্তি নালীশ করিল। প্রস্তাবোপরি লিখিত আমাদিগের নূতন সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। ঐ রাত্রিতে সেই অবিচারেরও ফল ফলিল। ঐ দুরাত্মারা আদালত হইতে আসিয়া রাত্রিতে একটী স্ত্রীলোকের ঘাড় মুচড়িয়া ধরে। স্ত্রীলোকটীর অপরাধ এই, সে ঐ সকল অত্যাচারের কথা কহিয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, সোণাপুরের বর্ত্তমান দারোগা যদি আর কয়েক দিন সোণাপুরে থাকেন, চাঙ্গড়িপোতায় অবিলম্বে একটী খুন হইবে সন্দেহ নাই। অতএব অবিলম্বে তাঁহাকে এস্থান হইতে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহা হইতে গ্রামের অসৎ লোকেরা প্রশ্রয় পাইতেছে, গ্রামের ভদ্র ও নিরীহ লোকেরা সশঙ্ক হইয়া উঠিয়াছে। কখন কাহার প্রাণ যায় মান যায়, সকলের এই আশঙ্কা জন্মিয়াছে। ফল কথা বলিতে কি, গ্রামস্থ লোকেরা ইংরাজ রাজ্যে যে বাস করিতেছেন, আজি কালি তাঁহাদিগের তাহা মনে নাই। আমরা যবন অধিকারে যে দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়াছিলাম, আজি কালি চাঙ্গড়িপোতায় তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহা হউক, অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট এতদিন যত্ন পাইয়া যে কিছু সুশাসন করিয়া তুলিয়াছিলেন, একজন দারোগার দোষে সমুদায় বিফল হইয়া গেল।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, আমরা যে দুরাত্মাদিগের কথা কহিলাম, আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদি তাহাদিগের কয় পিতা পুত্রকে আদালতে উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের ইচ্ছা মত মদ ও তাড়ি খাওয়াইয়া (ইহারা সর্ব্বদা মদ তাড়ি খাইয়া থাকে) একবার তাহাদিগের ভাব দর্শন করেন, তাহাদিগের অসাধ্য কোন কর্ম্ম আছে কি না জানিতে পারিবেন।

—:০:—

রাজকীয় কমিসন হইলনা কেন?

এখানকার সকলেরই এই ইচ্ছা ও চেষ্টা হইয়াছিল ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় কমিসন নিযুক্ত করিয়া সাধারণে ভারতবর্ষের সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করেন। এ চেষ্টা সফল না হইবার কারণ কি? এটী কেবল মন্ত্রিদিগের কুচক্রে নয়, আমাদিগের ও আমাদিগের বন্ধুগণের নিশ্চেষ্টতা নিবন্ধনই ঘটিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অকালে রাজকীয় কমিসনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাই আমাদিগের চেষ্টা সফল না হইবার অন্যতর কারণ। ১৮৬২।৬৩ অব্দ অপেক্ষা এক্ষণে ১৪০০০ ইউরোপীয় সৈন্য কম আছে, এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের সংখ্যাও কমিয়াছে। এ হিসাবে

১২৫১০০,০০০ টাকার পরিবর্ত্তে ৯ কোটি টাকা এদেশের সৈনিক ব্যয় হওয়া উচিত ছিল। এই তিন কোটি টাকা কিসে ব্যয় হইল? রাজস্ব কমিসন দ্বারা এই সকল বিষয় প্রকাশিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। শাসন প্রণালী, ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতি সংক্রান্ত সম্বন্ধ ও ষ্টেট সেক্রেটারির ক্ষমতা প্রভৃতির অনুসন্ধান না হইলে এগুলি প্রকাশিত হয় না। আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণ রাজকীয় কমিসনের নিকটে পরীক্ষিত হইতে সম্মত নহেন। ভারতবর্ষের প্রতি যে সকল অন্যায়াচরণ করা হয়, রাজকীয় কমিসনের নিকটে তাহা প্রকাশিত হইলে গ্লাডষ্টোন সাহেবকে তৎক্ষণাৎ সমাজের পদ ত্যাগ করিতে হইত এবং ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে কখনই আর তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না। এখানে রাজকীয় কমিসনের নিমিত্ত আবেদন পত্র স্বাক্ষরিত হইতে লাগিল, ওদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদন মন্ত্রিদিগের পক্ষে মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বোক্ত আবেদন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা রাজস্ব কমিসন নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে বাহিরে কতক উদারতা প্রদর্শন করা হইল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা প্রতারিত হইলাম। লাড বাটীর কয়েকজন সভ্য কমিসনের মধ্যে থাকিলে মন্ত্রিদিগের আরও সুবিধা হইত; কারণ তাহা হইলে লার্ড লরেন্স প্রভৃতির ন্যায় লোকেরা তাঁহাদিগের দিকেই টানিতেন। বর্ত্তমান কমিসন ভারতবর্ষে আসিয়া অনুসন্ধান করিলেও কথঞ্চিৎ উপকারের আশা থাকিত; কিন্তু তাঁহারা ইংলণ্ডে বসিয়া অনুসন্ধান করিবেন, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদিগের কিছুই উপকারের আশা নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রথমে রাজস্ব কমিসনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া প্রকারান্তরে মন্ত্রিদিগেরই উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। আমাদিগের আর একটী দোষ এই, আমরা যথা সময়ে আবেদন প্রেরণ করিতে পারি নাই। আমরা যাহা করিতেছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিয়া প্রত্যহ তদ্বিষয় টেলিগ্রাফ করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য আমরা কিছুই জানিতাম না; সুতরাং আমাদিগের আবেদন যাইবার পূর্ব্বে গ্লাডষ্টোন সাহেব স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

তৃতীয় দোষ এই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতার বণিকগণ লার্ড সালিসবরির হস্তে আপনাদিগের আবেদন অর্পণ করিয়া ভাল করেন নাই। লার্ড সালিসবরি একজন উপযুক্ত লোক সত্য; কিন্তু তিনও ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি ছিলেন। রাজ্ঞীর অধীন হওয়া অবধি ভারতবর্ষের প্রতি যে সকল অত্যাচার হইতেছে, তাঁহার সময়েও তাহা ছিল। লার্ড আর্গাইলকে ধরাইয়া দিলে তাঁহাকে নিজে ধরা পড়িতে হয়। ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে অবশ্যই কোন মন্ত্রী নিজে টাকা লন না; কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ স্বার্থ সকলেই কিসে বাড়িবে মাটি পেট করিয়া থাকেন। যখন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রশিয়ার বিখ্যাত দ্বিতীয় ফ্রেডারিককে আমেরিকার সাহায্য করিয়া নিজের শত্রু তৃতীয় জর্জ্জকে খর্ব্ব করিতে অনুরোধ করেন, তখন উক্ত ভূপতি বলিয়াছিলেন, "তৃতীয় জর্জ্জ আমার শত্রু সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমরা সাধারণ তন্ত্র করিতেছ। এই প্রণালী রাজকীয় প্রণালীর বিরুদ্ধ। আমি নিজে রাজা হইয়া অন্য এক রাজার অনিষ্ট করিতে পারি না"। লার্ড সালিসবরি যখন আবেদনখানি মহাসভায় অর্পণ করেন, তাঁহারও মনে অবশ্য এই ভাবের উদয় হইয়াছিল। যদি পরে তিনি ষ্টেট সেক্রেটারি হন, তখন কি হইবে? সুতরাং যাহাতে রাজস্ব কমিসন নিযুক্ত হন, তন্নিমিত্তই তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ও লার্ড আর্গাইল এক বাক্যে লার্ড মেয়োর ক্ষমতা, তেজস্বীতা ও উদারতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, রাজকীয় কমিসন হইলে এমন উত্তম শাসনকর্ত্তার প্রতি অন্যায় করা হয়। লার্ড আর্গাইল স্থির করিয়াছেন, ইনকম টাক্সই এত অসন্তোষের কারণ; ইহা উঠিয়া গেলে সকল গোলযোগের শান্তি হইবে; কিন্তু ইহাই কি অসন্তোষের এক মাত্র কারণ? ব্যবস্থা প্রণয়ন, শিক্ষা ও রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ে কি সাধারণে অসন্তুষ্ট নহেন? রাজস্ব কমিসনের প্রতি আমাদিগের ভক্তি নাই। আমরা সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি, আগামী বর্ষের নিমিত্ত তাঁহারা এই বেলা প্রস্তুত হইতে থাকুন। আমাদিগের অসাবধানতায় থাকিলে মহাসভাকে অবশ্যই সুবিধা করিতে হইবে।

—:০:—

এতদ্দেশীয় ধাত্রী।

অগ্রে শিক্ষা না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অল্প। যিনি যে কার্য্য জানেন না, তিনি সে কার্য্য করিলে তাহাতে ইষ্ট লাভ দূরে থাকুক, অনেক স্থলে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। আমাদিগের দেশে যে সকল স্ত্রীলোক ধাত্রীর কার্য্য করে, তাহারা সকলেই ইতর লোক এবং ধাত্রীর কার্য্য কিছুই জানেনা। এক বহুদর্শিতা দ্বারা তাহাদের যে কিছু শিক্ষা লাভ হয়। ধাত্রী অপটু হইলে প্রসূতির ক্লেশ ও সন্তানের বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে? এমন অবস্থায় যাহাতে এতদ্দেশীয় ধাত্রীরা সুশিক্ষিতা হয় তচ্চেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যত্নবান হই-

ছাছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। মেডিকাল কালেজে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। ৯ জন ছাত্রী হইলেই কার্য্যারম্ভ হইবে স্থির হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটী ছাত্রীও জুটিতেছে না। গবর্ণমেণ্ট ৯ টাকা মাসিক বৃত্তি দিতে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের অভীষ্ট সাধিত হইতেছে না। ডাক্তার চার্লস এনিমিত্ত বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। আমরা এতদ্দেশীয় সমাজকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে গবর্ণমেণ্টের এই সদুদ্দেশ্য সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সাধ্যানুসারে সহায়তা করুন গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তবে লোকের কুসংস্কারই উঁহাদের অভীষ্ট সাধনের একমাত্র অন্তরায় হইয়াছে। যাহা হউক, যাহাতে এতদ্দেশীয় এক দল স্ত্রীলোক ধাত্রীবিদ্যায় সুশিক্ষিতা হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের যত্নবান হওয়া উচিত।

প্রেরিত।

ভাওলপুর রাজ্য।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত করদ ও মিত্ররাজ্য আছে, ভাওলপুর উহার অন্যতর। পাতিয়ালা, কপূরথলা প্রভৃতির রাজগণ আজি কালি সম্যক্ রূপ সভ্যতার পরিচয় দিতেছেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের ভাওলপুরের নবাব সেরূপ নহেন এবং কখন যে এরূপ হইতে পারিবেন সে আশাও অতি অল্প। ভাওলপুর রাজ্য কোথায়, ইহা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। এজন্য প্রথমে ইহার বিবরণ লেখা আবশ্যক হইতেছে

ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিলে প্রতীতি হইবে, মুলতানের প্রায় ৬০ ক্রোশ দক্ষিণে শতদ্রু নদী প্রবাহিত হইয়া পঞ্জাব রাজ্যের সীমা স্বরূপ হইয়াছে। নদীর পর পারেই ভাওলপুর নগর। ভাওলপুর নগর রাজধানী হইলেও নবাবের বাসস্থান নহে। নবাব এখান হইতে প্রায় ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে আহম্মদপুর নামক স্থানে বাস করেন।

ভাওলপুর রাজ্য প্রায় অধিকাংশই বালুকাময় মরুভূমি। বিকানিরের যে প্রসিদ্ধ মরুভূমি মানচিত্রে দেখা যায়, তাহা এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই শ্বেতবর্ণ বালুকাক্ষেত্র (মধ্যে মধ্যে অত্যুচ্চ স্তূপ) ধূ ধূ করিতেছে। একটী তৃণমাত্র নাই, তবে কোন কোন স্তূপের উপরিভাগে দুই একটী ছোট ছোট বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এরূপ দেশ দিয়া ভ্রমণ করা কি ভয়ানক। নূতন পথিকদিগকে সর্ব্বদা মরীচিকা ভ্রমে প্রতারিত হইতে হয়। একদা আমরা এক বালুকাস্তূপের উপর দিয়া যাইতেছিলাম। সে সময় শীতকাল, কিন্তু বেলা প্রায় ২ প্রহর হওয়াতে আমরা সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ সহ্য করিতেছিলাম। এই স্থানে আমাদের অতিশয় পিপাসা হওয়াতে জলের জন্য চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এক দিকে দেখিলাম দূরে কতকগুলি উচ্চ বৃক্ষ ইতস্ততঃ বেষ্টিত রহিয়াছে এবং বোধ হইল যেন সেইস্থানে একটী নিবিড় নীল সলিল সম্পন্ন সুন্দর তড়াগ রহিয়াছে। আমরা সেই দিকে যাইতেছিলাম, কিন্তু দেশীয় কতকগুলি পথিকের দ্বারা অবগত হইলাম যে আমরা মরীচিকা দ্বারা প্রতারিত হইয়াছি। সে মরুভূমিটী অধিক বিস্তৃত ছিল না, ইহাতেই এই, আর বড় বড় মরুভূমি পার হইবার সময় কতই সাবধান হইয়া চলিতে হয় বলা যায় না।

ভাওলপুর নগর চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত। নগরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত যদিও কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ তোরণ আছে তথাপি নগরবাসীরা আপনাদের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত প্রাচীরের ভগ্ন প্রদেশ দিয়া পথ করিয়াছে। নগরের দ্বারগুলি দিয়া যে যে স্থানে যাওয়া যায়, দ্বারগুলি সেই স্থানের নামে অভিহিত হয়, যথা "দিল্লী দরজা" "মুলতানী দরজা" "আহম্মদপুর দরজা" ইত্যাদি। ভাওলপুর নগর ভাওল খাঁ নামক নবাবের প্রতিষ্ঠিত। বোধ হয় ইনি ঐ বংশের আদি পুরুষ ছিলেন, কিন্তু বংশের নিয়মানুসারে প্রত্যেক তৃতীয় পুরুষই ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভাওলপুর রাজ্য যে কত দিনের এবং কোন ব্যক্তি যে নবাবী করিয়াছেন, আমরা এ বিষয়ের বিশেষ তথ্য অবগত হইবার কোন সুবিধা পাই নাই। জনশ্রুতিতে অবগত আছি যে এ রাজ্য অধিক দিনের নহে।

ভাওলপুর রাজ্য আপাততঃ ইংরাজ শাসনে আছে বলিতে হইবে। বর্ত্তমান নবাবের পিতা কোন গৃহ বিদ্রোহে হত হন। তখন নবাব অতিশয় শিশু ছিলেন। কাজে কাজেই ইংরাজদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত রাজ্য রক্ষার উপায়ান্তর ছিল না। বর্ত্তমান নবাবের বয়ঃক্রম প্রায় ১১ বৎসর হইবে। ইনি যত দিন আপন রাজকার্য্য উত্তমরূপ বুঝিতে না পারেন, তত দিন ইংরাজেরা রাজ্যের শাসন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ইহাঁর বয়ঃপ্রাপ্তির আর প্রায় ৫।৬ বৎসর আছে, কিন্তু আমরা আশা করি না যে, সে সময়ে নবাব আপন রাজ্য উত্তমরূপ বুঝিয়া লইয়া ইংরাজ সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে প্রজা পালন করিতে পারিবেন। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবের মৃত্যুর পর ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার শাসন ভার গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে এ রাজ্যটী একেবারে ধ্বংস হইত। এখানকার শাসনকার্য্য এক জন রাজকীয় প্রতিনিধির (পলিটীকাল এজেণ্ট) হস্তে অর্পিত আছে। যে কোন বিষয় হউক না কেন উঁহার আজ্ঞাই শেষ আজ্ঞা। উঁহার আর এক জন সহকারীও আছেন। এখানে গবর্ণমেণ্টের এক দল পদাতিক ও কতকগুলি অশ্বারোহী শিখ সৈন্য আছে। ইহাদের অধ্যক্ষ স্বরূপ এক জন ইউরোপীয় কাপ্তেনও আছেন। এতদ্ভিন্ন নবাবের দেশীয় সৈন্যও আছে। এই সৈন্যগুলি থাকায় না থাকায় সমান হইয়াছে। উহাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। ইহাদের বস্ত্র নাই, শৃঙ্খলা নাই, কেবল দূর হইতে দেখিলে ভয় হয়। এইরূপ নাম মাত্র এক একটী বন্দুক প্রত্যেক সিপাহীকে দেওয়া আছে। বন্দুকটী হাতে করিয়া দেখিলে

আর হাস্য সম্বরণ করিয়া লওয়া যায় না। এমন একটিও বন্দুক নাই যাহা দশ জায়গায় ভগ্ন ও বিকৃত হইয়া যায় নাই। বন্দুকগুলি অন্যেরও বড় ছোট নহে এ গুলি সমস্তই ইংলণ্ডীয়। প্রত্যেকটিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নাম অঙ্কিত আছে। যে সময়ে প্রস্তুত তাহাও অঙ্কিত আছে। আমাদের ঠিক স্মরণ হইতেছে না আমরা কত দিনের অস্ত্র দেখিয়াছি, কিন্তু অনুমান হইতেছে যে ১৭৫০ কি ৬০ খৃষ্টাব্দ হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নাম অঙ্কিত থাকায় বোধ হইতেছে যে, বন্দুকগুলি পূর্ব্বে ই, ই, কোম্পানির সৈন্য দ্বারা ব্যবহৃত। এক্ষণে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়াতে সেগুলি সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট সেগুলি ব্যবহারে আনিবার জন্য পরিশেষে এখনকার সৈন্যাদিগকে দত্ত পারিতাছেন দিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এরূপ অস্ত্র দিয়া গবর্ণমেণ্ট দ্বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম বিদ্রোহের আশঙ্কা একেবারে নিরাকৃত করিয়াছেন, দ্বিতীয়, অস্ত্র ব্যবহার করিতে না দেওয়া অন্য দায় হইতে নিষ্কৃত আছেন। (ক্রমশঃ)

বিবিধ সংবাদ।

২রা জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

গত শুক্রবার ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট স্থিত আর্মীর আস্তাবলের একজন ভৃত্য আত্মহত্যা মানসে অপরিমিত অহিফেন সেবন করাতে তাহাকে অচৈতন্য হইলে কাম্পবেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়, তথায় ডাক্তারেরা যন্ত্রদিগের দ্বারা উক্ত অহিফেন বাহির করাতে সে সুস্থ হইয়াছে। কি কারণে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় নাই।

অদ্য পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকার সময়ে বারাসতের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান উপবিভাগীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এই উপলক্ষে নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে এই বিদ্যালয়টীর অবনতি হইয়াছিল, কিন্তু গত বৎসর অবধি ইহা পুনর্ব্বার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও উড্রো সাহেব এই উপলক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তত্রত্য এক ব্যক্তি বার্ষিক ১৮ টাকার একটী পুরস্কার দানে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন এবং বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বার্ষিক ১০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। অন্য অন্য লোকেও অবশ্যই এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন

উক্ত পত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, এক বিঘা ভূমিতে আট বাণ্ডিল নীল জন্মে। প্রত্যেক বাণ্ডিলের মূল্য দুই টাকা। প্রতি বিঘায় সর্ব্বশুদ্ধ কৃষককে দুই টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৪॥০ ব্যয় হইয়া থাকে। নীলের দাদন পূর্ব্বেও যে অন্যায্য পদার্থ ছিল, এখনও ঠিক সেই প্রকার রহিয়া উঠিল। নীলকরদিগের উত্তমতা হয় নাই। যাঁহারা কৃষকদিগের প্রকৃত বন্ধু, নীল বাণ্ডিলের অন্যায্য দর নির্দ্ধারণার্থে পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের যত্ন পরিস্ফুট করা উচিত। আমাদিগের পূর্ব্বতম সংবাদদাতাগণ অবশ্যই আমাদিগকে নিয়মিত সংবাদ দানে বিরত হইবেন না।

ইংলণ্ডে জনরব উঠিয়াছে, লার্ড মেয়োর পদত্যাগ করিলে তৎপদে একজন লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে নিযুক্ত করা হইবে। এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নয়, লার্ড মেয়ো ক্রমশঃ স্বদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন।

কলিকাতার কমিসনেরা যে ট্রামওয়ের প্রস্তাব মানস করিয়াছেন, তাহা শিয়ালদহ হইতে বহুবাজার হইয়া লালদীঘি ও লোহাবাজারের মধ্য দিয়া চিৎপুরের সেতু পর্য্যন্ত হইবে। কমিসনেরা অনুমান করিয়াছেন, প্রতি মাইলে ১৭২০০ টাকা ব্যয় হইবে।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, সি, গ্লাডেন সাহেব যখন বেলবিডিয়ার বাটীতে ছিলেন, তখন তাঁহার দুটী অঙ্গুরী চুরি যায়। একজন পুলিস চৌকিদার ইনস্পেক্টর রিডের পরামর্শে গ্লাডেনের ভৃত্য হইয়া একজন আয়ার উপপতি হয়। আয়া স্বীকার করে যে (একজন চৌকীদার আমাদিগকে বলিয়াছিল) তাঁহার নিকটে দুটী অঙ্গুরী আছে। বিচারালয়ে একখানি হীরক প্রদর্শন করা হয় এবং মৌলবী আবদুল লতিফ আয়ার এক বৎসর মেয়াদ দেন। সম্প্রতি বিবি গ্লাডেনের বাক্স মধ্যে অপহৃত অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে। আয়ার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পাওয়াতে তাহার মুক্তির নিমিত্ত হাইকোর্টের নিকটে আবেদন করা হয়। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, সম্ভব হইয়াছে যে, আয়ার নিজের কোন লোক দিয়া গোপনে অঙ্গুরী বাক্স মধ্যে রাখিয়াছিল। সন্দেহ থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্ত হয়, আইনের মর্ম্ম এই। কিন্তু এরূপ অবস্থায় এক ব্যক্তিকে জেলে দেওয়া হয় আমরা এই নূতন শুনিলাম। যাহা হউক, কলিকাতার পুলিস কমিসনর ইনস্পেক্টর ও চৌকিদারকে পদচ্যুত করিয়া আদালতে যে হীরক প্রদর্শিত হয় উহা কোথা হইতে আসিল, তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

আগামী ২৭এ মে শনিবার অবধি ইউরোপীয় মেইল ষ্টিমারের পার্শেল সকল শনিবারে প্রেরিত হইবে। ইহাতে বণিক ও উহাদিগের কর্ম্মচারী উভয়েরই কষ্ট হইবে। শনিবার দিবস লোকে বাটী গমন করেন। মেইলের দিবসে অনেক বণিকের রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতে হয়। উক্ত রূপ নিয়ম হইলে কর্ম্মচারিদিগের কষ্টের সীমা থাকিবে না। শুক্রবারে করিলে ক্ষতি কি ছিল? বণিকগণ আবেদন করুন।

সর উইলিয়ম মিয়র আলাহাবাদে যে মেডিকাল কালেজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সাহায্য করিতে সম্মত নহেন। বিজয়নগরের রাজা দুই লক্ষ টাকা দিতে সম্মত ছিলেন, আরও দেওয়া উচিত। কিন্তু পঞ্জাবী মহাত্মাগণ শিক্ষার পরম শত্রু। আলাহাবাদে মেডিকাল কালেজ করিয়া বিদ্রোহের বীজ বপন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে!!

বেঙ্গল টাইমস বলেন, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্যের নিমিত্ত যে বিস্তর ব্যয় হইয়া থাকে তাহা কমাইবার নিমিত্ত ব্রিট

ষ্টের ম্যাজিষ্ট্রেট সরফরাজ সাহেবের বাটীতে এক সভা হয়। কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্র লোক এই সভার সাহায্য করিতেছেন।

পারস্যের দক্ষিণাংশে এরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি নরমাংস ভক্ষণ করিয়া ধৃত হইয়াছে। এই দুই ব্যক্তির ফাঁসী হইয়াছে। বিস্তর লোকে তৃণ পল্লব ও মৃত পশুর চর্ম্ম আহার করিতেছে।

তালুকদারদিগের অনুরোধে প্রধান কমিসনর স্থির করিয়াছেন, নূতন স্থানীয় কর দ্বারা যে টাকা আদায় হইবে, তাহার অংশাংশে ক্যানিঙ কালেজ বাটী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দেওয়া হইবে।

৩ রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, সম্প্রতি কটকে জন গাড়ো মদ্য পান করিতেছিল এমন সময়ে খানসামার একজন পেয়াদা একজন বনের তলবার কাড়িয়া লইয়া আপনার ক্ষমতা প্রদর্শন করাতে গাড়োয়ান তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। পেট্রিয়ট যথার্থ বলিয়াছেন, পেয়াদা যখন বিবাদের মূল কারণ, তখন এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তার্পণ করা উচিত নহে। হস্তার্পণ করিলেই বা কি হইবে? যথার্থ কর্ত্তাকারিগণ পলায়ন করিয়াছে। কতকগুলি নির্দ্দোষী লোককে দণ্ড দান দ্বারা কি ফল লাভ হইবে?

উক্ত পত্র রেঙ্গুণ টাইমস পাঠে অবগত হইয়াছেন, ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহাতে একটী প্রতারণা আছে। গবর্ণর জেনরল স্বাক্ষর করিয়া যে সন্ধিপত্রখানি রাজাকে দেন, তাহাতে লিখিত আছে, প্রধান কমিসনরের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা ইংরাজ বণিকদিগের দ্বারা বন্দুক প্রভৃতি আনয়ন করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজা যেখানি নিজে স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে একথা নাই!! সম্প্রতি কতকগুলি আইভর বন্দুক মান্দালাইতে যাইতে না দেওয়াতে রাজা বিরক্ত হইয়াছেন।

বলেন, কেও মন হাঁ[illegible] বালাকোটইদের বিষয়ে যাহা ব[illegible] তাহা অমূলক। উক্ত ব্যক্তির বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ওহাবিদিগের বিচারের দিন ধার্য্য হইলে পাটনায় আগমন করিবেন।

এবার আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়ের ওকালতি পরীক্ষার নিমিত্ত ১৫ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, ইহাঁদিগের মধ্যে ৮ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুইজন পরীক্ষার্থী বঙ্গদেশ হইতে গমন করিয়াছিলেন। চারি দিবস পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষকগণ তিন সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কলিকাতার কমিটির শিক্ষা হওয়া উচিত।

২,৫০,১৮৩ স্ত্রীলোক সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত আইন রহিত করিবার নিমিত্ত কমন্স সভাতে আবেদন করিয়াছে। ইংলণ্ডের বড় লোকেরা অবশ্যই আপত্তি করিবে, কিন্তু এই আইন দ্বারা এত উপকার হইয়াছে যে, মহাসভা এ সকল আবেদন গ্রাহ্য করিবেন এরূপ বোধ হয় না। এতদ্দেশীয় বেশ্যাগণ আইনের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে সন্তোষ সহকারে চিকিৎসালয়ে গমন করিতেছে।

পঞ্জাবের সীমার নিকটে অদ্যাপিও প্রায় ৫০০ ভারতবর্ষীয় ওহাবি আছে। ইহাদিগের অধিকাংশ বিদ্রোহী সিপাহী। আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, অবশিষ্ট ওহাবিগণ বঙ্গদেশীয় মুসলমান। পূর্ব্ববাঙ্গালার যেখানে যেখানে আরবী পাঠ হয়, পুলিসকে সেই সেই স্থানের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে বলা উচিত। এই সকল "মাদ্রাসাতে" মধ্যে মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে এক একজন মোল্লা আইসে, এই ধূর্ত্তগণ অপরিণতশ্মশ্রু যুবকদিগকে বিমোহিত করিয়া সীতানায় প্রেরণ করে।

কলিকা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রথম চারিটী শ্রেণী উঠিয়া গেল। বর্ত্তমান পঞ্চম শিক্ষক ৫০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক হইবেন। এটী ভালই হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যখন মাদ্রাসার এল, এ, শ্রেণী নাম মাত্র হইয়াছে, তখন ব্লকম্যান সাহেবকে ৭৫০ টাকা বেতন দিয়া কি নিমিত্ত তথায় আর রাখা হয়? কলিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষক (বেতন ১২০ টাকা) হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। ২০০ টাকা বেতন হওয়াতে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন, শ্রীরামপুর হইতে এক ব্যক্তি তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। এক্ষণে কলিকার প্রধান শিক্ষকের পদ উঠিয়া গেল। অধ্যক্ষ সটক্লিফ প্রধান শিক্ষককে প্রথমতঃ হেয়ার স্কুলে পূর্ব্বতন পদ দিবার চেষ্টা পান, কিন্তু বর্ত্তমান তৃতীয় শিক্ষক সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করেন। শিক্ষাবিভাগে ইহার অনেক আত্মীয় আছেন বলিয়া ইনি মুক্তি পাইলেন। সটক্লিফ সাহেব এক্ষণে হিন্দুস্কুলের তৃতীয় শিক্ষক গোবিন্দচন্দ্র বসুকে ১৫০ টাকায় (কলিকাতায় ১৫০ পাইয়া থাকেন) মফস্বলে যাইতে বলিতেছেন। এটী অতিশয় অন্যায়। এই সকল নিয়োগের ভার ডিরেক্টরের উপর আছে। সটক্লিফ সাহেব যাহা মনে করিবেন তাহা করিতে দেওয়া উচিত নহে।

অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত কমিসনরের পদ উঠিয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমান রাজপুত্রের বিরুদ্ধে ডেলিনিউস প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রসমূহ প্রথমাবধি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য অন্য অনুগামী ইংরাজী সংবাদ পত্রের সহিত ডেলিনিউসও বলিয়াছিলেন কেবল মকদ্দমা করিবার নিমিত্ত আমরা এই প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ১৮৭০ অব্দের ৭ আইনে কতক হুকুম কমান হইয়াছে; কিন্তু এখনও এত অধিক হুকুম দিতে হয় যে, দরিদ্রগণ ভয়ে যথার্থ স্বত্ব স্থাপনে সাহসী হন না।

বারাসতের দক্ষিণে কয়েক ঘর হিন্দুস্থানী মুচি বাস করিয়াছে। ইহারা চর্ম্মকারের ব্যবসায় করে, কাহার কাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাসও আছে। কিন্তু ইহারা নীলকর দলের রোগ পাইয়াছে। অধিক ভূমি ও টাকা থাকিলে নীলকর হইত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ইহারা লুঠ আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় দেড় মাস হইল, দমদমার ক্যাণ্টনমেণ্টের সীমা মধ্যে মুচিদিগের বাটীর অনতি দূরে একটী মৃতদেহ পাওয়া যায়, ঐ ব্যক্তি

যে হত হইয়াছিল, [illegible] লেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি সময়ে [illegible] একটী [illegible] বাটী লুট হইয়াছে। লুণ্ঠনকারীরা ধৃত হইয়াছে।

২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

মি, এ, হুম সাহেব [illegible] বৎসর বয়সে অবসরে [illegible] পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁ দ্বারা [illegible] অবসর [illegible] অনেক [illegible] হইয়াছে। [illegible] পরিপূর্ণ হইয়াছে। হুম সাহেব যে উপকার করেন, তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কেবল তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন মাত্র।

ঢাকা হইতে [illegible] একটী হস্তী বৰ্দ্ধিম [illegible] প্রেরণ করা হইয়াছে।

সর জন হর্শেলের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পিতা সর উইলিয়ম হার্শেলের ন্যায় তিনিও জ্যোতিষের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

সর্দ্দার আবদুর খাঁ বিরাট সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নগরের নিকটে গমন করিলে আমীরের সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে যাইবে। [illegible] শীঘ্র তাঁহার জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা। আমীর শিরআলি নিজে পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবেন। আবদুর খাঁ সৈন্যদিগের [illegible]; আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে [illegible] পরাজিত হইতে হইবে।

৫ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

[illegible] দুইজন ষ্ট্যাম্প বিক্রেতা আছেন। একজনের মাজিষ্ট্রেটের এবং অপর ব্যক্তির মুন্সেফের [illegible] করা হয়। কিন্তু [illegible] মুন্সেফিতে [illegible] ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হয়। ষ্ট্যাম্প [illegible] মুন্সেফিতে [illegible] ফৌজদারি মকদ্দমা [illegible] সকলো মুন্সেফিতে [illegible] ষ্ট্যাম্প [illegible] হয়। ছুটির দিন দুইজন [illegible] করেন। যে সকল লোক [illegible] স্থানে থাকেন, তাঁহারা ছুটির দিন [illegible] কার্য্য করিতে পারেন না। [illegible] অত্র, কবলা, পাট্টা ও কবলতি [illegible] হইয়া থাকে। কিন্তু ষ্ট্যাম্প বিক্রেতারা অনু-পস্থিত থাকাতে ষ্ট্যাম্প প্রায় পাওয়া যায় না, তবে যদি কোন মোক্তারের মুহুরি অথবা অন্যের নিকটে থাকে, তাহা অত্যধিক অধিক মূল্য না দিলে পাওয়া যায় না। আমরা অনুরোধ করি, সারাসতের উপবিভাগীয় ডেপুটি কালেক্টর এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। বর্ত্তমান বিক্রেতারা যদি সদর মফস্বলে সর্ব্বদা উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে লাইসেন্স লইয়া অন্যকে দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য অন্য বিষয়ে কালেক্টরি হইতেও ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায়, তবে বেণ্ডারদিগকে কমিসন দিবার প্রয়োজন কি?

ডাক্তার [illegible] বিজ্ঞান সংক্রান্ত এক অদ্ভুত প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। [illegible] কয়েকটী স্থান দর্শন করিয়া সম্পাদক স্থির করিয়াছেন, ইহা হইতে ভয়ানক [illegible] মেটিক আলোক ক্রমশঃ পৃথিবীর নিকটস্থ হইতেছে। আগামী বর্ষের প্রারম্ভে ইহা পৃথিবীতে পতিত হইলে সমুদায় জ্বলিয়া যাইবে, তবে কোন কোন জেলা [illegible] দুই একটী স্থান যদি রক্ষা পায়। সমুদায় পৃথিবী নষ্ট হউক, আর না হউক, [illegible] যদি অনুগ্রহ করিয়া সিমলা পাহাড়টি কিঞ্চিৎ উচ্চ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরল [illegible] মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের পোষ্ট আফিসের কার্য্য প্রণালী দর্শন করিতে পারিবেন এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আপনা হইতে তাঁহাকে আর তিন মাসের বিদায় দিয়াছেন।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

এবার ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ৫০ জন সিবিল ইঞ্জিনিয়রকে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করা হইবে। ১৮ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের লোক ব্যতীত আর কাহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে [illegible] বার্ষিক ২৫০০ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। যদিও ইংলণ্ডের অনেকের [illegible] নাই, তথাপি [illegible] সাহেব ইঞ্জিনিয়রিং কালেজ স্থাপন জন্য সচেষ্ট আছেন।

[illegible] দিয়া রেলওয়ের গাড়ী শীতল করিবার এক প্রস্তাব হইয়াছে। জানালাতে [illegible] দিয়া তাহাতে জল সেচন করা হইবে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইহাতে অতিশয় গ্রীষ্মের সময়েও গাড়ীর মধ্যে শীতস্পর্শ হয়।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, কর সংক্রান্ত মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে যাওয়াতে যাঁহারা মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর উভয়ের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের কার্য্যভার অনেক কমিয়াছে। অতএব তাঁহাদিগকে ফৌজদারি মকদ্দমায় বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। উপবিভাগীয় মাজিষ্ট্রেটেরা এখন [illegible] সকল মকদ্দমা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট মনে করিলে নিজে যে যে মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন। জটিল মকদ্দমা উপস্থিত হইলে উপবিভাগীয় মাজিষ্ট্রেটেরা প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেটকে মকদ্দমার অবস্থা এবং আপনি যাহা করিতেছেন তাহা জানাইবেন। এ পর্য্যন্ত এক একজন জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের হস্তে মাজিষ্ট্রেটের সকল কার্য্যের ভার ছিল, কিন্তু এক্ষণ অবধি তাহা আর রাখা হইবে না। [illegible] সাহেব আরও আজ্ঞা দিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেটেরা ইচ্ছামত অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি [illegible] করিতে পারিবেন। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, ইহাতে ফৌজদারী বিচারকদিগের কার্য্য [illegible] হইবে। এক ব্যক্তির হস্তে শাসন ও বিচার সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা রাখা অনুচিত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে [illegible] ক্ষমতা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিজের [illegible] সেই ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটদিগকে দেওয়া হইতেছে।

আমরা [illegible] একটী অনুসন্ধান করিতে [illegible]। তিন মাস অবধি কলিকাতা [illegible] স্থানে অত্যন্ত দুর্গন্ধ [illegible] তৈল বিক্রীত হইতেছে। সম্প্রতি [illegible] অনেক বাদি [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible], সেই জলপ্ত [illegible] তৈল হইতেছে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি অথবা [illegible], শিয়াল কাঁটার বীজ ও লঙ্কা একত্র করিয়া তৈল করা হয়। এই তৈল ব্যবহারে যে পীড়া হইবে তাহাতে সংশয় কি? এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ১২ ই মে—ফ্রান্স ও জর্ম্মণির সহিত যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে স্থির হয়, বারসেলিসের গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ পারিস লইলে তাহার ৩০ দিবসের মধ্যে ২০ কোটি টাকা দিতে হইবে, পরে অবশিষ্ট টাকা দিবার কথা হইয়াছে। পূর্ব্বতন বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি রহিত হইয়াছে।

পারিসের প্রাচীরে বোমা নিক্ষেপ করা হইতেছে। আর্ক টীন ও পাসির অনেক ক্ষতি হইয়াছে। গত কল্য লার্ড স্যালিসবরি কলিকাতা ও মান্দ্রাজের বণিক ও অন্যান্য লোকদিগের এক আবেদন লার্ড সভাতে প্রদান করিয়াছেন। আবেদনকারিগণ ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিসন নিয়োগের প্রার্থনা করিয়াছেন। রাজস্বের অবস্থা ও প্রতি বৎসর সিমলাবাসের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আবেদনকারিগণ বলেন, গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলে ভারতবর্ষীয়দিগের কোন প্রতিনিধি নাই। লার্ড স্যালিসবরি বলিয়াছেন, রাজকীয় কমিসন নিয়োগের প্রয়োজন নাই, কারণ লার্ড মেয়োর নিকটে যে সকল মহৎ কার্য্যের আশা ছিল, তিনি তাহা করিয়াছেন। অর্গাইল প্রত্যুত্তরে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন যে, লার্ড স্যালিসবরি রাজকীয় কমিসনের প্রতি বক্তৃতা করিয়াছেন, কারণ এ প্রকার কমিসন নিযুক্ত করিলে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়। লার্ড স্যালিসবরির সহিত এক মত হইয়া তিনিও লার্ড মেয়োর গুণানুবাদের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, কেবল ইনকম টাক্স নিবন্ধন ভারতবর্ষে এক অসন্তোষ জন্মিয়াছে।

আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যে সন্ধি হইতেছে, তাহাতে আলাবামা ঘটিত গোলযোগ নিবারণার্থ নিম্নলিখিত মধ্যস্থ নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে—রাণী বিক্টোরিয়া, সভাপতি গ্রাণ্ট এবং ব্রেজিল, ইটালী ও সুইটজর্লণ্ডের গবর্ণমেণ্ট। জিনিবাতে মধ্যস্থদলের অধিবেশন হইবে। দশ বৎসর পর্য্যন্ত সন্ধি থাকিবে। তৎপরে দুই বৎসরের পূর্ব্বে সম্বাদ দিলে উহা ভঙ্গ হইবে। উভয় পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন, আলাবামা দ্বারা যে অনিষ্ট হয়, অতঃপর আর কেহ তাহা করিতে দিবেন না। সর জন হর্সেলের মৃত্যু হইয়াছে।

১৩ ই মে। গত রাত্রিতে লার্ড সভাতে লার্ড রেডস্‌ডেল বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে যখন সদ্ভাব হইয়াছে, তখন আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট আলাবামার সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ চাহিতে পারেন কি না সন্দেহ। লার্ড গ্রানবিল বলিলেন, এ তর্ক উত্থিত হয় নাই, কিন্তু এ প্রার্থনার বিরুদ্ধে যে সকল তর্ক হইতে পারে তাহা করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] সংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ওয়েষ্টমীথের [illegible]দিগকে শাসনে রাখিবার নিমিত্ত যে বিল হইয়াছে, গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে সে বিষয়ে তর্ক হইয়াছে। টঙ্কের নবাবের পদচ্যুতির বিষয়ে এক কমিটী নিয়োগের নিমিত্ত ফাউসেট সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট অনুপস্থিত থাকাতে এবং রাত্রি অধিক হওয়াতে বক্তৃতা ভঙ্গ হয়। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটীর সভ্য ফ্রেডারিক হালিডে ও সর টমাস পাইক্রফটের জবানবন্দী লইয়াছেন। এই কমিটী দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিবে প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৩ ই মে—পারিসের বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যে এক ষড়যন্ত্র হয়, উহা ধরা পড়িয়াছে। পারিসের লোকেরা বিদ্রোহিদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন আশা করা হইয়াছে। মস্যুর ফিলিক্স পিয়াট বলেন, শীঘ্র বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্টের জয় হইবে। বারসেলিসের সৈন্যগণ দুর্গের প্রাচীরের উপরে উঠিয়া বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

১৭ ই মে। পারিসের নিকটে জর্ম্মণীয় সৈন্যগণ সমবেত হইতেছে। স্যাক্সনির রাজকুমার কম্পেন হইতে মর্ণে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। বারসেলিসের গত কল্যের সম্বাদে প্রকাশ করে, বিদ্রোহিগণ বেণ্ডম নামক স্তম্ভ নষ্ট করিয়াছে। আপনাদিগের পক্ষের ভিন্ন বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট আর সমুদায় সম্বাদ পত্র বন্ধ করিয়াছেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্সের যাবতীয় প্রধান নগরকে পারিসের সাহায্য করিতে আহ্বান করিয়াছেন। যে কয়েক জন পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া [illegible] করাতে জুরি তাহাদিগকে বিদ্রোহী বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা [illegible] যুদ্ধের নিমিত্ত বিস্তর উদ্যোগ করিতেছে। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে ফসেট সাহেব ভারতবর্ষের বিষয়ে যে প্রস্তাব করেন, তাহা এক মাসের নিমিত্ত স্থগিত থাকিবে। টঙ্কের নবাবের বিষয় বিবেচনার্থ সর চার্লস উইংফিল্ড ১৩ ই জুন প্রস্তাব করিবেন।

বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট বলেন, বারসেলিসের সৈন্যগণ বানবস দুর্গ অধিকার করে নাই। টাইমসের পত্রপ্রেরক বলেন, পারিসের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে। [illegible] মস্যুর টিয়রসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

—১৫২—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

১০ ই মে । কাপ্তেন ই, এল, ডি, লাইড পারো পর্য্যন্তে চতুর্থ শ্রেণির প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

ডবলিউ, ওয়েবল সাহেব প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, সি, লোয়েন সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি দ্বিতীয় ডেপুটী শিপিং মাষ্টার হইবেন।

১২ ই মে। অসেসমেন বিভাগের নিমিত্ত ছুটি লইবার জন্য নিম্নলিখিত ডেপুটী কালেক্টরেরা ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন—

বাবু গোপালচন্দ্র রায় পাটনার শাখা আপিসের নিমিত্ত।

বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য আরার শাখা আপিসের নিমিত্ত।

১৩ ই মে। নদীয়ার ডেপুটী কালেক্টর বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী ইনকম টাক্স আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন

রিবর্স টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই মে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু কুঞ্জলাল দত্ত চকদিঘির (বর্দ্ধমান) দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

১৩ ই মে। জে, এম, সি, সার্জ্জেণ্ট সাহেব কুমিল্লার দাতব্য চিকিৎসালয় সভার সভ্য হইবেন।

বাবু চন্দ্রকুমার রায় (চট্টগ্রাম) সাবজজের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এস, সি, বেলি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

প্রেরিত

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পূর্ব্বে এতদ্দেশে যে [illegible] শস্যের পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হ[illegible] এক্ষণে তদপেক্ষা তাহার একচতুর্থাংশও জন্মে না। কৃষিকার্য্যই যে দেশের লোকের উপজীবিকা, শস্যোৎপন্ন না হইলে সে দেশের যে অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিবে তাহার [illegible] সন্দেহ কি? কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! ভূমির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধি ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষের চেষ্টা করিতে এক ব্যক্তিকেও দেখা যায় না, বরং অনেকে ইহাকে নীচকার্য্য মনে করেন। সুতরাং এই মহৎ উপযোগী কৃষিকার্য্য কেবল সামান্য লোকের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। বর্ত্তমান কৃষকদিগের স্বীয় কার্য্যে বুদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশের সামর্থ্য নাই এবং তাদৃশ অর্থ বলও নাই; সুতরাং কৃষিকার্য্য ক্রমে হীনাবস্থায় পতিত হইতেছে এবং দেশেরও ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়া উঠিতেছে। এক্ষণে ভদ্র লোকের মনোযোগ ভিন্ন কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধির উপায়ান্তর নাই। নদীর অভাব কৃষিকার্য্যের অবনতির একটী প্রধান কারণ। এই অভাব পূরণার্থ স্থানে স্থানে খাল প্রভৃতি খনন করা আবশ্যক। যদিও অনেক স্থানে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা অনেক খাল খনন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

কৃষকদিগের দুরবস্থার একটী বর্ণনা এবং তাহাদের [illegible] স্মরণ করিয়া তাহার প্রতীকারেচ্ছায় [illegible] লক্ষ করিলাম [illegible] অবস্থা [illegible] করা গেল [illegible] এ অঞ্চলের খালটী সংকীর্ণ ও [illegible] হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে [illegible] পারে না। সুতরাং কৃষিকার্য্যের [illegible] লোকের অতিশয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও দোহাই [illegible] নামক বিল [illegible] হয় না। [illegible] করিয়া যায়। মেদে ও [illegible] নানা বিধ আবর্জ্জনা দ্বারা আচ্ছন্ন [illegible] দোহাইর বিল কখনই জল না কর্দ্দম শূন্য মুক্ত হয় না। জল নির্গমনের পথ রুদ্ধ; এমন স্থলে কৃষকগণ কি প্রকারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিবে? এবং কি উপায়েই বা শস্যোৎপন্ন হইবে? সুতরাং শত শত বিঘা ভূমি পতিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু হতভাগ্য কৃষকেরা কর [illegible] হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, এ প্রদেশের জমী সকল প্রায় এরূপ ভাবে মিলিত আছে যে, বিল ভূমি পতিত রাখিলে তত্রাপি [illegible] [illegible]। সুতরাং বিলে চাষ না হইলেও [illegible] নাই। অতএব দিন দিন প্রজারা অবসন্ন ও করভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। পাঁচ ছয় বৎসর এই ভাবে বিগত হইল, অদ্যাপি কাহাকেও ইহার প্রতীকারার্থ উদ্যোগী হইতে দেখা গেল না। জমীদারগণের [illegible] বড় ক্ষতি হয় না যে প্রতীকার চেষ্টা করিবে। যাহা হউক, উপসংহার কালে প্রার্থনা করিতেছি গবর্ণমেণ্ট [illegible] প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার এই খালটীর বিষয়ে মনোযোগী হউন, অন্যথা এই [illegible] কৃষককুলের [illegible] গত্যন্তর নাই।

সাতৈগাছা
১২ ই মে ১৮৭১ [illegible]

মহাশয়! কিছুদিন পূর্ব্বে সোমপ্রকাশের [illegible] পত্রে চাকদহ [illegible] অনেক অর্থহীন লোকের দুর্দ্দশার বিষয় পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম। দুঃখিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে, অনেক স্থানে অত্যন্ত জমীদার ও প্রতিবেশী দ্বারা সকল সম্পত্তি বিহীন কত শত লোক উৎপীড়িত ও উৎসন্ন হইতেছে; কিন্তু কেহই উহার অনুসন্ধান করেন না। আমি বাঙ্গালা প্রদেশের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এই প্রতীতি হইয়াছে যে আমাদের গবর্ণমেণ্টের সুশাসন প্রণালী কেবল কাগজে দেখা যায় মাত্র। আমার বিবেচনায় এই সকল অত্যাচার নিবারণ পক্ষে এক্ষণে একটী গুরুতর অসুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রধান প্রধান মাজিষ্ট্রেটেরা জেলার অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভদ্র লোকদিগের সহিত যত্ন পূর্ব্বক আলাপ করিতেন এবং প্রয়োজন হইলেই ছদ্মবেশে বিষয় বিশেষের অনুসন্ধান করিতে মফস্বলে যাইতেন। এক্ষণে কেহই সেরূপ করেন না। বাদী প্রতিবাদীর বিশেষ প্রার্থনা না থাকিলে একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকেও কোন বিষয়ের তদন্ত করিতে মফস্বলে যাইতে দেখা যায় না।

মহাশয়! বেহালা, বড়িশা সরশুনা এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামগুলি ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসন আলিপুরের অতি নিকটবর্ত্তী এবং কয়েকজন প্রধান প্রধান জমীদারের জমীদারি ভুক্ত। এখান হইতে সর্ব্বদাই নানা প্রকারের মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে। মিথ্যা ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত করা এখানকার কতগুলি লোকের ব্যবসায়। এই লোকগুলি হয় কোন নিকটস্থ জমীদারের অথবা কোন জমীদারের গোমস্তার আশ্রিত ও [illegible]। ইহারা না করিতে পারে এমন [illegible] নাই। ইহারা সর্ব্বদাই মোকদ্দমা করে [illegible] জেলার উকিল মোক্তার ও আমলাদিগের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। আবার ইহারাই পরস্পর পরস্পরের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দেয়। প্রায় দুই মাস হইল কোন কারণ বশতঃ আমি বাটীতে রহিয়াছি। এই সময়ের মধ্যে চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার অত্যাচার কাণ্ড দেখিয়া ও শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। কোন স্থলে প্রকৃত অপরাধী মুক্তি লাভ করিতেছে, অন্য স্থলে নির্দ্দোষীও কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে। মহাশয়! নির্দ্দোষীর দুর্দ্দশা [illegible] কারা [illegible] ভোগ করা এবং দিবসে [illegible] বা রাহাজানি করিয়া কিম্বা অতিবলে [illegible] করিয়া মুক্তিলাভ করা কি [illegible] নহে?

গত ১৯ ই বৈশাখ বেলা ১ ঘটিকার সময় বড়িশা চৌধুরীদের পাড়ায় [illegible] কারণ [illegible] পার্শ্বে একজন স্ত্রীলোক ও দুইজন পুরুষ ব্যাপারী [illegible] বিক্রয়ার্থ সমাগত নারিকেলাদি লোকদের সম্মুখে বসিয়া বিক্রয়ের টাকা গণনা করিতেছিল এমন সময়ে কয়েকজন দস্যু আসিয়া ঐ [illegible] বলে প্রহার পূর্ব্বক সমুদায়ে অনধিক দশ টাকা কাড়িয়া

লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুলিস কোন অনুসন্ধান করিলেন না। আর কতদিন এরূপ অত্যাচার থাকিবে?

কস্যচিৎ যথার্থ বাদিনঃ।

—:০:—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! বিগত ১৬ ই বৈশাখ এ প্রদেশীয় বারইয়ারির প্রথম দিন। অত্রস্থ ব্যক্তি মাত্রেই এক সপ্তাহের অধিক কাল অনুপম সুখভোগ করিয়াছেন। মেলায় নানা দেশ দেশান্তরের কত যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। এখন পর্য্যন্তও ও আমোদের শেষ হয় নাই। অদ্যাপি প্রতিমা বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য স্থলে যেরূপ বিবাদে বারইয়ারির চাঁদ আদায় হয়, এস্থলে কেবল তাহা নয়, বারুইপুরের পবলিক রোডে যে সকল গরু ও ঘোড়ার গাড়ি চলিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া এই আমোদ হইয়াছে। ইহাতে অনুমান ... করিব ...

প্রচলিত করা কি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত? অনেক অনেক দেশে কড়ের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের এদেশে ইনি বারইয়ারিতে এই দুই বৎসর পদার্পণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কলা স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর এস্থানের ইংরাজি স্কুলের কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়া স্কুলগৃহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ছাত্রেরা যাত্রার উপদেশন করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, যদি স্কুল কিম্বা অন্য প্রকার দেশের উপকারে ঐ অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহাতে কি আনন্দ, দেশবাসিগণের পরিশ্রম সার্থক ও অর্থের সদ্গতি হইত না।

বারুইপুর
৫ ই জ্যৈষ্ঠ
৭৮।২১৭।

অনুগত
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের ... এই ...বাসস্থান বলিয়া ...কতিপয় ভদ্রবংশীয় লোক ...গ্রামে বাসও করেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই গ্রামে জনহিতকর কার্য্যের কতদূর অনুষ্ঠান ...ত তাহা জ্ঞাত নহি। সম্প্রতি যাহা ...খিয়া আসিতেছি, তাহাই অদ্য আপ...কে ও আপনার পাঠকবর্গকে জানাইতে ...হইতেছি।

...ভাই বৎসরেরও কিছু অধিক হইল, ...দুই তিন জন ব্যক্তির উদ্যোগে ও ...ক ব্যক্তির আনুকূল্যে একটী বাঙ্গলা ...পিত হইয়াছে। এই স্কুল ...র নিমিত্ত একখানি স্বতন্ত্র গৃহ ...না। পরে যে হইবে অবি...রর বর্ত্তমান ভাব দর্শনে সে ...হিত হইয়াছে। একজন ...া তাঁহার বহির্বাটীস্থ একখানি ...র নয়) দিয়াছেন, তাহাতেই ...র্য্য চলিতেছে।

...র মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব ...ক প্রকার শক্ত করিয়া ...ই স্ব স্ব অবস্থার অতি ...স্বীকার করেন নাই

কিম্বা সেই জন্য এখন অসমর্থ হইয়া অর্থ সাহায্য করিতেছেন, এরূপও নহে। কোন কোন ব্যক্তি ... তাঁহার দ্বিগুণ দিলেও অনায়াসে দিতে পারেন। তবে কি নিমিত্ত তাঁহারা এই সাধারণ হিতকর কার্য্যে বিরত হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বোধ হয় তাঁহারা এরূপ মনে করিয়াছেন যে, বৃথা পরের জন্য ঘরের পয়সা খরচ করি কেন? গ্রামের লোক পণ্ডিত হউক বা মূর্খ থাকুক তাহাতে আমার কি?

ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার মৃত মহাত্মা জীবন বাবুর উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরচন্দ্র রায় ও গ্রামস্থ প্রধান বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়দিগের প্রত্যেকের মাসিক ২ টাকা এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু মাণিক চন্দ্র রায় প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় মহাশয়ের অঙ্গীকৃত দুই মাসিক দানের উপর নির্ভর করিয়া স্কুলটী চলিতেছে। ...তাঁহাদিগের নিকট সাবিনয় এই, স্কুলটীর অভাবগুলি দূরীভূত হইয়া যাহাতে ... চিরস্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা যত্নবান ...উন। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তিগণও চন্দ্রমোহন ঘোষ প্রভৃতির কার্য্যের অনুসরণ করেন এটী একান্ত প্রার্থনীয়।

আটি গ্রাম।
২রা জ্যৈষ্ঠ
১২৭৮ সাল

শ্রীঃ—

—:০:—

আহা কিবা শোভা! বর্দ্ধ রক্তিণী সমাজ,
স্থাপিত হয়েছে যথা নগরীর মাঝ;
সম মনু, পরাশর, বিদ্যা পণ্ডিত বর,
কত তাঁরা, রাজতুল্য মান্যগণ্য জন,
সকলে সভার শোভা করেছে বর্দ্ধন।

সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা শুভংকর কাজ,
দেখি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবতা সমাজ।
ভূলোক পুলকময়, পিতৃলোক তুষ্ট হন,
তারতে শোভিছে সভা পূর্ণিমার ইন্দু,
উথলিল হিন্দুদের সৌভাগ্যের সিন্ধু।

ধন্য ধন্য সাধু সাধু সভাসদগণ,
পদ উঠাইতে ভাল করিয়াছ পণ।
শাস্ত্রে আছে নিরূপণ, নিষিদ্ধ কন্যার পণ।

[illegible] নরাধম, যাহে না কুলীন,
বহু বিবাহ পাপেতে হয়েছে মলিন।

সর্বনাশ বেঁধেছে কুল নবগুণ দিয়া,
কালেতে করিছে বৃদ্ধি যত পাপ ক্রিয়া।
নবগুণে কুলীন হয়, বিগুণে কুলীন নয়,
এই রীতি সর্ব্ব সভ্য কর প্রবর্ত্তন।
বহুবিবাহ প্রথার কর উন্মূলন।

পাপ হেতু কত দুঃখ কর বিবেচনা,
বিবাহে বঞ্চিত নর নারী কত জনা।
কষ্টে সৃষ্টে যাঁর হয়, সহবোধ্য তাহা নয়;
বালিকাতে বৃদ্ধপতি বিষম জঞ্জাল,
বিসদৃশ হয় যেন আকাশ পাতাল।

আবার কুলীন বর বহুস্ত্রীরপতি,
না পারি বর্ণিতে আহা! তাদের দুর্গতি।
সধবা বিধবা প্রায়, দেখ লজ্জা! হায় হায়!
কে খাওয়ায়, কে পরায়, কে লয় যেচায়।
পতি হয় লাভহেতু "কাটনা কাটায়"!!!

না [illegible] পতি [illegible] কোন [illegible]
এক স্বামী ঘরে থাক [illegible] স্ত্রীর দশা।
[illegible] কপালে হায়! [illegible]
পতির বিরহে সহে [illegible]
পতির উপায় এক [illegible]

একজন অবিচার [illegible]
দেখিয়া [illegible] কর বিবেচনা।
বহু বিবাহ কুপ্রথা, [illegible]
[illegible] সংক্রিয়া।
কি করিবে [illegible] বিপক্ষ করিয়া।

মহা সভা [illegible] নিবেদন।
বাল্য বিবাহ কুপ্রথা কর নিবারণ।
মধুর [illegible]
বিবাহ হবে [illegible] পতির মর্য্যাদা,
কন্যার [illegible] উপার্জনে শ্রদ্ধা।

যদি সভা ক্ষমা [illegible] কিছু বলি,
"কলৌ [illegible] কলি।
[illegible]
[illegible] বিধাতার [illegible]
মনে হয় সভা [illegible]

নিবারণ কত কষ্ট [illegible]
আমাদের ব্যবহার [illegible]
ঈশ্বরের যে নিয়ম, করি [illegible]

পাত্রাপাত্র অবিচার পাপে মগ্ন দেশ।
তাঁর প্রতি বিধি নয় পুরুষে আদেশ!!!

[illegible] জ্ঞানিদের মত সবাকার।
বিধবা বিবাহ প্রথা হউক প্রচার।
[illegible] চলুক যত [illegible]
জাতি, কুল, ধর্ম্ম, মান, সব রক্ষা হবে।
[illegible] হবে সভা ধন্য ধন্য রবে।

আহার [illegible] আর ধর্ম্ম সংস্কার,
সকল বিষয়ে সভা করহ বিচার।
লইয়া পণ্ডিতগণ, ধনী, মানী, সাধারণ।
বিশুদ্ধ পদ্ধতি এক কর সঙ্কলন।
আশা পূর্ণ হবে হলে একতা স্থাপন।

সমুদায় ভারতের কর্ত্তা হবে সভা।
[illegible] এ সভার প্রভা।
[illegible] কার সাধ্য কি করিবে
[illegible] সভা শাস্ত্র হবে তাই।
[illegible] এই ভিক্ষা চাই।

৫ ই [illegible]

[illegible] কোকিল ডাকিছে
[illegible] আর কাছে
কি সুখে কোকিল [illegible]
[illegible]
ইচ্ছা যদি হয় [illegible]
সুখেতে লইয়া [illegible]
সোনার পিঞ্জর [illegible]
অথবা রাখিব [illegible]
সোনার শৃঙ্খল পায়ে [illegible]
বিচিত্র বিচিত্র নানাবিধ মিষ্ট
শুনিয়া আমার কথা কহিল
রহিব তোমার সনে কি সুখ
ফেলি স্বাধীনতা সুখ কি লো
কাচ লোভে বহুমূল্য রতন
স্বাধীনতা সুখের সমান নাহি
সংসারে নাহিক সুখ [illegible]
রাখিবে আমায় বটে সে
কিম্বা স্বর্ণ পিঞ্জরেতে শুধু
খাওয়াইবে মিষ্ট অন্ন
তাতে কি হইব সুখী
স্বাধীন থাকিয়া যদি

একটী বিশুদ্ধ ফল পাই খাইবারে।
সেও ভাল, কিন্তু হয়ে পরের অধীনে,
প্রচুর মধুর ফল যদি প্রতি দিন
খাই তাকে নাহি কর মনে সুখোদয়।
সুধাময় খাদ্য সব বিষ বোধ হয়।
স্বাধীন যদ্যপি হয় পরের অধীনে।
তার দেখি কত কষ্টে যায় তার দিন।
কিন্তু তারে যেই থাকে পরের অধীন।
কিন্তু তারে সে না চিনে স্বাধীনতা ধনে।
কিন্তু সে [illegible] তার বৃথাই জীবন।
চির পরাধীন হয়ে থাকে যেই জন।
[illegible] } শ্রীঃ

এদেশের অধিকাংশ ধনী ও জমীদার পতি
[illegible] ও বালক
[illegible] অর্থ ব্যয় করেন, বোধ হয়
অন্য কোন কার্য্যে তত অর্থ ব্যয়িত হয় না।
[illegible] নিকটে বিদ্যালয়ের উন্নতি অথবা
[illegible] বৃদ্ধি সাধন জন্য কিছু সাহায্য

বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে চরিতার্থ করিবার মানসে অর্থ ব্যয় করিলে মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা হয় না, যে সকল কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার নাই, প্রকৃত সুখ লাভের আশা নাই, সেরূপ কার্য্যে মুক্ত হস্ত হইয়া অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বিগত ১১ ই ফাল্গুন মেহেরুন্দা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার প্রথমা কন্যার উদ্বাহোপলক্ষে আতস বাজীতে অধিক অর্থ ব্যয় না করিয়া স্বদেশের স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধন মানসে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি ইহা করিয়া কেবল যে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন এরূপ নয়; একটী নূতন দান প্রণালী প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। যদি সকলে বিবাহোপলক্ষে অর্থরাশি ভস্মীভূত না করিয়া এই উৎকৃষ্ট প্রণালীর অনুগামী হন, স্বদেশের অনেক উপকার সাধিত হয় সন্দেহ নাই।

মেহেরুন্দা
১৮৭১ ১০ ই মে } সম্পাদক
শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল

ইতি মধ্যে একদা উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের জাইন্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয় অত্রস্থ মাকিগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। শুনিলাম, তিনি ছাত্রদের পরীক্ষায় যার পর নাই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন সেন মহাশয় আসিয়া পুনর্ব্বার ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

বিগত ৩১ এ বৈশাখ এ প্রদেশে একটী সামান্য ঝটিকা হইয়াছিল। শুনিলাম, কল্যাণী নামক পল্লীস্থ এক জন বৃদ্ধ আম্র কুড়াইতে গিয়া বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে এজেলার রাজপথগুলির প্রতি মিউনিসিপালিটির বড় দৃষ্টি ছিল না। অধুনা [illegible] ঘোষণা পত্র দেখিয়া আহ্লাদিত হই- [illegible] দিগকে স্ব স্ব বাটীর নিকটস্থ পথগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যিনি প্রকাশ্য পথে ময়লা নিক্ষেপ করিবেন, তিনি মাজিষ্ট্রেটীতে বিচারার্থ নীত হইবেন।

জেলা রঙ্গপুর
মাকিগঞ্জ
১২৭৮। ১ লা বৈশাখ } অনুগত
শ্রীমাধবচন্দ্র রায়।

গত ১ লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার বড় বাজারের শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের ভবনে শিবপুরের সুপ্রসিদ্ধ রামাভিষেক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি নিবন্ধন নির্দ্ধারিত দশ ঘটিকার সময় না হইয়া [illegible] দুই ঘটিকার সময়ে অভিনয় ক্রিয়া আরম্ভ হয়; আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম অনেক সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত লোকেরা অভিমানে বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নটের সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নটীর গান অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। তারা দুয়ের অভিনয় অতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। রাজমহিষী কৌশল্যার পরিচারিকা চিত্রার সঙ্গীত অতিশয় সুশ্রাব্য হইয়াছিল। রাম পিতৃভক্তি ও সরলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণের ক্রোধ এবং বীরপুরুষোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া দর্শকগণ অতিশয় চমৎকৃত [illegible]লেন। রাজা দশরথের অভিনয় [illegible] হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার [illegible]মহিষিগণ যাহা [illegible] আমা- দিগের মতে [illegible] অথবা অন্য কোন প্রকার কা[illegible] দান করাইলে ভাল হইত। রাজসভা[illegible] অতিশয় মনোহর হইয়াছিল। মন্থরার অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল। রাজরাণী কৌশল্যার গৃহে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট স্থাপন ও পূজার নিমিত্ত ফল মূল প্রভৃতির আয়োজন, সম্মুখে পুরোহিত উপবিষ্ট, পশ্চাতে কৌশল্যা, সুমিত্রা, চিত্রা, জানকী, উর্ম্মিলা দাসদাসী উপস্থিত, এই দৃশ্যটি বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছিল। হঠাৎ যে [illegible] স্ত্রীলোকেরা পূজার অষ্টমীর দিন [illegible] ভিতের নিকটে দৌড়ে [illegible] মঙ্গলচণ্ডীর [illegible] য়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে বলিয়া আমি[illegible] [illegible]। কোথায় রাম রাজা হইবেন, তা না হইয়া বনে গমন করি[illegible] এইটী স্মরণ করিয়া কৌশল্যা যেরূপ বি[illegible] ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ ক[illegible] সকলকেই অশ্রুপাত করিতে হইয়া[illegible] সমবেত বাদ্য বাজনার নাই উত্ত[illegible] সুশ্রাব্য হইয়াছিল। যাহা হউক অভিনয়টী সাধারণতঃ সর্ব্বাঙ্গ[illegible] হইলেও আমরা আর একটী [illegible] নিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বৃষ্টি [illegible] অধিক রাত্রিতে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ সুতরাং অধিক বেলা হওয়াতে শেষ ও পঞ্চম অঙ্কের অভিনয় হয় নাই, ইহাতে শ্রোতৃবর্গ নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

১ রা জ্যৈষ্ঠ
১৮৭১ } বহুবাজার
শ্রীদু, প্র, ঘোষ।

মহাশয়! [illegible]
পুরের অন্তর্গত [illegible]
কৃত ইং বাং বিদ্যালয়
ডেপুটী ইনস্পেক্টর বা[illegible]
[illegible] মহাশয়ের যত্নে
[illegible] শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে
দক্ষিণ শাঁইপুরের [illegible]
হইবে। আমাদের [illegible]
নয় চিঠি পত্র আই[illegible]
নিয়মিত সময়ে পা[illegible]
কাশ পত্রিকা [illegible]
[illegible] না।
[illegible] বিদ্যালয় হই[illegible]
[illegible] পারামপুরে যে
হইয়াছে, [illegible]
প্রাপ্তি [illegible]
[illegible]
স্থাপন দ্বারা [illegible]
হইয়াছে, সেই
একটী একটা
সংস্থাপিত হ[illegible]
স্থাপন হইলে
অধিবাসিদি[illegible]
সন্দেহ নাই
যদি না হ[illegible]
প্রয়োজন

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২৮ সংখ্যা।

প্রবৰ্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।

মাসিক মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৬॥ টাকা

সন ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭১। ২৯ এ মে

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

জিলা ঢাকার অন্তর্গত মুকুন্দগ্রাম গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে. মাসিক বেতন ৩০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ এন্ট্রেন্স পাশ, হিন্দুজাতি ও সচ্চরিত্র হওয়া চাই। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ মুকুন্দগ্রাম স্কুলের সেক্রেটারির নিকট প্রার্থনা করিবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষাল
মুকুন্দগ্রাম।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ৷৵০ আনা। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

—:০:—

বর্ত্তমান ফরাসী ও প্রুশিয়ার যুদ্ধে ইউরোপের বালান্স অব পাউয়ার নষ্ট হইয়াছে কি না? এই প্রস্তাবটী যিনি উত্তমরূপে সোমপ্রকাশে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব।

শ্রীব্রজমোহন রায়।

বাঙ্গলা আসিয়ার চার্ট, মূল্য ৷০ আনা। ভূগোলবোধ, মূল্য ৷৵০ আনা। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা জোড়া সাঁকো নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন

১৮৭১।৫।২২ } শ্রী[illegible] নাথ গুপ্ত
বারুইপুর জমীদার বাটী

—:০:—

বাঙ্গালার রেলওয়ে।

পাটের গুদাম সকল সহর কলিকাতার সীমার বাহিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি সংবাদ দিতেছেন, শিয়ালদহের ষ্টেসনের পার্শ্বে যে সকল ভূমি আছে তাহা স্থায়ী অথবা কিছু দিনের নিমিত্ত গুদাম করিবার জন্য ভাড়া দেওয়া যাইবে। এই সকল জমীতে পাট ইত্যাদির গুদাম করা যাইতে পারে। কাহার ইচ্ছা হইলে পাটের গাঁইট বান্ধিবার কল ও হইতে পারে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ
১৩ ই মে ১৮৭১ } এজেণ্ট

—:০:—

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত "বিয়ে পাগলা বুড়ো" দ্বিতীয় বার (পরিবর্দ্ধিত) মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷০ বার আনা মাত্র।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

—০০০—

সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামচরণ বড়াই কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বহুদিনের পুরাতন জ্বর, কাশ, বাতব্যাধি প্রমেহ প্রভৃতি উৎকট উৎকট রোগের নানাবিধ মহৌষধ এবং পক্কতৈল সকল অকৃত্রিমরূপে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, যোগলকুলে কবিরাজের ষ্ট্রীটে ৭৩ নম্বর ভবনে লোক পাঠাইলে অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

—০০০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার [illegible]

[illegible]

কার্য্যের।

টাইল এবং ফ[illegible] ব্রিক [illegible] হইয়াছে, আবশ্যক হই[illegible] কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য [illegible] দিবেন।

কলিকাতা [illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট। } [illegible]

—০০০—

[illegible] সংস্কৃত পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রা[illegible] ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের [illegible] নীত ও সৎপ্রচারিত নিম্নলি[illegible] বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত

শ্রীমদ্ইতিহাস

ভূগোলসার ব্যাকরণ

নীতিসার (১ ম ভাগ)

[illegible] আমাদের প্রার্থিত বিষয়ে মনো [illegible] বিধান একান্ত আবশ্যক।

[illegible]পুর
[illegible] বিদ্যালয়
[illegible] মে ১৮৭১ } স্বাক্ষর শ্রীনবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

[illegible]

সম্প্রতি এখানকার পুলিসের একটী [illegible] কাণ্ড আপনার পাঠকবর্গকে জানা[illegible] থাকিতে পারিলাম না। থানা[illegible] অন্তর্গত পুর্ব্ব [illegible] একটী [illegible] গর্ভপাত দ্বারা মৃত্যু [illegible] মেজর এ বিষয় [illegible] গোচর হইলে তিনি মৃত [illegible] প্রথমতঃ পুলিসের প্রতি আদেশ [illegible] উক্ত থানার হেড্‌কনষ্টেবল [illegible] অনুসন্ধানাদি করিয়া গ্রামস্থ অনেক লোককে বিলক্ষণ প্রহার [illegible] পূর্ব্বক ৩০ টাকা দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া [illegible] অমোক্তকে প্রেরণ করেন। [illegible] [illegible] হয়। [illegible] পুনর্ব্বার অনুসন্ধানের ইনস্পেক্টর মহাশয় [illegible] প্রদান পুর্ব্বক [illegible] করিয়া [illegible] গ্রামের লোকেরা [illegible] ইনস্পেক্টরকে [illegible] ব্যক্তিকে [illegible] মাজিষ্ট্রেটের নিকট [illegible] সকল [illegible] করণার্থে [illegible] টাকা [illegible] নিকট [illegible] উপস্থিত হইলে [illegible] করে, পুনর্ব্বার [illegible] মঙ্গলের [illegible] করিয়াছে। [illegible] এদিকে সব [illegible] দেখিয়া [illegible] ব্যক্তি [illegible] কেউ প্রক[illegible] [illegible]টককে

[illegible] প্রস্তুত করিয়া সমুদায় নথি নিজ মন্তব্যের সহিত বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। বিচারের ফলাফল পরে লিখিব। ফলতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে রাজধানীর [illegible] নিকটে এরূপ অভূতপূর্ব্ব অত্যাচার [illegible] [illegible]কে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয় নাই।

[illegible] ইহারা এখানে লোকে [illegible] নাই উৎপীড়িত হইয়াছিল। বর্ত্তমান [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশিখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া অনেক যথার্থ বক্তিকে [illegible] হইতে মুক্তি প্রদান করেন। [illegible] ব্যক্তি ফৌজদারিতে অর্পিত হইয়াছিল, ইহাদিগের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করি[illegible] টাকা মাত্র আদায় হইয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট প্রাইজ সাহেব এই সকল বিষয় অবগত হইয়া ও সুন্দররূপে টাকা আদায় হইয়াছে [illegible] চন্দ্রশিখর বাবুকে মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কমিসনরকে রিপোর্ট করেন, কমিসনরও আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible]
১৭ ই মে
১৮৭১ } শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]চন্দ্র রায়	[illegible]	১০
" [illegible] কেশব গোবিন্দ [illegible]	[illegible]	১০
[illegible]	[illegible]	১০
[illegible] মিত্র	কুষ্টিয়া [illegible]	১০
" [illegible]	—[illegible]	৭
" [illegible]	—[illegible]	[illegible]
" [illegible]	—কলিকাতা	১০
" [illegible]	—[illegible]	১০
" [illegible]	—[illegible]পুর	১০
" [illegible]	[illegible]পুর	১০
" [illegible]	—[illegible]	১০
" [illegible]	—[illegible]	১০
" [illegible] মুখোপাধ্যায়	[illegible]	[illegible]

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩॥০। তিন মাসের ন্যূন অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। [illegible] চিঠি, মনি অর্ডর, নোট ও ষ্ট্যাম্প টিকিট, ইহার মধ্যে যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই [illegible] দ্বারা মূল্য প্রেরণ করবেন।

[illegible] ষ্ট্যাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক আনা আর আনার অধিক মূল্যের ও [illegible] টিকিট প্রেরণ [illegible] করেন।

যখন তিনি মফস্বল হইতে [illegible]প্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, [illegible] যেন রেজিষ্টরি করিয়া [illegible] ও আপনার [illegible] [illegible] লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

[illegible] মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিলে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর [illegible] প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। [illegible] পত্র রেজিষ্টরি [illegible] পাঠান হইবে।

[illegible]পুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা [illegible] পাইব।

[illegible] মাশুল না দিয়া [illegible] প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই [illegible] গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম [illegible] বার্ষিক ⅟০ দুই আনা তাহার পর [illegible] দেড় আনা দিতে হইবে। দীর্ঘ কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিলে, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible]এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [illegible]

[illegible] (১ ম ভাগ) ৷০

[illegible]

[illegible] ব্যাকরণ ৷০ ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ [illegible] হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা- } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টো
লয় [illegible] কর্ণওয়া- }
লিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } পাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই [illegible] উহা সকল সময়ে যথাস্থানে

—[illegible]

সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

রাস্তি স্থান		[illegible]
বাগান	ঐ	১৫৩ বিঘা
জেল	ঐ	৬০ কাঠা
[illegible] জেল	ঐ	১/১ বিঘা
রোড	ঐ	১/১ বিঘা
[illegible]	ঐ	৫৫ বিঘা

[illegible] নিমিত্ত মিস্তুয়ার্ট মিল্‌স কোম্পানির নিকটে

[illegible] ইংরাজী ও বাঙ্গলা
[illegible] সংস্কৃত অভিধানখানি
[illegible] প্রকাশিত হইল, [illegible]

[illegible] দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৩।১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ফাল্গুন } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর. ডি. বসু এণ্ড কোং
মিশন রো কলিকাতা।

অভিনব কাব্য চন্দ্রালিকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক [illegible] প্রাপ্য, ৷০, কবিতা পরিচয় ১ ম ভাগ ৵০, ২ য় ৵১০। শিক্ষামানচিত্রাবলী। ৵১০

২৬।১০।৭৭ } শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায়
} ভুকৈলাসস্থ রাজবাটী।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড সত্বরে প্রকাশ হইবে, উহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

১১ এ চৈত্র } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } কলিকাতা, বটতলা

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, বি কর্ত্তৃক রচিত

[illegible]

মাতৃশিক্ষা

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও [illegible] মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম [illegible] বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড) একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা। কলিকাতা লাল বাজার [illegible] শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

বিক্রয়ের জন্য

খাঁটি সরিষার তৈল

ঐ ঐ খোল ১ এক মণ

বেঙ্গল অয়েল কোং ফলে
নং ১০ কাশীমিত্রের ঘাট চিৎপুর রোড

-:০:-

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উত্তর সম্বলিত সমালোচনা। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। কালেজ ষ্ট্রীট [illegible] নং প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

শেখ ত্রাহাম

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১২৭১ সাল ১১ ই মে।

স্থানের নাম	নদী কতটি জল হস্ত
গোয়ালন্দ	১৩
ভাগা হইতে জঙ্গিপুর	
[illegible] মাইলের মধ্যে	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর	
২৭ মাইলের মধ্যে	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া	
৫০ মাইলের মধ্যে	
কাটোয়া হইতে নদীয়া	
৮৬ মাইলের মধ্যে	

সন ১২৭১ সালের ১১ এ মে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

[illegible]

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত [illegible]
১১ এ মে } [illegible]
১২৭০ সাল } [illegible]

—:০:—

[illegible]

[illegible] আগামী ১৫ তারিখে [illegible] পর্যন্ত না [illegible] দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত রহিত হইবে। উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে [illegible] অর্দ্ধ পাইয়ের (১২ পাইয়ে আনা) হিসাবে গৃহীত হইবে।

[illegible] } [illegible]
১৩ ই মে। ১৮৭১ } এজেন্ট

(পরে চারটি পাতা পাওয়া যায়নি)

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

গবর্ণমেণ্ট আফিসের কাগজ কলম প্রভৃতির কণ্ট্রাক্ট ও অপব্যয়।

কণ্ট্রাক্ট প্রণালী অপব্যয়ের অন্যতর প্রধান কারণ। কেবল এই এক কণ্ট্রাক্ট প্রণালী নিবন্ধন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থলের সৈন্যদিগের নিমিত্ত ৩২,৫০,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। ব্যয় এত; কিন্তু সৈন্য কত? ইংলণ্ডে ১,০৮,০০০ এবং এদেশে ৬২,০০০ ব্রিটিশ ও ১,২০,০০০ মাত্র এতদ্দেশীয় সৈন্য আছে। একজন প্রবীণ সেনাপতি ইহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে পাঁচলক্ষ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য রাখিতে পারেন। সেনাবলের আবশ্যক দ্রব্যের নিমিত্তই অধিকাংশ ব্যয় হয়। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অনেক নিঃস্ব ব্যক্তি কণ্ট্রাক্ট লইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে কোটিপতি হইয়া উঠিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের চৈতন্য হয় না। ব্রাসি সাহেব কেবল এক কণ্ট্রাক্টে ৩ কোটি টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল কাজ করিবার ভার পান, তাহাতে যে নায্য ব্যয় হইবার সম্ভাবনা, তিনি যে তাহার অপেক্ষা অনেক টাকা অধিক লইয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতি বাণিজ্যপ্রিয়, উহারা বলেন, এটী অসৎ উপার্জ্জন নয়। এক প্রকার বটে, কারণ যাঁহারা কণ্ট্রাক্ট দেন, তাঁহারা না দিলে কণ্ট্রাক্টগ্রাহীরা সে উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না। কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এটী কি প্রতারণা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না? এক টাকার স্থলে আঠার আনা লইলে বরং এক দিন কথা থাকে, কিন্তু এক টাকার স্থলে চারি টাকা লইলে তাহাকে প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। কোন কোন বিষয়ে কণ্ট্রাক্ট না দিলে চলে না, ইহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু সকল বিষয়ে এ কণ্ট্রাক্ট দেওয়া সুবিধার নয়। অপর কণ্ট্রাক্ট দিবার সময়ে বিশেষরূপে এই চেষ্টা পাওয়া উচিত যে, কণ্ট্রাক্টর কোন ক্রমে বাজার দরের ত্রিগুণ চতুর্গুণ মূল্য লইতে না পারেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কি ভারতবর্ষ, কি ইংলণ্ড, ইহার কোন স্থলেই এ চেষ্টা দেখা হয় না; এতন্নিবন্ধন অপব্যয় হইয়া কেবল যে অর্থ ক্ষয় হইতেছে এরূপ নয়, জাতিসাধারণ ধর্ম্মনীতিও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া উঠিতেছে। কণ্ট্রাক্টগ্রাহীরা প্রায়ই অব্যক্তিচরিত রূপে কর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচ দিয়া থাকেন; উৎকোচ গ্রহণে কি ধর্ম্মনীতির বিপ্লব ঘটে না? কণ্ট্রাক্ট গ্রহণ লাভের নিমিত্ত সত্য; কিন্তু সে লাভের কি সীমা নাই? একজন ভদ্র লোক চাকুরী করিয়া যে বেতন পাইতে পারেন, তাহা এবং মূলধনের সুদ পোষাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইল, ইহার অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিলে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ব্যবহার হয় সন্দেহ নাই। কোন কণ্ট্রাক্টর নিজ ঘর হইতে টাকা আনয়ন করেন না। সকলেই স্বল্পমাত্র টাকা প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন; কাজও চলিতে থাকে, কণ্ট্রাক্টরও ধনাগার হইতে টাকা লইতে থাকেন। কাজ করিয়া টাকা লইলেও এক দিন কথা ছিল। সাধারণের টাকায় কাজ হয়, লাভের মধ্যে কণ্ট্রাক্টর এক টাকার স্থলে চারি টাকা গ্রহণ করেন।

আমরা শুনিয়া বিস্মরাপন্ন হইলাম, গবর্ণমেণ্টের আফিস সমূহের কাগজ কলম প্রভৃতির কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে। ষ্টেসনরি আফিস যত শীঘ্র উঠিয়া যায় মঙ্গল; ইহাতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্য টাকা বৃথা ব্যয়িত হইতেছে, আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি সত্য; কিন্তু কণ্ট্রাক্ট দিলে আরও অনিষ্ট হইবে। ষ্টেসনরি আফিস থাকাতে বহুব্যয় হইতেছে বটে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আফিসের কর্ম্মচারীরা উত্তম দ্রব্য পাইয়া থাকেন। কণ্ট্রাক্ট দিলে লাভের মধ্যে এই হইবে, কণ্ট্রাক্টগ্রাহীরা মন্দ দ্রব্য দিবেন অধিক মূল্য লইবেন এই মাত্র। কোন্ দেবতার কি প্রকার পূজা করিলে লাভ হয়, কণ্ট্রাক্টরেরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। অতএব যেমন কমিসরিএট ও পবলিক ওআর্কে টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে, কাগজ কলমেও সেই প্রকার হইবার সম্ভাবনা। জেনরল পোষ্ট আফিসের কাগজ কলমের কণ্ট্রাক্টের প্রয়োজন কি? চীনে বাজার পাঁচ মিনিটের পথ নয়, আফিসে কত দ্রব্য মাসে লাগে, তাহার একটী হিসাব করিয়া একজন সৎ কর্ম্মচারীকে মাসের মধ্যে এক দিন বাজারে পাঠাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনাইলে অনায়াসে হইতে পারে। এমন সহজ উপায় থাকিতে গবর্ণমেণ্ট কি নিমিত্ত কণ্ট্রাক্টরকে দিয়া টাকা বৃথা নষ্ট করেন? ক্যাম্বেল সাহেব সতর্ক লোক, আমরা যে উপায় করিয়া দিলাম, তিনি অন্ততঃ দুই মাস তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, লাভ হয় কি না? লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট আফিস মাত্রেই বিস্তর দ্রব্য অপব্যয় হয়।

মুসলমানদিগের দুরবস্থা।

সম্প্রতি বেরিলিতে হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের যে দাঙ্গা হয়, তন্নিবন্ধন চিন্তা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণে একান্ত অসুখিত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে যে সকল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহা হইবার যো নাই। ব্রিটিশ অধিকারে ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রজার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

অধিক কথা কি, ব্যবস্থাপক সভা এই স্বাধীনতার প্রশ্রয় উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়েই হিন্দু শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া এই আইন করিয়াছেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও দায়াধিকারের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। গোঁড়া হিন্দুরা শাস্ত্রের অনাদর দেখিয়া সময়ে সময়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বটে; কিন্তু মনে মনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই স্বাধীনতানুরাগিতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতি অনুমিত হইতেছে। কেবল মিসনরিরা নহেন, কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়েরা বহু সহস্র বৎসরের কুসংস্কার ভিত্তির উন্মূলনে ব্যাপৃত হইয়াছেন; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, মুসলমান সম্প্রদায়ে এই উন্নতি লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না। বঙ্গদেশে এমন অনেক মুসলমান দৃষ্ট হন, যাঁহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু মুসলমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে, কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যরূপে কোন কাজ করিতে সাহসী হন না। মৌলবী আবদুল লতিফের সদৃশ ব্যক্তিদিগেরও অগত্যা গোঁড়ার দলে মিশ্রিত হইতে হইয়াছে। তাঁহারা ভীরুস্বভাব নহেন; কিন্তু কি করেন? গোঁড়ার দল এত পুষ্ট যে, বিপরীত চেষ্টা করিতে গেলে আপনাদিগকে অপদস্থ হইতে হয়। বঙ্গদেশের বাহিরে আবদুল লতিফের সদৃশ লোক দেখিতে পাওয়া ভার। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে গোঁড়ামীর অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্ম সত্য, এই ধর্ম্মে যে ব্যক্তি বিশ্বাস না করে, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে হত্যা করিলে পাপ হয় না; এই ভাবের কুসংস্কার আজিও অনেক মুসলমানের আছে। বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বৈরীভাব নাই বটে; কিন্তু অন্য অন্য প্রদেশে বিদ্বেষ ও ঈর্ষা প্রভৃতির অসদ্ভাব আছে। উল্লিখিত দাঙ্গা ও হত্যা ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমরা সম্প্রতি দুই একটা ফতওয়া দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি মৌলবী এই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ নাই, কারণ ইংরাজেরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মের শত্রু নহেন। মৌলবিদিগের এ ব্যবস্থা প্রীতিকর সন্দেহ নাই, কিন্তু এটী সকলের মনোগত এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মের সহায়তা না করেন, তাঁহারাই শত্রু, এটী কেবল মুসলমান ধর্ম্মের অভিমত নহে, যে ধর্ম্মে গোঁড়ামী আছে, সেই সম্প্রদায়েরই এই সংস্কার। গোঁড়া বৈষ্ণব বিগ্রহ দর্শন করিলে নয়ন মুদ্রিত করেন; পাছে পৌত্তলিকতার উৎসাহ দেওয়া হয়, এই ভয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় হিন্দুদিগের পুত্র কন্যাদির বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণে যান না। আজিও এরূপ অনেক গোঁড়া হিন্দু আছেন, যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষাকে ধর্ম্মনাশের কারণ বিবেচনা করেন। গবর্ণমেণ্ট এত নিরপেক্ষ যে মিশনরি দল তাঁহাদিগকে এক প্রকার পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দা করেন, তথাপি সেই সকল গোঁড়া হিন্দু গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা প্রণালীকে ধর্ম্মনাশের মূল বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। মুসলমান মধ্যে গোঁড়ামী অধিক। এক হস্তে কোরাণ অপর হস্তে তলবার এটী মুসলমানধর্ম্ম প্রচারের মূল নিয়ম, গোঁড়াদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এ ধর্ম্মে ঔদার্য্য ও নিরপেক্ষতা নাই। "আমাদিগকে সাহায্য কর, না কর, তুমি কাফের ও বধ্য" ইহা মুখে না বলা হউক, গোঁড়া মুসলমান মাত্রেরই মনোগত। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মবন্ধনও শিথিল হইতেছে। এই নিমিত্ত গোঁড়া মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত নহেন। যে কৃতবিদ্য মুসলমান মহম্মদের ধর্ম্মে অবিশ্বাস করেন, তিনিই শত্রু বলিয়া বিবেচিত হন। এই সকল কারণে মুসলমানদিগের রাজভক্তিও অল্প। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। যাহার এ চেষ্টা ও ইচ্ছা নাই, তাহাকে মানব শ্রেণীর মধ্যে গণনা করা বিধেয় নয়। এ চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকিলেই যে রাজভক্তি থাকে না, একথা সঙ্গত নহে। রাজভক্তি শব্দের অর্থ এই, যাঁহাকে ভক্তি করা যায়, তাঁহার অপেক্ষা আর উত্তম শাসনকর্তা নাই; অতএব তাঁহার নিকটে বিশ্বস্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এতদপেক্ষা অধিক প্রকৃতভক্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন না। হিন্দু ও কৃতবিদ্য মুসলমানদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, ভারতবর্ষে অথবা পৃথিবীতে এমত লোক বা জাতি আর নাই, যাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় দেশ শাসন করিতে পারেন। তাঁহারা জানেন, অদ্য যদি এই সাম্রাজ্য নষ্ট হয়, কল্যই সমুদায় দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে এবং গত এক শত বর্ষে যে সকল উন্নতি হইয়াছে, তাহা এককালে লোপ পাইবে; এই ভাবিয়া তাঁহারা এই বলিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দেন যে, তিনি আমাদিগকে এমন সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বোধ থাকাতেই এ গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্ত হয়, তাঁহাদিগের এরূপ ইচ্ছা নাই। কিন্তু গোঁড়া মৌলবী ও মোল্লাদিগের সে সংস্কার নহে; তাঁহারা অদ্যাপিও ভাবেন, কোরাণের তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতি ব্যবস্থা সংগ্রহ আর নাই। তাঁহাদিগের মতে মহম্মদের জাতির প্রাথমিক রাজগণই আদর্শস্বরূপ। আকবর তাঁহাদিগের মতে অধার্ম্মিক এবং আলমগির ধার্ম্মিক চূড়ামণি ছিলেন। যাবতীয় মন্দির ও গির্জা

তাঁহাদিগের চক্ষুঃশূল। শাসনকর্ত্তার এগুলি নষ্ট করা উচিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন না। প্রত্যুত তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালী সকল শ্রেণির কুসংস্কারের উন্মূলন করিতেছে। অতএব গোঁড়া মুসলমানেরা যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বন্ধু অথবা রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। কাহা হইতেই বা রক্ষা করিবেন? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতেন যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা জ্ঞান করিবেন? মুসলমানেরাই ত সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; তাঁহারাই অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগেরই দন্ত রোধ করিয়াছেন। ফলতঃ মৌলবীরা ফতয়াই দিন আর যাহা বলুন, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান সংস্কার যত দিন থাকিবে, তত দিন তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে মিত্র জ্ঞান করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অন্তরেও এই ভাব, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ধর্ম্মের বন্ধু হন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা সে ভাবের বন্ধু নহেন, সুতরাং শত্রু। সত্যের অনুরোধে ভারতবর্ষের মঙ্গল ও কৃতবিদ্য মুসলমানদিগের সম্মানার্থ আমরা বলিতেছি, যাহাতে এই সংস্কার দূরগত হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? যে সকল লোকের বিদ্যা কেবল কোরাণ ও কতকগুলি আরবী ও পারসী পুস্তক পাঠ করিয়া হয়, তাঁহারা প্রায়ই গোঁড়া হন। মাদ্রাসা সমূহের যে সকল ছাত্র ইংরাজীর প্রতি অনুরক্ত নহেন, তাঁহারা এই দলভুক্ত। পূর্ব্ব বাঙ্গালার এই সকল লোকই ওহাবিদিগের পরম বন্ধু। যাহাতে মুসলমানেরা অধিক পরিমাণে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন, গবর্ণমেণ্টের সেই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমরা বারম্বার প্রস্তাব করিতেছি, মাদ্রাসা সকলে আরবী ও পারসীর এত চর্চ্চা রাখা উচিত নহে। মুসলমান মাত্রেই জ্ঞান করেন, আরবী ও পারসী তাঁহাদিগের মাতৃভাষা। এই কারণে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় হইয়াও ভারতবর্ষের কোন আদিম ভাষা শিক্ষা করিতে যত্নবান হন না। অনেক হিন্দু পারসী ও আরবী জানেন, কিন্তু একজনও মুসলমান এপর্য্যন্ত সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার কারণ এই, সংস্কৃতকে তাঁহারা বিজাতীয় ও অধার্ম্মিকদিগের ভাষা জ্ঞান করেন। ইংরাজীর প্রতিও এই ভাব। শিক্ষা প্রণালীর দোষে মুসলমান ছাত্রগণ কোরাণকেই সর্ব্ব বিদ্যার আধার জ্ঞান করিয়া থাকেন; ইহাই তাঁহাদিগের আত্মশ্লাঘা ও মূর্খতার মূল। মুসলমান ছাত্রগণ হিন্দুছাত্র অপেক্ষা নির্ব্বোধ একথা মিথ্যা; দোষ প্রণালীর। প্রণালী পরিবর্ত্ত হয়, উভয় সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা অবিলম্বে হইবে। মুসলমানদিগের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয়ের আর প্রয়োজন রাখে না। ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানে যে শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মুসলমানদিগকেও তাহার অধীন করা কর্ত্তব্য। আমরা মধ্যে মধ্যে কৌতুকাবহ এই আক্ষেপ বাক্য শ্রবণ করি যে, জেলা স্কুল সমূহে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার নিমিত্ত যেমন পণ্ডিত আছেন, সেই প্রকার উর্দ্দু শিক্ষক নাই বলিয়া মুসলমান ছাত্রগণ কিছু করিতে পারেন না। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি উর্দ্দু? তবে উর্দ্দু শিক্ষার নিমিত্ত শিক্ষকের কি প্রয়োজন? গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে উর্দ্দুর প্রয়োজন হয়। হিন্দু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকি প্রকারে পরীক্ষা দেন? মুসলমান হইলেই উর্দ্দু, পারসী ও আরবী মাতৃভাষা হয়, এই সংস্কারটী অনিষ্টের মূল; ইহাতেই মুসলমানগণ কখনই আপনাদিগকে ভারতবর্ষের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিলেন না। ইহাতেই তাঁহারা ইংরাজী শিখিতে অনাস্থ। গোঁড়ামী ইহার ফল। গোঁড়ামী হইতে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গোপনীয় বিদ্বেষ ভাব জন্মে।

সৈনিক ব্যয় ও ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, এত দিনের পর লার্ড আর্গাইল সৈনিক ব্যয়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। নিতান্ত অন্যায় না হইলে আর লার্ড আর্গাইলের সদৃশ লোক কখনই এ প্রতিবাদ করিতেন না। কোম্পানির সময়ে যে ব্যয়ে সৈন্য সংগৃহীত হইত, ভারতবর্ষ রাজ্ঞীর ন হওয়া অবধি তদপেক্ষা দশ গুণ অধিক ব্যয় পড়িতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কি এমন একজন লোকও ছিলেন না, যিনি সর উইলিয়ম ম্যুরের ন্যায় সাধারণের পদের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থ অগ্রসর হইতে পারেন? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি বলিতে পারেন না যে, সেনাবল একত্রিত রাখিলে কিছুতেই এদেশের আয় ব্যয়ের সমতা বিধান হইবে না? যাহাতে ক্রমশঃ কৃতবিদ্যগণের অসন্তোষের বৃদ্ধি হইতেছে, একথা কি কাহারও বলিতে সাহস হয় না? অজ্ঞ লোকদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে, রাজ্ঞীর অধীন হওয়া অবধি কিসে প্রকারে শোণিত শোষণ করিয়া অর্থ লইবেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কেবল এই চেষ্টা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই সংস্কার দূর করিতে সমর্থ নহেন। ইহা দূর করিতে হইলে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের নিমিত্ত যথার্থ কত টাকার প্রয়োজন, তাহা ঠিক

শান করিতেছেন। কিন্তু কেবল যথার্থ ২ যোজন হইলে উর্দ্ধসংখ্যা ৩৫ কোটি টাকা হইলে ভারতবর্ষের চলিত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ ইউরোপীয় ও অন্ততঃ দেড় লক্ষ সিপাহী রাখিতে পারেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের টাকা না লইলে বর্ত্তমান রাজস্ব দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষের অদ্ভুত পূর্ব্ব উন্নতি সাধন করিতে পারেন। দিন দিন অসন্তোষের বৃদ্ধি হইতেছে; সকলেই বলিতেছেন, বর্ত্তমান প্রণালী মূল পরিবর্ত্ত না করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা যাহা হইবার হইয়াছে, নূতন উপকারের আর প্রত্যাশা নাই। সেনা দলে রাজস্বের অনেক টাকা ব্যয়িত হয়। ইহার অধিকাংশ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। এই প্রণালীর কি উন্মূলন হইবে না? কোন মন্ত্রী নিজে টাকা না লইলে যে ভারতবর্ষের টাকা গ্রহণ অন্যায় নহে, ইহাই কি তাঁহাদিগের সংস্কার? লোকে ইহাকে প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই বলেন না। এক্ষণকার সর্ব্বসাধারণে সেনাদল পৃথক করিবার নিমিত্ত এক আবেদন করুন; সেনাদল পৃথক হইলে সৈনিক ব্যয় এক বৎসরের মধ্যে অনেক কমিবে

অত্যাচারের সাক্ষ্য।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, প্রতিনিধির কৃত কর্ম্মফল স্বয়ং কৃত কর্ম্ম ফল অপেক্ষা অনেক ন্যূন হয়। লোকজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লৌকিক কার্য্যেও এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার একটি তাৎপর্য্য আছে; কর্ত্তা যেরূপ যত্ন হয়, প্রতিনিধির সেরূপ হয় না। কর্ত্তা যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা সম্পন্ন না হইলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না বলিয়া কেবল যে তাঁহার মানসিক মনোবেদনা হয় এরূপ নয়, অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ বলিয়া লোকে উপহাস করে, সেটীও তাঁহার বিশেষ কষ্টের হয়। সুতরাং তিনি আরব্ধ কার্য্যে প্রাণপণ করিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পান। প্রতিনিধির তদ্দূর হয় না। কার্য্যহানি হইলে প্রতিনিধির তাহাতে মনোবেদনা নাই, অপমানেরও ভয় নাই। এই কারণেই প্রতিনিধির কৃত কর্ম্ম ফলের সহিত কর্ত্তৃ কৃত কর্ম্ম ফলের এত অন্তর। রাজকার্য্যেও যে এই রূপ ফল বৈলক্ষণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালন রাজধর্ম্ম। তাহার ব্যতিক্রম হইলে রাজার ইহ লোক ও পর লোক উভয়ই নষ্ট হয়। অতএব রাজার সেই রাজধর্ম্ম পালনের ব্যাঘাত জন্মিলে যেরূপ কষ্ট হয়, প্রতিনিধির সেরূপ হইবার কোন ক্রমেই সম্ভাবনা নাই। তবে যদি প্রতিনিধিগণ কৃতবিদ্য, কার্য্যদক্ষ, শ্রমশীল ও রাজধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হন, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ যথার্থ কাজ হইতে পারে। কিন্তু প্রজার দুর্ভাগ্য বশতঃ উল্লিখিত গুণসম্পন্ন প্রতিনিধি নিয়োগ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত করেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দোষই প্রধান। তাঁহারা অনুরোধ পরতন্ত্রতা নানা কারণে অত্যাচার নিবারণক্ষম প্রতিনিধি নিয়োগে সমর্থ হন না। উপযুক্ত প্রতিনিধি না হইলে তাঁহাদিগের যে বহুল দোষ ঘটনা হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেহ অলস, কেহ উৎকোচ গ্রাহী, কেহ অনুরোধরক্ষী, কেহ বস্তুর স্বরূপ বোধে অসমর্থ, এইরূপ নানা প্রতিনিধি দৃষ্ট হন। অতএব নানা প্রকার যে অত্যাচার হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি? আমরা যে প্রকার রাজ প্রতিনিধি চাই, পাঠকগণ উপরে তাহা পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার একটী বিশেষ গুণের বর্ণন করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতীয় রাজ প্রতিনিধিদিগেরই সেগুণের সদ্ভাব একান্ত আবশ্যক। সে গুণ এই, রাজ প্রতিনিধির কেবল কর্ত্তব্য নিষ্ঠা থাকিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। তাঁহার অত্যাচার নিবারণের একটী আন্তরিক ইচ্ছা থাকা আবশ্যক। এ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অত্যাচারের উন্মূলন সম্ভাবনা নাই। এ ইচ্ছা না থাকাতে অত্যাচারের নিবারণ না হইয়া প্রত্যুত তাহার সাহায্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ের অনতি দূরে যে কয়েকটী ঘটনা হইয়া গেল, তদ্দর্শনে আমাদিগের এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে।

যাঁহাদিগের উপরে রাজ প্রতিনিধি নিয়োগের ভার সমর্পিত আছে, তাঁহাদিগের দোষে যে নানা বিরূপ ঘটনা হয়, তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদিগের আলিপুরস্থ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের একটী ভ্রম আছে, তিনি মনে করেন, সোনাপুরের থানাটি অতি সামান্য। এখানে যে সে একজন সব ইন স্পেক্টরকে রাখিলেই চলিতে পারে। তিনি সোনাপুর থানার অধীনস্থ গ্রামগুলির অবস্থা বিশেষরূপে অবগত নহেন। তাহা হেতুই তাঁহার এই ভ্রম জন্মিয়াছে। ঐ থানার অধীনে রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোতা, কোদালিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রাম আছে। তত্তৎগ্রামে যেমন অনেক ভদ্রলোকের বসতি, তেমনি অনেক অসৎ ও বদমায়েস আছে। তাহারা যো পাইলেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকে। প্রধান পুলিস কর্ম্মচারী অথবা বিচারপতি যদি অকর্ম্মণ্য হন, তাঁহাদিগের দৌরাত্ম্যের অধিকতর বৃদ্ধি হয়। সময়ে সময়ে আমরা পুলিস কর্ম্মচারী ও বিচারপতির অযোগ্যতা নিবন্ধন নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে দেখিতে

নাই। অতএব আমরা প্রস্তাব করিতেছি, গোপালপুর থানায় এরূপ একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হউক, যাঁহার অত্যাচার নিবারণের আন্তরিক ইচ্ছা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতা আছে। তাদৃশ লোক নিয়োগ ব্যতিরেকে গোপালপুরের অধীনস্থ গ্রামবাসীরা কোন ক্রমে সুখী হইতে পারিবেন না। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট আমাদিগের একখানি প্রেরিত পত্র দর্শন করিবেন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, সম্প্রতি ঐ থানার অধীনে কয়েকটী সিঁধ হইয়া গিয়াছে। ইহার এই কারণ ও আমাদিগের বোধ হয়, পূর্ব্বে যিনি ঐ থানার প্রধান পদে ছিলেন, তিনি প্রায় প্রতি রাত্রিতে গ্রাম পরিভ্রমণ করিতেন। তাহাতে কনষ্টেবল ও চৌকিদারেরা সদা সতর্ক হইয়া চৌকি দিত। এখন সকল বিষয়ে শৈথিল্য হইয়াছে, চৌর্য্যেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

নূতন পুস্তক।

১। রাধিকা বিলাপ কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কৃষ্ণের মথুরা লীলা অবলম্বন করিয়া কাব্যখানি রচিত হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে অত্যুক্তি ও কবি-সময়-খ্যাতি বিরুদ্ধ বর্ণন দুষ্ট হইল বটে; কিন্তু অধিকাংশ কবিতা সুললিত হইয়াছে।

২। চিকিৎসা সংগ্রহ ১ ম ভাগ। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতি কতকগুলি রোগের লক্ষণ ঔষধ ব্যবস্থা, নানা প্রকার পাকতৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও প্রক্রিয়া এবং যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের উপশম হইয়াছে, তাহার এক একটী উদাহরণ প্রভৃতি অনেক গুলি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিকিৎসা সংগ্রহ দ্বারা সমাজের অনেক হিত সাধিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমরা অনুরোধ করি, লেখক তাহার প্রতি যেন কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৩। রিপু বিহার। শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণেতা। পয়ারছন্দে ইন্দ্রিয় বিকার ও তজ্জনিত দোষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পদ্যগুলি অতি মধুর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

(গত প্রকাশিতের পর)

যে সময়ে ইংরাজেরা রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন ইহার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। আয় ব্যয়ের কিছু মাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। নবাবের অনেক ঋণ ছিল। বিহার প্রাপ্ত রাজকীয় প্রতিনিধি মেজর মিক্লিন ঐ অবস্থায় রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। প্রায় ২ মাস হইল তিনি অসুস্থ হইয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়, যত্ন ও ন্যায়পরতার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইবে এবং ভাওলপুর বাসীরাও তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ করিবে। তিনি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত সুনিয়মের সহিত কার্য্য করিয়া রাজ্যের আয় এত বৃদ্ধি করিয়াছেন যে, তাহাতে নবাবের সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে এবং আজি কালি সমস্ত ব্যয় বাদে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিতেছে। প্রজা অভাবে অনেক ভূমি পড়িয়া থাকে দেখিয়া মেজর মিক্লিন ঐ স্থানে গ্রাম বসাইয়াছেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া ঐ নগরের নাম "মিক্লিনাবাদ" রাখিয়া মেজর মিক্লিনের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। কৃষির সুবিধা ও শস্যক্ষেত্র প্লাবন হইতে দেশ রক্ষার জন্য তিনি অনেকগুলি বড় ২ খাল খনন করাইয়াছেন। ভাওলপুর নগরের চতুষ্পার্শ্বে তিনি সুপ্রশস্ত পথ করিয়া দিয়াছেন। সুবিচারের নিমিত্ত রাজ্যের সকল স্থানেই উৎকৃষ্ট বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানকার প্রধান আদালত "চিফ কোর্ট" নামে খ্যাত। একজন দেশীয় মুসলমান কর্ত্তৃক এখানকার বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি, এ ব্যক্তি পারসী ও আরবী প্রভৃতি ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। নিরপেক্ষ বিচার দ্বারা ইনি সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। এখানকার ফৌজদারী মকদ্দমা একণে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন হয়। স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকটে ফৌজদারী অপরাধের যেরূপ দণ্ড বিধান হয়, পূর্ব্বে এখানেও সেইরূপ হইত। আমরা দেখিয়াছি, এক ব্যক্তি আপন আতুষ্পুত্রকে বিষ পান করাইয়া বধ করে, নবাবের নিকট নীত হইলে বিচারে এই দণ্ডাজ্ঞা হইল যে, যে হস্তে ঐ ব্যক্তি বিষ পান করাইয়া দেয় উহার সেই হস্ত কাটিয়া দাও আজি কালি এরূপ অপরাধে ভারতবর্ষের সকল স্থানে যেরূপ দণ্ড বিধান হয়, এখানেও সেইরূপ হইতেছে। এখানে একজন সিবিল সার্জন আছেন ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। দুই জন ইঞ্জিনিয়র আছেন, একজন খাল বিভাগের এবং অপর ব্যক্তি গৃহ রাস্তা সেতু প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি অতি অল্প দিন নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে কলিকাতা বিভাগে এক জন গবর্ণমেণ্টের সহকারী ইঞ্জিনিয়র ছিলেন; সেই সময় হইতেই ইনি বঙ্গ বাঙ্গালি প্রিয়। এখানে আসিয়াই ইনি পারিতেছেন আপনার অধীনে সুশিক্ষিত বাঙ্গালি দিগকে নিযুক্ত করিতেছেন। ইনি যে স্বীয় কার্য্যে সুখ্যাতি লাভ করিবেন, এটী তাহার একটী চিহ্ন সন্দেহ নাই।

নবাব যেরূপ ধনশালী তাঁহার বাসবাটী সেরূপ নয়। ভাওলপুর নগরে ত কিছুই নাই, তবে যেখানে তিনি সতত বাস করেন, সেখানকার বাটীটী আমাদের দেশের সামান্য জমীদারের বাটি অপেক্ষাও অধম। একজন নূতন ইঞ্জিনিয়র এক নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণের ভার পাইবেন।

এ সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে মেজর মিক্লিন শিক্ষার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। নবাবের নিজের ইংরাজী শিক্ষার্থ মাসিক বেতনে একজন হিন্দুস্থানীয় শিক্ষক এবং মাতৃ ভাষার নিমিত্ত মৌলবী আছেন। পূর্ব্বোক্ত শিক্ষকটী কেবল নামমাত্র রাখা হইয়াছে। নবাব এবং তাঁহার পরিবারবর্গ এরূপ কুসংস্কারাপন্ন যে, ইংরাজী পড়িলে পাছে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয় এই আশঙ্কায় ইংরাজীর প্রতি তাঁহাদের সাতিশয় বিদ্বেষ

করিয়াছে। রাজপ্রতিনিধি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। আমরা ইহাতেই আশঙ্কা করিতেছি যে, নবাব বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যদি ইংরাজদিগকে আপন রাজ্য হইতে বিদায় দেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। নবাবের কয়েকটী আত্মীয়ের শিক্ষার নিমিত্ত একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী (বাঙ্গালী) আছেন, এতদ্ভিন্ন দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য আর একটী বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয় চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটীর হস্তে স্থাপিত। ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় মিশনরিরা ও অপরার্দ্ধ নবাব দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়টীর শিক্ষাকার্য্য একজন অতি উপযুক্ত এতদ্দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর হস্তে ন্যস্ত আছে। ইনি অতি সরল স্বভাব ও অমায়িক লোক। ইনি সুবিখ্যাত ডাক্তার ডফ সাহেবের একজন প্রধান ছাত্র। কলিকাতার ফ্রীচর্চ্চ বিদ্যালয়েও ইনি অনেক দিন অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছেন ইনি অতি যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত বালকদিগকে শিক্ষা দান করেন; নীতিগর্ভ উপদেশ দিয়া তাহাদের মন উন্নত করেন; কিন্তু অতি প্রায় অন্যবিধ প্রকারে বালকগণের কর্তৃপক্ষের সহিত মধ্যে মধ্যে গোলযোগ হইয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

গত বৎসর ভারতবর্ষের সমুদায় রেল ওয়েতে ১,৮১,৪৪,৩৭৯ জন আরোহী অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৫০,০০০ লোক গমনাগমন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ১৩ জন মাত্র হত হন। পৃথিবীর আর কোন দেশের রেল ওয়েতে এরূপ দেখা যায় না।

লণ্ডনের নীচ শ্রেণির কতকগুলি লোক সম্প্রতি এই বলিয়া মহাসভায় আবেদন করিবার মানস করিয়াছে যে, তাঁহারা রাজকুমারী লুইসাকে যে বৃত্তি দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা রহিত করেন।

নিউয়র্ক ট্রিবিউন (আমেরিকার সংবাদ পত্র) বলেন, সেনাপতি গ্রাণ্ট সভাপতি হওয়া অবধি দক্ষিণ ইউনাইটেড ষ্টেটসে ৫৬০০ ব্যক্তি হত হইয়াছে। তাহাদিগের বর্ণ কৃষ্ণ এবং উত্তর বিভাগের প্রতি অনুরাগ আছে, এই তাহাদের প্রধান অপরাধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেত হত্যাকারীর এক জনও ধৃত হইয়া দণ্ড পায় নাই। অদ্যাপিও বহুসংখ্য ব্যক্তি হত হইতেছে। আজি কালি প্যারিসে যাহা হইতেছে আমেরিকায়ও তাহা শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিতে চাহেন তাঁহারা ইহা দর্শন করুন।

সেনাপতি হুমিস নিমরদার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই আফিসরের মৃত্যুতে উক্ত স্থানটী শূন্য হইয়াছে।

১৮৭০ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে যত কুলি ভিন্ন ২ উপনিবেশে গমন করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা এই:—মরিশাস ৪০২১, ব্রিটিশ গায়ানা ৪২৮০, ট্রিনিডাড ২৮৫০ জামেকা ১০৬। ১৮৫০ অব্দ অবধি ১৮৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ৪,৭২,৪৬৮ জন কুলি উপনিবেশে গমন করিয়াছে। কিন্তু এই সকলের মধ্যে ১,১০,০০০ মাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছে। অবশিষ্ট লোকের কি হইল? স্থায়ী বাসস্থান করিলে উহাদের সন্তান সন্ততি হইত এবং কুলির বাণিজ্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিত। কিন্তু তাহা না হওয়াতে ইহা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে।

জর্ম্মণিতে ডাক্তার ডলিঙ্গার নামক এক জন কাথলিক পুরোহিত পোপের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতে চাহেন না। মিউনিকের আর্চবিশপ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু ডলিঙ্গার তাহাতে ভীত না হইয়া বলিয়াছেন, তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিলে তিনি কখনই পোপের অভ্রান্ততা স্বীকার করিবেন না। তর্ক দ্বারা মনুষ্যের অভ্রান্ততা সপ্রমাণ করা সম্ভাবিত নহে।

প্যারিসের বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। প্রকাশ্য স্থানে অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হইতেছে। নিম্ন ইতর লোক এ প্রকার কুৎসিত কার্য্য ও ভাষা ব্যবহার করিতেছে যে তাহা ভদ্র লোকের দর্শন ও শ্রবণের যোগ্য নহে। গির্জ্জা সকল বন্ধ, আর্চবিশপ কারারুদ্ধ এবং অন্য অন্য পুরোহিত পলায়ন করিয়াছেন। গির্জ্জাতে চিকিৎসালয় ও নাট্যশালা প্রভৃতি হইয়াছে।

অনেষ্টি সাহেব আমীর খাঁর পক্ষ সমর্থনার্থ পাটনায় আসিতেছেন। সার্জ্জেণ্ট ব্যালাণ্টাইনকে কেহ অনুরোধও করেন নাই, তিনিও এদেশে আসিতে স্বীকৃত হন নাই। অনেষ্টি সাহেব প্রত্যহ ১০০০ টাকা ফী লইবেন। দুই জন ব্যারিষ্টর ও এক দল উকীলের ফী দিতে বৃদ্ধ বণিকের সর্ব্বনাশ হইল।

উপনগরের কসাইগণ ২৪ পরগণার জজের নিকটে আপীল করিয়া অভিযোগ হইতে মুক্ত হওয়াতে মিউনিসিপালিটির বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণের নালীশ করিবার মানস করিয়াছে। কসাইখানা সম্বন্ধে যে আইন হইবার কথা ছিল, তাহার কি হইল? বর্ত্তমান আইনে কিছুই হইতেছে না। এত টাকা ব্যয় করিয়া মিউনিসিপাল কসাইখানা হইল, কিন্তু তথায় অল্প লোকেই গমন করিয়া থাকে।

লণ্ডনের প্রধান ডাকঘর হইতে শাখা ডাকঘর পর্য্যন্ত একটী নল বসিয়াছে। উহার মধ্য দিয়া পত্র ও পুলিন্দা বায়ু দ্বারা গমনাগমন করিতেছে।

গত বৃহস্পতিবার সাহেবগঞ্জে একটী ক্ষুদ্র ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহা কয়েক মিনিটমাত্র ছিল, অনেক দূর ব্যাপিয়াও হয় নাই। কিন্তু ইহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। একখানি যাত্রীর জাহাজ নষ্ট প্রায় হইয়াছে।

ডেলহৌসি ইনষ্টিটিউটে যত ব্যয় হওয়া উচিত, তদপেক্ষা বার্ষিক প্রায় ১০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইতেছে। এটী উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না? ইহার তর্ক হইতেছে। ডেলহৌসি ইনষ্টিটিউটে কোন কাজ হয় নাই। এই গৃহটী সামাজিক বিজ্ঞান সভাকে দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি ইডেন সাহেব পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া হঠাৎ রেঙ্গুনের প্রধান জেল দর্শন করিতে যান। প্রধান কমিসনর জেলের বন্দোবস্ত দেখিয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই। ইডেন সাহেবের এই সকল কার্য্যে ব্রিটিশ ব্রহ্মের অর্দ্ধনিদ্রিত কর্ম্মচারিদিগের চৈতন্য হইতেছে।

রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে রাজা কালীকৃষ্ণ একটী শ্লোক রচনা করিয়াছেন

—ডেলিনিউজ প্রকাশ করিয়াছেন, যে চৌকিদারের জুড়িতে প্রাইডেন সাহেবের আজ্ঞা নিরপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে, সে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের নিমিত্ত ফৌজদারী নালীশ চালাইতে পারে, এনিমিত্ত চাঁদা হইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ গবর্ণর জেনরলের সম্মতি না লইয়া কোন অঙ্গীকৃত কর্ম্মচারীকে দুই বৎসরের অধিক বিদায় দিতে পারিবেন না।

সর জন হর্শেলের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জে, এ চ, হর্শেলসাহেব "বারনেট" হইয়াছেন। ইনি নর্থাম্বার জজের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

মৃত খণ্ডেরাওয়ের স্ত্রী যথার্থ গর্ভবতী হওয়াতে মুলহর রাও নিজের রাজত্বের আশয় কাল উপস্থিত দেখিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া বৈরনির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছেন। বরদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ভাউসিন্ধিয়া মুলহরের প্রতি অনেক অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এক দিবস মন্ত্রী তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানাতে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাহাতে ভাউসিন্ধিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি রাজ্য পাইলে না হয় আমাকে কারাবদ্ধ করিও"। মুলহর রাও অধুনা তাহাই করিয়াছেন। ভাউসিন্ধিয়াকে কয়েক দিবস সামান্য জেলে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, কিন্তু ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মধ্যস্থ হওয়াতে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নিজ বাটীতে নজর বন্দীতে আছেন।

পারস্য দেশে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। শিশুগণকে বধ করিয়া লোকে তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। পারস্য গবর্ণমেণ্ট কোন সাহায্যই করিতেছেন না!

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কপোল বণিকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বিধবা বিবাহ করেন, তাঁহাকে সকলে জাতিভ্রষ্ট ও নিন্দা করাতে তিনি বোম্বাইয়ের পুলিস আদালতে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাইয়ে অধিক আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

১০ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

২২ পদাতি পঞ্জাব রেজিমেণ্টের জমাদার রামসিংহ আজ্ঞা অমান্য করাতে সামরিক বিচারালয়ে বিচারার্থ নীত হইবে। ঐ রেজিমেণ্টের যে অফিসর লুসাইদিগের সহিত যুদ্ধে কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া সামরিক বিচারালয়ে নীত হন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিচারের শেষ হয় নাই।

গাজিপুরের নিকটস্থ রাজড়া গ্রামের বণিক জাতীয় এক জন স্ত্রীলোক সহমৃতা হইয়াছে। স্বামীর সহিত প্রাণত্যাগ করা তাহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন তাহার আত্মীয়গণ একার্য্য করিতে দেন নাই। পরে সে পুনঃ পুনঃ প্রাণত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেওয়া হয়। পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছেন।

কাশীর কালেক্টরীর তহবিল তছরূপ হওয়াতে খাজাঞ্চিকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

উজিরীগণ সম্প্রতি পেশোয়ার ও কোহাটের মধ্যে ডাক লুঠ করিয়াছে।

ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের অনুরোধে ব্রহ্ম দেশের রাজা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার বাণিজ্যের একচেটিয়া করিতে ক্ষান্ত হইয়াছেন। রাজাকে এক্ষণে আইডর বন্দুক লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে কি না?

প্রত্যেক উপবিভাগে ২৫ টাকা বেতনে এক একজন ইনকম টাক্স কেরাণী ও ১১ টাকায় একজন মুহুরী আছেন। মুহুরির বেতন কম, কিন্তু আয় অধিক; কারণ যত আপত্তি হয়, সে সমুদায় তিনি গ্রহণ করেন। গত বৎসর অনেক মুহুরী কিছু সঙ্গতি করিয়া লইয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে ৭৫০ টাকার নিচে ইনকম টাক্স নাই। ইনকম টাক্স বিভাগের কাজ অল্পই হইতেছে। যে সকল নিয়মিত কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা অনায়াসে ইনকম টাক্সের হিসাব রাখা যাইতে পারে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, অবিলম্বে পূর্ব্বোক্ত পদ দুটী উঠাইয়া ব্যয় সংক্ষেপ করুন।

পিয়নিয়র বলেন, অযোধ্যার রাজা আপনার পুত্রগণের শিক্ষার নিমিত্ত মনোযোগী হইয়াছেন। রাজার ১৮ টী পুত্র লেখা পড়া শিখিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতেছেন। যদি পুত্রদিগকে যথার্থ শিক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে রাজা তাঁহাদিগকে হেয়ার অথবা ঐরূপ অন্য কোন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করুন। তাঁহার নিজের বাটীতে বসিয়া যুবক রাজকুমারগণ কখনই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন না।

বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও দুর্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আকুব খাঁ হিরাট আক্রমণ করিতে উদ্যত, কাইবিরিয়েরা বিদ্রোহী, ইহাই আমীর সিয়ার আলি খাঁর পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপরে আবার সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ তুর্কিস্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আজিম খাঁর পুত্র ইসাক খাঁ তাহাকে বিদ্রোহী হইয়াছেন। এই সময়ে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের এক স্পষ্ট রাজনীতি অবলম্বন করা উচিত। যিনি যখন জয়ী হইয়া সিংহাসন লইবেন, তাঁহাকেই আমীর বলিয়া স্বীকার করা ইউরোপীয় রাজনীতি বটে, কিন্তু আসিয়ার লোকে তাহা বুঝেন না। অম্বালার দরবারে গবর্ণর জেনরল যদি আকুব খাঁ অথবা আবদুল্লা জানকে স্পষ্ট করিয়া উত্তরাধিকারী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে এত গোলযোগ হইত না। সিয়ার আলি কেবল মুখের সম্মান পাইয়া তুষ্টি লাভ করেন নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ভিতরে গোলযোগ আছে, এটী তাঁহার সংস্কার হইয়াছে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই কাহাকে কেও উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের মনোনীত ব্যক্তি পরাজিত হইলে তাহাদের হস্তার্পণ ব্যতীত উপায় থাকে না। আমরা বলিতেছি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি আইডর বন্দুক ও কামান দিয়া আমীরের সাহায্য করুন। তাহা হইলে অতি শীঘ্র বিদ্রোহের শান্তি হইবে।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার ।

এক্ষণ অবধি রেজিষ্টরি আফিসে কোন দলীলের অনুসন্ধান করিতে হইলে যদি এক বৎসরের দলীল হয়, তাহা হইলে এক টাকা অনুসন্ধানের ফী লাগিবে । ইহার অধিক হইলে প্রতি বৎসরের নিমিত্ত চারি আনা দিতে হইবে । পাঁচ টাকা ঊর্দ্ধ সংখ্যা ফী নির্দ্ধারিত হইয়াছে ।

অদ্য রাজ্ঞীর জন্ম দিন । গবর্ণমেণ্টের আফিস সকল বন্ধ হইয়াছে । অদ্য ছুটীর দিন বলিয়া অনেক বণিকের কর্ম্মচারিগণ বিদায় পান নাই ।

মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীর অর্দ্ধাংশ মাকিন্টশ কোম্পানির নিকট বন্ধক ছিল । উক্ত কোম্পানি আদালত হইতে উহার দখল পাইবার ডিক্রী পান । উক্ত কোম্পানির কর্ম্মচারী মাকিলিকান সাহেব দখল লইতে যাওয়াতে গোলযোগ হয় । তিনি তন্নিমিত্ত বাবু মন্মথ নাথ দেব এবং অপর দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবৈধ প্রবেশ ও প্রহারের নালীশ করেন । সাক্ষ্য দ্বারা প্রকাশ হইল, যিনি ঐ বাটীর অপর অর্দ্ধাংশের অধিকারী, মাকিলিকান সাহেব তাঁহার বাটীতে গমন করিয়াছিলেন । বাটীর মধ্যে একটী পুষ্করিণী আছে । তাহাতে কেবল স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন । মাকিলিকান সাহেব তথায় গমন করাতে প্রত্যর্থিগণ তাঁহাকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলেন । কিন্তু সাহেব বলিলেন "আমিও এখানে স্নান করিব" । প্রত্যর্থিগণ তন্নিমিত্ত মাকিলিকানের ভৃত্যদিগকে আপনাদিগের অংশ হইতে বহিষ্কৃত করেন । মাজিষ্ট্রেট ফিনার মকদ্দমা অগ্রাহ্য এবং মাকিলিকানের চরিত্রের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন । মাকিলিকান সাহেব প্রত্যেক প্রত্যর্থিকে মিথ্যা নালিশের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১০০ টাকা দিবেন আজ্ঞা হইয়াছে । প্রত্যর্থিগণ এই টাকার অর্দ্ধাংশ দরিদ্রদিগের এবং অপরার্দ্ধ টাউন ফণ্ডের সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছেন ।

অদ্যাবধি কলিকাতা গেজেটের মুদ্রণ নিয়মের কতক পরিবর্ত্ত হইয়াছে । শিরোনামটী পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষরে লিখিত নয় । মোটটী পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র । এক্ষণ অবধি দুইপত্র আসিবে ।

কতক বৎসর হইল, বিচারপতি ফিয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উপযুক্ত উকীলদিগকে এক কালে অস্থায়ী জজের পদ দেওয়া কর্ত্তব্য । কিন্তু সেপ্রস্তাব অনুসারে কাজ হয় নাই । সম্প্রতি ক্যাম্বেল সাহেব পাটনার জজ আদালতের উকীল বাবু গুরুপ্রসাদ সেনকে ভাগলপুরের অস্থায়ী জজের পদ প্রদান করিয়াছেন ।

প্রধানতম বিচারালয় সমন জারির বিষয়ে কতকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম করিয়াছেন । এতদ্বারা অনেক মিথ্যা মকদ্দমা বন্ধ হইবে ।

বেলারিতে অত্যন্ত জল কষ্ট হইয়াছে । এনিমিত্ত তত্রত্য মিউনিসিপালিটি অতিকষ্টে রেলওয়ে দ্বারা জল আনয়ন করিতেছেন । প্যাসিঞ্জারদিগের জন্য যে সকল বৃহৎ লৌহ চৌবাচ্চা ব্যবহৃত হয়, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট জল আনিবার জন্য উহার কয়েকটী বেলারির মিউনিসিপালিটিকে প্রদান করিয়াছেন ।

কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া মান্দ্রাজের বড় লোকেরাও তত্রত্য শিল্প বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ টাকা দিতেছেন । ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ১০০০০, কোচিনের রাজা ২৫০০ এবং কুমারেল গজাইনারায়ণ গজপতিরাও ১০০০ টাকা ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রদান করিয়াছেন ।

ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত ৩৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ইহা পর্য্যাপ্ত নহে । এ বিষয়ে সমুদায় ভারতবর্ষের সাহায্য করা উচিত ।

১২ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ।

গত বৎসর দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনার নিমিত্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ৩৮৫০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন । বর্ত্তমান বর্ষে এনিমিত্ত ৫০০০ টাকা ব্যয় করিবার অনুজ্ঞা হইয়াছে ।

ইংলণ্ডে বহিসি নামক একজন পুরোহিত বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করাতে প্রিবিকৌন্সিল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন । এদিকে মিউনিকের কাথলিক আর্চ বিশপ ডাক্তর ডলিঙ্গরকে অভিসম্পাত দিয়া সমাজচ্যুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন । ইনি পোপকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বস্তুতঃ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ এবং প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইংলণ্ডীয় পুরোহিত উভয়ই সমান । ইংলণ্ডের যে পুরোহিত মণ্ডলীর নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম অভ্রান্ত বলিয়া মান্য না করেন তাঁহাকেও বিপদে পতিত হইতে হয় ।

সম্প্রতি দিল্লীতে এক ব্যক্তি একখানি এক আনার রসীদের ষ্টাম্প ১২ টাকার ষ্টাম্প বলিয়া জাল করিতে গিয়া ধৃত হওয়াতে দিল্লীর ডেপুটি কমিসনর তাহার সাত বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন ।

আমরা লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপন ও বর্ত্তমান ব্রাহ্ম প্রভৃতিদিগের মত খণ্ডনার্থ কতকগুলি ভট্টাচার্য্য এক সভা করিবার মানস করিয়াছেন । ভট্টাচার্য্যদিগের সাহসিকতার প্রশংসা করিতে হয় ।

গত রবিবার বাবু শীতানাথ ঘোষ বৈদিক আকাডেমি গৃহে প্রাচীন হিন্দুদিগের ইলেক্ট্রিসিটির অভিজ্ঞতা বিষয়ে এক উপদেশ দিয়াছেন । শ্রোতারা উপদেশ শ্রবণে আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন । উপদেশটী মুদ্রিত হইবে ।

পূর্ব্বোক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উত্তীর্ণ ছাত্র ঘড়ির দোকান করিয়াছেন । কেবল ঘড়ির সংস্কার নয়, নূতন ঘড়ি প্রস্তুত করাও হইবে । এটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই । কিন্তু অগ্রে একবার ইউরোপের শিল্পালয়গুলি দর্শন করা উচিত ।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, আয়ুব খাঁ হিরাট লইয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা অমূলক । উক্ত সর্দ্দার দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন ।

উক্ত পত্রে অবগত হইলাম, শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ার কতকগুলি ভদ্র লোকে একটী সভা করিয়া চলিত বাঙ্গলা ভাষায় পুরাণের অনুবাদ করিবার মানস করিয়াছেন । শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট গ্রাউসেন সাহেব সভাপতি হইবেন । বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, লঙ সাহেব প্রভৃতিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইবে । চলিত ভাষাকে লিখিত ভাষা করা অনেকেরই ইচ্ছা, কিন্তু এ বিষয়ে এডুকেশন গেজেট যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যেন ইহাঁদিগের স্মরণ থাকে ।

২৪ পরগণার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লতাবাজার কসাইখানা বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন । কসাইদিগের সহিত উপনগরের মিউনিসিপালিটির দুই বৎসরাবধি বিবাদ চলিতেছে । একজন ধনী লোক কসাইদিগের পক্ষে থাকাতে মিউনিসিপালিটি এ পর্য্যন্ত আপীলে প্রায় হারিয়া আসিতেছেন । দুই দিবস হইল কসাইগণ কসাইখানা বন্ধ করিয়াছে । কিন্তু আপীল হইয়াছে, মার্টিন সাহেব কসাইদিগের পক্ষ সমর্থন করিবেন ।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি জি, ডিকসন সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়াছেন । তিনি শীঘ্র এদেশে প্রত্যাগমন করিবেন ।

মঙ্গলবার রাত্রিতে নবদ্বীপ পল্লীতে একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এটী পুলিসের চক্ষের উপরে হইয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু তাঁহারা কিছুই করিতে পারেন নাই। ঐ স্থানের লোকেরা তত্রত্য সবইন-স্পেক্টরের কার্য্যাদিতে সন্তুষ্ট নহেন। ২৪ পরগণার পুলিস উৎসন্ন গেল; যেমন সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টরেরাও সেইরূপ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল কর্মচারীর কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া লোকে তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বড়ই উপযুক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কাপ্তেন বার্চ পুলিসের কাজ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার সেনাদলে প্রবেশ করিয়াছেন। কলিকাতা পুলিসে ইনি কিছুই করিতে পারেন নাই। বার্চ সাহেব উপযুক্ত লোক সত্য; কিন্তু এক গর্ব্বে তাঁহার সকল গুণ নষ্ট করিয়াছে। "আমি বড় লোক" এই সংস্কার থাকাতে তিনি [illegible] সম্বন্ধে ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তি[illegible] যখন ২৪ পরগণার পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তখন অনেক কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কর্মচারিগণ যেরূপ সন্তুষ্ট ছিল, দুশ্চরিত্র লোকেরাও সেইরূপ সশঙ্কিত ছিল। যদি সুবিধা হয়, তাঁহার হস্তে পুনর্ব্বার ২৪ পরগণার পুলিসের ভার দিয়া পটলওয়ার্থ সাহেবকে জঙ্গল মহলের কোন স্থানে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

১৪ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

মান্দ্রাজে বরফ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যে ৩৭৪ মণ মাত্র বরফ ছিল, তাহা মান্দ্রাজের ইউরোপীয় ক্লব এককালে ক্রয় করিয়াছেন।

১৯ এ মে লার্ড নেপিয়র ভারতবর্ষের চিত্র কার্য্যের বিষয়ে আর একটী উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশটী সারবান হইয়াছিল। লার্ড মেয়ো এদেশের শূকর ও ব্যাঘ্রের বিষয়ে একটি উপদেশ দেন না কেন?

যে ট্রেণে সেনাপতি বারো বোম্বাইয়ে যাইতেছিলেন, তাহা খণ্ডোয়া ষ্টেসনের নিকটে রেলভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একটী দ্বার ভঙ্গ ব্যতীত আর কোন হানি হয় নাই। যেমন হইয়া থাকে, পইণ্টস্ ম্যানকে দোষী করা হইয়াছে।

পিয়ুমিয়র বলেন, এবার যেরূপ অনুমান করা হইয়াছে, তদপেক্ষা কম অহিফেন জন্মিবে। কিন্তু অহিফেন অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে বলিয়া সর রিচার্ড টেম্পল ইহাতে ভীত হন নাই।

করেন্সি আফিসের উপরি তলে তাড়া টাঙ্গা হইয়াছে; এই ঘরগুলি সর রিচার্ড টেম্পল বিনা ভাড়ায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাড়া কে পাইবেন? করেন্সি আফিসের ন্যায় বাটীতে যে সে লোককে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

ফ্রান্সের বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। বিজয় বিদ্রোহী হস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা প্রিট্রোলিয়ম তৈল দ্বারা বিখ্যাত রাজবাটী টুইলেরিস এককালে ভস্মসাৎ করিয়াছে। লুবর বাটীতে নানা বিধ উৎকৃষ্ট চিত্র পট ও অন্য অন্য শিল্প কার্য্য ছিল। ইহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

বারসেলিস ১৮ ই মে। রাজকন্যা লাম্পিজিনাস ক্ষেত্রে বারুদ জ্বলিয়া উঠাতে প্রায় ১০০ ব্যক্তি হত হইয়াছেন। এটী ষড়যন্ত্রকারিদিগের কার্য্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বারসেলসের সভা সন্ধি গ্রাহ্য করিয়াছেন। বেলফোর্ট বিভাগের পরিবর্ত্তে লক্সেমবর্গের দিকে ভূমি দানের বিষয়ে জর্ম্মণ যে প্রস্তাব করেন, ফরাসী মহা সভায় ৯৮ জনের বিরুদ্ধে ৪৪০ জনের মতে তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ মে। গত কল্য গ্লাডষ্টন সাহেব কমন্স বাটীতে বলিয়াছেন, ১৮৭০ অব্দে ভারতবর্ষের সিবিল ইঞ্জিনিয়ারদিগের যে প্রকার পরীক্ষা হয়, আগামী বৎসর সেইরূপ হইবে। যাঁহারা কুপার্স হিল কালেজে অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা ১৮৭২ অব্দের পরীক্ষায় উক্ত কালেজে প্রবেশ করিতে পারেন এরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে।

মসুর টিয়সের সহিত চক হাউএর যে সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে টিয়স বলিয়াছেন, চীনের গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি বিষয়ে কথোপকথনের নিমিত্ত ক[illegible]তকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। চীনের গবর্ণমেণ্টের সহকারীর নিরস্তর দূর উদ্বিগ্ন হইতেছেন। ইহাতে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

মেকলরাই সাহেব সাহেবের বাণিজ্যের বিষয়ে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ করে যে, চীন দেশে যে অহিফেন হইতেছে, লোকে ভারতবর্ষের অহিফেনের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ তাহা অধিক ব্যবহার করিতেছেন। মেকলরাই সাহেব সাহেবের কনসল হইয়াছেন।

প্যারিসের সংবাদে জানা গেল, এবিপিয়াপেল সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিয়াছেন, বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট আত্ম সমর্পণের পরিবর্ত্তে বারুদাগারে পারিস উড়াইয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। আগামী কল্য সন্ধি পত্র ফ্রাঙ্কফোর্টে বিনিময় করা হইবে।

লণ্ডন ২০ এ মে শনিবার। জনশ্রুতি এই, যুদ্ধ বন্ধ করিবার বিষয়ে সম্পূর্ণ ফ্রান্সের উদ্দেশ্য কি জানিবার নিমিত্ত জর্ম্মণীয়েরা ফ্রান্সের যুদ্ধার্থিদিগকে অনুরোধ করিবে। বিদ্রোহী গবর্ণমেণ্ট বলেন, মিউলি, ভানির, ক্লিসি ও ইসিতে তাঁহাদিগের সৈন্যগণ বারসেলিসের সৈন্যদিগের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছে।

গত কল্যের গেজেটে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে ভারতবর্ষীয় ষ্টার উপাধি দানের ঘোষণা হইয়াছে:—

নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার।

অযোধ্যার রাজা। কর্ণেল হাও প্রতাপ মলিজ।

নাইট কমাণ্ডার।

অযোধ্যার নবাব সওয়াস খাঁ অঞ্জুর (?) নবাব মুহুকা (?) সেনাপতি জি, রোবিসন, মেজর ক্লিট কে এ তেনরি দলবার মেইন সাহেব।

কম্প্যানিয়ন।

আলি মহম্মদ আকবর খাঁ। সর আসেন্ট জি জিজিভাই। মদন দাস নাথুভাই। এবং আর আসবর্ণার। সেনাপতি কমিঙ হাম। অন্য অন্য নাম বুঝিতে পারা যায় নাই বলিয়া দ্বিতীয় বার সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটি লবণের রাজস্ব সম্বন্ধে সর জোনাথন মার্কিনটসের জবানবন্দী লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগকে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত সভাবদ্ধ করা উচিত। অহিফেন সম্বন্ধে সর রবার্ট হামিলটন বলিয়াছেন, ক্রমশঃ এই বাণিজ্যের এক চেটিয়া উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সেনাদলের উৎকর্ষের নিমিত্ত সম্বন্ধে মেজর আনসন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এক রেজিমেণ্ট হইতে অন্য রেজিমেণ্টে বদলী হইবার পদ ক্রয় করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু ১৮৬ জনের বিরুদ্ধে ১৮৩ জনের মতে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে

২১ এ মে। আপ্টুইল ও প্যারিসের কলং ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ফল জানা যায় নাই। বহিস্থ বুলোনে ভার্সেলিসের সৈন্যগণ সাত বার সোপান দ্বারা প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু স্পষ্ট আক্রমণের চেষ্টা হয় নাই। কমিউন বলেন, তাঁহাদিগের নিবিবন্ধন সর্ব্বত্র যুদ্ধ হইতেছে। মধ্যস্থিত কমিটি যুদ্ধ চালাইবার ভার পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন। রচেফোর্ট মিত্র বলয়ে উপনীত হইয়াছেন।

সাউনস্ ও অলিয়ন্স দ্বার দিয়া বিদ্রোহী সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ভাবে পশ্চাদগমন করিতেছে। গবর্ণমেন্টের সৈন্যগণ সেন্টক্লাউডের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছে।

২০ এ তারিখের টেলিগ্রাম সংশোধিত হইয়া প্রকাশ করে—অযোধ্যার রাজা নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার হইবেন। অযোধ্যার নবাব মুনাফ বাহাদুর ও জে, ডবলিউ কে নাইট কমাণ্ডার এবং খাজে আবদুল গনি ও খান্ডিজী জামজ (?) কম্প্যানিয়ন হইয়াছেন

—০০—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৮ ই মে। ডবলিউ, জি, ব্লাক সাহেব পূর্ণিয়ার সব রেজিষ্টার হইবেন।

২০ এ মে। ই, সি, ক্রফট সাহেব বীরভূমের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

জে, এম, আরমষ্ট্রং সাহেব সাসারামের অস্থায়ি জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২২ এ মে। ডবলিউ, সি, লোয়েল সাহেব কাছাড়ের অস্থায়ি অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

রিবর্স টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই মে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কুষ্টিয়ার দাতব্য চিকিৎসালয় সভার সভ্য হইবেন:—

বাবু কেদার নাথ মল্লিক।
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবু কেদারনাথ মল্লিক আরও সভার অবৈতনিক সেক্রেটারি হইবেন।

১৮ ই মে নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বর্দ্ধমানের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন:—

এফ, ডবলিউ, বলাক সাহেব।
বাবু গৌরদাস বসাখ।
" বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়।
ডবলিউ, এফ, স্মিথ সাহেব।

২০ এ মে। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টান্ট সার্জন পূর্ণকুমার চক্রবর্তী মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের প্রধান সার্জনের বিভাগের হাউস সার্জন হইবেন।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ ডবলিউ, এচ, বেণ্ডাসন সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত পাটনার প্রতিনিধি অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা বদলী হইলেন:—

বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) হইতে মকসুদপুরে।

বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু মকসুদপুর হইতে নারায়ণগঞ্জে।

২২ এ মে। বাবু প্রসন্নকুমার রায় বি, এল আমতার (হুগলী) প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

ডাক্তর জে, এ, গ্রিন, এম, ডি, শ্রীরামপুরের একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের প্রতিনিধি অধস্থ জজ হইবেন।

বাবু মথুরানাথ গুপ্ত মেদিনীপুরের ছোট আদালতের এবং অধস্থ জজ হইবেন।

বাবু দুলালচাঁদ শাহাবাদের প্রতিনিধি অধস্থ জজ হইবেন।

শাহ লতাফৎ হোসেন ভাগলপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৫ ই এপ্রেল অবধি নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা উন্নীত হইয়াছেন:—

বাবু দুর্গাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণিতে।

মৌলবী কেরামতল্লা তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

২৩ এ মে। বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, এফ, স্মিথ সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত রাণীগঞ্জে বদলী হইবেন।

এস, সি, বেলি।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের পূর্ণিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

পাঠকবর্গের অধিকাংশের নিকটেই কেবল জলবায়ুর দোষ প্রসিদ্ধি বশতঃ পূর্ণিয়ার নাম পরিচিত। ফলতঃ আমরা এখানে কিছু দিন বাস করিয়া পাঠক বর্গের সে ভ্রম দূরীকরণে সমর্থ হইয়াছি। এখানকার যে অংশে বিচারালয় প্রভৃতি অবস্থিত এবং যেখানে দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তি বৃন্দ রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন, সেই পল্লীর নাম ভাট্টা। পূর্ণিয়ার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় তাহাতে পুষ্করিণীর সংখ্যা অতি অল্প, যে ২।৩ টী আছে, তাহার জল কেহই ব্যবহার করে না। কূপের জলই এখানকার লোকের অবলম্বন। কিন্তু সে জল এত নির্ম্মল ও এমন সুস্বাদু যে আমরা কোন প্রকার অসুখই অনুভব করি না। এখানে পঙ্কিল মৃত্তিকা নাই বলিলেই হয়, সমস্তই বা ক্ষেত্র, জল বিশুদ্ধ হইবার ইহাই এক বায়ুর দোষের মধ্যে এখানে দক্ষিণানিলের সঞ্চার নাই; কিন্তু এ অভাব তাদৃশ কষ্টকর হয় না। সকলে অনুমান করেন, রাজমহলের পর্ব্বত শ্রেণী ঐ বায়ুর গতিরোধের কারণ; কিন্তু একথা কতদূর ন্যায়সিদ্ধ, বলিতে পারি না। এখানে পূর্ব্ব বায়ু অতিশয় শীতল, পশ্চিম বায়ু কিছু উষ্ণ। আজি কালি দিবসে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হয়। গত মাস হইতে প্রায় বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু এখনও রাত্রি কালে আমরা শীতবস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। এখনও শীতকালের ন্যায় শিশির পাত হয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, এদেশে পঙ্কিল মৃত্তিকা নাই, এই হেতু এখানে সমস্তই বেড়ার ঘর; সুতরাং ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের সংখ্যা অতি অল্প।

এ প্রদেশে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কতকগুলি "বড়মানুষ" আছেন, অবশিষ্ট সকলেই দুঃস্থ কৃষক। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত অপরিষ্কৃত থাকে। বোধ হয়, নববস্ত্র ইহাদের পরিধানে প্রথম প্রযুক্ত

হওয়া অবধি তাঁর বন্দাপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত কখনই (রক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক) জলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না। ইহারা দেখিতে প্রায়ই কদাকার। নীচ শ্রেণীর অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই গলগণ্ড আছে। উক্ত শ্রেণীতে দুই এক জনকে গৌরবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারাও দেখিতে সুন্দর নয়। এপ্রদেশে বিদ্যার চর্চ্চা নিতান্ত অল্প! তথাপি এই পূর্ণিয়া নগরে তিনটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে; একটী রাজকীয় ইংরাজী, দ্বিতীয়টী রাজকীয় ট্রেনীং, তৃতীয়টী দাতব্য বিদ্যালয়। এমন স্থলে তিনটী বিদ্যালয় রাখা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের যে অবিমৃষ্যকারিতা এবং এতদ্দ্বারা কোন বিদ্যালয়েরই যে উন্নতি হয় না, একথা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুলে (অন্য স্কুলে অবশ্যই ইহা অপেক্ষা ন্যূন) ৪০টী মাত্র ছাত্র আছে।

এজেলায় বিচারকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। কোন বিচারপতির প্রতি কাহাকেও অসন্তুষ্ট দেখা যায় না। অজেলার জজ সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা লোকরঞ্জক। পুলিসের প্রতি ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে; তথাপি পুলিস যে কিরূপ কার্য্যকুশল, নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে তাহা সুন্দররূপে বোধগম্য হইবে।

অল্পদিন হইল কৃষ্ণগঞ্জের মহকুমায় দশ টেঁকাতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ১৪ মে তেজেন্দ্রা ঘাটে দস্যুগণ ডাকগাড়ি হইতে রেজিষ্টরী পত্রাদি লুণ্ঠন করিয়া শকট চালককে প্রহার করিয়া গিয়াছে। ১৯ ই মে সন্ধ্যার সময় সদর ষ্টেসনের অনতিদূরবর্ত্তী ভাদাঘাটে দস্যুগণ ডাক গাড়ি আটক করিয়া এক বস্তা চিঠি লইয়া পলায়ন করিয়াছে। বাঁড়ের অপর একটী ডাকাইতির বিচার হইতেছে। যাহার বিচারস্থলে যে বিষয় প্রকাশ হইয়াছে, পুলিস একটী গুরুতর আঘাতের মকদ্দমায় ঘটনার ৪।৫ দিন পরে তদন্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পুলিসের খ্যাতি সর্ব্বত্রই সমান।

এখানে দিন দিন আবকারী বিভাগের উন্নতি হইতেছে; গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে এজেলা হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা গিয়া থাকে। অবগত হইয়াছি, এই উন্নতি প্রদর্শন করিয়া সদর ষ্টেসনের আবকারী দারোগা বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়াছেন।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে মৎস্য এখানে দুষ্প্রাপ্য; সময়ে আম্র কাঁঠাল প্রভৃতি ফলও সস্তা হয়, কিন্তু এবার হইবে, এমন বোধ হয় না।

১৭ ই মে
১৮৭১।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্তসোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১১ই মে রবিবার এই শাঁত্রাগাছি গ্রামের ইংরাজী ও বাঙ্গলা স্কুল দ্বয়ের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। সভাস্থলে অনেক কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। পরে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া পুরস্কার বিতরণ পূর্ব্বক বালক বৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। বিতরণ কার্য্য সমাপনান্তে শ্রীযুক্ত বাবু জয় গোপাল চৌধুরী ইংরাজিতে স্কুলের পরিদর্শকদিগকে ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। জয় গোপাল বাবু সত্যই বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালিরা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতীয় বালক অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎপরে ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম অপেক্ষা পঞ্চদশ পর্য্যন্ত বলিলে ভাল হইত। অনন্তর সভাপতি বালকদিগকে কয়েকটী উপদেশ দেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ সারবান হইলেও তদ্দ্বারা কোন ফল হয় নাই; কারণ তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করাতে বালকগণ উহার মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হয় নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে স্কুলের বিষয়ে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বে এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় ছিল; এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে একটী ইং-বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে ইহার অধ্যাপনা কার্য্যের কোন গোলযোগ দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গবিদ্যালয়টীর ক্রমশঃ অবনতিই দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে প্রায় প্রতি বৎসর ২।৩ টী বালক এই স্কুল হইতে পরীক্ষা দিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইত; কিন্তু গত বৎসর হইতে তাহা আর হইতেছে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

শাঁত্রাগাছি
১০ ই জ্যৈষ্ঠ
১২৭৮

একান্ত বশম্বদ
শ্রী গো, চ, ভ

মহাশয়! আমরা মনে করিয়াছিলাম, সোণাপুরে একটী থানা স্থাপিত হওয়াতে এতদ্দেশে দস্যু ও তস্কর ভয় একেবারে নিবারিত হইবে, তাহা না হইয়া বিপরীত ঘটনাই উপস্থিত হইতেছে। দুঃখের কথা কি বলিব, ইতিপূর্ব্বে যে কত সিঁধ হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য, অদ্যাবধি একটীরও উপায় হয় নাই। সম্প্রতি গত সপ্তাহের মধ্যে লাঙ্গলবেড়, শ্রীরামপুর ও কোদালিয়া গ্রামে ৪।৫ টী সিঁধ হইয়া অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে দারোগা বাবুকে সোণাপুরের থানার ভারার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের অগোচর নাই। দারোগা বাবুর কার্য্যদক্ষতা ও চরিত্রের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন। যে সকল সিঁধ ইঁহার সময়ে হইয়াছে, তাহা ইঁহা দ্বারা নিবারিত ও অপহর্ত্তারা শাসিত হইবে, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না। ডিঃ সুঃ সাহেবের কি চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া থাকা কর্ত্তব্য? তিনি কি সোণাপুরের থানাকে সামান্য থানা জ্ঞান করিয়া যে সে লোককে স্থাপিত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এই বাসনা করিয়াছেন? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! যদি এইরূপ সিঁধ হইতে থাকিল এবং তাহার কোন উপায় ও দুষ্ট লোক শাসিত না হইল, তবে

কি ডিঃ সুঃ সাহেব থুথু দিয়া ছাতু ভিজাইতেন এই মনে করিয়াছেন। পাঠকগণ মনে মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কেবল পুলিস আমলাগণের অনভিজ্ঞতা ও কার্য্যে শিথিলতা এবং এক থানা হইতে অন্য থানায় সর্ব্বদা বদলী হওয়াই এই সকল অনিষ্টের প্রধান কারণ। বিচার করিয়া দেখুন, একজন দারোগা একটী থানার ভার গ্রহণ করিলেন; তিনি দুই তিন মাস থাকিতে না থাকিতেই ও লোকদিগের চরিত্র জ্ঞাত না হইতে হইতে তাঁহাকে বদলী করিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে দুষ্ট লোকেরা অধিকতর সাহসী হইয়া অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ডিঃ সুঃ সাহেব এটী বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বদা পুলিস আমলাগণকে বদলী করিয়া থাকেন। এক্ষণে যদি একটী উপযুক্ত দারোগা সোণাপুরের থানায় নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে অনায়াসে এই সকল চোর ধৃত করিয়া শাসন করা যাইতে পারে। আমরা নূতন পুলিস স্থাপনাবধি দেখিতেছি, কাহার বাটীতে সিঁধ হইলে সম্বাদ প্রাপ্তি মাত্রেই পুলিস দরোগা মহাশয়েরা একবার পদার্পণ পূর্ব্বক সিঁধ দর্শনানন্তর থানায় প্রত্যাগমন করিয়া একটি সিঃ ফরম প্রস্তুত করিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কোন কোন স্থানে বাদী কিম্বা সম্বাদদাতার সহিত ঐক্য না হইলে একটী ডিফরম দিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা পান। মহাশয়! ইতিমধ্যে রাজপুরের অন্তঃপাতী গাজিপুর গ্রাম নিবাসী এক ব্যক্তি কতকগুলি অসচ্চরিত্র লোকের নিকট হইতে এক ছড়া সোণার হার ও এক ছড়া সোণার চেন অপহৃত দ্রব্য জানিয়া অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিতেছিল, এমন সময়ে ঐ দলের এক ব্যক্তি (গ্রাম্য চৌকীদার) পথি মধ্যে মারপিট করিয়া তাহার গাত্রের চাদরে বাঁধা উক্ত দুই খানি গহনা, একখানি কোর্টফী পেপর ও একখানি ১০ টাকার নোট কাড়িয়া লইলে সে ব্যক্তি থানায় আসিয়া নালীশ করিল; দারোগা বাবু মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন, পরক্ষণেই উক্ত চৌকীদার আপন নির্দোষিতা জানাইবার জন্য উক্ত দুই খানি গহনা গোপন করিয়া কেবল পেপর ও নোট খানি দারোগা বাবুর নিকট দাখিল করিল! এই মকদ্দমা গ্রাহ্য করিলে যে কত কুচরিত্রের লোক শাসিত হইত তাহা আমরা বলিতে পারি না। তাহা না করিয়া কি প্রকারে মকদ্দমা রক্ষা হইবে তাহারই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে ইনস্পেক্টর বাবু টালিগঞ্জ হইতে তদন্ত করিতে আসিয়া কতক উপায় উদ্ভাবন করাতে দারোগা বাবুর অভীষ্ট সাধিত হইল না। পরে মকদ্দমা যে কি হইল, তাহা জানা গেল না। চুরির নিবারণ হইবে কি, শুনিলাম বিষ্ণুপুরের থানার জমাদার বাবুর বাক্সটী চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। যখন থানার ভিতর চুরি হইতে লাগিল, তখন অপর স্থানে হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এই সকল অযোগ্য পুলিস আমলাদিগের কি করা কর্ত্তব্য, ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট তাহা বিচার করিলে ভাল হয়। মহাশয়! আমাদিগের সোণাপুরের থানায় একজন উপযুক্ত দারোগা নিযুক্ত না হইলে সিঁধেল চোর ও দুষ্ট লোকদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার আর আমাদিগের কোন উপায় নাই।

২৪ এ মে ১৮৭১ } শ্রীঃ—

ষ্টেসন বাগদুয়ারে কয়েক মাস যাবৎ চুরি ডাকাইতি প্রভৃতি কোন মকদ্দমা উপস্থিত না হওয়াতে তাহা এবলিস হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। সত্য বটে ষ্টেসনটী এবলিস হইলে এ অঞ্চলের লোকদিগের নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। যদিও সম্প্রতি এ ষ্টেসনে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইতেছে না সত্য, কিন্তু একথা অপ্রসিদ্ধ নহে যে, বাগদুয়ার অনেক অসৎ লোকের বাসস্থান এবং পীরগঞ্জ ও মনক প্রভৃতি ষ্টেসনের এলাকায় যত চুরি ডাকাইতি হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশ ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারাই হয়। কেবল বাগদুয়ারে ষ্টেসনটি আছে বলিয়া অত্রত্য গৃহস্থগণের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না। যদি ষ্টেসনটি উঠিয়া গিয়া তদন্তর্গত স্থান সমূহ দূরবর্ত্তী ষ্টেসনগুলির অধীন হয়, তবে নিশ্চয়ই এখানকার অধিবাসিগণের সুখে ও নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এমন কি দিনে ডাকাইতি হইবার সম্ভাবনা। ষ্টেসন এবলিসের সংবাদে এখানকার সকলেই দুঃখিত চিন্তিত এবং ভীত হইয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে সানুনয় নিবেদন করিতেছি উক্ত প্রস্তাব একেবারে রহিত করুন, যদি তাহা না হয় আমাদের ষ্টেসনটীকে আউট পোষ্ট করিয়া প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষা করুন।

যদি উক্ত ষ্টেসনটি নিশ্চয়ই উঠিয়া যায়, তবে তৎসংসৃষ্ট যে একটি জমীদারি ডাক আফিস আছে, তাহাও উঠিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ডাকের পত্রাদি যথা সময়ে পাওয়া যাইবে না, সুতরাং স্থানীয় ব্যক্তিগণকে অল্প অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। অতএব আমরা আশা করি, রঙ্গপুর জেলার সব ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দাস মহাশয় এস্থানে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস স্থাপন করিতে যত্নবান হইবেন। শ্রীযুক্ত মুন্সী [illegible] খাঁ ও শ্রীযুক্ত মুন্সী উমরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব ও অন্যান্য ভদ্র মহাশয়গণ স্বদেশের উপকারার্থ বাগদুয়ারে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস স্থাপনে উদ্যোগী হন ও তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন, এটী একান্ত প্রার্থনীয়।

ষ্টেসন সাদুল্লাপুরের অন্তর্গত শ্রীরামপুর নিবাসী জনৈক মুসলমানের দ্বিতীয়া স্ত্রী সপত্নী বিদ্বেষ বশতঃ গত ২০ এ মার্চ তাহার সপত্নীর চারি মাস বয়স্ক একটী সন্তানকে গোপনে হত্যা করে। হত্যার অব্যবহিত পরেই তাহার স্বামী নিজ গুণবতী (!) ভার্য্যার এই নিদারুণ কার্য্য জানিতে পারিয়া লজ্জা বশতঃ কি পত্নীস্নেহ নিবন্ধনই হউক প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া উক্ত শিশুসন্তানটি প্রাণত্যাগ করিয়াছে, প্রকাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করে। সাদুল্লাপুরের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার লাহিড়ী অনুসন্ধানে সত্য প্রকাশ হওয়াতে গিয়া ঐ স্ত্রী ও তাহার স্বামীকে বিচারার্থ চালান দিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল সেসিয়নের বিচারে স্ত্রীলোকটীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও

তাহার স্বামীর এক বৎসরের নিমিত্ত কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

বাগডুয়ার জৈলের বর্ত্তমান সব ইনস্পেক্টর উক্ত নন্দকুমার বাবুর সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রঙ্গপুর পুলিসের মধ্যে ইনি একজন যথার্থ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি। আমরা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত আছি, যখন নন্দকুমার বাবু জৈলম সাহুরা পুরে ছিলেন, তখন চুরি চুরি ও জটিল মকদ্দমার তদন্ত করিয়াছেন এবং যতগুলি অপরাধীকে বিচারার্থ চালান দিয়াছিলেন, তাহার ২। ১ টী ভিন্ন সকলেই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র নন্দকুমার বাবুর পদোন্নতি করিয়া বিদ্যা গুণের পুরস্কার করিবেন।

রঙ্গপুর
বাগডুয়ার
১২৭৮
৩ইজ্যৈষ্ঠ। } শ্রীঃ

কালনা থানার অন্তর্গত রাজেশ্বরপুর গ্রামবাসী প্রায় সকলেই অতি হীনাবস্থ। পূর্ব্বে তথায় কোনরূপ বিদ্যালয় ছিল না। অদ্য প্রায় দুই বৎসর হইল শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তথায় একটী সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। দ্বারকানাথ বাবুর বাটীতেই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। তিনি এক জন [illegible] লোক। যদি তাঁহার [illegible] তবে তিনি অদ্যি [illegible] বিপন্ন ব্যক্তির [illegible] ব্যক্তির রোগ মোচন এবং [illegible] অন্যান্য হিতকর কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি তিনি একটী বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণে যত্নশীল হইয়াছেন। একাকী সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না মনে করিয়া শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীর নিকট সাহায্যার্থ আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচিত লোক শ্রীমতীর বাটীতে কেহ ছিল না বলিয়া তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইয়াছে। তথাপি তিনি ভগ্নমনোরথ হন নাই, একান্ত মনে অভীষ্ট সাধনে চেষ্টা করিতেছেন। রাজেশ্বরপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে অনেক কৃষকের বাস আছে। তিনি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া কৃষকের নিকট হইতে গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া ঘর আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে যদি তিনি কাহারও নিকট হইতে সাহায্য পান, তাঁহার যথেষ্ট উপকার বোধ হয়। বোধ করি তিনি তাহার চেষ্টায় আছেন।

তিনি এতদূর যত্ন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততির মধ্যে কেহই সে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে না। তিনি সপরিবারে রঙ্গপুরে থাকেন। তথায় থাকিয়াই এবং কখন কখন বাটীতে আসিয়া দেশের হিতচেষ্টা করিয়া সকলেরই অনুরাগ ভাজন হইতেছেন। সকলেই এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, ইহাই আমার অভিপ্রেত।

ইলছোবা
১৮ ই মে
১৮৭১ } শ্রীশ্রীপতি শর্ম্মা

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী জাড়াড়া গ্রামে অত্যাচার করিয়া একটী নিরপরাধিনী স্ত্রীকে যে বধ করা হয়, তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জাড়াড়ার কোন প্রবল ব্যক্তি একজন প্রতিবেশীর ষোড়শী ও রূপবতীর স্ত্রীর সতীত্ব নাশের নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। স্ত্রীলোকটী অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কয়েক জন লাঠিয়াল দ্বারা স্বামীর নিকট হইতে সেই নিরপরাধিনী অবলাকে হরণ করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করে। এক সময়ে ক্রমান্বয়ে কয়েক ব্যক্তির অতিগমন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রীলোকটী প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার স্বামী অভিযোগ করিলে, পুলিস অনেক অনুসন্ধানের পর, ঘটনা সত্য জানিতে পারিয়া, আসামিদিগকে চালান করেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়া মকদ্দমা সেসিয়নে অর্পণ করিয়াছিলেন। জজ সাহেব আসামিদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত প্রমাণ সত্ত্বেও অপরাধিদিগকে মুক্তি দেওয়াতে নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। এই মকদ্দমা প্রায় এক মাসের অধিক হইল নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ মৃত অবলার স্বামী জজ সাহেবের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিবার নিমিত্ত রায় আনিতে গিয়াছে, কিন্তু জজ সাহেব এপর্য্যন্ত রায় প্রকাশ করিতেছেন না। আপীলের মিয়াদও অধিক দিন নাই। আমাদের এদেশের লোকের জেলা রাজসাহী হইতে রায় আনিতে হয়। এই অল্প কালের মধ্যে উল্লিখিত জেলা হইতে রায় আনিয়া আপীল করিতে সময় পাওয়া কঠিন। বোধ হয়, জজ সাহেব এই জন্যই রায় প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিতেছেন। কি অবিচার! একে উপযুক্ত প্রমাণ সত্ত্বেও অপরাধিদিগকে মুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে আবার এই রূপ বিলম্ব করিয়া রায় না দেওয়া যে কি অবিচারের কার্য্য তাহা আপনি ও আপনার পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

মহাশয়! এই ঘটনা অবলোকন করিয়া আমাদের ন্যায় পল্লিগ্রামবাসী লোকের যে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এতদ্দ্বারা দুর্ব্বৃত্ত ধন বানদিগের অত্যাচার স্রোত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় কুলস্ত্রীদিগের সতীত্ব ও দরিদ্রদিগের ধন মান রক্ষা হওয়া যে কি পর্য্যন্ত কঠিন, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মহারাণীর রাজ্যে কঠোর আইন সত্ত্বেও এরূপ অবিচার হওয়া নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন।

চিথলীয়া
২১ মে
১৮৭১ } শ্রীগোকুলচন্দ্র মজুমদার

মহাশয়! আমরা জেলা হুগলীর অন্তর্গত পাঁচগড়া নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত শঙ্করানন্দ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। গত বর্ষে আমরা ৩ জন ছাত্র কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া [illegible]

করিয়া বৃত্তি পাইয়া পাঠখরচের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে পরম সুখে অধ্যয়ন করিতেছিলাম। গত ফাল্গুন মাসের শেষে আমাদের চতুষ্পাঠীতে উক্ত সভার পরীক্ষা প্রদানার্থ আবেদন করিবার জন্য এক পত্র আসিয়াছিল, ঐ পত্রে পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত ছিল না। আমরা ঐ পত্রানুসারে গত ১০ ই চৈত্র রেজেষ্টরি করিয়া আপনাদিগের আবেদন পাঠাইয়া দিই। তৎপরে যে দিন পরীক্ষা হইবে সেই দিনে অর্থাৎ ১৭ চৈত্র রবিবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে উক্ত সভার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে পরীক্ষা প্রদানার্থ অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পত্রে সেই দিনই পরীক্ষার দিন ইহা পাঠমাত্র আমরা যেন একেবারে বজ্রাহত হইলাম, সমুদায় আশা ভরসা একেবারে দূরগত হইল, তখন আমরা কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অগত্যা পর দিন প্রত্যূষে রেলগাড়ীতে কলিকাতায় গমন করিলাম, গমন করিয়াই একেবারে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং সেই প্রশ্নেই হউক আর প্রশ্নান্তরেই হউক আমাদের পুনর্ব্বার পরীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিয়া ধরিলাম। তিনি অনেক তর্ক বিতর্কের পর আমাদিগকে শ্রীযুক্ত বাবু মেলকচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমাদিগের চতুষ্পাঠী নিতান্ত পল্লী গ্রামে। যদিও উহা পাণ্ডুয়ার থানার হইতে অধিক দূর নহে, তথাপি ডাকহরকরারা ঐ গ্রামে ২।১ খানি পত্র জমা না হইলে বিলি করিতে যায় না; সুতরাং অনুমতি [illegible] ের দোষে নহে, সেটী ডাক কর্ম্মচারিদিগেরই দোষ। একের দোষে অন্যকে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমরা অতি দরিদ্র ছাত্র, বাটী হইতে পাঠ খরচ আনিয়া অধ্যয়ন করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশ কর। যদিও ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহাই করিতেছিলাম; কিন্তু সেই খরচের চেষ্টায় আমাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। গত বৎসর হইতে দুর্গরক্ষিণী সভার বৃত্তি আমাদিগকে সে চিন্তা হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এখন সেই চিন্তা পুনরায় উপস্থিত হইলে আমাদের অবাধে অধ্যয়ন করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। শুধু প্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চার উৎসাহ প্রদানার্থই সভা এইরূপ ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। বিনা অপরাধে আমাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা সভার কিছু উদ্দেশ্য নহে ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া উক্ত ঘোষজ মহাশয়ের নিকটে আমাদিগের পুনঃপরীক্ষা গ্রহণার্থ বিস্তর মিনতি করিলে পর বাবু মহাশয় আমরা পূর্ব্ব দিনের প্রশ্নসকল তৎ কাল পর্য্যন্ত কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই ইহা স্থির বুঝিতে পারিয়া বেলা দুই প্রহরের পর সেই প্রশ্নেই আমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আমরা ও পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমাদের অদৃষ্টে কিরূপ ফল ফলিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্বদা মনোদ্বেগ সহকারে কালযাপন করিতেছি। সম্পাদক মহাশয়! যাহাতে আমাদের প্রতি দুর্গরক্ষিণী সভার কৃপাকটাক্ষপাত হয় তদ্বিষয়ে আপনি যত্নবান হইলে আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হয়। সভা যদি অনুগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার আমাদের পরীক্ষা লন আমরা তাহাতেও সম্মত আছি। এক্ষণে বিনয় নম্র বচনে ও কাতরস্বরে সম্পাদক ও সভ্য মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা দরিদ্র ছাত্রদিগের আশা ও উৎসাহ ভঙ্গ না করেন।

শ্রীরামলাল দাস ভট্টাচার্য্য
ও অপর তিনজন ছাত্র।

মূল্য প্রাপ্তি।

[illegible]

উলুবেড়িয়া	১৬৷০
* পুলীনবিহারী সেন	
বহরমপুর	১১
* ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়	
ডিব্রুগড়	৭
শশধর চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	
বালী	৫৷০
বহুবাজার শাখাযোক্ত বাঙ্গলা	
পাঠশালা	৫৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোনাপুর ডাকঘরে চিঠি পাঠাইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ২৯ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

নগদ মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২৩ এ জ্যৈষ্ঠ। ইং ১৮৭১। ৫ ই জুন

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ৩
ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

জিলা হাবড়ার অন্তর্গত মুককল্যাম গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে, মাসিক বেতন ৩০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ এমে পাশ, হিন্দুজাতি ও সচ্চরিত্র হওয়া চাই। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ স্ব স্ব প্রশংসাপত্র সহ মুককল্যাম স্কুলের সেক্রেটারির নিকট প্রার্থনা করিবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ
মুককল্যাম।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য ৷৹ আনা; আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

বর্ত্তমান ফরাসী ও প্রশিয়ার যুদ্ধে ইউরোপের ব্যালান্স অব পাউয়ার নষ্ট হইয়াছে কি না? এই প্রস্তাবটী যিনি উত্তমরূপে সোমপ্রকাশে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিব।

শ্রীকৃষ্ণলাল রায়।

—:০:—

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা শিশুগণের পীড়া। মূল্য ২॥ টাকামাত্র। উক্ত পুস্তক কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৭৭ নং স্কুলবুক প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে।

—০—

বাঙ্গলা আসিয়ার চার্ট, মূল্য ৵০ আনা। ভূগোলবোধ, মূল্য ৵০ আনা। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা জোড়া সাঁকো নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

১৮৭১।৫।২২ } শ্রীপ্রমথনাথ গুপ্ত
বারুইপুরস্থ জমীদার বাটী

—:০:—

বালীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত, দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এক করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রস্তরের পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং।

হুখিয়াষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রকাশিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

-:০:-

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় সিমলা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১১ নং বাটী } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ।

—:০:—

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিরূপিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই

সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৭ সাল তাং ২রা পৌষ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কার্য্যাসম্পাদক।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	রায়তি স্থান	আন্দাজী
নং ১৭ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১৷৩ বিঘা
ঐ ২ স্মিথের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
রসিক সারাঙ্গের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
নং১২ এলিয়ট রোড	ঐ	১/১ বিঘা
ভুলীয়াবাষ ঝুঁড়ি	ঐ	৫২ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্থ্যাস গিলা স্থান আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রস্তাবিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উচ্চারণ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৬। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৭ এ ভাদ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর, ডি, বসু এণ্ড কো
১২৭৭ মিশন রো কলিকাতা।

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

গাটের গুদাম সকল সত্বর কলিকাতার সীমার বাহিরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। পূর্ব্ববাঙ্গলার রেলওয়ে কোম্পানি সংবাদ দিতেছেন, শিয়ালদহের ষ্টেসনের পার্শ্বে যে সকল ভূমি আছে তাহা স্থায়ী অথবা কিছু দিনের নিমিত্ত গুদাম করিবার জন্য ভাড়া দেওয়া যাইবে। এই সকল জমিতে পাট ইত্যাদির গুদাম করা যাইতে পারে। কাহার ইচ্ছা হইলে গাটের গাঁইট করিবার কল ও হইতে পারে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন ১৩ই মে ১৮৭১ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেণ্ট

—:০:—

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত "বিয়ে পাগলা বুড়ো" দ্বিতীয় বার (পরিবর্দ্ধিত) মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷৵০ বার আনা মাত্র।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

অভিনব কাব্য চণ্ডালিনী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ৷০, কবিতা পরিচয় ১ ম ভাগ ৵০, ২ য় ভাগ ৵১০। শিশুমানচিত্রাবলী। ৵১০।

২৩।১০।৭৭ } শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায় ভুকৈলাসস্থ রাজবাটী।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইল। আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র ১২৭৭ } শ্রীদ্বারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বটতলা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম, বি কর্ত্তৃক নূতন

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা বাল বাজার কিম্বা কলেজে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বিক্রয়ের জন্য।

খাঁটি সরিষার তৈল

ঐ ঐ যোল ১ এক মণ

বেঙ্গল অএল কোং কলে

নং ১০ কাশীমিত্রের ঘাট চিৎপুর রোড

:০:

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের উত্তর সম্বলিত প্রশ্নাবলী। শ্রীযুক্ত বাবু সুসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ও বাবু দেবেন্দ্র নাথ রায় বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা। কালেজ স্কোয়ার ৫৫ নং প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

শেখ ব্রাদার্স

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

উক্ত রেলওয়েতে গাঁইটবন্দী নয় এরূপ পাটলইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাড়ার যে নিরক ছিল তাহা আগামী ১৫ ই জুন তারিখের পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সংবাদ দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত রহিত হইবে। উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে মণ করা অর্দ্ধ পাইয়ের (১২ পাইয়ে আনা) হিসাবে গৃহীত হইবে

শিয়ালদহ ষ্টেসন ১৩ ই মে। ১৮৭১ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেণ্ট।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ২১ এ মে।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
যোবানাল	১১	১
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৪	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪২ মাইলের মধ্যে	৫	

সন ১৮৭১ সালের ১৯ এ মে বহরমপুর ঘাট গেজ ষ্টের মাপ।

ফুট ইঞ্চি

বহরমপুর ২১ এ মে ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্কে এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোক্যাল রিবার ডিবিজন

—:০:—

সোমপ্রকাশ।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আদালত অনাথ ও দরিদ্রের পক্ষে নয়।

এক কবি গঙ্গাদেবীর স্তবকালে—

"সুরধুনি মুনিকন্যে তারয়েঃ
পুণ্যবন্তং সতরতি নিজ পুণ্যৈঃ
তত্র কিন্তে মহত্ত্বং।
যদিচ গতিবিহীনং তারয়েঃ
পাপিনং মাং তদিতি তব
মহত্ত্বং তন্মহত্ত্বং মহত্ত্বং॥"

হে জহ্নুকন্যে গঙ্গে! তুমি যদি পুণ্যবান্ ব্যক্তির উদ্ধার কর, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব নাই, কারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলেই উদ্ধার হন। যদি তুমি গতি বিহীন পাপী আমাকে উদ্ধার কর, তাহা হইলেই তোমার মহত্ত্ব, সেই মহত্ত্বই মহত্ত্ব—এইরূপে যে কথা কহিয়াছিলেন, আমরা আদালত সম্বন্ধে সেই কথা কহিতেছি। যাহাদিগের ধন ও ক্ষমতা আছে, তাহারা নিজ ক্ষমতা বলেই ন্যায় সংস্থাপনে সমর্থ হয়, কেহ তাহাদিগের উপরে সহজে অন্যায় করিতে সাহসী হয় না। তাহারা আদালতে গিয়াও অনায়াসে ন্যায় সংস্থাপন করিতে পারে। তাদৃশ ব্যক্তির ন্যায় সংস্থাপনে আদালতের মহত্ত্ব প্রকাশ হয় না। যে সকল ব্যক্তি অনাথ ও দরিদ্র, আদালত যদি তাহাদিগের ন্যায় সংস্থাপন করেন, তাহা হইলেই আদালতের মহত্ত্ব হয়। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, অনাথ, দুর্ব্বল ও দরিদ্রদিগের রক্ষার্থই আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আদালতের কার্য্য প্রণালী যেরূপ জটিল এবং মকদ্দমা করিতে যেরূপ ব্যয় হয়, তাহাতে আদালত দুর্ব্বল ও দরিদ্রের পক্ষে নয়, ইহাই প্রতীয়মান হয়।

প্রথম, আদালতের কার্য্য প্রণালী দুর্ব্বল অনাথ দরিদ্রের তথায় প্রবেশ পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। বোধ কর, এক ব্যক্তির এক বিঘা ভূমি আছে, সে তাহার দুই টাকা মাত্র উপস্বত্ব পায়, তাহার অন্য বিষয় নাই। তাহার দুই তিন জন পরিবার। সে এক স্থানে কর্ম্ম করে, আটটী টাকা বেতন পায়। তাহা অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহার একজন প্রবল দায়াদ সেই ভূমি বিঘাটী কাড়িয়া লইল। সে প্রথমে অনেক অনুনয় বিনয় করিল, পরে গ্রামের প্রধান লোক দ্বারা অনুরোধ করিয়া দেখিল, দুরাত্মা দায়াদ কোন কথাই শুনিল না। অবশেষে সে অগত্যা আদালতে গেল। বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বনিবেদয়িতব্য বিষয় জানাইল। তিনি বলিলেন, তোমার যে বক্তব্য থাকে, রীতিমত দরখাস্ত করিয়া জানাও। ঐ ব্যক্তি আদালতের রীতি জানে না। সুতরাং তাহাকে একজন উকীলের আশ্রয় লইতে হইল। অতএব আবেদনকারীকে প্রথমতই দুটী ব্যয়ে পড়িতে হইল। এক উকীলের ব্যয়, দ্বিতীয় ষ্টাম্পের ব্যয়। ক্রমেই ব্যয় হইতে চলিল। সাক্ষীর সমন প্রভৃতির ও তাহাদিগের পাথেয় ব্যয়। যে দিন সাক্ষী গেল, সেই দিনেই যে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, তাহা হয় না। কত দিন সাক্ষীদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয়। যত দিন ফিরিয়া আসা হয়, তত দিনই সাক্ষীর ব্যয় লাগে। যে ব্যক্তির সংসার চালান ভার, সে এ সকল ব্যয় কোথা হইতে দেয়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এই ব্যয়ের ভয়ে অনেকে আদালতের অভিমুখ হইতে পারেন না।

দ্বিতীয়, আপীলের নিয়ম। প্রথম আদালতে জয়লাভ হইলেই আবেদনকারী ব্যয়ের হস্ত হইতে যে পরিত্রাণ পাইলেন, তাহা নয়। তাহার পর আপীলের ব্যয় আছে। প্রবল শত্রু দুর্ব্বলকে অল্পে ছাড়ে না। আপীলে জয়লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকুক আর না থাকুক, দুষ্টেরা আপীল করিতে বিমুখ হয় না। তাহারা গর্ব্ব করিয়া বলে, বিপক্ষ জয়ী হয় হউক না "আমি হারিয়াও তাহাকে হারাইব।" ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রথম মকদ্দমা, তাহার আপীল, আপীলের আপীল প্রভৃতিতে যে ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে, দরিদ্রের সাধ্য কি যে তাহার সংগ্রহ করে। দরিদ্র সে ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারিবে না, সুতরাং হারিয়া যাইবে।

একণে বক্তব্য এই, দরিদ্র দুর্ব্বল রক্ষার্থ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু দরিদ্র দুর্ব্বল তাহার ফলভোগী হইল না। এটী সামান্য বিড়ম্বনা নয়। ইহার নিবারণের উপায় কি? দুটী আছে। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করুন, বিচারপতিগণ যাহাদিগকে অনাথ ও দরিদ্র জানিতে পারিবেন, তাহাদিগের মৌখিক আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং সাক্ষির সমন প্রভৃতির ব্যয় আদালত হইতে দিবেন। তাহাদিগের নিকট হইতে কি ষ্টাম্প কি "পেয়াদার" মিহান কিছুই গ্রহণ করিবেন না। এস্থলে গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কে দরিদ্র ও কে ধনবান বিচার তাহা কিরূপে জানিবেন; উক্ত প্রকার সুবিধা হইলে সকলেই দরিদ্র বলিয়া আত্ম [illegible] প্রদান করিবেন। তখন বিচারপতিদিগকে হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা তন্নিবারণ একটী উপায় বলিয়া দিতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি যে গ্রামে বাস করিবেন, সেখানকার ৩।৪ জন ভদ্রলোকের প্রধান ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহাকে তাহার দরিদ্রতার প্রমাণ পত্র লইতে হইবে। যদি প্রমাণ পত্রদাতার বিপক্ষ এরূপ প্রমাণ করিয়া দেন যে, গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা মিথ্যা করিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন,

তাহা হইলে সার্টিফিকেট দাতারা দণ্ডনীয় হইবেন।

দ্বিতীয়, গ্রামে গ্রামে এক একজন সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য প্রধান লোককে অবৈতনিক বিচারপতি পদে নিয়োজিত করা হউক। তাঁহারাই গ্রামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মকদ্দমারই বিচার করিবেন। উহার আপীল মুন্সেফদিগের নিকটে হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা গ্রামের সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন। কাহার ন্যায় ব্যবহার অন্যায় তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। তাঁহারা যদি নির্লোভ ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করেন, সে বিচার যেমন সুফল হয়, সুদূরস্থ বিচারপতিকৃত বিচার সেরূপ হইবার নয়। সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য লোককে নিয়োজিত করিলে পক্ষপাতাদি দোষ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা অল্প। যদি কদাচিৎ কাহার পক্ষপাতাদি দোষ ঘটনা হয়, তাহা আজিকার দিনে অপ্রকাশ থাকিবার নয়। আজি কালি লোকের যেরূপ মনের ভাব দেখা যাইতেছে, কি বিচারপতির কি অন্য লোকের কেহ কাহার অন্যায় সহ্য করেন না। তখনই তাহা রাজগোচর করিবার চেষ্টা পায়। রাজগোচর করিবার পক্ষে বিলক্ষণ সুপথ আছে সংবাদপত্র প্রধান পথ।

ফলতঃ আমরা যে দুটী উপায়ের কথা কহিলাম ইহার অন্যতর অবলম্বিত হইলে দরিদ্রের পক্ষে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। ইহাই হউক আর অন্য কোন সহজ উপায় হউক, যতদিন না হইতেছে, ততদিন অনেক দরিদ্র ন্যায় হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

রেজিষ্টারী বিভাগ।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি রিবর্স টমসন সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে বঙ্গদেশের রেজিষ্ট্রার জেনরলের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, উহার এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রেজিষ্টারি বিভাগের উৎকর্ষ বিধানার্থ প্রস্তাব করিয়াছেন, শাসন কার্য্য সম্বন্ধে যেমন অন্যান্য বিভাগ আছে, রেজিষ্টারি বিভাগও সেইরূপ হওয়া উচিত। সদর ষ্টেশনের সব রেজিষ্ট্রারেরা রেজিষ্ট্রারের পদ পান, এটি তাঁহার অভিপ্রেত নয়। বিভাগীয় রেজিষ্ট্রার এবং সদর সব ডিষ্ট্রিক্টের সব রেজিষ্ট্রার এ উভয়ের পদ উঠিয়া গিয়া সব রেজিষ্ট্রারেরা রেজিষ্ট্রারের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করেন, ইহাই তাঁহার অভিমত। প্রয়োজন মতে বর্ত্তমান বিশেষ সব রেজিষ্ট্রারদিগকে নির্দ্ধারিত বেতনে সদর সবরেজিষ্ট্রার করা হইবে। ইঁহারা এক একটী প্রধান স্থানে থাকিবেন। ফী দ্বারা যে টাকা সংগ্রহ হইবে, সব রেজিষ্ট্রারেরা উহার অধিকাংশ নিজে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আফিসের ব্যয় বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা হইলে, সে ব্যয় তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। অতিরিক্ত লোক নিয়োগ অথবা অন্য কোন নূতন ব্যয় কিম্বা ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হইলে রেজিষ্ট্রার জেনরলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করা না হয়, এ বিষয়ে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে হইবে। যে কিছু আয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কিছুই গ্রহণ করিবেন না, কেবল অন্যান্য বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উহার কিয়দংশ গৃহীত হইবে। লোক নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন, এই সকল সব রেজিষ্ট্রারের পদ নব্য সম্প্রদায়কে না দিয়া অধিক বয়স্ক স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও পেন্সনপ্রাপ্তদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের অধিক পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও সব রেজিষ্ট্রারের কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন। নিজ গ্রামে অথবা বাটীর নিকটে কর্ম্ম হইলে অনেকে অল্প বেতনে সম্মত হইবেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ অনুমান করেন

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা কোন ক্রমে অননুমোদনীয় নহে। ইহাতে অল্প ব্যয়ে রেজিষ্টারী আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রেজিষ্টারী আফিসের বৃদ্ধি হইলেই প্রজার স্বচ্ছন্দ। আমরা এক্ষণে সচরাচর দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে দূরতর স্থান হইতে আসিয়া রেজিষ্টারী করাইতে হয়, তাঁহাদিগের কেবল কষ্ট নয়, অনর্থক পাথেয় ব্যয় করিতে হইয়া থাকে। রেজিষ্টারী আফিস নিকট নিকট হইলে এ উভয় দোষেরই সহজে নিবারণ হইবে। নিকটে নিকটে ডাকের বন্দোবস্ত হওয়াতে প্রজার যে কত স্বচ্ছন্দ হইয়াছে, বলিয়া তাহার শেষ করা যায় না। রেজিষ্টারী আফিস ঐরূপ নিকটে নিকটে হইলে প্রজার ঐরূপ স্বচ্ছন্দ হইবে সন্দেহ নাই।

রেজিষ্টারী আফিসে যে টাকা লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট তদ্গ্রহণের অভিলাষ করেন না; তবে সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু লইবেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য প্রকাশ হইতেছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অর্থ সংক্রান্ত ব্যবহার দর্শন করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করিতে হয়, এই ঔদার্য্য ক্রমে কার্য্যে না হইয়া বাক্যে পর্য্যবসিত হইবে সন্দেহ নাই। ইহার অনেক উদাহরণ আছে। যখন এদেশে প্রথম ইনকম টাক্স হয়, তৎকালে বলা হইয়াছিল, উহার শতকরা এক টাকা স্থানীয় রাস্তা প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনার্থ ব্যয় করা হইবে। এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের অনুরূপ কি কার্য্য হইয়াছিল? চৌকিদারী টাক্সের যে টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তদ্দ্বারা তত্তৎ গ্রামের রথ্যাদির কি সংস্কার করা হইয়া থাকে?

লোক নিয়োগ বিষয়ে বক্তব্য এই, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আবকারি কার্য্যের জন্য (সৎ সম্প্রদায়ের প্রতি ইহাঁর বিদ্বেষ আছে, আমরা এ শঙ্কা করি না) সৎ সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করিতে আকাঙ্ক্ষ হইয়াছেন। কিন্তু অল্প বেতনে ভাল লোক পাইবেন, আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। অল্প বেতনে লোক পাওয়া গেল বলিয়া অপদার্থ ও অসচ্চরিত্র লোক নিয়োগ করিলে অভীষ্টসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। রোবকারী কাজে অধিক পরিশ্রম নাই সত্য; কিন্তু যাহাদিগের কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নাই, তাদৃশ অপদার্থ লোক নিয়োগে ইষ্টলাভ কি? তাদৃশ লোক হইতে প্রজার কষ্ট দূর হইবার কি সম্ভাবনা আছে? পেন্সনগ্রাহী দলে অনেক অপদার্থ ও অসচ্চরিত্র দৃষ্ট হন। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন বলিয়া পরিগণিত হন, তাঁহারা সকলেই সারবান্ নহেন। আমাদের সামাজিক বন্ধন ও জাতিবিভাগনিবন্ধন অনেকে অনেক কারণে সজ্জন বলিয়া পরিগণিত হন। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সজ্জনতার অনুসন্ধানকালে যেন সচ্চরিত্রতার অনুসন্ধান করা হয়।

ভারতবর্ষীয় ষ্টার উপাধি।

রাজদ্বারে সম্মানলাভ অতিশয় লোভনীয়। রাজদ্বারে সম্মান লাভ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান না করেন, এরূপ লোক অতি বিরল। সর্ব্বত্যাগী ব্যক্তিরাও রাজকৃত সম্মানে উপেক্ষা প্রদর্শনে অসমর্থ হন। রাজকৃত সম্মানের একাদৃশী মোহিনী শক্তি জগতের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে। যিনি রাজার নিকটে পূজা পান, তাঁহারই যে কেবল উৎসাহ বৃদ্ধি হয় এরূপ নয়, তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যেও উৎসাহান্বিত হইয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন জগতের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বকালের রাজগণ গুণী ব্যক্তির সবিশেষ সম্মাননা করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু রাজারা ধীরপুরুষ ও অধ্যাপকদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ গ্রাম গ্রামার্দ্ধ ব্রহ্মোত্তর ভূমিপ্রভৃতি দান ও নানাপ্রকার বৃত্তি বিধান করিয়াছেন, আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টও সম্মাননাকার্য্যে উদাসীন নহেন। তাঁহারা "ষ্টার" প্রভৃতি নানা সম্মান চিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সম্মান চিহ্ন যোগ্য পাত্রে যদি বিন্যস্ত না হয়, অথবা দণ্ডবিধানে সাধুর মনোদুঃখ ও অসতের প্রশ্রয়বৃদ্ধির ন্যায় গুণী ব্যক্তির উৎসাহ ভঙ্গ ও নির্গুণের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হইয়া উঠে। ইহার অপর অনিষ্ট ফল এই, দর্শকেরা সম্মানকর্ত্তার অবিমৃশ্যকারিতা দর্শনে তার পর নাই অসন্তুষ্ট হন। আমরা এতৎসংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা এই স্থলেই গৃহীত হইল।

রাজগণ উপযুক্ত লোকদিগের পুরস্কারার্থ নানা প্রকার সম্মানচিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি উহা পাইবেন আর পাইবেন না, তাহা শাসনকর্ত্তারাই বুঝেন। আমরা নিজে সকল প্রকার সম্মান চিহ্নকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। তথাপি যখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক একখণ্ড এক খণ্ড ফিতা ও একটী ক্ষুদ্র স্বর্ণের নক্ষত্রের নিমিত্ত প্রাণ দিতেও উদ্যত, তখন পুরস্কার গুলি যথাপাত্রে দেওয়া হইল কি না, এটী সর্ব্বসাধারণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় ষ্টারের সৃষ্টিঅবধি ইহা যে প্রকারে বিতরিত হইতেছে, তাহাতে অতি শীঘ্র ইহার প্রতি লোকের ঘৃণা জন্মিবার সম্ভাবনা। সর সাইমর ফিটজেরাল্ড কয়েক মাস বোম্বাইয়ে অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বে ষ্টার পান। যিনি ভারতবর্ষের কোন উপকার করিবেন, তাঁহার সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত রাজ্ঞী ষ্টারের সৃষ্টি করেন; কিন্তু যে সময়ে বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে ইহা দেওয়া হয়, তখন তিনি কিছুই করেন নাই; ৬ চারি বৎসরে কি করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্ব সাধারণে অবগত নহেন। মিসরের পাশার সহিত এদেশের কোন্ উপকারের সংস্রব আছে যে তাঁহাকে ষ্টার দেওয়া হইয়াছে? লার্ড-নর্থব্রুকের ভূতপূর্ব্ব গোপনীয় সেক্রেটারি জে, ডি, গর্ডন সাহেবের নাম কলিকাতারও সকলে জানেন না। তাঁহা দ্বারা এদেশের কোন উপকার হয় নাই, তথাপি তিনিও সি, এস, আই, হইয়াছেন। আমরা স্বীকার করি, ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যে সকল লোক এই সম্মান পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ লোক তাহার উপযুক্ত; কিন্তু এতদ্দেশীয় সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে আমরা একথা বলিতে পারি না। পাতিয়ালার মৃত রাজা, ভূপালের বেগম, মহারাজ সিন্ধিয়াপ্রভৃতি যে কয়েক ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ষ্টার পান, রাজনীতি সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহারা সাম্রাজ্যের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্যায় পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তৎপরে যত লোক সম্মান পাইয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশের পদ ও ক্ষমতা দেখিয়াই দেওয়া হইয়াছে। পাতিয়ালার বর্ত্তমান রাজা নিজামের সহিত ষ্টার পান, গত সপ্তাহে যে কয়েকজন এতদ্দেশীয়ের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাঁহাদিগের কাহারও নিকটে ঋণী নহি। কয়েক জনের নামও আমরা শ্রবণ করি নাই। ঢাকার আবদুলগণি নামে একজন ধনী জমীদার। তিনি মধ্যে মধ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে ভোজ দেন। তাঁহার কয়েকটী ঘোড়দৌড়ের অশ্ব আছে। তিনি একজন বিখ্যাত শীকারী। লাট মেয় তাঁহার জমীদারী মধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। আবদুলগণির এই মাত্র প্রশংসাপত্র; কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয়গণ এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি প্রথমে এতদ্দেশীয় পরে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়

সত্য বটে; কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। এই ব্যক্তির ষ্টার প্রাপ্তিতে আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বঙ্গদেশে কি উপযুক্ত লোক নাই? গবর্ণমেন্ট কোন্ সকল লোককে দেশের উপকারী বোধ করেন? যাঁহারা নানা কার্য্য দ্বারা স্বদেশীয়দিগের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, তাঁহারা, না, যাঁহারা প্রধান শাসনকর্ত্তার প্রিয়পাত্র হইয়াছেন? উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাঁহাদিগের বিদ্রোহ ঘটাইবার ক্ষমতা আছে তাঁহাদিগের অধিকাংশকে ষ্টার দেওয়া হইয়াছে। অতএব ভারতবর্ষীয় ষ্টার পাইবার ইচ্ছা থাকিলে গবর্ণমেন্টকে ভয় দেখাইতে কিম্বা খোসামুদি করিয়া প্রিয়পাত্র হইতে হইবে। যদি ষ্টার উপাধি এইরূপে প্রদান করা হয়, কয়েক বৎসর পরে যথার্থ স্বাধীনান্তঃকরণ দেশহিতৈষিগণ এরূপ গ্রহণ অপমানের জ্ঞান করিবেন। সর্ব্বসাধারণে যে সকল লোককে পূজনীয় জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া কতকগুলি কেবল ধনী ও উচ্চ পদস্থ লোককে লক্ষ্য করাতে এই একটী অনিষ্ট হইতেছে— গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগের স্বার্থের সহিত সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের প্রভেদ আছে। এই অবস্থা কি প্রার্থনীয়? আমরা ত বলি "না"। তবে প্রধান শাসনকর্ত্তৃগণ অধিক বুঝেন। যে সম্মান উৎসাহ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার গৌরব কোথায়? এখন জেমসের সময়ে যেমন নাইট হুডের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তার অধিকতর অযোগ্য ন্যায় লোককে ষ্টার দিলে সেই রূপ ভাবেই দাঁড়াইবে।

রাজস্ব কমিটী।

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীগত যত দোষ আছে, তাহার অনুসন্ধান ও নিবারণার্থ ভারতবর্ষীয়েরা রাজকীয় কমিসন প্রার্থনা করেন। অনেকের যে বিশ্বাস ছিল, উহাদিগকে হতাশ করিয়া ইহারা কেবল অবোধার্থ রাজস্ব কমিটি নিয়োগের অনুমতি দেন। ইহাতেও আমরা অনেক ফল মনে করিয়া কথঞ্চিৎ চিত্তের সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ঐ কমিটি হইতে যে কিছু কাজ হয়, এরূপ ত বোধ হয় না। অধ্যাপক ফসেট ও সর চার্লস উইঙ্গফিল্ড যে কিছু পরিশ্রম করিতেছেন। আর সকল কমিসনর নিয়মিতরূপে সভায় আগমন করেন না, আগমন করিলেও তত মনোযোগ দেন না। এপর্য্যন্ত যত লোকের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে, তাঁহাদিগের রাজস্ব প্রণালীর কোন্ অংশে কি দোষ আছে, কিসে লোকের অসন্তোষ জন্মিয়াছে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কমিসনরদিগের প্রশ্নের ভাব দেখিয়া এই রূপ বোধ হয়, আমাদিগের কষ্ট দূর করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজার কষ্ট অল্প, গবর্ণমেন্টের হিসাব সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন এবং যে যে অংশে অপব্যয় আছে তাহা নিবারিত হয়, এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানের সংবাদ আমরা পাইতেছি না। এক্ষণে যত প্রকার কর আছে, তদ্বিষয়ে একূপ ভাবের প্রশ্ন করা হইতেছে যেন নূতন প্রকার কর করিলে তাহা সহজে সংগ্রহ করিবার উপায় কি তাহা জানাই কমিসনরদিগের অভিপ্রেত। এ পর্য্যন্ত লণ্ডনস্থিত একজন ভারতবর্ষীয়ের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই। ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তৃগণকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এই মাত্র। যাঁহারা শাসন কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সেক্রেটারি ডাম্পিয়র সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। অধ্যাপক ফসেট ভারতবর্ষে আসিয়া জবানবন্দী লইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভাবে বোধ হইতেছে, এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। বর্ত্তমান কমিটি যদি ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও কতক উপকার হইত। লার্ড আর্গাইল ও লার্ড সালিসবরির মতে রাজকীয় কমিসন নিয়োগ করা আর লার্ড মেয়কে অবিশ্বাস করা তুল্য কথা। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, লার্ড মেয় যে সকল সৎকার্য্য করিবেন বলিয়া আশা করা হয়, তিনি তাহার আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত লার্ডদিগের কথার ভাবে বোধ হয়, যেন সমুদায় ভারতবর্ষ বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের কার্য্যে সন্তুষ্ট। কিন্তু তাঁহারা ইহার কি প্রমাণ পাইয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, লার্ড মেয়ের ন্যায় কোন গবর্ণর জেনরল সর্ব্বসাধারণের এত অশ্রদ্ধাভাজন ও অপ্রিয় হন নাই। যাহা হউক, শাসন প্রণালীর মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সাধারণের কষ্ট দূর হয় এ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সে অনুসন্ধান করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। আর আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা লার্ড মেয়ের দুর্নাম হইবে এই ভয়ে রাজকীয় কমিসন নিযুক্ত করিলেন না; কিন্তু যদি বর্ত্তমান প্রণালী উত্তম হয়, যদি লার্ড মেয়ের সকল কাজ উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দুর্নামের ভয় কি? আর যদি তাহার কাজ ভাল না হয়, তাঁহার দুর্নাম হইবে এই ভয়ে তাহা গোপন করা রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। পীড়ার উপক্রমে তাহার নিবারণ চেষ্টা করিলে ক্রমে তাহা সংঘাতক হইয়া উঠে।

রাঢ়ীয় কুলীন মহাশয়দিগের
কৌতুকাবহ ব্যবহার।

আজি আমরা পাঠকগণকে রাঢ়ীয় কুলীন মহাশয়দিগের কুলধর্ম্মের একটী অপূর্ব্ব ফল উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। পাঠকগণ যত ইহার আস্বাদন করিবেন, ততই তৃপ্তিলাভ করিবেন। উপহারটী এই;—

১৫ ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্রি প্রায়, ১০ ঘটিকার সময় আমাদিগের গ্রামের (কুমিরা বেলঘড়িয়ার) পূর্ব্বভাগ হইতে "কি সর্ব্বনাশ হইল" প্রভৃতি শব্দ সম্বলিত মহাকলরব সমুত্থিত হইল। আমরা কার্য্য বিশেষে ব্যাপৃত থাকাতে হঠাৎ অনুমান করিলাম যে তৎপূর্ব্বে গ্রামস্থ কোনব্যক্তির বিদেশে মৃত্যু হইবার যে জনরব হইয়াছিল, তাহারই বুঝি নিশ্চিত সমাচার পঁহুছিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই ঐ "সর্ব্বনাশ" প্রভৃতি চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে মহা হুলুধ্বনি এবং শঙ্খ নিনাদ প্রচার হইল। তাহাতে অনুমান করিলাম বুঝি ভূমি কম্প হইয়াছে। তদনন্তর নানা প্রকার বাদ্য শুনিতে পাই লাম। তাহাতে যে সন্দেহের দূরীভূত হইল। মহাশয়! কি জন্য যে উক্ত শোকজনক এবং আনন্দজনক ধ্বনি এককালে সমুত্থিত হই য়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

এই গ্রামের কোন এক ব্যক্তি তাঁহার ৫ টী ভ্রাতৃ কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত ৬০০ টাকা পণ স্বীকার করিয়া যশোহর জেলা হইতে একটী পাত্র আনিয়াছিলেন। পাত্রটীর বয়ঃক্রম প্রায় ১৫।১৬ বৎসর। আগমন কালে পাত্রের পিতা পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বরকর্ত্তা স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন বরের সহিত অন্য কেহই ছিলেন না। তাঁহারা উভয়ে এখানে পঁহুছিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদিগের অত্রস্থ বিবাহের ভবনে উপস্থিত হইলেন।

কন্যা কর্ত্তার দুইটী অবিবাহিতা ভগিনীও ছিল। তন্মধ্যে একের বয়ঃক্রম প্রায় ৫১।৫২ অপরের ৪০।৪২ বৎসর। কন্যাকর্ত্তার গুপ্ত অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেও ঐ পাত্রে সম্প্রদান করিয়া পিতৃকুল রক্ষা করিবেন।

১৮ ই বিবাহের দিন ধার্য্য ছিল; কিন্তু ১৫ ই সন্ধ্যাকালে পাত্র কন্যাকর্ত্তার ভবনে জলযোগের অনুরোধে গমন করিয়া দেখিলেন যে, বিবাহের সমস্ত আয়োজন এবং তাহার পিতামহীর সমযোগ্যা ও বস্ত্রালঙ্কারবতী একটী কামিনী কন্যাসনে উপবিষ্টা। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কন্যাকর্ত্তা কহিলেন যে, অদ্য আমার ভগিনীকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইহাতে প্রতিবাদ করাতে কন্যাকর্ত্তার সংগৃহীত লাঠিয়ালেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অর্দ্ধ চন্দ্র দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া বাটীর দ্বার বন্ধ করিল তখন পাত্রের বিমাতা "ওরে কি সর্ব্বনাশ হইল" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র কন্যাকর্ত্তার পিতৃ ষসা "হারামজাদি ঝেঁটা দিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছি" বলিয়া তর্জ্জনা করাতে তিনি তাঁহা হইতে নিজালয়ে গমন পূর্ব্বক দ্বারবন্ধ করিয়া দিলেন। ও দিকে পাত্রের ভ্রাতা উক্ত প্রকারে অপমানিত হইয়া এতৎ গ্রামস্থ তাঁহার এক জ্ঞাতিকে জানাইবামাত্র তিনি ক্ষুরার কটি বন্ধন ও যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাকর্ত্তার বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কন্যাকর্ত্তার "কোথা যাও" ও লাঠিয়ালদিগের অর্দ্ধচন্দ্র উপহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিদায় হইলেন; ফলতঃ প্রতি পক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই ঐ প্রকারে সমাদৃত হই য়াছিলেন। ও দিকে গৃহ মধ্যে বর ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা সান্ত্বনা বাক্যে "মন্ত্র পড়" বলিয়া উপরোধ করিতে লাগিল কন্যাকর্ত্তা বরের ক্রন্দন এবং বিমাতার চীৎকার গোপন রাখিবার অভিপ্রায়ে অপর স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে হুলুধ্বনি শঙ্খনাদ এবং বাদ্যকরদিগকে বাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে কন্যাসনে উপবিষ্টা ৫১ বৎসরের বালিকা পাত্রী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে "ওরে আমার বাপের কুল বজায় রহিল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমরা বলিলাম পাত্র নীরবেই ছিলেন মন্ত্রাদিপাঠ পুরোহিতের দ্বারাই হইয়াছিল। বিবাহ এবং কুশণ্ডিকা প্রভৃতি কার্য্য এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হইল। এবম্প্রকারে দশবঙ্গ অথবা শিববিবাহ (যাহাই বলুন) সম্পন্ন হইলে পাত্র এবং পাত্রের পিতামহী শুভবাসরে প্রবেশ করিলেন।

পর দিবস ১৬ ই বৎসরের বৃদ্ধকাল প্রথম দিনের ন্যায় তিনটী ভ্রাতৃকন্যা ও ঐ বরে সম্প্রদান করা হইল। কন্যাকর্ত্তার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং কনিষ্ঠা ভ্রাতৃকন্যা এক্ষণে কিরাম রহিলেন। ভ্রাতৃ কন্যাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম অনুমান ১৬।১৭ বৎসর হইবে।

পাঠকগণ আর কতকাল এই শোচনীয় কাণ্ড দর্শন করিবেন? রাঢ়ীয় কুলীন মহাশয়দিগের এই ব্যবহার কি ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত? হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র কি ৫১।৫২ বৎসরের কন্যাকে অবিবাহিত গৃহে রাখিবার অনুমতি দেয়? এই দূষিত ব্যবহার কি ধর্ম্মনীতির উন্মূলন করিতেছে না? ষোড়শ বর্ষবয়স্ক বালকের একচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়স্কার সহিত দাম্পত্য সুখ হইবার কি সম্ভাবনা আছে? হিন্দুধর্ম্ম যে বিলোপোন্মুখ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এদেশীয় হিন্দুদিগের এই বিসদৃশ ব্যবহার তাহার কারণ। ইহাঁরা মুখে আস্তিক বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু কার্য্যে ইহাঁদিগের তুল্য নাস্তিক আর নাই, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাগণ! তোমরা যদি এ ব্যবহারের উন্মূলন করিতে না পারিলে, কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবে?

ক্রাইষ্ট।

শিক্ষাবিভাগের অবকাশ প্রণালী [illegible] নিতান্ত অধম। ও নানা দোষাশ্রিত সকলেই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। [illegible] কাল হইতে পত্রিকা সম্পাদকগণ ইহার [illegible] ইহার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু সে সময়ে উহার কোন ফল দৃষ্ট হয় নাই। যাহা হউক এক্ষণে আমরা পাঠকগণকে শিক্ষাবিভাগের অবকাশ প্রণালী সম্বন্ধে একটী তুষ্টিকর সমাচার দিতেছি। দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল সমূহের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ক্লিমলী সাহেব এতদ্বিষয়ে যথার্থ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] সময়ে ক্লিমলী সাহেব হাইটস্কুল বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়া উক্ত অবকাশ প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সোম

প্রকাশ পাঠকগণের অবিদিত নাই যে, আমরা উক্ত বিষয় যোগ্যরূপে প্রকাশ করিয়া ইনস্পেক্টর মহোদয়কে শীতাবকাশ প্রণালী রহিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে নিতান্ত আহ্লাদ সহকারে জানাইতেছি, আমাদিগের সে প্রস্তাব ফলোপধায়ী হইয়াছে। সুদক্ষ ইন্স্পেক্টর ক্রিমলী নিজ বিভাগে শীতাবকাশ রহিত করিয়া গ্রীষ্ম সময়ে একবারে দেড় মাস অবকাশ দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই গ্রীষ্ম সময় হইতে তদনুসারী কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের মধ্যে (মেডিকল কালেজ ভিন্ন) ক্রিমলী সাহেবই শীতাবকাশ প্রণালীর মূলে প্রথম আঘাত করিলেন; এতন্নিবন্ধন আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে আমরা ক্রিমলী সাহেবকে আর একটী বিষয় না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটী ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। প্রথম, বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ প্রণালীর কিছু পরিবর্ত্ত করা হয় নাই। দ্বিতীয়, অসময়ে গ্রীষ্মাবকাশ দান করা হইয়াছে। বার্ষিক পরীক্ষা মার্চ্চ মাসের প্রথমার্দ্ধে গ্রহণ করা উচিত। যখন শীতাবকাশ রহিত করা হইল তখন শীতকালে পরীক্ষা হইলে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে অনর্থক কয়েক দিন নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। পরীক্ষা হইয়া গেলে নূতন পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতে এবং তৎসমুদায় সংগ্রহ করিতে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইতেও অনেক সময় গত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ছাত্রগণ পরীক্ষার সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে, পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে তাহারা অবশ্যই কয়েক দিনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিবে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ পরীক্ষার শেষে কয়েক দিন অবকাশ প্রদানের বিধেয়তা পরিস্ফুট হইতেছে। তন্নিমিত্ত আমরা মার্চ্চ মাসের প্রথমার্দ্ধে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উক্ত মাসের শেষার্দ্ধ হইতে এ জুন পর্য্যন্ত একবারে দুই মাস অবকাশ প্রদানের প্রস্তাব করিতেছি। অনবরত বৃষ্টি নিবন্ধন জুন মাসের শেষার্দ্ধে প্রায়ই শীতানুভব হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত সময়ে অবকাশ না দিলেও তাদৃশ কষ্ট হইবে না। ক্রিমলী সাহেব এক্ষণে ১৬ই মে হইতে ৩০এ জুন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশ দানের নিয়ম করিয়াছেন। ইহার পরিবর্ত্তে মার্চ্চ মাসে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে অবকাশ দিলে সমুদায় অসুবিধা দূরীভূত হইবে। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে অবকাশের দিন কিছু অধিক হইল বটে; কিন্তু অন্যান্য অনাবশ্যক অবকাশ কমাইয়া দিলেই উহার ক্ষতি পূরণ হইবে। অবকাশের দিনগুলির এক একটী নির্দ্দিষ্ট প্রত্যেক স্কুলে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

পরিশেষে আমরা শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য প্রধানদিগকে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। শীতাবকাশ দ্বারা ভূয়সী ক্ষতি হইতেছে। এই দোষাশ্রিত নিয়ম অব্যাহত থাকাতে ছাত্রগণ শারীরিক স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইতেছে। শিক্ষাবিভাগস্থ উপরিতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের সুযোগ্য সহযোগী ক্রিমলী সাহেবের অনুকরণ করুন। ক্রিমলী সাহেবের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রচলিত হয় ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। শীতাবকাশ রহিত ও মার্চ্চ মাসে পরীক্ষা হইয়া একবারে দুইমাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রদান করিলে ছাত্র ও শিক্ষকদিগের যে সমুদায় অসুবিধা দূরীভূত হইবে এটী বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

বাইটসর।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

মহাসভা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইতেছেন। একজন সভ্য সেদিবস গ্রাণ্ট ডফ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ভোজের উপরে যে কর করিবার বিল করিয়াছেন, তাহার কি হইল? গ্রাণ্ট ডফ সাহেব প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, সাধারণে উহার প্রতিবাদ করাতে বিলখানি পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেনাপতি কয়েকটার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, আসামের রাজার কিয়দংশ তাঁহার রাজস্বের সময়ে লওয়া হয়; রাজা ইহার নিমিত্ত মকদ্দমা করাতে প্রধানতম বিচারালয়ের এক পূর্ণ অধিবেশনে তাঁহার ডিক্রী হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করাতে রাজাকে অদ্যাপিও কষ্ট পাইতে হইতেছে। ইহাতে বোধ হয়, ভারতবর্ষের বিচার প্রণালী দ্বারা লোকের স্বত্ব সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইতেছে না। অতএব এই প্রণালীর উৎকর্ষের নিমিত্ত তিনি কোন চেষ্টা পাইতেছেন কি না? প্রধান মন্ত্রী উত্তর করিয়াছেন, এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না, তবে তিনি ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারিকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাবের অর্থে বলের বিচার হইবে। নবাব বলিয়াছেন, লাহোরের ঠাকুরের হত্যার বিষয় তিনি কিছুই জানিতেন না। যে সূত্রে হত্যা হয় বলা হইয়াছে, তাহা এক বৎসরের পূর্ব্বে পরীক্ষিত হয় নাই। তিনি সম্পূর্ণ পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহা লইয়া মহাসভায় গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

মান্দ্রাজের কয়েকটী ভদ্রলোক তাহাদিগের রাজস্ব প্রণালীর কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন। সৈনিক ও পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের প্রতি তাঁহাদিগের যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

হডসন সাহেব ইহার মধ্যেই প্রশংসা লইতেছেন। আরাকানের লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন প্রধান কমিসনরের অনুচরদিগের দোষে তিনি সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। একজন মাজিষ্ট্রেট বিনা প্রমাণে এক স্ত্রীলোকের তিন বৎসর মেয়াদ দেওয়াতে প্রধান কমিসনর এই আজ্ঞা রহিত করিয়া মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দোষারোপ করাতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

নিজ অধিকৃত প্রদেশের সুবিচারের আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্ণৌএ

সম্প্রতি একটী নীলাম হয়। কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া যে ডাক হইয়াছিল তাহার উপরে আর ডাকেন নাই। ইউরোপীয় নীলামকর্ত্তা ফৌজদারিতে ষড়যন্ত্রের নালীশ করেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট এই ব্যক্তিদিগের দণ্ড দিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, একণে কালেক্টরেরা প্রতি সপ্তাহে নানা প্রকার দ্রব্যের যে তালিকা প্রদর্শন করেন, তাহা দেখিয়া কমিসরিএটের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এটী বাস্তবিক নহে। এক খানি তালের পাখা বাজারে দুই পয়সায় বিক্রীত হয়, কিন্তু কমিসরিএটের গোমস্তাগণ আট আনা লইয়া থাকেন।

গত বুধবার উত্তর পাড়ার হিতকরী সভার অষ্টম সাম্বৎসরিক সভা হইয়াছিল। বিচারপতি ফিয়ার সভাপতি হইবেন কথা ছিল, কিন্তু বৃষ্টি নিবন্ধন তিনি যাইতে পারেন নাই। বাবু কেশব চন্দ্র সেন উক্ত মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক উৎকর্ষের বিষয়ে এক উপদেশ দেন। শ্রোতাগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপনগরের কসাইগণ ধর্ম্মঘট করিয়া মাংস বিক্রয় করা বন্ধ করিয়াছে। এ নিমিত্ত ইউরোপীয় সমাজের কষ্ট হইয়াছে। যে কয়েক ব্যক্তি মাংস আমদানি করিতেছে তাহারা চতুর্গুণ মূল্য লইতেছে। বোম্বাইয়ের কসাইগণও ধর্ম্মঘট করে, কিন্তু অন্নচিন্তা বড় চমৎকার পদার্থ। কিছু দিনের মধ্যে তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। উপনগরের মিউনিসিপালিটি খাল ধারের কসাইখানা বন্ধ করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। কসাইদিগের নিমিত্ত নারিকেল ডাঙ্গা ক্রমশঃ লোকশূন্য হইতেছিল। গ্রীষ্মকালে পচা দুর্গন্ধের নিমিত্ত সকলেরই ভয়ানক কষ্ট হইত।

মেডিকল কালেজের এতদ্দেশীয় শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে কমিসন স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন। ডিরেক্টর আটকিনসন সভাপতি, ডাক্তর চিবর্স, ইওয়ার্ট স্মিথ, চক্রবর্ত্তী মৌলবী আমির খাঁ এবং বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সভ্য। কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক অনুবাদের প্রস্তাব হইয়াছে।

বিংশতি বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজবংশ মিসন কার্য্যের নিমিত্ত কিছুই প্রদান করেন নাই। ইহার কারণ আছে, ইংলণ্ডে জনরব এই প্রিন্স আলবার্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মানিতেন না। রাজপরিবারের সকলেই সেই শিক্ষা পাইয়াছেন।

* বেঙ্গল টাইমস বলেন, হত চা-কর উইঞ্চেষ্টরের কন্যাকে গবর্ণমেণ্ট পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বালিকাটী সাইলু জাতির সর্দ্দারের হস্তে ছিল, সর্দ্দারকে ৪০০ টাকা দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে হইয়াছে। বন্যগণ বালিকাটির প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিল।

সম্প্রতি এক জাহাজের অধ্যক্ষ প্রায় ৪০০ চীনে কুলিকে ক্রীতদাস স্বরূপ বিক্রয় করিতে লইয়া যান। তিনি ধরা পড়িয়াছেন। চীনের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, উক্ত দেশ হইতে ক্রীতদাস লইয়া যাইবার প্রথা নিতান্ত বিরল প্রচার নহে।

১৭ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

ইডেন সাহেবের সহিত সিকিমের রাজার যে সন্ধি হয়, তদনুসারে রাজা দাস ক্রয়ের প্রথা উঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু গোপনে অদ্যাপিও ইহা চলিতেছে। রাজার এক আত্মীয় দারজিলিং হইতে ক্রীতদাস প্রেরণ করাতে তাঁহার চরিত্রের অনুসন্ধান হইতেছে। এ নিমিত্ত এক জন এতদ্দেশীয় রাজকুমারকে বিশেষ দণ্ড দিলে আর সকলের চৈতন্য হইবে।

হিন্দুহিতৈষিণী আক্ষেপ করিয়াছেন, ঢাকা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যে বাষ্পীয় জাহাজ নিয়মিত রূপে গমনাগমন করে, তাহাতে এতদ্দেশীয় আরোহিদিগের সুবিধার নিমিত্ত বড় চেষ্টা হয় না। সন্ধ্যা হইলেই জাহাজ নঙ্গর করা হয়। কিঞ্চিদ্দূর গমন করিলে গোয়ালন্দের বাজার পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া সেইখানেই জাহাজ রাখা হয়। যেখানে জাহাজ থাকে সেখানে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। সুতরাং হিন্দু আরোহিদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়। সম্প্রতি কয়েক ব্যক্তি এজেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। এ প্রকার করিলে লাভের সম্ভাবনা অল্প।

কিছুদিন অবধি ঢাকা ও নারায়ণ গঞ্জে সপ্তাহে দুইবার জাহাজ যাইত। ইহাতে লাভ না হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানি সপ্তাহে এক বার মাত্র জাহাজ প্রেরণ করিবেন।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, আলবাড়িয়ার জমীদারের নায়েব ও তাঁহার সহকারী চড়কের সময়ে বাণফোঁড়ার সাহায্য করাতে প্রত্যেকের এক শত টাকা করিয়া জরিমানা, উহা না দিলে কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

যশোহরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট তত্রত্য জমীদারদিগের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। ইহাতে লিখিত হইয়াছে, নাটোরের রাজার দেওয়ানী করিবার সময়ে দিঘাপতিয়ার রাজা দয়ারাম অনেক জমীদারী আত্মসাৎ করেন। রাজা প্রমথনাথ রায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে দয়ারামের মৃত্যু হয়, কিন্তু এই বন্দোবস্তের সময়ে নাটোরের রাজার সম্পত্তি বজায় ছিল। নাটোরের রাজা রাম কান্ত কালেক্টরকে যে কবুলতি দেন তাহাই ইহার প্রমাণ। রাজা প্রমথনাথ বলেন, মুরসিদাবাদের নবাব একবার নাটোরের রাজার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, কেবল দয়ারামের অনুরোধে তাহা প্রত্যর্পণ করেন। দয়ারামের সম্বন্ধে ওয়েষ্টলণ্ড সাহেব ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর হইতে এক ব্যক্তি হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, উক্ত দ্বীপের ৪০১ জন দরিদ্রের উপরে ইনকম টাক্স স্থাপিত হয়। এখানকার সকলেই প্রায় কৃষিজীবি, সুতরাং কর দিতে পারে নাই বলিয়া কয়েক ব্যক্তির দণ্ড হয়। উক্ত বরিশালের কালেক্টর বেবরিজ সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এত লোকের কর না দিবার কোন বিশেষ কারণ আছে তাহার ডেপুটি কালেক্টর

বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত্যুৎ স্বার্থ প্রেরণ করেন। তিনি অধিকাংশ লোককে করভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এই অত্যাচারে অনেক লোক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। আসেসরেরা উন্নতির আশায় দুঃখের কর ধার্য্য করেন। যিনি উপরিস্থোক্ত কর্মচারী ছিলেন, তিনি ইউরোপীয়; সুতরাং লোকের কষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। ইহাতেও সর রিচার্ড টেম্পল বলিয়াছিলেন, ১০ টী মাত্র অত্যাচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। আমরা এক ক্ষুদ্র নাটাগোড় ও সোদপুরের মধ্যে ১০ টী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। ইহাদিগের ৯ জনকে কর হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। ইনকম টাক্স সম্বন্ধে সমুদায় বঙ্গদেশে যত অত্যাচার হইয়াছে তাহার সমষ্টি করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

একজন ইউরোপীয় টৈলগ্রাফ পিয়নিয়রে লিখিয়াছেন, মৃত গুরুকুমারের গর্ভবতী স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিয়াছেন; কন্যাটীও অধিক কাল জীবিত থাকিবে না। যদি এক্ষণে তাঁহার কথা শুনে, দুলকরয়াও কিছু পুরস্কার দিতে পারেন।

ডেলিনিউস বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী টমাস জোন্স সাহেব বাহিরীর হইয়াছেন।

১৮ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে; অযোধ্যার তালুকদার খাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহাদিগের উত্তমর্ণেরা ক্রোক করিয়াছেন। এই কারণে সেখানে যে বিচার হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা বারিষ্টর অথবা উকীল নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইবেন না। আরও শুনিলাম এই, যে চারিজন আসেসর জজের সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন মা ও মহারাজ চাহেন।

গবর্ণমেণ্ট পাঁচ টাকার নোট প্রচলনের নিমিত্ত প্রস্তাব দিয়াছেন।

পারস্যের বাদশা এত দিনের পর দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এখন লোককে স্বাস্থ্যত করিয়া যে স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তথাকার অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। এক জন ফরাসি দেশ উদ্ধারণে বক্তৃতা করিয়া বলে, খৃষ্টীয়ানেরা পারস্যে থাকাতেই দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্ঘটনা হইতেছে। ইহাদিগকে দুরীভূত না করিলে মঙ্গল নাই। ইংলণ্ড ও রুশিয়ার দূত ইহাতে বিরক্ত হওয়াতে ঐ বক্তাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গৌহাটীতে অতিশয় গ্রীষ্ম নিবন্ধন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

গত বুধবার ভবানীপুরে এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের এক সভা হয়। প্রায় ৬০০ খৃষ্টীয়ান সভায় গমন করেন। আমরা শ্রবণ করিলাম, আপনাদিগের অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত এই সভা হয়।

যোধপুরের প্রধান মন্ত্রী উক্ত রাজ্যের এক পর্ব্বতাঞ্চলে সীসের খনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞানের প্রতি মন্ত্রীর বিশেষ অনুরাগ আছে এবং তিনি সর্ব্বদা উহার অনুশীলনও করিয়া থাকেন। এই খনিতে রৌপ্যও পাওয়া যাইবে।

মহিসুরের কমি সমাজ চীনদেশ হইতে এক প্রকার শশার বীজ পাইয়াছেন। এই ফল ৬।৭ ফুট দীর্ঘ। ইহার পরিধি ১২ হইতে ১৭ ইঞ্চ হইবে। ইহার স্বাদ অবিকল এদেশের শশার ন্যায়।

—আলায়েন্স নিউস নামক সংবাদ পত্রে একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন সফল হইবার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। হাথউড নামক একটী স্ত্রীলোক এক দিন প্রাতে উঠিয়া তাহার স্বামীকে বাহিরে কাজ করিতে যাইতে নিষেধ করে, কারণ পূর্ব্ব রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যে তাহা হইলে সে পুড়িয়া মরিবে। তাহার স্বামী তাহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলিল না, সুতরাং অগত্যা তাহার স্বামী গৃহে থাকিল। বেলা তিনটার সময় স্ত্রীর অনুমতি লইয়া স্বামী নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে কিছু জিনিস আনিতে যায়, একটু পরে সে বাটি ফিরিয়া আসিয়া দেখে তাহার স্ত্রী ভয়ঙ্কর রূপে দগ্ধীভূত হইয়াছে। ওয়ালসলের কলেজ হাসপিটালে ইহাকে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

হিন্দু রঞ্জিকা বলেন, পাবনার অন্তর্গত উতিবন্দ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র বাগছি ৩৫০ টাকা পণ গ্রহণে দাঁড়াদুলা গ্রামের কোন ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। কন্যা বিক্রয় যে মহাপাপ ইহা আজি কালি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন ও নব্য দলের মধ্যে বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। বাস্তবিক কন্যাপণ গ্রহণ রূপ কুপ্রথা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের একান্ত বিপরীত, এমন কি, এইরূপ অবৈধ আচারীর সহিত আহার ব্যবহারে জাতিভ্রংশ হয়, আমাদিগের শাস্ত্রই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ক্ষোভের বিষয় এই যে, উতিবন্দের ব্রাহ্মণেরা এই পাপকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি পাত করেন না।

—অত্রস্থ বর্দ্ধমান বাহুরার আমাদিগের প্রতিনিধি জজ সাহেব বাহাদুর তিনটী মকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। একটি ডাকাইতি, একটি খুনী, একটি মহারাণীর নামিত মুদ্রা কৃত্রিম করণ। শেষোক্ত মকদ্দমার আসামীকে এক বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়া প্রথমোক্ত দুই মকদ্দমার আসামীকেই মুক্তি দিয়াছেন। এক্ষণে যে মকদ্দমার বিচার হইতেছে, ঐ মকদ্দমার আসামিগণের পক্ষ সমর্থনার্থ হাইকোর্টের উকীল আশুতোষ বাবু আসিয়া বক্তৃতা করিতেছেন।

উক্তপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, অধীন শালগড়ীয়া নিবাসী ভগবানচন্দ্র প্রামাণিকের একটি কন্যা সন্তান জন্মে, তিন মাস হইতে পাঁচ মাস বয়স পর্য্যন্ত তাহার মস্তকটি ক্রমে বৃহদাকার হইয়া পরিধি প্রায় দেড়হাত হইয়াছে। জ্বালা যাতনা কিছুই নাই। কিন্তু ভারাক্রান্ত বিধায় মস্তকটি আপনা হইতে উত্তোলন করিয়া ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে না।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা লুইসার বিবাহোপলক্ষে কলিকাতার কতিপয় ভদ্র মহিলা একটী শাল উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন। মহারাণীর মেয়েটির উহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

মেদিনীপুরে কয়লার খনি আছে, এই সংবাদ পাইয়া গবর্ণমেণ্ট রাণিগঞ্জের খাল খনন বন্ধ করেন। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, মেদিনীপুরে কয়লার খনি নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পুনর্ব্বার রাণিগঞ্জের খাল খনন করা হইবে কি না?

অদ্য ২৪ পরগণার জজ বক্লেণ্ড সাহেব নারিকেলডাঙ্গার কসাইদিগের আপীল গ্রাহ্য করিয়া ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৪৩৪ ধারানুসারে প্রধানতম বিচারালয়ে এই এক্তেলা করিয়াছেন যে, ২৪ পরগণার জ্বাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট যে দণ্ডের আজ্ঞা দেন, তাহা রহিত হয়। কসাইগণকে এবার অনুমতি পত্র দেওয়া হয় নাই, তন্নিমিত্ত তাহারা প্রধানতম বিচারালয় হইতে মাণ্ডেমস বাহির করিতেছে। আইনে মিউনিসিপালিটি কসাইদিগের নিকটে পরাস্ত হইতেছেন। এ বিষয়ের নূতন আইনের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভার নিকটে আবেদন করা কর্ত্তব্য। নারিকেলডাঙ্গার কসাইখানা দ্বারা সাধারণের কষ্ট হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ইনকম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে আবেদন গ্রাহ্য হইলে মাত্র আবেদনকারীর ষ্টাম্পের মূল্য ফেরত দেওয়া হইবে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এই আজ্ঞাটী কার্য্যে পরিণত হইবে না। এ পর্য্যন্ত প্রায় কোন ব্যক্তি ষ্টাম্পের মূল্য ফেরত পান নাই। ইহাতে এত কষ্ট ও সময় নষ্ট হয় যে, লোকে তাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করেন না। আমাদিগের মতে প্রথমতঃ সামান্য কাগজে আবেদন করিতে দেওয়া উচিত। আবেদন অগ্রাহ্য হইলে করের উপরে ষ্টাম্পের মূল্য আদায় হইবে; গ্রাহ্য হইলে ত কথাই নাই। ইহাতে লোকেরও সুবিধা হইবে, গবর্ণমেণ্টেরও হিসাবের গোলযোগ হইবে না।

আমরা ডেলিনিউস পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম, বাঙ্গালা কমিসন যে রিপোর্ট করেন, তাহা হারাইয়া যাওয়াতে কমিসনরদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য হইবে না। এটী বিদ্রূপ বোধ হইতেছে। সেক্রেটারি আফিসে যদি রিপোর্ট না থাকে, কমিসনরদিগের নিকটে এক এক খণ্ড অবশ্য আছে। যদি সমুদায়ই নষ্ট হইয়া থাকে, আমাদিগের নিকটে এক খণ্ড আছে; আবশ্যক হইলে দেওয়া যাইতে পারে।

মাকোরার ভূতপূর্ব্ব রাজাকে এ পর্য্যন্ত করাচিতে রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

কাশীপুরের গোলাখানা বৃদ্ধি করা হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত বাবু হীরালাল শীলের একটী উদ্যান ক্রয় করিবেন। এই গোলাখানায় [illegible] সমূক প্রস্তুত হইবে শুনা যাইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আকুব খাঁ হিরাট গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা ফতে মহম্মদ খাঁ হত ও তাঁহার পুত্র আহত হইয়াছেন। জেনরল সরফ খাঁ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আসলম খাঁর আসিবার প্রত্যাশায় চারি দিন মাত্র দেবজোয়ার রক্ষা করিতে পারিবেন। এই সকল যুদ্ধে লোকের এত কষ্ট হইয়াছে যে, কান্দাহারের কতকগুলি লোক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। আকুব খাঁর সহিত সিয়ারআলির সদ্ভাব করিয়া দেওয়া কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নহে?

বেলোরের দৈনিক চিকিৎসালয় উঠিয়া যাওয়াতে প্রায় ২০০০ যোদ্ধা ও তাহাদিগের পরিবারের বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা মাসিক ১৩০ টাকা মাত্র বাঁচিবে। এই টাকা লার্ড মেয়ের কতদিনের হুকার পানের?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, [illegible] একজন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ যুবক স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান করিয়া স্থানে স্থানে গমন ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেন। সভ্যলোকের নিমিত্ত কোন আইন হয় নাই, এটী কি উক্ত পত্রের সম্পাদক জ্ঞাত নহেন?

২০এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

সর হেনরি ডুরাণ্ডের স্ত্রীকে লার্ড আর্গাইল বার্ষিক ৪০০০ টাকা পেন্সন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সকলেই ইহাতে সন্তোষ লাভ করিবেন।

ষ্টেট সেক্রেটারির অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, রাজকুমার আলফ্রেডের সম্মানার্থে সাধারণ ধনাগার হইতে ১,৫৮,১৪৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, কেবল আন্‌ষ্টি সাহেব আমীর খাঁর পক্ষ সমর্থন করিতে আসিতেছেন না। হিউম সাহেবও পাটনায় গমন করিতেছেন। এই মকদ্দমায় হিউম সাহেব যে ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আন্‌ষ্টি সাহেব না আসিলেও প্রতিবাদিদিগের পক্ষে অসুবিধার সম্ভাবনা নাই

এক্ষণে বঙ্গদেশে প্রথম ৩১ দ্বিতীয় ৭৪ এবং তৃতীয় শ্রেণিতে ৯৮ জন মুন্সেফ আছেন। কর সংক্রান্ত মকদ্দমা মুন্সেফদিগের হস্তে যাওয়াতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মুন্সেফদিগের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ হইতেছে:— প্রথম ৩১ দ্বিতীয় ৭৮ এবং তৃতীয় শ্রেণিতে ৮০ জন থাকিবেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, উক্ত সংখ্যা পর্য্যাপ্ত কি না?

পায়োনিয়র বলেন এ. ও. হিউম সাহেব কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, রিবেট কার্ণাক সাহেবকে এই পদ দেওয়া হইবে। হিউম সাহেব কৃষিকার্য্যের কি বুঝেন, আমরা তাহা জানি না।

গত কল্য টৌন হালে বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ ষষ্ঠ বিংশতি সাম্বৎসরিক সভা হইয়াছিল। রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, গুলবার্গার সহকারী কমিসনর উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমেদাবাদের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচার হইতেছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট একটী কার্ট্রিজখানা স্থাপিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আর্টিলেরির কার্ট্রিজ ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইতেছিল। ইহাতে যে অনেক অপব্যয় হইত তাহা বলা বাহুল্য।

ওয়ার্দা হইতে বিজন ঘাট পর্য্যন্ত নৌক

একটী শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে। ঝাঁদা এবং উনের কয়লার খনিপর্য্যন্ত দুটী প্রশাখা হইবে।

বাঙ্গালোরের নিকটে সম্প্রতি ডাক লুট হইয়াছে। দস্যুগণ আরোহিদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিল। সীতাপুরের নিকটেও এই প্রকার লুট হইয়াছে।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ডেলি নিউস বলেন, সোদপুরের নিকটবর্ত্তী নাটাগড়ি গ্রামে একটী পাকা রাস্তা করিবার জন্য প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি উইলকিনসন সাহেব বারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এক কোর্ডের নিকটে ২০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। নাটাগড়ি গ্রামে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের বাস আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অদ্যাপিও ইহার কোন উন্নতি হয় নাই। নাটাগড়ি শোভাবাজারের রাজাদিগের জমীদারীভুক্ত। তাঁহাদের এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করা উচিত।

৩০ এ মে মকদমার ওহাবিদিগের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ইঙ্গ্লিস সাহেব আবেদন করেন, পৃথকরূপে প্রত্যেক কয়েদির বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জজ প্রিন্সেপ ইহাতে সম্মত হন নাই।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট নূতন প্রধানতম বিচারালয়ের মধ্যেই কলিকাতার ছোট আদালত স্থাপিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ছোট আদালতটী নগরের মধ্যস্থলে একটী পৃথক বাটীতে রাখা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ

২২ এ মে। যশোহরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এ. এল. ক্লার্ক সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৫ এ মে। জে. ওইডমোর সাহেব চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে. এফ. ব্রাডবরি সাহেব খুলনা (যশোহর) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে. কেলেহার সাহেব মাগুরা (যশোহর) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

২৬ এ মে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রধান নাথ রায় কমিটীর সভ্য হইবেন—

ডি. টি. লড্ডন।

মেজর কিটী, ডি. পামশ।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু।

" চন্দ্রনাথ মৈত্র।

" কিশোরী মোহন রায়।

কাপ্তেন এচ. মো কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধায়িনী কমিসনের অন্যতর সভ্য হইবেন।

মৌলবী ইক্রাম রসুল পুরীর অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু অক্ষয় কুমার সেন বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নতর শাসন কার্য্যের পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

বাবু ভগবান চন্দ্র সেন।

" ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়।

৩০ এ মে। এচ ডবলিউ, ডবলিউ এলিস সাহেব কলিকাতার অতিরিক্ত দ্বিতীয় ডেপুটি নিমক মাষ্টার হইবেন।

ক্যাম্পরার অতিরিক্ত সব ডেপুটি আফিমের এজেন্ট এ. জি. টাইটলর সাহেব নিজের কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের নিমিত্ত আলীগঞ্জের সব ডেপুটি আফিমের এজেন্টের কার্য্য ভার পাইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন জি, কিঙ্গ এম, বি (যিনি ষ্টেট সেক্রেটারির দ্বারা কলিকাতার উক্ত উদ্যানের অধ্যক্ষ হইয়াছেন) নিজ পদ ভিন্ন কলিকাতার মেডিকাল কালেজের উদ্ভিদ তত্ত্বের অধ্যাপক হইবেন।

রিভার্স টমসন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

অতিরিক্ত সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই মে। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত অতিরিক্ত জজ এচ, বি, সিমসন আপাততঃ ঢাকার অতিরিক্ত অতিরিক্ত জজ হইবেন।

২৬ এ মে। এ. ম্যুরার সাহেব বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৭ এ মে। বাবু শম্ভুনাথ ঘোষ জিলার অস্থায়ী জজ হইবেন।

বাবু ভূপতি রায় মেদিনীপুরের অস্থায়ী জজ ও ছোটআদালতের জজ হইবেন।

সি, এ, উইলকিন্স সাহেব মুঙ্গেরের অন্যতর মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এচ, বি, সিম্পসন এম, ডি, ঢাকার অন্যতর মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

শাহবাজারের মুন্সেফ বাবু শিবচরণ পাল কিছু দিনের নিমিত্ত মহকুমা শুলীগ্রামে বদলী হইবেন।

৩০ এ মে। ঢাকার অতিরিক্ত অস্থায়ী জজ বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় আপাততঃ ফরিদপুরের অতিরিক্ত অস্থায়ী জজ হইবেন।

এস, সি, বেলি।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

অতিরিক্ত সেক্রেটারি।

-:o:-

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ মে—প্যারিসের বিদ্রোহীরা মাটি তৈল দ্বারা টুইলেরিস, লুবর ও অন্য অন্য সাধারণ অট্টালিকায় অগ্নি দিয়াছে।

বার্সেলিস ২৮ এ মে—গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ প্যালেইরয়েল এবং হোটেল ডিবাভিল্ড পুনরধিকার করিয়াছে। কতকগুলি অট্টালিকার মধ্যে লোকজন রুদ্ধ হইয়াছে। অবাধ্যেরা পলায়নের চেষ্টা পান। কিন্তু জর্ম্মণীয়েরা বাধা দিয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ মে—অন্য দুই প্রহরের সময়ে ত্রিবর্ণ পতাকা মণ্ট মার্টে উড্ডীয়মান হইয়াছে। জর্ম্মণীয়েরা বিদ্রোহিদিগের পলায়নের পথ রোধ করিয়াছে।

২৪ এ মে—গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে ইষ্টউইক সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে লর্ড এন্ফিল্ড বলিয়াছেন, হিরাট আফগান দিগের হস্তগত হইয়াছে কি না, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সিস্তান আমির রাজ্যের সীমা লইয়া রুশীয়ার সহিত কোন বন্দোবস্ত হয় নাই।

সেনাদলের আফিসরের পদ ক্রয়ের প্রথা ১৫৯ জনের বিরুদ্ধে ২০৮ জনের মতে প্রচলিত হইয়াছে।

লণ্ডন বুধবার সায়ংকাল। বেলভাইল ও কতকগুলি বারিকেড হইতে বিদ্রোহিগণ এখনও

যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা নিরুৎসাহ হইয়াছে। সকলে বিশ্বাস করেন, কল্য যুদ্ধ বন্ধ হইবে। তাহারা কৌন্সিল অব ষ্টেট বাটীতে অগ্নি দিয়াছে। অবশিষ্ট সেণ্ট ডেনিসে বদ্ধ হইয়াছেন।

২৪ এ মে রাত্রি—পারিসের মধ্যস্থলের এক ভাগ অগ্নি বারুদ দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। টুইলেরিস বাটী এককালে দগ্ধ হইয়াছে। অনুমিত হইয়াছে, লুবর বাটীর মালাদিগুলি রক্ষা পাইয়াছে।

বারসেলিস ২৪ এ মে—রাজস্ব মন্ত্রীর বাটী, টুইলেরিস ও টৌনহাল এককালে দগ্ধ হইয়াছে। মসুর টিয়র প্রস্তাব করিয়াছেন, বিদ্রোহিদিগকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা মহাসভার হস্তে দেওয়া উচিত।

লণ্ডন ২৫ এ মে—টিয়র ঘোষণা করিয়াছেন, বাদি বাতীত পারিসের আর সকল অংশ বারসেলিসের সৈন্যদিগের অধীনস্থ হইয়াছে। বাদিরও এক ক্ষুদ্র অংশ লওয়া হইয়াছে।

টুইলেরিস অগ্নিসাৎ এবং অন্য অন্য রাজবাটী নষ্ট হইয়াছে। লকসেম্বর্গ বাটীর কিয়দংশ বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পারিসের রাস্তাগুলি হত বিদ্রোহিদিগের মৃতদেহে পরিপূর্ণ। ২০,০০০ বিদ্রোহী বন্দীভূত হইয়াছে।

বারসেলিস ২৫ এ মে—গত রাত্রিতে ভয়ানক কামান হইয়াছে। পারেবিস্থিত বিদ্রোহিদিগের বাটারি হইতে অনবরত কামান হইতেছে। পারিসের অগ্নি কমিতেছে। মফস্বল হইতে খাদ্য দ্রব্য আসিতেছে। গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ টৌন হালে মর্কোয়া দুর্গ এবং ১০০০ বন্দীকে হস্তগত করিয়াছে। বিদ্রোহী বদ্ধ হইয়াছে।

লুবরের মূর্ত্তি গ্যালরি মাত্র রক্ষা পাইয়াছে অনুমান করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ মে সায়ংকাল—ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যে সন্ধি হইয়াছে তাহা ১২ জনের বিরুদ্ধে ৫০ জনের মতে সেনেটে গ্রাহ্য হইয়াছে। যে সকল সংশোধনের প্রস্তাব হয়, তাহাতে দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ সভ্য গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন করেন।

১লা জুন জর্ম্মাণির সম্রাট বার্লিনে আগমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ মে। গত বৎসরে সেণ্ট্রালের উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশেষ তৃতীয় দফা প্রস্তাব কমন্স সভাতে অনেকক্ষণ তর্ক হইয়াছে। মার্কুইস অব হার্টিংটোনের প্রস্তাব বহাল রহিয়াছে।

আর্ল গ্রানভিল বলিয়াছেন, সাধারণের আপত্তি হওয়াতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তোজের উপর টাক্স করিবার বিল পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লাস বাতীত আর সকল স্থান রক্ষা হইয়াছে। জাতি সাধারণ পুস্তকালয় রক্ষা পাইয়াছে। পারিসের দিকে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে। আলসেস ও লোরেন সম্বন্ধে কমিটির সহিত প্রিন্স বিসমার্কের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তিনি ১৮৭৩ অব্দ পর্যন্ত অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনকর্তা থাকিবেন।

বারসেলিস ২৬ এ মে। গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ ৬০০০ বন্দীর সহিত মাজাস, লয়ন্স অলিয়েন্সের রেলওয়ে ষ্টেশন ও বারিয়র ডি ইটালি হস্তগত করিয়াছে। বিদ্রোহিগণ প্লাস লাসিসেন্ট, বেলবিল, এবং শার্টের পর্ব্বত অধিকার করিয়াছে। তথা হইতে তাহারা পিট্রোলিয়ম তৈলের বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। পারিসের আর্চ বিশপ পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহিগণ ভিনসি দুর্গ উড়াইয়া দিয়াছে। অবশিষ্ট অন্য অন্য বিদ্রোহী সর্দারকে গুলি দ্বারা হত করা হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ কয়েকজন প্রতিভূকে বধ করিয়াছে।

২৭ এ মে। কর্ণেল আর্কিনিয়েল বলেন, মসুর জুলিস ফেবর বিদেশস্থিত ফরাসী দূতগণকে বলিয়াছেন, যে সকল বিদ্রোহী বিদেশে পলায়ন করিতেছে তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তত্তৎস্থানের গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। ইহারা ফৌজদারী অপরাধ করিয়াছে।

২৮ এ মে। গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ শার্টের পর্ব্বত অধিকার করিয়াছে। তাহারা একণে এক সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়াছে। তাহারা পারিসের আর্চ বিশপ ও আর ৬৩ জন প্রতিভূকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে। ডেলেসক্লজ হত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ বেলবিল লইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ মে। ক্রস সাহেব ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পলায়নপর বিদ্রোহিদিগকে ইংলণ্ডে থাকিতে বাধা দিতে পারেন না। কিন্তু যদি তাহারা ফৌজদারী অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইবে।

বারসেলিস ২৮ এ মে। সম্পূর্ণরূপে পারিসের বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে। বিস্তর বিদ্রোহী বন্দীভূত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমি প্রায় তিন বৎসর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কেবল প্রতিনিধিভাবে যে যে স্থানে এপিডেমিকের প্রাদুর্ভাব তত্তৎ স্থানে ভ্রমণ করিতেছি এবং অনেকগুলি স্থান দর্শন করিয়া সম্প্রতি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদ সব ডিবিজনে আসিয়াছি। এখানেও এপিডেমিকের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। আজি কালি যেরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এক একটী এপিডেমিককে ৩১৫ টী মেডিকেল কালেজ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালেজে তিন শ্রেণী হইতে বৎসরে উর্দ্ধসংখ্যা ৭৫ জন ডাক্তার হইয়া বাহির হন, কিন্তু এক এক এপিডেমিকে এককালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ডাক্তার হইতেছেন। তন্মধ্যে জাহানাবাদের এপিডেমিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে অসংখ্য ব্যক্তি ডাক্তার হইয়াছেন। ইহাদের ঔষধের নাম ও চিকিৎসা প্রণালী কিঞ্চিৎ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ইহারা চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ পারদর্শী ইহা দ্বারাই তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় হইবে। ঔষধের নাম—কুইনাইন (কুইনাইন, বা কুইন্) ক্যাষ্টর অইল—(রেড়ী তেল) ক্যালোমেল (কালামল) কিবার মিকশ্চার (কিবরি মিক্চি) এণ্টিমণি পাউডর (আন্টিমণির পৌডর) গ্রেগরিস্ পাউডর (গ্রিগিরোরীর পৌডর) ইত্যাদি। অপর চিকিৎসা বিষয়ে ইহাদের প্রধান সংস্কার এই যে, জ্বর থাকিতে কিবর মিকশ্চার ও জ্বরান্তে কুইনাইন দিলে আর জ্বর আইসে না। কিন্তু দেখিয়াছি জ্বরে কিবার মিকশ্চার যত দেওয়া যায় ততই ঘর্ম্ম, প্রস্রাব, ও বিরেচনাদি হইয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত করে। জ্বর বিচ্ছেদ হওয়া দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। তাহাতে আবার পথ্যের ব্যবস্থাও তদনুরূপ, খই, মুড়ি, কাঁকুড় ইত্যাদি। (জ্বর থাকিতে দুগ্ধ দেওয়া হয় না) এইরূপে রোগী কোন একটী উপসর্গ (যেন এমনাদি) আশ্রয় করিয়া, বিকার প্রাপ্ত হয়। বিকারের প্রধান চিকিৎসা বিষ্টার (কেহ কেহ বেলের চারাও করিয়া থাকে) ও মস্তকে জল দান; কিন্তু মস্তকে যে সময় জল দেওয়া কর্ত্তব্য অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় যখন মস্তিকে রক্তাধিক্য হইতেছে অথচ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয় নাই, রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উন্মত্তের ন্যায়, সে

অবস্থায় প্রায় দেওয়া হয় না। তখন বলা হয় যে, জ্বরের খেয়ালে ওরূপ হইতেছে। জ্বর গেলেই উহার শান্তি হইবে। কিঞ্চিৎ পরে যখন রোগী প্রবল জোয়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে (তৎকালে মস্তিষ্কে রক্ত অধিক হইয়া রক্ত স্রোত বন্ধ হইয়া যায়) তখন মস্তিষ্কে জল দিতে আরম্ভ করে। অল্পকাল পরে অন্তর্জলের সময় উপস্থিত হয়। এই সময় সুবন্ধু ভীত হইয়া অন্যান্য শিক্ষিত ডাক্তারের নিকট যায়। উঁহাকে ডাকিতে পথ হইতেই চিতার ধুম দেখিয়া ফিরিতে হয়। এইরূপ ঘটনা অধিকাংশ স্থানেই ঘটিয়া থাকে। আমি জ্বরাক্রান্ত যে কয়েকটী বিকারগ্রস্ত রোগী দেখিয়াছি, এই কারণে তাহার প্রায় তিন ভাগের মৃত্যু হইয়াছে। একভাগ (যাহাদের ঔষধ ও আহার উপযুক্ত করিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম) বোধ করি আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দুর্বলকর ঔষধের ব্যবস্থা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। মৃত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিকিৎসা প্রণালী ইহার এক প্রধান উদাহরণ স্থল। উক্ত মহাত্মা কখনই দুর্বলকর (কিনার মিকশ্চর বিরেচকাদি) ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি এত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেক মহোদয় অদ্যাপি কিনার মিকশ্চর ও জোলাপের মায়া ভুলিতে পারেন নাই। কিনার মিক (লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিস) দ্বারা সন্নিপাত উপস্থিত হয়। জোলাপ একবার যাহাকে [illegible] আর পুর্ব্বরূপ [illegible] আমাদের নিবাসেও আছে [illegible] ।"

[illegible] বক্তব্য এই, আমা[illegible] দেশের প্রায় সমু[illegible] করিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু [illegible] কেন উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন বলিতে পারি না। বোধ করি এসকল বিষয় [illegible] রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় না, কারণ এইরূপ ঘটনা প্রায় পল্লীগ্রামেই হইয়া থাকে। শান্তিপুরের এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই সকল সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ চিকিৎসকের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

জাহানাবাদ
১৮ এ মে
১৮৭১

শ্রীরজনী কান্ত রায়
বর্দ্ধমান কুলীন লাইসেন্সিএট
নেটিব ডাক্তার

---

* সম্প্রতি মহামান্য লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের সংস্কৃত পাঠের ন্যূনতা করিবার বাসনায় পূর্ব্বের নিয়মটী শিথিল করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাও ঐ নিয়মে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই উপলক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক, যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট, তথাপি আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে তাহা সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সংস্কৃত যে কিরূপ অমূল্য ভাষা তাহা পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলী বহুকাল হইতে স্থির করিয়াছেন। বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা সত্য, মাতার অবমাননা করা পুত্রের কখনই কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু মাতা যাঁহার জন্য যাঁহা শরীর ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার উন্নতি যে একান্ত প্রার্থনীয় একথা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন? ইংরাজীর সহিত সংস্কৃত ভাষার যতই আলোচনা হইতে থাকিবে? ততই কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস সকল বিষয়েই তুরন্ত উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। যদি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত অল্প পরিমাণে থাকে, তবে প্রথম উপাধির পরীক্ষায় এক্ষণে যে পরিমাণে সংস্কৃত আছে, সেই পরিমাণে থাকিলে কখনই শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে না। সুতরাং যদি এল, এ হইতে বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সংস্কৃতের ন্যূনতা করা হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত চর্চ্চা একপ্রকার বন্ধ করা হইবে। সংস্কৃতের অনুশীলন অধিক পরিমাণে হইলে ভাষাতত্ত্বের উপাদেয় ফল লাভ করিলে হইবে না। সংস্কৃত ভাষার সমীচীন সমালোচনা দ্বারা ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী পৃথিবীর পুরাবৃত্ত সংগ্রহে অনল্প সাহায্য পান নাই, ইহা মাক্স মুলর প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর রচিত গ্রন্থ পরম্পরাই সপ্রমাণ করিতেছে। কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি ব্যাকরণ, কি জ্যোতিষ, কোন বিষয়েই কোন ভাষাতেই সংস্কৃতের তুল্য প্রগাঢ় চিত্তাকর্ষণ লক্ষিত হয় না। যে ভাষা ভারত খনির অমূল্য রত্ন স্বরূপ, যে রত্নের তিমিরনাশকারী কিরণাবলী দ্বারা কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ভারতের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, যে ভাষার মোহিনী শক্তি কাব্যরসজ্ঞ মাত্রেরই অন্তঃকরণে অমৃত ধারা বর্ষণ করে, এরূপ ভাষার ক্ষুণ্ণ গতি নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের শিক্ষা প্রদানার্থ যেরূপ উৎসাহ ও যত্নাতিশয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় কার্য্যে পরিণত হয়, করা কর্তব্য। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। ইউরোপের যে সর্ব্বত্র উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহার এক মাত্র কারণ।

তমোলুক
৩০ মে

অনুগত
শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী

মহাশয়! জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মেমারি একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন, একটী পোষ্ট আফিস ও একটী মুন্সেফি আদালত আছে। আট মাস গত হইল, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মুন্সেফ ও বাবু হৃদয়মোহন বসু পোষ্টমাষ্টার এবং অন্যান্য অনেকগুলি ভদ্রলোকের প্রযত্নে এখানে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া অতি সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। মুন্সেফ বাবু পরিশ্রম সহকারে বিদ্যালয়টীর তত্ত্বাবধান এবং যাহাতে উহার উন্নতি হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হৃদয় বাবু এখান হইতে বীরভূমে বদলী হইয়া যাওয়াতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইহাঁর দ্বারা এদেশের ও পোষ্ট আফিসের যে কত উন্নতি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। যখন হৃদয় বাবু এই পোষ্ট আফিসে নিযুক্ত হইয়া আইসেন,

তখন খাঁ ... অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ... রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এক মাসের মধ্যে সমুদায় গোলযোগ পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। যে সকল চিঠি আমরা কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে ৪। ৫ দিনে পাইতাম, তাঁহার সময় হইতে আমরা এক দিন কি দেড় দিনে তাহা পাইতেছি। যে সকল পিয়ন আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে পোষ্ট আফিসের আয়ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। যে সময়ে তিনি এখানে আইসেন তখন মাসিক ৫০ টাকার অধিক আয় ছিল না; কিন্তু যখন তিনি বদলী হইয়া যান তখন ১১০। ১১৫ মাসিক আয় হইয়াছিল। হৃদয় বাবু যখন এই আফিসের ভার গ্রহণ করেন, তখন পাঁচটী মাত্র ব্রাঞ্চ আফিস ইহার অধীনে ছিল, কিন্তু বিশেষ ও ঐকান্তিক যত্নে তিনি এক এক করিয়া আরও আফিস বৃদ্ধি করেন এবং গ্রামে গ্রামে প্রায় ১০। ১২টী লেটার বক্স স্থাপিত করেন। তিনি এক বৎসর মাত্র এখানে ছিলেন, এই অল্পকাল মধ্যে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী ও বিশুদ্ধ চরিত্র ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এই স্থান ত্যাগ করাতে পোষ্ট আফিসের ও এদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাঁহাকে বীরভূমে বদলী করা হইয়াছে। আমরা পোষ্ট মাষ্টার জেনেরল মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করি তিনি হৃদয় বাবুর গুণ পরীক্ষা করিয়া এই ডিভিজনের সব ইনস্পেক্টরের পদ প্রদান করেন। তাঁহা দ্বারা পোষ্টাল বিভাগের অনেক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

১২৯৮ সাল } মেমারি ও তাহার নিকটবর্ত্তী
৩ রা চৈত্র } গ্রামবাসিগণ।

—০০—

মহাশয়! গত ১০ ই চৈত্র মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকার সময় জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত এড়িয়াদহ থানার অধীন বনহুগলী গ্রামে শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাটীতে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতেরা স্ত্রীলোকদের কষ্টের একশেষ করিয়াছে এবং ৯ বর্ষ বয়স্ক একটী বালকের গলা টিপিয়া শমন ভবনে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ডাকাতের প্রায় ৭। ৮ জন দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী আলোক জ্বালিয়া তন্মধ্যে যে কিছু টাকা ও অলঙ্কারাদি ছিল তৎসমুদায় লইয়া পলায়ন করে। প্রতিবাসিদিগের মধ্যে যাঁহারা নিজ নিজ ছাদের উপর হইতে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই ভয়ঙ্কর বিভৎস ... বিচিত্র চিত্রের প্রতিরূপ চিত্ত মধ্যে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এদিকে তথাকার পাহারাওয়ালা এই সকল ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া সাহায্য বা ডাকাইতদিগকে ধৃত করিবার কোন উপায় করা দূরে থাকুক, পথের এক পার্শ্বে লুক্কায়িত ছিল। দস্যুগণ প্রস্থান করিলে পর সেইস্থান হইতে বাহির হইয়া যে বাটীতে ডাকাইতি হইয়াছিল, তন্নিকটে গমন করিয়া কিয়ৎকাল গোলমাল করিয়া থানায় প্রস্থান করিল। পরদিন প্রাতঃকালে প্রাণকৃষ্ণ লোকেরা থানায় উক্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সব ইন্স্পেক্টর মহাশয় কোন কর্ম্মবশতঃ হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তৎকালে থানায় উপস্থিত ছিলেন না। ইহার প্রায় এক ঘণ্টার পর দারোগা মহাশয় কতকগুলি রক্ষ উকীবন্দী সমভিব্যাহারে বনহুগলি গ্রামে শুভাগমন পুরঃসর কিয়ৎকাল গোলমাল করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মহাশয়! আমরা সব ইনস্পেক্টর বাবুকে কিম্বা বনহুগলির ফাঁড়ির জমাদারকে কখন গ্রামের মধ্যে "রাউণ্ডে" আসিতে দেখি নাই। এখানকার পাহারাওয়ালারাও যেরূপে রাত্রিতে প্রজাদিগকে জাগরিত করে। তাহারা অবশ্য রজনীতে সকল স্থানে গমন করেনা, বৃষ্টি হইলে ত কথাই নাই। এই ক্ষুদ্র গ্রামে কতবার সিঁধ হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই; এখন আবার ডাকাইতি হইতে আরম্ভ হইল। এই গ্রামের সকল লোকই দরিদ্র। আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। যদি রাজপুরুষগণ সদয় হয়েন, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার নিবারণার্থ চেষ্টা করিবেন। অধিক কি কহিব, প্রজাগণ সমস্ত দিবস কর্ম্ম কাজ করিয়া নিশাভাগে চোর ও দস্যুগণের ভয়ে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। উক্ত বিষয়টী আপনার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, এটী একান্ত প্রার্থনীয়।

বনহুগলি } একান্ত বশম্বদ
১৪ ই চৈত্র } শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য।
১২৯৮

—০০—

গত সোমবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক অত্রস্থ গঙ্গাতীর জেটির ঘাটের জেটীর উপরে বায়ু সেবনার্থ গমন করিয়াছিলেন। (এই স্থানে প্রত্যহই ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্র ব্যক্তিগণ বায়ু সেবনার্থ গমন করেন) ঐ জেটীতে একখানি বেঞ্চ আছে, তাহাতে তাঁহারা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে পর্টকমিশনারের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সস্ত্রীক তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গরম হইয়া কর্কশ বাক্যে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তোমরা বড়! তোমরা আমাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে না। তোমরা ভদ্রলোকের মান জান না, তোমরা সব ছোট লোক। তোমরা জান, এ আসন ইউরোপীয়দিগের বসিবার জন্য। তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসিতে দেওয়া হয় বলিয়া এত আস্পর্দ্ধা পাইয়াছ ও স্বাধীনতা লইয়াছ যে, এই আসনে উপবেশন করিতে সাহসী হইয়াছ।" এই সকল বাক্য শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে একটী ভদ্রলোক উত্তর করিলেন যে, আপনার এত কষ্ট হইবার কারণ কি, সহজ ভাবে বলিলেই আমরা উঠিয়া যাইতাম, তাহাতে সাহেব মহোদয় আরও চটিয়া উঠিলেন, এবং তিনি আবার বলিলেন "চুপ রও, ইয়ে বাঙ্গালিকা বড়েকো বড়াতে দেখি 'কুত্তা গিয়া', সাবের লোক যেম লোকক। হটাতে। উক্ত ভদ্র লোকগুলি সাহেবের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া

শীঘ্র সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া রক্ষা পাইলেন। শুনিলাম ঐ বেঞ্চে বাঙ্গালী কেহ বসিলে সাহেবেরা ঐ রূপ ব্যবহার করেন। সেলাম না পাইলে যাঁহারা চটেন, ইনিও তাঁহার একজন। শুনিতেছি এই কথা শীঘ্র সংক্রোন্ত রেলের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়কে জানান হইবে।

শ্রীঃ—

মহাশয়ের ২রা ইজ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশে "জ্ঞানদীপিকা সভার পুস্তকালয়" কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল, এই রূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার হইতে তাহা সাধারণের নিমিত্ত খোলা হইয়াছে। মহাশয়ের পাঠক বর্গের বিদিতার্থ নিবেদন করিলাম।

জ্ঞানদীপিকা সভার পুস্তকালয়। নং ১ শ্যামবাজার গড়পার। } একান্ত অনুগত শ্রীরামলাল চক্রবর্তী সম্পাদক।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী হাবড়ার ৪।৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে মাহনা, নজরপুর, ইছাপুর, বালতুর এবং পার্বতীপুর নামে পাঁচখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামগুলি ফৌজদারি কার্য্য সম্বন্ধে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট এবং রেজেষ্টারি কার্য্য সম্বন্ধে আমতার মুন্সেফের অধীন আছে। উক্ত গ্রামগুলি হইতে আমতা ৮।১০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত। কয়েক মাস অতীত হইল, উক্ত গ্রামবাসিগণ হাবড়ার মুন্সেফীর অধিকারভুক্ত হইবার নিমিত্ত মাননীয় শ্রীযুক্ত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের সমীপে আবেদন করেন। আমতা মুন্সেফীতে মকদ্দমা করিতে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে যে যে অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা আবেদন মধ্যে বর্ণিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ আবেদন হুগলীর জজ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। জজ সাহেব বলেন, হাবড়ার মুন্সেফকে অনেক মকদ্দমার বিচার করিতে হয়, এজন্য ঐ কয়েকখানি গ্রামকে আমতা মুন্সেফীর অধীনেই রাখা উচিত। বর্দ্ধমানের কমিসনর সাহেবও বলেন, আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করা যায়, এরূপ কোন বিশেষ হেতু দেখা যায় না।

সম্পাদক মহাশয়! জজ ও কমিসনর সাহেবদিগের কেমন বিবেচনা আপনি ও আপনকার পাঠকবর্গই তাহার বিচার করুন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশে স্থানে স্থানে উপবিভাগ ও মুন্সেফী স্থাপিত করিয়াছেন? প্রজাগণের সুবিধার জন্য কি নহে? যদি তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে মাহনাপ্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামকে হাবড়ার মুন্সেফীর অধীনস্থ করা কি উচিত নহে? বিচার করিয়া দেখিলে উল্লিখিত গ্রামগুলি নিকটস্থ হাবড়া মুন্সেফীর অধীন হওয়া কি উচিত নহে? নিকটস্থ মুন্সেফের হস্তে অনেক মকদ্দমা আছে বলিয়া কি কতকগুলি প্রজাকে দূরবর্তী বিচারালয়ের অধীন থাকিতে হইবে? কোন বিচারালয়ে যদি এত অধিক কার্য্য হয় যে, নিয়মিত বিচারপতির দ্বারা তাহার সমাধা হওয়া কঠিন, তাহা হইলে তথায় অতিরিক্ত বিচারপতির নিয়োগই তৎপ্রতীকারের যুক্তিসিদ্ধ উপায়। অতএব হুগলির জজ সাহেব মাহনা প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রামকে হাবড়ার মুন্সেফীর অধীন করিতে যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা গুরুতর আপত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রজাগণের অসুবিধার নিরাকরণ করাই কর্ত্তব্য।

উপসংহারকালে বক্তব্য যে, বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় উপরিউক্ত বিষয়ে সুবিচার করিয়া, মাহনা, ইছাপুর, নজরপুর বালতুর এবং পার্বতীপুর প্রভৃতি গ্রামগুলির অধিবাসিদিগের ক্লেশ দূর করুন

১১ই জ্যৈষ্ঠ }
১২৭৮ সাল } শ্রীমিঃ

মূল্য প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ ভৌমিক। মুলনিয়া ৩৸
রাজা শতানন্দ ঘোষাল। ভুকৈলাস ১০
রায় লছমিপৎ সিংহ বাহাদুর
বালুচর ১৩
মুন্সি খাবিরুদ্দীন আহম্মদ—আমার ৬৸

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিটি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর দ্বারাতে, যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোনাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

[redacted] প্রথমতো প্রত্যেলিখিতমাথ পার্থিবঃ সম্যক্তো সুনিম্নযাসী ন খা

[redacted] সন ১২৭৮ । ৩০ এ জ্যৈষ্ঠ । ইং ১৮৭১ । ১২ ই জুন

কলি[redacted]দের বাঙ্গালা। ঙ্গনীর বি[redacted]লাদক প্রণীত অবলা ব[redacted]ড়া মেডিকা হ ৬৭ নং[redacted]ইত্তিবার বসে মুদ্রি[redacted] আছে। হকদন পু[redacted]কিআছল [redacted]

রাজনারায়ণ ব[redacted]াগ, মূল্য ৸০ আনা। আ[redacted]লা- লয়ে প্রাপ্য।

—:[redacted]

হোমিওপ্যাথিক [redacted] শিশুগণের পীড়া। মূল্য[redacted] পুস্তক কলিকাতা মু[redacted] ৭৭ নং অমরবুক প্রেসে [redacted]

[redacted]

বাঙ্গলা আসিরার চার্ট[redacted] ভুগোলবোধ, মূল্য ৴০ আ[redacted] প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা[redacted] নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অথবা[redacted] অন্বেষণ করিলে পাইতে পারি[redacted]

১৮৭১।৫।২২ } [redacted]

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝি হাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক্স।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং।

হুগিয়াষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও [redacted]টোলডাঙ্গার বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে সংপ্র[redacted] ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি [redacted] হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
[redacted]সইতিহাস	১ টাকা।
[redacted]লার ব্যাকরণ	।০, আনা

নীতিন,
নীতিনা

মুগ্ধবোধ ব

—

শ্রীযুক্ত বাবু অ[illegible]
ভারতবর্ষীয় উপাসক [illegible]
প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত [illegible]
বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ ৳

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা-
লয় শিমুলিয়া কর্ণওয়া- } শ্রী ১
লিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } পাওয়া

যাঁহারা আমাদিগের নিকট পৌষ মুল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে দিবেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দে[illegible] হয় না। কোন কোন স্থলে উহা দি[illegible] অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত আ[illegible] অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোম প্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৭ সাল
তাং ২রা পৌষ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
কার্য্যসম্পাদক।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

বাবতি স্থান		আন্দাজী
নং ১৩ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১৸৩ বিঘা
ঐ ২ সিংহের লেন	ঐ	৫৩ কাঠা

।
বা
না,
টে

বাজনা
।নথানি
। পদার্থ
। নিয়মিত
মিলন রো
পানির নিকট

॥ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫, বস্থ এণ্ড কো'
রো কলিকাতা।

—

।র রেলওয়ে।

নকল সহর কলিকাতার
।পান্তরিত করা হইতেছে।
।রেলওয়ে কোম্পানি সংবাদ
।রাগদহের ষ্টেসনের পার্শ্বে যে
। আছে তাহা স্থায়ী অথবা কিছু
। পরায় করিবার জন্য তাকা
।বে। এই সকল জমীতে পাট
। গুদামকরা যাইতে পারে। তাহার
।কে পাটের গাঁইট করিবার কল ও
।রে। উক্ত ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী
।গঙ্গ খালের ধারেও স্থান পাওয়া
পারে।

হ ষ্টেসন } ক্যুজেলিন প্রেষ্টেজ
মে ১৮৭১ } এজেন্ট

—:০:—

অভিনব কাব্য চণ্ডালিনী।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ১০, কবিতা পরিচয় ১ ম ভাগ ৵০, ২ য় ভাগ ৵১০। শিশুপালচিত্রাবলী। ৵১০।

২৩।১০।৭৭ } শ্রীক্ষেত্রনাথবন্দ্যোপাধ্যায় } ভুকৈলাসস্থ রাজবাটী।

—

ভত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনু বাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা

অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা মাত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। বিদেশীয় গ্রাহক দিগের ডাকের পরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড স্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } কলিকাতা বটতলা

—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম, বি. কর্ত্তৃক প্রণীত

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

উক্ত রেলওয়েতে গাঁইটবন্দী নয় এরূপ পাট লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাড়ার যে নিয়ম ছিল তাহা আগামী ১৫ ই জুন ও তাহার পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সংবাদ দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত রহিত হইবে। উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে মণ করা অর্দ্ধ পাইয়ের (১২ পাইয়ে আনা) হিসাবে গৃহীত হইবে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন } ক্যুজেলিন প্রেষ্টেজ
১৩ ই মে। ১৮৭১ } এজেন্ট।

—:০:—

মদারার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১ লা জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি কোট	জল
মোহানায়	১১	৬
তথা হইতে জাজিপুর		
১ মাইলের মধ্যে	৫	

জাজিপুর হইতে [redacted]
৫৭ মাইলের মধ্যে [redacted]
বহরমপুর হইতে [redacted]
৫০ মাইলের মধ্যে [redacted]
কাটোয়া হইতে [redacted]
৪৬ মাইলের মধ্যে [redacted] ৩
সন ১৮৭১ [redacted] বহরমপুর
থক ঘাটের মাপ।

[redacted]

বহরমপুর [redacted], উক্ত একজি
৫ ই জু [redacted] নিয়ের নদীয়া
১৮৭০ [redacted] বাড় ডিভিজন

—

[redacted] না।

[redacted] রাজকীয়
ক [redacted] যে ভাবে
ব [redacted] কেট সে
[redacted]

[redacted] সেক্রেটারির
[redacted], সুতরাং এ নিমিত্ত
[redacted] হইতে যে ব্যয় কর,
[redacted] আমার বলিয়া দিবে
তি [redacted]। যত বৎসর তার
অ [redacted] এক পয়সা কর্জ্জ না
ক [redacted] ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন;
ক [redacted] সেক্রেটারি ঐ সময়ের মধ্যে
[redacted] কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছি-
[redacted] কর্জ্জ করিতে বলেন? কেন
[redacted] কিসে এই টাকা বাড়িত
[redacted] এ সকল প্রশ্নের তৃপ্তিকর
[redacted] যায় না। এমন অবস্থায়
[redacted] বণিকদিগের আবেদন
[redacted] বাটীতে [redacted] করিবার
[redacted] কমিশ [redacted] প্রতিবাদ
[redacted], তাহা আম [redacted] নহে।
[redacted] সাক্ষাৎ

করেন, এ [redacted] নাই; কিন্তু এক [redacted] অপর বিষয়ে অ [redacted] সে বিষয়ে কি [redacted] নাই। কেবল লার্ড আর্গাইল [redacted] সকল চেষ্টা সেক্রেটারি ই এ [redacted] কেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধা [redacted] বিষয় জানিতে পারিবে [redacted] ংশের কার্য্যের প্রতিবে [redacted] তাহারা কিছুই জানিতে [redacted] গণ দিতে দেন না [redacted] এবং যোগ ও অনে [redacted] জাতীয় রাজনী [redacted] কোন [redacted]

সর্ব্বসাধারণের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া তাঁহাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ চেষ্টা করিলে ভাল হইতে পারে বটে; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এরূপ প্রতিনিধি গ্রহণ করিলে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবে। তৎপরে এই একটী অনিষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে ঐ অল্প সংখ্যা প্রতিনিধির ক্ষমতাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই সকল লোক ক্ষমতাবান সন্দেহ নাই, ইঁহাদিগের মধ্যে এরূপ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়ও থাকিবেন, যাঁহারা কাহারও প্রতিনিধি নহেন; তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের অনেক প্রভেদ থাকিবে। এক্ষণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ শাসনের নিমিত্ত অন্যান্য জাতির নিকটে দায়ী। বর্ত্তমান প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে আর সেরূপ দায়ী থাকিতে হইবে না; অন্য কেহও তজ্জন্য দায়ী হইবেন না।" তৃতীয় নেপোলিয়ন মধ্যে মধ্যে কেবল বাগ্‌জাল দ্বারা যেরূপ স্বার্থ বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা পাইতেন, লার্ড সালিসবরিও সেই চেষ্টা পাইয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইটালী প্রভৃতিতে যেরূপে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়, এদেশে অদ্যাপি সে সময় উপস্থিত হয় নাই সত্য; কিন্তু [redacted] মরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বড় বড় [redacted] াগ হইতে প্রধান লোকদিগকে মনো [redacted] করিলে কি কার্য্য চলেনা? এক্ষণে [redacted] কল ব্যবস্থাপক আছেন, উঁহাদের [redacted] নেকে এ দেশের অবস্থা উত্তম [redacted] বগত আছেন। ব্যবস্থা বিভাগের [redacted] ফিফেন সাহেব এতদ্দেশীয় কোন [redacted] জানেন না। এই সকল কারণ [redacted] সে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে ইহা [redacted] স্বীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা এ [redacted] অবস্থা ভালরূপ জানেন না, তাঁহা [redacted] হারা কি মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে

এমন [redacted] প্রধান লোক দিগকে [redacted] কর্ত্তৃ [redacted] ইহাতে কেবল আমাদিগকে রাজ [redacted] সংক্রান্ত স্বত্ব প্রদান নহে, ব্রিটিশ সাম্রা [redacted] অধিক সময়েও সাহায্যকারী [redacted] হইবে। ইংলণ্ডের রাজনীতি [redacted] "জবাব দিহি করিবার" জন্য দেশের উপযুক্ত লোকদিগকে প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। এটী কি যুক্তিসঙ্গত বাক্য? লার্ড সালিসবরি যে বিশৃঙ্খলার কথা বলিয়াছেন, সেটীও কোন কাজের কথা নহে। যে কারণে ও যে অবস্থায় প্রথম চারলসের সহিত মহাসভার বিবাদ হয়, ভারতবর্ষে তাহা হইবে, লার্ড সালিসবরি কি এই আশঙ্কা করেন? যদি ইহা হয়, তবে তিনি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা শাসনকর্ত্তাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ ও তাঁহাদিগের ভ্রম প্রদর্শন বিষয়ে সাহায্য করিতে চাই মাত্র। প্রধান ক্ষমতা শাসনকর্ত্তৃগণের হস্তেই থাকিবে। কিন্তু অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। লার্ড সালিসবরি কি ইহাকেই "অন্যান্য জাতির নিকটে ইংলণ্ডের জবাব দিহি" বলেন? কিন্তু এ প্রকার "জবাব দিহি" রক্ষা করিতে গিয়া ইংলণ্ড যে কলঙ্কিত হইবেন, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞদিগের কেহ বুঝিতে পারেন না। সমুদায় ভারতবর্ষী বলিতেছেন, প্রদেশ সমূহ হইতে প্রতিনিধি লওয়া কর্ত্তব্য, ইঁহারা দেশবাসিদিগের দ্বারা মনোনীত না হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ এক্ষণে আমাদিগের দেশে ইউরোপীয় দেশ সমূহের ন্যায় রাজনীতি সংক্রান্ত দলাদলী নাই; এখানে যে ব্যক্তি উপযুক্ত, তিনি প্রায় সকল শ্রেণীরই প্রতিনিধি। স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা সমূহে যে সকল স্বাধীন সভ্য আছেন, লোকে কি তাঁহাদিগের মতকে আপনা দিগের মত

পরিণত হইতে পারিবেন না ? ভারত-বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালীর অধীনে রাজনীতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকা সম্ভাবিত নয়। অতএব লার্ড সালিসবরি যে বলিয়াছেন, এই সকল প্রতিনিধির স্বার্থ ও সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণ রূপে পৃথক থাকিবে, এটী নিতান্ত অমূলক। মূল কথা এই, বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্ত হয়, ইহা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদিগের অভিপ্রেত নয়; কিন্তু সত্য অধিক দিন গোপনে থাকে না।

লার্ড সালিসবরি সিমলা বাস সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহার স্বষ্টিকর্ত্তা লাওলরেন্স স্বাস্থ্য রক্ষাই সিমলা বাসের এক মাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু লার্ড সালিসবরি বলেন, কলিকাতা অপেক্ষা সিমলায় অধিক কাজ হয়। কলিকাতা ভারতবর্ষ নয়, কলিকাতার লোকের মত সাধারণ মত নহে। যদি এরূপ হইল, তবে প্রদেশ সমূহ হইতে প্রতিনিধি আনয়ন করিবার সময় অবশ্য উপস্থিত হইয়াছে; সিমলায় কাজ অধিক হয় কি না, তাহা সেক্রেটারিদিগের অবকাশ লইলেই প্রকাশ পাইবে। কাজ হইলেও এতি বৎসর পাথেয়, ডাক ও টেলিগ্রাফের মাসুলে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার সমর্থন কিসে হইবে? এক মাত্র টাকার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিতেছেন। শাসন কর্ত্তৃগণের পর্ব্বতবাস নিবন্ধন যে টাকা অপব্যয়িত হয়, তাহা থাকিলে বঙ্গদেশে স্থানীয় কর স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। সিমলা বাসের সমর্থন করিয়া লার্ড সালিসবরি প্রকাশ করিয়াছেন যে, দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত রাজনীতিজ্ঞগণ চুরিরও সমর্থন করিতে পারগ হন।

রাজকীয় কমিসনের বিষয়ে লার্ড সালিসবরি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার মতে লার্ড মেয় উত্তমরূপে কাজ করিতেছেন। এই কমিসন করিলে তাঁহার অপমান হইবে। যাঁহার দোষ নাই, পরীক্ষা করিলে তাঁহার অপমান হইবে এটী নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অনুসন্ধান হইলে কেবল গবর্ণর জেনরলের নহে, মন্ত্রিবর্গের বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারিরও বিদ্যা প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা করা কাহারও অভিপ্রেত নয়।

—:০:—

রথ্যাকরের বিল।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় রথ্যা করের বিল অর্পিত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা গেজেটে সেলেক্ট কমিটির রিপোর্ট, রথ্যাকরের বিল এবং ব্যবস্থাপক সভার তর্ক প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন, বঙ্গদেশে আবশ্যকমত রাস্তা নাই; বার্ণাড সাহেব বলিয়াছেন, ১৬০০০ মাইল রাস্তা করিবার যে প্রস্তাব হয়, তন্মধ্যে এপর্য্যন্ত ১৩০০ মাইল মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ধনাগার হইতে রাস্তার নিমিত্ত যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট আর অধিক টাকা দিতে সমর্থ নহেন। রাস্তার নিমিত্ত যে সকল ফণ্ড আছে, তাহার আয় বৃদ্ধি হইতেছে না এবং তদ্দ্বারা সকল অভাবের পূরণ হওয়াও সম্ভাবিত নয়। গবর্ণমেণ্ট যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদিগের দেশে রাজধানী [redacted] কয়েক ক্রোশ দূরে ভাল রাস্তা নাই [redacted] মফস্বলে বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গালায় [redacted] নাই বলিলেই হয়। এমন অবস্থায় [redacted] প্রস্তুত করিয়া দিয়া বঙ্গদেশের উন্নতি [redacted] একান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। বাবু [redacted] মিত্র যে বলিয়াছেন, রাস্তা দ্বারা স্থানে জলপথ বদ্ধ হইয়া পীড়ার উৎপাদন করিয়াছে, এটী অসঙ্গত [redacted]

নহে; কিন্তু [redacted] হইতে গেছে দেশী রাস্তা [redacted] হইয়াছে। ইহা দ্বারা [redacted] কর্ত্তা এতি পয় হইতে [redacted] গ্রাম [redacted] প্রধান রাস্তা [redacted] দিয়াছে, অনে কাংশে [redacted] অবয়বের পরিবর্ত্ত লক্ষিত [redacted] পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বিস্তর নদী [redacted] আছে সত্য, কিন্তু নদী ও [redacted] রাস্তার প্রয়োজন হয় না, [redacted] তেই সঙ্গত নহে প্রতি [redacted] -হেবার প [redacted] সমূহ চৌ [redacted] তেছে, বিক্রমপ্রভৃতি [redacted] উন্নতি [redacted]

দুঃখ কমাইবার অথবা এ কৃষককে বাঁচাইবার জন্য যদি গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত রাজনীতি হয়, তবে বণিক ও অন্যান্য লোকদিগের অধিকারিদিগকে উক্ত কর হইতে মুক্ত করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়র সাহেবই বলিয়াছেন, বাণিজ্য দ্রব্য পূর্ণ শকট গাড়ি দ্বারাই রাস্তার অধিক [illegible] হয়। বণিকদিগের নিমিত্তই এই অধিক হইয়া থাকে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মতে বণিকগণের নিকট হইতে কর লওয়া উচিত নহে।

গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত দ্বিতীয় কারণটী নিতান্ত অসঙ্গত। রাস্তার নিমিত্ত ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। বাণিজ্য বৃদ্ধি হইলে যে শুল্ক সংগৃহীত হইবে, তাহা স্থানীয় না প্রধানতম গবর্ণ মেণ্ট লইবেন? সৈন্যদিগের গমনাগমন প্রভৃতি কি স্থানীয় রাস্তা দ্বারা হইবে না? যখন ১৬ কোটি টাকা রাজস্ব ছিল, তখনও প্রধান গবর্ণমেণ্ট দেশের সর্ব্ব স্থানে রাস্তা করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষ[ণে] [illegible] কখন তিন লক্ষ সৈন্যের কম ছিল না। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে প্রায় ঐরূপ আয় ব্যয় হইতে দেখা যায়; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রদেশে ১৩০০ মাইলের অধিক রাস্তা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এক্ষণেও বলিতেছি, রাস্তার নিমিত্ত ভূমির উপর কর স্থাপন করিলে ভূমির মূল্য কমিবে, কৃষির ও অনিষ্ট হইবে। জমীদার কখন নিজ [illegible] দিবেন না; তবে জমীদারেরা আপাতত দিতে পারেন বটে; কিন্তু নূতন বন্দোবস্ত বসাইবার সময় অবশ্যই এই টাকা প্রজার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইবে। এদিকে শস্যের উপরে রপ্তানী কর বসিয়াছে, সুতরাং সকল দিকেই দরিদ্র কৃষকেরই সর্ব্বনাশ হইতেছে।

নূতন বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে, সকল জমার উপরে না করিয়া ভূমির করের উপরে কর স্থাপিত হইবে; অর্থাৎ যত টাকা রাজস্ব তাহার প্রতি টাকায় দুই পয়সা কর লওয়া হইবে; অর্দ্ধেক জমীদার ও অর্দ্ধেক প্রজাকে দিতে হইবে। কালেক্টর প্রথমে জমীদারের নিকটে সমুদায় লইবেন, তৎপরে ঐ টাকা জমীদার প্রজার নিকটে আদায় করিয়া লইবেন। অর্থাৎ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যেমন বলিয়াছেন, জমীদারগণ বিনা বেতনে গোমস্তা হইবেন। জমীদারীতে যে সকল জমা আছে তাহার উপরে কর হইবে। জমীদার, পত্তনীদার, দর্পত্তনিদার, সকরাদার প্রভৃতির এক এক হিসাব জমীদারকে দিবেন; তৎপরে কর বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে।

বিল অর্পিত হইলে পর বাবু দিগম্বর মিত্র ও রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ঘোরতর আপত্তি করেন। মৌলবী আব্দুল লতিফ বলেন, তিনি গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য; [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য বলিয়া কি আত্মা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইবে? ইউরোপীয় সভ্যগণ বিলের অনুমোদন করিতে পারেন। ইউরোপীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা ভোগ করিবেন অথচ কর দিবেন না, ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রেত। ইনকম ট্যাক্স ভিন্ন অন্য কোন কর তাহাদিগের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয় নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, প্রস্তাবিত কর স্থাপন দ্বারা যেসকল গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এটি লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর স্বীকারকরিয়াছেন। আপাততঃ কর আদায় হইতেছে না; ইহা অন্ততঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। ভারতবর্ষীয় সভা কমন্স সভাতে যে আবেদন করিতেছেন, ইহার মধ্যে তাহার ফল জানা যাইবে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক হইয়া কাজ করিতে বলিতেছি। যাহাতে সাধারণের এত আপত্তি আছে, তাড়াতাড়ি সে বিষয়ের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্যালয়ে আনুকূল্য দান [illegible]

বিদ্যালয় সমূহে আনুকূল্য দান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ বিষয়ে কেবল শিক্ষাবিভাগের প্রধানদিগের নহে, বিভাগীয় কমিসনরদিগেরও মত প্রার্থনা করা হইয়াছে। আটকিন্সন সাহেব বর্ত্তমান প্রণালীর সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু কয়েক জন ইনস্পেক্টর বলিয়াছেন, কম দেওয়া আনুকূল্য দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তাদিগের মতে বঙ্গদেশীয়দিগকে বিদ্যা দান করিলে সাম্রাজ্যের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর্জ্জিল ক্যাম্বেল সাহেব এই মতের পোষকতা করিবেন বলিয়াই বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অনুসন্ধানটী শিক্ষা বৃদ্ধির নিমিত্ত নহে, উহা কমাইবার জন্যই হইতেছে। আমরা ডিরেক্টর, ইনস্পেক্টর ও কমিসনরদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন দেশের যথার্থ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাজ করেন। এবার শিক্ষাবিভাগের কতক ব্যয় কমান হইয়াছে; আরও কমান লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা বোধ হইতেছে। অতএব শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ আনুকূল্য দানের বিষয়ে যেন কোন প্রতিবন্ধক আচরণ না করেন। ১৮৬৪ অব্দের ১৩ ই জানুয়ারি সর জন লরেন্স যে আজ্ঞা দেন, তদনুসারে কাজ হয় নাই। উক্ত আজ্ঞানুসারে কাজ হইলে চাঁদা ও ছাত্রদের বেতন একত্রিত করিয়া যত টাকা সংগৃহীত হয়, গবর্ণমেণ্টের তত টাকা আনুকূল্য দান উচিত। কিন্তু এক্ষণে চাঁদা ও ছাত্রদের বেতন হইতে যে টাকা সংগৃহীত হয়,

তাহার তিন অংশের দুই অংশ মাত্র আনুকূল্য দেওনা হইয়া থাকে। কয়েক বৎসরাবধি ইনস্পেক্টরেরা হিসাব লইয়া এত পিড়া পিড়ি করিতেছেন যে, অনেক ভদ্রলোক আনুকূল্য লইতে ভীত হন। এটী ইনস্পেক্টরদিগের দোষেই হইয়াছে। আমাদিগের মতে ডিরেক্টরের প্রস্তাব মন্দ নয়। ফল দেখিয়া আনুকূল্য দান সম্ভাবিত নয়। শিক্ষক ভাল না হইলে কখনই উত্তম ফলের আশা করা যায় না। অল্প টাকায় উত্তম শিক্ষক পাওয়া কঠিন; সুতরাং পর্য্যাপ্ত আনুকূল্য ভিন্ন অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা অল্প। এমন অবস্থায় সর জন লরেন্সের আজ্ঞানুসারে কাজ করাই কর্ত্তব্য। হিসাবের এত পিড়া পিড়ির প্রয়োজন নাই। কোন কোন বিদ্যালয়ে এক হিসাবের টাকা অন্য হিসাবে লেখা হয় সত্য; কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, কোন সম্পাদক স্কুলের টাকা আত্মসাৎ করেন না যে টাকা আয় হয়, যাহাতে তাহার কিছু অপব্যয় না হয়, তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কিঞ্চিৎ মনোযোগ বিধান করিলেই যথার্থ কাজ হইবে। অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয় কমিটি সমূহকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

—:*:—

হিন্দু স্ত্রীগণের স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা যেমন লোভনীয়, স্বেচ্ছাচারিতা তেমনি হেয়নীয়। স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী হন, কি সভ্য কি অসভ্য কোন সমাজেই ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে এ উভয়ের ভেদ বোধে সমর্থ না হইয়া স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা জ্ঞান করিয়া থাকেন। যুবকগণ এদেশীয় স্ত্রীগণকে যেরূপ পরাধীন জ্ঞান করেন, বাস্তবিক ইহারা সেরূপ নহেন। ইহাঁরা গৃহিণীর সমস্ত সমুদায় কাজই স্বাধীন ভাবে করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের সহচরী, প্রতিবেশিনী ও আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাধা নাই। ইহাঁরা তীর্থাদি স্থলে অনায়াসে গমন করিয়া থাকেন। আত্মীয় ব্যক্তির বাটীতে উৎসব কালেও গমন করেন। স্বামী ও রক্ষকগণ ইহাঁদিগের ইচ্ছামত অশন বসন অলঙ্কারাদি দেন। অবগুণ্ঠনের ক্ষমতাও অনেক হ্রাস হইয়াছে। তবে ইহাঁদিগের স্বাধীনতার অসঙ্গতি কি? তবে বিশেষের মধ্যে এই, ইহাঁদিগকে ঐ সকল কার্য্য গুরুজন ও রক্ষকগণ সমভিব্যাহারে সম্পন্ন করিতে হয়। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। হিন্দু সমাজ আজিও সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হয় নাই। স্ত্রীগণের লেখা পড়া শিক্ষা দূরে থাকুক, পুরুষেরাও আজি সম্যক বিদ্যাশিক্ষা হইয়া দুষ্কর ধর্ম্মনীতি জ্ঞান জন্মে নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীগণ রক্ষকশূন্য হইয়া স্থানান্তরে গমনাদি করিলে অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে। হিন্দু সমাজ এক্ষণেও যে কিরূপ অসংস্কৃত আছে, নিম্ন লিখিত পত্রখানি তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। হিন্দু সমাজ যত সংস্কৃত হইবে, ততই এদেশীয় রমণীগণের পূর্ব্ব বর্ণিত স্বাধীনতা উৎকর্ষ লাভ করিবে। যুবকগণের সেই সমাজ সংস্কারেই সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অল্পায়াসে সমুদায় অভীষ্ট লাভ হইবে।

মহাশয়! আমি মেটে ফিরিঙ্গি বা ইংলণ্ডের ফেরত নই। আমি একজন হিন্দু, কিন্তু হিন্দু সমাজের কিছুই এতদিন খপর রাখতেম না। যুবকগণ স্ত্রীগণের স্বাধীনতা দানে যে চেষ্টা করেছেন, আমারও তাতে অনভিমত ছিল না; কিন্তু যতই হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করচি, ততই বোধ হচ্চে যে, স্ত্রীগণের স্বাধীনতা দানের এখন সময় উপস্থিত হয় নাই, বিবরণ এই।

একদিন শুনলেম খোড় হচ্চে (১)

(১) শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা বিষয়ক সঙ্গীত। (ইতিপূর্ব্বে আর কখন খোড় শুনি নাই।) সাধন মনে বন্ধুগণের সঙ্গে খোড় শুনতে গেলাম। দেখলেম কি, মাথায় পাগড়ি বাঁধা আর মালীর মত; একজন দাঁড়িয়ে হাত পা ছুড়চে, আর একে গলায় বেঁধে, মাথরী বলে বেজায় চেঁচাচ্চে। সম্মুখে চিক্ পড়েছে, অন্তঃপুরচারিণীরা তার মধ্যে বসেচেন। গায়েন ঠাকুর সেই দিকেই বারে বারে তাকাচ্ছেন, আমি জিজ্ঞাসা করলেম কি গান হচ্চে? "মান" বিদের মান, "কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, রাধিকা নামক এক গোপবধূর সহিত তাঁহার প্রণয় হইয়াছিল; প্রত্যহ রাধিকার নিকট যাওয়াত করিতেন। একদিন চন্দ্রাবলী নামক অন্য উপপত্নীর নিকট গমন করায় রাধিকা ক্রোধে অধীর হইয়া অভিমান করিয়াছেন, কৃষ্ণ পায়ে ধরিয়া সাধ্য সাধনা করিতেছেন। গায়েন ঠাকুর রসিক লোক; সুতরাং মানের পালায় বস্ত্র হরণটাও সেরে দিলেন। একদিন গোপবধূরা নদীতে স্নান করিতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্রগুলি লইয়া নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। গোপীরা বস্ত্রাভাবে ডাঙ্গায় উঠিতে পারেন না। পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের নিকটে বস্ত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা বৃক্ষতলে না আসিলে বস্ত্র দিব না, তারা। কি করে অগত্যা হস্তে লজ্জা নিবারণ করিয়া বৃক্ষতলে আসিল; তিনি বলিলেন, হস্ত তুলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম কর, নতুবা বস্ত্র পাবে না, তাহারা তাহাই করিল"। আমি শুনে অবাক হইলাম। কি লজ্জার কথা! যাহা লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে, সেই অশ্লীল বিষয় অমুক্ত চিত্তে লোকে শ্রবণ করিতেছেন। যাঁহারা যাত্রাওয়ালাদের কার্য্যকে দূষ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, যাঁহারা প্রকাশ্য স্থলে এমন কুৎসিত সঙ্গীত স্ত্রীগণকে শ্রবণ করিতে দেন, কি তাঁহাদের প্রবৃত্তি!! ছি, কি লজ্জা, হিন্দুগণ! একবার ভেবে দেখ, লোকে যে কাজ করিলে কর্ণে হাত দাও, আজ তোমরা কি না তাই প্রকাশ্য স্থলে আমোদ করিয়া শ্রবণ করিতেছ! সঙ্গীতের কি আর বিষয় নাই? রাম, রাবণবধ, বস্ত্র হরণ, মান, মাথুর যাহা লোকে করিলে সমাজ নিন্দিত হয়, তাই বেশিদের

ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম চূর্ণবিচূর্ণ সত্য। একবার ধুচি কর, হিন্দু সমাজের কলঙ্ক অপনয় কর। এসকল দেখিলে কে না বলিবে যে, যদি হিন্দু সমাজ রসাতলে যায় তাহেও তাহার ক্ষতি হইতে পারে না। আমি আরও দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, অনেক ব্যক্তি সভ্যাভিমানী যুবক সংকীর্ত্তনের নেতা। কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখুন কৃষ্ণলীলা, কি অশ্লীল বিষয় পূর্ণ।

যে সমাজে সাম্পত্যি, ও তদুদ্দেশক বিষয় ধর্ম্ম সঙ্গীত, রাস, দোল, বিগ্রহ মূর্ত্তি, পুরুষের রিপু চরিতার্থতা জন্য কামিনীর সৃষ্টি, ঐহিক সুখ, [illegible] দের ধর্ম্ম প্রচারিকা বক্তৃতা, কামিনী [illegible]

করে। হিন্দু সমাজ [illegible] ? এ যুবক বিবাহের [illegible] কামিনীগণের কিরূপ [illegible] এম করা ও [illegible]কারে তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে হয়, তাহা এখনও অনেকে অবগত নহে।

বর্ত্তমান জর্ম্মণ ও ফরাসী যুদ্ধে ইউরোপের শক্তিসাম্য স্থির হইয়াছে কি না? (*)

কোন নিয়মের অস্তিত্ব নিবন্ধন যে সকল ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হইলেই যে ঐ নিয়মের ভঙ্গ হইয়াছে স্থির করিতে হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। যে পরিবার মধ্যে সকলে প্রণয় পাশে বদ্ধ থাকাতে নিয়তই শান্তিদেবী বিরাজমানা থাকেন, তথায় সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদাদি ঘটিতে থাকিলে উঁহাদের পূর্ব্ব প্রণয় পাশ ছিন্ন হইয়া এই বিপরীত ফলের উৎপাদন করিয়াছে, ইহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইউরোপীয় রাজগণ যেরূপে শক্তিসাম্য (ব্যালান্স অব পাওয়ার) রক্ষা করিয়া যে সকল ফলভোগ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত বর্ত্তমান জর্ম্মণ ও ফরাসী যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিবেশী রাজগণের ব্যবহার ও তন্মূলক ফলের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এই প্রস্তাবের শীর্ষস্থানস্থিত বিষয়টীর মীমাংসা হইবে।

পূর্ব্বে ইউরোপে এই এক প্রধান নিয়ম ছিল কোন রাজা বা গবর্ণমেণ্ট অন্যায় প্রভু শক্তির প্রতি হস্তার্পণ করিলে অথবা বিবাহ কিম্বা উত্তরাধিকারাদি দ্বারা স্বরাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা পাইলে পাছে তিনি পরিণামে অন্যের প্রতি হস্তার্পণ করেন, এই আশ[illegible] পূর্ব্বক [illegible]

[illegible] ক্ষেপেই উৎপত্তি [illegible] স। সভ্যতাসম্পন্ন স্থানে এরূপ নিয়ম হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ইউরোপের রাজা সমুদায় যতই সভ্যতাসম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই রাজগণ এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ যাঁহার প্রধান হইবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকে প্রধান হইতে না দেওয়া অসভ্যতার লক্ষণ বটে; কিন্তু যিনি দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া কোন অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বা যাঁহার দ্বারা সমাজের ও পৃথিবীর অনিষ্ট হইতেছে, তাঁহার সে দুরাকাঙ্ক্ষা নিবারণ ও অনিষ্টের উন্মূলন চেষ্টা কখনই সভ্যতাবিরোধী লক্ষণ নহে। ইউরোপের [illegible]জ্য সমুদায় সভ্যতাসম্পন্ন হইলে পর [illegible]র যত যুদ্ধ বিগ্রহাদির সংঘটন হইয়াছে, আপনাদের বিপদ ও জগতের অনিষ্ট ভাবিয়া প্রতিবেশী রাজগণ তন্নিবারণ করিয়া স্বরাষ্ট্রের শক্তিসাম্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইতিহাস ইহার ভুরি ভুরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই যখন অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, তখন একবার এই চেষ্টা হয়। এই সময়ে এত দূর বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে সমুদায় ইউরোপকে তাঁহার প্রতাপে কম্পান্বিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট শক্তিসাম্য রক্ষার্থ মিলিত যত্নে তাঁহার সেই গর্ব্বের খর্ব্বতা সাধন করেন। তাহাতেই ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ড ও অন্যান্য রাজ্যের শত্রুতার সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় উদাহরণ স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যুদ্ধ। স্পেনের দ্বিতীয় চার্লসের সন্তান সন্ততি ছিল না। এজন্য অ[illegible] বুরবন ও হাপসবর্গ বংশ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির হন। দুটী বংশই এক স্পেনীয় রাজপুত্রী হইতে উৎপন্ন। কিন্তু চার্লস ও [illegible]র ইচ্ছা শেষোক্ত বংশই সমুদায় [illegible]কারী হন। ফ্রান্স ইহা [illegible]

এই [illegible] অন্য বংশের প্রধান করিলেও [illegible] বিপক্ষ [illegible] গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন না। ফ্রান্সের এই ক্ষমতা বৃদ্ধি দেখিয়া ইংলণ্ড ও হলাণ্ড যুদ্ধ [illegible] মার্লবরো [illegible] করেন। পাছে ফ্রান্স বর্দ্ধিত বলে গর্ব্বিত হইয়া অন্য রাজ্য আক্রমণ করেন, এই আশঙ্কায় ইংলণ্ড ও হলাণ্ড একমত হইয়া তাহার নিবারণ করিয়া শক্তিসাম্য রক্ষা করিলেন।

যৎকালে অষ্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়া গ্রহণ করেন, তখন প্রুশিয়া ও স্যাক্সনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়ার ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গ্রহণ করিলে শক্তিসাম্য ছিন্ন হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় ১৭৭৮ খৃঃ অব্দের যুদ্ধ ঘটিয়া হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশিয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে সকলেই ভীত হন। সুইডেন, পোলাণ্ড, তুর্কি চতুর্দ্দিকেই কাঁপিয়া রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে রুশিয়া তুর্কির

(*) [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায় বাহাদুরের বিজ্ঞাপনানুসারে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক লিখিত।

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। লোকে পড়িয়া জাঁহুরা তাঁহার সহায়তা করেন। ডেনমার্ক সন্ধি দ্বারা রুশিয়ার সহিত মিলিত হন। ফ্রান্স নিজের রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারাদি লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। প্রশিয়া হলাণ্ড ও ইংলণ্ড পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। সুইডেনের সহিত রুশিয়ার কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু সুইডেনের রাজা রুশিয়ার এই পরাক্রম বর্দ্ধন ও সর্ব্ব প্রাধান্য লাভের চেষ্টা দেখিয়া প্রতিবিধানার্থ অগ্রসর হইলেন। তুর্কির সাহায্য সূত্রে তিনি উপলক্ষে সৈন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এ দিকে রুশিয়া তুর্কিকে পরাজয় করিয়া সুইডেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই সুইডেনের পতন সাধন হইত, কিন্তু ইংলণ্ড ও প্রশিয়া মধ্যবর্ত্তী হইয়া রক্ষণ করেন। পাঁচ বৎসর এই [illegible] না।

তাঁহার বিনাশ কালে কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন না। সাহায্য করা দূরে থাকুক, মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয় যুদ্ধার্থীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন দ্বারা বিবাদের খণ্ডন করিবারও ইচ্ছুক হন না। পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা প্রভৃতিতে সর্ব্ব প্রধান যে ফরাসী জাতি, একেবারে তাহার পতন হইল, চতুর্দ্দিকে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিলেন, অথচ কেহ তাহার নিবারণ চেষ্টা করিলেন না। পক্ষান্তরে জর্ম্মণীয়েরা জয়োল্লাসিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সাহস সহকারে পরাধিকার হরণার্থ সত্বরে প্রবৃত্ত হইল এবং সমাজের শৃঙ্খলা ছিন্ন হইয়া নানা অনর্থের উৎপত্তি হইতে লাগিল। ইউরোপীয় রাজগণ কেন যে এই বিষয়ে [illegible] বুঝিয়া উঠা [illegible] জাতির

[illegible] প্রদেশের শক্তিসাম্য রক্ষার্থ [illegible] উচিত ছিল তাহা না করাতেই পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব প্রভাবশালী ফরাসি জাতি ধ্বংস হইল, অথচ [illegible] অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ একেবারে বিনষ্ট হইল, [illegible] সাহস ও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন জাতি উৎসন্ন গেল এবং শক্তিসাম্য ছিন্ন হইয়া এক্ষণ রাজাদিগের দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুশ্চেষ্টা অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল।

শক্তিসাম্য ছিন্ন হইলে যে যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বকার রাজগণ প্রাণপণ চেষ্টায় উহার রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে [illegible] পরাভবে তাহাই আরম্ভ [illegible]

[illegible] সাধারণের অনুমোদিত না [illegible]

[illegible] উপস্থিত [illegible] ও আশ্চর্য্য নাই।

যুদ্ধ উপস্থিত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড একমত হইয়া রুশিয়ার [illegible] দ্বারা [illegible] করেন। পূর্ব্বোক্ত [illegible] বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইউরোপে শক্তিসাম্য রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ইউরোপীয় কোন রাজা বা গবর্ণমেণ্ট শক্তিসাম্য রক্ষার্থ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। সকলেই একবাক্য হইয়া ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। [illegible] হইয়াছিল। সন্ধি, যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ক যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার [illegible] মুক্ত হইয়া সকলেই [illegible] রাজ্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের পরাভবে ঐ চিরাচরিত নিয়মের ভঙ্গ হইল। অনর্থও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। [illegible] সময় কালে সমুদায় ইউরোপ [illegible] বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহার [illegible] সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু

[illegible] হয়। যোরেন জলারদের [illegible] যখন স্পেনের সিংহাসনে [illegible] হন, তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, তাহা হইলে পঞ্চম চার্লসের সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, অবশ্যই তাহারই পুনরভিনয় হইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়া প্রভৃতিও এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। প্রশীয় রাজকুমারও পিতার আজ্ঞানুসারে সে চেষ্টা হইতে বিরত হন। তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া প্রশীয়ার রাজাকে বলিয়া পাঠান, ভবিষ্যতে কোন প্রশীয় রাজকুমার উক্ত সিংহাসন লাভের চেষ্টা না করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা হইতে হইবে। ইহা হইতেই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ফরাসী জাতির মতানুসারে এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা হয় নাই। সুতরাং এ দোষ জাতি সাধারণের নহে, এটী নেপোলিয়নেরই দোষ বলিতে হইবে। সিডানের যুদ্ধে নেপোলিয়ন বন্দী হওয়াতেই সে দোষের খণ্ডন হইয়াছে। তাহার পর ফরাসীরা

[illegible] ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ [illegible] বার অভিপ্রায় প্রকারান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে। ভবিষ্যতের কথা দূরে থাকুক, এক দিন যে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কেহ একটী কথা বলিতেও সাহসী হন নাই, ফ্রান্স পরাজিত হইতে না হইতেই সেই ইংলণ্ড আক্রমণের বিষয়ে জর্ম্মণীয় সেনাপতিগণের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। ফ্রান্সের পরাভবে প্রশিয়া অন্যের প্রভুত্বের প্রতি হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইলেন। আবার দেখ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যে শক্তিসাম্য রক্ষার্থ রুশিয়ার প্রাধান্য লাভের চেষ্টার নিবারণ করেন, তাহাতে যে সন্ধি হয়, এ পর্য্যন্ত রুশিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হন নাই। কিন্তু ফ্রান্সের পরাভবে রুশিয়া সেই সন্ধিভঙ্গে উদ্যোগী হন। রুশিয়া দেখিলেন, ফ্রান্স পরাভূত, প্রশিয়া তাঁহার পক্ষ, ইংলণ্ড একাকী কিছুই করিতে পারিবেন না, অতএব কৃষ্ণসাগর বিষয়ক ঐ উপযুক্ত সময়, এই ভাবিয়া ১৮৫৬ অব্দের সন্ধি

[illegible] পুরাতন [illegible] সমুদ্রে আপনা দিগের [illegible] স্থাপনে [illegible] হন। [illegible] [illegible] অসীম সাহস [illegible] ইহার প্রতিবাদ উঁহাকে আপাততঃ [illegible] স্থির করিয়াছে বটে; কিন্তু রুশিয়া এক কালে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন, একপ বোধ হয় না। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার [illegible] লোভ আছে। রুশিয়া ক্রমে বল বৃদ্ধি করিতেছেন, প্রুশিয়া অসীম ক্ষমতা লাভ করিয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, কখন কাহাকে আক্রমণ করেন, ইংলণ্ড অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি সকলেই চিন্তিত, বেলজিয়ম ও [illegible] প্রভৃতি ভীত, এক ফ্রান্সের পরাজয়ে ইউরোপের সমুদায় শান্তির নাশ হইয়া এই সকল মহা অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছে। অতএব জর্মন ও ফরাসী যুদ্ধে যে [illegible] (ব্যালান্স অব পাওয়ার) ছিন্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ [illegible] সোমবার।

[illegible] [illegible] [illegible] লটারি খেলিলাম।

[illegible] [illegible] [illegible] লিখিয়াছেন, গত বৎসর সর [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ [illegible] খেলিলে ফৌজদারিতে অর্পণ করা হইবে। ইহাতেও এবৎসর লটারির বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেব এবারও সতর্ক করিলেন, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এপ্রকার হইলে নিশ্চয়ই উঁহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইবে।

[illegible] জমীদার বাবু গিরিধারী লাল বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যদি তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি হিন্দুদিগের লণ্ডনে যাইবার নিমিত্ত এক জাহাজ প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে আহার পানাদির কোন ব্যাঘাত হইবে না এবং শাস্ত্রানুসারে হিন্দু কর্মচারী রাখা হইবে। যে সকল লোক ইংলণ্ডে যান, তাঁহারা আহার ও পান বিষয়ে বড় গোল যোগ করেন না।

সম্প্রতি একটা মকদ্দমা উপলক্ষে একজন বাঙ্গালী উকীল [illegible] কমিসনরের আদালতে গমন করায় তাঁহাকে জুতা বা পাগড়ি [illegible] আদালতে খুলিয়া রাখিতে বলা হয়। উকীল বলিলেন, সার [illegible] এই অবমাননা প্রথার উন্মূলন করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে এ নিয়ম নাই। কিন্তু কমিসনর বলিলেন, জুতা বা পাগড়ী না খুলিলে তিনি আদালতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। উকীল জুতা খুলিয়া আদালতে প্রবেশ করিতে অসম্মত হওয়াতে কমিসনর তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া কলিকাতায় নিয়মে কার্য্য করিতে দিয়াছেন। এবিষয়ে কমিসনর সাহেব প্রধান আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

[illegible] পারিস [illegible] প্রায় ১০ লক্ষ লোক উক্ত নগর পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেবল দরিদ্রগণ নহে, অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও [illegible] অধিকাংশ লোক [illegible] গমন করিয়াছেন। [illegible] [illegible] কর্ম্ম করিতে না পারিলে লোকের [illegible] দুর্দশা হইবে সন্দেহ নাই।

[illegible] হইয়াছে, [illegible] রাজা চন্দ্রনাথ রায়কে দেওয়ানী আদালতে গমন করিতে হইবে না। যখন রাজা [illegible] ঠাকুর ও সত্যানন্দ ঘোষালকে এই স্বত্ব দেওয়া হয়, তখন ক্যাম্বেল সাহেব বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে আর কাহাকে এই স্বত্ব দেওয়া উচিত নহে। রাজা চন্দ্রনাথকে এই স্বত্ব দেওয়াতে বোধ হইতেছে, লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

এবার লণ্ডনের প্রদর্শনে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল, সেগুলি রাখা যায় এরূপ পর্য্যাপ্ত স্থান দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষীয় কমিসনরদিগকেও যথোচিত সম্মান করা হয় নাই। কিন্তু অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর অধিক পরিমাণে এবং উত্তম দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছে। যদি সত্য ভারতবর্ষের রাজনীতি বিষয়ে যেরূপ ইংলণ্ড বাসীরাও শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে এদেশের প্রতি সেইরূপ মনোযোগী। ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের বহু মান প্রাপ্তের কারণ এটী তাঁহাদের স্মরণ করা উচিত।

আমরা অমৃতবাজার পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম, যশোহরের বর্ত্তমান জজ রিচার্ডসন সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী [illegible] সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। রিচার্ডসন সাহেব শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া থাকেন। বিবি রিচার্ডসন বলিয়াছেন, যে সকল এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক সূচির কাজ শিখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বাটীতে গিয়া তাঁহাদিগকে উহা শিখাইতে প্রস্তুত আছেন। এটী যথার্থ উদারতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

ভারমণ্ড হারবারের মুন্সেফিতে বিস্তর কর সংক্রান্ত মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে আলীপুরের দ্বিতীয় অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] কিছু দিনের নিমিত্ত তথায় [illegible] প্রেরিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট [illegible] বা [illegible] মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়াছেন, সে পূর্ব্ব [illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োজনানুসারে স্থানে স্থানে প্রেরণ করা উচিত।

[illegible] সর্দ্দার গবর্ণরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন, সীমান্তে [illegible] প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে [illegible] কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তাঁহারাও সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কেবল টাইমসের একজন পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিয়াছেন, পিটুনি [illegible] নিক্ষেপ করিয়া গৃহ দাহ প্রভৃতি দ্বারা [illegible] শাসন না করিলে কোন মতে সীমা রক্ষা হইবে না। তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিলে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় এবং তাহাতে অত্যাচারের বৃদ্ধি হইতে থাকে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ক্যাম্বেল সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। যে রাজনীতি দ্বারা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডের আদিমবাসিদিগকে নিঃশেষিত করা হইতেছে, ভারতবর্ষে তাহা অবলম্বন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, ইহাতে দোষীর সহিত নির্দোষীরও সর্ব্বনাশ করা হইবে। [illegible]

গের মতে যাহারা উপদ্রব করে, উহাদিগের কয়েক সহস্রকে আনিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে বাস করান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহারা সদুপায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে শিখিবে এবং অবশিষ্ট বন্যদিগেরও ভয় হইবে।

ওহাবি অপরাধিদিগকে নিজ ব্যয়ে এক জন বিচারী রাখিতে হইয়াছে। প্রিন্সেপ এ বিষয়ে তাহাদিগের সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। আমরা পত্রান্তরে দর্শন করিলাম, প্রিন্সেপ সাহেব বৈকালে কিছুক্ষণ কাছারী না করাতে প্রত্যর্থিগণের যথেষ্ট অসুবিধা ও তাঁহাদিগের সাক্ষিদিগের ভোজনের কষ্ট হইতেছে। এক জন সেসিয়ন জজের বিরুদ্ধে এই সকল সামান্য অভিযোগ হওয়া অত্যন্ত কষ্টের বিষয়। বিচার কার্য্যের বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার নাই, কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেবের যেন স্মরণ থাকে, তিনি একজন সিবিলিয়ান বিচারপতি, অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন এই দলের মধ্যে স্বাধীনাত্মকরণ লোক অতি বিরল।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি আসামবাসের এক দল শিক্ষিত চোরকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইহারা কে? পিয়নিয়র বলেন "৩০০০ চৌকিদারকে ছাড়ান হইয়াছে"। কথা মিথ্যা নহে।

উক্ত পত্রে দেখাগেল, গত এপ্রেল মাসে মোরাদাবাদ, বিজনোর, শাহারণপুর ও রোহিলখণ্ডে ওলাউঠায় অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি কাশীতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলের জমীর নামক যে কয়েদী খৌচিব ডাক্তার লকামন বিখানের দুর্নীতি, অত্র হইতে তাঁকাণর বছকে রক্ষা করিয়াছে, তাহার মেয়াদের প্রত্যেক বৎসর হইতে দুই মাস ক'রিয়া সময় বাদ দিবার নিমিত্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল গবর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত কয়েদী ১৮৫৮ খৃঃঅব্দ হইতে ২১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাবাসের আদিষ্ট হইয়াছিল। লকামনের বিরুদ্ধে ফরিদপুরের স্রাক্তিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট ডাক্তার বহু এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট অপরাধীর যথার্থ দণ্ড দেন নাই; এজন্য ডাক্তার বহু কর্তৃপক্ষের গোচর করাতে গবর্ণমেণ্ট ঢাকার কমিসনর সাহেবের রিপোর্ট ও সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার বহুর ফৌজদারী অভিযোগের সমস্ত কাগজ পত্র চাহিয়াছেন। এই ঘটনায় সর্ব্বসাধারণে দুটী বিষয় জ্ঞাত হইলেন। প্রথম, জেলে থাকিয়া সচ্চরিত্রতা দেখাইতে পারিলে কয়েদিগণও মুক্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়, ডাক্তার বহু সদৃশ তেজস্বী পুরুষের হাতে পড়িয়া মাজিষ্ট্রেট কেলি সাহেবও কিছু শিক্ষা পাইলেন।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, হাড়ীরা শূকর লইয়া যাইবার সময় উহাদিগের বুকে একটী বাঁশ দিয়া গরুর গাড়ির সহিত দৃঢ় বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া যায়। ইহাতে উহারা যাতনায় ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে। যখন পশুগণের ক্লেশ নিবারণার্থ সভা ও আইন হইয়াছে, তখন এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

অদ্য বহুবাজারের চৌমাথা দিয়া এক ব্যক্তি কিছু খাদ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে একটী গোরা তাহার হস্ত হইতে খাবারের চৌঙ্গাটী কাড়িয়া লইয়া একখানি খাজার কচুরী মুখে দিয়া থুথু করিয়া সমস্ত সম্মুখেই ফেলিয়া দিল। ঐ ব্যক্তি উহার মূল্যের নিমিত্ত আপত্তি করাতে ঐ মহাপুরুষ তাহার মুখে বিরাশি সিক্কার একটী চপেটাঘাত করিয়া লাল বাজারের অভিমুখে চলিয়া গেল। কর্ম্মহীন গোরাদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার আইনের কি হইল?

১৭ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল, কোন কর্ম্মচারীকে আপনার মাতৃভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে না। কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে। এটী উত্তম হইয়াছে, অধিকাংশ এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেন না।

সম্প্রতি ক্যাম্বেল সাহেব রেবেনিউ বোর্ডকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন, উঁহারা সেকেলে প্রথা অনুসারে যে রিপোর্ট করেন, তাহা দুর্ব্বোধ হয়। বোর্ড এতদুত্তরে বলিয়াছেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর দেশের অবস্থা জানেন না। বর্ত্তমান প্রণালী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যাহা ইচ্ছা জানিতে চাহিলে বোর্ড তাহা আহ্লাদ সহকারে বলিতে পারেন। ক্যাম্বেল সাহেব আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

দুই সপ্তাহ অন্তর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এতদ্দেশীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেব ইহার মধ্যেই বিরক্ত হইলেন না কি?

বারাসতের সাহায্যকৃত ট্রেবর বিদ্যালয়ের সম্পাদক উক্ত বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটী বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টী নিষ্কাস্ত জজ ট্রেবর সাহেবের স্মরণার্থ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টীতে ছাত্র সংখ্যা ...থাতে বর্ত্তমান গৃহে আর কুলান ...ক ...রাসতের সম্ভ উন্নতি ...আইওজে সাহিবের লোকে ...বা লওয়া হয় নাই। বিদ্যালয় বাটী প্রস্তুত ...তে ৫০০০ টাকার প্রয়োজন। ইহার মধ্যে বারাসতের লোকেরা ২০০০ টাকা প্রদান করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আর এ সকল বিষয়ে টাকা দিবেন না। অতএব উঁহাদিগের নিকটে আবেদন করা বৃথা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ আশা করেন, যাঁহারা ট্রেবর সাহেবকে সম্মান করেন, তাঁহারা উক্ত বাটী নির্ম্মাণার্থ সাহায্য করিবেন। এটী করা কর্ত্তব্য। ট্রেবর সাহেবের দ্বারা বারাসত জেলার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। এই জেলা হইতে যত উপযুক্ত লোক বহির্গত হইয়াছেন, অন্য কোন স্থানে এত দেখা যায় না। এ নিমিত্ত ট্রেবর সাহেবের নিকটে অনেকে ঋণী আছেন। কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের এই সময় উপস্থিত হইয়াছে।

উপনগরের মিউনিসিপালিটি শীতকালে নর্দ্দমায় সর্ব্বদা পরিষ্কার করেন। কিন্তু এবার

বর্ষায় গর্ত্তরা সকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। সহজে জল বহির্গত হইতেছে না। ভবানীপুরের লোকেরা আক্ষেপ করেন, বৃষ্টি হইলেই ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত জল উঠিয়া থাকে। এটী অতিশয় দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি, সহকারী সভাপতি এবিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

১৫ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ইংলণ্ডে এক লিভিতে ডিউক অব আর্গাইল বোম্বাইয়ের হরমসজি আর্দ্দাশিরের সন্তানকে প্রিন্স অব ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। প্রায় তিন মাস গত হইল ইনি ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিয়া ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। গত এ এপ্রেল রাজ্ঞী ইউজিনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া যে কথোপকথন হয়, তিনি তাহা তাঁহার বোম্বাইস্থ বন্ধুগণকে এ পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের নবাব নাজিমের সহিত ইংলণ্ডে গমন উপলক্ষে কর্ণেল এফ. পি লেয়ার্ডকে মাসিক ১০০০ টাকা পাথেয় প্রদানের অনুমতি দিয়াছেন।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, সেকন্দ্রাবাদের ৮ নম্বর পদাতিদিগের মধ্যে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ নিমিত্ত উক্ত রেজিমেণ্টকে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, কাশ্মীরের রাজা সিমলায় উপস্থিত হইয়াছেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন শীঘ্রই আলাহাবাদে যাইতেছেন। তিনি এক্ষণে লক্ষ্ণৌএ আছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে ওলাউঠা নিবারণের এইরূপ উপায় লিখিত হইয়াছে। একটী পয়সা অথবা এক খণ্ড তাম্র এরূপ ভাবে গলায় পরিয়া থাকিতে হইবে যে উহা বক্ষঃস্থলের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। অধিকক্ষণ রৌদ্রে ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ। অধিক বেলায় আহার করিবে না। শয়ন গৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে। ওলাউঠার বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আন্দোলন করিবে না। এই সকল নিয়ম পালন করিলে ওলাউঠা হইবার সম্ভাবনা অল্প।

গত ২৯ এ মে চাতরা বঙ্গবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পারিতোষিক দান কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় গ্রাউডেন সাহেব, শ্রীরামপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সিডলটন সাহেব এবং অন্যান্য অনেকগুলি ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ হয়। তৎপরে "ইংরাজী শিক্ষার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বালকগণকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা" বিষয়ে তিনটী প্রস্তাব পঠিত হয়। পরিশেষে পুস্তক এবং নানা প্রকার দ্রব্যাদি বালকগণকে প্রদত্ত হয়। গ্রাউডেন সাহেব অবৈতনিক সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

কলিকাতার বাবু ভোলানাথ মিত্রের বাটীর যে দাসী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, গত কল্য তাহার পরীক্ষা হয়। ডাক্তারের পরীক্ষার পর ভোলানাথ মিত্র ও তাঁহার একজন ভৃত্যের জবানবন্দী লওয়া হয়। আত্মহত্যার কোন বিশেষ কারণ স্থির হয় নাই। পরিশেষে জুরিরা বলেন, উদ্বন্ধনেই উহার মৃত্যু হইয়াছে।

একজন এতদ্দেশীয় একখানি পিতলের টৈজস ও এক খণ্ড বস্ত্র চুরি করিয়াছিল বলিয়া মিলার সাহেব তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

আমরা শ্রবণ করিলাম, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েটের একজন আসিষ্টাণ্টকে পাটনায় প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ওহাবিদিগের যে পরীক্ষা হইতেছে, উহার দৈনিক বিবরণ কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান।

৩০ এ মে মান্দ্রাজের কমাণ্ডারইনচিফ তত্রত্য গবর্ণরের কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

মফস্বলাইট বলেন, গত ৩১ এ মে নাভার রাজা ভগবান সিংহের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর কোন সন্তান সন্ততি নাই।

গত শুক্রবার রহমান নামক একজন এতদ্দেশীয় মুসলমান বালক চাঁদনি চৌক পাতালের ছাদের উপর হইতে পতিত হয়। ইহার মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে।

গত রবিবার দুই জন এতদ্দেশীয় গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হয়। উহার মধ্যে একজনকে উদ্ধার করা হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাওয়া যায় নাই।

গত শনিবার ১৯ নম্বর রেজিমেণ্টের একজন সৈন্য গার্ড রুম হইতে পলায়ন করে, কিন্তু সেই দিবসেই পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়।

গত সপ্তাহে দুইজন কয়েদি প্রেসিডেন্সি জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা পায়। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

আগামী ১৫ ই জুন কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের লোক সংখ্যা করিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, উইলিয়ম লিমণ্ড ১ ই মে লণ্ডনে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অনেক দিন পর্য্যন্ত বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স এবং বণ্ডেড ওয়ের হাউসের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পীড়িত হইয়া এদেশ ত্যাগ করেন। তাঁহার দ্বারা এদেশের বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল।

১ লা জুন হইতে মির্জাপুর এবং কাশীতে বিভাগীয় সেবিংসব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। বিভাগীয় সিবিল ট্রেজরির সহিত ইহার যোগ থাকিবে।

পাটনা কালেজের প্রিন্সিপাল এক বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে গমন করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর রুজার সাহেবকে তাহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৬ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

শ্রীযুক্ত বাবু বাণীকান্ত মজুমদার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ আমাদিগের নিকটে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী খোকসা ইংরাজী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২০০ টাকা দান করিয়াছেন।

অদ্য প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় কলি

[illegible] আত্মরক্ষক পটলডাঙ্গার রাস্তার [illegible] রাস্তার পরিক্রিয়া থাকিতেছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি কতকগুলি [illegible] বিক্রয় মানসে উক্ত বাজারে প্রবেশ করিতেছিল। আত্মরক্ষক তাহার [illegible] করিয়া উহাকে পুলিসে প্রেরণ করিয়াছেন। আত্মরক্ষক [illegible] [illegible] ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থ [illegible] ও কিরাতাতী গলির [illegible] একটু দৃষ্টি রাখেন, তবে [illegible]

গত ২৬ এ মে [illegible] আদালতের উকীল বাবু [illegible] সেন, ভাগলপুরের [illegible] হইয়াছেন বলিয়া যে একটী সংবাদ প্রকাশিত হয়, উক্ত [illegible] বাবু উহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের নিকটে এক পত্র লিখিয়াছেন।

এক. এস চ্যাপম্যান সাহেব বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভাগীয় পরীক্ষার্থ সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন।

কৃষ্ণা নদীর উপরে যে সেতু হইতেছে, বোধ হয় ১৮৭৩ সালের মধ্যে উহার কার্য্য শেষ হইবে। এক্ষণে নৌকা দ্বারা আরোহীরা নদী পার হইতেছেন।

সম্প্রতি প্রিয়নাথ মল্লিক নামক পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক একটী বালক সিঁড়ির উপর হইতে পতিত হওয়াতে উহার মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগে। উহাদিগের [illegible] হাসপাতালে উহার চিকিৎসা হইতেছে।

২৭ [illegible] মে যে সপ্তাহের শেষ হয় ঐ সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের [illegible] ৮০ টাকা লাভ হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে [illegible] টাকা লাভ হইয়াছিল। এবার [illegible] টাকা কম হইয়াছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible] পরিচ্ছদের সহিত তাহার [illegible] আজ্ঞা হইয়াছে।

[illegible]

[illegible]

যোরাবা ১১ [illegible] চুরি [illegible] বলিয়া তাহার [illegible] হইয়াছে। একজন এতদ্দেশীয় ৪৮ টাকা [illegible] চুরি করিয়াছিল [illegible] পরিচ্ছদের সহিত তাহার চারি [illegible] কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

গিরীশচন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তি রেল [illegible] কোম্পানিকে না বলিয়া পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে সলফিউরিক আসিড লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়। টমাস করেল নামক উক্ত কোম্পানির একজন কর্ম্মচারী [illegible] জানিতে পারেন। ঐ ব্যক্তির ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, [illegible] নদীর কতিপয় ক্রোশ দক্ষিণে [illegible] সাহেবের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। উহা এরূপ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় যে কোন মতে চিনিতে পারা যায় না। সন্ধ্যাকালে উহা সমাহিত হয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ার [illegible] সাহেব প্রভৃতি অনেকগুলি রেলওয়ে কর্ম্মচারী তৎকালে উপস্থিত ছিলেন।

শিলিহাটে ভয়ানক ভূমি কম্প হইয়া তত্রত্য কেল্লাটী ভগ্ন হয়। ঐ প্রদেশে অনেক বদমায়েস আছে। পাছে তাহারা এই অবসরে স্ব স্ব দুরভিসন্ধি সাধনার্থ চেষ্টা করে এই নিমিত্ত তত্রত্য মহারাজা তথায় দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

২৭ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গত মঙ্গলবার মতিলাল নামক এক ব্যক্তি [illegible] সাহেবের গাড়ি চাপা পড়িয়া [illegible] আঘাত প্রাপ্ত হয়। মস্তকেও বিলক্ষণ আঘাত লাগে। তাহাকে মেডিকেল কালেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, শ্রীরামপুরে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপনার্থ গত ২১ এ মে সোমবার এক সভা হয়। অনেকগুলি স্থানীয় জমীদার সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সভা স্থলে ৩০০০ টাকা স্বাক্ষর হয়। বাবু গোপীকৃষ্ণ ১১০০ এবং কেদারচন্দ্র গোস্বামী ১২০০ টাকা স্বাক্ষর করেন। উক্ত পুস্তকালয়ের নিমিত্ত একটী বাটী দান করিয়াছেন। অন্যান্য জমীদারেরাও দান বিষয়ে কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই। [illegible] সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্থাপয়িতব্য কমিটির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

আমরা গতবারে প্রকাশ করিয়াছিলাম, [illegible] ডেপুটী কালেক্টারের কন্যা [illegible] লুসাই দিগের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে শুনা যাইতেছে এ সংবাদ মিথ্যা। কাছাড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মেরির অনুসন্ধানার্থ লুসাইদিগের দেশে [illegible] পাঠান হয়, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া বলিয়াছেন যে, লুসাইগণ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত নহে। এ সংবাদটী অদ্ভুত বটে; কিন্তু ইহাতে অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন না।

২৮ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, নিউনিয়ানে যে সকল কুলি যাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কতকগুলি নূতন নিয়ম করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, উহারা যাহাতে কার্য্য করিয়া এবং কোন বিষয় হইতে না পায় এ নিমিত্ত উহারা উপনিবেশে রক্ষাকর্ত্তা দ্বারা নিযুক্ত হইবে। সকল দেশেরও এই নিয়ম করা হইবে।

[illegible] হইতে [illegible] জেনেরলের [illegible] কাউন্সিল [illegible] না হইয়া, [illegible] বসিবে।

আমরা শ্রবণ করিলাম, [illegible] সাহেবকে যে [illegible] কমিসনরের পদ [illegible] তিনি সে পদ গ্রহণ করিবেন কি না সন্দেহ আছে।

[illegible] হইতে [illegible] পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে [illegible] করা যায়, এই নিমিত্ত [illegible] অধিবাসীরা [illegible] নির্বাচিনী কমিটি দ্বারা [illegible] প্রধান কমিসনরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

মেকেও হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] জুহাবী নামক যে জাহাজ এক্ষণ হইতে তথায় গমন করে, উহাতে অগ্নি লাগিয়া ৬০০ লোকের মৃত্যু হয়। কি ভয়ানক ঘটনা!!

বিজনৌরে গন্দার নামক এক ক্ষুদ্র জাতি আছে। চুরি ইহাদিগের ব্যবসায়। ইহাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ একজন প্রধান ও তিন জন কনেষ্টবলকে তাহাদিগের গ্রামে রাখা হইয়াছে। গ্রামের লোকেরা এই অতিরিক্ত পুলিসের নিমিত্ত মাসিক ৩০ টাকা ব্যয় দিবে। ইহাকেই বলে চোরা গাইয়ের নড়িত কবিলা মারা যায়।

ব্রহ্মদেশের রাজা সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পুনর্ব্বার দ্রব্যাদির একচেটিয়া করিতেছেন বলিয়া যে জনরব হয় তাহা অমূলক। রেঙ্গুন গেজেট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাজা যে আমদানী দ্রব্যগুলির এক চেটিয়া করিয়াছেন, এটী কি তিনি অস্বীকার করিতে সাহসী হন? হইতে পারেন, রাজা রাজড়ার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ মে। ইন্সরগেন্ পারিস নগরে যে সকল নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিয়াছে, সেগুলি ইংরাজী সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েদিদিগকে ফাঁসী না দিয়া উহাদিগের পরীক্ষা করা হয়, এনিমিত্ত কয়খানি সংবাদপত্র অনুরোধ করিয়াছেন। যে সকল কয়েদির দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে, ফ্রান্সের রাজধানীতে কেবল তাহাদিগকেই প্রাণদণ্ড করিবেন। মন্ত্রিবর বলেন, ফিলেক্স পায়াট এবং ডেসেট বেমুন দ্বারা পলায়ন করিয়াছেন।

৩১ এ মে। অদ্য ১০০০০০০ টাকা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে দেওয়া হইয়াছে।

১ লা জুন। পারিসের বিদ্রোহিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। সর্ব্ব জেলা হইতে প্রতিনিধিরা প্রত্যাগমন করিতেছে। বার্সেলিসে জনরব উঠিয়াছে, দুষ কমান্ সওদাগর পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। থিয়র্স ভিক্টোর লগুনে উপস্থিত হইয়াছেন।

৫ ই জুন। এক্ষণে পারিসের সৈনিক সংখ্যা শান্তি চলিতেছে। বার্সেলিসে কতকগুলি বিদ্রোহী সৈনাকে ফাঁসী দেওয়া হইবে। পারিসের মধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ফিলিক্স পায়াট এক্ষণে সুইজর্লণ্ডে আছেন। এরূপ জনশ্রুতি, কাউণ্ট শিমাবড শীঘ্রই রাজা হই বেন।

বার্সেলিস ২রা জুন। এক্ষণে পারিসে কোন গোলযোগ নাই। অধিবাসীরা পুনর্ব্বার স্ব স্ব ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন।

২ রা জুন। পারিস চারিটী মিলিটারি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পুলিসের ক্ষমতা যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ মে—বালেশ্বরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২ রা জুন—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭১ সালের ১২ আইন অনুসারে নিম্নলিখিত বিভাগ সমূহের আসেসর হইলেন। ইহারা কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

বাবু আনন্দনাথ রায়—দিনাজপুর, বাবু দ্বারকা নাথ রায়—রাজসাহী, মুন্সী আব্দুল উল্লা—রঙ্গপুর, বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক—লোহারডগা।

বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যের নিযুক্ত নিম্ন কর্ম্মচারিদিগের পদোন্নতি হইল—

প্রেসিডেন্সী কালেজের প্রোফেসর সি. এচ. টনি (এম, এ,) তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

প্রেসিডেন্সি কালেজের আসিষ্টাণ্ট প্রোফেসর এ উড্রিল ক্রফট (এম, এ,) চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে।

৩ রা জুন—আরমিটেজ সাল্‌ওয়ে স্মিথ সাহেব কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ (বি, এ,) আরারহাটা খালের ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের নিমিত্ত ভূমি লইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ১০ ই মে বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্যকে যে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার আজ্ঞা হয়, তাহা রহিত হইয়াছে। ইহাঁর উপরে সদর উপবিভাগের যে ভার আছে, ইনি সেই কার্য্যেই থাকিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষ আরামবাগ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর আহমদ হিসার সাহেব কিছু দিনের জন্য মঙ্গলদাই (দরঙ্গ) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

৬ ই জুন—উইলিয়ম ফরেষ্ট সাহেব (যিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের বন বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কনসারবেটর নিযুক্ত করেন) ঢাকার বন বিভাগের ভার পাইবেন।

লেপ্টেনাণ্ট উইলিয়ম আলেকজণ্ডার লরেন্স দেবগড় উপবিভাগের সব রেজিষ্টার হইবেন। লক্ষ্মীপুর বিভাগের সদর ষ্টেসনে ইহার হেড কোয়ার্টার থাকিবে।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২৭ এ মে—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ দৌলতপুরের (যশোহর) দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ কমিটির সভ্য হইবেন।

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গিরীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু প্যারীমোহন বসু।

১ লা জুন—মহম্মদ আবদুল কাদের মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

চার্লস আরমষ্ট্রঙ্গ ফিসার সাহেব ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

৩ রা জুন—আরমিটেজ সাল্‌ওয়ে স্মিথ (যিনি কাছাড়ের ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি হইয়াছেন) সিবিল কোর্টের ক্ষমতা পাইয়াছেন এবং দণ্ড বিধির ৪৪৫ ধারার ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

আলেকজণ্ডার বার্নিংটন বিবেট চট্টগ্রামের পর্ব্বত বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি আরও প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের এবং ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

৬ ই জুন—বাবু দেবেন্দ্রলাল ঘোষ (বি, এল) বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন ঈশানচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য কলিকাতা মেডিকেল কালেজ হাসপাতালের হাউস সার্জনের প্রতিনিধি হই বেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা স্থানান্তরিত হইলেন।

মৌলবী কাসেম হোসেন আখতাহুক (মেদিনীপুর) হইতে পুরীতে (কটক)।

বাবু গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি, এ) পুরী হইতে তমোলুকে।

বাবু জগৎচন্দ্র রায় জামা (ঢাকা) হইতে নারিকেলবাড়িয়ে (টিপারা)।

বাবু বরদা প্রসন্ন ঘোষ ... এ ... প্রিয়

নগর হইতে ইনষ্টোলে (পূর্ব বর্দ্ধমান)। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইনষ্টোস হইতে আসিয়াছে।

এস, সি বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
লেফ্টেনান্ট সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

হিন্দু সমাজে কতকগুলি কুরীতি প্রভাবে এরূপ ছেলেখেলা বিবাহ ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে সহৃদয় ব্যক্তি হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই জানেন, তৎকালে অশ্রুবাষ্পে কণ্ঠাবরোধ হয় কিনা? শোকসাগরের প্রবল তরঙ্গে বিবেক সেতু ভগ্ন হইয়া অন্তঃকরণ আপ্লুত হইয়া যায় কি না? এবং অবশেষে ধারাবাহী অশ্রুনীর কপোল দেশ অতিষিক্ত করিয়া বক্ষঃস্থলে নিপতিত হয় কি না? কোথায় প্রাণাধিক তনয়ের বিবাহ কালে পিতার আনন্দ সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, না, হিন্দু সমাজে তাহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়া থাকে (১)। বিবাহ দিবস যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই অর্থ সংগ্রহ চিন্তা এবং বিবাহ স্থলে কোন গোলযোগ ও পুত্রের শরীরে কোন আঘাত না লাগে ইত্যাকার নানাবিধ ভাবনার উদয় হইতে থাকে। সে সময় প্রিয়তম পুত্র, তাঁহার পক্ষে যে কি ভয়ানক বিপদের কারণ হইয়া উঠে, তাহা পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

বিগত ৭ ই জ্যৈষ্ঠ এতদ্গ্রাম নিবাসী কোন ভট্টাচার্য্যের পুত্রের সহিত, গোপালপুর নিবাসী জনৈক ভদ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহের দিন স্থির হয়। গোপালপুর গ্রাম খড়দহ হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ হইবে। বরযাত্রীরা চুক প্রহরের সময় বাটী হইতে বহির্গত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে দিবস অপরাহ্ণে যে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া বারি বর্ষণ করিতে লাগিল ও প্রবল বায়ু তাহার সহায়তা করিতেছিল, সেই সময়ে তাঁহারা এক প্রান্তরে উপস্থিত হন। তৎকালে তাঁহাদিগের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, ঈশ্বর কৃপায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় প্রাণনাশভয় ও অনাস্বাদিত পূর্ব্ব যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া তাঁহারা কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপনীত হইবামাত্রই কতকগুলি যুবক "ঢেলামারি ও গ্রাম ভাঁটির" জন্য বিবাদ উপস্থিত করিল এবং বলিতে লাগিল, এতদ্দুলকে অন্ততঃ ১১ টাকা গ্রহণ করিব। তাহাদের বরকর্ত্তা বলিলেন যে, আমি কন্যাকর্ত্তাকে পণের ১৫০ টাকার সহিত সমুদায় দাবি-দিদাব করিয়া চুকাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহারা সে কথায় ক্ষান্ত না হইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর বরের পাল্কীখানি ইষ্টকাঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়। কি আশ্চর্য্য! সমাজ এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, এ সমুদায় গাড়োয়ান ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য দেশোচিত ব্যবহারকে এরূপ দেশে স্থান দেওয়া উচিত কি না? সর্ব্বশেষে বিবাহ সম্বন্ধে আর কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, আর কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ প্রভাবে ভারতবর্ষের কুরীতি সমুদায় এককালে ধ্বংস হইয়া যাইবে, জ্ঞানালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইবে, কুসংস্কার তিমির দিগদিগন্তরে প্রধাবিত হইবে; কিন্তু আজিও যখন বরকে "সেজ ভোলানিয়"জন, প্রকোষ্ঠ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, দেখা যাইতেছে, তখন আমাদিগের সে আশা দুরাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ,
১২৯৮ সাল
খড়দহ } শ্রীযাঃ—

পাণ্ডুয়া ষ্টেসনের উত্তর পূর্ব্বাংশে দির দেজুর তলায় (ইহাকেই গোপালপুর বলে) নিকটে আলেকবাড়া নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ মাঠ আছে। হুগলি জেলার মধ্যে কুন্তির নদী ও কামার ডিহির খাল প্রভৃতি স্থানে যেরূপ দস্যুরা নরহত্যা করে, এই স্থানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। ইদানীংধারা মোগলাই, কালনা ও গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে হইলে, এই ভয়ানক স্থানটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। মধ্যে ১০।১২ বৎসর দস্যুগণ হত্যার (ঠেঙ্গাইয়া মারার) কথা শ্রবণ করা যায় নাই। সংপ্রতি মাসাবধি দস্যুরা পথিকগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ দিবা দুই প্রহরের ও রাত্রি ৯ ঘটিকার ট্রেণের লোকই দস্যুগণের লক্ষ্য স্থল। একারণ হুগলি ও কলিকাতা হইতে কেহই রাত্রির ট্রেণে পাণ্ডুয়া ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী উক্ত ভয়ঙ্কর স্থান দিয়া যাইতে সাহসী হন না। আমরা শুনিলাম, পাণ্ডুয়ার সুযোগ্য সব ইন্সপেক্টর কোন কোন দিন রাত্রিতে উক্ত স্থানে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া যান। আমরা পাণ্ডুয়ার সব্ইনসপেক্টর বাবুকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করি, উক্ত আলেকবাড়ায় একটী ঘর করিয়া তথায় একজন কার্য্যদক্ষ চৌকীদার পাহারাদারূপে নিযুক্ত করুন। তাহা হইলে দস্যুগণ বিফলচেষ্ট হইবে সন্দেহ নাই; নচেৎ যে রূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে পথিকদিগের জীবন নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে এই সকল দস্যুর শাসন না হওয়া অতিশয় লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।

মোগলাই
২০ এ জ্যৈষ্ঠ } শ্রীঃ—

একণে নানা স্থানে বিদ্যোৎসাহী মহোদয়েরা ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের দুরবস্থা দেখিয়া কুরীতি সংশোধনার্থ নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোথাও বা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী, কোথাও বা ব্রাহ্মসমাজ, কোথাও বা সুরাপান নিবারণী সভা, কোথাও বা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্বের সভ্যতা ও বিদ্যার সহিত একণকার

(১) এই জোয়াড়ার যে সকল ব্যক্তির বিবাহ কালে পণ দিয়া কন্যা লইতে হয় তাঁহাদিগের পক্ষেই লিখিত হইল।

বিদ্যা ও সভ্যতার তুলনা করিতে গেলে বহু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় । কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ানক কুরীতির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । যাঁহারা দিবাভাগে সুরাপান ও বেশ্যালয়ে গমন গরল তুল্য বলিয়া উপদেশ দেন, রাত্রিকালে তাঁহাদিগকেই ঐ সকল পাপ কার্য্যে রত হইতে দেখা যায় । দিবা ভাগে যাঁহাকে পরম সুহৃৎ এবং যাঁহার আজ্ঞা গুরু আজ্ঞা বলিয়া শিরোধার্য্য জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি, রাত্রিকালে সেই গুরুর ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় । এই মহানগরীর নানা স্থানে কুরীতি নিবারণের নানা উপায় করা হইয়াছে ও হইতেছে বটে ; কিন্তু কোন কোন স্থানে এমন অসচ্চরিত্র ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ভদ্রনামধারী ব্যক্তি আছেন, যে, তাঁহাদের কার্য্যাদি দেখিলে ও শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । এ দিকে তাঁহারা লোকের নিকটে সভ্য, পরোপকারী, সাধু ও ধার্ম্মিক বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন । ইহাঁদের মধ্যে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত উচ্চ উচ্চ পদস্থও আছেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা অ বিষয়ে যত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, সৎ বিষয়ে তাহার শতাংশের একাংশও ব্যয়িত হয় না ।

এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে । ইহা যে সময়ে স্থাপিত হয় তখন বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় ভিন্ন অন্য কোন বালিকা বিদ্যালয় ছিল না । এক্ষণে এই বিদ্যালয়টী অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে । এখানে এমন শত শত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মনে করিলে অনায়াসে ঐ বিদ্যালয়টী চালাইতে পারেন, কিন্তু এমন অসৎ বিষয়ে কেন তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিবেন ! এক এক জনের কন্যার বিবাহোপলক্ষে ১০।১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ; কিন্তু ৫০।৬০ টাকার নিমিত্ত একটী বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছে, তাঁহারা একবার তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না । উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র দাস তাঁহার পুস্তক হস্তে করিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও [illegible]মনোরথ হইতে পারিলেন না । এপর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং পাঠশালার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে ছিলেন । এখন তিনি অসমর্থ হইয়াছেন ; পাঠশালাটিও ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে । যাহা হউক, এস্থানে এত ঐশ্বর্য্য শালী ব্যক্তি থাকিতে উক্ত পাঠশালাটী উঠিয়া যায় ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই ।

বহুবাজার
৭ ই জুন ১৮৭১ } শ্রীঃ—

—:০:—

এদেশে ধাত্রিদিগের শিক্ষা বিধান না থাকাতে যে কতদূর অসুবিধা হইতেছে বোধ করি, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । আজি কালি বঙ্গসাধারণ জ্বরাদি রোগেও বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উত্তম ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান হইয়া থাকে । অনেক জমীদার বা ধনাঢ্য ব্যক্তি দেশের উপকার সাধন জন্য স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গীয় মহিলাগণ যে প্রসবকালে অশিক্ষিতা ধাত্রীর হস্তে পতিত হইয়া নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ এবং সময়ে সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, সে বিষয়ে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না । এতদ্বিষয়ে কেবল যে প্রসূতিকে এই সকল দুর্দশা ভোগ করিতে হয় এরূপ নয়, সন্তানেরও নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । আজি কালি অনেক ব্যক্তি মহাশয়গণের দ্বারা নিবন্ধন হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহারা এই গুরুতর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ বিধান করিতেছেন না । যাহাতে এদেশের স্ত্রীলোকেরা প্রসব কালে ধাত্রীর অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন দুঃসহ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে শিক্ষিত দলের বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া উচিত ।

সম্প্রতি দিনাজপুরের রাজধানীর ম্যাজেষ্ট্রার বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । ১৮৬৯ সালে যখন কমিসনর সাহেব এই জেলাতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি উক্ত বাবুর প্রস্তাবানুসারে সরকারী ডিস্পেন্সরিতে এই কার্য্য সম্পাদনের আজ্ঞা দেন, কিন্তু ভীরুস্বভাব রমণীগণ কেহই শিক্ষার জন্য সে স্থানে উপস্থিত হইল না । সম্প্রতি ক্ষেত্রমোহন বাবুর যত্নে এবং অর্থ ব্যয়ে রাজধানীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে । এক্ষণে ১০ জন স্ত্রীলোক শিক্ষা করিতেছে । আপাততঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে মাসিক ২ টাকা প্রদান করা হইতেছে । শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে ৫ হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইবে । এতদ্ভিন্ন যথোচিত পারিতোষিক প্রদানেরও সম্ভাবনা আছে । ধাত্রীশিক্ষা নামক পুস্তকই আপাততঃ আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে । একজন নেটিব ডাক্তার (যিনি ঐ চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত আছেন) দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে । মধ্যে মধ্যে অন্যান্য সিবিল সার্জ্জন উপদেশ দিয়া থাকেন ।

ক্ষেত্রমোহন বাবুর প্রতিষ্ঠিত কৃষি শিল্প প্রদর্শনী মেলার সংক্ষিপ্ত [illegible] পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে । ইনি [illegible]কারী ব্যক্তিদিগকে যথোচিত পারিতো[illegible] প্রদান করিয়া আগামী বারে ঐ [illegible] উন্নতি সাধনের জন্য কৃষি সমাজ [illegible] ভিন্নদেশীয় নানা প্রকার বীজ [illegible] রাজধানীর কর্ম্মচারী এবং শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবুদিগের দ্বারা [illegible] প্রেরণ করিতেছেন । উক্ত বীজ [illegible] দাতব্য চিকিৎসালয়ের একটী গৃহে সঞ্চিত আছে । এই সকল বীজ কিরূপে রোপণ করিলে এবং অঙ্কুরিত হইলে কি উপায় অবলম্বন করিলে যথোচিত [illegible] প্রদান করে তাহার পরীক্ষার্থ উক্ত চি[illegible]ৎসালয়ের নিকটস্থ উদ্যানে (যে স্থানে মেলা হইয়াছিল) বীজগুলি রোপিত হ[illegible]...

দিনাজপুর
৬ ই জুন ১৮৭১ } শ্রীঃ—

ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনরল মহো দয় মালিপোতা পোষ্ট আফিসের নিমিত্ত একজন "রনর" নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে অত্রত্য পোষ্ট আফিসের কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

এই স্থানে একজন উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকাতে অধিবাসিদিগকে সময়ে সময়ে যে কিরূপ বিপদে পড়িতে হয় তাহা বর্ণনা-তীত। অন্য স্থান হইতে ডাক্তার আনয়ন করা বিপুল অর্থ, পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ; সুতরাং বিনা চিকিৎসায় বিস্তর লোকের মৃত্যু হয়। আমরা রাণাঘাট উপবিভাগের উপযুক্ত ডেপুটী বাবুকে বিনয় ভক্তিভাব সহকারে অনুরোধ করি, তিনি বিশেষ মনো যোগী হইয়া গবর্ণমেন্ট হইতে একজন ডাক্তার এইখানে নিযুক্ত করিয়া দিয়া সাধা রণের জীবন দান করুন। ডেপুটি বাবু মনে করিলে সকলই হইতে পারেন, আমাদি গের এরূপ বিশ্বাস আছে।

বিগত ২৩ মে রজনীযোগে এখানকার একটী স্ত্রীলোক সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ঐ রজনীতে এখানে ও

...হা গিয়াছে। আমরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ...প উপদ্রবের হস্ত হইতে মুক্ত ছিলাম, সম্প্রতি যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে ...তেকাল শঙ্কিত হইতে হইয়াছে। ...া প্রথমে বেলগড়িয়া নিবাসী ত্রিলোক মুখোপাধ্যায়ের গৃহে সিঁদ খনন করে, ...পাধ্যায় জাগরিত হওয়াতে তাহা ...গির অপর একটী গৃহে সিঁদ দেয়, কিন্তু ...র লোকও জাগরিত হওয়াতে চোরেরা ...নোরথ হইয়া প্রস্থান করে। তথা ...এক ব্রহ্ম বাগ্দারীর গৃহে ঐরূপ ...তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে না ...রিশেষে এক কলুর গৃহে সিঁদ ...ক দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করি...াছে। আমরা ডেপুটি বাবুর অনুগ্রহে গোচোর ...ভিত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। ...নি আমাদিগকে এই উপদ্রব হইতে ...তে বিশেষ যত্নবান হন, ইহাই ...প্রার্থনীয়।

মালিপোতা
৩০ এ মে। ১৮৯১ } শ্রীঃ—

আমাদিগের মালিপোতা বিদ্যালয়ের বয়ঃক্রম চারিপাঁচ বৎসর হইতে চলিল। এপর্য্যন্ত ইহার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত না হওয়াতে যে কিরূপ অসুবিধা হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এপর্য্যন্ত যে যে বাটীতে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য হই য়াছে, তাহার একটীতেও এমত স্থান বাহুল্য নাই যে, গৃহস্বামীর কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার ব্যাঘাত না হয়। গৃহ প্রস্তুতের জন্য যে কোন চেষ্টা হই তেছে না এরূপ নহে; উহার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত মুরশিদাবাদের রাণী ও অন্যান্য স্থানের বদান্যগণের এবং গ্রামস্থ যে সকল ভদ্র লোক দানের পুস্তকে স্বাক্ষর করেন, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিকট প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া কার্য্যের অনেক দূর পর্য্যন্ত সমাধা হইয়াছে। এক্ষণে অর্থাভাবে উক্ত কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। অতএব গ্রামস্থ ও বিদেশস্থ স্বাক্ষরকারী মহাশয়দিগের নিকট বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা এই ... কর্ত্তব্য ...; এক্ষণে কার্য্য বন্ধ হইয়া ... কার্য্য নষ্ট হইলে পুনরায় ... হইবে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের দেয় অর্থ করিয়া যাহাতে ... বন্ধ তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন।

৩১ এ ইজ্যৈষ্ঠ
মালিপোতা } শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ...
উক্ত স্কুলের জনৈক মেম্বর

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীরতন ভেওয়ারি ময়মনসিংহ	৩৸০
" রাধাবল্লভ সাহা—চিৎপুররোড	৫।০
" মদন চন্দ্র শেঠ—কলিকাতা	১০
" গোবিন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী জমীদার মশিয়াবাদ	১৩
" রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জমীদার—গৌরীপুর	১৩
এচ, উড্রো সাহেব—কলিকাতা	১০
জেমস লারেন্স কোং—বহরমপুর	১৩
হাফেজ উদ্দীন আহম্মদ—বাঙ্গরা	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমা-সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, নগদ চিটি, মনি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ দণ্ডের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ, চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৩১ সংখ্যা।

ঋবক্ষসাং প্রজ্ঞানিখিলায় পার্থিবঃ সংস্কারো অনিয়মকনী ন আয়নাং।*

মাসিক মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৬ ই আষাঢ়। ইং ১৮৭১। ১৯ ই জুন

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও
ত্রৈমাসিক ৩॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

মৌখিক অঙ্ক।

১ ম ভাগ ৶১০ এবং ২ য় ভাগ ।/০ আনা। ঢাকা কালেজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।

-:০:-

নব।

"মিষ্টিরিস্ [illegible] অবলম্বন করিয়া "লণ্ডন রহস্য" নামে [illegible] উপন্যাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত করি[illegible] হইয়াছি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ফর্মে বড় ১০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷/০—গ্রাহককারীর প্রতি ৷/০। ডাকে পাঠাইতে হইলে /০ মাশুল লাগিবে। ঢাকায় ইষ্ট্রবেঙ্গল লাইব্রেরিতে, কলিকাতায় কলেক্টরিতে উমেশচন্দ্র গুপ্তের, ষ্ট্রাণ্ড রোড নং ৯ কাপ্তেন এণ্ড ম্যাংলিস আফিসে গোপালচন্দ্র দত্তের, চিনেবাজারে নং ১৯১ দোকানে মদনমোহন দত্তের, এবং পাকুড়ে আমার নিকটে পাওয়া যাইবে।

পাকুড় শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর বিগত অধ্যাপক ৺ দুর্গাদাস কর প্রণীত বৈদ্যকরত্নাবলী নামক মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থ ৩৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হওয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ পুস্তকের মূল্য ৮ টাকা ডাক মাশুল সমেত উক্ত স্থানে পাঠাইলে পুস্তক যথা সময়ে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এ,)

—:০:—

বাঙ্গলা আসিয়ার চার্ট, মূল্য ৶০ আনা। ভূগোলবোধ, মূল্য ।/০ আনা। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা জোড়াসাঁকো নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

১৮৭১।৫।২৭ } শ্রীপ্রমথনাথ গুপ্ত
বারুইপুরস্থ জমীদার বাটী

—:০:—

বালীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত ন[illegible]ন, জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রস্তুত নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
২ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং।

সুখিয়াষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর্স কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে সংগ্রহীত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
প্রাচীনইতিহাস	১ টাকা।
সুগমসার ব্যাকরণ	৷০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০ ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৷৹০ ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

-:০:-

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় দিবার কর্ণওয়া[illegible]
লিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

—:০:—

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত কার্য্যের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই

সংযুক্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৮ সাল ভাং ২৩এ পৌষ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্তী কার্য্যসম্পাদক।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	স্থিতি স্থান	আন্দাজী
৫০।১৭ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১১৩ বিঘা
ঐ ১ স্মিথের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
রসিক নারায়ণের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
নং ১২ এলিয়ট রোড	ঐ	১/১ বিঘা
জুলারবাগ ঘুঁড়ি	ঐ	৫৪ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিডলটন্ স্ট্রীটে আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিসন রো ৭। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ আষাঢ় ১২৭৭ } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ডি, বসু এণ্ড কোং মিসন রো কলিকাতা।

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

পাটের গুদাম সকল সহর কলিকাতার সীমার বাহিরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পূর্ব্ববাঙ্গলার রেলওয়ে কোম্পানি সংবাদ দিতেছেন, শিয়ালদহের ষ্টেসনের পার্শ্বে যে সকল ভূমি আছে তাহা স্থায়ী অথবা কিছু দিনের নিমিত্ত গুদাম করিবার জন্য ভাড়া দেওয়া যাইবে। এই সকল জমীতে পাট ইত্যাদির গুদাম করা যাইতে পারে। কারণ ইচ্ছা হইলে পাটের গাঁইট করিবার কল হইতে পারে। উক্ত ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সার কুলার খালের ধারেও স্থান পাওয়া যাইতে পারে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন ১৬ ই মে ১৮৭১ } ফ্রাঙ্কলিন ত্রেফ্রেক একেন্ট

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ই[illegible] আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র ১২৭৭ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বটতলা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এম, বি কর্তৃক প্রণীত

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার পিল্স হোটেলে শ্রীব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

উক্ত রেলওয়েতে পাইটবন্দী নয় এরূপ পাট লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাড়ার যে নিয়ম ছিল তাহা আগামী ১৫ ই জুন ও তাহার পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সংবাদ দেওয়া যায় সে পর্য্যন্ত রহিত হইবে। উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে মণ করা অর্দ্ধ পাইয়ের (১২ পাইয়ে আনা) হিসাবে গৃহীত হইবে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন ১৭ ই মে। ১৮৭১ } ফ্রাঙ্কলিন ত্রেফ্রেক একেন্ট।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ৯ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায়	১৪	৬
তথা হইতে জলিঙ্গপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	
জলিঙ্গপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৪	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৪	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৩ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭১ সালের ১২ ই জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৬	১

বহরমপুর ১২ ই জুন ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স এক্‌জি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লেকাদ্দ্ বিভাগ ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

৬ ই আষাঢ় সোমবার।

উন্নতির আশা কল ক্রমে উৎসাহ

উন্নতি কি [illegible] কোর যাথার্থ্য বিষয়ে কে [illegible] সন্দেহ করেন না। উন্নতির [illegible] পৃথ্বীর সকল কার্য্যের জনয়িত্রী স্বরূপ। এই আশা না থাকিলে অধিকাংশ লোকেই একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। বালকেরা যে বিদ্যাভ্যাসের জন্য অসীম পরিশ্রম করে, যুবকেরা যে আপন আপন নির্দ্ধারিত কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে এবং বৃদ্ধেরা যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক অর্থচিন্তায় আসক্ত হয়, ইহাদের সকলেরই কোন না কোন রূপ উন্নতির আশাই ইহার মূলীভূত কারণ। যদি কোনরূপে তাহাদের সেই আশা ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তখনই তাহাদের সেই সেই কার্য্য সম্পাদনের প্রবৃত্তি তাদৃশ বলবতী থাকে না। চাকরী সম্বন্ধে এই কথা আবার যেরূপ খাটে অন্যান্য বিষয়ে সেরূপ খাটে কি না সন্দেহ স্থল। যে কোন কর্ম্মচারী হউক না, উন্নতির আশা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে যেরূপ খাটাইয়া লওয়া যাইতে পারে অন্য কোন রূপে

সেরূপ পাওয়া যায় না এবং আকাঙ্ক্ষিত উন্নতির আশা ভঙ্গ হইলে কর্মচারীর যেরূপ মনোবেদনা ও উৎসাহ ভঙ্গ হয়, বোধ হয় আর কোন রূপেই সেরূপ হয় না। অদ্য যদর্থে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা এই—

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগস্থ স্কুলের কোন উচ্চ শ্রেণীস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদ শূন্য হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে এবং উক্ত বিভাগের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন সাহেব স্বাধীনস্থ কোন নিম্ন শ্রেণীর ডেপুটী ইনস্পেক্টরকে ঐ পদ প্রদান না করিয়া একজন বাহিরের লোককে উহা দিবার বাসনা করিয়াছেন। যদি কোন যথেচ্ছব্যবহারী ইনস্পেক্টর এরূপ আচরণ করিতেন তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কিন্তু যে মার্টিন সাহেবের ভদ্রতার বিষয়ে লোকে এত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা এরূপ কার্য্য হইলে আর পর নাই দুঃখের বিষয় হইবে। একে শিক্ষাবিভাগস্থ কর্মচারিদিগের (সাহেব ভিন্ন) উন্নতির আশা প্রায় কিছুই নাই বলিলে হয়, যদি বা কখনও এক আধটী উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের আশা বিফল হইলে কাজ করিতে আর উৎসাহ বা প্রবৃত্তি হইবে কেন? অসন্তোষ ও অনুৎসাহী লোকের দ্বারা কোন কাজ হয় না, একথা মার্টিন সাহেব কি বুঝিতে পারিবেন না? জাহানাবাদের ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদ শূন্য হইলে উহা যেরূপে পূরণ করা হইয়াছিল, তাহাও সকলের প্রীতিকর হয় নাই; আবার সম্ভাবিত শূন্য পদটী একজন আগন্তুককে প্রদান করিলে ঐ বিভাগস্থ অপরাপর ডেপুটীদিগের বড়ই মর্মান্তিক বেদনা ও উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। অতএব আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত মার্টিন সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার বিভাগে উচ্চ শ্রেণীস্থ ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদটী শূন্য হইলে তাহা কোন আগন্তুক ব্যক্তিকে না দেওয়া হয়। তাঁহার বিভাগে ছোট বড় অনেকগুলি ডেপুটী ইনস্পেক্টর আছেন; তাঁহারা কিছু অযোগ্য লোক নহেন; অতএব তাঁহাদিগেরই মধ্য হইতে কার্য্যদক্ষ ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া যথাযথ রূপে তাঁহাদিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করিলে সকল দিক রক্ষা হইবে এবং অন্ততঃ ৩ জন কর্মচারীর উৎসাহ বৃদ্ধি করা হইবে, আর তিনিও সাধারণ লোকের নিকট যশস্বী হইবেন। মার্টিন সাহেবকে যেরূপ সরল অমায়িক ও সাধু প্রকৃত লোক বলিয়া আমাদের জানা আছে, তাহাতে তিনি যে কেবল চক্ষুলজ্জার অনুরোধে আমাদের এই যুক্তিসঙ্গত পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন না এরূপ বোধ হয় না।

—:০:—

ফ্রান্সের বিপ্লবে ভারতবর্ষের মনের ভাব।

সম্প্রতি ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হওয়াতে পৃথিবীর সকল অংশের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক লোকে চিন্তিত হইয়াছেন। ইংরাজ মাত্রেরই এই সংস্কার যে, বর্ত্তমান রাজ্ঞীর পরলোক গমনের পর রাজবংশের আর কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিবেন কি না সন্দেহ; রাজবংশে কেহ উপযুক্ত লোক নাই; ইংলণ্ডের শ্রমজীবী লোকেরা ইঁহাদিগকে পরপুষ্ট জ্ঞান করেন, এরূপ স্পষ্ট মত প্রকাশ করা হইতেছে। ফ্রান্সের বিপ্লবে ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে, একথা অনেক ইংরাজ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমরা আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দান করিতেছি। এদেশে কখন সাধারণতন্ত্র ছিল না। চিরকাল রাজার দ্বারা এদেশ শাসিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যখন রাজা না থাকিতেন, মন্ত্রীর দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত; ইহা অধিক দিনের জন্যও নয়। অবিলম্বে একজনকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করা হইত। রামচন্দ্র বন গমন করিলে ভরত চতুর্দ্দশ বৎসর প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্য শাসন করেন; আমাদিগের ইতিহাসে প্রতিনিধি দ্বারা দীর্ঘকাল রাজ্য শাসনের এই একটী মাত্র উদাহরণ আছে। আমাদিগের দেশে লোকের বরাবর এই সংস্কার আছে, রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়; সুতরাং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট থাকেন, রাজাকে তাহা করিতে হইত। প্রাচীন রাজগণ যে সাধারণ মতকে শিরোধার্য্য করিতেন, লোমপাদ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। সাধারণতন্ত্র কাহাকে বলে, এদেশের লোকে তাহা জানেন না। দেশের কতকগুলি প্রতিনিধি শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইহা শ্রবণ করিলে এদেশের অধিকাংশ লোক চমৎকৃত হন। যখন এডিনবরার ডিউক কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন রাজধানীর যাবতীয় বেশ্যা ১৪ আইন রহিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। বেশ্যারা "ডিউক! ১৪ আইন হইতে রক্ষা কর" এই কয়েকটী শব্দ বৃহৎ আলোকাক্ষরে স্ব স্ব বাটীর সম্মুখে লিখিয়া দিয়াছিল। আলফ্রেড একজন সামান্য প্রজা, অন্য অন্য প্রজা অপেক্ষা তাঁহার অধিক ক্ষমতা নাই, এ কথা বেশ্যা ও তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তারা জানিত না। কৃতবিদ্য মণ্ডলীর কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা "রিপবলিকের" অর্থ বিলক্ষণ বুঝেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কম্‌টির মতাবলম্বী (এই দলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে) তাঁহারা ফ্রান্সের বিপ্লবে প্রীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মত এই, ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের অন্য অন্য উপনিবেশে সাধা-

[illegible]

রেড রিপাবলিকান [illegible] বলে।

"রেড রিপাবলিকান" ইহাদিগকে বলে, ইহারা আবার ক্লবিস্টদিগের মধ্যেও অনেকে জানেন না। যখন ইউরোপেরই সকলে [illegible] এরূপ অর্থ সম্পূর্ণ রূপে অবগত নহেন, তখন এতদ্দেশীয়দিগের ত কথাই নাই। রেড রিপবলিকানেরা সম্পত্তির প্রভেদ রাখিতে চাহেন না, ইহাদের মত এই, সমুদায় অর্থ সকলে সমান অংশ করিয়া ভোগ করিবেন। ইহারা ধনী শ্রেণীর পরম শত্রু। ইহাদিগের মতে রাজবংশীয়দিগের [illegible] ভদ্রকের নাম বধ। সমুদায় ক্ষমতা নিম্ন শ্রেণীর হস্তে দেওয়া ইহাদিগের ইচ্ছা। ইহারা সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ বিগ্রহের বিপক্ষ। ইহারা বলেন, পৃথিবীর সকল জাতি পরস্পর ভ্রাতা স্বরূপ, একের উপরে অপরের জয়লাভ গৌরবের নয়। এই নিমিত্ত পারিসের রেড রিপবলিকানেরা বেণ্ডোম নামক নেপোলিয়নের জয়ের কীর্ত্তি স্তম্ভটী নষ্ট করিয়াছেন। এক ব্যক্তি এমন পর্য্যন্তও বলিয়াছিলেন যে, প্রথম নেপোলিয়নের দেহ দেহকে ইনবালিড সমাধি মন্দির হইতে পুনরুত্তোলন করিয়া হত্যাকারী উপযুক্তের কবরে রাখা উচিত। এই দলের কতগুলি মত মন্দ নয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর যাবতীয় জাতি তাহাদিগের সমুদায় মতের অনুমোদন করেন না, কখনও যে করিবেন, সে আশাও করা যায় না। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত জাতি পরস্পরের আত্মগৌরব, অন্যের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন এবং যুদ্ধে যশঃ লাভের ইচ্ছা সমান রহিয়াছে; কখন যে এরূপ ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হইবে তাহারও কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; কিন্তু রেডেরা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, সকলে তাঁহাদিগের মতাবলম্বী না হইলে, তাঁহারা বল প্রয়োগ করিবেন। জর্ম্মণির সহিত সন্ধির পর পারিসে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। এই দলের সহিত ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণের কোন সমদুঃখসুখতা নাই। এখানকার সর্ব্বসাধারণে কমিউনিষ্টদিগকে এক দল উন্মাদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "সম্পত্তির প্রভেদ থাকিবে না" এটী আমরা সম্ভাবিত বলিয়া জ্ঞান করি না। আমাদিগের দেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে "সকলে পাল্কী চড়িবে ত কাঁধে বহিবে কে?" যদি সকল সম্পত্তির উপরে সকলের সমান অধিকার রহিল, তবে লোকে পরিশ্রম করিবে কেন? যে স্থানে সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায় সে স্থানে দরিদ্রের সংখ্যাও অধিক। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি রেডদিগের সোসিয়ালিজম (সম্পত্তি সমানাংশে বিভাগের মত) কখন এতদ্দেশীয়দিগের আদরণীয় হইবে না। ফ্রান্সের বর্ত্তমান দুর্ঘটনাতে আমাদিগের মনের ভাবের পরিবর্ত্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু রাজবংশের লোপ হয় আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয়। যখন সংবাদ আইসে, পণ্ডিচারি হইতে একজন প্রতিনিধি ফরাসী জাতি সাধারণ সভায় গমন করিবেন, তখন চিন্তাশীল লোক মাত্রেই বলিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন সমুদায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর উচ্চতম ক্ষমতা চালন করিতে চাহেন, তখন সকল স্থানের প্রতিনিধি না লইবেন কেন? ফ্রান্সের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট উপনিবেশ সকলকে যখন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিয়েছেন, তখন ভারতবর্ষে প্রতিনিধি গ্রহণ প্রণালী না হইবে কেন? লোকে অবশ্যই উভয় জাতির শাসন প্রণালীর তুলনা করিয়া ফ্রান্সকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন।

ফ্রান্সে পুনর্ব্বার যথেচ্ছাচারিতা হইতে পারে বটে; কিন্তু অধিকাংশ ফরাসী স্বাধীন হইলে যে, উদারতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। ফ্রান্সের ঘটনা লইয়া লোকে সুন্দর রূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরীক্ষা করিতেছেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন স্বাধীনতার শত্রু ছিলেন। প্রতিনিধি প্রণালী, রাজনীতি সংক্রান্ত ও মানসিক স্বাধীনতা তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। বড় বড় পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। সকল ক্ষমতা তাঁহার নিজের হস্তে ছিল। তিনি এমন করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সকল বিষয়ে তাঁহার মুখাপেক্ষা ব্যতীত ফরাসীজাতির অন্য গতি ছিল না। তিনি বিশ্বাস করিয়া সকল প্রজার হস্তে অস্ত্র দিতে সাহসী হইতেন না। কেবল বেতনভোগী নিয়মিত সৈন্যের উপরে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তবে সে [illegible] প্রধান ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ছিল, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহা দ্বারা ফ্রান্সের বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের [illegible] অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। লোকে এই সকল বিষয়েই নিযুক্ত থাকেন, তিনি নিয়ত এই চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পতনের পর ভারতবর্ষীয় চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহার ও ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর তুলনা করিতেছেন। উক্ত প্রণালীই রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতার শত্রু। উক্ত প্রণালীতেই কেবল কতকগুলি সৈন্যকে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা হয়; প্রজার ভক্তির উপরে নির্ভর করা হয় না। নেপোলিয়ন যেমন বিদ্যা শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অনুমোদন করিতেন না, এখানকার গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ। তবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল যেমন একাধারে

বিদ্যা শিক্ষা উঠাইয়া দিতে সাহসী হইয়াছেন, ইউরোপের মধ্যে নেপোলিয়ন সেরূপ করেন নাই; তাহার কারণ এই, তিনি বুদ্ধিমান লোক; এরূপে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভাবিত নয়, ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি সাধ্যানুসারে তিনি টিয়ের্সের ন্যায় লোকদিগের মুখ পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টেরও সেই ভাব। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মূর্খ ও অসভ্য সর্দ্দার এবং রাজগণ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতেছেন এবং ষ্টার উপাধি পাইতেছেন; কিন্তু বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের যে সকল সবিদ্বান ও চিন্তাশীল লোক সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ, যাঁহারা সকল বিষয়ের তর্ক করিয়া যথার্থ কথা বলিতে সাহসী হন, যাঁহারা শাসন সংক্রান্ত চাতুরী বুঝিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের অবমাননা করিতেছেন। এই দলের কোন ব্যক্তি এপর্য্যন্ত স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিতে সমর্থ হন নাই। নেপোলিয়নের ন্যায় ইঁহারাও রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছেন। নেপোলিয়নের সময়ে রুশার প্রভৃতি যেমন কুতর্ক করিয়া গবর্ণমেণ্টের অপব্যয় ও নানা প্রকার অত্যাচারের সমর্থন করিতেন, মহাসভায় ভারতবর্ষের প্রতি কোন অত্যাচারের আবেদন হইলে লার্ড আর্গাইল ও গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রভৃতি সেইরূপ করিয়া থাকেন। নেপোলিয়ন যেমন মনে করিতেন তর্কে পরাস্ত করিতে পারিলে প্রজার কষ্টের প্রতি মনোযোগী না হইলেও ক্ষতি নাই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সংস্কারও সেইরূপ। আমরা সরলান্তঃকরণে বলিতেছি, কুতর্কের বিরুদ্ধে লোকের উদার প্রণালীর প্রতি আগ্রহ জন্মিয়াছে। যে সকল লোক কৃতবিদ্য নহেন তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, যখন এত রাজস্ব সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের অপব্যয় ও অকুলান নিবারিত হইতেছে না, তখন সকল কাজ পঞ্চায়তের হস্তে না দেওয়া হয় কেন? কৃষকেরা পর্য্যন্তও বলিতেছে, বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা "পঞ্চায়ত" ভাল। এই অবস্থার পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না, গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য

সেসবিল নামে আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

উপরিউক্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বারা প্রস্তাব করা হইয়াছে, জমীদারী ভূমি, লাখেরাজ, জলকর, নানা প্রকার জমা, বাটী, রেলওয়ে এবং ভূমি হইতে যে কোন উপস্বত্ব সংগৃহীত হয়, সে সমুদায়ের কর দিতে হইবে। এই আইন আপাততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে না। কিন্তু এটী কথার কথা মাত্র। তবে ইহা স্থির হইয়াছে, যেখানে কোন রূপ মিউনিসিপাল আইন আছে, তথায় ইহা প্রচলিত করা হইবেনা; কারণ ঐ সকল স্থানের রাস্তা প্রভৃতি মিউনিসিপালিটির মূলধন হইতে হইয়া থাকে। এটী অসঙ্গত নয়; কারণ এক্ষণে সর্ব্বত্র মিউনিসিপাল কর বৃদ্ধি হইয়াছে; এক বিষয়ের নিমিত্ত দুই প্রকার কর গ্রহণ অন্যায়। যেখানে উক্ত আইন প্রচলিত হইবে, তথায় কালেক্টর সংবাদ দিলে জমীদার প্রভৃতিকে এক মাসের মধ্যে যাবতীয় ভূমির ও জমার হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কালেক্টর ইচ্ছা করিলে এ নিমিত্ত চারি মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহার পর হিসাব দাখিল না করিলে প্রত্যহ জরিমানা দিতে হইবে। ৬ ধারায় স্থির হইতেছে, যত দিন পূর্ব্বোক্ত হিসাব দাখিল না হয়, তত দিন কোন জমীদার প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই বিধিটি নিতান্ত অসঙ্গত; সকল জমীদারের এই নিয়ম আছে, জমা ওয়াসিল বাকীর কাগজে প্রজার নাম ও খাজনার পরিমাণ লিখিয়া থাকেন। জমীর পরিমাণ কত, লাখেরাজদারদিগেরও সে হিসাব থাকে না। ৬ ধারাতে একটী অসাধ্য সাধন করিতে বলা হইতেছে, যিনি ইহা না করিবেন, তাঁহাকে কার্য্যতঃ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে; অর্থাৎ বিদ্রোহের দোষ সপ্রমাণ হইলে যে দণ্ড হয়, অসামর্থ্য নিবন্ধন হিসাব দাখিল করিতে না পারিলে তাহা হইবে। গবর্ণমেণ্ট কি জানেন না, জমীদারী অথবা পত্তনী প্রভৃতি নীলাম হইলে পূর্ব্বতন অধিকারী নূতন ক্রেতাকে কোন কাগজ পত্র দেন না? এমন স্থলে জুমুর করাই একমাত্র উপায়। একটী সামান্য মৌজাতে জুমুর করিতে হইলে অন্ততঃ দুই মাস সময় লাগে। গবর্ণমেণ্ট এখন বলিতেছেন, বাহির বন্দর, আনোরপুর অথবা মণ্ডলঘাট পরগণার ন্যায় জমীদারির কাগজ পত্র উর্দ্ধসংখ্য চারি মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, অন্যথা প্রত্যহ জরিমানা লাগিবে; প্রজার নিকটে কর আদায় বন্ধ হইবে। এমন অবস্থায় জমীদারী নীলাম হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। এটী কি সুবিচার? আমাদিগের মতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় দেওয়া উচিত। সেস বিলের ৬ ধারাটী উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা এস্থলে আর একটী আদেশের প্রতিবাদ করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের জানা উচিত, সকল স্থলে কোন বাটীর ভাড়া হয় না। এতদ্দেশীয়দিগের বাসস্থানের প্রতি অতিশয় মায়া; এ নিমিত্ত যত অর্থব্যয় হউক না কেন তৎপ্রতি তাঁহারা লক্ষ্য করেন না। ইংলণ্ডে যেমন সকল বিষয়ের লাভের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাজ করা হয়, এদেশে সেরূপ নয়। বাটীর আনুমানিক একটী ভাড়া ধরিয়া ইনকম টাক্স গ্রহণ করাতে যার পর নাই অসন্তোষ জন্মি-

হইতেছে। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ সম্পত্তির মূল্য কমিতেছে এবং দেশের উন্নতির পথ [illegible]স্থিত হইতেছে। আমাদিগের মতে যে সকল স্থানে বাস্তবিক ভাল হয়, সে স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানের উন্নতি কাজের নিয়ম করা উচিত নহে। ১২ ধারাটী উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে মিথ্যা হিসাব বড় অনর্থের মূল; স্থানীয় কর সম্বন্ধে মিথ্যা হিসাব হইলে অনিষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। এক ব্যক্তি মধ্যবিধ পরিশ্রম করিয়াও আপনার আয়ের সমষ্টি করিতে পারেন না; কিন্তু এক একটী বিস্তীর্ণ জমীদারিতে কত ভূমি আছে, তাহার হিসাব দিতে হইবে, ইহাতে ভ্রম হইলে দণ্ড বিধির ১৭৭ ধারা অনুসারে দণ্ড হইবে প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, জমীদারদিগের জমা ওয়াসিল বাকীর কাগজ নিতান্ত অসম্পূর্ণ। গবর্ণমেণ্ট যে সকল ভূমি জরিপ করিয়াছেন, তাহার চিঠাগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যত দিন সমুদায় দেশের ভূমি বন্দে বন্দে জরিপ না হইতেছে, ততদিন যথার্থ হিসাবের আশা করা বৃথা। তদ্ভিন্ন নায়েব ও গোমস্তাদিগের অমনোযোগ, ভ্রম ও ধূর্ত্ততা নিবন্ধন হিসাবের গোলযোগ হইয়া থাকে। কোন জমীদার নিজে জমীদারির সকল জমা ও লাখেরাজ প্রভৃতির হিসাব রাখিতে পারেন না; কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হয়। এমন স্থলে ভ্রম ও চাতুরী হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এমন অবস্থায় কি জমীদারের দণ্ড হওয়া উচিত?

কয়টী ভূমির উপরে [illegible] উহার করের উপরে কর অবশ্যই [illegible] ভাল হইয়াছে। সমুদায় [illegible] ইহার মূল কর ও বৃদ্ধির এক হইয়াছে। অর্থাৎ একজন জমীদার জমীদারী পত্তনী দিয়াছেন। তাঁহার নিজের লাভ ৫০০ টাকা; পত্তনিদার ১০০০ টাকা তহসিল করেন। শেষোক্ত টাকার উপরেই কর হইবে; আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, কর স্থাপনের সময়ে এই নিয়ম ভঙ্গ হইবে। পত্তনিদার ঐ সমস্ত টাকা সকল প্রকার প্রজার নিকটে আদায় করিবেন। তিনি একবার কর দিলেন; আবার দেশপত্তনিদারের অধীনে যৌরসিদার আছেন। আইনে উভয়ের নিকটে কর আদায় হইল। এস্থলে কি দুই বার কর আদায় করা হইতেছে না? আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত বিলখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, এই অনিষ্ট কিছুতেই নিবারিত হইবার নহে। যদি একান্তই ভূমির উপর কর গ্রহণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে এই উপায় অবলম্বন করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাদ দিয়া যাহা থাকিবে, তাহার উপরে কর স্থাপিত করিয়া উহার অর্দ্ধাংশ জমীদারেরা দিন; অপরার্দ্ধ প্রজাদিগের জমার পরিমাণে আদায় হউক। এরূপ নিয়ম করিলে বড় গোলযোগের সম্ভাবনা থাকিবে না। জমীদারের নিকটে এই কর বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করা অনুচিত। যেমন ১৮৬৮ অব্দের ৭ আইন অনুসারে পথে মহলের কর আদায় হয়, এই করও সেই প্রকারে আদায় হইলে ভাল হয়। একে ১৮২৯ অব্দের ১১ আইন অতি ভয়ানক; ইহার উপরে জমীদারের স্কন্ধে অধিক ভার নিক্ষিপ্ত করিলে অনেককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের মিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান বিলে কেবলই তাঁহাদিগের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন না। যাহারা ভূমি কর্ষণ করিয়া দিনপাত করে, তাহাদিগের এখনই উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হইতে হইতেছে। ইহার উপরে অতিরিক্ত কর প্রদানে যে তাহাদিগের পক্ষে কতদূর দুঃখের হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে শেষ কর ভার তাহাদিগের স্কন্ধেই পতিত হইতেছে। অতএব জমীদারেরা আইন হইবা মাত্র সকল কর প্রজার নিকটে আদায় করিবেন; কেহ কেহ ইহাতে নিজেরও কিঞ্চিৎ লাভ রাখিবেন। অন্য জমীদারেরা আপাততঃ নিজে কর দিতে পারেন বটে; কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, নূতন প্রজা বসাইবার সময় জমীদারেরা সমুদায় কর তাহার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবেন। কৃষকের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এরূপ দয়া দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। কোথায় প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন, না, শেষে গবর্ণমেণ্ট নিজে কর বৃদ্ধি করিতে বসিলেন! যে শ্রেণির পরিশ্রমের উপরে দেশের লোক নির্ভর করিতেছে, যাহাদের কষ্টের নিমিত্ত সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অশ্রুপাত করেন, যাহাদিগকে রক্ষা করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এদেশ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন!! মৌলবী আবদুল লতিফ যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। যেসকল কৃষক বার্ষিক ৫০ টাকার অধিক কর দেয় না, অন্ততঃ তাহাদিগকে এই কর হইতে মুক্ত করা উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্টকে আর এক বিষয় বলিতেছি। লাখেরাজ ভূমি পূর্ব্বতন সর্দার ও বাদশাগণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উপকারার্থে দিয়া গিয়াছেন। অত্যাচারী রাজারাও এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই। লোকে বলিয়া থাকেন, লাখেরাজ ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে রাজধর্ম্মের অন্যথাচরণ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে লোভ না করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

—১০১—

রেজিষ্টরি বিভাগ।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এক সরকুলার দ্বারা বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও উপবিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগকে জানাইয়াছেন, এক্ষণে দলীল রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত যেমন পৃথক সবরেজিষ্ট্রার আছেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া সেই সেই পদে পেন্সনভোগী লোকদিগকে অল্প বেতনে নিযুক্ত করিবেন। যে সকল পেন্সনভোগী সমাজের সহিত বড় মিশ্রিত হন না, তাঁহারাই অধিকতর আদরণীয় হইবেন। ইঁহারা অল্প বেতনে স্ব স্ব বাটীতে বসিয়া রেজিষ্টরির কার্য্য করিবেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বে একটী প্রস্তাব লেখা হইয়াছিল। অদ্য আমরা পুনর্ব্বার এতদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

উক্ত নিয়মের দ্বারা ক্যাম্বেল সাহেব পুরাতন কাজিদিগের রেজিষ্টরি করিবার প্রথা পুনঃ স্থাপিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন! চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বলেন, রেজিষ্টরি বিভাগ হইতে লাভ করিবার চেষ্টা করা অন্যায়। এক্ষণে এত দলীলের রেজিষ্টরি হইতেছে যে কি অর্দ্ধেক করিলেও অল্প দিনের মধ্যে লাভ দাড়াইবে। কিন্তু তা বলিয়া শাসনকর্ত্তৃগণের লাভের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করা উচিত নয়। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের উদ্দেশ্য এই, যে সে প্রকারে এই বিভাগ হইতে টাকা বাঁচাইতে হইবে। বিনা বেতনে অথবা অল্প বেতনে ভাল কাজ হওয়া যদি সম্ভাবিত হয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু ইহা হওয়া অসম্ভব। প্রথমতঃ আইনে সূক্ষ্ম দর্শন না থাকুক রেজিষ্ট্রারের আইন বিষয়ে কতক পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এ প্রকার পেন্সনভোগী কোথায় পাওয়া যাইবে? পেন্সনরদিগের মধ্যে কেরাণী ও মুহুরির সংখ্যাই অধিক। অল্প দিন হইল মাজিষ্ট্রেটদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত দলের পেন্সনরের সংখ্যা এত অল্প যে সমুদায় দেশ অনুসন্ধান করিয়াও দশ জনকে পাওয়া ভার। অবিচ্ছিন্ন বিচার কার্য্যে এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, পেন্সন লইবার সময়ে প্রায় হীনবল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতে হয়। এদলের পেন্সনভোগীর সংখ্যাও অল্প। কেবল অবিচ্ছিন্ন কার্য্যে কেন? আমাদিগের দেশের জল বায়ুর দোষে অল্পকাল মধ্যে শরীর নিস্তেজ ও অপটু হইয়া পড়ে। শীত প্রধান দেশের লোকে ৪০ বৎসরে পূর্ণ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এদেশে ৪০ বৎসর হইলেই বার্দ্ধক্যের আরম্ভ হয়। তদ্ভিন্ন আমাদিগের আর একটী দোষ এই, আমরা সামর্থ্য থাকিতে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারি না। অধিকাংশ ইউরোপীয় একটী নির্দ্ধারিত সময়ের পর আর কাজ করেন না; কিন্তু আমরা প্রাণ থাকিতে কাজ ছাড়িতে পারি না। আইনজ্ঞতা ও সততা প্রভৃতি অন্য অন্য গুণ থাকিলেও এই আপত্তিটী গুরুতর হইতেছে। রেজিষ্ট্রারকে বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী হইতে হইবে। এদেশে অনেক দলীল জাল হয় এবং জালকারিগণ এরূপ চতুরতা সহকারে এ কার্য্য করে যে, তাহা সহজে ধরা যায় না। এমন অবস্থায় দলীলগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হয়। সকলেই জানেন, ৪০ বৎসরের পর এদেশের সকলকেই প্রায় চসমা লইতে হয়। তদ্ভিন্ন রেজিষ্ট্রারকে মধ্যে মধ্যে লোকের বাটীতে যাইতে হয়। এক এক জন রেজিষ্ট্রারের অধীনে অনেক স্থান আছে। এই সকল স্থানে গমন করা বলবান লোকের কাজ। যদি বল রেজিষ্ট্রারের সংখ্যা বাড়াইলে এক এক জনের অধীনে অল্প স্থান থাকিবে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, এত উপযুক্ত লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? পাওয়া গেলেও প্রত্যেক রেজিষ্ট্রারের অধীনে কেরাণী ও মুহুরি রাখিতে হইবে; সুতরাং রেজিষ্ট্রারের বেতনে যে কএক টাকা বাঁচিবে, আমলার বেতনে সেই টাকা পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে। লাভের মধ্যে এই হইবে, কাজ ভাল হইবে না।

দেশের ঘটনা এবং আদালতের বিচারাদির বিষয় জানা রেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্য; কিন্তু লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, যে সকল লোক সমাজে বড় মিশ্রিত হন না, তাঁহারাই বিশেষ আদরণীয় হইবেন!! দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদিগের পেন্সনর মাত্রেই প্রায় সমাজের সহিত বড় মিশ্রিত হন না। এসকল লোকের দ্বারা কি যথার্থ কাজ হইবার সম্ভাবনা আছে? ইহাতে যে উৎকোচ স্রোত ও জাল প্রভৃতির বৃদ্ধি হইবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। আদালত সমূহকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন, যে সকল দলীল জাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই ভূতপূর্ব্ব কাজিদিগের দ্বারা রেজিষ্টরি হইয়াছে। কাজিরা বাটীতে বসিয়া কাজ করিতেন। তথায় উকীল ও মোক্তারগণ যাইতেন না, গোপনে কাজ হইত। মুহুরিকে হাত করিতে পারিলেই সকল কাজ হইত। কেবল কাজির রেজিষ্টরি কেন? যখন মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারপতিগণকে অন্যান্য বহুতর কাজ করিয়া আবার রেজিষ্টরি করিতে হইত, তখন কি ছিল? দলীল কে লিখিলেন, যথার্থ লেখা হইয়াছে কি না? এ সকল বিষয়ের কি ভালরূপ অনুসন্ধান হইত? প্রত্যেক দলিল রেজিষ্টরি করিতে রেজিষ্ট্রারের নামে মুহুরীও ২ টাকা লইতেন; সুতরাং জাল করিতে কাহারও ভয় হইত

১৮৬৪ অব্দের ১৬ আইন জারি হওয়ার পর অবধি জাল অনেক কমিয়াছে। উপযুক্ত লোক রেজিষ্ট্রার হওয়াতে এবং অন্য কোন কার্য্য না করিয়া কেবল রেজিষ্টরি কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে দুষ্টেরা শাসিত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ অর্থ বাঁচাইবার নিমিত্ত কি সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের হানি করা উচিত? পূর্ব্বে রেজিষ্টরি করা লোকের ইচ্ছাধীন ছিল। সে সময়েও এই সকল অনিষ্ট হইয়াছে; আর এক্ষণে অধিকাংশ দলীল রেজিষ্টরি করিবার নিয়ম হইয়াছে। এমন অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রণালী দ্বারা যে বিশেষ অনিষ্ট হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। হালিসহর পত্রিকা ২ য় সংখ্যা। এখানি প্রতি মাসে প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে চিত্রমালা, কালমাহাত্ম্য, কুমার সম্ভব ও বঙ্গেশ নন্দিনী প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় ক্রমে ক্রমে গদ্য পদ্যে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকার শেষ ভাগে "হুকুকথা" নামক একটী প্রস্তাব হুতোমী ভাষায় লিখিত হইতেছে। ভাষা ও পদ্যগুলি মন্দ হইতেছে না।

২। পুষ্পমালিকা ১ ম ভাগ। বাবু রামচন্দ্র দাস ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি পদ্যগ্রন্থ। কতকগুলি নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পদ্যগুলি অনেক স্থলে সুললিত ও সরল হয় নাই। ইচ্ছা করিয়া কঠিন শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৩। লণ্ডন রহস্য। শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় ইহার প্রণেতা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। ইহাতে প্রসিদ্ধ "মিষ্টিরিস অব লণ্ডন" নামক গ্রন্থের আখ্যায়িকাগুলি অনুবাদ করিয়া উদ্ধৃত করা হইতেছে। কোন গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইলে তাহাতে মূলের ন্যায় সৌন্দর্য্য রক্ষা হওয়া সুকঠিন, সুতরাং এস্থলেও যে তাহা ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি উক্ত গ্রন্থে অনেকাংশে ঐ সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানের প্রস্তাব বর্ণনাগুলি মন্দ হয় নাই; কিন্তু গ্রন্থকার অনেক স্থানে সুদীর্ঘ সমাসের বিন্যাস করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ইংরাজী স্থানের ও ব্যক্তির নামের সহিত সমাস বাক্যগুলি সংযুক্ত হওয়াতে আরও শ্রুতি কটু হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অবিকল ইংরাজী ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থান বিশেষের লেখাও ইংরাজীর ন্যায় হইয়াছে। গ্রন্থকার এই সকল দোষ পরিহার পূর্ব্বক সরল ভাবে লিখিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

বিবিধ সংবাদ।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ডেলিনিউস বলেন, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মান্দ্রাজের লার্ড বিশপ ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন।

সেকন্দ্রাবাদের ১৮ পদাতি দলের দলে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জন ক্লার্ক এবং আসিষ্টাণ্ট আপথিকারি আটকিনসন এবং বরাটনকে তথায় প্রেরণ করিয়াছেন।

সেনাপতি নাপো নিরাপদে সুয়েজে উপস্থিত হইয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, পঞ্জাব গবর্ণর গোপাল সিংহ চবার সিংহাসন পাইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা দেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি, যাহাতে আসামের চা বিভাগে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না হয়, তন্নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা পাইতেছেন। তথায় যে সকল কুলি যাইতেছে, তাঁহাদের পরীক্ষার্থ শিবসাগর, গৌহাটী, তুরত এবং পকগ্রামে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাদের পীড়া থাকিবে আরোগ্য লাভ না করিলে তাহাদিগকে তথায় যাইতে দেওয়া হইবে না।

মফস্বলাইট বলেন, নীরপুরের পোষ্ট মাষ্টার রামকালী সেন গবর্ণমেণ্টের টাকা তহরূপ করিয়াছিল বলিয়া সেসিয়ন জজ কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার সাত বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

মনিঅর্ডার আফিসের আর একটী জুয়াচুরি প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা আফিসের একখানি চিঠি জাল করিয়া এক প্রেসীর আফিস হইতে অনেক টাকা গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৮ মাস গত হইল এইরূপ আর একটী জুয়াচুরি হইয়াছিল। উক্ত বিভাগের বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, আফগান খাঁ হিরাট গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয় কান্দাহারের সংবাদ পত্র সমূহ তাহা সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। হিরাটের গবর্ণর এবং অনেক সর্দার হত হইয়াছেন।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে, বেলারি শাখা রেলওয়ের বিরাপুর সেতুটী ভগ্ন হইয়াছে।

পণ্ডিচারিতে সংবাদ আসিয়াছে গত ২৮ এ মে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার নিমিত্ত ফ্রান্সে চেম্বার অব ডেপুটীর অধিবেশন হইয়াছে। তিরিচনপল্লীর প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে অনেক গোলযোগ হইয়াছিল, কিন্তু পুলিস তাহার নিবারণ করেন।

রেঙ্গুন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ব্রহ্ম দেশের রাজা বাণিজ্যের একচেটিয়া করাতে বিদেশ কষ্ট হইয়াছে। একটী বাঁশ ক্রয় করিতে হইলেও রাজার মন্ত্রীর নিকটে আবেদন করিতে হইতেছে। অনেকে অনুমান করিতেছেন, যাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তথায় রাইফল সমূহ প্রেরণের অনুমতি দেন, এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মদেশের রাজা বাণিজ্যের একচেটিয়া করিয়াছেন।

আগামী ১৫ ই জুনের পর কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের লোক সংখ্যা করিবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেই অনেকে লোক সংখ্যার তালিকা পূরণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে প্রেরণ করিতেছেন

বেনারস হইতে একজন ডেলিনিউসে লিখিয়াছেন, তথায় একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

৩১ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

ইংলিসম্যান বলেন, কানপুরের একজন

শীয় সমাজে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতেছেন। সেখানে কি মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত নাই? মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত ভাল থাকিলে যে উলাউঠার নিবারণ হয়, কলিকাতা ইহার প্রমাণ।

আমরা শ্রবণ করিলাম, নারিকেলডাঙ্গার কসাইখানার বিষয়ে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বার্টর সাহেব যে আজ্ঞা দেন, প্রধানতম বিচারালয় তাহা অন্যথা রাখিয়াছেন।

সেকন্দ্রাবাদে যে উলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, উহার কারণ অনুসন্ধানার্থ মান্দ্রাজের সানিটারি কমিসনর তথায় গমন করিতেছেন। অতিশয় দুঃখের বিষয় আজিও ওলাউঠার নিদান নির্ণয় হইল না।

বোম্বাইয়ের কপোল বণিক জাতীয় এক ব্যক্তি বিধবা বিবাহ করেন বলিয়া মধুদাস ও রঘুনাথ দাস তাঁহাকে সমাজচ্যুত করাতে যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, গত শুক্রবার বোম্বাইয়ের পুলিস মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাহার বিচারারম্ভ হইয়াছে। আনেষ্টি সাহেব ফরিয়াদির পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থাদির উল্লেখ করেন। এক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া মকদ্দমা আপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। এই রূপ দুই একটী মকদ্দমা হইয়া বিপক্ষ দলের দর্প চূর্ণ না হইলে এ বিষয়ের মঙ্গল নাই।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, তত্রত্য বালিকারা সর্ব্বদা বাক্স করে বলিয়া ডেপুটী কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, অতঃপর কেহ লাঠি হস্তে করিয়া প্রকাশ্যস্থলে যাইতে পারিবেন না। এসকল নিষেধ দ্বারা তত্রত্য লোকদিগের ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

১ লা আষাঢ় বুধবার।

পাইওনিয়র বলেন, কাথারে আফ্রিদি জাতিরা সেখা অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছে। ৪ ঠা জুন রাত্রি কালে উহাদের একদল আসিয়া গম দাহ এবং আর দুটী পল্লী জ্বালাইয়া দেয়। গ্রামবাসীরা প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিল দুই জন গ্রামবাসী হত হয়। উহাদের ১০ জন হতাহত হইয়াছে। পঞ্জাবের ৩ পদাতিক পদাতিক দল এবং ৪ র্থ রেজিমেন্টের ৫০ জন অশ্বারোহী সৈন্য কাথারে প্রেরিত হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, ওয়াগরেরা টকরা এবং পোরবন্দরের নিকটবর্ত্তী আর দুটী পল্লীগ্রাম লুঠ করিয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, ২৪ পরগণার মুন্সেফ বাবু রাজকৃষ্ণ সেন (যিনি এক্ষণে তারামত্ত হাইকোর্টের গমন করিয়াছেন) দুই বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে যাত্রা করিতেছেন। প্রধানতম বিচারালয়ের উকীল বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু তাঁহার অস্থায়ী ভাবে তাঁহার পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

আগষ্ট মাসে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অনার্থ বহির্গত হইবেন। প্রথমে পূর্ব্বাঞ্চল আসাম পর্য্যন্ত গমন করিবেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগের মফস্বল ভ্রমণে যে কি বিশেষ কাজ হয় তাহা ত আমরা জানিতে পারি না।

গবর্ণর জেনরল ফেরজপুরের গোপী লালকে "রায়" উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি অষ্ট্রীয় পার্লিয়ামেণ্টে আলসেস ও লোরেন এই দুটী প্রদেশকে জর্ম্মণির সহিত একত্র করিবার বিল সম্বন্ধে যে তর্ক বিতর্ক হয়, তাহাতে প্রিন্স বিসমার্ক বলিয়াছেন, ইউরোপের শান্তি রক্ষার্থ উক্ত প্রদেশ দুটী জর্ম্মণীর অন্তর্গত করা আবশ্যক। আলসেস ও লোরেনের অধিবাসীরা ইহাতে অনিচ্ছু হইলেও তিনি প্রাণ পণে এবিষয়ে চেষ্টা করিবেন। "শান্তি রক্ষা" এটী উত্তম ছল সন্দেহ নাই, একথা শুনিলে অনেকে বোধিত হইতে পারেন।

বোম্বাই রাজধানীর সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের বার্ষিক সভা স্থলে লার্ড নেপিয়র পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, যে উক্ত বিভাগের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশই অসচ্চরিত্র। তিনি বলিয়াছেন, ইঞ্জিনিয়ারেরা কালেজে যে নীতি শিক্ষা করেন, তদ্দ্বারা যদি তাহাদের চরিত্র সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট চৌর্য্য নিবারণের জন্য যথা যথ উপায় অবলম্বন করিবেন। আমরা মনে করিতাম, প্রধান পুরুষেরা পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের গুণ জানেন না। তাঁহারা জানিতে পারিলেই উপকার।

মফস্বলাইট বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট দ্বারা ইনকম টাক্স সংগ্রহ সম্বন্ধে তত্রত্য ব্যক্তিদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করা হয়, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। গাজীপুরের কালেক্টরের নিকটে ৩৪১৬ দরখাস্ত উপস্থিত হয়। ইহাদিগের সকলের উপরে অন্যায় পূর্ব্বক কর ধার্য্য করা হয়। কেবল করদাতা বলিয়া নয়," যাহাদিগকে কর দিতে হয় নাই, তাহাদিগকেও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহাদিগকে করের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্মচারিদিগকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিতে হইয়াছে। সাহারণের কালেক্টর বলেন, ৩১২২ জনের মধ্যে ২০০ টাকার ন্যূন আয়বান ২৬১১ ব্যক্তির প্রতি কর ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন শ্রেণীর লোক। অন্যান্য স্থানের রিপোর্টেও এইরূপ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাপূর্ব্বক এই সকল রিপোর্ট দর্শন করা কর্ত্তব্য।

সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, রুশিয়ার সম্রাটের তৃতীয় পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্সিস আলকজাণ্ড্রবিচ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। তাঁহার সহিত ৪। ৫ খানি রুশীয় রণতরি আসিবে।

ইনকম টাক্স আসেসরদিগের অত্যাচারের আর একটী কৌতুকাবহ বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ডেলি একজামিনর বলেন, হাবড়া উপবিভাগের আসেসর টাক্স দেয় নাই এরূপ কতগুলি ব্যক্তির এক তালিকা পুলিসে প্রেরণ করেন। পুলিস সমন দিতে গিয়া দেখিলেন, উহাদের কেহই জীবিত নাই। উহাদের মধ্যে অনেকেই ৫। ৬ বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বা ১০। ১২ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা

দিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এল. উপাধিধারী ভিন্ন কেহই উক্ত আদালতে ওকালতি করিতে পারিবেন না ।

ইণ্ডিয়ান অবজার্ব্বর বলেন, সি. টি. বকলাণ্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় রাজস্বের একজন সভ্য হইয়াছেন । একজন বেঙ্গল সিবিলিয়ানের পদ ভিন্ন অন্য কোন সাহেবের পদ শূন্য ছিল না । ইনি কি সেই পদে নিযুক্ত হইলেন ? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন । যাঁহারা বিদ্যাসাগরের সঙ্গতির বিষয় জানেন, তাঁহারা এই দানের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন সন্দেহ নাই । বিদ্যাসাগরের দৈনন্দিক ঔদার্য্য ও বদান্যতা অন্যের অনুকরণীয় নহে ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাটে একটী চিকিৎসালয় নির্ম্মাণার্থ নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সাহায্য দান করিয়াছেন । রাণী অন্নময়ী ১০০, ও, জে, ইলিয়াস ২৫০, বাবু চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরি ১০০, দীননাথ মল্লিক ১০০, জি, পি, মিলিটন ৫০, ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ২০ এবং রায় যদুনাথ রায় চৌধুরীর পুত্রগণ ৫০ টাকা ।

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার দার্জ্জিলিঙ্গে সিঙ্কোনার চাস উত্তম হইতেছে । এবার ৮৬৬ একার ভূমিতে ইহার চাস করা হয় । চারাগুলি ৪ হইতে ৯ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হইয়াছে ।

এক্ষণে যেমন ঢাকাতে সিবিল ও সেসিয়ন জজেরা বিচার করেন, সেরূপ না হইয়া যশোহরের সিবিল ও সেসিয়ন জজেরা ফরিদপুরে সেসিয়নের বিচার করিবেন

গত এপ্রেল মাসে মধ্য প্রদেশের ৪৯৫২ ৫৭২ অধিবাসীর মধ্যে ৮৭৪০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে । উহার মধ্যে ৬১৩৫ লোকের জ্বরে মৃত্যু হয় এবং ৬৮ লোক সর্পদংশন ও বন্য পশু দ্বারা হত হয় । এপ্রেলের প্রথমে ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে । জব্বলপুরে অধিক সংখ্য লোকের মৃত্যু হয় । এ সকল প্রদেশে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, তথায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । মিউনিসিপাল নিয়ম ভাল হইলে পীড়ার এরূপ প্রাদুর্ভাব হয় না ।

জনসলটিঙ্গ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারী পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট করিবার পূর্ব্বে রাইচোরের রেলওয়ে খোলাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন । এরূপ ভর্ৎসনা অন্যায় হয় নাই ।

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বলেন, বোম্বাইয়ের ডাক্তার উইলসন লণ্ডনেতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটী বিশেষ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । ভারতবর্ষের সেক্রেটারি অব ষ্টেট ডিউক অব আর্গাইল ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন । বর্ত্তমান বৎসরের শেষে ডাক্তার উইলসনের এদেশে প্রত্যাগমনের কথা আছে ।

—বঙ্গিপুর ও অন্যান্য কয়েকটিজেলার জমীর খাজনা দ্বারা অধিকাংশ রাজ শোধ হয় । মান্দ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে সেই রূপ হইয়া থাকে , কিন্তু বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া সেরূপ হয় না ।

—শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত পুরী নগরীতে শ্রীমদ্ভাগবত, ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন ।

২ রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ।

রেভেনিউ বোর্ড রেলওয়ের অবস্তন কর্ম্মচারিদিগের অধিক পরিমাণে সুরাপান নিবারণার্থ বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, রেলওয়ের ষ্টেসন সমূহে যে সুরার দোকান আছে, সেই দোকানদারেরা রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে নগদ মূল্য ভিন্ন সুরা বিক্রয় না করে, উহাদের লাইসেন্স পত্রে এরূপ একটী বিধি করিয়া দেন । এই আজ্ঞাতেই যে অত্যধিক সুরাসেবনের নিবারণ হইবে, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না । যাহার অত্যধিক সুরাসেবনের প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহার গুরুদণ্ড বিধান ব্যতিরেকে উহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই । রেলওয়েতে ঘটিত যে সকল অত্যাচার বা দুর্ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কর্ম্মচারিদিগের সুরাপান নিবন্ধন উন্মত্ততাই তাহার প্রধান কারণ ।

পায়নিয়র বলেন, সর রিচার্ড টেম্পল বর্ত্তমান বর্ষে অহিফেনের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক টাকা পাইয়াছেন , বঙ্গদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস এনিউইটি ফণ্ডের মূলধন হইতে ২১৩ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন , বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতেও কতক টাকা পাইবেন , এত টাকা উদ্বৃত্ত, তথাপি গবর্ণমেণ্টের অনটন ঘুচে না এটী অতি আশ্চর্য্যের বিষয় । অনটন থাকুক আর না থাকুক, কতকগুলি নূতন নূতন কর করিতে পারিলেই রাজস্ব বিভাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হয় ।

ভারতরঞ্জন বলেন, গত বৎসর মহীশূরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক মান্দ্রাজ এবং কলিকাতা নগরে আগমন করায় একটী ফল হইয়াছে । তাঁহারা দেখিয়াছেন, পৃথিবীর অন্যান্য স্থান তাঁহাদের দেশ অপেক্ষা উন্নত । ইহাতে তাঁহাদের দেশোন্নতির প্রতি বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে । তাঁহারা এক্ষণে প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বড়ই যত্নবান হইয়াছেন ।

রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ বলেন, দিল্লীতে হিন্দু ধর্ম্ম সংশোধন করিবার নিমিত্ত একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে । তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা ।

উক্তপত্র বলেন, আমরা নিতান্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কিছু দিবস হইল, এখানে লিটরারি ক্লব (সাহিত্য সমাজ) নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছিল । কয়েক মাস পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল , কিন্তু এখানে আমাদিগের সভ্যদিগের মধ্যে ঈর্ষানল উপস্থিত হয় । অধুনা ঐ কারণে সভাটী অল্প কালেই লোপ পাইয়া গিয়াছে । আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত যুবক দেশের হিতসাধন করিতে অতি ব্যগ্র , কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কিছুই করিতে যত্নবান নহেন । যে সকল যুবকেরা আত্মোন্নতির সোপান স্বরূপ একটী সভা জীবিত রাখিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগের দ্বারা আমরা আর কোন্ উন্নত ফল লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতে পারি ? *

৩ রা আষাঢ় শুক্রবার।

গঙ্গায় অত্যন্ত হাঙ্গরের ভয় হইয়াছে। সে দিন একজন মুসলমানকে ধরিয়াছিল। সম্প্রতি খড়দহের ঘাটে একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু স্নান করিতেছিলেন এমন সময়ে একটা হাঙ্গর আসিয়া তাঁহাকে ধরে। তিনি প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব বলে উহার চক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিয়া পরিত্রাণ পান।

এক্ষণে যে বাটীতে কলিকাতার স্মল কজ কোর্ট হইতেছে, উহার এমন একটী স্থান নাই যে স্থান দিয়া জল পড়ে না। এক্ষণে সর্ব্বদা উপস্থিত। উকীল মোক্তার প্রভৃতি সকলেরই দার পর নাই কষ্ট হইতেছে। উক্ত আদালতের একজন উকীল এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন। যখন চৌরঙ্গি হইতে উক্ত আদালত উঠাইয়া আনা হয়, তখন বলা হইয়াছিল, ইহার নিমিত্ত একটী ভাল বাটী ভাড়া লওয়া হইবে, নতুবা একটী নূতন বাটী নির্ম্মাণ করা হইবে, কিন্তু এপর্য্যন্ত এ দুইয়ের কিছুই হইল না। ইহার যে উদ্বৃত্ত টাকা ছিল তদ্দ্বারা একটী বাটী নির্ম্মিত হইল না কেন?

মহারাজ হোলকর রেলওয়ে করিবার নিমিত্ত যে টাকা কর্জ্জ করেন, উহার মধ্যে সম্প্রতি বোম্বাই ব্যাঙ্কে ৪২৫০০০ টাকা জমা দিয়াছেন।

বরদা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মলহর রাও বাপু ভাই নরাশঙ্করকে এক ছড়া মুক্তার মালা, একটী হীরার অঙ্গুরীয়ক এবং একটী সোণার ঘড়ী উপহার দিয়াছেন। মল হর রাও শীঘ্র বরদায় একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। ইহাঁর শুভানুষ্ঠানে বিল ম্বন প্রভৃতি আছে।

সম্প্রতি যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা অযোধ্যার শস্যাদির অনেক হানি হইয়াছে। যব গোধূম প্রভৃতির মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, ১লা জুন সর্দ্দার মহম্মদ আজুম খাঁ ৬০০০ সওয়ার সঙ্গে লইয়া কান্দাহারে অ[illegible] সৈন্যদিগকে আক্রমণ করেন। ইহাতে বহু সংখ্য সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

৪ ঠা আষাঢ় শনিবার।

এক ব্যক্তি হেরাল্ডে লিখিয়াছেন, তিনি সম্প্রতি একদিন শিয়ালদহের পুলিস কোর্টে নালিশ করিতে গমন করেন, কিন্তু প্রায় বেলা একটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে প্রস্থান করেন। পুনর্ব্বার ২ ঘটিকার সময় গিয়া দেখিলেন তখন পর্য্যন্তও মাজিষ্ট্রেট আইসেন নাই। অনেক বিচারপতি নিয়মিত সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হন না, তন্নিবন্ধন বিচ রার্থী দিগের যারপর নাই কষ্ট হয়। এবিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের দৃষ্টি রাখা অতি কর্ত্তব্য।

ষ্টেট সেক্রেটারির আজ্ঞানুসারে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আফিস করিতেছেন। একজন সেক্রে টারি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন সেক্রেটারিএটের আফিস হইতে ক্লার্ক নিযুক্ত করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, উক্ত আফিস সিমলায় হইবে।

ইংলণ্ডের যেটকাফ হলে কমিসনা রের মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বস ন্তের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কোলাপুরের রাজার ইংলণ্ড ভ্রমণ বৃত্তান্ত শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

৬ ই মে যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানির সমুদায়ে ৩৭০৪০ টাকা লাভ হয়। প্রতি মাইলে ২৩০ টাকা লাভ হইয়াছে।

একজন এতদ্দেশীয় ৪ সের মদিরা চুরি করিয়াছিল বলিয়া মিলার সাহেব তাহার ১১ বেতের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বারাণসীতে গ্যাসের আলো দিবার কথা হইতেছে। এদেশে অধিক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হওয়াতেই প্রধান প্রধান নগরে গ্যাসের আলো দিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ই জুন। রুশিয়ার সম্রাট বারলিনে উপস্থিত হইয়াছেন।

সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, খাইবাতে রুশিয়ানদের যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহার শেষ হইয়াছে।

বারসেলিস ৮ ই জুন। অদ্য জাতি সাধারণ সভায় টিয়র্স বলিয়াছেন, সকলে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার হস্তে সাধারণ তন্ত্র রক্ষার্থ যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ না করিয়া প্রাণ পণে উহার রক্ষার্থ যত্নবান হইবেন।

লণ্ডন ১০ ই জুন। কনষ্টাণ্টিনোপলের [illegible] স্থানে অগ্নি লাগিয়াছে।

লণ্ডন ৯ই জুন। সেণ্ট পিটর্সবর্গের সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, রুশিয়ার সহিত তুর্কির কোন গোলযোগ নাই।

প্যারিসের বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। রসেল বন্দী হইয়াছেন।

গত রাত্রিতে লার্ড বাটিতে লার্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষে বিলাতি বর্ষের স্থান রক্ষক সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১০ ই জুন। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব গত রাত্রিতে কমন্স বাটীতে বলিয়াছেন, ডিউক অব আর্গাইল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের বিদায়ের নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লার্ড মেয়রকে যে পত্র লিখেন তাহার প্রত্যুত্তর এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই।

কর্ণেল ষ্ট্রেচি ডিরেক্ট মেজর জেনরল হই য়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই জুন। গত রাত্রিতে ফসেট সাহেব কমন্স বাটীতে ভারতবর্ষের রাজস্ব ও শাসন প্রণালীর অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব করেন। গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ইহা করিবার আবশ্যক কতা নাই বলিয়া উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, এক্ষণে যে কমিটি বসিতে ছেন, তাঁহারা এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করি বেন। তিনি ভারতবর্ষে রাজকীয় কমিসন প্রের ণের প্রতিবাদ করেন। উইকফিল্ড সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, রাজস্ব সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় দিগের বিশেষ অসন্তোষ আছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৭ ই জুন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপু

কালেক্টর বাবু দীননাথ আড্ডা বাঁকুড়ার অন্তর্গত পাঁচুগ্রামের উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কেদারনাথ মল্লিক নদিয়ার অন্তর্গত কুষ্টিয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

পশ্চাল্লিখিত [illegible] ১৮৭১ সালের ১১ আইন অনুসারে [illegible] কালেক্টরের আদেশ মত হইলেন। ইহাঁরা কালেক্টরের ক্ষমতা চালনা করিতে পারিবেন।

বাবু কৃষ্ণকেশব [illegible]—পাটনা।
" প্রাণনাথ গুপ্ত—[illegible]।
" কালীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়—ত্রিহুত।
" কালীনাথ দত্ত—সাহাবাদ।
এস, এচ মাক্রিন্নন—সাহাবাদ।
মৌলবী ইব্রাহিম—গয়া।

কাপ্তেন নিবিহাম লোই দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টান্ট কমিসনরের পদে উন্নত হইলেন।

লোহার ডগার প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর লেপ্টেনান্ট কেলি [illegible] তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী কমিসনর হইলেন।

৮ ই জুন। সহকারী কমিসনর কাপ্তেন সাধু এলস পুরর্ষীর হাজারিবাগের অন্তর্গত গড়ুয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

গড়ুয়া উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর উইলিয়ম কাম্‌বেল মানভূম বিভাগের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

জে, কে, রজার পাটনা কালেজের প্রিন্সিপালের প্রতিনিধি হইবেন এবং বঙ্গদেশীয় শিক্ষা সার্বিসের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন।

১০ ই জুন। সি. ই, বকল্যাণ্ড (বি, এ,) ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের সহকারী হইলেন।

জে, এ, বোডিলন পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন।

পশ্চাল্লিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা ১৮৭১ সালের ১০ আইন অনুসারে নিম্নলিখিত বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি, এল) মুরশিদাবাদ; এচ, আর, [illegible]—মালদহ; বাবু লালিত মোহন চট্টোপাধ্যায়—[illegible]।

ইনটন করেষ্ট উত্তর আসামের দরাঙ্গ বিভাগের ভার পাইবেন।

কলিকাতা ছি চর্চের রেবরেণ্ড গুরুদাস মৈত্র ১৮৬৫ সালের ৫ আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৭ ধারানুসারে এতদ্দেশীয় খৃষ্টিয়ানদিগের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

১২ ই জুন। পশ্চাল্লিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা ১৮৭১ সালের ১১ আইন অনুসারে নিম্নলিখিত বিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন—

বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়—ঢাকা।
" কালীনাথ বসু—টিপারা।

রাজসাহির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৩ ই জুন। আসিষ্টান্ট কমিসনর লেপ্টেনান্ট গুফিলবি [illegible] অন্তর্গত মঙ্গলদাই উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হালডেন রাইট [illegible] উপবিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন।

জে, এফ ব্রাডবরি; এচ, জে, এস, কটন; আর, এম, গুডল্যাড (বি এ); আর্থর ফর্ব্বস; জেমস ক্রফোর্ড (বি এ); এচ, জি দাম্পিয়র (বি এ)।

বিবস উইলসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগ।

৩০ এ মে—পুরীর এবং উড়িষ্যার অন্যান্য নগরে শান্তি রক্ষার্থ এবং অপরাধ ব্যক্তিদিগের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্তে পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও শান্তি রক্ষককে সাহায্য করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভাসদ হইলেন।

পুরীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট।
বাবু কল্পনাপ্রসাদ ঘোষ।
" কেদারনাথ দত্ত।
" মোহনমোহন দাস।
" নারায়ণ দাস।
বেনিয়া গুরু।

৯ ই জুন—লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের শাসনের অধীনস্থ প্রদেশসমূহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৬৯ সালের ১১ আইনের ৩ ধারা অনুসারে জষ্টিস আব দি পিস হইলেন।

সি, পি, এল, মেকলে (এম, এ) এল, সি, এবট; এচ, জি কুক; এফ, ডবলিউ ব্যাডকক; জে, এবি; জে বাহ্‌লো; সি, এ, সামুএলস; সি, এ, উইল কিন্স; জি, এচ, ডামন্ট; সি, আর, এল, মার্ডক।

১০ ই জুন। ই, এস, সাউথাম চন্দ্যাবেল ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

টি, সি, লাইটন বর্দ্ধমানের মিউনিসিপাল কমিসনরের বাইস চেয়ারমান হইবেন।

যশোহর এবং বাখরগঞ্জের অতিরিক্ত জজ জি, এ, গেপার আর ও ফরিদপুরের অতিরিক্ত জজ হইবেন।

১২ ই জুন—ডবলিউ কার্ভার (এম, এ,) ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা বদলী হইলেন। বাবু প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আরা হইতে পাটনায়; সৈয়দ আলি হোসেন আরারিয়া হইতে আরাতে; মৌলবী তোফেল আহম্মদ, গোপালপুর হইতে আরারিয়াতে।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং গোপালপুরের মুন্সেফ হইবেন।

দ্বারভাঙ্গার অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় (বি এল,) সাহাবাদের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

মজঃফরপুরের মুন্সেফ এবং মুঙ্গেরের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু রাম প্রসাদ মুঙ্গেরের সদর ষ্টেসনের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু [illegible]মোহন প্রসাদ [illegible] নিমিত্ত জাহানাবাদের মুন্সেফের এবং মুঙ্গেরের অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্নলিখিত পুলিস কর্ম্মচারীরা বদলী হইলেন।

আসিষ্টান্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ, এ, ডসন, লোহার ডগা হইতে ঢাকাতে।

প্রতিনিধি আসিষ্টান্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ, জি, এচ, রবর্টস, ঢাকা হইতে লোহার ডগাতে।

প্রতিনিধি আসিষ্টান্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট চার্লস রধার মুঙ্গের হইতে সিলেটে।

বাবু রাজকৃষ্ণ সেন ২৪ পরগণার একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ হইয়াছেন।

এস, সি, বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের পূর্ণিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

আমরা কোন্ দেশে আসিয়াছি ? পূর্ণিয়া কি ইংরাজের রাজ্য ভুক্ত ? যত দিন যাই তেছে, নূতন নূতন লীলা দর্শনগোচর এবং অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আমাদের শ্রবণগোচর হইতেছে । চুরি, ডাকাইতি ত এদেশের নিত্য ক্রিয়ার মধ্যে ; গত পাঁচ মাসে ন্যূনা ধিক ৩০ টী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে ; সাত আট শত কি হাজার টাকার সম্পত্তি অপহৃত হয় ; এমন চুরি সচরাচর হইয়া থাকে, সুতরাং এতদ্বিষয়ক সমাচার প্রচার কেবল পাঠকবর্গের বিরক্তির হেতু হইবে মাত্র । দেওয়ানী আদালতে যাইতে হইলে এ দেশের লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় । ষ্টাম্প, উকীল খরচা, মোক্তার (ভারত বর্ষীয় "পেলিকান্") মহাশয়দের উদরপূরণ, সমনের মেহার, তলবানা প্রভৃতি দিতেই অর্থের শ্রাদ্ধ বাহির হয় ; তাহার উপরে, যেখানে নাজির কখন পদার্পণ করেন নাই সে স্থলে পেস্কারের খরবরদারি, যেখানে সমন জারী করিতে গেলে বোঁহাদিকে পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে হয়, সেখানে যাট (!!!) মাশুল না দিলে অব্যাহতি নাই । এই সকলের উপরে প্রতি সাক্ষীর এজাহার লেখাইবার জন্য (সদর টেবিলে) এক টাকা আট আনা দিতে হয় । এই সমস্ত দৌরাত্ম্যের অন্ত নাই, এমন কি কেহই নাই ? পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম, এ দেশের অধিকাংশ লোকই দুঃস্থ ; তাহাতে এই অত্যাচার !! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, পূর্ণিয়া কি ইংরাজের রাজ্য ভুক্ত ?

তেজরা ঘাটে লুণ্ঠিত ডাকগাড়ির ৩৭০ তোলা খাঁটী মাতীর সমস্তই পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । গত বৎসরের বিচারে জাল একলাক্ষ নামা ও প্রত্যর্থির অজ্ঞাতসারে তাহার পক্ষ হইতে কৃত্রিম জওয়াব দিবার অপরাধে দুই ব্যক্তির দণ্ড হইয়াছে ; এক জনের পাঁচ বৎসর ও অপর ব্যক্তির সাত বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে । আর একজন ভৃত্যান্তরে যাইতে যাইতে পথে তাহার প্রভুকে অস্ত্রাঘাত করিয়া তাঁহার অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে । আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দশ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে ।

আর একটী কৌতুকাবহ ফৌজদারী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে । মুঙ্গের হইতে এক ব্যক্তি এখানে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল । বিবাহান্তে পাত্র পাত্রীকে লইয়া যাইবার মানস প্রকাশ করিল । কন্যাপক্ষীয়েরা ও অপরাপর কয়েকটী লোক তাহাতে আপত্তি করেন ; কিন্তু বর কোন প্রকারে কন্যাকে লইয়া আসিয়া একজনের আশ্রয় গ্রহণ করে । প্রতিপক্ষগণ নালিশ করিল যে ১৪।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা তাহার পিত্রালয়ে থাকিবে বরের সহিত এইরূপ চুক্তি ছিল । জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কন্যাকে পাত্রের নিকটে দেখিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন এবং আবেদনকারিদিগকে দেওয়ানীতে তাঁহাদের স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার অনুমতি দেন ।

পূর্ণিয়া ও কাটীর মধ্যে সৌরভার উপরে একটী দারুময় সেতু আছে । মিউনিসিপালি ফণ্ডে অনেক টাকা থাকিলেও এই পোলের পারাণি লওয়া হয় । পূর্ণিয়ার সহিত কাটীর অতি নিকট সম্বন্ধ, সর্ব্বদা এই "টোল" দিতে লোকের বিশেষ কষ্ট বোধ হয় । গবর্ণমেন্টের "টোল" উঠাইয়া দেওয়া অথবা মিউনিসিপালিটীতে দেশীয় সভ্যকে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য ।

৭ ই জুন
১৮৭১ ।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় ! আমাদের বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের সাহায্যার্থে শ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল । উভয় আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, তন্মধ্যে পুঁটিয়া নিবাসিনী নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিণী শ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী গৃহনির্ম্মাণার্থ বিংশতি মুদ্রা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । তাঁহার এরূপ অনুগ্রহে বিদ্যালয়ের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলেন । তাঁহার গুণের নূতন পরিচয় প্রদান করা বাহুল্যমাত্র । এই রূপ মহৎকার্য্য যে তাঁহার জীবনব্রত হইয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই । আজি কালি এইরূপ কয়েকটী রমণী সর্ব্বপ্রকারে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন । পাশ্চাত্য যুবকেরা দেখুন যে, হীনবীর্য্য পরাধীন ভারত সীমন্তিনীগণের মানসিক তেজস্বীতা ও দানশীলতা কিরূপ । যশোলিপ্সা ইঁহাদের কার্য্যের মূল নহে । নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতাই ইঁহাদের মূলমন্ত্র ।

এক্ষণে আমরা আশা করি, শ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং কাশিমবাজার নিবাসিনী বিখ্যাতা রাণীর নিকট হইতেও এরূপ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না ।

১২৭৮
৩০ এ জ্যৈষ্ঠ ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বালিয়া গোবিন্দপুর বিদ্যালয়ের সহকারী সম্পাদক ।

অত্রস্থ বাঙ্গালা স্কুলের সাহায্যার্থ শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী বিংশতি মুদ্রা দান করিয়াছেন ।

পাটনা
১৪ ই জুন
১৮৭১

শ্রীভগবতীচরণ মিত্র
সম্পাদক

সম্প্রতি ঢাকার প্রসিদ্ধ "স্বপ্নবিলাস ও রাই উন্মাদিনী" নামক যাত্রাগান রচয়িতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় "বিচিত্র বিলাস" নামে আর এক নূতন যাত্রাগান রচনা করিয়াছেন । কোন্ড গ্রামবাসিদিগের যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে এই যাত্রার অভিনয় হইতেছে । প্রায় প্রতি রবিবার উহার অভিনয় হইয়া থাকে । আজি কালি এখানে উহা সর্ব্বসাধারণের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে । এতৎসম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিতেছেন । আমরা আহ্লাদ করি, সঙ্গীত গুলি উত্তম হইয়াছে । রাগ, রাগিণী ও পদ

[illegible] হুক হয় নাই। অনুপ্রাস, যমক, উপ[illegible], প্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের [illegible] আছে এবং কাব্য, বিজয়া [illegible] প্রভৃতি অনেকগুলি রসেরও [illegible] হইয়াছে। গানগুলি সকল [illegible] করিয়াছে; কিন্তু তাই উহা [illegible] বিলাপের সহিত ইহার তুলনা [illegible] না। যাঁহারা অপ্প বিলাপ ও [illegible] শুনিয়াছেন, উঁহাদিগের নিকটে বিচিত্র বিলাপ নূতন [illegible] বোধ হইবে না। ইহাতে উক্ত গান হইতে অধিকাংশ ভাব, রাগ, রাগিণী, সুর ও তাল যথাবিধি গ্রহণ করা হইয়াছে। রচনাও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট নহে। যদিও বিচিত্র বিলাপের সরলতা গুণটী অপেক্ষাকৃত অধিক, কিন্তু ইহাতে অশ্লীলতা দোষ বিলক্ষণ আছে। সত্য বটে, রামলীলাই অশ্লীলতাপূর্ণ; কিন্তু এই যাত্রার কতকগুলি গানে অশ্লীল ভাব ও অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি যেরূপ স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হয়, অন্য কোন যাত্রার গানে তদ্রূপ নহে। গুরু জনের নিকটে বসিয়া এই গান শ্রবণ করা যায় না। পিতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মাতা কন্যা প্রভৃতি এক স্থানে বসিয়া নির্লজ্জ মনে বিচিত্র বিলাপ শ্রবণ করিতে পারেন না। যদি বিচিত্র বিলাপ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের এক স্থানে বসিয়া শ্রোতব্য হয়, তাহা হইলে বেশ্যালয়ে গিয়া এক বেশ্যার সঙ্গে পিতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার একত্রে আমোদ প্রমোদ করাও দূষণীয় নহে। যাহা হউক, আমাদের মতে অপ্প বিলাপ উত্তম, তাই উহা অপেক্ষা দ্বিতীয় এবং বিচিত্র বিলাপ গুণে, [illegible], অলঙ্কারে, ভাবে, রসে, রাগে, রাগিণীতে সর্ব্ব বিষয়ে তৃতীয় হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় আমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন না; আমরা বিলক্ষণ জানি, তিনি [illegible] একজন বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও [illegible]-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত। [illegible] ইহার প্রমাণ [illegible] বিচিত্র বিলাপ তাঁহার নামে মুদ্রিত [illegible]। বিচিত্র বিলাপ সকলের আলোচনার [illegible] রচনা প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে বড় দোষ দিতে পারি না; কারণ, গ্রন্থকারের প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক যেরূপ উত্তম হয়, পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকল অনেক স্থলে সেরূপ হয় না।

১২৭৮
১লা আষাঢ়।

বিগত ২৬এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে দিনাজপুরের যে একখানি পত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে আমাদের [illegible] আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টী প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত মিথ্যা কথায় পরিপূর্ণ। আমরা এক দল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পর তাহাদিগকে আঘাত করি এবং তাহারাও আমাদিগকে আঘাত করে। আমাদের সঙ্গের লোকগুলি পলায়ন করাতে আমরা ঐ দস্যু দল ধৃত করিতে পারি না। এই ঘটনার অব্যবহিতকাল পরেই জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তথায় যাইয়া এ বিষয়ের তদন্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টে এবং পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। যে সকল কনষ্টেবল পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা ভীরুতার অভিযোগে ফৌজদারির বিচারে অর্পিত হইয়া কঠিন দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে।

আপনকার দিনাজপুরের পত্র প্রেরক কেবল শত্রুতা বশতঃ আমাদের অপবাদ করার অভিপ্রায়ে স্বকপোল কল্পিত একটী সম্পূর্ণ মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া প্রকাশ করাতে আমরা অত্যন্ত মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহার নামে নালিশ করা আবশ্যক। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনকার আগামী পত্রিকায় আমাদের এই পত্রখানি এবং আপনকার দিনাজপুরের পত্র প্রেরকের নাম ধাম প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৮৭১ ১৩ই জুন } শ্রীহরিচরণ মজুমদার
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায়
দিনাজপুর

সম্পাদক মহাশয়! কতিপয় দিবস গত হইল, জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত চন্দন পাড়ী মডেল স্কুলের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণার্থ উক্তপূর্ব্ব বিভাগের জাইন্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় ও জলপাইগুড়ির মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশয় দ্বয় এস্থানে সমাগত হইয়া অতি সমারোহে একটী সভা করেন। ঐ সভায় স্থানীয় অনেক ভদ্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মুন্সেফ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ ছাত্রদিগের রচনা পাঠ, রচনা পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়, একটী সুললিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তদনন্তর জাইন্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু একটী উপদেশ গর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন।

সেক্রেটারি মহাশয় সুললিত বক্তৃতা দ্বারা জাইন্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবুর বক্তৃতার সারাংশ স্থানীয় লোকদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে আমরা এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা আর কখন শ্রবণ করি নাই। সেক্রেটারি মহাশয়ের [illegible] হইলে সভাপতি মহাশয় স্বহস্তে ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সঙ্গে জাইন্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবুও নিজ হইতে প্রথম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে ১টী টাকা পুরস্কার দেন। উক্ত ছাত্রটী তাঁহাকে রচনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিল।

সম্পাদক মহাশয়! জাইন্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু গত জানুয়ারি মাসে একবার এ অঞ্চলের স্কুল সমূহ দর্শন করিয়া স্কুল সম্পর্কীয় লোকদিগকে অতীব প্রোৎসাহিত করিয়া যান। এক্ষণে এ অঞ্চলে, অধিকাংশ স্কুল দর্শন করিয়া সম্প্রতি দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছেন। যিনি দেশের উন্নতির নিমিত্ত এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, যিনি দেশের হিতার্থে প্রাণপণ করিতেছেন, যিনি দেশের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় অনবরত বিদ্যা জল পরিপূরিত নিয়ত স্রোতে নির্ঝর করিতে [illegible] করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁহার পদের বৃদ্ধি করিয়া দিয়া উৎসাহবর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য। উঁহার দ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে।

জেলা জলপাইগুড়ি
[illegible]
চন্দন পাড়ী } বশম্বদ
শ্রীঃ—

আমরা বর্দ্ধমানাধিপতির কলিকাতাস্থ "রাজার চকের" প্রজা। তাঁহার সুবন্দোবস্তে বাটীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিষয়ে আমরা সুখে আছি সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্য আমরা একটী ঘাতক ঘটনা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি তাঁহার ইঞ্জিনিয়র বাবু ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়া শীঘ্র তাহা সম্পন্ন করিলে চির বাধিত হইব। প্রার্থনাটী এই:—

বজ্র পতন নিবারক কয়েকটী লৌহ শিক এই বৃহৎ বাটীতে স্থাপন করিয়া আমাদিগের বজ্রভয় বিমোচন করেন। এই চকটী প্রায় সহস্র লোকের অবস্থান স্থান। ইহার মধ্যে অধিকাংশ ধনী মহাজন রহিয়াছেন, এ অভাবটী ইহাদিগের বোধাতীত নহে। অধিকন্তু ভয়ের বিষয় এই যে, ইহাতে বিদ্যুৎ আকর্ষক রেশমের গুদাম রহিয়াছে। গতরাত্রে যখন বারম্বার বজ্র পাত হইতে লাগিল, আমরা প্রতি বিদ্যুৎ আলোকে চমকিত হইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। ফলতঃ এই লৌহদণ্ড স্থাপন দ্বারা কেবল যে আমাদের জীবন রক্ষার উপায় হইবে, এমত নহে, বজ্র পাত দ্বারা তাঁহার গৃহ ভগ্ন হইবার আশঙ্কাও অপগত হইবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা
২৬ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৭৮ } শ্রীঃ—

—:০:—

এবৎসর কলিকাতার বাণিজ্য বিষয়ে ক্ষতি ভিন্ন লাভের কথা প্রায় শ্রুতি গোচর হয় না। তুলা, সূতা, বস্ত্র এবং রেশম প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য সস্তা হইয়া অনেকেরই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। প্রায় প্রতিদিন লোক দেউলিয়া হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ এসাইনির শরণ লইতেছে, কেহ বা পলায়ন করিতেছে এবং কাহারও বা দেড় টাকার রক্ষা হইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যে ৫।৬ টী কোম ফেল হইয়া লোকের ন্যুনাধিক কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং ১০।১২ টী মহাজন দেউলিয়া হইয়া, কোমওয়ালা সাহেব ও মুচ্ছুদ্দিগের প্রায় সাত লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। শুনিতেছি, আরও অনেক লোক ফেল হইবে। বাণিজ্যের প্রধান বল "বিশ্বাস" উঠিয়া যাইতেছে। নগদ মূল্য ভিন্ন ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে না, সুতরাং কার্য্য বন্ধ প্রায় হইয়াছে। একদিকে এক একজন ফেল্ হইয়া শত শত ব্যক্তিকে ক্ষতি গ্রস্ত করিয়া সংক্রামক রোগের ন্যায় ক্রমশঃ দেউলিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও দেউলিয়া হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লোকের সংস্কার এই, গবর্ণমেণ্ট ইনকম টাক্স প্রচলিত করাতেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। তাহারা ইহার এইরূপ কারণ প্রদর্শন করেন যে, কাহার কত আয় হইল, এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত হইয়া "মণ্ডির আয়েব ছুটিয়া গেল" কাজের ওজর রহিল না, লোকের সম্ভ্রম রক্ষা করা ভার হইল। দেখা যা'ক গবর্ণমেণ্টের সাম্বৎসরিক ক্ষতি লইলে প্রজার বিরাগ ভাজন হইবার আর প্রয়োজন কি? অন্য প্রকারে কি লইতে পারা যায় না?

বড়বাজার
৩০ এ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ } শ্রীশ্রী পালিত

—:০:—

ভবানীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ কিশোর ঘোষ বাহাদুর স্থানান্তরিত হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ কান্ত রায় বাহাদুর উক্ত সবডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনা যাইতেছে, ইনি একজন বিচক্ষণ বিচারপতি। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, রায় বাহাদুর নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করুন। বিচারকার্য্য ও স্থানীয় লোকের চরিত্র সংশোধন পক্ষে ডেপুটী বাবুর বিশেষ যত্ন দেখা যাইতেছে; কিন্তু প্রথমে সকলেই সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রশংসা লাভের চেষ্টা পান, এজন্য ইহাঁর বিষয়ে এক্ষণে অন্য কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

ভবানী গঞ্জে ব্রজকান্ত বাবু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের ও বাজিয়াখালীতে মৌলবী আবুল মনছুর মুন্সেফের পদে নিযুক্ত আছেন। ব্রজকান্ত বাবু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, মৌলবী সাহেব ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। উভয়েরই বিলক্ষণ ধর্ম্মজ্ঞান আছে। ব্রজ বাবু ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য নিবারণ জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। যে ভবানীগঞ্জের লোকেরা সুরা প্রভৃতি না হইলে একদিনও থাকিতে পারিতেন না, যেখানে সরাপের দোকান পর্য্যন্ত বসিয়াছিল, এক্ষণে ডেপুটী বাবুর যত্নে সেই স্থানের ভদ্র লোকদিগের চরিত্র অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। সরাপের দোকান আর তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া মৌলবী সাহেবের আশ্রয় প্রত্যাশায় বাজিয়াখালীতে আসিয়াছে। এক্ষণে মৌলবী সাহেব কি করিবেন? আশ্রয় দিবেন, না, তাড়াইয়া দিবেন? যেরূপ করেন আপনার পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে সাহজাদপুরের সব ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রজনী কান্ত বাগচি মহাশয় এখানকার হাটে উপস্থিত হইয়া কয়েকজনের দুক্তা মাপ করিয়া কম হওয়াতে ঐ সমস্ত দুক্তা চালান করার জন্য থৈগমে লইয়া গিয়াছেন। সব ইনস্পেক্টর বাবু যেমন দুক্তাগুলি মাপ করিয়াছেন, সেইরূপ পাথরগুলি একবার পরীক্ষা করা উচিত ছিল। উচিত মূল্য গ্রহণ করিয়া ওজন কম দেওয়া এখানকার দোকানদারদিগের বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, কোন দোকান হইতে এক সের দ্রব্য লইলে প্রায়ই উহা তোল ছটাকের অধিক হয় না।

রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার স্বীয় কার্য্য দোষে কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে জি, এম, মল্লিক নামক এক ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মল্লিক মহাশয় রঙ্গপুর পোষ্ট আফিসে অনেক গোলযোগের পর আসিয়া ছেন আমরা তাঁহাকে সতর্ক করিতেছি, তিনি সুচারুরূপে স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে না পারিলে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন না।

বাজিয়াখালি। ১৮৭১ শ্রীঃ—

:০:

মহাশয়! হিতৈষিতা ও দানশীলতা গুণে কাশীমবাজারের শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী

বঙ্গদেশ মধ্যে অগ্রগণনীয়া হইয়াছেন। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে উপর্য্যুপরি কত প্রকার সম্মান দান করিয়াছেন। কেবল বঙ্গ, ভারতবর্ষ নহে, ইংলণ্ড পর্য্যন্তও ইহার সুখ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় ... "ভারতনক্ষত্র" উপাধি দানে পুনঃ পুনঃ আঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ ইহাঁর গুণের পক্ষপাতী, আমরাও সেই গুণপক্ষপাতের অনুমোদনকারী হইয়া সেই সাধারণ স্বরে প্রতিধ্বনি করিতেছি। দীন পালন, হিত সাধন, ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ধন সদ্ব্যয়, সাহিত্য সমাজের অভাব মোচন এবং স্বাবলম্বীয় প্রদেশের বিদ্যালয়, ঔষধালয়, রাস্তা, ঘাট, সরোবর, সেতু প্রভৃতির প্রতিষ্ঠানে সাহায্যদান করিয়া দয়াবতী রাণী বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মহাশয়েরা সাধারণ প্রতিনিধিরূপে ইহাঁকে অহল্যা বাই, রাণী ভবানীর সমতুল্যা বলিয়া সম্মান দান করিতেছেন। যাহা দর্শন করিয়া আমরাও সন্তুষ্ট প্রফুল্ল অন্তরে তাঁহাকে স্বদেশ মাননীয়া জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ জগদীশ্বর সমীপে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও সৎকার্য্যে মতি প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু একটী বিশেষ বিষয়ে আমাদিগের একটী বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী পাটুলীর নিকট টাঙ্গী মাজিদা নামক গ্রামে প্রায় লোকদিগের ... জলাশয়ের নিতান্ত অসদ্ভাব। গ্রামে সম্ভ্রান্ত লোকের এত অপ্রতুল যে, সম্মিলিত হইয়াও সে অভাবের মোচন হওয়া কোন মতে সম্ভাবিত নহে। এই কারণে গতবৎসর গ্রীষ্মকালে গ্রামবাসী লোকেরা একত্র হইয়া একটী পুষ্করিণী খননের সাহায্যার্থ একখানি আবেদন পত্র রেজিষ্টরি করিয়া পুণ্যশীলা রাণীর সমীপে প্রেরণ করেন। রেজিষ্টরি করা আবেদন পত্র যে নির্দ্দিষ্টে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ এক বৎসরের মধ্যে তাহার কোন উত্তর পাইলাম না। সোমপ্রকাশ পত্র বঙ্গীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয়, বিশেষতঃ পরদুঃখকাতরা দয়াবতী রাণী এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ধর্ম্মপরায়ণ সদাশয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবু রাজীব লোচন রায় মহাশয় সোমপ্রকাশকে যথেষ্ট আদর করেন। এই কারণে আমরা আর একবার সোমপ্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। প্রত্যাশা করি, মহাশয় অনুরোধ করিলেই রাণী অবশ্যই আমাদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া, জলাভাবে সহস্র লোকে কষ্ট পাইতেছে, দেশের লোকে সে কষ্ট দূর করিতে সমর্থ নহে, ইহা জানিতে পারিয়া অবশ্যই স্বভাবসিদ্ধ করুণাবারি বর্ষণ করিবেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, রাজীব বাবু সদাশয়তা ও হিতৈষিতা গুণে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন। এই পত্র এবং মহাশয়ের পক্ষপাতী অনুরোধ আমাদিগের আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা জন্মিতেছে। আবশ্যক হইলে আমরা আর একখানি নূতন আবেদন পত্র রাণীর সমীপে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি।

মাজিদা
২ রা আষাঢ়
১২৯৮

শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য
শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য
শ্রীকেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীকেদারনাথ রায় ইত্যাদি

মূল্য প্রাপ্তি।

	শ্রীযুক্ত বাবু কালী প্রসন্ন মজুমদার কাচিভাইল	৩৲
	রামদুলাল রায়	
জেলাত্রিপুরা	গোবিন্দপুর	১৩
"	" নবীন চন্দ্র দাস—মেদিনীপুর	১৩
"	" কৈলাস চন্দ্র রায় বাহাদুর ভবানীপুর	১০
"	" অন্নদাপ্রসাদ রায় কালীবাজার	১৩
"	" কৃষ্ণ কুমার ঘোষ—মাদারিপুর	১৩
"	" কিশোর চন্দ্র ভক্ত—বনগ্রাম	১৩
"	" জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	৫৷০
"	মৌলবী আবদুল মজিদ শ্রীহট্ট	৩৸০
	বাঁকুড়া পবলিক লাইব্রেরি	১৩
"	" অনুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাকোড়	৭

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক আনা আর আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র রেজিষ্টরি করিয়া পাঠান হইবে।

সোনারপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

ভাগ । ৩২ সংখ্যা ।

প্রথমজনা প্রকৃতিনিষ্ঠিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং ।*

...টাকা
...১০, টাকা
...ষাণ্মাসিক ৫ৗ টাকা

সন ১২৭৮ । ১৩ ই আষাঢ় । ইং ১৮৭১ । ২৬ এ জুন

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫, ৩
ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, ভুড়া নিবাসী অঘোরলাল মিত্র যে কলিকাতায় আমার এজেন্টি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহার প্রাপ্য বেতনাদি সমস্ত পাওনা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ১৮৭১ সালের ১০ই জুন বাঙ্গালা ১২৭৮ সালের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বরখাস্ত করা গিয়াছে ।

শ্রীসূর্য্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরি
মুক্তাগাছা ।

—:০:—

মৌখিক অঙ্ক ।

১ ম ভাগ ৶১০ এবং ২ য় ভাগ ⁄০ আনা, ঢাকা কালেজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ ।

—:০:—

ভারত সাবিত্রী, ব্রহ্মজামল, শ্রীমারম পঞ্চরাত্রি, কল্কিপুরাণ অদ্ভুতাগবত, এইচারি খানি পুস্তক মূল সংস্কৃত পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়া মৎকর্ত্তৃক পদ্যে রচিত, এবং অন্য পদ্য মিশ্রিত যোগাংশসার নামক পুস্তক ও সরল সংস্কৃত ভাষায় ৮৫৭ টী কবিতা সহিত সংযোজন তন্ত্র নামক পুস্তকও মৎকর্ত্তৃক নানা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়াছি । অতি সত্বরেই ৬ খানি পুস্তক মুদ্রিত করিব । অগ্রে যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইবেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পুস্তক পাইতে পারেন । আর ইহার প্রকাশ থাকে যে যেন অপর কেহ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন । যাঁহারা পত্রাদি লিখিবেন তাঁহারা মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু অভয় নাথ দাসের নিকট পত্রাদি পাঠাইলে সত্বর প্রাপ্ত হইব ।

মেদিনীপুর ।
মাজনা গ্রাম
৭ ই আষাঢ় ১২৭৮ } শ্রীজয়গোবিন্দ দেব শর্ম্ম প্রণেতা ।

—:০:—

লণ্ডন রহস্য ।

" মিষ্টিরিস্ অব লণ্ডন " অবলম্বন করিয়া " লণ্ডন রহস্য " নামে পুস্তক প্রতিমাসে এক এক খণ্ড প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে । ইহার কলেবর ১০৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৶০—স্বাক্ষরকারীর প্রতি ।৵০ । ডাকে পাঠাইতে হইলে ⁄০ মাশুল লাগিবে । হাবড়ায় ইষ্টার্ণ লাইব্রেরিতে, কলিকাতায় কলেজষ্ট্রিটে উমেশচন্দ্র গুপ্তের, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড নং ৯ কাঙ্গেন এণ্ড ষ্টার্লিং আফিসে গোপালচন্দ্র ..., চিৎপুর নং ১৯১ দোকানে মদনমোহন সরকের, এবং পাকুড়ে আমার নিকটে পাওয়া যাইবে ।

পাকুড় শ্রীহরিচরণ রক্ষিত ।

—:০:—

কলিকাতা মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর বিগত অধ্যাপক ৺ দুর্গাদাস কর প্রণীত বৈদ্যক রত্নাবলী নামক মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থ ৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট্ নিউ ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, [illegible] সমেত উক্ত স্থানে পাঠাইলে পুস্তক যথা সময়ে প্রাপ্ত হইবেন ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এ,)

—:০:—

বাঙ্গলা আসিয়ার চার্ট, মূল্য ⁄০ আনা । ভূগোলবোধ, মূল্য ।৶০ আনা । যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা জোড়া সাঁকো নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন ।

১৮৭১।৫।২২ } শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত
বারুইপুরস্থ জমীদার বাটী

—:০:—

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা শিশুগণের পীড়া । মূল্য ২৷ টাকামাত্র । উক্ত পুস্তক কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৭৭ নং স্কুলবুক প্রেসে বিক্রয়ার্থ আছে ।

—:০:—

সার্পেন্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গল ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেঝে ছাদে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

ফায়ার ব্রিক ।

ফায়ার ক্লে ।

... নিমিত্ত উপযুক্ত কোম্পানি, ... টাইল এবং ... প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব ... নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
... নং ... স্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং।

... স্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় বিদ্যা কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ১৩ নং বাটী } শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদি প্রেরণ বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, জেলা ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত আমাদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হয় এবং আমরা সোমপ্রকাশ নিয়মিত সময়ে প্রেরণ করিলেও এই সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৭ সাল ২রা পৌষ } শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী কার্য্যাধ্যক্ষ।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	রায়তি স্থান	[illegible]
নং ১৫ কলিঙ্গা বাজার		[illegible]
ঐ ২ মিসের লেন	ঐ	[illegible]
রসিক সান্যালের লেন	ঐ	১৬৴ বিঘা
নং ৫২ এলিয়ট রোড	[illegible]	
ফুলীবাগান খাঁড়ি	ঐ	৪৪ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তর্স গিলান্ডার্স আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রণীত [illegible] ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত [illegible] অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থদর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৬। ১ নং আর, জি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

১৩ এ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮ } শ্রী প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর জি, বসু এণ্ড কোং মিশন রো কলিকাতা।

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

পাটের গুদাম সকল সহর কলিকাতার সীমার বাহিরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানি সংবাদ দিতেছেন, শিয়ালদহের ষ্টেসনের পার্শ্বে যে সকল ভূমি আছে তাহা স্থায়ী অথবা কিছু দিনের নিমিত্ত গুদাম করিবার জন্য ভাড়া দেওয়া যাইবে। এই সকল জমীতে পাট ইত্যাদির গুদাম করা যাইতে পারে। কাহার ইচ্ছা হইলে পাটের [illegible] করিবার জন্য হইতে পারে। উক্ত ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সার্কুলার খালের ধারেও স্থান পাওয়া যাইতে পারে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন ১৩ ই মে ১৮৭১ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেন্ট

ঔ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২২৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবেক না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

[illegible] চৈত্র ১২৭৭ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা [illegible]

শ্রীগঙ্গাপ্রসা[illegible]

এম, ডি. [illegible]

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা[illegible] মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার বিষ্ণু দত্তের লেনে শ্রী... চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে।

উক্ত রেলওয়েতে গাঁইটবন্দী নয় এরূপ পাটি লইয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ ভাড়ার যে নিয়ম ছিল তাহা আগামী ১৫ ই জুনের তারিখের পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সংবাদ দেওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত রহিত হইবে। উহার ভাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নিয়মানুসারে প্রতি মাইলে ... প্রতি মণ ... পাইবেক (৬ ... পাইরে আনা) [illegible] গৃহীত হইবে।

শিয়ালদহ ষ্টেসন ১৩ ই মে। ১৮৭১ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেন্ট।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১৬ ই জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম্পতি জল ফীট	ইঞ্চ
মোহানায়	১১	
... হইতে জলিপুর		
৩ মাইলের মধ্যে		
জলিপুর হইতে বহরমপুর		

বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৫	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৩১ মাইলের মধ্যে	৬	

সন ১৮৭১ সালের ১৯ এ জুন বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
[illegible]	১০	[illegible]

বহরমপুর ১৯ এ জুন ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত জে, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, বঙ্গদেশের যে লোক সংখ্যার প্রস্তাব হয়, বর্ষের শেষে সেই লোক সংখ্যা হইবে।

[illegible]

মফস্বলে মিউনিসিপালিটি ও চৌকি কমিটি হওয়াতে এই একটী সুবিধা হইয়াছে, যে স্থলে সভ্যদিগের হস্তে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে, তথায় রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ হইতেছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে মিউনিসিপালিটি ও চৌকি কমিটি সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনুসারে কাজ হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট বলেন, লোকদিগকে আত্ম শাসনের শিক্ষা দেওয়া মিউনিসিপালিটি স্থাপনের উদ্দেশ্য; কিন্তু কার্য্যে তাহা ঘটিতেছে না। অধিকাংশ টাকা পুলিসের নিমিত্ত ব্যয় করা হইতেছে। কত জন পুলিস প্রহরী থাকিবে, তদ্বিষয়ে মিউনিসিপালিটির কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। এটী শাসন কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়া দেন। বিভাগীয় কমিসনর জেলার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুলিসের ব্যয় স্থির করেন। লোকের সম্মতি থাকুক, আর না থাকুক, স্বাস্থ্য রক্ষা ও রাস্তা প্রভৃতির নিমিত্ত টাকা থাকুক আর না থাকুক, যে কোনরূপে ঐ টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। যেস্থানের লোক দরিদ্র, তথায় এতন্নিবন্ধন যে অত্যাচার ঘটিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তথাপি কলিকাতা গেজেটে মিউনিসিপালিটি সমূহের যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহাতে দৃষ্ট হয়, সর্ব্বত্র কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এবং যে স্থলে মিউনিসিপালিটির কতক স্বাধীনতা আছে, তথায় রাস্তা ঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষের নিমিত্ত তাহা ব্যয়িত হয়; কিন্তু গত দুই বৎসর কাল দৃষ্ট হইতেছে, মাজিষ্ট্রেটেরা মিউনিসিপাল স্বাধীনতার পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেটেরাই সকল মিউনিসিপাল সভার সভাপতি। মিউনিসিপাল কমিসনর ও চৌকি কমিটির সভ্যদিগের অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। আয় ব্যয় বিষয় মাজিষ্ট্রেটদিগের সম্পূর্ণ হস্তগত। যে সকল সভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন না; সুতরাং যে সকল কার্য্যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মতি না হয়, তাহা প্রায় হয় না। প্রায় সকল নগর ও উপবিভাগীয় মহকুমায় এক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় ঔষধের মূল্য ও চিকিৎসকের বেতন দিয়া থাকেন স্থানীয় চাঁদা দ্বারা অন্য অন্য ব্যয় সংগ্রহ করা হয়; কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় কোন স্থানে নিয়মিতরূপ চাঁদা আদায় হয় না; স্থানে স্থানে মিউনিসিপাল টাকা হইতেই চিকিৎসালয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়া থাকে। একজন উপযুক্ত উপবিভাগীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আমাদিগকে বলিয়াছেন, চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত চাঁদা আদায় না করিয়া যদি মিউনিসিপাল করের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে লোকে আহ্লাদ সহকারে তাহা প্রদান করেন এবং কার্য্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু অনেক মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ে অসম্মত। কোন কোন স্থলে রাস্তার নিমিত্ত ব্যয়ে রুক্ষ প্রতিবন্ধকতা করা হইয়া থাকে। যেখানে ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন অনুসারে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে, তথায় বরং কতক ভাল; কিন্তু চৌকি কমিটি সমূহের দুরবস্থার ইয়ত্তা নাই। চৌকি কমিটি যে সকল হিসাব প্রেরণ করেন, মাজিষ্ট্রেটেরা বিনা কারণে তৎপ্রতি আপত্তি করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে দুই তিন মাস মাজিষ্ট্রেটের আফিসে হিসাব পড়িয়া থাকে, এদিকে কোন কাজ হয় না। মাজিষ্ট্রেটেরা সকল বিষয়ে অসঙ্গত প্রভুত্ব করেন বলিয়া স্বাধীনাশয় ভদ্র লোকেরা মিউনিসিপালিটি ও চৌকি কমিটির সভ্য হইতে ক্রমশঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন, প্রতিনিধি প্রণালীর নিমিত্ত লোকে সবিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেছেন। মিউনিসিপাল স্বাধীনতা প্রতিনিধি প্রণালীর মূল প্রস্তর স্বরূপ। সকলেরই এই মত। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা বলেন, মিউনিসিপাল স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লোককে আত্ম শাসনের শিক্ষা দেওয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদিগের পঞ্চায়ত প্রণালী অব্যাহত না থাকুক, একবারে সকল স্থানে লুপ্ত হয় নাই। ফলতঃ এদেশের লোকে মিউনিসিপাল স্বাধীনতার অনুপযুক্ত, একথা কেহই বলিতে পারেন না। যেখানে এই স্বাধীনতা আছে, সেইখানেই উন্নতি। এ পথে কণ্টক নিক্ষেপ করা অকর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। এই সকল স্বাধীন সভা সামান্য ব্যয়ে যে সকল রাস্তা প্রভৃতি করিতেছেন, পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগে তাহা দশ গুণ ব্যয়েও হইবে

বেন না। অতএব যে কোন কারণে হউক, গবর্ণমেণ্টের মিউনিসিপাল স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। গবর্ণমেণ্ট দেশের শান্তি রক্ষার নিয়মদাতা। কতজন পুলিষ প্রহরীর প্রয়োজন, তাহা গবর্ণমেণ্ট স্থির করুন; কিন্তু এ বিষয়ে লোকের মত জিজ্ঞাসা করাতে ক্ষতি নাই। ইহা করা নিতান্ত আবশ্যক। স্থানীয় অভাব কি? তাহা লোকেরা যত বলিতে পারিবেন, কখনই মাজিষ্ট্রেটের তত জানিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব পরামর্শ করিয়া যাহাতে কাজ হয় এরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়, মাজিষ্ট্রেটদিগকেই মিউনিসিপালিটির সভাপতি করিতে হইবে, এ নিয়ম অবিলুপ্ত রাখা উচিত নয়। কোন্ ব্যক্তি সভাপতি হইবেন, তাহা সভ্যগণ স্থির করিবেন; মাজিষ্ট্রেটদিগকে মনোনীত করা, আর না করা, তাঁহাদিগের ক্ষমতায়ত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তবে মিউনিসিপালিটি ও চৌকি কমিটি আইন বিরুদ্ধ কোন ব্যয় করিতে উদ্যত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহা নিবারণ করিতে পারেন; এমত বন্দোবস্ত করা উচিত। হিজলকাটে যেরূপে মন্দিরের নিমিত্ত মিউনিসিপাল টাকা দেওয়া হইতেছিল, সেরূপে ব্যয় নিবারণ ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে রাখা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু যতক্ষণ আইনের বিরুদ্ধ কাজ না হয়, ততক্ষণ মাজিষ্ট্রেটকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া অনুচিত। রাস্তা প্রভৃতির নিমিত্ত লোকের অভিপ্রায় যাচ্ঞা দৃষ্ট হয়। যেখানে বিশিষ্ট ব্যগ্রতা আছে, সেখানে একাজ উত্তমরূপে চলিতেছে। উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, মিউনিসিপালিটি, চৌকি কমিটি এবং চৌকিদারী পঞ্চায়ত ক্রমে সর্ব্বত্র হইতে চলিল। গবর্ণমেণ্ট যদি এসময়ে বৃথা কল্পিত আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া লোকের উপরে বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে সামান্য ব্যয়ে নিঃসন্দেহ দেশের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবে। লোকের হস্তে ক্ষমতা থাকিলে লোকে অভাব বুঝিয়া টাকা দিবে; সুতরাং ক্রমে সমুদায় বিষয়ের সুশৃঙ্খলা হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষার নূতন নিয়ম।

জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব স্থির থাকিবার লোক নহেন। অন্য রেবিনিউ বোর্ডের রিপোর্টের প্রণালী, জন্য শিক্ষা, পরন্তু, শাসন কার্য্য ইত্যাদি সকল বিভাগেই তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। তাঁহার এই চেষ্টা ও উদ্যোগের অনুরূপ ফল লাভ হইবে কি না এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না বটে; কিন্তু আমাদিগের আনন্দের বিষয় এই যে, একজন অনলস কার্য্যদক্ষ লোক বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেব সম্প্রতি নিম্নতর শাসনকার্য্যে কর্ম্মচারিদিগের নিয়োগের কতক নিয়মের পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা কার্য্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অনেকগুলি পরীক্ষা দেন, অনিযুক্ত কর্ম্মচারীরা বিনা পরীক্ষায় প্রবেশ করিয়া থাকেন, এটী অন্যায়। এদেশের যে প্রকার বন্দোবস্ত, তাহাতে প্রতিযোগী ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই বটে; কিন্তু একটী বিশেষ পরীক্ষার নিয়ম করা উচিত। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্রতা, শারীরিক পটুতা ও ধর্ম্মনীতি নিষ্ঠতার প্রীতিকর প্রমাণ দিতে পারিবেন, তাঁহাকে পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইবে; কিন্তু পরীক্ষা দিলেই যে কর্ম্ম পাইবেন, এটী যেন কেহ মনে না করেন; গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী অন্য অন্য বিভাগে বহুদিন উত্তমরূপে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় কর্ম্ম পাইতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নূতন কার্য্য সম্বন্ধে পরীক্ষা দেওয়া উচিত। বাহিরের পরীক্ষার্থিদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রমাণ ও পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রথম, যিনি পরীক্ষার্থী হইবেন, তিনি কুড়ি বৎসর কি না তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। দ্বিতীয়, এতদ্দেশীয় হইলে ইংরাজী এবং তৃতীয়, ইউরোপীয় হইলে এতদ্দেশীয় ভাষাতে বুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে হইবে। চতুর্থ, কার্য্যোপযোগী ফৌজদারী ও রাজস্ব আইন এবং পঞ্চম, জরিপ ও ইঞ্জিনিয়ারিঙের কিছু কিছু জানা আবশ্যক। পরীক্ষার্থিদিগকে হিন্দি অথবা বঙ্গভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা কেবল হিন্দিতে পরীক্ষা দিবেন, তাঁহারা বেহার অঞ্চলের এদিকে আসিতে পারিবেন না।

আমরা অনেকবার আক্ষেপ করিয়াছি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা অগ্রে নিযুক্ত হন, পশ্চাৎ কার্য্য শিক্ষা করেন। ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। নূতন ডেপুটিদিগের হস্তে অনেক অবিচার হয়। অতএব কার্য্যে পাইবার পূর্ব্বে পরীক্ষার নিয়ম করা নিতান্ত আবশ্যক। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সেই নিয়ম করিয়া বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার নিয়ম মধ্যে দুটী দোষ লক্ষিত হইতেছে। এক, এতদ্দেশীয় পরীক্ষার্থিদিগের বিষয়ে নিয়ম করা হইতেছে, ইহাদিগকে অন্ততঃ প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী ইংরাজী জানিতে হইবে। এ নিয়মানুসারে ইউরোপীয়দিগের অন্ততঃ বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দেশীয় ভাষায় বুৎপত্তি প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু কাম্বেল সাহেব ইঁহাদিগের পক্ষে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, চলিত ভাষা হিন্দিতে ও মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। আমাদিগের বি * এটী যথেষ্ট নয়। [illegible]

চন দেখিতে পাই, যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী দেশীয় ভাষায় (গবর্ণমেন্টের মতে) "বিশেষ ব্যুৎপত্তি" প্রদর্শন করিয়া সহস্র টাকা পুরস্কার পান, তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া আমলা, মোক্তার ও উকীলেরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ যখন আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন নাই, তখন পরীক্ষার্থিদিগের ইঞ্জিনিয়রিঙ বিদ্যা সম্বন্ধের আশা করা অন্যায়। সমুদায় দেশে ইঞ্জিনিয়রিঙ বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেসিডেন্সি কালেজে একটী মাত্র শ্রেণী আছে। তথায়ও এবিষয়ের ভাল শিক্ষা হয় না। কাম্বেল সাহেব প্রতিযোগী ভাবে পরীক্ষাদান প্রণালীর অনুমোদন করেন না। তাহার নিগূঢ় কারণ আছে। এতদ্দেশীয়েরা কোন পরীক্ষায় জয় করেন না; ইউরোপীয়দিগকে লইয়াই গোল। সর উইলিয়ম গ্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ছিলেন, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে কতকগুলি ইউরোপীয়কে রাখা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত। প্রতিযোগিতা হইলে ইহাঁদিগকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এই জন্য কাম্বেল সাহেব এরূপ প্রণালীর অনুমোদন করেন না। আমরা লেপ্টিনাণ্ট গবর্ণরের বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক দলকে একবারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট করা উচিত নহে। এই নিমিত্ত তিনি এই পদের প্রার্থিদিগকে অগ্রে কোন নিম্নতর কার্য্যে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায় করেন। আমাদিগের মতে অগ্রে আমলার কার্য্য করাইয়া পরে এই পদ দেওয়া কর্তব্য। ইহাতে এক বিশেষ উপকার এই হইবে, সুশিক্ষিত লোকেরা আমলা হইবেন এবং উন্নতির আশা থাকাতে সকলেই যথার্থ সাধুতা সহকারে কার্য্য করিবেন। গবর্ণমেন্ট আমাদিগের প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে অনেক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন।

লেপ্টিনাণ্ট গবর্ণর ডেপুটিদিগের পরীক্ষার নিয়মাবলী শীঘ্র প্রকাশ করিবেন। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, কেবল এতদ্দেশীয়দিগকে দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা করা সুবিধা। এক্ষণে বিভাগীয় কমিসনর ও মাজিষ্ট্রেটেরা প্রায় পরীক্ষা করেন। তাঁহারা দেশীয় ভাষা জানেন না, সুতরাং পরীক্ষাও ভাল হয় না। এতদ্দেশীয় পরীক্ষার্থিগণ যাহাতে মাতৃভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আদালতের বাঙ্গলা অতি চমৎকার পদার্থ। ইহার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ভাষা প্রচলিত হইবার সময় আসিয়াছে।

ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব পদে ইংলণ্ডীয় রাজকুমারের অভিষেক প্রার্থনা।

এদেশে এই একটী প্রবাদ বাক্য আছে, রাখালেরা রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া তাঁহার ন্যায় বিচারশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। আমাদিগের রাজপুরুষেরাও মোগল সম্রাটদিগের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা স্বৈরাচারী ছিলেন, এই হেতু ইহাঁরা স্বাধীন শাসন প্রণালীর একান্ত অনুরক্ত হইয়াও ভারতবর্ষে স্বৈরাচার প্রণালী প্রবর্ত্তন প্রয়োজন করিয়াছেন। উক্ত কারণ প্রভাবে ইহাঁদিগের এই বিপরীত সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীন শাসন প্রণালীর মর্ম্ম গ্রহে সমর্থ হন নাই; এদেশে যদি প্রতিনিধি প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, অনর্থের উৎপাদন হইবে। এ সংস্কার অমূলক শঙ্কামূলক সন্দেহ নাই। পরীক্ষা ব্যতিরেকে এ শঙ্কার অমূলকতা সপ্রমাণ হইতে পারে না। বাঙ্গালিরা উচ্চতর রাজকার্য্য সম্পাদনের যোগ্যতা লাভ করেন নাই বলিয়া যদি রাজপুরুষেরা ইহাঁদিগকে উচ্চতর পদ দানে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন, আমরা কি এরূপ যথার্থ সদ্বিচারশক্তি লাভে সমর্থ হইতাম? যে কারণ হউক, রাজপুরুষেরা এদেশে শীঘ্র যে প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, সে আশা নাই। যাবৎ সেই প্রতিনিধি প্রণালী প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তাবৎ হিন্দুরা নানা প্রকার চিন্তায় আকুল হইতেছেন; ভাবিতেছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর এক পুত্র ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হইলে ইহাঁরা সুখী হইবেন। গবর্ণরদিগের শাসনে অসুখী হইবার কারণ এই, গবর্ণরেরা ভিন্ন রুচি; একজন যে নিয়ম করিয়া গেলেন, আর একজন আসিয়া তাহা উলটাইয়া দিলেন; সুতরাং পূর্ব্ব অধিকারে যে ইষ্টের অঙ্কুর হইয়াছিল, পরাধিকারে তাহা বিনষ্ট হইয়া গেল। কেহ২ আর ইহাও বলেন, গবর্ণরেরা ইষ্টানিষ্টের দায়ী; কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু কার্য্যকালে সে দায়িতা ফলোপধায়িনী হয় না। দায়ভাগকার একটী ব্যবস্থা দিয়াছেন, পিতা এক পুত্রকে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারিবেন না; কিন্তু যদি দিয়া ফেলেন, তাহা সিদ্ধ হইবে। গবর্ণরদিগের বিষয়েও সেইরূপ বিধি। তাঁহারা অন্যায় করিতে পারিবেন না, যদি করেন, তাহার অন্যথা হইবে না। দুই একটী দীর্ঘ ছন্দে বক্তৃতা হইয়া সেই অন্যায় কথা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অনেক গবর্ণরের বিষয়ে ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুরা মনে করেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র ভারতবর্ষের শাসনকর্তা হইলে উক্তবিধ ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিজ রাজ্য বলিয়া ভারতবর্ষের প্রতি সবিশেষ মমতা থাকিবে। তিনি কায়মনোবাক্যে অনুক্ষণ ইহার শুভানুধ্যান করিবেন। হিন্দুদিগের আশা এইরূপ বটে, কিন্তু বিপরীত ঘটিবার সম

ভাবনা নাই। এ অংশে স্টেট অব ইণ্ডিয়ান বাক্য উপেক্ষণীয় নহে। উপন্যাসপ্রসিদ্ধ জেকদিগের রাজ্যত্বের কামনা এবিষয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বহস্তে ভারত রাজ্যভার গ্রহণের যে কামনা করিয়াছিলেন, তাহাও এ বিষয়ের অন্য দাহরণ নহে। কোম্পানির অধিকার থাকিলে তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে কখন শিক্ষা কর, রথ্যা কর, ইনকম টাক্স লাইসেন্স টাক্স প্রভৃতি এত কর করিতে পারিতেন না। ফলতঃ করের জ্বালায় বিব্রত হইয়াই ভারতবর্ষীয়েরা রাজ্ঞীর পুত্রের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু কৃতবিদ্যদিগের বাস্তবিক এটি মনোগত নহে। প্রতিনিধি শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই অভিপ্রেত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ঔদার্য্য অবলম্বন করিয়া ভারতীয় প্রজাদিগকে ইংলণ্ড রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া গণনা করেন, কি আইন, কি ব্যবহার কোন বিষয়ে ইতর বিশেষ না করেন, ইহাই অত্রত্য কৃতবিদ্যদিগের একান্ত অভীষ্ট। যদি এদেশে স্বাধীন শাসন প্রণালী অবলম্বিত হয়, আয়রলণ্ডে ও স্কটলণ্ডের বিষয়ে যেরূপ অনুদার ভাব আশ্রিত হইয়াছে, এখানে সেরূপ না হয়, এটিও আমাদিগের প্রার্থনীয়। সে অনুদার ভাব কি? নিম্নস্থিত বাক্যগুলি তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

"এদেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত। রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্ষমতা রাজা, সম্ভ্রান্তদিগের সমাজ (হাউস অব লর্ডস) ও সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিগণের সমাজ (হাউস অব কমন্স) এই তিনের হস্তে ন্যস্ত আছে। এখানকার রাজপদ পুরুষানুক্রমিক। এদেশীয় সম্ভ্রান্তদিগের সভায় ইংলণ্ডের ৪০০ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হয়েন। ইহাদের পদমর্য্যাদাও পুরুষানুক্রমিক। স্কটজাতীয় সম্ভ্রান্তগণ প্রতি পার্লিমেণ্ট সভায় ১৬ জন এবং আইরিস সম্ভ্রান্ত পীয়রগণ কর্ত্তৃক ২৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত প্রতিনিধিস্বরূপ নিয়োজিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন, ইংলণ্ড হইতে ২৬ জন ও আয়লণ্ড হইতে ৪ জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিশপ) উক্ত সভার

প্রজা প্রতিনিধি সমাজে ৬৫৮ জন সভ্য নিয়োজিত থাকেন। ইঁহারা গ্রেটব্রিটন ও আয়র্লণ্ড বাসী যাবতীয় প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ। ইঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ড ৫০০, স্কটলণ্ড ৫৩ ও আয়র্লণ্ড ১০৫ জন প্রেরণ করেন।"

ইংলণ্ডের ৪০০ প্রতিনিধি, স্কটলণ্ডের ১৬ জন, আয়র্লণ্ডের ২৮ জন এ বিসদৃশ ব্যবহার কেন?

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার তর্ক বিতর্ক।

সম্প্রতি উক্ত সভার যে তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি তাহার শ্রবণ ও তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন ভারতবর্ষের পক্ষে একটী মহোপকার লাভ হইতে পারে। রাজপুরুষদিগের অনেকেরই আন্তরিক সংস্কার আছে, এদেশীয়েরা সত্যবাদী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসপাত্র হন নাই। এই দূষিত সংস্কার এদেশীয়দিগের যথোচিত উন্নতি লাভ হইতে দিতেছে না; কিন্তু যাঁহারা এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগের সহিত সবিশেষ সম্পর্ক করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এ সংস্কার দূর হইয়াছে। তাঁহারা ইঁহাদিগের অনুকূল বাক্য বিন্যাসই করিয়া থাকেন। উক্ত সভায় হজসন প্রাট সাহেব যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল এদেশীয় কৃতবিদ্যগণের অভিনন্দনীয় নয়, আমাদিগের রাজপুরুষদিগেরও একান্ত অভিনন্দনীয়। প্রাট সাহেব বলেন, এদেশীয়েরা ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বিশ্বাসপাত্র হইয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণহৃদয়ে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিতেছি। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং" ইত্যাদি যে বচন লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্দর্শনে এবং পাশ্চিম দেশীয়দিগের ব্যবহার দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, হিন্দু রাজগণের অধিকার কালে মিথ্যা বাক্য ও কৃতঘ্নতাদি বিষয়ে হিন্দুমাত্রের যার পর নাই ঘৃণা ও দ্বেষ ছিল। বঙ্গদেশে নবাব, নবাবী আমলা ও জমীদার প্রভৃতির নানা প্রকার অত্যাচার ও মূর্খতার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হওয়াতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এক্ষণে লেখা পড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অত্যাচারও অনেক অংশে অন্তর্হিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে দিন দিন মিথ্যা ও কৃতঘ্নতাদি দোষের যে সংকোচ হইয়া আসিবে তাহার সন্দেহ কি? একজন হিন্দুস্থানীয় কবি লিখিয়াছেন, অগ্নি প্রবেশ করিলে কলধৌতে ময়লা থাকে না। কৃতবিদ্যেরা বিদ্যানলেই যে কেবল বিশ্বাসপাত্র হইতেছেন এরূপ নহে, ইঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিও কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হইতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, যে বিদ্যা এত শ্রেয়োলাভের কারণ, আমাদিগের কতকগুলি অবিমৃষ্য রাজপুরুষ তাহার পথে কণ্টক ক্ষেপণ চেষ্টা পাইতেছেন।

সর জোনাসন ম্যাকলিয়ড বলেন, স্বদেশ শাসনের অংশ গ্রহণের আশা ভারতবর্ষে বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ বৃদ্ধির প্রধান কারণ। গবর্ণমেণ্ট আফিসে কর্ম্ম পাইব, এই আশায় প্রথম প্রথম ইংরাজী শিক্ষায় সকলেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আজিও ঐ আশায় অনেকে ইংরাজী শিক্ষায় অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কথা অযথার্থ নয়; কিন্তু আজি কালি অনেককে ইংরাজী শিখিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে অনুরক্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কৃষিশিক্ষা

বিষয়ে যে তর্ক হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে বক্তব্য এই, ফল দর্শন ব্যতিরেকে কাহারই কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। কৃষি বিদ্যা শিখিয়া অধিক ফল দর্শন করিবেন, এদেশীয়দিগের সে আশা নাই। এদেশের ভূমি উর্ব্বরা, নিয়মিতরূপ বর্ষা হইয়া থাকে। অল্পায়াসে প্রয়োজনাধিক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোকদিগের প্রয়োজনও অল্প। ইহারা অল্পে সন্তুষ্ট হয়। অল্প আয় হইলেই ইহাদিগের চলিয়া যায়। অন্য অন্য দেশের লোকের ন্যায় ইহাদিগের শ্রমশীলতা ও ক্লেশ সহিষ্ণুতাও নাই। যাবৎ এগুলি না হইতেছে, তাবৎ কৃষিবিদ্যালয় করিয়া সবিশেষ ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বলপূর্ব্বক এ বিষয় প্রবর্ত্তিত করিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনাই বা কি? লোকের ইচ্ছা ও প্রয়োজন এদুটী একত্র সম্বদ্ধ না হইলে কোন বিষয়েরই প্রকৃত উন্নতি হয় না।

—•—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের "জর্ণাল অব মেডিসিনের" তৃতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে ১৮৭০ অব্দের জুলাই অবধি ডিসেম্বর পর্য্যন্তের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। হোমিওপেথি প্রচলনের বিঘ্ন বিষয়ক প্রস্তাবটী সকলের মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার সরকারের মতে আহারের উপরে স্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে। নিয়মতঃ আহারের নিয়ম থাকিলে পীড়া আপনা হইতে যাইতে পারে, সামান্য ঔষধ সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়। এদেশে পীড়ার সময়ে অধিক আহার দেওয়া হয় না। কবিরাজদিগের এই মত। ডাক্তার বোল্ড ইহা বলিয়াছেন। স্থানীয় রোগের স্থানীয় চিকিৎসার পরিবর্ত্তে সমুদায় শরীরের প্রতি দৃষ্টি করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। ডাক্তার আপরনধি প্রথমতঃ এই মত প্রকাশ করেন, এবং ডাক্তার সরকারও বলেন, হোমিওপেথির এই মূল প্রণালী। যদি হইলে কেবল ঔষধ পানে তাহার উপশম হয়, এ বিষয়ে আমরা ডাক্তার সরকারের মতের অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। তাহা হইলে স্থানীয় চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, অদ্যাপিও ইহার প্রমাণ সাপেক্ষরা আছে। ওলাউঠা সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, উক্ত রোগ নিবারণ বিষয়ে হোমিওপেথি অনেক উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। সংক্রামক রোগ নিবারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটী কেবল চিকিৎসকদিগের পক্ষে নহে, সর্ব্বসাধারণ ও রাজনীতিজ্ঞেরাও ইহা হইতে শিক্ষা পাইতে পারেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবাদির পীড়া নিবারণার্থ আমরা বরাবর যে মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি, ডাক্তার সরকারও সেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বত্র হত পশু পাতাল করা যায়, যদি একরূপ টাকা থাকে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর রোগ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে রাজনীতিজ্ঞদিগের চিন্তা করা উচিত।

বরাহনগর বার্ত্তাবহ। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মূল্য এক পয়সা। সম্বাদের ভিন্ন ইহাতে নানা বিধ ছন্দে নীতি বিষয়ক প্রস্তাব সকল প্রচারিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না।

বিবিধ সংবাদ।

৬ই আষাঢ় সোমবার।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কাবুলে শস্যের বিশেষ হানি হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যাদি অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। এক টাকায় (কাবুল দেশীয়) ৬ সের আটা বিক্রীত হইতেছে। এবার সর্ব্বত্র সমান বৃষ্টি হইতেছে না। কোন স্থানে অনাবৃষ্টি কোথায় বা অতিবৃষ্টি হইতেছে।

আজমীরে যে একটী কালেজ হইবার নিমিত্ত চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, উহাতে ভরতপুরের রাজা ৫০০০০ এবং আলাওয়ারের রাণা ৪০০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কাবুলের আমীর নিজ রাজ্য মধ্যে একটী লিথগ্রাফিক প্রেস স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে টাকা প্রস্তুত হইবে। আমীর ক্রমে ইউরোপীয়দিগের রীত্যনুসারে রাজ্য শাসনের চেষ্টা পাইতেছেন।

হীরাটের পারস্য অবধি পথ হইতে কাবুলে সংবাদাদি আসিতেছে না। হিরাটে প্রায় ৩০০০ কাবুলি ছিল, কাবুলে ইহাদের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আছে; ইহাদের নিকটে কোন সংবাদ আইসে নাই। সর্দ্দার ফতে মহম্মদ খাঁ এবং তাহার পুত্র হত হইয়াছেন। রহিম খাঁ ও ইস্কান্দর খাঁ প্রথমে বন্দী হন, তৎপরে উঁহাদিগকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে।

পুনাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিধানার্থ একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক ইহা স্থাপন করিয়াছেন। স্বামী বা অভিভাবকের অনভিমতে ১৮ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক এবং সাধারণরূপ লিখন পঠনে অক্ষম একরূপ কোন স্ত্রীলোককে উক্ত সভার সভ্য করা হইবে না। সভ্যরা দেশীয় স্ত্রীবিদ্যালয় সমুহের তত্ত্বাবধান করিবেন, কিসে চরিত্র সংশোধিত হইয়া উন্নতিলাভ হয়, তাহার উপায় বিধান করিবেন এবং যে সকল স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ আছে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম ও কুসংস্কারাদি নিবন্ধন তাহা করিতে পারেন না, তাহাদিগের বাটীতে গিয়া শিক্ষা দিবেন। অধিকন্তু যে সকল স্ত্রীলোক শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ, তাহাদিগের ভরণ পোষণ করিবেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের এরূপ চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ডেলি নিউস বলেন, পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনরলের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিভাগের মাসিক ১৫০০ টাকা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। পোষ্ট আফিসের কার্য্য অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব, এরূপ ব্যয় বৃদ্ধির আজ্ঞা অন্যায় হয় নাই।

বিরাটের ভূতপূর্ব্ব অসিষ্টেণ্ট কমিসনর মৌলবী আমানজী হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী সালারজঙ্গের গোপনীয় সেক্রেটারি হইয়াছেন।

[illegible] ১৮৬৯-৭০ সালে [illegible] একার ভূমিতে তুলার চাস হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৭০-৭১ সালে ৫৩০১০০ একার [illegible] চাস হইয়াছে। আগামী আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে যদি তুলার মূল্য বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আগামী বর্ষের নিমিত্ত ১০০০০০ একার ভূমিতে চাস করা হইবে স্থির হইয়াছে।

ডেলি নিউস বলেন, জোয়ানপুরে একটী স্ত্রীলোক যমজ সন্তান প্রসব করেন। উহার একটীর মস্তক নাই। উহার স্কন্ধদেশ দ্বিতীয়টির তলদেশের সহিত সংযুক্ত। প্রসব হইলে পর কিয়ৎক্ষণ পরে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে।

৭ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

আমরা ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হইলাম, মান্দ্রাজ প্রদেশের পর্ব্বতে একটী রূপা ও সীসের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে উক্ত ধাতু পাওয়া যাইবে।

উক্ত পত্র বলেন, গুজরানওয়ালাতে সম্প্রতি একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের সহিত হিন্দুস্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সর্ব্বদা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়া পরস্পর সদ্ভাব বর্দ্ধনই ইহার উদ্দেশ্য। কেবল সভা স্থাপন রূপ আড়ম্বর না হইয়া কার্য্য হইলে আনন্দের বটে।

মিরাটের একখানি সম্বাদ পত্র আক্ষেপ করিয়াছেন, তথায় সমাধি স্থানের উপরেও কর স্থাপিত হইতেছে। এই সঙ্গে যাহারা গোরের মধ্যে বাস করে, তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণের বিধি করিলে ভাল হয়।

ইংলিসম্যানের একজন সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন, মান্দ্রাজে কেম্বিজস নামক এক ব্যক্তি প্রতারণা পূর্ব্বক অনেকের অর্থ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিচারিতে পলায়ন করে। মান্দ্রাজের পুলিস কর্ম্মচারী সিমসন সাহেব ওয়ারেণ্ট লইয়া তাহাকে ধরিতে যান। সিমসন সাহেব উহাকে ধরিবার নিমিত্ত পণ্ডিচারির গবর্ণরের নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি অনুমতি দেন নাই। এটী অন্যায় হইয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, ৭ ই জুন পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে সর্ব্বশুদ্ধ [illegible] টাকার নোট প্রচলিত ছিল।

কাবুল হইতে সম্বাদ আসিয়াছে, শিরআলির জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুব খাঁ, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতার নিকটে প্রত্যাগমন করেন। আমীর প্রতিনিধি সাহেবের অনুরোধ শুনিয়া মুক্ত দ্বারা উহাদিগকে [illegible] পাঠান, তিনি তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রের মৃত্যু না হইলে ক্ষান্ত হইবেন না। যাহাতে আমীরের সহিত তাঁহার পুত্রের সদ্ভাব হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য।

কেপ টাইমস বলেন, আফ্রিকায় কাগজ প্রস্তুত করিবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। আফ্রিকার দক্ষিণ দিকস্থ নদী সকলে এক প্রকার ঘাস জন্মে, উহা হইতে উত্তম লিখিবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে।

গত ১৮ ই জুন কলিকাতায় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ বিষয়ে এতদ্দেশীয়দিগের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। প্রায় ১০০০ জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু উক্ত কুরীতি দ্বয় উঠাইবার নিমিত্ত লিখিয়া তাহাদের আপত্তি প্রকাশ করেন। অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর এক সিলেক্ট কমিটির হস্তে যথাসাধ্য ইহার মীমাংসার্থ ভার সমর্পিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল চেষ্টা করিলেই সভার যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

৮ ই আষাঢ় বুধবার।

আমরা গতবারেই লিখিয়াছিলাম, [illegible]ের কমিসনর বকল্যাণ্ড সাহেবকে বঙ্গের লীজিস্লেটিভ কৌন্সিলের একজন সভ্য করা হইয়াছে কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়ট লিখিয়াছেন, বকল্যাণ্ড সাহেব উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হন নাই।

লক্ষ্ণৌর একখানি সম্বাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, তথায় ডাকাইতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সেদিন দুইখানি ডাক গাড়ি লুট হইয়াছে। উহা নিবারণার্থ স্থানে স্থানে পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে রাখা হইয়াছে এবং একজন গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা ডাকের গাড়িতে যাতায়াত করিতেছে।

লাহোরের একখানি সম্বাদ পত্র বলেন, মৌজা নিজামুদ্দিনেতে প্রতি বর্ষে [illegible] একটী মেলা হয়, উহার যাত্রিদিগের প্রতি কর ধার্য্য করা হইতেছে। দোকানদারদিগকে এক আনা হইতে ২ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবে এবং প্রতি গাড়ি পালকিতে দুই আনা হইতে এক টাকা আট আনা পর্য্যন্ত লাগিবে। ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ৫০০ টাকা মাত্র লাভ হইতেছে, কিন্তু যাত্রিদিগের নিকট হইতে কর্ম্মচারীরা প্রায় ১০০০০ টাকা আদায় করিয়া থাকেন। ট্যাক্স যে লোকের এত অপ্রিয় তাহার প্রধান কারণ অত্যাচার।

অনেকে এরূপ ইনকম ট্যাক্স স্থাপনের প্রতিবাদ করেন বটে, কিন্তু অন্য কি কর স্থাপন উচিত তাঁহারা তদনুসন্ধানে সমর্থ হন না। সম্প্রতি ইংলিসম্যানের সুযোগ্য সম্পাদক ইহার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, সর রিচার্ড টেম্পল বিড়ালের উপরে ট্যাক্স ধার্য্য করুন। তিনি অনুমান করেন প্রতি বিড়ালে এক টাকা কর ধার্য্য করিলে কেবল কলিকাতায় ১০০০০০০ টাকা উঠিতে পারে!! সর রিচার্ড এমন সুযোগ ছাড়েন কেন?

গত কল্য অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর মেডিকাল কালেজ হাঁসপাতাল দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান পাবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি অমৃতসরে এক ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। অমৃতসরের কসাইগণ গো বধ করিয়া এবং উক্ত মাংস প্রকাশ্যে বিক্রয় করিতে না পারে, তন্নিমিত্ত তত্রত্য হিন্দুরা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লাভের চেষ্টা পায়। কিন্তু তত্রত্য ইউরোপীয় ও মুসলমান সমাজ এবং কমিসনরেরা ইহার প্রতিবাদ করাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেনাই। গত জুন মাসে [illegible] ৩ ঘটিকার সময় কতকগুলি হিন্দু সশস্ত্র কসাইখানায় প্রবেশ পূর্ব্বক কসাইদিগকে নির্দ্দয়রূপে অস্ত্রাঘাত করে। ৪ জন কসাইকে হত্যা করিয়াছে। আর দুইজনকে এরূপ অস্ত্রাঘাত করা হইয়াছে যে, একজন কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনের আশাও অল্প। হত্যাকারীরা এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

পিয়োনিয়র বলেন, কচ্ছদেশে অনেক কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। যিনি ইহার আবিষ্কার করেন, সর [illegible] তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

জয়পুরের রাজা ১০ ই জুলাই সিমলায় গমন করিবেন।

গত বৎসর সুয়েজের খাল দিয়া সমুদ্রে ৪৯০ জাহাজ যাতায়াত করিয়াছে।

সিংহলের লোক সংখ্যা ৩০০০০০০ স্থির হইয়াছে।

৯ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

কলিকাতায় অত্যন্ত চৌর্য্য হইতেছে। প্রায় প্রতি রাত্রিতে চুরি ও ডাকাইতি হইতেছে। অধিবাসীদিগের [illegible] সকল সময়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। সম্প্রতি মুক্ত রামকান্ত সরকারের বাটীতে ডাকাইতি হইবার উপক্রম হয়, কিন্তু বাটীর সকলে জাগিয়া গোলযোগ করাতে দস্যুরা পলায়ন

করে । পুলিসের উচ্চতর কর্ম্মচারিগণকে এক বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা সম্পত্তির সর্ব্বস্বত্বাভিলাষী দলের লোক কি না ?

নদীয়ার ১০ ক্রোশ দক্ষিণে কুড়ুঘাটি নামক গ্রামে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । যাহারা সংক্রামক জ্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, বসন্তে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে । গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে তথায় টীকাদারদিগকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য ।

ইংলিস ম্যান বলেন, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রেজিষ্টরি বিভাগের যে নূতন নিয়ম করিয়াছেন, ১ লা জুলাই অবধি তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে ।

হিন্দুমিহির বলেন, অযোধ্যার শস্যাদির অবস্থা সন্তোষকর । যে মাসের প্রথমে যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে । যব, ধান্য প্রভৃতি অত্যন্ত সস্তা হইয়াছে ।

বঙ্গদেশের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই বলিয়া এক আবেদন করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে একণে যে বেতন ও পাথেয় দেওয়া হইতেছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে । তদ্দ্বারা এক রূপ তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে মাত্র । তাঁহাদিগকে যে পাথেয় দেওয়া হয়, তদপেক্ষা তাঁহাদের অধিক ব্যয় পড়ে । পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে যেরূপ বেতন ও পাথেয় দেওয়া হয়, তাঁহারাও সেইরূপ পান, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় । এসময়ে এ অনুযোগখানি করা ভাল হয় নাই । আশু সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা অল্প ।

হিন্দুমিহির বলেন, আকাজাইদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ যে সকল সৈন্য প্রেরিত হয়, উহাদের সহিত বন্যদিগের একটী সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল । ইহাতে বন্যদিগের ৩ জন হত ও দুই জন আহত হয় । উহাদের সর্দ্দার মহম্মদ আলি খাঁ ১৮৫৮ সালে রাউলপিণ্ডির জেলে কারারুদ্ধ হয় । সে মুক্ত হইয়া বলিয়াছিল, যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বন্দুক ও বারুদ দেন, সে আকাজাইদিগকে শাসন করিয়া দিবে । গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইয়া মূল্য লইয়া তাহাকে বন্দুক ও বারুদ দিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ খাঁ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করে নাই । বন্যদের ধর্ম্মনীতি অতি দুর্ব্বল, তাহাদের সহিত সন্ধি বন্ধন দ্বারা যে কোন কাজ হয় না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সন্ধি দ্বারা লুসাইদিগকে বশীভূত রাখিবার চেষ্টা করিলে যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহা দ্বারাই তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে ।

কাশী হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় পুনর্ব্বার ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ।

সাহারাণপুরের ডুইনস কালেজের কোষাধ্যক্ষ পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায় ত্রিবিধ অপরাধে তত্রত্য সেসিয়ন জজের নিকটে দণ্ডনীয় হইয়াছেন । ১ ম তহবিল তছরূপ, ২ য় জাল এবং ৩ য় বিশ্বাসঘাতকতা । প্রথমোক্ত অপরাধের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১ বৎসর, দ্বিতীয়ের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাবাস এবং ১০০ টাকা জরিমানা এবং তৃতীয়ের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৬ মাস কারাবাস ও ১০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা হইয়াছে । কারা দণ্ড তুল্য শিক্ষাপ্রদ আর নাই, কিন্তু এমন পাষণ্ডও অনেক আছে যে, এতদূর উপদেশও তাহাদিগের নিকটে ফলোপধায়ী হয় না ।

প্রোগ্রেস পত্রে অবগত হওয়া গেল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্বীয় স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় তথা হইতে মিরাটে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন । সেখানেও যে ভাল হইবে এরূপ বোধ হয় না ।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, বোম্বাইয়ের একজন পারসী তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটারি জেকব সাহেবের নিকটে পারস্য দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে ৫০০০ টাকার একখানি চেক্ পাঠাইয়া দিয়াছেন । বোম্বাইয়ের পারসীরা দান বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছেন, কিন্তু এই দাতাটীর আবার একটু বিশেষ আছে । দাতা ৫০০০ টাকা পাঠাইয়া অণ্ডর সেক্রেটারিকে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । এরূপে দান অতি অল্প লোকে করিয়া থাকেন ।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, [illegible] রাজা এক ব্যক্তির সর্ব্বস্ব ক্রোক করেন । অনন্তর ঐ বিষয় বিক্রয় করিয়া প্রধান পণ্ডিত এবং দরিদ্র কন্যা ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে এক লক্ষ টাকা দান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন । এই রীতি অনেকটী বড় চমৎকার ।

১০ ই আষাঢ় শুক্রবার ।

হিন্দুমিহির বলেন, রাজপুতনার [illegible] রাজ্য মধ্যে লোককে টীকা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ।

মিরাটগেজেট বলেন, ওলাউঠার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ৮০০ সৈন্যকে [illegible] হইতে মিরাটে প্রেরণ করা হইয়াছে ।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ১৮ সংখ্যক হুসার দলে যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, একণে অনেকাংশে উহার হ্রাস হইয়াছে ।

সিভিলিয়ান বলেন, রুশিয়েরা একণে বোখারার অন্তর্গত মুলকে আছে । বোখারায় উহাদের ১০০০০ সৈন্য আছে । তত্রত্য শাসনকর্ত্তার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই । তাঁহাকে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইতেছে । উক্ত স্থানের শাসনকার্য্য সেণ্ট পিটর্সবর্গের একজন দূতের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে । বর্ত্তমান শাসন প্রণালীতে প্রজারা সন্তুষ্ট নহে, কিন্তু রুশিয়দিগের অধীনে তত্রত্য বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে ; বণিকগণ ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন । রুশিয়েরা ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছে ।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বিজয় সৈন্য সিয়ার আলিকে পরিত্যাগ করিয়া আফুল খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে । সিয়ার আলি আফুল খাঁকে একপত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রস্তুত আছেন এবং একণে তাঁহারা মিলিত না হইলে শীঘ্রই রাজ্য চ্যুত হইতে হইবে, কারণ আবদুল রহমান খাঁ সেকন্দর খাঁর সহিত কাবুল আক্রমণ করিতে আসিতেছেন । রুশিয়েরা উহাদিগের সাহায্য করিতেছে । আফুল খাঁ সিয়ারের বাক্যে সম্মত হন নাই ।

বোখারার রাজা রুশিয়দিগের ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুলবে পলায়ন করিয়াছেন । রুশিয়েরা আবদুল রহমান খাঁকে বোখারার শাসনকর্তৃত্ব দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই । রাজা প্রত্যাগমন না করিলে কোকান্দের রাজাকে শাসনভার দিবার কথা হইয়াছে ।

১১ ই আষাঢ় শনিবার ।

জর্ম্মণ ও ফরাসী যুদ্ধে আহত ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭১৭ এবং প্যারিস অবরোধের অন্নকষ্ট ব্যক্তিদিগের অসহায় পরিবারের সাহায্যার্থে ১১৮৭৮ টাকা উঠিয়াছে । ঐ টাকা যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে ।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৯ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে বোম্বায়ে ১১৬ লোকের মৃত্যু হইয়াছে ।

উক্ত পত্র বলেন, ব্রিটিশ ব্রহ্মের সকল হইতে এপ্রেল মাসে ৯৯৯০ টাকা মূল্যের ৮৮৬ মণ তুলা [illegible] রাজ্যের অধীনস্থ [illegible] প্রেরিত হয়, ১২১৭৬ মণ [illegible] এক-

৫৬১ খানি ব্রিটিশ জাহাজ [illegible] প্রবেশ বহুকে হয়। এক [illegible] হইতে ৯০৪৭৬ মন তুলা রপ্তানি হয়।

কলিকাতার [illegible] উদ্ভিদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্লার্ক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, [illegible] উদ্যানে প্রায় এক সহস্র [illegible] টাকা রোপণ করা হয়। [illegible] দেশের তুলার গাছ রোপণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গাছ [illegible] বড় হয় না বটে, কিন্তু ফল সেরূপ হয় না। কলিকাতার জল বায়ু ইহার উপযোগী নহে। [illegible] ও ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার চাস [illegible] উত্তম হইতে পারে।

[illegible] মন্ত্রিবরের বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরেরা তাঁহাদের সাপ্তাহিক সভায় শতকরা এক টাকা সুদ ও ডিস্কাউন্ট কমাইয়া দিয়াছেন।

সর্জেন্ট [illegible] এরোমিয়া দ্বারা আরোগ্য লাভ করায় অধ্যাপক হাল [illegible] ১১০০ টাকা ও এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৮ ই জুন দমদমার কোয়ার্টার মাষ্টার টেম্পলটন সাহেবের বাটী হইতে ১৬৭০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে।

জব্বলপুর ক্রনিকেল বলেন, তত্রত্য ব্যারিকগুলি ভাড়া দিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। আগ্রার ব্যারিকগুলি খালি পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয় সেগুলিও ভাড়া দেওয়া হইবে। এই ব্যারিকগুলি "যেন তেন প্রকারেণ অর্থব্যয়ঃ কর্তব্যঃ" এই বাক্যের প্রকৃত উদাহরণ স্থল।

গঙ্গার উপরে সেতু হইলে বালিয়ার যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য আসিবে, উহা উক্ত সেতু দ্বারা পার হউক আর না হউক, উহার মাসুল দিতে হইবে বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে অদ্ভুত প্রস্তাব করেন, তৎসম্বন্ধে কেহ [illegible] সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, এটী [illegible]। তিনি বলেন, [illegible] ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে যে [illegible] বিপুল [illegible], উহা [illegible] হইতেছে [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিবাদ [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের হস্তে [illegible] থাকিবে না।

কেহ [illegible] বলেন, [illegible] সাহেব মান্দ্রাজের কর্তৃত্ব ভার পরিত্যাগ করিতেছেন। সিংহলের গবর্ণর [illegible] উলিয়ম রবিন্সনকে উক্ত পদ দিবার কথা হই তেছে। সর রিচার্ড টেম্পলকে তথায় প্রেরণ করা হউক না কেন?

বোম্বাইয়ের গবর্ণর পুনাতে যে একটী নূতন গবর্ণমেণ্ট হাউস করিয়াছেন উহার আসবাবের নিমিত্ত ৪৫০০০ টাকার এক বিল ইণ্ডিয়া আফিসে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে অনেক যথার্থ বিষয়ের ব্যয় বন্ধ করিয়া ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা হইতেছে, এমন সময়ে এরূপ বিল করা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষেরা এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, বোধ হয় সর [illegible] ফিট্জজেরাল্ডকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হইবে। কেন? আমাদের শাসনকর্তৃগণের [illegible] উচ্ছৃঙ্খলতা শক্তি আছে, একটী নূতন বিধ কর স্থাপন দ্বারা অনায়াসে এই ব্যয় নির্বাহ হইবে।

আর্জিও আপিলের বিচারের শেষ হইল না। যেরূপে বিচার হইতেছে, তাহাতে আমাদের জীবদ্দশাতে ইহার নিষ্পত্তি হই বার সম্ভাবনা অল্প।

গত ১৭ই জুন জর্ম্মণীয় সেনা দল জয়োৎসব করিয়া বার্লিনে প্রবেশ করিয়াছে। যখন ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন একজন রাজার অধীনে ছিল মাত্র; কিন্তু এক্ষণে সম্রাটের অধীন হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এই যুদ্ধে এই একটী বিশেষ দেখা গেল যে, প্রুশীয় রাজা এত জয় লাভ করিয়াও কোন প্রধান সৈনিক পুরুষকে রাজ্য শাসন সভায় গ্রহণ করেন নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই জুন। কমন্স সভা [illegible] ব্যালট আইনের [illegible] গ্রাহ্য করিয়াছেন।

২০ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সেনা দলে গ্রহণ করিবার নিয়মের সংশোধনার্থ [illegible] সাহেব যে প্রস্তাব করেন, সে বিষয়ের তর্ক আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।

[illegible] কাউন্সিলে ভারতবর্ষের আপীলের [illegible] আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হওয়াতে লাভ [illegible] [illegible] ভিউক অব [illegible] বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে যদি কোন উপায় অবলম্বন দ্বারা আপীলের সংখ্যার হ্রাস হয়, [illegible] তাহার চেষ্টা পান।

[illegible] বলিলেন, হয় তিন মাস বাকী [illegible] দুই জন জজ [illegible] ভারতবর্ষের আপীলের মকদ্দমা করিবেন।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। গতকল্য জর্ম্মণীয় সেনা দল মহাসমারোহে বার্লিনে প্রবেশ করিয়াছে। জর্ম্মণীয় সম্রাট [illegible] সেনাপতি [illegible] কাউণ্ট এবং সেনাপতি [illegible] মার্শেলের পদ প্রদান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে সম্রাট যে একটী বক্তৃতা করেন, সেটী শান্তিসূচক।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটি [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible] [illegible] সাহেবের জবানবন্দী লইয়াছেন। তিনি [illegible] [illegible] টাকা যেরূপে ব্যয়িত হয় এবং [illegible] রেলওয়ে কোম্পানি [illegible] করিয়াছেন, তাহার বর্ণন করিয়াছেন।

[illegible] [illegible] কর্ণেল [illegible] জবানবন্দী লওয়া হয়। তিনি বলিয়াছেন, [illegible] হইতে [illegible] হইতেছে।

লণ্ডন ১৮ ই জুন। গতকল্য পোপের [illegible] উৎসব উপলক্ষে [illegible] আলোক [illegible] করা হইয়াছিল।

[illegible] বলিয়াছেন, [illegible] ও [illegible] [illegible], [illegible] কোর্টের [illegible] [illegible] রাখা হইবে।

[illegible] পারিসে [illegible] যে কারাগারে [illegible] কথা ছিল, [illegible] পরিষ্কার না থাকাতে [illegible] বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ ই জুন। [illegible] [illegible], এক্ষণে আমেরিকায় যত [illegible] [illegible] হইয়াছে, উহা পুনরা [illegible] ১৫০০০০০ [illegible] সুদ হইবে।

লণ্ডন ২০ এ জুন। [illegible] [illegible] জাহাজ হইতে অনেক অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া গিয়াছে।

যে সকল লোককে [illegible] করা হয়, উহাদি গের অনেককে মুক্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ জুন। [illegible] এ পর্য্যন্ত মুক্ত হন নাই।

লণ্ডন ২০ এ জুন বৈকাল। আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] বৃদ্ধি [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

বারসেলস ২২ এ জুন। টিয়র্স জাতীয় সভায় বলিয়াছেন, ফরাসী যুদ্ধে [illegible] [illegible] বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৮৭০—৭১ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবে ২৩৩১০ টাকা অকুলান হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জুন বৈকাল। [illegible] পুনর্ব্বার তুলার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

বিচার ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ ই মে। কলিকাতার কালেক্টর কেমল মাকিঞ্জি ১৮৭১ সালের ১২ আইন অনুসারে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ১৮৭১ সালের ১২ আইন অনুসারে কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের আসেসর হইলেন এবং ঐ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

বাবু প্যারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ কৃষ্ণ দাস বসু।

১৩ ই জুন। উত্তর লক্ষ্মীপুরের মুন্সেফ বাবু শ্রীধরনাথ শর্ম্মা দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনসিফেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৭ ই জুন। বাবু জগদ্বন্ধু চরণ চট্টোপাধ্যায় ফরিদপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার একজন সভ্য হইবেন।

প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ইকরাম রসুল মিঞা দিনের নিমিত্ত কার্য্যে স্থায়ী হইলেন।

আর, জি, হৌনি (সি, ই) কটকের সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা সভার একজন সভ্য হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সায়েদ ওয়ারিস আলি পূর্ব্বরায় অন্তর্গত আরা জিলা উপবিভাগের ভার পাইলেন।

২০ এ জুন। সি এফ, ম্যাকসন কটক উপবিভাগের সব রেজিষ্ট্রার অব্ আসুরান্স হইলেন।

বাবু গোবিন্দ মোহন বসু ২৪ পরগণার ইনকম টেক্সের আসেসর হইলেন, ইনি ১৮৭১ সালের ১২ আইন অনুসারে কালেক্টরেরও ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

রিবস টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১২ ই জুন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ কমিটির সভ্য হইলেন।

বাবু দ্বারকানাথ দত্ত।
„ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।
„ অঘোরচন্দ্র সিংহ।
বাবু বিপিনবিহারী ঘোষ।
„ কৃষ্ণদাস মিত্র।

বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র কমিটির সেক্রেটারী হইলেন।

১৪ ই জুন। বাখরগঞ্জ এবং যশোহরের অতিরিক্ত জজ জি, এ, বেলার আরও ফরিদপুরের অতিরিক্ত সেসিয়ন জজ হইলেন।

১৫ ই জুন। বাবু বিধু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টগ্রামের মুনসিফেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরে সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে তাহার তত্ত্বাবধানার্থ সভ্যরূপ হইলেন।

আটিয়া উপবিভাগের কর্ম্মচারী।

বাবু দ্বারকানাথ রায়চৌধুরী।
„ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
„ পার্ব্বতীচরণ ঘোষ।
আবদুল হাকিম খাঁ।
আবদুল জব্বার চৌধুরী।

১৬ ই জুন। জে, এম, আরমষ্টঙ আরামবাগের মিউনিসিপাল কমিশনর এবং মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

সি, ডবলিউ, জি, মেটকাফ ১৮৭০ সালের ২ আইনের ৭৮ ধারানুসারে শিবসাগরের সদর উপবিভাগের মজুরদিগের সহকারী ইনস্পেক্টর হইলেন।

২০ এ জুন। বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু ২৪ পরগণার অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইলেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু মহিমাচন্দ্র রায় দারজিলিঙের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট বাবু তারকনাথ গাঙ্গুলি দারজিলিঙ বিভাগে গোবীজে টীকা দিবার ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইলেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাসারামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

সি, ডবলিউ, বি, বার্ক কিছু দিনের নিমিত্ত ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইলেন।

এস, সি, বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের ঢাকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

৫ ই আষাঢ়ের ঢাকা প্রকাশের প্রেরিত স্তম্ভে বুকপোষ্টের মাসুল হ্রাস হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়টী গুরুতর এবং প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে সর্ব্বসাধারণের বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। বোধ হয়, এ বিষয়ে শীঘ্রই পোষ্টমাষ্টর জেনরলের নিকট আবেদন পড়িবে। [illegible] সর্ব্বস্থানীয় লোকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারাও বুকপোষ্টের মাসুল হ্রাসের আবশ্যকতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পোষ্টমাষ্টর জেনরলের নিকট দরখাস্ত করুন। অনুমান হয়, পোষ্টমাষ্টর জেনরল সাহেব তদ্বিষয়ে বিহিত বিধান করিবেন। আমাদেরও বক্তব্য এই, বর্ত্তমান নিয়মানুসারে দশ তোলার অনধিক ওজনের বুকপোষ্টে এক আনা ডাক লাগিয়া থাকে। ইহাতে গ্রন্থকার [illegible] বিক্রেতার এবং অপর সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট ও ক্ষতি হইতেছে। যদি দশ তোলার অনধিক ওজনের বুকপ্যাকেট এক আনার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধ আনা করা হয়, সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। সংবাদ পত্রের ডাক মাসুল কমাইয়া দেওয়াতে যে সকল উপকারের প্রত্যাশা করা যায়, বুকপোষ্টের মাসুল কমাইলে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুবিধা ও উপকারের সম্ভাবনা।

গত পরশ্বঃ এস্থানে বিক্রমপুর হিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে বহুসংখ্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা সভা হইতে বিক্রমপুরের হিতসম্বন্ধে অনেক আকাঙ্ক্ষা করি। বিক্রমপুরে নানা বিষয়ের অভাব আছে। সভার কার্য্য যেন কেবল বক্তৃতায় শেষ না হয়।

গত জানুয়ারি মাস হইতে এই জনরব উঠিয়াছে যে, ইংরাজী ১৮৭৩ সালের পর বাঙ্গলা ভাষাতে আর ওকালতী পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। এই সংবাদ শ্রবণে সকলে নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও চিন্তিত হইয়াছেন। কেন না আজি কালি বাঙ্গলা ভাষার বড় আদর নাই। বাঙ্গলানবিশদিগের কাজ কর্ম্ম পাওয়া ভার হইয়াছে। তাহাদের পক্ষে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষা ছিল।

অনেকে একালপর্য্যন্ত জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্থির করিতে পারেন। আইন শিক্ষা করিয়া ওকালতী পরীক্ষা দিবার মানস করেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জনরবে তাঁহাদের সেই আশার লোপ হইতেছে। আমরা গবর্ণমেন্ট গেজেটে এ বিষয়ের কোন নোটিশ দেখি নাই। এসংবাদের মূল কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ভরসা করি, কর্তৃপক্ষ ঐ বিষয়টী বিশদ করলে গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া লোকের সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন।

২। ১ মাস মধ্যে বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের ঢাকায় পদার্পণ করিবার কথা শুনা যাইতেছে।

৭ ই আষাঢ় }
১২৭৮ }

আমাদিগের আরাহ্ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গণ্ডক নদের তীর সুদৃঢ়ের পোস্তাবন্দি (এমব্যাঙ্কমেন্ট) কার্য্যের জন্য আর স্বতন্ত্র একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র থাকিবেন না। আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র ব্রবাট সাহেব তার প্রাপ্ত হইয়া গণ্ডক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। জমীদারগণ ক্রমশঃ ইহার খরচার টাকা দিবেন। টিকাতি কার্য্যের অধ্যক্ষ ও কালেক্টরদিগের জমীদার ও প্রজার সহিত সমদুঃখ সুখতা থাকা নিতান্তই আবশ্যক, তাহা হইলে কি কার্য্য কি অর্থ সংগ্রহ উভয় বিষয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, কিন্তু ব্রবাট সাহেব যুবা পুরুষ। যৌবন সুলভ উগ্রতার উদাহরণও তাঁহার কর্ম্ম কাণ্ডে দুর্লভ নহে। এ অবস্থায় একজন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী দেশীয় আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়রের হস্তে ভারার্পণ করাই উচিত বোধ হইতেছে।

সে দিবস পোস্তাবন্দির নিম্ন হইতে মৃত্তিকা উঠাইতে গেলে প্রকাশ্য দুই একজন ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক যুবক মাটিকাটার কার্য্যে আনয়ন করিতে গমন করিলে এই চাষীর সহিত বিবাদের উপক্রম হইল; কিন্তু ব্রবাট সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া এক যুবককে জোরে বিংশতি কশাঘাত করিয়া বিবাদে জয়ী হইলেন। বিচারে মহাবাদ মাজিষ্ট্রেট আঘাতের গুরুত্ব ও প্রমাণের গুরুত্ব অনুসারে ব্রবাট সাহেবের ১০ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া সেই বালককে তাহা প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু এ অর্থ গবর্ণমেন্টেরই ব্যয় হইল, ব্রবাট সাহেবের নিজের নয়। সুতরাং টিকাতি হিসাবে প্রজার স্কন্ধেই পড়িল এবং ইহাতে তাঁহার শাস্তি অন্যকে দেওয়া হইল।

এ বৎসর শোণ খালের অকথনীয় কার্য্যোন্নতি হইয়াছে। হইবার কারণও আছে। লার্ড মেয়োর শুভাগমনে কর্মচারিদিগের উৎসাহ, সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র সাহেবের স্বভাব থাকিয়া কার্য্যের সুচারু বন্দোবস্ত, হীরালাল বাবু ও অন্যান্য কর্মচারীর প্রাণপণ পরিশ্রম প্রভৃতি দ্বারাই কার্য্যের উন্নতি হইয়াছে। মহাশয়দের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র লং সাহেব অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ, বিচক্ষণ ও গাম্ভীর্য্যবান।

প্রধানতম গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে ডিহিরী ও কটক ওয়ার্কশপে ২০ জন করিয়া ইউরোপীয় ও দেশীয় যুবক কোরমান মেকানিকমিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা করিবে এমত অনুমতি হইয়াছে। কোরেকার সাহেবের প্রস্তাব এই যে, ফিরিঙ্গি যুবক প্রত্যেকে মাসিক ২০ টাকা ও বৎসরে ৫ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া চারি বৎসরে ৪০ টাকা, আর দেশীয় লোকে মাসিক ৫ টাকা এবং বাৎসরিক ১।০ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ বৎসরে ১০ টাকা পাইবে। একণে কথা হইতেছে এই, সরুপ মহার্ঘ স্থলে একজন ভদ্রলোকের মাসিক ৫ টাকায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সম্ভাবিত কি না? ৫ টাকা এক কুলির বেতন মাত্র। অত এব আমরা কর্ণেল ষ্ট্রেঞ্জ প্রধান ইঞ্জিনিয়রকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যেন তিনি এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের চির প্রচলিত নিয়মানুসারে কার্য্য করেন। গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বাবধি যেমন মেডিকাল কালেজে ও অন্যান্য কালেজ ও স্কুলে ৮ ও ১০ টাকার হিসাবে ছাত্রবৃত্তি দিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ ডিহিরী ও কটক কারখানাতেও প্রদত্ত হউক, নতুবা অভীষ্ট সিদ্ধির অল্পই সম্ভাবনা।

ডিহিরিতে ইতি মধ্যে তিন জন ইউরোপীয় ও ২ জন বাঙ্গালী যুবক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিশ্বস্ত লোকের নিকটে অবগত হইলাম যে, বাঙ্গালী যুবক ব্যয়ের পাঁচ টাকায় ব্যয় না চলাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুর্দশা গ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহাদের অভিভাবকগণ আরও ৩।৪ টাকা দিতে হইতেছে না দিলে কোন মতেই তাঁহাদের চলিতেছে না। যদি গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে মনোযোগ না করেন, তবে দেশীয়গণকে কোরমান মিস্ত্রির কার্য্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব কার্য্যকর হইবে না।

আমাদিগের কোরকাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

বিক্রমপুর বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় বিক্রমপুর নিবাসী সর্ব্বসাধারণের উন্নতি ও উপকারার্থ একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এবিভাগস্থ প্রত্যেক সার্কেল স্কুলের জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে যে মাসিক ১৫ টাকা প্রদত্ত হয়, তাহার ১০ টাকা লইয়া লাইব্রেরিতে ব্যয় করা হইবে। শুনিলাম দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের ইনস্পেক্টর সাহেব এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ের নিকটে রিপোর্ট করিয়াছেন। এতাদৃশ পুস্তকালয়টী স্থাপিত হইলে যে বিক্রমপুরের সমধিক হিত সাধিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, অবশিষ্ট ১৫ টাকাতে সার্কেলের নিয়মিত ব্যয় সুনিয়মিত সংকুলন হইবে কি না? প্রতি সার্কেলের পণ্ডিতের মাসিক বেতন ১৫ টাকা। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনানুসারে মধ্যে মধ্যে ম্যাপ ও পুস্তক প্রভৃতি প্রদান করিতে হয়। এই প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য হইলে পণ্ডিতগণ যে ঐ মাসিক পুরস্কার পাইতেন, তাহাতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন, সুতরাং ছাত্রসংখ্যা সম্পাদন বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ প্রাপ্তির যে কারণ ছিল, তাহা আর রহিল না। পুস্তকালয় স্থাপিত হউক আর যাহাই হউক, আমরা বৈকুণ্ঠ বাবুকে বলিতেছি,

সার্কল বিদ্যালয়গুলির কার্য্য চলিবার পক্ষে যাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, তৎপ্রতি তিনি একটু মনোযোগ রাখিবেন। লাইব্রেরির জন্য প্রতি সার্কলের ব্যয় হইতে ১০ টাকার অপেক্ষা কিছু ন্যূন রাখিলে কি হয় না?

গত ১১ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার সাধিবাটী বালকোৎসাহ বর্দ্ধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন ও তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরস্থ কতিপয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র এবং ঢাকা বিভাগের ইনস্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তি বি, এ, বি, এল ও ঢাকা পোগোস স্কুলের অন্যতর পণ্ডিত বাবু চন্দ্রমোহন বাতি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে হরিচরণ বাবুকে সভাপতির আসন প্রদান করা হয়। প্রথমতঃ সভাপতি মহাশয় বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১১ টী বালিকা অলঙ্কার ও পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে সভাপতি ও সমাগত সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে সম্পাদক উৎসাহ বর্দ্ধিনী সভা ও বালিকা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক বিজ্ঞাপনী (রিপোর্ট) পাঠ করেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে সদাচারের ও আদি প্রবন্ধ পঠিত হয়। রচনাগুলি অতিসুখকরা হইয়াছিল। অনন্তর বার্ষিক সভার নিয়মানুসারে দেশের হিতকর নানা বিষয়ে কিছু কিছু বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

ঢাকার ছোট আদালতের জজ বাবুর কার্য্যের বিরুদ্ধে হিন্দুহিতৈষিণী ও ঢাকা প্রকাশে যে সকল বিষয় লিখিত হয়, তাহার অনুসন্ধান জন্য ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ হইতে আদেশ আসিয়াছে। তদনুসারে ঢাকার সিবিল জজ সাহেব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, জজ মহোদয় দৃঢ় মনোযোগের সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন।

এখন অবধি মুন্সীগঞ্জের অধীনে থাকিয়া বজ্রযোগিনী পোষ্ট আফিসের কার্য্য চলিবে। এতদ্দ্বারা দেশের পত্রাদি প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। ঢাকার অধীন থাকা কালে বজ্রযোগিনীর পত্রাদি বিক্রমপুরের অন্যান্য পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত লোকদিগের পাইতে অতিশয় বিলম্ব হইত, এমন কি ঐ সকল পত্র ঢাকা হইয়া আসিত বলিয়া বজ্রযোগিনী হইতে দেড় প্রহরের পথ দূরবর্ত্তী লোকের হস্তে ৩।৪ দিনের কমে উপস্থিত হইত না, অতএব এই বন্দোবস্তটী সন্তুষ্ট হইয়াছে।

৫। কোঁরহাটী বিকাশন পুস্তকালয়ে যে সকল মহাশয় অর্থ ও পুস্তকাদি প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর এবার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের সমীপে সরলান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল গোস্বামি, বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ দে, বাবু প্রসন্নকুমার সিংহ, বাবু মদনমোহন মিত্র, বাবু কালীকুমার দাস, বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (ক্রমশঃ)। আমাদিগের ঐকান্তিক আশা এই, দেশের অন্যান্য ধনশীল ও হিতৈষী ব্যক্তিরা যথোচিত সাহায্য দানে পুস্তকালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিবেন না।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমরা বিক্রমপুরের অধীনে শ্রীকৃষ্ণপুর, হরকানিপুর, শুকদেবপুর, জহরাদপুর এবং কাশীপতী প্রভৃতি কয়েকটী গ্রাম আছে। এই সকল স্থানে অনেকগুলি ভদ্রলোক বহুকাল পর্য্যন্ত বাস করিতেছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সকল গ্রামের মধ্যে একটীও ভাল রাস্তা নাই। নিশাকালে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যা হইলে জীবন সংশয় করিতে হয়, কারণ গ্রামের প্রায় চতুর্দ্দিকেই জঙ্গল। উহার মধ্যে বন্য শূকর প্রভৃতি নানা প্রকার হিংস্র জন্তু বাস করে। বর্ষাকালে এই সকল স্থান অতিশয় [illegible] গ্রামের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হয়। বারইয়ারি প্রভৃতি সামান্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থোপযোগী উৎসবেতে গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা প্রতি বৎসর যে টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা গ্রামের মধ্যে উৎকৃষ্ট রথ্যাদি নির্ম্মিত হইয়া অনায়াসে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। এই গ্রামগুলি বাওয়ালীর জমীদার মণ্ডল মহাশয়দিগের জমীদারী ভুক্ত। জমীদার মহাশয়েরা মনে করিলে যে গ্রাম মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত হইতে পারে এবং সেটী করাও যে তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

মণ্ডল মহাশয়দিগের নিকট আমাদের আর একটী বক্তব্য এই যে, প্রায় তিন মাস অতীত হইল তাঁহারা বাওয়ালীতে দেশহিতৈষিণী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। সভা দ্বারা এ প্রদেশের অনেক হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এপর্য্যন্ত উন্নতির কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মণ্ডল মহাশয়দিগের জমীদারীতে কতকগুলি বিখ্যাত সুরাপায়ী আছে। ইহাদের দ্বারা সমাজের যে বহুতর অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। জমীদার মহাশয়েরা যদি এই সকল লোককে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেশহিতৈষিণী সভার সভ্য করিয়া সদুপদেশ দ্বারা উহাদের চরিত্র সংশোধন করিতে পারেন, তাহা হইলে অনেকাংশে উক্ত সভার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এক্ষণে মণ্ডল মহাশয়েরা উক্ত বিষয়ে যত্নবান হন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

৪ ঠা আষাঢ়
১২৭৮ সাল } শ্রীঃ-

মহাশয়! বারুইপুর এর নিকটবর্ত্তী পদ্মপুকুর হইতে যে একটী ছোট রাস্তা খোলা গাছির ভিতর দিয়া আমা বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আমতলার পাকা রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এই রাস্তা উহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, প্রকারান্তেই গমনাগমন একান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। শকট গমনাগমন নিবন্ধন রাস্তাটী

[illegible] সংস্কার না করিলে একেবারে গমনা-গমন বন্ধ হইয়া যাইবে। বহু সংখ্য লোক [illegible] সর্ব্বদাই গমনাগমন করিয়া থাকে। এই রাস্তাটী হওয়াতে প্রজাবর্গের [illegible] সুবিধা হইয়াছে, তাহা আমরা এক [illegible] বলিতে পারি না। এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যাহাতে রাস্তাটী পাকা হয়, [illegible] বারুইপুর নিবাসী দেশ হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করেন। এক্ষণে উহা না হইলে আপাততঃ বর্ত্তমান রাস্তার সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

হরিনাভি
৯ ই আষাঢ়
১২৯৮ সাল } অনুগত
শ্রীমনীষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সম্প্রতি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মুন্সেফি বিচারালয় সমূহের অবস্থার সমধিক উন্নতি মানসে, প্রত্যেক মুন্সেফের নিকট বিচারালয়ের কিরূপ অবস্থা, কিরূপ উপায় করিলে ভাল হইতে পারে, এতদ্বিষয়ক মন্তব্য চাহিয়াছেন। আমরা এই বিষয় অবগত হইয়া নিরতিশয় তুষ্ট হইলাম, কারণ এই বিচারালয়ের আলয়ের অবস্থা সন্দর্শন করিলে ইহাকে কোন প্রকারে বিচারালয় বলিয়া বোধ হয় না। ইহাকে একটী গোশালা বলিতে লজ্জা বোধ হয় না। মহাশয়! মুন্সেফি বিচারালয়ে যে কত প্রকার বহু [illegible] দাখিল হইয়া থাকে, তাহা লেখা [illegible]। বিশেষতঃ জটিল মকদ্দমা এখানে [illegible] বিষয়ের প্রাদুর্ভাব [illegible] [illegible]

মহাশয়! তাহারা যে বিষয়ে অণু মাত্র সংশয় নাই। একপ অবস্থা বাটী বিচারার্থ নির্দ্দিষ্ট করা নিতান্ত পরি তাপের বিষয়। এমন স্থলে সকলেই উহা দরিয়া মনিলাদি নষ্ট হইতে পারে। অগ্নিভয় হইতেও এবম্বিধ বিচারালয়ের পরিত্রাণ নাই। মেদিনীপুরের অন্তঃস্থ জজের বিচারালয় দগ্ধ হওয়াই এবিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১০ ই জুন
১৮৯১
তমোলুক } শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী

মহাশয়! ভিন্ন ভিন্ন লোকে অর্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ বা তাঁহা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা আমোদার্থ ব্যয় করেন, আর কেহ বা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় এবং অন্যের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু একপ লোক অতি বিরল। এক্ষণে প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামেই বারইয়ারির মহা ধুম দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের কতকগুলি বারইয়ারিপ্রিয় লোক একত্রিত হইয়া কি দরিদ্র কি ধনী, সকল ব্যক্তির নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতে থাকেন। যাহারা পরো পকারার্থ এক পয়সাও দেন না, তাঁহারাও প্রাণপণে বারইয়ারির চাঁদা দিয়া থাকেন। যদি ঐ সকল অর্থ দ্বারা গ্রামের রাস্তার সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপনাদি অন্যান্য সৎকার্য্য সাধনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে গ্রামের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল অর্থ কেবল ক্ষণিক আমোদার্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিছু দিন হইল চাকদিগোপালপুর পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিন গ্রামে মহাসমারোহে বারইয়ারি হইয়া গিয়াছে। উহাতে অনেক ব্যয়ও হইয়াছে, কিন্তু যেস্থানে বারইয়ারি হইয়া গিয়াছে তথাকার রাস্তাদি এত অসম্য যে, ঐ সকল রাস্তা দিয়া কোনমতে গমনাগমন করা যায় না। যে স্থানে সর্ব্বদা [illegible] গমনাগমন করিতে হয়, সেই সকল স্থান এত নিকৃষ্টাবস্থায় রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া কি বারইয়ারিপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মনে ঘৃণা জন্মে না? যাহা হউক, পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, প্রথমে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তৎপরে অন্যান্য কার্য্য করা উচিত।

১৮৯১
২১ এ জুন। } শ্রী উ, কু, চ।

আমি কোন কার্য্য বশতঃ জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত সোণাপুর থানার এলাকাভুক্ত অগাছল গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলাম। গত ১ লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার সন্ধ্যার পর আমি কোন স্থানে গমন করিতেছিলাম; কিছু দূর গমন করিয়া গ্রামের দক্ষিণ ভাগে গোলযোগ শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিলাম। ঐ স্থানে একটী দুঃখী ব্রাহ্মণের বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ব্রাহ্মণ মুমূর্ষু হইয়া আবর্জ্জনা-বিশিষ্ট অপরিষ্কৃত ভূমির উপর পড়িয়া আছে, কিছুমাত্র সংজ্ঞা নাই, মস্তক হইতে অনর্গল রক্তস্রাব হইতেছে। তাঁহার বৃদ্ধা বিধবা ভগিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, তাঁহারও মস্তক হইতে রক্ত ধারা পড়িতেছে, ব্রাহ্মণের একটী বালিকা স্ত্রী রোদন করিতেছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কেহই অভিভাবক নাই। আর আর অনেক ভদ্র ও ইতর লোক তথায় উপস্থিত আছেন। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম, তৎপ্রতিবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তির দশম পুত্র তাঁহার পিতৃ নির্দ্দেশক্রমে অন্যায় তাঁহার এই দশা ঘটাইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আর ২। ৩ জন ছিল। ইতিপূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে যৎসামান্য সাধিক বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন, বসতি বাটী ভিন্ন তাঁহাকে আর কিছুই দেন নাই। গরিব ব্রাহ্মণ গ্রামস্থ ভদ্র ব্যক্তি দ্বারাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

পরে তিনি আপন পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস ঐ দেবোত্তর পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান। প্রতিপক্ষ সে সময়ে কিছুই বলেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাটী আসিয়া সেই দিন ঐ ব্যক্তিকে প্রহার করিতে অনুরোধ করেন। পুত্র গরিব ব্রাহ্মণের বাটী প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে দারুণ প্রহার করে; পরে ব্রাহ্মণ ফৌজদারীতে অভিযোগ করেন। বহুসংখ্য লোক [illegible] যাহাতে প্রতি-বাদী [illegible] আবরণ। [illegible]

৯৪

সোমবার মকদ্দমার দিন বাদী [illegible] গ্রামের অধিকাংশ ভদ্র [illegible] আদালতে উপস্থিত হইয়া তাঁহা [illegible]র মীমাংসা করিয়া দেন। তাহাতেও অপরাধীর মনের আক্রোশ দূর হয় নাই। [illegible]কে বাটী আসিলে পর সামান্য বাক্[illegible] [illegible]র পর প্রতিবাদিগণ ঐ আদালতে আঘাত করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী কত [illegible] কৃষক ও ভদ্রলোক আসিয়া দুরাত্মা-[illegible]গের হস্ত হইতে তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। [illegible] পুলিশ জমাদার ও সোনাপুরের সব ইন [illegible] বাবু পরে জমিনে আসিয়া আলিপুর [illegible] তাহাকে প্রেরণ করিয়া এবিষয়ের [illegible] রত হইলেন। পরে [illegible] [illegible] প্রায় ৫০। ৬০ জনেরও [illegible] [illegible] যে, প্রতিবাদিগণকর্তৃক [illegible] এই ঘটনা ঘটি[illegible]। [illegible] হয়। ইহার চূড়ান্ত [illegible] [illegible]। যাহা হউক, কি ভয়ানক লোম হর্ষণ অত্যাচার !!!

জগদ্দল
৩০ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৭৮ সাল } একান্ত বশম্বদ
জগদ্দল নিবাসি [illegible]
দর্শক

আমি একজন [illegible], [illegible] [illegible] পর্য্যটন [illegible] পল্লীগ্রাম বাসী জনগ[illegible]র সামাজিক অবস্থা বিষয়ক কথঞ্চিৎ আভা[illegible]ত করিতে অভিলাষ করিতেছি এবং [illegible] সময়ে যে স্থানে সমাজের যেরূপ [illegible] দর্শন করিব, তাহা স্বজাতীয় হিতৈষী [illegible] গোচর করিবার জন্য সংবাদ পত্রে [illegible] করিব [illegible] করিতেছি। এক্ষণে [illegible] বঙ্গভূমির প্রাচীন রাজধানী নবদ্বীপ [illegible]র পরিমধ্যে আছি।

নদীয়া জেলার উত্তর [illegible] নিম্নশ্রেণীর অধি[illegible] মুসলমানের বা[illegible]। ইহারা সকলেই [illegible]জীবী। [illegible] এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে [illegible] পাওয়া যায়। ইহারা খৃষ্টীয়ান নামধারী, বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে খৃষ্টাশ্রিত লোকদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে, ইহাদের আচার ব্যবহারে তাহার কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমি [illegible] প্রথমে বোধ করিয়াছিলাম যে, ইহারা ঐ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান জাতীয় লোক; পরে কলিকাতার লালদিঘীর ধারের গির্জ্জার ন্যায় একটা গির্জ্জা এবং তাহাতে পাদ্রী সাহেবের [illegible] উড্ডীয়মান দেখিলাম, পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে, প্রায় ৩০।৪০ বর্ষ অতীত হইল কয়েকজন ইউরোপীয় মিসনরি এতদ্দেশে অবতীর্ণ হইয়া নীলকর সাহেবদের নীল কুঠির সন্নিহিত স্থানে স্থানে এক একটী গির্জ্জাঘর ও কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছিলেন। নীলকরদের ও অন্যান্য জমীদারদের দ্বারা যে সকল প্রজা উৎপীড়িত হইত, তাহারা ঐ সকল পাদ্রী সাহেবদের শরণাগত হইত, পাদ্রী সাহেবেরা সময়ে সময়ে টাকা ও অন্যান্য উপায়ে তাহাদের উপকার করিয়া বাধ্য করিতেন এবং এই সুযোগে তাহাদের মাথায় কিঞ্চিৎ জল [illegible] অভীষ্ট সাধন করিতেন। [illegible] এই প্রদেশে ৭৪৫ হাজার [illegible] জাতিচ্যুত [illegible] কয়েক বৎসর [illegible] হইল, নীলকর [illegible] [illegible] অসহ্য হও[illegible] পাদ্রী সাহেবদের সাহায্যে সাধারণ [illegible] একবাক্য হইয়া রাজদ্বারে আবেদন করে। তদবধি নীলকর ও জমীদারগণ কিঞ্চিৎ শান্ত ভাব [illegible] করিয়াছেন, সুতরাং পাদ্রী সাহেবেরা কার্য্যের আর সুবিধা নাই দেখিয়া অনেকে তিব্বতে যাত্রা করিয়াছেন। এখন স্থানে স্থানে যেমন নীলকুঠী ও নীলের হৌস সকল ভগ্ন, শূন্য ও জঙ্গলাবস্থায় পতিত আছে, তেমনি পাদ্রী সাহেবদের গির্জ্জাঘর ও কুঠী সকল শূন্য ও জঙ্গলাবস্থায় রহিয়াছে; কেবল কতক গুলি অবিদ্বান লোক সমাজচ্যুত হইয়া খৃষ্টীয়ান নামে পরিচয় দিতেছে। পাদ্রী সাহেবদের ঐরূপ ভাবে খৃষ্টীয়ান করার ফল কি? যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ের কিছুই বুঝে না, যাহাদের ধর্ম্মবিষয়ে কিছুই অনুরাগ নাই, তাহাদের মাথায় জল ঢালিয়া বৃথা কলঙ্ক করা কেন? (ক্রমশঃ)

[illegible]
[illegible] জুন ১৮৭১ }

মহাশয়! [illegible] জগতে এরূপ অনেক [illegible] আছেন, যাঁহাদের সৎকার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা আছে; কিন্তু [illegible] বিহীন তাঁহারা কোন সৎকার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আবার কতকগুলি লোক [illegible] আছেন, তাহাদের ক্ষমতা সত্ত্বেও কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে না। এই শেষোক্ত দলের লোকদিগকে [illegible] হিতকর কার্য্যের [illegible]ন করিতে না দেখিলে যেমন দুঃখিত হইতে হয়, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কোন ইষ্ট সাধিত হইতে দেখিলে তেমনিই আনন্দিত হওয়া যায় এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে ইহাদের গুণের পুরস্কার দ্বারা উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে দেখিলে ততোধিক সন্তোষলাভ করা যায়। অতএব আমরা অদ্য [illegible] [illegible] করিতে প্রবৃত্ত হইঃ—

২৪ [illegible] প্রসিদ্ধ জমী[illegible] কুমার রায় [illegible] বৎসর হইল চিকিৎসালয় [illegible] চিকিৎসালয়ে দরিদ্র নিজে [illegible] বাড় [illegible] দিয়া আসিয়াছেন। পীড়িত [illegible] দরিদ্রদিগকে বিনা মূল্যে [illegible] [illegible] তাঁহাদের পিতৃ স্থানীয় [illegible] হন। কেবল [illegible] নয়, প্রত্যহ [illegible] বর্ত্তী পীড়িত ব্যক্তিদিগের বাটী [illegible] গমন করিয়া চিকিৎসাদি [illegible] থাকেন, কাহারও নিকটে একটী পয়সা গ্রহণ করেন না। তদ্ভিন্ন যাহাদের [illegible] মাত্র সংস্থান নাই, তাহাদিগকে নিজ বাটীতে রাখিয়া পথ্যাদি দিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বসন্ত বাবু মেডিকেল কালেজে শিক্ষিত হন নাই বটে, কিন্তু [illegible] গুণে চিকিৎসা বিষয়ে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে [illegible] সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অপেক্ষা কোন মতে অল্পজ্ঞ বলা যায় না সময়ে সময়ে তাঁহাদের [illegible] চিকিৎসা নৈপুণ্যের [illegible] [illegible]

করিয়া থাকে। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল বারুইপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর এবং ২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেট কর্ণেল সাহেব বসন্ত বাবুর এরূপ নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষিতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেন্টও তদনুসারে তাঁহার অর্দ্ধ সাহায্য দানে স্বীকৃত হন। সেই অবধি বসন্ত বাবু চিকিৎসালয়ের অর্দ্ধেক ঔষধ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি বারুইপুরের বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচরণ পাল বসন্ত বাবুর গুণের পুরস্কার দানার্থ একটী সভা করেন। ইহাতে বসন্ত বাবুকে একটী ঘড়ী … তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করত … শতক টাকা … উঠিবে … মণ্ডপ … আমরা বার বার … এ বিষয়ের … না। তিনি যত্নবান হইয়া … করিলে যে এরূপ … কার্য্যের অনু- … হইত আমাদের … বোধ হয় … বাবু এ নিমিত্ত আমাদি… ভক্তির পাত্র হইয়াছেন, পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, কেবল এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার এত প্রশংসা করি। বারুইপুরে যে কোন শুভ …র অনুষ্ঠান চেষ্টা হয়, মহিম বাবু …কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকাতে সেই চেষ্টা …শেষে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন।

উপসংহার কালে অন্যান্য ডেপুটী …দিগকে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অবিমৃষ্যকারিতা দ্বারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া কোম্পানির কাগজ করা, মিথ্যা মকদ্দমা দ্বারা দুর্ব্বলকে জব্দ করা এবং ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া যথার্থ গুণী ব্যক্তির গুণের … গৌরবের বিষয় নয়। …দিতে পারে, আর

…য়াসেই করিতে পারেন। একজন মনে করিলে অনায়াসে অপর একজনের গৃহ জ্বালাইয়া দিতে পারে; কিন্তু অন্যের একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ডেপুটী বাবুগণ সাধ্যানুসারে দেশের হিতসাধনে যত্নবান হন, ইহাই আমাদিগের অভীষ্ট।

১১ ই জুন } শ্রীম:-
১২৭১ সাল।

—:o:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল	চাঁইপাট গ্রাম	১৩
” ” মনোমোহন দে	বড়দল	১৩
” ” কৃষ্ণনাথ পাল	চিথলিয়া	১৩
” ” চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	মালিপোতা	
” ” …	…র গাঁ	
” শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী	জলপাইগুড়ি	৩৸০
” শিবনাথ মিত্র	সাহাপুর	৩৸০
” পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শ্রীরামপুর	৭
” চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	জনাইপুর	৫১
” প্রসন্নচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	মদনা	১৩
” …নাথ সিংহ রায়	পাঁচ…	৭
” হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী	চাঁপাতলা	১০
” …মোহন দত্ত	কলিকাতা	৫১
” বিপিনবিহারী ভাদুড়ি	কলিকাতা	৫৫০
রাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর		৫৬
আর, এচ, বরায় সাহেব	কৃষ্ণনগর	

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং … সিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্য যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন তিনি মফস্বল হইতে … মূল্য পাঠাইবেন, … যেন রেজিষ্টরি … ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা, তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যদি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

ভাগ ৩৬ সং

" প্রথমকল্প ... প্রজানিদি ... পার্থিবঃ সম্যঙ্‌নো অনিমজ্জনী ন স্থায়না ।"

গ্রিমক মূল্য ১, এক টাকা
গিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮ । ২০ এ আষাঢ় । ইং ১৮৭১ । ৩ রা জুলাই

মফস্বলে মাশুল
বার্ষিক ১৩ ,
ষাণ্মাসিক ৩৮

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী গৌড় ব্রহ্মগজীত আমার নিকটে বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে ।

১২৭৮ ৩ রা আষাঢ় বারুইপুর } শ্রীচন্দ্রনাথ চন্দ্র বারুইপুরস্থ অতিথের উদ্যান

জমীদারি বিক্রয় ।

জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরির ২০০৩ নং তৌজির মাতলা মহকুমা বারুইপুর অন্তর্গত পরগণে কলারোওয়া মেদনমপুরের নাম ও জমীদারি স্বত্ব ৷১১/০ অংশ যাহার সদর জমা ৩২৩৩৸০/১৬ টাকা আমার নামে স্বতন্ত্র হিসাবে লেখা যায় এবং পত্তনী স্বত্ব ... র রাখিব ৭১৬ টাকা । ঐ উভয় ... প্রায় ২০০০ হাজার টাকা বার্ষিক লভ্য মালিকী স্বত্ব বিক্রয় ... ধিক খরিদদারের ... হাজার টাকা ... দিয়া পত্তনী ... বন্দোবস্ত ... লওয়া আমার ইচ্ছা ... যাধিক ... হইলে আমার সমস্ত ... স্বত্ব একত্রেই বিক্রয় করা যাইবে কিম্বা ঐ ... প্রত্যেক মৌজা অধিক ... দিয়া খণ্ড খণ্ড রূপে পত্তনী বিলি করিতেও প্রস্তুত আছি । গ্রাহকগণের ... অভিরুচি এবং তাহারা যে পরিচিত ... ১৫ ই শ্রাবণের ম ... উত্তর কার্য ... বজায় দি

...হবেন এবং অন্যান্য বিবরণ তাহার নিকটে জ্ঞাত হইতে পারিবেন ।

কৃষ্ণনগর ৫ ঠা আষাঢ় ১২৭৮ } শ্রীগৌরমোহন রায় । জমীদার ও পত্তনীদার ।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার ... (জেহ) আত্তরে করতী হুমকেহ এবং ইত্যাদি কর্ম সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন, কদাপি কোন ব্যক্তি লক্ষ টাকা প্রদান করেন জ্ঞাত করাইবেন । ইহা জ্ঞাত হইলে কি ফল প্রাপ্ত হইবে তিনি তাহা লিখেন নাই । আমার অনুরোধ এই, তিনি ঐ বিষয়টী বিস্তারিতরূপে সাধারণের গোচর করেন । তাহা করিলে তাহাঁর অভীষ্ট লক্ষ দাতা মিলিতে পারে

একজন ব্রহ্মচারী ।

সর্পাঘাত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা এই সংস্করণে অনেক স্থানে ... লেখা হইয়াছে । সর্পের ঔষধ নাই বলে চিকিৎসা আছে । মাল বৈদ্যদের ... রোগি মরে না । অতএব এই পুস্তকখানি সকলের এক এক খণ্ড লওয়া কর্তব্য । মূল্য ৷/০ ডাক মাশুল / আনা ।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্মকার
আমড়াতলার ।

যে কলিকাতার আঁশিয়ার এই কর্ম্ম ছিল, তাহার প্রাপ্য বেতনাদি নানা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ১০ই জুন বাঙ্গালা ১২৭৮ সালের তারিখে বরখাস্ত করা গিয়াছে ।

... আচার্য্য
মুক্তাগাছা

বাঙ্গলা ... চার্ট, মূল ভূগোলবোধ, মূল্য ।/০ আনা । প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা ... নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে অথবা ... অন্বেষণ করিলে পাইতে পারি ...

১৮৭১।৫।২২ } শ্রীপ্রিয়না... বারুইপুরস্থ

মৌখিক অঙ্ক ।

১ম ভাগ ৶১০ এবং ১ ... ঢাকা কালেজ শ্রীপ্রসন্ন...

... সাবিত্রী, ব্রহ্মজ্ঞান ... ... কল্কিপুরাণ অনুজ্ঞা ... পুস্তক মূল সংস্কৃত পুস্তক ... দিত হইয়া মৎকর্ত্তৃক পদ্যে গদ্য পদ্য মিশ্রিত যোগাংশার ... ও সরল সংস্কৃত ভাষার ... সহিত সম্মোহন তন্ত্র নামক ... কর্ত্তৃক নানা প্রাচীন শাস্ত্র হইতে

হইবেন, তাহারা অপেক্ষা ...
পুস্তক পাইতে পারেন। অত
... থাকে যে, যেন অপর কেহ
স্তক্ষেপ না করেন। যাঁহারা
... করেন, তাঁহারা মেদিনী ... সবর্ণ
...বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু ...
নিকট পত্রাদি পাঠাইলে সত্বর

... } শ্রীজয়গোবিন্দ দেব
... } গুপ্ত প্রণেতা।
... ১২৭৮ }

... রহস্য।

... অব লণ্ডন " অবলম্বন করিয়া
... " নামে পুস্তক প্রতিমাসে এক
...রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।
প্রচারিত হইয়াছে। ইহার ...
..., মূল্য ।৵০—গ্রাহককারীর প্রতি
... পাঠাইতে হইলে /০ মাশুল
...কার ইণ্ডিয়ান ...,
কলেজষ্ট্রিটে উমেশচন্দ্র ...,
নং ... এণ্ড ...
...গোপালচন্দ্র দত্তের, চিনেবাজারে
...কানে মদনমোহন দত্তের, এব
...দার নিকটে পাওয়া যাইবে।

শ্রীহরিচরণ ... ।

...

...পাথিক চিকিৎসা, ২ য় সংখ্যা
...পাড়া। মূল্য ২১ টাকামাত্র। উক্ত
...কাতা ... বাবুর ষ্ট্রীট
...বুক ... বিক্রয়ার্থ আছে।

... পাটাদি ...।

... প্রস্তরনির্মিত কোন
... আবশ্যক হয়, আদেশ করি-
প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।
...খিত দ্রব্যগুলি ... বিক্রয়ার্থ
...ছে।

...রা প্রস্তরনির্মিত মর্মরের পাইল,
... ... ম ও বেঞ্চ

...তে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।
ফায়ার ব্রিক।
ফায়ার ক্লে।

বাটীর মর্ম্মর ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রস্তর ... টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি ... হইয়াছে, আবশ্যক হইলে ... কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত ... দিবেন

কলিকাতা,
২ নং ... ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

... সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় ... ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্র... ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
...র ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তক... } শ্রী ... চট্টো
... কলিকাতা } পাধ্যায়। অধ্যক্ষ।
... ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটী }

যাঁহারা আমাদিগের নিকটে সোমপ্রকাশের মূল্যাদিবিষয়ক বা অন্যান্য পত্রাদি লিখিবেন, তাঁহারা যেন উহাতে গ্রাম, ... ও আপনাদিগের নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দেন। অনেকের পত্রে জেলার নাম দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থলে উহা নিতান্ত অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়। এ নিমিত্ত ... সমস্ত কারণে উহা সকল সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয় না।

১২৭৭ সাল } শ্রীশ্রী...নাথ চক্রবর্ত্তী
২২ এ পৌষ } কার্য্যাধ্যক্ষ।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

	বসতি স্থান	আন্দাজী
নং ... কালকা বাজার	ঐ	১১৩ বিঘা
ঐ ২ ...লেন	ঐ	৬০ কাঠা
... লেন	ঐ	১৶১ বিঘা
নং ১২ ... রোড	ঐ	১৶১ বিঘা
...	ঐ	... বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত ... ... আর, বি, ... কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রকাশিত ... এবং বাঙ্গলা ... অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধান ... নামে প্রকাশিত হইবে ... প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে ... ১ নং আর, জি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

... এপ্রিল } শ্রী... বন্দ্যোপাধ্যায়
... } আর, জি, বসু এণ্ড কো
১২৭৮ } ... কলিকাতা।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনু... মহাভারতের প্রথম খণ্ড ... অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হই... আম... নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ... টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রা... দিগের ডাকের খরচ দিতে হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে। ... আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত ... থাকিবে।

২২ এ চৈত্র } শ্রী...নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } কলিকাতা ...

ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
এম, বি, ...

... ...কাপুরে
... সন্তানের

স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার বিস্তু হোটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সজ্জনগণ! সংপ্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ জনৈক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই ঔষধের প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা আশ্চর্য্য জনক হইতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত ভগবানের দেবের "শিবের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিষ" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবদ্বীপ। সর্ব্ব প্রকার কাশ, শূল, মেহ, ক্ষীণস্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালের বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহ আরোগ্য হও হৃষ্ট হইবে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমান্দ্যের ছেদক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২৷৷০ টাকা ডাক মাশুল আদি ৷৷০ আনা পাঠাইলে, গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়া
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধিকা
প্রসাদ গোস্বামীর নিকট
১৬ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ নবদ্বীপ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১৩ এ জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কনিষ্ঠ জল ফীট	ইঞ্চ
মোহনায়	১৪	
তথা হইতে জাফিপুর ১ মাইলের মধ্যে	৮	
জাফিপুর হইতে বহরমপুর ৩৭ মাইলের মধ্যে	১২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	১১	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১০	

সন ১৮৭১ সালের ১৬ এ জুন বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
১১	৪

বহরমপুর
১৬ এ জুন
১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইজ একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

১০ এ আষাঢ় সোমবার।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসন হইতে রেলওয়ে পোসক যে রাস্তাটী দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে, গত বর্ষের বর্ষাশেষে তাহার সংস্কার হয়। দুই রশী পথ অসংস্কৃত ছিল। ঐ দুই রশী পথ, সংস্কার হয় নাই এই শোকে বেক ভাগে উন্নত হইয়াছে। উহার ব্রণ (গর্ত্ত) রোগ উপস্থিত। সম্প্রতি উহার অঙ্গে দুই তিনটী মাত্র ব্রণ (গর্ত্ত) দৃষ্ট হইতেছে। এখন চিকিৎসার উপক্রম করিলে স্বল্পব্যয়ে আরোগ্য লাভ হইতে পারে। যদি না করা হয়, উহা ক্রমে সাংক্রামিক হইয়া যাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে তাহাকে সংক্রাম করিবে। উহার সর্ব্বাগ্রে শকটের অঙ্গ স্পর্শ করিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা গমনাগমন কালে দেখিতে পাই, রাস্তার ধারে স্থানে স্থানে খোয়া পড়িয়া আছে। তাহা লইয়া ঐ গর্ত্ত কয়টীর পরিপূরণ করিয়া দিলে এখন স্বল্পব্যয়ে অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে। ইহার পর অধিক আয়াস পাইতে হইবে। অনেক গাড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে। পূর্ব্বে সোণাপুরে ওবরসিয়র ছিলেন, এখন আর তিনি সেখানে নাই। তিনি সেখানে থাকিলে বোধ হয়, আমাদিগকে এই সামান্য বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিতে হইত না। এটী এখনও সামান্য আছে, ক্রমে অসামান্য হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কা করিয়া আমরা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলাম।

চকদীঘীর প্রসিদ্ধ অন্যতর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দনলাল রায় মহোদয় "ফরাসী জর্ম্মণ যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তি সাম্য ছিন্ন হইয়াছে কি না" এ বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিবার বিজ্ঞাপন দেন, ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়ার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সেই প্রস্তাব লিখিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেন। উক্ত বাবু ঐ প্রস্তাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞাত পুরস্কার (৫০ টাকা) উমেশ চন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন। এপ্রকার উৎসাহদানে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিবিধায়ী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। চন্দন বাবুর বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে যে সবিশেষ যত্ন আছে, তাহাও এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গবাসী হইয়া যিনি বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের আন্তরিক চেষ্টা করেন, তিনিই বঙ্গ ভূমির যথার্থ সৎপুত্র। এক্ষণে আমরা সাধারণকে জানাইতেছি, যে সকল ব্যক্তির উল্লিখিত বিষয়ে প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহারা বৃথা পরিশ্রম না করেন।

☞ সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা—কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টে আবেদন।

সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং
ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ
পশ্চাৎ শূন্য ফলায়তে॥

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা কন্যাপণ ও বহুবিবাহ নিবারণ এবং কৌলীন্য প্রথার উন্মূলন বিষয়ে চেষ্টা পাইতেছেন শুনিয়া আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া

উঠিয়াছিল। আমরা মনে ভাবিয়াছিলাম, সভা অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিবেন, কিন্তু যে উপক্রম দেখিতেছি, বুঝি তল জল স্থল হবে। একজন পত্রপ্রেরক অবগত হইয়া লিখিয়াছেন, সভা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এ সংবাদটী আমাদিগের সুখের না হইয়া অতিশয় অসুখের হইল। এ চেষ্টাটী আমাদিগের দেশের লোকের স্বভাবের ঠিক অনুরূপ হইয়াছে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশের অধিকাংশ লোকের শ্রম শক্তি নাই। অধ্যবসায় নাই, স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কষ্টসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা নাই, পরের স্কন্ধে কষ্ট ও আপদ বিপদ নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তাহার ফলভোগ বাসনা করেন। ইহাতেই আপনাদিগকে বাহাদুর জ্ঞান করিয়া থাকেন। অলসের এইরূপ বাহাদুরী চিরকালই আছে। আপনাদিগের স্কন্ধে ভার গ্রহণ করিয়া বহুবিবাহাদির নিবারণ চেষ্টা পাইতে গেলে অনেক কায়িক শ্রম করিতে হইত, অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইত, অনেক চিন্তা করিয়া শিরোবেদনায় অভিভূত হইতে হইত। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে ভার ক্ষেপণ করিলে কোন আপদ বালাই নাই, কোন যন্ত্রণা নাই, কোন ভাবনা নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট সদয় হন, আইন করেন, আপনাদিগের বাহাদুরী হইল; সদয় না হন, তেঁতুল গাছ কেহ ছাড়ায় না।

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ উত্তম [illegible] উদ্ভাবন করিয়াছেন, উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, যেমন গদিতে বসা, [illegible] ও গাল গল্প করিয়া কাল ক্ষেপ করা অভ্যাস, এ উপায়টী তাহার উপযুক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে ভার অর্পণ করিয়া সামাজিক দোষের নিবারণ চেষ্টা পাইলে কি কি অনিষ্ট ঘটে, তোমরা কি একবার তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছিলে? প্রথম, আমাদিগের স্বাধীনতা হানি। রাজসংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমাদিগের স্বাধীনতা নাই, সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে যে কিছু স্বাধীনতা আছে, ঐ সকল চেষ্টা পাইতে গেলে ক্রমে তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়, আমাদিগের স্বয়ং কার্য্যকারিতার ব্যাঘাত। আমরা যদি চিরকালই বালকের পিতৃমুখাপেক্ষার ন্যায় সমুদায় কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিব, কবে আমরা স্বয়ং কার্য্য করিতে শিখিব, জগদীশ্বর আমাদিগকে যে হস্তপদাদি ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কবে আমরা তাহার বিনিয়োগ করিতে শিখিব, কবে আমরা অনলস হইয়া কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিব? তৃতীয়, যদি ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা করা যায়, তাহার মধ্যে কতগুলি লোক কন্যাবিক্রয়কারী ও বহুবিবাহকারী, তাহার গণনা করা যায়, এক আনা হয় কি না, সন্দেহ। এই মুষ্টিমেয় লোকের দণ্ড বিধানার্থ অসংখ্য লোককে কষ্টে পতিত করা কি বিচারসহ হইতে পারে? সাংসারিক ব্যবহারজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসে তাহার অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। চতুর্থ, অগ্রে দম্পতীর পরস্পর পরিত্যাগ বিধি না করিয়া বহুবিবাহ নিষেধের আইন করা বিধেয় নহে। যে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদনার্থ এত যত্ন এত চেষ্টা হইতেছে, বহু বিবাহ নিষেধক বিধি তাহাদিগের যার পর নাই কষ্টের কারণ হইবে। এখন যাঁহারা একাধিক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত করিয়া থাকেন; সুতরাং কোন স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনাদর হয় না। সকলেই পর্য্যায়ক্রমে স্বামিসম্ভোগসুখ লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি বহু বিবাহ নিষেধক আইন হয়, পুরুষকে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ কালে পূর্ব্ব স্ত্রীকে অসতী অপ্রিয়বাদিনী অথবা বন্ধ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তন্মূলক পূর্ব্ব স্ত্রীর সহিত বিষম শত্রুতা জন্মিয়া উঠিবে। তাদৃশ পতির আলয়ে বাস আর সর্পমুখে বাস তুল্য। পুরুষ পূর্ব্বস্ত্রীর প্রতি যে কোন একটী দোষের আরোপ করিয়া সচ্ছন্দে অন্য নারীর কর গ্রহণ করিবেন, আর সেই হতভাগ্যকে পক্ষান্তর গ্রহণ অনধিকৃত ও তাদৃশ নৃশংস পতির অনুগ্রহাধীন হইয়া চির বিরহিণী ও চির দুঃখিনী হইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে, ইহার পর নিষ্ঠুর কার্য্য আর কি আছে?

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ! আমরা তোমাদিগকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিতেছি, তোমরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হও, তোমাদিগের কৃতার্থতা লাভের কি সম্ভাবনা নাই? হিন্দুসমাজের যেগুলি প্রধান প্রধান ও মাননীয় লোক, তোমরা সেই সকলগুলি ত একত্র হইয়াছ, তোমরা কেন এই প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হও না, আমরা নিজ গোষ্ঠীতে বহু বিবাহকারি লোকের আবির্ভাব হইতে দিব না, আমাদিগের অনুগত লোকদিগকেও উক্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব; যদি এই প্রতিজ্ঞায় আরোহণ করিয়া আন্তরিক দৃঢ়তর যত্ন সহকারে কার্য্য কর, অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। কাল তোমাদিগের সহায়তা করিতেছে; যত দিন দিন লেখা পড়ার অধিকতর চর্চ্চা হইতেছে, ততই লোকের মন ফিরিয়া যাই

হেছে। কৃতবিদ্যেরা ত বহুবিবাহাদির ত্রিসীমা দিয়া চলেন না। অনেকে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছেন। যাঁহারা লেখা পড়া করেন নাই, তাঁহারাও বহুবিবাহাদি জনিত কন্যাদির কষ্ট ও নানা প্রকার অনিষ্ট দর্শন করিয়া কাল কৌলীন্য প্রথা প্রতিপালনে বীতরাগ হইয়াছেন। কাল যে তোমাদিগের প্রতি অনুকূল তোমরা কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? তোমরা উল্লিখিত অনুষ্ঠান করাতে কে তোমাদিগকে উৎসাহদান না করিতেছেন? যে সকল ব্যক্তি তোমাদিগকে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার অনুরোধ করিতেছেন, তোমরা তাঁহাদিগকেই কেন বল না, তাঁহারা স্বয়ং স্বয়ং কন্যাপণ প্রভৃতির নিবারণ চেষ্টা করেন। সকলের সমবেত চেষ্টা যে কিরূপ ফলোপধায়িনী হয়, তাহা কি আজও আমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে?

'বিদ্যালয়ে আনুকূল্য দান প্রথা'

একণে বিদ্যালয়ে আনুকূল্য প্রদানের যেরূপ নিয়ম আছে, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগের গোচর করিয়াছি। এ বিষয়ে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ডিরেক্টর ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে তর্ক বিতর্ক হইয়াছে, আমরা তৎসংক্রান্ত কতকগুলি কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৮৬৮।৬৯ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্ট সমালোচন করিবার সময়ে সর উইলিয়ম গ্রে পূর্ব্ব বৎসরে ডিরেক্টরকে এ বিষয়ে যে প্রকার মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছিল, উক্ত অব্দের রিপোর্টে তাহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, "ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা আনুকূল্য প্রদান সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা এ প্রণালীর দৈনন্দিন ফল প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিতেছেন যে, ইহা দ্বারা শিক্ষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং লোকের ধর্ম্মনীতির হানি হইতেছে।" সর উইলিয়ম গ্রে আরও বলেন, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ প্রতারণা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অতিরিক্ত টাকা লন। ইনস্পেক্টর ক্লার্ক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফল দর্শন করিয়া আনুকূল্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে উড্রো সাহেবেরও এই মত হয়। সর উইলিয়ম গ্রে স্পষ্ট না হউক প্রকারান্তরে এই মতের অনুমোদন করিয়া ডিরেক্টরকে রিপোর্ট করিতে বলেন। এতৎ সংক্রান্ত কাগজপত্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরিত হইবা মাত্র তাঁহারা আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যাহাতে কেবল দেশবাসিদিগের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে ব্যয় করা লার্ড মেয়োর গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নহে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে আনুকূল্য দানের নিমিত্ত সাধারণ ধনাগার হইতে যে টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির হানি হইয়াছে মাত্র!!! সর উইলিয়ম গ্রে ভাবিয়াছিলেন, অধ্যক্ষগণ হিসাবে প্রতারণা করিয়া টাকা লওয়াতে ধর্ম্মনীতির হানি হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আবার তাঁহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া বলিলেন, শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক ব্যয় করাতে শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতি উভয়েরি হানি আছে!! আমাদিগের প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট বলেন, যাহাতে কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের উপকার হয়, এমন বিষয়ে ব্যয় করাতে বিশেষ অনিষ্ট আছে। গবর্ণর জেনরল লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে শীঘ্র উক্ত প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিতে অর্থাৎ যাহাতে ব্যয় কমে, সেই চেষ্টা করিতে বলেন।

ডিরেক্টর আটকিন্সন উক্ত শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের তর্ক খণ্ডন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আনুকূল্য প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে তর্ক করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ জুয়াচুরি করিয়া টাকা লন, তিনি এ বাক্যের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রণালীতে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যেখানে একজন কৃতবিদ্য আছেন, সেই স্থানেই এক একটী বিদ্যালয় হইতেছে অথবা হইবার উদ্যোগ হইতেছে। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহে কেবল বিদ্যালয় স্থাপন নহে, অনেক স্থলে পাকা গৃহ ও পুস্তকালয় হইতেছে। যে স্থানে এনিমিত্ত অর্থের অভাব হইতেছে, জানাইবা মাত্র সর্ব্বসাধারণে সাহায্য দিতেছেন। ১৮৫৪ অব্দের ঘোষণা পত্রে নির্দ্ধারিত হয়, যত টাকা স্থানীয় চাঁদার দ্বারা উঠিবে, তত টাকা আনুকূল্য দেওয়া হইবে; ইহার মধ্যে ছাত্রদের বেতন গণ্য নহে। সরজন লরেন্স ১৮৬৪ অব্দের ১৩ই জানুয়ারিতে যে আজ্ঞা দেন, তাহাতে চাঁদা ও ছাত্রদের বেতন, এ উভয়ের তুল্য আনুকূল্য দিবার নিয়ম হয়; কিন্তু পঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এনিয়মে কাজ হয় নাই। বঙ্গদেশে বরং আনুকূল্য কমান হইয়াছে। সর জন লরেন্স বিদ্যাশিক্ষার পরম শত্রু; তিনি নিয়ম করেন, বিদ্যালয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যও কমান হইবে। এমন অবস্থাতেও আনুকূল্য দান প্রথা।

অপেক্ষা ফল হইতেছে। মধ্যম ও উচ্চ শ্রেণীতে এমত কোন যুবক নাই যাহার শিক্ষা না হইতেছে; নিম্ন শ্রেণীর যে সকল লোকের কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্গতি আছে, তাহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন। আনুকূল্য লইয়া বিদ্যালয় স্থাপনে লোকের এত আগ্রহ যে, বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, গবর্ণমেন্টের অনেক জেলা স্কুল অপেক্ষা কোন কোন সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রধান। আমরাও তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিতেছি। ডিরেক্টর স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রণালী উত্তম; ইহাতে শিক্ষার উন্নতিই হইতেছে। মার্টিন সাহেব বলিয়াছেন, আমার অধীনে আনুকূল্য প্রথা দ্বারা উত্তম ফল লক্ষিত হইতেছে। ভূদেব বাবুরও এই মত। উড্রো ও বেলেট সাহেবও ইহা বলিয়াছেন। উহাঁদিগের অধীনস্থ ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরাও এইরূপ বলেন। ডাক্তার ফালন পৃথিবীর শত্রু। তাঁহার মত সকলের অনুমোদনীয় নহে। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও বর্ত্তমান প্রণালীর মূলে আঘাত করা হয় নাই। কেবল এক সি, বি ক্লার্ক সাহেব বিলাতের জুয়াচুরি লইয়া উক্ত প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অধিকাংশ ডেপুটি ইনস্পেক্টরের মত ভিন্ন প্রকার। বর্ত্তমান প্রণালীতে যে শিক্ষার উন্নতি হইতেছে, তাহা তিনিও অস্বীকার করেন নাই।

এক্ষণে অধ্যক্ষদিগের জুয়াচুরি সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই, অন্য কোন সভ্য গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরে এক দল স্বদেশহিতৈষী লোকের বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলিতে সাহসী হন না। ডিরেক্টর আটকিন্সন যথার্থই বলিয়াছেন, যে দেশ ক্লার্কের দেশ অপেক্ষা বৃহৎ, উহার যে কোন কোন স্থানে সময়ক্রমে জুয়াচুরি হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু সাধারণো অধ্যক্ষগণ কেবল স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত সাধুতা সহকারে কার্য্য করেন। আমরা ডিরেক্টরের একটী বাক্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, প্রত্যেক ডেপুটি ইনস্পেক্টর ভাবেন, তাঁহার অধীনে যত অধিক বিদ্যালয় থাকিবে, ততই সম্মানের বিষয়; সুতরাং কোন কোন স্থলে পাছে বিদ্যালয় উঠিয়া যায়, এই নিমিত্ত তাঁহারা জুয়াচুরি দেখিলেও তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না; কিন্তু এটী বাস্তবিক ঘটনা নহে। তাহা হইলে সে দিন ২৪ পরগণার ডেপুটি ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক একজন সম্পাদক ফৌজদারিতে নীত হইয়া দণ্ডিত হইতেন না। এক্ষণে প্রায় সকল স্থানেই কৃতবিদ্য লোকেরাই স্কুলের সম্পাদক। গ্রামে বিদ্যালয় থাকাতে অল্প ব্যয়ে সন্তানদিগের শিক্ষা হয়, এই নিমিত্ত যাহাতে বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই চেষ্টা পান। যেখানে জুয়াচুরি হয়, সেখানেও কেহ টাকা নিজে গ্রহণ করেন না; বিদ্যালয়ের স্থানীয় আয় কাগজে বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। এটি দোষ, আমরা অবশ্য স্বীকার করি; কিন্তু ইহা অতি বিরল, ইংলণ্ডেও এতদপেক্ষা গুরুতর দোষ হইয়া থাকে। ক্লার্ক সাহেব ব্যতীত আর সকল বিভাগীয় ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর সাধারণো অধ্যক্ষগণের সাধুতার সাক্ষ্য দিয়াছেন। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় গোপনে ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগকে যে সকল বিদ্যালয়ে জুয়াচুরির সন্দেহ হয়, তাহার এক তালিকা দিতে বলেন, তিনি কোন প্রমাণ চাহেন নাই, কেবল "সন্দেহের" উদাহরণ চাহিয়াছিলেন। ইহাতেও সাধারণো অধ্যক্ষদিগের সাধুতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, অধ্যক্ষদিগের সাধুতার প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় হইয়াছিল।

ফল দেখিয়া আনুকূল্য দানের নিয়ম করিলে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। ডিরেক্টর যথার্থই বলিয়াছেন, ইহাতে শিক্ষকদিগের বেতনের স্থিরতা থাকিবে না। ইনস্পেক্টরদিগকে লোকে এক্ষণে বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করেন, ক্লার্ক সাহেবের মতানুসারে কাজ হইলে ইনস্পেক্টরদিগকে লোকে দোষানুসন্ধায়ী শত্রু স্থির করিবেন। ইহাতে অনিষ্ট ঘটিতে থাকিবে। এক্ষণে উত্তমরূপে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান হইতেছে। উপরি উক্ত নিয়ম করিলে ইনস্পেক্টরেরা কেবল বসিয়া থাকিবেন মাত্র। অধ্যক্ষদিগের স্বাধীনতা রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়েও আমরা ডিরেক্টরের সহিত একমত হইতেছি। স্বাধীনতা ব্যতীত সাধু চেষ্টা হয় না, আগ্রহও থাকে না। যেখানে মিউনিসিপাল স্বাধীনতা হইতেছে, সেই স্থানেই গ্রামের অবয়বের পরিবর্ত্ত হইতেছে। বঙ্গদেশে এমত ধনী ও কৃতবিদ্য লোক নাই, যিনি শিক্ষা বিষয়ে সাহায্য না করেন। আমরা শিক্ষা ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেছি, পৃথিবীর কোন দেশে তদনুরূপ ব্যয় হইতেছে না। কাম্বেল সাহেব বর্ত্তমান প্রণালীর অনুমোদন করিতে বাধিত হইয়াছেন। এক্ষণে নিয়মানুগত প্রদেশের সভ্যতা ও উদারতা নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের সংকীর্ণ হৃদয়তা ও যথেচ্ছাচারিতাকে পরাস্ত করিল; কিন্তু লার্ড মেয়োর গবর্ণমেণ্টের মহিমা চমৎকার! তাঁহারা পুনর্ব্বার বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিতেছি, একমাত্র শিক্ষাদান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান গৌরব ও আমাদিগের অকৃত্রিম

কৃতজ্ঞতার কারণ। ব্রিটিশ জাতির আর সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলেও এটী চিরকাল থাকিবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই কীর্ত্তি লোপের চেষ্টা করিয়া সাধারণের অসন্তোষের বীজ বপন না করেন, এই আমাদের অনুরোধ।

—:০:—

জন্তুগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ চেষ্টা।

জন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার আদেশ ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সভার অবৈতনিক সম্পাদক সি, গ্রাণ্ট সাহেব হত্যাযুক্ত সকলের অবস্থা, হত্যা কালে পশু প্রভৃতির প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, তাহার যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত শোচনীয়। যাহাকে হত্যা করিতে হইবে, খণ্ড খণ্ড করিয়া না কাটিয়া যদি এককালে তাহার শিরশ্ছেদ করা হয়, তাহাতেও ... প্রকাশ হয় সন্দেহ ... অন্তঃকরণে ... উঁহারা কোনক্রমেই হত্যাকার্য্যের অনুমোদন করেন না। যথার্থ দয়ালু ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যাহাতে পশু প্রভৃতির হত্যা নিবারণ হয়, সেই চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা পাইতে গেলে মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিতে হয়। ভারতবাসীদিগের পক্ষে এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। এখানকার অধিকাংশ লোকে সহজে মাংস পরিত্যাগী। আমরা এরূপ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, এদেশের যাঁহারা অধিক পরিমাণে মৎস মাংস আহার করেন, উঁহারা অকালে কাল গ্রাসে পতিত হন। এই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অবৈধ মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। ইউরোপীয়দিগের সঙ্কট। তাঁহাদিগের মাংস ভক্ষণে এরূপ অভ্যাস ও সংস্কার জন্মিয়াছে যে, মাংস খাইলেই তাহাদিগের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। এটী ভ্রমাত্মক সংস্কারও হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। অতএব ইউরোপের অন্ততঃ ২০ জন লোককে বাল্যাবধি মাংস ভোজন করিতে না দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা মাংসভোজীদিগের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হন, তাঁহাদিগের বল বীর্য্যের হ্রাস না হয়, দেশ সাধারণে মাংসভক্ষণের নিষেধ করাই বিধেয়। তাহা হইলেই জগদীশ্বর আমাদিগের যে দয়া গুণ দিয়াছেন, তাহার যথার্থ কার্য্য হয়। হিন্দুস্থানীরা মৎস্য মাংস খান না; কিন্তু তাঁহাদিগের বল বীর্য্য ও দীর্ঘজীবিতার ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না।

—:০:—

টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাব ও মহাসভা।

টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাবের পদচ্যুতির বিষয় লইয়া মহাসভায় মহা আন্দোলন হইতেছে। ফাউলার সাহেব বলিয়াছেন, রাজপুতনার মধ্যে উক্ত নবাবের ন্যায় যথার্থ প্রভুভক্ত রাজপুরুষ আর নাই, তাঁহার অসাধুতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তাঁহাকে অন্যায় করিয়া পদচ্যুত করা হইয়াছে। ফাউলার সাহেব নবাবের দোষ অথবা নির্দ্দোষিতার বিষয়ে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহার চরিত্র বিষয়ে যে যথার্থ অনুসন্ধান হয় নাই, একথা বলিয়াছেন। কাপ্তেন ক্রস এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব করেন, এবং কাপ্তেন ইডেন বলেন, নবাবের দণ্ড হওয়া উচিত কিন্তু ইংরাজদিগের কথায় একজন এতদ্দেশীয় রাজকুমারকে পদচ্যুত এবং তাঁহার মন্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা অন্যায় হইয়াছে। ফাউলার সাহেব বলেন, নবাব একজন সামান্য ব্রিটিশ প্রজার ন্যায় এই মাত্র প্রার্থনা করিতেছেন যে, যথার্থ রূপে এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার চরিত্রের অনুসন্ধান করা হউক। মরিসন সাহেব ইহার অনুমোদন করেন। সর চার্লস উইন্টিফিল্ড ও নবাবের হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। আসিয়াটিক পত্র বলেন, মহাসভার সভ্যগণ ভূতপূর্ব্ব নবাবের প্রতি সমদুঃখদুঃখতা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন ও গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বোধ হয় বাহিরে কিছু দয়া প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। নবাবের পদচ্যুতির সময়ে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ষ্টেট সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি আমেরিকাতে আছেন বলিয়া আপাততঃ তর্ক স্থগিত রহিয়াছে।

টঙ্কের নবাবকে যখন পদচ্যুত করা হয়, তখন আমরা গবর্ণর জেনরলের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ লাওয়ার ঠাকুরের পিতৃব্যকে যে অবস্থায় যে স্থানে এবং যেপ্রকারে বধ করা হয়, তাহাতে স্বভাবতঃ নবাবের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে। এই ঠাকুর বংশ তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিলেন। নবাবের আহ্বানানুসারে ঠাকুরের এক জন যে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি অস্বীকার করেন না। তবে তিনি বলিতেছেন, হত্যার বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না; এরূপ পাপ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া তাঁহার স্বভাব নহে। এক্ষণে তিনি পুনর্বিচারের প্রার্থনা করিতেছেন। এপ্রকার আবেদন অগ্রাহ্য করা বড় কষ্টের বিষয় সন্দেহ নাই। আমরা এক্ষণে নবাবকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি কিরূপে অনুসন্ধানের প্রার্থনা করেন? আইন অনুসারে তিনি কোন ব্রিটিশ বিচারালয়ের অধীন নহেন। কোন বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইলে এতদ্দেশীয় রাজগণের একটী বিশেষ স্বত্বের হানি হইবে; ইহা করাও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। পোলিটিকাল এজেণ্ট ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতে সমর্থ? কাহার কথা অধিক বিশ্বাসযোগ্য? এই মা... সন্ধান হইয়াছে এবং হ...

কা...ন ...দের ...

অমনি সর জন ... ...

জন এতদ্দেশীয় রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। তবে নবাব যান সম্বন্ধে যে দোষ দেখাইতে পারেন, তাহা ... এ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

রাজনীতিজ্ঞগণ বিচারালয়ের ন্যায় বিচার করিতে পারেন না। সন্দেহ স্থলে অপরাধীকে মুক্ত করা বিচারালয়ের নিয়ম; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞদিগকে অনেক সময়ে সন্দেহের উপরেই নির্ভর করিয়া কাজ করিতে হয়। টঙ্কের নবাবের বিষয়ে সন্দেহের বিলক্ষণ কারণ ছিল। সুতরাং কর্ণেল ইডেন ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এরূপ আজ্ঞা অসঙ্গত হয় নাই। একণে অনেক দিন গত হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা নবাবের দোষ সপ্রমাণ হইতে পারে, হয় ত তাঁহারা জীবিত নাই; তদ্ভিন্ন অর্থ দ্বারা মিথ্যা সাক্ষীও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এমন অবস্থায় এ বিষয়ের পুনর্বিচার করা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। টঙ্কের নবাবের পদচ্যুতি এতদ্দেশীয় রাজগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। রাজ্ঞীর গবর্ণমেণ্টের এরূপ ইচ্ছা নয় যে, কোন এতদ্দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ করেন; কিন্তু যে রাজকুমার অত্যাচার করিবেন তাঁহাকে পদচ্যুত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বহু কাল পরে যদি মহাসভা এই সকল বিষয়ের পুনর্বিচার করিয়া পদচ্যুত রাজাকে পুনর্ব্বার সিংহাসন দেন, তাহা হইলে অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর যে নিয়মে সব রেজিষ্ট্রার নিয়োগের সঙ্কল্প করিয়াছেন, আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচর করিবার জন্য এস্থলে উদ্ধৃত সকল প্রচার করিলাম।

১। বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে নিম্নলিখিত বাক্য সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিতেছেন, ১৮৭১ সালের ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরি আইন অনুসারে যে সকল আফিসে সব রেজিষ্ট্রার করা যায়, উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান নগরের এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সব রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এরূপ রীতি অবলম্বন দ্বারা উন্নতি লক্ষিত হইলে, পরে অন্ততঃ প্রত্যেক থানায় এক একজন সব রেজিষ্ট্রার রাখা হইবে এরূপ আশা আছে।

২য়। যেসকল সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা শতকরা ৫০ হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত ফি নিজে রাখিতে পারিবেন। প্রধান প্রধান ষ্টেশন কিম্বা যে স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক ফি আদায় হয়, সেস্থানে অর্দ্ধেক ফি দেওয়া হইবে মাত্র; মফস্বলের কোন স্থান হইলে শত করা ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে; কিন্তু যদি লোক একটি নিযুক্ত করিতে হয়, তাহার বেতন এবং রেজিষ্টরি বহি ভিন্ন আফিসের অন্যান্য খরচ সব রেজিষ্ট্রারকে ঐ টাকা হইতে দিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, ইহার পর যদি কোন নিয়ম করা যায়, তাঁহাদিগকে তদনুসারেও কার্য্য করিতে হইবে।

৩। ইতি পূর্ব্বে উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, সেই আবেদন পত্রগুলি নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকটে পাঠাইতে হইবে, তিনি সেগুলি রেজিষ্টরি করিবেন; কিন্তু তিনি আবেদন পত্রগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারিবেন না; এমন অবস্থায় আবেদন পত্র যদি ডাকে পাঠান হয়, রেজিষ্টরি করিয়া পাঠান কর্ত্তব্য। যে সকল স্থানে সব রেজিষ্ট্রারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক, অগ্রে সেই সকল স্থানে লোক নিযুক্ত করা হইবে।

৪। বর্ত্তমান বন্দোবস্তে আর অধিক বেতনভোগী সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হইবে না, বলিয়া আবেদনকারিদিগকে জানান যা যেতেছে যে, এরূপ কার্য্যের নিমিত্ত দরখাস্ত রেজিষ্টরি করা বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতা } এচ. বিবারলি
জুন১৮৭১ } রেজিষ্ট্রার জেনারল

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই আষাঢ় সোমবার।

দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র চূড়ামণি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, শ্রীমতী রাণী অন্নদা তাঁহার কত কাশেপোটিকা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ৫০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

শকাটিকুরী সাপ্তাহিক ... বিদ্যালয়ের সম্পাদক লিখিয়াছেন, উক্ত রাণী তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ১২ টাকা দান করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ... অঙ্কুশপাড়া দুর্গাপুর গ্রামের কতিপয় যুবা বাড়ীতে শিক্ষা করিতেছেন। অল্প সময় মধ্যে তাঁহারা যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন ... আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন ... বিষয় এই যে, শিক্ষক ও পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহারা এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতি ... উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

... উপযুক্ত সম্পাদক ... পাস হইয়া ... কালেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। ... নিকটে ... টাকার ... পাঠাইয়া ... সকলেরই প্রার্থনীয়।

দার্জ্জিলিং মিরর বলেন, ... গোরু ... হইয়া ... নষ্ট হইয়াছে। যে সকল গরু গাড়ি টানে, এই বর্ষাকালে কর্দ্দম পূর্ণ রাস্তা দিয়া গাড়ি টানাতে তাহাদের বিশেষ কষ্ট হয়, তাহাতেই গরুগুলি মারা যাইতেছে। দার্জ্জিলিঙের রাস্তা সংশোধন ... দেওয়াতে পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের লাভ হইয়াছে, কিন্তু লোকের ... অনিষ্টের হইয়াছে।

চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেট জে সাহেব আদালত

ও মোক্তারদিগকে জুতা লইয়া এজলাসে আসিতে দিতেছেন না। ইনি যখন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন ইংলিশম্যানের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ওয়ালটরত্রেটের সহিত মারামারী করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইহাঁকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিবেন। আমলা ও মোক্তারেরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এজলাসে জুতা লইয়া যাইতে পারেন, এবিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই।

১৪ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর রেবেনিউ বোর্ডের দুই জন সভ্যের কার্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। জরিপ, জমীদারদিগের নাম পরিবর্ত্ত, বাঁটোয়ারা, পতিত ভূমি বিক্রয়, সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি গ্রহণ, ওয়ার্ডদিগের সম্পত্তি এবং ভূমির বিশেষ করের ভার প্রধান সভ্য [illegible] সাহেবের হস্তে থাকিবে। [illegible] সাহেব আবকারী, [illegible], লবণ, অহিফেন, শুল্ক, [illegible], টোল, খাল ও অন্য অন্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রত্যেকের অধীনে এক একজন সেক্রেটারি থাকিবেন। একজন সভ্য অনুপস্থিত থাকিলে অপর ব্যক্তি উঁহার কার্য্য করিতে পারিবেন। আবশ্যক হইলে উভয়ে পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার বলিয়াছেন ৫৫ বৎসরের পর অতিরিক্ত কর্ম্মচারিদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। তবে বিশেষ কারণে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মচারীকে পদস্থ রাখিতে পারিবেন। আরও অধিক কাল রাখিবার আবশ্যক হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত লইতে হইবে। ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে কাহাকে কার্য্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, এরূপ একটি নিয়ম হউক না কেন? তাহা হইলে ৫৫ বৎসরের পর দূর করিয়া দিলে আর কাহাকেও পেন্সন দিতে হইবে না।

সিবিল ইঞ্জিনিয়ারের শ্রেণি হইতে দুই জন মাত্র আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র বহির্গত হইয়াছেন। ইহাঁরা দুই জনেই দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কলিকাতা গেজেটে ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেটের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাঁকার নিকটস্থ এক স্থানে সীসের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার প্রতি টনে প্রায় ৫৩ আউন্স বিশুদ্ধ রৌপ্য পাওয়া যায়। অধ্যাপক ওলডহাম বলেন, ইংলণ্ডে এক টন সীসেতে পাঁচ আউন্স রৌপ্য পাইলেও লাভ থাকে। এহিসাবে বাঁকার খনিতে বিস্তর লাভ হইবে বোধ হইতেছে। ভারতবর্ষ স্বর্ণগর্ভা, ইহাতে যাহা কিছু আছে, তাহার সহস্রাংশও অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

আগামী সপ্তাহে মান্দ্রাজের গবর্ণর পুনর্ব্বার উটকামণ্ড দর্শনার্থ গমন করিবেন। লেডি নেপিয়র পর্ব্বতে বাস করিয়াও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লক্ষ্মীপতি ইন্দু নামক যে ব্যক্তি এক বৎসর হইল ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ের একজন আড্‌বোকেট হইয়াছেন।

পাইওনিয়র বলেন, লার্ড মেও গত সোমবার বিদ্যালয়ের অবকাশালয় খুলিয়াছেন।

আজমীরে যে একটী কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে, উহার নির্ম্মাণার্থ সম্প্রতি প্রতাপগড়ের মহারাওয়াল ১০০০০ এবং বান্সওয়ারের মহারাওয়াল ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় একপ্রকার [illegible] বিক্রীত হইতেছে। এগুলি বোধ হয় লণ্ডন কিম্বা পারিস হইতে আসিতেছে। উক্ত [illegible] উপরে অতি অশ্লীল ছবি সকল অঙ্কিত আছে। ইহার নিবারণ [illegible] গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১৫ ই আষাঢ় বুধবার।

[illegible] কুমার ইংলণ্ড হইতে ৩টী আমষ্ট্রঙ্গ কামান আনয়ন করিয়াছিলেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেগুলি তাঁহাকে দেন নাই। কামানগুলি ক্রয় করিতে তাঁহার ১৫০০০০ টাকা [illegible], তিনি [illegible] বোম্বাইয়ে একটি [illegible] নির্ম্মাণার্থ যে ২৫০০ টাকা সাহায্য দান করেন, তাহা হইতে [illegible] কাটিয়া লইয়াছিলেন। যখন কামানগুলি কাড়িয়া লওয়া হইল তখন তাহার মূল্য দেওয়া উচিত ছিল।

[illegible] বলেন, বোম্বাইয়ের প্রধান লাট [illegible] ১১ ই জুন [illegible] বাদে যাত্রা করিয়াছেন। গুজরাট, কাথিবার ও কচ্ছের ভিন্ন ভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া তত্রত্য রাজাদিগের অবস্থার অনুসন্ধান তাঁহার গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে তত্রত্য এতদ্দেশীয় সর্দার ও রাজপুরেরা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সহায়তা করেন, তিনি সে চেষ্টাও পাইবেন। তাঁহার এচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

গত শুক্রবারে জব্বলপুরের কসাইদিগের সহিত তত্রত্য হিন্দুদিগের পুনর্ব্বার দাঙ্গা হইয়া হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে

[illegible] গেজেটের একজন কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর সিয়ার আলি খাঁ একণে তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র আকুব খাঁর দমনার্থ স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করিবার মানস করিয়াছেন। তিনি সৈন্য লইয়া কাবুল হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

সংবাদ আসিয়াছে, সায়দ তুর্কি একণে মস্কাটে আছেন। সায়দ তুর্কির কতগুলি সৈন্য ঐ স্থান আক্রমণ করিতেছে।

ক্লার্ক ও লোকম্যান সাহেবের বাটীতে চুরি করিয়াছিল বলিয়া যে দুই ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়, সম্প্রতি উহাদের একজন প্রেসিডেন্সি জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible] সাহেব দুই জন চৌকিদারকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগ অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি জেল হইতে কয়েদির পলায়নের বিষয় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

তুর্কির গবর্ণমেণ্ট [illegible] হইতে মক্কা পর্য্যন্ত [illegible] একটি [illegible] প্রস্তুত করাইবেন।

১৬ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

কয়েদীদিগের সাহায্যার্থে গত সোমবার বোম্বাইয়ে ১২ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

মহী খাঁ নামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭ অব্দে গোরক্ষপুরের ইউরোপীয়দিগের হত্যা কাণ্ডে লিপ্ত ছিল, সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সে ধৃত হইয়াছে। অদ্যাপিও এই পুরাতন বৈরনির্য্যাতন করা হইতেছে।

লাক্ষ্নৌ টাইমস বলেন, অযোধ্যার মৃত পূর্ব্ব রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স মুনক আলি বাহাদুর খাঁ অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে পেন্সন দেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বহু পরিবারের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং ঋণ হইয়া পড়ে। মুসলমান রাজগণের অসঙ্গত ব্যয় দোষই যাবতীয় কষ্টের কারণ।

অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা অধিকাংশ আপীলের মকদ্দমা "ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না" এই মাত্র বলিয়া ডিসমিস করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তত্রত্য [illegible] কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, সকল মকদ্দমার বিচার কালে বিচার্য্য বিষয়গুলি লিখিয়া যেরূপ নিষ্পত্তি হইবে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। এরূপ আজ্ঞা দিয়া কমিসনর উত্তম কার্য্য করিয়াছেন।

রেবেনিউ বোর্ড আজ্ঞা দিয়াছেন, গত দুই বৎসর যাঁহাদিগের প্রতি ইনকম টাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের আয়ের অনুসন্ধান করা হইবে। তাঁহারা বলেন, যে সকল [illegible] ব্যবসায়ী লোকের আয় [illegible] অনেকে [illegible] করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় [illegible] টেলিগ্রাফ [illegible] প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। [illegible] হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, মধ্যপ্রদেশে এবং নাইবিড়িয়ার দক্ষিণ প্রদেশে মহা উপদ্রব হইতেছে। রুশিয়েরা আপনাদের রাজ্য রক্ষার্থ সীমায় বহুসংখ্য সৈন্য রাখিয়াছেন। যখন রুশীয় কপল [illegible] আডিলিয়াহ্রটীতে ছিলেন, তখন [illegible] উক্ত স্থানটী জ্বালাইয়া দেয়। দুই জন কসাক এবং একজন কারগিজের সাহায্যে তিনি রুশীয় রাজ্য মধ্যে পলায়ন করিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি কাটিওয়াড়ের বহিবটিয়েরা পুনর্ব্বার পোরবন্দরের নিকটবর্ত্তী ভিসার নামক একটী পল্লী লুট করিয়াছে।

সম্প্রতি সিরাজ হইতে সংবাদ আসিয়াছে তথায় এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে! অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন বলেন, তুর্কিস্থানের অধিবাসীরা আফগানদিগের প্রতি শত্রুতা করিতেছেন। স্থানে স্থানে প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

এই সপ্তাহে লাহোরে এরূপ ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছিল যে, সর্দিগর্ম্মি হইয়া অনেকের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে বৃষ্টির নিমিত্ত সকলে বিব্রত।

১৭ ই জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩২১১১০ টাকা আয় হইয়াছে। ১লা জানুয়ারি হইতে ১৭ ই জুন পর্য্যন্ত ১১৫৩৭২২০ টাকা আয় হয়। তৎপূর্ব্ব উক্ত সপ্তাহে প্রতি মাইলে ৩০০ টাকা আয় হইয়াছে।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজা নগরের একটী প্রাচীন মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এটী তাজমহলের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, পদ্মা ইহাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। ডাক্তার ওয়াইজ ইহার এক ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। এই মন্দিরটী রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

আলাহাবাদের কেল্লার নিকটস্থ চড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। ইঞ্জিনিয়রেরা অনেক বালির কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব মহাসভায় এক বিল অর্পণ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদিগের সম্বন্ধে আইন করিতে পারিবেন।

১৭ ই আষাঢ় শুক্রবার।

ইংলিশম্যান বলেন, মৃত স্ত্রীর ভগিনীর সহিত বিবাহ করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া মহিসুরের ব্যবস্থাপক সভায় যে তর্ক হইয়াছিল তাহাতে এরূপ বিবাহ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া স্থির হইয়াছে। যে দেশে যেমন আচার।

গত কল্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিহার সন্নিহিত প্রদেশ সমূহের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনার্থ [illegible] গমন করিয়াছেন। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না। পরিদর্শনের ফলটী সাধারণের গোচর করা কর্ত্তব্য।

মধ্য প্রদেশে এক্ষণে পীড়াদির শান্তি হইয়াছে। বসন্ত অনেকাংশে কমিয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, নাগপুর হইতে কল্পটী হইয়া মধ্য প্রদেশের মধ্য দিয়া রাইপুর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার উদ্যোগ হইতেছে।

গত সপ্তাহের শেষে বোম্বাইয়ের টাঁকশালে ১৪৭২৭২৮ টাকার রৌপ্য ছিল।

২০ এ জুন যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ৩০৮ লোকের মৃত্যু হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির যে দুই জন গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থী হন, উঁহাদের মধ্যে একজন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতার যে ৬ জন পরীক্ষার্থী হন, ইঁহাদের দুই জন ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮ ই আষাঢ় শনিবার।

ডোমিনিউস বলেন, পারস্য দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ২৬১৫৫ টাকা চাঁদা হয়, তন্মধ্যে ১৪৫০১ টাকা আদায় হইয়াছে। পূর্ব্বে যে টাকা পাঠান হইয়াছে তদ্ভিন্ন গত ১৩ ই জুন গবর্ণমেণ্ট পারস্য দেশস্থিত এজেণ্টের নিকটে ১২০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ডোমিনিউস বলেন, এক জন পারসী স্ত্রীলোক বোম্বাইয়ে একটী গুজরাটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকাদের

সেলাইকাজ, সেলাই ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ে বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। উক্ত স্ত্রীলোক নিজে স্কুল চালাইবেন। প্রত্যেক বালিকাকে মাসিক এক টাকা বেতন দিতে হইবে। স্ত্রীলোকটী আরও বলিয়াছেন, তিনি উৎসাহ পাইলে বালিকাদিগকে লেখা পড়ার শিক্ষা দিবেন। একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক হইতে এরূপ সদনুষ্ঠান প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, ২১ এ জুলাইকালে লার্ড নেপিয়র পর্ব্বত যাত্রা করিয়াছেন। ২৬ এ মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করিবেন।

লক্ষ্ণৌ টাইমস্ বলেন, অযোধ্যার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মহারাজ সর দিগ্বিজয় সিংহ ১ লা জুলাই লক্ষ্ণৌএ আগমন করিবেন। ঐ দিবস তথায় যে একটী সভা হইবে, তাহাতে তত্রত্য তালুকদারদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে।

বোম্বায়ের একজন ... হইয়া তত্রত্য বাজারের ১৪ ব্যক্তিকে হতাহত করিয়াছে।

রাজপুতানা রেলওয়ের সংযোগে আলোয়ারে রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব হয় এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহার অনুমোদন করেন, আগামী শীত কালে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে।

পাঁচমাড়ীতে একটী মিলিটারি ষ্টেসন ও একটী হাঁসপাতাল করিবার যে প্রস্তাব হয়, তৎসম্বন্ধে বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হাঁসপাতালের জন্য একটী বৃহৎ বাটী নির্ম্মিত হইবে না ভিন্ন ভিন্ন বাটী নির্ম্মাণ করা হইবে? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেন সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত না হয়, তন্নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বাটী প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

১৮ ই আষাঢ় শনিবার।

বেঙ্গল টাইমস পত্রে দৃষ্ট হইল, আসামের লোকে ক্রমশঃ অহিফেন ব্যবহার ত্যাগ করিতেছেন। পূর্ব্বে দামুল ছিল না। যে যে ব্যক্তি বাটীতে অহিফেনের চাস করিতে পারিত, একণে অধিক মাসুল হওয়াতে অহিফেনের ব্যবহার কমিতেছে। শিশুদিগকে অহিফেন পান করাইবার প্রথা প্রায় উঠিয়া গেল। এটী মঙ্গলের বিষয়। অহিফেন সেবনে শরীর অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

উক্ত পত্র বলেন, কাছাড়ের ডেপুটি কমিসনর টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, তথায় অনাবৃষ্টি হইয়াছে। এখানে অতিবৃষ্টি হইতেছে। এরূপ বর্ষা আর কখন দেখা যায় নাই। প্রায় দুই সপ্তাহ কাল কলিকাতায় কেহ সূর্য্য দর্শন করেন নাই।

বরিসালের ... বিশেষ সন্তুষ্ট, কিন্তু আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সৈদ আবদুল খাঁর দুটী পুত্রকে ডাকাইতির অপরাধে সেসিয়নে অর্পণ করা হয়। জ্যেষ্ঠ ও একজন ভৃত্যের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে প্রথম [illegible] পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর ... ও কনিষ্ঠ পুত্রকে এক বৎসর জেলে থাকিতে হইবে। কনিষ্ঠ নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইয়াছেন। বাকিটীর পর্ক অপরাধিদিগের সমর্থন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

ঢাকার মিউনিসিপালিটি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যারম্ভ করিতে পারিবেন বলিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সাধারণ ধনাগার হইতে ২৫০০০ টাকা দিবার অনুমোদ করিয়াছেন।

বৃষ্টি নিবন্ধন আপাততঃ দেলবিডিয়েতে এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকদিগের গমন বন্ধ রহিল।

লার্ড মেয়োর আগমন অবধি দুই বার সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেণ্ট বাটীর সংস্কার করা হইয়াছে। আবার এই বর্ষায় মেরামত হইতেছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ লার্ড মেয়োর নিজ হস্তে আছে।

পঞ্জাবের স্থানীয় কর সংক্রান্ত বিল অর্পণ করিবার সময়ে ফিকেন সাহেব বলিয়াছেন, "সকলেই স্বীকার করেন, যদিও পঞ্জাবের লোকেরা অন্য অন্য স্থানের লোকের ন্যায় কর দিতে অনিচ্ছু, তথাপি ভূমির উপর সমুদয় স্থাপন করিলে তাঁহারা অধিকতর সন্তোষের সহিত তাহা প্রদান করিবেন, কারণ পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে তাঁহাদিগের কর দেওয়া অভ্যাস ছিল।" পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তৃগণ প্রয়োজন হইলে ধনিলোকদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাবদ্ধ করিতেন, টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিতেন। বিনা বিচারে মস্তকচ্ছেদন করা হইত। রণজিৎ সিংহ শাহ সুজাকে দশ জুতা মারিয়া কহিনুর হীরক লইয়াছিলেন। অযোধ্যার রাজা সৈনাদিগকে বেতন দিতেন না। তাহারা দেশবাসিদিগের গৃহে বলপূর্ব্বক অতিথি হইত। যদি পূর্ব্বের অভ্যাস আছে বলিয়া ভূমির উপরে কর স্থাপন যুক্তিসিদ্ধ হয়, এগুলি না হয় কেন?

গত ডিসেম্বরে যে ছয় মাসের শেষ হয়, তাহাতে পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়েতে ১১,৩৪, ৬৮০ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ে ১০০১,৯০০ টাকা উঠিয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে শত করা ১২.০৩ টাকা বৃদ্ধি অতিশয় সন্তোষকর। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ে ৫২৭,১৫০ টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু এবার গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলওয়ে হওয়াতে ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। যত মূল ধন বাড়িত হইয়াছে, তাহার শত করা ৪ টাকার উপরে লাভ দাঁড়াইয়াছে। জাহাজ দ্বারা অত্যল্প বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও কোম্পানির লাভ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পাটের বাণিজ্যে অধিক লাভ হইতেছে। এই বাণিজ্য পূর্ব্ববাঙ্গলা কোম্পানির প্রায় একচেটিয়া হইয়াছে। ১৮৫১ অব্দে সমুদায় বঙ্গদেশ হইতে ৫৮৪ হন্দর পাট রপ্তানী হয় এবং গত বৎসর এক পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে দিয়া ৩২ লক্ষ হন্দর পাট গিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের সকল প্রকার বন্দোবস্ত উত্তম। ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেব এই সমুদায়ের মূল; কিন্তু আমরা ... ছি, ইহা অপেক্ষাও উত্তম বন্দোবস্ত হইলেও শীঘ্র শত করা পাঁচ টাকা লাভ হওয়া দুষ্কঠিন। গবর্ণমেণ্ট সাবধান হইয়া এক্ষণ অবধি প্রতিজ্ঞ হইবেন। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইল। এক্ষণে ... করে যশোহর পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইবে?

মেথরেরা বাদুড়বাগানে এক্ষণে আবার প্রত্যহ প্রাতঃকাল অবধি বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ময়লা আনিতেছে। ইহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থিত লোকদিগের যার পর নাই কষ্ট হইতেছে। আড়তার প্রায় অর্দ্ধ পোয়া পথ পর্য্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে, কাহার সাধ্য সেস্থান দিয়া গমন করে। কসাইখানা হইতে লোকের ইহার অর্দ্ধেক কষ্ট হইত না। দুই একজন মেথরকে দণ্ড না দিলে ইহার নিবারণ হইবে না।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে সর জি ক্যেম্বিলের ভুবনতন্ত্র ও পারস্য উপসাগরের মধ্যস্থিত রেলওয়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার প্রস্তাব করেন।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বলিলেন, রাজনীতি ও রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল গোলযোগ আছে যদি এতদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হয় এবং ইহা ইংলণ্ডের পক্ষে লাভজনক হয় তাহা হইলে তিনি ইহাতে সম্মত আছেন।

কেব সাহেব বলিলেন, ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে যত রেলওয়ে আছে সমুদায়ের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

৪৮ জনের মতে ও ১০ জনের বিরুদ্ধে এবিষয়ের নিমিত্ত একটী কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুন। ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ে স্ট্রাচি প্রভৃতির জবানবন্দী লইয়াছেন।

ডাক্তার উইলসন বলিয়াছেন, পশ্চিম ভারতবর্ষে আফিঙ্গের অত্যন্ত কাটতি হইতেছে। মালোয়াতে যেরূপ অধিক পরিমাণে আফিঙ্গের চাস হইতেছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আফিঙ্গের শুল্ক করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

রাজস্ব, ষ্টাম্প ও পোষ্ট আফিসের কার্য্যাদি বিষয়ে সর ক্রেস্ট আত্তারসনের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ডাক বিভাগ হইতে লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

লণ্ডন ২৬ এ জুন। জেনারল আমেষ্ট্রী বুলওয়ার লাদুআনের গবর্ণর হইয়াছেন।

প্যারিস ২৭ এ জুন। ফরাসিদিগের কর্জ্জের নিমিত্ত অনেক চাঁদা উঠিতেছে।

থায়েটা প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্যারিসের ক্যাথেড্রেলে অভিগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ জুন। সেনাপতি মণ্ট ফুয়েলের অধীনে জর্ম্মণ সেনাগণ একত্রিত হইয়াছে।

হংকং ২৮ এ জুন। আমেরিকানেরা কাঙ্খা কেল্লাগুলি অধিকার করিয়াছে।

আমেরিকানদিগের অল্প ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু কোরিয়ানদিগের ২৫০ জন হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ জুন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষা গ্রহণের প্রণালী স্থির করিবার জন্য সভ্যাবদ্ধ হইয়াছেন।

এচ, এল, হারিসন (বি, এ) ও এচ বিবারলি (এম, এ) ও লেপ্টেনাণ্ট জে, ই গ্যাস্টরেল্ট আর, ই। মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর। বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্র বাহাদুর।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্দ্ধমানের সাধারণ বিদ্যালয়ের সভার সভ্য হইলেন।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

" কালী প্রসন্ন মিত্র।

" রাজকৃষ্ণ মোহন সেনাপতি।

লেপ্টেনাণ্ট ডবলিউ, এ, হলসুর ছোটনাগপুর বিভাগের সহকারী কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] ষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবে[illegible]

২৬ এ জুন। এচ, এম [illegible] জিলার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

২৬ এ জুন। জন পিটর গ্রাণ্ট নদীয়ার প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

১৮৭১ সালের ৮ আইন অনুসারে রেজিষ্টরি বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইবেন।

হেনরি বিবারলি মিত্র প্রদেশের রেজিষ্টরি বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

আর, এচ, উইলসন রেজিষ্টরি আফিসের ইনস্পেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আণ্ডর সেক্রেটারির প্রতিনিধি থাকিবেন।

জে, এ, ক্রিকেটন রেজিষ্টরি আফিসের একজন ইনস্পেক্টর হইবেন।

এচ, ও, কিঙ সাহেব আর, এচ, উইলসনের অনুপস্থিত কালে রেজিষ্টার আফিসের প্রতিনিধি ইনস্পেক্টর হইবেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল বসু বর্দ্ধমানের বিশেষ রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলির বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারাসতের সব রেজিষ্টার হইবেন।

জে, ডি, এচ হার্ভি হাবড়ার বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

শ্রীরামপুরের উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী ঐ বিভাগের সব-রেজিষ্টরি আফিসের ভার পাইবেন।

সায়দ আলি জুইদি খাঁ মুঙ্গেরের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

সায়দ মহম্মদ আলি খাঁ ভাগলপুরের সব রেজিষ্টার হইবেন।

এ, কাডেল, চাপরার বিশেষ সব রেজিষ্টারের প্রতিনিধি হইবেন।

২৭ এ জুন। কলিকাতা স্কুলের উন্নতি বিধানার্থ বাবু দুর্গাচরণ লাহা একজন কমিসনর হইয়াছেন।

বিবন টমসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৪ ই জুন। কুষ্টিয়ার চিকিৎসা কর্ম্মচারী পি, বি, সি, আর্ডিন আরও কিছু দিনের জন্য গোয়ালন্দের চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

২২ এ জুন। ময়মনসিংহের অতিরিক্ত মুন্সেফ ঐ প্রদেশস্থ পিঙ্গনার মুন্সেফ হইবেন।

২৪ এ জুন। এডওয়ার্ড ডলস্ত ক্রিমুরের ক্রিমিষ্ট ও মেসিয়ন কলেজের প্রতিনিধি হইবেন।

২৬ এ জুন। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু তারাপ্রসন্ন রায় কিছু দিনের জন্য সাতক্ষীরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৭ এ জুন। বাবু প্রসন্নকুমার সেন (এম, এ, বি, এল) যশোহরের সদর ষ্টেশনের মুন্সেফ প্রতিনিধি হইবেন।

ময়মনসিংহের নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা বদলী হইলেন।

বাবু নন্দকুমার বসু আটিয়া হইতে নেত্রকোণাতে।

বাবু রামলাল সেন নেত্রকোণা হইতে কিশোরগঞ্জে।

মুন্সী সাখাউদ্দীন মহম্মদ কিশোরী হইতে পিঙ্গনাপুরে।

বাবু কৈলাসচন্দ্র কর পিঙ্গনাপুর হইতে জামালপুরে।

মুন্সী আবদুল খালিক জামালপুর হইতে বাজিতপুরে।

বাবু গৌরচন্দ্র দাস বাজিতপুর হইতে মাদারগঞ্জে।

বাবু মথুরানাথ ঘোষ মাদারগঞ্জ হইতে আটিয়াতে।

এস, সি, বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্তসোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

অত্রত্য প্রতিনিধি হেড মুন্সেফ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাস (বি, এল,) অল্প দিনের মধ্যে যেরূপ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও ইনি হাই কোর্টের ওকালতী হইতে

একেবারে এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যদিও ইহাঁর বয়সের তাদৃশ পরিপক্বতা হয় নাই, তথাপি ইনি যে একজন উচ্চ দরের মুন্সেফ বিচারপতি তাহা আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে।

দেওয়ানি এবং বাকি খাজনা সংক্রান্ত মকদ্দমা এ আদালতে অনেক উপস্থিত হয়। এমন কি হেড কোয়ার্টরের এলাকায় সমুদয় দেওয়ানি ও বাকি খাজনা, মতফরক্কা নীলাম আদি মকদ্দমাই এই আদালতে প্রথম আইসে। এজন্য আমরা ১০ আইনের অনেক হইতে মকদ্দমার আধিক্য প্রযুক্ত এ আদালতে সর্ব্বদাই বিশৃঙ্খলা দেখিতাম, তাহাতে আবার ১০ আইন কালেক্টরি হইতে আসাতে আরও বিশৃঙ্খল হইয়াছে। যদিও তজ্জন্য একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ নিযুক্ত আছেন বটে, তথাপি এ আদালতের কার্য্য তার কিছুই কমে নাই বলিলেও হয়; কিন্তু কৃষ্ণ বাবু এরূপ দক্ষতা সহকারে এবং পক্ষপাতশূন্য হই[illegible] করিতেছেন যে, বাদী, প্রতিবাদী [illegible] সাধারণে এমন কি উর্দ্ধতন কর্ম্ম[illegible] ইহাঁর কার্য্য দর্শনে সন্তোষ প্রক[illegible] থাকেন। আবার গত মার্চ্চ মাস হইতে ৫০ [illegible]কা পর্য্যন্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "পেটি কোর্টের" মকদ্দমা ইহাঁর হস্তে আসাতে আরও কার্য্যবাহুল্য হইয়াছে। পেটি কোর্টের মকদ্দমার নিষ্পত্তির দিন সোমবার। প্রতি সোমবার প্রায় ২০। ২২টী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এরূপ নিষ্পত্তিতে কি উত্তমর্ণ কি অধমর্ণ কাহারও মুখে উচ্চ বাচ্য শুনিতে পাওয়া যায় না। বিচারপতিদিগের হস্তে গবর্ণমেণ্ট যথোচিত ক্ষমতা দিয়াছেন, তজ্জন্য সাক্ষাতে লোকে তাঁহাদিগকে কিছু বলে না বটে; কিন্তু অসাক্ষাতে অনেক বিচারপতির বিচারের বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকে এবং অনেক বিচারপতির কৃত মীমাংসার আপীল হইয়া থাকে। সৌভাগ্যক্রমে ইহাঁর বিচারের আপীল অত্যল্প হয় এবং সাধারণেও ইহাঁর প্রশংসা ভিন্ন প্রায় নিন্দা করে না। বিশেষতঃ ইহাঁর ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ও শান্ত স্বভাবে অনেকেই প্রীত হইয়াছেন।

আমরা অতি অল্প কালের মধ্যে ইহাঁর গুণের পক্ষপাতিতার পরিচয় দিতাম না। সম্প্রতি শুনিতেছি, অত্রস্থ জজ সাহেব বাহাদুর অতিরিক্ত মুন্সেফের পদে ইহাঁকে স্থায়ি[illegible] পাঠাইবার মানস করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। এরূপ বিচারপতির উৎসাহ না দিয়া এক প্রকার অবনতিগ্রস্ত করিয়া মনোক্ষুন্ন করা হইতেছে; সুতরাং তন্নিবন্ধন বিচার কার্য্যেরও ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা কিছু এরূপ বলিতেছি না যে, ইহাঁর তুল্য বিচারপতি আর নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এক্ষণে এজেলাতে যে কয়েকজন মুন্সেফ আছেন, প্রায় তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা ইহাঁর কার্য্যদক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অতএব আমরা মহামান্য সাহেব [illegible]াহাদুরের নিকটে প্রার্থনা করি যে, ইহাঁকে ইহাদের অতিরিক্ত [illegible]ন্সেফের পদে রাখিয়া [illegible] পুরস্কার প্রদান ও আমাদের মনোরথ পূর্ণ করুন।

আমরা কৃষ্ণ বাবুর বিষয়ে অযথা কতকগুলি বাগাড়ম্বর করিলাম, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। বস্তুতঃ কৃষ্ণ বাবু একজন অসামান্য বাহাদুর লোক, আর দক্ষতার বিষয়ে ইহাঁর কার্য্য প্রণালী ও স্থানীয় জজ সাহেবের রিপোর্ট দেখিলেই বিশেষ জানিতে পারা যাইবে।

মেদিনীপুর
১৯এ জুন
১৮৭১। } বশম্বদ
জনৈক পাঠক।

পূর্ব্বে দেওয়ানগঞ্জ ষ্টেসনের দেওয়ানী মোকদ্দমা সকল অত্রস্থ মুন্সেফী আদালতে হইত। সদরের আদেশ অনুসারে ১লা জুন হইতে উক্ত ষ্টেসনের অধীন স্থান সমূহ চৌকী জামালপুরের মুন্সেফী থানা ভুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এখানকার উকীল ও আমলাগণের উপার্জ্জনের কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রজাগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছে; কারণ সকল সময়েই তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর প্রবাহশালী [illegible] নদ [illegible] করিয়া এখানে আসিয়া বিচার প্রার্থী হইতে হইত, সেকষ্ট হইতে তাহারা মুক্ত হইয়াছে।

গত ১৬এ জ্যৈষ্ঠ হইতে [illegible] জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে তিন দিবস অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে একেবারে পূর্ণবর্ষা হইয়াছে। এই বৃষ্টি দ্বারা এপ্রদেশের নিম্ন ভূমির আশু ধান্য নষ্ট, কোষ্টার উপকার, হৈমন্তিক ধান্যের আবাদের সুবিধা হইয়াছে।

এখানকার রাস্তাগুলির অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র বক্সী উকীল মহাশয় আপন মকেল জমীদারদিগের সাহায্য লইয়া সেগুলির উত্তমরূপ সংস্কার করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত উকীল বাবুকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, কিন্তু বর্ষাকাল বলিয়া রাস্তার দুইপার্শ্বে নানা প্রকার জঙ্গল হইয়াছে, প্রশংসিত বাবু তদ্দিকে একটু দৃষ্টি করুন। উকীল বাবুর অন্যান্য সহযোগীর [illegible] প্রকারে পূর্ব্বোক্ত [illegible]তির নিমিত্ত চেষ্টা করা উচিত নহে?

এখানে সর্ব্ব প্রকার আবকারী দোকানই বসিয়াছে। পূর্ব্বে সরাপের দোকান ছিল না, তাহাও হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, রাত্রি দশটার পরেও সরাপ বিক্রয় হয়। এতদ্বিষয়ে পুলিস কর্ম্মচারীর সন্ধান লওয়া উচিত।

[illegible]
৫ই আষাঢ়
১২৭৮ সাল } শ্রীঃ—

মহাশয়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে কপাল ফিরেছে। এখন দেখছি টেঁকে গেলেই এ অঞ্চলের সৌভাগ্যের সীমা থাকেনা। দিন দিন ধর্ম্মের আলোচনা যতই প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ততই মনুষ্য সমাজের মঙ্গল সন্দেহ নাই। আমাদের বারুইপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু হরিনারায়ণ রায় মহাশয়ের [illegible] ব্যয়ে [illegible] পুষ্করিণীর একটী উদ্যানে [illegible] গত ৫ই আষাঢ় একটী [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হরিনারায়ণ বাবু, বিদ্যাবুদ্ধি বলে যেরূপ উচ্চতপদ অধিকার করিয়াছেন, ধর্ম্মপথে পদক্ষেপ করাতে সেইরূপ মনুষ্যত্ব ও প্রকৃত কর্ত্তব্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ইহাতে যোগ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরিনাভি সমাজের ৪।৫ টী ব্রাহ্ম আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে বিশেষ যত্নবান আছেন। রাজপুরের ২।৩ জনও বোধ হয়, এই সুযোগে যোগ দিতে ত্রুটি করিবেন না। গত ১২ ই আষাঢ় রাত্রি সাতটার সময় সমাজের কার্য্যারম্ভ হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাচার্য্যের আসন অধিকার করিয়া ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বিষয়ক একটী সুমধুর বক্তৃতা করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। সম্পাদক নিয়মাবলী পাঠ করেন। নিয়মে, উপাচার্য্য ব্যতীত অন্য কাহারও বক্তৃতার অধিকার নাই এবং ধর্ম্মালোচনা ও সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য একটী সঙ্গত সভার আবশ্যক, তাহা লিখিত হয় নাই। এরূপ হইলে, সভ্যদিগের উন্নতি, তত্ত্বজ্ঞানোদ্বোধ ও সন্দেহ নিরাকরণের সম্ভাবনা কি? বোধ করি, সম্পাদক সত্বর সভ্যদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! ভাল কথা মনে পড়িল। এবারে অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অনেকে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞান করিয়া দিন থাকতেই অন্ততঃ হইতেছেন; কিন্তু বলিতে কি, আমাদের দুর্ভিক্ষে বিলক্ষণ উপকার করিয়াছিল। ঐ সময়ে রাস্তা ঘাট বিলক্ষণ সংস্কৃত হইয়াছিল। আমরা শরীরের শোণিত শোষণ করিয়া মিউনিসিপালিটী ট্যাক্স দিই, টাউন কমিটি এস্থানে জাজ্বল্যমান আছেন, মেম্বরেরাও বিশেষ উপযুক্ত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের পাড়ার বড় মন্দ। পাবলিক রোডের (রাজপুরের) কথা স্বতন্ত্র, এটী গবর্ণমেণ্টের রাস্তা, সর্ব্বদাই ঘোড়াচড়া, গাড়িচড়া রকম রকম লোক ইহাতে যাতায়াত করে। জঙ্গল প্রভৃতি সরকারও সং[illegible]াছে। রাস্তার স্থানে স্থানে (পার্শ্বে) [illegible] রাশি, খড়ের কাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বিষয়গুলির না হইলে লোহিত কর্দ্দম ও শোণিতময় জলে পাদচালনা করা দুঃসাধ্য। মিউনিসিপালিটী [illegible] রাস্তা বসন্ত কালে মেরামত হইয়া দিবারাত্রি ধারণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু এক্ষণে রাস্তা কি জলাশয় চেনা যায় না। রাত্রির ত কথাই নাই। কোন স্থানে আকণ্ঠ কর্দ্দমপরিপূর্ণ সজল গুপ্ত গহ্বর, কোথায় বা বংশরাজি অবগুণ্ঠনাবৃত এবং রাস্তার নয়ান জুলিগুলি প্রশান্ত সাগর হইয়াছে। অদৃষ্ট প্রসন্ন না হইলে আর ফিরিয়া ঘরে যাওয়া ঘটে না। এখন রাস্তার কল্যাণে আমাদের গঙ্গালাভ হইয়া উঠে না। জলপথ পরিষ্কৃত না হইলে কেবল রাস্তা নয়, লোকের বাড়ি, দেশের যে কত অনিষ্ট সংঘটন হয়, তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। মধ্যে মধ্যে টাউন কমিটির মেম্বরগুলি ডিসেণ্ট ড্রেস (প্যাণ্টুলন, চাপকান, শামলা প্রভৃতি) পরিধান করিয়া উপস্থিত হন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন, এস্থানে পুল না হইলে রাস্তা থাকিবে না ও স্থানে ড্রেন দিতে হইবে, এই কথা শুনিতে [illegible]াই; কিন্তু [illegible] সকল কথার ফল [illegible]ের লাখ টাকা [illegible] সার হয়। বোধ করি, বর্ষার শেষে টাউন কমিটি রাস্তার দিকে নেকনজর করিতে পারেন। সম্পাদক মহাশয়! আমরা সকল খোঁজ খবর লই না। শুনিলাম, আমাদের পোড়া অঞ্চলের কতক অংশ নাকি সহর হইয়াছে। বাস্তবিক সহরে যাহা সুলভ ও আবশ্যক, এস্থলে তাহা নাকি (ময়লার গাড়ি) আসিয়াছে। এবার আর ভাবনা নাই। আমাদিগকে পাড়াগেঁয়ে বলে সহরের লোকে আর ঠাট্টা করিতে পারিবে না। কাল, রাস্তা ঘাটের ময়লা সাফের জন্য ময়লার গাড়ি আবশ্যক; কিন্তু জল পথ পরিষ্কৃত না থাকিলে ঘর পড়িয়া রাস্তা পর্য্যন্ত ভরাট হইবে। তখন ময়লার গাড়ি কি করিবে? আমরা টাউন কমিটির মেম্বরদিগকে বারম্বার সবিনয়ে বলি, তাঁহারা অন্ততঃ সকলের অনুরোধে আমাদের রাস্তা ঘাটের অবস্থা একবার স্বচক্ষে অবলোকন করুন। দেশের উপকারের জন্য বারম্বার তাঁহাদিগকে বিরক্ত করা আর ভাল দেখায় না।

রাজপুর
১৩ ই আষাঢ়
১২৭৮ সাল

অনুগত
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

—১০১—

আমরা মাতলা রেলওয়ের ট্রাফিক ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কেলি সাহেব মহোদয়ের একটী ব্যবহার দর্শনে বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। সচরাচর ট্রাফিক ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এরূপ ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, (ইনি পূর্ব্বে হরিনাভি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, এক্ষণে কোন্নগরে আছেন) অন্যান্য ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে আসিতেছিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন, চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাতঃকালে দুইটী ট্রেণ আইসে, একটা প্যাসেঞ্জারের আর একটা ময়লার। প্রথম ট্রেণ ৭।৫ মিনিটের সময় ছাড়ে এবং দ্বিতীয় টা প্রায় ১৫ মিনিট পরে ছাড়ে। ময়লার ট্রেণে কোন গাড়িও নাই এবং লোক যাইবার প্রথাও নাই। একান্ত আবশ্যক হইলে ৷৶১০ দিয়া ব্রেক্‌-ভ্যানে সোণারপুর অবধি যাইতে হয়। উমেশ বাবু [illegible]ি নীচ [illegible] অনেক বার পড়ি[illegible] ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এম[illegible] তাঁহাদের মধ্যে একটী ব্রাহ্ম ভ্রাতা অগ্রসর হইয়া ট্রাফিক ম্যানেজার এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেলি মহোদয়কে বলিলেন, মহাশয়! আমাদের হস্তে অধিক পয়সা নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর টিকেট লইতে দিন। এই কথা শুনিবামাত্র উক্ত মহোদয় তৎক্ষণাৎ নিম্ন শ্রেণীর টিকিট লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আসিবার সময়ে উক্ত মহোদয়ের সহিত দেখা হয় নাই, এই জন্য কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারেন নাই। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেলি সাহেবের ন্যায় লোক অতি বিরল। যে পর্য্যন্ত মাতলা রেলওয়ে কেলি সাহেবের হস্তে আসিয়াছে, তদবধি ইহার শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। তিনি উত্তমরূপে কার্য্য চালাইতেছেন এবং উত্তম কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সকলের সুবিধা বিধান করিয়া দিয়াছেন।

উপসংহার কালে শ্রীযুক্ত কেদি সুপা- রের নিকটে বক্তব্য এই, ৩ য ও ৪ র্থ শ্রেণীর ভাড়া এক হইয়াছে, অথচ এক গাড়িতে বসিবার স্থান আছে অপরটীতে তাহা নাই। বৃষ্টি হইলে প্রত্যেক গাড়িতে জল পড়ে, ইহাতে আরোহিগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইহার নিবারণ করা এবং ৪ র্থ শ্রেণীতে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া উচিত। ৪ র্থ শ্রেণীতে আসন নাই বলিয়া [illegible] য় শ্রেণীতে গমন করেন, সুতরাং [illegible] ড় ভিড় হওয়াতে সকলেরই কষ্ট [illegible] সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগী হন, এটী আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

হরিনাভি
১৭ ই জুন
১৮৭১ } অনুগত
শ্রীকেদারনাথ বসু।

আমাদের উদার চরিত্র ও বিদ্যানুরাগী কমিসনর শ্রীযুক্ত কর্ণেল জে সি হটন (সি, এস, আই) সাহেবের যত্নে [illegible] কোচবিহারে গত সপ্তাহে পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি চমৎকার ৬ টী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। উপদেষ্টা সুবিখ্যাত বাবু মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ। ইনি কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রে মহেন্দ্র বাবুর চমৎকার অধিকার। সংস্কৃত এবং বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় মহেন্দ্র বাবুর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকাতে তাঁহার উপদেশগুলি অতি [illegible] ভঙ্গীয়া মধুর ও চিত্তবিনোদকর হইয় [illegible] পদেশের প্রণালীও চমৎকার ও হৃ [illegible] গছিল। প্রতিদিন ৪ টা হইতে [illegible] ৬ টা পর্য্যন্ত উপদেশ প্রদত্ত [illegible] বর্গের সংখ্যা প্রতিদিন গড়ে [illegible] হইয়াছিল। অত্রত্য ডেপুটী কমিসনর ও অন্যান্য সাহেব ও মেমেরাও আহ্লাদ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন। উপদেশ সাধারণতঃ বাঙ্গলা ভাষাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মতে সাহেবদিগের বুঝিবার জন্য ইংরাজীতেও [illegible] হইয়াছে। দি [illegible] উপদেশ হইয়াছে।

প্রথম দিন ১৯ শে জুন সোমবার জড়ের সাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ হয়। দ্বিতীয় দিনে মাধ্যাকর্ষণ, তৃতীয় দিনে সংহতি, সংসক্তি ও রাসায়নিক সম্বন্ধ, চতুর্থ দিনে বায়ুর রাসায়নিক ও প্রাকৃত ধর্ম্ম, পঞ্চম দিনে জলের রাসায়নিক ও প্রাকৃত ধর্ম্ম এবং ষষ্ঠ অথবা শেষ দিবসে অগ্নি বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রতি দিবসেই উপদেশের বিষয়গুলি প্রক্রিয়ার (এক্সপেরিমেন্ট) দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রক্রিয়ার সংখ্যা প্রায় ১৫০ হইয়াছিল। ফলতঃ মহেন্দ্র বাবুর উপদেশ প্রণালী, সুললিত ও সুশ্রাব্য মধুর শব্দ প্রয়োগ এবং পদার্থ বিদ্যা বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অমায়িক ভাব প্রভৃতি একত্র হইয়া কোচবিহারস্থ সর্ব্বসাধারণের বড়ই আনন্দ ও সুখের কারণ হইয়াছে। বিজ্ঞান ও সাধু মণ্ডলীর আদর ও সম্মান সর্ব্বত্রই আছে; কিন্তু কোচবিহার সদৃশ স্থানে তাঁহার আগমন হওয়াতে আমরা তাঁহাকে আরো অধিক পরিমাণে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

দুই বৎসর অতীত হইল শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব মহোদয় কোচবিহারে এইরূপ পদার্থ বিদ্যার উপদেশ দান প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। সে বারে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ২ টী উপদেশ মাত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ গুলিও উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু এবারে সকল দিক দেখিতে গেলে তদপেক্ষা অনেক গুণে উত্তম হইয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু জলপাইগুড়ীতেও কয়েকটী উপদেশ দিবেন। আমরা ভরসা করি, আমাদের সদাশয় কমিসনর সাহেব মহেন্দ্র বাবুকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া বর্ষে বর্ষে অন্ততঃ একবার করিয়া তাঁহার উপদেশ দিবার বন্দোবস্ত করিবেন। কোচবিহারস্থ [illegible] বিষয়ে বিশেষতঃ মানসিক [illegible] সাহেব বাহাদুরের [illegible] ইচ্ছা আছে, তাহা এইরূপ উপদেশ ও উপদেষ্টা দ্বারা বহুলাংশে সুসাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

৫ ই আষাঢ়
১২৭৮ কোচবিহার } জনৈক শ্রোতা।

গত কল্য ৫ ই আষাঢ় ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার মাসিক অধিবেশনে সভার প্রতিজ্ঞাত কন্যাপণ ও বহুবিবাহ প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে এবং (গবর্ণমেণ্ট হইতে উহা নিষিদ্ধ ক- লইবার নিমিত্ত সভা কতিপয় পণ্ডিত প্রধানকল্প ব্যক্তিকে স্থির করিয়াছেন তাঁহারা শীঘ্র একটী বিশেষ সভা করি তাহা সম্পন্ন করিবেন দ্বিতীয়তঃ [illegible]

এলাহাবাদ, ঢাকা
প্রভৃতি অনেক স্থান
লোকের স্বাক্ষরিত পত্র
হইয়াছিল এবং সভাতে
পাঠ করিয়াছিলেন, [illegible] লেই বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একতান স্বরে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণে মত প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া সভাও অগত্যা ইহার অনুমোদন করিয়া উক্তরূপ কার্য্য করিয়াছেন। সমাজ দ্বারা ঈদৃশ সামাজিক নিয়ম প্রচলিত হওয়া প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সে সময় এখনও অনেক দূরবর্ত্তী রহিয়াছে।

এক্ষণে স্থানে স্থানে সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সভা স্থাপন করিয়া যে সুনিয়মের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইতেছেন ইহাই শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

অগ্রে অনৈক্যতার মূল কারণ নানা প্রকার উপধর্ম্ম অপনীত হইয়া হিন্দুসমাজ এক ধর্ম্ম অবলম্বন জনিত একতা প্রাপ্ত হউক, তাহার পর সমাজ দ্বারা সমাজ সংশোধিত ও শাসিত হইবার প্রত্যাশা করা যাইবে।

ফলতঃ উল্লিখিত কুপ্রথা দুটিতে যেরূপ প্রবল স্বার্থপরতা ও অর্থলালসা দৃ- ঢ়মূল রহিয়াছে, রাজ কর্ত্তৃক দণ্ড প্রদান ভিন্ন শীঘ্র ইহা সহজ

কর্তব্যের উপায় নাই। যাঁহারা ইহার বিধ্য... উাহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ...কাল পর্যন্ত ...লিত থাকিত, সম্প্রতি ... কি উহার নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন?

কলিকাতা } অনুগত
১ই আষাঢ় } শ্রীহরিরাম পালিত।

সম্পাদক মহাশয়! কতিপয় দিবস গত হইল, ...কাটোয়া হইতে জল পথে বারাক...র গমন করিতেছিলাম। আমি যে নৌকা ...াড়া করিয়াছিলাম, তাহাতে অনেক দ্রব্যাদি নগদ চারি পাঁচ শত টাকা ছিল। পথিমধ্যে কালনার নিকট (যে স্থান মির্জাপুরের ...প্রসিদ্ধ) বায়ুর প্রতিকূলতা বশতঃ ...স্থির করিতে বাধ্য হইলাম। ...র তথায় অন্যান্য চারি পাঁচ ...কা আসিয়া আমাদের সঙ্গে থাকে। ক্রমে রজনীর আগমন। এই সময়ে অপর নৌকার একজন মাল্লা কহিল যে, এখানে জলদস্যুর অতিশয় উৎপাত; কিন্তু তখন আমরা কি করি, অন্য কোন উপায় নাই। রাত্রি প্রায় আট নয় ঘটিকা হইয়াছে। সকলে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছি, এমন সময়ে তাহার অপর পার হইতে এক খান বোঝেটিয়ার নৌকা আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অতি প্রায়ে আসিতেছে, এরূপ অনুভব হইল। আমরা তদ্দর্শনে ... উচ্চ ... নিকটস্থ গ্রামবাসিদিগকে ... ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু ... মাহাত্ম্য যে এক ... গেল না। যাহা হউক, ... আক্রান্ত হইয়া আমার সমস্ত ... হইল। এ প্রকার স্থানে ... কালের করাল গ্রাসে পতিত ... আমি আরও শুনিলাম, এখানে ... এইরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এতদ্দেশের পুলিস কি প্রকার বলিতে পারি না। মহাশয়! ...লিস কর্মচারীরা ও বিলক্ষণ সরকারি ...ত্র তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যাহা ...র আমরা স্থানীয় ডিপুটী ...

...ডিপুটী সাহেব বাহাদুরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে উক্ত কর্মচারীরা জাগ্রত হন, তদ্বিষয়ে একবার কৃপাবলোকন করুন। নতুবা জলপথিকদিগের আর উপায় নাই।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মাদি এত উৎকৃষ্ট হইলেও আমরা সরকারি কার্য্যের অনেক গোলযোগ দেখিতেছি। আমরা কৃষ্ণনগর হইতে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি পত্র ডাকে ...রাজ্ঞের পোষ্ট আফিসের অধীন এক পল্লিগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার একখানি পত্রও তথায় উপস্থিত হয় নাই। পত্র না পৌঁছিলাতে আমার একটি বিশেষ কার্য্যের হানি হইয়াছে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্ট সমীপে কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিতেছি যে, একবার এ বিষয়ে কৃপা কটাক্ষ পাত করুন।

কৃষ্ণনগর } বশম্বদ
১ই আষাঢ় } শ্রীমহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজজন পাল

হটোলী	১০
" সারদাপ্রসাদ শুক্ল—জমীদার	
মাটিয়া	৩৸০
" কার্ত্তিক প্রসাদ কর	
গণেশতলা	৩৸০
" রামশঙ্কর সেন	
রাণাঘাট	১৩
" চন্দ্রনাথ চৌধুরী—আসাম	১৩
" মহেন্দ্রনাথ বসু—বকড়	৭
" উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার	
জয়ন্তিয়া পাহাড়	৩৸০
" ঈশানচন্দ্র দত্ত	
উলুবেড়িয়া	৩৸
" চন্দ্রনারায়ণ প্রধান	
বেহরমপুর	১৩
" ...চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	
চাঁপাতলা	১০
" ...নাথ ...—আগরা	৭
মগোল ...বের সেক্রেটারি	৩৸০
রঘুনাথগঞ্জের আর ...বিনী সভা	৩৸
ই, এম, নটলওয়ার্থ—আলীপুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৸০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, [illegible] যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, [illegible] উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দি... প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের ... গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে ... করিলে তাঁহাকে প্রথম ...র প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ⁄১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৩৪ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

নগদি মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২৭ এ আসাঢ়। ইং ১৮৭১। ১০ ই জুলাই

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও
ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণ আমাকে লিখিলে মদ্রচিত "রিপুবিহার" নামক গ্রন্থের এক এক খণ্ড উপহার পাইবেন, ডাকমাশুল লাগিবে না।

কলিকাতা।
কাশীপুররোড } শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
নং ৬৩

জেলা বাখরগঞ্জের অন্তঃপাতী সুরুকল্যাণ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৬০ টাকা। যে সকল প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি উক্ত পদে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত স্কুলের সম্পাদকের নিকট প্রার্থনা করিবেন। আবেদন পত্রগুলি যেন মহিষডাঙ্গার ডাক ঘরে প্রেরিত হয়।

১৭ ই আষাঢ় } শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষাল
১২৭৮

তৈলসারমুষ্টিযোগাবলী কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমার নিকট থাকিল না। গ্রাহকগণ কলুটোলার দুর্গাদাস করের বাটীতে তত্ত্ব করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউইণ্ডিয়ান প্রেস ৫৭ নং
কলুটোলা ষ্ট্রীট

জমীদারি বিক্রয়।

জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরির ২০০৩ নং তৌজির মাহাল মহকুমা সাতক্ষীরার অন্ত র্গত পরগণে কলারোওয়া রোজিমপুরের আমার জমীদারি স্বত্ব ।১১/০ আনা। যাহার সদর জমা ৩২৩৩৬৸/১৪ টাকা আমার নামে স্বতন্ত্র হিসাবে লেখা যায় এবং পত্তনী স্বত্ব /৫॥ যাহার রাজস্ব ৭১৪ টাকা। ঐ উভয় অংশে প্রায় ৯০০০ হাজার টাকা বার্ষিক আয়। ঐ মালিকী স্বত্ব বিক্রয় পূর্ব্বক খরিদদারের ছয় হাজার টাকা লভ্য রাখিয়া পত্তনী ও দর পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া আমার ইচ্ছা, অথবা অধিক সুবিধা হইলে আমার সমস্ত মালিকী স্বত্ব একবারেই বিক্রয় করা যাইবে কিম্বা ঐ পরগণার প্রত্যেক মৌজা অধিক মুনফা ছাড়িয়া দিয়া খণ্ড খণ্ড রূপে পত্তনী বিলি করিতেও প্রস্তুত আছি। গ্রাহকগণের যাঁহার যাহাতে অভিরুচি এবং তাহারা যে পরিমিত পণ দিতে পারেন, আগামী ১৫ ই শ্রাবণের মধ্যে পত্র দ্বারা লিখিয়া কলিকাতার উত্তর কাশীপুর ৬৯ নং বাগানে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দয়াল সিংহ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন এবং অন্যান্য বিবরণ তাঁহার নিকটে জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

কৃষ্ণনগর
৫ ঠা আষাঢ় } শ্রীগৌরমোহন রায়।
১২৭৮ জমীদার ও পত্তনীদার।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ব্রহ্মসঙ্গীত আমার নিকটে বিতরণার্থ প্রস্তুত আছে।

১২৭৮
১৩ ই আষাঢ় } শ্রীরমানাথ দাস
বারুইপুর বারুইপুরস্থ অতিথির উদ্যান

সর্পাঘাত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মুষ্টি সর্পাঘাতের চিকিৎসা। এই সংস্করণে অনেক নূতন কথা লেখা হইয়াছে। সর্পের ঔষধি নাই, তবে চিকিৎসা আছে। মাল বৈদ্যদের হাতে সর্পে রোগী মরে না। অতএব সকলের বাটির এক এক খণ্ড লওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য ৷৵০ ডাক মাশুল / আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার,
অমৃতবাজার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, মুড়া নিবাসী ভবেন্দ্রলাল মিত্র যে কলিকাতায় আমার এজেন্ট কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহার প্রাপ্য বেতনাদি সমস্ত পাও না বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ১৮৭১ সালের ১০ ই জুন বাঙ্গালা ১২৭৮ সালের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে বরখাস্ত করা গিয়াছে।

শ্রীদুর্গা কান্ত আচার্য্য চৌধুরি
মুক্তাগাছা।

বাঙ্গলা আসিয়ার চার্ট, মূল্য /০ আনা। ভূগোলবোধ, মূল্য ৵০ আনা। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা জোড়াসাঁকো নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

১৮৭১।৫।২২ } শ্রীপ্রাণনাথ গুপ্ত
বারুইপুরস্থ জমীদার বাটী

বানীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহারও প্রস্তরনির্ম্মিত কোন

প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি শুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, কণেশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট ; মেজি য়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

জুবিরাষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর্ কে. পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

-:০:-

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ প্রস্তুত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ২ দুই টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা - শ্রী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৩ নং বাটী / পাধ্যায়। অধ্যক্ষ।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

স্থাবর সম্পত্তির স্থান		আন্দাজী
নং ১৫ কলিঙ্গা বাজার		১৸৩ বিঘা
ঐ ২ স্মিথের লেন		৸৩ কাঠা
রসিক সাহায়ের লেন		১/১ বিঘা
নং ১২ এলিয়ট রোড	ঐ	১/১ বিঘা
তুলীয়াবাগ ষ্ঁড়ি	ঐ	৫। বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তরাস গিলাণ্ডার আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৯।১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ভাদ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর, ডি, বসু এণ্ড কোং
মিশন রো কলিকাতা

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের প্রথম খণ্ড ৩২ ফরমা অর্থাৎ ২৫৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে, ইহাতে আদিপর্ব্ব সমাপ্তি পর্য্যন্ত থাকিবে।

২২ এ চৈত্র } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } কলিকাতা বটতলা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।
মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সজ্জনগণ! সংপ্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এই ঔষধের প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল, কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

মেহ, সর্ব্ব প্রকার কাশ, শূল, হেক, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্তপিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রশমক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে, গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমান } শ্রীসদানন্দ শর্ম্মণঃ
কাটোয়া গৌরাঙ্গপাড়া }
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধিকা }
প্রসাদ গোস্বামীর নিকট } নবদ্বীপ
১৬ ই আষাঢ়। ১২৭৮ }

কাদোয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ৩০ এ জুন।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফীট	ইঞ্চ
ধোলানগর	২৪	৬
ভুগা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১০	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৫৭ মাইলের মধ্যে	১৪	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	১২	

কাটোয়া হইতে নদীয়া
৪৬ মাইলের মধ্যে ১১ ৬
সন ১৮৭১ সালের ৩ রা জুলাই বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
	১১	

বহরমপুর ৩ রা জুলাই ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া। লোকাল ফিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ আষাঢ় সোমবার।

এতদ্দেশীয় সিবিল সর্বিস পরীক্ষার্থিদিগের বয়সের নিয়ম।

সিবিল সর্বিস কমিসনরেরা ডিউক অব আর্গাইলের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন, সিবিল সর্বিসে প্রবেশার্থী এতদ্দেশীয়দিগের বয়স সম্বন্ধে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম [illegible]ছেন, তাহা সাধারণে সমুদায় ভার[illegible] প্রচলিত হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নিকট হইতে বয়সের প্রমাণ পত্র লইতে হইবে। যে স্থানে প[illegible]র্থীর পরিবার বাস করেন, প্রথমে তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঠিকুজী কোষ্ঠী সপ্রমাণ করিতে হইবে। ইংলণ্ড যাত্রার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারির নিকটে ঐ অভিপ্রায় জানাইতে হইবে। তিনি স্থানীয় মাজিষ্ট্রেটকে বয়সের প্রমাণ লইবার অনুমতি দিবেন। এক মাসের মধ্যে পরীক্ষার্থীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইয়া জন্ম বৎসর, জন্ম মাস ও জন্মদিন নিরূপিত [illegible] রীতিতে সপ্রমাণ [illegible] ঠিকুজী কোষ্ঠী, প[illegible] সম্বন্ধে কোন [illegible] প্রকার কারণ [illegible] পরীক্ষার্থী [illegible] প্রবেশ করেন, ভিন্ন ভিন্ন পরী[illegible] বলিয়াছেন, পরীক্ষার্থী যদি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকটে যে আবেদন করা হয় তাহার নকল, এবং যে সকল লোকের সহিত পরীক্ষার্থীর পরিবারের সবিশেষ পরিচয় আছে, তাহাদিগের বাচনিক সাক্ষ্য; ইহা ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট যদি আপনার সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অন্য কোন সাক্ষ্য গ্রহণের অভিলাষ করেন, পরীক্ষার্থীদিগকে তাহাও দিতে হইবে। এই সকল প্রমাণ গ্রহণ করিয়া মাজিষ্ট্রেট নিজের মত লিখিয়া সেক্রেটারির নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। সেক্রেটারির যদি এরূপ বোধ হয়, মাজিষ্ট্রেট যে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তাহা হইলে তিনি প্রমাণপত্র দিবেন। যেখানে জন্ম রেজিষ্টরির রীতি আছে, সেখানে রেজিষ্টরির নকল এবং পরীক্ষার্থী যে বিদ্যালয়ে বা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে আপনার বয়সের যে উল্লেখ করেন, তাহার নকল প্রমাণ স্থলে দিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত কমিসনরেরা এদেশীয়দিগের সিবিল সর্বিস পরীক্ষা সম্বন্ধে যে যে কাজ করিয়াছেন, আদ্যোপান্ত তাহার পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এদেশীয়েরা সিবিল সর্বিসে প্রবেশ করেন, এটী তাঁহাদিগের অভীষ্ট নয়। বয়স নির্ণয় করিবার যে নিয়মটী করা হইতেছে, উহা সেই অভীষ্টসিদ্ধির বিলক্ষণ উপযোগী হইবে সন্দেহ নাই। এদেশের অনেকের ঠিকুজী কোষ্ঠী নাই, যাঁহাদিগের আছে, তাঁহারাও তাহা [illegible] বাহির করেন না, আনুমানিক বয়[illegible] থাকেন। তদ্বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন [illegible] বলিবার ব্যতিক্রম ঘটিবার [illegible] লে ব্যতিক্রম ঘটিলেই [illegible] চেষ্টা বিফল হইবে। [illegible] করিলে যদি এক [illegible] অধিক হয়, তাহাতে যে কি বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা সহজে বোধগম্য হইবার নহে।

আমাদিগের নূতন লেপ্টনান্ট গবর্ণর।

এখনও ছয় মাস গত হয় নাই, আমাদিগের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে তিনি প্রায় সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজস্ব, নিম্নতর শাসনকার্য্য ও রেজিষ্টরি বিভাগের মূল পরিবর্ত্তন চেষ্টা করা হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের প্রতিও তিনি উদাসীন নহেন। শীঘ্র জেল প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কোন শাসনকর্ত্তা এত অল্প কালের মধ্যে এত পরিবর্ত্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণকার প্রশ্ন এই, কাম্বেল সাহেব যে সকল পরিবর্ত্ত করিয়াছেন, সেগুলি ইষ্টের হইতেছে কি না? তিনি বঙ্গদেশের কিছুই জানেন না। নিয়মানুগত প্রণালীর উপরে তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ আছে। যখন তিনি প্রধানতম বিচারালয়ের একজন বিচারপতি ছিলেন, তখন উৎকলের দুর্ভিক্ষের অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, শাসনকর্ত্তৃগণের দ্বারা এদেশ শাসিত হয় না, প্রধানতম বিচারালয়ই এদেশের শাসন করিয়া থাকেন। সমুদায় ক্ষমতা শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে থাকে, ইহাই তাঁহার [illegible]। কিন্তু ওদিকে তাঁহার সংস্কার বিপরীত। তাঁহার সংস্কার এই, বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানেরা প্রায়ই অকর্ম্মণ্য। তাঁহারা উদারতার সহিত কার্য্য করেন বলিয়া কাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগকে অযোগ্য জ্ঞান করেন। তিনি এখানকার জমীদারী প্রণালীর পরম বিদ্বেষী। এখানে শিক্ষার যে উন্নতি হইয়াছে, সমু[illegible]

অন্য নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারীর ন্যায় তিনি তাঁহাকে সাম্রাজ্যের বিপদ ও দেশের অনিষ্টের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রথমাবধিই তাঁহার এইরূপ কতকগুলি সংস্কার আছে, এই সংস্কারের অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন।

কোন বিষয়ের পরিবর্ত্ত করিলেই উন্নতি হইল, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রমের কার্য্য সন্দেহ নাই। তাড়াতাড়ি কাজ করাও উন্নতির লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। উন্নতির প্রতি বক্তৃতা করেন, এদেশে এরূপ লোক অল্পই আছেন। এককালে সমুদায়ের পরিবর্ত্ত করা আমাদের মতে উচিত নয়। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্ত করিয়া যদি উৎকৃষ্টতর ফল লাভ হয়, তাহাকেই যথার্থ উন্নতি বলা যাইতে পারে। অগ্রে কি ছিল, এক্ষণে কি হইয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থা কিসে মন্দ এবং ইহার পরিবর্ত্তে কিরূপ নিয়ম স্থাপন করা উচিত, এগুলি পাঁচ মাসের মধ্যে স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। রেবেনিউ বোর্ড ও বিদ্যালয়ে আনুকূল্য দান সম্বন্ধে কাম্বেল সাহেব আপনার ভ্রম স্বীকার করিতে বাধিত হইয়াছেন। যে বিষয় ভালরূপ জানা নাই, তাহার পরিবর্ত্ত করিতে গেলে তদ্দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কাম্বেল সাহেবের প্রশংসাকারিগণ বলেন, তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত, সকল বিষয় স্বচক্ষে দেখিতেছেন। তিনি অদ্য এখানে, কল্য ওখানে পরশ্বঃ সেখানে, এইরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ বলিতেছেন, একজন যথা উপযুক্ত লোক তাঁহাদের প্রধান হইয়াছেন। স্বচক্ষে সকল বিষয় দেখিয়া উঠিতে পারেন, যদি এমন শাসনকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে; কিন্তু ইহা সম্ভাবিত নয়। শাসনকর্ত্তা সাধারণতঃ সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন, বিশেষ কারণ ব্যতীত সামান্য বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না, ইহা সর্ব্বকালে স্বীকৃত হইয়াছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাজা চতুর্থ হেনরি একদিবস মহামন্ত্রী সলিকে আহ্বান করিয়া বলেন "দরিদ্র ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই আমার নিকটে এই অভিযোগ করে যে, উহারা যে আবেদন করে, তুমি ও আর আর মন্ত্রিগণ তাহার শীঘ্র শীঘ্র বিচার কর না। তোমরা কাজের লোক নও, কালি অবধি আমি সকল কাগজ নিজে পাঠ করিয়া আজ্ঞা দিব।" মন্ত্রী "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন। পর দিবস রাজা ও মন্ত্রী বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে প্রায় ৫০ খানি গরুর গাড়ী রাজবাটীর দিগে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। হেনরি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি?" মন্ত্রী বলিলেন "মহাশয় কল্য বলিয়াছিলেন সকল কাগজ নিজে দর্শন করিবেন, সেই কাগজগুলি আনয়ন করা হইতেছে। অদ্য আর গাড়ী পাইলাম না, সুতরাং সমুদায় কাগজ আসিতে পারে নাই।" রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "তোমরা যাহা হয় কর, এত কাগজ দেখা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" চতুর্থ হেনরির শতাংশ ক্ষমতা এখানকার কোন নিয়ম বহির্ভূত কর্ম্মচারীর নাই, ইহা বোধ হয় কাম্বেল সাহেব অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা বলিতেছি, সকল বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে গিয়া তিনি কোন কাজই ভালরূপে করিয়া উঠিতে পারিবেন না, লাভের মধ্যে এই হইবে, সেক্রেটারিরা বিরক্ত হইবেন। আমরা স্বীকার করি, বিচারীয় কমিসনর ও জেলার মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সাবধান হইয়াছেন বটে; কিন্তু বিবেচনা করা উচিত, প্রভু নির্ব্বোধ হইলেও যখন পীড়াপীড়ি হয়, তখন অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা একটু কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া থাকেন। কাম্বেল সাহেবের প্রতি বঙ্গদেশীয় সিবিলয়ান ও এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সেই ভাব দাঁড়াইয়াছে। তিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদের অবমাননা করিয়া বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে এক প্রকার এই পদ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। যুবকগণ এই পদ পান, এটী তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এমন অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ঐ পদ পাইবার সম্ভাবনা কি? আবার কিছু দিন আমলাগিরি না করিলে এই পদ দেওয়া হইবে না। সুতরাং কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এই পদ লাভের আশা থাকিতেছে না। সন্তান্ত [illegible] রাজবংশের ন্যায় সম্ভ্রান্ত [illegible] ব্যক্তিগণ কখনই [illegible] আমলাগিরি করিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন না। সুতরাং এতদ্দেশীয় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা প্রদর্শনের একটী প্রধান পথ বন্ধ হইল। নিয়ম বহির্ভূত কর্ম্মচারিগণ যেমন "গোলে হরিবোল" দিতে ভাল বাসেন, সেইরূপ কর্ম্মচারীও জুটিবেন। কাম্বেল সাহেবের বিবেচনা করা উচিত, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। তিনি প্রধানতম বিচারালয়ের একজন মহাবিজ্ঞ বিচারপতি ছিলেন না। প্রশংসা করা যায় তিনি মধ্য ভারতবর্ষে এমন কোন কার্য্য করেন নাই তবে তিনি ভূমি সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি ইহাতে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, এদেশে সে সমুদায়ের তর্ক হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে একজন উপযুক্ত লোক, এখন পর্য্যন্তও তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এমন অবস্থায় তাড়াতাড়ি কোন বিষয়ের মীমাংসা করা

বন্ধ বঙ্গ রাজনী ।

গিয়াছেন এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অবাধিত রাখিয়াছেন, যাহাতে সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট আছেন, পাঁচ মাসের মধ্যে তাহা মন্দ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার পরিবর্ত্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । পরিবর্ত্তনটী যদি হিতসাধক হয়, তাহা হইলেও একদিন কথা হইতে পারে । এখানকার অধিকাংশ ইংরাজ উহার আসন্ন প্রবাদীর শত্রু । একজেন্সীয়দিগের বক্ত পদ রক্ষণ করিতে পারিলেই ইহাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না । কাম্বেল সাহেব যদি বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে না পারেন, তাঁহার সমুদায় পরিশ্রম বৃথা হইবে সন্দেহ না ।

—১০১—

জ্যোতি ভুজল ও ভজ্ঞানর উপদেশ ।

আমরা একদিন রেলওয়ে ষ্টেশনে বসিয়া আছি, এক ব্যক্তি কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকার বহি লইয়া উপস্থিত হইল, এবং একখানি বহি হস্তে করিয়া ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুরোধ করিল । আমরা মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এক পয়সা । একটী পয়সা দিয়া একখানি বহি লইলাম, সে খানার মলাটের মধ্যস্থলে লেখা আছে “ জ্যোতিরিঙ্গণ ” । তখন স্মরণ হইল, এখানি আমাদিগের অপরিচিত নয় । কৌতুহলের অনেক নিবৃত্তি হইল । অনন্তর আমরা অবাগ্রভাবে মলাটটী উলটাইয়া দেখিলাম, একটী প্রস্তাবের শীর্ষদেশে লিখিত আছে “ আমি আপনার চিরদাস । ” প্রস্তাবটী পড়িতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে শেষ করিলাম । প্রস্তাবটী সমাপ্ত হইল, এদিকে অন্তঃকরণ অতিশয় অসুখিত হইয়া উঠিল । অসুখ জন্মিবার কারণ এই, উহার মধ্যে যে একটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অপ

রের লোকে যদি তাহার অনুসর [redacted]
কার্য্য এবং তদনুরূপ আচরণ [redacted]
তাঁর পর নাই অনিষ্ট হইবে [redacted]
হইতে সমুদায় দর্শকের অন্তর্দ [redacted]
কেবল এক নিষ্ঠুরতার আদর্শ [redacted]

িবে । কেবল এইমাত্র অ [redacted]
ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা [redacted]
প্রস্তাবটীর স্থূল তাৎপর্য্য [redacted]
একজন ভদ্র ইংরাজ একদ [redacted]
দেশী তাঁহাকে আরোহণ [redacted]
স্থরে গমন করেন । তাহার [redacted]
মুসলমান যুবাকে দেখিতে [redacted]
সে তৎকালে বিষন্ন ভাবে অ [redacted]
ঐ ভাব দেখিয়া সাহেবের [redacted]
জন্মিল । তাহার সহিত আলাপ ক [redacted]
সাহেব জানিতে পারিলেন, সে কাপ্তেনের ক্রীতদাস । সাহেব বহুতর চেষ্টা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন । “ আনন্দে তাহার দুই চক্ষু হইতে পড়িতে লাগিল, সে উক্ত সাহেবের চরণে পতিত হইয়া বলিল, আপনি আমার অন্তঃকরণ ক্রয় করিলেন, আমি আপনার চিরদাস । ”

প্রস্তাবলেখক এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলেন, মনুষ্য পূর্ব্বে শয়তানের দাস ছিল । যীশু খৃষ্ট আপনার জীবনরূপ মূল্য দিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন, এইরূপ কহিয়া পাঠককে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে “ তোমাকে ক্রয় করাতে তাঁহার কোন লাভ হয় নাই । তোমার প্রতি তাঁহার নিস্বার্থ প্রেম ও স্নেহ আছে বলিয়াই তিনি আপনার বহু মূল্য রক্ত দ্বারা তোমাকে তোমার দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করেন । এইরূপে নিস্বার্থ ও আশ্চর্য্য প্রেমের প্রতিদান স্বরূপ তোমার কি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয় ? তাঁহার চরণে পড়িয়া গত পাপের জন্য তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং “ আমি তোমার চিরদাস ” এই কথা বলা কি তোমার কর্ত্তব্য

[redacted] রকের প্রতি তুমি
[redacted] জন্য তোমার স্বর্গীয়
[redacted] ুকিবেনা ?
[redacted] ও, যদ্যপি তাঁহার
[redacted] অধিক, তথাপি
[redacted] প্রেম অবহেলা
[redacted] ন দিন আসিতেছে,
[redacted] রাগে ও দয়া
[redacted] । তিনি তোমাকে
[redacted] রিত্রাণের ও মহিমার
[redacted] হইতে নিমগ্ন
[redacted] আবার তখন
[redacted] ুক্তে বদ্ধ করি
[redacted] হইতে চিরকালের
[redacted] বেন । ”
[redacted] ক্তি ভাল বাসিলেন, আমি তাঁহাকে ভাল বাসিলাম না, আমাকে অনুগ্রহ করিলেন, আমি অনুগ্রহ স্বীকার করিলাম না, এই অপরাধে তিনি কি আমাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবেন ? এটী কি উহার ও সাধু লোকের কার্য্য ? যাঁহার দয়ার শেষ আছে, তাঁহার কি এরূপ তীব্রের প্রকৃতি জন্মিতে পারে ? প্রস্তাবলেখক যে উদাহরণ দিয়া স্ববাক্য সমর্থন করিয়াছেন, আমরা সেই উদাহরণটীই গ্রহণ করিলাম । উদাহৃত ইংরাজ মুসলমান যুবকের উদ্ধার সাধন করাতে তাঁহার প্রতি আমাদের এত ভক্তির উদয় হইতেছে কেন ? তাহার কারণ তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি । কিন্তু মুসলমান যুবা তাঁহার আনুগত্য করিবে, এই মনে করিয়া যদি তিনি তাহাকে মুক্ত করিতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার প্রতি আমাদিগের অকৃত্রিম ভক্তির উদয় হইত ? আর মুসলমান যুবক তাঁহার আনুগত্য করিল না বলিয়া যদি তাহার পীড়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কাহার অশ্রদ্ধা না জন্মিত ?

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ...

পূর্ব্বতন কাণ্ডারা

রেজিষ্টারি করিতেন, ...

রেজিষ্টারি বিভাগে সেই

দ্বারা যেমন আমাদিগের

একটী মহৎ অনিষ্ট করিতে

গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ আর

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন,

বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণ বিরু

দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

কারণ দেশের মধ্যে এক

আছে, যথায় পরাক্রান্ত

ক্ষমতা চলে না। ...

প্রধানতম বিচারালয় ...

গবর্ণরও দেওয়ানী বিচারের

প্রতি ডেপুটি

ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন না। তাহা করিতে গেলে প্রধানতম বিচারালয়ের কোপে পতিত হইতে হয়। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কোন স্থানে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, ৫০ টাকার ন্যূন কর্জ্জের মকদ্দমা সম্বন্ধে মুন্সেফদিগের আজ্ঞাই চূড়ান্ত হইবে। ইহা দ্বারা মূলে আঘাত না করুন, তাঁহারা সুবিচারের শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অবস্থা যে ভালরূপ জানেন না, এই আজ্ঞা তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত।

... প্রভৃতি স্থানে ... দোকানের হিসাব ও ভৃত্যদিগের বেতন প্রভৃতির নিমিত্ত সর্ব্বদা নালীশ হয়, মফস্বলে সেরূপ হয় না। মফস্বলের একজন ভৃত্য এক বৎসরের বাকী বেতনের নিমিত্ত নালীশ করে কি না সন্দেহ। তথায় এ পর্য্যন্ত সেই পূর্ব্বতন ... নালীশই আছে। সঙ্গতি থাকিতেও কোন ...

... লোকেরা প্রায় নালীশ করে না। মফস্বলে যত কর্জ্জ হয়, তাহার শতাংশের মধ্যে ... ঋণ খত কৃষকগণ মহাজন ও জমীদারকে দিয়া থাকে। কৃষক অবস্থা ... অনেক স্থলে এক আধখত প্রস্তুত ... তাহার সর্ব্বনাশ করিবার কথা ... ৫০ টাকা ও তন্নিমিত্ত আদালত বিক্রীত হয় না, এমন কৃষক ... পাই আছে। গবর্ণমেণ্ট অনু... সন্ধান করিতে পারিবেন, যত খত ... তাহার অধিকাংশই ৫০ টাকার ... টাকার খত জাল অস্পষ্ট হইয়া ... লোক না হইলে কেহ ... দেন না। যে ব্যক্তির ৫ টাকা আয় নাই, তাহাকে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে, একথা কোন বিচারপতি বিশ্বাস করেন না। ৫০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া পরিশোধ করিতে পারেন, যাঁর এ ক্ষমতা আছে, মথ্য নালীশ হইলে তিনি মকদ্দমা করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন। যাহারা অর্থাভাবে দ্বারা উত্তম উকীল নিযুক্ত করিয়া মকদ্দমা চালাইতে অসমর্থ, জালখত তাহাদেরই নামে হইয়া থাকে। অতএব, ৫০ টাকার ন্যূন কর্জ্জের মকদ্দমা সম্বন্ধে মুন্সেফদিগের কৃত মীমাংসা চূড়ান্ত হইবে, যদি এই আজ্ঞা অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে দরিদ্রদিগের বিশেষতঃ কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ হইবে সন্দেহ নাই। যে সকল মকদ্দমার আপীল নাই, অনেক বিচারপতি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার বিচার করেন না। তদ্ভিন্ন মুন্সেফদিগের অধিকাংশ বহুদর্শী নহেন। ইহার উপরে আবার তাঁহাদিগের হস্তে এতকাজ থাকে যে একটু অধিক সময় দিয়া সামান্য একটী মকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। সে দিবস ২৪ পরগণার প্রথম অতিরিক্ত জজ একটী সামান্য খতের ডিক্রী রহিত করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিয়াছেন, মুন্সেফদিগের হস্তে অধিক কাজ থাকে বলিয়াই তাঁহারা সকল কাজ উত্তমরূপে করিয়া উঠিতে পারেন না। বাবু ... দেব প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, অল্প টাকার মকদ্দমার আপীলের নিয়ম উঠাইয়া দিলে অবিচারের সীমা থাকিবে না। আমাদিগের একজন বিচক্ষণ বিচারপতির এই বাক্য উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। সর্ব্বসাধারণেরও এই মত। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞা অব্যাহত রাখিয়া সুবিচারের পথে কণ্টক নিক্ষেপ না করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

বহুবিবাহ ও ... বিষয় ...

আবেদন।

... দেশে বহু বিবাহ ও কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকাতে যে ভয়াবহ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা অনুভবশালী কোন ব্যক্তিরই অবিদিত নাই। যিনি অকপট হৃদয়ে এ অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেন, তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার ভাজন হন। ... সামাজিক ধর্ম্মরক্ষিণী সভা এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শুনিয়া প্রথমে তাহার প্রতি আমাদিগের অতিশয় ভক্তির উদয় হইয়াছিল; কিন্তু আমরা যখন শুনিলাম, গবর্ণমেণ্টকে ... করিয়া সভা ... করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তখন মনে বিপরীত ভাবের উদয় হইল। এটী সদুপায় নয়। এ উপায় অবলম্বন করিলে ইষ্টসিদ্ধি না হইয়া প্রত্যুত বহুল অনিষ্টের আবির্ভাব হইবে, আমরা পত্রান্তরে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এবারে ঐ সভার পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পত্রিকাখানি কেবল আমাদিগের আশঙ্কিত ... সভা যে আবেদন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তাহাও ... করিয়া দিতেছে।

আবেদনপত্রে লিখিত হইয়াছে, “ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহু বিবাহ প্রার্থনাসূচক এক আবেদন পত্র কতিপয় হিন্দু কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টে অর্পিত হইয়া অগ্রাহ্য হইয়াছিল বটে; কিন্তু যে যে হেতুবাদে উক্ত আবেদন পত্র লিখিত হইয়াছিল, তদ্ধেতুতে শুনা বা না শুনা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন ছিল, তন্নিমিত্তই বোধ হয় তাহা মনোযোগার্হ হয় নাই। পরন্তু অস্মদাদির এতদাবেদন পত্রের হেতুবাদ তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও কেবলমাত্র শাস্ত্রমূলক, এবং আমাদের প্রার্থনাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য নিবারণ পূর্ব্বক শাস্ত্র সম্মতাচরণ সংস্থাপনা, সৎ সম্পাদন শাসনকর্ত্তার লোকদ্বয় হর্ষিত; কর্ত্তব্য।”

বহুবিবাহ যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তাহা উক্ত পত্রিকার (সনাতন ধর্ম্মোপদেশিনী) উদ্ধৃত নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ন্যায়রত্নের বক্তৃতা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। যথা “ বহ্বীনাং পুমান্ যত্র ভার্য্যাণাং একাং স্ত্রিয়ং ভজেৎ। সপাপ ভাক্ স্ত্রীভিতস্ত তদাশৌচং সমাচরেৎ।” যে ব্যক্তির বহু স্ত্রী আছে, সে যদি এক স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়, সে পাপী, তাহার নিত্য অশৌচ। যুগপৎ বহুদার পরিগ্রহ শাস্ত্র বিহিত না হইলে কখন “ ভার্য্যাণাং একাং স্ত্রিয়ং ভজেৎ ” এরূপ বিধি হইতে পারে না। “ তোষয়েৎ সততং ভার্য্যাঃ বিবিধৎ পাণি পীড়িতাঃ।” শাস্ত্রবিধানানুসারে যে সকল স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা হয়, তাহাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে। “ তোষয়েৎ ” ক্রিয়াপদ এক বচনান্ত, “ ভার্য্যাঃ ” কর্ম্ম পদ বহুবচনান্ত।

সভা যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, তাহা সভ্যদিগের ব্যবহার দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা “ একরূপ মীমাংসা হইলে সর্ব্বশেষে সভাপতি সভাভঙ্গ সূচক একটী উক্তা পাঠ করিলেন। তন্মধ্যে এই আবেদনের উদ্দেশ ছিল। উক্ত প্রবণে কয়েকজন সভ্য আপত্তিক্রমে জানাইলেন যে, সকল রাজ বিধির প্রার্থনা করা উত্তম কার্য্য বোধ হইতেছে না। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলে বিস্তর অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। অতএব ইহাতে আমরা সম্মত হইতে সন্দিহান হইতেছি।” ইহারা সকলেই একবাক্য হইতেছেন না, অধিক যে ইহারা কৃতার্থতা লাভ করিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। অনেক প্রতিবাদ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। সভা যেরূপ বলুন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বাক্যের উপন্যাস ছিল না; তাহা যখন অগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন যে সভার কৃত আবেদন গ্রাহ্য হইবে, তাহার অণু মাত্র সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, সভাগণ আবেদনের বৃথা আড়ম্বর পরিত্যাগ করুন, স্বয়ং শুদ্ধ পরিকর হইয়া অকপটচিত্তে আপন আপন গৃহ হইতে এই সকল দোষের উন্মূলন করুন এবং অনুগত ব্যক্তিদিগকে তৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করুন।

নূতনপুস্তক ও পত্রিকা।

পরমার্থ বিজ্ঞান সঙ্কলন। শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দ্বৈতবাদি প্রতিকূলের সহিত অদ্বৈত [illegible] সহিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মন, বুদ্ধি ও পরমাত্মা এই তিনের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া উঁহাদের পরস্পর কথোপকথন ছলে বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে।

২। সুলতানগাছার ইংরাজী ও [illegible] যুক্ত বাঙ্গলা স্কুলের ১৮৬৯ সালের রিপোর্ট। ১৮৫৭ সালের ১ লা মে সুলতানগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এই স্কুল স্থাপন করেন। মধুসূদন বাবু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজে স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তত্ত্বাবধান করেন। উক্ত বৎসরে ছাত্রদের বেতনে ২৬৭ টাকা আদায় হয়, সম্পাদক ২১৫৪ টাকা প্রদান করেন। উক্ত বৎসরের শেষে ছাত্র সংখ্যা ১১১ ছিল। বাঙ্গালা স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই অল্প [illegible] মধ্যে স্কুলের বিলক্ষণ উন্নতির পরিচয় হই[illegible]।

৩। সুলতানগাছা মুখোপাধ্যায়ের উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুলের ১৮৭০ সালের রিপোর্ট। উক্ত বৎসরে ছাত্রদের বেতনে ২৫৫ টাকা আদায় হয়, সম্পাদক ৫০৪১ টাকা প্রদান করেন; ইংরাজী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৯৪ ছিল। যাঁহারা বালকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের লিখিত অভিপ্রায়গুলি প্রীতিকর।

৪। সিভিইল এ ক্রৈমিনাল জার্নেল। এল, এল, ডি,। আমীর ও বাঙ্গলা [illegible] সার কার্য্য স কান্ত যে, [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন, [illegible] ৩০৪ উক্ত মকদ্দমার বিচার [illegible], পাইবার না হইয় হাইকোর্টে এ বিষয়ের বিচার হওয়া উচিত কি না, তদ্বিষয়ে কাউন্সিলদিগের তর্ক বিতর্কাদি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৫। [illegible] ১ ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু যশোদা নন্দন সরকার ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। অধুনাতন যে সকল বাঙ্গলা পদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, উহার অধিকাংশেতেই দেখা যায়, গ্রন্থকারগণ ক্রিয়া ও শব্দগুলি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া রচনা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পান না। অনেক স্থলে কবিতার অনুরোধে ব্যাকরণের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টি রাখা হয় না। অনেকে বলিয়া থাকেন, এ দোষগুলি স্বীকার না করিলে কবিতার সৌন্দর্য্য রক্ষা হয় না। যাঁহাদের এরূপ সংস্কার আছে তাঁহারা এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিলে তাঁহাদের সে সংস্কার অপনীত হইবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ আমাদের মতে পদ্য লেখকগণ ক্রিয়া ও শব্দ সংক্ষেপ এবং বাক্যশোধন করিয়া পদ্য রচনার রীতি অবলম্বন দ্বারা ক্রমে বাঙ্গলা পদ্যের অবনতিই করিয়া তুলিতেছেন। যশোদা নন্দন বাবু সাধ্যানুসারে এ দোষ [illegible]

পরিহার পূর্ব্বক যেমন পদ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাহা যেমন সুললিত, প্রাঞ্জল ও শ্রুতি মধুর হইয়াছে, সেরূপ পদ্যগ্রন্থ আজিকালি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ইহাতে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। [illegible] এ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম।

৬। মেঘনাদ সমালোচন। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন রায় এই সমালোচন করিয়াছেন। মেঘনাদ বধ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্য সমালোচকদিগের কাব্যের দোষ ভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ ভাগের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু অনেকে কাব্যের ক্ষুদ্র ২ দোষ প্রদর্শন বিষয়েই বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কালী প্রসন্ন বাবু সেরূপ না করিয়া মেঘনাদের যথার্থ দোষ গুণের বিচার করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু [illegible] আমরা স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ [illegible] যেমন মেঘনাদ কাব্য, তাহার অনুরূপ সমালোচনও হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২০এ আষাঢ় সোমবার।

বোম্বাইর কপোলবণিক জাতীয় যে ব্যক্তি বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়া নালিশ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি আদালত হইতে মকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে বোধ হয় তাঁহারা আর এরূপ কাজ করিবেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৬৬ পদাতি রেজিমেন্টের যে তিন জন সৈন্য করাচির নিকটে একজন এতদ্দেশীয় যুবকে বধ করে, বোম্বাইর প্রধানতম বিচারালয় তাহাদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন; কিন্তু উহারা বধ্য ব্যক্তির যে কয়েকটী মেষশাবক চুরি করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত উহাদের বিচার হইবে। এটাই বড় সন্তুষ্ট। এ ত হত্যার বিচার নয়, এ যে চুরির বিচার।

ইন্দু প্রকাশে উপরি উক্তরূপ আর একটী অত্যাচারের বিষয় লিখিত হইয়াছে। একখানি বোম্বাই গরুর গাড়ী গোরাদিগের [illegible] হইতে সেনানিবাসে যাইতেছিল। পথিমধ্যে দুই জন সৈন্য উহা আক্রমণ করে। গাড়োয়ান প্রথমে বিনয় করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়াতে পরিশেষে উহারা গাড়ী চালাইতে পারিবে না এই ভাবিয়া গাড়ীর সম্মুখে শয়ন করে। সৈন্যেরা উহার উপর দিয়া গাড়ী চালাইয়া দেওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ লীলা আর কতকাল দেখিবেন?

সংবাদ আসিয়াছে, ১১ই জুন আজমখাঁ তাঁহার শিবিরেই হত হন। আসলাম খাঁকে সকলে হত্যাকারী বলিয়া অনুমান করিতেছেন। আমীর শিরের আলী খাঁ সাহাকে আজমখাঁর উত্তরাধিকারী করিয়া মীর আপর আলিম খাঁকে জাকুব খাঁর কাবুলে আনয়নার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ৯ই জুন জাকুব খাঁ সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে কাবুল হইতে যাত্রা করিয়াছেন। কিছুদূর গিয়া তিনি পিতার উত্তর প্রতীক্ষায় আছেন। ইহাঁদের পিতা পুত্রে সন্ধি হয় সকলেরই প্রার্থনীয়। সন্ধি করাও একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। ও দিকে রুশীয়েরা ক্রমে অগ্রসর হইতেছে।

সেকন্দ্রাবাদে যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে অনেকাংশে তাহার হ্রাস হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেটের একজন পত্রপ্রেরক এক কৌতুককর মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, একজন জল্লাদ কাহার হত্যাকালে স্বীয় কর্ত্তব্য মাত্র সাধন করে, বাইবেলেও তাহাকে উক্ত কার্য্য করিতে নিষেধ করে না। অতএব তাহাকে বিশপের ন্যায় বিশুদ্ধচিত্ত ও পবিত্র জ্ঞান না করিবার কোন কারণ নাই।

ফিল্ডগেজেট বলেন, গবর্ণর জেনরল আগামী শীত কালে একটী প্রধান দরবার করিবার কল্পনা করিতেছেন। কোন স্থানে দরবারটী হইবে তাহারই চিন্তা করা হইতেছে। বোধ হয় সিমলায় হইতে পারে। আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগের এখন আর কি কাজ আছে, দরবারের আমোদ বিনা কিরূপে কাল কাটিবে?

গবর্ণর জেনরল এবং লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর বেহারের বিজ্ঞান সভার সংরক্ষকতা করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। আনন্দের বিষয়।

লেবল টাইমস বলেন, শিবসাগর বিভাগে গত বৎসর আফিমের মূল্য বৃদ্ধি করাতে উহার কাটতি কম হইয়াছে। তথায় এক্ষণে অল্পবয়স্ক বালকেরা আর বড় আফিম সেবন করেন না।

পিয়নিয়র বলেন, আংলোয়ার প্রদেশে অতিবৃষ্টি হইয়াছে। এবার কোন স্থানে অতিবৃষ্টি কোন স্থানে অনাবৃষ্টি।

পিয়নিয়র বলেন, গতকল্য টঙ্কেতে চারিজন কিটাসীদেশীয় বালকের (বানক) মস্তকে শিবদ্বার প্রাসাদের কিলের বিগত রাজার উপরে একটী মাটীর চাপ পড়িয়া উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

মফস্সলাইট বলেন, অতিবৃষ্টি নিবন্ধন গাগরের সেতুটী ভগ্ন হইয়াছে। আপাততঃ ট্রেণ চলিতেছে না।

গবর্ণর জেনরল সাহেব তুর্কিকে মহম্মদের আসমকাপ্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাম্রাজ্য তুর্কির সম্মানার্থ তত্রত্য পোলিটিকাল এজেণ্ট তোপধ্বনি করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন।

ডাকাইতদিগের যে দুই জন কয়েদি পলায়ন করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত ১০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহারা তথা হইতে ৬ ক্রোশ দূরবর্তী একটী পাহাড়মধ্যে ধৃত হইয়াছে।

গত জুন মাসের মধ্যে ১৪৮৩৬ লোক [illegible] দর্শনার্থ গমন করেন। এতদ্দেশীয়দের মধ্যে ১১৮৯৩ পুরুষ ও ১৩৩৬ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ২৮০ পুরুষ ও ৭০ স্ত্রীলোক গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ ৫৬৯ ব্যক্তি গমন করেন।

৪ঠা জুন আমীর শিরের আলি সেরদেদার হইতে একখানি পত্র পান, উহাতে সর্দ্দার মহম্মদ আসলম খাঁ ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমীরের উত্তর প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। জাকুব খাঁ এক পত্র দ্বারা পিতার নিকটে

কথা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, আমীর শান্তি বা যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ না করিলে তাঁহারা যেন কাবুলে অগ্রসর না হন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, ৩ ই জুলাই কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলা হইবে। ছাত্রদের বেতন ১ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অপরাহ্ণ ৬ হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। অভিভাবকের সম্মতি ব্যতিরেকে বালকগণকে ভরতি করা হইবে না। বাবু উমেশচাঁদ গোস্বামী ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা দিবেন। বাবু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তত্ত্বাবধান করিবেন। পটলডাঙ্গার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের বাটীতে বাবু ব্রজমোহন ভট্টাচার্য্যের নিকটে প্রবেশার্থিদিগকে আবেদন করিতে হইবে। এ সংবাদ শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম না। ইহা বিলাসিতার একটী মহান্ অঙ্গ তাহার সন্দেহ নাই।

২১ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, ব্রহ্মদেশের চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষার্থ সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজা দুই ব্যক্তিকে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুবাজারের ক্যাম্বেল কালেজের নিকটে শিক্ষার্থ আইসেন। একজন ইহা শিক্ষা করা কঠিন বিবেচনা করিয়া প্রস্থান করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছুদিন শিক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কবিরাজ ও বিদ্যা উভয়ের সংস্কৃত কথোপকথন দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

ডিউক অব আর্গাইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা অকর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন, ভূমির উপরে স্থানীয় কর স্থাপন দ্বারা উক্ত বন্দোবস্ত ভঙ্গ হইতেছে না। ষ্টেট সেক্রেটারি যে একথা বলিবেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানি, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, লার্ড সাহেবের সভাগণও স্থানীয় কর স্থাপন অন্যায় বলিয়া বোধ করেন নাই। এক্ষণে কমন্স সভার সভাগণ কি করেন বলা যায় না।

মিরাটগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মোস্তফার রাজা কোলাবে চিরকাল বাস করিবেন বলিয়া লিখিত কমীর প্রধান সেনাপতির অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন।

আগামী নবেম্বর মাসে গবর্নর জেনরল লক্ষ্ণৌএ এক দরবার করিবেন। গত এপ্রেল মাসে সেনাপতি সাহেবের পীড়া নিবন্ধন লক্ষ্ণৌএ দরবার হয় নাই। এই বার সেই দুঃখ নিবারিত হইবে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আলোয়ার, জয়পুর এবং ভরতপুরের পোলিটিকাল এজেন্ট স্থির করিয়াছেন, যত দিন না রাজ্য মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তত দিন আলোয়ারের মহারাজকে বারাণসীতে রাখা কর্তব্য।

মান্দালাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে গোপনে যে শুল্ক আদায় হইত, তাহার নিবারণ হইয়াছে। স্বাধীনভাবে সমুদায় দ্রব্যের বাণিজ্য চলিবে, এরূপ আজ্ঞা হইয়াছে।

২০

টাকার ভিন্নদেশীয় বাণিজ্য হয়। বৎসর অপেক্ষা অধিক টাকার বাণিজ্য হইয়াছে।

প্রোগ্রেস পাঠে অবগত হওয়া গেল, উড়িষ্যার বিশেষতঃ বালেশ্বর প্রদেশে বন্যা হইয়া ধান্যের চাস একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এবার দেশের পক্ষে বিষম ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে।

হিন্দু রিফর্মারের সহিত মিত্রোদয় সম্বাদ পত্রখানি একত্রিত হইয়াছে।

অক্ষয় কুমার দে নামক একজন কেরাণী মিউনিসিপালিটীর অনেক টাকা অপহরণ করায় কমিসনেরা বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, যে ... দেওয়া দিতে পারিবেন, তিনি ... পাইবেন।

... বার।

পাটনা ... সংবাদ আসিয়াছে, বাসমাবার ... সেসিয়ন জজের বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছেন। জজ এই বলিয়া মুক্তি দেন যে, তাঁহার অপরাধের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেল না। দীর্ঘকাল কারাগারে রাখিয়া বিচারের বিলম্ব করিয়া

দেশে অব্যাহতি দেওয়া বিচারের ... বড় বিড়ম্বনা।

প্রায় আড়াই বৎসর গত হইল, সাগরে যে বিস্তর বারিক গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, ইহার মধ্যেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফাটা উপস্থিত। অনেক স্থানে চিড় গিয়াছে। অধিকাংশ দিবার খুঁটি দ্বারা রক্ষা করা হইতেছে। দুই একটী স্থান এরূপ হইয়াছে যে ইঞ্জিনিয়র সাহেব সৈন্যদিগকে তথা হইতে স্থানান্তরিত করিতে বলিয়াছেন। গৃহগুলি এরূপে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল যে, তাহা অনায়াসে ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। উহাতে কিছুমাত্র মসলা দেওয়া হয় নাই। ইটগুলি কেবল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল মাত্র। এই বারিকগুলি নির্ম্মাণ করিতে গবর্ণমেণ্টের ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ধন্য পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ !!

পিয়নিয়র বলেন, পাতিয়ালার মহারাজ নিজব্যয়ে আপনার রাজ্যের যে যে ষ্টেশনে লয় স্থাপনের মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ চিকিৎসালয়ের কত ব্যয় পড়ে এবং তাহার কার্য্য প্রণালীই বা কিরূপ, রাজা ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। রাজার এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, লাহোরে এরূপ ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে যে, সম্প্রতি তত্রত্য সেণ্ট্রাল জেলের ৯ জনের সর্দ্দি গরমী হইয়াছিল; কিন্তু উহাদের একজনেরও মৃত্যু হয় নাই।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, কয়েদিদিগের সাহায্যার্থ মান্দ্রাজে ৭১১১ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। বোম্বাইয়ে ইহা অপেক্ষা অধিক টাকা উঠিয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ত্রিচিনপল্লির সৈন্যদিগের ওলাউঠা হইতেছে। অদ্যাপি এ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। ১৮ পল্টন হুসার দল কাণ্টনমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছে।

ইংলিসমান বলেন, কর্ণাটের আব্দুল খাঁর পুত্র আবদুল রহমান খাঁকে ... রাজা হইতে বলেন, তিনি

...মন গ্রহণ করিয়াছেন। সেখানকার ...আ পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ...কারারুদ্ধ করা হই- য়াছে। তাঁহার পুত্র পর্ব্বতে পলায়ন করি য়াছেন।

... জুন যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ...টাকা আয় করিয়াছে। প্রতি মাইলে ১৬০ টাকা আয় হয়।

উক্ত সপ্তাহে জব্বলপুর রেলওয়েতে ১৮ ...০০ টাকা আয় হইয়াছে। প্রতি মাইলে ৮০ টাকা আয় হয়।

দারজিলিঙ নিউস বলেন, সম্প্রতি বারো ...তের একজন মুসলমান স্ত্রীলোক একটী সন্তান প্রসব করে। উহার দুইখানি হস্ত, দুই খানি পা এবং ... চক্ষু হয়। বালকটী চারিদিন মাত্র জীবিত ছিল। ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধ রাবণ বলা যাইতে পারে।

১৩ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি লণ্ডন হইতে যে একটী সম্বাদ আসিয়াছে, তৎ শ্রবণে কলিকাতার প্রধান তম বিচারালয়ের জজ ও উকীলেরা বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন সন্দেহ নাই। লার্ড সভাতে লার্ড হেদারলী ভারতবর্ষের ও উপনি বেশের যে সকল আপীলের মকদ্দমা পড়িয়া আছে, সেগুলির নিষ্পত্তির নিমিত্ত এক অতি রিক্ত বিচারালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া যে বিল উপস্থিত করেন, উহা দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে। ইহাতে প্রস্তাব করা হই য়াছে, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ২ এবং কলিকা তার ১ এই চারিজন জজ প্রস্তাবিত ...তি রিক্ত বিচারালয়ে থাকিবেন। তিনি বলিয়া ছেন, কলিকাতার দুইজন উপযুক্ত জজ পা ওয়া কঠিন হইবে না। তাহা হইলে এখানে দুই জন জজের পদ শূন্য হইতেছে। যদি এরূপ হয়, কাহাকে এই পদে নিযুক্ত করা হইবে? আমাদিগের মতে এই দুটী পদ একজন ইউরোপীয় ও একজন এতদ্দে- শীয়কে দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয় বিচা রপতির দ্বারা যে কাজ উত্তম হইতেছে ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই নিমিত্ত লার্ড মেয়ো প্রধানতম বিচারালয়ের এতদ্দেশীয় বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করি বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মাণার্থ যে আইন হইয়াছে, মাশুল গ্রহণ করা হইবে উহাতে এই স্থির হইয়াছে। এক মণ দ্রব্যে দুই পাই (১২ পাইয়ে আনা) এবং প্রত্যেক আরোহীর নিকট হইতে ৩ পাই মাশুল গ্রহণ করা হইবে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আব শ্যক বোধ করিলে মাশুল কমাইতে পারি বেন।

পাঞ্জাবে যে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়া- ছিল, এক্ষণে তাহার হ্রাস হইয়াছে।

২৭ এ মে যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ২১৬ লোকের মৃত্যু হয়।

উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার অষ্টম সাম্বৎ সরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হই- য়াছে; ... এক কালীন দানেও পূর্ব্বা পেক্ষা অধিক টাকা উঠিয়াছে। সভা প্রতি বৎসর ... ৮টী স্কুলের ...দিগকে পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র দিগকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। ইহাতে যে ব্যয় হয়, তাহার কিয়দংশ সভা ও অবশিষ্ট অংশ গবর্ণমেণ্ট দিয়া থাকেন। উক্ত সভা বৃথা আড়ম্বর না করিয়া যথার্থ কাজ করিতে ছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদ পাইয়াছেন, বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একটী অর্দ্ধ প্রতি মূর্ত্তি লণ্ডনের প্রদর্শনে প্রেরিত হইয়াছে। উহা এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মীয় আলবার্ট হলের সাজা ইতেছে।

বিক্রমপুরহিতৈষিণীতে ৫ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাঁরা কৌলীন্য মর্য্যাদার অনাদর করিয়া আপনাদিগের কন্যা গণের বিবাহ দিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার এইরূপ দৃষ্টান্ত সকল সংগ্রহ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করা উচিত। তাহা হইলে সকলে বুঝিতে পারেন, ক্রমে কৌলীন্য রীতির প্রাদুর্ভাব কমিতেছে কি না।

...প্রকাশ লিখিয়াছেন তত্রত্য জজ আদালতের একজন আমলা বিচারালয়ে এরূপ নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যান যে, তাহাতে অন্যান্য লোক কাজ করিতে পারেন না। বিচারপতি ও জাগিয়া থাকেন?

গত ২ রা এপ্রেলে লণ্ডনের লোক সংখ্যা করিয়া ৩২৫১১০৪ লোক স্থির করা হইয়াছে।

৫৭ বৎসরের পর চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া যে নিয়ম হয়, বোম্বাইর ছোট আদালতের বিশাল জজ মানকজী কারসটজী ... নিয়ম হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

১৪ এ আষাঢ় শুক্রবার।

হিন্দু হিতৈষিণী আক্ষেপ করিয়াছেন, চিঠিতে ডাকঘরে যে মোহর করা হয়, সেগুলি স্পষ্ট হয় না বলিয়া উহার তারিখ বুঝা যায় না। অক্ষরগুলি বুঝা যায়, এরূপ মোহর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পাটুিক এবিঞ্জন নামক যে সৈন্য আলি গড়ের সাধারণ রাস্তায় টুকক নামক একজন এতদ্দেশীয়কে বধ করে, বোম্বা... প্রধান ... রপতি তাহার ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়া- ছেন।

গত সপ্তাহের যুদ্ধে পারিসের যত বাটী নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য ৮০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক এবং যত বাণিজ্য দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে তাহার মূল্য ৬০০ ফ্রাঙ্ক। উভয় পক্ষের কত লোক হতাহত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ সংবাদ আইসে নাই।

দিল্লীতে এরূপ দস্যুভয় হইয়াছে যে, অধিবাসীরা একাকী ভয়ে গৃহের বাহির হয় না। তত্রত্য সংবাদ পত্র সম্পাদক লিখিয়া- ছেন, এক্ষণে তথায় যেরূপ চুরি ডাকাইতি ও হত্যাদি হইতেছে, ইংরাজদিগের ভারত বর্ষ গ্রহণ অবধি এরূপ হয় নাই। দস্যুরা অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। এমন দিন নাই যে, প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া ডাকাইতি বা হত্যার সংবাদ পাওয়া না যায়। ক্রিটিক্ পেট্রিক সাহেব অল্প দিন মাত্র তথায় থাকিয়া সামান্য অপরাধেও গুরুদণ্ড বিধান দ্বারা অনেকাংশে উহার নিবারণ করিয়াছিলেন। অল্প দণ্ড বিধানই যে দস্যুদিগের সাহস ও প্রশ্রয় বৃদ্ধির কারণ ... সংশয় নাই।

ঢাকা প্রকাশ তত্রত্য মিউনিসিপাল কমিটীর কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, কোন মিউনিসিপালিটিকে উক্ত কমিটীর অধীন করা না। ইহাতে এতদ্দেশীয়দিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া অনুচিত। অন্ততঃ একজন এতদ্দেশীয়কে মিউনিসিপাল কমিটীর ম্যানেজার করা এবং যাঁহারা মিউনিসিপাল কর প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে সভ্য মনোনীত করা কর্ত্তব্য।

পিয়নিয়র বলেন, জুন মাসের গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া আলাহাবাদে জল প্লাবন হইয়া গিয়াছে। গত ১২ বৎসরের মধ্যে গঙ্গার জল কখন এত বৃদ্ধি হয় নাই।

গত মে মাস অবধি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। উক্ত মাসের মধ্যে তথায় সমুদায়ে ১০১১৬ জনের বসন্তে মৃত্যু হয়। এক মীরাটেতেই ২৪৩০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তথায় শীঘ্র শীঘ্র গোবীজের টীকা দিবার রীতি প্রবর্ত্তন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

২৯ এ আষাঢ় শনিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, অযোধ্যার চীফ কমিশনরের পদ শীঘ্র উঠিয়া যাইবে।

গত বৎসরের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান বর্ষের জুন মাসে কলিকাতায় ২১০৩৭২৯ অধিক টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। কষ্টম হাউসে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৬১১৬২ টাকা অধিক শুল্ক আদায় হইয়াছে।

ডবলিউ জনষ্টন সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেজিষ্টারি বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনরল হইয়াছেন।

সাহরণপুর গেজেট বলেন, সম্প্রতি রুড়কির একটী মাগাজিনে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ১৫০০০ টাকা মূল্যের পাথরিয়া কয়লা পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। সমুদায়ে ৩৫০০০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ২৫ জন ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী, অগ্নি কিরূপে লাগিল তাহার কারণ অনুসন্ধানার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অমৃতসরের হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের নিয়তই বিবাদ হইতেছে। সে দিন একজন মুসলমান একজন হিন্দুর দোকানে কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে যায়। কথায় কথায় বিবাদ হওয়াতে কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান একত্রিত হইয়া দাঙ্গা হয়। তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। তিনি ১৪ জন হিন্দুর কারাবাস ও জরিমানার আজ্ঞা দিয়াছেন।

আগামী বৎসরে লুসাইদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নানা কল্পনা হইতেছে। কিন্তু লার্ড নেপিয়র যেরূপ বলেন, তাহাই করা হইবে স্থির হইয়াছে। ইহাতে ১০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

আলীগড়ের ইমরাতপুরে সম্প্রতি যে ডাক লুট হয়, তন্নিমিত্ত নিয়ম হইয়াছে, ছয় মাসের জন্য মাসিক ৩৭ টাকা ব্যয়ে তথায় অতিরিক্ত একজন প্রধান ও চারি জন কনষ্টেবল রাখা হইবে। দণ্ড স্বরূপ ঐ গ্রামের অধিবাসিদিগকে ঐ ব্যয় দিতে হইবে।

গুজরাট মিত্র বলেন, মলহর রাও গুইকুমারের গর্ভবতী রাণী কন্যা প্রসব করেন এই উদ্দেশে প্রত্যহ নর্ম্মদা নদীর তীরে ৫।৭ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছেন। গণকদিগকে বহু অর্থ দেওয়া হইতেছে। যিনি আসিয়া বলিতেছেন, রাণী কখনই পুত্র সন্তান প্রসব করিবেন না, তিনিই যথেষ্ট অর্থ পাইতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বলেন, বাহ্‌ এক প্রকার নয়, উদরপরায়ণ প্রকার।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জুন—সিংহলের গবর্ণর সর হার্কিউলিস রবিন্সনের পদে গ্রিগরি সাহেব নিযুক্ত হইতেছেন।

গত রাত্রিতে লার্ড সভাতে লার্ড কেয়ার্নস ভারতবর্ষীয় ও উপনিবেশের যে সকল মকদ্দমা প্রিবি কৌন্সিলে পড়িয়া আছে, উহার নিষ্পত্তির নিমিত্ত আর একটী বিচারালয় স্থাপনার্থ আইনের পাণ্ডুলেখ্যের দ্বিতীয়বার পাঠ নিমিত্ত এবং বোম্বাই মাদ্রাজ হইতে দুই জন ও কলিকাতা হইতে দুই জন, এই চারি জন জজ নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন।

লার্ড ওয়েষ্টবেরি বিবেচনা করেন, এক্ষণে যে কয়েকজন জজ আছেন, তাঁহাদের দ্বারাই ভারতবর্ষের আপীলের যে সকল মকদ্দমা পড়িয়া আছে, তাহার নিষ্পত্তি হইতে পারিবে। কিন্তু লার্ড রোমিলি বলিয়াছেন, কলিকাতার বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

লার্ড কেয়ার্নস বলিয়াছেন, উপযুক্ত আবশ্যকীয় জজ পাওয়া কঠিন হইবে না। অবশেষে ২০ এর উক্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য দ্বিতীয় বার পঠিত হইল।

লণ্ডন ১ লা জুলাই—ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটী সর আণ্ড্রু কাসেল সাহেবের জবানবন্দী লইয়াছেন। কাসেল সাহেব বলিয়াছেন, আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক উঠিয়া যায় এবং ভূমির উপরে শতকরা ১০ টাকা করিয়া কর বৃদ্ধি হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত।

উইলিয়ম সেটনকার সাহেব অহিফেনের বাজেটের অবস্থা মন্দ বিবেচনা করিয়া চীন দেশে ইহার কিরূপ হ্রাস হইতেছে, তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

পারস্যের মধ্য দিয়া ইণ্ডো ইউরোপীয় টেলিগ্রাফের বিষয়ে মেজর চাম্পেনের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, গত চারি বৎসর পর্য্যন্ত ইহাতে কেবল ক্ষতিই হইতেছে। তিনি অনুমান করেন, পরিশেষে এই কার্য্য পুষ্ট হইয়া লাভ হইবে।

লণ্ডন ২ রা জুলাই—লার্ড হবেল বিভেনের যুদ্ধ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনাপতি মাণ্টমরী সেণ্ট হেলেনের গবর্ণর হইয়াছেন।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সীতাপুর সব ডিবিজনের অন্তর্গত বেলগ্রাম কুঠীর ১০০ মন অহিফেন নৌকায় আসিতেছিল। ২৪ এ জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জঙ্গুনিয়া গ্রামের (গাজিপুর হইতে ১০ মাইল) দুই ক্রোশ অন্তরে গঙ্গায় ঐ অহিফেনপূর্ণ নৌকাখানি জলমগ্ন হইয়াছে। এই সংবাদ এখানে পঁহুছিবা মাত্র অহিফেন এজেন্ট রিচার্ডসন সাহেব তাঁহার এক জন সহকারীকে কতকগুলি মজুর ও ডুবারির সঙ্গে দিয়া জলমগ্ন অহিফেন উঠাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। তিনি এ পর্য্যন্ত

কিছুই [illegible] নাই। রেলওয়ে থাকিতে এই সকল [illegible] দ্রব্য নৌকাযোগে [illegible] কর্তৃক। ঐ ১০০ মণ অহি[ফেন] [illegible] বিক্রয় করিলে প্রায় [illegible] টাকা হইত। গবর্ণমেণ্টের ঐ [illegible] হইয়াছে। শুনিতেছি নৌকাতে [illegible] লোক ছিল। এখানে তন্মধ্যে দুই জন [illegible] আসিয়াছে। অবশিষ্ট ৭ জনের [illegible] কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

[illegible] অহিফেনের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে [illegible] কাশী অঞ্চলের অহিফেন [illegible] কয়েক বৎসর অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে। শিলাবৃষ্টি ও এক প্রকার [illegible] উহার অন্যতর কারণ। ৫। ৭ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] টাকা সের হিসাবে আসামীদিগকে অহি[ফেনের] দাদন দেওয়া হইত, এবং [illegible] লোক দাদন গ্রহণ করিত। সুতরাং অহিফেনও অধিক হইত, কিন্তু কয়েক [বৎসর] হইল ৫ টাকা হইতে ৪॥ টাকা সের [illegible] হয়। সুতরাং ক্রমশঃ অহিফেনের আবাদ কম হইতে লাগিল। এদিকে দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন পারস্য দেশে অহিফেনের চাস প্রায় বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তজ্জন্য তদ্দেশীয় অহিফেনের মূল্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সময় অধিক পরিমাণে অহিফেন প্রস্তুত না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আক্ষেপ করিয়াছেন। রেবেনিউ বোর্ড পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া আসামীদিগকে ৬ টাকা সের দিতে [illegible]। এটী বিবেচনার কার্য্য হই[য়াছে] [illegible] প্রাণপণ পরিশ্রম করি[য়া] [illegible] প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে [illegible] টাকা দিয়া [illegible]। ৪॥ টাকার সের [illegible] লাভ গ্রহণ করা [illegible] নহে। যাহা হউক, আসামীদিগকে [illegible] সের করা বৃদ্ধি করিয়া [illegible] টাকা দিলে অনেক [illegible] এবং তদ্দ্বারা অহিফেনের [illegible] থাকিবে।

রেবেনিউ বোর্ডের মেম্বর [illegible] সাহেব এখানকার অহিফেন বিভাগ দেখিতে আসি[বেন] এমন সংবাদ আসিয়াছে। সম্প্রতি দুই বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আবকেরি বিভাগ ইহার সহিত একত্রিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বেহার ও কাশীর অহিফেন বিভাগ একত্রিত করিলে কার্য্য চলিতে পারিবে কি না? এক্ষণে দুই প্রদেশে (বেহার ও বারাণসী) দুই জন এজেণ্ট আছেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের মাসিক বেতন ৩০০০ টাকা। ইঁহাদিগের অধীনে বহু সংখ্য ইউরোপীয় সহকারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের বেতন ৭০ টাকা হইতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত। যথার্থ উপযুক্ত পরিশ্রমী ও কার্য্যদক্ষ একজন এজেণ্ট থাকিলে অনায়াসে দুই স্থানের কার্য্য চলিতে পারিবে, কারণ রেলওয়ে দ্বারা গাজিপুর হইতে পাটনায় ৫।৬ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। এখানে এক জন উপযুক্ত প্রধান সহকারী (প্রিন্সিপাল আসিষ্টাণ্ট) রাখিয়া বেহারে সদর করিলে অনায়াসে একজন এজেণ্টের দ্বারা চলিতে পারে। সুতরাং আর একজন এজেণ্ট রাখিবার আবশ্যক থাকে না। তাহা হইলে মাসে ৩০০০ টাকা অর্থাৎ প্রতি বৎসরে গবর্ণমেণ্টের ৩৬০০০ টাকা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি অকর্ম্মণ্য বিলাসপ্রিয় ইউরোপীয় সহকারী আছেন। তাঁহাদের সংখ্যা কমাইলে প্রায় ১২০০০ টাকা বাঁচে। সমুদায়ে প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের ৫০,০০০ টাকা লাভ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিভাগে যেমন লাভ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি কতকগুলি ব্যয়ও আছে। যে কার্য্য তিন জনের দ্বারা হইতে পারে, তাহার জন্য সাত জন নিযুক্ত আছেন। এ সকল বিষয়ে লার্ড মেয়োর দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। কেবল পাঁচ টাকা বেতনভোগী মজুরী ও মুহুরী (যাহাদের কলমে অল্প ব্যয় হয়) লোক লইয়া টানা টানি করিলে কি হইবে?

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;

অত্রত্য মুন্সেফি বিচারালয়ে এ কয়েক দিবস মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক জন ধরনংগ্রাহক কন্যায়রূপে তদুচ্চ [illegible] করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই বলিয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে যে, অভিপুরুষের সহিত পূর্ব্ব সংগৃহীত কর পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কি না? বহু ব্যবহারজীবগণ এবিষয়ে অনেক প্রকার সূক্ষ্ম তর্ক উপস্থিত করিতেছেন। দেখা যাউক, মুন্সেফ বাবু কিরূপ বিচার করেন।

ক্রমাগত দশ দিন সূর্য্যের মুখ দর্শন দুর্লভ হইয়াছে। এরূপ বর্ষা প্রায় দেখা যায় নাই। কৃষকগণ নিতান্ত চিন্তিত, ক্ষেত্র সকল জলে পরিপূর্ণ। কৃষি কার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত, অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমির ত কথাই নাই। উক্ত ভূমিতে সুচারুরূপে বীজ রোপণ কঠিন হইয়াছে। কৃষিই এদেশের লোকের অবলম্বন, সুতরাং কৃষির অবনতি দ্বারা বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

ইতিপূর্ব্বে পাঁশকুড়ার সব ইনস্পেক্টরের অত্যাচার ঘটিত যে মকদ্দমার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল, গত কল্য তাহার নিম্নলিখিতরূপ বিচারফল অবগত হওয়া গিয়াছে। সব ইনস্পেক্টর ও হেডকনষ্টেবলের নামে তিনটী অভিযোগ উপস্থিত হয়। এক বিষয়ে সব ইনস্পেক্টর মুক্ত ও ৩ জন কনষ্টেবল সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে। ৩৮৪ ধারার মকদ্দমায় সব ইনস্পেক্টরের ৪ মাসের জন্য কারাবাস ও ১।০ টাকা অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। জরিমানা না দিলে ১ মাস কারাবাস হইবে। হেড কনষ্টেবল পলায়ন করিয়াছে। শুনিতেছি এবিষয়েরই আপীল হইয়াছে।

অল্পদিন হইল জর্জ কাম্বেল সাহেব রেজিষ্টরি বিভাগের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করাতে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে একটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। মফস্বলের পেন্সনভোগী ব্যক্তিদিগকে সব রেজিষ্ট্রার না করিয়া সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগকে এই পদ দিলে কার্য্য ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, অল্প বেতনেও কাজ হইবে। প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারিবে। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ মফস্বলের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের হস্তে ডাকঘর বিভাগের ভার

অর্পণ দ্বারা আপনাদিগের কার্য্য সাধন এবং অল্প বেতনভোগী শিক্ষকদিগের উপকার করিয়াছেন, ইহাতেও তদনুরূপ ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতিরেকে সচ্চরিত্র কার্য্যক্ষম শিক্ষকবর্গ যে সুচারুরূপে এই কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অধিকাংশ সাহায্যকৃত বিদ্যালয় মফস্বলে স্থাপিত। তথাকার শিক্ষকদিগের আর কোন প্রকার উন্নতির আশাও নাই, সুতরাং ইহাতে সকল দিক রক্ষা হইবে।

১ রা জুলাই
১৮৭১

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

বীরভূমের যে ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টার আপন আফিস গৃহে অগ্নিসংযোগ অপরাধে সেসিয়নে অর্পিত হয়েন, তাঁহার ৭ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

সে দিন বনহাটী আইন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে প্রায় যাবতীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এখানকার শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

[illegible] দুঃখিত হইলাম, ভাগলপুর ডিবিজনের ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার শ্রীধর বাবু [illegible] হইয়াছেন। শ্রীধর [illegible] লোক, তাঁহার উদ্যম অবস্থা [illegible] তীয় লোক আর পর নাই দুঃখিত [illegible]ছেন। আমরাও আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতেছি, কর্তৃপক্ষ তাঁহার এ অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু বীরভূমের উন্নতি বিষয়ে প্রায়ই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা অনুনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি বীরভূমের গাইড স্কুলের ছাত্রদিগকে কোন রূপ পুরস্কার দান করুন। আমাদের অভিপ্রায় এই, [illegible]

শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে, তাহাকে সুবর্ণের মেডাল অথবা এককালে কিছু টাকা দিন।

আক্ষরার মুন্সেফের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এই চৌকীতে আজি প্রায় ৯ বৎসর রহিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা কর্তৃপক্ষের বিবেচ্য হইয়াছে।

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—

আজি কালি আপনারা সর্ব্বত্র অত্যাচারে বিব্রত হইতেছেন, আমরা এখানে গ্রীষ্মের দারুণ শাসনে আর পর নাই কষ্ট পাইতেছি। এক মাসের অধিক হইল এখানে কয়েক বিন্দু বারি পতিত হইয়াছিল মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণে বারি বর্ষণ না হইলে এখানকার লোকের কষ্টের সীমা থাকিবে না। এরূপ দেশে খালের বন্দোবস্ত না থাকিলে যে কত কষ্ট হইত তাহা এ সময়ে বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

এবারেও সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ের কার্য আরম্ভ হইল না, এখানকার সুপরিন্টেণ্ডিং [illegible] গিরিশিখরে সুখভোগ করিতে না গিয়া তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত এক্জিকিউটিব ও আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতিকে লইয়া মুলতানেই এষ্টিমেট ও নক্সা প্রস্তুত করিতেছেন। সুপরিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র এক জন যথার্থ উপযুক্ত লোক। ইনি পূর্ব্বে এলাহাবাদস্থ যমুনা[illegible] অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি যেরূপ [illegible] [illegible] সহকারে কার্য্য করিতেছেন, [illegible] [illegible]টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র বোধ হ[illegible] [illegible] না। এখানকার রেলওয়ে কার্য্যভার ইহাঁর হস্তে দেওয়াতে বোধ হইতেছে কার্য্যগুলি সুসম্পাদিত হইবে। আ[illegible] ষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর হইতে আসিয়া আপাততঃ এখানে অবস্থিতি করিতেছেন। পূর্ব্বে আ[illegible] ষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু ভুবনমোহন বসু মহাশয়ের সচ্চরিত্রতার ও অমায়িকতার বিষয় লিখিয়াছিলাম, এখন রাজকৃষ্ণ বাবুর গুণের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। রাজকৃষ্ণ বাবু একজন উপযুক্ত সচ্চরিত্র উপাসনাপরায়ণ ব্রাহ্ম। নৈমিত্তিক ভুবন বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি শিক্ষিত যুবকগণের ন্যায় সত্ত লোক পঞ্জাবে আসিবেন, ততই বঙ্গের জ্যোতিঃ সর্ব্বতোভাবে দেদীপ্যমান হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও মহেন্দ্রনাথ বসু লক্ষ্ণৌ হইতে পঞ্জাবে আসিয়াছেন। এখানকার ব্রাহ্মগণের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে বৎসরের মধ্যে প্রচারক মহোদয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এক একবার আসেন, তবে আমাদিগের উপকার হয়।

ডেরাগাজী খাঁর যে এক্জিকিউটিব কর্ম্মচারী পঞ্জাবের প্রধান আদালতের বিচারে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ সব ওবরসিয়ারও বোধ হয় কর্ম্মচ্যুত হইবে। আজি কালি পবলিকওয়ার্ক বিভাগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। সে দিন এলাহাবাদের কামানের কারখানা সংক্রান্ত ঘটনায় কত লোক কর্ম্মচ্যুত এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়র পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইলেন। কমিসরিএট বিভাগের প্রতিও গবর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন পেশোয়ারের গোমস্তাকে দণ্ড দিয়া তত্রস্থ কমিসরিএট আফিসরকে বিলাত করে আনাইয়া বিচার হইতেছে। পেশোয়ারে চারি পাঁচ জন ডিপুটি আফিসর বিসর্জ্জন প্রভৃতি পেয়াছেন। সম্প্রতি রাউলপিণ্ডিতে কোর্টমার্শাল বিচার হইতেছে কি হয় বলা যায় না।

২৪ এ জুন }
১৮৭১ }

প্রেরিত।

মান্য শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অত্র জজকোর্টের বিচারাধীনস্থ অর্থ পাড়া নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ম[illegible] রমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয় যত্নে বিক্রমপুরী নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং [illegible] প্রার্থনা

সাদের উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয় স্বয়ং সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন।

এই সভার গত অধিবেশন ১০ ই আষাঢ় শুক্রবার অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঁশবেড়িয়া, চন্দ্রপাশা ও তারপাশা সমাজস্থ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ঘটক, কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশজ প্রভৃতি প্রায় দুই শত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

প্রথমতঃ সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর কৌলীন্য মেল বন্ধন ও কন্যাপণ নিবন্ধন এতদ্দেশের যে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে এবং এই ঘৃণিত প্রথা হয় যে যথাবিধি শাস্ত্রের নিতান্ত অবিহিত কার্য্য, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনখানি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহার পরে উপস্থিত সভ্যগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনেক বাদানুবাদের পর একবাক্য হইয়া কন্যা বিক্রয় প্রথা নিবারণার্থ সমুৎসুক হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন "যাহারা কন্যা অর্থ দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করিয়া পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিবে, সমাজ দ্বারা তাহাদিগের যত দূর শাসন হইতে পারে তাহা করিতে অদ্য হইতে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প হইলাম।"

দ্বিতীয়তঃ অবৈধ বহুবিবাহ নিবারণ করা উচিত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিলেন, কিন্তু কুলীন সম্প্রদায়ের কাহারও মত ইহাতে মত দিলেন না। সুতরাং এই বিষয়ের শেষ মীমাংসা সভার আর এক অধিবেশনে হইবে স্থির হইল।

সভার অধিবেশনের দিন এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট রহিল না। সভ্যগণ যখন প্রয়োজন বোধ করিবেন, তখনই এ সভার অধিবেশন হইতে পারিবে। সভা বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভার সহিত কার্য্য সম্বন্ধে এই দক্ষিণ সভার সহিত সর্ব্বদা যোগ রাখিবেন। এক্ষণে আশা করা যাইতেছে যে, বিক্রমপুর তারপাশাস্থ জমীদারগণ স্ব স্ব দৃঢ় প্রকাশ করিয়া একতঃ সহকারে কায় মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে, পরিণামে এই মাতৃ ভূমি বঙ্গভূমির ভূয়সী উন্নতি সংসাধিত হইতে পারিবে। উপসংহার কালে জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই, আমাদের সভাপতি মহাশয় যে হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত হইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হউক।

কালীপাড়া হিতকরী সভা
২৮ এ জুন ১৮৭১। } কস্যচিৎ

মহাশয়! এক্ষণে মাতৃভাষার হিতৈষী অনেক মহোদয় মাতৃভাষার উন্নতি বিধানার্থ উপযুক্ত লেখকদিগকে পুরস্কার দিতেছেন। এটী যথার্থ স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ সন্দেহ নাই। অনেকে প্রকাশ্য পত্রিকায় অভিপ্রেত বিষয় প্রকাশ করিয়া পুরস্কার দান স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিজ্ঞাপনে প্রায়ই একটী ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। এটী কেবল বিজ্ঞাপনদাতৃগণের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধনই সম্পাদিত হয়। সাধারণ প্রতিযোগিতা লভ্য পুরস্কারের রচনার নিমিত্ত যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে, তাঁহাতে রচনা দানের শেষ দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে না। ইহাতে অনেক লেখক রচনা সম্পন্ন করিয়াও যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে পারেন না। দেখুন, একজন একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লেখার নিমিত্ত পুরস্কার দান স্বীকার করিয়া কোন সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন, বিজ্ঞাপনে প্রস্তাব দানের শেষ দিন নির্দ্ধারিত রহিল না। কোন দূরবর্ত্তী স্থানের লেখকের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখিতে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল। তাহার পর প্রস্তাবটী লিখিতে ও যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে কয়েক দিন গেল। এদিগে সমীপবর্ত্তী স্থানের লেখকগণ দুই এক দিনের মধ্যেই প্রস্তাবটী সম্পূর্ণ করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন, পরীক্ষকগণও শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তাবগুলির উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিয়া পুরস্কার দান করিলেন। হতভাগা দূরবর্ত্তী লেখকের কেবল পরিশ্রমই সার হইল!! এরূপ ঘটনার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। বিজ্ঞাপনে প্রস্তাব দানের দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিলে লেখকগণ সময় বুঝিয়া লিখিতে পারিবেন। ইহাতে উঁহাদিগের কোন ক্ষোভ থাকিবে না। প্রস্তাব লিখিতে লিখিতে যদি এদিগে পুরস্কার বিতরিত হয়, তাহা হইলে ক্ষোভের ইয়ত্তা থাকে না। সেদিন চন্দ্রদীপের অন্তর্গত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু মদন লাল রায় মহাশয় উক্তরূপ একটী অসম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এই পুরস্কার তাড়াতাড়ি বিতরিত হওয়াতে দূরবর্ত্তী স্থানের লেখকগণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বিষ্ণুমেলা সর্ব্বোক্তার সভার বিজ্ঞাপনেও অনেকানেক প্রস্তাব দানের দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে না। এটী নিতান্ত অন্যায়। যে পুরস্কার সাধারণ প্রতিযোগিতা লভ্য, তাহার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিবার নিমিত্ত সাধারণের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। বিজ্ঞাপনে প্রস্তাব দানের দিন নিরূপিত থাকিলেই সেই সুবিধা হইবে। ভরসা করি, পুরস্কারদাতৃগণ এদিকে সবিশেষ মনোযোগ বিধান করিয়া বিজ্ঞাপন দিবেন।

বিষ্ণুকাঠৈল
আষাঢ় ১২৭৮ } কস্যচিৎ।

সবিনয় নিবেদন মিদং,—

গবর্ণমেণ্ট যৎকালে সব ডিবিজন স্থাপনের প্রথা করেন, তৎকালে সর্ব্বস্থানের প্রজার সুবিধা হয় এবং যাহাতে প্রজাগণ সহজে বিচার লাভে সুখিত হয় তদর্থ পৃথক পৃথক এলেকা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহার মধ্যস্থলে সব ডিবিজন স্থাপিত হয়, কিন্তু এ অঞ্চলে তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। বর্ত্তমান মহকুমা এলাকার পূর্ব্ব সীমা ভবানীগঞ্জ নামক স্থানে থাকাতে পশ্চিম অঞ্চলীয় প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা নাই। তাহারা পুনঃ পুনঃ আপনাদিগের কষ্টের বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া কয়েক বৎসর হইল ভবানীগঞ্জের মহকুমা ও বাদিয়াখালির মুন্সেফী চৌকী উঠাইয়া এলাকার মধ্যস্থলে কোন উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করি

বার জন্য প্রার্থনা পাইতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত যে কেন তাহা হইতেছে না বলিতে পারি না। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট ভবানীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও বাদিয়াখালির মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভবানীগঞ্জে মুন্সেফের এবং বাদিয়াখালিতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছারী করিবার ভাল স্থান আছে কি না? তাঁহারা উভয়েই স্থান আছে বলিয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় ভবানীগঞ্জের আমলা ও মোক্তারগণের অনুরোধ ক্রমে ভবানীগঞ্জেই দুটী কাছারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা বিধান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে প্রজা সাধারণের সুবিধা হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এলাকার মধ্য স্থলে সব ডিবিজন ও মুন্সেফী চৌকী স্থাপন করিয়া এতন্নকলীর(?) প্রজাগণের মহোপকার সাধন করুন। আমরা এলাকার অনেক অংশ স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছি, আমাদের মতে বাঙ্গালী(?) নদীর উপরে কোন স্থানে উহা করিলে ভাল হয়। আর যদি গবর্ণমেণ্ট উভয় আফিস উঠাইয়া পৃথক স্থানে স্থাপন করা ব্যয় বাহুল্য মনে করেন, তবে নিতান্ত পক্ষে বাদিয়াখালিতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছারী আনিলেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রজা সাধারণের সুবিধা হইতে পারে, কারণ ঐ স্থান এলাকার পূর্ব্ব সীমা ভবানীগঞ্জ হইতে ৩ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। আর ব্যক্তি বিশেষকে মনজুমার(?) স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিবারই বা প্রয়োজন কি? জেলার ম্যাপ দর্শন করিয়া এলাকার কেন্দ্রস্থান নিরূপণ করিয়া তথায় উভয় আফিস স্থাপন করিলেই সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

কৃষকেরা যে কত কষ্টে শস্য উৎপাদন করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা রৌদ্র ও বৃষ্টির অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সমস্ত দিন ক্ষেত্রের কার্য্য করিবে, আর আমরা গরু প্রভৃতি ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সেই শ্রমজাত শস্যাদি নষ্ট করিব, এটী যার পর নাই অন্যায়। পাউণ্ড থাকিলেই এই অনর্থ ঘটে। আমরা রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করি, তিনি মনোযোগী হইয়া এখানে একটী পাউণ্ড স্থাপন করিয়া কৃষকদিগের উপকার সাধন করুন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আয়ও হইবে। অত্রত্য ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের প্রতি উহার ভার অর্পণ করিলেই অল্প ব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে।

অত্রত্য নাজির মহাশয়ের বিষয়ে কেমন কেমন শুনা যাইতেছে। নাজির মহাশয় নুতন লোক, এই বেলা সতর্ক হউন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহযোগীর বিষয় চিন্তা করিয়া কার্য্য করুন। অন্যথা প্রকৃত দর্শী মুন্সেফ কখনই তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইবেন না।

১১ ই আষাঢ় }
বাদিয়াখালি } শ্রীঃ
১২৯৮ }

মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল ইনসুর(?) প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ গুরুতর পরিশ্রম সহকারে অত্রত্য আদালতের কার্য্যভার বহন করিতেছেন। বিচার কার্য্যে ইহাঁর যেরূপ নিপুণতা আছে, রঙ্গপুর জিলার মধ্যে অপর কোন মুন্সেফেরই সেরূপ লক্ষিত হয় না। এই জন্যই কাউল, কর্ণেল ও লিবেন(?) প্রভৃতি রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব জজ মহোদয়েরা ইহাঁর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। শুনিতে পাইলাম, রঙ্গপুরের বর্ত্তমান জজ শ্রীযুক্ত এ, বি, কেলকম মহোদয়ও বাৎসরিক রিপোর্টে প্রশংসিত মুন্সেফ মহাশয়কেই এ জিলার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া প্রকৃত গুণের পুরস্কার বাসনায় ইহাঁর উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর পদোন্নতি করিয়া দিয়া যথার্থ গুণের পুরস্কার করিবেন।

বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায় আপন কার্য্য ও ব্যবহার গুণে যেরূপ প্রদেশীয় লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও সেইরূপ দিন দিন সকলের প্রীতিভাজন হইতেছেন। [illegible] হাতে কি শিক্ষক কি ছাত্র কি স্থানীয় লোক সকলেই প্রীত হইয়াছেন।

বাদিয়াখালি }
১৬ ই আষাঢ় } শ্রীঃ—
১২৯৮ সাল }

দিনাজপুরের রাজ্ঞী শ্রীমতী শ্যাম-মোহিনী দীনগণের ক্লেশ নিবারণ জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনেক লোকের কষ্ট নিবারিত হইতেছে। গত মার্চ্চ মাসে শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব ডাক্তারখানা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তৎপরে বাঁশপাড়া(?)র ডেপুটি ইনস্পেক্টর এখানে আসিয়া উক্ত চিকিৎসালয় দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেবের পরামর্শে, রাজধানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয়ের যথোচিত যত্নে এবং উক্ত চিকিৎসালয়ের নেটিব ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিশ্রমে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। তাহাতে দশ জন ধাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। গত ১৫ এ জুন এখানকার মাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জ্জন, বাবু রাধাগোবিন্দ রায় এবং আর ৫। ৭ জন ভদ্রলোক উক্ত ধাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে ৫ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। ক্ষেত্রমোহন বাবু উক্ত ধাত্রীদিগকে মাসিক ৫ টাকা খোরাকী দিবেন স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া ডাক্তার বাবু তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

দিনাজপুর }
২৭ এ জুন } [illegible]
১৮৯১ }

এখানকার কালেক্টরীর ১৬০০ টাকার ষ্টাম্প কাগজের গোলযোগ হইয়াছে। বাঞ্ছা লাল নামক একজন কর্ম্মচারীর অধীনে কাগজ ছিল এবং তিনি প্রায় ঐ কাগজ বিক্রয় করিতেন। যে সকল বিক্রীত কাগজ লিখিতে নষ্ট হইত, তাহা ফেরত আসিলে কমিসনর সাহেবের আদেশ লইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট কাগজের মূল্য ফিরিয়া দিতে হয়, কিন্তু এই ব্যক্তি সেই নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। কনট্রোলার

জেনরল সাহেব ষ্টাম্প কাগজের হিসাবের জমা মিডাপিডি করাতে সমস্ত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ষ্টাম্প কাগজের হিসাব সম্বন্ধীয় কাগজপত্রের কোন শৃঙ্খলা নাই, সমস্তই গোলযোগপূর্ণ। কালেক্টর সাহেব সাণ্ডালদের বাটীতে খানা তল্লাসি করাতে অনেকগুলি নূতন নষ্ট ষ্টাম্প এবং কতকগুলি সরকারী কাগজ পাওয়া গিয়াছে। কালেক্টর সাহেব সাণ্ডালকে হাজতে দিয়াছেন। এক্ষণে অনুসন্ধান হইতেছে। যে সকল কর্মচারীর হস্তে টাকা থাকে, তাহাদের বেতন ও সর্ব্বরিক্ততার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতেই এই সকল অনিষ্ট ঘটে।

ইতিপূর্ব্বে আমি যে সতীদাহের বিষয় লিখিয়াছিলাম, গত সপ্তাহে তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। আসিষ্টাণ্ট [illegible] সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সেসিয়ন জজ তিন জন পুরুষের দণ্ড বিধান করিয়াছেন। দুইজন সেই স্ত্রীলোকটীর জামাতা, আর একজন পুরোহিত। প্রথমোক্ত দুই জনের স্ত্রীলোকটীকে সহগমন হইতে নিবৃত্ত না করাতে ৫ বৎসর এবং উৎসাহ দেওয়া ও ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করাতে পুরোহিতের ৪ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। পুরোহিতের ভগিনী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সমুদায় বিষয় প্রকাশ করিয়াছে [illegible] মুক্তিলাভ করিয়াছে।

এ পর্যন্ত কত ব্যক্তি কত প্রকার প্রস্তাব করিলেন! কিন্তু কিছুতেই পোষ্ট আফিসের পরিবর্তন হইল না। বঙ্গদেশের অন্য স্থলে চিঠি পাঠাইলে প্রায়ই উহা দ্বিতীয় দিবসে যথাস্থানে পঁহুছে, কিন্তু সংবাদ পত্র পাঠাইলে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোড়াদহ নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় চিঠি প্রেরণ করিলে চতুর্থ দিবসে পঁহুছে, কিন্তু সংবাদ পত্র পাঠাইলে এক সপ্তাহ লাগে। ইহার কারণ কি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এখান হইতে দুই দিনে কলিকাতায় চিঠি যায় এবং কলিকাতা হইতে করিমপুর যাইতে এক দিবস লাগে। করিমপুর হইতে গোড়াদহ প্রায় এক ক্রোশ হইবে। তথায় যাইতে এক ঘণ্টার অধিক কখন লাগিতে পারে না। কর্মচারীরা সাবধান না হইলে আমরা এ বিষয় পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরল সাহেবের গোচর করিব।

এত দিনের পর এ প্রদেশে বর্ষার সম্পূর্ণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজি কালি প্রায় প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে। [illegible] বিলক্ষণ যে কষ্ট হইয়াছিল তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। বর্ষাকালে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে পীড়াদি হইতে থাকে, কিন্তু এপ্রদেশ সেরূপ নয়। এ সময়ে এখানে কোন পীড়াদি নাই।

খাদ্য দ্রব্যাদি এক্ষণে মহার্ঘ নহে। উৎকৃষ্ট চাউল /১৫ সের গম /১৪ সের দুগ্ধ /১২ সের টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

যেখানে রেলওয়ে নাই তথা হইতে ডাক আনিবার ও প্রেরণ করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিতে হয়। লোকের দ্বারা ডাক আনয়ন করিলে অনেক বিলম্ব হয়। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ট্রাই সাইকেলের (তিন চাকার লৌহ নির্ম্মিত কলের গাড়ি) দ্বারা ডাক আনয়ন ও প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ইহার পরীক্ষা হইতেছে। এই গাড়ির গতি রেলওয়ের গাড়ী অপেক্ষা কিছু কম। প্রথমে কিছু দিন অভ্যাস না করিলে কোন ব্যক্তি এই গাড়ি শীঘ্র চালাইতে পারে না, কিন্তু রাস্তা সমান ও উৎকৃষ্ট হওয়া চাই।

১৭ এ জুন
১৮৭১।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ্বর পালিত কুচবিহার ৭
" " রাখালচন্দ্র রায়—কাঁথি ১০
" " সাগরচন্দ্র জহরী—বোম্বাই ৩৸০
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ১০
" " চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শোভাবাজার ১০
শ্রীমতী রাণী ব্রজসুন্দরী—জোড়াসাঁকো ৫॥

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম।

মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর [illegible] দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

আগামী ১৯ এ শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট) সন্ধ্যার পর বোবাজারের চিৎপুর রোড নং ৮৩ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয় ভবনে বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের অ... আরম্ভ হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ উক্ত নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে।

১২ ই শ্রাবণ ১২৭৮ } বঙ্গসঙ্গীত সমাজ।

সর্ব্বসাধারণের বিজ্ঞাপন জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে যে ৺ কাশীধামে লক্ষীকুণ্ডের চৌমাথায় হিন্দু মেডিকেল হল নামক সংস্থ ও উপাধ্যায় শ্রী কুঞ্জবিহারী কবিরাজ দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে উদরি, রক্তপিত্ত, উপদংশ, সোমপ্রদর, যোনিব্যাপদ, বিষম জ্বর, নানাবিধ বাতরোগ ইত্যাদি যাবৎ রোগের হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র অর্থাৎ চরক ও সুশ্রুত আদি উক্ত নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত আছে। উক্ত ঠিকানায় রোগের বিবরণ লিখিয়া পত্র ...হইলে তদুপযুক্ত ঔষধ পাওয়া যাইবে। ...কার মূল্য প্রত্যুত্তরের সহিত পাঠাইতে ... ঔষধ প্রেরণের ... পার্ব্বতী শ্রীকি ...

...দের

... ও

... কর্ম্ম ...

হইতেছে। ...

পর্ব্বের ৮ম অং...

"উর্ব্বীর পুত্র"

হইয়াছে। রবিবার ও

প্রকাশ হয়। প্রত্যেক ম...

শ্রী...

সাং কলিকাতা। ...

দ্রঃ

[illegible] নদী।

সন ১৮৭১ সালের ২১ এ জুন

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফীট	ইঞ্চ
মাথাভাঙ্গা।		
মোহানায়	১৬	৩
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	১১	৯
হাট-বোয়ালিয়া হইতে		
আলিকরহ	১৪	
আলিকরহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইলের মধ্যে	১৫	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হাঁসালী		
৩৪ মাইলের মধ্যে	১৭	৬
ভাগীরথী।		
মোহানায়	১৮	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২২	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৮ মাইলের মধ্যে	২১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে		
[illegible]		
মোহানায়	১৫	
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইলের মধ্যে	১১	
করিমপুর হইতে চিরাকাটী		
৩৫ মাইলের মধ্যে	১০	
চিরাকাটী হইতে নদীয়া		
৬০ মাইলের মধ্যে	১৭	

সন ১৮৭১ সালের ২৪ এ জুলাই বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
	১৫	১৪

বহরমপুর ৫ জুলাই ... সাল } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই শ্রাবণ সোমবার।

সংবাদপত্রের ডাক মাসুল।

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা

শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং।

...ক সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ঔদার্য্য কেবল চিঠি পত্রের মাসুল হ্রাস করিয়াই অবসিতশক্তি হয় নাই, সম্প্রতি সমাচার পত্রের মাসুলও উহার এক লক্ষ্য হইয়াছে। বহুদিন অবধি এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল, সমাচার পত্র সম্পাদকেরাও ব্যগ্রভাবে ইহার সিদ্ধিকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দিনও অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। এই অক্টোবর মাসে কার্য্য আরম্ভ হইবে। অসামান্য বদান্যতাগুণসম্পন্ন শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী এবং সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা অশেষ সদ্গুণান্বিত বাবু রাজীবলোচন রায়ের মহারাণী ও রায় বাহাদুর উপাধিলাভের সংবাদের ন্যায় এ সংবাদটী হৃদয়ের তাদৃশ পরিতোষকর হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের এতৎসংক্রান্ত ঔদার্য্যটী শাসিকা শূন্য নয়। গবর্ণমেণ্ট সরল হৃদয়ে অবচ্ছেদে সমুদায় সমাচারপত্রের প্রতি ঔদার্য্য ... দানী হইতেছেন না। ... ক্রয় করিয়া ... বৎসর রেজিষ্টরী করিতে হইবে। বঙ্গদেশের প্রতিনিধি পোষ্ট মাষ্টার-জেনরল জে, টুইডি সাহেব ...দেশের নিকটে যে বিজ্ঞাপনটী ... দিয়াছেন, তাহাতে রেজিষ্টরী ... স্পষ্ট হইল না বটে; কিন্তু যখন ... বৎসর ...র রেজিষ্টরী করিবার নির্দ্দিষ্ট ...ছে, তখন রেজিষ্টরীকালে যে কি ... কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে, সে বিষয়ে বড় সংশয় রহিতেছে না। গবর্ণমেণ্টের এই সচ্ছিদ্র ঔদার্য্য দর্শন করিয়া আমাদিগের একটী গল্প স্মরণ হইল। এক বাবু অতিশয় বেশ্যাসক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। হিন্দু শাস্ত্রে আছে, মহাগুরু নিপাতে অক্ষারলবণাহারী হইতে হয়। ... হবিষ্য করিতে আরম্ভ করি... তাঁহার প্রিয়তমা বেশ্যা ... কহিয়া দি...

পত্রের মাশুল হ্রাস বিষয়ক ঔদার্য্যের [illegible] ঔদার্য্য হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট [illegible] ঔদার্য্য করিলেন, তখন আর [illegible] একটী ওজন ও তদনুসারী [illegible] নিয়ম করিয়া সর্ব্বসাধারণ [illegible] রেজিষ্টরীতে সকল সংবাদ পত্রের [illegible] একরূপ আদেশ করুন। [illegible] হইলেই যথার্থ ঔদার্য্য হয়। আমরা [illegible] গোচরার্থ প্রতিনিধি পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের প্রেরিত বিজ্ঞাপনটীর [illegible] অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আগামী ১লা অক্টোবর অবধি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির প্রতি ১০ দশ তোলায় অর্দ্ধ আনার অধিক ডাক মাশুল লাগিবে না; কিন্তু এটী সাধারণ নিয়ম নহে। যে সমস্ত সংবাদ পত্রাদি অন্যূন [illegible] দিনের মধ্যে প্রচারিত হয় এবং যাহা, অফিসিয়াল চিঠি পত্রাদি যে নিয়মে [illegible] হয়, সে নিয়মের অধীন [illegible] সংবাদ পত্রেরই ডাক মাশুল উপরি [illegible] নিয়মানুসারে অর্থাৎ প্রতি দশ তোলায় অর্দ্ধ আনার হিসাবে গৃহীত হইবে। উহার বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটী [illegible] নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে [illegible] অর্দ্ধ আনার হিসাবে [illegible] প্রেরিত হইবে না।

১ম। যে স্থানে প [illegible] হয়, সেই ডেপুটি [illegible] পোষ্ট মাষ্টার জেনের [illegible] আফিসে রেজিষ্টরী করিতে হইবে।

২ য়। পত্রের শিরোনামের উপরি ভাগে, "রেজিষ্টরী করা" এই শব্দটী [illegible] পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের লিখিত রেজিষ্টরির নম্বরটী মুদ্রিত থাকিবে।

৩ য়। যে স্থানে পত্র প্রচারিত হয়, [illegible] হইতে ডাকে প্রেরিত হইবে।

আবশ্যকীয় ভার [illegible] তৃতীয় প্রকার ঐ নিয়ম অনুসারে কিন্তু প্রতি দশ তোলায় ঐ অর্দ্ধ আনার হিসাবে প্রেরিত হইবে। ইহাতে উপরি উক্ত কিন্তী নিয়মের প্রতিপালন প্রয়োজন নাই।

রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত আবেদন করিতে হইলে ঐ আবেদন পত্রে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া দিতে হইবে। প্রথম, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের নাম ও প্রচারস্থান। দ্বিতীয়, যে ভাষায় ইহা প্রচারিত হয়। তৃতীয়, যে দিন বা যত দিন অন্তর প্রচারিত হয়। চতুর্থ, উহার ভারপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা।

সংবাদ পত্রগুলি প্রতি বৎসরে রেজিষ্টরী করিতে হইবে। যে সময় রেজিষ্টরী করা হইবে, অন্ততঃ তাহার দুই মাস পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। যে সকল সংবাদ বা সাময়িক পত্র রেজিষ্টরী করা না হইবে, তাহা খাঁটী ডাকে প্রেরিত হইবে। [illegible] প্রতি ১০ তোলায় এক আনার হিসাবে ডাক মাশুল গৃহীত হইবে। অপর, রেজিষ্টরী করা পত্রাদি যদি দুই বা ততোধিক খণ্ড একত্রে পাঠান হয়, উহারও প্রতি ১০ তোলায় এক আনার হিসাবে ডাক মাশুল দিতে হইবে।

আদালতে মিথ্যা না বলিলে চলে না।

যাঁহারা আদালতে সর্ব্বদা গমনা গমন করেন, তাঁহাদিগের অনেকের মুখে সর্ব্বদাই এই কথা শুনিতে পাই; কেবল কথায় বলেন না, কার্য্যেও বাক্যানুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদিগের আদালতের সহিত যদি [illegible] নাই, আমরা কখন আদালতে উপস্থিত থাকিয়া আদ্যোপান্ত কোন বিচার দর্শন করি নাই; সুতরাং ঐ কথা শুনিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া ছিলাম, যাঁহারা ঐ কথা বলেন ও তদনুরূপ আচরণ করেন, তাঁহাদিগের লেখা পড়া জ্ঞান অল্প, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান শিথিল এবং সত্যে দৃঢ়তর আস্থা নাই, তাহা-তেই তাঁহারা সত্যের সহিত মিথ্যার যোগ করিয়া থাকেন। এটী তাঁহাদিগের কুসংস্কার। সত্য কহিলে, আদালত তাহাতে অনাদর করেন, তাহাতে কাজ হয় না, এটী অশ্রাব্য কথা। আমাদিগের এই সংস্কার থাকাতে আমরা তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক সংস্কার পরি ত্যাগের এবং আদালতে সত্য কহিবারই উপদেশ দিতাম; কিন্তু সম্প্রতি আমরা যে [illegible] মকদ্দমার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত বিচার ও বিচারফল দর্শন করিয়াছি, তদ্দ্বারা আমাদিগের নিজ সংস্কারই ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আদালতে সমুদায় সত্য কহিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আদালতের নাম ধর্ম্মাধিকরণ, সেখানে ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে, তাহা না হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা কেন [illegible] অতঃপর আমাদিগের ইহার কারণ [illegible] অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মিল। তিনটী কারণ আমাদিগের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। প্রথম সাক্ষিগণ, দ্বিতীয় আইন, তৃতীয় বিচারপতি। অধিকাংশ সাক্ষী সত্য কথা কয় না। সুতরাং, বিচারপতিদিগের সত্য বাদী ও অসত্যবাদী উভয় সাক্ষির উপরেই তুল্য অবিশ্বাস জন্মে। দ্বিতীয়, যাঁহারা আইন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অতি সৎ ও মহৎ। কোনক্রমে অবিচার না হয়, কেহ বিচারপতির চক্ষে ধূলিমুষ্টি ক্ষেপ করিয়া অভীষ্ট সাধন করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে আইন কর্ত্তারা সরলপথে চলিতেছেন; কিন্তু সূক্ষ্ম করিতে গিয়া আইনকে এমনি জটিল করিয়া তুলা হইয়াছে যে, সরল ও সত্যবাদি দিগের মনোরথ সিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। যাহারা ধূর্ত্ত, তাহারা সেই আইন অনুসারে কার্য্য করে এবং কথা বার্ত্তা কয়; সুতরাং তাহাদিগের বাক্যই

বিচারপতিদিগের অধিক প্রকার দোষ।

আপীলে রায়

[illegible] বোধ কর, একজন সত্য

সে যে যে কাজ করিয়াছে,

তাহা অকপটহৃদয়ে বলিল;

তাহার কৃত অনেকগুলি কাজ

অনুমোদিত হয় নাই। সুতরাং তাহার বাক্য ও কার্য্যগুলি সত্য হইলেও বিচারপতির মনোরম হইল না। পক্ষান্তরে তাহার বিপক্ষ মিথ্যা কহিল, কিন্তু তাহার বাক্যগুলি আইনের [illegible] হইল; সুতরাং বিচারপতির মন সেই দিকেই ঢলিয়া পড়িল [illegible] হয় জমদাগু ভাব বুঝিতে পারিয়াও আইনের ও নিজ রায় অপরিবর্ত্তিত রাখিবার অনুরোধে অসৎ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। [illegible] সত্য কথা কহিতে যান, তাঁহার [illegible] আইনবিরুদ্ধ [illegible] বলিয়া উপরি [illegible] হইবে, তাহা [illegible] একবারে [illegible]

[illegible]

কর [illegible]

বিচা [illegible]

বার [illegible]

আপনার [illegible]

করিয়া রাখি [illegible]

মাত্র সেগুলি [illegible]

করিবেন। লোকে [illegible]

তাঁহার মন মিশান [illegible]

দলিলগুলি উৎকৃষ্টাবস্থ [illegible]

বাক্যগোচা থাকে না। [illegible]

দলীল দাখিল করিল। চারু [illegible]

নিকটে সত্যবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন [illegible]

নিমিত্ত কেবল যে ঐ উপায় অব [illegible]

করিল এরূপ নয়, এই বলিয়া আ [illegible]

লতে সাবীন্ত করিল যে, চারু তাহাকে

১১ বৎসর ১১ মাস ১১ দিন বেদখল করিয়াছে। বিচারপতি ভাবিলেন, এ ব্যক্তি যখন এত সূক্ষ্ম করিয়া অভিযোগ করিতেছে, তখন ইহার কথা অবশ্য সত্য হইবে; কিন্তু [illegible] দেখি তাঁহার মন মিশান [illegible] বিচারপতি একটী বিবেচনা করিলেন না। [illegible] এমনি মুগ্ধ হইয়াছিল যে, চারু স্বপক্ষ সপ্রমাণ করিবার জন্য যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার একজনও চারুর ১১ বৎসর ১১ মাস ১১ দিন বেদখল থাকিবার কথা কহিল না, তথাপি বিচারপতি ডিক্রী দিলেন। তাঁহার মোহ জন্মিবার অপর কারণ এই, যে ভূমি লইয়া বিবাদ উপস্থিত, চারু অম্লানবদনে তাহার সীমা বলিয়া দিল, চারু পারিল না। আমরা জানি, ভদ্র লোকে ভূমির [illegible] জানেন না। যাহারা কৃষিকার্য্য [illegible] প্রয়োজন পড়িলে তাহারাই সীমা [illegible] যে যে ভদ্রলোকের ভূসম্পত্তি আছে, তাঁহারা সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। বোধ কর, ভাটপাড়ার এক ব্রাহ্মণের বাড়ী, মুক্তাগাছা পরগণার তাঁহার ১০ বিঘা ভূমি আছে। তাঁহাকে ভূমির সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রজার নিকটে না জানিয়া কি সীমা বলিতে পারেন? চারু ও চারু উভয়েই ভদ্রলোক, তাহাদিগের কাহারই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভূমির সীমা জানি[illegible] সম্ভাবনা নাই। মকদ্দমা আরম্ভ হই[illegible] পর সীমা জ্ঞান প্রমাণ নয়, এ কথা [illegible] উভয়কেই করিয়া দিয়াছিলেন। [illegible] তত্ত্ব করিল, চারু তাহা করিল [illegible] সুতরাং চারুর সীমা বলা কঠিন [illegible] না। উহার বাক্য আইনের [illegible] হইল, বিচারপতিরও আবরণ [illegible] কোর শ্রবণ ও প্রমাণ বলিয়া [illegible] জন্মিল। চারু যে যথার্থ [illegible] রহে, বিচারপতির মন তাহা [illegible] না।

একণে বক্তব্য এই, প্রস্তাবিত বিষয়ে সাক্ষিদোষ, আইনদোষ ও বিচারপতি দোষ; এই তিনটী দোষ ঘটিয়াছে। একত্র ত্রিদোষ ঘটিলে সান্নিপাতিক বিকার উপস্থিত হয়, উহা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। এস্থলেও ত্রিদোষ ঘটাতে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ধর্ম্মনীতিকে সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ আদালতে মিথ্যা না হইলে চলে না, অজ্ঞ ও অল্পাজ্ঞ অর্থি প্রত্যর্থি প্রভৃতির যে দূষিত সংস্কার আছে, তাহা দৃঢ় তররূপে বদ্ধমূল হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন আদালতের বিচারপতিরা উপরি আদালতের ভয়ে প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কার্য্য করেন। উল্লিখিত দোষত্রয় পরস্পর সাপেক্ষ, একের অনুন্মূলনে অপরের উন্মূলন সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের মতে বিচারপতির দোষই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হই[illegible] [illegible] আদালতের বিচারপতি [illegible] আদালতের ভয় না করে[illegible] তাঁহারা যেটী সত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, সাহসপূর্ব্বক তাহা নি[illegible] রায় প্রকাশ করেন এবং তাঁহা[illegible] বাক্যের মধ্যে আইনবিরুদ্ধ বাক্য বিনাশ[illegible] কি না, এ বিবেচনা না করেন, তা হইলে অধিক পরিমাণে দূষিত হইবার সম্ভাবনা। উপরি আদালতের ত্রুটিকাট লইয়া যে মারামারি [illegible] করেন, তাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ। আমর[illegible] এক মকদ্দমায় জানি, নিম্ন আদা[illegible]লত [illegible] কাগজের একখণ্ড [illegible] কতি বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ [illegible] প্রমাণ করিয়া লইয়াছিলেন, [illegible] উপরি আদালত নিম্ন আদালতে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। উপরি আদালত এরূপ ত্রুটি ধরা না করেন এবং যে বিচারপতির অধিক সং[illegible] রায় রহিত হইবে, তিনি

পুরস্কৃত আর যাঁহার অধিক সংখ্যা রায় অনুমোদিত হইবে তিনি পুরস্কৃত হই বেন, এরূপ নিয়ম যদি না থাকে, তাহা হইলে অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। বিচারপতিদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। সবিশেষ স্বাধীনতা সদ্ভাব ব্যতিরেকে বিচারপতিদিগের সংক্রিয়াসাধনাদিগুণের স্ফুরণ হয় না। এ উপায় না হইলে সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের সহস্রবার সংস্কার হউক, আর আদালতের কার্য্য প্রণালীর সহস্রবার সংশোধন চেষ্টা হউক, অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। বিচারপতিরা আদালতের জীবাত্মা স্বরূপ। তদীয় দোষ সংশোধন ব্যতিরেকে অন্য দোষ সংশোধন চেষ্টা ফলোপধায়িনী হইবার নহে।

—১০১—

আমাদিগের বহুমানিত মহা প্রাজ্ঞ এক বান্ধব ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান পুরুষ ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার দর্শন ও আরতি চিন্তা[করিয়া] একটী মনোহর প্রস্তাব লিখিয়া [পাঠাই]য়াছেন, আমরা তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া এই স্থলেই প্রচারিত করি[লাম]।

"ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এক অধ্যায়"।

কয়েক দিবসাবধি টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিতেছিল, জর্ম্মণীয় গবর্ণমেণ্ট হেলিগোলাণ্ড ও মালটা দ্বীপ ক্রয় করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রস্তাব করিয়াছেন। এক দিন [প্র]ধান মন্ত্রিগণ বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত একজন ইংরাজের বন্দুক ধরিবার সামর্থ্য থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক আঙ্গুলী ভূমি অন্য কাহাকে অর্পণ করা হইবে না। কিন্তু পর দিবস সংবাদ আসিল, জর্ম্মণির সহিত বিবাদ করা রাজ্ঞীর অভিপ্রেত [নহে।] মালটা ও হেলিগোলাণ্ডের বাবদে তত্রত্য বায় সঙ্কলন হয় না, অতএব সেগুলি বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় একটী চিত্রশালিকা করা হইবে। প্রিন্স আলবার্ট মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ একটী চিত্রশালিকা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাল্টা ও হেলিগোলাণ্ড বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে তাঁহার স্মরণ ও সম্মানার্থ সেই টাকায় উক্ত বাটী নির্ম্মিত হইবে। আবার পর দিবস জানা গেল, মহামন্ত্রী ঘোরতর আপত্তি করাতে গ্লাডষ্টোন সাহেব রাজ্ঞীকে মত পরিবর্ত্ত করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু [illegible] তাহাতে সম্মত [illegible] সংবাদ আসিল, গ্লাডষ্টোন ও তাঁহার সহচরবর্গ পদত্যাগ করিয়াছেন। ডিস্‌রেলি, লার্ড ডারবি, লার্ড সালিসবরি প্রভৃতি যাঁহাকে রাজ্ঞী [illegible]ন মন্ত্রী হইতে অনুরোধ কর[েন] তিনিই [illegible] পদ গ্রহণে অসম্মত। [illegible] ফিউটার পত্রিকার সময়ে সংবাদ দিলেন; সমুদায় ইংলণ্ড চঞ্চলচিত্ত এবং

দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে কতকগুলিন লোক পিট্রোলিয়ম দ্বারা উইণ্ডসর রাজবাটীতে অগ্নি দিয়াছে, পুলিষ দেখিয়াও তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা পান নাই। রাজ্ঞী অসহায়রূপে আছেন। ১৮৭১ অব্দের ১২ ই অক্টোবর সংবাদ আসিল, রাজ্ঞীর মত গ্রাহ্য না করিয়া মন্ত্রিগণ প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, হেলিগোলাণ্ড ও মালটা দ্বীপ কাহাকেও অর্পণ করা হইবে না। টাকা পাইলেই রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া যায়, যদি এরূপ হয়, ইংলণ্ড কেণ্টেল বন্দর ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রিন্স বিসমার্ক শেষোক্ত কথাটী অপমানসূচক জ্ঞান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইতে বলিলেন। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রী সম্মত হইলেন না। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি জর্ম্মণীয় [illegible] কমাণ্ডারকে লইয়া হেলিগোলাণ্ডে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় জর্ম্মণীয় পতাকা উড্ডীয়মান করিল। একজন জর্ম্মণীয় নাবিক বন্দুক দ্বারা উইলিয়ম আনকে নিপাতিত করিল। ইংলণ্ড এই সংবাদ পাইবা মাত্র যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৬ ই অক্টোবর এই সংবাদ ভারতবর্ষে আইসে। সকলে সাহসে চঞ্চলচিত্ত হইলেন। ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধকালে জর্ম্মণি যেরূপ দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই জর্ম্মণিকে শাসন করা উচিত জ্ঞান করিয়াছিলেন; কিন্তু যে সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা হয়, তখন কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ কোথাও কোন উদ্যোগ ছিল না। গবর্ণর জেনরল সিমলাতে বিশ্রাম সুখানুভব করিতেছিলেন। পেশোয়ারে একটী বৃহৎ মেলার উদ্যোগ হইতেছিল। কয়েক দিবসাবধি আমরা শুনিয়াছিলাম, মধ্য আসিয়া ও সাইবিরিয়া হইতে প্রায় তিন লক্ষ বণিক আসিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল নিজে মেলার কার্য্য আরম্ভ করিবেন। অনন্তর একটী দরবার হইবে। যে দিবস ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ আসিল, সে দিবস গবর্ণর জেনরল, প্রধান সেনাপতি ও [illegible] এতদ্দেশীয় রাজা উপস্থিত ছি[লেন]। অকস্মাৎ টেলিগ্রাম আসিল "মহা সমারোহে মেলা খোলা হইয়াছে, মধ্য আসিয়ার বণিকগণ চমৎকৃত হইয়াছেন"। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর লাহোর হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইলেন "কতকগুলি পাঠান হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া গবর্ণর জেনরল, প্রধান সেনাপতি ও এতদ্দেশীয় রাজগণকে হত করিয়াছে। কেবল লিটন অশ্বারোহণে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিবার নিমিত্ত লাহোর হইতে

সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে"। এই সংবাদে কলিকাতার লোকে যেরূপ ভীত ও চমকিত হইলেন এরূপ আর কখন দেখা যায় নাই। মিরাটের বিদ্রোহ ও কাণপুরের হত্যার সংবাদের লোকে এত ভীত হন নাই। লোকে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ... তবে ত সৈন্য আছে, তবে লাহোর ... কেন সৈন্য প্রেরণের কথা হইল? চিন্তাশীল লোকেরা বলিতে লাগিলেন, আরও গুরুতর বিপদ হইয়াছে; কিন্তু শীঘ্র সত্য প্রকাশ হইল। মেলার কার্য্যারম্ভের সময়ে গবর্ণর জেনরল যখন উহাদের সহিত ব্রিটিশ জাতির বল ও উদারতার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন এমন সময়ে একজন পাঠান অশ্বারোহী বিগুল বাজাইল। মধ্য আসিয়া হইতে যে সকল বণিক আসিয়াছিলেন, তাহারা হঠাৎ বন্দুক স্কন্ধে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা বিস্তর অশ্ব আনিয়াছিলেন, প্রায় যাবতীয় আফিসর ঐ গুলি অথবা দর্শন করিবার নিমিত্ত ... উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বিগুল বাজাইবা মাত্র এক একজন বণিক সেই সকল অশ্বে উঠিয়া ব্রিটিশ আফিসরদিগকে বন্দীভূত করিলেন। গবর্ণর জেনরল বক্তৃতায় উদ্যত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রায় ২০০০০ শত্রু তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরবর্গকে বেষ্টিত করিয়া ধৃত করিল। শিক্ষিত ভাগ্যবলে পলায়নের সময়ে কাণ্টোন মেণ্টে এই সমাচার প্রদান করেন। সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ অগ্রধাবন করিল; কিন্তু সেনাপতি ও প্রায় যাবতীয় আফিসর শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিলেন। একজন লেপ্টেনণ্ট, দুই জন এনসাইন ও কয়েক জন আফিসর মাত্র ছিলেন। ব্রিটিশ ও এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০ সৈন্য ছিল মাত্র। পূর্ব্বোক্ত লেপ্টেনণ্ট উহাদিগের অধ্যক্ষ হইয়া সাহস সহকারে অগ্রসর হইলেন। শিক্ষিত উঁহার সহকারী। অগ্রে সিপাহিদিগের সেনাপতিত্ব লইলেন। ইহঁরা যথার্থই ... যাহারা ইহাদিগকে সৈন্যদিগের অগ্রে অগ্রে ... গমন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিয়াছেন, সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অন্তঃকরণ তাহাদিগের মুখে অঙ্কিত ছিল। তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময়ে গবর্ণর ... দলের একজন ... বলিল, প্রায় ৫ ... হইতেছে। সি ... পশ্চাদ্গমন ক ... কাল পরেই ... ঘোরতর যু ... বন্দীভূত ... গণ অ ... হইলেন, তথাপি ... ব্রিটিশ সৈন্য লাগিল ... সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে ... শ ... ।

... দিগের দুটী কামান দ্বারা ... । ... এল। বিস্ময়ের ... পর্য্যন্ত সকলের মাথা বেগে গিয়া ঐ কামানের প্রেক মারিয়া দিল; কিন্তু উহাদের একজনও ফিরিয়া আসিতে পারিল না। ইতিমধ্যে একজন সুবেদার বলিয়া উঠিলেন, শত্রুদিগের গুলিতে আমাদিগের বিস্তর লোক মারা যাইতেছে; কিন্তু আমাদিগের গুলি তাহাদিগের নিকট পর্য্যন্ত যাইতেছে না। শিক্ষিত ও লেপ্টেনণ্ট তখন জানিতে পারিলেন, ইউরোপীয় ব্যতীত আর কোন সৈন্যের হস্তে স্নাইডর রাইফল নাই। এক্ষণে উপায় কি? শিক্ষিত বলিলেন, দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাহায্যের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করা উচিত; কিন্তু লেপ্টেনণ্ট তাহাতে সম্মত না হইয়া সঙ্গীন দ্বারা শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। সিপাহী ও ইউরোপীয় সৈন্যগণ সঙ্গীন হস্তে শত্রুর প্রতি ধাবমান হইল; কয় ... ৫০০ ... জন সৈন্য আক্রমণ ... গুলি দ্বারা সমরশায়ী হইতে লাগিল। সাহসী লেপ্টেনণ্ট সকলের অগ্রে থাকাতে প্রথমেই হত হন। ১০ মিনিট অতীত হইবার পর দেখা গেল, ৫০০ জন সৈন্য জীবিত আছে মাত্র; আর অগ্র ... হওয়া অনুচিত এই বিবেচনায় ... পশ্চাদ্গমনের আদেশ দিলেন; ... গতে ...

... বাদ পাইবামাত্র যাবতীয় এত যুদ্ধের স ... দ্দেশীয় ... অস্ত্র কাড়িয়া লই ... শপথ করিয়া বলিল, ... ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ... পরিত্যাগ ... । ... হইতে কোন ফল হইল ... পঞ্জাবের সকল সিপাহী নিরস্ত্র হইল; সুতরাং এদেশীয় সেনাপতিদিগকে ... হইয়া উক্ত প্রদেশ জয় করি ... । এক পেশোয়ারের যু ... গকে চঞ্চলচিত্ত ছিল ... যে বজ্র পতনের ন্যায় ইংলণ্ড হইতে ... বজ্রের যুদ্ধ সংবাদ ও ... নের ... সংবাদ আসিল। "ইংলণ্ড আক্রান্ত ... পতিত হইয়াছে" লোকে ইহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

গবর্ণর জেনরল শত্রুহস্তে পতিত; মান্দ্রাজের শাসনকর্তা প্রধান ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের ... খানায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্নাইডর বন্দুক না থাকাতে সত্বর স্থানে ঐরূপ বন্দুক প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা হইল। সৈন্যদিগকে ... দিন ... ।

রক্ষিত করিয়া গবর্ণমেন্ট সৈন্যদিগের হস্তে অস্ত্র দিতে আজ্ঞা দিলেন। অনেক দায়ে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল; কিন্তু এক মাসের মধ্যে এক কোটী করিতে ২৫০,০০০ অনুযায়ী ... হইলেন। কিন্তু ফ্রান্স... একবারে সৈনিক ... আয় অবলম্বন করিতে পারিলেন না ...

... আসিল, ... অগ্রসর ... সেনা ... আলোয়ার ... শত্রুগণের সহিত ... কর ... গবর্ণমেন্ট উচিত বোধ করিলেন ... তিন লক্ষ সৈ... ... হইয়া শত্রুদিগের আগমন ... অপেক্ষা ... করিলেন ... সংবাদ আসিল ... সেনাপতি ... ক্রুসীয় ও অস্ট্রীয় ... উপস্থিত হইয়াছে ... তৃতীয় ...

দিবস ঘোরতর সংগ্রাম হয় ... আমাদিগের অনেক ক্ষতি হয়; কিন্তু শত্রুদিগের অপেক্ষা সৈন্য বিনষ্ট ... নাই। ফরাসিরা ঘোরতর ... শৌর্য প্রকাশ করিলেন। ... রেজিমেন্ট ... বেলা দুই প্রহরের সময় ... দিগের মধ্যে ... এক ... কামানে ... ব্রিটিশ সেনাপতি এক কামানের ... জানিতেন না। ... সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ... পারিলেন না। ... হইয়াছে ... বক্ষ ... সৈন্যদিগকে ... জন্য ... শত্রু ... না। যুদ্ধে পরাজয় ... হয়

ফরাসিরা প্রিন্সেস্ ... অগ্রসর হইলেন। শত্রুগণ আক্রমণ দ্বারা ... করিল। তাহাদিগের ... আশঙ্কা ছিল বটে; ... কিন্তু যে সকল লোক ... করিবে না বলিয়া ... প্রতিজ্ঞা করে ... তাহা সহজে ... শীঘ্র পরাজয় ... আমরা জীবিত থাকিতে ... ফরাসিদিগকে অগ্রসর হইতে দিব না ... বলিয়া একজন ... উঠিল ... সকলের ... ভীত হইল ... যুদ্ধের ... শত্রুগণ ... হইতে পলায়িত সৈন্যগণ ... অগ্রসর ... হইয়া শত্রুগণ ... হইতে লাগিল ... চতুর্থ ... সম্পাদন করিতে ... সেনাপতি ... দিবস প্রাতঃকালে ... নিমিত্ত ... পাঠাইলেন, কিন্তু দিনের ... সংবাদ ... যুদ্ধ বন্ধ থাকুক। কারণ তিনি ... বন্ধ ... লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে ... হইল ... সন্ধি ... হইল। ... আসল সমুদায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও বোম্বাই অঞ্চল ও ফরাসিদিগকে দেওয়া হইবে। আমাদিগের সৈন্যগণ ইহা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কোন উপায় নাই। নূতন সৈন্যগণ তিন দিন পর্য্যন্ত উত্তমরূপ যুদ্ধ করিয়াছে সত্য; কিন্তু শত্রুর সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা সম্ভাবিত নয়। সুতরাং ... বাধ্য হইল ... ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে ... অনিশ্চিত ... পাইয়াছিলেন; শত্রুগণ ... কিছুতেই সম্মত হইলেন ... পরিশেষে তিনি ... আলোয়ার ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। শত্রুগণ ইহাতে সম্মত হইল; কিন্তু যে যুদ্ধ ... আলোয়ার রক্ষা করেন ... তিনি ... পাইয়াছিলেন ... আমি পূর্ব্বে

কোম্পানির আফিসর ছিলাম। ... সেনাদলের সহিত হইয়া একত্রিত হওয়া অ... অপমানিত ... ছিলাম। আমি বহু ... কোম্পানির প্রণালী অবলম্বন করিয়া আলোয়ার রক্ষা করি ... । এটা ... পরিত্যাগ করা হয়, আমি তোপ ... কামানে ... । ... নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু ... হইবামাত্র ... পরিত্যাগ করিলেন।

সংবাদ ...

১। বঙ্গভাষার ইতিহাস, প্রথম অংশ। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উহার প্রণেতা। ... করিয়াছেন। ইহাতে বঙ্গ ভাষার উৎপত্তির বিষয় ... লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ... পণ্ডিতেরা ... পুরাতন লোকদিগের ... ভাষা প্রচলিত ছিল। ... আসিয়া ... অনুযায়ী ... একটী ভাষা হইতে লাটিন, জর্মাণ, গ্রীক ও ... প্রভৃতি ... ভাষা হইতে ... এবং সংস্কৃত হইতে ... যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে ... উৎপত্তি হইয়াছে। ... ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া ... আকৃতি ... হয়। ... সংস্কৃত ভাষা আর ... মহারাষ্ট্র ও ... করিয়াছেন ... হইবে। ... সংস্কৃতের ... অংশ হইতে ... এক ভাষার উৎপত্তি হয়। ... যে ভাষা প্রচলিত আছে, উহা এই ... হইতে উৎপন্ন। অশোক রাজার ... পরে ... বিক্রমাদিত্যের ... অপভ্রংশে ... আগ্রা, ... পাঞ্জাবী প্রভৃতি অপর ... ভাষার উৎপত্তি ... । এই সকল ভাষা ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গলা, হিন্দী, গুজরাটী ও ...

প্রকৃতির সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই অনুমিত [illegible] লিখিত কোন [illegible] প্রাচীন গ্রন্থ না থাকাতে বাঙ্গলা [illegible] পরিবর্ত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে চৈতন্যের অল্পকালীন কাহিনীর লিখিয়াছেন, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন মাগধী ভাষার অপভ্রংশে হিন্দীর উৎপত্তি হয়। চৈতন্যের আবির্ভূত হইবার এক শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা শিবসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের শাসনকালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ বঙ্গ ভাষায় যে সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হিন্দী শব্দের বাহুল্য দর্শনে এই অনুমান হয়, হিন্দী ভাষা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

ইহার পরে প্রাচীন বাঙ্গলা রচনা ও [illegible] বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতিকে প্রথম বাঙ্গলা রচয়িতা বলিয়া তাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহন রায় পর্য্যন্ত যে যে ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষায় সকল পদ রচনা করিয়াছেন [illegible] ঐ সকল রচনার কি [illegible] উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সংক্ষেপে প্রাচীন লেখক দিগের জীবন বৃত্তান্ত ও যে সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গভাষার যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা সুন্দররূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার [illegible] [illegible] যাহা সে সকল বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য সমাজের [illegible] সাধিত হইবে।

[illegible] সাহিত্য সংগ্রহ অর্থাৎ প্রাচীন [illegible] কাব্য সংগ্রহ। ইহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমকালবর্ত্তী গোবিন্দ [illegible] পদাবলী [illegible] প্রকাশিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বকার রচনায় যে হিন্দী শব্দ অধিক প্রযুক্ত হইত এই রচনাগুলি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

৩। আর্য্যোদয়। এখানি মাসিক পত্রিকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বারুইপুর হইতে প্রচারিত হইতেছে। ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ আশা জন্মিয়াছে যে, ইহা জনসমাজে সম্ভ্রান্ত [illegible] লোকের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হইবে। অন্যান্য যেমন পাঠযোগ্য তেমনি মুদ্রাঙ্কনও [illegible] হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

৯ই শ্রাবণ [illegible]।

[illegible] "মহানন্দ শর্ম্মণঃ" স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনে "কাটোয়া গোরাঙ্গপাড়া [illegible] পণ্ডিত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট" এইরূপ লেখা হইয়াছিল। উহার পরিবর্ত্তে "কাটোয়া অমৃতবিষ [illegible] যুক্ত বাবু গোকুল[illegible]দের নিকট" এই [illegible] হইবে। গ্রাহকগণ এই ঠিকানায় [illegible] লিখিলে সত্বর ঔষধাদি পাইবেন।

দিল্লী গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, স্যার [illegible] জয়পুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত শিল্পকার্য্যের কারখানাগুলি দর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। জল [illegible] কেবল [illegible] নির্ম্মাণে রাজার প্রায় ৩০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কলে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, উহা প্রত্যহ দরিদ্রদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। রাজা তাঁহার সমুদায় কার্য্য ইংরাজদিগের রীত্যনুসারে করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজগণের এইরূপ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, এটি সকলের প্রার্থনীয়।

[illegible] দেশের [illegible] হইয়াছে। প্রত্যেক [illegible] [illegible] নিকটে আপনাকে [illegible] করিয়া একখানি টিকিট লইতে হইবে। ঐ টিকিট প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে [illegible] হইবে।

সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] প্রতি ক্রমাগত ১০ দিন বৃষ্টি হওয়াতে একপ প্রবল খণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, যথা সময়ে ডাক উপস্থিত হইতে পারে নাই। সমুদায় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া না পড়িলে আর আমাদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

[illegible] কালিকটের সিবিল [illegible] [illegible] রাজাকে গালি দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষতি পূরণের [illegible] হয়। জজ সাহেব নিজ [illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করাতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] সাহেব [illegible] হইয়াছে টাকা দিতে [illegible] রাজা তাহা গ্রহণ করেন নাই। এরূপ শিক্ষা না হইলে [illegible] কর্ত্তাদিগের চৈতন্য হয় না।

[illegible] বলেন, [illegible] [illegible] একটী [illegible] শিক্ষা প্রণালী [illegible] [illegible] উপায় [illegible] এটী প্রশংসনীয় [illegible]

বোম্বাই [illegible]

[illegible]

[illegible] কোর্ট হইতে [illegible]

[illegible] করিয়াছেন এরূপ [illegible] ছেন। এতদ্দেশের [illegible] [illegible] নাই।

[illegible] কালেজ সম্বন্ধে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] একখানি পত্র প্রকাশিত [illegible]

[illegible]

[illegible] মুসলমানের দান করা [illegible] মুসলমানদিগের মধ্যেকার [illegible] অসন্তোষবর্দ্ধন করিয়াছেন। [illegible] বৎসর [illegible] মুসলমান [illegible] একটী বিদ্যা [illegible] [illegible] কার্য্যে [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু [illegible] এ সকল [illegible] [illegible] করিতেছে [illegible] দেখাইতেছে [illegible] সেই [illegible] [illegible] হইল এ বিষয়ের সেউপ [illegible] [illegible] একটী [illegible] ইহাতে যে প্রণালীতে [illegible] তাহা দ্বারার ইচ্ছার [illegible] [illegible] মুসলমান [illegible] [illegible] কলেজে [illegible] উঁহাদের [illegible] তাহা হইলে [illegible] [illegible] বিদ্যার্থী [illegible]

আমরা [illegible] করি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোহন ঠাকুরকে [illegible] দেন।

[illegible] [illegible] প্রতি [illegible] হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় [illegible] আর একটী [illegible] [illegible] ইহাতে [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্টের অনুমতিতে [illegible] কোম্পানির প্রতি [illegible] করা হইবে না।

আউট্রম আকবর বলেন, পাতিয়ালার মহারাজা প্রজার মঙ্গলার্থ বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি উক্ত বৎসরের মধ্যে যে ১০টী স্কুল স্থাপনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯টী স্থাপিত হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি নিজ ব্যয়ে পাতিয়ালার প্রধান প্রধান নগরে এবং যে স্থানে বিদ্যালয় ও [illegible] [illegible] নিমিত্ত আফিস প্রভৃতি [illegible] অর্থাৎ ঔষধালয় স্থাপনের নিমিত্ত [illegible] দিয়াছেন। যাহাতে ইহার কার্য্য [illegible] চলিতে পারে, এ নিমিত্ত সুবিধা [illegible] ও নিয়মীয় কর্ম্মচারিদিগের যে [illegible] আলয় আছে, তাহার ব্যয় ও কার্য্য [illegible] অনুসন্ধান করা হইতেছে।

১১ ই জুলাই বেরিলির [illegible] বেরিলি ও ফিলিবেটের [illegible] বিচার আরম্ভ হয়। প্রথম বিচারে ১১ [illegible] কাহার ১১ কাহার বা ১৫ মাস কঠিন [illegible] শ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হয়। এক ব্যক্তি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট [illegible] সাহেবের [illegible] [illegible] চক্ষু [illegible] করিয়াছিল বলিয়া বুধবার তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হয়। এগুলি ফিলিবেটীদিগের [illegible]। তৎপরে যে পাঁচজন মুসলমান বেরিলির একজন মোক্তারকে হত্যা করে তাহাদিগের বিচার হয়। ইহাদের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। মুরুশিদাবাদের একজন মুসলমান একজন প্রাচীন [illegible] [illegible] [illegible] ছিলেন বলিয়া বিচারার্থ [illegible] হয়। কিন্তু সে বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। ঐ দিন সেই ঐ ব্যক্তি উহার পিতা ও ভাই একজন মুসলমানের [illegible] বিচার হয়। ইহাতেও উহারা মুক্তিলাভ করে। [illegible] সাহেব [illegible] দিয়েই ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এখনও ১১ টী মকদ্দমার বিচার [illegible] আছে। ইহার মধ্যে ৩টী হত্যার মকদ্দমা।

১১ ই শ্রাবণ বুধবার।

১১ ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেল ওয়ে কোম্পানির ৬১২৪৭০ টাকা আয় হইয়াছে। প্রতি মাইলে ১১০ টাকা আয় [illegible] গত বৎসর এই [illegible] [illegible] মাইলে ১৩৮০ টাকা হইয়াছিল। এবার প্রতি মাইলে ৭০ টাকা কম আয় হইয়াছে।

ইংলিসম্যান শুনিয়াছেন, আর পাটনার [illegible] দিগের মকদ্দমার শেষ আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

লার্ড নেপিয়রের উপদেশক্রমে মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকেরা ভারতবর্ষীয় শিল্পের উন্নতি কামনায় "দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় শিল্প সভা" নামে একটী মুতন্ত্র সভা স্থাপনের মানস করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, প্রতি বৎসর এক একটী শিল্প প্রদর্শন হইবে এবং সভা দ্বারা পুরস্কার বিতরিত হইবে। যে যে বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হইবে সেগুলি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় শিল্প বিদ্যা লোপ প্রায় হইয়াছে। যাঁহারা ইহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইবেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

সম্প্ [illegible] [illegible] মৃত্যু [illegible] যে এক কথা প্রচ [illegible] [illegible] সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পত্র অনেক কথা বলিতেছেন। কতগুলি সংবাদ পত্র প্রথমে উঁহার মৃত্যু সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া পরে আবার উঁহার মৃত্যু সংবাদ সমূলক বলিয়া সংবাদ দেন। সম্প্রতি বোম্বাই গেজেট বিশ্বস্ত লোক মুখে শুনিয়াছেন, [illegible] জীবিত আছে এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পীড়াদিও হয় নাই।

শান্তিপুরের বিক্টোরিয়া স্কুল বাটীর উন্নতি বিধানার্থ উক্ত পাঠশালার গবর্ণমেণ্ট ২১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহাতে মাসিক ২৫০ টাকা সাহায্য দানে সম্মত হইয়াছেন।

শান্তিপুরে এবার নীলের চাস মন্দ হয় নাই; কিন্তু সম্প্রতি যে অতি বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহাতে কাঁচার নীলের চাসের কতক ক্ষতি হইয়াছে।

পঞ্জাব আকবর বলেন, তথায় কলেরা জ্বর ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি আরও অনেকগুলি গুরুতর রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব

হইয়াছে। বিধবা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই এই সকল পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে বিধবা। বিবাহের অপ্রচলনই এই সকল অনিষ্টের মূল।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, ভারতবর্ষের সেক্রেটেরি ৫ টাকার নোট চলনে সম্মতি দিয়াছেন। বোধ হয় ইহা শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। স্কটলাণ্ডে এক পাউণ্ডের নিচে নোট নাই, কিন্তু ঐ নোট অপেক্ষা ছোট; আমাদের যে ৫ টাকার নোট হইতেছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলে সাধারণের অনেক সুবিধা হইবে।

আমাদিগের ছোট আদালতের জজ বাবু হরিকমল দত্ত তিন মাসের জন্য ছুটি পাইয়া তাঁহার পদে বাবু [illegible]প্রসন্ন ঘোষকে নিযুক্ত করিবার জন্য আবেদন করেন। মি, ডি [illegible] সাহেব তদনুসারে প্রতিনিধি জজ হইতেছেন। ইংলিসম্যান সম্পাদক বলিতেছেন, সিভিল সার্ব্বেণ্টকেই ঐ পদ দেওয়া উচিত; কারণ উক্ত পদে একজন ইউরোপীয় না থাকিলে চলিবে না। " ইউরোপীয় না হইলে চলিবে না " আমরা এ বাক্যের কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আগামী [illegible] আগষ্ট গোয়ালন্দ হইতে আসাম যাত্রা করিবেন। তথা হইতে কাছাড়, ফেরুপথে ফরিদপুর এবং পরিশেষে ঢাকা হইয়া সেপ্টেম্বরের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

১১ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, কলিকাতার অতিরিক্ত [illegible] মি পিগ্‌ ক্রফোর্ড সাহেব পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

পাটনা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, পীর মহম্মদ নামক একজন ওহাবী বিচারে মুক্তি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য আসামীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের অন্যান্য গুণের মধ্যে অশ্বারোহণে বিশেষ পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। ইহাঁদিগের অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষার সময়ে কে কেমন ঘোড়া চড়িতে পারেন, তাহারও পরীক্ষা করা হয়, কাম্বেল সাহেবের ইচ্ছা।

ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশের শস্যাদির অবস্থা মন্দ নহে। কোনরূপ পীড়াদিরও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না।

পিয়নিয়র বলেন, বিরারের তুলার চাসের অবস্থা ভাল নহে। কোন কোন স্থানে এরূপ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে, কৃষকেরা তুলার বীজ রোপণে সাহসী হইতেছে না। গত বৎসর আমেরিকায় তুলার চাস ভাল হয় নাই। চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে তুলা ১২ টাকা মণ বিক্রীত হইয়াছিল। এক্ষণে ১১ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে, এদেশে যদি এবার তুলার চাস ভাল না হয় আরও মূল্য বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

উক্ত পত্র বলেন, অমৃতসরের কসাইদিগের হত্যাকারি যে ১১ জন [illegible] ছিল, [illegible] তাহাদি[illegible] [illegible] উহাদের [illegible] [illegible] [illegible]য়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হিন্দু পেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পাল অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

সম্প্রতি কালাবারে ভয়ানক ঝড় হওয়াতে কয়েকখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ১লা শ্রাবণ রাজসাহির আমাদের বাবু মধুসূদন[illegible] বিশ্বাস প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মধুর বাবু একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি জমীদারি কার্য্য উত্তমরূপ বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার যত্নে রাজসাহির এত সম্পত্তি যে কেবল রক্ষা হইয়াছিল এমন নহে, তিনি অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। এত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই।

পারস্যের দুর্ভিক্ষ অনেক [illegible] একজন পারস্যবাসী টাইমস [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] রাজা এই সময়ে প্রজাদিগের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন।

আমরা রাজধানী বিভাগের কমিসনরের গোচরার্থ হুগলীর [illegible] নিম্নলিখিত একটী অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। নিত্যেশ্বর মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি [illegible] গ্রামে বাস করে। এ ব্যক্তি যাচ্ঞা করিয়া খায়। মাসিক ১০।১২ টাকা আয়। ইহার অন্য কোন সম্পত্তি নাই। ৫০০ টাকা আয় নির্দ্ধারিত করিয়া ইহার প্রতি ১২। টাকা ইনকম টাক্স ধার্য্য করা হয়; কিন্তু আবেদন করাতে সে মুক্ত হয়। সম্প্রতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, কমিশনর এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

জর্ম্মণির সম্রাট যখন লোকজনের কার্য্য উত্তমরূপ জানেন। প্রত্যেক জর্ম্মণীয়কে কোন না কোন শিল্প কার্য্য শিখিতে হয়। [illegible] পারিষদ ও অন্যান্যদের কাজ [illegible] [illegible]ছেন।

পাটনা [illegible] [illegible] আছে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অধঃ[illegible] [illegible] আলিপুর প্রভৃতি কয়েক [illegible] মুন্সেফেরা ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা [illegible] আদালতের, তাহার অধীন [illegible] বাবু [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] মুন্সেফের কিছু [illegible] সেজন্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, কেবল সদর মুন্সেফদিগের [illegible] আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে। যেখানে ছোট আদালত আছে, সেখানে মুন্সেফের এই ক্ষমতা থাকিবে না। আলীপুর, ফরিদপুর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের মুন্সেফদিগের হস্ত হইতে এই ক্ষমতা লওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে এ বিষয়ে বাবু [illegible] নিকটেই ঋণী হইলেন।

[illegible] গেজেটে [illegible], [illegible] একজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

[illegible] [illegible]

হয়েছে, এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বশুদ্ধ ১,৩২০, ০০০,০০০ লোকের বাস আছে। ইহার মধ্যে আমেরিকায় ৮৫,৫০০,০০০ ইউরোপে ৩২৭, ০০০,০০০ আসিয়ায় ৭৯৫,০০০,০০০ আফ্রিকায় ২০৩,০০০,০০০ এবং অষ্ট্রেলিয়া ও পোলিনেসিয়ায় ৩,৮০০,০০০ লোক আছে। ইহাদের মধ্যে সমুদায়ে ৩৬০০ প্রকার ভাষা প্রচলিত ও ১০০০ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। যত ব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহার একটী আনুমানিক তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। গ্রীক চর্চ্চ ৮২,১৫১,৭০০, অন্যান্য পূর্ব্ব দেশীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় ৮,৫০০,০০০, রোমান কাথলিক ১৫৪,০০০,০০০; প্রোটেষ্টাণ্ট ৯৮,১৩৩,০০০, মুসলমান ১৫০,০০০, ০০০ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ৩৪০,০০০,০০০, আসিয়া খণ্ডের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ২৬০,০০০,০০০ ইহুদী ৫০০০,০০০।

১৩ই শ্রাবণ শুক্রবার।

সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, গত বৃহস্পতিবার [illegible] পাঞ্জাব [illegible] সাহেবের বাটীর পার্শ্বে একটী [illegible] তাড়িতঃ পড়িয়াছে। এরূপ [illegible] শুনা যাইতেছে। বোধ হয় [illegible] দের প্রতি দৈব অনুকূল হইয়া [illegible] ইংলিসম্যান বলেন, তথায় [illegible] স্ত্রীলোকে বিষ দ্বারা হত্যা করা [illegible] হিল। ইহাঁর সাক্ষ্য দ্বারা সকল [illegible] উকিলদের সম্ভাবনা ছিল। সকল [illegible] আর বাটীতে যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।

গত রবিবার আউধের রাজার পুত্র উমরাউদ্দৌলা বাহাদুর লাটসাহেবের উপস্থিত হন। রাজপুত্র অত্যন্ত লাটসাহেব দর্শনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক ভাব ও সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আর ১৭ জন লোককে জেল হইতে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

জেল কাউনসিল ইনষ্টিটিউটে ফরাসী ভাষা শিক্ষার্থ একটী শ্রেণী খোলা হইয়াছে। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভ্য [illegible] শিক্ষা দান করিবেন। আপাততঃ ২০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে পাঠনা হইতেছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই জুন রাত্রিতে ব্রিষ্টলের একটি মেন্স হলে বঙ্গদেশের [illegible] বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী সকলেরই পরিতোষকর হইয়াছিল। পর দিবস ব্রিষ্টলের মহিলাগণ মিস্ কার্পেণ্টরের বাটীতে সমবেত হন। তথায় শশি বাবুর স্ত্রী দেশীয় বস্ত্র (বোম্বাই শাড়ি) পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন। শশি বাবু এদেশের স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য এক একখানি নিম্মিত করা অলঙ্কার, দেশীয় নানাবিধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত দ্রব্য এবং নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য [illegible] তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। উহা দর্শন করিয়া সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

[illegible]

আজাদি [illegible] ষ্টিফেন সাহেব [illegible] আপাততঃ বন্ধ রাখিয়াছেন। অনেকে যে কেবল উক্ত আইনের প্রতি আপত্তি করিতেছেন এমন নহে, এ বিষয়ে কোন রূপ আইন হয়, এটী তাঁহাদের অনভিপ্রেত নয়। ষ্টিফেন সাহেব উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। কারণ [illegible] ও বিবাদ ঘটনার সম্ভাবনা, তাড়াতাড়ি এরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা কর্ত্তব্য নহে।

[illegible] অব ইণ্ডিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আকুব খাঁর সহিত হিরাট আমীর সন্ধি হইয়াছে। আকুবের কৌশলে আভাকে হিরাটের কর্ত্তৃত্ব ভার দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য সরদারদিগকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

আগামী মাস হইতে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মেইল ট্রেণ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় না ছাড়িয়া ১১ ঘটিকার সময়ে ছাড়া হইবে।

পারস্যের যে সকল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদের সাহায্যার্থ [illegible] লাট বিশপ ৫০০ টাকা [illegible] একথানে এক স্থানে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত দুই ব্যক্তি [illegible] রাছে সেখানে কেবল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর [illegible] সাধন যে খৃষ্ট ধর্ম্মের অনুমোদিত আমরা এতদিন জানিতাম না। কলিকাতার লার্ড বিশপের নিকট হইতে আমরা এই উপদেশটী প্রাপ্ত হইলাম।

সেদিন বোম্বাইয়ে একজন ব্রাহ্মণ ও ৩ জন কুলি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ইহারা অতি অল্প মূল্যের কতকগুলি অলঙ্কারের লোভে একজন স্ত্রীলোককে হত্যা করে। কুলি তিন জন বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছে, ব্রাহ্মণের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে।

গত জুন মাসের মধ্যে বোম্বাই হইতে ভিন্ন দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে ১২৫২০২৫৪ টাকা মূল্যের ২৩৪৮২০ পাউণ্ড তুলা প্রেরিত হইয়াছে।

১৮ই জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ২৬৯ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বরদার গুইকুমারের রাজ্যের অন্তর্গত নাডিয়াদে একটী ইংরাজী স্কুল খোলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয়, এটী সকলেরই অভীষ্ট।

বিদেশীয় সমাচার।

প্যারিস ২৫ এ জুলাই। প্যারিসে মিউনিসিপাল সভা মনোনীতের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ২৪ জন অবসারভেটিব রেপবলিকান ও ৬ জন মডারেট রেপবলিকান মনোনীত হইয়াছেন।

আডিয়াসারন সভায় ধৈরিক মুক্তহস্ত সম্বন্ধে পোপের ক্ষমতা বিষয়ক আবেদন পত্র লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

মীরাস বলিয়াছেন, যাহাতে সকলে পোপের স্বাধীনতা স্বীকার করেন, তিনি তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাইবেন।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঐ আবেদন পত্র পররাষ্ট্রবিভাগীয় মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হয়। [illegible] তাঁহার [illegible] সভার সভাপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মি: জি কেম্বল বোম্বাইর হাইকোর্টের নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। কাবুলে গোলযোগ

উপস্থিত হইয়াছে। একখানি জাহাজের আহাজ প্রেরিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ জুলাই। অত রাত্রিতে কাউন্সিল বাটীতে কাডওয়েল সাহেব বলিয়াছেন, সেনা দলে কমিসন বিক্রয়ের রীতি থাকিবে এবং আগামী অক্টোবর পর্যন্ত ক্রয় না করিলে কেহ কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

প্রিন্স বিসমার্ক ঘোষণা করিয়াছেন, যুদ্ধকালে জর্ম্মণীয়েরা ফিতীয়বার যে কর্জ করিয়াছিলেন ১৮৭২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাহা পরিশোধ করা হইবে।

—:০:—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ জুলাই। ডবলিউ এস, আর ডেবিস জলপাইগুড়ির চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন।

জি, এস বার্কার সাহাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন এবং সসার উপবিভাগের ভার পাইবেন। বার্কার সাহেব প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

২২ এ জুলাই। কটকের আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি টইবি প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

ডবলিউ, বি, লিবিঙ্গষ্টোন ঢাকা কালেজের অধ্যাপকের প্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলেন।

ডেপুটী কালেক্টর ও আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট জে, বারলো মধুবনী (ত্রিহুত) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডবলিউ এচ, ত্রিমলী বাখরগঞ্জের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ঈশ্বরী প্রসাদ পাটনা বিভাগে স্থানান্তরিত হইবেন।

২৬ এ জুলাই। মির্জাপুরের প্রতিনিধি চাপলেন রেবরেণ্ড এস, আর, মিচেল কলিকাতার সাধারণ হাসপাতালের চাপলেনের প্রতিনিধি হইবেন।

১। ১৮৭২ অব্দের ১ লা যে ফেব্রুয়ারিতে যে জাতি সাধারণ প্রদর্শনী খোলা হইবে তৎসংক্রান্ত কার্য্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য লেপ্টেনন্ট গবর্ণর নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রদেশে একটী সভা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। জে, এ ক্রকোফ, সি, এস, প্রেসিডেণ্ট। বি, কাউলিস, ডবলিউ ইকাট, বাবু দিগম্বর মিত্র, এচ, ওয়াইমান এবং খাজে আবদুলগণি সি, এস, আই—সভ্য। এচ, এচ, লক—অবৈতনিক সেক্রেটারি।

নিমস উমসলী।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২০এ জুলাই। ডবলিউ, এস, আর ডেবিস, যিনি জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি হইয়াছেন আরও উক্ত বিভাগের জুডিসিয়েল কর্মের প্রতিনিধি হইবেন।

২১ এ জুলাই। বাবু কানাইপ্রসাদ বসু মাহীগঞ্জের (রঙ্গপুর) দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার একজন সভ্য হইবেন।

২৪ এ ত্রিপুরার অন্তঃপাতী বসিরহাটের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু অমৃতলাল পাল (বি, এল) উক্ত বিভাগস্থ সাতক্ষীরার অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

২২ এ জুলাই। ১৮৬৯ অব্দের ২ আইনের ৩ ধারানুসারে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের শাসনাধীনস্থ প্রদেশ সমূহের মধ্যে জষ্টিস অব দি পিস হইবেন। আর ডি বেয়ার ও সি, এচ, মেলব সাহেব।

২৪ এ জুলাই। আর, এচ, কুয়াব খোরাসির একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

জে, হুইটমোর চট্টগ্রামের কমিসনরদিগের চেয়ারমান হইবেন।

সার্জ্জন মেজর, এ, জে, পেইন (এম, ডি,) একণে যে বঙ্গদেশের বাতুলালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের কার্য্য করিতেছেন, তিনি বঙ্গদেশীয় সানিটারি কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন।

এস, সি, বেলি

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

১৩ ই আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত পত্রের প্রতিবাদ করিয়া যে পত্র আমাদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, তৎপ্রেরকের প্রতি বক্তব্য এই, পূর্ব্ব পত্রখানি আমাদিগের অমতে অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার আর আন্দোলন করা, এটী আমাদিগের অভীষ্ট নহে। অতএব প্রতি পত্রপ্রেরকের অনুরোধ রক্ষায় আমরা অসমর্থ হইলাম।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

প্রয়াগে একখানি বাঙ্গলা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। একজন বাঙ্গালী ইহার সম্পাদক, কিন্তু পশ্চিমে বহুকাল প্রবাস নিবন্ধন জন্ম ভূমির আচার ব্যবহার তিনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার লেখনী নিঃসৃত বিষয়গুলি অধিকাংশ স্থলে বঙ্গদেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়।

সংবাদ পত্র সমূহের সাময়িক বিবেচ্য বিষয় এই, রথ্যাকর, সংযুক্ত আলোচনার পরিবর্ত্ত এবং কৌলিন্য প্রথা। এই গুলির আন্দোলন [illegible] আজি কালি প্রায় সকল সংবাদ প[illegible] দৃষ্ট হইয়া থাকে। রথ্যাকর যে ভাবে [illegible]পিত হইবার কল্পনা হইতেছে, তাহা যদি বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞাভঙ্গ জন্য অপরাধে কলঙ্কিত হইবেন, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সাধু ভাব অবলম্বন করিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন, এই যে লোকের একটী অটল বিশ্বাস আছে, তাহা তাহাদের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে, এ কথা বোধ হয়, যে সমস্ত সংবাদ পত্র বাঙ্গলায় প্রচারিত হইয়া থাকে, প্রায় তৎসমুদায়েরই সম্পাদক একবাক্যে স্বীকার করিবেন, কিন্তু আমাদের প্রয়াগস্থ সম্পাদক বলিয়াছেন যে, রথ্যাকর ভূমির উপরে স্থাপিত হওয়া যুক্তিমূলক, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম হানির কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। এ বিষয়ে সম্পাদকের যুক্তি এই, যখন মনুষ্যের অন্তঃকরণ ও নশ্বর, তখন তৎকৃত ব্যবস্থা যে চিরকাল অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, ইহা কখন আশা করা যাইতে [illegible]

তাল উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার কি একবারও ছাত্র প্রজাদের উপর দৃষ্টি পড়িল না? এই করভার কি হতভাগ্য প্রজাদের উপরেই নিপতিত হইতেছে না? আমাদের দেশে এখন কি তাহার অভাব হইয়াছে, যাহার পরিপূরিত করিবার জন্য এত আপনার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে? আমাদের যেগুলি প্রকৃত অভাব রহিয়াছে, সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ নিপতিত হইতেছে না। বলিতে কি উন্নতির ভাণ করিয়া এবার গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিলেন, আরো দৃঢ় রূপে ভবিষ্যতে যে আক্রমণ করিবেন, তাহার ও পূর্ব্ব সূচনা করিয়া রাখিলেন।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সম্পাদক আপন বুদ্ধিমত্তার অনুরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তবে বিশেষের মধ্যে এই এক পত্রপ্রেরক তাঁহার পোষকতা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ সংস্কৃত মৃতভাষা হইয়া পড়িয়াছে। মৃতের উদ্ধার সাধনে প্রয়াসবান হওয়া কি লোকের স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে? বিশালতা, ওজোগুণ, প্রসাদ, প্রাঞ্জলতা লালিত্য প্রভৃতি যে সমস্ত থাকিলে ভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তৎ সমুদায়েরই একত্র সমাবেশ যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হই সহজ নহে। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাষাকে মৃত হইতে দেখিলে কাহার চিত্ত না সকলে এই জন্য ব্যথিত হয়, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। তৃতীয়তঃ ইহা আমাদের আর্য্য জাতির ভাষা। ইহার প্রতি উপেক্ষা বা অনাস্থা প্রদর্শন করিলে আমরা কি কৃতঘ্নতা দোষে লিপ্ত হইব না? চতুর্থতঃ বঙ্গভাষা সংস্কৃতের এক অঙ্গ মাত্র। সংস্কৃতের আলোচনা হইলে অপরের উন্নতি পথ যে সম্যক্‌রূপে রুদ্ধ হয় তাহা কে বলিবে? মূলে জল সিঞ্চন করিলে শাখা প্রশাখাকে কেহ কখন কি শুষ্ক হইতে দেখিয়াছেন? কিন্তু প্রশ্ন যুক্ত সম্পাদক ও তাঁহার উত্তরসাধক পত্রপ্রেরককে অদ্ভুত ধাতুর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহারা অম্লান বদনে বলিতেছেন যে, সম্প্রতি সংস্কৃতের বহুল আলোচনা নিবন্ধন বাঙ্গলা ভাষার অধোগতি হইতেছে। বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে পুনরায় বাঙ্গলা প্রবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট অতি বুদ্ধিরই কাজ করিয়াছেন। উঁহার পত্র প্রেরক আরো একটু বিশেষ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, এখন ছাত্রেরা যতদূর সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছে, তাহাতে প্রকৃত কাজ হইতেছে না, বরং তাহাদের ইংরাজী শিক্ষার মহান্ অন্তরায় হইয়াছে। এই হেতু এল, এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা করা বিধেয়। কেবলমাত্র বি, এ পরীক্ষার্থিদিগকে সংস্কৃততে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করিলেই যথেষ্ট হয়। পত্র প্রেরকের এই বাক্যগুলি যে নিতান্ত অসার তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং তৎসমুদায়ের খণ্ডন অনায়াসসাধ্য। প্রকৃত ভাবে বলিতে গেলে তিন বৎসরের অধিককাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে ফল ফলিয়াছে, তাহা কি উপেক্ষণীয় বলা যাইতে পারে? পত্রপ্রেরক কি এক দিনেই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ফল দেখিতে চাহেন? যখন এই তিন বৎসরের মধ্যে ছাত্রেরা যাব, তাবদীয় পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতেছেন, তখন আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, যদি সংস্কৃত শিক্ষা আর ১০ বৎসর অব্যাহত থাকে, তবে সংস্কৃত চর্চ্চার এক শেষ হইবে, এমন কি সংস্কৃত আমাদের [illegible] হইয়া উঠিবে। সংস্কৃত শিক্ষা ছাত্রদের ইংরাজী অধ্যয়নের প্রতি কুলাঙ্গারণ করিতেছে, এ বাক্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে কোন দেশের ছাত্রই বঙ্গদেশের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। পঠদ্দশায় যতই কঠিন বিষয় উপস্থিত হউক না কেন, বঙ্গীয় যুবক তাহা পাইবার নহে। প্রতিযোগিতা ইহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকে। প্রতিযোগিতানলে যতই কঠিন বিষয় তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হউক না কেন, তাহারা প্রফুল্লচিত্তে তৎপ্রতি ধাবমান হইবে। এমন অবস্থায় সংস্কৃত যে তাহাদের কঠিন কণ্টক বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমরা কখনই বিবেচনা করিতে পারি না। সংস্কৃত কালেজের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই ইহা বুঝা যাইতে পারে। আবার দেখুন, পত্র প্রেরক প্রস্তাব করিতেছেন, যে কেবল বি, এ পরীক্ষায় সংস্কৃত নির্দিষ্ট থাকুক। এল, এ পরীক্ষার পর সংস্কৃত আরম্ভ করিয়া দুই বৎসরের মধ্যে কতদূর শিক্ষা হইতে পারে তাহা আপনারাই বিবেচনা করিয়া লউন। পত্রপ্রেরকের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে কোন কালে যে আমাদের দেশে সংস্কৃতের বহুল প্রচার হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

বনয়ারি আবাদ
কুল বীরভূম [illegible]—

—(০)—

ব্রাহ্ম বিবাহের আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ হইলে পর মহাশয় সোমপ্রকাশের সম্পাদকীয় উক্তি স্থলে যে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমার এবং মৎসদৃশ লোকদিগের অননুমোদনীয় নহে, কিন্তু ব্রাহ্ম বিবাহের একটী আইন না হইলে যে ভবিষ্যতে অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না, কেন না ব্রাহ্ম ধর্ম্মে সকল জাতীয় স্ত্রী পুরুষের অধিকার আছে, সকল মনুষ্যই পরমেশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া জাত্যভিমান উঠাইয়া দিবার জন্য (হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থার বিপরীত) উঁহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন জাতির সহিত বিবাহ রীতি প্রচলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কয়েকটী সঙ্কর বিবাহও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততিগণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারী নহে বলিয়া তাহাদের দায়াদগণ আপত্তি উপস্থিত করিলে তাহাদিগকে পৈত্রিক বিষয়াদি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, সুতরাং ব্রাহ্ম বিবাহের যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছে, তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে ঐ অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারিবে, এই আশায় ঐ আইনটী বিধিবদ্ধ হয় ইহা আমাদের প্রার্থনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া ঐ আইনের কোন ধারাতেই আমাদের আপত্তি নাই, এরূপ নহে। পাত্রি কন্যার বয়োনির্ণয়, সম্প্রদানের রীতি এবং বিবাহের রেজিষ্টরির

প্রতি বিশেষ আপত্তি আছে। আমাদের বিবেচনায় উপরি উক্ত কার্য্য মুসলমানের ন্যায় রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। সমাজের আচার্য্য এবং অধ্যাপকের দ্বারাই উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

পাত্রকন্যার বয়োনির্ণয়ের যে নিয়ম হইয়াছে তাহার প্রয়োজন নাই। পুত্র বিবাহ করা কি পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া যেমন চলিয়া আসিতেছে সেইরূপ থাকাই ভাল। যুবক ব্রাহ্মগণ যেচ্ছানুসারে চতুর্দ্দশ কেন যত বৎসর বয়স্ক ভগিনী বা দুহিতা প্রভৃতিকে সাবধানে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন, তাহার পর বিবাহ দিন, এত বৎসরের ন্যূন বয়স্কার বিবাহ দিব না এবং এত বৎসরের ন্যূন বয়সে বিবাহ করিব না, ইহা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেই সব হইতে পারে, তজ্জন্য রাজবিধির প্রয়োজন কি? দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকার বিবাহ দেওয়া অকর্ত্তব্য, তাহা দিন না এই প্রতিজ্ঞা দিলেই হইল। তাহার পর তের হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে যখন ইচ্ছা বিবাহ দিতে বা করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্বাধীনতা থাকা উচিত।

কন্যা সম্প্রদান করার প্রথাটী উঠিয়া গেলে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া উপস্থিত হইবে, তন্নিবন্ধন বহুবিধ অনিষ্টোৎপত্তি হইবারও সম্ভাবনা। কোমল হৃদয়া কামিনীগণ যৌবনাবস্থায় যাহাকে প্রণয় চক্ষে দর্শন করে সে ব্যক্তি কুৎসিত আকার ও মূর্খ হইলেও তাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও রূপবান ও ধনবান এবং বৃহস্পতি অপেক্ষাও পণ্ডিত জ্ঞান করে এবং তৎসঙ্গে যুবক বালকেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে। পরিণামে কি ঘটিবে তাহা বিবেচনা করিতে পারে না। এই জন্য কামিনীগণ প্রায়ই প্রবঞ্চকদিগের প্রতারণা জালে পতিত হইয়া দুর্ব্বিষহ আশার ছলে কলঙ্কার্পণ করিয়া পরিণামে অতিশয় কষ্ট ভোগ এবং উহারা কেহ কেহ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহা বোধ হয় অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। যদিও প্রকৃত ব্রাহ্মগণের সেরূপ চিত্ত নহে এবং তাঁহাদের দ্বারা ঈদৃশ কুকার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু ব্রাহ্মনামধারী স্বেচ্ছাচারিদিগের হস্তে পড়িলে যে ঐরূপ না ঘটিবে এমত নহে। অতএব কামিনীগণকে পাত্র মনোনীত করণে স্বাধীনতা প্রদান করা ও পিতা বা প্রতিপালকের দ্বারা সম্প্রদান করিবার প্রথা প্রচলিত রাখা উচিত বোধ হইতেছে। প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের সম্মুখে ও অনূন তিন জন ব্রাহ্মের সাক্ষাতে কন্যার পিতা বা প্রতিপালক সম্প্রদান করিবেন এবং কন্যা ও পাত্র উভয়ে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে, এইরূপ অর্থের একটী ধারা থাকিলেই আইনের দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইতে পারিবে।

গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত রেজেষ্টরী আফিসে পাত্র কন্যা উপস্থিত হইয়া বিবাহ রেজিষ্টরী করাইবেন অথবা রেজিষ্ট্রার স্বয়ং বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া বিবাহ রেজিষ্টরী করিবেন এবং উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট কি লইবেন এই অর্থের যে কথাগুলি আছে, তাহার পরিবর্ত্ত করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যকে সব রেজিষ্ট্রার, আদি ব্রাহ্মসমাজের ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যকে রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিলে এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের রেজিষ্টরী বহি রাখিলে ও তাহাতে বিবাহের প্রতিজ্ঞাপত্র রেজিষ্টরী হইলে এ কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং রেজিষ্টরী ফি দ্বারা সমাজের ব্যয় সাহায্যও হইতে পারে। যদি সব রেজিষ্ট্রারের দ্বারা বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হয়, তবে দুই খানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, তাহার একখানি সব রেজিষ্ট্রারের নিকট ও একখানি রেজিষ্ট্রারের নিকট রেজিষ্টরী বহির সহিত রাখা হইবে। যদি রেজিষ্ট্রারের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তবে এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইলেই যথেষ্ট হইবে। বিবাহের সার্টিফিকেট প্রদানের ভার কেবল রেজিষ্ট্রারের উপর থাকিবে এবং তাঁহার সকল বহি রেজি[illegible] আফিসেই সমাজের কার্য্যালয়ে রাখা কর্ত্তব্য। সব রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি ঐ সার্টিফিকেট "আমার সম্মুখে উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইল" বলিয়া স্বাক্ষর করিবেন। তদনন্তর রেজিষ্ট্রার তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া রেজিষ্টরী সকল চালাইয়া পাত্র কন্যাকে প্রদান করিবেন, এইরূপ হইলেই ভাল হয়। নচেৎ রেজিষ্টরী করার নিমিত্ত পাত্র কন্যা রেজিষ্টরী আফিসে যাইবেন, ইহা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের প্রতি এই কার্য্যের ভারার্পণ করিলে বোধ হয় ব্রাহ্মগণ অসন্তুষ্ট হইবেন না।

৯ই শ্রাবণ }
১২৭৮ } শ্রী:

আগামী বৎসরে যে ছাত্র মাইনর পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইতে পারিবে তাহাকে বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (ইনি বানাঘাট রুকনপুর গ্রামের মুন্সিফের [illegible]) দশ টাকা পুরস্কার দিবেন। [illegible] যদি ধনিগণ এই রূপ পারি তোষিক [illegible] দান করিলে ছাত্রগণ উৎসাহ সহকারে উন্নতি করিবে সন্দেহ নাই।

১ই শ্রা [illegible] } শ্রীনিতাই লাল দত্ত
আমালপুর এক্ষণগর } ঐ স্কুলের ছাত্রদিগের
জেলা ২৪ পর্গণা } সম্পাদক

মহাশয়! আমরা গত কল্য কয়েক জন বন্ধু একত্রিত হইয়া রাজপুরের নিকটবর্ত্তী জগদ্দল গ্রামে গমন করিয়াছিলাম। যে রাস্তা দিয়া আমাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহা নিতান্ত পঙ্কিল এবং তাহার উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শুনিলাম এখানে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে; কিন্তু রাস্তার এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদিগের উক্ত বাক্যে বিশ্বাস জন্মিল না। গ্রামের মধ্যে যেরূপ জঙ্গল [illegible] দিবসেও অপরিচিত জনের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রত্যেক বাটীর চতুঃপার্শ্বের কথা দূরে থাক, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে দিকে দেখ সেই

নিকট জঙ্গলময়, মধ্যে মধ্যে দুই একখানি অট্টালিকা বিশৃঙ্খলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদিগের একজন বন্ধুর উৎসাহে এখানে প্রায় ৩।৪ বৎসর হইল একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম গ্রামের কেহই ইহাতে সাহায্যদান করেন না। এখানে একটী বঙ্গবিদ্যালয়ও আছে। বালিকা বিদ্যালয়টীর কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। আমরা গ্রামস্থ লোকদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে বালিকাবিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নতি পথে অগ্রসর হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সকলেই যত্নবান হন।

কাঁটালপাড়া
১২ এ জুলাই } অনুগত
১৮৭১ শ্রীকেদারনাথ বসু

মহাশয়! জলপাইগুড়ি ইতিপূর্ব্বে যে কিরূপ ভয়ানক স্থান ছিল, তাহা প্রায় কাহারই অবিদিত নাই, বিশেষ ডাকাইতি বলিয়া যে প্রসিদ্ধ কথা প্রচলিত আছে, ইহার পূর্ব্বকার অবস্থা তাহার উত্তম উদাহরণ স্থল সন্দেহ নাই। স্থানে জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ভয়ানক হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান ছিল। পরে জেলা স্থাপিত হওয়াতে এক্ষণে ইহা একটী উত্তম জনপদ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নিকটবর্ত্তী ময়নাগুড়ি নামক স্থানে একটী সব ডিবিজন মাত্র ছিল তৎপরে এই অভিনব জেলা প্রতিষ্ঠিত হইলে ডিবিজনের কর্মচারিগণ প্রথমে অত্র স্থানে আইসেন। তৎকালে ভিন্ন স্থানের কোন ব্যক্তি এখানে আসিলে সকলের আনন্দের সীমা থাকিত না। এক্ষণে ক্রমে বহু ব্যক্তির সমাগম হওয়াতে এখানকার অবস্থা আর তদ্রূপ নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বি, এল, এখানকার গবর্ণমেণ্টের উকীল হইয়া গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই স্থানে আইসেন। তিনি নিজ স্বভাবগুণে এখানকার প্রধান প্রধান ভদ্র মহোদয়গণের বিশেষ প্রণয়ভাজন হইয়াছেন। এখানকার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব ঘোষ মহাশয় অকস্মাৎ পীড়িত হওয়াতে ইনিই তৎকর্ম্মে তিন মাসের নিমিত্ত প্রতিনিধি হইয়াছেন। করুণাময় বাবু বহুকাল হইতে নিয়ম্মিত সাধারণের মঙ্গল জন্য ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি বিবিধ উপায়ে সাধারণকে সন্তোষ প্রদান করিতেছেন। সাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটী লাইব্রেরি প্রায় সকল জেলাতেই আছে। অত্র স্থানে তাহা ছিল না এবং কেহই এ পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কোন উদ্যোগ করেন নাই। বিদ্যানুরাগী সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু যদু নাথ ভট্টাচার্য্য (বি, এল) মহাশয় বিশেষ উৎসাহসহকারে এ বিষয়ে সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করাতে সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। দেশ হিতৈষী শ্রীযুক্ত কর্ণেল জে, সি, হটন সি, এস আই, এই বিষয় শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাবধি যে তাঁহার অফিস আফিসের ব্যবহারার্থ যে আফিস ঘর অত্র জেলায় সংস্থাপিত ছিল, সেই ঘর এই কার্য্যের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ধনশীল ব্যক্তিগণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাধিপতি নগদ ৫০, টাকা ও ২৫০ টাকার পুস্তক, শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাহাদুর ১০০ ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীকমল লাহিড়ী ১৫ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার প্রযোজক হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ থাকাতে তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

জলপাইগুড়ি
১৫ ই জুলাই } বশম্বদ
১৮৭১ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখো-

মুল্য প্রা প্তি।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ১০

শ্রীযুক্ত বাবু হরগৌরীপ্রসাদ উকীল
ভাগলপুর
" " ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
সভাবাজার ১৬,

শ্রীযুক্ত সেখ আমান উকীল
গোরক্ষপুর ১০

নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে কাহাকে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০ তিন মাসের ন্যূনের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, ব্যাঙ্ক চিটি, মনিঅর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও নূনের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিটি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিটি দেওয়া হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

সোমপ্রকাশ বিষয়ে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

[illegible] ভাগ। ৩৮ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

[illegible] টাকা | [illegible] টাকা | অগ্রিম [illegible] টাকা

সন ১২৭৮। ২৩ এ শ্রাবণ। ইং ১৮৭১। ৭ ই আগষ্ট

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক১০, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বি[illegible]ন।

বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের প্রাথমিক বিবরণ। শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা ইংরাজী ভাষায় সঙ্কলিত। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

—:o:—

আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহ।

এই পুস্তকখানি বিবিধ [illegible] চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, হারীত, [illegible], শরঙ্গধর, চক্রদত্ত, শুভবোধক, দর্পণ, [illegible] রত্নাবলী, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রস[illegible]কর, গরুড় পুরাণ ও অনেকখানি সংহিতাদি অব সম্বন করিয়া প্রায় ১৪ খণ্ডে প্রকাশ করা যাইবে। একণে ইহার ১ ম ভাগ ১৬ ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা চিৎপুর ট্রাঙ্ক রোডের লেন ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসা সংগ্রহ কার্য্যালয়ে স্থাপিত আছে। অতএব যে সকল মফস্বলবাসী ইহার সমস্ত খণ্ড লইতে স্বাক্ষর করিবেন, তাহাদিগকে মিজ মিজ ঠিকানা ১ম ভাগের মূল্য এক টাকা ও মাশুল ৵০ আনা পাঠাইতে হইবে এবং যাহারা প্রত্যেক খণ্ড ক্রয় করিবেন তাহা বগকে ইহার মূল্য ৷০ পাঁচ সিকা ও মাশুল ৵০ আনা উপরিউক্ত ঠিকানায় আমার নিকটে পাঠাইতে হইবে।

চিকিৎসা সংগ্রহ ১ ম ভাগ ২৸

ঐ ২ য় ঐ ৪

শ্রী ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:o:—

৬ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকদ্বয় ৩৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রে ও লালবাজার হিন্দুহোটেলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বাসবদত্তা	১।০
রসতরঙ্গিণী	।০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

—:o:—

ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ব প্রকাশিত এজেণ্টদিগের নিকট হইতে আমার ঔষধ কেহ লইবেন না; কোন স্থানে আমার এজেণ্ট রহিল না।

কাঁশোনি কাশি, ক্ষয়কাশ, অর্শ, প্রমেহ, উপদংশ ও দৌর্ব্বল্য রোগের টোটকা ঔষধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অনেক অন্বেষণ করিয়া প্রায় দুই শত বর্ষের এক পুরাতন বৃক্ষ মূল পাওয়াতে ইহার অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, প্রতি রোগের ঔষধের মূল্য ৩।০ তিন টাকা চারি আনা পাঠাইলেই পাইবেন।

ঘা এবং গুলাউঠা রোগের দুই চমৎকার দৈব ঔষধ পাইয়াছি। ইহা দুই জন ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করায় অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছেন। প্রথম রোগে, তিন দিন মাত্র পানের খিলিতে ঔষধ রাখিয়া খাইলে যে কোন প্রকার ঘা হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দ্বিতীয় রোগে, তিনটী বটিকা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে যে কোন অবস্থার ওলাউঠা রোগী হউক, অবশ্য রোগোপশম হইবে। ইহা বাজারে সাধারণ লোকে লইতে পারেন, এ জন্য ইহার মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র স্থির করা হইল।

২০ টাকার ঔষধ ক্রয় করিলে কমিসন ২।০ টাকা দেওয়া যাইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহর অম্বালা—পঞ্জাব।

—:o:—

সর্পাঘাত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা। [illegible] সংস্করণে অনেক নূতন কথা লেখা [illegible] সর্পের ঔষধি নাই, তবে চিকিৎসা আছে। [illegible] বৈদ্যদের হাতে সাপের রোগী মরে না। অতএব সকলের এই পুস্তক খানির এক এক খণ্ড লওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য ৴০ ডাক মাশুল ৴ আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অমৃতবাজার।

—:o:—

বাঙ্গলা আমিরার চুটি, মূল্য ৴০ আনা। সুবোধবোধ, মূল্য ।৴০ আনা। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা জোড়া সাঁকো নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

১৮৭১।৭।২২ } শ্রীপ্রাণনাথ গুপ্ত
বারুইপুরস্থ নর্ম্মাল স[illegible]

—:o:—

স্বাস্থ্যপ্রদ পাউটি [illegible]

যদি কাহার [illegible] প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আমার [illegible] যেই উহা প্রস্তুত করিয়া [illegible]

নিম্ন লিখিত দ্রব্যাদি [illegible] প্রস্তুত আছে।

[illegible]

এবং উহার নিমিত্ত সাইফন্, জলপান ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালীদেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেকি ছাদে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রকার পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ভ্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত

গ্রীসইতিহাস		টাকা
ক্ষুদ্রসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶০	ঐ

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।

	রাস্তি স্থান	আন্দাজী
নং ১৫ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১।৩ বিঘা
ঐ ২ শিখের লেন	ঐ	৳৩ কাঠা
রসিক শারাকের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
নং১২ এন্টিলি রোড	ঐ	১/১ বিঘা
কুলীয়াবাথ ব্রিজ	ঐ	৫। বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্ত্রান পিলাখান আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

আমার প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৬। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ভাদ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর, ডি, বসু এণ্ড কোং মিশন রো কলিকাতা।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবে না।

তৃতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে।

২২ এ চৈত্র } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } কলিকাতা বটতলা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এম, বি. কর্ত্তৃক প্রণীত

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাসুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হোটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মহাত্মগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনৈক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন! এই ঔষধের প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছি। অপকারক খ্রীস্ত শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার জীর্ণ, অর্শ, শূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাসুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে, গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ মফঃস্বলে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃতবিন্দু আফিস
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দের
নিকট।
১৩ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } শ্রীনবানন্দ শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

"আমার গুপ্তকথা" ১ম পর্ব্ব ২২ ফর্ম্মায় বাঁধা হইয়া পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৸০ মফস্বলে ৸৶০। দ্বিতীয় পর্ব্বের ৮ম অর্থাৎ ১ম মাঃ ৩০ ফর্ম্মা ও উদীর পূত্র" ৮ম ফর্ম্মা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। প্রতিবার ও শুক্রবারে এক এক ফর্ম্মা প্রকাশ হয়, প্রত্যেক ফর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ আনা।

শ্রীনবিনকৃষ্ণ বসু

সাং কলিকাতা সভাবাজার

রাজবাটী।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ২৮ এ জুলাই।

স্থানের নাম	সর্ব্ব ক্ষুদ্র জল ফীট	ইঞ্চ

মাথা ভাঙ্গা।

মোহানায়	২১
তথা হইতে হাট গৌয়ালিয়া	
৪৬ মাইলের মধ্যে	১৭
হাট গোয়ালিয়া হইতে	
আলিনগর	১১
আলিনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ	
৩৮ মাইলের মধ্যে	১৮
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী	
৩৪ মাইলের মধ্যে	২০

জালঙ্গী

মোহানায়	২৪

ঢাকা হইতে ফরিদপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	১১	৬
ফরিদপুর হইতে বহরমপুর		
২৭ মাইলের মধ্যে	২৩	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৮ মাইলের মধ্যে	২৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৫১ মাইলের মধ্যে	২১	
জলঙ্গী ।		
জলঙ্গায়	১৭	০
ঢাকা হইতে ফরিদপুর		
১১ মাইলের মধ্যে	১৪	
ফরিদপুর হইতে টিয়াকাটী		
৩১ মাইলের মধ্যে	১৫	৬
টিয়াকাটী হইতে নদীয়া		
৬০ মাইলের মধ্যে	১৮	৬

সন ১৮৭১ সালের ৩১ এ জুলাই বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
	১৬	১১

বহরমপুর ৩১ এ জুলাই ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] সোপান বিহারী [illegible] ।

সোমপ্রকাশ ।

২৩ এ শ্রাবণ সোমবার ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন যে অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন, শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী তাহার সাহায্যার্থ ৪০০ টাকা দান করিয়াছেন ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ।

বর্ত্তমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়ুঃশেষ হইয়াছে । জমীদারেরা ইহার রক্ষার্থ যে কিছু চেষ্টা করিতেছেন সমুদায় বিফল হইয়া যাইতেছে । তাঁহারা ভূমির উপরে শিক্ষাকরাদি গ্রহণ প্রস্তাবের প্রতিবাদী হইয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। উক্ত সভার সভ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভূমির উপরে শিক্ষা করাদি গৃহীত হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা নাই । এক ব্যক্তির পুত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বলক্ষণ কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে, চিকিৎসক কহিতেছেন, এ শ্বাস দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন, কোন শঙ্কা নাই । যাহার পুত্র, তিনি এ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া চিত্তের ক্ষণিক সান্ত্বনা সম্পাদন করিতে পারেন বটে, কিন্তু পার্শ্বস্থ লোকেরা তাহাতে প্রত্যয় করেন না। লার্ড আর্গাইল ও তাঁহার সহচর পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যগণ যে প্রবোধ দিন, আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে ভিত্তির উপরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার মূল প্রস্তর উৎপাটিত হইল। উক্ত বন্দোবস্ত উপকারের না হইয়া অপকারের হইয়াছে এই সংস্কার ক্রমে বিশ্বজনীন হইয়া উঠিতেছে । এটীও একটী অমঙ্গল চিহ্ন । ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ যে কমিটি নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহারাও এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর নূতন স্থানে প্রবর্ত্তিত করা না হয় । ফলতঃ সকলেই প্রায় ইহার প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন । অবজ্ঞানিবন্ধনে সকল লোকের এপ্রকার বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিবার কারণ এই, জমীদারেরা প্রজার কষ্টে কষ্ট বোধ করেন না । যাহার কষ্টে কষ্ট বোধ না হয়, তাহার ইষ্ট সাধন প্রবৃত্তি জন্মে না, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। দূরস্থ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান রাজপুরুষগণ। প্রজার সহিত ইহাদিগের সমদুঃখসুখতা নাই বলিয়া সময়ে সময়ে এক একটী অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়া প্রজার উদ্বেগ জন্মাইতেছেন। সমদুঃখসুখতা না থাকাতে জমীদারেরাও প্রজার মঙ্গল চেষ্টা করেন না । বরং কোন কোন জমীদারের অধিকারে প্রজাপীড়ন হয়। এই সংস্কার থাকাতেই সকলে উক্ত বন্দোবস্তের প্রতিবাদী হইয়াছেন । আমরাও বর্ত্তমানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী নহি । কিন্তু প্রকৃত কথা না বলা অনুচিত । জমীদার নিন্দের উপায় নাই । প্রজার ইষ্টবিধান বায়সাধ্য । জমীদারেরা সে ব্যয় কোথায় পান । যদি তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে সে ব্যয় লন, অমনি চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার উঠিবে, জমীদারেরা প্রজাপীড়ন করিতেছেন । ঐ চীৎকার শুনিয়া গবর্ণমেণ্টেরও নয়ন লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিবে । গবর্ণমেণ্ট নিজে যে ঐ দোষে দোষী তখন সে জ্ঞান থাকিবে না । জমীদারেরা যে এ দোষের উল্লেখ করেন, তাঁহাদিগের সে সাহস ও ক্ষমতা নাই । যদি কেহ প্রগল্‌ভ হইয়া বলেন, অমনি তিরস্কৃত হইবেন । কর্ত্তার দোষ কে বলে ? জমীদারেরা নিজের উপস্বত্ব হইতে দিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে । অনেকের আয় গ্রাসাচ্ছাদনেই পর্য্যবসিত হয় । যাঁহার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তও তাহা প্রজার হিতার্থ নিয়োজিত করা পরামর্শসিদ্ধ হয় না । জমীদারীর অনেক বিঘ্ন আছে । সময়ে সময়ে এরূপ দৈবী আপদ হয় যে, প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় হয় না । কিন্তু তাঁহারা প্রায় অব্যাহতি পান না । সূর্য্যাস্ত সময়ে নীলাম হইবার আইন আছে । এ নিমিত্ত জমীদারদিগকে অগত্যা কিছু কিছু সঞ্চয় রাখিতে হয় । এ সকল কারণে যাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত থাকে, তাঁহারা প্রজার হিতসাধন চেষ্টার বিমুখ হন না যে মূল হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তদ্বিষয় চিন্তা করিলে কোনরূপে এরূপ প্রতীয়মান হয় না যে প্রজার হিতসাধন জমীদারের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম । লার্ড কর্ণওয়ালিস কর সংগ্রহের সুবিধার্থেই ঐ বন্দোবস্ত করেন । যে বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সে তজ্জাতীয় ফল প্রসবই করিবে

থাকে। তাহা হইতে অন্যজাতীয় ফল প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বিশুদ্ধ হউক, আর অবিশুদ্ধ হউক, গবর্ণমেণ্ট একণে ইহার ভঙ্গে যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে এদেশের এক প্রধান সম্প্রদায়কে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে হইতেছে। যে বিষয় কিছু দিন ভোগ করা যায়, তাহাতে মমতা জন্মে তখন আর তাহার আদেশ বিশুদ্ধ কি না, সে বিবেচনা স্থান পায় না। বঙ্গদেশের জমিদারেরা অতিশয় পরিশ্রম সহকারে উদ্যোগ এই সকল ভূমি জঙ্গল মুক্ত করিয়া ভূমিগুলি ভোগ করিতেছেন; কিন্তু যে সকল লোকের প্রকৃত বল, তাহারা অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইত, এক ছটাক ভূমির অধিকার পাইত না। অভিজাত দলের মহানুভব মহাশয় ব্যক্তিরা যখন ঐ জমি সাধারণকে [illegible] করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন, [illegible] লোকে কি বলিয়াছিলেন; উইলিয়ম ফ্রেঙ্কস প্রভৃতি মহাত্মগণ এক এক বিষয়ে রত হইয়াছিলেন। অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভঙ্গে জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা অসম্ভব বিষয় নহে। ইহারা ইহাকে আপনাদের স্বত্ব জ্ঞান করেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই সকল চাটী অপেক্ষাও অধিকতর সম্মাননীয়। ইংলণ্ডের অভিজাতগণ এই প্রকার যোগনা চাটী প্রভৃতি [illegible] ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা দেন নাই; [illegible] তিনি যাহাতে উহার অন্যথা করিতে পারেন, অভিজাতদের সে চেষ্টা পাইয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ প্রকার [illegible] সম্বন্ধ নাই [illegible] কাল্‌পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্টরূপে এ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষও [illegible] তাহার উহার অনুমোদন করেন [illegible] এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যদি রাজপুরুষেরা তাহার ভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগের উপরে লোকের যার পর নাই অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিবে সন্দেহ নাই।

রাজস্ব কমিটি বর্ত্তমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নূতন স্থলে প্রবর্ত্তিত করিবার যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট, প্রণালী বন্ধন কালে কেবল তাঁহার আংশিক ভ্রম জন্মিয়াছিল। তন্নিবন্ধন ইহা একণে দূষিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বাস্তবিক মূল বিষয়টী দূষিত নহে। লর্ড কর্ণওয়ালিস মধ্য স্থলে জমীদার শ্রেণীকে না রাখিয়া যদি রাজস্বসম্বন্ধে প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, প্রজারা সুখী হইত, দেশ অপেক্ষাকৃত সমধিক সমৃদ্ধিশালী হইত, বাণিজ্যের [illegible] হইত, [illegible] যার পর নাই [illegible] লাভবান হইতেন। প্রজারা যদি জানিতে পারে, তাহাদিগকে চিরকালই একবিধ কর প্রদান করিতে হইবে, ভূমি কখন তাহাদিগের হস্তপরিচ্যুত হইবে না, তাহারা প্রাণপণে উহার উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ভূমির উর্ব্বরতা গুণের বৃদ্ধি হইয়া উঠে। উহাতে [illegible] বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিলেই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। যে যে স্থানে প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তত্রত্য প্রজাদিগের অবস্থা, পরিশ্রম ও ভূমির উৎকর্ষসাধন প্রয়াস দর্শন করিলে প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে একান্ত বাঞ্ছনীয় তাহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীয়মান হইবে। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, যে যে প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, তথায় গবর্ণমেণ্ট প্রজার সহিত রাজস্বসম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত করুন। তাহা হইলে কেবল প্রজারা নয়, গবর্ণমেণ্টও সুখী হইবেন। প্রজাদিগের নিত্য কর বৃদ্ধির আতঙ্ক থাকিবে না, কর্ম্মচারিরা উপদ্রব করিতে পারিবে না, গবর্ণমেণ্টকেও নিত্য নিত্য নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বিব্রত হইতে হইবে না। প্রজার সহিত কিরূপে বন্দোবস্ত হয়, একণকার প্রশ্ন। যদি প্রজা ও ভূমির পরিমাণ ধরিয়া বন্দোবস্ত করা হয়, উহা ক্রমে বিকৃত প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকল প্রজাই ক্রমে জমীদার স্থানীয় হইয়া উঠিবে। এক এক ব্যক্তি ক্রয়াদিমূলক অধিক ভূমির অধিকারী হইয়া সে আবার প্রজাবিলি করিবে। ক্ষোত্তম প্রজার খাজনা বৃদ্ধি ও তাহার পীড়ন করা তখন তাহার সুখকর হইয়া উঠিবে। অতএব এরূপ না করিয়া ভূমির অবস্থা বুঝিয়া প্রতি বিঘায় নির্দ্দিষ্ট খাজনা করা হউক, কোন কালে আর তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না। [illegible] যত ভূমি যাহার অধিকারে [illegible] সহিত সেই সেই ভূমির বন্দোবস্ত হউক। পশ্চাৎ ক্রয়াদি নিবন্ধন যাহার যত ভূমি তাহার হস্তগত হইবে, সে ক্ষোত্তম প্রজার উপরে অত্যাচার করিতে পারিবে না। ইহাতে এই আর এক লাভ হইবে, উপস্থিত লোকে একণে যেমন অধিক পরিমাণে ভূমির ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে, তখন আর সেরূপ করিবে না। তাহা হইলে অধিকাংশ ভূমির একের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ক্রমে ভূমির সমবিভাগ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে। কর সংগ্রহার্থ গবর্ণমেণ্টের বাহ্যিক সাহায্য থাকিবে না। প্রজারা বৎসরে দুইবার করিয়া নিকটস্থ ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে খাজনা দাখিল করিয়া দিয়া যাইবে। আসিবে, এই ব্যবস্থা করিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে।

এরূপ ব্যবস্থা হইলে গবর্ণমেণ্টের

বর্দ্ধিত এবং ভূমির গৌরব ও ভূমূল্য মূল্যের হ্রাস হইবে, এ শঙ্কা অকিঞ্চিৎকর। গবর্ণমেণ্টের যেমন একটী আয়পথ রুদ্ধ হইবে, তেমনি আর একটী আয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে। ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হইলেই অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিবে, অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিলেই বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি রাজার অর্থাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। ভূমির মূল্য হ্রাস হইবার যে শঙ্কা করা গেল তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই, ভূমি অন্য অন্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে অভীষ্ট নয়। উহা অন্য অন্য বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে তদ্দ্বারা কয়েক ব্যক্তি মাত্রের ধনী হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কয়েক জন মাত্রের হস্তগত না হইয়া যদি সর্ব্বসাধারণের হস্তগত হয়, তাহাতে অশেষবিধ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা। ভূমিই অর্থ সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব ভূমি অধিকসংখ্য লোকের হস্তগত হইয়া অধিকসংখ্য লোক সম্পন্ন হয়, ইহা কি বাঞ্ছনীয় নয়? এই অবস্থাই কি দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ নহে? নবাবী অধিকারে এদেশে কি ভাগ্যবান লোক ছিল না? তখন কি দেশের এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা ছিল? তখন সাধারণ প্রজারা দুই সন্ধ্যা উদর পূরিয়া অন্ন পাইত না। এখন কি আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায়? ফলতঃ সাধারণ প্রজার উন্নতি লইয়া দেশের উন্নতি। প্রজার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে সাধারণে সকল প্রকারই উন্নতিশালী হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এ কাজটী করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রজাবাৎসল্য, ঔদার্য্য ও যশ সমুদায় সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

-১৮১-

বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের প্রতি প্রজার বিরাগ।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি গবর্ণর জেনরল হইয়া গেলেন; কিন্তু কোন গবর্ণর জেনরলই লার্ড মেয়ো বাহাদুরের ন্যায় অবলোকাপ্রী ও প্রজার বিরাগভাজন হন নাই। এরূপ বিরাগভাজন হইবার নানা কারণ আছে। একে একে তাহার গণনা করিতে হইলে প্রস্তাব দীর্ঘতর হইয়া উঠে। অতএব আমরা অদ্য কেবল দুটী প্রধান কারণের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম, সংস্কৃতশাস্ত্রিকেরা রাজন শব্দের এই ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, যিনি প্রকৃতি রঞ্জন করেন, তিনি রাজা। ইষ্ট চিন্তন ও ইষ্টচেষ্টা ব্যতিরেকে প্রকৃতি রঞ্জনের সম্ভাবনা নাই। লার্ড বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি যে যে মহোদয় প্রজার ইষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কীর্ত্তিত অমরতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নাম হইলে কোন্ ব্যক্তির কলেবর পুলকে অনুপম আনন্দে পরিপূরিত না হয়? লার্ড মেয়ো বাহাদুর শৈলবিহার বনবিহার ও মৃগয়াতেই ব্যস্ত, তাঁহার প্রজার হিত চিন্তা করিবার অবসর নাই, যদি কদাচিৎ অবসর হয়, তখন যে চিন্তা করেন, তাহা প্রজার পক্ষে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। লার্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়দিগের শত শত উন্নতিদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন, মেয়ো বাহাদুর সেইগুলি রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। পুরাকালে ভূস্বামীর রাজপদ দেখা ... যাতনা দিবার নিমিত্ত কোন সাধারণ প্রজা দিগের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি লেন, মেয়ো বাহাদুর কেমন প্রজাকে বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার করের উদ্ভাবন করিতেছেন। এক ভূমির উপরে কর গ্রহণের কত কৌশলজাল বিস্তার করা হইতেছে। রথ্যা কর শিক্ষা কর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইতেছে বটে; কিন্তু ঐ সকলের পরিণাম বিবেচনা করিলে এক ভূমিতে পর্য্যবসিত হয় সন্দেহ নাই। রাজ কর কাহারই প্রিয় নয়। রাজা রামচন্দ্র অল্প কর লইতেন বলিয়া সকলের আরাধ্য হইয়াছেন। ইনকম টাক্সের ন্যায় করে সর্ব্বসম্পন্ন হউক লোভীদিগেরও অর্থ বিবাদ হইয়া থাকে। যেখানে করের এত উপদ্রব, সেখানে প্রজার অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কি?

কর পক্ষপাতীরা বলিবেন, দিন দিন রাজ্যের ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে, নূতন নূতন কর না করিলে কোথা হইতে সেই ব্যয় সংগ্রহ হয়। ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা বিধানের উপদেশ কেহ শুনে না। কেবল স্ত্রী পুরুষে যখন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করে, তখন যে ব্যয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, পাঁচটী সন্তান হইলে আর তাহাতে চলে না। ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপব্যয়ও দুর্নিবার হইয়া উঠে। এক পরিবার মধ্যেই যদি এরূপ কাণ্ড হইল, বিশাল রাজ্য মধ্যে যে তাহার বিপরীত ঘটনা হইবে, সে সম্ভাবনা নাই। এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের মতে অপব্যয়, বিশৃঙ্খলা, নূতন করের অবস্থা ও অমূলক প্রজার যে বিরাগ জন্মিবে, তাহা চিন্তিতেছেন নহে। তাঁহারা যে কথা বলুন, প্রজার বিরাগভাজন হইলে রাজ্য কত বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। সেই বিরাগের উন্মূলনের উপায় নাই, ইহা সহজে বুঝিবার পদার্থ নহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অদোষতা ও অপর লোকই পরিচয় দেয়। প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়, এক রাজার অধিকারে যে অধিক ... বিদ্বেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অনন্তরবর্ত্তী ... রাজা তাহাতে অপমানিত করিয়াছেন।

একণে বক্তব্য এই, আমাদিগের প্রধান ... প্রজার উল্লিখিত ...

মেন্ট উম্মূলনের যদি অন্য কোন উপায় না পান, আমরা যেগুলি বলি তাহাই করুন। লার্ড লরেন্স অবধি এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রজাকে বিদ্যাদান গবর্ণমেণ্টের অবশ্যকর্ত্তব্য নহে। এই সিদ্ধান্ত যদি সৎ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে এবং গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক দানে কাতর হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এক্ষণে যে আয় হইতেছে, তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র দান করুন, অবশিষ্ট ভার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার স্কন্ধেই নিক্ষেপ করুন, নূতন নূতন কর দ্বারা পীড়িত করিয়া তাহাদিগের বিরাগ উৎপাদনের প্রয়োজন নাই। তাহারা নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টায় স্ব স্ব সন্তানগণের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবে না, যদি এ আশঙ্কা থাকে, একটী দণ্ডের ব্যবস্থা করুন। যিনি সন্তানের পাঠযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে বিদ্যালয়ে না পাঠাইবেন, তাঁহাকে সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যাহার যে বিষয়ে ইচ্ছা নাই, ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা সভ্য সমাজের বিরুদ্ধ ব্যবহার, এ স্থলে এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। শিক্ষার্থ স্বতন্ত্র করের সৃষ্টি করিয়া যে বিদ্যাদান চেষ্টা হইতেছে, এটী কি প্রজার ইচ্ছায় হইতেছে? উক্ত করের অনিচ্ছার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। দ্বিতীয়, পুলিসের ভারও প্রজার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হউক। প্রজারা আপনারা লোক জন রাখিয়া আপনাদিগের রক্ষা আপনারা করুক। গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আয়ের শতাংশের একাংশ দিয়া কেবল কতগুলি প্রধান স্থানে রাখুন। সেই সেই স্থানের কর্ম্মচারিরা তত্ত্বাবধান ও দাঙ্গা হঙ্গামা প্রভৃতি পাইলে প্রজারা অনুসন্ধান করিতে না দিলে তাহার অনুসন্ধান করিবে। তৃতীয়, বিচারকার্য্য। এ ভারও বহুল পরিমাণে প্রজার হস্তে সমর্পিত করা হউক পঞ্চায়ত প্রণালীর দ্বারা তাহারা আপনাদিগের বিবাদের আপনারা মীমাংসা করিয়া লইবে। এ বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের বর্ত্তমান আয়ের কিয়দংশ প্রদান করিয়া কয়েকটী প্রধান বিচারালয় রাখুন। সেই বিচারালয়ে ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির আয়েও কিছু কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। আপীলের মকদ্দমাগুলি সেই সেই স্থানেই হইবে। চতুর্থ, স্বাস্থ্যরক্ষা। মধ্যে মধ্যে দুই এক স্থানে মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত করিয়া প্রজাকে জ্বালান কেন? এ বিষয়ে তত্তত্স্থানের প্রজার যেরূপ ব্যয় হয়, তদনুরূপ কি স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় হয়? প্রজারা ক্রমে আপনাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে আপনারা শিক্ষা করুক। এতৎসম্বন্ধেও স্বাস্থ্য রক্ষার কতকগুলি উপায় বলিয়া দিন, তৎ প্রতিপালনে অবহেলার দণ্ডবিধান করা হউক। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের প্রতি [illegible] হইয়া আ অস্ত হইতেছেন কেন? উঁহারা এই কোম্পানির স্কন্ধে ভারক্ষেপণ করিয়া এক্ষণে অবসৃত হউন। প্রজার স্কন্ধে কতক ভারনিক্ষেপ করিয়া আর কতক ঋণ করিয়া (যে যে বিষয়ে উপস্বত্ব জন্মিবার সম্ভাবনা হয়) পবলিক ওয়ার্ক সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হউক। এক্ষণে দেশরক্ষার্থ রাজকার্য্য সম্পাদন ও সৈন্য প্রভৃতির ব্যয় রহিল। উল্লিখিত ব্যয়গুলির উল্লিখিত প্রকার ব্যবস্থা হইলে বর্ত্তমান আয় এ ব্যয়ের সমাধানে অপর্য্যাপ্ত হইবে না। এদেশীয়দিগকেই অধিক পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের সেনাদলে সেনাপতি পদে এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারির পদে নিয়োজিত করা হউক। যাহার যে দেশে জন্ম, সেখানে না রাখিয়া অন্য দেশে রাখিলে এবং তত্তদ্দেশীয় প্রধানদিগের তুষ্টি থাকিলে বিদ্রোহ শঙ্কা থাকিবে না।

উপসংহারে বক্তব্য এই, এরূপ হইলে কেবল যে প্রজারা করপীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিবে এরূপ নহে, ইংলণ্ডেশ্বরীও কিছু কিছু লাভ থাকিতে পারিবে। উঁহার রাজ্য, উঁহার কিছু লাভ থাকে মন্দ নয়।

আগামী বর্ষে ৪১০১৮৯০০০ টাকা আয় এবং ৪২৬৩১৫০০০ টাকা ব্যয় অনুমিত হইয়াছে। ক্রমে ব্যয় বৃদ্ধির এবং সেই সঙ্গে কর বৃদ্ধিরই অধিকতর সম্ভাবনা; কিন্তু আমরা যে উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিলাম, তাহা অবলম্বিত হইলে প্রস্তাবিত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

—:০:—

কাপ্তেন [illegible] সাহেব ও বঙ্গদেশের জেল প্রণালী।

বঙ্গদেশের জেল প্রণালী যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নয়, বহুবার এই সোমপ্রকাশে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যে পরিবর্ত্তন প্রার্থী হইয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। তিনি বলেন, এক্ষণে দুটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া জেলের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথম কয়েদিদিগের স্বাস্থ্য, দ্বিতীয় তাহাদিগের খাটুনীর ব্যবস্থা। তাহাদিগকে এরূপ কাজ দেওয়া হয় যে, তদ্দ্বারা তাহারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য [illegible] হইয়া আপনাদিগের প্রয়োজনীয় আপনারা সংগ্রহ করিয়া লয়। যে সকল লোক আপনাদিগের নিজের কারারুদ্ধ হয়, তাহাদিগকে আর পরিশ্রম করিতে হয় না। তিনি অভিপ্রায় বলেন, একজন ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কয়েদিদিগকে অতি নির্দ্দয় ক্লেশপ্রদর্শক করা কর্ত্তব্য। তিনি বিচারপতির পদে থাকিয়া জেলের বন্দোবস্ত দর্শন করিবেন। অপরাধ নিবারণের প্রকৃত উপায় দণ্ড; কয়েদিরা আর অপরাধ না করে, এই নিমিত্তই দণ্ড দেওয়া হইয়া

থাকে। প্রতিনিধি দেখিবেন, আইনের এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কি না। যদি কোন দোষ থাকে তিনি তাহার প্রতীকারের উপায়ের উদ্ভাবন করিবেন। যে সকল লোক কয়েক বৎসরাবধি বঙ্গদেশের জেলসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই বিচারসংক্রান্ত কর্ম্মচারী নহেন। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জেলে যে প্রণালী আবশ্যক তদ্বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই।

প্রায় ১৬ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া ডাক্তার মৌএট যে উৎকর্ষ সাধন করিলেন এবং এখানকার গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার উপযুক্ত জেল অধ্যক্ষগণ যে বন্দোবস্তের অনুমোদন করিলেন, কাম্বেল সাহেব ছয় মাসের মধ্যে স্থির করিলেন, তাহার ভুল, অশুদ্ধ ও সমুদায়ের পরিবর্ত্ত করা উচিত, এটী অল্পবিস্ময়াবহ সন্দেহনাই। কয়েদিদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় কি না, একজন বিচারসংক্রান্ত কর্ম্মচারী তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারেন বটে; কিন্তু কি পরিমাণে তাহাকে খাটান আবশ্যক, তাহা মানবদেহের অবস্থা বুঝিতে পারেন এরূপ লোক ভিন্ন অন্য কেহ নির্দ্ধারিত করিতে পারেন না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি সমস্ত দিন অস্থিভেদী পরিশ্রম করিয়াও কাতর হয় না, অপর ব্যক্তিকে যদি তদ্রূপ পরিশ্রম অবাধে দুদিন করিতে হয়, তাহাকে শয্যা হইতে উঠিতে হয় না। পাপের অনুরূপ দণ্ড হয়, এটি একান্ত অভীষ্ট; কিন্তু সেই দণ্ড নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বৈরনির্য্যাতন স্বরূপ হয়, ইহা কোনক্রমেই অভীষ্ট নহে। এইরূপ দণ্ড দেওয়া আইনের অভিপ্রেত যে, অপরাধীর পুনরায় পাপপ্রবৃত্তি না জন্মে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিবে, দণ্ড যত কঠিন হইবে পাপের তত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বৈরনির্য্যাতন বিধিতে দণ্ড প্রদান করিলে অপরাধীর হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন হইয়া উঠে। তাহার পশ্চাত্তাপ না জন্মিয়া জেল পরিত্যাগ মাত্র পাপকার্য্যে পুনরায় মতি হয়। ফলতঃ কেবল কষ্ট দিবার উদ্দেশে দণ্ড দান করিলে পাপের নিবারণ হয় না। দণ্ড এরূপে দেওয়া উচিত যে, অপরাধী বুঝিতে পারিবে তাহাকে অন্যায় দণ্ড দেওয়া হইতেছে। তাহার চরিত্র সংশোধন করাই দণ্ডদাতার অভীষ্ট। বর্ত্তমান প্রণালীতে অনেকাংশে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব নিজে স্বীকার করিয়াছেন, যাহাতে কয়েদিদিগের পরিশ্রমপ্রবৃত্তি জন্মে এবং লাভ হয় এ বিষয়ে বঙ্গদেশে অনেক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আর কি চান? কয়েদিগুলাকে একেকালে বধ করা কি তাঁহার উদ্দেশ্য? কয়েদিরা জেলে [illegible] থাকে, কাম্বেল সাহেবের যদি এ [illegible], তাহা পরিত্যাগ করুন তিনি একটী উপবিভাগীয় ক্ষুদ্র জেল দর্শন করিয়া একেকালে স্থির করিয়াছেন, অল্প মেয়াদের কয়েদিরা বসিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ১৪ দিবসের অধিক মেয়াদ হইলে উপবিভাগের জেল হইতে কয়েদিকে নিকটস্থ জেলার জেলে প্রেরণ করা হয় তথায় [illegible] খাটুনী। কাম্বেল সাহেব যদি আলীপুরের জেল অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, তিন মাস পর্য্যন্ত যে সকল ব্যক্তির মেয়াদ হয় তাহাদিগকে ঘানি টানিতে নচেৎ পাথর ভাঙ্গিতে হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে যে যমযন্ত্র (ট্রেড মিল) আছে, তাহা অল্প মেয়াদী কয়েদিদিগের স্কন্ধে ভোগ করিয়া থাকে। একজন উপযুক্ত জেলের অধ্যক্ষ একদা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি জেল খাটুনীরূপ দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিন মাসের অধিক মেয়াদ দেওয়া কর্ত্তব্য; কারণ এই অল্পকাল মধ্যে অন্য কোন কাজ শিক্ষা করিবার সম্ভাবনা নাই, কাজে কাজেই ঘানিটানা প্রভৃতি কাজ দিতে হয় কাম্বেল সাহেব অবগত থাকিবেন জেল খাটুনীকে নানা অংশে বিভক্ত করা হয়। তাহার প্রথম ও প্রধান অংশ ঘানিটানা, পাথরভাঙ্গা, [illegible] প্রস্তুত করা, এ সকল কাজ সকলকেই করিতে হয়। এদেশের জেলে যথেষ্ট পরিশ্রম নাই, আমরা একথা স্বীকার করি না; বরং আমরা বরাবর আক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি, কোন কোন স্থলে অপরিমিত কাজ করিতে হয়। যমযন্ত্র এ দেশের উপযোগী নহে; ইউরোপেও ইহাতে পরিশ্রম করান নিষ্ঠুর ব্যবহার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই কাম্বেল সাহেব প্রেসিডেন্সি জেলকে আদর্শ জেল বলেন। আমরা জানি ও সর্ব্বসাধারণে জানেন, প্রেসিডেন্সি জেলটী দণ্ড প্রয়োগের নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনের স্থান। আলীপুরের জেলই আদর্শ জেল। আর পরিশ্রম বৃদ্ধি করা নিতান্ত অন্যায় কাম্বেল সাহেব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কয়েদিকে এক স্থানে রাখিবার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। ম্যাজিষ্ট্রেটরা মফস্বলের জেলের অধ্যক্ষ হন, ইহা আমাদিগেরও অভিমত; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের পদটী একজন চিকিৎসক ভিন্ন আর কাহাকে দেওয়া উচিত নহে। স্বাস্থ্য সর্ব্বাগ্রে, তৎপরে আর সকল। এ বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

—০—

রাজশ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে

([illegible] সভার প্রস্তাব।)

আমাদিগের দেশের যোগ্য ব্যক্তিরা রাজদ্বারে সম্মানিত হন, এবং সেই

উৎসাহ বলে তাঁহাদিগের যোগ্যতার উত্তরোত্তর অধিকতর বৃদ্ধি হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। আমরা যখন যখন সেই সম্মাননার সংবাদ পাই, আনন্দের পরিসীমা থাকে না। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর রাজা শ্রীযতীন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়কে খেলাত প্রদান করিয়াছেন। তিনি তৎকালে যে বক্তৃতা করেন, আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাজা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া আপনকাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন, আমি যে আপনকাকে সেই সম্মানে ভূষিত করিতেছি। উক্ত সম্মানদানের ভারবাহক হইয়া আপনকাকে অর্পণ করা আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইতেছে।

আপনি যে বংশে সম্ভূত সে বংশ কলিকাতার ইংরাজদের সহিত যেমন কলিকাতা বৃদ্ধি সেই ব্রিটিশাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের সহিত সংসৃষ্ট কর্ত্ত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সে বংশের ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি রাজভক্তি ও লোকোপকারিণী কীর্ত্তি ইতিপ্রসিদ্ধ।

কিন্তু শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর আপনকার বংশমর্য্যাদা জন্য আপনাকে এই উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন এমন নহে, আপনি নিজগুণে এই সম্মানের যোগ্য হইয়াছেন। আপনার মহতী বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশের লোকানুরাগ, উন্নত চরিত্র এবং আপনি গবর্ণমেণ্টের যে সকল হিত সাধন করিয়াছেন সেই সকলের পুরস্কার স্বরূপ আপনাকে এই সম্মান প্রদান করা হইল।

আপনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্যরূপে আমাকে বিস্তর সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি, আপনি কৌশলে ব্যবস্থাদির প্রত্যেক বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা অতীব আদরণীয় বলিয়া আমি স্বীকার করি। তবাদৃশ ব্যক্তির পরামর্শ আমি অত্যন্ত সম্মানের সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকি। সত্য বটে, ব্যবস্থাপক সমাজে কোন কোন বিষয়ে আমাদের উভয়ের মতভেদ উপস্থিত হয়, কিন্তু স্ব স্ব সংস্কারানুসারে তর্ক করিলেই সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের একরূপ মত ভেদ ঘটিবারই সম্ভাবনা। তবে আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে কৌন্সিলে আপনি আমার পক্ষে হইয়াছেন তখন আপনার মত কথা আমি বিশেষ কার্য্যকরী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি ও যখন আপনি আমার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন তখন আপনার প্রতিপক্ষতার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, রাজভক্তি ও সরলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

আমি আপনার দৃষ্টান্ত আপনার স্বদেশীয়দিগের নিকটে প্রদর্শন করিতেছি, তাঁহারা যদি আপনার ন্যায় কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে আপনার ন্যায় সম্মাননীয় হইতে পারিবেন। আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই রাজদত্ত সম্মান সম্ভোগ করুন ইহাই আমার প্রার্থনা ইতি।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সম্মাননার লাভযোগ্য যে যে গুণ ... করিয়াছেন, আমরা তদতিরিক্ত অপর গুণ সম্মানের অবশ্যাবশ্যক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি। আমাদিগের দেশের উক্ত সম্মানাকাঙ্ক্ষীদিগের যেন সে গুণের দিকে দৃষ্টি বিশেষরূপে স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকে। সেটী এই দেশের উপকারের প্রতি দৃষ্টি। যাঁহারা স্বদেশের উপকার পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল সাহেব লোকের সাহেব মহলে নামাদি দ্বারা যশ উপার্জ্জন করেন, সে যশ শূন্যগর্ভ এটি যেন তাঁহাদিগের স্মরণ থাকে। সে যশের প্রকৃত গৌরব নাই।

পারস্যের দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের
সাহায্যার্থ কমিটী।

পারস্যের দুর্ভিক্ষ ক্রমে ক্রমে অসহ্য বিক্রম হইয়া উঠিতেছে। দিন দিন যে প্রকার শোচনীয় সমাচার পাওয়া যাইতেছে, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সহিত ইহার সাদৃশ্য করিলে অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্বকালে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্য করিবার কোন উপায় ছিল না; তখন কেবল যে দরিদ্র লোকদের অসুবিধা ছিল এরূপ নহে, সাহায্যদাতাও বিরল ছিলেন। এখন এই এক আনন্দের যে কোন প্রদেশে কোন প্রকার দৈবী আপদ উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র লোক সাহায্য দানে উদ্যত হন। তাঁহারা বহু পারলৌকিক হইয়া বিবেচনা না করিয়া যথাশক্তি সাহায্য দান করেন। এখন সাহায্য প্রেরণেরও নানা প্রকার সুবিধা হইয়াছে। স্থানে স্থানে সাহায্যকারী কমিটি হইতেছে। কলিকাতায়ও এক কমিটি হইয়াছে। নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়েরা উহার অন্তর্নিবেশিত হইয়াছেন; সি, ই, বার্নার্ড সাহেব (সিবিল সার্জন) কর্ণেল সি, ই, বেকন; লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল রস (আর, ই,) সাবিকর্ত্তা; টি, এ, আপকার; বাবু রমানাথ ঠাকুর; রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর; টি, এ, বুচী; রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর; এলিয়াস এস, গবে; ই, ডি, যে এজরা; মুন্সী আবদুল করীম। কমিটির নিকটে যিনি যে সাহায্য দান করিবেন, কমিটি তৎক্ষণাৎ তাহা যথা স্থানে প্রেরণ করিবেন। পারস্য হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, আমরা সাধারণের গোচর করিবার জন্য কমিটির অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তাহা এই—

রেবরেণ্ড আর ব্রুস টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, ইস্পাহানের ১০০০০ লোক ৬ মাস কাল অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে; মুসলমানদিগের অবস্থা শোচনীয়। গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতেছেন না; খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, বাণিজ্য বন্ধপ্রকার একেবারে লোপ হইয়াছে, পারস্যে লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। কমিটি এক পত্রে লিখিয়াছেন;—

পারস্যের সমুদায় অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪৫০০,০০০ হইবে। টিহারণের ৫০০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৫০০ আর্মেনীয়, ২৫০০ ইহুদী এবং ৪৭০০ মুসলমান। প্রথমোক্ত দুই দলের অধিকাংশই দরিদ্র। ইস্পাহানে ৮০০০০ লোকের বাস আছে। ইহার মধ্যে ৭৫০০ আর্মেনীয় ও অবশিষ্ট মুসলমান। সিরাজে ৩০০০০ লোক আছে। ইহাদিগের অধিকাংশই মুসলমান, ইহুদী ও আর্মেনীয়ের সংখ্যা অল্প। পারস্য হইতে ভিন্ন দেশে বাণিজ্য দ্রব্য বড় প্রেরিত হয় না। উক্ত দেশে যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দেশবাসিদিগের ভরণ পোষণার্থেই পর্য্যবসিত হয়, এমন অবস্থায় কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হওয়াতেই এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যা[illegible]য়াছে। যাহারা এক্ষণে জীবিত [illegible] তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। এক্ষণে যাহাতে এই সকল হতভাগ্যের [illegible]বন রক্ষা হয়, অবিলম্বে তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক হইতেছে।

নূতন পুস্তক।

১। অপূর্ব্ব কারাবাস। এখানি প্রসিদ্ধ সর ওয়াল্টার স্কট প্রণীত "লেডি অব দি লেক" অবলম্বন করিয়া লিখিত। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহার গল্পটির স্থূল তাৎপর্য্য এই—ভূপাল সিংহ কাশ্মীরের মহারাজ অমরকেতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভূপালের পিতা অমরকেতনের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতে আপনার প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা অল্প, এই বিবেচনা করিয়া অমর সিংহ নামক এক ব্যক্তি গোপনে ভূপালের পিতাকে হত্যা করিয়া অমরকেতন কর্ত্তৃক এই দুষ্কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ভূপালের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া-দেন। এইরূপে ভূপালকে হস্তগত করিয়া তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে ও যবনদিগের সৈন্য বলে মহারাজ অমরকেতনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অমরসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। অমরকেতন যখন রাজ্যচ্যুত হন তখন তাঁহার চন্দ্রকেতু ও হংসকেতু নামে দুটী পুত্র অত্যন্ত শিশু; পাছে সন্তান দুটী শত্রু কর্ত্তৃক প্রাণে বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় মহিষী তাঁহার নিজ সখী পত্রলেখার হস্তে চন্দ্রকেতুকে এবং চন্দ্রলেখার হস্তে হংসকেতুকে সমর্পণ করিয়া কোনরূপে উহাদের জীবন রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে বলেন। চন্দ্রলেখা হংসকেতুকে লইয়া কাশ্মীরের অন্যতর সামন্ত ভূপতি শ্বেতকেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমর সিংহ ইহা জানিতে পারিয়া শ্বেতকেতুকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক চন্দ্রলেখার প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহাকে নিজ উদ্যানে আনিয়া রাখেন। ওদিকে পত্রলেখা চন্দ্রকেতুকে লইয়া প্রস্থান কালে এক বনমধ্যে উপস্থিত হন। তথায় রাত্রি কালে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে [illegible] ক্রন্দন করিতেছেন এমন [illegible] কিরাতরাজ নিজ দলবল সমভিব্যাহারে মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করেন। পত্রলেখার স্বামী কিছুকাল পরে আগন্তুক বেশে কিরাতরাজ ভবনে গিয়া পত্রলেখাকে গোপনে কাশ্মীরে লইয়া আইসেন। সে সময়ে কুমার মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি বাটীতে আসিয়া কিরাতরাজ মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া পত্রলেখার উদ্ধারার্থ একাকী কাশ্মীরে যাত্রা করেন। তথায় চন্দ্রলেখার সহিত সাক্ষাৎ ও তাৎকালিক রাজা অমরসিংহের কন্যা অম্বালিকার প্রণয় পাশে বদ্ধ হন। তথায় অমর সিংহ কিরাতরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন শুনিয়া তিনি কিরাত রাজ্যে গমন করেন। পথমধ্যে অমর সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক বন্দী হইয়া কাশ্মীরে কারারুদ্ধ হন। সেই সময়ে এক দিন রাত্রিকালে পাঠান কিরাত ও পার্ব্বতীয়গণ কাশ্মীর নগর আক্রমণ করে, তখন অমর সিংহ পীড়িত, ভূপাল যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া বন্দী হইলেন, রাজ্য অরক্ষিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকেতু এই বিষম বিপদ দেখিয়া কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া কিরাতগণের সাহায্যে পাঠান ও পার্ব্বতীয়দিগকে দূরীভূত এবং ভূপালকে মুক্ত করিয়া রাজ্যস্থ সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া কাশ্মীরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে পার্ব্বতীয়দিগকে জয় করিতে গমন করেন। অমর সিংহের পরামর্শে সৈন্যগণ তাঁহাকে সেই অসমৃদ্ধ পার্ব্বত্যপ্রদেশে ফেলিয়া প্রস্থান করে। তিনি একাকী রাত্রিকালে সেই ভয়ঙ্কর স্থানে বিচরণ করিতেছেন এমন সময়ে, নিকটবর্ত্তী একটী জলাশয়ের মধ্যস্থিত দ্বীপবাসিনী একটী যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহাঁর নাম প্রজ্ঞাবতী। পার্ব্বতীয়দিগের অধিপতি [illegible] ইহাঁর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। চন্দ্রকেতু সে রাত্রি প্রজ্ঞাবতীর বাটীতে অবস্থিতি করিয়া পর দিন তথা হইতে [illegible], পথি মধ্যে [illegible] সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। [illegible] পার্ব্বতীয়দিগের অধিপতি ইহা জানিতে পারিয়া সেই স্থানেই তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। পার্ব্বতীয়দিগের [illegible] উপরে সমর্পিত হইল। [illegible] চন্দ্রকেতু [illegible] তাঁহার [illegible] প্রজ্ঞাবতীর [illegible] গ্রহণ করিয়া [illegible] পার্ব্বতীয়দের [illegible] প্রজ্ঞাবতীর সহিত তাঁহার মিলন [illegible]। তৎপরে প্রকাশিত হইল, [illegible] সেই হংসকেতু, চন্দ্রকেতুর [illegible]। তখন হংসকেতু, চন্দ্রকেতু [illegible] ও রাজমহিষীর আনন্দের পরিসীমা [illegible] না। তৎপরে অম্বালিকার সহিত চন্দ্রকেতুর বিবাহ প্রভৃতি বর্ণন করিয়া [illegible] সংহার করা হইয়াছে।

[illegible]

। অনঙ্গ রঙ্গিনী। এখানি পদ্য গ্রন্থ [illegible] প্রস্থকারের নাম নাই। ইহাতে "বিরহকাহিনী" "পিতৃহীন যুবক" প্রভৃতি কতকগু বিষয় সুন্দররূপে রচিত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার কতক গুলি কবিতা গ্রন্থকারের পাঠদশাতে রচিত হইয়া সংবাদ পত্রে প্রচারিত হয়, আর কতক গুলি তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রচনা করেন। সেই সমুদায় কবিতা একণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতা সুমিষ্ট ও ভাববিশিষ্ট হইয়াছে।

[illegible], গীত গোবিন্দের স্বরলিপি। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিৎ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জয়দেবকৃত কতকগুলি গীত স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ইহার প্রথমে জয়দেবের সংক্ষিপ্ত জীবন [illegible] বেশিত হইয়াছে। গোস্বামী মহোদয় যে স্বর [illegible] লিপির রীতি প্রচার করেন, জয়দেবের পদা [illegible] উহাতে নিবদ্ধ করাতে উহার সার্থ [illegible] সম্পাদিত হইয়াছে। [illegible] দেশমধ্যে ইহার গীত গোবিন্দের প্রতি অনুরাগ জন্মে। সেটা প্রত্যক্ষ হয়, তাহা হইলে কাজ করিলে স্বরুচি চরিতার্থ হয় সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ ই [illegible] সোমবার।

[illegible] উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চারিত [illegible] য়াছে এবং [illegible] যেরূপ আবিষ্কার, উহা [illegible] লেন। উপযুক্ত বোধ করিলে [illegible] তিনি বিশেষ [illegible] করিবেন না বলিয়াছেন। [illegible] ও দক্ষতা উভয়েরই [illegible]। [illegible] পদস্থ ব্যক্তিদিগের এ প্রকৃতি নিতান্ত [illegible] ক্ষণীয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের এই গুণটী দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় যে চতুর্থ সাম্বৎসরিক শিল্প প্রদর্শন হইবে তাহাতে লার্ড মেয় লাড [illegible] নেপিয়র সর রিচার্ড টেম্পল ও শিল্প প্রদর্শন সভা ইৎকৃষ্ট চিত্রের নিমিত্ত পুরস্কার দিবার সংকল্প করিয়াছেন। যেমন হইয়া থাকে লাড মেয় ভারতবর্ষের কোন স্ত্রীলোককে এক পুরস্কার দিবেন। এ অনুষ্ঠানে উপকার আছে।

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র পুনর্ব্বার এদেশের স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ কালের বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তাঁহার মিথ অবশ্যই ডাক্তারের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন, এদেশের স্ত্রীলোকদিগের ১৬ বৎসরে বিবাহ হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, এ বিষয়ে ডাক্তারের মত লইয়া কার্য্য করা উচিত নহে। বস্তুতঃ ডাক্তারের মত লইয়া বিবাহ দেওয়া আর ঘড়ি ধরিয়া আহার করা উভয়ই তুল্য। উভয়ই নিতান্ত বাড়া [illegible] র নাত্র শীতপ্রধান দেশে যখন [illegible] লোকের স্বাধীনতার সহিত অধিক বয়সে বিবাহ রীতি থাকাতেই রক্ষা নাই, তখন ভারতবর্ষ একে উষ্ণ প্রধান দেশ, তাহাতে স্ত্রীলোকের বর্ত্তমান কালের স্বাধী নতা আবার ১৬ বৎসরে বিবাহের নিয়ম, এই তিনের যোগ হইলে সত্যযুগ অদূর বর্ত্তী হইবে না।

পিয়নিয়র বলেন, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পুনায় সকল প্রকার শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হই য়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, এদেশের জলকষ্ট নিবারণার্থ কমল উপত্যকায় কতকগুলি পুষ্করিণী খনন করিবার যে কল্পনা হয়, ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করিয়া ১৮৭১-৭২ অব্দের বজেটে উপযুক্ত অর্থ নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কল্পনা মন্দ নয় বটে; কিন্তু [illegible] পুষ্করিণী খননের ন্যায় যেন কতক [illegible] বৃথা নষ্ট না হয়।

[illegible] শুনিলাম, ময়মনসিংহের ডেপুটী [illegible] বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের যে পরীক্ষার নিয়ম হই য়াছে, তিন বার [illegible] পারেন নাই [illegible] তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। আর উৎকট বিশ্রুত কর্ম্মচারী ৬ বৎসর কার্য্য করিতেছেন, ইহার মধ্যে উক্ত পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া অবনত হইয়াছেন, তাঁহাকে বলা হইয়াছে, রাজস্ব ও ফৌজদারী আইন বিষয়ে পরীক্ষা না দিলে তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রাইলওয় কমিটী মকদ্দমা সম্বন্ধে কৌন্সীর নিয়ম হয়, তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। উক্ত কমিটী অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে, ইংলণ্ডে মকদ্দমা সম্বন্ধে যেরূপ খরচ হইয়া থাকে, এখানেও তদ্রূপ খরচ হয়। আমাদের বোধ হয়, ইংলণ্ডে নিয়মিত বেতন ভিন্ন আদালতের কর্ম্মচারিদিগকে পুরস্কার দিতে হয় না, কিন্তু আমাদিগের [illegible] দিতে হয়, এই নিমিত্তই ইংলণ্ড [illegible] এদেশের আদালতে অনেক টাকা খরচ হ[illegible] থাকে।

সার [illegible] ফ্রিয়ার সাহেব একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এদেশে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভাতে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির এক একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা উচিত।

[illegible] ইণ্ডিয়া বলেন, গত তিন মাসের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১৭৬ পুস্তক ৮৫, ক্ষুদ্র পুস্তক ১৯ সাময়িক পত্র এবং ৬ খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারিত হই য়াছে। এটী উন্নতির চিহ্ন বটে।

ভূমধ্য সাগর হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইউ রোপ, আসিয়া ও আমেরিকার পরস্পর সংযোগ করণার্থ ইংলণ্ডের অনেক প্রধান লোক অভিলাষী হইয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, গত শুক্রবার [illegible] টাউনে আর একজন হিন্দু স্ত্রীলোক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে অনেক ভদ্রমহিলা ও প্রধান লোক উপস্থিত

ছিলেন। মকদ্দমার সকলেরই পরিতোষকর হইয়াছিল। আমরা এই দ্বিতীয় বার প্রকাশ্য সভায় এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের বক্তৃতার বিষয় শ্রবণ করিলাম। এটি উন্নতির চিহ্ন সন্দেহ নাই।

পুনা অবজারবর বলেন, মহারাজ সিন্ধিয়া গঙ্গাপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনা ও কার্কি ষ্টেশনের যাবতীয় কর্মচারী ও স্ত্রীলোককে মহা সমারোহে একটী ভোজ দিয়েন যাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজগণ ক্রমে ইংরাজদিগের ভোজ শাইতেছেন।

সিন্ধু প্রদেশে এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। যে মাসে একবার মাত্র বৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে কৃষকেরা যে কিছু বীজ বপন করিয়াছিল একণে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সেগুলি শুষ্ক হইতেছে, সকলে দারুণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছে। হাইদ্রাবাদ প্রদেশেও বড় বৃষ্টি হয় নাই। আমাদিগের এপ্রদেশে এবার যেরূপ বৃষ্টি হইতেছে। এরূপ আর কখন দেখা যায় নাই। জ্বরে লোক পীড়িত হইতেছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর্দার মহম্মদ আয়ুব খাঁ আফগানিস্থানের শাসন ভার পাইয়াছেন। মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁ তুর্কিস্থানের, সর্দার আবদুল্লা জান কান্দাহারের এবং সর্দার মহম্মদ আজিম খাঁ হিরাটের গবর্ণর হইয়াছেন। কর্ণেল মামুদ শাহা আমীরের সেনাদলের প্রধান নায়ক হইয়াছেন।

বেরিলির যে ৫ জন মুসলমান একজন মহাজনকে হত্যা করে, উহাদের দুই জন মুক্তি লাভ করিয়াছে, অবশিষ্ট তিন জনের ফাঁসির আজ্ঞা হইয়াছে। উক্ত দিবসে আরও কতকগুলি হত্যার মকদ্দমার বিচার হয়, কিন্তু উহার রায় প্রকাশিত হয় নাই।

ডাক্তর মাকনামারা ওলাউঠার বিষ লিখিত গ্রন্থ বিধান লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ওলাউঠা বসন্তের ন্যায় কোন বিশেষ দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। এই দ্রব্য মনুষ্যের অন্তরস্থ নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি হইতে থাকে। তন্মধ্যে ইহা এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, অন্য ব্যক্তিকেও আক্রমণ করিতে পারে। ঐ দ্রব্য অন্তরস্থ নাড়ীকে ক্রমে বিকৃত করিয়া তুলে, পরে রক্তের বিকৃতি। পরিশেষে সমুদায় যন্ত্রাদি শিথিল হইয়া মৃত্যু উপস্থিত করে। তিনি বলেন, জল দ্বারাই ঐ দ্রব্য মনুষ্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যে জল মনুষ্যের নাড়ীস্থিত ওলাউঠা উৎপাদক দ্রব্য দ্বারা দূষিত না হইয়াছে, এরূপ অপরিষ্কৃত জল হইতে ওলাউঠা হয় না। কলিকাতার জলের কল দেখিয়া ডাক্তার মাকনামারা যদি এ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, অন্ততঃ দশ বৎসর কাল অতীত না হইলে এ সিদ্ধান্ত সৎ সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

১৭ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

কেও অব ইণ্ডিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রিবিকৌন্সিলে ভারতবর্ষের আপীলের অনেক মকদ্দমা পড়িয়া আছে বলিয়া লার্ড কেরন্‌স ও লার্ড ওয়েষ্টবেরি উহার বর্ত্তমান বন্দোবস্তের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এ নিমিত্ত আর চারি জন বেতনভোগী জজ নিয়োগের জন্য এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য হইতেছে। ইংলণ্ডীয় দুই জন পেন্সনভোগী জজকে পেন্সন ভিন্ন বার্ষিক ১২০০০ ও দুই জন ভারতবর্ষের জজকে ঐ টাকায় নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতবর্ষের জজের মধ্যে সর জেমস কলভিল ও সর বার্ণেস পিকক মনোনীত হইয়াছেন। যখন ভারতবর্ষের আপীলের মকদ্দমার নিমিত্ত এই অতিরিক্ত চারিজন জজ নিযুক্ত করিতে হইতেছে, তখন ভারতবর্ষ হইতেই যে ইহাঁদিগের ব্যয় দিতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে যে সকল জজ আছেন, তাঁহারা যথোচিত কার্য্য করেন কি না, অগ্রে তাহার অনুসন্ধান করিয়া নূতন জজ নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমীর শের খাঁ আয়ুব খাঁর অত্যাচারেও লিপ্ত ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাকে কিরূপ দণ্ড দেওয়া হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কাবুল আমীরের নিমিত্ত না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

টুইডি সাহেব দুই মাসের বিদায় লওয়াতে ডবলিউ, এচ বার্ণস সাহেব বঙ্গদেশের পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের প্রতিনিধি হইতেছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার চাঁদনী হাঁসপাতালে ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৮০ অব্দে মধ্য প্রদেশে ১১৮৩ লোকের দৈবী মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ৩১১ ব্যক্তি বন্য পশু দ্বারা হত হয়। সর্প ও বৃশ্চিক দংশনে ৬৫৫ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কমিসরিএটের হিসাব পরীক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট দুইজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণকে প্রবোধ দিবার এ একটী উত্তম উপায়।

সরকার গুইকুমার, নিজ রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টা করিতেছেন। মৃত গুইকুমারের সময়ে প্রধান চিকিৎসা কর্ত্তার মিয়া সাহেবের মাসিক ১০০০০ টাকা বেতন ছিল, ইনি ১০০০ টাকার অধিক দিবেন না বলিয়াছেন। এ প্রদেশের চিকিৎসকের গুণ সম্বন্ধে একান্ত আবশ্যক।

ডুকার সাহেব ও তাঁহার সহচরগণ সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা ১২০০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আতাস তথা আনয়ন করিয়াছেন।

কেও অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ওয়াদেন দীর্ঘে নাবিক কুমারী বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; একটী কুকুর ও টাটু ঘোড়া ঐ বৃষ্টিতে ভিজিয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ... বাগবাজার আছে যতা ... পূর্ব্বে জানিতাম না।

১৫ ই জুন এসিয়ামাইনরের দক্ষিণ তীরে অত্যধিক ভূমি কম্প হইয়া মায়রেসির টাউন নামক একটী নগর একবারে ... হইয়াছে।

কলিকাতার হলফীল্ডের পথে লাইন পাত করিবার জন্য গবর্ণর জেনরল অনুমতি দিয়াছেন।

গত সপ্তাহে মাদ্রাজ ... ... শীত পর্য্যন্ত ... আবিসিনিয়ার ... মিনিষ্টারিয়াল দেখা হইয়াছে।

১৮ ই শ্রাবণ বুধবার।

ইংলিসম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পুরীতে এক প্রকার ভয়ানক [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

[illegible] বলেন, সম্প্রতি জব্বলপুরে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের নামে কতগুলি জাল [illegible] ধরা পড়িয়াছে। বাইকান নামে এক জন স্ত্রীলোক এই কার্য্য করে। স্ত্রীলোকটী এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

কানপুরে যে একটী নৌকার সেতু ছিল, সম্প্রতি উহার কিয়দংশ ভাসিয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট অংশও শীঘ্র ভাসিয়া যাইবে বোধ হইতেছে।

ইণ্ড, অবজর লিখিয়াছেন, ভাগেয়ে একজন একটী সন্তান প্রসব করিয়াছেন, উহার মুখাকৃতি অবিকল ঘোড়ার ন্যায় এবং ১ টী চক্ষু আছে। এ সকল দেখিয়া [illegible] বর্ণন মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

[illegible] ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড বলেন, [illegible] মুর্চ্ছিত হইয়াছে। তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন হোয়াইট সাহেব [illegible] দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

আমীর খাঁর প্রতি যে কয়েকটী অপরাধের আরোপ করা হয়, তন্মধ্যে [illegible] ১ম ও ৩য় অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি ১৮৬১ অব্দের সেপ্টেম্বর ও ১৮৬২ অব্দের যে মাসে ইংলণ্ডেশ্বরীর বিপক্ষভাবে যুদ্ধের সহায়তা করিয়াছিলেন।

[illegible] বলেন, গাজীপুরে একটী চক [illegible] স্থাপনের কল্পনা হইতেছে। [illegible] এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। অর্দ্ধেক ব্যয় গবর্ণমেণ্ট ও অপরার্দ্ধ মিউনিসিপাল কমিসনরেরা দিবেন স্থির হইয়াছে। [illegible] স্থানীয় বাণিজ্যের [illegible] হইবার সম্ভাবনা।

[illegible] বোম্বাইর [illegible]

[illegible] থাকে যে [illegible] নিকটে একজন [illegible]

[illegible] হইয়াছে। প্রকাশ হইয়াছে এ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে ১১ জনকে হত্যা করিয়াছিল। আমরা ঠগ দিগের এরূপ অত্যাচারের কথা প্রায়ই শুনিতে পাই। দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভই উহার প্রধান কারণ।

টৌর অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইতে যে দিন রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করা হইবে, সে দিন বরদার রাও তথায় উপস্থিত হইবেন না বলিয়াছেন। ইহার কারণ এই, মৃত গুইকুমারের সম্মানার্থ ২১ টী তোপধ্বনি করিবার নিয়ম ছিল, ইহাঁর নিমিত্ত ১৯ টী তোপ হইবে আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি এ আপত্তি করিতে পারেন, এরূপ প্রভেদের কারণ কি আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

১৯ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

১৮৭২ অব্দে যে একটী জাতি সাধারণ প্রদর্শন হইবে, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ তৎসংক্রান্ত বঙ্গদেশীয় সভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শস্যাদির অবস্থা কিরূপ তাহা প্রতি সপ্তাহে সাধারণে প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছেন। অন্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও এইরূপ করিয়া থাকেন। এটী প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই। কোথায় কিরূপ শস্য জন্মিল ইহা জানিতে পারিলে পূর্ব্ব হইতেই দুর্ভিক্ষাদির নিবারণের চেষ্টা হইতে পারে। ঘরে আগুন লাগিলে পর উহার নির্ব্বাণ চেষ্টা অপেক্ষা যাহাতে আগুন লাগিতে না পারে তজ্জন্যই অধিকতর সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।

গত জুলাই মাসের মধ্যে ১৯৫৩১ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। ইহার মধ্যে ১৪৪৬৬ এতদ্দেশীয় পুরুষ ও ১৬০১ স্ত্রীলোক এবং ২৯০ ইউরোপীয় পুরুষ ও ৮০ জন স্ত্রীলোক গমন করিয়াছিলেন।

লাহোরের হিন্দু ও মুসলমানদিগের পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। উহারা বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। সেদিন একজন মুসলমান একজন হিন্দুর নামে এই বলিয়া নালীশ করে যে, যে ব্যক্তি উহাকে একটী আম্র বিক্রয় করিয়াছিল। আম্রটী ভক্ষণ করিবার সময় দেখে যে, উহার মধ্যে শূকরের লোম দেওয়া হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হুগলী [illegible] প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্সী [illegible] গত ১লা শ্রাবণ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত দানশীল পরিশ্রমী ও বিদ্যোৎসাহী প্রভৃতি ছিলেন।

[illegible] দেশ হিতৈষিণী সভার সম্পাদক বাবু বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য আমাদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, পুঁটিয়ার শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী উক্ত সভার সাহায্যার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

[illegible] বলেন, এবার অযোধ্যার শস্যাদির অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন কতক ক্ষতি হইয়াছে। [illegible] নিবন্ধন এবার অনেক স্থানের শস্যাদির হানি হইয়াছে।

ফর্ব্বস সাহেব এদেশে চারা প্রেরণের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি টিনের বাক্সে করিয়া উহা প্রেরণ করিতেছেন, ইহাতে পথে চারাগুলির কোন হানি হইতেছে না।

[illegible] স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। তত্রত্য ব্যক্তিরা আগ্রহসহকারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে।

এ, আর টমসন সাহেব বিদায় গ্রহণ করাতে সি, ই বার্ণার্ড সাহেব [illegible] সাধারণ বিভাগে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির প্রতিনিধি হইয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, [illegible] রোজীর অনুরোধে কচের রাও পুত্র [illegible] বর্ষীয় সভায় বিশেষ সাহায্য করিয়েন [illegible] করিয়াছেন। নাইটোজী [illegible] কাজ করিতেছেন।

[illegible] সভার [illegible]

সিবিলের ৩২০,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হই য়াছে। এক্ষণে যে নূতন টাকা ধার্য্য করা হইতেছে তাহাতে ৪৫৩০ লক্ষ বৃদ্ধি আদায় হইবে স্থির হইয়াছে। যাহাতে যুদ্ধের ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য ব্যয় সঙ্কলন হয়, তন্নিমিত্ত ফ্রান্স আপাততঃ বার্ষিক ১০৭২৪০০ ০০০ টাকার অধিক ব্যয় করিবেন না স্থির হইয়াছে।

২২এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩৩৯৭৭০ টাকা আয় হইয়াছে।

২০এ শ্রাবণ শুক্রবার।

বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোন কার্য্যের নিমিত্ত যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহার উপরে আমদানি শুল্ক গ্রহণের নিয়ম ছিল। সম্প্রতি গবর্ণর জেনরল সে নিয়ম রহিত করিয়াছেন। এ কার্য্যটী উত্তম হইয়াছে।

সম্প্রতি লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে একজন শিখ একজন কসাইকে বধ করিয়াছে। লাহোরের হিন্দু ও কসাইদিগের পরস্পরের প্রতি [illegible] বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহীশূরে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব হয়, গবর্ণর জেনরল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত দলের কর্তৃত্ব জাত্ত এচ, জি রস, এবং সাইনিত্তালের বল [illegible] দলের ভার সি, আর ম্যাথিউর উপরে অর্পিত হইয়াছে।

কহিনুর পত্র জয়পুরের মহারাজের শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সুব্যবস্থাতে উক্ত রাজ্য ক্রমে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উন্নতিশীল হইতেছে। সমুদায় রাজ্য ৫২টী মহলে বিভক্ত করিয়া উহার প্রত্যেক মহলে এক একটী দুর্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মহল আবার দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া উহার এক এক বিভাগের শাসনভার এক একজন নাজিমের উপরে অর্পিত হইয়াছে। উহার প্রত্যেক বিভাগ হইতে বার্ষিক ৭ লক্ষ টাকা আয় হয়। এতদ্দেশীয় রাজগণ উক্ত রূপে প্রজার অনুরাগ ভাজন হইয়া রাজ্য শাসন করেন এটী একান্ত প্রার্থনীয়।

২১ শ্রাবণ শনিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, জেরাগাজী খাঁতে এরূপ ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে যে, তন্নিবন্ধন অনেকের মৃত্যু হইতেছে। [illegible] রাজনপুর নামক স্থানে এক প্রকার বাতাস হইতেছে (তত্রত্য লোকেরা ইহাকে "জ্বালা" বলে) উহা গাত্রে স্পর্শ হইবামাত্র মৃত্যু হইতেছে। [illegible] স্থানে বসন্তেরও মন্দ প্রাদুর্ভাব হয় নাই।

অম্বালায় জনরব হইয়াছে, মৃত রাজা দেবেন্দ্র সিংহের পুত্র নাবার সিংহাসন প্রাপ্তির আশয়ে গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

আলাহাবাদে যে ব্যক্তি ভয় প্রদর্শন করিয়া উপনিবেশে প্রেরণার্থ কুলি সংগ্রহ করিত, রেবরেণ্ড টি, ইবান্স ও রেবরেণ্ড জে, উইলিয়মসের সাহায্যে সে ধৃত হওয়াতে গবর্ণর জেনরল উহাঁদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপে কুলি সংগ্রহ করে তাহাদের গুরুতর দণ্ড বিধান আবশ্যক।

তুলা কমিসনর [illegible] এক যোগে সংবাদ দিয়াছেন, [illegible] দেশে তুলার চাস ভাল হইবে এরূপ আশা করিয়াছে। এরাবতী উপত্যকা ও পূর্ব্ব বিভাগে তুলার চাসের অবস্থা মন্দ নহে। পশ্চিম বিভাগেও সুবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নাগপুর হইতেও সহকারী তুলা কমিসনর তত্রত্য তুলার চাসের অবস্থা ভাল বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন।

মাদুরার জজ গোল্ডিংহাম সাহেব একজন উকীল বিনা অনুমতিতে এক বৎসর কাল আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাহার ৫০ টাকা জরিমানা ও [illegible] দিন পর্য্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিবেন তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্থগিত করিয়াছেন। এ বিষয়ের আপীল হওয়াতে উপস্থিত বিচারপতি জজকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন, এরূপ আজ্ঞা দেওয়া নিতান্ত আইন বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। এরূপ বিচারপতি দুই একটী থাকিলে হয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০এ জুলাই। ভারতবর্ষীয় [illegible] কমিটী [illegible] আগামী অধিবেশন দিবসে পুনর্ব্বার কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে তাহা নূতন স্থানে প্রবর্ত্তিত করিবার আবেদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১এ জুলাই প্রাতঃকাল। গত রাত্রিতে লর্ড গ্রানবিল লর্ড সভাতে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভাতে সেনাদলের কমিসন ক্রয়ের প্রথার উচ্ছেদের [illegible] সম্মতি দিয়াছেন [illegible] প্রকাশ করাতে বড় [illegible] রেটির দল ইহাতে যে, [illegible] সেনাদলের উৎকর্ষ বিধান [illegible] পুনর্ব্বার লর্ড সভাতে বিবেচিত [illegible] ক্ষেত্রে ৪৭৪ লক্ষ ডাক্ বাক্সিতে প্রেরণ করিয়াছেন। টুইটফনের মধ্যস্থ রাজ্যসমূহের সত্ত্ব সকল স্থির করিবার নিমিত্ত শীঘ্র ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকটে প্রস্তাব করিবেন।

পারিস ২৭এ জুলাই। [illegible] সাধারণ সম্পত্তি আদি প্রভৃতির উপরে কর ধার্য্য করিবার পরিবর্ত্তে ইনকম টাক্স স্থাপন ও [illegible] গ্রহণের প্রস্তাব হইয়াছে।

পারিস ২৮এ জুলাই। [illegible] পুনরায় [illegible] এক কমিটি হয়, তাহারা যুদ্ধ সংক্রান্ত এক নূতন আইন করিয়াছেন। ইহাতে ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সেনার কার্য্য করিতেই হইবে এবং ঐ সকল সৈন্যের স্বাধীন ভাবে কোন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ

রাজস্ব ও [illegible] বিভাগ।

২২এ জুলাই। আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, বারলো স্মিথ সম্প্রতি মধুবনী (তিরহুত) উপবিভাগের ভার পাইয়াছেন, ১৮৬১ সালের ২৫ আইনানুসারে সেসিয়ন বা [illegible] কোর্টে যে সকল মকদ্দমার বিচার হইবে [illegible] তাহার পূর্ব্ব অনুসন্ধান করিতে অথবা [illegible] বিশেষ আইনে ও তাহাদিগকে [illegible] ও হাইকোর্টে বিচারার্থ প্রেরণ করিতে নিমিত্ত যে কোন ক্ষমতার আবশ্যক [illegible] চালন করিতে পারিবেন।

[illegible] সাহেব। [illegible]

[illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

২৭ এ জুলাই। [illegible] লিখিত ব্যক্তিগণ পুরীর [illegible] সভ্য হইবেন।

[illegible] সিংহ মাস্কাতা (বহু [illegible])। বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় [illegible] পাইয়া কালেক্টরেট [illegible] হইবেন। কিন্তু [illegible] সহকারী [illegible]

[illegible] এম, এ, বি [illegible] স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধি হইবেন।

[illegible] এ জুলাই। [illegible] ব্যক্তিগণ [illegible] সভ্য হইবেন।

[illegible] আর, ই, মেবেল [illegible] বসু [illegible] গোপালচন্দ্র বসু [illegible] উক্ত সভার সেক্রেটারি হইবেন।

[illegible] ১৮৬১ সালের ১১ [illegible] অনুসারে [illegible] বিভাগের আদেশের [illegible]

৩১ এ জুলাই। [illegible] ক্রাঙ্ক জলপাই [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটি কমিসনরের প্রতি [illegible]। ইনি আবশ্যক ১৮৬১ সালের ১৩ [illegible] মধ্যে উক্ত [illegible] করিবার পূর্ব্বে বা পরে যে সকল [illegible] তাহার উপরে এবং অন্য [illegible] ও [illegible] সম্বন্ধীয় বিচার [illegible] করিতে পারিবেন।

[illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর [illegible] জলপাইগুড়ির [illegible] ডেপুটী কমিসনরের প্রতি [illegible] ছিলেন, তাহা [illegible] পাই- [illegible]

এ, টি [illegible] হাকিম [illegible] হইবেন।

১লা আগষ্ট [illegible]

[illegible] ডেপুটী [illegible]

[illegible] ১৮৭২ সালের [illegible]

আছি সাধারণ প্রদর্শন খোলা হইবে তাহার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশের দক্ষিণ প্রদেশে যে এক সভা হইয়াছে, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাবু প্রকাশ [illegible] তাহাকে উহার একজন সভ্য করিয়াছেন।

সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] যিনি সম্প্রতি ঢাকা বিভাগে বদলী হইয়াছিলেন, ময়মনসিংহে রহিলেন।

আর, এল উইলসন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি [illegible] সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২৮ এ জুলাই। বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটের ছোটআদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন।

২৯ এ জুলাই। বাবু অক্ষয়কুমার মল্লিক মুর্শিদাবাদের সুবর্ডিনেট জজ এবং মুরসিদাবাদের ছোট আদালতের ও বহরমপুরের ক্যান্টনমেন্টের জজ হইবেন।

২৯ এ জুলাইর গেজেটে বাবু গোপীনাথ বসু নদীয়া হইতে মুরসিদাবাদে বদলী হইলেন [illegible] বহিত হইয়াছে।

৩১ এ জুলাই। কেপ্তান [illegible] জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি হইয়াছেন, আরও ঐ বিভাগের সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু চন্দ্রকুমার রায় (এম, এ বি, এল) [illegible] (চট্টগ্রাম) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

পাবনার সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট [illegible], জি, বাটলিনের রঙ্গপুরে বদলী হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের পুলিসের ভার পাইবেন।

১লা আগষ্ট। ফরিদপুরের মুন্সেফ বাবু শ্রীনাথ রায় গোয়ালন্দের মুন্সেফ হইবেন।

ফরিদপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু আনন্দচন্দ্র মল্লিক উক্ত স্থানের মুন্সেফ হইবেন।

মফলকাইর (দুবেল) সহকারী কমিসনর সি, এম, এ, বর্দ্ধমান সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইবেন।

এস, সি, বেলি

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

লাহোর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

অদ্য শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ। এসময়ে বঙ্গদেশে বোধ হয় কেহ গ্রীষ্মের প্রভাবে কষ্ট পাইতেছেন না, কিন্তু আমরা এখানে গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন কষ্ট পাইতেছি। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহে কিঞ্চিৎ বারিবর্ষণ হইয়াছিল মাত্র, সকলে জলের নিমিত্ত হাহাকার করিতেছে।

২। মুলতান অপেক্ষা এখানে শস্যাদির মূল্য অনেকাংশে কম, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়, কিন্তু লাহোর অপেক্ষা মুলতানের জল বায়ু অনেক গুণে উৎকৃষ্ট।

৩। অত্রস্থ বাঙ্গালিদের উদ্যোগে ও যত্নে এখানে একটী বালিকা ও শিশু বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া অনেক উপকার সাধিত হইতেছে। একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। বাঙ্গালিদের যে সকল বালক বালিকা এ অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা [illegible] এদেশের লোকের সহবাস নিবন্ধন বাঙ্গলা কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে না। অতএব বাঙ্গালিগণ যদি স্ব স্ব সন্তানকে প্রথম হইতে বাঙ্গলা শিক্ষা দেন, অনেক উপকার হইবে। লাহোরে অনুমান ৫০০ শত বাঙ্গালী আছেন। দুঃখের বিষয় এই, ইহাদের মধ্যে [illegible] দুষ্কি দারক।

৪। প্রায় এক মাস হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহেন্দ্রনাথ বসু ও উমানাথ গুপ্ত এখানে আসিয়াছেন। ইঁহাদের আগমনাবধি এখানে ধর্ম্ম বিষয়ে পঞ্জাবী ও বাঙ্গালিদের অত্যন্ত উৎসাহ জন্মিয়াছে। অত্রস্থ [illegible] প্রতাপ বাবু চারি সপ্তাহে চারিটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। আমি শেষ বক্তৃতাটী শুনিয়াছি। আমি কেশব বাবুর অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছি এবং মুগ্ধ ও মোহিতও হইয়াছি, কিন্তু যখন প্রতাপ বাবুর অবসানের বক্তৃতা শুনিলাম তখন মন মোহিত হইয়া উঠিল। কেশব বাবুর অনুপস্থিতিতে প্রতাপ বাবু যে সর্ব্বোৎ

সোমপ্রকাশ

১৪শ ভাগ

৪১ সংখ্যা।

"যজ্ঞদানতপঃকর্ম প্রকাশিতং ... সর্বজনী সুনিমন্ত্রী ন ...।"

এক মুদ্রা ১, এক টাকা।
অগ্রিম বার্ষিক ৬, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৩॥ টাকা।

সন ১২৭৮ । ৩০ এ শ্রাবণ । ইং ১৮৭১ । ১৪ ই আগষ্ট

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক১০, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও প্রাথমিক বিবরণ। শ্রীযুক্ত বাবু ... মুখোপাধ্যায় দ্বারা ইংরাজী ভাষা হ, অনুদিত। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। ...

—:০:—

... ১৮৭১ ... অধ্যক্ষ।

শাস্ত্রপ্রকাশ।

এক বৎসর গইল, শাস্ত্রপ্রকাশের প্রচার আরম্ভ হয়, কিন্তু দুই খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সাধারণের অনুৎসাহ এরূপ বিলম্ব ঘটিবার বিশেষ কারণ। আজি পর্য্যন্ত ৫০টির অধিক গ্রাহক হয় নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম এত হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ শত শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি ইহার সাহায্য করিবেন। যাহা হউক, তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ভরসা করি, সাধারণে এবার কিছু আনুকূল্য করিবেন। চতুর্থ খণ্ডে কল্কিপুরাণ সমাপ্ত হইবে।

কলিকাতা বটতলা
২০ এ ভাদ্র
১২৭৮
} শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কর্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত ... নজীর সাহত দেব

—

* মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রে ও কালেজষ্ট্রীট হিন্দুহোটেল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বাসবদত্তা। ১৷০
রসতরঙ্গিণী। ১০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।

—

বিদ্যার্থীদের মনোযোগ।

২০ ... ১৮৭১

—:০:—

সুরধুনী কাব্য প্রথম ভাগ শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল সমেত ১৵০।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় } শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ।

—:০:—

আনাটমি অর্থাৎ শারীরতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গীন গ্রন্থ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এল. এম. এস, কর্তৃক প্রণীত। প্রথম খণ্ডের মূল্য ২৷০। শিয়ালদহ সংক্রামক হাসপাতাল, মেডিকেল কালেজের আফিস এবং চাঁপাতলা অখিল মিস্ত্রির লেন ৭৭ নং ভবনে প্রাপ্য।

২০এ আষাঢ় ১৮৭১ } শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শিয়ালদহের সংক্রামক হাঁসপাতালের ডাক্তার

—

সর্পাঘাত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অর্থাৎ লাল টৈবারের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা। এই সংস্করণে অনেক নূতন কথা

—

২৫ টাকার ঔষধ ক্রয় করিলে কমিসন ২৷০ টাকা দেওয়া যাইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সহর অম্বালা—পঞ্জাব।

—

সর্পাঘাত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অর্থাৎ লাল টৈবারের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা। ... অনেক ... যোগ হইয়া ...

... একার ...
সেই উহা প্রস্তুত ...

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেক করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, বক্রপন ও বেঁ ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ... হাতে বসাইবার নিমিত্ত ...

ফায়ার ব্রিক;
ক্যানেল ব্রিক।

বাটীর নক্সা ও অন্যান্য যে কার্য্যের নিমিত্ত ... টাইল এবং তাহার ব্রিক প্রস্তুত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য ... দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং ... ষ্ট্রীট। } বরণ এ

৩০ উনার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

উড়ানী বেণীর ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা। আমরা যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
২ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

---

১৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ও কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের ... সংগ্রহীত ও সং... পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে। ... পর্য্যন্ত ... হে।

... ও বাঙ্গলা ... অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থদর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৩। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ভাদ্র
১২৭৭ } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আর, ডি, বসু এণ্ড কোং
মিশন রো কলিকাতা।

নরবরগণ! ... হ বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক একটী মতে ... বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই প্রস্তাব ... আমরা আশ্চর্য্য ... জগদ্গুপ্রকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত ... "লিঙ্গের" উপর ... কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" ... শক্তির প্রতি দৃষ্টি সকলেই ... হইতে

শব্দার্থদর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৩। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ভাদ্র
১২৭৭ } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যো
আর, ডি, বসু
মিশন রো কলিকাতা।

মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাকের খরচ লাগিবে না।

তৃতীয় খণ্ড ত্বরায় প্রকাশ হইবে।

২২ এ চৈত্র
১২৭৭ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বটতলা

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।
মাতৃশিক্ষা।

... ...

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও "সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা, মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

আর্য্যোদয়। মাসিক পত্র, বারুইপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য নগদ /০ এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক ৮০ আনা, প্রত্যেক সংখ্যার ডাক মাশুল /০ এক আনা।

১৮৭১। ৮।
কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট নং ৯৬ } কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার
রায় চৌধুরী

সকল রোগ আরাম, ... জ্বালিক হউক, ভিন্ন ... সেই নিয়মের আরোগ্য ... ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ... রক্তের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক।

সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ... ডাক মাশুল ... আনা পাঠাইয়া ... রোগের বিবরণ সহ ঔষধ লিখিলে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

... ... আফিস } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মন
... বেদ
নবদ্বীপ
নিকট।
১৯ এ আষাঢ়। ১২৭৮ }

... "১ম পর্ব্ব ২২ ফর্ম্মায় বাঁধা হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮০ মফঃস্বলে ৸৵০। দ্বিতীয় পর্ব্বের ৮ম অর্দ্ধে ১ম সংখ্যা ৩০ ফর্ম্মা ও "উদ্যোগ পর্ব্ব" ৮ম ফর্ম্মা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। অগ্রিম ও আনুসারে এক এক ফর্ম্মা ...

... ...		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
২৬ মাইলের মধ্যে	২৫	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৮৬ মাইলের মধ্যে	২৮	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২৫	৬
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইলের মধ্যে	২০	৬
করিমপুর হইতে চিত্রাকাটী		
৩২ মাইলের মধ্যে	২২	
চিত্রাকাটী হইতে নদীয়া		
৬০ মাইলের মধ্যে	১৬	৬

সন ১৮৭১ সালের ২৮ এ আগষ্ট বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	১৯	২৪

বহরমপুর
২৮ এ আগষ্ট
১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত ... একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র মহাশয় লোকাদি দিবার ভিবিজন।

হিন্দু সমাজের মতে বিবাহিতদিগের অতি [illegible] । বিবাহ করে নাই। তুবীয়ান্ বালিকাগণের অল্প বয়সে বিবাহ হয় না বলিয়াই অপেক্ষাকৃত [illegible] বয়সে তাহাদিগের প্রথম যে [illegible] । এক্ষণে যে ১৩।১৪ বৎসর বয়সেই হিন্দু কুমারীদিগের যৌবনোদয় উপস্থিত হয়, সেই সময়েই যে অধিকসংখ্যা স্ত্রীলোক অসৎ পথে গমন করে, ১৬ বৎসরেই যে যৌবনের মধ্যাবস্থা হয়, এ সকল বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় নাই এবং ইহার প্রধান মূল হীনপাত্রদের অত্যাচারের প্রতি আমরা সাপেক্ষ নহে, চতুর্দশবর্ষীয় ব্যক্তি [illegible] ইহা অবগত আছেন; কিন্তু শীঘ্র যৌবনোদয় হয় বলিয়াই এই সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। আর পূর্বোল্লিখিত প্রমাণ গুলি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাল্যবিবাহের প্রথাই শীঘ্র যৌবনোদয়ের একমাত্র কারণ। শিশুদের বিবাহ করিলে উক্ত বিষয়ে [illegible] "পুনর্বিবাহ বিধায়ক হইবে। কুমারী [illegible] নত আকালিক যৌবনোদয় [illegible] ত। তিনটি [illegible] হইবে। অতএব যদি না রাজা প্রজাদিগের ধন, মান, প্রাণ রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য কর্ম হয়, যদি প্রজাদিগকে আত্মসুখে সুখিত করা রাজার অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে এই সর্ব উপস্থিত মন্ত্রী উঁহারা কেন আমাদের সেন্সাস গবর্ণমেন্টের উচিত হয় না।

১২৭৮
১৭ ই শ্রাবণ।

[illegible]
[illegible]

—০—

(গত প্রকাশিতের পর।)

আমরাও প্রভাকরের ন্যায় কৌলিন্য ও কন্যাপণ প্রথার পক্ষপাতী নহি। তবে তিনি যে উপায়ে তাহার উচ্ছেদের চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন, আমরা তাহারই বিরোধী। উক্ত প্রভাকরের লেখকটি পাণ্ডিত্য [illegible] লেখাইয়া দিয়া তিনি প্রস্তাব করিতেছেন যে, ইহা এতদূর [illegible] হইয়াছে যে সহজে সমূলে উন্মোচিত হইবার নহে; এই হেতু তাহার উন্মোচনের জন্য আমাদিগকে রাজদ্বারে উপ-

জনের কেবল [illegible] কন্যা [illegible] তিলককন্যা।" ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, [illegible] চিরকাল নীচে তাঁহার বিবাহ [illegible] এবং অশোকের হইলে পর [illegible] বিবেচিত হইত। [illegible] শকুন্তলা কর্তৃক [illegible] বয়স বর্দ্ধন অপহ্নবকে নির্দিষ্ট করিতে বলিলে প্রিয়ম্বদা উহাকে [illegible] করিতেছেন "এষ দাব [illegible] অবলো [illegible] উদার অবি" একারণ [illegible] বলিয়াছিলা ছিলেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা অধিক প্রমাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম। এক্ষণে আমাদিগকে "যৌবনের প্রথমোদয়েই বিবাহ দেওয়া কর্তব্য কিনা" এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এ বিষয়ে ডাক্তার সরকার লিখিয়াছেন যে "যৌবনের উদয় মাত্রেই বিবাহ উপযোগিতা [illegible] হইলে শিশুর অভিভাবকত্ব [illegible] পর্যবেক্ষিত একেবারে [illegible] হিতে পারে না।

এমত অবস্থায় যেন ভঙ্গ না হইলে যে কোন গোঁড়া কুলীন আপন কন্যাদের যথাযোগ্যরূপে বিবাহ দিতে সাহসী হইবেন, ইহা আমাদের বোধ হয় না। বরং তিনি আপন কন্যা গুলিকে অনুঢ়াবস্থায় রাখা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিবেন, তথাপি অনুপযুক্তকে বিবাহ দিয়া আপন কুলমর্যাদার ক্ষতি করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে যে পাপের বশ [illegible] করিতে প্রভাকর সম্পাদক [illegible] হইয়াছেন, তাহাই যেন কি [illegible] প্রবল হইয়া উঠিবে না? যেন ভঙ্গ করা কি রাজবিধিদের আজ্ঞাধীন হইবে? সাধের মধ্যে এই হইবে, বহুবিবাহ নিবারক বিধান [illegible] আইন হইবে, [illegible] বিবাহের বিধান ইহা সাধিত হইবে না। আর সেই বিধিটি কিছু অল্প অধিক কর্ম হইয়া থাকিবে না। বিধি আছে বংশের কাহারও মৃত্যু হইলে, দশ দিন হইবার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে দিতে হয়। এই নিয়মের [illegible]

এক্ষণে বর্ষাকাল উপস্থিত। এ সময়ে প্রতিদিনই বৃষ্টি হইতেছে; পথ ঘাট সকল কর্দমে পূর্ণ, এবং পথিকের অত্যন্ত কষ্ট। [illegible] আকাশ নির্মল দেখি [illegible] বহির্গত হইলাম, ক্রমে উত্তর দিকের [illegible] উপস্থিত হইলাম। [illegible] আচ্ছাদিত হইয়া কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে। ক্রমে বেলা অবসান প্রায়, সহসা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে [illegible] লাগিল, অগত্যা নিকটবর্তী গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র বাজার [illegible] খানি দোকান আছে মাত্র। আশ্রয়প্রাপ্তিকরণার্থে পূর্বমুখী দোকানে বসিলাম, তথা [illegible] একটী [illegible] বৃষ্টি পথে পতিত হইল, জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলাম যে [illegible] উপাসনা গৃহ। তাহার চতুষ্পার্শ্বে [illegible] রক্ষা করেন।

হইয়া থাকে। এরূপ অনেক স্ত্রীলোককে দেখিতে,

হইতে আসুক হইয়াছে। উক্ত কমিটি উৎসাহের সহিত কার্যারম্ভে প্রবৃত্ত হইলে এই উপায়েই কিছু টাকা সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা হইত, অথচ উক্ত [illegible] সম্যক অর্থনাশ হইত না। বলিতে পারি না, কি কারণে উক্ত কমিটির মেম্বরেরা এতদ্দেশের প্রজা সাধারণ সংগৃহীত অর্থরাশি হইতে প্রায় দুই সহস্র টাকা একটী রাস্তা পাকা করণ বিষয়ে ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অতএব [illegible] সংস্কারের ব্যয় অবধারণ জন্য যখন উক্ত কমিটির সেক্রেটারি [illegible] বাবু [illegible] রায় মহাশয়ের উদ্যান গৃহে সভা আহ্বান হয়, তৎকালে ব্রাহ্মসমাজ রোডের এক তৃতীয়াংশ পাকা হইবে [illegible] তাহার ব্যয় [illegible] এক তৃতীয়াংশ অর্থ [illegible] মহাশয়।

[illegible] প্রস্তুত হইল, অভিলষিত [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, [illegible] কিছু দিন থাকিলে এতদ্দেশের [illegible] আচারব্যবহার ও রীতি [illegible] বিশেষরূপে জানিতে পারিব বলিয়া [illegible] বিশেষ উৎসাহযুক্ত হইল, তাহাতে [illegible] করিয়া সে রাত্রি [illegible] করিলাম। প্রত্যুষে উঠিয়া [illegible] অভিমুখে চলিলাম। ঐ দিন রবিবার, খ্রীষ্টীয় মতের উপাসনার দিন। [illegible] গিয়া অত্যন্ত [illegible] উপবেশন করিলাম। ক্রমে ক্রমে প্রায় স্ত্রীপুরুষে অনুমান ১২। ১৪ জন তথায় সমবেত হইলে পর [illegible] কার্য আরম্ভ হইল। ইতিপূর্ব্বে কলি[কাতা] প্রভৃতি স্থানে খ্রীষ্টীয় সমাজের যেরূপ উপাসনা রীতি দেখিয়াছিলাম, এখানে তাহার অনেক প্রভেদ দেখিলাম। অবশেষে যে বৃত্তান্ত শুনিলাম, তাহাও অপূর্ব্ব। না হইবে কেন? যাহারা কোন ধর্ম্ম মতের মূলজ্ঞ হইয়াই বিশ্বাসী হন, তাহাদের মত [illegible]

উহাদের ঐ ধর্ম্ম মন্দিরে প্রতি রবিবারে সকলেই একত্র হইয়া উপাসনা করিত। তখন তাঁহাদের উপাসনার প্রতিধ্বনি আবা[illegible]দের এই বাজার পর্য্যন্ত আসিত, রবিবারে একজন খ্রীষ্টীয়ানকে সংসার কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যাইত না। তখন তাহাদের আচার ব্যবহার অতি উৎকৃষ্ট ছিল, তাঁহার পর ঐ পল্লীর অধিবাসীদের ভাব [illegible] পড়িয়াছে, শুনিতেছি তিনি তদ্রূপ প্রণালীতে ইহাদের তত্ত্বাবধান করেন না বলিয়া আজি কালি ইহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে তাদৃশ অনুরাগ নাই, এখন আর প্রায় কেহ রবিবারে উপাসনা স্থলে উপস্থিত হন না, প্রায় সকলেই সংসার কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহারা আর ধর্ম্মের শাসন বড় মান্য করেন না"। এই সকল শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং এতাদৃশ বিষয়ের প্রকৃত অনুসন্ধানার্থ খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত আলাপ করিব স্থির করিলাম। অদ্য এই পর্য্যন্ত, পাঠকগণ নিকটে আর [illegible]

[illegible]

[illegible] রক্ষা পাইবে। আমাদিগের বিবেচনায় [illegible] নিকট হইতে এক [illegible] অপেক্ষা [illegible] প্রাপ্তির প্রত্যাশা আছে, তাহাদিগের প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে টাউন ফণ্ড নিঃশেষিত হয় না, অথচ প্রজা-বর্গেরও সন্তোষ হয় এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সকলও উপনগর রূপে পরিণত হয়, বিশেষতঃ পর প্রত্যাশা পরবশ লোকেরাও ক্রমে স্বাধীন ভাবে কার্য্য সাধনে শিক্ষিত হইয়া উঠেন। টাউন কমিটির অনারেবল মহাশয়গণ বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, আমাদের রাজপুরুষগণ উক্ত প্রণালী অবলম্বন করাতে সমুদয় [illegible] কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়, [illegible] ও [illegible] অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] সাধু, [illegible] আমাদিগের [illegible]

দিন, কি মহিমা সকলেই এক [illegible] প্রকাশ করিয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিয়াছেন। কেবল বিবাদ সংস্থাপন মাত্র না হইয়া সকলে তদনুসারে কার্য্য করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

চকদীঘি
১২ ই আগষ্ট
১৮৭১ } বশংবদ
শ্রীআশুতোষ রায়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বসু—মুর্শিদাবাদ ৩৸
" " অটলবিহারী পাল—[illegible] ১০
" " [illegible] দাস—[illegible] ৩৸
" " [illegible] দত্ত
মহিষবাথানের ডাকঘর ৩৸
" " রামদয়াল চক্রবর্ত্তী—[illegible] ৪॥
" " নীলমণি ঘোষাল—কলিকাতা ১০
" " [illegible] মজুমদার—কলিকাতা ৪॥০
" " মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—হাবড়া ৪॥
শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী—পুটিয়া ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিটি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরা ইয়া দেওয়া হয় না।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া [illegible] [illegible] তাঁহাকে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিটি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিটি লেখা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণারপুর ডাকঘরে চিটি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে [illegible] প্রকাশিত হয়

ষের দেশের লোকেরা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ংই সমাজ সংস্কারে সমর্থ হইবেন।

যাবৎ ইঁহারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে না পারিতেছেন, তাবৎকালের নিমিত্ত আমরা একটী সদুপায় বলি, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভ্য মহোদয়গণ অবলম্বন করুন। তাঁহারা এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করুন, শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী কারণ ব্যতিরেকে যাঁহারা একাধিক বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক বিবাহে ৫০০ টাকা করিয়া টাক্স দিতে হইবে। অর্থ সম্বন্ধ আছে, শ্রবণমাত্র এ আবেদন গবর্ণমেণ্টের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। নিঃস্ব অপদার্থ কুলীন কুমারেরাই উপদ্রব করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিবাহ ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। অপর লাভ এই, গবর্ণমেণ্টের ...

২০ এ জুন ১৮৭১। } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্য্যনারী। মাসিক পত্র, বারুইপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য নগদ /০ এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক ৸০ আনা, প্রত্যেক সংখ্যার ডাক মাশুল /০ এক আনা।

১৮৭১। ৮। কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট নং ৯৬ } কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

সুরধুনী কাব্য প্রথমভাগ শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত। মূল্য ১ টাকা ডাকমাশুল সমেত ১/০।

১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় } শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

৭ ই ভাদ্র সোমবার।

আজি আমরা দুঃখিত হৃদয়ে দুটী শিক্ষিত ও চিন্তাশীল হইতেছেন। তাঁহারা আপনাদিগের রাজনীতি সংক্রান্ত অবস্থার সহিত অন্যান্য জাতির অবস্থার তুলনা করিতে শিখিতেছেন। যদি দেশবাসীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিয়া শাসন করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তাঁহাদিগের সাধারণ মত লইয়া কার্য্য করা উচিত। বিশেষতঃ রাজস্বসম্বন্ধে সাধারণের সম্মতি লওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাই জাতি সাধারণের সন্তোষ বা অসন্তোষ বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ। তিনি বলিলেন, সম্প্রতি রাজস্ব কমিটী সর জোনালড মাকলিয়ডকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি পঞ্জাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে লবণের কর বৃদ্ধি করা উচিত কি না? সর জোনালড মাকলিয়ড একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী লোক হইয়াও উত্তর দিয়াছেন, অগ্রে এ বিষয়ে বিব... আশা করি... কিছু ... শিক্ষাবিভাগে থাকিয়া পরে সদর আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির ন্যায় তিনি ওকালতিতে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তথাপি তিনি সামান্য ব্যবহারাজীব ছিলেন না। সাহিত্য সম্বন্ধে যেমন তাঁহার অগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, আইন সম্বন্ধেও সেই প্রকার অধিকার প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার চরিত্র অতিশয় বিশুদ্ধ ছিল এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মহেন্দ্রলাল সোমের ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম মাত্র হইয়াছিল।

বিচারপতি অনুকূলচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদে সমুদায় দেশ শোকে নিমগ্ন হইয়াছেন। বিচারপতি হইবার পূর্ব্বে তিনি কয়েক মাস পক্ষাঘাত এবং তৎপরে বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ না হউক সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহারা বিভাগীয় কর্ম্মচারিকে পরামর্শ দিবেন, তিনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন। বিভাগীয় সভার উপরে প্রদেশীয় সভা হইবে। অর্থাৎ প্রতি বিভাগীয় সভা হইতে কয়েকজন সভ্য মনোনীত হইয়া সমুদায় প্রদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ থাকিবেন। এই সভাতে দেশের প্রধান প্রধান লোক এবং রাজস্ব, শিক্ষা, পুলিস প্রভৃতি বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিগণ থাকিবেন। যে টাকা সাধারণ ধনাগার হইতে প্রদেশের নিমিত্ত ব্যয় করিতে দেওয়া হয় এই সভা সেই ব্যয়ের ভার পাইবেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন প্রকার নূতন কর বা রাজনীতি সংক্রান্ত কোন পরিবর্ত্ত করা হইবে না। এই সভা হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইবেন"।

... এই পর্য্যন্ত তাঁহা... দিব... সক... প্রার্থনা করিতেছেন। অনুকূলচন্দ্রের অতিশয় অমায়িকভাব ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ করিলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইত। তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। বয়স ৫৩ বৎসর ... হইয়াছিল।

অনুকূল বাবুর ... যোগ্য কে? এই চিন্তা করিয়া আমরা যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম, আমাদিগের দৃষ্টি ... কালীমোহন দাসের উপরেই পতিত হইল। ইনি তৎপদে অধিষ্ঠিত হইলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। যোগ্য পদ যোগ্য পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলেই সকলের আনন্দের হয়।

বহুবিবাহ বিষয়ে ... কথা।

যাঁহারা রাজবিধি ... বহুবিবাহ প্রতিষেধ প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের একটী প্রশ্ন

আমাদিগের পল্লীগ্রামস্থ পঞ্চা[illegible] কোন বিবাদ ভঞ্জন ও শান্তি করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব বিলক্ষণ [illegible] সে স্বত্ব কখন [illegible] অতএব প্রথমতঃ [illegible] বাহাদুর বিনা কর না লইতে কেবল পরামর্শ দানের [illegible] দেওয়া উচিতই হইয়াছে। [illegible] অনুমোদন করিতেছি। [illegible] দেশীয় রাজস্ব প্রণালী স্থাপনের একটী প্রধান উপায়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমুদায় ক্ষমতা থাকাতে [illegible] অনিষ্ট হইতেছে মাত্র। এক একটি প্রদেশ রাজস্ব ও শাসন সম্বন্ধে এক একটি পৃথক রাজ্যের স্বরূপ হয়, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। এক্ষ[illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] হিন্দুজাতীয় [illegible] হইয়াছে [illegible] অনেকগুলি পুরুষের বহুবিবাহের প্রমাণ সন্দেহ নাই। যে স্থলে একের অপরাধে অপরের দণ্ড হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে রাজার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা সমুচিত কিনা? রাজনীতিজ্ঞ প্রার্থীদিগের একটি বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এই সকল কারণেই আমরা বহুবিবাহের উপরে গুরুতর করনির্দ্ধারণ প্রস্তাব করিয়াছি। এ প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্য হইলে অনেকগুলি উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রথম, উভয় পক্ষেরই মান ও মর্য্যাদা রক্ষা হইবে; দ্বিতীয়, একপ সংসর্গের মূল বহুবিবাহ উন্মূলিত হইবে; তৃতীয়, সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি লোকের ইষ্ট সাধন করিতে গিয়া অপর কতকগুলির অনিষ্ট সাধনের যে শঙ্কা আছে, তাহাও দূরগত হইবে।

পাইতেছেন এবং [illegible] সূত্রপাত স্বরূপ বহরমপুর কালেজ ও সংস্কৃত কালেজের বি, এ, ক্লাশ উঠাইয়া দিতেছেন। সংস্কৃত কালেজের প্রতি যেরূপ অবিচার হইতেছে, তাহা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। বহরমপুর কালেজের বি, এ, ক্লাশ যে জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং উহা রক্ষা করিবার জন্য দেশীয় লোকেরা যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নিম্নপ্রকাশিত প্রেরিত পত্র দ্বারা জানা যাইবে। যাহা হউক, বড়ই আহ্লাদের বিষয় এই যে, মুরশিদাবাদের অধিবাসীরা উক্ত কালেজ রক্ষার্থ এরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমরা পত্রপ্রেরকের সহিত বাবু রাজীবলোচন রায়, রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর প্রভৃতিকে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিলাম। উঁহারা এই কার্য্য [illegible] ত পারিলে বড়[illegible] একটী [illegible] স্বতন্ত্র [illegible] করিয়াছেন [illegible] হইতে কিয়দংশে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া তিনি সকলের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন। অন্য অন্য দেশে [illegible] প্রকার যত্নে যে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ও হইতেছে, ভারতবর্ষে ঘটনা ক্রমে তাহা ঘটিয়াছে। এখানকার বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। অন্যতা প্রজার ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইহাদিগের মনে আন্তরিক বিরাগ জন্মিয়া নানা উপদ্রব ঘটিবে, এই শঙ্কায় উঁহারা বিরত হইয়া আছেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের এ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইবার এই একমাত্র কারণ নয়; সভ্য গবর্ণমেণ্ট স্থিরই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধর্ম্মাদি লইয়া প্রজার সহিত বিরোধ করা সভ্য কালোচিত ব্যবহার নহে। যে প্রজার যে ধর্ম্মে অথবা ব্যবহারে রুচি, তিনি তদবলম্বন করিবেন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধি নিষেধ নাই।

প্রভৃতি অনেকানেক জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রায় ধনপতসিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বহরমপুর কালেজের ছাত্রসংখ্যা কম, সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি অধিক ব্যয় পড়ে, এই উপলক্ষ করিয়াই গবর্ণমেণ্ট কালেজটি অবনত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং কালেজের জন্য কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়া কয়েকটী বৃত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই এই সভা আহূত হয়; কিন্তু সভার অধিবেশন হইবার সমকালেই গবর্ণমেণ্ট হইতে আগত এক পত্র তথায় উপস্থাপিত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে এই জেলার প্রধান প্রধান অধিবাসীরা গবর্ণমেণ্টে এক মেমোরিয়াল পাঠাইয়াছিলেন, ঐ পত্র তাহারই উত্তর। যৎকালে মেমোরিয়াল প্রেরিত হয়, তখন বি এ ক্লাশ উঠিয়া যাইবে এরূপ আদেশ আইসে নাই। ছাত্রসংখ্যা কম সুতরাং ব্যয়বাহুল্য হয় এই কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক [illegible]

[illegible] সর্ব্বপ্রধান ও অদ্বিতীয়। কন্যাকর্ত্তা আনিতে না পারিয়া প্রেমপ্রবোধে যদি কোন মুসলমানকে কন্যা দান করেন, তাহার আর অন্যথা হয় না। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বিবাহের এই লক্ষণ করিয়াছেন, ইনি আমার পতি, ইনি আমার ভার্য্যা, ইত্যাকারক জ্ঞানকে বিবাহ বলে। যদি এরূপ হইল, রাজবিধির প্রয়োজন কি? অধিকারার্থে? তাহারও ত বড় দেখা যাইতেছে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক সংখ্য ব্যক্তির অবলম্বিত হইলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাদির ন্যায় স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই আপনি সিদ্ধ হইল। তখন আর কাহারই অনধিকারে কাহারই বাধা জন্মাইবার শক্তি থাকিবে না। তবে বলিবেন, পিতা হিন্দু, কন্যা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনী, সেই জন্য সেই পিতার এক[illegible] উত্তরাধি[illegible]। আপাততঃ সে

[illegible] করিয়া দিবার, [illegible] [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] পরীক্ষা হইতে পর যাঁহারা আসিয়া পুরস্কার গ্রহণ করেন সেজন্যও করা হইল, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া [illegible] পরিবর্ত্তে একটী [illegible] হইতে তাহাকে ৫ ঘণ্টা [illegible] [illegible] দিতে বলা হয়। কি [illegible] [illegible]!! [illegible] অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর [illegible] সাহেব উক্ত [illegible] বিরোধ ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় ইহা [illegible] হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম [illegible] ১৩১২ দিনের মধ্যে কীর্ত্তিনাশা নদী ভাঙ্গিয়া গ্রামের অধিকাংশ গ্রাস করিয়াছে। কীর্ত্তিনাশার নাম বুঝি অনেক দিন [illegible] হয় নাই।

পিয়নিয়র বলেন, বেহার ও বাঙ্গাল [illegible] যেরূপ অধিকেন হইবে অনুমান করা [illegible] [illegible] ১৩০০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাখা আ[illegible]। [illegible] যেন দুগ্ধ বাহুর [illegible] ন্যায় না হয়। আশঙ্কা এই, পাছে ইহা লেখাপড়া শিক্ষার অন্তরায় হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত ব্যায়াম শিক্ষা। ইহা অনেক বালকের [illegible] সাধন করিয়াছে। অনেকে লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া বারমাস ব্যায়াম করিয়া মত্ত হইয়াছিল। সঙ্গীতশিক্ষাও এরূপ অনিষ্টকারিণী হইয়া না উঠে। ইহার আকর্ষণী ও মোহিনী শক্তি অধিক। অত এব আমাদিগের বক্তব্য, অন্য অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র এরূপ সময়ে সঙ্গীত সমাজ যেন বিশেষ সাবধান হন।

চিঠির মাশুল অগ্রে লওয়াই কর্ত্তব্য।

অনেকে বিনা মাশুলে পত্র প্রেরণ করেন, প্রেরিতব্য স্থানে উপনীত হইলে অনেকে তাহা গ্রহণ করেন না। তাহাতে গবর্ণমেন্টের ক্ষতি হয়। আজি কালি দেখা যাইতেছে, ডাকঘরের কর্ম্মচারি-

বোম্বাই হইতে

১৩০০০ বোম্বাই যে জাহাজ ইউরোপে যাইতে [illegible] সেখানে [illegible] দ্বীপের নিকটে জলমগ্ন হইয়াছে।

গুজরাটের স্থানে স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছে।

রঙ্গপুরের মুন্সেফ বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে ক্টরের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে স্থগিত হন, এক্ষণে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। অমের কি এই উপযুক্ত দণ্ড?

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, [illegible] প্রদেশের [illegible] রাজা রাজেন্দ্র প্রতাপ সাহি বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

[illegible] [illegible] পত্র গুলি খুলিয়া [illegible] নামধাম অবগত হন, ইহাই কি সহজ ও সুন্দর উপায় নয়? আমরা ইহার অপেক্ষা আর একটী সহজ ও সুন্দর উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছি, ডাক কর্ম্মচারিদিগের অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। সে এই—

সমাচার পত্র যেরূপ অগ্রে মাশুল না দিলে কোন স্থানে প্রেরিত হয় না, চিঠির বিষয়েও সেইরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য। বেয়ারিং পত্র প্রেরণের নিয়ম রহিত হইলে অনেকগুলি উপকারের সম্ভাবনা। প্রথম, গবর্ণমেন্টের এক পয় সাও ক্ষতি হইবে না। দ্বিতীয়, প্রত্যা খ্যাতপত্র প্রেরয়িতার নাম ধাম অন্বে ষণ করিয়া মাশুল আদায় করা কেবল ডাককর্ম্মচারিদিগের ক্লেশ ও বিরক্তি কর নয়, যাহাদিগকে সেই পয়সা দিতে হয়, তাহাদিগের আন্তরিক বিরক্তি

[illegible] [illegible] ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর অতি উপযুক্ত লোক। সকলেই ইহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট।

রেজিষ্টরি আফিস সমূহের যে সকল কর্ম্মচারী পদচ্যুত হইয়াছেন, ইনস্পেক্টর জেনরল তাঁহাদিগকে পদচ্যুতির বিষয় জানান নাই। অনেক স্থলে নূতন রেজিষ্ট্রারেরা ইহাঁদিগের দ্বারা কার্য্য লইতেছেন। এই সকল কর্মচারী আইন অনুসারে বেতনের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারেন।

রেজিষ্ট্রার আফিসের প্রধান কেরাণী দিগকে নূতন প্রণালী অনুসারে রেজিষ্ট্রারের পদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছেন, ইহাঁদিগকে একেবারে পদচ্যুত করা দুঃখের বিষয় হইয়াছে।

[illegible] এক ব্যক্তির উপরে ৫০ টাকা ইনকম টাক্স ধার্য্য করা হয়। এ ব্যক্তি কর না দিয়া [illegible] উঠিয়া যান। [illegible] কর আদায় করেন, তিনি তাঁহার সমন করিয়া টাকা [illegible] এ ব্যক্তি বলিলেন, [illegible]

[illegible] করিলে [illegible] লঘু হইবে সন্দেহ নাই। অতএব অবিলম্বে মাশুলহীন পত্র গ্রহণ করিবার রীতি রহিত করাই কর্ত্তব্য।

বহুবিবাহ করা উচিত কি না?

বিধাতা হিন্দু সমাজের প্রতি একান্ত বাম। শীঘ্র যে এ সমাজের সৌভাগ্য লাভ হয়, সে সম্ভাবনা নাই। সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই [illegible] আড়ম্বরও উপস্থিত হয়। ফল হয় হউক না হউক, আড়ম্বরের সীমা থাকে না। অগ্রে শাস্ত্র বিচার আরম্ভ হয়; কিন্তু সে বিচার বিচার নয়, শুধু হত্যা। উভয় পক্ষই ঋষির বচন তুলিয়া আপ নার মনোমত তাহার ব্যাখ্যা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান। ঋষিরা কি উভয় পক্ষেরই যাহাতে মনোরথ পূর্ণ হয়, এইরূপ বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন? এ কি [illegible]

[illegible] কাছিলেই [illegible] বলিতেন [illegible] আমার পত্র লেখা [illegible] পরিশেষে কমিসনরেরা [illegible] করিলেন। সারবিষয় [illegible] প্রেরণ করি [illegible] অনুসারে সম্পত্তি ক্রোকের [illegible] কমিসনরেরা ইহা [illegible] মুক্ত করিলেন, কিন্তু [illegible] পরিশেষ [illegible] করিলেন [illegible] বিপদ [illegible] রক্ষা করিলেন। [illegible] অবশেষে কমিসনরেরা দিলেন। [illegible] হইতে ৫০ টাকা ইনকম টাক্স [illegible] টাকার এক ভোজ [illegible] বন্ধুদিগকে লইয়া আমোদপ্রমোদ করিলেন। মহেশ চেলে মাঝ [illegible] এক উত্তম দৃষ্টান্ত।

১৮ এ শ্রাবণ শনিবার।

[illegible] অব ইণ্ডিয়া [illegible] করিয়াছেন, [illegible] সাহেব জৈন্তাপুরীর নিকটবর্ত্তী প্রধান [illegible]

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

এচ. এল. ডিম্পন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন। কিন্তু আপাততঃ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের গোপনীয় সেক্রেটারির প্রতিনিধি থাকিবেন।

সুন্দরবনের কমিসনর মহিম মীরের প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইলেন।

জে. এ বিরেটস বর্দ্ধমান বিভাগে ১৮৩০ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এ ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। ইনি বর্দ্ধমানে রহিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের পদোন্নতি হইল।

বাবু দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—চতুর্থ শ্রেণীতে। বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ (এম, এ) পঞ্চম শ্রেণীতে।

৪ ঠা আগষ্ট। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মুন্সী [illegible] (যিনি সম্প্রতি [illegible] বদলী হইয়াছেন) ত্রিহুতে রহিলেন।

৫ ই আগষ্ট। এল. জবলিউ. এ. লারেন্স [illegible]

অতিরিক্ত জজ এক বি. [illegible] বিভাগ [illegible] অতিরিক্ত জজ হইবেন।

২ রা আগষ্ট। [illegible] মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

টী. ই. [illegible] মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারমান হইবেন।

৩ রা আগষ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এল. ঘোষাল [illegible] (পাবনা) দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৪ ঠা আগষ্ট। বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] আদালতের [illegible] প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু [illegible] চন্দ্র [illegible] এম, এ, বি এল. [illegible] (সিলেট) স্কুলের প্রতিনিধি হইবেন।

[illegible] আগষ্ট। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন [illegible] ঘোষ [illegible] চিকিৎসার ভার এবং তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

বাবু [illegible] রঙ্গপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার একজন সভ্য হইবেন।

৭ ই আগষ্ট। এচ. এল. [illegible] কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ার

সময়ে [illegible] [illegible] প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। উহার মুখপত্রে বহুবিবাহ বলিয়া লিখিত আছে। আমরা আগ্রহসহকারে উহার পাঠ আরম্ভ করিলাম। [illegible] কুলীনদিগের অত্যাচার ও কুলীন কন্যাদিগের ক্লেশের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, [illegible] পড়িতে পড়িতে অনেকবার আমাদিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে [illegible] [illegible] মনে এদেশের পুরুষ [illegible] বিদ্বেষ দিলাম। অন্য [illegible] দেশের লোকেরা কুলীনের প্রতি [illegible] নাম শ্রবণমাত্র ক্রোধে একান্ত [illegible] এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিন্দা [illegible] কিন্তু আমাদিগের দেশের [illegible] অম্লানভাবে [illegible] অত্যাচার অনায়াসে [illegible] [illegible] বলেন, [illegible]

[illegible] কি? বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোকে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত হইবেন? ইহারা বিধিদেরও অনুসরণ করেন না, নিষিদ্ধেরও সেবনে শঙ্কিত হন না। ইহারা মুখে বলেন, শাস্ত্র অনুসারে চলেন; কিন্তু ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয়, শাস্ত্র মানেন না। ইহাঁদিগের পরিণামদর্শিতা নাই, যাহাতে আহ্লাদ বোধ করেন, সেই কর্ম্মই করিয়া থাকেন। অনেক কুলীনের ঘরে ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের অনূঢ়া কন্যা আছে। এরূপ কন্যাকে ঘরে রাখা কি শাস্ত্রানুমত কর্ম্ম? তবে বলিবেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন না হইলে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্কুচিত হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। [illegible] যদি এরূপ বিধি থাকিত,

[illegible] আবশ্যক হয়, অসংখ্য বার উহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে ডাকা সুখের নয়। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা সমুদায় আচার ও ধর্ম্মেরও সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠে, অত উতলা হইলে চলে না। যখন সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক অতিশয় উন্নত হইয়াছি [illegible] উপরে [illegible] [illegible] স্থির হইয়া থাকিলে [illegible] লোক হইতেই সমাজ সংস্কারের [illegible] আছে, বিদ্যাসাগরের লিপি [illegible] প্রমাণ করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কলিকাতা ও [illegible] স্থানে ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এখানকার লোকের [illegible] প্রকার আর অন্য স্থানের লোকের সে প্রকার নয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ইংরাজী শিক্ষা বলে [illegible]

পাটনার কোহিনূর যন্ত্রালয়ের [illegible] নিকটে নির্দিষ্ট [illegible] বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। [illegible] লিখিয়াছেন [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এ বৎসর [illegible] অনাবৃষ্টি হওয়াতে [illegible] খুব বিষম শাকাক্রম প্রকাশ করিতেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, ইহা তাদৃশ সাংঘাতিক নয়।

কতিপয় সপ্তাহ অতীত হইল, পূর্ব্বোক্ত সংবাদদাতা অত্রত্য সদর দুর্গে [illegible] বিষয় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সাধারণের ক্লেশের শান্তি করিবেন। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট [illegible] আজি পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই।

ইংলিসম্যান [illegible] শীঘ্র হওয়া গেল, আগামী নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে গবর্ণর জেনারল অযোধ্যার "ষ্টার" উপাধি প্রদানার্থ লক্ষ্ণৌ গমন করিবেন।

অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে লক্ষ্ণৌ হইতে শাহাজাহানপুর পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। মিরাবাদ পর্য্যন্ত শীঘ্র খোলা হইবে বোধ হইতেছে।

শিবসাগরে যথা আমোদপ্রমোদ হইতেছে। এমন দিন নাই যে, ভোজ ও নৃত্য গীতাদি হইতেছে না। এদিকে ভয়ানক চুরি বিদ্রোহ সর্ব্বদা চুরাদি ও প্রবঞ্চনা পরিলক্ষিত হইতেছে। সমুদায় পরিত্যাগ না করিলে আর মঙ্গল নাই।

২৬ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজের শকটচালকদের সম্বন্ধে একটী নূতন প্রস্তাব হইয়াছে। যে সে ব্যক্তি কোচ মানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া অনেক সময়ে নানা দুর্ঘটনা ঘটে, এতন্নিবারণার্থ এক ব্যক্তি প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহি গাড়ি [illegible] আসল দোষ বাহির [illegible] করিয়া বসিয়া আছে। [illegible] বাণিজ্যের করে, [illegible] অনুসন্ধান হয়। [illegible] হইতে পলা ইয়া এতদিন পর্য্যন্ত লুকাইয়া ছিল। এক্ষণে পুনর্ব্বার ধরা পড়িয়াছে এবং তাহার বিচারে (আসামীদের দণ্ড না থাকিলেও) তাহার [illegible] দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। জজ সাহেব বলিয়াছিলেন, বিশেষ প্রমাণ পাইলে আসামীর প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিতেন।

১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এক ব্যক্তির ১০০০ টাকার তিন খানি নোট অপহৃত হয়। তন্মধ্যে একখানি এবৎসর ধরা পড়িয়াছে। হরক নারায়ণ নামক একজন (লালা) কায়স্থ চুরি করিয়াছিল বলিয়া সপ্রমাণ হওয়াতে অত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস কারাবাস ও দুই সহস্র টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। [illegible]

[illegible] করিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বার্ষিক ১০০০০ টাকা আয় হয় এরূপ একটী জায়গীর দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রতাপ সাহি বাহাদুর নামক ১৮ বৎসর বয়স্ক ইঁহার একটী পুত্র আছে। ইনি ইংরাজী পার্সী ও হিন্দী ভাষা উত্তমরূপ জানেন।

পাটনার বঙ্গবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ কুচ জাতা পাঁড়েদের জন্য লিখিয়াছেন, বেতাজী অর্ণমযী উক্ত বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ৩০ টাকা দান করিয়াছেন।

২৭ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

সম্প্রতি ডেলি নিউস ও মুলক পত্রিকায় বারাসতে ডাকাইতি ও চৌর্য্যের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা অমূলক। ৫০ বৎসরের মধ্যে বারাসত গ্রামে ডাকাইতি হয় নাই। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্প্রতি এক বেশ্যার বাটী হইতে [illegible] দ্রব্য চুরি যায়। মধ্যে বারাসতে দুই তিনটী সিঁদ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুলিস সে গুলির নিবারণ করিয়াছেন। বারাসতের

আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন এবং জালালপুর বিভাগের কমিশনর সাহেবকে ইঁহার বোলচাল ক্রিয়ার রিপোর্ট করিতে আদেশ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অন্য কোন দোষ থাকুক না থাকুক ইনি কখনই "নেটিব কোয়ার্টর" পরিদর্শন করিতে আইসেন না, ভজিষ্ণ একটা না থাকিয়া গেলে কাছারিতে যান না, অথচ সন্ধ্যার পর [illegible] এ কার্য্য করা হয়। ইহাতে কেরাণী ও আমলাদের অতিশয় কষ্ট হয়।

বনেলীর রাজা লীলানন্দ সিংহ দেব বাহাদুরের প্রজারা উৎপীড়িত হয়, রাজার সকল কার্য্যের একজন [illegible]। মুসলমানের হস্তে নাস্ত, এই মর্ম্মে আমাদের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীযুক্ত মাণ্ডহস্ সাহেব [illegible] বার্ষিক রিপোর্টে মত প্রকাশ করেন। রাজা বাহাদুর এই রিপোর্টের প্রতিলিপি পাইয়া ইহার এক সুদীর্ঘ উত্তর [illegible]

এমন সম্পত্তি নাই যে কর দেন। তাঁহার দোকানে দুইবার পত্র দেওয়া হইল, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ পত্রের পিঠে বিদ্রূপাত্মক কথা লিখিলেন। দুই মাস পরে [illegible] আসিল, ইনকম টাক্স কমিশনরেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি কি কারণে কর দিতেছেন না। ১৫ দিবস পরে তিনি বক্রভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার টাকা নাই।" দুই তিন মাস পরে রাজ্যের কমিশনরেরা পুনর্ব্বার লিখিলেন "তোমার এ আপত্তি আমরা শুনিতে পারি না"। কর প্রদাতা বলিলেন "ইহা অপেক্ষা গুরুতর কারণ আর হইতে পারে না।" এক মাসের পর কমিশনরেরা আবার লিখিলেন "তোমার সহিত আর তর্ক করা হইবে না, কর অবশ্য দিতে হইবে।" কর প্রদাতা উত্তর দিলেন "যে সকল লোক তর্ক বুঝেন না তাঁহাদিগের সহিত আমি তর্ক করিতে চাহি না।" এই প্রকারে পাঁচ বৎসর গেল। ইতিমধ্যে এ ব্যক্তির উপরে কোন নূতন কর স্থাপিত

...পুর ষ্টেশন হইতে পূর্বাভিমুখে গমন করিয়াছে, উহা কেটি কতের রাস্তা। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষগণ উহাকে দুই চারি ঘোড়া গাড়ি দিয়া আপনাদের ভার পালন করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের ভার লাঘ হওয়াতে রাস্তাটী অনাহারে শীর্ণকায় হইয়া মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছে। রাস্তা দিয়া যেসকল লাঙ্গল, ... ও গরুরগাড়ী যায়, উহার জন্য ... হইয়া থাকে, অথচ যাহাকে একবার এক রাস্তা দিয়া গমন করিতে হয়, তাহাকে আর বড় যাইতে হয় না ; মধ্যে মধ্যে ... না দিলেও চলে না। ইহাকেই কি "নাক কাটি দিয়া ডুবে পার" বলে না? এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রজাদিগকে কর হইতে রক্ষা করেন, অথবা রাস্তাটীর চিকিৎসা করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা ; কিন্তু যেরূপ পীড়া, তাহাতে নেটিব ডাক্তারের দ্বারা কার্য্য হইবে না, একজন সবজ্যাসি ষ্টান্ট সাজন চাই।

চাকদিঘোপাড়া
১২৭৮। ১৯ অগ্রাহায়ণ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী

... করিতেছেন।

ব্রিটিশ মেডিকেল জর্ণাল লিখিয়াছেন, মি; এক হকার নামক এক ব্যক্তি নিয়মমতে ১২০ করিয়া এক প্রকার লেমনেড বিক্রয় করিতেছেন। ইহা সেবন করিলে ... স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধি হয়।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারে
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা আগষ্ট। এচ, এল, ড্যাম্পিয়ার ... প্রদেশের বোর্ড অব রেবেনিউএর সেক্রেটারি হইবেন। কিন্তু ... বাঙ্গালায় ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনস্ জজের ... থাকিবেন

এচ, এল, হারিসন বর্দ্ধমানের ... ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারির ... থাকিবেন।

কালেক্টরীর ম্যানেজার (বিদায় প্রাপ্ত)

"রায় বাহাদুর" হইল পাঁচ।
তোমার দানের কাছেতে যাচ।

মহারাণী লংকা অতুল্য কান্তি।
"ষ্টার" অপেক্ষা তাঁ
ভিক্টোরিয়া এক দিকে মহারাণী।
তুমিও দ্বিতীয় হলে মহারাণী।

মহা সম্মান হল পূরণ ...
ভারত ভরিল আনন্দ অপার।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দোদয়।
জয় জয় মহারাণীর জয়।

বিদ্যালয়ে দান অজস্র তূর্ণ।
সহস্র সহস্র প্রার্থনা পূর্ণ।
করিতেছ বটে বিদ্যার তরে।
শিখিতেছে জ্ঞান নারী ও নরে।

বিদ্যা শিক্ষা পরে নাহিক কাজ।
বিজ্ঞান শিক্ষাতে নারাজ রাজ।
শিল্প কার্য্যে হয় সৌভাগ্যোদয়।
কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হয়।

ষর্ণ প্রসবিনী ভারত বাস।

... গকের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

৭ ই আগষ্ট। পাকোড়ের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, এস, ...মনসিংহে বদলী হইলেন।

... নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭১ অব্দের ৩২ আইন অনুসারে ... মাসের জন্য নিম্নলিখিত স্থানে আসেসর হইলেন এবং কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

মি, বিকলস—হুগলী মৌলবী ওবাইদুল্লা—বাকুড়া। বাবু কেদারনাথ দাস—বর্দ্ধমান।

নিম্নলিখিত ডেপুটী কালেক্টরেরা ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ই, ...—হাবড়া। বাবু ... কুমার ঘোষ—বীরভূম।

অবলেউ, এল, ... সাধারণ প্রদর্শন সভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

বিধান উমনস।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১ লা আগষ্ট। ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধি

বিজ্ঞাপনে "... " ...
আপনার ... হয়েছে ঠিক।
কারেও দেখিনা ... তোমা উপর
অতুলনে তুমি কর মহারাণী।

কলিকাতা
১৯ এ শ্রাবণ
১২৭৮ শ্রীশ্রী... ।

বিগত ২ রা শ্রাবণের সোমপ্রকাশে "... বিবাহ ও স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়োনির্ণয়" নামক প্রস্তাবে এদেশের কুমারী গণের অল্প বয়সে বিবাহ বিষয়ে ... মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সম্যকরূপ অনুমোদন করিতে পারি না। আপনার স্বাভাবিক উদারতা প্রদর্শন করিয়া বিরোধী মতপ্রকাশক নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তিকে যদি আপনার সুবিখ্যাত সংবাদ পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করেন তাহা হইলে বাধিত হইব।

প্রথম যৌবনই যে বিবাহের প্রকৃত ... মান হইবেন।

... ।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি
জুনিয়র সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই আগষ্ট। ডবলিনের ফিনিক্স পার্কে ভয়ানক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। উক্ত স্থানে একটী সভা করিবার চেষ্টা হয়। পুলিশ উহার নিবারণ করেন। পুলিসের আজ্ঞা অমান্য করাতে এই গোলযোগ হয়। ইহাতে অনেক লোক আহত হইয়াছে। পরিশেষে পুলিসের হস্তে সভা ভঙ্গ ও শান্তি স্থাপিত হয়।

মেলবোরণ ১৭ ই জুলাই। ভিক্টোরিয়াতে একটী নূতন গবর্ণমেণ্ট হইয়াছে। ডফি সাহেব উহার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রী গণ পুনর্ব্বার মনোনীত হইয়াছেন। ইহাতে কেহ কোন প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন নাই। এখানকার শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়। কন্ট্রাক্টর দিগের সহিত গোলযোগ হওয়াতে তারের সংবাদের টেলিগ্রাফের কার্য্য আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নিজে ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ [illegible] ভাগ।

"[illegible] মহাবিষ্কিতা [illegible] মার্দ্দিব: [illegible] অনিমকরী ন ধারণা।"

৪০ সংখ্যা।

অগ্রিম মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৩ ই ভাদ্র। ইং ১৮৭১। ২১ এ আগষ্ট

মফঃস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বালকদিগের নিমিত্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের [illegible] বিবরণ। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় দ্বারা ইংরাজী ভাষায় [illegible] সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

[illegible] সম্বাদ [illegible]

যাইতেছে না। শুনিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন, গত বর্ষের আর্বিন মাসে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এতদিনেও তাহার নিষ্পত্তি হইল না।

গত জুলাই মাসের [illegible] যে সকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটীর বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের গোচর করিবার উপযুক্ত। [illegible] তিন বৎসর পূর্ব্বে [illegible] নামক এক ব্যক্তি তাহার স্বগ্রাম বাসিনী একাদশ বর্ষীয়া একটী বালিকাকে তাহার [illegible] বিবাহ জন্য নিজ বাটীতে আহ্বান করে। বালিকা তথায় উপস্থিত হইলে, [illegible] তাহার [illegible] প্রকাশ করে। বালিকা ভয়ে পলাইয়া, [illegible] যে ব্যক্তি তৎকালে [illegible] হইতে পারে নাই। পরে সেই [illegible] বালিকা [illegible] হইতে [illegible] হইলে, [illegible] ব্যক্তি তাহার প্রতি আক্রমণ করে, এবং পুলিসের [illegible] তাহাকে [illegible] উপস্থিত করে। এক [illegible] জানিতে পারিয়া

[illegible] উপর পাইয়াছি। ইহা দুই জন ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করায় অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছেন। প্রথম রোগে, তিন দিন [illegible] ঔষধ রাখিয়া খাইলে যে কোন প্রকার জ্বর হউক নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। দ্বিতীয় রোগে, [illegible] দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে যে কোন অবস্থায় [illegible] রোগী হউক, অবশ্য রোগোপশম করিবে। ইহা বাটীতে [illegible] লোকে [illegible] পারেন, রাখেন।

এখন দুই মাস হইল এখানকার [illegible] সংস্কার হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বৃষ্টির জল ছাদ ভেদ করিয়া অনেকগুলি [illegible] নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, পবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে [illegible] দেওয়া উচিত, কি, বৃষ্টির জোয়াচ্চরী জন্য মেঘ সকলকে ফৌজদারিতে অর্পণ করা কর্ত্তব্য?

পূর্ণিয়ার মিউনিসিপালিটির বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে জানা গেল, মিউনিসিপালিটির হস্তে অনেক [illegible] রহিয়াছে। সাধারণের উপকারার্থে কোন নূতন কার্য্য আরম্ভ করা হয় নাই; পাকা রাস্তা অতি অল্প মাত্র আছে; যে [illegible] মুসলমান সভ্য আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন কখনই দেখা দেন নাই। টাকা মজুত আছে, তথাপি "নেটিবদের" [illegible] ঘোটে না। [illegible] দিতে হয়, মুসলমান সভ্যেরা একবারও উপস্থিত হন না, তথাপি উপযুক্ত বাঙ্গালিদিগকে সভ্য করা হয় না!!!

[illegible] অথবা আমার নিকটে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

১৮[illegible] } শ্রীপ্রিয়নাথ গুপ্ত
বারুইপুরস্থ জমীদার বাটী

—০—

[illegible] পাটারি ওয়ার্ক।

[illegible] আমার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন [illegible] আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই [illegible] দেওয়া যাইবে।

কর হইবে, কর্ত্তৃপক্ষই জানেন। [illegible] জানি না, তবে সাত আট লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় থাকিতে কেন [illegible] দুই লক্ষ টাকা ঋণ হয়, ইহার কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

উক্ত আকবর হইতে সোমপ্রকাশে [illegible] সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহাতে এই মর্ম্মে লেখা হইয়াছিল যে "অত্রস্থ পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট [illegible] সাহেবের যাওয়া অবধি এখানে তিন চারি মাসের মধ্যে প্রায় ৫০ টী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে"। পুলিসের কীর্ত্তি বিলোপ ভয়ে, এই আশঙ্কায় পাঠকবর্গকে জানাইতেছি এটী পূর্ণিয়ার কথা।

৬ ই আগষ্ট
১৮৭১

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বারাসতপুর রোডের যে অংশ কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব [illegible]

সংপ্রণীত ও সংপ্রকাশিত নিম্ন পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
...সার ব্যাকরণ	।০	আনা
...(১ম ভাগ)	৵০	ঐ
...(২য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
...ব্যাকরণ	।৵০	ঐ

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	রায়তি স্থান	আন্দাজী
নং ১৭ কলিঙ্গা বাজার	ঐ	১।৩ বিঘা
ঐ ২ শিয়ের লেন	ঐ	৮৩ কাঠা
রসিক দাসের লেন	ঐ	১/১ বিঘা
নং১২ এলিয়ট রোড	ঐ	১/১ বিঘা
কুলীয়াবাগ ঘুঁড়ি	ঐ	৫। বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিষ্টার্স গিলান্ডার্স আরবথনট কোম্পানির নিকটে

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এম, বি, কর্তৃক মুদ্রিত

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে ... এবং বাল্যাবস্থা পর্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা মলঙ্গা বাজার বিদ্যু রহিলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রকারে নামে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞাপন হইতেছি; জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত কলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল, কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু"

"আমার প্রবন্ধ" ১ম পর্ব্ব ইহ কর্ম্মার বাঁধা হইয়া পুস্তকাকারে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৸০ মফস্বলে ৸৶০। দ্বিতীয় পর্ব্বের ৮ম অর্থাৎ ১ম নাঃ ৩০ কর্ম্মা ও "উদীর পুত্র" ৮ম কর্ম্মা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। রবিবার ও শুক্রবারে এক এক কর্ম্মা প্রকাশ হয়। প্রত্যেক কর্ম্মার মূল্য অর্দ্ধ আনা।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ বসু

সাং কলিকাতা সভাবাজার রাজবাটি।

নদীয়ার নদী।

সন ১২৭১ সাল ১১ ই আগষ্ট।

স্থানের নাম	নদী কয়াতি জল	
	ফীট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	৫০	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২,১	
হাট বোয়ালিয়া হইতে		

ধন্য স্বর্ণময়ী উজ্জ্বল নাম।
বিখ্যাত হইল ভারত ধাম॥
ইতিহাসে রবে নাদের প্রভা।
দানে-কল্প লতা বঙ্গের শোভা॥

অচলা কমলা সৌভাগ্য কলে।
অজস্র ভাতৃর বসায় বলে॥
সমুদয় দেশ হয়েছে প্রাণী।
... দানে কিবা রহিল কীর্তি॥

... লোচনে তাঁহার সঙ্গে।
... ঘুচিছে সকল সঙ্গে॥
... পুত্র দাস বাঙ্গালী মেয়ে।
... লোক রয়েছে চেয়ে॥

... দুষ্কর্মী বাণী।
... হইয়া রাণী।
... দান ...
... তার ... মান॥

... এ অর্জ্জুন কীর্ত্তি মান।
... পান ... মান॥

সমুদয় দাতু আকর স্থান।
ধনের বৃদ্ধি হয়েছে তায়।
উৎসাহ দিয়েছে তুলায় দায়॥

কামার, কুমার, কুম্ভার তাঁতি।
কারিকরী কাজে আছে যে জাতি॥
সেই পুর্ব্বমত হাতের কাজ।
কলের নিকটে পাইছে লাজ॥

তুলা দিয়ে বস্ত্র বেনায়ে তাই।
পাট শণ আদি যত যোগাই
প্রস্তুত সামগ্রী বসিয়া পাই।
দুঃখিনীদেশ হইল ছাই॥

এই সব চিন্তা করিয়া মনে।
অমেরিক (১) প্রাক্তার সাহেবের অনে॥
শিল্প-বিদ্যার উদ্দেশ্য হয়।
লক্ষ ... টাকা হইবে ব্যয়॥

আছে ... বহু রাজা ও রাণী।
জমীদার আর অতুল ধনী॥
যদি মনে করে একাকী হয়।
উৎসাহ দিবকে লোকেও নয়॥

(১) ডাক্তার মহেন্দ্র ... বিজ্ঞান ফণ্ড।

আছে; কিন্তু প্রথমতঃ এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের প্রথম যৌবনোদয় যে অস্বাভাবিক ও বাহ্যিক কারণ বশতঃ ঘটিয়া থাকে, এই বিষয়ে দুইএকটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত রহিতে পারিলাম না। আমাদের ১২।১৩ বৎসরেই যে বালিকারা যুবতী আকারে পরিণত হইয়া থাকে এ বিষয়ে আমাদিগের বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এত অল্প বয়সে যৌবনের প্রারম্ভ হইবার প্রধান কারণ কি? মহাশয় দেশের জলবায়ুকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু সুবিখ্যাত শারীরবিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার চ্যাটার্সন সাহেব কহেন "যৌবনের প্রারম্ভ যত দেশের জল বায়ু সাপেক্ষ বোধ হয়, বাস্তবিক তত নহে। বরিংকে আমাদিগের প্রমাণ ভারতবর্ষ হইতেই প্রধানতঃ গৃহীত; কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের অল্প বয়সে বিবাহ দিবার প্রথাই উহাদিগের শীঘ্র যৌবনোদয়ের কারণ"। জলবায়ু যৌবনোদয়ের কারণ হইলে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এদেশীয় লোকদিগের কুমারীগণও অল্প বয়সে যুবতী হইত। জলবায়ু ত আর

ঝিকরগাছা হইতে নদীয়া
৮০ মাইলের মধ্যে   ১৬   ৪
সন ১৮৭১ সালের ১৪ ই আগষ্ট বহরমপুর
গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
	২৮	৯

বহরমপুর ১৪ ই ১৮৭০ সাল	শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একটি নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠফলকের সাহায্যে মাপ করিয়াছিলেন।

—:০:—

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত “ দণ্ডবিধি সম্বন্ধীয় দেশ সম্বন্ধীয় কার্য্য বিধান ”। অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৬১ সালের ২৩ আইন (খুর্ক্ষ ৬,) এক্ষণে ৪।০ সাড়ে চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ২০ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তক লইলে ব্যবসায়ীকে প্রতি পুস্তকে আট আনা কমিশন দেওয়া যাইবে। কলিকাতার কাঁসারি পাড়ার হিতৈষী যন্ত্রে বা যোড়া সাঁকোর নর্ম্মাল স্কুলের নিকট আমার নিকট পাওয়া যাইবে। [illegible] ।

হয়, তাহা হইলে ত্রয়োদশ বর্ষে আর যৌবনোদ্গম উপস্থিত হইবে না এবং উক্ত বয়স্কা বালিকা অবিবাহিতা থাকিলেও মহাশয় যে সকল গুরুতর পাপের আশঙ্কা করেন, তাহা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদিও হিন্দু শাস্ত্রকারগণ দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে বিবাহের বিধি দিয়া থাকেন, তথাপি পুরাকালে ইদানীন্তনের অপেক্ষা যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র হইতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন কবিগণের বর্ণিত ঘটনা পরম্পরায় ঐতিহাসিক যাথার্থ্য না থাকিলেও তাঁহাদিগের বর্ণনা যে তাৎকালিক রীতিনীতি আচারব্যবহারের প্রকৃত প্রতিরূপ স্বরূপ, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় হইতে পারে না। ইহাঁদিগের গ্রন্থ হইতে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্য সমর্থনের জন্য দুই একটী প্রধান উদাহরণ স্বরূপ প্রদান করিতেছি। কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীর পরিণয়ের পূর্ব্বে তাঁহার রূপলাবণ্য বর্ণন সময়ে কালিদাস লিখিয়াছেন;—“ উন্মাদনোদ্ভেদ মধুপ্রবৃত্তো মনোরমো যঃ প্রথমঃ বয়ুব।

অতি দুঃখের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি। হাইকোর্টের অন্যতর বিচারপতি অনরেবল অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উকীল বাবু মহেন্দ্রলাল সোম দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। মহেন্দ্রলাল অনেক দিন পীড়া ভোগ করেন। অনুকূল বাবুর মৃত্যু আকস্মিক। বুধবারে তাঁহার অল্প মাত্র পীড়া বোধ হইয়াছিল, ২ রা তারিখ বৃহস্পতিবার বৈকালে মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই হাইকোর্টের অলঙ্কারভূত ছিলেন। অনুকূল বাবু অল্প দিন মাত্র বিচারপতি পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। যমও কি শেষে এদেশীয়দিগের উচ্চপদ লাভের প্রতিবাদী হইলেন।

মহেন্দ্রলাল সোমের তুল্য সদাশয় বিজ্ঞ বুদ্ধিমান অল্প মাত্র ছাত্র কালেজ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। দ্বারকানাথ মিত্র যেমন অঙ্কে, সাহিত্যে মহেন্দ্রলাল সোম সেই প্রকার খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

—:০:—

স্ত্রীলোকের উৎপত্তিক অবয়ব সকল সম্পূর্ণতা লাভ করে না। আপাততঃ অনেকে এই সম্পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বেই মাতৃপদবীতে অধিরূঢ় হয়েন এবং এই অস্বাভাবিক মাতৃত্বের এক ফল এই যে, অনেক হতভাগ্য স্ত্রীলোককে প্রথম সন্তান প্রসবের সময় বহুল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, অনেকে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত প্রসব করিতে পারেন না এবং কেহ কেহ সন্তান সহিত অকালে কালগ্রাসেও পতিত হয়েন। এই সকল বালিকা মাতার সন্তানদিগের যে অস্থিরচিত্ত, দুর্ব্বলতা, অল্প বয়সে শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা এবং অকালিক বার্দ্ধক্য হইবে তাহার আর বৈচিত্র কোথায়? যৌবনোদয়ের পর কুমারীগণ অবিবাহিতা থাকিলে ধর্ম্মনীতির বিঘ্ন হইবার যে সম্ভাবনা, তাঁহাদিগের মন বিদ্যা শিক্ষাতে সংযুক্ত রাখিলে তাঁহার অপাকরণ হইতে পারে। (১)

কস্যচিৎ বালিকাবিবাহ প্রতিবাদী।

(১) শরীর ভেদে যৌবনোদয়ের কাল ভেদ

অনেক আলোকলাভ করিয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার বিচারাসনে হঠাৎ তাঁহার শিরোবেদনা হওয়াতে বাটী আগমন করেন। দেখিতে দেখিতে পীড়া প্রবল হইল, অল্পক্ষণের মধ্যেই চেতনাশূন্য হইলেন। এই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনুকূলচন্দ্র পূর্ব্বতন হিন্দু কালেজের একজন ছাত্র। প্রথমতঃ তিনি হাবড়ার ফৌজদারির নাজির হন। তথা হইতে ওকালতী পরীক্ষা দিয়া ১৮৫৬ অব্দে সদর আদালতে প্রবেশ করেন। শীঘ্র তাঁহার গুণপ্রকাশ পায় এবং তিনি ক্রমে এত যশোলাভ করিয়াছিলেন যে, লার্ড মেয়ো এক জন এতদ্দেশীয় বিচারপতি থাকিলেও তাঁহাকে বিচারাসনে অধিরোহিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহার উপরে এত বিশ্বাস করিতেন যে, বিচারপতি দ্বারকানাথের ন্যায় সকলেই [illegible] তাঁহার বিচারে

পাওয়া যায়, পুরুষ সংসর্গ হয় নাই, অথচ তাহাদিগের যৌবনবোধক সমুদায় চিহ্নাদির সন্নিবেশ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তাদৃশ স্থলে যদি বিবাহ না হয়, এবং দুঃশীল পুরুষ সহবাস ঘটনা হয়, ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ আচরণ ঘটিয়া উঠে সন্দেহ নাই। বহুল উদাহরণও প্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাহবলে এ দুর্নীতির নিবারণ হইবে, সে আশা দুরাকাঙ্ক্ষী। বিবাহ হইলেই পুরুষ সংসর্গ করিতে হয়, এ নিয়ম নয়, তাহাতেই কোন প্রকার সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই সকল বিবেচনা করিয়াই আমরা কহিয়া চলাম, বিবাহ বিষয় বয়োনিয়মের প্রয়োজন করে না। নিয়ম হইলে দোষ আছে, নিয়ম না থাকিলে দোষ নাই। যদি ১৬ বৎসর নিয়ম হয়, ১৫ বৎসরে কেহ কন্যার বিবাহ দিলে দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু সে কন্যার এরূপ অবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছে যে ১৫ বৎসরে বিবাহ না দিলে কোন ক্রমে চলে না। শারীরিক অবস্থার দায় কি [illegible] নয়? নিয়ম হইলেই সে পথ বন্ধ হইবে, ইচ্ছামত তাহার আচরণ ও প্রসরণ থাকিবে না। ১২। ১৩ বৎসরের কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইলেও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইবে। ইহা কি ক্লেশের বিষয় নয়? স।

[illegible] স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দারান্তর [illegible] করিতে পারিবেন, এই প্রস্তাব [illegible] হইয়াছে, এ প্রস্তাব অনর্থের কারণ হইতে [illegible] স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ন্যায় [illegible] সম্ভাবনা আছে। পুরুষ [illegible] অথবা স্ত্রী বন্ধ্যা, পুরুষ [illegible] ভিন্নির্ণয় সম্ভাবিত [illegible] বাস্তবিক পুরুষ বন্ধ্যা হয়, স্ত্রী [illegible] আর স্ত্রী বন্ধ্যা। ইহা স্থির করিয়া [illegible] নারীর পাণি গ্রহণ [illegible] হইলে স্ত্রীর প্রতি কি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইবে [illegible] বলে এই অন্যায় [illegible] সম্পাদিত হইলে রাজা কি প্রত্যবায় ভাগী হইবেন না? এরূপ অনেক উদা-হরণ দেখা গিয়াছে, স্ত্রী যাবৎ [illegible] নিকটে ছিল, তাবৎ তাহার সন্তান হয় নাই, পশ্চাৎ ঐ স্ত্রী অমুক [illegible] হইয়া পুত্রবতী হইলে [illegible]

[illegible] বিবাহের বিজ্ঞাপন প্রচার হইল। আমি [illegible] তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব [illegible] সকলেই হিন্দু। আমি [illegible] হিন্দু [illegible] সমাজের অবস্থা [illegible] জিজ্ঞাসা করাতে [illegible] এই স্থানে প্রায় [illegible] বাস করেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই [illegible] ধর্মাবলম্বী ও ব্রাহ্মক ছিলেন। [illegible] বিদেশীয় পাত্রী আসিয়া [illegible] স্থাপন করেন। তিনি [illegible] করিয়া ঐ সকল [illegible] সন্তানগণকে আপন [illegible] বিদ্যা শিক্ষা দিয়া [illegible] চেষ্টা করিতেন। [illegible] দেখা যায়। [illegible] এই স্থানে [illegible] লোকের [illegible] লোক হইল, [illegible] তিনি [illegible]

* ব্রাহ্মদিগের বিবাহের আইন।

পূর্ব্বকার রাজারা প্রজার কেবল ধন প্রাণ রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াই বিরত হন নাই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাতিশায়ি ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত ক্ষমতা প্রজার প্রদত্ত নয়, তাহাদিগের নিজ ভুজবল দ্বারা গৃহীত। অনেক স্থানের প্রজা আজিও অজ্ঞতা [illegible] নিবন্ধন উহার প্রত্যু[illegible] সমর্থ হয় নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এ নিমিত্ত তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সভ্যতার আলোক প্রদীপ্ত হইয়া লোকের চক্ষু যত উন্মীলিত করিয়া তুলিল, ততই তাহারা বুঝিতে পারিল, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির ব্যবস্থাপন সমাজের কর্ত্তব্য, উহাতে রাজার হস্তক্ষেপণ ন্যায়ানুগত নহে। ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা রাজা শাসনের সহিত [illegible]

[illegible] রচনা আছে তাহা আপনাদিগকে জানাইতে বিস্মৃত হইব না।

১০ ই ভাদ্র [illegible]
মেহেরপুর [illegible] পল্লী } সম্পাদক পর্য্যটক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী রেক্তমরকপুর	৭
" " চন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় কৃষ্ণনগর	১০
" " জানকীনাথ সেন কাপুড়পোট্টালা	১০
" " কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর	৫।
" " রামচরণ সিংহ উরা—গাজীপুর	১০
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোরীলাল সিংহ বাবু উখরা	১৫
শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী মোক্তার হলগ্রাম	৩৮।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ঘটনাক্রমে এদেশের যে গোঁড়ামি ঘটিয়াছিল, এদেশীয়েরা ইচ্ছা করিয়া তাহার উন্মূলন চেষ্টা পাইতেছেন। আজি কালি প্রায় সমুদায় সামাজিক বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহবিষয়ক রাজবিধি প্রার্থনাই এ প্রস্তাবের উদাহরণ স্থল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যেরা যে সমস্ত আপত্তি করিয়াছেন, তাহার একটীও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। আদৌ এ বিধিবিধান প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। শালগ্রামশিলা সম্মুখে না রাখিয়া পাণি গ্রহণ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, কোন হিন্দু শাস্ত্র ব্যবস্থাপক এ কথা বলিতে সাহসী হন না। কুশণ্ডিকা না করিলেও বিবাহ অসিদ্ধ হয় না। উপবীত ত্যাগীরও হিন্দু মতে বিবাহের বাধা দেখা যাইতেছে না। [illegible] অত্র বিষয় [illegible]

[illegible] স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিটি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিটি লেখা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিটি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর [illegible] এক আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

... হই বঙ্গদেশের যে সকল জমী দার গত বৎসর সাধারণের উপকারার্থ পুষ্ক রিণী ও রাস্তা প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় করিয়া ছেন, তাঁহার একটী তালিকা প্রকাশ করি য়াছেন। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, অনুমান ৫০ জন জমীদার সাধারণ হিতকর কার্য্যে গত বৎসর প্রায় ৫৫৫১৭০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যাঁহারা ৩০০ টাকার কম কোন বিষয়ে ব্যয় করিয়াছেন তাঁহাদের নাম কোন ... করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন স্কুল, চিকিৎসালয় ও অন্যান্য বিষয়ে দান আছে। বিদ্যুৎসাধারণানুমোদিত কার্য্যেও অল্প ব্যয় হয় না, কিন্তু লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলেন, এদেশের জমীদারদিগের প্রজার সহিত সমদুঃখসুখতা নাই। ইনকম টেক্সের ন্যায় কর স্থাপন করিতে না পারিলে সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ পাওয়া কঠিন।

১লা ভাদ্র বুধবার।

অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখিত হই য়াছে, রাজসাহীর সহকারী পুলিস সুপরি ন্টেণ্ডেণ্ট একজন ... তাঁহার বাটীতে গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার চড়াকে প্রহার করেন। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এ নিমিত্ত সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ১৯ টাকা জরিমানা করিয়া বলিয়াছেন, একজন প্রধান শান্তিরক্ষক দ্বারা এরূপ কার্য্য করা নিতান্ত অনুচিত। এই সকল ব্যক্তি শান্তি রক্ষক বলিয়াই ... বিচিত্ররূপ শান্তিভঙ্গ হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, অযোধ্যা তালুক দার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের ঘুড়ি উড়ান রোগের আজিও উপশম হয় নাই। ইহাতে উভয় পক্ষেরই বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে। যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে ঘুড়ি উড়ান বাবুদিগের সন্তানদিগের বহুকাল শিক্ষা লাভ হয়, এরূপ একটী স্কুল অনা য়াসে হইতে পারে।

বঙ্গবাসীটি বলেন, অম্বালাতে ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়াতে সেখানে নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত জল উঠিয়া অনেক দ্রব্যাদি প্লাবিত হইয়াছে। আর কিছু দূর জল উঠিলে কাশিমী এই ... পর্য্যন্ত ও প্লাবিত হইবে।

গবর্ণমেন্ট পীড়া নিবারণার্থ যে আইন হয় তদ্দ্বারা বোম্বাইয়ে ভাল কাজ হইল না বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহাদের নিমিত্ত এই আইন হয়, তাহারা আইনের হস্ত হইতে মুক্ত থাকে, পক্ষান্তরে নির্দ্দোষ ব্যক্তি দিগকে উহার পীড়ন সহ্য করিতে হই য়াছে। যে সকল অনিষ্ট নিবারণ জন্য এই আইনের সৃষ্টি হয়, কিউলেট সাহেব সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্য কোন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলিকাতায় এ আইন শিকড় গাড়িয়াছে।

প্রোগ্রেস বলেন, সিলেটের একজন ইউরোপীয় চা-কর একটী স্ত্রীলোককে গুরু তররূপে বেত্রাঘাত করাতে স্ত্রীলোকটী নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে চা-করের ২২০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। সে দিন ঐরূপ এক মহাব্যক্তি চা-কর একজন কুলির প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া ... মাত্র দণ্ড পাইয়াছেন। ... বিধান না হওয়াতেই এই সকল অনিষ্ট হইতেছে।

লণ্ডন টাইমসে যে এক নূতন মুদ্রাযন্ত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, উহাতে প্রতি মিনিটে ১০০০০০০০ শব্দ মুদ্রিত হয়।

হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন, নিতান্ত অনুপযুক্ত শরীর কারণ ব্যতিরেকে যিনি এক বৎ সর কাল ওকালতী না করিয়াছেন, এমন কোন ব্যক্তিকে মুন্সেফের পদ দেওয়া হইবে না। প্রথম কিছু দিন সকল বিষয়েরই শিক্ষা আবশ্যক।

বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে অতি বৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের হানি হইয়াছে, কিন্তু রাজসাহীতে অনাবৃষ্টিতে সেই রূপ হই তেছে। বগুড়াতে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। নওগাঁ জলপাইগুড়ি ও গোয়ালপাড়াতে বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্যের ক্ষতি হইতেছে।

২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

সংবাদ আসিয়াছে, ইব্রাহিম খিন গোসের সহিত সাহেব তুর্কির সন্ধি হইয়াছে। সোদাল এবং তুর্কি তাহার অধীন থাকিবে। তাহাতে তিনি পাশুই প্রভৃতি পাইবেন।

২০ এ জুলাই আরম্ভ করিয়া ... দাবী করিতেছেন, তাঁহার গুরুতর নি... যে সকল বাণিজ্য হয়, বর্ষা কালে তা নিমিত্ত উহা রাখিবা ... বাঁকসাল এবং পু... টাকা ব্যয়ে একটী ... যে আবেদন করা ইহার অনুমোদন ক... লেপ্টেনন্ট গবর্ণর পুলিস কর্ম্মচারী কর্ত্তৃ করিলে তাহাদের ... আয়ুন পুলিস হইবে বারাণসী আকবর রেবতী নামক এক ... উৎসাহ ... এ জাতি বিবাহ ...

আবেদন ... তিনি তাহাদিগকে অর্থের সাহায্য করিবেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু কেবল অর্থাভাব বিধবা-বিবাহের এক মাত্র অন্তরায় নয়।

সম্প্রতি বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বরাহনগর সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভায় বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি বেরিটী কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে মধুর বাক্যানুসারী স্ত্রীলোকদিগের উন্নত শিক্ষার নিয়মগুলি সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ডেপুটী কমিসনরকে ইহার অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, উহাদিগের সম্বন্ধে এক্ষণে যে আইন আছে, তাহা অতিক্রম করিয়াও উহাদের ... পূরণ করা উচিত। মৃদু ও মধুর উপায় দ্বারা নির্ব্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তির নিকটে যেমন কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লওয়া যায়, অন্য কোন রূপে তেমন হয় না।

[illegible] করিয়াছেন, ১১ [illegible] ন্দিষ্ট বর্ষ প্রাপ্ত [illegible]

[illegible] কলিকাতা মিউনি [illegible] টাকা আয় হইয়া [illegible] গয়াছে।

[illegible] ত চুরি হইয়া গড় [illegible] গেছে।

[illegible] এক ব্যক্তি সৌদার [illegible] সম্ভ্রান্ত একজন [illegible] সক চাহিতে যায়। [illegible] ব্যক্তির কঠিন পরিশ্র [illegible] ন কারাবাসের আজ্ঞা [illegible]

[illegible] প্রত্র [illegible] ছিল মুদ্রা উঠাই [illegible] না [illegible] সমস্তের [illegible] আপ [illegible] কথাবি [illegible] ছেন।

[illegible] দেখা দিয়ে [illegible] মধ্যে ত্রিটিশ জাহাজ [illegible] হইতে [illegible] বন্দরে [illegible] টাকা মূল্যের ৭০১১ মণ মূল্য [illegible] হইয়াছে।

[illegible] কয়েদী আফ্রিদির গত যুদ্ধে বন্দী [illegible] একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন। [illegible] বন্দী অবস্থায় থাকিয়া আফগান জাতির [illegible] ও রীতি নীতির বিষয়ে [illegible] গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

[illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৪ ই [illegible] লিখিত প্রদেশ সমূহে [illegible] হইবে—বর্দ্ধমান, নদীয়া, [illegible] ভুগলী (ইহার মধ্যে হাবড়া [illegible]), ভাগলপুর, মুঙ্গের, মুরশি [illegible] রাজসাহী, পুরী, কটক, বালেশ্বর, [illegible]।

[illegible] করিবার [illegible] উঠায় [illegible] ভূমিত [illegible] টাকার [illegible] ভারতবর্ষীয় [illegible] আবেদন করা হইয়াছে।

উক্ত বৎসরে আড়াইলক্ষ এবং ১৮৭২। ৭৩ অব্দের মধ্যেই ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হই- য়াছে। এবিষয়ের লেখক অনুমানের অপেক্ষা এক টাকা ব্যয় নিয়ম অধিক বলিয়া হইতেছে। রীতি মত লোক সংখ্যা করিতে হইলে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এরূপে অনুমান করা হইয়াছিল। আমাদিগের মতে রীতিম মত কার্য্য করিতে পারিলে এত অধিক ব্যয় হয় না।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, ঐ [illegible] ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত গবর্ণ মেন্ট যে ১৪ লক্ষ টাকা দেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। যে কমিসনর ইহার এষ্টেটের ভার গ্রহণ করেন, তিনি গবর্ণমেন্টে লিখিয়াছেন, এখনও ৫০ জন উত্তমর্ণের টাকা দেওয়া হয় নাই। রাজগণের বিলাসপ্রিয়তাই এই সকল ঋণের কারণ।

কলিকাতার টি, এফ, ব্রাউন কোম্পানির একজন সহিস ৫ সের ছোলা চুরি করিয়া ছিল বলিয়া [illegible] তাহার ৩০ বেতের আজ্ঞা দিয়াছেন।

কিজামাবাদের চিত্রশালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বাটীতে চিত্রশালিকা ছিল, তথা হইতে দ্রব্যাদি নূতন বাটীতে আনয়ন করা হইতেছে। এখানে অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

গৌহাটীতে পুনর্ব্বার এপাডিউটার প্রাদু র্ভাব হইয়াছে। অনেকের মৃত্যু [illegible] দেশবাসীরা গবর্ণমেন্টের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া একজন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন আনি বার চেষ্টা পাইতেছেন। এ চেষ্টা প্রশং সনীয় সন্দেহ নাই।

৩ রা ভাদ্র শুক্র [illegible]।

আসামদেশে তাম্র ও সীসক মুদ্রা প্রচ লিত হইয়াছে। এক্ষণে যে কৌপ্য মুদ্রা আছে, তাহারও কতক পরিবর্ত্ত করা হইবেক। কড়ির ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। সীসক মুদ্রা প্রচলন সুবিধার বটে। [illegible]

এবৎসর সিমলায় যেরূপ বর্ষা ও উচ্চ সম্ভ্রম প্রাতরাদির পাতন হইতেছে, তাহাতে সিমলাবাসীগণ সুখের না হইয়া নিতান্তঅসন্তোষেরই

হইয়া উঠিয়াছে। ফরিদপুরের সুলতান সেতুটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঐ [illegible] এ ডাক বন্ধ রহিয়াছে। সম্প্রতি এরূপ হইয়াছিল, গবর্ণর জেনরলের অবগমার্থ বিজ্ঞাপিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি যে দেশ শাসন করিতেছেন, তাহার কোনসংবাদও পান নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম "সমুদায় পাইতে না জানিলে আর আমাদের মঙ্গল নাই"। পিয়নিয়র আমাদিগের ঐ বাক্যের উল্লেখ করিয়া লিখি য়াছেন "যদি সোমপ্রকাশের [illegible] কলে"।

দার্জিলিঙ নিউস বলেন, আগামী শীতকালের প্রারম্ভে লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর বার জিলিঙে গমন করিবেন। ইহাঁর মা বাপ [illegible] ভাল হয় না।

গত জুন মাসে মধ্য প্রদেশের ৭১১১০ ৫৩ অধিবাসীর মধ্যে ৭১৩০ লোকের মৃত্যু হয়, অন্যান্যই অধিক সংখ্যা লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

মফস্বলাইট বলেন, গত শনিবার মহারাজ চৌরাসিংহ মহা সমারোহে [illegible] [illegible] ছিলেন। [illegible] অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী একত্রএকটা [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

৪ ঠা ভাদ্র শনিবার।

গত ১১ ই মে হইতে গবর্ণর জেনরল ত্রিটিশ ব্রহ্মের সর্বত্রে [illegible] প্রতি মণে [illegible] আনা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে আট আনা [illegible] গৃহীত হইত।

[illegible] অব্দের ৭ আইন অনুসারে গবর্ণ মেন্ট [illegible] ১৫০,০০০ টাকার ঋণ [illegible] করিয়া লইয়াছেন। উহার উত্তমর্ণদিগকে [illegible] নিয়মানুসারে [illegible] গেজেটে [illegible]

[illegible] হইতে [illegible] কমিশনার [illegible] উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কোলীয়া নিবাসিবর্গ [illegible] অসুবিধায় থাকিবে। পরে একজন [illegible] সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনকে ডাক্তার হইবে।

প্রায় তিন [illegible] দিল্লী রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সেতু ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত সেতুটি সংস্কৃত না হওয়ায়

উক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ৫০০ টাকা দিবার জন্য কালেক্টরকে আজ্ঞা দিয়া ছেন, তিনিখানি এই মর্ম্মে লিখিত হয়। শুনিয়ে কালেক্টরের সম্বন্ধ হওয়াতে তিনি উহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মুরাদাবাদের কৈউতালিয়েরা সাহায্য লাভ ভিক্ষার পরিত্রাণ দেয় না।

সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে, সম্প্রতি বেরিলিতে একটী স্ত্রীলোক সহমরণ করিয়াছে। আজিও এরূপ হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

একটী নূতন পত্রের প্রেরিত সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, তথায় বেশ্যাদিগের উপরেও কর ধার্য্য করা হইতেছে। প্রত্যেক বেশ্যার প্রতি বার্ষিক ৫০ টাকা পর্য্যন্ত কর গ্রহণ করা হইতেছে। কোথায় কত চোর ও ডাকাইত আছে, তাহার একটী তালিকা করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণের নিয়ম করিলে গবর্ণমেন্টের আর একটী আয় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

[illegible]

তুলার চাসের কতক ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, বাস্তবিক তত দূর নহে। তবে এবার গত সংবৎসরের ন্যায় তুলা জন্মিবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী আলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ এ রাজধানী উঠিয়া যাইবে। কারণ লক্ষ্ণৌ সমধিক সুস্থ, স্থানীয় মনোহর এবং তথাকার জলবায়ুও আলাহাবাদের অপেক্ষা ভাল।

বোম্বাই গেজেট বলেন, এতৎস্থানে এবার উত্তম তুলা জন্মিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বৃষ্টিতে যমুনা নদীর জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে চাসের কোন ক্ষতি হয় নাই।

এবারে এদেশে সাংক্রামিক জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ এবং বিচারপতি মার্কবি পুনরায় স্বদেশে যাইয়া হাইকোর্টের বিচারাসন গ্রহণ করিবেন।

আমরা একটী লোমহর্ষণ ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিলাম। ত্রিনিদাদে প্রেরণের জন্য কতকগুলিন লোককে কলিকাতার গার্ডেনরিচের একটী বাটীতে রাখা হয়। উহাদের মধ্যে একজন পলায়ন করে। উহাকে ধরিবার জন্য আর ৪ জনকে পাঠান হয়। উহারা আলিপুরের সেতুর নিকটে পলায়িত ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া উহাকে সন্তরণ দ্বারা খাল পার হইতে বলে। সে সন্তরণ জানে না বলিয়া সেতুর উপর দিয়া আসিতে চায়। ইহা না শুনিয়া তাহারা উহাকে খালে দিয়া আনয়ন করে। মধ্যস্থলে আসিয়া উহার হস্ত ছাড়িয়া দেওয়াতেই সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তৎপরে উহারাও পলায়ন করে; কিন্তু উহাদের ৪ জন ধৃত হইয়াছে। কুলিদিগের উপরে যে বিশেষ অত্যাচার করা হয়, ইহাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সিংহলদ্বীপের লোক ২৪০৫২৮৭ স্থির হইয়াছে।

প্রয়াগদূতে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির আয়ের অল্পতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক লিখিয়াছেন, কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য প্রণালীর অনুসন্ধান করিলে আয়ের অল্পতার কারণ অনুভূত হইবে। তিনি বলেন, ২০ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারী প্রতিমাসে সুরাপানে ৫০ টাকা ব্যয় করেন এবং ১০ টাকা বেতনের একজন খালাসীও ৫০ টাকা বেতনের একজন ভদ্রলোকের ন্যায় আহার বিহার করিয়া থাকে। সম্প্রতি বাণিজ্যে রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য যে নিষেধ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন ফলই হইবে না। বাণিজ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি অনেকগুলি ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি দেশীয় কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া দিল্লী গেজেট আক্ষেপ করিয়াছেন, যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ১১।১২ বৎসর এখানে কার্য্য করিয়াছেন এবং যাহারা এখানে অন্য কোন কার্য্য করিতেও সমর্থ নহেন, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া অন্যায়। কেন?

তাহারা পবলিকওয়ার্কস বিভাগে প্রবেশ করিতে পারেন, সেখানেও ত উন্নতি লাভের পথ খোলা আছে। যাহার যাহার সে ইচ্ছা আছে, অনায়াসে পূর্ণ হইবে।

২৯ এ জুলাই যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৩০৩৭৯০ টাকা আয় হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, পঞ্জাব রেলওয়ের তিনটী প্রধান সাঁকো ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সাঙ্গহাদের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

অবোধ্যার কসাইদিগের অত্যাচার নিবারণ আজ্ঞা হইয়াছে, রাত্রিতে একজন করিয়া পুলিস কর্ম্মচারী প্রত্যেক কসাইর বাটীর দরজায় চাবি দিয়া প্রাতঃকালে চাবি খুলিয়া দিবে। সর্ব্বদা গোহত্যা নিবারণের জন্য এই।

অতিবৃষ্টি নিবন্ধন অবোধ্যার জলপ্লাবন হইয়া রেলওয়ের ৫।৭ টী সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজ
বাণিজ্যের বিলক্ষ-
ডুয়াডাঙ্গার একজন
টীকা চুরি করিত বলিয়া
তাহার নিকটে যে সকল চিঠি
সেগুলি খুলিয়া পড়িত বলিয়া
সহিত ৪ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা
হয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য ইনকম টাক্সের কার্য্য প্রণালীর যে এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উক্ত টাক্স যে এদেশের উপযোগী নয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। তথায় ১৮৬৯।৭০ অব্দে ৬১০৮৩ ব্যক্তির উপরে কর ধার্য্য করা হয়। গত বৎসর ৪৪১২৯ এবং ১৮৭৪।৭৫ অব্দে ২৭৮৮৫ ব্যক্তির নিকটে কর গ্রহণ করা হয়। অনেকজন প্রধান কর্ম্মচারী, লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং বোর্ড স্বীকার করিয়াছেন, [illegible] সাধারণের অসন্তোষকর হইয়াছে। [illegible] বলিয়াছেন, অন্যান্য কুকার্য্য [illegible]
প্রায় [illegible]১৩০০ জন ইউরোপীয় [illegible]

[illegible] ইংলণ্ড ওয়েলস স্কটলণ্ডেরই নায় [illegible] দেশের ৩০০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্য [illegible] সংখ্যা নির্ব্বাচন করিয়া ৭০০০০ লোকের উপরে কর ধার্য্য করিলেন। এক এক তহবিলে ১০১ শতাংশ পুঞ্জ [illegible]। তাহা যথাবিধি হইতে পারে, আর [illegible] হইতে পারে না?

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, [illegible] পশ্চিম পার্শ্বের [illegible] হইয়াছে। এরূপ বন্যা [illegible] মধ্যে হয় নাই। এবার পৃথিবীতে আর [illegible] হবে না। অনেক [illegible] বিনষ্ট হইতেছে। অনেক [illegible] হয় নাই।

আমাদিগের নূতন লেফটেনান্ট গবর্ণর [illegible] সাহেব কেবল যে [illegible] সম্প্রদায়ের উপর [illegible] এরূপ নয়, বিবাহিত ব্যক্তির উপরেও তিনি অত্যন্ত বিরক্ত। [illegible] সাহেব, যিনি সম্প্রতি বিশেষ রেজিষ্টার [illegible] হইয়াছিলেন, বিবাহিত ব্যক্তি বলিয়া [illegible] পান। [illegible] এক্ষণে অনুমতি [illegible] দিগের [illegible] হোম কর কমেন [illegible] নিয়ম করিলেন যে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের অপেক্ষা [illegible]দিগের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিবে।

[illegible] কমিশনর [illegible] মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া [illegible] গত বৎসর মিউনিসিপালিটির [illegible] টাকা ব্যয় ছিল, ইহা দ্বারা [illegible] উন্নতি সাধন করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটির [illegible] চেয়ার[illegible] বিশেষ প্রশংসা [illegible] এতদ্দেশীয়দিগের আত্ম শাসন [illegible] তাঁহাদের সংকল্প [illegible] যে [illegible] সুরঞ্জিত হইবে।

[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, আগামী [illegible] পরীক্ষায় ৬ জন উপস্থিত হইবেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ৩, সংস্কৃত কালেজ হইতে [illegible] কালেজ হইতে [illegible] এবং বারাণসী কালেজ হইতে ১ জন এ নিমিত্ত পরীক্ষা দিবেন।

লেফটেনান্ট গবর্ণর বঙ্গদেশীয় পুলিসের কার্য্য প্রণালী সংশোধনের মানস করিয়াছেন। তোমার [illegible] ইনস্পেক্টর জেনরল ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরলের পদগুলি উঠাইয়া দিবেন। যে কোন পরিবর্ত্তন হউক না কেন, বহুদর্শী ও সুশিক্ষিত এতদ্দেশীয় [illegible] প্রধান পদে অধিরূঢ় না [illegible] কখনই ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে না।

প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল [illegible] নামক যে ডাকাইত প্রেসিডেন্সি জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল, গত মঙ্গলবার রাত্রিতে সে ধৃত হইয়াছে। যে বাটীতে উহাকে পাওয়া যায়, সেখানে আর একজন বিচারবুক্ত ডাকাইতকে ধরা হইয়াছে। ডাকাইতের বাসা ভাঙ্গিয়া না দিলে আর মঙ্গল নাই।

৩১এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গত বৎসর [illegible] ৩০২ ব্যক্তি [illegible] কর্ম্মে [illegible] সংযুক্ত [illegible]।

[illegible] ১১ জন ইনস্পেক্টরের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়াতে ৬৮১ খানি আবেদন পত্র উপস্থিত হয়। চাকুরির বাজার [illegible] গরম।

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড বলেন, কেম্ব্রিজের খ্রীষ্টীয় কালেজের ইংরাজী সাহিত্য পরীক্ষায় [illegible] (সি, এস, আই) পুত্র [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নূতন আইন অনুসারে হাইকোর্টের মোক্তারদিগকে ২০০০ টাকা জমা দিবার আজ্ঞা হওয়াতে তাঁহারা বিচারপতি [illegible]দের নিকটে আবেদন করিয়াছেন, নগদ টাকার পরিবর্তে কোন সম্পত্তি জামীন স্বরূপ রাখা হয়। এ আবেদন গ্রাহ্য করা উচিত।

মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা গোষ্ঠীকে টীকা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। উন্নতির চিহ্ন বটে।

সেদিন মান্দ্রাজে যে একটী স্ত্রীলোক স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন, সম্প্রতি তিনি “ ঈশ্বরের বদান্যতা ও তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য ” বিষয়ে আর একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাটী বিশেষরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভাস্থলে তাঞ্জোর মহারাজ ও কর্ণেল [illegible] প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। মান্দ্রাজ ক্রমে ভারতবর্ষের অগ্রে [illegible] দাঁড়াইতেছে।

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড প্রকাশ করিয়াছেন, অমৃতবাজার পত্রিকা নিতান্ত স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করেন বলিয়া [illegible] উক্ত পত্রিকা প্রচার বন্ধ হয়, তন্নিমিত্ত [illegible] অনেকগুলি ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাঁরা নিরুদ্বেগে [illegible] করিতে পান না বলিয়া না কি?

নাগপুরের একজন পুলিষ কর্ম্মচারী একটী স্ত্রীলোককে কোন বিষয় স্বীকার করাইবার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা [illegible] প্রদান করে। স্ত্রীলোকটী [illegible] উক্ত যন্ত্রের কার্য্য দ্বারা আপনাকে [illegible] বিবেচনা করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারীকে এই বৈজ্ঞানিক দণ্ডের আবিষ্কারের নিমিত্ত পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য।

[illegible] ক্রমে অনেকগুলি ইউরোপীয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সম্প্রতি [illegible] নামক একজন ইউরোপীয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহার প্রতি তাঁহার এত অনুরাগ জন্মিয়াছে যে, তিনি মক্কায় যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই সকল ধার্ম্মিক স্বার্থসাধন মানসেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেকেরই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের এইরূপ কতগুলি কারণ উপস্থিত হয়।

শুনা যাইতেছে ৩১এ আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রদেশের সর্দারদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল সিমলায় একটী দরবার করিবেন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের ন্যায় দরবারপ্রিয় শাসনকর্ত্তা [illegible] বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্তুষ্ট থাকিবেন না, স্থানে স্থানে গমন করি বেন। আবেদনও ডাকঘর হইতে ডাক ঘরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় ইনস্পেক্টরের হাতে ঐ আবে দন উপস্থিত হইতে ন্যূন কল্পেও ১৫।১৬ দিন লাগিবে। আবেদন মঞ্জুর হইলে তিনি শিক্ষকের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করি বেন। তৎপরে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ আবেদন পাঠাইবেন, তন্মধ্যে যাহাকে তিনি উপযুক্ত বোধ করিবেন তাহাকেই নিযুক্ত করিবেন। এই সকল কার্য্য হইতে যে কত সময় লাগিবে বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। এক শিক্ষকের বিদ্যালয় পরিত্যাগ অবধি অন্য শিক্ষকের নিয়োগ পর্য্যন্ত বালকদিগের শিক্ষাকার্য্য কি প্রকারে চলিবে? একে গ্রাম্য স্কুল, তাহাতে আবার শিক্ষক না থাকাতে শিক্ষার অভাব ও বিশৃঙ্খলা হইলে বিদ্যালয়টীর বিলোপ হইবার সমধিক সম্ভাবনা। তাহা না হইলেও ছাত্র গণের অভিভাবকগণ যে অসন্তুষ্ট হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্পাদকের হস্তে শিক্ষক নিয়োগের ভার থাকিলে বিদ্যালয় কোন মতেই এত অধিক কাল শিক্ষকশূন্য থাকিতে পারে না। যাহারা কত স্কুলের শিক্ষকতাপ্রার্থিগণ অধিকাংশ স্থলেই সম্পাদকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোনরূপ অসুবিধা সহ্য বা অধিক অন্বেষণ করিতে হয় না। আর সম্পাদকদিগকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে স্কুলের প্রতি তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্ব উৎসাহ ও মনোযোগ থাকিবে না। কর্তৃত্ব পরিশূন্য হইলে তাঁহারা কেন নিয়মিতরূপ অর্থ প্রদান করিবেন এবং বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিধ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া দায়ী হইতে যাইবেন? ইনস্পেক্টর মহাশয় ইচ্ছা করিয়া নিজের কার্য্যের বৃদ্ধি করিয়া লইতেছেন, অথচ ইহাতে সাধারণের কিছু মাত্র উপকারের সম্ভাবনা নাই। আমরা উপসংহারে ইনস্পেক্টর মহোদয়কে বলি তেছি, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক এই নিয়মটীর বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সন্তোষ সহকারে প্রকাশ করিতেছি, [illegible] নির্দিষ্ট হওয়াতে মফস্বলের দিগের মধ্যে উঁচুড়ি ও ভিতরের বিবাদী কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তির প্রবেশ, মনুষ্য চুরি প্রভৃতি [illegible] ডাকাতি বেশি হন করেন [illegible] জন্য কারা গারে প্রবেশ করিয়াছে। উঁচুড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকগুলি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে পারিবেন।

গত ১১ ই আষাঢ় কোন্নগরে স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভার ১২৯৮ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা অন্তঃপুর মহিলাদিগকে পারিতো ষিক বিতরণ করা হইয়াছে। এবার ১৮ টী স্ত্রী পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ২।১ টী ভিন্ন সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সভার অধ্যক্ষগণ প্রত্যেক সকলকেই যথাযোগ্য পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। টিনের বাক্স, টিকলী, গোট ও স্ত্রী শিক্ষোপযোগী নানা বিধ পুস্তক পুর স্কার দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাবিধায়িনীর এবার [illegible] প্রকার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা বড়ই কম হইয়াছিল। ভরসা করি, আগামীতে এরূপ হইবে না।

কতিপয় দিবস যাবৎ কোন্নগরের "ঝুলন মেলা" আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও লোক সংখ্যার কোন ত্রুটী দৃষ্ট হইতেছে না। এবার দ্রব্যাদি কিছু অল্প বিক্রয় হইতেছে। যাহা হউক, এ মেলার দ্বারা এতদঞ্চলের মন্দ উপকার হয় না।

—:o:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

কিছু দিন হইল বর্দ্ধমানাধিপতি এখান কার নূতন স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে অধিবাসিদিগের উচিত তাঁহারা নিজ নিজ বালকবৃন্দকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া মহারাজের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। মহারাজের অনুগ্রহে কালনা ক্রমে উন্নতভাব ধারণ করিতেছে।

অল্পদিন হইল এখানকার [illegible] নামক একজন তাঁতির দোকান হইতে ১২০ টাকা মূল্যের কাপড় চুরি যায়। ইহা পরেই পুলিসের পাহারাসত্ত্বেও কতকগুলি নামক স্থানে দস্যুরা এক রাত্রে দুইটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারীরা কি করেন? ইনকমটাক্স আদায় করিবার সময় তাহাদের চক্ষে ত কেহ ধূলিমুঠি নিক্ষেপ করিতে পারে না। এ সময়ে তাঁহাদের চক্ষু কোথায়?

[illegible] জল অন্যায় বৃদ্ধি হওয়াতে এখানকার [illegible] নামক বিলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকার শালি ধান নষ্ট হইয়াছে। দুঃখী প্রজা দের, আর কোন দিকে নিস্তার নাই একদিকে তাঁহাদের এই সর্ব্বনাশ হইল, আর অন্যদিকে রোডসেস ও ইনকমটাক্স আদায় [illegible] অগ্রসর হইতেছেন আমরা [illegible] অনুরোধ করিতেছি [illegible] না থাকে, জমীদারের দ্বারা তাহার [illegible] উপায় করিয়া দিন।

এখানে অত্যন্ত বর্ষা নিবন্ধন জ্বরের [illegible] বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে। এ বাটী নাই যেখানে দুই একজন পীড়িত ব্যক্তি দেখা যায় না।

আমাদের নবাগত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] রাজকুমার বাবু অতি অল্প কালের মধ্যে সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি কাহারও বিরাগভাজন না হন। রাজকুমার বাবুকে আত্রাইকিশর সম্বন্ধে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন মিউনিসিপালিটীর প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে তিনি আরও যশস্বী হইবেন।

আমরা এখানকার ব্রাহ্ম সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। দুই চারি জন সভ্য ভিন্ন আর কেহই সমাজে উপস্থিত হন না। আমরা জানি অনেকেই [illegible] ভক্তিপ্রা[illegible]

হইলে আর উঁহাদিগকে সেখা[illegible] ধর্ম যাজকের ক্রীড়া বস্তু, তাঁহ[illegible] [illegible] রূপ।

কস
১২৭৮

আমাদিগের আরাহ্ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

আরার সিভিল্ ইঞ্জিনিয়র সাহেব এক বৎসরের বিদায় প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার অধীনস্থ ওবরসিয়র মুখনলাল সর্দ্দার কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ যোগ্যতা দর্শাইয়াছেন।

আরা মিউনিসিপালিটিতে যে প্রকার অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে একজন ইঞ্জিনিয়র রাখা নিতান্ত অসঙ্গত। সাধারণের টাকায় আত্মীয় প্রতিপালন কর্ত্তব্য নহে [illegible] ই বর্ষা কালে সহরের [illegible] কথাই নাই। ইংরাজ পল্লী ভিন্ন সকল স্থানই কদর্য্য। সহরের ভিতরে যে সকল রাস্তা আছে তাহা বরং ভাল, কিন্তু বাহিরের রাস্তাগুলির অবস্থা অতি শোচনীয়। মাসিক প্রায় ৭।৮ শত টাকা যদি বেতনেই ব্যয়িত হইল, তবে কিরূপে কার্য্যের উন্নতি হইবে।

এঞ্জিনিয়রের পর এখানকার পোষ্ট আফিস নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু ইহার বারাণ্ডা [illegible] ও ঘরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইতেছে। [illegible]০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে, অন্ত ইহার অর্দ্ধেক ব্যয় হইবে কি না তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যদি [illegible] উপযোগী না হইল, তবে ইহার [illegible] কি? বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করিলে পুনর্ব্বার পোষ্ট আফিস নির্ম্মাণ করিতে হইবে অথচ ৩৫০০ টাকা জলসাৎ হইবে।

আমরা আন্তরিক দুঃখ সহকারে জানাইতেছি যে, আরা মেথোডিষ্ট চর্চ্চের পাদরি সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। বিগত [illegible] ছাপরায় ধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু ও কবর হইয়াছে। ইনি অতি শান্ত অমায়িক স্বভাব ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কি সাহেব, কি বাঙ্গালী তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ প্রদেশস্থ সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন।

এবৎসর এ প্রদেশে অতি বর্ষা হইয়াছে। এখানে আম বিলক্ষণ সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।

১৩ এ শ্রাবণ
১২৭৮।

প্রেরিত।

মানাবর শ্রীযুক্তসোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

আমরা শুনিয়া যারপর নাই কাতর ও চমৎকৃত হইয়াছি যে, আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বুদ বুদে মহকুমাটি উঠাইয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা করিলে অত্রত্য অধিবাসিগণের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিবে না। বুদবুদ মহকুমা সংস্থাপনের পর হইতে এখানকার কৃষিবাসিগণ নিরুদ্বেগে ধন, মান ও প্রাণ রক্ষা করিয়া এ পর্য্যন্ত সুখে কালযাপন করিতেছিল। পূর্ব্ব সময়ের দস্যুদিগের নৃশংস ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ স্থানে স্থানে যে সকল নর কপাল পতিত রহিয়াছে, মহকুমাটি উঠিয়া গেলে তাহাদের সংখ্যা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না তাহার সম্ভাবনা কি? এখনও প্রায় প্রতি মাসেই এই ডিবিজনের কোন না কোন স্থান নর শোণিতে রঞ্জিত হইতেছে। এখনও চৌর্য্য, ডাকাইতি, দাঙ্গা প্রভৃতি সাধারণের শান্তিনাশক উপদ্রব সকল দৃষ্টিগোচর হয়। এমন অবস্থায় এখানে মহকুমা থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও প্রার্থনীয়।

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি যুক্তির অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে অনাথ করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। এরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে যে, যখন এখানকার সমস্ত কার্য্য বর্দ্ধমানে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তখন এই সব ডিবিজন রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের অকারণ ব্যয় বাহুল্যের আবশ্যকতা কি? তাহার উত্তরে আমরা এই বলিতেছি, প্রথমতঃ এখানকার শেষ সীমা হইতে বর্দ্ধমান অনুমান ৩০।৩৫ মাইল হইবে। সুতরাং ঐ সকল স্থান হইতে অভিযোগ করিতে যাওয়া অল্প ব্যয় ও আয়াসসাধ্য নহে। সুতরাং ও ব্যয় বাহুল্য বিবেচনায় সামান্য মারপিটের অভিযোগ দূরে থাকুক, গুরুতর অপরাধের নিমিত্তও লোকে অভিযোগ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে। অপর, এই এলাকার কতিপয় গ্রামে চৌকীদারী টাক্স আপাততঃ প্রচলিত আছে। উক্ত টাক্স যেরূপে আদায় করা হয়, তাহাতে প্রায় সর্ব্বদাই প্রজাদিগকে পঞ্চায়তের বিরুদ্ধে অত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ করিতে হয়। সুতরাং যাবার কাছে হাকিম থাকাতেও যখন তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আদালতে আসিয়া উৎপীড়কের অনুযোগ করিতে হয়, তখন হাকিম অভাবে তাহাদের যে কতদূর দুরবস্থা ঘটিবে তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয় লাঘব করিবার উদ্দেশে এই পথ অবলম্বন করিবার যুক্তিও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি ও জরিমানাতে এখানে যে পরিমাণে অর্থাগম হইয়া থাকে তাহাতে এই সব ডিবিজনের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া প্রচুর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। যে কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি নাই প্রত্যুত লাভ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রজার ধন, মান প্রাণ রক্ষা প্রভৃতি অসীম শুভসাধন হয়, এরূপ কার্য্যের মূলোৎপাটন কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অপর, এই সব ডিবিজন থাকাতে ডেপুটি মহোদয় ও আদালতের আমলা ও মোক্তারদিগের যত্নে এখানে একটী উৎকৃষ্ট মধ্য শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়াতে সাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে। এ ভিন্ন ৫ [illegible] বাবুর প্রযত্নে এলাকার অন্তর্গত নানা স্থানে সাহায্যকৃত ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক্ষণে

ছাত্রে থাকিয়া [illegible] গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। এই সকল সেতুগুলির সংস্কার করা না হয়, আপাততঃ পূর্ব্বের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের দুলকটেণ দ্বারা [illegible] গমনাগমনের সুবিধা বিধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুলভসমাচারে একটী কৌতুকাবহ বিষয় লিখিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধের নিমিত্ত এক জন আসামীর কান ধরিয়া বিচার আজ্ঞা দেন। বোধ হয় ডেপুটী বাবু ফুল ছাড়িয়াই বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন। এটী সত্য কি না, কর্ত্তৃপক্ষের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই আগষ্ট। গত শনিবার ব্রিটিশ ও জার্মাইন [illegible] কাসেল খুলিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই আগষ্ট ইবিনিং। অদ্য লণ্ডনের ব্যাঙ্ক হইতে ৪০০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই আগষ্ট। বালটী বিল কমন্স সভাতে তৃতীয়বার পঠিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে।

ফরাসী কংগ্রেস কমিটি গম ও ময়দা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের উপরে সম্প্রতি অধিক কর ধরা হইয়াছে তাহা ভিন্ন আর সমুদায় দ্রব্যের উপরে শতকরা ৩ টাকা কর ধার্য্য করিয়াছেন।

আলজিরিয়ার বিদ্রোহীরা স্থানে স্থানে অগ্নি দিতেছে।

বিদ্রোহ। রবিবার। অদ্য কর্ম্মশ ও [illegible] দ্বারা [illegible] পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৫ ই আগষ্ট। রাজ্ঞীর পীড়া হইয়াছে। ক্লোরিডেণ্টের কামানের কারখানায় আগুন লাগিয়া ২৭ হত ও ৫৭ জন আহত হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা মন্দ নয়।

কমন্স সভাতে সেনাদলের উৎকর্ষ সাধনার্থ উৎকৃষ্ট উপায় বিধান করিবার জন্য এক রাজকীয় কমিসনের প্রস্তাব হয়। কাডওয়েল সাহেব সেনা দলের উৎকর্ষ সাধনের সমুদায় দায়িতা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

[illegible]

চট্টোপাধ্যায় রঙ্গপুর উপবিভাগের আসিষ্টাণ্ট সব রেজিষ্টার হইবেন। রঙ্গপুর বিভাগের সদর ষ্টেসনে হেড কোয়ার্টার হইবে।

বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে বরিশাল উপবিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই আগষ্ট। ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ, রবক (দ্বিতীয় শ্রেণী) পাটনায় বদলী হইয়াছেন।

সি, ফিরমিনস মেটকাফ কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এম, জে, কীর চম্পারণে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর এবং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, বার্নাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই আগষ্ট। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সোম বার্ষিক ([illegible]) [illegible] চিকিৎসালয়ের [illegible]

[illegible] সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল না।

সর বার্টল ফ্রিয়ার ও প্রতিনিধি প্রণালী।

সম্প্রতি সর বার্টল ফ্রিয়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনে ভারতবর্ষে প্রতিনিধি প্রণালী স্থাপন বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে সাধারণ মত আছে; কিন্তু ইংলণ্ডের অনেকেই ইহা বুঝিতে পারেন না। কাবুলের যুদ্ধ ও বিদ্রোহের সময়ে সাধারণ মতের প্রতি মনোযোগী হইলে এত বিপদ ঘটিত না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগকে জেতৃজাতি বলিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। দিনে রাজ্য বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়েই শাসনকর্ত্তৃগণ অধিক তর মনোযোগী ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই; আর সে ভারতবর্ষও নাই। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়গণ সাধারণের দেশবাসীদিগের মত গ্রহণ করা [illegible] সর বার্টল ফ্রিয়ার বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের দ্বারা সাধারণ মত প্রকাশিত হয় না। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, পূর্ব্বে যেমন ছিল এবং এক্ষণেও যেমন স্থানে স্থানে আছে, পূর্ব্বকার পল্লিগ্রামে পঞ্চায়ত প্রণালী স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পঞ্চায়ত ও গ্রামের মণ্ডল সময়ে সময়ে আবেদন করিয়া বিভাগীয় কর্ম্মচারিদিগকে আপনাদিগের অভাব জানাইবেন। তদ্ভিন্ন প্রতি জেলায় এক একটি সভা হইবে। পল্লীগ্রামের পঞ্চায়ত এই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। প্রতি বৎসর পঞ্চায়ত ও বিভাগীয় সভা সমবেত হইয়া পল্লীগ্রাম ও বিভাগের অবস্থার রিপোর্ট এবং অভাব গুলি মাজিষ্ট্রেটের গোচর করিবেন। এই সকল সভার হস্তে স্থানীয় করের ব্যয় ভার এবং বিদ্যালয়, পুলিস ও রাস্তা প্রভৃতির ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহারা সাক্ষাৎ [illegible] যের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন; কিন্তু বলিতেছি, স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের নিয়ম করা আবশ্যক। তাহা হইলে সাধারণ মত যথার্থরূপে প্রকাশিত হইবে। ইংলণ্ড আমেরিকা ও ইটালি প্রভৃতি দেশে প্রতিনিধি মনোনীতের সময়ে বড় গোলযোগ হয়। অন্যায় প্রতিযোগিতা, উৎকোচ ও বিবাদ প্রভৃতি প্রায় সকল স্থানেই হইয়া থাকে; কিন্তু সর বার্টল ফ্রিয়ার যে প্রণালীর কথা বলিয়াছেন, তাহাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাওয়া যাইবে, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের ন্যায় কোন গোলযোগ ও হুড়াহুড়ি হইবে না। পঞ্চায়ত বিভাগীয় ও প্রদেশীয় সভাকে আপাততঃ কেবল পরামর্শ দিবেন বলিয়া সর বার্টল ফ্রিয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই হই

অমুটা হাত ছাড়া হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি বিবাহের আইন করেন, তাহা হইলে আর তাহা হাত ছাড়া হয় না। উঁহারা সম্প্রদায় এ লোক নাই করিলেন। আমরা দেখিলাম ব্রাহ্মধর্মের একটী প্রধান লক্ষণ।

ন, তবন কি এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া আত্মকলহকে নির্ব্বৃত করিতে পারেন না?

আদি সমাজের ব্রাহ্মগণ বিবাহের নূতন আইনপ্রার্থী নহেন। অতএব ব্রাহ্মদিগের বিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য বলিয়া যে নামটী দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না।

যাহা হউক আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে আপত্তি করিয়া আপনাদিগের উদার ভাবের পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের উদ্যোগটী অতি মহৎ ... প্রশংস ...

... ... যাহিদের ইহা একবার ... হয়।

আরল শাফ্‌টসবেরি উক্ত বিল পরিত্যাগের জন্য প্রস্তাব করিবেন।

লণ্ডন ১০ আগষ্ট। জি, এস হেষ্টিংস সাহেব চীনদেশে প্রধান সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আগামী নবেম্বর মাসে তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

ক্রইবের পর আর্চবিশপ আরোদি কলেজের বিশপের পদ পাইতেছেন।

লণ্ডন ১১ ই আগষ্ট। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে প্রাণ্ট ডফ সাহেব কর্ণেল ব্রের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পর্ব্বত প্রদেশে যত ইচ্ছা সৈন্য প্রেরণ করিবেন কিন্তু যে সকল অল্প বয়স্ক সৈন্য ভারতবর্ষে আসিবে সাধারণতঃ তাহাদিগকে পর্ব্বত প্রদেশে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা দান অনুচিত।

লণ্ডন ১২ ই আগষ্ট। ইংরাজদিগের ক্ষতি ... এবং আমেরিকানদিগের আকাঙ্ক্ষা, এতদুভয়ের সন্ধি বিষয়ে মধ্যস্থ হইয়াছেন।

পারিস রবিবার। ট্রিয়েন্সের কমলা আর ভিন বৎসর রাখা উচিত কি না এ বিষয়ে গুরুতর তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে।

বাসেন, কেহ ... নাম ভাল বাসেন না, ব্যক্তি বিশেষকে দান করিতে ভাল বাসেন। এইরূপে রুচিভেদে দান ব্যবস্থা ভিন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু রাণী স্বর্ণময়ীর দানের এরূপ গতি নয়, তাঁহার দান সার্ব্বত্রিক। তিনি সাধারণ দানে যেমন অগ্রসর, ব্যক্তিবিশেষকে দান করিতেও তেমনি তৎপর। দান বিষয়ে তাঁহার কুসংস্কারও নাই। কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, যিনি তাঁহার সাহায্যার্থী হইয়াছেন, তাঁহাকে বিমুখ হইতে হয় নাই। এরূপ উদারাশয় অনন্য সাধারণ বদান্যতাশালিনীর সম্মানলাভে বিশ্বজনীন অমন্দ আনন্দের যে সঞ্চার হইবে, সে বিষয়ে অণু মাত্র সংশয় নাই। বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই রাণীকে মহারাণী এবং বাবু রাজীব লোচন রায়কে রায় বাহাদুর উপাধি

... ...

১০ ই আগষ্ট। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, টি লিবিঙ্গীর কিছু দিনের জন্য মানভূম ডিবিজনের ভার পাইবেন।

১১ ই আগষ্ট। মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর প্রথম শ্রেণীর ইনাডবেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

জে, ডি মাকলিয়ডকিছু দিনের জন্য কলিকাতার কষ্টম কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

প্রতিনিধি মাষ্টার এটর্ণী সি, এস হাউইট নিজ কার্য্য ভিন্ন কিছু দিনের জন্য কলিকাতার লিগিল মাষ্টারের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে পাটনা বিভাগের আসেসর হইবেন এবং কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১২ ই আগষ্ট। বাবু অভয়চরণ বসু মহাব গঞ্জের (ঢাকা) সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

বাবু কৃষ্ণচরণ বসাক নারায়ণগঞ্জের (ঢাকা) সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

১৪ ই আগষ্ট। প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু সারদাপ্রসাদ

মাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর থাকিবে। জজ অথবা মাজিষ্ট্রেট এই কথা লিখিবেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভদ্র লোকদিগকে সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া জানেন এবং পরীক্ষার্থীর চরিত্রগত কোন দোষের বিষয় অবগত নহেন। যাঁহারা বাঙ্গালী ও হিন্দু তাঁহাদিগকে অন্ততঃ এল, এ, পরীক্ষার প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে হইবে। মুসলমান এবং বিহার ও উৎকলবাসীরা ইংরাজী অল্প জানেন, অতএব তাহাদিগের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি যে সকল লোকের মাতৃ ভাষা ইংরাজী, তাঁহারা ইংরাজী জানেন, এই পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে হইবে। সকলেরই প্রদেশীয় অন্যতর ভাষাজ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁহাদিগকে লিখিত ও মুদ্রিত কাগজ পাঠ, শ্রুতলিখন ও অনুবাদ করিতে সমর্থ হইতে হইবে।

... পরীক্ষা ...

তত্ত্বাবধানার্থ কমিটির সভ্য হইবেন।

এল, নকাইস্থ সাহেব।

বাবু কেশনারায়ণ সিংহ।

" উদিতনারায়ণ সিংহ।

বাবু রায় প্রতিনিধি সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, এস পিয়র্স বৰ্দ্ধমান বিভাগে বদলী হইলেন।

১০ ই আগষ্ট। কে, জি বরন কিছু দিনের জন্য সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

১২ ই আগষ্ট। হুগলী বৰ্দ্ধমান ও ... সদরের অতিরিক্ত জজ মাথুএল ওয়াকোপ (সি, বি) ১৮৬০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে বাবস্থার একজন জজের কার্য্য করিবেন।

১৪ ই আগষ্ট। শাহ মুস্তাফা হোসেন তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং আহমদাবাদের (গয়া) মুন্সেফ হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গয়ার যাত্রিদিগের চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভাবদ্ধ হইলেন।

এল, এফ, সি টেলর।

মুন্সী গুলসাজীর আলী।

হাফিজ আহম্মদ রেজা।

[illegible] সরকার।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] আজওয়াল।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কাউিনস।
[illegible] প্রতিনিধি
[illegible] সেক্রেটারি।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন;—

গাজিপুরের কালেক্টর উইলটন ওলড হ্যাম (এল, এল, ডি) সাহেব গাজিপুর জেলার ইতিহাস লিখিতেছেন। ঐ পুস্তকের চতুর্থ অংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধানতম গবর্ণমেন্ট ঐ ভাগ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।

ইংরাজদিগের অর্থ [illegible] আমরা শুনিতে পাই, কেবল পরামর্শ দিবেন এরূপ প্রতিনিধি সভা স্থাপনে লাট মেয়োরও মত আছে। ইংরাজদিগের একটী প্রধান দোষ এই, উঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে জানেন; কিন্তু তাহা পরিমিতরূপে ব্যয় করিতে জানেন না। এটী ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সমরূপ প্রকাশ পাইতেছে। এতদ্দেশীয় প্রজা সমূহের হস্তে ব্যয়ের ভার থাকিলে পরিদর্শকতার্থ প্রভৃতির নিমিত্ত যে ব্যয় হয়, এক বৎসরের মধ্যে তাহার অর্দ্ধেক ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে। একণে গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত প্রণালী স্থাপনে যত্নবান হন, ইহাই আমাদিগের অভীষ্ট।

বহরমপুর কালেজ

আমাদিগের নূতন লেফটনেন্ট গবর্ণর [illegible] শিক্ষার নাম করিয়া এদেশীয় [illegible] হত করিবার চেষ্টা অত্যন্ত অধিক। ইহা ত্রুট না করিয়া গবর্ণমেন্ট যদি প্রত্যেক পুলিস ষ্টেশনে কিছু কিছু পরিমাণে এমোনিয়া রাখিয়া দেন, উহা অপেক্ষাও উপকার হইবার সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত সর্পাঘাতের যত ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে এমোনিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া ডাক্তারেরা মত দিয়াছেন।

এবার এপ্রদেশে অতি বর্ষা হইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত বৃষ্টিতেও গ্রীষ্মের আতিশয্য যাইতেছে না। সম্প্রতি গ্রীষ্ম নিবন্ধন এখানে জ্বর ও ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে [illegible] নামক গ্রামে ওলাউঠা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এক দিনের মধ্যে প্রায় ১০ ব্যক্তির উক্ত রোগে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এ সময়ে একজন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই মাস হইল, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বাবু গোপালচন্দ্র [illegible]

পাওয়া যায় কি না, দেখিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা এই, একণে যত অহিফেন পান, ক্রয় করেন। কারণ অহিফেনের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। রিচার্ডসন সাহেব কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। গবর্ণমেন্ট যদি পূর্ব্ব হইতে অহিফেন ক্রয়ের চেষ্টা পাইতেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই।

৫৫ বৎসর বয়সে পদত্যাগ করিবার নিয়ম লইয়া এখানকার গবর্ণমেন্টের আফিস সমূহে বড় গোলযোগ হইয়াছে।

১২ ই আষাঢ়
১২৭১।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় গত ৫ ই মের ৩৫৪ নং সার্কুলার দ্বারা তাঁহার অধীনস্থ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সম্পাদকদিগকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর কোন স্কুলের শিক্ষক [illegible] ইন্‌স্পেক্টর [illegible] কীর্ত্তিলাভ করিবেন, সেই কীর্ত্তি অন্যান্য জেলার লোকদিগের পক্ষে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া থাকিবে এবং তদ্দ্বারা গবর্ণমেন্টেরও এক প্রকার উপকার হইবে। প্রেরিত পত্রখানি এই—

"আগামী জানুয়ারি মাস হইতে বি, এ, ক্লাশ উঠিয়া গিয়া বহরমপুর কালেজ কেবল আর্টস কালেজরূপে অবনত হইবে গবর্ণমেন্ট হইতে এইরূপ আদেশ হওয়াতে যাহাতে তাহা না হইতে পায় অর্থাৎ এখনকার বি, এ, ক্লাশ না রক্ষিত হয়, তাহার উপায়াবধারণার্থ গত ৩ ই আষাঢ় রবিবার বেলা ৫ ঘটিকার সময়ে অত্রস্থ প্রধান প্রধান অধিবাসীদিগের একটি সভা হইয়াছিল। সভা রাণী স্বর্ণময়ীর মন্ত্রী বিখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচন রায় মহাশয়ই প্রধান উদ্যোগী হইয়া এই সভার আহ্বান করিয়াছিলেন রায় ধনপতসিংহ বাহাদুর, মাস্তারাবু, বাবু শ্যামাচরণ ভট্ট, দীননাথ গঙ্গো, প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যো, [illegible]দাস সেন, পুলিনবিহারী সেন,

আদেশ আসিয়াছিল। সুতরাং অধিবাসীরা উক্ত মেমোরিয়াল দ্বারা অন্যান্য প্রার্থনার সঙ্গে এ প্রার্থনাও করিয়াছিলেন যে, একজন সাহেব প্রোফেসর যেন দুইজন সাহেব প্রোফেসর সরাই উঠাইয়া লওয়া হউক এবং তৎপরিবর্ত্তে দুইজন বাঙ্গালী প্রোফেসর দেওয়া হউক, যেহেতু তাহা হইলে ব্যয়ও অল্প হইবে, কার্য্যও চলিবে। লেফটনেন্ট গবর্ণর ঐ মেমোরিয়ালের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে মেমোরিয়ালে লিখিত পরামর্শগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ব্যয় বাহুল্য প্রভৃতির কথার উল্লেখ না করিয়া শেষে এই বলিয়াছেন যে, বহরমপুর কালেজের বিষয়ে পরিবর্ত্ত বিবেচনা করা আবশ্যক তাহা করা হইয়াছে এবং তথায় বি, এ, ক্লাশ উঠাইয়া দিয়া এল, এ ক্লাশ পর্য্যন্ত রাখিলেই ভাল হইবে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সংবাদ জ্ঞাতার্থ অবগত হইয়া সংবাদপত্র মহাশয়েরা বিবেচনা করিলেন যে, গবর্ণমেন্ট প্রথমে ব্যয় বাহুল্যরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া বি, এ

কয়েকটী বঙ্গবাসী পরীক্ষার্থীর এল, এ, পরীক্ষাদানের এবং মুসলমান প্রভৃতির প্রবেশিকা দানের নিয়ম করিতেছেন, ইহাতে অনেকে তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত দোষের আরোপ করিবেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমরা এ দোষের আরোপে অনুরাগী নহি । সকলের পক্ষে এল, এ,র নিয়ম করিতে গেলে মুসলমান প্রভৃতিকে বঞ্চিত করা হয় । কারণ বিদ্যা বিষয়ে আজিও তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ন্যূনতা আছে ; কিন্তু আমরা কমিটী ও লেপ্টেনন্ট গবর্ণরকে এই এক দোষ দিতেছি, তাঁহারা অপক্ষ ব্যক্তিদিগকে বহুসভাবে নিম্নতর শাসনকার্য্যে প্রবেশিত করিবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা শ্রেয়স্করী হইতেছে না । গুণ ভাবের পক্ষগুলি গুণলক্ষ্য করাই উচিত, অনুরোধরক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে । যে সকল ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর নিয়ম ও ... বংশের আজ্ঞানুসারে অর্দ্দ ... হ্যাম সাহেব বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন । তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ প্রথা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন । পুস্তকের অপর তিন অংশ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছে ।

এবৎসর এখানে বিষধর সর্পের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । ১০ই আগষ্ট রাত্রিতে এখানকার ডাকঘরের একজন ডাকহরকরাকে সর্পে দংশন করে । উহাতে মৃত্যু হইয়াছে । এই মহকুমার অন্যান্য স্থান হইতে সর্পাঘাতে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । আমাদিগের প্রজাহিতৈষী বর্দ্ধমান কালেক্টর সাহেব ... মহকুমার ডিপুটী ... সাহেবের সর্পাঘাতের ঔষধ আবেদন করিয়া জেলা প্রত্যেক থানায় দিয়া পাঠাইবার উহা বন্টন করিয়া দিয়াছেন । সর্পাঘাত ব্যক্তি ঔষধ ... বিনামূল্যে ঔষধ পাইবেন, ... করিয়া উহা ... ঔষধের প্রত্যেক পুরিয়ার মূল্য এক টাকা ।

অন্য অন্য চিকিৎসক সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা হইয়াছে । এই নিমিত্তই এখানি অর্দ্ধ বিলম্বে প্রকাশিত হইয়াছে ।

... দিগের প্রাচীন চরকগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসকগণ পীড়া বিশেষে ঘোড়ার মাংস ও গোমাংসের কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন । গোঁড়া হিন্দুরা ইহা শ্রবণ করিয়া অবশ্যই শিহরিয়া উঠিবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের আপত্তি করিবার যো নাই, চরক লেখক নিজেই এই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন । বেলাডোনা সংক্রান্ত প্রস্তাবটী চিকিৎসকদিগেরই বিবেচ্য । ডাক্তার সরকার লিখিয়াছেন, কাঁচড়া গাছের পাতা মর্দ্দন করিয়া দিলে শোঁয়া পোকার কাঁটা গলিয়া যায় । বর্ষাকালে শোঁয়া পোকার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় । ইহার কাঁটা লাগিলে ভয়ানক কষ্ট ও কখন কখন লোকের জীবন সংশয় হইয়া থাকে ।

২ । বীরা নাটক । শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন । এখানি ...

... দেন নাইনিতাল হইতে আসিয়া গাজিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন না । এ বিষয়ে তাঁহার দোষ নাই । গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীরই দোষ । আমরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি বাবু গোপাল চন্দ্র দেবকে শীঘ্র নাইনিতাল হইতে প্রেরণ করুন । এখানকার অধিবাসীরা সুচিকিৎসা ভাবে বড় কষ্ট পাইতেছেন ।

গবর্ণমেণ্ট অহিফেন বিভাগের উৎকর্ষ সাধন লক্ষ্যেই বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন । সম্প্রতি রেভিনিউ বোর্ডের অন্যতর সভ্য এ, ভি, সাহেব এখানকার অহিফেন বিভাগ দর্শন ... আসিয়াছিলেন । নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে ... সাহেবের অধীনে অহিফেন, উপাস, লবণ প্রভৃতি বিভাগের তত্ত্বাবধান ও উৎকর্ষের উপায় উদ্ভাবনের আজ্ঞা হইয়াছে । তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে বারাণসীর অহিফেন এজেণ্ট রিভার্স সাহেব পঞ্জাবে অহিফেন ক্রয় করিতে ...

উষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া ব্যাকুলচিত্ত হন । তাঁহার সহচরী চিত্রলেখা নারদ মুনির মন্ত্র প্রভাবে দ্বারকা পুরী গমন করিয়া নিদ্রাবস্থায় অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া আনেন । গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হইয়া অনিরুদ্ধ কিছুকাল গোপনে অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন । পরে বাণ রাজা এই সমস্ত জানিতে পারিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া অনিরুদ্ধের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেন ; কিন্তু মন্ত্রী কৌশল করিয়া তাঁহাকে লুকাইয়া রাখেন । এ দিকে অকস্মাৎ অনিরুদ্ধ অদৃশ্য হওয়াতে দ্বারকাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়াতে শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন । অনন্তর নারদ মুনি আসিয়া সংবাদ দেন, বাণরাজা অনিরুদ্ধকে রুদ্ধ করিয়াছেন । এই সংবাদ পাইবামাত্র যদুবংশ সুসজ্জিত গমন করিলেন । তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল । মহাদেব আসিয়া স্বয়ং বাণরাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এই যুদ্ধে শিবজ্বর ও বিষ্ণুজ্বর এই ... জ্বরের সৃষ্টি হইল । অব...

... হইলে তাঁহাকে ...রের নিকট আবেদন করিতে হইবে, তিনি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন । এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তনের তাৎপর্য্য কি, আমরা বলিতে পারিলাম না । এতদ্বারা কি বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ পক্ষে অতি বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ ঘটিবে না ? স্কুলের উপরে সম্পাদকদিগের যে কর্ত্তৃত্ব আছে, প্রকারান্তরে তাঁহার সঙ্কোচ করা হইতেছে । আমরা সবিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক যথাসময়ে শিক্ষক নিযুক্ত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই । মনে কর, কোন অপরাধে শিক্ষক কর্ম্মচ্যুত হইলেন, কি তিনি নিজ হইতেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন । সম্পাদক তৎক্ষণাৎ অন্য শিক্ষকের জন্য ইনস্পেক্টরের সমীপে তাঁহার হেড কোয়ার্টারে আবেদন প্রেরণ করিলেন । তিনি তথায় নাই, পরিদর্শনোপলক্ষে কোন মফস্বলী স্থানে গমন করিয়াছেন । এখন সম্পাদকের প্রেরিত আবেদন সাহেবের আগমন অপেক্ষায় তাঁহার আফিসেই পড়িয়া থাকিবে অথবা আফিসের কর্ম্মচারিগণ আবার উহা তাঁহাকে প্রেরণ করিবেন । ইনস্পেক্টর অবশ্যই এক স্থানে

যাঁহারা ১৮৭২ অব্দে লণ্ডনের জাতি সাধারণ প্রদর্শনে দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটারিএট সদর ষ্ট্রীটে বেঙ্গল কমিটির আফিসে নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকটে লিখিবেন।

কমিটির অনুমত্যনুসারে
এচ. এল ডীক
অবৈতনিক সেক্রেটারি।

সোমপ্রকাশ।

২০এ ভাদ্র সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি, ১৮৭২ অব্দে লণ্ডনে যে প্রদর্শন হইবে, তথায় বঙ্গদেশ হইতে প্রদর্শন যোগ্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রেরণার্থ বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের আদেশ ক্রমে যে কমিটি হইয়াছে, সেই কমিটির মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু প্রকটিত বিজ্ঞাপনটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। তুলা, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি যাহার যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে, কমিটির নিকটে পাঠাইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার প্রকৃত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রয় বাসনা না করিয়া প্রদর্শন স্থলে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করেন, কার্য্য শেষ হইলে কমিটি তাহা তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেন, কমিটি তাহা বিক্রয় করিয়া দিবেন।

সুবিচারের পথে কণ্টক নিক্ষেপ।

এত দিনের পর প্রধানতম বিচারালয় সুবিচারের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিচারপতি লট জাক্সন সম্প্রতি মফস্বলের একটী মুন্সেফী আদালত দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত সাক্ষিকে জেরা [illegible] রহিয়াছেন, এপ্রকার জেরাতে কেবল আদালতের সময় নষ্ট হয় মাত্র। যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে জবানবন্দী ও জেরা হয় এরূপ করা তাঁহার অভিমত। ইতি পূর্ব্বে সর বার্ণেস পিকক আক্ষেপ করিয়াছিলেন, মফস্বলে বিশেষরূপে জেরা না হওয়াতেই মিথ্যা সাক্ষ্য ধরা পড়ে না, সুতরাং সুবিচারও হয় না। বস্তুতঃ আদালতে যে সকল লোক সাক্ষ্য দেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই সরল ভাবে কথা কন না। সুক্ষ্মভাবে জেরা না করিলে সত্য প্রকাশিত হয় না। মূল বিষয় সম্বন্ধে সকল সাক্ষীই একরূপ বলিতে পারেন; বিপক্ষের উকীল যদি ঠিক সেই মূলের উপরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে কখন মিথ্যা সাক্ষির চাতুরী ধরিতে পারেন না। এই নিমিত্ত প্রথমে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, অবসর বুঝিয়া মূল কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়। উপযুক্ত ব্যবহারাজীব মাত্রেই এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে উপযুক্ত বিচারপতিগণ উকীলদিগকে এই স্বত্ব দিয়া থাকেন। বিস্তৃত জেরা না করিলে কখন সুবিচার হয় না, কিন্তু আমাদিগের বিচারপতিগণ সকল কাজেই সংক্ষেপ করিতে চান। এক ঘটিকার মধ্যে একটী আপীলের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন বটে; কিন্তু কথা এই, তাঁহারা নিজের সুবিধা অথবা সুবিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য [illegible] বিবেচনা করেন? যদি সুবিচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য [illegible] শেষোক্তটী কর্ত্তব্য হয়, তবে বিপক্ষের সাক্ষির প্রতি আবশ্যকমত প্রশ্ন করিতে দেওয়া উচিত। এদেশে সকল উপযুক্ত উকীল পাওয়া যায়। এই স্বত্বের অযথা ব্যবহারে সম্ভাবনা অল্প। উকীলেরা অযথা ব্যবহার করিলে আদালত অনায়াসে নিবারণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা না করিয়া [illegible] হইল বলিয়া জেরা বন্ধ করা কোন মতে বিধেয় নয়।

সম্প্রতি আর একটী অদ্ভুত আজ্ঞা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত মুন্সেফদিগের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করিতে হইলে জেলা আদালতের উকীলগণ আদালতের রায় নকল ব্যতিরেকে কেবল দেখিয়া আপীলের ওজুহাত লিখিয়া তাহা দাখিল করিতেন। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া নিয়ম করিয়াছেন, এক্ষণ অবধি উকীলকে এই বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে হইবে [illegible] আমি নথি পাঠ করিয়া বলিতেছি, আপীলের বিশেষ কারণ আছে, এবং আমি আপীল আদালতে উপস্থিত হইয়া এবিষয়ের সমর্থন করিব। [illegible] সমর্থনের সময়ে [illegible] [illegible] বিষয়ে [illegible] অজ্ঞতা প্রকাশ করেন বলিয়া [illegible] করা হইয়াছে, নথি না দেখিয়া [illegible] আপীল রুজু করিতে পারিবেন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, উক্ত নিয়মানুসারে কার্য্য করা সম্ভাবিত কি না? আপীলের মেয়াদ এক মাস, শত করা ১৫।১৬ দিন নকলের জন্য পাওয়া যায়। আপীলের [illegible] [illegible] দিনের পর [illegible] [illegible] দিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সমস্ত নথি [illegible] [illegible] হইবে, [illegible] হইয়াছে। [illegible] এই, প্রত্যেক মুন্সেফিতে [illegible] আছেন যে, [illegible] সকল যথাসময়ে [illegible] সামান্য নকল [illegible] না। পাঁচ টাকার [illegible] মাত্র নকল [illegible] হইবে। এই [illegible] [illegible]

…না, আপীলকারীকে নিজে আবেদন করিতে হইতেছে। উহা দাখিল হইলে … হইবে। উকীল তাহা পাঠ … পরে ওজুহতের সার্টিফিকেট দিবেন, তৎপরে জজ আপীল গ্রাহ্য হওয়া উচিত কি অনুচিত তাহার বিবেচনা করিবেন। অর্থাৎ যে সময় বাঁচাইবার নিমিত্ত এত চেষ্টা হইতেছে, সেই সময় বৃথা নষ্ট হইবে। প্রজাদের মধ্যে লোকের অকারণ ব্যয় হইবে। এই নিয়মের দ্বারা মফস্বলের বিচার প্রণালীর মূলে আঘাত করা হইয়াছে। এই নিয়ম করিবার পূর্ব্বে সাধারণের মত লওয়া উচিত ছিল। দরিদ্রগণ জজের নিকটে আপীল করিতেই ক্ষান্ত হন। অতএব এই পথে কণ্টক নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায়। আমরা … উচ্চপদস্থদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবাক্য হইয়া এই নিয়মের প্রতিবাদ করুন

গবর্ণমেণ্ট ও এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণ।

ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেমস স্বয়ং বিচার করিবেন এবং নিম্নতর বিচারালয়ের আজ্ঞার বিরুদ্ধে যে সকল আপীল হইবে তাহা শ্রবণ করিবেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড … ইহার এত প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন …কে ঐ বাসনা পরিত্যাগ …তে হইয়াছিল। সেই অবধি ইংরাজ …র সামাজিক স্বাধীনতা দৃঢ়ীভূত …। শাসনকর্ত্তৃগণ বিচার প্রণালীর …ভিতরে হস্তক্ষেপ করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সভ্য … দেশে …ই শাসন ও বিচার কার্য্যের … হইয়াছে। বিচারপতিদিগকে … সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াও হই… … আজি কালি শাসনকর্ত্তৃগণের …ন আলোপচেষ্টা দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। অচিন্তুত বিচারপতিগণই আমাদিগের দৃষ্টান্ত স্থল। অধিকাংশ দেওয়ানী মকদ্দমার বিচারভার অচিন্তুত বিচারপতিদিগের হস্তে থাকাতে সমাজ ও গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি যে সকল ব্যক্তি দেওয়ানী বিচারপতি হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদিগের বিচারপ্রণালীর অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহারা কেবল যে পূর্ব্বতন মুন্সেফদিগের ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন এমত নহে, সিবিলিয়ানদিগের উপরেও প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁরা সমাজের আন্তরিক ভক্তির পাত্র, উকীল ব্যারিষ্টর প্রভৃতি ইহাঁদিগকে সম্মান করেন। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগের কল্যাণ সাধন ভারতবর্ষ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাহা হইলে এই অবস্থার আরও উন্নতি করিবার চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু আমাদিগের ভাগ্য সেরূপ নয়। বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশীয়দিগের উন্নতিকে আপনাদিগের বিপদের কারণ বলিয়া জ্ঞান করেন। যে রাজনীতি অনুসারে তাঁহারা উচ্চ শিক্ষার প্রতিবন্ধক আচরণ করিতেছেন, সেই রাজনীতির জ্যোতিঃ অচিন্তুত বিচারপতিদিগের উপরে পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি সামান্য কারণে কয়েকজন মুন্সেফকে পদচ্যুত করাতে বিচারপতিগণ ও সর্ব্বসাধারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কি? অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি যেরূপ অস্পষ্ট তাহাতে ইহার যুক্তিকর উত্তরদান সহজ নহে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগকে অধঃপাতিত করিবার উদ্দেশ্য যেমন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করা হইয়াছে … জজদিগের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তবে কার্য্যদ্বারা বোধ হইতেছে, শাসনকর্ত্তৃগণ বিচারপতিদিগের স্বাধীনতা ভাল বাসেন না। পূর্ব্বতন মুন্সেফেরা সকল বিষয়েই জজের পরামর্শ লইতেন, জজের নিকট যাইতে হইলে বাহিরে জুতা রাখিয়া সেলাম করিতে করিতে গমন করিতেন। বর্ত্তমান মুন্সেফেরা বিশেষ কার্য্য ব্যতীত জজের নিকটে গমন করেন না। পত্র দ্বারা কাজ হইলে তাহাও করেন না। সাক্ষাৎ করিলেও পূর্ব্বতন মুন্সেফদিগের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করেন না। এই তাঁহাদিগের প্রধান অপরাধ।

দ্বিতীয়, রাজনীতির অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট সিবিলিয়ানদিগকে শাসন ও বিচারকার্য্যে পৃথকরূপে নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন না। যিনি অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের জজ, কল্য তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন সেক্রেটারি হইলেন। জেলার জজেরা ত সর্ব্বতোভাবে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারী। গবর্ণমেণ্ট নিজে অপর ব্যক্তির ন্যায় যে মকদ্দমার যোগাড় করিয়াছেন, তাহার শেষ হইবামাত্র জজ ও অধিক উকীল প্রধান শাসনকর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিতে গমন করিয়াছেন, এরূপ ব্যবহার অন্যত্র কুত্রাপি শুনা যায় নাই। ইংলণ্ডে এরূপ হইলে সে বিচারপতিকে পুনরায় বিচারাসনে উপবেশন করিতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। স্বাধীনতা না থাকিলে বিচার কার্য্যে উৎকর্ষ হওয়া কঠিন। সকল দেশের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, উপযুক্ত বিচারপতি মাত্রেই শাসনকর্ত্তৃগণের যথেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করিয়াছেন। … বার্ণেস পিকক ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত। কেবল এই দৃঢ় বিচারপতির ক্ষমতার উৎ… পারিবে

তাঁহার উৎসাহে এতদ্দেশীয় বিচারপতি গণও এত ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে অবস্থা নাই, সে বৃদ্ধ বিচারপতিও নাই; এখন যিনি তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার উপরে লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা নাই। একজন সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট বেত্রাঘাত দণ্ডবিধান দ্বারা একজনকে হত্যা করিলেও দোষ হয় না। এখন একজন এতদ্দেশীয় বিচারপতি যদি আদালত অমান্য করা অপরাধে কোন উচ্চ রোপীয়কে গ্রেপ্তার করিবার আজ্ঞা দেন, অথবা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত জেরা করিতে দেন, তাঁহাকেও পদচ্যুত হইতে হয়; সম্প্রতি যে কয়েকজন মুন্সেফ অপমানিত ও পদচ্যুত হইয়াছেন, স্বাধীনভাবে কাজ করাই তাঁহাদিগের প্রধান দোষ। আর যে কিছু দোষের আরোপ করা হইয়াছে তাহা ভানমাত্র। এরূপ ব্যবহারে বিচারপতিগণ ভীত হইয়াছেন। যেখানে উচ্চ রোপীয়ের পক্ষ আছে, সেখানে তাঁহারা কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এরূপ ব্যবহার দ্বারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিচার প্রণালী কলঙ্কিত হইতেছে। আমরা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতেছি, রাজস্বের ন্যায় বিচার সম্বন্ধেও যদি তাঁহারা এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, লোকে তাঁহাদিগের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

রাজস্ব-সংক্রান্ত কমিটি ও

[illegible] ইণ্ডিয়ান [illegible]।

ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ের পর্য্যালোচনার্থ লণ্ডনে যে কমিটি হইয়াছে, এদেশের উপযুক্ত লোকেরা ইংলণ্ডে গিয়া আপনাদিগের কষ্ট ও বিসম্বাদি ত্বরা বিষয়গুলি সেই কমিটির গোচর করেন, এতদর্থে কেহ২ অর্থ দিয়া উত্তেজনা করিতেছেন। উপযুক্ত লোকেরা ইংলণ্ডে গিয়া অবানবন্দী দেন, ইহা আমাদিগের অনভিমত নয়। কেহ যদি গমনে উদ্যত হন, আমরা তাঁহাকে নিষেধ করি না। কিন্তু আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা অল্প। কেহ২ কহিতেছেন, ইহাঁরা সেখানে গিয়া কখন অনাদৃত হইবেন না, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক ইহাঁদিগের বাক্য শ্রবণ করিবেন। ভাল, আমরা স্বীকার করিলাম, ইহাঁদিগের বাক্য আদর সহকারে শ্রুত ও গৃহীত হইল। কিন্তু যে যে স্থলে ইহাঁদিগের সংস্কারের সহিত কমিটির সংস্কারের পরস্পর বিরোধিতা হইবে, সেখানে কি কমিটি নিজ সংস্কার পরিত্যাগ করিবেন? অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক; রাজস্ব বিষয়েই কি সকল কথা শুনিবেন? কখনই শুনিবেন না। এমন হয় [illegible] যাহারা আপনাদিগকে প্রভুশক্তিসম্পন্ন ও বড় জ্ঞান করেন, তাঁহারা প্রায়ই আপনাদিগের সংস্কার ও মতকে বিশুদ্ধ এবং অধীন ব্যক্তিদিগের সংস্কার ও মতকে অবিশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া থাকেন। প্রবল ব্যক্তির নিকটে দুর্ব্বলের কিছুতেই পার নাই। দুর্ব্বল যদি বাক্পটু হইল, প্রবল তাহাকে বাচাল জ্ঞান করিলেন, আর দুর্ব্বল মিতভাষী হইলে প্রবল তাহাকে মূক বলিয়া স্থির করিলেন। এদেশ অধিবাসীদের শাসনের চালিত আসিতেছে। ইংরাজী প্রভাবে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হইয়াছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসীদের সংস্কারেই এদেশীয়দিগের সংস্কার। রাজস্ব সম্বন্ধে অধিবাসীদের সংস্কার এই, যে রাজার আয় ব্যয় সমান, তাঁহার অন্য বিষয়ে এক পয়সা ব্যয় করাও উচিত নয়। যে ব্যয় করিতে গেলেই প্রজাপীড়ন ঘটিয়া উঠে। একদা অযোধ্যাপতি লোপামুদ্রা [illegible] হইয়া আপনার পতির নিকটে উত্তম বসন ভূষণ অট্টালিকাদি প্রার্থনা করিলেন। মুনি তাঁহার অনুরোধ বশবর্ত্তী হইয়া অপরাধ না করিয়া শ্রুতর্ব্বা রাজার নিকটে ধন ভিক্ষা করিতে গেলেন, দেখিলেন, রাজার আয় ব্যয় উভয় সমান, ভাবিলেন, যদি আমি এ অবস্থায় ধন গ্রহণ করি, প্রজাপীড়া উপস্থিত হইবে; অতএব তিনি তথা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্য রাজার নিকটে গমন করিলেন (১) এই প্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশী লোক উল্লিখিত কমিটির নিকটে যদি এই কথা বলেন; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অধিক, এরূপ স্থলে তাঁহাদের এক পয়সা বাজে ব্যয় করা বিধেয় নয়। এ অবস্থায়

[illegible]

এখানি ব্য [illegible] এদেশের যে ব্যক্তি কমিটির [illegible] উপরে একথা বলিবেন, কমিটি তখনি তাহাকে মূর্খ বোধ করিয়া মনে মনে ঘৃণা করিবেন। অপর, এদেশী লোকেরা যদি বলেন, এখন যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন গবর্ণর জেনরলের পদ অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এতদর্থে যে ব্যয় করা হইতেছে, সে অপ [illegible] সন্দেহ [illegible] একথা শুনিলেই

অন্যান্য কৌরব [illegible] বন্ধু। [illegible] [illegible] অন্যত্র উবাচ। বিত্তার্থিনমন্যুপাশ্রিত্য [illegible] বিদ্ধি মাং পৃথিবীপতে। [illegible] বিবিৎসামানং বিত্তাশ [illegible] লোপামুদ্রা উবাচ। [illegible] পূর্ব্বে ভর্ত্তা রাজা [illegible] বিত্তং [illegible] তত আয়ং ব্যয়ং [illegible] মত্বা [illegible] পীড়া [illegible] তত্র [illegible] উত্তমগম ভবত [illegible]।

কমিটি পাগল বলিয়া হাসিয়া উঠিবেন। অথচ যদি এদেশীয়েরা বলেন, ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ৭২৯৮৯৬৩৮০ টাকা ঋণ আছে, বর্ষে বর্ষে ৩৪০০ ৬৮১০ টাকা সুদ দিতে হইতেছে। ঐ সুদের টাকা বৃথা দণ্ড যাইতেছে। ঐ টাকায় দেশের অনেক বিধ কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। অতএব এরূপ বৃথা সুদ না দিয়া ক্রমে ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। তদর্থ কিছু দিন পবলিক ওয়ার্ক সংক্রান্ত নূতন কার্য্য বন্ধ করা এবং সৈন্য সংখ্যা ও সৈন্য ব্যয় অল্প করা কর্ত্তব্য। এইরূপ চেষ্টা পাইলে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হইবে সন্দেহ নাই। একথা শুনিবামাত্র কমিটি অর্ব্বাচীন বলিয়া উপহাস করিবেন, সে বিষয়ে [illegible] হই [illegible] অণুমাত্র [illegible] ফল লাভের সম্ভাবনা [illegible]। বিশেষতঃ এদেশের কার্য্য যখন এদেশে হইতেছে না, তখন ইহার ফলোপধায়িতা বিষয়ে এদেশীয়দিগের বিলক্ষণ সংশয় আছে।

—:০:—

৬৮ অবিভক্ত অবস্থা।

এদেশের লোকের আলস্যপ্রিয়তা প্রবল বলিয়াই অনেকে অবিভক্ত অবস্থার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে, এ অবস্থা সুখের নয়; যে যে বিষয় এদেশের উন্নতির অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, অবিভক্ত অবস্থা তন্মধ্যে প্রধান। ইহা আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতার প্রসূতি [illegible] অবিভক্ত [illegible] এক ব্যক্তি [illegible] করিয়া সকলের ভরণ পোষণ [illegible] রেছেন, আর সকলে অদৃষ্টের ন্যায় বিনা পরিশ্রমে অন্ন ধ্বংস করিতেছেন। যে দেশে অলসদের সংখ্যা অধিক সে দেশের উন্নতি সম্ভাবনা কি? বিভক্ত অবস্থায় এ দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সকলেরই যখন স্ব স্ব পরিবারের অন্ন নির্ভর হয়, সুতরাং সকলকেই শ্রম করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির চেষ্টা নিবন্ধন দেশের উন্নতি হইয়া উঠে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্ম বৃদ্ধির ন্যায় শ্রমেরও যে বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা একথা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। এক ব্যক্তি এই অবস্থার দোষগুণ বর্ণন করিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহা এই স্থলেই গৃহীত হইল।

* হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচনায় বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, হিন্দু পরিবারের সং[illegible] অবস্থায় অবস্থিতি করণ, শাস্ত্রের শাসন নয়, কিন্তু শাস্ত্রসম্মত প্রয়োজন। সমস্ত ধর্ম্মবিধি[illegible]দের মধ্যে সংসৃষ্টের ব্যাখ্যা [illegible] হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে সংসৃষ্টকে অধিকার প্রদান, সামান্য প্রয়োজন নয়। এই শাস্ত্রানুরোধেই, বোধ হয়, হিন্দু সমাজের সংসৃষ্টাবস্থায় অবস্থিতি করিতে প্রথমে অভিরুচি হয়। কালসহকারে তাঁহাদের বহুপরিবার একত্র মিলিত হইয়া থাকা, এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সমবেত অবস্থিতিতে সংসারে যতই অনিষ্ট দৃষ্ট হউক না কেন, হিন্দুদের দৃষ্টিতে অদ্যাপি উহা অতি সুখাবহ অবস্থা। পল্লিগ্রামের হিন্দু পরিবারের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে ইহার যাথার্থ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই প্রস্তাব লেখকও পল্লিগ্রামনিবাসী সংসৃষ্ট হিন্দুপরিবারের একজন। যদিও একণে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধ [illegible] নাই তথাপি তিনি উহা প্রত্যক্ষতঃ দেখিয়াছেন যে, হিন্দু পরিবারের অন্যান্য সহস্র সহস্র [illegible] দোষ [illegible] আছে। সুদূর সম্পর্কীয় বহুতর পরিবার মিলিত হইয়া বাস করিলে প্রতিবেশী সংকীর্তে কতই আদৃত, কতই সম্মানিত, কতই যশস্বী হইয়া থাকেন।

হিন্দু পরিবার এবম্বিধ সংসৃষ্ট অবস্থাকে যতই সুখকরী মনে করুন, প্রকৃত পক্ষে ইহাতে সুখ সম্পর্ক অতি অল্পই নয়নগোচর হইয়া থাকে। আবার এই সমবেত অবস্থিতিতে যে অশুভ ও অসুখ পরম্পরা বিদ্যমান আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে সে সুখ বিন্দু একেবারেই গণ্ডীর মধ্যে আইসে না। আমরা ভূয়োদর্শন বলে কহিতেছি, সংসৃষ্ট হিন্দু পরিবারের মধ্যে [illegible] শাসন কঠিন দেখা গিয়া থাকে। [illegible] সংসৃষ্ট হিন্দু পরিবারের নিত্য ব্যাধি স্বরূপ। আমাদের এই প্রস্তাবের সত্যতা সম্বন্ধে যাঁহার অণুমাত্র সন্দেহ হইবে, আমরা তাঁহাকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, একবারমাত্র পল্লিগ্রামে গমন করুন, তবেই সংসৃষ্ট হিন্দু পরিবারের রমণীমণ্ডলীর উচ্চ কোলাহল ধ্বনি শুনিয়া বিরক্ত হইবেন; তবেই হিন্দুদের ভ্রাতৃ বিরোধ কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিবেন, সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত সংসৃষ্ট পরিবারের মধ্যে আর যে একটী মারাত্মক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে, যদি [illegible] ইহা অপর অনিষ্টের অণুক সম্ভাবনা না থাকিত, প্রত্যুত, অশেষ বিধ কল্যাণ লাভের সম্যক সম্ভাবনা থাকিত, তথাপি কেবল সেই একমাত্র দোষোদ্ভাবন নিমিত্ত আমরা হিন্দু পরিবারের পার্থক্য কামনা করিতাম। সে দোষ এই—সংসৃষ্ট পরিবার মধ্যে সচরাচর একজন সক্ষম ব্যক্তির উপরেই সমুদায় পরিবার প্রতিপালনের ভার নিপতিত হইয়া থাকে। তিনি যদি কথঞ্চিৎ অন্নাচ্ছাদন যোগাইতে পারেন, অন্যান্য মহাপুরুষেরা নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে থাকিয়া কেবল পরিবার বৃদ্ধি করেন এবং অকর্ম্মণ্য কালহরণ অসদনুষ্ঠানে সময়াতিপাত করিয়া থাকেন। অথচ নিরীহ উপার্জ্জক, ধনাঢ্যদের [illegible] অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন। [illegible] কারণ [illegible] সংস্থানস্থ

করিতে পারেন, অসমর্থ পরিবারের অবস্থা আলোকেই তৎসমুদায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহাপেক্ষা দীনতা আর কিছুতেই দৃষ্ট হইবে না। পরোপজীবী হইয়া অন্যের অর্জ্জিত ধনে ভোগ সুখ চরিতার্থ করা অপেক্ষা বরং যোগাৰ্জ্জিত ক্ষুদ্র মাত্র তণ্ডুলও যথেষ্ট তৃপ্তিকর। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু মহামতিরা ইহার রসাস্বাদনে অসমর্থ।

অতঃপর, আমরা কহিতেছি, হিন্দুপরিবারের যে সংসৃষ্ট অবস্থা যথার্থ দৃষ্টিতে যার পর নাই দুরবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, উহা বিবাদ, মনোবাদ, বিদ্বেষ এবং অন্যান্য পরস্পর পরিবারের দীনতা যাহার অবশ্যম্ভাবি ফল, এমন অশুভ ও অসুখকর সংসৃষ্টতা বর্ত্তমান সময়ে আর প্রার্থনীয় নহে। আমাদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে যে, আত্মীয় গণের পৃথগবস্থানে সুসংস্কারের ব্যতিক্রম হয় না।

কলিকাতা
১১৮০
} শ্রী কৈলাসচন্দ্র বসু।

প্রাপ্ত পুস্তক ও পত্রিকা।

১। একাধিক সহস্র রজনীর, সটীক ও সচিত্র। শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সরকার ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহা "আরেব্যান নাইটস" নামক প্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাস গ্রন্থের অনুবাদ। ইহার যে কয়েকখানি ইংরাজী অনুবাদ পুস্তক আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইতেছে। "আরেব্যান নাইটস" অন্যান্য বাঙ্গলা অনুবাদ পুস্তকের সহিত এ অনুবাদের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। লেখকের রচনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এখানি সংখ্যা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা মাত্র।

২। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের প্রাথমিক বিবরণ। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এম, এ, বি, এল) কতকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ইংরাজী ভাষায় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে ব্রিটেনের আদিম অবস্থা, রোমান ও স্যাক্সনদিগের অধিকার কাল, প্রভৃতি সংক্ষেপে ও সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে ইংলণ্ডের রাজগণের নাম ও যে অব্দে যিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং স্যাক্সন দিগের ৭ জন রাজার দ্বারা শাসন প্রণালী স্থাপনাবধি যে যে প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতৎপাঠে বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকদিগের বিশেষ উপকারলাভ সম্ভাবনা আছে।

৩। আমরা শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ বসাক প্রচারিত পুরাণ প্রকাশের দশম একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। বাসবদত্তা। মৃত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইহার প্রণয়ন করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর বহরমপুর নিবাসী বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস [illegible] ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কন করেন। সংস্কৃত কালেজের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। মৃত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিত্বশক্তি দেশ প্রসিদ্ধ। ইহাতে সেই কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। অলঙ্কার গ্রন্থ এক্ষণকার রুচির অনুরূপ নয় বটে, কিন্তু ইহার লোপ হওয়া উচিত নয়।

৫। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা সংস্কৃত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী দ্বারা যে সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান প্রচারিত হইতেছে, এখানি তাহার দ্বিতীয় খণ্ড।

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই ভাদ্র সোমবার।

অনারেবল মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর গবর্ণর জেনরলের কাউন্সিলের একজন অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছেন।

পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের যোগাযোগ বিষয়ক পোষ্ট আফিস এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এরূপে ডাক প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, পাঞ্জাব বিষয়ক উপস্থিত হইতে ১২ এবং লাহোরের ২৪ ঘন্টা মাত্র বিলম্ব হইবে।

ডাক্তার মিচেল ও অন্যান্য আর কয়েকজন ডাক্তার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, সর্পে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানে কার্ব্বলিক আসিড প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হয়। কিন্তু বিলম্বে উক্ত ঔষধ পান বা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে কোন উপকার হয় না। যাহার দেহে বিষমাত্র বিলম্ব হইলে উপকার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ ঔষধের উপযোগিতা অল্প।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি জলপ্লাবন বিষয়ক বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ের যে সকল স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, সেগুলি সংস্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে পুনর্ব্বার বোম্বাই [illegible] পর্য্যন্ত ট্রেণ চলিতেছে।

দিল্লী গেজেট লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন কুক্কুর বধের নিমিত্ত ৵ আনা করিয়া পুরস্কার দিয়া থাকেন, বিষধর সর্প বধের নিমিত্ত সেইরূপ পুরস্কার ঘোষণা করা কর্ত্তব্য। এটী মন্দ প্রস্তাব নয়।

পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয় মুনসিফ্‌পেট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকে বেত্রাঘাত দণ্ড দানে বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ১৮৭২ সালে ১৮০০০ জন অপরাধির মধ্যে ২০০০ জনের মাত্র উক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে বিচারপতিদিগকে তিরস্কার করা হইয়াছে। দণ্ডটী যেমন তিনি ভেটী তদুপযুক্ত হইয়াছে।

হর্কিলসমাচার প্রকাশ করিয়াছেন, হেন্রি গারেট (এম, ডি) শীঘ্র এদেশে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিবেন, একথা প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশের চিকিৎসকের বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু ক্ষেত্রমোহন [illegible] প্রত্যেক ভুক্তিত

পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন; এই দানটীর একটু বিশেষ আছে। ... উপদেবতার স্থান আছে তাহার ... র জন্য কতক টাকা রাখা হয়, কিন্তু তাহার ভোজন অপেক্ষা অনাথ দুঃখী ব্যক্তিদিগকে আহার দান শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তিনি সেই টাকা এ বিষয়ে দান করিয়াছেন। এটী একটী প্রশংসার দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি এতদ্দেশীয় বাতুলালয়ে একটী ভয়ানক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একজন এতদ্দেশীয় কর্মচারী একজন বাতুলকে এরূপ প্রহার করে যে, তাহার বক্ষঃস্থলের অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। এই সকল কর্মচারীর প্রতি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

সম্প্রতি ইনকম টেক্সের রিপোর্ট দর্শন করিয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর যে এক মিনিট লিখিয়াছেন, উহাতে লেখা হইয়াছে, কোন চিকিৎসকের ১০০০০ টাকার অধিক আয় হয় নাই। রেবিনিউবোর্ড বলিয়াছেন, ... সকল চিকিৎসকের ... বৃহৎ অংশ না হউক, গবর্ণমেণ্ট হইতে আয় আছে, সে টাকাও চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে প্রাপ্ত। ইনকম টেক্সের তালিকায় এরূপ লেখা না থাকাতেই ঐ ভ্রম হইয়াছে। রেবিনিউ বোর্ডের গণনানুসারে ১০০০০ টাকার উপর আয়বিশিষ্ট কলিকাতার ১৪ জন চিকিৎসক এবং ৯২ জন উকীলের ইনকম টেক্স ধার্য হইয়াছে। যে ৩৪০০০ জন কৃষকের কর ধার্য হইয়াছে, উহারা কৃষি কার্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় করে কি না, রেবিনিউ বোর্ডের প্রকাশ করা কর্তব্য।

১৪ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বোম্বাই গেজেট বলেন, আবিসিনিয়ার টিউড্রির রাজপুত্র লিকাজ কাসার সহিত ওয়াগসুম গোবাজের যুদ্ধ হইতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি পুত্র, ... ও অন্যান্য প্রধান কর্মচারীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি বেটিসের জেলে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। উক্ত জেলের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ সাহেব কয়েদিরা পরিষ্কার ... (এ ... ছার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই) করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মণ কয়েদির যজ্ঞোপবীত খুলিয়া লইবার আজ্ঞা দেন। ব্রাহ্মণ পাচকেরা হুকুম করিতে অস্বীকার করাতে বিলক্ষণ প্রহার করা হয়। আহারের সময় সকলে আহার করিতে অস্বীকার করাতেও সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। কতগুলিকে অনাহারে গৃহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই সংবাদ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিসনরের নিকট উপস্থিত হইলে পর লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর টেলিগ্রাফযোগে তত্ত্বাবধায়কের আজ্ঞা রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কয়েদিদিগের যজ্ঞোপবীত প্রত্যর্পণ করিবার আজ্ঞা দেন। নগরের জনসাধারণে ইহাতে এই জনরব তুলিয়াছিল যে, সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেব সমুদায় হিন্দুর টিকি কাটিবার এবং মুসলমানের দাড়ি কাটিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এই সংবাদে নগরের স্থানে স্থানে জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোকান হাট বন্ধ হইয়া গেল এবং বোধ হয়, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর টেলিগ্রাফ যোগে শীঘ্র ঐ সংবাদে ... লোকদিগের নিবারণ না করিলে ... গুরুতর ঘটনা হইত। উক্ত প্রতিনিধি ... ... কারণ হইয়া থাকেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর্দার মহম্মদ শরিফ খাঁর পুত্র বিদ্রোহ-যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছেন। অধিকাংশ সর্দার বলিয়াছেন, আমীর শের আলি ভিন্ন উহারা আর কাহারও কথা শুনিবেন না। আমীর খাঁ আবদুর খাঁকে নিরস্ত হইয়া দরবারে যাইতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন, নিরস্ত হইয়া দরবারে গমন করিলে সকলে ভাবিবেন, তাহাদের পিতা পুত্রে সদ্ভাব আছে। যাহা হউক, পিতা পুত্রে কেহ কাহাকে এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, বোখারার রাজা সমরকন্দ আক্রমণ করিয়াছেন। রাজা কর্মচারীদিগকে বোখারার মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারা উহা শুনেন নাই বলিয়া তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। পূর্বের ন্যায় রাজার প্রতি সকলের শ্রদ্ধা নাই। কর্মচারীরা সমরকন্দ বোখারা এবং অন্যান্য স্থানের সর্দারদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে সকলে তাহাদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এটী লোক হরণ করিবার প্রধান উপায়।

আমরা শুনিলাম, সাহেবদের দেওয়ানী আদালতের উকীল বাবু কেশবলাল ঘোষের পুত্র বাবু রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ (প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র) আইন শিক্ষার জন্য শীঘ্র ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, আজি কালি আসামের সকল স্থানেই ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত গোয়ালপাড়াতে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। এতন্নিবন্ধন ওলাউঠা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১১ ই আগষ্ট লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য দপ্তর ও দুই একটী গবর্ণমেণ্ট আফিস পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গৌহাটীতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি যেরূপ তাড়াতাড়ি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে যে কোন কাজ হইবে এরূপ বোধ হয় না।

১৫ ই ভাদ্র বুধবার।

আগ্রা ও বোম্বাইর অধিবাসীরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, কালীচরণ নামক যে প্রসিদ্ধ ডাকাইত একদিন হত্যা লুঠতরাজ নানা রূপ উপদ্রব করিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি সে, তাহার প্রধান সহচর কাল্লা এবং আরও অনেকগুলি ডাকাইত ধৃত হইয়াছে। আবদুল নবী খাঁ নামক এক ব্যক্তির কৌশলে ইহারা ধৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে পুরস্কার দিয়াছেন।

মান্দ্রাজে একটী ব্যাঘ্র ভয়ানক উপদ্রব করাতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উহার মস্তক নিমিত্ত ৩০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। লর্ড মেয়োর কল্যাণে আমাদিগের এই সকল ভয় নাই।

শুনা গেল, জিন্দের রাজা একটী অশ্বমেধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

[illegible] দিয়া গমন, [illegible] আপনাকে [illegible] করিবেন। তৎপরে ঐ গাভী কাটিয়া [illegible] দেওয়া হইবে। ইহাতে গো- হত্যার পাপে কি লিপ্ত হইতে হইবে না?

আমরা শ্রবণ করিলাম আগামি ২৬ এ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের আদিম বিভাগ এবং ২১ এ আপীলেট বিভাগ দুই মাসের জন্য বন্ধ হইবে। ছুটির সময়ে কলিকাতায় এক জন মাত্র জজ থাকিবেন। যদি কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হয়, ইনি তাহা গ্রহণ করিবেন।

গত ২৭ এ আগষ্ট নসরতালিপুরের নিকট গঙ্গায় ৯০ ফীট্ পার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা মুরসিদাবাদের নবাবের বাটীর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ২৪ টী পল্লী প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। লালবাগের সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা বাঁধাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

[illegible] ইংলিশম্যান বলেন, এবার ষ্টেট কাউন্সিলার পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিতেছেন।

ইংলিশম্যান বলেন, আযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ডাইরেক্টরেরা বারাণসী লাইনের সহিত যোগ করিবার নিমিত্ত একটী রেলওয়ে খুলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গাজীপুরে ইহার শেষ সীমা হইবে।

কেশব বাবুর শিক্ষার্থ একটী "[illegible]" দান করিবার নিমিত্ত গত ২১ এ আগষ্ট লণ্ডনে একটী সভা হইয়া উহার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

[illegible] রাজা একজন ইউরোপীয়কে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া একজন সম্পাদক বিরক্ত হইয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরল ডেলহাউসির সময়ে এরূপ হইলে তাহার রাজ্য কাড়িয়া লওয়া না হউক, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইত সন্দেহ নাই। ডেলহাউসির গুণ এইরূপ ছিল বটে।

১৬ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, আর্গল রসেল ১৮৭০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজনীতি বিষয়ে একটী ঐতিহাসিক [illegible] লিখিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে [illegible] ইউরোপের মধ্যে একমাত্র রুশিয়া হইতেই বিপদের আশঙ্কা করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণ সমুদ্রে দুর্গাদি নির্ম্মাণ দ্বারা তীর [illegible] ভয়সঙ্কুল হইয়াছেন। প্রিন্স গর্চাকফের দ্বারা যে সকল কথা বলিয়া পাঠান হইয়াছিল, রুশিয়া যদি তদনুসারে কার্য্য করেন, ইউরোপখণ্ড শান্তিময় থাকিবে, অন্যথা ঘুমুল কাণ্ড ঘটিয়া উঠিবে।

[illegible] হইতে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ দিয়াছেন, আগামী শীত কালে তথায় পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। [illegible] অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ অবধি সাহায্য প্রেরিত হইলে [illegible] হইতে পারে।

সুয়েজ খাল কোম্পানি রিপোর্ট করিয়াছেন, গত ১১ মাসের মধ্যে উক্ত খাল দিয়া ৮১১ খানি জাহাজ গমন করিয়াছে। এক্ষণে যেরূপ আয় দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে বিলক্ষণ লাভ হইবে বোধ হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত সোমবার [illegible] সাহেব পাটনার সেসিয়ন আদালত আমীর খাঁর সম্বন্ধে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, যত দিন না উহার আপীল গ্রহণ করা হয়, তত দিন পর্য্যন্ত ঐ আজ্ঞা স্থগিত থাকে, [illegible] হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন। [illegible] প্রধান বিচারপতি [illegible] পাড়ি নুইস জামিন [illegible] আমীর খাঁর বয়স ৭০ বৎসর [illegible] তাদের নিমিত্ত তাহার [illegible] যদি ১০ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] এবিষয়ে তিন জন [illegible] [illegible] আবেদন গ্রাহ্য হই [illegible]।

কষ্টম কমিসনর [illegible] করিয়াছেন, গত [illegible] মাসের মধ্যে বোম্বাই হইতে ১০৬০১৪৬০ টাকা মূল্যের ৫২৫০৪৪ গাঁইট তুলা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

১৭ ই ভাদ্র শুক্রবার।

রেলওয়ে কোম্পানির ভাসমান সেতুটী নষ্ট হওয়াতে লোক বা দ্রব্য গাড়ীতে বোঝাই করিয়া, উহাতে আরোহণ করিয়া অনেক কষ্টে শিয়ালদায় যাইতে হইতেছে। রেলওয়ে করিয়া যাইতে হইলেও আমাদিগের রাজপুরুষগণ শিয়ালদার দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

আমরা শ্রবণ করিলাম, আগামী শীত কালে প্রিন্স আর্থর ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন। লার্ড মেও ইহাঁর আতিথ্য সৎকার করিবেন। এই সময়ে আসিয়া একবার শিয়ালদায় যাইতে পারিলে বিশেষ সুখ বোধ করিতে পারিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে বিলক্ষণ সমাদৃত হইতেছেন। তিনি [illegible] [illegible] সকল কার্য্যের [illegible] নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন।

১৮ ই ভাদ্র শনিবার।

এবার কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য স্থানেও পুলিস কর্ম্মচারীর প্রতি তস্করের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুই সপ্তাহ হইল, খড়দহে বারুইপুরের ইনস্পেক্টর বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে চুরি হয়। এটী কিছু অদ্ভুত প্রকার। [illegible] টার সময় [illegible] হইয়া বাটীর একটী [illegible] তাঁহার মূল্যবান [illegible] গিয়াছে। সে গৃহে [illegible] ছিল না। এরূপ চুরি সহজে [illegible] একটী [illegible] [illegible] হইলেই [illegible] করা যাইত। যাহা হউক, পুলিস যে [illegible] অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইতেছেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্রমে [illegible] লোকের একটী প্রকৃত আশ্রয় [illegible] উঠিল।

উত্তরপাড়ার মিউনিসিপালিটি একটী [illegible] [illegible] কাজ করিতেছেন। [illegible] পারে তাহার একটী শাখা [illegible], সম

[illegible] এর মধ্যে এই রাস্তাটী পাকা ছিল। দুই [illegible] রাস্তাটী এক্ষণে [illegible] হইয়াছে [illegible] প্রায় বন্ধ হইয়াছে। [illegible] লোকেরা এই রাস্তা [illegible] জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, [illegible] সভাপতি বলেন, ইহার নিমিত্ত [illegible] কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। [illegible] আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। [illegible] লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক কর দেন। [illegible] কোন রাস্তা মেরামত [illegible] হইল, চিরকাল কি [illegible] থাকিবে? মিউনিসিপালিটি যখন একটী অতিরিক্ত [illegible] কর বর্দ্ধিত করেন, তখন [illegible] রাস্তা ভাল থাকে [illegible]। আমরা ভরসা করি, [illegible] রাস্তাটী মেরামত করিবেন, এবং অনারেবল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] মনোযোগী হইবেন।

কলিকাতার মিউনিসিপাল [illegible] অত্যাবশ্যক [illegible] কমিসনরেরা [illegible] কার্য্য [illegible] করিয়াছেন। [illegible]

[illegible]

সম্প্রতি প্রায় ১৫০ জন [illegible] যাত্রী নিয়া [illegible] দিকে গমন করিতেছিলেন, রেলওয়ে সেতুতে নৌকা লাগিয়া উহা জলমগ্ন হয়। ১২ জন ব্যতীত সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৩ই আগষ্ট—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায় [illegible] ইনকম ট্যাক্সের ভার পাইবেন।

১৭ই আগষ্ট। সহকারী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং পি, কে, ক্লিফর্ড ১১ই এপ্রেল হইতে [illegible] চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি ছিলেন।

১৯ আগষ্ট। [illegible] এম, ডি [illegible] কলিকাতা মেডিকাল কালেজের কম্পারেটিব [illegible] অধ্যাপক হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা [illegible] সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইলেন।

এম, টি, [illegible]

এস, এইচ, সি, টৈলর [illegible] সভার সেক্রেটারি হইবেন।

রেবরেণ্ড কে, এ, [illegible] ১৮৫৮ অব্দের [illegible] অনুসারে মুঙ্গের বিভাগে বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইবেন।

২১ এ আগষ্ট। মেং এল, [illegible]

[illegible]

২২ এ আগষ্ট। [illegible] খাঁ বাহাদুরের অনুপস্থিত [illegible] কালে [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র কর ১৮৬১ অব্দের ৮ আইনের [illegible] কার্য্য করিবার ক্ষমতা [illegible]

২৬ এ আগষ্ট। [illegible] ডেপুটী কালেক্টর [illegible] অব্দের ১২ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২৬ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ [illegible] সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ কাসীম খাঁ।

মহম্মদ [illegible]।

মহম্মদ মৌলবী গাজী খাঁ।

২৯ এ আগষ্ট। [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহরে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মিত্র [illegible] ভার পাইবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বার [illegible] সদর ষ্টেসনে বদলী হইবেন।

সরকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এম, জে, সি, [illegible] উপবিভাগের ভার পাইবেন।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামশঙ্কর সেন [illegible] সদর ষ্টেসনে বদলী হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র কর [illegible] উপবিভাগের ভার পাইবেন।

[illegible] কমিসনরের অধীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় [illegible] সদর ষ্টেসনে স্থির হইলেন।

[illegible]
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আফিসিয়েটিং সেক্রেটারী।

বিচার ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ই আগষ্ট। ফরিদপুরের সুবর্ডিনেট জজ এবং ফরিদপুর [illegible] ও গোয়ালন্দের ছোট আদালতের জজ বাবু কালীশঙ্কর রায়, গোয়ালন্দের ছোট আদালতের ভার হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি ফরিদপুরের সুবর্ডিনেট জজ এবং ফরিদপুর ও [illegible] ছোট আদালতের জজ থাকিবেন।

কুষ্টিয়া, মেহেরপুর এবং [illegible] ছোট আদালতের জজ বাবু দুর্গাদাস ঘোষ [illegible] গোয়ালন্দের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

১১ই আগষ্ট। [illegible]

১৬ই আগষ্ট। মেং এল, [illegible] মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন।

১৮ই আগষ্ট। [illegible] সভার [illegible] সভ্য হইবেন।

বাবু [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, [illegible] মুন্সেফের কার্য্য করিবেন।

১৯এ আগষ্ট। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু [illegible] দাস বি, এল, [illegible]

প্তিকার (মুক্ত বিহার) মুন্সেফ হইবেন ।

বাবু কমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং নওগাঁর মুন্সেফ হইবেন ।

২১ এ আষাঢ় । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হুগলী ও হুগলী মুজাফর মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন ।

ফেডিক ওয়ালটার মিকলিজন ।

উইলিয়ম কোট টৌমন ।

মৌলবী ওলিমুল্লা ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাঁকুড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন ।

অর্থর বেলরয়ার ।

বাবু যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ. বি, এল ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মেজেফরপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন ।

জে, ডেভিডসন । বাবু অবধেশ্বর আগরওয়াল ।

ভাগলপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত সাব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু অক্ষয়কুমার সে উক্ত পদ প্রাপ্ত হইবেন ।

অস্থায়ী সার্জন জে. এণ্ডারসন, কাপ্তেন এম, ডি, কলিকাতা মেডিকাল কালেজ ছাত্রগণের চাক্ষুষ পরীক্ষক হইবেন ।

২৩ এ আষাঢ় । বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ বি, এল, পটিয়ার (চট্টগ্রাম) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৬ এ আষাঢ় । বাবু কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী বারাসাতের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার একজন সভ্য হইবেন ।

২৮ এ আষাঢ় । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসির হাটের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন ।

বাবু দ্বারকানাথ দে (সভ্য ও সেক্রেটারি)

" হরগোপাল মিত্র ।

" মধুসূদন পাল ।

রামকমল মুখোপাধ্যায় ।

" শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

" ভুবনমোহন রায় ।

" কালীকুমার মিত্র ।

২৯ এ আষাঢ় । মে [illegible] আর, কর্ণেল [illegible] কালেজের কার্য্য করণের [illegible] সহকারী [illegible] এবং [illegible] হইবেন । [illegible] হইবেন ।

যেহেতু অধুনার কাবেলিয়ারি শ্রীরামপুরের মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন ।

এচ, এল, হারিসন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি

স্থায়ী সেক্রেটারি ।

ইউরোপীয় সমাচার ।

প্যারিস ২১ এ আষাঢ়—টিউনিসের অধ্যক্ষ [illegible] কমিটী যে তর্ক বিতর্ক করিতে ছেন, তদ্দ্বারা এ বিষয় শীঘ্র মীমাংসিত হইবে বোধ হইতেছে । আগামী শনি বা সোমবারে প্রকাশ্যভাবে এ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক হইবে ।

" পূর্ব দিকে প্রবিষ্ট " নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । উহাতে লেখা হই য়াছে, ফ্রান্স এশিয়াতে এই অভিপ্রায় করিয়াছে [illegible] করিয়া ইজিপ্ট, সিরিয়া ও [illegible] আধিকার করিবেন, [illegible] করিয়া [illegible] আক্রমণ করিবে ।

লণ্ডন ২২ এ আষাঢ়—টাইমস পত্রে লিখিত হইয়াছে, টিউনিস [illegible] কোম্পানির [illegible] বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহারা [illegible] উপরে [illegible] করিয়া ১ এক কোটি টাকা দিবেন ।

করাসী রেলওয়ে কোম্পানিরা গবর্ণমেণ্ট হইতে ৮০ লক্ষ টাকা দিয়া রেলওয়ের [illegible] বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ।

লণ্ডন ২৩ এ আষাঢ়—অদ্য টাইমস পত্রে বলেন, [illegible] টিউনিস [illegible] যে বন্দোবস্ত করিবেন [illegible] বোধ হয়, [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] যোগ্য [illegible] বোধ হয়, [illegible] হইবে না ।

লণ্ডন ২৬ এ আষাঢ় । আইরিস পার্লিমেণ্টের অধিবেশন হইয়াছিল

রাজ্ঞী বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ বন্ধুতার ভাবে ইউরোপের [illegible] [illegible] সাধারণ [illegible] এবং [illegible] শান্তি [illegible] ।

রাজ্ঞী [illegible] বলেন, [illegible] হইবে ।

[illegible]

[illegible]

অ [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, এবং [illegible] করেন, সমুদ্র [illegible] সকল নিয়ম করা হইয়াছে, অনন্তর গবর্ণমেণ্টও তাহার অনুমোদন করিবেন ।

রাজ্ঞী বলিয়াছেন, [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] সাহায্য [illegible] এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । [illegible] হইয়া [illegible] সমস্ত [illegible] সুবিধা [illegible] আছেন । অবশেষে এই [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বিষয় [illegible] ।

[illegible] আবেদন লইয়া [illegible] করেন, আমার অনুমোদনে [illegible] এক কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন ।

এক [illegible] যে সকল [illegible] আপাততঃ কোন উপায় করা হইবে না ।

লণ্ডন ২৪ এ আষাঢ় । [illegible] । রাজ্ঞী এক্ষণে [illegible] করিয়াছেন ।

প্যারিস ২৫ এ আষাঢ় । [illegible] প্রতিনিধি কালেজের [illegible] হইয়াছেন । [illegible] আছেন, [illegible] বলিয়া [illegible] দিয়াছেন ।

[illegible] উঠিয়া [illegible] প্রস্তাব লইয়া টিউনিসের [illegible] সভায় [illegible] হইয়াছে ।

[illegible] বিবেচক হয়, এবং পরে [illegible] যে সংশোধন করিয়াছেন [illegible] । [illegible] হইতেছে ।

প্যারিস [illegible] আষাঢ় [illegible] । [illegible] একটী [illegible] বক্তৃতা করিয়া [illegible] করিয়াছেন ।

অদ্য [illegible] হইতে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিবার [illegible] আগামী [illegible] আগমন করিবেন ।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত [illegible] এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন ।

নিয়ম ধরিয়া অনবরত বারিবর্ষণ হওয়াতে মুর্শিদাবাদ ও [illegible] নামক তাহার শাখা [illegible] অত্যধিক জলমগ্ন হইয়া নদীর নিম্ন [illegible] গ্রামগুলির সম্পূর্ণ [illegible] অধিক সংখ্যক গৃহ ভগ্ন [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভগ্ন না হইলেও সে [illegible] করিবার মত [illegible] নাই। দুর্ভিক্ষ [illegible] এ দিকের জলপূর্ণ [illegible] অধিকাংশ ধান্য [illegible] আবর্জনা [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। যে [illegible] ধান্যের উপর [illegible] দিন কাল [illegible] উচ্চ পরিমাণে জল [illegible] ছিল, তাহাতে যে শস্য নষ্ট হইবে [illegible] কি? নূতন রোপণ না হইলে কিছু বাঁচিতে পারিত। মহাশয়! আসন্ন [illegible] হাহাকার শব্দ [illegible] আকুল করিতেছে। আগামী বর্ষে কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহ হইবে ভাবিতে গেলে মস্তক ঘূর্ণায়মান হয়! আর [illegible] রক্ষা হওয়াই [illegible] হইয়া উঠি-[illegible] পরিত্রাণ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] করিবারও সম্ভাবনা নাই। কি প্রকারে [illegible] হইবে? এদিগে [illegible] প্রবল, তাহাতে আবার দৈব পীড়া দিন দিন ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া প্রাণিগণকে করালগ্রাসে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল, ইহাতে সম্বন্ধে জীবন যাপন করিবার আশা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, এখান [illegible] শাসনকর্তাও সংবাদ [illegible] করিয়াছেন, এমন আর [illegible] নাই। ইহা দেখিয়া [illegible] কি মনে করেন?

[illegible] বোধ হয় যেন এই [illegible] অধিক [illegible] প্রকাশ করি [illegible] আমরা [illegible] করিতেছি, তত [illegible] প্রজাপুঞ্জের [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] নেত্র [illegible] রক্ষা [illegible] অনেক [illegible]

জমীদারের অত্যাচারী হস্ত হইতে ও প্রজাগণের জীবন আয় বহন করাই দুষ্কর, তাহাতে তাহারা নব স্থাপিত করভার কিপ্রকারে বহন করিবেন? [illegible] উড়িষ্যার নবকর আদায়ের আজ্ঞা হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উড়িষ্যা প্রদেশ যেমন দুর্ভিক্ষসম্পন্ন, [illegible] প্রায় কোন প্রদেশ নয়, তথাপি গবর্ণমেণ্টের এত কোপদৃষ্টি কেন? বোধ হয় তাঁহাদের বিবেচনায় উড়িষ্যা বহুলধনসম্পন্ন। যাহা হউক, আমরা মান্যবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি, এখন উড়িষ্যায় শিক্ষা ও রথ্যাকর প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সুক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া কর আদায়ের আজ্ঞা প্রদান করেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এখন কিছুকাল নবস্থাপিত কর প্রচলিত হওয়া উচিত নয়। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের বিষয় কে না জানেন?

২৯ এ আগষ্ট
[illegible]

আমাদিগের পূর্ণিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

জ্বরের বিক্রম একণে পূর্বাপেক্ষা পূর্ব্ববৎ অব্যাহত রহিয়াছে। একবার জ্বরক্রান্ত [illegible] হইয়া কেহ যে নিষ্কৃতি পাইতেছেন একপ নহে। [illegible] এক ব্যক্তিকে জ্বরের বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে।

পূর্ণিয়ার চতুর্দিক জলে প্লাবিত হইয়াছে। [illegible] নামক স্থানে [illegible] অনেক হইয়াছে। বিস্তর গো মহিষ নষ্ট হইয়াছে, এবং হইতেছে। [illegible] তদর্থে জেলার মাজিষ্ট্রেট [illegible] উপায় কল্পনা করিয়াছেন, সেগুলি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

অমক্রমে গত বারে লিখিয়াছিলাম, রাজা লীলানন্দ সিংহের কেবল দুই লক্ষ টাকা মাত্র ঋণ আছে। আমাদের সে ভ্রম নিরাকৃত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রাজার ঋণ ১০।১১ লক্ষের ন্যূন নহে। এই জন্যই ইহাঁর রাজ্য সমস্ত [illegible] লওয়া হইবে বলিয়া ইহাঁকে ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কাকমোলার [illegible] পোষ্টমাষ্টার রসিকলাল ঘোষ (ইঁহাকে [illegible] পূর্ণিয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাঁহার তিন মাস কারাবাস ও দুই শত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন) আপীলে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। জজ সাহেব বলেন, জাইণ্ট সাহেব অত্যাগ্রহ সহকারে ন্যায় রক্ষা করিতে গিয়া বিনা প্রমাণে এবং নিতান্ত অনিয়মিত প্রণালীতে এ ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়াছেন।

[illegible] সাহেবের স্থানে [illegible] সাহেব পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

দশ বার দিবস হইল সহর ষ্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। এই জেলাটী ডাকাইতের আকর।

কয়েক দিবস হইল, এক ব্যক্তি বেশ্যালয়ে সমস্ত রাত্রি সুরাপান করিয়া প্রাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও [illegible] চৈতন্য জন্মে না।

২৮ এ আগষ্ট।
১৮৭১।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

বহুবিবাহ বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। অতএব এতৎসংক্রান্ত পত্রাদি আর আমরা প্রকাশ করিব না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মাতঃ! [illegible] শরৎ সুন্দরী,
[illegible] [illegible] দয়েছ [illegible]।
পূজিয়া [illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] বিনোদে [illegible]।

তাঁহারা [illegible] আছে [illegible],
সকল [illegible] রক্ষা করিছে মন।
তোমার পুত্রেতে দেখি অবিরত,
দেশহিতাকাঙ্ক্ষী [illegible]।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৪৩ সংখ্যা

"কুমন্ত্রণা প্রকৃতিসিদ্ধিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১, এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।। টাকা

সন ১২৭৮। ২৭ এ ভাদ্র। ইং ১৮৭১। ১১ ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্যাদর্শ। মাসিক পত্র, বারুইপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য নগদ /০ এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক দশ আনা, প্রত্যেক সংখ্যার ডাক মাশুল /০ এক আনা।

১২৭৮। ৮।
কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট নং ৯৯

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

মর্টগেজির আজ্ঞানুসারে এবং অফিসিয়াল আসাইনি, যিনি দেওলিয়া মর্টগেজরের বিষয়ের আসাইনি; তাঁহার সম্মতিক্রমে আগামী ২১ এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় এক্সচেঞ্জ গৃহে মাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

কলিকাতা ধর্ম্মতলা মণ্ডল ষ্ট্রীটে ১৮ নং উপরিকল্প লাটি, আন্দাজিক ৩ কাটা ১৫ ছটাক ভূমির সহিত, কিম্বা ঐ ষ্ট্রীটে পূর্ব্বতন ১৩ নং এবং এক্ষণে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে যথায় দেউলিয়া আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ওর্কিন্স কোম্পানির বা অফিসিয়াল আসাইনির নিকটে আবেদন করিলে বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে।

আনাটমি অর্থাৎ শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। শ্রীমহেন্দ্রনাথগুপ্ত এল, এম, এস, কর্তৃক প্রণীত। প্রথম খণ্ডের মূল্য ২৷৷০। শিয়ালদহ লক হাঁসপাতাল, মেডিকেল কালেজের আফিস এবং চাঁপাতলা অখিল মিস্ত্রির লেন ৭৭ নং ভবনে প্রাপ্য।

২০এ আগষ্ট
১৮৭১

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
শিয়ালদহের লক হাঁসপাতালের ডাক্তার

সর্পাঘাত (দ্বিতীয় সংস্করণ)

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা। এই সংস্করণে অনেক নূতন কথা লেখা হইয়াছে। সর্পের ঔষধ নাই, তবে চিকিৎসা আছে। মাল বৈদ্যদের হাতে সাপের রোগী মরে না। অতএব সকলের এই পুস্তকখানির এক এক খণ্ড লওয়া কর্ত্তব্য। মূল্য ৷/০ ডাক মাশুল / আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
অন্তরবাজার।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট: মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৮ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } কর্ণ এণ্ড কোং

১৩ নং করণ্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাক্‌ ধর্ম্ম ভ্রাতৃ কোম্পানির ও ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হয়।

প্রণীত	মূল্য
গ্রীশ ইতিহাস	৩ টাকা।
ভূবর্ণনায় ব্যাকরণ	।০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	বাটীর স্থান	আন্দাজী
ঐ ২ মিয়ের লেন	ঐ	৭৩ কাটা
নং ১২ ইণ্টিয়ালি রোড	ঐ	১/০ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিষ্টার গিলগান আরবথনট কোম্পানির নিকট জানিতে হইবে।

আমার প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ৩। ১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৭ এ ভাদ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর, ডি, বসু এণ্ড কোং
মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মহাশয়গণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল, কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে, সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

সহস্র, সর্ব্বপ্রকার কাশ, শূল, [illegible] [illegible], ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্তপিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে কঠিন রোগ আছে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহে আরোগ্য হব দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ৷০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অন্তঃপাতি আড়কিনগর } শ্রীমদনানন্দ শর্ম্মণঃ
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দের
নিকট। } নবদ্বীপ
১৬ ই আষাঢ়। ১২৭৮

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম, ডি, কর্ত্তৃক নূতন

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা বাগবাজার [illegible] শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:o:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১ লা সেপ্টেম্বর

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম গভীর ফুট ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।	
মোহানায়	৩১
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	২৪
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকরহ	২১
আলিকরহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইলের মধ্যে	২১
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী ৩৫ মাইলের মধ্যে	২৪
ভাগীরথী।	
মোহানায়	২৫
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১০
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৫৭ মাইলের মধ্যে	১৮
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫৬ মাইলের মধ্যে	১৫
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪১ মাইলের মধ্যে	১০
মোহানায়	১৬
তথা হইতে করিমপুর ১১ মাইলের মধ্যে	২১
করিমপুর হইতে চিয়াকাটী ৩৫ মাইলের মধ্যে	২২ ৬
চিয়াকাটী হইতে নদীয়া ৬০ মাইলের মধ্যে	২৭

সন ১৮৭১ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট ইঞ্চ
১৮ ৩

বহরমপুর
৪ সেপ্টেম্বর
১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, টেম্পল একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া লোকাল ডিবিসন।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ ভাদ্র সোমবার।

-:o:-

আক্ষণিকের শাস্ত্র মত জিজ্ঞাসা।

"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং" এটী রত্নগর্ভ উপদেশ। যিনি তাড়াতাড়ি বড় মানুষ হইবার বাসনা করেন, তাঁহাকে কেবল যে মান সম্ভ্রম ও ধর্ম্মনীতিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়, এরূপ নয়, অবাধিতচিত্ত রূপে কারাগৃহাধিকারীর মুখ দর্শন করিতে থাকে। যে জলস্রোত প্রবল বন্যারূপে সহসা আসিয়া গ্রাম নগরাদি উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেছে, সেই স্রোত মানবাপী হইয়া যদি ধীর ভাবে প্রবাহিত ও উচ্ছলিত হইয়া জনপদকে অভিষিক্ত করে, তাহা হইলে অনিষ্ট না হইয়া জগতের অশেষবিধ কল্যাণসাধক হয় সন্দেহ নাই। এই নীতিতে সমাজ সংস্কারে যাঁহারা একান্ত উদ্যত হইয়া যুগপৎ সমুদায় বিষয়ের বিপ্লব চেষ্টা না করিয়া যদি শান্তভাবে ক্রমে ক্রমে সমাজ সংস্কার চেষ্টা করেন, সমধিক কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আদি ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের অধিকতর প্রণয়ের আস্পদ। তিনি আড়ম্বর শূন্য হইয়া স্থিরভাবে কার্য্য করিতেছেন। যদি প্রাচীন কাল অবধি করিয়া জগতের ইতিবৃত্তের আলোচনা করা যায়, স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে, ক্রমে ক্রমে সমুদায় বিষয়েরই পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে। আমরা যদি

মন্ত্রশক্তি বলে মনুর সময়ের এক একজন ব্রাহ্মণকে সোমপ্রকাশ পাঠকদিগের সম্মুখে উপনীত করিতে পারিতাম, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন, কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সে জটা অজিন দণ্ড, সে গুরুগৃহে বাস, সে বেদাধ্যয়ন, সে সমাবর্ত্তন, সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ তাহার কিছুই নাই। ইংরাজদিগের সময়ের ব্রাহ্মণের তিন দিনেই সেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। এই দৃষ্টান্ত অগ্রে রাখিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্য করিতেছেন। এই হেতু তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তির পাত্র হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরাজ জাতির একান্ত অনুকরণপ্রিয় নব্য সম্প্রদায় ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারাদিকে আদর্শ করিয়া এককালে যাবতীয় বিষয়ের বিপ্লবের চেষ্টা পাইতেছেন, এই নিমিত্ত কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিরই শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এতদূর বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন যে, তাঁহারা হিন্দু নামও আর ভাল বাসেন না। এত দিন আমাদিগের একটী ভ্রম ছিল, রাজা তাঁহাদিগের এই বৈধর ব্যবহারে উৎসাহ দিতেছেন; কিন্তু সম্প্রতি ষ্টিফেন সাহেবের ব্যবহার দর্শনে সে ভ্রম দূরীভূত হইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যত্নে "ব্রাহ্মদিগের বিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য" নামে যে পাণ্ডুলেখ্যটি প্রস্তুত হইয়াছে, আদি ব্রাহ্মসমাজ আপত্তি করাতে ষ্টিফেন সাহেব সেটীকে বিধিবদ্ধ করিয়া তুলিবার বিষয়ে শিথিল যত্ন হইয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের শাস্ত্রমত জিজ্ঞাসাই উহার বিশিষ্ট প্রমাণ। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক অধ্যাপকদিগের নিকটে যে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, পাঠকগণের দর্শনার্থ এস্থলে তাহা গৃহীত হইল।

"সবিনয় নিবেদন—

আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছে, এতদনুসারে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তাহা বৈধ হয় কি না? এতদ্বিষয়ে নিম্নে কয়েকটী প্রশ্ন লিখিত হইতেছে, আপনি তাহার উত্তর প্রদান করিবেন।

৮ ই ভাদ্র ১৭৯৩ শক
আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

১। ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্গত এবং ব্রাহ্মদিগের ক্রিয়া কলাপ হিন্দুপদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেবল তাঁহারা সেই সকল ক্রিয়া কলাপের পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করেন, এমত স্থলে ঐ বিবাহ বৈধ হয় কি না?

২। ভবদেব প্রভৃতির কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতিতে যে কুশণ্ডিকা বিহিত আছে, তাহা সকল বর্ণের বিবাহে আবশ্যক কি কেবল ব্রাহ্মণদিগের বিবাহে প্রয়োজন?

৩। ঐ কুশণ্ডিকার মধ্যে যে বহ্নিস্থাপনাদি আছে তাহা না করিয়া বিহিত বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক দানের পর যদি বিহিত মন্ত্র দ্বারা পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন হয়, তাহা হইলে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না?

৪। উপরি উক্ত ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতিমতে কন্যাদান হইলে সেই স্বামী বর্ত্তমানে ঐ কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করা যাইতে পারে কি না, অথবা ঐ স্বামীর মৃত্যু হইলে ঐ স্ত্রী বিধবা হইবে কি না?

৫। ঐ মতে বিবাহিত স্ত্রী ঐ স্বামীর নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী কি না?

৬। ঐরূপ বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের সন্তান হইলে সে সন্তান ঐ পিতা মাতার দায়াধিকারী হইবে কি না?

৭। হিন্দুদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন প্রথা প্রচলিত হইলে তাহা বৈধ বলিয়া গণ্য হয় কি না এবং সেই প্রথানুসারে বিবাহ হইলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে কি না? ইহার দৃষ্টান্ত গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের বিবাহ।"

অনুগ্রহ পূর্ব্বক অচিরে ইহার উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন ইতি।

আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রণীত বিবাহ পদ্ধতিখানি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম, দেখিলাম, হিন্দু রীতির অনুসারেই পদ্ধতিখানি সংগৃহীত হইয়াছে। "অসপিণ্ডা চ যা মাতুঃ [illegible] [illegible] ইত্যাদি বচনদ্বারা শাস্ত্রকারেরা মাতৃকুল ও পিতৃগোত্রে সমান [illegible] কন্যার পাণি গ্রহণের যে নিষেধ করিয়াছেন, ব্রাহ্মদিগের পদ্ধতি অনুসারে সেই নিষেধ দূর হইল। পদ্ধতি মধ্যে স্ত্রীআচার সম্প্রদান বাক্য ও সপ্তপদী গমনাদির আবির্ভাব অবিকল লক্ষিত হইল। সপ্তপদী গমনাদির মন্ত্রগুলিও অবিকল গৃহীত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই, বহ্নিস্থাপন হোম কুশণ্ডিকা প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান বিধি দৃষ্ট হইল না। কিন্তু এ অনুষ্ঠানগুলি না হইলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, শাস্ত্রকারদিগের ইহা অভিমত নহে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বহু পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণং। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ইতি মনুবচনং তদ্বিবাহগত বিশেষ সংস্কারার্থং অতএব নিষ্ঠাযুক্তং তথাচ রত্নাকরঃ পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা বিবাহকর্ম্মাঙ্গভূতা ইতি" যখন পাণিগ্রহণ মন্ত্র বিবাহকর্ম্মের অঙ্গভূত বিবাহগত বিশেষ সংস্কারার্থক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তখন বহ্নি স্থাপন হোম প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান না হইলে যে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে ইহা সঙ্গত নয়। অঙ্গ বৈকল্য হইলে প্রধানের নিবৃত্তি হয় না। এস্থলে বিবাহই প্রধান। "তুভ্যমহং সম্প্রদদে" বলিয়া কন্যাদাতা কন্যা দান করিলেন

বর স্বীকার করিলেন, ইহা হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তাহার পর কুশণ্ডিকাদি হউক না হউক, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবার নহে। যথা—"স্বায়ম্ভুব প্রদানঞ্চ মনু বাচন ... কন্যায়াং বরম্‌ স্বামীং ... নিবর্ত্ততে ইতি ... নিত্যং ... সমাপ্তি ... সপ্তমে পদে সত্যাহত্‌ ... "

শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টই লিখিয়াছেন, পাণিগ্রহণ হইলেই বিবাহসিদ্ধি হয়। সপ্তপদী গমনের পর সেই বিবাহ সম্পন্ন হয় এই মাত্র। কুশণ্ডিকাদি হয় নাই, অথচ যে বিবাহসিদ্ধি হইয়াছে, "পাণিগ্রহণমন্ত্রাঃ নিয়তং দারলক্ষণম্" ইত্যাদি বচনই তাহার প্রমাণ। যথা— "বাক্যদানে ... সম্প্রদানে ... তত্রাপি পাণিগ্রহণের ... কৃতং ... সপ্তমে পদে ইতি। বিবাহস্তু পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং ... । ... পাণিগ্রহণ মন্ত্রাঃ নিয়তং দারলক্ষণম্। ... পূর্ব্বং ... পাণিগ্রহণাৎ পূর্ব্বং ... "

নির্ণয়সিন্ধু লিখিয়াছেন, "... সপ্তপদী বিবাহ হোমাদি প্রধান ... নারীবিবাহ ... " এস্থলে বক্তব্য এই, সপ্তপদী বিবাহ ও হোম এ তিনই প্রধান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তপদী ও বিবাহ এই দুটী প্রধান কর্ম হইল, হোম যে আর একটী প্রধান কর্ম্ম আছে, তাহা হইল না, এই ... অনুরোধে কি প্রথম দুটী প্রধান ... সিদ্ধ হইবে? কখনই নহে। ... একথা যদি স্বীকার করা যায় ... তাহা হইলে ... উঠে, নির্ণয়সিন্ধু আর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "হোমসাধকত্বে ভার্য্যাত্বভাব ইতি।" সপ্তপদী বিবাহ ও হোম এই তিনটীর অনুষ্ঠান না হইলেই ভার্য্যাত্ব হইবে না, কেবল হোম না হইলে যে ভার্য্যাত্ব হইবে না, এ লেখায় এরূপ বুঝায় না। "পাণিগ্রহণে ... কি ভার্য্যাপতিত্বং সপ্তমে পদে।" পাণিগ্রহণ হইলেই ভার্য্যাত্ব হয়, এ বচনেরই বা গতি কি? শূদ্রদিগের কুশণ্ডিকা ব্যবহার নাই। কুশণ্ডিকা না হইলে যদি বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সার্ব্বত্রিক শূদ্রের বিবাহ অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কুশণ্ডিকার মধ্যে যে বহ্নিস্থাপনের বিধি আছে, তাহা না হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে বহ্নিস্থাপন ও হোম না করিয়া যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা হয়, সেই স্ত্রী কিন্তু শাস্ত্রোক্ত যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনধিকারিণী হইবে এই মাত্র। নির্ণয়সিন্ধু যেরূপ লিখুন, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মতে সপ্তপদী গমন যে প্রধান নয় তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, সপ্তপদী গমনের পরে পাণিগ্রহণের পর ও কন্যার পিতৃগোত্রের অপগত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্তি হয়। সপ্তপদী গমন হইলেই যে বিবাহ শেষ হইল ইহাও নয়, এবিষয়েও মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। সামবেদীদিগের পক্ষে অভিবাদন এবং যজুর্ব্বেদীদিগের প্রেক্ষকাভিমন্ত্রণা ক্রিয়া শেষ হইলেই বিবাহ শেষ হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতই এদেশে আদৃত ও প্রচলিত। যথা— "গোত্রাৎ ... সপ্তমে পদে। ... নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া।" পাণিগ্রহণাদপি পিতৃগোত্রাপহারমাহ ... বিবেকে বৃহস্পতিঃ। "পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ। সপ্তপদী গমনানন্তরং সামগানাং অভিবাদনং এতৎ পর্য্যন্তং ... বিবাহঃ যজুর্ব্বেদিনান্তু প্রেক্ষকাভিমন্ত্রণানন্তরং ... যোগপ্রবেশনান্তোবিবাহঃ।"

যে কন্যার একবার দান হয়, শাস্ত্রে তাহার পুনর্ব্বার দান বিধি নাই। নির্ণয়সিন্ধু কহিয়াছেন যথা—যত কাত্যায়নঃ। "বরয়িত্বা ... পতিতঃ ক্লীব এবচ। বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োহপি বা। উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণ ... ইদং কলৌ নিষিদ্ধং। ... ইত্যাদিস্মৃতিপুরাণে কলৌ নিষেধাৎ। ... উঢ়াপরঃ।" শাস্ত্রকারেরা বিশেষ করিয়া যে সকল ব্যক্তির সহিত বিবাহের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত বিবাহ হইলেও যখন তাহার অন্যথা হয় না এবং বিদ্যাসাগর ... ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহার ভরণ পোষণের বিধি দেওয়া হইয়াছে, তখন উল্লিখিত ব্রাহ্মদিগের প্রণীত পদ্ধতিক্রমে নিষ্পাদিত বিবাহের যে অন্যথা হইবে ইহা কোন অংশেই সম্ভাবিত নহে। তবে কথা এই, উক্ত পদ্ধতি মত বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান দায়াধিকারী হইতে পারে না। কারণ ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু শাস্ত্রকারেরা পিণ্ডদানকে ধনাধিকারিতার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উপসংহারকালে ইহাও বক্তব্য ব্রাহ্মসম্প্রদায় প্রার্থিত নূতন বিবাহবিধি বিষয়েও ব্যবস্থাপক সভার প্রতি বক্তব্য এই, যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে নূতন বিধির অণুমাত্র আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা অন্য অন্য অনেক বিষয়ে অনৌদার্য্য প্রকাশ করি-

ছাড়েন বটে; কিন্তু বিবাহ বিধি বিষয়ে যে ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকাংশে সর্ব্বদেশপ্রশংসনীয় নয়। বর ও কন্যাকর্ত্তা নিজ পুত্র কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিলেন, দিন স্থির হইল, বর কন্যাকর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হইলেন, কন্যাদাতা একটী বাক্য পড়িয়া কন্যা প্রদান করিলেন, বর স্বীকার সূচক বাক্য উচ্চারণ করিলেন, বিবাহ হইয়া গেল। সেই বন্ধন অচ্ছেদনীয় হইল। সাক্ষির প্রয়োজন হইল না। রেজিষ্ট্রারের উপস্থিতির প্রয়োজন হইল না। কতক গুলি অনুকরণপ্রিয় অপরিণামদর্শির বাক্যে অমূল্য লোভনীয় স্বাধীনতা সংহার করা, দেশের অবমাননা করা, শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা আমাদিগের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপকগণ সদৃশ বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিধেয় নহে। উল্লিখিত বিবাহ বিধিপ্রার্থীদিগের প্রতিও আমাদিগের বক্তব্য এই, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যখন তাঁহাদিগের প্রতি এত অনুকূল, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাইতেছেন কেন? আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রণীত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইলে তাঁহাদিগের পত্নীরা পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে অধিকারিণী হইবেন না, তাঁহাদিগের তজ্জন্য দুঃখ নাই। তবে তাঁহাদিগের আপাততঃ ধনাধিকার লইয়া কিছু দুঃখ উপস্থিত হইবে, একথা আমরা স্বীকার করি। তাঁহারা পৌত্তলিকদিগের দেয় পিণ্ডদানে অসমর্থ হইবেন, সুতরাং ধনাধিকারেও বঞ্চিত হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের এ দুঃখ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে। উল্লিখিত আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রণীত পদ্ধতিক্রমে যে সকল স্ত্রীর পাণিগ্রহণ হইবে, তাঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানেরা যে ক্রমে ব্রাহ্ম পিতা ও ব্রাহ্ম মাতার উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্যবহারও কিছুকাল প্রচলিত হইলে যখন তাহা প্রমাণ বলিয়া আদৃত হয়, তখন উল্লিখিত প্রকার ব্রাহ্মদিগের বিবাহ যে আদৃত হইবে না তাহার কারণ নাই। প্রশ্নকর্ত্তা পত্র প্রেরকের প্রদর্শিত ভেকধারী বৈষ্ণবদিগের উদাহরণই এ বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ।

জলপ্লাবন ও খাদ্যাদির অবস্থা।

কুষ্টিয়া অবধি রাণাঘাট পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান জলে প্লাবিত হইয়াছে। যে সকল পল্লীগ্রামে কখন বন্যার জল যায় না, সেগুলিও এবার জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রায় সমুদায় কাঁচা বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। অনেক পাকা ইমারতও ভূশায়ী হইয়াছে। যেগুলি অভগ্ন ও অপতিত অবস্থায় আছে, তাহাতে ৫। ৬ হস্ত জল দাঁড়াইয়াছে। আশুধান্য গেল; যে ধান্য ক্ষেত্রে ছিল, তাহার ত কথাই নাই, যাহা কাটা হইয়াছিল, তাহাও রক্ষা পাইল না। বিস্তর গোমহিষ আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, মানুষ মারা পড়িয়াছে কি না, যদি মরিয়া থাকে, কত মারা পড়িয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কতক লোক নৌকায় আর কতক লোক রেলওয়ের পার্শ্বে অনাবৃত স্থানে পরিবার ও গোমহিষাদিসহ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। রেলওয়ের অনেকগুলি সেতু ভগ্ন হইয়াছে। রাস্তার অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া তন্মধ্য দিয়া মহা বেগে স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এপর্য্যন্ত জল কমে নাই। দরিদ্রেরা মারা পড়িল। আহারের কষ্টের ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতেও শোচনীয় সংবাদ আসিতেছে। রাজা রাজবল্লভের রাজনগরস্থিত বিখ্যাত নবরত্ন ও অন্যান্য কীর্ত্তি পদ্মার উদরসাৎ হইয়াছে। দক্ষিণ বিক্রমপুর জলে প্লাবিত হইয়াছে। ঢাকারও এই অবস্থা; তত্রত্য সংবাদ পত্র সকল আক্ষেপ করিতেছেন, খাদ্য দ্রব্যের অভাবে দোমরুক উপস্থিত হইয়াছে। ফরিদপুর ও যশোহরও এ দুর্দ্দৈব হইতে মুক্ত নহে। ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে প্লাবন হইয়াছে। যশোহরে এত গরু মরিয়াছে যে, তত্রত্য সংবাদপত্র বলেন, দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিয়ার প্রধানাংশ জলে ভাসিতেছে। সাহেবগঞ্জে লোকের যারপর নাই কষ্ট হইয়াছে; তথায় আত্যন্তিক জলবৃদ্ধি হইয়াছে। আরও বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। রাজশাহির অবস্থাও ভাল নহে। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নদীর জল আর কিছু বৃদ্ধি হইলে বোয়ালিয়া নগরটীর উৎসন্ন হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। গঙ্গা ভাগীরথী ও মাথাভাঙ্গার নিকটস্থ স্থানগুলি অপ্লাবিত নয়। মুরশিদাবাদ, ভাগলপুর, পাটনা, বিহার ও মুঙ্গেরেও এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তবে পাটনা ও ভাগলপুরে জল ক্রমশঃ কমিতেছে। বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মুরশিদাবাদ নগরে জল প্রবেশ করিয়াছিল। নদীয়া ও পাটনাতে রেলওয়ের সন্নিহিত স্থানগুলিই অধিকতর প্লাবিত হইয়াছে। রেলওয়েতে যেসকল জলপথ রাখা হইয়াছে, তাহা দ্বারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল নির্গত হয় না, তাহাই রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে অধিকতর জল বৃদ্ধির কারণ। এই কারণে পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ের অনেক স্থানও ভগ্ন হইয়াছে। আমরা ইঞ্জিনিয়রদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, জল নির্গমের প্রশস্ত পথ থাকিলে কি এ দুর্ঘটনার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইত?

উপসংহারে আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, প্লাবনপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ কি করা উচিত? পূর্ব্ব বাঙ্গলার রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ যথেষ্ট সাহা

সাহায্য দিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ অগ্রসর না হইতেছেন, ... যথোচিতরূপ সাহায্যদান হইতেছে না। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর কাদের ... দীনবন্ধুর বলিয়া ভাণ করেন। ... এক্ষণে সমস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন ... সময়ে লোকের কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া ... চেষ্টা করুন। এই হতভাগ্য লোকদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা হউক। ... জেলাতে আশাতীত বৃষ্টি হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের এই সময়ে অল্প ... কৃষকদিগকে টাকা কর্জ দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের অবস্থাও আশাজনক নহে। পঞ্জাবের অনেক স্থান প্লাবিত ও তথায় শস্যের ক্ষতি হইয়াছে। অতিবৃষ্টি নিবন্ধন বেরারের তুলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে আর জল হবে না; কিন্তু আসাম বেহার ও সিন্ধুর স্থানে স্থানে বৃষ্টি নাই, এই সংবাদ আসিতেছে। সৌরাষ্ট্রে ... পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্য লোকের সাহায্যার্থ ১০,০০০ টাকা কর্জ দিয়াছেন।

প্রাপ্ত।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের আর এক অধ্যায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ অবধি আলাহাবাদের যুদ্ধ পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছি। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যে সংখ্য যুদ্ধপ্রিয় লোক ছিলেন, তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপদের সময়ে কি করিয়াছিলেন? যে ইউরোপীয় সেনাদল উক্ত গবর্ণমেণ্টের এক গৌরব ও আশার স্থল, তাহারা কি করিল? আমীর ... কারণে গবর্ণমেণ্টের শত্রু হইলেন? এতদ্দেশীয় রাজাদিগের যত সৈন্য ছিল, তাহারাই বা কি করিল? এই সকল প্রশ্নের উত্তরদান কর্ত্তব্য। অতএব আমরা আহ্লাদসহকারে উহার উত্তর দান করিতেছি। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজার পিতামহী রাণী বিক্টোরিয়ার সময়ে গবর্ণর জেনরল উপাধিধারী এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। পাঁচ বৎসরান্তে নূতন গবর্ণর জেনরল আসিতেন। আমরা অগ্রে যে শোচনীয় ঘটনার বর্ণন করিয়াছি, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যেক গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতিরও পরিবর্ত্ত হইত। লার্ড ক্যানিঙের সময়ে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও সর্ব্বসাধারণের মত লইয়া অনেক কাজ করা হইত। ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে কতকগুলি প্রধান রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব দেওয়া হইয়া ছিল। কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে জন লরেন্স নামক একজন সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তা হইয়া আইলেন। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে ইনি যশোলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, জন লরেন্স বিদ্রোহের সময়ে নিজে কিছুই করেন নাই, কেবল কতকগুলি উপযুক্ত সহকারীর কার্য্য নিজের বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে ইহা জানিতেন না। তাঁহারা এই ব্যক্তিকে "ভারতবর্ষের রক্ষাকর্ত্তা" বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পঞ্জাবে ব্রিটিশ সীমার নিকটে কতকগুলি বন্য উপদ্রব করে। পঞ্জাবের কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই অজ্ঞানী দস্যুদিগের সংখ্যা এত অধিক বলিয়া বর্ণন করেন যে, বোধ হইল, যেন সমুদায় পাঠান জাতি একত্রিত হইয়া সুলতান মামুদ ও আহম্মদ আবদুল্লার সময়ের ঘটনাদির পুনরভিনয় করিবে। তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লার্ড এল্গিনের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে ইংলণ্ডের লোকে ভাবিলেন যে, এইবার ভারতবর্ষ গেল, এ সময়ে সর জন লরেন্স ব্যতীত আর কেহ দেশ রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা হইয়াই এতদ্দেশীদিগের যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যমাত্রকে তিনি শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। লার্ড ক্যানিঙ এতদ্দেশীয় জমীদার ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক কাজ করিয়া যান। সর জন লরেন্স ইহাদিগকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। রাণী বিক্টোরিয়ার সময়ে ভারতবর্ষে নিয়মানুগত ও নিয়মবহির্ভূত বলিয়া দুই প্রকার শাসনপ্রণালী ছিল। নিয়মানুগত প্রদেশে আইন অনুসারে কাজ হইত। শাসনকর্ত্তৃগণ লোকের জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা চালন করিতে পারিতেন না; কিন্তু নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে প্রজাদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করা হইত; তথায় নামমাত্র আইন ছিল, কার্য্যতঃ কর্ম্মচারিগণ যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতেন। সর জন লরেন্সের সময়ে একটী আইন হইয়াছিল, উহা দ্বারা ২৭ ঘটিকার মধ্যে এক ব্যক্তির বিচার (?) ও ফাঁসী হইত!!! এক্ষণকার লোকে ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন; কিন্তু এটী অযথার্থ নয়। লোকের কোন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। যিনি সাহস পূর্ব্বক শাসনকর্ত্তাদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেন, তাঁহার সর্ব্বনাশ হইত। যার পর নাই অত্যাচার হইত; কিন্তু প্রতি বৎসর শাসনের রিপোর্ট মধ্যে লেখা হইত, "প্রজাগণ সাধারণো সন্তুষ্ট, সমুদায় দেশ শিক্ষিত ও সভ্য হইতেছে এবং সর্ব্ববিষয় সংক্রান্ত উন্নতির সীমা নাই"। ইংলণ্ডের লোকে এই কথায় বিশ্বাস করিতেন।

এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ যথার্থ অবস্থার বর্ণন করিতেন; কিন্তু ইংরাজেরা সে কথায় বিশ্বাস করিতেন না। সর জন লরেন্স শাসনকর্ত্তা হইবামাত্র নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কতকগুলি কর্ম্মচারীকে আপনার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন। পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের হস্তে ক্ষমতা ছিল; ইঁহারা উদার প্রণালীর অনুমোদন করিতেন। যাহাতে ভারতবাসীদিগের রাজনীতি বিষয়ে উন্নতি হয়, ইঁহাদিগের অনুক্ষণ এ চেষ্টা ছিল; কিন্তু সর জন লরেন্স অবিলম্বে ইঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করেন। এই সময় অবধি গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্বসাধারণের অনৈক্য হয়। রিচার্ড টেম্পল নামক এক ব্যক্তির হস্তে রাজস্বের ভার দেওয়া হয়। ইনি ইতিপূর্ব্বে নাগপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অল্পকাল মধ্যে লোকে তৎপ্রকাশিত রিপোর্ট পাঠ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন যে, পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা, মরুভূমিতে জলাশয়, বন কাটিয়া শস্যক্ষেত্র এবং চতুর্দ্দিগে খাল ও বিদ্যালয় হইয়াছে। কিন্তু এগুলি কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র। তথাপি ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন। রিচার্ড টেম্পল অল্পকাল মধ্যে নানা প্রকার পীড়নকারী কর স্থাপন করেন। কি ভারতবর্ষীয় কি ইউরোপীয় সকলেই ইহাতে অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু সর জন লরেন্স এবং তৎপরে লার্ড মেয় টেম্পলের সহায় হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডের যে মন্ত্রীর হস্তে ভারতবর্ষের ভার ছিল, তিনি এই ঘৃণিত রাজস্ব প্রণালীর অনুমোদন করিতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিয়া ভূমির উপরে অতিরিক্ত কর স্থাপিত হইল। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে মূর্খ করিবার নিমিত্ত শিক্ষাবিভাগের ব্যয় প্রায় এককালে বন্ধ করিলেন। সকলেই অসন্তুষ্ট, কেহই শাসনকর্ত্তাদিগের বাক্যে আর বিশ্বাস করিতেন না। মহাসভায় আবেদন করা হইল, উক্ত সভা নামমাত্র এদেশের তত্ত্বাবধান করিতেন, কার্য্যতঃ মন্ত্রিরা যাহা বলিতেন, তাহাই হইত। লোকে হতাশ্বাস হইয়া আর কিছু বলিলেন না। বঙ্গদেশে কতক উদার প্রণালী ছিল; বঙ্গদেশের লোকেরা অন্যান্য প্রদেশের মত চালন করতেন, কিন্তু জর্জ্জ কাম্বেল নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। ইনি অল্প কাল মধ্যে অকারণ বিস্তর অনিষ্টকর পরিবর্ত্ত করেন। এতদ্দেশীয়দিগের স্বত্ব হরণ ও ক্ষমতা খর্ব্ব করা ইঁহার রাজনীতি। বঙ্গদেশবাসিগণ ও শেষে সর্ব্ব সাধারণে অসন্তুষ্ট হইলেন। লার্ড মেয় এতদ্দেশীয় রাজগণের নানা প্রকার অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কিছুই দেখিতেন না। বৎসরের আট মাস কাল সিমলা পর্ব্বতে (যেখানে এক্ষণে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট একটী পর্য্যালয় করিয়াছেন) বাস করিতেন। নৃত্য, গীত, ভোজ ও মৃগয়াতে ইঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কয়েকজন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারী যাহা ইচ্ছা করিতেন। সুবিচার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান গৌরব ছিল। লার্ড মেয়ের সময়ে এপথে এত কণ্টক নিক্ষেপ করা হয় যে, লোকে সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ে আপীল পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। প্রধান শাসনকর্ত্তাকে ইহা জানান হইল, কিন্তু তিনি বলিলেন "ভারতবর্ষীয়গণ অতিশয় মকদ্দমাপ্রিয়, মকদ্দমা যত কম হয় ততই ভাল।" লোকে স্থির করিলেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আর কোন উদ্ধারের আশা নাই।

দেশের ত এই প্রকার অবস্থা। কর ভার অসহ্য হইয়া উঠিল। শাসনকর্ত্তৃগণ অলস হইয়া পড়িলেন এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে লাগিলেন। নিপীড়িত লোক আদালতের সাহায্য লইতে পারিতেন না। শিক্ষা বন্ধ ও সভ্যতার প্রতি আক্রমণ আরম্ভ হইল। ইহার উপরে আবার গবর্ণমেণ্ট আমীর সিয়ার আলীকে চটাইয়াছিলেন। কাবুলে কয়েক বৎসরাবধি অনেক শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন না করিয়া যখন যিনি রাজা হইতেন, তখন তাঁহাকেই রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেন। আফগানেরা এই রাজনীতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিত না। তাহারা স্থির করিয়াছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতারক ও স্বার্থপর। ইঁহাদিগের বন্ধুতার উপরে বিশ্বাস করা নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র। বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ টাকা আর কতকগুলি পুরাতন বন্দুক ভিন্ন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাবুলের আর কোন সাহায্য করেন নাই। রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে সিয়ার আলী জিজ্ঞাসা করেন "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার অভ্যন্তরস্থ ও বিদেশীয় শত্রুর বিপক্ষে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন কি না?" "হাঁ" অথবা "না" ব্যতীত ইহার আর কোন উত্তর ছিল না। কিন্তু লার্ড মেয় অনেক শিষ্টাচার সহকারে বলিলেন, ইংরাজীয় গবর্ণমেণ্ট কোন রাজ্যের শাসন প্রণালীর উপরে হস্তক্ষেপ করিতে চান না। পক্ষান্তরে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিলেন, আমীরের যখন প্রয়োজন হইবে, তখন তাঁহারা ৮০,০০০ সৈন্য দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবেন। তাঁহারা আরও আফগান সেনাদিগের নিমিত্ত দুই লক্ষ নূতন রাইফেল প্রদান করিলেন। আমীর এককালে ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্টের অসন্তোষভাজন হইয়া পরিত্যাগ করিয়া [illegible] অনুগত হইলেন। ইংল[illegible] উপস্থিত করিয়া যুদ্ধ করে অর্থাৎ [illegible] বিশ্বস্ত রাজনীতি। [illegible] বণিকের দেশে রুশীয় সৈন্যের গোলোযোগে আসিল। পারস্য [illegible] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ। [illegible] প্রভৃতি স্থানে বিস্তর পরাজিত ভারতবর্ষীয় সৈন্য থাকিত। তাহাদিগকে [illegible] করিলে তাহারা শান্তভাবে আপন আপন দুর্গে আসিত; কিন্তু ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই তাহা করেন নাই। তাহারা দেশের রাজ্য [illegible] জ্ঞান আসিত। অতএব বর্ত্তমান সময়ে তাহাদিগের দ্বারা শত্রুরা বিলক্ষণ সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, [illegible] জেনরল ওক্‌লিকে বন্দী ও গোলোযোগে দুর্গ অধিকার করিয়া অল্পকাল মধ্যে [illegible] লোকের জয় করে। একজন নিস্তেজ ও অবিবেচক লোক তখন উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কোথায় তিনি বিদেশীয় শত্রুর প্রতিরোধ করিবেন, না, তত্রস্থ এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের উপরে আক্রোশ করিলেন। ১৮৫৭ অব্দে শিখেরা [illegible] সাহায্য করিয়াছিল। পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জানিতেন যে এবার ও তাহা হইবে; কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। শিখেরা বলিল, "আমরা দিল্লী জয় করিয়া ভারতবর্ষ [illegible] আমাদের কি হইয়াছে? [illegible] আমাদের ভূমির উপরে অপমানিত করা হইতেছে। আমরা [illegible] হইলাম। আর [illegible] নাই। আমাদিগের অতি [illegible] একজন [illegible] কারী কমিসনরের নিকটে অপমানগ্রস্ত হন। আমরা [illegible] ইউরোপীয়ের [illegible] অঙ্গুলী দ্বারা [illegible] ২৪ ঘটিকার মধ্যে ফাঁসী হয়, আর এক জন ইউরোপীয় ক্রীড়ার নিমিত্ত একটী বালককে নদীতে নিক্ষেপ করিল, তাহার [illegible] মাস মাত্র মেয়াদ হইল। অত্র [illegible] তোমরা আমাদিগকে নিস্তেজ করিয়াছ। আমরা কি করিতে পারি? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বজায় থাকে, আমাদিগের ইচ্ছা; কিন্তু আমাদিগের সাহায্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই।" ইতিপূর্ব্বে শিখ ও এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৈন্যগণ অবগত হইয়াছিল যে, শত্রুদিগের রাইফলের আগুনের সম্মুখে [illegible] হস্তে গমন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নূতন রাইফল দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। আর এ সময়ে তাহাদিগেও দান হইত না। কারণ এত অল্পকাল মধ্যে শিক্ষা করা সম্ভাবিত নয়, সুতরাং এই সৈন্যগণের সাহায্যও পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষীয়দিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত করিয়া রাখা কেবল বহুকালাবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি [illegible]। ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে সেই প্রণালী অনুসারে রাখা হয়। কোথাও সম্পূর্ণ এক রেজিমেণ্ট সৈন্য অথবা পূর্ণ এক প্রস্থ কামান রাখা হইত না। ইউরোপীয়দিগের উৎকৃষ্ট অস্ত্র ছিল, এতদ্দেশীয়দিগকে আর গোলন্দাজ করা হইত না; সিপাহীদিগকে শাসন করাই উহার উদ্দেশ্য। এক স্থানে দুই এক পদাতিক দুটী কামান আবার এক শত ক্রোশ দূরে ঐ পরিমাণ সৈন্য রাখা হয়। শত্রুগণ এত দ্রুত অগ্রসর হইল যে, সকল ইউরোপীয় সৈন্যকে একত্রিত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ সেনাপতিগণ কোন স্থানে ৫০০০ সৈন্যের অধিক সমবেত করিতে পারেন নাই। বিলম্বের আরও এক কারণ হয়। ইউরোপীয় সৈন্যগণ এত বিলাসপ্রিয় হইয়াছিল যে, কোন সৈনিক এক দিনে পাঁচ ক্রোশের অধিক গমন করিতে পারিত না; সামান্য বৃষ্টি হইলে সে দিবস কুচ বন্ধ হইত। কোন সেনাপতি একত্রে ৫০,০০০ সৈন্যকে চালন করিতে জানিতেন না। এটী তাঁহাদিগের অনভ্যস্ত ছিল। অতএব শত্রুগণ সহজে ইহাদিগকে বধ ও বন্দীভূত করিতে লাগিল। তখন ৬০০০০ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। বন্দোবস্ত ভাল হইলে, অন্ততঃ ৫০,০০০ ইউরোপীয় ও দেড় লক্ষ এতদ্দেশীয় সৈন্য শত্রুর নিকটে শত্রুদিগের পথ রোধ করিতে পারিত; কিন্তু [illegible] গবর্ণমেণ্ট জানিতেন, দেশীয় লোককে শাসনে রাখা ভিন্ন সৈন্যদিগের অন্য কোন কাজ নাই। বিদেশীয় শত্রু সিন্ধু পার হইলে কিসে তাহার পথ রোধ করা হইবে, ইহা কোন রাজনীতিজ্ঞ অথবা সেনাপতির মস্তিষ্ক মধ্যে প্রবেশ করে নাই। অতএব পাঠকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন শত্রুগণ কিরূপে এত সহজে অগ্রসর হইয়াছিল। সে বৎসর অত্যল্প বর্ষা হইয়াছিল বলিয়া [illegible], সিন্ধুর সেতু নষ্ট হইয়াছিল। নদী সকল পরিপূর্ণ ছিল। ইহাতেই আফগানদের আসিতে বিলম্ব হয় এবং সেই নিমিত্ত লার্ড [illegible] সৈন্য সংগ্রহ করিবার সময় পান। সেকালের ইউরোপীয় সেনাদল গিয়াছে, আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ্ঞী এক্ষণে ইউরোপীয় সৈন্য রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পিতামহীর সময়ে ভারতবর্ষের নিমিত্ত পৃথক সেনাদল না থাকাতে আরও অনিষ্ট হইয়াছিল। তবে লাভের মধ্যে এই, যে সে সময় [illegible] নিবন্ধন দ্বাদশ কোটি টাকা উক্ত ইউরোপীয় সৈন্যদিগের বারিকের জন্য ব্যয় হইয়াছিল সেগুলি একে একে পড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগের রাজ্ঞী পিতামহীর সময়ের শাসনকর্ত্তাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এক্ষণে

ঐ সকল অপরাধজনিত ধনের সুদ দিতে ছেন। তবে লোকাদের বিষয় এই, এক্ষণে সর রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় রাজস্ব ও নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মন্ত্রী নাই। রাজা অন্য অন্য বিষয়ের সহিত রাজস্বের ভারও আমাদিগের হস্তে দিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

১০ এ ভাদ্র সোমবার।

আমরা শ্রবণ করিলাম, কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের ব্যারিষ্টরেরা ফিয়েন সাহেবের জজ সাহেবের আইনের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন। বোম্বাইর ব্যারিষ্টরেরাও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ইনান সাহেব কলিকাতা হাই কোর্টে আমীর খাঁর আপীলের মকদ্দমা চালাইবেন স্থির হইয়াছে। কামরাধার খাঁ লার্ড মেয় ও লর্ড উইলিয়ম গ্রের নামে ক্ষতি পূরণের নালিশ করিতেছেন। পাটনায় যে জজ বিচার করিয়াছিলেন, এবং যে সকল কাউন্সিল ওহাবিদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, গবর্ণর জেনরল তাহাদিগকে সিমলায় যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। এ গ্রীষ্মের শেষ সহজে হইবে না বোধ হইতেছে।

হাই কোর্টের জজেরা একবাক্যে স্থির করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় একরূপ দুই অথবা ততোধিক অপরাধে ব্যক্তি এককালে অপরাধী হয়, দণ্ডবিধির অনুসারী দণ্ডদান ভিন্ন আদালত তাহার বেত্রাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারেন।

হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মোক্তারদিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে যদিও কোন প্রকার দুশ্চরিত্রতার প্রমাণ পাওয়া না যায় তথাপি অন্য কোন বিশিষ্ট কারণের সদ্ভাব হইলে আদালত তাঁহাদিগকে ১৮৬২ অব্দের ২০ আইনের ১২ ধারানুসারে স্থগিত বা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

প্যারিসে ৮০,০০০ ব্যক্তি আপনাদিগের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ২৪০০০০ লোক সাধারণের দানে জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। এগুলি যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বহরমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু কেদার নাথ মাহাতা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর অনেকগুলি গুণ ছিল।

ঢাকাপ্রকাশ ও হিন্দুহিতৈষিণী আক্ষেপ করিয়াছেন, ঢাকা কালেজের ছাত্রদিগের চিকিৎসার্থ যে সিবিলসার্জ্জন আছেন, তিনি মাসিক এক শত টাকা বেতন পান, কিন্তু তাঁহার এত কাজ যে ছাত্রদিগকে দেখিবার সময় পান না। ঢাকাপ্রকাশ প্রস্তাব করিয়াছেন, এই টাকায় এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের মতে ছাত্রদিগের চিকিৎসার্থ পৃথক চিকিৎসক রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজ হিন্দু স্কুল প্রভৃতিতে চিকিৎসক নিয়োগ দ্বারা কোন কাজ হয় নাই। ধনীদিগের সন্তানেরা কালেজের চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান না। দরিদ্রগণ মিট্‌ফোর্ড, কলিন্টোলে যাইতে পারেন। অতএব চিকিৎসকের ১০০ টাকা শিক্ষাবিভাগের অন্য কোন কার্য্যে বিনিয়োজিত করিলে অনেক উপকার হইবে।

ঢাকার বদমাএসদিগের দৌরাত্ম্য কিছুতেই নিবারিত হইতেছে না। ঢাকাপ্রকাশ ৮টী হত্যার হিসাব দিয়াছেন। মাসের মধ্যে এক খুন হইল, কিন্তু পুলিস কিছুই করিতে পারিলেন না। দাঙ্গা ও চুরি প্রভৃতি ত প্রাত্যহিক হইতেছে। পূর্ব্বে কলিকাতায় যেমন নাবিকদিগকে আনিয়া দাঙ্গা করা হইত, ঢাকায় সেইরূপ এক দল লাঠিয়াল জুটিয়াছে। ২৪ পরগণা হইতে কয়েক জন উপযুক্ত লোককে তথাকার পুলিসে লইয়া যাওয়া উচিত।

সম্প্রতি ঢাকায় একটী হস্তি দুই জন মাহুতকে বধ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট হস্তীটীকে বধ করিতে বলেন, কিন্তু মেলার অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, মাহুতদিগের দোষেই এরূপ হইয়াছে, হস্তীটী অতিশয় শান্ত স্বভাব। দুই জন ভারতবর্ষীয় সদর লোকের নিমিত্ত কি হাজার টাকার হাতী নষ্ট করা উচিত?

প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন জেলার জজেরা ভাল বিবেচনা করিলে মুন্সেফদিগকে ছোট আদালতের ক্ষমতা দিতে পারিবেন। ইচ্ছা করিলে ঐ ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারিবেন, এ নিয়ম হইতে কি ভাল হয় না? এরূপ কতকগুলি মুন্সেফ আছেন, নালিশ করিলেও তাহারা ডিক্রী দেন। ৫০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমায় ইহাদিগের আজ্ঞা যদি চূড়ান্ত হয়, বেশ উত্তম হইবে।

শ্যামদেশীয় যে সংলিপ্তদেহ যমজ বয় উত্তর কারোলিনায় ছিল, উহাদের একটীর মৃত্যু হইয়াছে। পাছে দ্বিতীয়টীর মৃত্যু হয় এ নিমিত্ত মৃত দেহটীকে পৃথক করিবার চেষ্টা হইতেছে।

আমরা প্রোগ্রেস পাঠে অবগত হইলাম, অক্সফোর্ডের মাগডলান কালেজের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার, উইলকিন্স একটী সিদ্ধান্ত এক্ষণকালে বলিয়াছেন, তিনি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস এই যে, প্রতি ১২ জন স্ত্রীলোকের সহিত একজন মাত্র পুরুষ অর্থে বিবাহ করিবে। স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যাগত এরূপ বৈলক্ষণ্য হওয়ায় কিরূপে উহাদের বিবাহ হইবে? বোধ হয় পাদ্রি সাহেব অর্থে বহুবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টায় আছেন।

চট্টগ্রামের কমিশনরের আবেদনানুসারে মহারাণী স্বর্ণময়ী তথায় একটী "নাবিকাশ্রম" নির্মাণার্থ ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত রাণীর দান বিষয়ে যে কোন কৃপণতা নাই, ইহা দ্বারা তাহার পরিচয় হইতেছে।

১১ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

গত সোমবার অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। লালদীঘী হইতে কলিকাতার [illegible] অংশ ও উপবিভাগ এক কালে প্লাবিত হয়। কোন কোন স্থানে দুই হস্ত জল [illegible] রাছিল। এক জন পুরুষ [illegible] ক্লার্ক সাহেবের [illegible] নিবারণ না হওয়াতে [illegible]

রাস্তার পার্শ্বে অধিক সংখ্যা গাঁকড়ি দিলে এই কার্য্যের নির্বাহ হইতে পারে। মফস্বলেও এক প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে। কলিকাতায় ১১ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত [illegible] ৭১ ৫৬ জন হইয়াছে। সোমবার যে [illegible] হয় [illegible] করিলে আরও অধিক হয়।

[illegible] মৃত্যু সংবাদ অমূলক বলিয়া টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি [illegible] রাজ্ঞী পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়াছেন

আমরা আহ্লাদিত হলাম, কলিকাতার ইনকম টাক্স নির্দ্ধারিত করিবার জন্য এক জন ডেপুটি কালেক্টর আসিতেছেন। এত দিন আসেসরদিগকে বিদায় দেওয়া হইবে। কলিকাতার দুই জন আসেসরই উপযুক্ত লোক। তথাপি একজন শিক্ষিত ডেপুটি কালেক্টর তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, রাণাঘাটের উপযুক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের বনগ্রামে বদলী হইবার যে আজ্ঞা হয়, তাহা রহিত হইয়াছে।

গত শনিবারের গেজেটে ঢাকার মিউনিসিপালিটির একটী বিস্তৃত সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, মিউনিসিপালিটির ৫৭,৯৮৬ ৮৶১০ টাকা আয় ৪৩৮০০ টাকা ব্যয় এবং ১০০৪৯১ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পুলিস ১৬৫০০ টাকা গ্রাস করিয়াছেন। কর্ম্মচারিদিগের বেতনে শত করা ১১ টাকা গিয়াছে! বাকী করের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নামে ২০০০ টাকা বাকী আছে।

[illegible] বলেন, এ টাকা শীঘ্র আদায় হইবে, এরূপ আদায় হইবার উপায় নাই বলিয়া [illegible] লিখিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট [illegible] আমরা দেখিতেছি এক [illegible] নূতন রাস্তা হইয়াছে। কমিসনর বলেন, লোকে মিউনিসিপালিটির উপরে সন্তুষ্ট; কারণ সংবাদ পত্রে ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই। বোধ হয়, কমিসনর সাহেব এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্রের আন্দোলোক্তি বড় গ্রাহ্য করেন না। বস্তুতঃ আমরা যত মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে রাণাঘাটের মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট যেমন তুষ্টিকর ঢাকার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১২ এ ভাদ্র বুধবার।

মিডিনাপুরের [illegible] বলেন, কড়কির অনেক গুলি আফিস, বাজার ও কালেক্টরী প্রভৃতি পড়িয়া গিয়াছে। এবারকার বর্ষা লোকের চিরস্মরণীয় হইবে।

লাহোর হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ আসিয়াছে, কুরবিক্ষ সিংহ নামক এক ব্যক্তি তত্রত্য ছোট আদালতের জজ জন্সনসাহেবকে হত্যা করিয়াছে। জজ তাহার বিরুদ্ধে অনেক মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, এই তাহার অপরাধ এবং তজ্জন্য বিচার হইতেছে।

সম্প্রতি পঞ্জাব লাইনের সাহারনীয়া নামক স্থানে একটী সেতু ভগ্ন হইয়াছে। যে সময়ে ইহা ভগ্ন হয়, তাহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ ঘটনা হইলে বহুসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত।

মাদ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, সম্প্রতি উৎকামুণ্ডের পোষ্ট আফিসে অকস্মাৎ বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়া অনেকগুলি সরকারী কাগজ পত্র নষ্ট হইয়াছে। জিবো কোম্পানি বাড়ি ডাকে বারুদ প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই ঘটনা হয়। কোন জ্বলনশীল পদার্থ বাড়ি ডাকে প্রেরণ করা পোষ্ট আফিসের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের আবেদনানুসারে কাবেল সাহেব উক্ত কোম্পানিকে গ্রেপ্তার করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

মাইসোরে এক নূতন বিধ তুলার গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আপনা আপনিই অধিক পরিমাণে জন্মে। ইহার চাসের নিমিত্ত বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আমাদিগের তুলা কমিসনর রিবেট কার্ণাক সাহেব ইহার পরীক্ষার্থ বাঙ্গালোরে গমন করিতেছেন।

আমেরিকার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংবাদাদি আদান প্রদানের নিমিত্ত টেলিগ্রাফ খুলিবার উদ্যোগ হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময়ে ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে এদেশে যত সৈন্য প্রেরিত হয়, উহাদের সংখ্যা ও বয়সের একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বেতনাদিক প্রেরিত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক সৈন্যের সংখ্যাই অধিক। ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এদেশের জল বায়ু যে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অনুপযোগী নহে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহা জানিয়াছিলেন। এখন বিলাসপর ইউরোপীয়দিগেরই কেবল ভারতবর্ষের জল বায়ু সয় না।

৫৫ বৎসর বয়সে পদত্যাগ করিবার নিয়ম কি নাম মাত্র হইল? গবর্ণমেণ্টের আফিসের বিস্তর কেরাণীর ঐরূপ বয়স হইয়াছে। নিম্নতর শাসন কার্য্যে ও [illegible] বিচারকার্য্যে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ছয়ের কোটা ছাড়াইয়াছেন। আমরা সেদিবস সিগাল [illegible] আফিসে কয়েকজন [illegible] কেরাণীকে দেখিলাম, ইহাদিগের কর্মশক্তি গিয়াছে বলিলেই হয়। ইহাঁদিগকে কবে বিদায় দেওয়া হইবে?

২৩ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন মুর্শিদাবাদে খাদ্য দ্রব্য এরূপ দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক দরিদ্র অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। এ নিমিত্ত তত্রত্য কালেক্টর পূর্ত্তকরণ "রিলিফ ফণ্ড" হইতে ৫০০০ টাকার খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহাদিগকে বিতরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

মুবরবন থানার একজন চৌকীদার মিথ্যা করিয়া একজন এতদ্দেশীয়ের প্রতি দোষারোপ করাতে আলীপুরের মাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার এক বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। এরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত যত অধিক হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

আগামী ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই লুসাই দিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরিত হইবে স্থির হইয়াছে। একদল সৈন্য কাছাড় ও অপর দল চট্টগ্রাম হইতে লুসাইদিগের দেশে গমন করিবে। কাছাড়ের দলে ২২,৪২ এবং ৪৪ পল্টন এতদ্দেশীয় পদাতিক থাকিবে এবং যে দল চট্টগ্রাম হইতে যাইবে তাহাতে ২ ও ৪ পল্টন গুরখা এবং ২৭ পল্টন এতদ্দেশীয় পদাতিক থাকিবে। সকল সৈন্যকে এনফিলড রাইফল দেওয়া হইবে। এই বারে লুসাইদিগের চৈতন্য হইবে। "ভূতে! পলায়ন্তি বর্জনাৎ।"

সর উইলিয়ম মিয়রের এতদ্দেশীয়দের উন্নতি বিষয়ে বিলক্ষণ চেষ্টা আছে। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধবা বিবাহের প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। যে দিন তিনি নাইনিতাল হনটি রিউটে গমন করিয়া বিধবা বিবাহ বিষয়ে যে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা পঠিত হয়, বিশেষ রূপে তাঁহার পোষকতা করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত স্থানে কোন সভা হইলে তিনি তথায় গিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঈদৃশ সদ্‌গুণশালী শাসনকর্ত্তারাই অচিরকাল মধ্যে প্রজাপ্রিয় হইয়া থাকেন।

আগামী ২১ এ সেপ্টেম্বর টাউনহলে হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসিয়নের অধিবেশন হইবে।

২৬ এ আগষ্ট যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতার মধ্যে ৯১ ব্যক্তির জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে। এবার সর্ব্বত্রই জ্বরের প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।

আগষ্ট মাসের মধ্যে ১৬৮৩৫ ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় ডি এপ্লিকা রেলওয়ে গমন করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে ১৪৮১২ পুরুষ এবং ১৯১৫ স্ত্রীলোক ও ইউরোপীয়ের মধ্যে ১৯৮ পুরুষ এবং ১১০ স্ত্রীলোক গমন করেন।

আলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত ২০১২১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বীজনগ্রাম ও জয়পুরের রাজা প্রত্যেকে ২০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গত জুলাই মাসের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১০৭০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বর অধিকাংশেরই মৃত্যুর কারণ।

এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নাসিকা ছেদন করিয়াছিল বলিয়া বোম্বাইর একটী সেসিয়ন আদালতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ৪টী মনি অর্ডর আফিস স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্জাবে মজঃপুরেও ঐ রূপ একটী আফিস খোলা হইয়াছে।

বরদার গুইকুয়ার পণ্ডারপোরের একটী প্রসিদ্ধ দেব মন্দিরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নানা বিধ রত্ন অলঙ্কার দিয়া পূজা দিয়াছেন। তিনি বার্ষিক ১২০০০ টাকা আয় হয়, এরূপ একটী জায়গীর দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি অলস লোকের সুবিধা হইল।

বেঙ্গলি পত্র বলেন, দলকর রাওএর অতি সেকের বিষয়ে ২০০ শতের অধিক ব্যক্তিকে কারামুক্ত করা হইয়াছে।

কাবুলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যাদি অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। রবিশস্য কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, তথাপি শস্যের মূল্য কমিতেছে না।

আসলম খাঁ যে সকল সরদারকে কারারুদ্ধ করা হয়, উহারা কাবুলে নীত হইয়াছে। আসলম খাঁ যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাদিগের হইতে [illegible] অনেক বিষয় প্রকাশিত হইবে বোধ হইতেছে।

১৫ এ ভাদ্র শুক্রবার।

শান্তিপুরে একজন ব্রাহ্মণ একজন স্ত্রীলোকের সহায়তায় একটী মুসলমান কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। নবদ্বীপ সেসিয়ন জজ ব্রাহ্মণের ৭ বৎসর এবং ঐ স্ত্রীলোকটীর ৪ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বেরিলির নিকটবর্ত্তী একটী পল্লীতে একজন স্ত্রীলোক একটী জারজ সন্তান প্রসব করিয়া তাহাকে হত্যা করে। স্ত্রীলোকটীর যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলেই হইতে যাঁহারা কয়েদিরা জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করে যে, তাহাদিগকে হাজারিবাগে প্রেরণ করা হয়। কারণ তথাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর এবং আহারীয় সুলভ। ইন্‌স্পেক্টর জেনরল এ আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এটী ভাল হয় নাই। কারণ এক্ষেত্রে [illegible], তাহাদের আহারের মূল্য কত্তাদি অপরাধে অবরুদ্ধ হইয়াছে, এখন অবস্থায় সিমলায় যাইতে চাহিলেও ইহাদের প্রার্থনা পূরণ করা অকর্ত্তব্য নয়।

আমরা ইংলিশম্যান পাঠে অবগত হইলাম, ১৯ এ সেপ্টেম্বর হইতে ২৭ পল্টন এতদ্দেশীয় রণতরঙ্গ প্রস্থান আরম্ভ করিবে।

গত সোমবার বেলিয়াঘাটার রাস্তায় এক ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ এ ভাদ্র শনিবার।

লাহোরের চিফ আদালতের জজ একে যে ব্যক্তি হত্যা করে তাহার ফাঁসির আজ্ঞা হইয়াছে।

রাজসাহী বিভাগে জলপ্লাবন নিবন্ধন লোকের নিতান্ত দুরবস্থা হওয়াতে কমিস্যনর [illegible] পুঠিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ১০০০ ব্যক্তিকে আহার দান করিতেছেন। রাণী শরৎসুন্দরী [illegible] ধর্মশীলা [illegible] দুটী মহানুভব [illegible] সমুদয় উল্লেখ করিয়াছেন।

[illegible] দুর্ভিক্ষে ২৭০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

সিলেট হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, লুসাইদিগের সর্দ্দার সুখ পিলালের মৃত্যু হইয়াছে [illegible] সিলেট কিম্বা টিপারার দিকে উপদ্রব [illegible] সম্ভাবনা আছে। লুসাইদিগকে দমন করিবার জন্য [illegible] হইতেছে, তাহা শীঘ্র কার্য্যে করা [illegible]।

ইংলিশম্যান বলেন, ১৮৪০-৭১ [illegible] [illegible] ধনবান ব্যক্তিরা [illegible] কর বাবদে ৭৮২৪৪ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

২রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় [illegible] লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে [illegible] জনের কেবল

ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে। এবার ওলাউঠা দিয়া জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

সমাচার পত্রে লিখিত হইয়াছে, চম্বার নূতন রাজা গোপাল সিংহ মৃত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	সিক্কা	১০৯।১১০
৪ "	কো:	১১১৷৵।১১১৷৶
৪॥ "	"	১০৯৷৶।১০৯৷৷০
৪॥ "		১০৪৷৶।১০৪৷০
৫ "		১০৪।১০৪৶
৫॥ "		১১০৷।১১০৷৶

ইউরোপীয় সমাচার।

বারলিন ২৮ এ আগষ্ট। সংবাদ পত্র সমূহ প্রকাশ করিতেছেন, জাতিসাধারণ সভা তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন তদ্দ্বারা শান্তিপূর্ণ হইবে বলিয়া তাহাদের উপরে জর্ম্মনির যে বিশ্বাস ছিল তাহার হ্রাস হইতেছে।

৭ ই সেপ্টেম্বর সালস্বর্গে জর্ম্মনির সম্রাটের সহিত অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবার কথা আছে।

লণ্ডন ২৮ এ আগষ্ট। একণ অবধি ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থিদিগকে আফিসের প্রশংসা পত্র দ্বারা তাহাদের যথার্থ বয়স প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

প্রিভি কাউন্সিলে ভারতবর্ষের আপীলের নিষ্পত্তির খরচ ৫০০০০ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহা বিবেচনাধীন আছে।

পারিস ২৯ এ আগষ্ট। থিয়র্সের ক্ষমতার কাল বৃদ্ধির বিষয়ে অদ্য জাতিসাধারণ সভায় তর্ক বিতর্ক হইবে।

বাংলোদেশের রাজনীতি সংক্রান্ত অবস্থা বড় ভাল নহে।

লণ্ডন ৩০ এ আগষ্ট। নিউফ্রান্স প্রেস বলেন, আগামী মাসের মাসে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট বাইজন্টাইনে সম্রাট উইলিয়মের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে।

মেজর রাক্কেট বলেন, কাউন্ট আর্ণিম পারিসে কাউণ্ট ওয়ালডার্সির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এবার অতিবৃষ্টি নিবন্ধন কালনা সব ডিবিজনের মধ্যে প্রায় শস্যপূর্ণ এক লক্ষ বিঘার অধিক ভূমি ডুবিয়া গিয়াছে। গঙ্গা স্রোতে গঙ্গার জল হঠাৎ উচ্ছলিত হইয়া এখানকার গঙ্গাবাসীদিগের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। এমন কি অনেকের দাঁড়াইবার স্থান নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ত অসময়ে দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ মিউনিসিপাল ও ইনকম টাক্স পাঠাইয়া দিয়া অনেক কষ্টের নিবারণ করিয়াছেন। এক্ষণে দয়া করিয়া শীঘ্র শীঘ্র "শেষ" কড়ী পাঠাইয়া দিলে প্রজার সকল কষ্টের শেষ হয়।

কিছুপূর্ব্বে এখানকার কদমতলায় দুইটী স্ত্রীলোক হত হইয়াছিল। সুযোগ্য পুলিস ইনস্পেক্টর বাবু রামরেণু খোদের অনুসন্ধানে অপহৃত দ্রব্য সহ চারি জন দস্যু ধৃত হইয়া সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে। যাহা হয়, পরে জানাইব।

লোকে কথায় বলে যে "কোম্পানিকা মাল দরিয়া মেডাল" আমাদের এখান কার মিউনিসিপাল টাক্সেরও তদ্রূপ দুর্দ্দশা। যখন কালনাগঞ্জের উন্নততার দেখিয়া এই শুভ করের সৃষ্টি হয়, তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, ইহার দ্বারা দেশের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তাহা হওয়া দূরে থাকুক, বরং দিন দিন স্থানটীকে ছার খার করিয়া ফেলিতেছে। প্রথম বৎসরে বার্ষিক ৩০০০ টাকা টাক্স ধার্য্য হয়, কিন্তু এক্ষণে বর্ষে বর্ষে ১০।১২ হাজার টাকা দিতে হইতেছে, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষেরা মন উঠিতেছে না। তবে নিতান্ত অন্যায় করিয়া টাক্স ধার্য্য ও সেই অর্থ বৃথা ব্যয় হওয়াতেই আমরা ক্রন্দন করিতেছি। বোধ হয়, নিম্ন লিখিত অপব্যয়গুলি দর্শন করিলে আপনারাও আমাদের সমদুঃখী হইবেন সন্দেহ নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল কমিটির মেম্বর মহাশয়েরা রাস্তায় এক আলো দিবার উপলক্ষ করিয়া কতকগুলি টাকা অপব্যয় করিলেন। আবার গত বর্ষে গঙ্গাঘাটের যাত্রিদিগের থাকিবার জন্য যে সহস্র টাকা ব্যয়ে কুঠিখানি সব প্রস্তুত হয়। শুনিলাম, তাহা কর্ম্মোপযোগী না হওয়াতে অপর স্থানে আবার গৃহ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। তাহা হইলে আরও কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। এখন দেখুন দেখি, এগুলি বৃথা যায় কি না? গবর্ণমেণ্ট ত এ সকল কথা শুনিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, যদিও এই টাক্সের টাকা রাজস্বের মধ্যে গণনা করা হয় না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ইহার আয় ব্যয় দেখিবার জন্য অঙ্গীকৃত আছেন, কিন্তু কই কার্য্যে ত তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। মিউনিসিপাল কমিসনরেরাই আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, তাঁহাদিগকে টাক্সের টাকা লইয়া বাঁধাবাঁধা করিতে দেওয়া অনুচিত।

কিছু দিন হইল ডাকঘরের ডাই রেক্টর জেনরল এখানকার অধীন ইছাপুর বহড়ুলি গ্রামে একটী ডাক পোষ্ট আফিস খুলিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কোন সন্তুান্ত বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, গোবাগোবিন্দবাটীর লোকেরা বাহাদুর বহড়ুলিগ্রামে ডাকঘর না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পাঠকবর্গ! শিক্ষিত লোকদিগের দেশহিতৈষিতা দেখুন। কোথায় তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া স্বদেশের হিতসাধন করিবেন, না, তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শুনিলাম, ডাকঘরের কম্পাইলার আফিসের কর্ম্মা প্রসাদ পালের (একজন কেরাণী) এবং গোবাগ্রামে বোধ করিয়া নামক একটী ডাক ঘর হইয়াছে। পাছে এই ডাকঘরের কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্যই এরূপ চেষ্টা হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় গোবার ডাকঘরটী আমুখাল গ্রামে লইয়া গিয়া বহড়ুলি গ্রামে পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করিলে যথার্থ দেশের মঙ্গল হয়।

২৮ এ আগষ্ট।
১৮৭১

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বর্দ্ধমানে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়া

থাকে, উঁহাদের এতকাল অনুবর্তী হইয়াছে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে সংবাদ পত্রে এখন কোন রূপ প্রস্তাব উত্থিত করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা মফস্বলবাসী। সকলই আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। মফস্বলের সাহায্যকৃত স্কুলগুলির পরীক্ষাই অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল।

প্রথম, এই সকল স্কুলের ছাত্রদের অধিকাংশেরই অবস্থা ভাল নহে। বলিতে কি মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের সন্তানেরাই এখানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। প্রকৃত ভাগ্যবানেরা আপন আপন সন্তানদিগকে প্রায়ই এ সকল স্কুলে প্রেরণ করেন না। একে ত এই পরীক্ষার্থিরা শিশু, তাহাতে আবার তাহারা নিতান্ত বালক। কোন দূরতর স্থানে পরীক্ষার স্থল নির্বাচিত হইলে তাহাদের পক্ষে গমনক্লেশ ও ব্যয়ভার বহন উভয়ই একান্ত কষ্টের হইয়া দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় স্থান নির্ব্বাচন কালে কর্ত্তৃপক্ষের একটু বিশেষ মনোযোগ বিধান করা বিধেয়। প্রায়ই শুনা যায়, স্থান নির্ব্বাচন ভার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদের হস্তে অর্পিত হয়। তাঁহারা কেবল পরীক্ষার্থিদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে বড় সুখের হয়।

দ্বিতীয়, প্রায়ই জেলা স্কুলের শিক্ষকেরা পরীক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হন। সাহায্যকৃত স্কুলের শিক্ষকগণ যে যে উপকরণ লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা যে তাঁহারা জানেন না, ইহা ত আমাদের বোধ হয় না। তবে যখন তাঁহারা প্রশ্ন স্থির করিতে বসেন, তখন তাঁহারা কেন যে সে বিবেচনা করেন না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রায়ই দেখা যায়, এই সময়ে তাঁহারা আপন আপন পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের উপযুক্ত অবসর পান। প্রশ্নগুলি অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। এমন কি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ের প্রশ্ন অধিকতর কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা এখন হইতে সতর্ক করিতেছি, এবারে যাঁহারা পরীক্ষক হইয়াছেন, তাঁহারা যেন এরূপ কলঙ্কে পতিত না হন।

তৃতীয়, এবার কার্ত্তিক মাসে দুর্গোৎসব হইতেছিল। সুতরাং পূজার ছুটী ১২ই অক্টোবরের পূর্ব্বে কিছু আরম্ভ হইবে না। নবেম্বরের কিছু দিন পর্য্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকিবে। এমন কি অনেক স্থলে নবেম্বরের ১০। ১১ দিন পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবে না। পল্লীগ্রামের ছাত্রেরা অত্যন্ত প্রকৃতির বালক। অন্য স্থানের কথা বলিতে পারি না, বীরভূমের ছাত্রেরা যে ছুটির সময়ে কোন কাজ করে না, পূর্ব্বপঠিত অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়, এ কথা আমরা অতি জোর করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি, পূজার বন্ধের পর তাহাদের একবার সমুদায় পাঠের পুনরালোচনা না হইলে, তাহারা কোন ক্রমেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। এই সকল কারণে আমরা কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এবার নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে অথবা ডিসেম্বরের প্রারম্ভেই পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত করুন।

চতুর্থ, কোন কোন বিভাগে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইতে অধিক বিলম্ব হইয়া থাকে। ইহাতে যে ছাত্রদের বিশেষ[illegible] হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এবারে তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া বিধেয়। পরীক্ষার ফল প্রাপ্তি স্কুলে প্রেরণ করিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য।

নলহাটি আঁবার
১১ ই ভাদ্র। শ্রীঃ——

ভবেশের এক অংশে এ প্রকার ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে যে, দুঃখী কৃষকেরা দুর্ভাবনে অনাহারে পড়েই হাহাকার করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ধান্য, শণ, গোধূমাদি শস্যের আর বিন্দুমাত্র আশা নাই। অনেক গ্রাম, ক্ষেত্র, একেবারে জলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। গৃহস্বামীরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, বৃক্ষের ও তৎসন্নিকট উচ্চ স্থানে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছে। অনেকে আপনাপন গৃহের চাল কাটিয়া অনাবৃত স্থানে রাখিয়া ছোট ছোট ছেলেগুলিকে লইয়া যে কি কষ্টে দিন কাটাইতেছে, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। এবার অত্যন্ত শীত হইয়াছে, এমন কি আর ৫। ৬ ইঞ্চ উত্থিত হইলেই বোধ হয় মুঙ্গেরস্থ অনেক গৃহ প্রাঙ্গনে জল প্রবেশ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিতেছেন যে, এ প্রকার বর্ষা তাঁহারা চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দেখেন নাই। কত লোক অনাথ হইয়া আহারাভাবে হাহাকার করিয়া কত স্থানে কষ্টভার বহন করিতে না পারিয়া জীবন জীবনে সমর্পণ করিতেছে? তাহাদের কাতর বিষয় শ্রবণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমরা অন্তঃকরণের সহিত এ প্রদেশের কমিসনর সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি এবিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বারলো সাহেবকে আজ্ঞা দিন। স্থানে স্থানে ছোট ছোট নৌকা প্রেরণ করিয়া জলপ্লাবিত পল্লিস্থ সহায়হীন প্রজাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা শুনিলাম, মুঙ্গেরে এ প্রকার ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। যাহারা আহারাভাবে উপবাসে পড়ে, মাঠে, ঘুরিতেছে, যাহাতে তাহারা মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায় এমত উপায় উদ্ভাবিত হউক। আমরা মুঙ্গের ও জামালপুরস্থ সহৃদয় জনগণের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা ত্বরায় ইহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হউন। আর কাল বিলম্ব করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। শুনিলাম, মুঙ্গেরের জমিদারগণ হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব হইয়াছে। জামালপুরের ভাগ্যবানেরা কি উদাসীন থাকিবেন? যদি আর কেহ অগ্রসর না হন, তাঁহারা যেন এ বিপদ কালে সেই আশ্রয়হীন দরিদ্রদিগকে বাঁচাইবার জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতে কাতর না হন।

জামালপুর } একান্তঅনুগত
১৩ ই ভাদ্র } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই জনপদ ভাগীরথীর পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। ইহার আয়তন প্রায় মাইল। অধিবাসির সংখ্যা অনুমান হইবে। ইহার মধ্যে বিবিধ জাতির বাস আছে। অধিবাসিদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর।

বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ।

এখানে একটী ইংরাজি বিদ্যালয়, একটী দাতব্য ঔষধালয়, পোষ্ট আফিস, পুলিশ ষ্টেশন, সবডিবিজন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন আছে । এখানে একটী বাজার আছে, তথায় সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায় । স্থূল কথা অত্রত্য মানবগণের কোন বিষয়ে অসুবিধা নাই । এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে । রাস্তা গুলি প্রশস্ত কিন্তু অতিশয় কর্দ্দমময়, অধুনা একটী রাস্তার সংস্কার হইতেছে ।

গঙ্গার জল প্রত্যহ যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, এই স্থানও এবার জলপ্লাবিত হইবে । গঙ্গার অপর কূলে যে সকল জনপদ আছে, তাহা সমস্তই প্লাবিত হইয়া গিয়াছে । আহা ! এই সময়ে যাঁহারা নিম্ন ভূমিতে বাস করে, তাহারা কি অসীম ক্লেশই ভোগ করিতেছে । এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইবার আবশ্যকতা হইলে নৌকা ভিন্ন উপায় নাই । ইহারা এক্ষণে ঘরের ভিতর মঞ্চ রচনা করিয়া তাহা কক্ষ পক্ষিদিগের ন্যায় বদ্ধ হইয়া বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিতেছে, আবার যাহার দিগের মৃন্ময় গৃহ জলপ্লাবন নিবন্ধন পতিত হইয়াছে, তাঁহারদিগের অবস্থা আরো শোচনীয় । তাহারা এক্ষণে উদাসীনের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, কেহ বা এখানে আসিয়া আত্মীয়বর্গের কেহ বা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । মানবজাতির যখন এরূপ অবস্থা তখন পশ্বাদির যে কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুভূত হইবে ।

এই প্রদেশে অন্যান্য সমস্ত ফসল অবস্থান্তর নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইহাই এতদ্দেশীয় লোক জাতির প্রধান খাদ্য । এবার চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইবে বোধ হইতেছে ।

কাকিনাগাঁ । সমর্থক
১২৯১
১১ এ আগষ্ট শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুস্তফী ।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই ।

১ । এস প্রিয়তমে কল্পনে ! আমার,
তাপেতে বিমুগ্ধমন, ডাকি প্রিয়ে ! এইক্ষণ,
প্রবাসে সঙ্গিনী তুমি হও একবার ।
তোমার সাহায্যে প্রিয়ে ! ধরিয়া সুতান
বিগত বিষয় গীত করিব লো গান ॥

কোথা সেই বীরগ্রাম, সমরে অতুল,
রজঃপুত বংশধর, প্রতাপেতে দিনকর,
সাহস বীরত্ব ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যের মূল ?
কোথায় ভীষণ সেনা সমুদ্র সমান,
" হর হর " শব্দ সেই বিজয়ী নিশান ?

কোথা বীরজায়াগণ সমর রঙ্গিণী,
সত্যপথে চারুভাষিণ, রূপেগুণে অনুপম,
লজ্জিত হৃদয় সরঃ প্রফুল্ল নলিনী ?
কোথায় তাদের তেজ অরাতিদলন
দিগন্তনিনাদী সেই উৎসাহ বচন ?

হে কল্পনে প্রিয়তমে হৃদয় মোহিনি !
তাদৃকেরে নানা মন, কর সদা বিতরণ,
তাই এবে ডাকি তোমা আনন্দ দায়িনি
বীরজায়া বীরপুত্রী করিয়া লেখন
যতনে সে চিত্রপট কর প্রদর্শন ।

যেথাও সে বীরজায়া অতুল ললনা,
ভীষণ কৃপাণ ধরি, সমরে প্রবেশ করি,
দেখায়েছে শত্রুগণে যেই বীরপনা ।
বিদেশীর সেনাগণ সমর কুশল,
রণক্ষেত্রে যার দাপে হয়েছে বিকল ।

ধন্য সতী লক্ষ্মীবাই ঝান্সীর কমলা,
রাজ্যের উদ্ধার তরে, ভীষণ সমর করে
অনন্ত যশেতে দেশ করিলে উজলা ।
আয়াসে আবৃত দেহ হয়ে আবরিত
দেখিয়া তোমায় সবে হয়েছে বিস্মিত ।

ভারত শাসনকর্ত্তা, পুরাতে কামনা,
দেখায়ে ছলনা চয়, হইয়া পাষাণময়,
কোমল হৃদয়ে তব দিলেন যাতনা ।
তাতেই হইল তব ক্রোধের উদয় ।
স্মরিলে সে সব কথা বিদরে হৃদয় ।

প্রাণের প্রতিম তব বীর গঙ্গাধর,
পরি হরি রাজ্যমায়া, ত্যজিলেন যবে কায়া,
তখনি ভারতকর্ত্তা হলেন প্রামর ।
কে আছে নির্দ্দয় ঘোর ডেলহৌসী মতন,
রাজ্য লোভে করে যেই অপরে পীড়ন ।

গেল হায় ! প্রিয়তম রাজসিংহাসন,
গেল রাজ্য সমুদয়, পুত্রসম প্রজাচয়,
গেল গেল স্বাধীনতা অমূল্য রতন,
ধিক্ এই ন্যায়শূন্য ব্রিটিশ শাসন,
ধিক্ ধিক্ !!! রাজ্য লোভ অনর্থ মূলন ।

বীরপুত্রী বীরজায়া অতুল ললনা,
বীর্য্যবতী হয় যেই, সে কি কভু সহে এই,
বিদেশী ম্লেচ্ছের কাছে ঘোর বিড়ম্বনা ?
কামিনীর কমনীয় বিশদ হৃদয়,
অপমান অগ্নিবিষে হয় কালীময় ।

রেসিডেন্ট কাছে রাণী সমর রঙ্গিণী,
ক্রোধ অপমান ভরে, বলিলেন উচ্চস্বরে,
" মেরা ঝান্সী দেগা নেহি" রে উন্মাদিনী ।
শুনিয়া লক্ষ্মীর এই প্রখর বচন,
সে রাজপুরুষমন টলিল তখন ।

শেষে যবে মনোরথ না হল পূরণ ,
ক্ষুদি মাঝে সুপ্রবল, বিষম বাড়বানল,
প্রবেশিয়া সর্ব্বস্থান করিল দাহন ।
একত্র মিলিল আসি ক্ষোভ জ্বালা ক্রোধ,
হৃদয় পাষাণ হল দিতে প্রতিশোধ ।

দূরে গেল মণিময় বলয় কঙ্কণ,
দূরে গেল সুপ্রকাশ, ওড়না কাঁচলী বাস,
ত্রিলোক ললামভূত ললনা শোভন
গেল সে বিলাস ভূষা , অঙ্গিতে সমর,
বীরের অভেদ্য সাজ হ ল অঙ্গিকর ।

তেজস্বিনী বীরজায়া সাজে বীরসাজে,
ঘোরতর ক্রোধভরে, আঁটিয়া আয়স গড়ে,
নাশিতে শত্রুর দল সমর সমাজে,
রণমদে হল এবে মানস অধীর,
কে আর রাখিবে তায় করিয়া সুস্থির ?

সাজিয়া বীরের সাজে, ঘোর করবাল
ধরিয়া দক্ষিণকরে, আরোহিলা অশ্বোপরে
সুদৃঢ় কবচ পরে দোলাইলা ঢাল ।
ঝুলিল কৃপাণ কোষ বাম কটিতটে,
জিগীষা অঙ্কিত এবে হ ল চিত্রপটে ।

ললিত ললনা যেই লাবণ্য আকর,
যৌবন সাগর যার, চল চল অনিবার
করিত প্রিয়ের সদা ভুষিয়া অন্তর ।

অরির গঞ্জিত যার মধুপান আদেশ,
পতিচিত্ত মধুব্রত সদা বান্ধা পাশে।

আজি সে সুঠাম দেহ হইল বিরূপ,
গেল সেসুন্দর কান্তি, বিরাজিত যাতে শান্তি
মাধুর্য্য খেলিত যাহে অতি অপরূপ।
রমণী প্রকৃতি আজি হইল বিকল।
মধুরতাময় মিশ্র রূপ বিফল।

সাজিয়া রহিলা রামা অশ্ব আরোহণে,
চৌদিকে অগণন, বাহিরিল সেনাগণ,
সমর সজ্জায় সাজি অশঙ্কিত মনে,
বাজিল সমর ভেরী পূরি দিগন্তর,
তুরঙ্গ খেচর দল আকুল অন্তর,

" স্বাধীনতা রত্ন দিল " আপনার ঈশ্বরী,
ক্ষোভ রোষে সেনাগণে, সম্বোধিয়া একমনে
বলিলা " বলেশ হায় ! ম্লেচ্ছের কিঙ্করী,
কে আছে মেদিনী মাঝে এমন পাষাণ
স্বাধীনতা নাহি চাহে থাকিতে পরাণ "

" বীরগণ ! চল সবে সমর সমাজ,
ধরা ফেলি রসাতল, নাশহে শত্রুর দল,
রাখহে আপন মান ক্ষত্রিয়ের কাজ,
জন্মভূমি লয় কাড়ি ফিরিঙ্গী নিষ্ঠুর,
সহিবে কি এ বিপদ থাকিতে হৃদয় ?

আর্য্যকুল শিরোমণি তোমরা সকলে,
হয়ে সবে এক প্রাণ, উদ্ধারিয়া জন্মস্থান,
ঘুষহে আর্য্যের নাম মেদিনী মণ্ডলে,
চল চল চল সবে হইয়া নির্ভর,
বিজয় দেবতা আজ হবেন সদয়।

জন্মভূমি রক্ষা তরে যে ভয়ে শমনে,
সভয় অন্তরে হায় ! আসিতে পশ্চাৎ পায়,
ধিক ধিক ধিক !!! সেই কাপুরুষ জনে।
সহেনা এ বসুমতী সে পাপের ভার,
অমুরায় কালী হয় কলঙ্কে তাহার।

দেশ হিতে রণভূমে ত্যজে যে শরীর,
এবিপুল বিশ্বধাম, ঘোষে সদা তার নাম,
অনন্ত স্বর্গীয় সুখ লভে সেই বীর।
গন্ধর্ব্ব দেবতাগণ সকলে মিলিয়া,
তোষে সদা তাঁর যশ যতন করিয়া।

রাজপুত বংশধর ক্ষত্রকুলবীর,
ধরহে বদন ধর, হও সবে অগ্রসর,
দেখাও রাখিতে রাজ্য বিক্রম গভীর।
গাও সবে " জয় জয় " হইবে বিজয়,
কি ভয় কি ভয় রণে কি ভয় কি ভয়।

স্মর তোমাদের বংশে কত বীরগণে,
রাখিতে দেশের মান, রণে হয়ে আগুয়ান
রেখেছে অনন্তকীর্ত্তি এই ত্রিভুবনে।
সাহসে বিক্রমে যারা সমরে প্রধান,
হবে কি অমনি তারা প্রিয় জন্মস্থান ?

ভুবন বিখ্যাত এই বীর প্রিয়ধাম,
বিদেশী বিধর্ম্মিগণে, আসিয়া অমিত মনে,
কেড়ে লয়ে সেই স্বর্গ যাতনা হুতাশ,
এতই কি নরাধম তোমরা সকলে,
আর্য্য হয়ে লোটাইবে ম্লেচ্ছ পদতলে ?

এস তবে বীরগণ ! ধর করবাল,
প্রিয়তম প্রিয়জন, লয়ে কর ঘোর রণ,
বিধাতি শাসন আরি জুড়াও জঞ্জাল।
বাঁচিও না পাই আশা, যদি শত্রুগণ
" কৃতান্ত কোমল কোলে " করিব শয়ন।

রাণীর উৎসাহ বাক্য শুনি সেনাগণে,
যতক্ষণ শ্বাস রবে, ততক্ষণ যুদ্ধ হবে,
প্রতিজ্ঞা করিল তত নাহি দিবে রণে,
দ্বিগুণ উৎসাহে তারা চলিল সকল,
ছাইল ভীষণ রবে গগনমণ্ডল।

বাজিল উভয় পক্ষে সংগ্রাম প্রবল
ধন্য লক্ষ্মী বীরাঙ্গনা, দেখালে বীরত্ব অতি
মুহূর্ত্তে বিপক্ষ রোষে (১) করিল বিহ্বল।
হইল উৎসাহপূর্ণ রাণীর অন্তর,
জ্বলিল যবন জ্যোতিঃ সমরে প্রখর।

কিন্তু হায় ! পরিশেষে দৈব নিরদয়,
দূর করি জয় আশা, ভাঙ্গিল সুখের বাসা,
(স্মরিলে সে সব হায় ! বিদরে হৃদয়)
পামর গোয়ার ! তোরে ধিক শতবার
লোভে পড়ি করিলি কি পাপ দুর্নিবার।

তুরঙ্গ খেচর যত বধিয়া হুতাশ,
স্বর্গের দ্বারে সবে, মিলিয়া সমান রবে,
গাওরে গাওরে তার মহিমার গান,
কাঁদাও কাঁদাও আজি বিপুল মেদিনি,
ডুবিল অনন্ত জলে সমর রঙ্গিণী।

(১) ব্রিটীশ সেনাপতি সর হিউরোজ।

বিকশিত অপার সিন্ধু সদা সমস্বরে
যেখানে সেখানে গাও, গম্ভীর নির্ঘোষে গাও
এদুঃখ সঙ্গীত আজ করুণ স্বরে ;
ভুবন শোকের জলে ভাসাও অত,
ভারত কমলা হায় ! হইল বিগত।

গেল হায় ! সব সুখ ভারতী মাতার,
ছিল যত মন আশা, দিল তাহা সর্ব্বনাশা,
প্রাণসম ধন, বিষম তাহার।
গেল সে আনন্দ দিন ভাঙ্গিল কপাল,
কাঁদিল দুঃখিনী এবে কাঁদিল ভূপাল।

গেছে এবে ভারতের বীরত্ব সে সব,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে, ম্লেচ্ছগণ পদতলে
লোটাইছে আর্য্যগণ হইয়া নীরব।
কি আর হইবে মাতা তুলিয়া বদন,
বসনে আবরি মুখ কান্দ সর্ব্বক্ষণ।

বিষ্ণুহরটোল
১২৭। শ্রীহঃ-

-১০২-

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সম্প্রতি কলিকাতা খিদিরপুরের অন্তঃপাতী ভূকৈলাসের শ্রীযুক্ত কুমার সত্যসত্য ঘোষাল মহোদয় আমাদিগের মালিপোতাস্থ সাধারণ পুস্তকালয়ে ১০ দশ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাঁর এবম্বিধ দানে আমরা নিরতিশয় অনুগৃহীত ও যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি। ইনি ইতিপূর্ব্বে মালিপোতার গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে ৫০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহাঁর ন্যায় বিপুল বিভবশালী ব্যক্তির এরূপ দান শৌণ্ডতা ও [illegible] গুণ বিদ্যানুরাগিতা অনন্য প্রশংসনীয় [illegible] নাই। ঈশ্বর উক্ত দেশহিতৈষী ব্যক্তিকে নিরাপদ ও দীর্ঘজীবী করুন। ইহাঁর সহৃদয় সৌজন্য বদান্যতা প্রভৃতি গৌরবান্বিত গুণ সমূহ যেন চির দিন অবিচলিত ও অব্যাহত থাকে।

মালিপোতা
১২ ই ভাদ্র
১২৭৮

বশংবদ
শ্রীকালীমোহন মুখোপাধ্যায়।
মালিপোতা সাধারণ পুস্তকালয়ের
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সম্পাদক মহাশয় ! বেহালা চড়ক ও

গবর্ণমেন্টের অনুমতি লইয়া বিদেশীয় জনগণ সম্বন্ধে একটা নিয়মিত পত্রাদি আদান প্রদানের কোনরূপ প্রকৃত সুবিধা ছিল না। তৎপরে ১২৭৪ সালের ১ লা জুন হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রেতারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও উদ্যোগে এই অভাব অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছে। প্রথমে তিনি ছয় মাসের জন্য পরীক্ষার্থ একটী পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে আবেদন করেন এবং তাঁহার ব্যয়ের জন্য স্বয়ং দায়ী হইয়া এই মহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। পরে বেহালা আগামবাজারের প্রসাদে এবং অপরাপর বিদেশীয় বন্ধুবর্গের যত্নে গবর্ণমেন্টের কিছু মাত্র ক্ষতি না হওয়াতে স্বতরাং ছয়মাস পরেই উহা স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। তদবধি এতদ্দেশীয় জনগণের পত্রাদি প্রেরণ ও গ্রহণের এক প্রকার সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু এখনও সাধারণের আশানুরূপ সুবিধা হয় নাই।

* কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট আফিস হইতে বেহালা ডাকঘরটী ৫ মাইল দূরবর্ত্তী।

কিন্তু অন্য প্রান্তে বেহালা পোষ্ট আফিসে পত্রাদি অর্পণ করিলে বেলা ১৷১০ টার সময় তাহা কলিকাতায় উপনীত হয়, এজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্র সকল প্রায় কেহই এখানকার পোষ্ট আফিসে না দিয়া কলিকাতার আফিস সকলের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারাই প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, বেহালার মধ্যবিত্ত লোক যত বাবুরাই যে ডাকটী প্রতি দিন ৮৷১০ টার সময়ে কলিকাতায় গমন করে, তাহার দ্বারা [illegible] বেহালার প্যাকেট প্রেরিত হয়। সমস্ত দিনের মধ্যে কলিকাতার সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। আবার রাত্রি ৯ টার সময় যখন কলিকাতা হইতে ডাকঘরে ডাকের ডাক চালান হয়, তাহার সঙ্গে বেহালার যে প্যাকেট প্রেরিত হইয়া থাকে তাহা রাত্রি ১০৷১১ টার সময় বেহালা পোষ্ট আফিসে উপস্থিত হয়। এ প্রযুক্ত কলিকাতা আফিসে যে সকল পত্রাদি প্রাতঃকালে প্রাপ্ত হয়, তাহা তৎপর দিবসে পত্রস্থ লোকেরা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যে সাধারণের কিরূপ কার্য্য ব্যাঘাত এবং গবর্ণমেন্টের কতদূর অর্থহানি হইয়া থাকে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। কয়েক মাস গত হইল এদেশের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় বেহালায় আগমন করাতে শ্রীযুক্ত বাবু রেতারাম চট্টোপাধ্যায় এবং বেহালা সাহায্যপ্রাপ্ত বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়গণ তাঁহাকে এই সকল অসুবিধার বিষয় বিশেষরূপে অবগত করিয়াছেন। বোধ হয় তিনিও অচিরাৎ ইহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইবেন।

আমাদের প্রার্থনা এই যে, ৮টা প্রভৃতি বা একটার সময় বেহালা পোষ্ট আফিস হইতে একটী প্যাকেট প্রেরিত হয়, এবং দুই তিনটার মধ্যে কলিকাতা হইতে একটী প্যাকেট বেহালা ডাকঘরে নীত হইয়া পত্রাদি বিতরিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই এতদ্দেশের বিপুল মঙ্গল ও গবর্ণমেন্টেরও বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। বেহালা ডাকঘরে একজন মাত্র ডাক পিয়ন আছে, আর একজন লোক নিযুক্ত করিলেই বোধ হয় এই ব্যাপার সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। বেহালা হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে আলীপুরের জজ আদালতের সম্মুখে কলিকাতার ট্রামগাড়ি প্রত্যহ কয়েকবার করিয়া আসিয়া থাকে, তাহার সঙ্গে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিলেও আমাদের অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

বেহালা
১৮ ই ভাদ্র ক্ষেঃ
১৭৯৩ শক

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
জগন্নাথপুর ১০
" " ঈশানচন্দ্র দত্ত—উলুবেড়িয়া ১৬০
" " যদুনাথ দত্ত—কোসেফাবাদ ১০
" " মহেন্দ্র নারায়ণ মল্লিক
পাতিলপাড়া ৭
" " ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কোতরং ১০
" " কৈলাসচন্দ্র সেন—মহানগর ৩৮

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৪৬ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

এককালিক মূল্য ১, এক টাকা / অগ্রিম বার্ষিক ১০, টাকা / অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

শক ১২৭৮। ৩ রা আশ্বিন। ইং ১৮৭১। ১৮ ই সেপ্টেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্যোদয়। মাসিক পত্র, বারুইপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য নগদ /০ এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক দশ আনা, প্রত্যেক সংখ্যার ডাক মাসুল /০ এক আনা।

১৮৭১। ৮। কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট নং ৯৬ } কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী

হেক্টর বধ।

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

নং ২৬৯ বৌবাজার ষ্ট্রীট স্ট্যানহোপ প্রেসে প্রাপ্য।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইংরাজের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীযুত নবমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্থাপিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের ২, মাসুল সহিত ২৶০ আনা।

—:০:—

সুরধুনী কাব্য প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল সমেত ১/০।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় } শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার" ১৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; মূল্য চারি আনা, ডাকমাসুল দুই আনা।

১৯ এ আগষ্ট ১৮৭১ } শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ।

শাস্ত্রপ্রকাশ।

এক বৎসর হইল, শাস্ত্রপ্রকাশের প্রচার আরম্ভ হয়, কিন্তু দুই খণ্ড মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সাধারণের অনুৎসাহ এরূপ বিলম্ব ঘটিবার বিশেষ কারণ। আজি পর্য্যন্ত ৫০টীর অধিক গ্রাহক হয় নাই। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম এত দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ শত শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি ইহার সাহায্য করিবেন। যাহা হউক, তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, ভরসা করি, সাধারণে এবার কিছু আনুকূল্য করিবেন। চতুর্থ খণ্ডে কল্কিপুরাণ সমাপ্ত হইবে।

কলিকাতা বটতলা ২০ এ ভাদ্র ১২৭৮ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত "সঙ্কীর্ণ সহিত দেওয়ানী কার্য্য বিধান"। অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৬১ সালের ২৩ আইন (পূর্ব্বে ৬,) এক্ষণে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ২০ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তক লইলে ব্যবসায়ীকে প্রতি পুস্তকে আট আনা কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতার কাঁসারি পাড়ার হিতৈষী যন্ত্রে বা যোড়া সাঁকোর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে আমার নিকট পুস্তক আছে। ডাক মাসুল ।৶০।

২০ এ জুন ১৮৭১। } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মর্ষ্টগেজির আজ্ঞানুসারে এবং অফিসিয়াল আসাইনি, যিনি মেটকাফ মর্টগেজরের বিষয়ের আসাইনি, তাহার সম্মতিক্রমে আগামী ২১ এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় একচেঞ্জ গৃহে মাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি নীলাম দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয় বিক্রয় করিবেন।

কলিকাতা ধর্ম্মতলা মল্লঙ্গা ষ্ট্রীটে ১৮ নং উপরিতল বাটী, আন্দাজিক ৩ কাটা ১৫ ছটাক ভূমিরসহিত, কিম্বা ঐ ষ্ট্রীটে পূর্ব্বেকার ১৩ নং এবং এক্ষণে কিম্বা ইতিপূর্ব্বে যথায় মেটকাফ আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন।

কেভিঙেষ্ট্রীটে কোলিন কোম্পানির বা অফিসিয়াল আসাইনির নিকটে আবেদন করিলে বিশেষ বিবরণ জানা যাইবে।

আনাটমি অর্থাৎ শারীরস্থত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। শ্রীমতে চন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এব, এম, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের মূল্য ২॥০। মির্জ্জাপুর লবজ্ হাঁসপাতাল, মেডিকেল কালেজ ও

আ[illegible] এবং চাঁপাতলায় অখিল মিস্ত্রির লেন ৭৭ নং ভবনে প্রাপ্য।

২০এ আগষ্ট } শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১২৭৮ } শিয়ালদহের লক হাঁসপাতালের ডাক্তার

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি তথায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নরদমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, ঢাকুনি ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজি ছাদে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
২ নং রেক্লিডস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

———

১৩ নং করন্ ওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত।	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

———

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	রায়তি স্থান	আন্দাজী
৪৫ নং পিপের লেন,	ঐ	৮০ কাঠা
২১১ নং সারকিউলার রোড	ঐ	১।০ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

———

আমার প্রস্তাবিত ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয়বিধ অর্থসমেত সংস্কৃত অভিধানখানি শব্দার্থদর্পণ নামে প্রকাশিত হইল। শব্দার্থ দর্পণের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে। নিয়মিত গ্রাহকগণ ২ দুই টাকা মূল্যে মিশন রো ৬।১ নং আর, ডি, বসু কোম্পানির নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন।

২৩ এ ভাদ্র } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৭৭ } আর, ডি, বসু এণ্ড কোং মিশন রো, কলিকাতা।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

এম, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত

পুস্তক।

মাতৃশিক্ষা।

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও “চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা। কলিকাতা লাল বাজার বিষ্ণু কলেজে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

———

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনৈক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রকার গুণে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের “পিলের” উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল, কিন্তু এই “অমৃতবিন্দু” নামক ঔষধের অলৌকিক শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, অম্লশূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্তপিত্ত ইত্যাদি ৯খুরা লেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমন্দের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমান কাটোয়া অমর[illegible] আফিস শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দের নিকট। } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ
১৩ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } নবদ্বীপ

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১২৭১ সাল ৮ ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম্তি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	১৯	৬
তথা হইতে কাটি বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	১৩	
কাটি বোয়ালিয়া হইতে		
আলিকদম	১১	
আলিকদম হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইলের মধ্যে	২১	৬
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী		
৩৮ মাইলের মধ্যে	২৭	
ভাগীরথী।		
মোহানায়	২২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২১	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫১ মাইলের মধ্যে	২৪	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	১৯	

জলঙ্গী।	ফুট	
মোহানায়	১৫	
তথা হইতে ফরিদপুর		
১১ মাইলের মধ্যে	২০	৬
ফরিদপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইলের মধ্যে	২২	
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইলের মধ্যে	১৬	৬

সন ১৮৭১ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	২৭	৭

বহরমপুর ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবিজন।

—:০:—

রসকাদম্বিনী। মূল্য ।৵০

সংস্কৃত মূল অমরুশতক বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ সহ মুদ্রিত। কলিকাতার সমুদায় বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও দিনাজপুর ট্রেনিং স্কুলে বিক্রীত হয়।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা আশ্বিন সোমবার।

ভারতবর্ষে সিবিলিয়ানদিগের পরীক্ষা।

আমাদিগের নূতন লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব নিম্নতর শাসনকার্য্যে প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষার যে সকল কঠিন নিয়ম করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণে অবগত হইয়াছেন। গত বুধবারের গেজেটে চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার এক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। যখন অল্প বেতনভোগী ও সামান্য ক্ষমতাবিশিষ্ট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর এত পীড়াপীড়ি, তখন অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সিবিলিয়ানদিগের পরীক্ষার নিয়ম যে অপেক্ষাকৃত কঠিন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ করাই অন্যায়। কিন্তু কাম্বেল সাহেবের ভাব দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, সকল বিষয়ে বিপরীত ব্যবহার করাই তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি ১৭ ই আগষ্ট এক মিনেট লিখিয়া বলিয়াছেন, চিহ্নিত কর্ম্মচারিগণ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে অনেক বার পরীক্ষা দেন, তাঁহাদিগকে আর পরীক্ষা দিতে বলা অন্যায়। তাঁহারা যত শীঘ্র স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হন ততই মঙ্গল। কাম্বেল সাহেব একজন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারী। নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারিরা যত কাজ করিতে পারুন, আর না পারুন, কাগজে আত্ম প্রশংসা প্রকাশ করিয়া বাহবা লইয়া থাকেন। অতএব কাম্বেল সাহেব যে সেই রীতির অনুসরণ করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? তিনি বলেন, "আমি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিয়াছি, কালেজে (হালিবরিতে) ভাষা বিষয়ে আমাকে সামান্যমাত্র পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল; আইন সম্বন্ধে আমাকে কোন পরীক্ষা দিতে বলা হয় নাই।" ইহা দ্বারা তাঁহার বিদ্যারও একপ্রকার পরিচয় হইতেছে। কাম্বেল সাহেব একজন বারিষ্টর; তিনি প্রধানতম বিচারালয়ে আসিলে সর বার্ণেস পিকক একবার তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগের ফৌজদারী সেসিয়ন করিতে বলেন; কিন্তু তিনি নিতান্ত অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই অবধি ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর কোন সিবিলিয়ানকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। এই নিয়ম এখনও চলিতেছে। সিবিলিয়ান বিচারপতিগণ এ বিষয়ে খর্ব্ব হইয়া রহিয়াছেন। কাম্বেল সাহেবই এই খর্ব্বতার মূল কারণ। তিনি বলেন, এক্ষণে ২২। ২৩ বৎসরের সময়ে সিবিলিয়ানেরা আইসেন। অতএব এত বয়সে আর বারম্বার পরীক্ষা করা উচিত নহে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্তে কাম্বেল সাহেব কি করিতে চান? ভাষার পরীক্ষা অবশ্যই থাকিবে; কারণ তিনি তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করেন; কিন্তু এক্ষণে যেমন দুই বার পরীক্ষা হয় সেরূপ হওয়া তাঁহার অভিমত নহে। সিবিলিয়ানেরা ইচ্ছা করিলে এককালে উচ্চতর পরীক্ষা দিতে পারিবেন; অর্থাৎ ভাষার পরীক্ষা নামমাত্রও থাকিবে না। এক্ষণকার সিবিলিয়ানেরা এতদ্দেশীয় ভাষা কিরূপ জানেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জেলার জজদিগকেও সাক্ষীর জবানবন্দী ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিতে হয়। দুইবার পরীক্ষার নিয়ম সত্বে যখন এই ফলও দেখা যাইতেছে, তখন একবার পরীক্ষার নিয়ম হইলে যে কিরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারিবে।

যেরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে আইন পরীক্ষা এক প্রকার উঠিয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডে যে পরীক্ষা হয়, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া কেবল স্থানীয় আইন ও নিয়মাবলির এক পরীক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে:—১৭৯৩ অব্দের ১,৮,৪৮; ১৮১৭ অব্দের ১২; ১৮১৯ অব্দের ১ ও ২; ১৮২২ অব্দের ৭; ১৮২৫ অব্দের ৯ও১১; ১৮৩৩ অব্দের ৯; ১৮৪১ অব্দের ৯; ১৮৫৮ অব্দের ৩১; ১৮৫৯ অব্দের ১১, (বেঙ্গাল্), ১৮৬৮ অব্দের ৭; ১৮৬৯ অব্দের ৮; ১৮৫৯ অব্দের ২১; ১৮৬০ অব্দের ২৩; ১৮৬১ অব্দের ৫ ও ১৮৭১ অব্দের ৮ এবং বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৬ অব্দের ৩; ১৮৬৮ অব্দের ১ এবং ১৮৭১ অব্দের ১০ আইন। একজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এইগুলির পরীক্ষা দিতে পারেন যাঁহাদিগের হস্তে আমাদিগের কোন

দারী বিচার ভার অর্থাৎ শারীরিক স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি রক্ষার ভার পাইবেন, তাঁহাদিগের এই পর্য্যন্ত বিদ্যা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে; তবে তাঁহাদিগকে আর এক পরীক্ষা দিতে হইবে। দণ্ডবিধি এবং ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার কৃত আইনের এক পরীক্ষা হইবে। পরীক্ষার্থিগণ পুস্তক দেখিয়া এই পরীক্ষা দিবেন। পুস্তকের কোন অংশ অবিকল লিখিয়া দিলে চলিতে পারে, পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন দেওয়া হইবে না। পুস্তক দেখিয়া বিচার করিতে পারেন কি না, কেবল এই মাত্র দেখা হইবে।

ইংলণ্ডে সিবিলিয়ানদিগকে আইন সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা দিতে হয় না। নবাগত সিবিলিয়ানেরা কার্য্যারম্ভ করিয়া যে প্রকার অযোগ্যতা প্রদর্শন করেন এবং তন্নিবন্ধন যে প্রকার অবিচার ও অত্যাচার হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন। পরীক্ষা সম্বন্ধে যে পীড়াপীড়ি ছিল তাহাও দূরীভূত হইল। ইহাতে দেশের যে কিরূপ দুরবস্থা হইবে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এপর্য্যন্ত আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটেরা কিছুকাল দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতামাত্র পরিচালন করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রথম শ্রেণীর এবং প্রায় চারি বৎসর পরে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইতেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পরীক্ষার নিয়ম উঠাইয়া দিয়া সিবিলিয়ানদিগকে একবারে প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা চালন করিতে দিতেছেন। নূতন কর্ম্মচারিগণের এক মহৎ দোষ এই, তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক শারীরিক দণ্ড দিতে পারেন না। এক্ষণে যে নিয়ম আছে, তাহাতে অন্ততঃ এক বৎসর কাল তাঁহারা এ ক্ষমতা পান না। ক্যাম্বেল সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহারা বেত্র হস্তে বিচারাসনে উপবেশন করিবেন। আপীল ক্রমশঃ বন্ধ হইতে চলিল। বঙ্গদেশকে শীঘ্রই পঞ্জাবের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা এদেশবাসী; তাঁহারা দেশের আচার ব্যবহার ও দেশের লোকদিগের অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝেন। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগকে আর মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবেন না। আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটেরা কার্য্যে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পূর্ব্বে এই ক্ষমতা ও উপাধিভাগের ভার পাইবেন!! লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বর্ত্তমান নিয়মের দ্বারা নবাগত সিবিলিয়ানদিগের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন; কিন্তু দেশের অবস্থা কি হইবে? তিনি কি ভাবিয়াছেন, যাহা পঞ্জাবে ও মধ্য ভারতবর্ষে চলিতেছে, মনে করিলেই তাহা বঙ্গদেশে চালাইতে পারিবেন? তিনি পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত আছেন মাত্র। তাঁহার এই সকল পরিবর্ত্তের বিষময় ফল প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু তিনি কি বলিয়া ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন? তিনি উৎকর্ষ করিতে গিয়া স্বীয় অদূরদর্শিতা ও এদেশের অবস্থানভিজ্ঞতাবশতঃ কেবল যে অনিষ্টই করিতেছেন, এটী কবে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবে? সকলেই যদি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার রাজ্য শাসন বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত যাহাই হউক, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের এপর্য্যন্ত অতিশয় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এত দিনের পর ক্যাম্বেল সাহেব তাহার মূলোৎপাটন করিলেন।

বঙ্গদেশের জেল প্রণালী।

বঙ্গদেশের জেল প্রণালী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে যে একটী প্রস্তাব লেখা হয়, তাহাতে আমরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, একজন চিকিৎসক ভিন্ন আর কাহার হস্তে জেলের তত্ত্বাবধান ভার দেওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বে একজন সিবিলিয়ান বঙ্গদেশের জেল পরিদর্শক ছিলেন। তিনি একজন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারী মাত্র; কিন্তু জেলের যে কিছু উন্নতি হইয়াছে ডাক্তার মৌএটই তাহার মূল। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন, প্রেসিডেন্সি জেল সকল কারাগারের আদর্শ স্বরূপ। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে ইহাকে যমালয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ডাক্তার মিক্ প্রেসিডেন্সি জেলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। উক্ত জেলের যে কিছু কার্য্য প্রশংসার যোগ্য, মিক্ সাহেবের দ্বারাই তাহা হইয়াছিল। অল্প মেয়াদি কয়েদিদিগকে গুরুতর পরিশ্রম করাইলে আর তাহাদিগের দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবে না, এই উদ্দেশেই লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর একজন বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিকে ইন্স্পেক্টর জেনরল করিয়াছেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অথবা মধ্য ভারতবর্ষ হইতে যে একজন কর্ম্মচারিকে আনয়ন করেন নাই, ইহাই আমাদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাহা হউক, আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি জেল সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি পাঠ করিয়াছেন কি না? আমাদিগের বোধ হয়, ইনকম টাক্সের ন্যায় একটী রিপোর্ট পাঠ করিয়াই তাড়াতাড়ি জেল প্রণালীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তিনি যদি ডাক্তার মৌএটের রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, হাজতি কয়েদিদিগের মধ্যেই অধিক সংখ্যা লোক মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করে। সকল দেশে এরূপ একদল লোক আছে, তাহারা কোন দণ্ডকেই ভয় করে না; কিন্তু এদেশে সেরূপ লোকের সংখ্যা

অতি অল্প। এখানে অল্প পরিশ্রমে লোকের অন্নপোষণ চলে। এখানকার লোকে জেলে যাওয়া কেবল নিজের নহে, বংশের কলঙ্ক বলিয়া জ্ঞান করেন। জেলে যাওয়াই ইহাদিগের প্রকৃত দণ্ড। হাজতে ও প্রথম তিন মাসের মধ্যে এত কয়েদির যে মৃত্যু হয়, তাহার কারণই এই। সেখানেও জেলেই কেবল করণার কয়েদির মৃত্যুর কারণ স্থির করেন। ক্যাম্বেল সাহেব এই সকল রিপোর্ট পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, জেলে আসিবার অনতিকাল পরেই অধিক সংখ্যা লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অপরিমিত পরিশ্রম মৃত্যুর অন্যতর কারণ। অনেকবার করণারের জুরি "অন্তঃকরণের পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে" বলিয়া মত দিয়াছেন। কিন্তু সে পীড়াটী কোথা হইতে আসিয়াছে অনুসন্ধান করিলে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বুঝিতে পারিবেন, চিকিৎসক তত্ত্বাবধায়ক থাকিলেও মধ্যে মধ্যে শোচনীয় ঘটনা হইয়া থাকে। বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারী কেবল দণ্ডের বিষয়ই ভাল বুঝিতে পারিবেন। দণ্ড সহ্য করিবার ক্ষমতা কয়েদির আছে কি না তাহা তিনি দেখিতে পারিবেন না।

লণ্ডনের জেলে যে সকল কয়েদি থাকে, উহাদিগকে ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়; কিন্তু কাজের মধ্যে এই, উহারা ক্রমাগত বড় বড় কাষ্ঠ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। উহাদিগের পরিশ্রমের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই। এত পরিশ্রম করিতে হয়, কিন্তু উহাদিগের চরিত্র সংশোধিত হয় না। উহাদিগের অবস্থা দর্শন করিয়াই ডাক্তার মৌএট এখানকার জেলের কয়েদিদিগকে নানা প্রকার কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, ইহার এই ফল হইয়াছে, জেলে শিল্প শিক্ষা করিয়া যাহারা বহির্গত হইয়াছে, তাহারা আর কোন কুকার্য্য করে না। এখানকার অনেক উপযুক্ত কম্পাউণ্ডার পূর্ব্বে জেলে ছিলেন। চট্টগ্রামে এক ব্যক্তি জেলে থাকিয়া উক্ত কার্য্য এরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, শেষে তাঁহাকে একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের বেতন দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা গালিচা, মাদুর ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়া মুক্তিলাভ করে, তাহাদিগের নিকট হইতে অনেকে শিল্প শিক্ষা করিয়াছে। আমরা আলীপুরের জেলে একজন জালকারীকে দেখিয়াছিলাম। এ ব্যক্তির ৭ বৎসর মেয়াদ হইয়াছিল। জেলের অধ্যক্ষ ইহাকে লিথগ্রাফি শিখাইয়াছিলেন। "তুমি আর জাল করিবে কি না" জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, আমি যে ব্যবসায় শিখিয়াছি, তাহাতে ঘরে বসিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ এক টাকা উপার্জ্জন করিব, আমার আর পাপ কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন নাই। এ ব্যক্তির চরিত্র একণে আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে। জেলে শিল্প শিক্ষা নিবন্ধন সমাজের উপকার হইতেছে। দুই তিন মাস জেলে থাকিয়া অনেকে কম্পোজের কার্য্য প্রভৃতি শিখিতেছে। দণ্ডদানের উদ্দেশ্যই চরিত্র সংশোধন। যে প্রণালীতে কয়েদির চরিত্র সংশোধন ও সমাজের উপকার এই উভয়বিধ ইষ্ট সাধিত হয়, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? বর্ত্তমান প্রণালীতে তাহাই হইতেছে। এক ব্যক্তি চুরি করিয়া কারারুদ্ধ হইল। ছয় মাসের মধ্যে সে গালিচা বুনিতে শিখিল। মুক্ত হইবামাত্র সে বর্ণিও কোম্পানির কলে গিয়া মাসিক ২০ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার আর চুরি করিবার ইচ্ছা হইবে কেন? ইহা দ্বারা কেবল কয়েদির ও সমাজের উপকার নয়, তাহারা জেলে থাকিয়া যে সকল শিল্প কার্য্য করে তদ্দ্বারা তত্রত্য ব্যয় অনেক সংকুচিত হয়। বৈরনির্য্যাতনার্থ দণ্ডদান করিলে দণ্ডদানের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ক্যাম্বেল সাহেব যাবতীয় সেনাদলের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন, যে সকল রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষগণ দণ্ড স্বরূপ সর্ব্বদা ডবল ড্রিলের আজ্ঞা দেন সেই সকল দলেই বদমাএসের সংখ্যা অধিক হয়। আমাদিগের পুরাতন সিপাহীগণ ইহার দৃষ্টান্ত। তাহারা দণ্ডদাতা আফিসরদিগকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিত। কানপুর ও দিল্লীতে সেইরূপ ফলও ফলিয়াছিল। চরিত্র সংশোধন দণ্ডদানের একমাত্র উদ্দেশ্য না হইলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

বিচারপতিদিগের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেবের দুটী চক্ষু বটে; কিন্তু উহা সহস্র চক্ষুর কায করিতেছে। সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আছে। কোন বিষয়ই প্রায় তাঁহার চোখ এড়াইতেছে না। এমন দক্ষ ব্যক্তির চোখের উপরে থাকিয়াও যে একটী বিষয় তাঁহার চক্ষু অতিক্রম করিতেছে, ইহা অনল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। বিষয়টী এই, বিচারপতিদিগের অসময়ে আদালতে উপস্থিতি। তাঁহাদিগের বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার কি সময় নির্দ্দেশ নাই? যে আদালতে যাও, দেখিতে পাইবে, দুই প্রহরের পূর্ব্বে প্রায় ধর্ম্মাবতারদিগের গাড়ি জমে না। আগমনের পর জিরাইতে, খানার প্রভৃতি বাজে কাজে যায়। প্রকৃত কাষ আরম্ভ হইতে ১ টা বাজে। বিচারপতিদিগের বিচারালয়ে উপস্থিতি সময়ের ত এই গতি, এদিকে সমন ইস্তাহার প্রভৃতিতে লেখা থাকে, ১০ টার মধ্যে আসা

লয়ে উপস্থিত হইতে হইবে। তদনুসারে অর্থি ও প্রত্যর্থিকে সাক্ষিগণ সমভিব্যাহারে ১০ টার মধ্যে হাজির হইতে হয়। যাঁহারা দূর হইতে আইসেন, তাহাদিগের প্রায় আহার হয় না, কাহার বা অর্দ্ধাশন মাত্র হয়। তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখে, বিচারালয় শূন্য। না আছেন বিচারপতি, না আছেন উকীল, না আছেন আমলা। ইহাঁরা থাকুন, না থাকুন, তাহাদিগকে কিন্তু উপস্থিত থাকিতে হয়। কি জানি কখন বিচারপতি উপস্থিত হন, কখন ডাক হয়, এই তাহাদিগের শঙ্কা। যাহার যে বিচারপতির নিকটে মকদ্দমা হইবার কথা থাকে, তাঁহার উপবেশন গৃহ দ্বার লক্ষ করিয়া তাঁহাকে তীর্থকাকের ন্যায় সপ্রত্যাশ হইয়া ১ টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হয়। আশ্রয় এক একটী বৃক্ষ। রৌদ্র ও বৃষ্টি মস্তকের উপর দিয়াই যায়।

পাঠকগণ কি ভাবিতেছেন, ইহাতেই তাহাদিগের ক্লেশের অবসান হইল? তাহা নয়। এই ত সবে আরম্ভ। ১ টার পর অর্থির ডাক হইল; সাক্ষির জবানবন্দী আরম্ভ হইল। বোধ কর, মকদ্দমাটী জটিল, ৭। ৮ টী সাক্ষী আছে, প্রত্যেকের জবানবন্দীতে ১ ঘণ্টা করিয়া লাগিল। সমুদায়ের জবানবন্দী হইতে রাত্রি ৮ টা হইল। বিচারপতি আসন হইতে উত্থিত হইয়া গাড়ি চড়িয়া চলিয়া গেলেন। আমলারাও ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইলেন। পাঠকগণ! এখন একবার অর্থি প্রত্যর্থি প্রভৃতির কষ্টের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। কেহ অর্দ্ধাশনে আসিয়াছে, কাহার বা পাকের উপর দিয়া সারা দিন গিয়াছে। কাহার বাড়ী পাঁচ ক্রোশ কাহার বা ছয় ক্রোশ অন্তর। সেই রাত্রি ৮ টার সময়ে সেই দূর স্থানে যাইতে হইবে। গাড়ি নাই, পাল্কী নাই, কেবল চরণ দুয়।

বিচারপতিদিগের অসময়ে আদালতে উপস্থিতিই এই সমুদায় কষ্টের এক মাত্র কারণ। তাঁহারা যদি ঠিক সাড়ে দশটার সময়ে আসিয়া পাঁচটা বাজিলে উঠিয়া যান, কাহার কষ্ট হয় না, কার্য্যও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়। যদি কেহ বলেন, বিচারপতিরা অনেক কাজ বাটীতে বসিয়া করেন, এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। এ আপত্তি সাড়ে দশটা পাঁচটা কাল নিয়মের বাধা জন্মাইতে পারে না। যাঁহার ঘরে বসিয়া কাজ করিবার ইচ্ছা আছে, প্রাতঃকাল ও রাত্রি কি তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত সময় নয়? কাবেল সাহেব সকল দেখিতে পাইতেছেন, এ অনিয়মটী দেখিতে পাইতেছেন না কেন? এতদ্ব্যতিরেকে কেবল যে অর্থি প্রত্যর্থি প্রভৃতির কষ্ট এরূপ নয়, অনেকের বিস্তর অসুবিধা হয়।

আদালতে এই প্রকার নানা কষ্ট, অসঙ্গত অর্থ ব্যয়, অকারণ সময় নাশ, ও তন্মূলক কার্য্য ক্ষতি, এই হেতু ভদ্র লোক মাত্রেই আদালতে যাইতে অনিচ্ছু। যাহাকে অগত্যা যাইতে হয়, তিনি একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আইসেন। আর সে দিকে মুখ করেন না। তবে কাহারা মকদ্দমা করেন? এত মকদ্দমাই বা আদালতে কেন? যদি বিচারপতিরা মকদ্দমাকারিদিগের এক একটী তালিকা করেন, এ প্রশ্নের উত্তরদান সহজ হইয়া উঠে। কতকগুলি মকদ্দমাপ্রিয় অসৎস্বভাব লোক আছে, তাহারাই যাত্রার সঙের ন্যায় আদালতে ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মকদ্দমাই তাহাদের উপজীবা, মকদ্দমাই তাহাদিগের আমোদ স্থান। তাহাদিগের সত্ত্ববিধানের যদি কোন বিশেষ নিয়ম হয়, অনেক বিচারপতিকে মকদ্দমাশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা রেলওয়ে ও তাহার দুর্দ্দশা।

চির লোকেরা আরতি ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্য এক মাত্র ইষ্টফলোপধায়ী হইত। এখন সে ভাব নাই, এখন নূতন মত প্রকাশ অথবা নূতন কিছু করিবার বাসনা সর্ব্বাই ভাব দাঁড়াইয়াছে। এখন আর সে ধৈর্য্য নাই, সে গাঢ় চিন্তা নাই, সে পরীক্ষা নাই। এখন যেমন মনে একটী নূতন ভাবের উদয় হইল, অমনি প্রকাশ করা হইল, দুই একটী উদাহরণ দেখাইয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইল, অমনি সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তদনুসারে অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইল। তাহার অভ্যন্তরে কত বিঘ্ন আছে, প্রস্তাবিত কার্য্যটী সম্পন্ন হইলে উত্তরকালে কি কি অনিষ্ট ঘটিবে, সে চিন্তা করা হইল না। সুবিচার না করিয়া সহসা এইরূপে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা যদি অসিদ্ধ অথবা অনিষ্টফলোপধায়ী * হইয়া উঠে, তাহাতে বিস্ময় হওয়া সম্ভাবিত নহে। এবারের প্রবল বর্ষাই ঐ হঠকারিতার অনিষ্ট ফলোপধায়িতা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। কয়েক বৎসর এদেশে ভাল বৃষ্টি হয় নাই। তাহাতে ঐ হঠকারীরা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, বাঙ্গলা দেশে পূর্ব্বে অনেক বন ছিল, তাহাতেই বর্ষার প্রাদুর্ভাব হইত। এখন চতুর্দ্দিকে আবাদ হওয়াতে বন কাটা পড়িয়াছে, সুতরাং বর্ষার আর সে প্রবলতা নাই। এই সিদ্ধান্তের অনুগামী হইয়া রেলওয়ের মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত জল পথ রাখা হইল না। নদী ও খালের ধারে মুখে বাঁধ দেওয়া হইল, তাহারও মধ্যে মধ্যে জল পথ করা হইল না। এ হঠকারিতার অনুরূপ ফলও ফলিয়াছে। এ বৎসরের বন্যা কেবলই যে দেশ ভাসাইয়াছে এরূপ নয়, উল্লিখিত অপসিদ্ধান্তও ভাসাইয়া

গিয়াছে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়রেরা উক্ত অপরিণামদর্শিত্বের বশবর্ত্তী না হইয়া যদি রাস্তার মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত জল পথ রাখিতেন, জল জমিয়া কি লোকের এত অনিষ্ট করিত? জলের অপরাধ কি? ও দিক হইতে অনবরত আমদানী হইতেছে, এ দিকে নির্গমের অনুরূপ পথ নাই। এতন্নিবন্ধন যে কত অনিষ্ট হইল, পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির অধ্যক্ষেরাই তাহা বিলক্ষণ বলিতে পারেন। কলিকাতার ড্রেণ উল্লিখিত হঠকারিতার অপর উদাহরণ। সে দিন এক ঘণ্টা মাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল, বোধ হইল, কলিকাতা জলগর্ভশায়ী হয়। যে বাড়ীতে জল প্রবেশ করে নাই, এরূপ বাড়ী অতি অল্প ছিল। আমরা বালককাল অবধি কলিকাতা দেখিতেছি, কলিকাতার মধ্যে এরূপ জলপ্রবাহ কখন দেখি নাই। ইহার একমাত্র কারণ ড্রেণ হওয়াতে জল নির্গমের ভাল পথ নাই।

মাতলা রেলওয়ে ঐ হঠকারিতার তৃতীয় উদাহরণ। মাতলা বন্দর হইতে পারে কি না, সে পরীক্ষা করা হইল না, মাতলা নদীতে প্রবেশ মুখে যে একটী বৃহৎ চর আছে, তাহা দেখা হইল না, তাড়াতাড়ি রেলওয়ে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইল। অতএব ইহাতে যে অকৃতার্থতা লাভ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহার মূল অবিশুদ্ধ, তাহা হইতে বিশুদ্ধ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করা বিফল। উহার এইরূপ পরিণামই সম্ভব। তখন মাতলার দিকে না গিয়া যদি কুল্পির দিকে যাওয়া হইত, এ ক্ষতি হইত না। ভুলে শুদ্ধ হউক, আর অশুদ্ধ হউক, যে কারণে হউক, যখন রেলওয়েটী হইয়া গিয়াছে, তখন ইহা উঠিয়া যাওয়া বিধেয় নয়। যদি উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কি সামান্য ক্ষতি হইবে? রাস্তা ও পুল প্রস্তুত করিতে ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তদ্ভিন্ন ভূমির মূল্য আছে। সমুদায়ে প্রায় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে কার্য্য এত অর্থ ব্যয় করিয়া সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা যদি উঠিয়া যায়, সামান্য ক্ষোভের হইবে না। এখন যাহাতে ইহার রক্ষা হয়, সে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহার রক্ষার চারিটী উপায় আছে। প্রথম পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি যদি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে বিক্রয় করা। ঐ কোম্পানি মাতলা রাস্তাটিকে শাখা স্বরূপ রাখিয়া অল্প ব্যয়ে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের এক বন্দোবস্তেই চলিয়া যাইবে, স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে হইবে না। দ্বিতীয়, কণ্ট্রাক্ট দেওয়া। যিনি কণ্ট্রাক্ট লইবেন, তিনি সাবধান হইয়া মিতব্যয়ে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা পাইবেন। এখন যে সমস্ত অপব্যয় আছে, তাহার নিবারণ হইবে। তৃতীয়, গবর্ণমেণ্ট (এ রেলওয়েটী এখন গবর্ণমেণ্টের হইয়াছে) যদি নিজে রাখিতে চান, ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করুন। বন্দোবস্তের দোষে অনেক টাকা বৃথা নষ্ট হইতেছে। দুরবস্থার সময়ে ব্যয়ের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। আমরা দৃষ্টান্ত দিবারে দুই একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছি। কয়লা নারিকেল তৈল চর্ব্বি প্রভৃতি বাজারে যে দরে পাওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা অধিক দরে ঐ সকল দ্রব্য লওয়া হইয়া থাকে। আর ইহারও চেষ্টা নাই। পোড়া কয়লাগুলি বিক্রয় করিলে কিছু লাভ করা যায়, তাহা করা হয় না। উহা বিলাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। লাইনের ধারে যে জমী আছে, তাহা যে খাজনায় বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, চেষ্টা পাইলে তাহার অপেক্ষা অধিক খাজনা পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে চেষ্টা পাওয়া হয় না। কর্ম্মচারিনিয়োগ বিষয়েও বন্দোবস্তের দোষ আছে। যেখানে আয় অল্প, অধিক কাজ নাই, সেখানে অধিক কর্ম্মচারী রাখিবার প্রয়োজন কি? সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, ম্যানেজার ষ্টেসন মাষ্টার, কেশিয়র এত লোক কেন? মাতলা রেলওয়ের কাজ অতি সামান্য, ম্যানেজার অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন, মাসিক আড়াই শত টাকা বেতন দিয়া অপর একজন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখা কেন? এ ব্যয় কমিলে অনেক কমিয়া যায়। এইরূপ ব্যয় সংক্ষেপের চেষ্টাই কর্ত্তব্য। এ চেষ্টা না করিয়া দুই একজন পইণ্টস্‌ম্যান তাড়াইয়া দিয়া কি লাভ হইবার সম্ভাবনা? চতুর্থ, কুল্পি লাইন খোলা। কলিকাতা বন্দর বন্ধ হইয়া কুল্পিতে বন্দর হইলে নিশ্চয় লাভ হইবে। আর বণিক অন্য অন্য বাণিজ্যেও অধিক লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

—:০:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। সুরধুনী কাব্য। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। তীর্থ জননী জাহ্নবীর গোমুখী হইতে অবতরণাবধি ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আগমন পদ্যে বর্ণন করিয়া প্রথম ভাগের সমাপ্তি করা হইয়াছে। যে যে স্থান দিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন, সেই সেই স্থানের নাম তাহার উৎপত্তি বিবরণ, নগরের ঐশ্বর্য্যাদি ও তদানুষঙ্গিক ইতিবৃত্ত, তত্রত্য অধিবাসিদিগের আচার ব্যবহার, এবং [illegible] প্রভৃতি অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে ও মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের যে সকল কুসংস্কার আছে, যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ও হেতু প্রদর্শন করিয়া সেগুলির অপনয়ন করা হইয়াছে। ফলতঃ ইহাতে ভূগোল ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ প্রভৃতি বহু [illegible] দ্বারা গ্রন্থকার [illegible] বহুদর্শিতা [illegible] ও ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধান [illegible] পরিচয়

প্রণয়ন করিয়াছেন । দীনবন্ধু বাবুর এই সকল গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ নয় । তাঁহার কৃত নীল দর্পণ, লীলাবতী, সধবার একাদশী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ । সুরধুনী ইহার অন্যান্য কাব্যের অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নহে, প্রত্যুত বিষয় বিশেষে ইহাতে গ্রন্থকারের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে । কবিতাগুলি মিষ্ট সুরস ও কৌতুক হইয়াছে ।

২ । আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ, প্রথম ভাগ । শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র সেন গুপ্ত ইনি চরক সুশ্রুত হারীত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ হইতে ইহার সংগ্রহ করিয়াছেন । প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নে বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইতেছে । ১৪ ভাগে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে । প্রথম ভাগে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, নাড়ী জিহ্বা ও মূত্র পরীক্ষা এবং বিবিধ প্রকার জ্বর ও তাহার চিকিৎসা প্রভৃতি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । ইহা দ্বারা আমাদিগের লুপ্তপ্রায় চিকিৎসা শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার হইয়া অশেষ বিধ উপকারের সম্ভাবনা ; কিন্তু অনুবাদগুলির প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়, আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা ।

৩ । প্রবন্ধ কুসুমাবলী । শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র বসু ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন । কাল, মৃত্যু, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সুন্দররূপে পদ্যে রচিত হইয়াছে । পদ্যগুলি সরলতাবাহী ও সুমিষ্ট হইয়াছে ।

৪ । কুসুম কলিকা । শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী ইহার প্রণেতা । পদ্যগুলি মন্দ হয় নাই ।

৫ । সুবোধিকা । পদ্য পাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের অর্থ পুস্তক । ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দ ও স্থল বিশেষে পদের অর্থও লিখিত হইয়াছে । প্রথম ভাগের মূল্য /১০ আনা । দ্বিতীয় ভাগের মূল্য ৵১০ আনা ।

৬ । উৎসাহ শতক কাব্য । প্রথম ভাগ । শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন । এখানি অমিত্রাক্ষরে রচিত হইয়াছে । আজি কালি অমিত্রাক্ষরে সংরাচর যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, এখানি ত তার অন্যতর ।

শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন যে অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন, এখানি তাহার তৃতীয় খণ্ড । এখানিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শব্দ সঙ্কলন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ দেওয়া হইয়াছে । তারাকুমার যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া অভিধানখানি প্রস্তুত করিতেছেন, তাহাতে তদ্দ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিবে সন্দেহ নাই ।

বিবিধ সংবাদ ।

২৭ এ ভাদ্র সোমবার ।

ভবানীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ মল্লিক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য লিখিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন ।

কলিকাতা চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা ৩০ এবং পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী দেবী ২০ টাকা দান করিয়াছেন ।

মাহেশ গ্রামে কতিপয় বিদ্যানুরাগী যুবক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে একটী সাধারণ পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে ।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, কালিদহ পত্রিকার ৩ য় ও ৪ র্থ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি । উক্ত সংখ্যা উত্তম রূপে লিখিত হইয়াছে । কিন্তু নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি যে প্রকার আক্রমণ হইতেছে, আমরা তাহা ভালবাসি না । এই আক্রমণের সময় গিয়াছে ; এক্ষণে ইহা ক্রীড়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে ।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের জর্ণাল অব মেডিসিনের জুলাই সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে । এই সাময়িক পত্রিকাখানি দিন দিন বিখ্যাত চিকিৎসকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধানিতা প্রকাশ করিতেছে । তিনি বাঙ্গালা বিবাহ সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটী করিয়াছেন, আমরা যদিও তাহার সকল অংশের অনুমোদন করি না, তথাপি প্রস্তাবটী বিশেষ মনোহর হইয়াছে । চরকের অনুবাদ চলিতেছে । বর্ত্তমান সংখ্যায় দেখা যাইতেছে, আমাদিগের প্রাচীন ঋষিরা আমাদিগের মধ্যে মধ্যে গো ও শূকরের মাংস আহারীয় বলিয়া বিধান দিয়াছিলেন ।

নাগরনাল লোপের একজন পত্র প্রেরক বলেন, বেহালায় পীড়ার কথা মিথ্যা । উক্ত গ্রাম হইতে এক দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী মহেশতলা ও ঠাকুরহাটে জ্বর হইতেছে । এই কথা সম্পূর্ণ অমূলক । আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছি, বেহালায় অত্যন্ত জ্বর হইতেছে । তত্রত্য ভদ্র লোকেরা চাঁদা করিয়া ঔষধ দিতেছেন । বাকী কাজ কেবল বাবুর দ্বারা হইতেছে । পত্রপ্রেরকের এই মিথ্যা সংবাদ দিবার কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না । যেদিন আমরা বেহালার একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত লোকের এক পত্র প্রকাশ করা গেল । তিনি নিজে সপরিবারে কষ্ট ভোগ করিতেছেন ।

কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কালেজের গত পরীক্ষায় বাবু আনন্দমোহন বসু গ্রীক লাটিন ও অঙ্ক বিষয়ে প্রথম হইয়াছেন । বাঙ্গালির ন্যায় বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল ছাত্র পৃথিবীর মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হয় ।

ডিস্পেচের টাউট বলেন, বহু সংখ্য ফরাসী বণিক ও শিল্পী স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড স্পেন ও বেলজিয়মে উঠিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন । ফ্রান্সের অনেক প্রধান লোক বিদেশে গিয়া বাস করিবেন, আমরা পূর্ব্ব হইতেই ইহা বলিয়া রাখিয়াছি ।

আমাদিগের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জাবেল সাহেব যখন গোহাটিতে গমন করিয়াছিলেন, তখন আসামের লাখেরাজদারেরা কথিত অকথিত উভয় বিধ ভূমির উপরে কর গ্রহণের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার নিকটে এক আবেদন করেন । ক্যাম্বেল সাহেব সে আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই । এদিকে কোন জমীদার প্রজার নিকট হইতে পতিত ভূমির কর

প্রবেশ করিলে অম্লান মুখে উহাকে অত্যা চার বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কর্ত্তার কার্য্যে দোষ হয় না।

আমরা শ্রবণ করিলাম, কাঁকড়ার বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র আইন শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, হুগলীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু জানকী নাথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সর কারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ পূর্ব্বে ১ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আর এক সহস্র টাকা দিয়াছেন। আমরা আশা করি, যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সভার কার্য্য আরম্ভ হয়, তন্নিমিত্ত অন্যান্য বদান্য ব্যক্তিগণ যত্ন বান হইবেন।

প্রয়াগদূত বলেন, যন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বযো-জন কার্য্যের আবিষ্কার সম্প্রতি ইংলণ্ডে হই য়াছে। লণ্ডন নগরের ইণ্টর ন্যাসনাল প্রদ-র্শনে এই নূতন যন্ত্র প্রদর্শিত ও পরীক্ষিত হইয়াছে। তিন জন বয়স্ক লোকের ও তিন জন বালকের সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডন টাইম্স পত্রের এক কলম কম্পোজ হইয়াছে। ওয়াসিংটন পত্রিকাদয়ের অধ্যক্ষ বেং ম্যাকাই এই মহোপকারী যন্ত্রের আবি ষ্কারক।

কাম্বেল সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, আগামী অক্টোবর হইতে রেজিষ্টি বোর্ড এক টাকার অধিক পর্য্যন্তের ভূমির রাজস্ব বিষ য়ের সমুদায় বন্দোবস্ত করিবেন। এ বিষয় একবার কেবল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে জানাইতে হইবে। এ সকল বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কালেক্টর ও কমিসনরদিগের যে ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা আর সে ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না। আমরা এদেশীয় কর্ম্মচারিদিগকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। কি প্রজা কি কর্ম্মচারী কাহাকেও বিশ্বাস করা হইবে না, এরূপ রাজনীতি সুফল প্রসূ নহে।

গত জুলাই মাসের মধ্যে ট্রেজরি অফ হইতে ৪৫৫১১ টাকা মূল্যের ১৭৫৪ খণ্ড স্ট্যাম্প ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।

সার ওয়ালটার ইলিয়ট মান্দ্রাজের প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন।

মিষ্টার মেকেঞ্জি চক্ষের পীড়ার একটী সহজ ও সুন্দর ঔষধের বিষয় লিখিত হই-য়াছে। জলের সহিত একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু প্রক্ষালন করিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ঔষধটী পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে মন্দ নয় বটে।

আগামী ১২ ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজে যে সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ হইবার কথা আছে, গ্রহণ কালে কিরূপে উহার ফটোগ্রাফ লওয়া যায় তদ্বিষয়ে উপদেশ লইবার নিমিত্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট গবর্ণমেণ্টের সহকারী জ্যোতির্ব্বেত্তাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে ছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা আছে।

গত রবিবার কেল্লা হইতে ৪০০ শত টাকার একটী ঘড়ি ও চেইন প্রভৃতি চুরি গিয়াছে। এপর্য্যন্ত চোর ধৃত হয় নাই।

একজন এতদ্দেশীয় কিছু দ্রব্য চুরি করিয়াছিল বলিয়া রবার্টস সাহেব তাহার ১৬ বেতের আজ্ঞা দিয়াছেন। ঐ রূপ আর একজন একটী বালিকার হস্ত হইতে দুই গাছি রূপার বালা চুরি করে বলিয়া উক্ত মাজিষ্ট্রেট তাহারও ঐ দণ্ড দিয়াছেন। এত দণ্ডেও লোকের চৈতন্য হয় না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা হত্যার নিষ্ঠুর রীতি উন্মূলন আশয়ে তত্রত্য লেপ্টেনণ্ট গব র্ণর যে পিতা মাতা দুই বালিকা দেখাইতে পারিবে তাহাকে শাল ও দোশাল প্রভৃতি পুরস্কার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দণ্ড ভয় ব্যতীত কেবল প্রলোভন দ্বারা কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প।

২৮ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে, অম্বালা পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইয়াছে।

আমরা শ্রবণ করিলাম, কলিকাতার লার্ড বিশপ শীঘ্র সিমলায় গমন করিবেন। ইনি কিছু দিন লার্ড মেয়োর আতিথ্য স্বীকার করিবেন। ইহারাও ক্রমে রাজপুরুষ গণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, বিহারে যে অনাবৃষ্টি হয়, তাহাতে কতক অংশের শস্য ভিন্ন অন্য ক্ষতি হয় নাই। মুরশিদাবাদের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে। নদীয়া বিভাগে আর জল বৃদ্ধি হইতেছে না বটে; কিন্তু যে জল উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে কমে নাই। শস্য হানি ও লোকের গৃহাদি পতিত হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে। লোকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার বঙ্গাল দিকটে ৷৵০। ৸০ আনা করিয়া গরু প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে; কিন্তু আহা রাভাবে মরিয়া যাইবে এই ভাবিয়া তাহাও লোকে ক্রয় করিতেছে না। বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ শীঘ্র কোনরূপ উপায় হ

[illegible] ; সম্প্রতি বেরিলিতে আর এক [illegible] কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ৫ জন হত, ৩২ জন আহত হয় এবং ২ জন কারারুদ্ধ ব্যক্তি জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। সম্প্রতি তত্রত্য জেলের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমুদায় আজব কয়েদির যজ্ঞোপবীত খুলিয়া লইবার যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই ঘটনার উৎপত্তি অনুমিত হয়। এইরূপ অদূ রদর্শিতা নিবন্ধনই ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ ঘটনা হইয়াছিল।

মৌলবী লিয়াকত আলী নামক এক জন ১৮৫৭ অব্দের আলাহাবাদের বিদ্রোহী সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ধরা পড়িয়াছে। এ ব্যক্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টায় সেই অবধি চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কচের রাজা প্রেমমাণিক্য বাহাদুর কেঁট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনে ৫০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। যে সময়ে ডিউক অব এডিন বরা আইসেন, সেই সময়ে কচের বণিকেরা তাঁহার স্মরণার্থ যে কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করেন, তাহাতে উক্ত রাজা ২৫ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজপুত্র কালেজের সহায়ার্থ ১ লক্ষ টাকা দান করিয়া একটী উচ্চতর স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। আঁকোট বাজী দ্বারা রাজ

ভক্তি প্রদর্শন অপেক্ষা এরূপ অনুষ্ঠান যথার্থ প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই।

গোয়ালন্দের ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৯ এ ভাদ্র বুধবার।

প্রোগ্রেস বলেন, একজন ইউরোপীয় রেলওয়ে কর্মচারী ইউকাঘাতে একজন এতদ্দেশীয়ের প্রাণ বধ করাতে আলাহাবাদের হাইকোর্ট অসাবধানতা বশতঃ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার ১৫ দিন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন!! একজন এতদ্দেশীয় কোন ইউরোপীয়ের গাত্রে [illegible] করিলে তাঁহার কালীর আজ্ঞা [illegible] নাই।

মলহর রাও বরদায় একটা সংস্কৃত স্কুল স্থাপনের মানস করিয়াছেন। এটী প্রশংসার বিষয় বটে।

আমরা শ্রবণ করিলাম, তারকেশ্বরের [illegible] বলাগড় সোমড়াজা ও জয়নগর প্রভৃতি স্থানে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইতেছে।

সরকারি [illegible] দেখা গেল, গবর্ণর জেনরল বঙ্গদেশের লোক সংখ্যার আইনের অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত আইনে [illegible] ধারায় লিখিত হইয়াছে, সংখ্যাকারী কোন ব্যক্তিকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যদি তাহার উত্তর না দেন অথবা মিথ্যা উত্তর দেন, তাহার দণ্ড হইবে। কেহ যদি লোক সংখ্যার তালিকা মিথ্যা করিয়া পূরণ করিয়া দেন, তাঁহার কি হইবে?

এবার চট্টগ্রামের বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে। অনেক জাহাজ তথায় যায় নাই। এ নিমিত্ত কমিশনর তথায় একটী ভাসমান জেটী নির্ম্মাণ এবং বর্ত্তমান জেটীর অবস্থা উন্নত করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শস্য সংক্রান্ত যে রিপোর্ট প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, জলপ্লাবন নিবন্ধন ১৭ টী প্রদেশের শস্য হানি হইয়াছে। যশোহর ও অন্যান্য [illegible] মধ্য বঙ্গ [illegible] প্রধান। অন্যান্য [illegible] অবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু পুরী ও দারজিলিঙে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ধান্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবে বোধ হইতেছে।

শুনা যাইতেছে, আমাদিগের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার এই ভ্রমণে কি ফল লাভ হইল, তাহা যেন সর্ব্ব সাধারণে জানিতে পারেন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশের নবাব নাজিম এবং তাঁহার দুই পুত্র লণ্ডনের একটী সভায় নৃত্য করিয়া বাহবা লইয়াছেন। সে সময়ে রাজ্ঞী তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে জয়পুরের মহারাজ ইংরাজদিগের নিকট হইতে এই রোগ পান। তৎপরে ইন্দর মহরাজ তাহাকে আক্রমণ করে। এক্ষণে ইহা ক্রমে সাংক্রামিক হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রে ইংরাজদিগের অন্যান্য গুণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

গত জুলাই মাসের মধ্যে মধ্য প্রদেশের ৭১১২৮২৩ অধিবাসীর মধ্যে ৮৪৩৬ লোকের জ্বরে মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গদেশে জলপ্লাবন নিবন্ধন লোকের কষ্ট হইতেছে, কিন্তু মধ্য প্রদেশের নাগপুর চান্দা ওয়ার্দা মান্দলা রাইপুর, জব্বলপুর বিভাগে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন লোকে কষ্ট পাইয়াছে।

মফস্বলাইট বলেন, তথায় জনরব উঠিয়াছে, লুধিয়ানার [illegible] কমিসনর এবং ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেন্ট কুকীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। এসংবাদ কতদূর সত্য বলা যায় না।

উদয়পুরের পোষ্ট আফিসে ডিরেক্ট কোম্পানি বাড়ি ডাকে পার্শল প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা জ্বলিয়াছি অনেকগুলি কাগজ পত্র নষ্ট হওয়াতে উক্ত কোম্পানির ১২০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের জোলারপেট্টা হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত একটী শাখা খুলিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহা দীর্ঘে ৩০ মাইল হইবে এবং ইহার নির্ম্মাণে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে।

একজন এতদ্দেশীয় দোকানদার কম বাঁটখারা রাখিয়াছিল বলিয়া ব্রডটিস সাহেব তাহার ২ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

২০ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

১৮৭১-৭২ অব্দের এণ্ট্রান্স ও প্রথম পরীক্ষা আগামী ২৭ এ নবেম্বর এবং বি, এ পরীক্ষা ১ লা জানুয়ারি হইতে আরম্ভ হইবে। এণ্ট্রান্স ও প্রথম পরীক্ষার্থিদিগকে ১৭ এ অক্টোবরের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। বি, এ পরীক্ষার্থিদিগকে ১ লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে।

যাহাতে ভারতবর্ষে রেসমের বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়, এই উদ্দেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার বর্ত্তমান অবস্থা এবং এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

গবর্ণর জেনরল সে দিন এক দরবার করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্দ্দার ও রাজগণকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন "তোমাদের রাজ্যে যেন অত্যাচারের নামমাত্রও না থাকে এবং কি শিক্ষা কি সভ্যতা সকল বিষয়েই প্রজার উন্নতি ও হিতানুষ্ঠান চেষ্টা করিবে"। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল কথায় যেরূপ কার্য্যে সেরূপ হইলে সুখের হইত বটে।

যাহারা অমৃতসরের কসাইদিগকে হত্যা করে, সম্প্রতি লাহোরে তাহাদের বিচার হইয়া চারি জনের মৃত্যু দণ্ড দুই জনের যাবজ্জীবন কারাবাস এবং দুই জন মুক্ত হইয়াছে।

বোম্বাইর ছোট আদালতের তৃতীয় জজ পোপসন সাহেব আগষ্ট মাসের মধ্যে ৫৩৫ মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এ হিসাবে গড়ে প্রত্যহ ১৯ টী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

ষ্টার অব ইণ্ডিয়া বলেন, মান্দ্রাজে ফরাসি ভাষায় শীঘ্র একখানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইবে।

আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ৭১ টী সেবিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৭ বঙ্গদেশে, ১১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৮ পঞ্জাবে, ১ অযোধ্যায় ৪ মধ্য ভারতবর্ষে, [illegible] ব্রিটিশ ব্রহ্মে, ২ বিরাটে এবং আর ৩ টী ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে খোলা হইয়াছে

বোম্বাইয়ের উক্ত পুলিস কর্মচারী হইবা কর্ম্মে অবসরের ... একজন অন্য মত পুরুষ্কার প্রবল বিরুদ্ধ হইলেও তাহা লইয়াছিল ... হইয়াছে। এই দুটী ... নিমিত্ত পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে ... দেওয়া যায়, পুলিস শূন্য হইয়া যায় সন্দেহ নাই।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার একজন সংবাদ দাতা সেকেন্দ্রাবাদ হইতে লিখিয়াছেন, সর সালার জঙ্গ নিজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানস করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার ৪০০০০ সৈন্য আছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সর সাইমর ফিটজারলড পুনর্ব্বার আর এক বৎসরের নিমিত্ত বোম্বাইর গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইবেন।

৩১ এ ভাদ্র শুক্রবার।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, জুডিসিয়াল কমিসনর নিয়ম করিয়াছেন, যে মকদ্দমার বিচার সেসিয়নে হইতে পারে, সে মকদ্দমায় সাক্ষি দিগের আসামীর সাক্ষির জবানবন্দী লইতে বাধ্য নন, অতএব পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সাক্ষি প্রেরণের কোন প্রয়োজন নাই।

সম্প্রতি হাবড়ার ৭।৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দেব গ্রাম নামে একটী পল্লীতে ভয়ানক ডাকা ইতি হইয়া যায়। বহুসংখ্য লোক বরশা প্রভৃতি লইয়া অনেকের বাটী আক্রমণ করে। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন উইবার্ণ কতগুলি ডাকাইতকে ধরিয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, জলপ্লাবন নিবন্ধন সাহরণপুর হইতে অম্বালা পর্য্যন্ত যে রেল ওয়ে ভগ্ন হইয়াছে, শীঘ্রই উহার সংস্কার কার্য্যের শেষ হইবে।

১ লা আশ্বিন শনিবার।

লাহোরের ছোট আদালতের জজকে বিষ্ণু সিংহ নামক যে ব্যক্তি হত্যা করিয়া ছিল, গত সেপ্টেম্বর লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলে তাহার ফাঁসী হই[illegible] গিয়াছে।

আগামী ২৫ এ জানুয়ারি কলিকাতাও ... ইঞ্জিনিয়রের লোক সংখ্যা হইবে স্থির হই য়াছে।

... ইংলিসম্যানে লিখিয়াছেন, ... টীকা ... বসন্তের ভয় থাকে না, লোকের ... প্রকার ঔষধের ... দিয়া বিষের ক্রিয়াতে শরীরে ... সে বীজ সর্ব্বত্র থাকে না। ... করিলে সামান্য বসন্তাদি রোগের ... হইবে মাত্র। এই ঔষধটীর পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

[illegible]	৯৯৬/৯৯০।০
৪	৯৯৪।০৯৯৪৸/
৪।	১০৪।৶/১০৩।৶
৭।	১০৪।০১০৪।৶
৫	১০৫৬।১০৫৪
৭।	১১০৪৸/১১০৩৸/

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ আগষ্ট। শিবসাগরের সহকারী কমি সনর সি, জে, লিণ্ডেল, জি, সোসিয়াস ... বিধির ৯৮ ধারানুসারে যে সকল মকদ্দমা হাইকোর্টের সেসনের, অথবা হাইকোর্টের বিচার্য্য, তা পূর্ব্ব পরীক্ষা এবং ব্যক্তিদিগকে ঐ আদালতে পরীক্ষার্থ প্রেরণ বা তাহাদের প্রতিভূ গ্রহণ এবং এ নিমিত্ত যে কোন ক্ষমতা আবশ্যক তাহার চালন করিতে পারিবেন।

৩১ এ আগষ্ট। সি, এন, মাগ্রাথ (বি, এ) ১৮৭১ অব্দের ৮ আইন অনুসারে বঙ্গদেশের রেজিষ্ট্রি আফিস সমূহের ইনস্পেক্টর হইবেন।

ত্রিহুতের প্রথম শ্রেণীর এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এস, আয়রনসাইড হাজিপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

১ লা সেপ্টেম্বর। বাবু জিতেন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে ... বিভাগে ৬ মাসের জন্য আসেসর হইবেন এবং এ নিমিত্ত কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন। বাবু কেদারনাথ দাস আসেসর হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা রহিত হইয়াছে।

২ রা সেপ্টেম্বর। রেজেষ্ট্রি এব ইনস্পেক্টর জেনরল এচ, বিভারিজ (এম, এ) ১৮৭১ অব্দের ১১ আইনের ৫ ধারানুসারে বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা করিবার কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

ডাক্তার সি, হাণ্টের বিদায় দিনের জন্য গোয়া ... সেক্রেটারি হইবেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। অনুমিতি এব বন্দোবস্ত পদ ত্যাগের পর ১১ ই মে হইতে নিম্নলিখিত নিয়োগ স্থিরীকৃত হইল।

এ, স্মিথ (বিদায় প্রাপ্ত) জলপাইগুড়ির মাজি ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ, এস, হালিডে প্র... ও কালেক্টর ... হইবেন।

সর উইলিয়ম জোন হার্শেল ... ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হবেন। কিন্তু জ, পোপ বিদায় ... ২৪ পরগণার কর্ম্মের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এ, জে, আর বেলফিল্ড মেদিনীপুরের মাজি ষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ অস্থায়ী ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজের প্রতিনিধি থাকিবেন।

সি, টি, মেটকাফ বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ, জে আলেকজাণ্ডার চম্পারণের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

জি, গ্রেহাম এম, এ, প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

আলেকজাণ্ডার ইলিয়ট বঙ্গদেশের পদত্যাগের পর ১ লা জুন হইতে নিম্ন লিখিত নিয়োগ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সি, টি মেটকাফ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এফ, এচ, পিলু পাবনার দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিবেন।

এ, সি মাকলয় প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজি ষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

জে, এম, ক্লার্ট্টহাম দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবে।

রঙ্গপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ... বিভাগ ... উপবিভাগের ভার পাই

ডবলিউ, এচ, বার্ণার ১২ ই জুন হইতে ২৪ পরগণার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধির কার্য্য করিয়া ছিলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় ঢাকায় বদলী হইবেন।

বাবু বনমালী সিংহ উড়িষ্যা বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৫৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। ইঁহা [illegible] [illegible] ক্ষমতা পাই [illegible] পরীক্ষায় যে নিয়ম [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর নীলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর বাবু পদ্মলোচন দাস, কিছু দিনের জন্য গোয়ালপাড়ার সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। কোচবিহারের সহকারী কমিসনর লেপ্টেনান্ট এল, জে, এচ, গ্রে এখন শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১২ ই সেপ্টেম্বর। মুঙ্গেরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ, উইলকিন্স ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে উক্ত জেলার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু গড়বেতা উপবিভাগের ভার পাইবেন।

গড়বেতার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রতন লাল ঘোষ মেদিনীপুরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইবেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কাটোয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

কাটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু চন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাজু [illegible] ষ্টেসনে বদলী হইবেন।

কলিকাতার কষ্টমের সহকারী কালেক্টর জি, এস, [illegible] [illegible] সহ [illegible] এবং মাস্তুল [illegible] করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামের [illegible] প্রতিনিধি সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং [illegible] সুপ [illegible] ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এর [illegible] পাইবেন।

সি, বার্ণার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

[illegible]

বিচার ও রাজনৈতিক [illegible]

৩১ এ আগষ্ট। [illegible] [illegible]
[illegible] প্রতিনিধি [illegible] [illegible] ১৮৭০ অব্দের ১০ [illegible] অনুসারে কলিকাতায় একজন [illegible] কার্য্য করিতে পারিবেন।

১ লা সেপ্টেম্বর। নিম্ন লিখিত মুন্সেফদিগের পদোন্নতি হইল।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাবু মদনলাল চট্টোপাধ্যায় [illegible] প্রথম শ্রেণীতে।

বাবু কেদারনাথ মজুমদার [illegible] এবং মৌলবী সায়দ আলী হোসেন তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

বাবু প্রসন্ন কুমার রায় বি, এল, তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু বিনোদবিহারী চৌধুরী বি, এল, ২৪ প, গণার অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন এবং ডায়মণ্ড হারবারে স্থিত হইবেন।

বাবু শরৎ চন্দ্র দে বি, এল, পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোটের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, এফ ওয়ার্লি দিনাজপুরের কাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কাণ্টনমেণ্ট ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য উক্ত বিভাগের ভার পাইবেন।

২ রা সেপ্টেম্বর। বাবু [illegible] পাল চৌধুরী রাণাঘাটের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর। উত্তর লক্ষীপুরের সহকারী কমিসনর সি, এ, এল, [illegible] সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইবেন।

সার্জন, জে, এ কোটস এম, ডি, মুরশিদাবাদের সেসন সার্জন হইবেন এবং [illegible] অতিরিক্ত মেডিকাল ইন্‌স্পেক্টর হইবেন।

সহকারী সার্জন জে, জি, [illegible] [illegible] বাদের জেলের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। এচ, সি, [illegible] [illegible] সিবিল মেডিকাল আফিসর হইবেন।

বি, [illegible] [illegible] সিবিল মেডিকাল আফিসর হইবেন।

আর, এল, মাজলল (ডি, সি) [illegible] অতিরিক্ত জজ হইবেন।

সর উইলিয়ম [illegible] [illegible] দিনাজপুরের [illegible] [illegible] হইবেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইবে।

৩ ই সেপ্টেম্বর। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু মধুসূদন গুপ্ত [illegible] (সাহা [illegible]) দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

১১ ই সেপ্টেম্বর। ই, এস, [illegible] কিছু দিনের জন্য পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, হারিসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ আগষ্ট। সেণ্ট টমাসে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ১৫০ ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

[illegible] সেপ্টেম্বর। চক ডাউ লণ্ডনে পনীত হইয়াছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার যে সন্ধি [illegible] তাহাতে কোন নিশ্চিত ফল লাভ হয় নাই।

পারিস ৩ রা সেপ্টেম্বর। কমিউনিষ্টদিগের বিচার কার্য্যে কোর্ট মার্সিয়াল দুই জনের প্রাণ দণ্ড, দুই জনের যাবজ্জীবন কারাবাস এবং অবশিষ্ট দিগের ৩ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাবাস ও অর্থদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।

রাজস্ব মন্ত্রী [illegible] সাধারণ সভায় বলিয়াছেন যে, প্রুসীয় গবর্ণমেণ্টকে তৃতীয় অর্দ্ধ [illegible] দেওয়া হইয়াছে।

আফ্রিকার [illegible] জেনারল বলেন, নগরের মন্ত্রী পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই আগষ্ট। রাজ্ঞী অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। আর [illegible] বারা [illegible] [illegible] অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে। যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে তাঁহাদের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

লণ্ডন ২৯ এ আগষ্ট। পীড়া নিবন্ধন রাজ্ঞী [illegible] গমন করিতে পারেন নাই। [illegible] [illegible] সকলে মহানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন রাজকুমারী লুইসাকে [illegible] ১৪০০০ পাউণ্ড মূল্যের এক হীরকের হার উপঢৌকন দিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা সেপ্টেম্বর। [illegible] সভা [illegible] দিগের [illegible] যে সাক্ষাৎ হয় তাহাতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের [illegible] হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা সেপ্টেম্বর। রাজ্ঞীর পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন হুইটবিতে বক্তৃতা কালে মন্ত্রীদিগের রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার। গতকল্য ডবলিনের ফিনিক্স পার্কে বহুসংখ্য লোক একত্রিত হইয়া পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের ৫০ লোক আহত হইয়াছে।

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অত্রত্য সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থানান্তরিত হইবার সংবাদ পাইয়া এই স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের নিকট আপত্তি করিয়া এক আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন। এই পত্রে প্রায় ২৫০ ব্যক্তির স্বাক্ষর আছে। যাহাতে চন্দ্রশেখর বাবুর আরও কিছুকাল এখানে থাকা হয়, তাহা করা আবেদন পত্রের উদ্দেশ্য। ফলতঃ ইহাঁর আসা অবধি অ... ... দুষ্ট লোক শাসিত হইয়াছে এবং ইহার সুবিচার দ্বারা প্রজাগণের বি... ...ত্যায় দূর হইতেছে। বিশেষতঃ আয়-কর হইতে বহু সংখ্য ব্যক্তি পরিত্রাণ পাইয়া ইহার প্রতি সর্বাংশে সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইনি সাধারণের উপকার বিষয়েও অমনোযোগী নহেন।

পাঁশকুড়ি নামক স্থানে উপবিভাগীয় কার্য্যালয় উঠিয়া গেলে সুবিধা হইতে পারে কি না, গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ঐ স্থান নগর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এবং নিতান্ত প্রান্তর মধ্যস্থিত, বৃক্ষাদি কিম্বা গুল্মের নাম নাই; সুতরাং ঐ স্থানে না যাওয়াই কর্ত্তব্য।

কংসাবতীর বন্যা দ্বারা এবারে জেলা প্রভৃতি কয়েকটী জনপদ একেবারে প্লাবিত হইয়া কৃষকদিগের সংবৎসরের ক্ষতি করিয়াছে। গৃহাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে। এরূপ আকস্মিক অপচয় সচরাচর ঘটে নাই। যে সেতু ভগ্ন হইয়া এরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছে, পূর্ত্তকার্য্য বিভাগের কর্মচারিগণ বহু অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিতেছেন। এপ্রকার বিপদ্পাতের মূল কারণ এই, কংসাবতীর জল রূপনারায়ণ নদে পতিত হইবার সুপ্রশস্ত খাল নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট একটী প্রশস্ত খাল খনন করিয়া দেন, তাহা হইলে অনায়াসে এরূপ কষ্টের অবসান হইতে পারে। শীঘ্র প্রজাবর্গের এই সুমহৎ কষ্ট নিবারণ করা কর্ত্তব্য। কাশীজোড়ার অধিবাসীদিগের দুঃখের অবধি নাই। তাহাদিগের হাহাকার রবে অতি নির্দ্দয়েরও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়।

৭ই এ সেপ্টেম্বর

১৮৭১

আমাদিগের ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

৫ বর্ষ অপেক্ষা এবারে এখানে বর্ষা কম হইয়াছে। কিন্তু পরে কি হয় ...না। সম্প্রতি আমরা ফরিদপুর ...র সময় পথি মধ্যে ভয়ঙ্কর জল প্লাবন দেখিয়া আসিয়াছি। বলাগড়, খুলনা গর এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেসন হইতে আলমডাঙ্গার ষ্টেসনের রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ মাঠ সমুদয় জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ধান্য প্রভৃতি নষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকার পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রজার কষ্টের একশেষ হইতেছে। গবাদি পশুগণ আহারাভাবে কষ্ট পাইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। কোথায় দশ, কোথায় বিশ, কোথায় পঞ্চাশ, কোথাও বা এক শত ঘর জলে মগ্ন হওয়াতে দুঃখী প্রজাগণ ঐ সকল ঘর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। যখন উক্ত প্রদেশের এইরূপ অবস্থা তখন যে এই নিম্ন প্রদেশের কিরূপ ভয়ঙ্কর দুরবস্থা হইবে তাহা পাঠকগণ অনুভব করিতে পারিতেছেন।

ফরিদপুর গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানের স্মলকজ কোর্টের সুযোগ্য জজ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুর এক প্রকার অজাতশত্রু হইয়াছেন। তিনি অনেক বাবু ও নিজের উৎসাহে সকলকে গোয়ালন্দের সন্নিকট কুশাকাটা নামক গ্রামে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বালকবৃন্দের মহদুপকার করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ হইলাম। কালীকিঙ্কর বাবু সোমপ্রকাশ পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে এই ফরিদপুরে ইহাঁরই যত্নে কৌলীন্য প্রথা ও কন্যাপণ প্রথা নিবারণী প্রভৃতি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা অনুরোধ করি, এখানকার অন্যান্য প্রধান কর্মচারিগণ জজ বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন।

ফরিদপুর বদমায়েসের আকর, বিশেষতঃ ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কমলাপুর প্রভৃতি স্থান চোরের আড্ডা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল স্থানের দুষ্ট লোকেরা না পারে এমন কর্ম্মই নাই, কিন্তু এখানকার বর্ত্তমান সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েলস সাহেব কর্ত্তৃক ইহাদের বিলক্ষণ শিক্ষালাভ ও শাসন হইতেছে। ওয়েলস সাহেব কিছু দিন এখানে থাকেন একান্ত প্রার্থনীয়।

এরূপ জনশ্রুতি এবং কর্ত্তৃপক্ষের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, ফরিদপুর হইতে শীঘ্রই জেলা উঠিয়া গোয়ালন্দে যাইবে, ফরিদপুর একটী সামান্য মহকুমা থাকিবে মাত্র। বাস্তবিক ফরিদপুরে জেলা থাকাতে উন্নতির যে সকল অন্তরায় আছে, গোয়ালন্দে জেলা হইলে সেগুলি দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই।

এরূপ প্রকাশ হইতেছে যে, ফরিদপুরের পোষ্ট আফিসের একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস গোয়ালন্দে সংস্থাপিত হইবে।

সম্প্রতি লক্ষ্মীপুরের তারিণীচরণ সেন নামক জনৈক ব্যক্তির একটী স্ত্রীলোককে বাহির করাতে এবং উক্ত তারিণী সেনের একজন ব্রাহ্মণ পাচক ঐ বিষয়ে সাহায্য করাতে প্রথমের নয় মাস মিয়াদ ও ১০০ শত টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়ের নয় মাস মিয়াদ ও ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইয়াছে। আর ঐ স্ত্রীলোকটী ডাবিষ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সদ্ব্যবহারে উহার স্বামীর সহিত গৃহে গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ মুখোপাধ্যায় এখানকার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক হওয়া অবধি বিদ্যালয়টী ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

এখানকার পুলিসের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরিকিশোর ঘোষ ও সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র সরকার কমলাপুরের কয়েকটী চোরকে ছাড়িয়া দেওয়াতে ম্যাজিষ্ট্রেট নেলসন সাহেব উৎকোচ লইয়া চোর ছাড়িয়া দিয়াছে, এই সন্দেহ করিয়া উহাদের প্রত্যেকের তিন মাস মিয়াদ ও তিন শত টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

ফরিদপুরের ব্রাহ্মসমাজটী ত্রিশঙ্কুর ন্যায় উন্নতি ও অবনতি এতদুভয়ের মধ্যগত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

১৪ ই ভাদ্র

ফরিদপুর

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হায় রে শমন তোর এই ছিল মনে।
গ্রাসিলি সহসা আসে অনুকুল ধনে॥
সাধে কি মেনকা আহা সুর বারাঙ্গনা।
রেখেছিল ধনধর নাম সে ললনা॥
কেন রে কেমনে তুই কি ভাবিয়ে মনে।
হরিলি সে ধনে যদি সে ধন বিহনে॥
বঙ্গের তিলক আহা! ছিল অনুকুল।
কি দোষেতে তাঁর প্রতি হলি প্রতিকুল?
বেধনা রে কাল তুই তাহারে যখন?
অনুকুল বলি কে না করিছে রোদন॥
সাধু, দাতা, অনুকুল বঙ্গকুলমণি।
বঙ্গের গৌরব আহা! মানী, গুণী, ধনী॥
কিবা রূপ অপরূপ অনুকুলরূপ।
প্রকৃতি তেমতি আহা! রূপের স্বরূপ॥
কোথা গেলে অনুকুল কি ভাবিয়ে মনে।
দারুণ সন্তাপ শেল হানিয়ে এ প্রাণে॥
আর না সহিতে পারি বিরহ তোমার।
তেঁই যথা যাব তথা মানস আমার॥
গেলে যবে অনুকুল! ভাবিলে না মনে।
হইবে রে বংশলোপ বংশধর বিনে॥
আছিতো ধন তব মহেন্দ্র রতন।
অগাধ বিষাদ নীরে ডোবেছে মগন॥
সুধীর রাজেন্দ্র অতি পিতৃপরায়ণ।
ছেড়েছে জীবন মায়া জনক কারণ॥
অনুকুল অদর্শন বিষময় বাণ।
করেছে এদের হায়! জর্জ্জরিত প্রাণ॥
দেখিলে সংসার তব বুক ফেটে যায়।
দিবা নিশি এই রব "একি হল হায়"
দেখিলে রাজেন্দ্র আর মহেন্দ্র বদনে।
পাষাণ হৃদয় হায়! কাঁদে এক মনে॥
অহহ, দ্বারকা আদি যত মতিমান।
অনুকুল বিনে হায়! সব ম্রিয়মাণ॥
ধনী, মানী, গুণী যত কলিকাতা ধামে।
উঠিছে শিহরে সব অনুকুল নামে।
নর্ম্মান, ফিয়ার আদি বিচারকগণ।
দুঃখের সন্তাপ নীরে ডোবেছে মগন॥
হায় রে! যে ধন বিনে সব ম্রিয়মাণ।
কি দোষে শমন তাঁর হরিলি পরাণ?
হায় ওরে যে দিকেতে নয়ন ফিরাই।
অনুকুল মুখ যেন দেখিবারে পাই॥
অনুকুল সকলের ছিল অনুকুল।
বুদ্ধি সরঃ অরবিন্দ মনোরম ফুল॥
মরি কিবা গুণধর কিবা মতিমান॥
ধরি নিজ মূর্ত্তিযেন ছিল রে সম্মান॥
অনাথেরে অন্নদানে হন না কাতর।
আবির্ভাব ধর্ম্ম যেন দয়ার সাগর॥
ধরিয়ে মানব জন্ম অবনী মণ্ডলে।
রাখিল মহতী কীর্ত্তি নিজ বুদ্ধি বলে॥
বসিত রে ধর্ম্মাসনে বিচারে যখন।
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরিত তখন॥
পরম ধার্ম্মিক বড় ধর্ম্ম পথে মন।
করিত সামঞ্জস্যেতে দুঃশীলে শাসন॥
পক্ষপাত নিরপেক্ষ সাধু মহাজন।
বলিত "ধর্ম্মের জয়" সদা সর্ব্বক্ষণ॥
হিন্দুকুলে জন্ম ধরি সানন্দ আননে।
হইল বিচারপতি কেহ না এমনে॥
ধরে ছিল অনুকুল সার্থক জীবন।
এমন সাধুর হায়! গেল রে জীবন!॥
ধনী হলে শেষে প্রায় এই দশা হয়।
অহঙ্কার মন্ত্রী সনে সদা সুখে রয়॥
ছিলনা সে অনুকুল অহঙ্কারী ওরে।
দারুণ শমন তাঁরে গ্রাসিলি কি করে?॥
ওরে রে মনুষ্যগণ হও সাবধান।
মুখে কর দিবা নিশি বিভুগুণ গান॥
সকলি অনিত্য হায়! দেখ না চাহিয়ে।
দারা পুত্র বলি কেন বেড়াও কাঁদিয়ে।
কালেতে কালেতে ওরে গ্রাসিবে যখন।
দারা, পুত্র, ভ্রাতা কোথা রহিবে তখন॥
স্মর রে তাঁহারে যিনি জগৎ জীবন।
নিরাকার নির্ব্বিকার সত্য সনাতন॥
চেষ্টা কর যশোমালা গলেতে পরিতে।
অনুকুল ন্যায় সুখে জীবন কাটাতে॥
কালগ্রাসে অনুকুল পতিত হইল।
যশোদীপ হিন্দুকুলে জ্বলিতে লাগিল॥

বাগবাজার
১২৭৮। শ্রীকিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

৪ ই সেপ্টেম্বরের "ন্যাসনাল পেপরে" এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, বেহালা গ্রামে জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব নাই। এ কথাটী সম্পূর্ণ অমূলক। প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে জ্বর ও প্লীহা রোগাক্রান্ত ৭০০। ৮০০ ব্যক্তি ভারত সংস্কার সভা হইতে ঔষধ প্রাপ্ত [illegible]কেন। আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে শনিবার দিবসে আলীপুরের জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ই, জে, বার্টন [illegible] ও সিবিল সার্জ্জন বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমভিব্যাহারে বেহালায় আসিয়াছিলেন এবং কিরূপ ঔষধ বিতরণ করা হয়, কোন্ গ্রামের লোকেরাই বা তাহা সেবন করে এবং প্রতি দিন কতগুলি রোগীই বা উপস্থিত হয়, তৎসমুদয় পরীক্ষা করিয়া ও বিতরণ কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে দেখিয়া গিয়াছেন এবং ইহাও দেখিয়া গিয়াছেন যে, রোগীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বেহালা নিবাসী। পত্রপ্রেরক এ প্রকার লিখিয়া অতিশয় অন্যায় করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, ন্যাসনাল পেপরের সম্পাদক পত্রপ্রেরকের কথার প্রতিবাদ করিবেন।

বেহালা
৭ ই সেপ্টেম্বর
১৮৭১ } শ্রীগৌরীচরণ শর্ম্মা।

মহাশয়! এবার মুরশিদাবাদের উপর বরুণ দেবের বড়ই কৃপা, কিন্তু অতিশয়

কিছুই ভাল নহে। একে অতি বৃষ্টি তাহাতে আবার গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া প্রায় সমুদায় দেশ জল প্লাবনে উৎসন্ন হইল। ইতিপূর্ব্বে লালকুঠার সন্নিকট একটী বাঁধ ভগ্ন হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; পুনরায় গত রবিবার রাত্রি অনুমান ১০ টার সময় অত্রত্য দলমালীপুরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রায় সমুদায় সহর জলমগ্ন হইয়াছে। প্রজাদিগের কষ্টের পরিসীমা নাই; কেহ আপনার শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া, কেহ বা মস্তকোপরি দ্রব্যাদি লইয়া এবং কেহ কেহ বা গাভি বৎস প্রভৃতি লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে ধাবমান হইতেছে। যখন সে স্থান প্লাবিত হইতেছে, অন্যত্র পলায়ন করিতেছে। কি শোচনীয় অবস্থা! মহাশয়! সে সময়ের প্রজাদিগের দুরবস্থা স্মরণ হইলে কাহার অন্তঃকরণ ব্যথিত না হয়? অত্রত্য নবাব নাজিম বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত মেজলা সাহেব বাহাদুর নেজামত হইতে যথাসাধ্য বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য প্রদান করিতেছেন। নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঁধটী বাঁধা হইল না। এখানকার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আডবর্ডি মহোদয় ও আর কয়েক জন সাহেব এবং পুলিসের ইনস্পেক্টর, সব ইনস্পেক্টর প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রম দ্বারা দুই দিবস অবিশ্রান্তে বাঁধ বাঁধিবার জন্য যত্ন প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি সমুদায় জলমগ্ন হওয়াতে মৃত্তিকা অভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হইবে।

পরিশেষে গবর্ণমেন্টের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা এই, যেন তাঁহারা এই সকল দুঃস্থ ব্যক্তির প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করেন। অনেক গৃহ পড়িয়া গিয়াছে এবং জল কমিবার সময় আরও পড়িবে। এমন অবস্থায় গবর্ণমেন্ট অন্য কোন সাহায্য না করুন, অন্ততঃ তাহাদিগকে টাক্স প্রভৃতি হইতে মুক্ত রাখেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

সহর মুরসিদাবাদ }
১৮ ই ভাদ্র }
১২৭৮ }

বশম্বদ
শ্রীঃ—

মহাশয়! আমি এক্ষণে তিন বৎসরের মদ্যপায়ী। ৩ বৎসরের পূর্ব্বে মদে আমার সম্পূর্ণ বিদ্বেষ ছিল। এমন কি তাহার পূর্ব্বে মদ্যপায়ীর সঙ্গে এক বিছানায় বসিতে আমার ঘৃণা হইত। ক্রমে এক আধটুকু পোর্ট খাইতে আরম্ভ করিলাম। সেই অবস্থাতেই আমার একটা গুরুতর শোকের কারণ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে আমার কতিপয় বন্ধু জ্ঞাতি ও অন্যান্য মদ খাইয়া আমাকে শোকাপনোদনের পরামর্শ দেন। আমিও তদনন্তর বেশ মাতাল হইলাম। যে দিন মদ খাইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতাম, সে দিন আমার মনে শোকোদ্রেক হইত না। যে দিন স্বয়ং নির্জ্জনে বসিয়া খাইতাম, সে দিন শোক দ্বিগুণ প্রবল হইত। কোন কোন দিন আমোদ প্রমোদ ও মদ কিছুতেই আমার শোক নিবারণ করিতে পারিত না। সে দিন আর একটু খাইলেই মনের এ অবস্থা যাইবে ইহা মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে ৫। ৭ বারে খুব খানিক মদ খাইতাম। নিদ্রা আসিত। যে দিন গাঢ় নিদ্রা হইত সে দিন বেশ যাইত, যে দিন তাহা না হইত সে দিন ক্রমাগত স্বপ্নেও দুঃখভোগ করিতাম।

৩। ৪ মাস পরে শোক শিথিলবেগ হইতে আরম্ভ হইল। মাসে এক আধ দিন মদ খাওয়া প্রায়ই চলিতে লাগিল। ক্রমে আমার মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই নিতান্ত বিরক্ত এবং দুঃখিত হইতে লাগিলেন। তখন আমি মদ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিলাম; কিন্তু একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। আজি প্রায় ৬। ৭ মাস হইল আমার মনের এই অবস্থা হইয়াছে। এই কু অভ্যাস জন্মিবার পূর্ব্বে আমি বেশ পরিশ্রমী ছিলাম, লেখাপড়াও মন্দ করিতেছিলাম না। অবসর সময়ে পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলে প্রায় ২ ঘণ্টা মন পুস্তকে আকৃষ্ট হইয়া থাকিত। ঐ কু অভ্যাস জন্মিলে পর আমার মস্তিষ্কের শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। এমন কি কাব্যের বই পূর্ণ এক ঘণ্টাও মনোযোগ দিয়া পড়িতে পারিতাম না। কেবল নভেলের বই ভাল লাগিত। পরিশেষে এক দিন ভয়ে নকল মদ খাইলাম এবং মা ও স্ত্রীকে বাবা ও বন্ধু বলিয়া গালি দিলাম। সেই জন্য বর্ষ সাক্ষী করিয়া শপথপূর্ব্বক আমি সম্প্রতি মদ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি যে মদ খাই তাহা অনেকে জানে। খাইয়া শেষে ছাড়িয়াছি ইহা সকলের জানা চাই।

মনে করিবেন না যে, যা তা একটা লিখিয়া সংবাদ পত্রে বাঙ্গলা লেখক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য আমি একটা গল্প ছলে গোটাকত কথা লিখে দিলাম। আমি এবং আমার এক জন পরমাত্মীয় বন্ধু ভিন্ন লেখককে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। দুর্ব্বলচেতা যুবকদিগের অন্তঃকরণ আপাত-মধুর পরিণাম-বিষ মদ্যপানে এরূপ আকৃষ্ট হয় যে কিছুতেই বাগ মানে না। আমিও সেই দুর্ব্বলচেতাদিগের মধ্যে এক জন। ভ্রাতা, মাতা যখন আমাকে এই বিষ পরিত্যাগ করিতে বলেন, তখন আমি শপথ করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। এখন স্বয়ং প্রায় ২৭ ঘণ্টা চিন্তার পর পরিত্যাগ করিলাম। ছাড়িবার সময় একটু ক্লেশ হইয়াছিল।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারা যায় যে, মদই আমাদের বহুবিধ অনর্থের মূল। আমার এই পত্রখানি পড়িয়া যদি দুই এক জন মদ্যপায়ীর অন্তঃকরণ অকালে মদ্য পানের বোধোদয়ে রত হয়, তবেই কিছু সুখ বোধ হইবে।

কলিকতা শ্রীঃ-

—১০১—

বন্যা।

যায় যায় ভেসে যায় সোনার বাঙ্গলা হায়!
ভাসিবার এবিধম দাপে।
আকাশেতে অবিরল ... নেতে বারির দল
ভেবে ভয়ে নর নারী কাঁপে॥
বিল খাল সরোবর ভেসে গেছে যায় আর
চারি দিক ডুবিল বন্যায়।
মাঠের উপরে ঐ জল করে থৈ থৈ
কি করে কি হবে হায় হায়॥
হুহু শব্দে অহর্নিশ পরিপূর্ণ চারি দিশ
স্রোতস্বতী ভাঙ্গিয়াছে কূল।

চৌদিকে স্রোতের জল আবরিল জলস্থল
 চৌদিকেতে শুধু কুল কুল ।
গ্রামের নিবাসী যত শোক দুঃখে অবিরত
 কেহ কাঁদে কেহ ম্রিয়মান ।
যাদের সম্বল আছে তারাই বাঁচিয়া আছে
 দরিদ্রের কিসে বাঁচে প্রাণ ॥
নিত্য খাটে নিত্য খায় এবে তারা যায় যায়
 দীনদুঃখী কাঙ্গালের দল ।
ভিক্ষুর ভিক্ষার ঝুলি খোঁচায় রয়েছে ঝুলি
 শূন্য ঘরে না দেখি সম্বল ॥
উপায় না দেখি আর ভাবিয়া ভাবিয়া সার
 কাঙ্গাল মজুর দীন হীন !
চৌদিকেতে শিশুগণ কাঁদিয়া আকুল মন
 পেটের জ্বালায় হয়ে ক্ষীণ ॥
তাদের জননী হায় ! শোকে ভাবি নিরুপায়
 অশ্রুধারা ভাসে অনিবার ।
কাঙ্গালের দেখি দুখ ওরে বিধি পোড়ামুখ
 বিদরে না হৃদয় তোমার ?
দুঃখের উপরে দুঃখ ভাবিয়া বিদরে বুক
 এবে এই বিষম জঞ্জাল !
ইহার উপরে জ্বর দেখা দিল ঘরে ঘর
 যেন কালান্তের মহাকাল ॥
অনাহারে শীর্ণকায়, তাহাতে জ্বরের ঘায়
 কেমনেতে বাঁচে নর আর ।
বিধাতার কোপ বুঝি অনিবার হয় বুঝি
 বাঙ্গলা বুঝি হলো ছারখার ।
গ্রামের কৃষকগণ মাঠ করি দরশন
 একেবারে কাঁদিয়া আকুল ।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বয় বিলাপের কথা কয়
 বিদলিত হৃদয়ের মূল ॥
" হায় হায় হায় হায় ! বুক ফাটিয়া যায়
 মাঠের এ দুর্দ্দশা দেখিয়া ।
কত যতনের ধান কৃষকের দেহ প্রাণ
 একেবারে গিয়াছে ডুবিয়া ॥
ঠাকুরের দুপুর বেলা রবি তাপ করি হেলা
 কত যত্নে করিলাম চাস ।
সপরিবারে কত শ্রম পরিশ্রম অবিরত
 তার ফল হইল বিনাশ ॥
সবুজ ধানের শোভা কৃষকের মনলোভা
 ক্ষেতে যেন করেছিল আলো ।
কিছু নাহি দেখা যায় শেষ ক্ষেত হায় হায় !
 দেবতা কি ঘটালে জঞ্জাল ॥
ভাবিয়া না কূল পাই কেমনেতে ওরে ভাই
 বাঁচাইব ছেলে পিলে যত ।
অদৃষ্টের যেন কাল ঘটাবে নানা জঞ্জাল
 হায় ! তার কোপে হব হত ॥
আশায় বাঁধিয়া বুক পাসরিয়া সর্ব্ব দুখ
 ক্ষেত মাঝে লাগাইনু ধান ।
আশা হলো নির্ম্মূল ভাবিয়া না পাই কূল
 হায় হায় ! ফেটে যায় প্রাণ " ॥

বিষ্ণুচৈল
১১ ই সেপ্টেম্বর পল্লীগ্রাম নিবাসিনঃ ।

হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত যে দাতব্য বিভাগ আছে, তাহার কার্য্য এক প্রকার চলিয়া আসিতেছে। যাহারা যথার্থ সাহায্যের উপযুক্ত, তাহাদিগকে সাহায্য করা এই বিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। আয় অল্প হওয়াতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত কএকটী ভদ্র পরিবারদিগের সাহায্যার্থ আমরা শ্রীমতী মহারাণীর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পাঠকগণের গোচর করিতেছি, উক্ত মহোদয়া ৩০ টী টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের অন্তরে যে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ঈশ্বর করুন, ইনি এই রূপ দীন ব্যক্তিদিগের সাহায্য দান করিতে করিতে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করেন ও সকলের ধন্যবাদের পাত্র হন !!

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ

মূল্যপ্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল পাল কলিকাতা	১০
" " মথুরা মোহন পালচৌধুরী বালিয়াডাঙ্গা	১৩
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় জয়পুর	১৩
" " লালমোহন চট্টোপাধ্যায় দার্জ্জিলিং	১৩
" " গিরিশচন্দ্র রায় বাজিতপুর	১৩
শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল মজিদ—শ্রীহট্ট	৬৸
শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী—গোবরডাঙ্গা	১৩
বরিশাল লাইব্রেরির সেক্রেটারি	১৩

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক আনা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনারপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴৬ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৪৫ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতাং ন হীয়তাম্।

অগ্রিম মূল্য ১৲ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৲ টাকা

সন ১২৭৮। ১০ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭১। ২৫ এ সেপ্টেম্বর।

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩৲, ষাণ্মাসিক ৭৲ ও ত্রৈমাসিক ৩৷৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্যোদয়। পাক্ষিক পত্র; বারুইপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক এক টাকা, প্রত্যেক সংখ্যার ডাক মাশুল /০ এক আনা।

১৮৭১। ৮।
কলিকাতা মুজাপুর
মসজিদ স্ট্রীট নং ১৬

কার্য্যাধ্যক্ষ
শ্রীরাজেন্দ্রলাল
রায় চৌধুরী

হেক্টর বধ।

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাক মাশুল /০।

নং ২৫৯ বৌবাজার স্ট্রীট বাঙ্গাল প্রেসে প্রাপ্য।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসক, সংগ্রহ সভায় শ্রীযুত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুল সমেত ১৷৷০ আনা।

— :০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি আমাদের বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ড্রেন করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝে ছাদে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।
ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য এ সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ড্রেন করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস স্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

১৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
সীতার বনবাস	১ টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০ আনা
সাহিত্যসার (১ ম ভাগ)	৷৷০ ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৷৷০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ ঐ

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

[illegible] রাস্তার উপর আমবাটী
ঐ [illegible] ঐ ৮৩ কাঠা
নং ১৫ [illegible] রোড ঐ ১৷/১ বিঘা
বিক্রয়ের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী [illegible] কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

শ্রীশরৎপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, ডি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম খণ্ড, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪৷৷০
ডাকমাশুল ।/০ পাঁচআনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার কিম্বা হুগলিতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু পরিশ্রম অনেক যোগ্য একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন উহাদের এই প্রকার বর্ণনে আমরা [illegible] হইতেছি। জগদুপকারক ডাক্তার শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলেস" উহার ন্যায়[illegible]

রোগীর নির্ভর ছিল, কিন্তু এই নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, শ্বাস, মেহ, কাণঘর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি সমুদয় রোগে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২॥০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

জিলা বর্দ্ধমান কাটোয়া অমৃত বিষ আফিস শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দের নিকট।
১৭ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } শ্রীমহানন্দ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপ

—:—

তুলসকাবিনী। মূল্য ।৶০

সংস্কৃত মূল অনুবাদক বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ সহ মুদ্রিত। কলিকাতার সমুদায় বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও দিনাজপুর জেলা স্কুলে বিক্রীত হয়।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১৪ ই সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	২৮	৬
তথা হইতে কাটি বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২৩	
কাটি বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	২১	৬
আলিকদহ হইতে চড়গঙ্গা		
৩৮ মাইলের মধ্যে	২১	৩
চড়গঙ্গা হইতে হুগলী		
৩৫ মাইলের মধ্যে	২১	
ভাগীরথী।		
মোহানায়	২৪	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২১	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৬ মাইলের মধ্যে	২৪	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	২১	
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২২	
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইলের মধ্যে	২০	
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইলের মধ্যে	২২	
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	২১	

সন ১৮৭১ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	২১	৮

বহরমপুর ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

—:—

রুইউআদিনী যাত্রা গান মূল্য আট আনা।
ঢাকা কালেজ। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।

—:—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ীলেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৶০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে ভক্তি হইতে রহিত করিলাম। এই বিজ্ঞাপন সত্বেও যদি তিনি আমার স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বাধিত হবে না।

রংপুর ১২৭৮ ৫ ই আশ্বিন } শ্রীউমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

সোমপ্রকাশ।

১০ ই আশ্বিন সোমবার।

আমরা নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া একটী শোচনীয় হত্যা সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিতেছি, শুনিয়া তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় দুঃখিত ও বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রধান ধর্ম্মবিচারালয়ের প্রধানতম প্রতিনিধি বিচারপতি নর্ম্মান হত হইয়াছেন। বিচারালয়ে নর্ম্মান সমক্ষে হত হইলেন, ইহা সামান্য বিস্ময়াবহ নহে। পাঠকগণ ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দর্শন করিবেন।

—:০:—

আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণকে সংবাদ দিতেছি, কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের প্রিয়তম অধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী আরোগ্য লাভ করিয়া ৭ ই আশ্বিন কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি অতি উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন সংশয় দোলায় আরূঢ় হইয়াছিল। এরূপ ব্যক্তির স্বাস্থ্যলাভ যে কিরূপ আনন্দকর তাহা সহৃদয় ব্যক্তিরা অনুভব করিয়া লইবেন। প্রসন্ন বাবু সকলের প্রিয়পাত্র। তাঁহার আগমনে কি শিক্ষক কি ছাত্র যাবতীয় ব্যক্তিরই মন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

—:০:—

মাতলা রেলওয়ের জীবনের আয়

[illegible] । [illegible] পা ছাড়িয়া বসিয়াছেন। বাঙ্গলা বন্দরে একদিন যে ব্যয় হইতেছিল, তাহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। মাতলা বন্দর হইবে, এই আশাতেই রেলগাড়ি হইয়াছিল। যদি বন্দর না হইল, রেল গাড়ি চলিবার সম্ভাবনা অল্প। যে কিছু সম্ভাবনা ছিল, গাড়ি চালাইবার অধ্যক্ষেরা তাহারও লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। নিয়ম আছে, (সকল রেলওয়েতে ঐ নিয়ম প্রচলিত আছে) প্রতি মাইলে এক পয়সা করিয়া ভাড়া হইবে। তাহা না হওয়াতে মাতলা রেলওয়ের কর্ম্মচারিরা সঙ্কল্প করিয়াছেন, ভাড়ার বৃদ্ধি করিবেন। আলস্যকালে যে বিপরীত বুদ্ধি হয়, এ বুদ্ধি সেই বুদ্ধি। আমরা নিশ্চয় করিতেছি, ভাড়া বৃদ্ধি করিলে এক্ষণে যে আয় আছে, তাহারও হ্রাস হইবে। মাতলা রেলওয়ের আয়ের মধ্যে সোণাপুরে যে কিছু হয় সেইমাত্র। সোণাপুর শিয়ালদহ হইতে দশ মাইল পথ। লোক অনায়াসে চলিয়াও আসিতে পারে। অল্প পয়সায় আনা হয় বলিয়া অনেকে চলিবার কষ্ট স্বীকার না করিয়া এক্ষণে গাড়িতে আসিতেছে। কিন্তু যদি ভাড়া বৃদ্ধি হয়, অনেকে গাড়ি ত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভাড়া বৃদ্ধিকারিদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা কৈ? তাঁহারা ২০ জনের নিকট হইতে এক পয়সা অধিক লইয়া পাঁচ আনা বাড়াইলেন; কিন্তু এখন যত লোক আসিতেছে, যদি তাহার মধ্যে দুইজন কমিয়া যায় সেই পাঁচ আনা খাইয়া গেল। এই নিমিত্তই আমরা কহিতেছি ভাড়া বৃদ্ধি করা মূর্খতা। মূল্য অল্প হইলে আয় বৃদ্ধি হয়, এটা সিদ্ধান্ত বাক্য। ডাকের ব্যবস্থা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা গতবারে লিখিয়াছি, পুনরায় লিখিতেছি, বন্দোবস্তের অনেক দোষ ঘুচে, এই নিমিত্ত [illegible] হইতেছে না। অতএব সেই দোষের সংশোধন করাই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রতি দিন কতবার গাড়ি চলিত, কত আরোহী ও কত আয় ও কত ব্যয় হইত, তিন বৎসরের এইরূপ হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায়, লোক দুই গুণ, অন্যপক্ষে কর্ম্মচারিদিগের বেতনই আয়ের অধিকাংশ গ্রাস করিয়াছে। এখন গাড়ি বারে কমা হয়ে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আয়ের একটী পথ রুদ্ধ হইয়াছে। গাড়ির গমনাগমন বারে এক না কমাইয়া অধিক পরিমাণে কর্ম্মচারী কমাইয়া দেওয়া হউক, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ লাভ হইবে। বর্ষাকালে কোন রেলওয়েতেই লাভ হয় না, এখন এ বন্দোবস্তে যদি লাভ দেখিতে না পাওয়া যায়, কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বিচারপতি নর্ম্মানের হত্যাকাণ্ড।

গত ৫ ই আশ্বিন বুধবার ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান নগরের সর্ব্ব প্রধান বিচারালয়ে একটী শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে। প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে. পি. নর্ম্মান সাহেব বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে টৌনহালে আপীল শ্রবণ করিতে গমন করেন। তিনি উত্তর দিকের গাড়ী বারাণ্ডায় নামিয়া সিঁড়িতে উঠিতেছেন, এমত সময়ে একজন পঞ্জাবী পাঠান হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা তাঁহার উদর ও পৃষ্ঠদেশে গুরুতর আঘাত করিল। ঐ সময়ে টৌনহালে বিস্তর লোক ছিল। কতকগুলি মিস্ত্রী কাজ করিতেছিল। একজন চৌকীদার নর্ম্মান সাহেবের অগ্রে অগ্রে একখানি শকট অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। বিচারপতি আহত হইবামাত্র সকলে বিস্মিত হইয়া "এ কে? এ কে?" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নর্ম্মান সাহেব আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বারাণ্ডার পূর্ব্ব দিকে দৌড়িয়া গেলেন। পাঠান তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিচারপতি উদরের ক্ষত স্থান বাম হস্তে ধারণ করিয়া একখানি ইট লইয়া তৎপ্রতি নিক্ষেপ করিলেন, ইটটী লাগিল না। চৌকীদার হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলিল। উভয়ে ভূমিতে পতিত হইল, চৌকীদার পাঠানের বক্ষঃস্থলে উঠিয়া বসিল এবং ছুরিকা কাড়িয়া লইল। ছুরী কাড়িয়া লইতে তাহার নিজের হাত কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে একজন ইউরোপীয় পুলিস ইনস্পেক্টর উপস্থিত হইয়া হত্যাকারীকে বন্ধন করিলেন। ওদিকে নর্ম্মান সাহেব অবসন্ন ও মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাল্কীতে করিয়া চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইবার চেষ্টা হইল। তিনি তখনই বলিলেন "আমার বোধ হয় না যে এ যাত্রা রক্ষা পাইব।" তাঁহাকে সিন্স কোম্পানির বাটী পর্য্যন্ত নিয়া, তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে ডাক্তার পামার তথায় উপস্থিত ছিলেন। তৎক্ষণাৎ আহত প্রধান বিচারপতির শুশ্রূষা আরম্ভ হইল। অনতিবিলম্বে ডাক্তর ফেয়ার, চিবর্স প্রভৃতি কলিকাতার যাবতীয় প্রধান চিকিৎসক উপস্থিত হইলেন। বৈকালে নর্ম্মান সাহেব কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে পীড়ার বৃদ্ধি ও রুধির বমন আরম্ভ হইল। রাত্রি একটা কুড়ি মিনিটের সময়ে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী এবং ডাক্তার ফেয়ার, চিবর্স ও ইওয়ার্ট সাহেব শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

একজন পাঠান বিচারপতি নর্ম্মানকে আহত করিয়াছে, এই সংবাদ বায়ুবেগে নগর মধ্যে প্রচারিত হইল। যিনি শুনিলেন, তিনিই চমকিয়া উঠিলেন।

চমকিয়া উঠিবার কারণ এই, এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড আর কখন হয় নাই। বিচারপতিগণ কোন বিবাদ অথবা দলাদলিতে মিশেন না। তাঁহারা কাহারও পক্ষ নহেন। বিনা আড়ম্বরে আইন ও আপনার বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে বিচার কার্য্য সম্পন্ন করা ইহাদিগের কার্য্য। বিশেষতঃ বিচারপতি নর্ম্মাণ সকল শ্রেণীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি অতি দয়ালু ও নিরহঙ্কার ছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কখন কর্কশ বাক্য বিনির্গত হইত না। এমত নিরীহ লোককে কোন্ দুরাত্মা বধ করিল? এই চিন্তা করিয়া লোকে অতিশয় দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন থ্যাকার কোম্পানির দোকানের সম্মুখে বিস্তর লোক সমবেত হন এবং সকলসমক্ষে আহত বিচারপতির আরোগ্য লাভ কামনা করেন। বৃহস্পতিবার তাঁহার গোর হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে নগরের যাবতীয় দোকান আদালত ও গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় বন্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় উভয় গবর্ণমেণ্টই শোকসূচক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ সমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভাও এই প্রকার শোক সূচক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। গোর দিবার সময়ে কেবল ইউরোপীয়েরা নহেন, এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোক ও উকীল দুঃখ বিচারপতির অকাল মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাধারণের এরূপ শোক প্রকাশ আর কখন আমাদিগের প্রত্যক্ষ হয় নাই। আমরা এতদ্দেশীয় সমাজের প্রতিনিধি হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। পতিব্রতার পতি বিয়োগদুঃখ দুরপনেয় হইলেও সাধারণের এই শোক প্রকাশ দর্শন করিয়া বিবি নর্ম্মাণের শোকের অনেক লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণের ব্যয়ে দুঃখ বিচারপতির একটী স্মরণার্থ স্তম্ভ নির্ম্মাণের যে আজ্ঞা দিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম।

হত্যাকারী একজন খর্ব্বকায় অতিশয় বলবান পাঠান। পঞ্জাব ইহার বাস স্থান। ইহার কোন মকদ্দমা ছিল না। কেহ কেহ কহিতেছেন, কয়েক দিবসাবধি ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ টৌনহালে আসিতেছিল। ধৃত হইবার পর ইহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া গেলে এ ব্যক্তি বাতুলতা প্রদর্শন করে।

হত্যার উদ্দেশ্য কি?

নর্ম্মাণ সাহেব হত্যাকারীর অপকার করিয়াছিলেন, সে সেই বৈর সাধন করিল, অথবা অন্য কোন ব্যক্তির প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার নির্ণয় হইতেছে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পাগলের মত কথা কয়। তাহার নিকট হইতে প্রকৃত কথা বাহির করিবার সম্ভাবনা অল্প। অনেকে অনুমান করিতেছেন, ঐ ব্যক্তি ওহাবিদলের একজন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ওহাবিদিগের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়াছেন। তাহারা ভাবিতেছে, তাহাদিগের প্রতি ন্যায় ও নীতিসঙ্গত ব্যবহার করা হইতেছে না। সম্প্রতি যে ওহাবিদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নর্ম্মাণ সাহেব প্রধানরূপে ওহাবিদিগের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। সেই বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রধান বিচারপতির পদ পাইয়াছেন, এই সংস্কার হওয়াতে তাহারা বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া এই কাণ্ড করিয়াছে। এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। হত্যাকারীকে বন্দী করিবার কালে দারুণ প্রহার করা হইয়াছিল, সে অবিকৃত চিত্তে অম্লান বদনে সমুদায় সহ্য করিয়াছে। তৎকালে পলায়ন চেষ্টাও করে নাই। বর্ণিত ব্যক্তিদিগেরই অনুরূপ সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বন সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ওহাবিরাও ধর্ম্মান্ধ। যাহা হউক, এটী অনুমান। এ অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করা বিধেয় হয় না। যদি বাস্তবিক ওহাবিরা একাণ্ডের মধ্যে না থাকে, আর তাহাদিগকে পীড়ন করা হয়, সেটী যাহার পর নাই অন্যায় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, হত্যাকারী কাহার প্রেরিত কি না, এবং তাহার হত্যা করিবার উদ্দেশ্যই বা কি? ইহার নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নির্ণয় না করিলে অনেকগুলি অনিষ্ট ঘটিবে।

অনির্ণয়ে যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর সমুদায় লোককে আত্ম পরিবারের ন্যায় জ্ঞান করেন, এরূপ উদারচরিত লোক নিতান্ত দুর্লভ। মুখে যিনি যত বিদেশীয় লোককে ভাল বাসুন, কার্য্যে তাহা ঘটিয়া উঠে না। একদেশজাত ও একধর্ম্মাবলম্বির প্রতি মনুষ্যমাত্রেরই সমধিক প্রেম এবং বিদেশীয় ও বিধর্ম্মির প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়। অবসর উপস্থিত হইলে এ উভয় ভাবেরই বিলক্ষণ পরিচয় হইয়া থাকে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। অতএব ইউরোপীয়েরা মুখে এদেশীয়দিগকে যত ভাল বাসুন, অধিকাংশ ইউরোপীয়ের এদেশীয়দিগের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ ভাব আছে। যে কোন একটী নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। নর্ম্মাণ সাহেবের হত্যা সেই নিমিত্ত। কি উদ্দেশ্যে সেই হত্যা সম্পাদিত হইয়াছে, যাবৎ তাহা নির্ণীত না হইতেছে, তাবৎ ইউরোপীয়েরা এদেশের যাবতীয় ব্যক্তির প্রতি দুর্ব্ব

[illegible] সন্দেহ নাই। একের অপরাধে অপরের প্রতি দণ্ড করা অতিশয় অনুচিত।

এদেশের হিন্দু মুসলমান সাধারণ সকলের উপরে সন্দেহ করিয়া ইউরোপীয়দিগের অবজ্ঞা করা উচিত কি না? তাহার বিচারার্থ হিন্দু ও মুসলমানদিগের স্বভাব ও ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহারের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন "বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।" রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না। কারণ তিনি মহতী দেবতা নররূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। হিন্দুরা রাজাকে সেই দেবজ্ঞানই করিয়া থাকেন। রাজা অত্যাচারী হইলে ইঁহারা যত দূর সাধ্য সেই অত্যাচার সহ্য করেন, তথাপি রাজবিপক্ষে অভ্যুত্থিত হন না। এই স্বভাব ও সংস্কার নিবন্ধন ইঁহারা চিরপরাধীন হইয়া আসিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইঁহাদিগকে রাজার একান্ত ভক্ত ও অনুগত করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহাদিগের আহারের এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, কোন প্রকারে উগ্রতা না জন্মে। কেবল আহারের ব্যবস্থা নয়, মধ্যে মধ্যে উপবাসাদিরও ব্যবস্থা আছে। হিন্দুরা নিরীহ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের দয়া ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাদি গুণ অধিক। ইঁহারা যত লেখাপড়া শিখিতেছেন, উত্তরোত্তর ইঁহাদিগের শিষ্টতারই বৃদ্ধি হইতেছে। ইঁহারা চিরকাল বিদ্যা বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগের তুল্য শিক্ষাকার্য্যে পটু লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লোক হইতে রাজার অনিষ্ট সম্ভাবনা অল্প। মূর্খ হিন্দু দল হইতে যে কিছু অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে, লেখাপড়ার যত চর্চা হইবে, তত তাহা দূরগত হইবে।

পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের স্বভাব ধর্ম্ম আচার ব্যবহার আহার বিহার হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদিগের ধর্ম্মই যুদ্ধের উপদেশ দিয়াছে। আহার মাংস, অধিকাংশ প্রাণিহিংসা রূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম। লেখাপড়ার তাদৃশ চর্চা নাই। কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল। উঁহাদিগের মধ্যে একটি যে বিশেষ সম্প্রদায় আছে, সেটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর। তাহাদিগের মতে সকল মুসলমানই সমান। একজন মুসলমান রাজাও যেমন, একজন মুসলমান মেথরও তেমন। একজন মেথর যদি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে রাজার কন্যার পাণিগ্রহণের অধিকারী হয়। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, সকল মুসলমানই সমান। উঁহাদিগের মধ্যে অনেক ভদ্র লোক আছেন। তাঁহারা নিষ্ঠুর কার্য্য করেন না। কোরাণের যে অংশে শত্রুর প্রতিও সদয় ব্যবহারের উপদেশ আছে, তাঁহারা তদনুসরণ করিয়া থাকেন। মুসলমান বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা কোনক্রমেই বিধেয় হয় না। যে দল যুদ্ধপ্রিয়, যে দল মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে সদা উদ্যত, তাঁহারাই কেবল আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের বিদ্বেষভাজন হইতে পারেন। ওহাবিগণ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

ওহাবিদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কি?

মুসলমান হইলেই সকলে ওহাবি হয় না, ওহাবি মাত্রেই যে রাজবিদ্রোহী এটিও সিদ্ধান্ত বাক্য নহে। অতএব কতকগুলি ওহাবির দোষে যাবতীয় মুসলমান প্রজার উপরে রাজার অবিশ্বাস ও অসন্তোষ থাকা অতিশয় অসুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই অসুখ। এ অবস্থা যাহাতে দীর্ঘকাল না থাকে, সে চেষ্টা পাওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহার উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট ওহাবিদমনার্থ আমীর খাঁ ও হাসমাদার খাঁর বিষয়ে যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। ইহাতে সাপকে কেবল কাটি ঘা করা হইতেছে। শত্রুর বৃদ্ধি বিনা হ্রাস হইতেছে না। এ ব্যবহার রাজধর্ম্মেরও সম্যক অনুমোদিত হইতেছে না। এ ব্যবহার দেখিয়া অনেকের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে, রাজা কাপুরুষের কাজ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আমীর খাঁকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দণ্ড দিতে পারিতেছেন না, অথচ ছাড়িতেও পারিতেছেন না। শুনিতে পাই, হাসমাদার খাঁ [illegible] গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরলের [illegible] কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ করিবার প্রার্থনা করিতেছেন। এ সকল অতিশয় লজ্জাকর। অতএব এরূপ না করিয়া পূর্ব্বে যেমন ঠগি ডিপার্টমেণ্ট করা হইয়াছিল, তেমনি একটি ডিপার্টমেণ্ট করুন। ঐ ডিপার্টমেণ্টে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হউক। তাঁহারা তৎপর হইয়া সর্ব্বদা অনুসন্ধান আরম্ভ করুন। যাহার দোষের স্পষ্ট প্রমাণ পাইবেন, তাহাকে বন্দী করিয়া আনুন এবং প্রকাশ্য বিচার করিয়া অবিলম্বে তাহার দণ্ড বিধান করুন, তাহা হইলে উৎপাতের শান্তি হইবে।

ওহাবি দমনের প্রকৃত উপায়।

আমরা উপরে ওহাবিদলদমনের যে উপায় নির্দ্দেশ করিলাম, তাহা আপাত প্রতীকারার্থ; কিন্তু তাহা প্রকৃত উপায় নহে। প্রকৃত উপায় মুসলমানদলে বহুল পরিমাণে উদার বিদ্যাশিক্ষা

প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা। উঁহাদিগের গাঢ়তর কুসংস্কারই সমস্ত অনর্থের মূল। অনেকে বিদ্যার বিমল আলোক ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য সে অন্ধকার দূর করে? প্রজার সহিত শত্রু অথবা মিত্র ভাবে কাল হরণ, কোন্‌টী রাজার প্রার্থনীয়? যদি মিত্র ভাবে কাল হরণ অভীষ্ট হয়, বিদ্যাকে আশ্রয় করুন, তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়ের মৈত্রী বন্ধন করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই। যাঁহারা এদেশে উদার বিদ্যাদান প্রণালী প্রবর্ত্তন চেষ্টা রুদ্ধ করিবার উদ্যোগে আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি কিছু উপদেশ না দিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগের ন্যায় বিদ্বান্‌ হইতেন, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্টকে এনিমিত্ত এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত? প্রজাদিগকে যত মূর্খ করিয়া রাখা হইবে, তত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। পুত্র মূর্খ হইলে যেমন যন্ত্রণা, প্রজা মূর্খ হইলেও তেমনি যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে শঙ্কা করিয়াই উদারধী মহাশয় মহামনা ব্যক্তিরা প্রজার বিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ঈদৃশ ব্যক্তির কৃত কার্য্যের অন্যথা করিলে মহা অনিষ্টেরই প্রাদুর্ভাব হয়।

জলপ্লাবন ও ধান্যাদির অবস্থা।

গত সপ্তাহে অতি বৃষ্টি ও প্লাবন নিবন্ধন ধান্যাদির অনিষ্টের যত আশঙ্কা করা হইয়াছিল, এবারের সংবাদ পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে, তত আশঙ্কা নাই। এ পর্য্যন্ত ২৪ পরগণাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কেবল সাতক্ষীরা প্রভৃতি কয়েকটী স্থান প্লাবিত হইয়াছে; অন্য অন্য স্থানে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন কৃষকেরা আশু ধান্য ক্ষেত্র হইতে রক্ষোপযোগী স্থানে লইয়া যাইতে পারে নাই। নদীয়ার জল অল্পে অল্পে কমিতেছে। তথায় অর্দ্ধেকেরও অধিক শস্য নষ্ট হইয়াছে। লোকের কষ্টের লাঘব হয় নাই। অদ্যাপিও বৃষ্টি প্রায় প্রত্যহ মুষলধারায় পতিত হইতেছে। যশোহরের কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন, শীঘ্র জল সরিয়া যাওয়াতে অনেক ধান্য রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু আমরা ভিন্ন প্রকার সংবাদ পাইয়াছি। তত্রত্য এক জন প্রধান কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন, জল সরিতেছে বটে; কিন্তু শস্যের অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। মেদিনীপুরে ধান্যাদির অবস্থা উত্তম, কিন্তু হাবড়া ও হুগলীতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে। বীরভূমে শস্য নষ্ট হইতেছে। বাঁকুড়ায় অল্প ক্ষতি হইয়াছে। বর্দ্ধমানের ইক্ষুক্ষেত্র সকল নষ্ট প্রায়। মুরশিদাবাদে কষ্ট ও অনিষ্ট সমভাবে আছে। বৃষ্টি ক্ষান্ত হইতেছে না। মালদহের বার আনা আশু ও অর্দ্ধেক আমন গিয়াছে। রাজসাহির আমন অদ্যাপিও আছে, কিন্তু আর থাকে না। আশু ধান্য প্রায় গিয়াছে। জিলাতে সর্ব্ব প্রকার শস্যেরই অনিষ্ট হইয়াছে। মুঙ্গেরেও এই অবস্থা। ভাগলপুর, পূর্ণীয়া, সয়াড়-সকা, গয়া, চাম্পারণ ও পাটনার যে যে স্থানে প্লাবন হয় নাই, তথাকার শস্যের অবস্থা উত্তম। বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম, নওয়াখালি, ত্রিপুরা, সিংহভূম, লওর্দা, শিবসাগর, কামরূপ, লক্ষ্মীপুর ও নাগা পর্ব্বতে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। কটকের স্থানে স্থানে প্লাবন নিবন্ধন ক্ষতি হইয়াছে বটে; কিন্তু অবশিষ্ট স্থানের অবস্থা উত্তম। পুরীর মধ্যে মধ্যে জল হয় নাই, তাহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সকল স্থানে অতিশয় প্লাবন হইয়াছে, সেখানেও আট আনা শস্য বাঁচিবে। তবে আশঙ্কার বিষয় এই, বৃষ্টি এখনও কমিতেছে না।

লোকের স্বাস্থ্য ভাল নাই। সর্ব্বত্র হইতে পীড়ার সংবাদ আসিতেছে। প্লাবিত স্থান সমূহে জল সরিয়া গেলে জ্বরের ও অন্য অন্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে মফস্বলের মিউনিসিপালিটি ও মাজিষ্ট্রেটদিগের সাবধান হওয়া উচিত। জল সরিবামাত্র বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে পচা পাতা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে। যে সকল দরিদ্রলোক গৃহহীন হইয়াছে, তাহাদিগের উপায় কি? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্লাবিত স্থানের জমীদারদিগকে বিলম্ব করিয়া রাজস্ব দিতে বলিয়াছেন। রথা-করও আপাততঃ স্থগিত থাকিল। যাহাদিগের গরু ও বীজ ধান্য গিয়াছে, বাসস্থান নাই, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সাহায্য করেন, আমাদিগের এই প্রার্থনীয়। কৃষকদিগকে টাকা ধার দিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।

—

"অর্থের সার্থ কথা।"

এই বাক্যটি পাঠ করিলে আপাততঃ বোধ হয়, কবি এই অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়া ধর্ম্মনীতির অবমাননা করিয়াছেন। সকলেই যদি অর্থের বশীভূত হইল, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিল কৈ? নীতিজ্ঞেরা উল্লিখিত কবিবাক্যে এ প্রকার দোষের আরোপ করিতে পারেন বটে; কিন্তু জগৎ যেরূপ ভয়াকার ধারণ করিল, নরলোক যেরূপ কাণ্ডাকাণ্ড-শূন্য হইয়া উঠিল, চিন্তা করিলে তাঁহার ঐ বাক্যটী কোনক্রমেই দোষদুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। অর্থে না হয় কি? পামরেরা অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া অনায়াসে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিতেছে, অনায়াসে স্ত্রীলোকের সতীত্ব হরণ করিতেছে, বৃদ্ধ পিতা মাতার এক

আত্ম অবলম্বন পুত্রের প্রাণসংহার করিতেছে, সাধুর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে। যদি বল, এ সকল লোক মূর্খ ও নীচাশয়, ইহারা না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই। ভাল, পণ্ডিত দলে প্রবেশ কর, আদালতে চল। বোধ কর, একজন জমীদার একজন দরিদ্র প্রজাকে খড়ম পেটা করিয়াছেন। প্রজা জমীদারের নামে অভিযোগ করিল; জমীদারের অর্থ আছে, তিনি উকীল দিলেন, উকীল বুঝিতেছেন, জমীদারের অত্যাচার আছে, তথাপি তিনি আদালতে আসিয়া বক্তৃতা করিলেন, প্রজাই দুষ্ট, জমীদার অতি মহাত্মা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সাধারণ কার্য্যে অকাতরে দান করিতেছেন, কত অনাথ ও দরিদ্র তাঁহার আলয়ে আশ্রয় লইয়া আছে। এমন মহাশয় ব্যক্তি দয়াভাজন দীন ব্যক্তিকে প্রহার করিবে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অভিযোগকারী অভিযুক্ত জমীদারের বিপক্ষ প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। বিচারপতি বক্তৃতা শ্রবণ, এবং উকীলের হস্ত পদাদি সঞ্চালন ও মুখভঙ্গী দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ উত্তাননয়ন হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন। উকীলের বাক্যেই তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল। মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল। উকীল এই বলিয়া চিত্তের প্রবোধ দিলেন, তাঁহার ব্যবসায়, তিনি কি করিবেন।

পাঠকগণ! আর একটী উদাহরণ বলি। এক গ্রামের এক ব্যক্তি অপর প্রতিবাসীর উপরে অত্যাচার করিল। অভিযোগ হইল; বিচারপতি পুলিস ইনস্পেক্টরের উপরে তদারকের ভার দিলেন। তিনি ঘটনা স্থলে গেলেন। অত্যাচার প্রমাণ হইল। অত্যাচরিত ব্যক্তি যোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিলেন। সদ্যঃ রিপোর্ট হইল। ঐ ইনস্পেক্টর ঐরূপ আর একটী তদারকে গেলেন। অত্যাচার প্রমাণ হইল; কিন্তু অত্যাচরিত ব্যক্তি পূজা দিলেন না। তদারকী কাগজ পত্র থানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ১৫ দিনেও রিপোর্ট হইল না। জিজ্ঞাসিলে বলা হয়, অবসর নাই। যে অবসর করিয়া দিবে, সে হস্তগত হয় নাই, সুতরাং অবসর হইবার সম্ভাবনা কি? পাঠকগণ! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সভ্যতার আদর্শভূত গবর্ণমেণ্টের কথাই শ্রবণ করুন। গবর্ণমেণ্টের একটী বাটিক করিবার প্রয়োজন হইল। একজন মিত্র রাজা ভূমি অথবা ভূমিক্রয় করিবার মূল্য দিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদের উপরে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। মিত্র রাজা এই সুযোগে একটী অভিসন্ধি সাধন করিয়া লইলেন। গবর্ণমেণ্ট লক্ষ অর্থের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

এখন পাঠকগণের নিকটে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহারা এই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া কি বুঝিলেন? আমরা কি অর্থরূপ বিষয়টী লইয়া একটী রচনা করিলাম? তাহা নয়। কোন উদ্দেশ্য নাই, শুদ্ধ একটী রচনা প্রকাশ হইল, সোমপ্রকাশে তাহা হয় না। তবে কি এটী প্রহেলিকা? অনেকের পক্ষে এটী প্রহেলিকা হইবে। সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এটী লিখিত হইল, তিনি অমাবস্যা তিথিতে বরাহোক্ত পূর্ণ চন্দ্রদর্শী রাজার ন্যায় (১) এই প্রহেলিকার মধ্যে স্পষ্ট অর্থ দেখিতে পাইবেন।

(১) বরাহ আজন্ম জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহাই ঘটিত। এক দিন এক রাজসভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সে দিন কি তিথি? এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল। বরাহ হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, আজি পূর্ণিমা তিথি। বাস্তবিক সে দিন অমাবস্যা। বরাহ পাছে কখন দেখেন নাই। অন্য পণ্ডিতেরা উপহাস করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া দৃঢ়তররূপে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ আপনি নিঃসংশয় পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গৃহে আগমন করিলেন, কিন্তু অতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইলেন। তাঁহার পুত্রবধূ খনা তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আদ্যোপান্ত সমুদায় কহিলেন। খনা শুনিয়া গণিয়া দেখিলেন, চন্দ্রের পুত্র বুধ মর্ত্যলোকে আসিয়া মরবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। তাহার পর তিনি শ্বশুরকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনি অমুক স্থানে বুধের নিকটে গিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করুন। তিনি চন্দ্রকে অনুরোধ করিবেন। চন্দ্র পুত্রের অনুরোধ বশবর্ত্তী হইয়া রাজাকে অমাবস্যার রাত্রিতে দর্শন দিবেন। এইরূপ একটী প্রসিদ্ধ গল্প আছে।

নূতন পুস্তক।

১। কুসুম মালিকা। একজন বঙ্গকামিনী ইহার রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের রচিত কোন গ্রন্থ দর্শন করিলে আমাদের সমাজের অনেকে তাহা স্ত্রীলোকের নয় বলিয়া সন্দেহ করিয়া থাকেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অমূলকও নয়। কিন্তু এস্থলে সেরূপ নহে। আমরা বিশস্ত সূত্রে গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু গ্রন্থে নাম দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমরা তৎপ্রচারে ক্ষান্ত হইলাম। তবে পরিচয় স্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইনি একজন বিখ্যাত কবির কন্যা। অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হন। এক্ষণে ইহার বয়স ১৮ বৎসর। সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে অবসর সময়ে যে এক একটী পদ্য রচনা করিয়াছেন, সেইগুলি সংগৃহীত হইয়া কুসুম মালিকা নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কুসুম মালিকার রচয়িত্রীর এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার

রচিত এই পদ্যগুলি মুদ্রিত হয়। পাছে হিন্দু জনসমাজে অনাদৃত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ইহার প্রচারে সম্মতি দেন নাই। যোগেন্দ্র বাবু এক প্রকার তাঁহার অনিচ্ছাতে ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। এমন কি তিনি কতকগুলি রচনা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। পদ্যগুলি যেমন মিষ্ট ও সরল হইয়াছে তেমনিই কোমলতা গুণ সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। কবিত্ব শক্তিসম্পন্না কোমলান্তঃকরণ স্ত্রীলোকের লেখনী বিনির্গত কবিতা কিরূপ মধুর হয়, তাহা প্রদর্শনার্থ আমরা ইহার একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমে ভাল রচনাটি দেওয়া হইয়াছে, পাছে কেহ এরূপ মনে করেন, এনিমিত্ত গ্রন্থের শেষভাগের কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল।

"সরল পুরুষ যত, নিজ সুখে থাকে রত,
ভুলেও অবলা দুঃখ কভু তারা দেখে না।
পড়িয়া মদনবাণে, কামিনী পুড়িয়া মরে,
তথাপিও তার দুঃখ কভু দূর করে না॥
এমনি নির্দ্দয় তায়, দয়ামায়া নাহি তায়,
মুখে কিন্তু মিষ্ট বাক্য কভু তারে বলে না
জগতে কুকর্ম্ম যত, করিতেছে অবিরত,
নিজ কর্ম্ম মন্দ জেনে তবু তাহা ধরে না॥
যদি বা নিজ জায়ায়, অপরে দেখিতে পায়,
সে যাতনা মৃত্যু বিনা কোনমতে যায় না।
সদা মনে অভিলাষী, করিবেন চিরদাসী,
হায়! যে প্রাণেতে আর এযাতনা সয় না॥"

২। নির্ব্বাসিতা সীতা। খণ্ড কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সীতা নির্ব্বাসিত হইয়া যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাই বিবিধ ছন্দোবন্ধে লিখিত হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই।

৩। প্রবাস শতক। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ন্যায়রত্ন সংস্কৃতে ইহার রচনা এবং বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথমে সংস্কৃত কবিতা এবং তৎপরে উহার বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে প্রবাসের ফল, উহার আবশ্যকতা প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা কেবল গৃহে থাকিতে ভাল বাসেন, এতৎ পাঠে তাঁহাদের বিদেশ গমনে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে।

৪। দশ প্রার্থনা। ব্রাহ্মসমাজস্থ উপাসনা মন্দির হইতে এখানি প্রচারিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে আহারের সময় রাত্রিকালে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দশবিধ প্রার্থনা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৫। আসামবিলাসিনী। মাসিক পত্রিকা। এখানি আসাম দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতেছে। মূল্য ৶০ আনা।

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা আশ্বিন সোমবার।

আগামী ডিসেম্বর মাসে সম্পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণ হইবার যে কথা আছে, উহা ভারতবর্ষ সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যাইবে। সূর্য্য যে ছায়া পথে প্রবেশ করিবেন, উহা প্রায় ৩৫ ক্রোশ প্রশস্ত হইবে। গ্রহণকালে উহার ফটোগ্রাফ লইবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল টেনাণ্টকে মান্দ্রাজে প্রেরণ করিবেন। এ নিমিত্ত ১৫ সহস্র টাকা ব্যয় স্বীকার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে অনুরাগ আছে দেখা যাইতেছে।

উড়িষ্যা প্রদেশে রথ্যা কর প্রচলনের আজ্ঞা হওয়াতে তত্রত্য সংবাদপত্র সমূহ আক্ষেপ করিয়াছেন। এ আক্ষেপ তাঁহারা করিতে পারেন। সে দিন দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন লোকের ভয়ানক দুরবস্থা গিয়াছে। ইরিগেসন হইতেও তাহাদিগকে অল্প পীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে না। ইহার উপরে আবার রথ্যা কর হইলে তাহাদের কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না, কিন্তু প্রজা মারা যাইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কি কর বন্ধ করিতে পারেন?

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে পৃথিবীতে যত রেলওয়ে আছে, উহা দীর্ঘে ৫০০০০ ক্রোশ হইবে। ইহার নির্ম্মাণে ২০০০০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই সমুদায় রেলওয়েতে প্রায় ১০ লক্ষ লোক কর্ম্ম করিতেছেন।

১৮১৫ অবধি ১৮৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে, উহাতে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, বিস্মু পেট্রিয়টে তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল যুদ্ধে ২৭৬২০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২১৪৮০০০ ইউরোপীয় এবং ৬১৪০০০ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানবাসী। এ হিসাবে প্রতি বৎসরে ৪৩৮০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষে যে বিদ্রোহ হয়, তাহাতে ১৯৬০০০ লোক প্রাণ ত্যাগ করে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, তত্রত্য দেবালয় সমূহের অধিকারিদিগকে এ পর্য্যন্ত রাজ কোষ হইতে যে নগদ টাকা দেওয়া হইত, ১৮৭২ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারির পর হইতে আর তাহা দেওয়া হইবে না। তাঁহারা যত টাকা পান, তত টাকা উপস্বত্ব হয়, এরূপ ভূমির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আবেদন করিতে বলা হইয়াছে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, মধ্য প্রদেশের এক জন পুলিস ইনস্পেক্টর মৃত্যু কালে ১ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। পুলিস ও পবলিকওয়ার্ক বিভাগের অধিকাংশ কর্ম্মচারিকেই প্রায় রাতারাতি বড় মানুষ হইতে দেখা যায়। ১০ টাকা বেতনের কর্ম্মচারিরাও অনায়াসে দোল দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন লিখিয়াছেন, দেড় বৎসর পর্য্যন্ত কোন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পঞ্জাবের রাজধানীতে বাস করেন নাই। প্রধান শাসনকর্ত্তা যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য রাজপুরুষগণ যে এককালে মাত্র রাজধানীতে পদার্পণ করেন, ইহাই আমাদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অস্তু, স্বীকার করিলাম যখন মাসে ২০। ২৫ টাকা পাওয়া যায়, তখন রাজ্য শাসনের গুরুতর পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন কি?

আফ্রিকার পূর্ব্ব তীরে যে ক্রীতদাসের বাণিজ্য চলিতেছিল, উহার অনুসন্ধানার্থ কমন্স সভা যে এক সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা রিপোর্ট মধ্যে উক্ত বাণিজ্য এককালে উঠাইয়া দিবার অনুরোধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, জানজিবারের সুলতান যে সকল দাস ক্রয় করিয়াছেন, উহাদিগকে মুক্ত করিয়া চর্চ্চ মিসনরি সমাজের হস্তে সমর্পণ করা হয়। সুলতানের ঐ সকল দাস ক্রয় করিতে যে ব্যয় হইয়াছে সে টাকা দেওয়া কমিটির অভিমত নহে। কমিটি উত্তম প্রস্তাবই করিয়াছেন।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, রাজপুত্র আর্থর শীঘ্রই ডিউক হইবেন।

হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন, কাশ্মীরের রাজা বম্বেতে একটী চিত্রশালিকা স্থাপন করিয়া দেন। ইহাতে নানা স্থানের অস্ত্র, পরিচ্ছদ, কৃষি নানা প্রকার পশু পক্ষী উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতি থাকিবে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর্দার হাসিম খাঁকে তাঁহার কারারুদ্ধ পিতা সর্দার মহম্মদ সরিফ খাঁর সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইতেছে না। শীর আলোর আহম্মদ খাঁ এবং সামর্দ খাঁ বিয়াটচ্ছিত সৈন্যগণকে কাবুলে আনয়ন করিবার যে চেষ্টা পান তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আগামী অক্টোবর হইতে সিমলাগেজেট দৈনিক সংবাদ পত্র হইবে।

এবার কেবল আমাদের এখানে নহে, ত্রিচিন অঞ্চলেও জলপ্লাবন হইয়াছে। সেতুর নিকটে কোন কোন স্থানে ৬।৭ হাত জল দাঁড়াইয়াছিল।

গৌহাটী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তহবিল ভাঙ্গিবার অপরাধে তথায় চারি জন পুলিস ইনস্পেক্টর কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

৪ ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার।

শুনা যাইতেছে, আগামী অক্টোবর মাসে গবর্ণর জেনরল সিমলা পরিত্যাগ করিবেন। সিমলা পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। শীতকাল শীকারের প্রশস্ত সময়।

পাট্রিক স্মিথ নামক যে সৈনিক পুরুষ বাড়িতে তাহার দুই জন সহচরকে গুলি করে, তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কলিকাতায় উপনীত হইবেন। আসিবার সময় একবার ঢাকায় পদার্পণ করিবেন। কলিকাতায় আসিবার পরে দারজিলিঙে গমন করিবেন। নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই, তথাপি লোকে ইঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট।

নদীয়ার যে সকল জমীদার প্রজার নিকট হইতে একণে খাজনা গ্রহণ করিতেছেন না এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের নিকট হইতে যে কর আগামী ১৮ সেপ্টেম্বরে দেয়, তাহা জানুয়ারি পর্য্যন্ত লইবেন না বলিয়াছেন। এটী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের উচিতই হইয়াছে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ফ্লিন পিকফোর্ড ভবভূতি প্রণীত মহাবীরচরিত ইংরাজী গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। ট্রব্‌নার কোম্পানি ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

• বোম খাবার ফিরাইবার জন্য গুরুতর প্রহার করাতে বারাণসীর যে কোতয়ালের বিচার হইতেছিল, আসেসরেরা তাহাকে নির্দোষ বলাতে জজ এক দিন বিবেচনার পর তাহাকে দোষী স্থির করিয়া তদনুরূপ দণ্ড দিয়াছেন। এ নিমিত্ত বারাণসীতে মহা গোলযোগ হইতেছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, এক জন হিন্দুরাজা তীর্থ গমন করিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করেন। পরে তাঁর সহচরবর্গকে এক ভোজে আহ্বান করেন। ভোজ সমাপনান্তে উঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে ৮ টাকা গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়াছেন। এটী মন্দ কৌশল নয়।

সূর্য্য গ্রহণ বিষয়ে অশিক্ষিত হিন্দুদিগের যে কুসংস্কার আছে, তাহা অপনীত হয়, এই আশয়ে মান্দ্রাজের গবর্ণমেন্টের জ্যোতির্ব্বেত্তার সহকারী রঘুনাথ চারি তথায় ১২ ই ডিসেম্বর যে সূর্য্য গ্রহণ হইবে তদ্বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি উক্ত পুস্তক তামিল তৈলঙ্গ প্রভৃতি ভাষাতে অনুবাদ করিবার নিমিত্ত পগসন সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট তত্রত্য গবর্ণমেন্ট আফিস সমূহের প্রধানদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাদিগের অধীনে যে সকল পেয়াদা আছে, উহাদের ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে আর যেন কর্ম্ম করিতে দেওয়া না হয়। সকল বিষয়েই মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্টের আঁটা আঁটি কিছু অধিক।

একণে অষ্ট্রেলিয়াতে ১২৯৬৫৪ লোকের বাস আছে। ইহার মধ্যে ১৭৮১৩ চীন দেশীয় ও ৮৫৯ আদিমবাসী।

সেকন্দ্রাবাদ হইতে টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়াতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথায় শস্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তাহাতে আগামী বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এখনিই এরূপ কষ্ট হইয়াছে যে, দুই দিন কতকগুলি এতদ্দেশীয় আপনাদিগের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া সার সালার জঙ্গের নিকটে স্ব স্ব সন্তানগণকে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, এই বেলা হইতে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

৫ ই আশ্বিন বুধবার।

অমৃতসরের কসাইদিগকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া যে চারিজন কুকীর মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হয়, গত ১৫ ই সেপ্টেম্বর তথাকার জেলে উঁহাদের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, রুসিয়া সম্প্রতি আসিয়ার মধ্যভাগের যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তথায় ইরিগেসনের কার্য্য বিশেষরূপে বিস্তৃত করিতেছেন।

বারাণসী আকবর বলেন, সিকান্দরপুরের নিকটে প্রায় ৩৪ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া যে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহার নিকটবর্ত্তী ২৫ টী পল্লী জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

উক্ত পত্র আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট আজ্ঞা দিয়াছেন, মৃতদেহ গঙ্গায় লইয়া যাইবার সময় "রাম নাম সত্য হায়" একথা কোন হিন্দু যেন উচ্চস্বরে না বলেন। বহুকাল অবধি এ রীতি চলিয়া আসিতেছে এবং লোকে ইহাকে ধর্ম্মের একটী অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন। এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য নয়।

মফস্বলাইট এতদ্দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে গালি দিয়া লিখিয়াছেন, ইহারা সম্পাদকের কর্ত্তব্য কি, তাহা জানিয়া যদি সত্য অবলম্বন করিয়া লেখেন, গবর্ণমেন্ট তাহাদের কথা শুনিতে পারেন। ইহারা যে ভাবে লেখেন, তাহাতে গবর্ণমেন্ট ইহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলে তাহা বিস্ময়ের হয় না। মফস্বলাইট জানিবেন, এত

দেশীয় সম্পাদকেরা কোন বিষয় মিথ্যা করিয়া লেখেন না, নির্দিষ্ট কঠিন অন্যায় করিলে ইঁহারা তাহা প্রকাশ করিতে ভীত হন না। তবে ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যে “যে আজ্ঞা” দিতে পারেন না এই দোষ।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তত্রত্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট সিন্ধুতে কয়লার খনি আছে কি না তাহার অনুসন্ধানার্থ ৫ সহস্র টাকা ব্যয় দানে স্বীকৃত হইয়াছেন। যেন বৃথা ব্যয় না হয়।

শুনা যাইতেছে, বোম্বাই ও কলিকাতার ন্যায় মান্দ্রাজের বারিষ্টরেরা ষ্টিফেন সাহেবের কৃত সাক্ষ্যের আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছেন।

গত ৫ ই সেপ্টেম্বর ডিউক অব আর্গাইল ভারতবর্ষীয় সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কালেজ খুলিয়াছেন।

সুন্দরবনের কতগুলি ভূমি লইয়া বাবু আবদুল গনি প্রভৃতির সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, হাই কোর্টের আপীলেট বিভাগ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, জলপ্লাবন নিবন্ধন কুষ্টিয়ার লোকের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে লিখিত হয়, বাস্তবিক তত দূর নহে। কুষ্টিয়া বিভাগের গো মহিষাদি রেলওয়ের ধারে যে সকল ঘাস আছে তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে।

৬ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

১৮৭২ অব্দের ২৫ এ জানুয়ারি কলিকাতার লোক সংখ্যা করা হইবে। উপনগরের মিউনিসিপ্যালিটি উপনগরের লোক সংখ্যা করিবেন। একবার যেমন কতকগুলি সরকার রাখিয়া কাজ করা হইয়াছিল, এবার তাহা হইলে কোন ফলই হইবে না। পুলিস ও প্রত্যেক পল্লির প্রধান লোকদিগের সাহায্য না লইলে যথার্থ গণনা হইবে না।

আগামী বর্ষ অবধি যে সকল উকীল জেলার জজের আদালতে ওকালতী করিবেন, তাঁহাদিগকে প্রবেশিকা ফী স্বরূপ ২০ টাকা দিতে হইবে। বি, এল, উপাধিধারী রাও এ নিয়মের অধীন হইবেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল স্থানে সর্ব্বদা পীড়া হয়, সেই সেই স্থানের পানীয় জল পরীক্ষার জন্য সর উইলিয়ম মিয়র কয়েকজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে প্রায় সকল স্থানে মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত হইতে চলিল। প্রত্যেক গ্রামে পানের নিমিত্ত একটী পৃথক পুষ্করিণী রাখা অতিশয় কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় এলাণ্ডিয়রদিগের সংখ্যা এক্ষণে ৫৮৯ হইয়াছে। কাজের বেলা এই দলের কতজনকে পাওয়া যাইবে?

রাজধানী বিভাগের কমিসনর প্লাবন পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৫০০ টাকা ব্যয় করাতে কাম্বেল সাহেব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

আগামী শীতকালে দিল্লীতে সৈন্যদিগের ব্যায়ামের জন্য যে উদ্যোগ হইতেছে তাহাতে মান্দ্রাজের কতকগুলি আফিসরকে যাইতে দেওয়া হয়, এনিমিত্ত মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান অব্দের দ্বিতীয় তিন মাসে বেঙ্গল লাইব্রেরিতে রেজিষ্টরির নিমিত্ত ১৪৯ পুস্তক আইসে এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্য ক্ষুদ্র পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইহার মধ্যে অধিকাংশই অকর্ম্মণ্য।

৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল প্রদেশীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সন্তোষকর। কেবল ভাগলপুরে কতক কষ্ট আছে। পূর্ণিয়ার তথায় নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছে। মালদহে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নওয়াখালিতেও পীড়া হইতেছে। পুরীতে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের হানি হইতেছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া অনেক লোক স্থানান্তরে গমন করিতেছে।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা কিরূপ প্রতারিত হন নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে। হাউয়ার্ড নামক একজন সব ওবরসিয়ার মুড়াগিরি চূণের কারখানার কার্য্য করিতেন। চূণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, শতকরা ২৫ মণ বালি মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই চূণ ২৫ টাকায় ১০০ মণ ক্রয় করিতেছেন। কেবল মূল্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে ক্ষতি সহ্য করিলেন এমত নহে। ঐ চূণে যে সকল বাটী নির্ম্মিত হইবে, তাহা অচিরকাল মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। এব্যক্তি বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নীত হইয়াছে।

গত ১৭ ই সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারি এই বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন। মান্দ্রাজে এই প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ হইল।

অদ্য বেলা ১১ ঘটিকার সময় প্রধানতম বিচারালয়ে বর্ত্তমান অব্দের অষ্টম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

সম্প্রতি বালীর কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য নামক একজন ১৮ বৎসর বয়স্ক কুলীন ব্রাহ্মণ আপনার বলিয়া আর এক ব্রাহ্মণের একটী গরু একজন কসাইকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা পায়। প্রথমে ইহার মূল্য ৬ টাকা স্থির হয়। গরুটী তাহার কি না জানিবার জন্য কসাই ৪ টাকা দিতে স্বীকার করে। ব্রাহ্মণ বাগ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হওয়াতে সে সন্দেহ করিয়া উহাকে পুলিসে দেয়। মাজিষ্ট্রেট ইহার ১০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। কুলীনেরা না পারেন এমন কার্য্যই নাই।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, উত্তর আরকটের এক স্থানের ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারিরা গবর্ণমেণ্টের তহবিল ভাঙ্গিয়া অনেক টাকা চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের হিসাব পত্রের রীতিমত পরিদর্শনাদি হয় না বলিয়াই সচরাচর এই সকল ঘটনা ঘটে।

লায়াকতআলী নামক একজন বিখ্যাত বিদ্রোহী বোম্বাইয়ে ধৃত হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে এই ব্যক্তি দিল্লীর বাদসাহের নামে আপনি আলাহাবাদে নবাব হইয়াছিল। সেনাপতি নীলের দ্বারা দূরীভূত হইয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষ গুজরাট প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল।

অপ্রাপ্তি এব্যক্তি বোম্বাইয়ে গমন করে। তত্রত্য পুলিস তাহাকে ওহাবি জ্ঞান করিয়া তাহার কার্য্যের অনুসন্ধান করেন। পরে তাঁহারা তাঁহাকে একজন ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহী স্থির করিয়া আলাহাবাদে সংবাদ দেন। ইহাকে এক্ষণে জেলে দেওয়া হইয়াছে।

আগামী ২৭ এ সেপ্টেম্বর অবধি ইউরোপীয় মেইল বুধবারে যাইবে।

আজিও পারস্যের দুর্ভিক্ষ কমে নাই। ইস্পাহান বুশায়ার প্রভৃতি স্থানে লোকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। স্থানে স্থানে লোকে নরমাংসও ভক্ষণ করিতেছে। এত কষ্ট কিন্তু রাজার কিছুই মনোযোগ নাই। এই সকল পাপে ক্রমে আসিয়ার যাবতীয় রাজবংশের ধ্বংস হইতেছে।

উত্তর সিন্ধুতে গোবীজে টীকা দিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন নাই।

১৮৬৯।৭০ অব্দে বঙ্গদেশে ৫০ জন পুরুষ ও ৮ জন স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়াছে। মান্দ্রাজে ৭০ জনের ফাঁসীর আজ্ঞা হয়, বোম্বাই ও সিন্ধুতে ৪৬ জন পুরুষ এবং ৩ স্ত্রীলোকের মৃত্যু দণ্ড হইয়াছে। পঞ্জাবে ফাঁসীর সংখ্যা ৮১। পঞ্জাবেই অধিক হত্যা হয় দেখা যাইতেছে।

এক্ষণে সমুদায় ভারতবর্ষে ৬২,৩০৯ জন ইউরোপীয় ও ১,১৭,৮৮১ জন এতদ্দেশীয় সৈন্য ও আফিসর আছেন। যে স্থানে যত সৈন্য ও আফিসর আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

	ইউরোপীয়	এতদ্দেশীয়	সমষ্টি
বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাব	৩৮,১০৬	৪৪,৬৪২	৮২,৭৪৮
বোম্বাই	১১,১৮৩	২৭,৪৩৫	৩৮,৬১৮
মান্দ্রাজ	১৩,১৭০	৪৫,৭৪৪	৫৯,০৩৪

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ২৫ বৎসরের পর আর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম দেওয়া হইবে না। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ এনিয়মের অধীন নহেন। কেবল বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ ইহার অধীন হইলেন, এটী কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অনেকে প্রধানতম বিদ্যালয় আক্ষেপ করেন, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই যুবোক হওয়াতে কোন কোন কর্ম্মচারী নিতান্ত অযোগ্যতা প্রকাশ করেন। উকীলগণ কিছুদিন ওকালতি করিয়া মুন্সেফ হন, ইহা তাঁহাদিগের অভিমত। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এপথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন। ২৫ বৎসরের পর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম দেওয়া হইবে না, এ নিয়ম একবারে সকল বিভাগ হইতে উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।

ইংলিসম্যান বলেন, আগ্রার প্রসিদ্ধ তাজমহল বাটীটী ভগ্নপ্রায় হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট উহার সংস্কারার্থ ৩০০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এই বাটীটী ভারতবর্ষীয়দিগের শিল্প ও পরিশ্রমের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। ২২ বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্য লোকের পরিশ্রমে ইহা নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ইহার সৌন্দর্য্যের শতাংশের একাংশও নাই। যাহা হউক, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট যে একবারে এই বাটীটীর লোপ হইতে দিলেন না, ইহার সংস্কারার্থ যত্নবান হইয়াছেন, ইহাই পরম সুখের হইয়াছে।

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দার্জ্জিলিঙে গমন করিবেন বলিয়া তত্রত্য নার্থেন সাহেবের বাটী এখন হইতে সুসজ্জীভূত করা হইতেছে। এমন সুখের চাকুরী আর নাই

পিয়নিয়র বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি সার জর্জ্জ বালফোরকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব পত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, পাটনার জজ এচ, টি, প্রিন্সেপ সাহেব এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট লালা ঈশ্বরী প্রসাদ (যিনি ওহাবিদিগের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন) অন্য কোন স্থানে বদলী হন, এনিমিত্ত পাটনার কমিসনর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রিন্সেপকে হুগলীতে বদলী করিবার সম্ভাবনা আছে। ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

প্রতিনিধি প্রধান ডবলিউ, পাত্রি মধ্যে ...ের হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট পুলিস কমিসনরের প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে কলিকাতায় ওলাউঠায় যত লোকের মৃত্যু হইত, তাহার সহিত এক্ষণকার মৃত্যু সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যায়, এখন উক্ত রোগে অতি অল্প লোকের মৃত্যু হয়। জলের কল হওয়াতেই যে এই সুফল ফলিয়াছে সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

পিয়নিয়র বলেন, কচ্ছিতে গো মহিষাদির নানা প্রকার পীড়া হইতেছে।

আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, অতিবৃষ্টিনিবন্ধন জয়পুরে জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে গৃহে রোগী নাই এরূপ গৃহই অপ্রসিদ্ধ। প্রতি দিন ৭০।৮০ জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

ঢাকা কালেজের শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ কতকগুলি প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন, পুটিয়ার শ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরী দেবী ৫৭ নং ক্রম বিদ্যাবলী দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণার্থ ১০ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

৮ ই আশ্বিন শনিবার।

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর অধিক সংখ্য লোক সর্পদংশনে ও হিংস্রজন্তুদ্বারা হত হয় বলিয়া গবর্ণর জেনরল ঐ সকল জন্তু বধের নিমিত্ত যে পুরস্কারের নিয়ম আছে, আবশ্যকমতে উহা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহকে আজ্ঞা দিয়াছেন। সম্প্রতি সর্প বধের নিমিত্ত পুরস্কার দানের যে নিষেধ করা হইয়াছিল, সে আজ্ঞা রহিত করা হইয়াছে। ১৮৬৬ হইতে ১৮৬১ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বন্য পশু দ্বারা ৩৮২১৮ লোক হত হয়। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে বন্য পশু বধের নিমিত্ত পুরস্কার দানে ৪৫৫৭৪৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে। লোকে ঠকাইয়া অনেক টাকা লইয়াছে, নতুবা এত ব্যয় হইত না।

তুলা কমিসনর রিভেট কার্ণাক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন, যদা এদেশ ও বিলাতে বৃষ্টি হইয়া তুলার চাসের অনেক উপকার করিয়াছে। গুজরাটের সংবাদও মন্দ নয়।

সোলাপুর ও দারওয়ারেও বৃষ্টি হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, লক্ষ্ণৌএ ভয়ানক প্লাবন হইয়াছে। ক্রমাগত ঝড় ও বৃষ্টি হই তেছে। রেলওয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নগরের অর্দ্ধেক বাটী পতিত হইয়াছে। বহুসংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়াছে। লোকের কষ্টের সীমা নাই। কানপুরের নিকটে নদীর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, নদী পার হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

নর্ম্মদা নদীতে অধিক সংখ্য জাহাজাদি গিয়া বাণিজ্যের উন্নতি হয়, এই আশয়ে গবর্ণমেণ্ট উক্ত নদীর পরিদর্শনার্থ ১০০০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

চেম্বর অব কমার্সের আবেদন অনুসারে গবর্ণমেণ্ট দুর্গা পূজার ছুটী আর দুই দিন বৃদ্ধি করিয়াছেন। অর্থাৎ ১৯ ই অবধি ২৯ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ছুটী হইবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	৯২।৵/৯২৸০
৪ "	কোং	১০০।১০০৴
৪½ "	"	১০৬৸০।১০৭
৪½ "	"	১০৪৸০।১০৫
৫ "	"	১০৪।১০৪৵
৫½	"	১১৩।০।১১৩৷৵০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই সেপ্টেম্বর বৈকাল। ওয়াসিংটনের কৃষিবিভাগ অনুমান করেন, এবার আমেরিকায় ৩৫ লক্ষ গাঁইট তুলা জন্মিবে।

পারিস ১৬ ই সেপ্টেম্বর। প্রুসিয়ার সহিত ফ্রান্সের যে নূতন সন্ধি হয়, উহার পরীক্ষার্থ যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ উহার অনুমোদন করেন নাই।

নিয়মস ৬ সেপ্টেম্বর ... ঘোষণা করা হইয়াছে, বাসনাল গাড়ি ... ৪৮ ঘটিকার মধ্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এক্ষণে কোন গোলযোগ নাই।

পারিস ১৭ ই সেপ্টেম্বর। জাতিসাধারণ সভার নিয়োজিত কমিটী জর্ম্মণির সহিত ফ্রান্সের সন্ধি সামান্য পরিবর্ত্ত করিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। এ পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন, এবং অনেক তর্কের পর ৩০ জনের বিরুদ্ধে ৫৩১ জনের মতে জাতি সাধারণ সভা ইহা দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। স্পেনের রাজা ভ্রমণকালে সকলের নিকট হইতেই বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার বিশপ আর তিন জন অতিরিক্ত বিশপের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই সেপ্টেম্বর। মার্টিন ও গাজন বর্গে সংস্থা কর্ত্তক যে ফল হয়, অন্টিয়ো তাহা তাহার সুহৃদগণের গোচর করিবার মানস করিয়াছেন।

জাতি সাধারণ সভা আলসাক ও লোরেনের সন্ধি সম্বন্ধে কতক পরিবর্ত্ত করিয়াছেন বলিয়া জর্ম্মণির সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত শাসনকর্তৃগণ সে সন্ধি দৃঢ়ীভূত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। বাবু শ্রীকণ্ঠনাথ বসু (বি, এ) মতিহারি উপবিভাগের সব রেজিষ্টার অব আস্যুরান্স হইবেন। চম্পারণ উপবিভাগের সদর ষ্টেসনে হেড কোয়ার্টার থাকিবে।

ক্রাইষ্টোফার হেনরি মাউএল সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জন পিটর গ্রাণ্ট কিছু দিনের জন্য মুরশিদাবাদে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৭ ই আগষ্ট। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দুই লাল দাস কিছু দিনের জন্য জাহানাবাদের বিশেষ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকার অন্তর্গত টেকেরহাটের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন।

বাবু কালীকুমার দত্ত।
শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বাচস্পতি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকার মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

মৌলবী আবদুল হাএ।
বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ।

এচ. এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সংপ্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত সহিত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রচলিত শকুন্তলা পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিলাম, কিন্তু উক্ত পুস্তকের কয়েকটী শ্লোকে ছন্দোগত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে। কবিকৃত শ্লোক মাত্রেই ছন্দোদোষের গন্ধও পাওয়া যায় না, মহাকবি কালিদাসের রচিত শ্লোক সমুদায় যে তাদৃশ দোষে দূষিত হইবে, ইহা কদাপি সম্ভাবনীয় ও বক্তব্য হইতে পারে না, অথচ উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত পাঠ সমুদায়ও পরিবর্জনীয় জ্ঞান করা উচিত নহে, অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে কোন না কোন ছন্দোগ্রন্থে ইহার কিছু বিশেষ নির্দেশ আছেই সন্দেহ নাই। অতএব বিনয়ের সহিত সহৃদয়গণসমীপে প্রার্থনা করিতেছি, যদি কোন মহাত্মা তাদৃশ বিশেষ নির্দেশের উপদেশ দ্বারা আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে একান্ত উপকৃত ও তাঁহার নিকট চিরবাধিত হইব। আমরা যে কয়েকখানি ছন্দোগ্রন্থ দেখিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে, আর্য্যাচ্ছন্দে প্রথম চরণে দ্বাদশ, দ্বিতীয় চরণে অষ্টাদশ, তৃতীয় চরণে দ্বাদশ ও চতুর্থ চরণে পঞ্চদশ মাত্রা থাকিবে। ইহাতে এই নিষ্কৃষ্ট হইল যে, পূর্ব্বার্দ্ধে ত্রিংশৎ মাত্রা ও পরার্দ্ধে সপ্তবিংশতি মাত্রা থাকা আবশ্যক। উক্তাখ্য ছন্দে পাদ বিশেষে মাত্রা সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল এইমাত্র লিখিত আছে, পূর্ব্বার্দ্ধে ত্রিংশৎ মাত্রা পরার্দ্ধেও ত্রিংশৎ মাত্রা সন্নিবেশ করা আবশ্যক। এক একটী লঘুবর্ণে এক একটী মাত্রা, এক একটী গুরুবর্ণে দুই দুইটী মাত্রা ধরিতে

হয়। চরণদ্বয়ের অন্তে যদি লঘুবর্ণ থাকে, তবে তাহাকে গুরুবর্ণের ন্যায় গণ্য করিতে পারা যায়। উল্লিখিত মাত্রা সমুদায় যে বহুরূপে বিবেশ করিলেই হইতে পারে এমত নহে, ইহাও ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়মের অধীন। তাহার নিয়ম এই, যাহার পূর্বার্দ্ধে ত্রিংশৎ মাত্রা ও পরার্দ্ধে সপ্তবিংশতি মাত্রা থাকে, ঐ ছন্দের পূর্বার্দ্ধে যথা নিয়মে সাতটী গণ ও অন্তে একটী গুরুবর্ণ দিতে হইবে। পরার্দ্ধেও এতাদৃশ নিয়মই থাকিবে, কেবল ষষ্ঠগণের পরিবর্তে একটী লঘু বর্ণ মাত্র বিবেশ করিতে হয়। যাহার উভয় অর্দ্ধেই ত্রিংশৎ ত্রিংশৎ মাত্রা থাকে, তাহার উভয় দলেই সাতটী গণ বিবেশ করিয়া অন্তে একটী গুরুবর্ণ রাখিতে হয় অর্থাৎ পূর্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে গণ সন্নিবেশের কোন ভেদ নাই। চারিটী মাত্রা হইলে একটী গণ হয়। ঐ চারিটী মাত্রা দুই গুরুবর্ণ হইতেও হয়, চারিটী লঘুবর্ণ হইলেও হয়, কিম্বা প্রথমে, মধ্যে বা অন্তে একটী গুরুবর্ণ অপর দুইটী লঘুবর্ণ এরূপে তিনটী বর্ণেও হইতে পারে। উল্লিখিত সাতটী গণ বিবে শেষেও নিয়ম আছে। বিষম অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ও সপ্তম গণ মধ্য গুরুবর্ণ দ্বারা কল্পিত হইতে পারিবে না এবং ষষ্ঠ গণ মধ্যগুরুবর্ণ অথবা কিম্বা লঘুবর্ণ চতুষ্টয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। এতাদৃশ লক্ষণা ক্রান্ত হইলেই নির্দ্দোষ বলা যায়, ইহার অন্যথা হইলেই সদোষ হইয়া উঠে। অধুনা যে কয়েকটী শ্লোকে ছন্দের বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে ঐ সকল শ্লোক ক্রমে উদ্ধৃত করতঃ যে যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে তাহার নির্দ্দেশ করি।

"হলীসিচুমি অহিং অমংরবিং
ঘুষ্টমাত্র কেসর নিহাইং।
ওবংদেমদ্ধি দগামাণা
পমহাও নিট্টীল কুমমাইং"। ৪ পৃষ্ঠে।

এই শ্লোকটী উপ্পাথাছন্দে বিরচিত বলিয়া টীকাকারেরা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ সঙ্গত হইতেছে না। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পূর্বার্দ্ধে ত্রিংশৎ ও পরার্দ্ধে ত্রিংশৎ মাত্রা থাকিলে তাহাকে উপ্পাথা বলা যায়, ইহার পূর্বার্দ্ধে একত্রিংশৎ মাত্রা গণিত হইতেছে। এবং ছন্দঃশাস্ত্রের নির্দেশানুসারে প্রথম, তৃতীয় প্রভৃতি বিষম গণগুলি মধ্যগুরুবর্ণ জগ দ্বারা কদাপি রচিত হইতে পারে না, কিন্তু এই শ্লোকের আদিমগণটী তাদৃশ বর্ণ দ্বারাই কল্পিত রহি য়াছে এবং দ্বিতীয় গণের স্থানপাতী "চুমি অ" এই বর্ণত্রয়ের মধ্যে দুইটী লইলে তিন মাত্রা হয়, তিনটী বর্ণ ধরিলে পাঁচ মাত্রা হয়। দ্বিতীয় গণের এতাদৃশ গোলযোগ হও য়াতেই প্রথমার্দ্ধের অপর গণসমুদায় নিয়ম শূন্য হইয়া উঠিয়াছে। পরার্দ্ধে মাত্রা বা গণের কোন অনিয়ম নাই।

"অহে কুবিদো গুরু অগো ইমাও
গব্বুঅ পুচ্ছিদো বক্কূ।
এববহেদমং চরিঅ
অণাদি কিং এত্ত হেক্কদ্‌ন। ১৫০ পৃষ্ঠে।

এই শ্লোকের প্রথম চরণে তিনটীগণ যথানিয়মেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় চ রণের প্রথমে অর্থাৎ চতুর্থগণের স্থানে "ইমাও" এই পদ যে লিখিত আছে, ইহার দুই বর্ণ লইলে মাত্রা ত্রয় হয় "ইমাও" এই তিন বর্ণ ধরিতে হইলে মাত্রা পঞ্চক হইয়া উঠে। চতুর্থগণের এবম্বিধ অনিয়ম হওয়াতেই অবশিষ্টগণ ত্রয়ের ও অন্ত্যস্থিত গুরুবর্ণের গণনাকরণে নিতান্ত বিশৃঙ্খলতা

। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে [illegible] পুস্তকে এই শ্লোকের দ্বিতীয় "গ ঋ পুচ্ছিদো বক্কু অগো" [illegible] যে পাঠ আছে, উহাতেও পূর্বোক্ত গণগত বৈলক্ষণ্যের পরিহার হই তেছে না। ৪। পুস্তকে লিখিত "ইমা ও তু এদি গ ঋ পুচ্ছিদো বক্কু অগো" এই পাঠও পূর্বোক্ত দোষশূন্য নহে, প্রত্যুত ইহাতে অষ্টাদশ মাত্রা হইতে চারিটী মাত্রা অধিক হইয়া পড়ে। ৬। পুস্তকস্থ "ইমা এ গ ঋ পুচ্ছিদো অ বক্কু অগো" এই পাঠেও গণ নিয়মের ভঙ্গ পূর্ববৎ এবং অষ্টাদশ মাত্রা হইতে একটী অধিক মাত্রা হইতেছে এবং তৃতীয় চরণে দ্বাদশ মাত্রা না হইয়া ত্রয়ো দশ মাত্রা হইতেছে ও ঐ চরণের দ্বিতীয় গণের স্থানপাতী বর্ণত্রয় তিন বা পাঁচ মাত্রা হয়।

"অত্তগ হরি অ পহুন্ন বসন্ত
মাসমুস ঘাত্র গুরুমুস।
দিজ্জৌদি চূদকোরক
উদ্ধমঙ্গলত্থু মংগলা এদি। ১৭৮।

এই শ্লোকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে গণ সংখ্যার কোন ব্যাঘাত নাই। চতুর্থ চরণেও একটী গণ যথা নিয়মেই সন্নিবেশিত আছে, তদনন্তর অর্থাৎ পঞ্চমগণস্থানে যে কয়েকটী বর্ণ সংস্থাপিত আছে, তাহাতে পঞ্চমগণ হইয়া উঠে না, কারণ "মঙ্গলত্থু" এই বর্ণ ত্রয় ধরিলে মাত্রা ত্রয় হয় "মঙ্গলত্থুমং" এই বর্ণ চতুষ্টয় লইলে মাত্রা পঞ্চক হইয়া যায়।

"তুমং পিমএ চূদঙ্কুর দিণ্ণো
কামসমুস গহিদ ধণুমমুস।
পহি অ জন জুবই লক্খো
পঞ্চব্ভহিও সরো হোহি।

১৮০ পৃষ্ঠে।

এই শ্লোকের অন্য পাদত্রয় নির্দোষ কেবল প্রথম চরণে একটি মাত্রা অধিক হই তেছে এবং প্রথম গণ মধ্যগুরু বর্ণত্রয় দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং দ্বিতীয় গণের স্থানে যে বর্ণত্রয় সংস্থাপিত আছে, তাহাতে পূর্ববৎ মাত্রাত্রয় বা মাত্রাপঞ্চক হইয়া উঠিতেছে।

১২৭৮ } শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা
বীরভূমি—
২৬ এ ভাদ্র। } হিজলকুল-প্রধান পণ্ডিত।

অয়ি মাতঃ! অর্ণবটী বঙ্গমহারাণী,
স্তবীয় অতুল যশে ভরিল ধরণী।
"ভবতীং যবনীয়ন্তে" কহিলো যা পদ,
শুভক্ষণে, শুভ বাদে সমর্পিলে মন।
শুভক্ষণে, মন্ত্রীবরে, মন্ত্রীত্বে বরিয়া,
মন্ত্রীপ্রায়, ত্যাগ্যত্রয়, পুনরুদ্ধারিয়া;
শুভক্ষণে রঙ্গপুরে গমন করিয়া,
শান্তভাবে, প্রজাগণে, সন্তোষে রাখিয়া,
আনিলে বিপুল অর্থ দীনের জননী,
অনাথেরে পালিবারে, মুদ্দীন পালনী।
যেমন অর্থাভিলাষী, বিবিধ প্রকার
সদা উপার্জিন পথ করে আবিষ্কার।
সেইরূপ মন্ত্রী রায় রাজীবলোচন,

ঔ চিত্ত বিস্ময় মগ্ন করি দরশন,
যাঁকে তব যোগদান করিয়াছি আশে,
কেমন সুন্দর পথ মম অভিলাষে।
ঘোর রবে, আসি রঙ্গে, দুর্ভিক্ষ ভীষণ,
শীর্ণকায়, মৃতপ্রায়, দীনদুঃখী জন,
সর্বশেষ, দিয়া ক্লেশ নষ্টপ্রাণ নাশে,
হাহাকার, সদাকার, দুঃখনীরে ভাসে।
সেই ভীতি, মহামতি কেম্বেলের গুণে
এ জেলায়, নাহি পায়, দুঃখী প্রজাগণে।
অন্ন লক্ষ বিপুলার্থ, কেবেল লইয়া,
কৌতুহলে, মঙ্গলে, প্রেরণ করিয়া,
অপার আনন্দলাভ করিলা অন্তরে;
লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ দিলেন গবর্মেণ্টে।
একদা একত্র করি বহিশ হাজার;
অনাথ দরিদ্রগণে বিবিধ প্রকার
মিষ্টান্ন অন্নের সহ করিয়া প্রদান;
প্রতি জনে, পূর্ণ মুদ্রা করিলে যা দান।
নিঃস্বার্থ বিপুল অর্থ দান করিবারে
অবতীর্ণা অবনীতে অন্নদা আকারে।
অবিকল, সত্যশম্ভু, কীর্ত্তি এই রূপ,
অনুপম, সুবিমল, দেখি অপরূপ।
বালক বালিকা বৃদ্ধ সমস্ত ইতর,
তব গুণ পক্ষপাতী হইল বিস্তর।
বিশেষতঃ "ক্যাম্বেল" খ্যাতি মহাশয়
উপাধি প্রদান জন্য করি অনুনয়,
রিপোর্ট করেন "কমিসনর" সকাশ।
তাহাঁর মনোনিত অভিমত সুপ্রকাশ
করি তাহা পাঠালেন গবর্নর স্থানে।
"গবর্ণমেণ্ট" করি "গ্রান্ট" সিমলা সদনে,
গেজেটে উপাধি ব্যক্ত করিলে প্রচার,
মহানন্দ, জনবৃন্দ, শুনি সমাচার।
কাশীমবাজার স্থিতা স্বর্ণময়ী রাণী,
অতঃপর হইলেন বঙ্গে মহারাণী।
অযাচিত, ধাঞ্জলত, উপাধি ভূষণে,
বিভূষিত, হও মাতঃ! মন্ত্রীশ্রেষ্ঠগণে।
শতায়ুঃ স্বচ্ছন্দে কাল যাপি পুণ্যশীলে!
অবিনাশী মহাকীর্ত্তি লভ মহীতলে।
রায় বাহাদুর রায় রাজীবলোচন
হলেন অকার্য্য করি, গণে সম্মানন।
মহত্তী প্রতিভা যাঁর পাক মিত্রগণে,
সমভাবে অঙ্গীকার করে সর্বজনে।
সুমহান্ যাঁর আননলে ভর দিয়া
পতন প্রবল রাজা উদ্ধার করিয়া,
দুঃপ্রবল, কাঙ্গাল, করিয়া মোচন,
শোভিত করেছ যথা দিনেশ তপন।
তব চিত্ত, অবহিত চিত্তে মহামনা
প্রতিক্ষণে, প্রাণপণে, করেন কামনা।
অগ্রাহ্য করেন জ্বালা বিষম ব্যাধির,
অবিরত কার্য্যে রত, থাকি সেই বীর।
যোড়করে, সকাতরে, করি গো প্রার্থনা,
কে মহেশ! তাঁর ক্লেশ, কখন দেখনা।
দীর্ঘজীবী, অনুজীবী করুণাল নাশে,
ওকে হায়! সম্প্রদায়, কাঁদিছে প্রকাশে।
এ কেমন, আচরণ, ওমা শবাসনা,
অদ্যাবধি, তাঁর ব্যাধি, কেনই সারে না?
যাঁহাদের স্বাস্থ্যে সুখী অনেকের মন,
কেন হে দারুণ বিধি! তাঁদের কারণ
নিয়ত অসুখ রাশি করিছ প্রেরণ?
বিধির এ বিধি বুঝে উঠে কোন্ জন?

১২৭৮।১লা আশ্বিন
সৈদাবাদ } কস্যচিৎ।

পূর্ব্বে সদর দেওয়ানি আদালত ও [illegible] মান্য হাইকোর্ট কর্তৃক মুন্সেফদের স্থানান্তর ও নিয়োগ সূচক আজ্ঞা গবর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত হইত। ১৮৬৮ অব্দের ১৬ আইন প্রচলিত হইবার পর অবধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা মতে স্থানান্তর ও নিয়োগাদি গেজেটে প্রকাশ হইতেছিল। উক্ত ১৬ আইন রহিত হওয়াতে ১৮৭১ অব্দের সিবিল কোর্ট আইন (১৮৭১ অব্দের ৫ আইন) প্রচলিত হইয়া তাহাতেও মুন্সেফদের নিয়োগাদির ভার ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তেই আছে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা মতেই মুন্সেফদের স্থানান্তর ও নিয়োগ হইতেছে। সম্প্রতি ৫ ই সেপ্টেম্বরের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে মহামান্য হাইকোর্টের আজ্ঞাক্রমে মুন্সেফদিগের স্থানান্তর ও নিয়োগ প্রকাশিত হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, অথচ নূতন কোন আইন হওয়া দৃষ্ট হয় না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

উক্ত ৫ ই সেপ্টেম্বরের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে মুন্সেফ বাবু শ্রীনাথ দত্তের পদে বাবু মহিমাচন্দ্র ঘোষের নিয়োগ গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে প্রকাশ হইয়া অন্যান্য নিয়োগাদি হাইকোর্টের আজ্ঞামতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাৎপর্য্য কি আমরাও বুঝিতে পারিলাম না। কেহ ইহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

জাহানাবাদ
১৮৭১
১০ ই সেপ্টেম্বর } বি, এম, রায়
জনৈক উকীল।

জেলা পাবনার অন্তঃপাতী সাহাজাদপুর যদিও একটি সামান্য পল্লি বটে, কিন্তু এখানে অনেক ধনবান লোকের বাস আছে। দুঃখের বিষয় এই, স্থানের উন্নতি পক্ষে যত্ন করা দূরে থাকুক, ভিন্ন দেশীয় কোন ব্যক্তি ইহার উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করিলে ইহারা তাহাতেও অনুরাগ প্রকাশ করেন না, কিন্তু এক্ষণে সেই সাহাজাদপুরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কোন স্থানে বিদ্যালয় কোন স্থানে চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, জনসমাজে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অত্রস্থানের বর্ত্তমান বিচক্ষণ মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মৌলবী রফিকুদ্দীন আহমদ এই সমুদায় উন্নতির মূল। ইনি স্বদেশের হিতের জন্য অনেক যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। যদিও ঐ সকল কার্য্যের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার মহাশয়দিগের উপরে ভার আছে, কিন্তু মৌলবী সাহেবের চেষ্টা ও বাবুদিগের বদান্যতাই ইহার প্রধান কারণ।

এবার বরুণ দেবের বিষম বিক্রম দেখা যাইতেছে। প্রাচীন লোকের নিকট শুনা যায়, ৪০ বৎসরের মধ্যে এরূপ ভয়ানক বর্ষা হয় নাই। তবে সন্তোষের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত শস্যাদি অকার্য্য হয় নাই।

সাহাজাদপুর
জেলা পাবনা } শ্রীবনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়

অদ্য প্রায় তিন বৎসর হইল জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবর সব ডিবিজনে সর্ব্বগুণ নিধান শ্রীযুক্ত বাবু রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় জেক

হইয়া আসিয়া মজঃফরপুরবাসীদিগের সুখ সমৃদ্ধি সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার শাসন প্রণালী প্রজাবৎসলতা ও মহত্ব, ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্বলন্ত আদর্শ। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সাধারণের হিত সাধনে তৎপর ও প্রদেশ বাসীগণের রীতি নীতি ব্যবহারাদি সম্যক প্রকারে অবগত হওয়াতে অতি দুরূহ ও জটিল ঘটনা উপস্থিত হইলেও অবলীলা ক্রমে নিগূঢ় তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। বস্তুতঃ এই স্বল্প কালের মধ্যে এরূপ যশ লাভ করা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি এ প্রদেশের বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন পক্ষে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন এবং চিকিৎসালয় অভাবে প্রদেশবাসীগণের বিবিধ পীড়ার যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের [illegible] না থাকাতে সম্প্রতি একটি উত্তম দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন জন্য দৃঢ় মনোযোগী হইয়া ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ইনি আলিপুরে বদলী হইবেন শুনিয়া মজঃফরপুরবাসীগণের আর পরিতাপের সীমা নাই। প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট আর কিছুকাল উক্ত মহোদয়কে অত্র প্রব ডিভিজনে রাখিয়া প্রজাগণকে সুখী করুন।

পাকলিয়া
১৮৯১
১৬ ই সেপ্ট

একান্ত অনুগত
শ্রীঅক্ষয় কুমার দাস

-:-

মহাশয়! আমাদের থানার ভূমি ঘাটাল এবং চন্দ্রকোনা থানার এলাকা হুগলী জেলা হইতে খারিজ হইয়া মেদিনীপুর জেলার সামিল হইবে বলিয়া আমাদের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে আমরা যারপর নাই আনন্দানুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, হুগলির অদূরবর্ত্তী স্থান নিবাসী কতিপয় জমীদার আপত্তি করাতে এ বিষয়ে রাজপুরুষেরা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ এমন বোধ হয় না যে, তাঁহারা সহস্র সহস্র প্রজার সুবিধার দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল কয়েকজন জমীদারের কাল্পনিক কথায় কর্ণপাত করিবেন। তবে শঙ্কা এই, হুজুরের মা বাপ নাই। জমীদার মহাশয়েরা বড়দরের লোক, আমরা সামান্য লোক, আমাদের কথা কে শুনিবে? বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঘাটাল—চন্দ্রকোনা হইতে হুগলী নিকট কি মেদিনীপুর নিকট। এখান হইতে হুগলী দুই আড়াই দিনের পথ, মেদিনীপুরে একদিনে যাওয়া যায়। বিশেষতঃ এই দুই থানা মেদিনীপুর ভুক্ত হইলে ক্ষীরপাই কাশিগঞ্জ মোকামে সব ডিবিজন হইতে পারে, তাহা হইলে জাহানাবাদ অপেক্ষা আমাদের কত সুবিধা বিবেচনা করুন। গবর্ণমেণ্ট কোথায় দীন প্রজার হিতার্থে যত্নবান হইলেন, না, তাহাতে জমীদার মহাশয়েরা প্রতিবন্ধকতাচরণ আরম্ভ করিলেন। যদি সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গল বিধান করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয়, তবে শীঘ্রই এই দুই থানা মেদিনীপুরের অন্তর্গত করিয়া দিউন, নতুবা কেবল যদি জমীদারের অনুরোধ রক্ষা করাই প্রকৃত রাজনীতি হয়, তবে আর প্রজাগণের রক্ষার জন্য পুলিশ আদিতে সমধিক অর্থ ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি?

ঘাটাল
৩০ এ ভাদ্র
১২৯৮

ঘাটালবাসিগণ

“ সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো, দুর্ল্লভোহি শুচির্নরঃ।” (মনুঃ)। রাজনীতিজ্ঞ বিজ্ঞ মহর্ষি মনুর সিদ্ধান্ত এই যে, “দণ্ড ভয়েই লোকে সাধুতার অনুগামী হয়, স্বভাবতঃ শুদ্ধচরিত লোক দুর্লভ।” বৈদেশিক আধুনিক তত্ত্বদর্শী মান্যবর মর্টন সাহেব, “নিদর্শন তত্ত্ব” নামক আপন গ্রন্থে সাক্ষির সত্যবাদিতার যে কারণ চতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও রাজ নির্দ্দিষ্ট কারণের সারবত্তা ও গুরুত্ব, সম্যক্ সন্দর্শনরূপে প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ দণ্ড ভয় না থাকিলে, লোকের সাধুইচ্ছা শিথিল গ্রন্থি হইতে থাকে, আবার বলবৎ স্বার্থানুরোধ উপস্থিত হইলে, একেবারে গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। যদি কেহ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবলোকন করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ইহা অবশ্যই প্রত্যক্ষীভূত হইবে যে, সমাজের মূল বন্ধন রজ্জুতে “দণ্ড ভয়” নামক একটী দৃঢ় সূত্র নিবদ্ধ আছে। এ কথা কে সাহস করিয়া বলিতে না পারে যে, সে সূত্র ছিন্ন হইলে বন্ধন রজ্জুর আর সারবত্তা থাকে না। তখন, সমাজের বিসদৃশ দশা দেখিয়া সমধিক মর্ম্মপীড়া জন্মে।

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিকেরা সমাজের অবস্থা নিচয়ের মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্যের আতিশয্য দেখিয়া নিতান্তই ব্যথিত হইতেছেন। কঠোরতর রাজকীয় নিয়মাবলী সত্ত্বেও, কেবল মাত্র বিচার ব্যবসায়ীদের দণ্ডনীতিতে সম্যক অভিনিবেশের অভাবে বিচারালয় নিরন্তর মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা অপবিত্র হইতেছে। যে অভিযোগে সাক্ষ্য বাক্যের উপর অত্যাল্প মাত্রায় নির্ভর করিয়া বিচার বিতরণ করিতে হয়, তাহাতেও বিচারপতি যে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রতারিত হন না, আমরা প্রসন্ন হৃদয়ে কখন এমন উত্তর করিতে পারি না। বহুবর্ষ ব্যাপিয়া রাজকীয় বিচারালয়ের ব্যবহার দর্শনের ফলে এক্ষণে এ কথা ব্যক্ত করিতে আমাদের আর কিছু মাত্র দ্বৈধ জ্ঞান নাই যে, দেওয়ানী আদালতের প্রত্যেক অভিযোগে বিচারপতিরা মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রতারিত হন। দূরদর্শী অভিজ্ঞ সামাজিক মাত্রেই ইহা অবগত আছেন যে, এদেশীয় অর্থি প্রত্যর্থিগণ ভুক্ত অধিকাংশ মহাত্মাই যে ঘটনা লইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হন, সে ঘটনা পরম্পরা প্রায়শঃ মিথ্যা ও সত্যতে মিশ্রিত, তাহাতে বিশুদ্ধ সত্য একেবারেই থাকে না। আবার যাহারা সাক্ষি শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া ঐ উভয় পক্ষ সমর্থন করে, তাহারা যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বিচারাগার অপবিত্র করিয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বিচারপতিরা, এই মহানিষ্টকর দুরপনীয় অসৎ কার্য্যের শাসন বিষয়ে এতদূর ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন যে, শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিরন্তর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যাইতেছে, বিচারপতিরা তাহাদের কিছুই করিতেছেন না। বলিতে কি, নিম্ন বিচারালয়ে যাহারা সাক্ষি শ্রেণীতে আনীত হইয়া কোন পক্ষ সমর্থন করে, তাহাদের প্রত্যেক সাক্ষিকে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অভিযোগে দণ্ড দিলেও প্রকৃত সদ্বিচার ও শান্তি রক্ষা হয়। অধিকন্তু মফস্বলের বিচার ব্যবসায়ী মহোদয়দিগের

করিতেছি, তাঁহারা আর্য্য প্রভাবী ও সাক্ষি শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদিগকে মিথ্যা তুই দিয়া শপথ গ্রহণের অপরাধী জানিতে পারেন, বিনাদে তাহাদিগকে দণ্ড দিতে চেষ্টা করিলেও এই অদ্ভুত কার্য্যের কথঞ্চিৎ দুশাসন হইতে পারে। ইহা একেবারেই ন্যায়মূলক প্রত্যক্ষ নীতি যে, দণ্ড ভয়েই জগতের সমুদয় লোকে সাধু তার অনুসরণ করে।

কলিকাতা } জনৈক ...শচন্দ্র বসু

—:০:—

মহাশয়! আমার নিবাস নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বাহুপুর। অত্র বাটীর পত্রে অতি কষ্টনায়, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি এবং ভাগীরথীর জল স্ফীত হইয়া অত্র ধান্যের ভয়ানক অনিষ্ট করিয়াছে। এ অঞ্চলের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি অতিশয় নিম্ন, এ জন্য যে যে ক্ষেত্রে ধান্য রোপিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত জল প্লাবিত হওয়াতে এমন কি একটী ধান্যের অগ্র ভাগও দৃষ্ট হইতেছে না। হতভাগ্য কৃষকজীবিদিগের আর অন্য উপায় নাই। অন্য বিধ ধান্য এপ্রদেশে প্রায় জন্মে না। তাহারা যে এক্ষণে কি উপায়ে পরিবারের ভরণ পোষণ করিবে, সেই চিন্তাই তাহাদিগকে উন্মত্ত প্রায় করিয়াছে। তাহার উপর আবার রথা কর প্রচলনের কথাও শুনা যাইতেছে। মহাশয়! যাহারা পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে অক্ষম গবর্ণমেণ্ট কি প্রথা করের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের গাত্রের শোণিত গ্রহণ করিবেন? গবর্ণমেণ্টের কি পা নাই, একেবারে তাহাদিগের গলায় পা দিলেই ত সকল আপদেরই শান্তি হয়। যাহা হউক, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম, আমার এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি, তবে এ বৎসর টেক্স উপদ্রবের উপর এ অঞ্চলে আর তাজা উপদ্রব কিছু না হইলেই মঙ্গল এবং তাহাই সকলের প্রার্থনীয়।

কাশীপুর
১৬ এ ভাদ্র
১২৭৮ } এক জন বানে ভাসা চাসা।

মহাশয়! শ্রদ্ধাস্পদ রহস্যসন্দর্ভ সম্পাদক মহাশয় ৬ পর্ব্বের ৬১ খণ্ডে (যে খণ্ডে সমালোচ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) "রিপু বিহার" সমালোচনার এক স্থানে লিখিয়াছেন, দোষ মধ্যে গ্রন্থকার পদ্য রচনার নূতন ব্রতী, এবং তৎপ্রযুক্ত তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে অলঙ্কার ও ভাবের দোষ লক্ষিত হইতে পারে; পরন্তু নিশাকর মণ্ডলেও কলঙ্ক লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব তৎপ্রযুক্ত ইহার পাঠে কোন বিদ্বেষ বিধেয়ের কারণ ঘটে না।" একরূপ অস্পষ্ট লেখার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সম্পাদক মহাশয় কি গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন? দোষগুলি স্পষ্ট প্রকাশ করাই ত উচিত ছিল। তাহা না করিলেও দোষের সংশোধন হইতে পারে না। আমিও তজ্জন্য সাধারণের নিকটে সানুনয়ে প্রার্থনা করিয়াছি। উক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিয়া থাকেন, "লোক মাত্রেই ভ্রমের অধীন, শৈশবকালে পিতা ও শিক্ষক মহাশয়গণ সেই ভ্রমের সংশোধন করেন, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে পরস্পরে সংশোধন করিতে হয়"। তিনি কি কার্য্য কালে এই কথাটী বিস্মৃত হইলেন? উপদেশক সবকীয় রহস্য সন্দর্ভের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট সানুনয়ে নিবেদন যে তিনি "রিপুবিহারের" দোষগুলি স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া আমার ও সাহিত্য সংসারের উপকার সাধন করেন। যদি যথাসময়ে দোষ সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে ক্রমে কাব্যের নাম কলঙ্কিত হইয়া উঠিবে।

কাশীপুর
২ রা আশ্বিন
১২৭৮ সাল শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:০:—

মূল্য প্রাপ্ত।

শ্রী বাবু রাজনারায়ণ দাস কোতর রোসিড়া ৭
" রাধানাথ বড়ুয়া—গৌহাটী ১০
" বি, গ্রিফিথ সাহেব—বারাণসী ১০
" গৌরসুন্দরচক্রবর্ত্তী—সাঁকরাইল ৩৸০
" গোপাল চন্দ্র ঘোষ—গোবিন্দপুর ৫॥০
" মহাতাবচন্দ্র রায়—সিরাজগঞ্জ ৫॥০
পাবনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ✓০ দুই আনা তাহার পর ✓১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৪৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১৲ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮। ১৭ ই আশ্বিন। ইং ১৮৭১। ২ রা অক্টোবর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১৩৲ ষাণ্মাসিক ৭৲ ও
ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা গ্রাহকগণকে জ্ঞাত করা যাই তেছে যে, তাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট দ্বারা সোমপ্রকাশের যে মূল্য প্রেরণ করেন, তাহা আমাদিগকে অগত্যা গ্রহণ করিতে হয়। এনিমিত্ত আমাদিগকে সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। গ্রাহকগণ হুণ্ডী, বরাত চিঠি নোট, মনি অর্ডর ইহার অন্যতর কোন উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা। তবে যাহাদের অন্য কোনরূপ সুবিধা নাই, তাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট পাঠাইবেন; কিন্তু সংবাদপত্রের ডাক মাসুল অর্দ্ধ আনার হিসাবে গৃহীত হইবে নিয়ম হইয়াছে, অত এব এক্ষণ অবধি তাঁহারা যেন অর্দ্ধ আনার অধিক মূল্যের ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ না করেন।

৩০ এ সেপ্টেম্বর ১৮৭১ — শ্রী শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কার্য্যসম্পাদক।

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৪৯ নং বৌবাজারস্থ ষ্টানহোপ প্রেসে, কামাপুকুর বি, পি, এম্ যন্ত্রে, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোং দোকানে ও স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত সহিত আমার প্রণীত জয়দেব গীতাবলীর স্বরলিপির "কাপি রাইট" আমার যোষ্ঠোপাধ্যায় বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করিয়াছি, আমার তাহার উপর আর কোন স্বত্ত্ব নাই।

পাথরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ১২ ই আশ্বিন — শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁহার প্রণীত সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত সহিত জয়দেব গীতের স্বরলিপির "কাপিরাইট" আমাকে দান করিয়াছেন। আমি আমার নামে তাহা "রেজিষ্টরি" করিয়া লইয়াছি। অত এব অপর কেহ তাহা মুদ্রাঙ্কন করিলে রাজ দ্বারে যথা-আইন দণ্ডনীয় হইবেন।

কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় ১২ ই আশ্বিন ১২৭৮ অব্দ — শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

হেক্টর বধ।

শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাক মাসুল /০।

নং ২৪৯ বৌবাজারস্থ ষ্টানহোপ প্রেসে প্রাপ্য।

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপ্ডুসেরভিস লিউটিনা[illegible] কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং তত্রস্থ গবর্ণমেন্ট ফরাশী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ছুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটী গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সদস্যের সম্মুখে ও উহারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরি কণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, ব্রুইস সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজারের গলি, জে, ডুয়েন কোম্পানির

আফিসে, ১ নং, গ্রান্টস লেন ডি, ক্রুজ কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেনেটিক ষ্ট্রিটে বাবু নিলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপালনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত "নজীর সহিত দেওয়ানী কার্য্য বিধান"। অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৬১ সালের ২৩ আইন (মূল্য ৮,) এক্ষণে ৪।০ সাড়ে চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ২০ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তক লইলে ব্যবসায়ীকে প্রতি পুস্তকে আট আনা কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতার কাঁসারি পাড়ার হিতৈষী যন্ত্রে বা যোড়াসাঁকোর মর্সাল বিলডিঙে আমার নিকট পুস্তক আছে। ডাক মাসুল ।৶০।

২০ এ জুন ১৮৭১। } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার" ১৩ নং কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে; মূল্য চারি আনা, ডাকমাসুল দুই আনা।

২৯ এ আষাঢ়। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আর্য্যোদয়। মাসিক পত্র, বারুইপুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মাসিক মূল্য নগদ /০ এক আনা, অগ্রিম বার্ষিক দশ আনা, প্রত্যেক সংখ্যার ডাক মাসুল /০ এক আনা।

১৮৭১।৮।০
কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট নং ২৬ } কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযোগেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সার সংগ্রহ সভায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট সঞ্চিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাসুল সহিত ১৶০ আনা।

রাণীগঞ্জ পটারি-ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জওশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং কোর্ট হৌস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

---

১৩ নং কর্ন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ	৶০ ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ	৶০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৬০ ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

সম্পত্তির স্থান		আন্দাজী
ঐ ২ সিমলের লেন	ঐ	৮৩ কাঠা
নং১২ ইলিয়টস রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত দরখাস্ত লিখিয়া আরবথনট কোম্পানির নিকটে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, বি, কর্ত্তৃক প্রণীত
পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪।০
ডাকমাসুল ।/০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাসুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হোটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মহাশয়গণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রকার বর্ণনে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের অব্যর্থ শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

মহাশয়, সর্ব্ব প্রকার কাশ, অম্লশূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত রোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি সমুদয় দেহের প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমান্দ্যের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাসুল সহিত ।০ আনা পাঠাইলে

প্রত্যেকখানি ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমুতবিব কোং গোকুলচন্দ্র রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কে, এল, রি, বি, এণ্ড কোং স্বয়ং অমুতবিবের কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইহঁাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিষ চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান কাটোয়া অমৃত বিষ আফিস ১৬ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ নবদ্বীপ

—:—

রসকাদম্বিনী। মূল্য ।৶০

সংস্কৃত মূল অমরুশতক বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ সহ মুদ্রিত। কলিকাতার সমুদায় বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও দিনাজপুর টৌনিংস্কুলে বিক্রীত হয়।

—•—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি. পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাসুল ৵০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি অদ্য হইতে আমার অছি বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে অছি হইতে রহিত করিলাম। এই বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও যদি তিনি আমার স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বাধিত হইব না।

বারুইপুর ১২৭৮ ৫ ই আশ্বিন } শ্রীউমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১১ এ সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	২৭	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	২২	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
আলিকহহ	২০	
আলিকহহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইলের মধ্যে	২১	৩
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি		
৩৫ মাইলের মধ্যে	২৭	৯
ভাগীরথী।		
মোহানায়	২৪	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	২২	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	২৪	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৬ মাইলের মধ্যে	২৪	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	১৮	
জলঙ্গী।		
মোহানায়	২২	৬
তথা হইতে করিমপুর		
১১ মাইলের মধ্যে	১৭	৩
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩২ মাইলের মধ্যে	১৯	৬
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৮০ মাইলের মধ্যে	১৫	

সন ১৮৭১ সালের ২৫ এ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
২৭	৯

বহরমপুর ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭০ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

—•—

৺ কবি রস সাগরের জীবন চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদ পূরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ।০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটী } শ্রীশ্যামাধব রায়

—•—

ব্র. ইউআদিনী যাত্রা গান। মূল্য আট আনা। ঢাকা কালেজ। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই আশ্বিন সোমবার।

রপ্তানি কর ও উড়িষ্যা খণ্ড।

কি কুক্ষণেই লার্ড মেয় এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, কি অশুভ সময়েই কাম্বেল সাহেব তাঁহার সহকারিত্বে বৃত হইয়াছেন। হায়! ইহাঁদিগের অধিকার কালে এদেশের সকল সুবাশা নির্ম্মূল হইল। দুঃখ জলধি উদ্বেল হইয়া উঠিল। উচ্চ শিক্ষায় প্রবল আঘাত, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নাশ, হিন্দু জাতির উইল বিষয়ক স্বত্ব সঙ্কোচ, বহুতর রাজা জমীদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকের অবমাননা, প্রজাদিগের উপর নিরবচ্ছিন্ন করপীড়া, এ সকলই উপর্য্যুপরি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি আবার গত ২২ এ আগষ্টের বাঙ্গলা গেজেটে দৃষ্ট হইতেছে, মেয় মহামতি রপ্তানি করের আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার অভিন্নহৃদয় সহকারী কাম্বেল বাহাদুর দীনদশাগ্রস্ত ঘোর বিপদ পীড়িত উড়িষ্যা খণ্ডে উহা প্রচলিত করিয়া প্রজাবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা (!!) প্রদর্শন করিয়াছেন। হা মাতঃ বঙ্গভূমি! কি পাপেই যে তুমি কাম্বেল করকবলিত হইয়াছ বলিতে পারি না।

রপ্তানি কর প্রজাপুঞ্জের যেমন বিদ্বিষ্ট, গবর্ণমেণ্টের তেমনি আদরের ধন। লোষ্ট্র নিক্ষেপে ভেকের বরং সর্ব্বনাশ হউক, বালক কি সুখের খেলা পরিত্যাগ করিবে? প্রজাগণ গগনভেদী স্বরে চীৎকার করে করুক, গবর্ণমেণ্ট উহাদের সাধের জিনিসকে পরিত্যাগ করিবেন?

আজি কালি নিজ স্বার্থই বড় হইয়াছে, প্রজারঞ্জন তুচ্ছ কথা মাত্র! রথ্যা করের পরাক্রমে দশ শালা বন্দোবস্ত চূর্ণীকৃত হইল, রাজপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, সাধারণ মত পদদলিত হইল, আইন বিধায়কগণের অভিপ্রায় তৃণবৎ অগ্রাহ্য হইল, ভারতবর্ষীয় সভার সুস্পষ্ট যুক্তিগর্ভ আবেদন বিফল হইল। এখন আবার অশেষ ক্লেশ ভারাক্রান্ত অসভ্য প্রজাপুঞ্জের উপরেও উল্লিখিত করাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া চূড়ান্ত রাজনীতিজ্ঞতা ও অসীম দয়া প্রকাশ করা হইতেছে!!

উড়িষ্যা দেশের দারুণ দুরবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ। উহার অধিবাসিগণ যেমন অসভ্য তেমনি দরিদ্র। ৫ বৎসর মাত্র গত হইল, উক্ত দেশে হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষের ভয়ানক মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। হায়! বলিতে মন ব্যাকুল হয়, ৯ লক্ষেরও অধিক মনুষ্য উক্ত ভীষণ রাক্ষসের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে!! মধ্যে মধ্যে স্থান বিশেষে প্রবল জলপ্লাবন, কোন কোন স্থানে বা অনাবৃষ্টি ঘটিয়া দুর্ভিক্ষজনিত দীনহীন প্রজাদের ক্ষতে ক্ষার দান করিতেছে। আবার জল সেচনের করও তাহাদের অল্প ক্লেশকর নহে। এই গত শ্রাবণের অতিবৃষ্টি ও বন্যাবশতঃ অনেক স্থলের ধান্য নষ্ট হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এরূপ অবস্থায় উড়িষ্যা দেশে রথ্যা কর প্রচলন কিরূপে ন্যায়ানুগত হইল?

উড়িষ্যার দুর্দ্দশা গবর্ণমেণ্টের অগোচর নহে। গত ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষজনিত পীড়া মোচন দীর্ঘকাল সাপেক্ষ বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ অব্দের ১০ আইন জারী করিয়া উক্ত প্রদেশের নূতন বন্দোবস্ত ৩০ বৎসরের নিমিত্ত স্থগিত করিয়াছেন। এখন আবার ৫ বৎসর গত হইতে না হইতেই তথায় একটী নূতন কর স্থাপন করা কিরূপ যুক্তির কার্য্য তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। পিতা দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তানকেই সমধিক যত্ন ও দয়ার সহিত লালন পালন করেন। আমাদের পিতৃস্থানীয় গবর্ণমেণ্টও রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তানগণকে স্নেহভাবে ক্রোড়ে লইয়া রোগের চিকিৎসা করিতেছিলেন। কিন্তু রোগ মোচন না হইতে হইতেই হঠাৎ তাহাদিগকে আছাড়িয়া ফেলাইতেছেন। এরূপ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ ব্যবহার, স্নেহশূন্যতা ও অনৌদার্য্য প্রকাশ কি সুসভ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কজনক নহে?

সকল দিক ধরিয়া বিবেচনা করিলেও রথ্যা করের আইন (১৮৭১ অব্দের ১০ আইন) যে উড়িষ্যা দেশের উপযুক্ত নহে, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে। উহাতে বিধান হইয়াছে, করদাতাদিগের মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি সভ্যরূপে সভাভুক্ত হইয়া আইন অনুসারে আয় ব্যয়ের বিবেচনা, প্রয়োজনীয় রথ্যাদি নির্ম্মাণ চেষ্টা ও অন্যান্য বিবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এই আইন দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মশাসন ভার প্রজাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যায় আত্মশাসনক্ষম লোক কয় জন আছেন? উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সৎসাহসসম্পন্ন কয় জন লোক ঐ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়? ফল কথা এই, আজিও উড়িষ্যার এরূপ অবস্থা হয় নাই যে, এই সভ্য কালোচিত আইন তথায় প্রচলিত হইতে পারে। সে কাল এখনও দূরে সংস্থিত রহিয়াছে। উড়িষ্যায় এখন এরূপ আইন প্রচলন নিতান্ত অসাময়িক ও সর্ব্বপ্রকারে অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।

এখন কথা হইতেছে এই, প্রস্তাবিত সর্ব্বনাশক করের হস্ত হইতে উড়িষ্যার মুক্তিলাভের উপায় কি? উড়িষ্যার লোকেরা যে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত অযৌক্তিক কার্য্যের যথোচিত সমালোচনা করিয়া রাজদ্বারে যুক্তিগর্ভ আবেদন প্রেরণ করিবেন, সে সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের চিন্তাপথে ইহার একটী উপায় উদিত হইতেছে। উড়িষ্যা প্রবাসী বাঙ্গালী মহোদয়েরা, যদি দুর্ব্বল, দরিদ্র ও বিপন্ন উৎকলবাসীদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ করেন, যদি তাঁহারা তদ্দেশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া উড়িষ্যার প্রকৃত অবস্থাজ্ঞাপক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে একদিন উৎকলবাসীরা নবকরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন; নতুবা উপায়ান্তর দেখিতেছি না। প্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষ কালে, চির প্রথার অনাদর করিয়া গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব পরিত্যাগে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে একজন বাঙ্গালী কর্ম্মী দাস (বোধ হয়, মৃত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল) তদ্বিষয় ভারতবর্ষীয় সভায় উত্থাপিত করেন। উক্ত পরম হিতকারিণী সভা উৎকলের অনুকূলে তুমুল আন্দোলন করাতে উৎকলবাসীরা কিয়দংশ রাজকর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। সুসভ্য বঙ্গীয় ভ্রাতারা সেই দারুণ দুঃসময়ে যখন হস্তাবলম্ব দান করিয়াছেন, এখন উপস্থিত বিপদেও তাঁহারাই উৎকলের একমাত্র আশাস্থল। তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নির্ভীক লেখনী ও সুমধুর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা উড়িষ্যার দুর্দ্দশা বর্ণনে প্রযুক্ত হইলে পাষাণও দ্রবীভূত হইবে, বিভ্রান্ত রাজপুরুষদিগেরও চক্ষু উন্মীলিত হইবে, এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হইবে; কারণ তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইবে, এমন বোধ হয় না।

—:০:—

ক্রুশীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালী।

দক্ষিণ তাতারের লোকদিগের অতিশয় জলকষ্ট ছিল। অক্সস্ নদীর শাখা ও পোষকনদের অনেকগুলি শুষ্ক ও অবশিষ্টগুলি বালুকাপূর্ণ হওয়াতে সম্প্রতি রুশীয় গবর্ণমেণ্ট টিফলিস হইতে ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করিবার মানস করেন। এই খাল ৯ দিবসের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে! যাঁহারা আমাদিগের পব্লিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য প্রণালীর বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদের এই সংবাদে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না, কিন্তু এটী অমূলক নহে। যে সকল গ্রাম দিয়া খাল গিয়াছে, তত্রত্য লোকেরা বিনা বেতনে এ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামের লোকে আপন আপন সীমার মধ্য দিয়া খালের যে অংশ গিয়াছে, তাহা খনন করে। গবর্ণমেণ্ট কেবল তাহাদিগকে আহার দিয়াছিলেন মাত্র। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট দুই বৎসর ধরিয়া আড়ম্বর করিয়া তৎপরে আর পাঁচ বৎসরে যে কার্য্যের শেষ করেন, রুশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের স্বার্থ বুঝাইয়া দিয়া প্রবৃত্তি জন্মাইয়া নয় দিবসের মধ্যে তাহার সমাধা করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে মিসর ও চীন প্রভৃতি দেশের রাজগণ কিছুমাত্র না দিয়া সহস্র সহস্র লোককে খাটাইয়া বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ, প্রাচীর, অট্টালিকা ও খাল প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন। মিসরের একজন রাজা উক্তরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা সুয়েজে খাল খনন করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে, এবং আমাদিগের দেশে মুসলমান রাজাদিগের শাসনকাল পর্য্যন্তও প্রধান প্রধান কাজ ঐরূপে হইয়াছে। রীতিমত বেতন দিতে হইলে শিয়ার শাহ সমুদায় পূর্ব্ব পশ্চিম ভারতবর্ষে রাস্তা, পুষ্করিণী ও সরাই প্রভৃতি কখনই করিতে পারিতেন না, তাজমহলও প্রস্তুত হইত না। তৈমুর এক সপ্তাহ কাল মধ্যে সুমারকন্দের অবয়বের পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই। এখন লোকের রুচির পরিবর্ত্ত হইয়াছে; কেবল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিয়া নয়, এক্ষণে সভ্য গবর্ণমেণ্ট মাত্রেই এরূপ প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী। শিয়ার শাহ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এখন সেরূপে কার্য্য করিবার চেষ্টা পাইলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। এক্ষণে অত্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। যে কার্য্য দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সহস্র টাকায় হইত, এক্ষণে তাহা পাঁচ সহস্র টাকাতেও সম্পন্ন হওয়া কঠিন। এই নিমিত্ত এক্ষণে কোন বৃহৎ জাতিসাধারণ কাজ করিতে হইলে শাসনকর্ত্তৃগণের করবৃদ্ধি অথবা কর্জ্জ করিতে হয়। অনেক স্থলে জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির দ্বারা রেলওয়ে, খাল ও জাহাজ প্রভৃতি হইতেছে সত্য; কিন্তু এই সকল কার্য্যের সহিত শাসনকর্ত্তাদিগের এত নিকট সম্বন্ধ যে, কোন একটী দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেই সাধারণ ধনাগারের উপরে টান পড়ে। ফ্রান্সে যুদ্ধ নিবন্ধন অনেক রেলওয়ের কতক কতক নষ্ট করিতে হইয়াছে। সেনাপতিগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেক সেতু ভগ্ন করিয়াছেন। এই সকল ব্যয় সর্ব্বসাধারণকে দিতে হইবে। যে বিষম ফ্রান্সে যাহা হইয়াছে, তাহা অন্যত্র যে হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? এইরূপে যদিও লোকের গমনাগমন ও বাণিজ্যাদির সুবিধা হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রধান প্রধান জাতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে ক্রমশঃ ব্যয় ও করভার বৃদ্ধি হইতেছে। "করভার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে" সকল দেশের এই আক্ষেপ বাক্য শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। আমেরিকাও ইহার হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যখন এরূপ হইল, তখন ইহাই স্থির হইল যে, সকল দিকে সুবিধা হইবে, এরূপে কোন কার্য্য করা অতিশয় কঠিন। সুবিধার সহিত কতক অসুবিধাও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ইদানীন্তন কালের কার্য্য সমূহে সুবিধা অসুবিধা প্রায় তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে সেই সকল দেশের লোকে কর প্রভৃতির আত্যধিকতার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন। অতএব সেকালের বিনা ব্যয়ে এবং ইদানীন্তনকালের অপরিমিত ব্যয়ে কার্য্য করিবার রীতি, এ উভয়ই অননুমোদনীয়। এই উভয় প্রণালীর মধ্যবর্ত্তী যদি কোন উপায় থাকে, আমাদিগের মতে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই সেই উপায়। প্রতিবৎসর নিয়মিত কর দেওয়া অপেক্ষা এককালে কিছু দান ও পরিশ্রম করিলে লোকের তাদৃশ কষ্ট হয় না। বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের লোকেরা এই প্রণালী অতিশয় ভাল বাসেন। এদেশে এক্ষণ পর্য্যন্ত কয়েকটী রেলওয়ে ও রাস্তা ভিন্ন আর কোন কাজই হয় নাই। ইহাতেই গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকার ভঙ্গ ও লোকের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে। এদেশে রাস্তা প্রভৃতির বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ক্রমশঃ লোকের কষ্টেরই বৃদ্ধি হইবে। আমরা তন্নিমিত্ত স্থানে স্থানে রুশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করিতেছি। এদেশের কৃষকেরা পরস্পরের সাহায্য করে। সকলেই পরস্পরের ভূমিতে বিনা পয়সায় পরিশ্রম করিয়া দেয়। গ্রামের মধ্যে রাস্তা প্রস্তুত অথবা খাল খননের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে কেহ আপত্তি করিবে না।

ইংলণ্ডে এই প্রণালী কতক অংশে আছে। গ্রামের লোকদিগের উপরে রাস্তার সেতু প্রভৃতির কতক কতক ভার থাকে। এদেশে রাস্তা কর প্রভৃতির ন্যায় সাধারণ অসন্তোষকর টাক্স না দিয়া এই প্রণালী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। নিম্ন শ্রেণিস্থ লোকেরা শারীরিক পরিশ্রম ও মধ্যবিত্ত লোকেরা অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। আমাদিগের দেশের লোকে ইহাতে আপত্তি করিবেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি বিবেচনাপূর্ব্বক লোকের স্বার্থজ্ঞানে উত্তেজিত করিতে পারেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

প্লাবনপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার।

রুশীয়ার সম্রাট নিকলাস প্রত্যেক যুদ্ধের পর জিজ্ঞাসা করিতেন "কত বন্দুক নষ্ট হইয়াছে?" ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রয়োজন হইলেই তিনি সৈন্য পাইতেন; সুতরাং সৈন্য নাশের অপেক্ষা বন্দুক নষ্ট হইলে তাঁহার অধিক ক্ষতি বোধ হইত। প্রজাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ ভাব দেখা যায়। প্রজা মরিয়া যাউক, ভাসিয়া যাউক, তাঁহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বা কষ্ট বোধ হয় না, কর আদায় হইলেই তাঁহাদের সন্তোষ হয়। এক মাসের অধিক হইল, বঙ্গদেশের প্রধান স্থানগুলি প্লাবিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র দরিদ্র লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে, কত দ্রব্য নষ্ট ও কত মনুষ্য ও পশ্বাদির মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের নিজের কর্ম্মচারিগণই রিপোর্ট করিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোক অনাবৃত স্থানে অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছে, ধান্য নষ্ট হইয়াছে, খাদ্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য, ইহা ভিন্ন পীড়ানিবন্ধন অনেকে কষ্ট পাইতেছে। ইউরোপের কোন অংশে এই ঘটনা হইলে সংবাদ পত্রে কত প্রস্তাব, কত শোক প্রকাশ এবং সাহায্যের কতই চেষ্টা হইত। কয়েক বৎসর হইল ফ্রান্সের অন্তর্গত লায়ন্সে জল প্লাবন হওয়াতে ইংলণ্ডের প্রত্যেক সংবাদ পত্রের অধ্যক্ষ প্লাবিত স্থানে এক একজন পত্রপ্রেরক প্রেরণ করেন, ইংলণ্ডে চাঁদা হয়, ব্রিটিশ দূতের অনুরোধে প্যারিসের রাজা পর্য্যন্তও সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লায়ন্স অপেক্ষা এখানে দশগুণ অধিক কষ্ট হইতেছে। এখানকার লোক তত্রত্য লোকের অপেক্ষা অনেক অংশে দরিদ্র। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন লায়ন্সের লোকদিগের কষ্ট নিবারণার্থ যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজ জাতির দয়া উথলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভারতবর্ষের কষ্টের সময়ে কাহারও হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয় না। কেবল সংবাদপত্রে দুই একটী প্রস্তাব লেখা হয় মাত্র। তবে উৎকলের ন্যায় অনাহার নিবন্ধন সহস্র সহস্র লোক প্রাণ ত্যাগ করিলে অবশ্যই চাঁদা হয়; কিন্তু সে সাহায্য কেবল ভারতবর্ষস্থ কতকগুলি ইংরাজ ভিন্ন ইংলণ্ডের কেহ প্রদান করেন না। ভারতবর্ষের একটী প্রদেশ উৎসন্ন হইলেও ইংলণ্ডের লোকের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় না। কেনই বা হইবে? এখানে সাহায্য করিলে কে তাহা দেখিতে আসিবে? ইউরোপের কোন স্থানে সাহায্য করিলে তাহাতে নাম আছে। ভাল, তাঁহারা যেন দূরে থাকেন, ভারতবর্ষের বিষয় বড় জানেন না, জানিতেও চান না; এখানকার শাসনকর্ত্তৃগণ কিরূপে মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন? এখন ক্যাম্বেল সাহেব কোথায়? তিনি এ সময়ে একবার নদীয়া অথবা যশোহরের দিগে গমন করুন না কেন? কাগজে বাহবা লইতে সকলেই পারেন, কাজের দ্বারাই ক্ষমতার পরিচয় হয়। গবর্ণর জেনরলের ত কথাই নাই। দরবার, মৃগয়া, ভোজ অথবা কোন তামাসা হইলে লার্ড মেয় অগ্রে তথায় গমন করিতে পারেন; দণ্ডবিধির পরিবর্ত্ত অথবা কোন শ্রেণির রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব হরণ করিবার কোন প্রস্তাব হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে আত্মমত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত। কোন ব্যক্তি হঠাৎ পতিত হইয়া একজন ইউরোপীয় সৈনিকের মৃত্যু হইলে তিনি নিজে গিয়া সাধারণ ধনাগার হইতে টাকা লইয়া তাহার স্মরণার্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিতে পারেন; কিন্তু বর্ত্তমান জলপ্লাবন নিবন্ধন লোকের কষ্টের প্রতি তিনি মনোযোগী হইবেন কেন? কয়েক সহস্র ভারতবর্ষীয় কৃষক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পীড়ায় কষ্ট পাইতেছে বই ত নয়। ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে। উৎকলের ত ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল। তাহাতে কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গিয়াছে? না, সাধারণ রাজস্ব কমিয়াছে? কয়েক সহস্র কৃষক মারা গেল, তাহাতে আর ক্ষতি কি? যাহা হউক, আমরা গবর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবহার দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মফস্বলে ছিলেন, কিন্তু প্লাবিত স্থানগুলি একবার দর্শন করিলেন না। উপসংহারে বক্তব্য এই, প্রজাপালন ও প্রজার সহিত সমদুঃখসুখতা প্রকাশ যদি রাজধর্ম্ম হয়, প্রজা রাজার স্নেহের এবং রাজা প্রজার ভক্তির পাত্র হন, এটী যদি প্রার্থনীয় হয়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে প্লাবনপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের গোচরার্থ নিম্নে একখানি পত্র প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা পত্রোক্ত অভাবের নিবারণে যত্নবান হন, এই আমাদিগের অনুরোধ। ঢাকার [illegible] হিন্দু

হিতৈষিণী সম্পাদকের নিকট অনুসন্ধান করিলে তাবৎ বৃত্তান্ত জানা যাইবে। পত্রখানি এই।

"যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনম্।— আপনার সহিত এপর্য্যন্ত পত্রদ্বারা পরিচিত হই নাই। বোধ হয়, পরস্পর বিশেষ প্রয়োজন না হওয়াতেই হয় নাই। অতঃপর পরস্পর পরিচয় হয় একান্ত প্রার্থনীয়।

গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশ ব্যারিং আসিয়াছিল "উপরে মাশুল দিতে হইবে" লেখা থাকায় অনুসন্ধান করা হয়। দেখা গেল, পত্রের মোড়কের উপরে টিকিটের চিহ্ন আছে, তদ্ভিন্ন টিকিট নষ্টের মোহরও আছে; কিন্তু টিকিট নাই। আমরা ঐ অবস্থায় অত্রস্থ পোষ্ট মাষ্টারের নিকট পাঠাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লিখি টিকিট দেওয়া হইয়াছিল, তিনি একথা স্বীকার করিয়া পত্রোত্তরে লিখিয়াছেন যে, "২ খানা সংবাদ পত্র একত্র আইসা প্রযুক্ত ১৮৬৬ অব্দের ১৪ আইনের ১০ ও ১১ ধারার বিধান বিরুদ্ধ বলিয়া ইহাকে পত্রের মাশুলের হারে ব্যারিং মাশুল ধরা হইয়াছে।১ ভরি ওজনের মধ্যে এবং এক আনার টিকিট থাকায় ইহার মাশুল ১ টাকা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কলিকাতার পোষ্ট আফিস অন্যায় রূপে ।০ আনা অতিরিক্ত মাশুল ধরিয়াছেন।" আমরা উক্ত ধারা দ্বয় পাঠ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু একই সংবাদ পত্রের ২ খণ্ড একত্র চলিতে পারিবে না, ইহার অর্থ এরূপ প্রতীতি হয় না। অন্য কোন কাগজাদি দিতে পারিবে না, এই মাত্র উপলব্ধি হয়। বিশেষ যদি নিষেধই থাকিবে, তাহা হইলে জেনারল পোষ্ট মাষ্টার সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় সরকুলারে যে "রেজিষ্টরি করা সংবাদ পত্রও যদি দুই বা ততোধিক খণ্ড একত্রে প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে উহাও বাহি ডাকের নিয়মানুসারে চলিবে" এই লেখা আছে, তাহার উদ্দেশ্য কি? যদি পূর্ব্বেই নিষেধ থাকে তাহা হইলে তাহার কোন উল্লেখ না করিয়া এস্থলে একরূপ মতের কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। আমরা বাধ্য হইয়া সোমপ্রকাশ প্রত্যর্পণ করিয়াছি। এবিষয়ে আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য করিবেন এবং আমাদের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা থাকিলে করিবেন।

ঢাকা [illegible] ও হিন্দুহিতৈষিণী কার্য্যালয় তাং ৮ ই আশ্বিন ১২৭৮ } নন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। হেক্টর বধ। ব্যারিষ্টর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা কবিশ্রেষ্ঠ হোমেরের রচিত ইলিয়াস নামক মহা কাব্যের উপাখ্যান ভাগ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা উক্ত মহা কাব্যের অবিকল অনুবাদ নহে। উহার কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত এবং কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। উপাখ্যানটীর স্থূল তাৎপর্য্য এই।

গ্রীকদিগের দেবকুলেন্দ্র জ্যুস লীডা নাম্নী এক মানবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া রাজহংসের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে লীডা দুটী অণ্ড প্রসব করেন। একটী অণ্ড হইতে দুটী সন্তান এবং অপরটী হইতে হেলেনী নাম্নী এক পরম সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। লাকীডীমন দেশের রাজা এই তিনটী সন্তানকে জ্যুসের ঔরসজাত জানিয়া অতি যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে হেলেনীর অনুপম সৌন্দর্য্যের যশঃ সৌরভে গ্রীশ দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেক যুবরাজ তাহার পাণি প্রার্থী হইয়া লাকীডীমন রাজনগরে আসিতে লাগিলেন। হেলেনী মানিলাস নামক এক রাজকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলে পর হেলেনীর প্রতিপালয়িতা পিতার অনুরোধে অন্যান্য রাজগণ একরূপ পরিণয়ে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং এই দম্পতীর কোন বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলেই ইহাদিগের সপক্ষতা করিবেন এই অঙ্গীকার করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। মানিলাস হেলেনীর সহিত লাকীডীমন রাজ্যের রাজা হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

আসিয়া মাইনরে ট্রয় নামে একটী প্রসিদ্ধ নগর ছিল। প্রায়াম উক্ত নগরের রাজা ছিলেন। রাজরাণী হেকাবী গর্ভাবস্থায় একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি এরূপ একটী অলাত প্রসব করিলেন, তদ্দ্বারা যেন রাজপুরী একবারে ভস্মীভূত হইল। এই স্বপ্ন বিবরণ নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। রাণী যথাকালে এক অতীব সুকুমার প্রসব করিলেন। রাজা প্রিয়াম অমাত্য বর্গের পরামর্শে স্বরাজ্যের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল ভাবিয়া সন্তানটিকে বধ করিবার আদেশ দেন। আরকিলস নামক একজন রাজদাস সন্তানটীর প্রাণ দণ্ড না করিয়া গোপনে ঈডা নামক এক পর্ব্বতে রাখিয়া আইসে। একজন অপুত্রক মেষপালক সন্তানটীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া উহাকে স্বীয় বাটীতে আনিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। রাজকুমার মেষপালকের গৃহে দিন দিন রূপে ও বিবিধ গুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজকুমার স্বীয় বাহুবলে মেষপালকে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া মেষপালকেরা উহার নাম "অলেক্সন্দর" (রক্ষাকারী) রাখিলেন। ইহার অপর নাম প্যারিস। ঐ ঈডা পর্ব্বতে এনোনী নাম্নী এক অপ্সরা বাস করিতেন। তিনি রাজকুমারের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ঐ পর্ব্বত প্রদেশে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

গ্রীশদেশের অন্তঃপাতী থেসেলির যুবরাজ পিলুসের সহিত যখন থেটীস নাম্নী সাগর সম্ভবা এক দেবীর পরিণয় হয়, তৎকালে সকল দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বিবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিমন্ত্রিত না হওয়াতে ক্রোধ পরবশ হইয়া বিবাদ বাধাইয়া দিবার আশয়ে দেবী দলের মধ্যস্থলে এক স্বর্ণফল নিক্ষেপ করেন। উহাতে এই লেখা থাকে, যিনি রূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তিনি এ ফলের প্রকৃত অধিকারিণী। এই ফল লইয়া জ্যুসের পত্নী হীরী, আথেনী (জ্ঞানদেবী) এবং আফ্রোদীতী (প্রেমদেবী) এই তিন জনের মধ্যে বিষম বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। ইহার নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাঁহারা ঈডা পর্ব্বতে সুন্দরের নিকটে গমন করিলে

এবং তাঁহারা বিপুল ধন ও গৌরবের, আথেনী যুদ্ধ ও বলের এবং অফ্রোদীতী নারী ... তাঁহাদের প্রয়োজন দেখাইয়া স্ব স্ব অনুকূলে ফলের মীমাংসার্থ অনু রোধ করিলেন। যৌবনোন্মত্ত রাজকুমার সুন্দরী স্ত্রী লাভের আশায় অফ্রোদীতীর হস্তে ফল প্রদান করিলে হীরী ও আথেনী মহা ক্রোধে চলিয়া গেলেন। অফ্রোদীতী অতঃপর রাজকুমারের জন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতা ট্রয় নগরের মহারাজ প্রিয়ামের নিকটে গমন করিতে পরামর্শ দিয়া, আপনি যে বর দিয়াছেন, পরে তাহা সফল করিয়া দিবেন, এই বলিয়া প্রস্থান করি লেন। পরে অক্ষন্দর পিতার নিকটে গিয়া আত্ম পরিচয় দেওয়াতে প্রিয়াম পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে স্নেহভাবে গ্রহণ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে অক্ষন্দর অফ্রোদীতীর আদেশ ক্রমে সহায় ও পণ্যদ্রব্য পূর্ণ কতগুলি অর্ণব যান লইয়া লাকীডীমন রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজা মানিলাসের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। কোন কার্য্যানু রোধে মানিলাস দেশান্তরে গমন করিলে প্রেম দেবী অফ্রোদীতীর মায়াজালে হতজ্ঞানিনী রাণী হেলেনী রাজঅতিথি অক্ষন্দরের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া পতিব্রতা ধর্ম্মে জলা ঞ্জলি দিয়া তাঁহার সহিত প্রিয়ামের রাজ্যে গমন করিলেন। মানিলাস গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠি লেন। এই দুর্ঘটনা গ্রীসদেশে প্রচারিত হইলে তদ্দেশীয় রাজগণ পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া মানিলাসের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরগসের অধিপতি আগেমেমননকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া সকলে ট্রয় নগর আক্রমণ করিতে সাগর পথে যাত্রা করিলেন। প্রিয়াম স্বীয় পুত্রকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ... হেক্টর স্বদেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং ... সেনাদলের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। উভয় দল তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দশ বৎসর কাল যুদ্ধ হইল। ... কালে হেক্টর ও তাহার প্রিয় ভ্রাতা ... যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একটী বিপদকে

এক অদ্ভুত শকুনের মুখভ্রষ্ট হইয়া সেনাদলে পতিত হইতে দেখিয়া ইহাকে কুলক্ষণ বিবে চনা করিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর সর্পীদন ... বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে দেবকুলপতি জিয়স ঈডা পর্ব্বত হইতে গ্রীকদিগের বিপক্ষে এক প্রবল বাতাস প্রবাহিত করিলেন। বহুসংখ্য বীর শমনসদনগামী হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত হেক্টর শত্রুদলে প্রবেশ করিলেন। গ্রীক সেনা ভীত হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া দ্বাদশ পরি চ্ছেদের সমাপ্তি করা হইয়াছে।

যিনি মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমা সম্ভব বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি বহু সংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা জনসমাজে বিপুল যশঃ ও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার লিপিনৈপুণ্য ও অন্যান্য ক্ষমতার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। হেক্টরবধ গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য বহুদর্শিতা ও রচনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। মাই কেল মধুসূদন দত্ত এ পর্য্যন্ত কোন গদ্য গ্রন্থ লিখেন নাই। এই তাঁহার প্রথম গদ্য গ্রন্থ। সুতরাং ও সুসিদ্ধ পদ্যলেখকের গদ্য লিখিয়া সমান খ্যাতিলাভ সুদুর্লভ। কিন্তু ইনি এ বিষয়ে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তবে অনুবাদ গ্রন্থে মূলের মধু রতার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা নিতান্ত সুকঠিন। গ্রন্থ কার স্থানে স্থানে বাঙ্গলা ভাষার রীতি পরি ত্যাগ পূর্ব্বক অবিকল মূল ভাষার রীত্যনু সারে রচনা করিয়াছেন ... লাগিলেন, দেখিলেন, শুনিলেন, ইত্যাদি সাধারণ ব্যবহার বিরুদ্ধ কতগুলি ক্রিয়া পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এগুলি আমাদিগের মিষ্ট লাগিল না।

২। হিন্দুদিগের উইল সংক্রান্ত আইন, অর্থাৎ ১৮৭০ অব্দের ২১ আইন। ভারত বর্ষের উত্তরাধিকার আইনের (১৮৬৫ অব্দের ১০ আইন) যে সকল ধারা হিন্দু জৈন, শিখ ও বৌদ্ধদিগের উইল সংক্রান্ত, সেগুলি ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত করা হইয়াছে। বারিষ্টর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যো পাধ্যায় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। হিন্দু দিগের উইল সংক্রান্ত আইন ভারতবর্ষের উত্ত রাধিকার আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারাগুলির সম্পূর্ণ সাপেক্ষ, সুতরাং হিন্দুদিগের উইল সংক্রান্ত যে নূতন আইন হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইলে পুনঃ পুনঃ ঐ উভয় আইন দর্শন না করিলে চলিতে পারে না। উক্ত পুস্তক দ্বারা অনেকাংশে ঐ অসুবিধার দূরীকরণ হইবে।

৩। চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক পত্রিকা। তৃতীয় সংখ্যা। ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি ও উৎপত্তি প্রভৃতি এবং তন্নিবারণের উপায়, বাল্যাবস্থায় পীড়ার বিশেষ ভাব, ভারত বর্ষীয় ঔষধাবলী, দেশীয় ব্যবস্থাপত্রাবলী ও বিষয় ঔষধ প্রভৃতি অনেকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। এরূপ পত্রিকা বা পুস্তকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

৪। প্রতাপ মাহাত্ম্য। শ্রীযুক্ত কালীদাস মুস্তোফী ইহার রচনা করিয়াছেন।

৫। গীত সার। শ্রীযুক্ত বাবু মদন নাথ ... কর্ত্তৃক রচিত হইয়া যে সকল গান কালীঘাট ... সভার ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে উক্ত হইয়া থাকে, সেইগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গানগুলি বিবিধ রাগ রাগিণী ও তাল সংযুক্ত এবং ভাবপূর্ণ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই আশ্বিন সোমবার।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডে ভারত বর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে এদেশের রাজস্ব ও অন্যান্য বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য যদি এতদ্দেশীয়দিগের এখান হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ অভিপ্রেত হয়, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিনিধিদিগের ইংলণ্ডে গমন নিব ন্ধন যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করা। এরূপ করিলে অনেকেই ইংলণ্ড গমনে অগ্রসর হইবেন। সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন, সাধা রণ হিতের নিমিত্ত ইংলণ্ড গমনব্যয় ও

অনায়াসে ক্ষতি সহ্য করিতে পারেন, এদেশে এরূপ লোক অনেক আছেন, তবে গিয়া কোন ফল হইবে না, এই ভাবিয়া কেহ যাইতে চান না।

১৬ ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২১৬ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ১৪ খৃষ্টীয়ান, ৫৮ মুসলমান এবং ১৪৪ জন হিন্দু। ১৭ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে। এই মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিষয়ে যদি কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা অপসিদ্ধান্ত হইবে সন্দেহ নাই।

দিল্লী গেজেট লিখিয়াছেন, সে দিন একজন সৈন্য একজন আর্দালিকে গুলি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার বিচার হইতেছে। এরূপ সংবাদ আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। সৈন্যগণকে অধিক পরিমাণে সুরাপান করিতে এবং কার্য্যকাল ব্যতীত সর্ব্বদা উহাদের হস্তে বন্দুক দেওয়াতেই এই অনিষ্ট হইতেছে।

কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন, পুটিয়ার শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী উক্ত বিদ্যালয়ে মাসিক ৫ টাকা দান করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের ৩০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি, শ্যামবাজারস্থ জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় কলিকাতা বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩২ নং বাটীতে নীত হইয়াছে।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী ১৮ ই অক্টোবর কলিকাতার ছোট আদালত বন্ধ হইবে।

এটোয়ার রাজা যশবন্ত সিংহের পুত্র বলবন্ত সিংহ এক ব্যক্তিকে অবরোধ করিয়া টাঙ্গাইয়া গুরুতররূপে প্রহার করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১০ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। নিষ্ঠুরতার সহিত ক্রোধের যোগ হইলে এইরূপই হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশীয় একটী স্ত্রীলোকের কমিসনরের নিকটে এক মকদ্দমা ছিল। মকদ্দমায় জয়ী হয় এই আশয়ে সে কর্ণেল আর্ডাগের নিকটে কতকগুলি টাকা ও পুষ্প উপহার লইয়া যায়। কর্ণেল তাহার ১৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। টাকা না দিলে ৬ মাস কারাগারে থাকিতে হইবে। সর্ব্বত্রই যদি উৎকোচদাতাদিগের এইরূপ দণ্ড হয়, অচিরাৎ অল্পকাল মধ্যে তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই।

ফ্লোরেন্সে একটী ভয়ানক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ইটালী দেশীয় একটী স্ত্রীলোকের চক্ষের পীড়া হওয়া চক্ষু দুটী নষ্ট হয়। এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় উহার স্বামী ক্রোধান্ধ হইয়া ডাক্তারের চক্ষে এক বোতল সলফিউরিক আসিড ঢালিয়া দিয়া উহার চক্ষু দুটী নষ্ট করিয়া দেয়!! চিকিৎসকের উত্তম পুরস্কার লাভ হইয়াছে!

পারিসের প্রসিদ্ধ বেণ্ডোম স্তম্ভটী পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা হইতেছে। কিন্তু প্রথম নেপোলিয়নের যে প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহার সংস্কার অথবা তৎপরিবর্ত্তে আর একটী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ১৮৭০ অব্দের ১২ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া বেঙ্গল টাইমস অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন মফস্বলের মাজিষ্ট্রেট এক জন ইংরাজকে শারীরিক দণ্ড দিবেন, এ অপমান বেঙ্গল টাইমসের সহ্য হয় না। একথা তিনি বলিতে পারেন, কারণ একে সাহেব, তাতে বিচারপতি আবার শারীরিক দণ্ড, সাহেবদের শরীরে অধিক রক্ত ও অধিক মাংস আছে, তাঁহারা কি এ সকল সহ্য করিতে পারেন।

বোম্বাইর মুসলমানেরা আপনাদিগের সমাজের শিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। বোম্বাইর মুসলমানেরা অতি উত্তম অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উহার শিক্ষা নাই বলিয়াই মুসলমান সমাজ হীন অবস্থাপন্ন হইয়াছেন।

সাহেব আবদুল্লা হাকিম বুদ্ধির উপায়স্বরূপ আমাদিগের গবর্ণমেণ্টকে কুকুরের উপরে টেক্স গ্রহণের অনুরোধ করিয়া লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন। কিছু দিন হইল ইংলিসম্যান সম্পাদক বিড়ালের উপরে কর গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ দেখাইয়াছিলেন। ইঁদুরের উপরে কর গ্রহণ আমাদিগের প্রস্তাব।

মিস মেরি কার্পেণ্টর ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে একজন ভারতবর্ষীয় ইংরাজী পত্রের সম্পাদক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে কতকগুলি এরূপ সংকীর্ণ হৃদয় ইংরাজ আছেন, ইহাঁরা বাঙ্গালির নামে জ্বলিয়া উঠেন।

রেজিষ্ট্রার জেনরলের গত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দ্বারা জানা যায়, বঙ্গদেশের মুদ্রাযন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়াছে—বাঙ্গলা ১৫৮, ইংরাজী ৮৭, সংস্কৃত ১৫, উর্দু, পারস্য ও আরবীয় ১৩ ইংরাজী বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলা সংস্কৃত ২১, হিন্দী ২১, উড়িয়া ভাষায় ১২।

সম্প্রতি আসাম প্রদেশে একটী স্ত্রীলোক এককালে তিনটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। ইহার মধ্যে দুটী পুত্র একটী কন্যা।

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড বলেন, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী শীঘ্র ইংলণ্ডে একটী সন্তান প্রসব করিবেন। তাহা হইলে সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন ও হিন্দু সন্তানের ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ, এই দুটী প্রথমে শশী বাবু হইতে হইল।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ফ্রান্সের যুদ্ধের পর যে সকল জর্ম্মণীয় সৈন্য ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিল, উহাদের খোরাকী স্বরূপ ফ্রান্সকে প্রত্যহ ৩ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছে। [illegible]

সাপ্তাহিক সংবাদে লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ডে একটী মকদ্দমায় প্রতিবাদীর এক পয়সা জরিমানা [illegible] সহস্র টাকা মকদ্দমার খরচ দিতে হইয়াছিল। দেশে যে মকদ্দমার উৎপত্তি যায়, এটী [illegible]

হইলেও বিষয়ের অপরের চৈতন্য হয় না এই আশ্চর্য্য।

১১ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

কেতু নামক যে ব্যক্তির চেষ্টায় নর্ম্মান সাহেবের হত্যাকারী আবদুল্লাকে ধৃত করা হয়, উহার পুরস্কারার্থ চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। এটী উচিতই হইয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজ ১৩ ই সেপ্টেম্বর সিমলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বোধ হয় তিনি একমাসকাল ঐ স্থানে অবস্থিতি করিবেন। ক্রমে এতদ্দেশীয় রাজগণও সিমলার মায়াজালে পতিত হইতেছেন।

সম্প্রতি বেরিলির জেলে যে গোলযোগ হয়, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, হজেস সাহেব ব্রাহ্মণ কয়েদিদিগের যজ্ঞোপবীত খুলিয়া লইবার যে আজ্ঞা দেন, তাহা হইতে উহা ঘটে নাই। যে সকল কয়েদির দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হয়, তাহারা জেল হইতে পলায়নের চেষ্টা পাওয়াতেই এই গোলযোগ হইয়াছিল। হজেস সাহেবের ঐ আজ্ঞা যদি এই গোলযোগের বাস্তবিক কারণ না হয়, তথাপি তাঁহার উক্তরূপ অন্যায় আজ্ঞা দেওয়া উচিত কি না, তাহার বিচার করা কি কর্ত্তব্য নয়?

পিয়নিয়র বলেন, গোমতী নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া লোহানপুরের প্রায় ১০০০ বাটীর অর্দ্ধেক পতিত হইয়াছে। প্রায় ১০ সহস্র লোক গৃহহীন হইয়া কষ্ট পাইতেছে। এবারের অত্যন্ত বর্ষা অনেক স্থানেরই এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে।

হত্যাকারী আবদুল্লা এক্ষণে প্রেসিডেন্সি জেলে রহিয়াছে। চারি জন প্রহরী পর্য্যায় ক্রমে উহাকে চৌকী দিতেছে। এক্ষণে আর সে বাতুলতার প্রদর্শন করিতেছে না। উহার ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। জেলে গিয়া সে বলিয়াছে, তাহার নাম-আবদুল্লা; কিন্তু তাহাকে বোম্বাই সাহেব বলিয়া ডাকা হয়। সে একজন ওয়াহাবী. কাবুলের ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী স্থান হইতে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি ফাঁসী না দিয়া ইহাকে কিছু দিন জীবিত রাখিলে। ক্রমে সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

বিহারগেজেট বলেন, বারাণসীর যে কোতয়াল ও তাহার সহকারী কনষ্টেবলেরা কতকগুলি এতদ্দেশীয় ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করে, আসেসরেরা উহাদিগকে নির্দ্দোষ বলাতেও সিবিল ও সেসন্স জজ কোতয়ালের দুই বৎসর কারাবাস ও ২০০ টাকা জরিমানা এবং দুই জন কনষ্টেবলের ১ বৎসর আর দুই জনের ৬ মাস করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দেন। এই বিষয় লইয়া বারাণসীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ঐ কোতয়াল টেলিগ্রাফ যোগে হাইকোর্টে আপীল করিয়া জামীন দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। এটী একটী গুরুতর বিষয়। ইহার সুবিচার ও অবিচারে অনেক ইষ্টানিষ্ট ঘটিবে।

গত মাসে মান্দ্রাজ হইতে ৩৪০০৩ গাইট তুলা রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর এ সময়ে ইহার অপেক্ষা অল্প রপ্তানী হইয়াছিল। এবার এদেশে তুলা মন্দ জন্মে নাই।

যে দুই জন ইংরাজ আফগানিস্থানে দুর্ব্যবহার করে, আমীর সিয়ার আলী উহাদিগকে একপ্রকার বন্দী করিয়া পেসোয়ারে রাখিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেন্টের এ বিষয়ে অভিপ্রায় কি, জানিতে পারিলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। আমীর সিয়ার আলী বিবেচকের কাজ করিয়াছেন।

ডেকান্ গেজেট বলেন, লার্ড মেয়োর পর সার উইলিয়ম ম্যান্স্ফিল্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন। তিনি কবে আসিবেন?

আমরা ইতিপূর্ব্বে এখানকার বাতুলালয়ের একজন উন্মত্তের গুরুতর প্রহার নিবন্ধন অস্থিভঙ্গের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। সম্প্রতি মান্দ্রাজেও এরূপ ঘটনা হইয়াছে। তত্রত্য বাতুলালয়ের এক ব্যক্তির দক্ষিণ ও বামপার্শ্বের ৭ খানি পঞ্জর ভাঙ্গিয়া মৃত্যু হইয়াছে। বাতুলালয়ের অধ্যক্ষগণ পাগল সারাইবার এ মন্দ কৌশল আবিষ্কৃত করেন নাই।

পঞ্জাবে নানা গোলযোগ নিবন্ধন পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনরলকে সিমলা হইতে তথায় অবিলম্বে গমন করিতে বলা হইয়াছে। এ আজ্ঞাটি ভাল হয় নাই। গোলযোগ হউক না, তাহার নিবারণের অনেক সময় আছে; কিন্তু বায়ু সেবনের আর সময় নাই, সম্মুখে শীত কাল।

১৮৬১ হইতে ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোটে ৭৭৩০৩ ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। এই কালের মধ্যে সমুদায়ে ৩৪৫৯১ ব্যক্তি মৃত বা পীড়িত হয়। ওলাউঠায় ৩৫৪৩ সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় উপনিবেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

যিনি নর্ম্মানের হত্যার কারণ বিষয়ে কোন সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৩০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

১২ ই আশ্বিন বুধবার।

সে দিন একজন এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কয়েকখানি পিতলের বাসন চুরি করিয়া ধৃত হওয়াতে উহাকে হাবড়ায় কারারুদ্ধ করা হয়। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় একজন কর্ম্মচারী উহার আহার সামগ্রী লইয়া গিয়া দেখে, সে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হাবড়ায় যে কয়েকটী কারাগার আছে, উহা এরূপে নির্ম্মিত যে, রক্ষকগণ বাহির হইতে ভিতরের কিছুই দেখিতে পায় না। এই হেতু এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রাম কৃষ্ণপুরে একটী হত্যা হইয়া গিয়াছে। এক মুদির দোকানে একজন চোর প্রবেশ করে। মুদি ইহা জানিতে পারিয়া নিদ্রিতের ন্যায় থাকিয়া পার্শ্বস্থিত একখানি অস্ত্র লইবার চেষ্টা পায়। চোর ইহা দেখিতে পাইয়া হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক অস্ত্রখানি কাড়িয়া লইয়া উহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করে এবং পরে উহার সর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। পর দিন ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। চোর এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই, হইবে এরূপও বোধ হয় না।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ইংলণ্ডেশ্বরী দিন দিন স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন। কিন্তু অদ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন নাই।

একজন কুলীন ব্রাহ্মণী ভরণপোষণের নিমিত্ত স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করাতে মৃত বিচারপতি নর্ম্মান ঐ স্বামীকে কারারুদ্ধ করেন। ইহা দর্শন করিয়া ইণ্ডিয়ান মিররের একজন পত্র প্রেরক বহুবিবাহ রহিত করিবার উপায় স্বরূপ, কুলীন ব্রাহ্মণীদিগের এরূপ অভিযোগের সহায়তা করিবার জন্য একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ সভাদ্বারা কতকাংশে ফল লাভ হইতে পারে।

যে কমিশনের জুরি বিচারপতি নর্ম্মানের মৃত্যু বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে লিখিয়াছেন, হাই কোর্টের জজেরা যখন গাড়ি হইতে নামিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিয়া বিচার করিতে থাকিবেন, সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের কয়েক জন শরীর রক্ষক থাকা কর্ত্তব্য। রক্ষক সঙ্গে না থাকা ভাল হয় না।

মান্দ্রাজে ৭ জন একব্যক্তিকে নিতান্ত নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে বলিয়া উহাদের সকলেরই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, লোক সংখ্যা নিবন্ধন মাইসোরে সাধারণের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্ত্রী লোকের সংখ্যা জানিয়া উহাদের কতগুলিকে বাহিরিবে যে সকল অর্থদের বিবাহ হয় নাই, উহাদের বিবাহার্থ প্রেরণ করিবেন। এ সংবাদটী বাগবাজারে রচিত বোধ হয়।

ইংলিশ চর্চম্যান লিখিয়াছেন, ১০ জন হিন্দু স্ত্রীলোক বিবাহার্থী হইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। ইংলিশ চর্চম্যান স্বপ্ন দেখিয়াছেন না কি?

প্যারিসের একজন সংবাদদাতা একখানি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, তথায় একজনের বাটীতে দুটী চোর প্রবেশ করে। গৃহস্বামী উহার একজনকে ধরিয়া সিঁড়ির রেলে উহার একহস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া পুলিসে সংবাদ দিতে যান। ইতিমধ্যে যে দ্বিতীয় চোর গৃহ মধ্যে লুকাইয়া ছিল, সে তাহার সহচরের নিকটে গিয়া কোন মতে তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে না পারিয়া তাহার বাক্যানুসারে উহার হস্তখানি কাটিয়া উভয়ে পলায়ন করে। গৃহস্বামী পুলিস প্রহরী সঙ্গে করিয়া আসিয়া দেখেন, সিঁড়িতে কেবল একখানি হাত ঝুলিতেছে!!

বেরিলির জেলে জেমস্ বেষ্ট নামক এক ব্যক্তির হঠাৎ নিবন্ধন মৃত্যু হয়। এ ব্যক্তি অনেক দিন অবধি পীড়া ভোগ করিতেছিল। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলিতেছেন, এব্যক্তিকে প্রহার করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। একজন এতদ্দেশীয়ের [illegible] মৃত্যু হইলে ডেলিনিউস হঠাৎ মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি আমেরিকার একজন জ্যোতির্বেত্তা একটী নূতন গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন। আমেরিকা সকল বিষয়েই উন্নতির চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছেন।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৮।৫৯ অব্দের শতকরা ৫ টাকা হার সুদের কোম্পানির কাগজের পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যাহার নিকটে শতকরা ৫ টাক সুদের ১ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে একখানি শতকরা ৪৷৷০ টাকা সুদের ১ সহস্র টাকার কাগজ পাইবেন। ইহাতে তিনি অনিচ্ছু হইলে নগদ এক হাজার টাকা পাইবেন। কেবল না না ঋণ টাক্স করিয়াও গবর্ণমেণ্টের চলিতেছে না।

১৩ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষার যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। উহার প্রথম পরীক্ষা আগামী জানুয়ারিতে হইবে।

কাবুলের সংবাদে জানা যায়, গাফুর খাঁ নিজ প্রভু সর্দার আসলম খাঁর আদেশ ক্রমে কাবুলের প্রধান সেনাধ্যক্ষকে গুলি করিয়া হত্যা করে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের দুইজন এবং আর দুই জনকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। যাহারা কতক সেনাদল পরিত্যাগ করিয়াছিল, উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া উহাদের দুই জনকে আমীরের আজ্ঞা ক্রমে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গিজনি ও খেলাটাই জিলজাইর বাসিন্দারা তত্রত্য শাসনকর্ত্তৃগণের অত্যাচারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

শ্যামদেশের সংবাদ পত্রসমূহ লিখিয়াছেন, লার্ড মেয় তত্রত্য রাজাকে কলিকাতা দর্শনার্থ আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্র উপস্থিত হইলে উহার সম্মানার্থ ২১ টী তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। রাজা আগামী ডিসেম্বরে আসিবেন স্থির করিয়াছেন। আসিবার সময় [illegible] টাকা [illegible] করিয়া [illegible]

মুরশিদাবাদে পুনর্ব্বার জল বৃদ্ধি হইয়া নদীয়ায় ক্রমে জল কমিয়া যায়। জ্বরের তত প্রাদুর্ভাব নাই। যশোহরে আমন ধান্যের অবস্থা বিলক্ষণ প্রীতিকর। পূর্ণিতে বৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে তথাকার শস্যাদির অবস্থার সংবাদ মন্দ নহে।

পাইওনিয়র বলেন, জোয়ানপুরে যে জলপ্লাবন হয়, অদ্যাপি উহার নিবৃত্তি হয় নাই। লোকে অদ্যাপিও কষ্ট পাইতেছে; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সাধ্যানুসারে উহাদের সাহায্য করিতেছেন।

এ বৎসর মধ্য প্রদেশে বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ৯ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৪।৫ দিন ধরিয়া অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইয়াছে। শস্যাদির অবস্থা উত্তম বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু তুলার কতক ক্ষতি হইয়াছে। লোকের স্বাস্থ্য সাধারণ সন্তোষকর।

টাইমস পত্রে লণ্ডন হইতে করাচি পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার প্রস্তাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইতে অনুমান করা হইয়াছে। এ রেলওয়ে হইলে ৫ দিনে করাচি হইতে লণ্ডনে গমনাগমন করা যাইতে পারিবে।

যে তিন জন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিলাম, ইহাঁরা ফিরিঙ্গি সাজে সাজেন নাই।

আইরাবেডে ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে, ইহা সাধারণকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। মক্কার যাত্রীদিগকে সতর্ক করাই ইহার উদ্দেশ্য।

অদ্য বিচারপতি পালের নিকটে নর্ম্মানের হত্যাকারী আবদুল্লার বিচার হয়। বহু সংখ্য লোক এই বিচার শ্রবণ করিতে গমন করেন। পাল সাহেব উহার ফাঁসির আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৪ ই আশ্বিন শুক্রবার।

স্কটলণ্ড ও আমেরিকে [illegible]

সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে এই স্বত্ব দিয়াছেন।

বোম্বাই হইতে দুই জন এতদ্দেশীয় কমন্স সভার নির্বাচিত ভারতবর্ষ কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিতে গমন করিতেছেন। উক্ত বিষয়ের পার্লেমেণ্টে প্রেরিত জন্য চাঁদা হইতেছে। ভারতবর্ষীয় সভাকে আমরা বক্তৃতাশালী একজন প্রতিনিধিকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বলিতেছি।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মেটিয়াব্রুজ প্রভৃতি ১২ টী গ্রামে দ্যূতক্রীড়ার নিবারণী আইন প্রচলিত করিয়াছেন। অযোধ্যার রাজার পারিষদগণ দ্যূতক্রীড়া বিলক্ষণ পটু। বস্তুতঃ মেটিয়াব্রুজ একটী বদমায়েসের বাসা হইয়াছে।

১৬ ই আশ্বিন শনিবার।

আগামী ১২ ই অক্টোবর প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারপতি নর্মানের হত্যাকারী আবদুল্লার ফাঁসী হইবে।

গত কল্য সন্ধ্যাকালে আমাদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	৯৯।৶/৯৯৸০
৪ "	কোং	৯৯৸৶/১০০৶
৪। "	"	১০৬৸০।১০৬৸
৪॥ "	"	১০৪৸৶০।১০৪৸৶
৪॥ "	"	১০৩৸৶০।১০৩৸৶
৫ "	"	১০৩।১০৩॥
৫॥	"	১১৩৶/১১৩।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ এ সেপ্টেম্বর বৈকাল—অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ২২৮০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্যারিস ১৯ এ সেপ্টেম্বর—সমুদায় দুর্গ ১০ এ সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করিবে।

প্যারিসের নিকটবর্ত্তী চারিটী বিভাগ হইতে জর্ম্মানদিগের সৈন্যগণের নির্গমন ২৫ এ সেপ্টেম্বরে শেষ হইবে।

লণ্ডন ১৯ এ সেপ্টেম্বর—বিয়না হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় মন্ত্রিগণের মধ্যে একটী গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

[illegible] দুই সহস্র লোক [illegible] জর্ম্মনীর কোর্টে গমন করিতেছেন।

জর্ম্মনীর সেনাদল নিষ্ক্রান্ত হইয়া [illegible] উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ সেপ্টেম্বর—বিয়না হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মন্ত্রিগণের মধ্যে যে গোলযোগ হইবার বিষয় লিখিত হয়, এক্ষণে তাহা অমূলক বলিয়াছেন।

আশা করা যাইতেছে, বট সাহেব নির্ব্বিবাদে লিমারিকের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নির্ব্বাচিত হইবেন।

লণ্ডন ২১ এ সেপ্টেম্বর বৈকাল—লণ্ডনের ব্যাঙ্ক শতকরা ৩ টাকা পর্য্যন্ত ডিস্কাউণ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অদ্য ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০০০০০ টাকার স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সিটি অব প্যারিস এ প্যারাম্যাটা নামক জাহাজ দ্বয় কলিকাতা হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ সেপ্টেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৮৯২০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ সেপ্টেম্বর। আগামী ১৫ ই অক্টোবর জর্ম্মনির মহাসভার অধিবেশন হইবে।

ডাক্তার রসেল বার্লিনে উপস্থিত হইয়াছেন।

এসিয়ার পূর্ব্বভাগে রক্ত শান্তিত হইয়াছে।

রচফোর্টকে একটী দুর্গ মধ্যে রুদ্ধ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ সেপ্টেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৫৭৬০০২০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ সেপ্টেম্বর। অদ্য টাইমস পত্র লণ্ডন হইতে করাচি পর্য্যন্ত ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটী রেলওয়ে হইবার প্রস্তাবের বিষয় লিখিয়াছেন। ইহাতে করাচি হইতে লণ্ডনে ৫ দিনে গমনাগমন করা যাইবে। ও ধরণের রেলওয়ে বেশি লাভজনক হইতে পারে স্থির করিয়াছে।

আমষ্টার্ডাম ২৫ এ সেপ্টেম্বর। হলাণ্ডের রাজা ডচ চেম্বার খুলিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, সেনা দলের উৎকর্ষ সাধন এবং কর বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আয় ব্যয় হিসাবে ২০ লক্ষ ফ্লোরিন ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এ নিমিত্ত সাধারণে ইনকম ট্যাক্স স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।

প্যারিস ২৬ এ সেপ্টেম্বর। নিয়মে ন্যাশনাল গার্ডদিগকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে।

আগামী অক্টোবর মাসে মণ্ট সেনিস রেল ওয়ে খুলিবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ সেপ্টেম্বর। বাবু রাজগোপাল রায় কাকিনাথ বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডিবিজন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন। কিন্তু নিম্নতর শাসন কার্য্যে প্রবেশার্থিদিগের যে মুন্সী পরীক্ষার নিয়ম হইয়াছে, তাহাকে সে পরীক্ষা দিতে হইবে।

১৫ এ সেপ্টেম্বর। সাতক্ষীরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় পুনর্ব্বার সিলেটে বদলী হইলেন।

বাবু জীবন কর ২৪ পরগণায় ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সবডিবিজন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন। কিন্তু নিম্নতর শাসন কার্য্যে প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষায় যে মুন্সী নিয়ম হইয়াছে, উঁহাকে সে পরীক্ষা দিতে হইবে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অতুলচন্দ্র মল্লিক (বিদায় প্রাপ্ত) রাজসাহী বিভাগে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী হোসেন আলী কিছু দিনের জন্য মুঙ্গের উপবিভাগের ভার পাইবেন।

২৬ এ সেপ্টেম্বর। ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডি, জবলেট, সাহেব মুঙ্গের [illegible] বদলী হইলেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বেনীমাধব বসু শীতকালের নিমিত্ত চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২২ এ সেপ্টেম্বর। ই, এচ, বয়ল, [illegible] মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

২৬ এ সেপ্টেম্বর। সার্জন সি, জে, জ্যাকসন কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের সিবিল সার্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জন এচ, বাকলিস, মৈমনসিংহের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জন হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জন জি, বি, মাকেঞ্জি কিছু দিনের জন্য ময়মনসিংহের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

কামরূপের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জনের প্রতিনিধি আসিষ্টাণ্ট সার্জন আর, এচ, কিড সাহেব, উক্ত বিভাগের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জন হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর কাম্বেল সাহেবের আসাম পরিদর্শন।

মহাশয়! কাম্বেল সাহেব যে কি নিমিত্ত বেলবিডিয়ার পরিত্যাগ করিয়া অস্বাস্থ্যকর আসাম দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন বোধ করি আপনার পাঠকমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সকলেই অবগত আছেন যে, কাম্বেল সাহেব লেখনী সঞ্চালনে যে প্রকার পটু, পর্য্যবেক্ষণে সে প্রকার নন। তিনি অসংলগ্ন বিষয় একত্রিত পাইলে আপন আফিসে বসিয়া যে প্রকার অবলীলাক্রমে একটি মিনেট প্রস্তুত করিতে পারেন, বোধ করি আর কেহ সে প্রকার পারেন না। কিন্তু তিনি "রোটাসে" বসিয়া দুই একজন রাজ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কাহারো সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ না করিয়া আসামের অবস্থার বিষয় কি পরিজ্ঞাত হইয়াছেন? যে কমিসনরের সহিত বিশেষ আলাপ করিয়াছেন এবং জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাহা পত্র দ্বারাও সংসাধিত হইত। অন্যান্য স্থানে কাম্বেল সাহেব কি করিয়াছেন, তাহা বিশেষ অবগত নই। কিন্তু আসামের রাজধানী গৌহাটীতে যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই বিলক্ষণ বোধ হয় যে, অন্যান্য ক্ষুদ্রতর স্থানে কিছুই করেন নাই। গৌহাটীতে দুইবারে সমুদয়ে শুদ্ধ তিন দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই কাল মধ্যে কোন দেশীয় ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। আসামের পূর্ব্ব রাজবংশীয় দুই রাজকুমার সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেক্রেটারির নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাইলেন না। তত্রাচ উঁহাদিগের একজন অনাহূত হইয়াও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। জেল, চিকিৎসালয় পাঠশালা ইত্যাদি কিছুই দর্শন করেন নাই। শুনিলাম যে, গৌহাটি হাইস্কুল দর্শন না করার বিশেষ কারণ আছে। গত ১২ ই সেপ্টেম্বর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল, তৎস্থলে স্কুলের ইন্স্পেক্টর বেলেট সাহেব বলিলেন যে, স্কুলের বালক এবং কর্ম্মচারিদিগের আচরণ না শুধরাইলে তিনি গৌহাটি হাইস্কুল দর্শন করিবেন না এবং কাম্বেল সাহেব উক্ত স্কুল সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন।

আসাম দেশে লাখেরাজদারদিগের স্বত্ব লোপ করিয়া সদর বোর্ড যে একটি আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতিকূলে লাখেরাজদার এবং আসামের মন্দিরসমূহের কর্ম্মচারিগণ এক আবেদন করিয়াছিলেন। কাম্বেল সাহেব সে বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া উক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এ বিষয় হিন্দুপেট্রিয়ট, এগজামিনর এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। অতএব আমি এস্থলে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের আজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চাহি না। ব্রহ্মোত্তরের লোপ হইলে কেবল কয়েকজন লোকের ধন হানির সম্ভাবনা, কিন্তু দেবোত্তরের লোপ হইলে সমুদয় প্রজারাই ক্ষোভ হইবে সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্র বিষয়ে প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ক বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কার্য্য করা কাম্বেল সাহেবের ন্যায় উদার ব্যক্তির অনুচিত হইয়াছে। ভরসা করি, লার্ড মেয় এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন।

গৌহাটী
১৭ ই সেপ্টেম্বর } জনৈক লাখেরাজদার
১৮৭১

—:o:—

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি নরম্যান্ সাহেবের অপমৃত্যু।

গহন বিপিনে যথা নিঃশঙ্ক কেশরী
দৈব বিড়ম্বনে পড়ে নিষাদের মুখে,
চকিতে হইয়া বিদ্ধ খরশরে যদি
ত্যজয়ে জীবন অকস্মাৎ, তার দুঃখে
হায় রে যেমতি শোকাকুল বনস্থলী;
সেই দশা হল তব, ওরে মহামতি!
এ বঙ্গ ভবনে আজি, তটিনী উথলি
লঙ্ঘিছে পয়োধি, প্রাণিনাদে বসুমতি,
নড়রে এ কভু, গগনেরো অগোচর
বিলাপিছে ঘরে ঘরে বঙ্গবাসী যত
তোমার কারণে। ওরে দুরন্ত পামর
পাষাণে গঠিত হিয়া, ধরম বিগত,
কি লাভ হইল তোর লইয়া জীবন
তাঁর, ভারত ভূষণ, গৌরব নিলয়
বিধি, দয়াবান সদা ধর্ম্মপরায়ণ,
সাধিতে প্রজার হিত সঁপিছে উদয়।
সেই দিনমণি দেব এবে অস্তমিত
আবরি এ বঙ্গ আজি শোকের তিমিরে,
কার না নয়ন বারি হয় বিগলিত
স্মরিয়া এ সব কথা? এই ছিল কি রে
বিধাতার মনে? বিনা দোষে নরঘাতক
অসম্ভব সদা, কিন্তু হইল প্রত্যক্ষ
এবে, কালের কুটিল গতি কার সাধ্য
রোধিবারে, প্রাক্তনের ফল নাহি হয়
অন্যথা কভু, কিন্তু এ প্রবোধে কি মন,
ধৈরজ ধরিতে পারে শোকাকুল মনে?
প্রধান বিচারপতি, হা নর্ম্যান্! কেন
আচম্বিতে এ বিপদ ভারত ভবনে
ঘটিল তোমার। হায়! যে দেশের তরে
করি করি সুবিচার যাপিলে জীবন,
অনিদ্রায় অনাহারে, লভিলা যে পরে
প্রখর বুদ্ধির বলে উচ্চ পদ কেন।
হায় রে! কিসের প্রাণ ত্যজিব কেমনে,
সেই দেশে অপমৃত্যু ঘটিল তোমার,
এ কলঙ্ক নাহি যাবে রহিবে গোপনে।
কলঙ্কিনী হৃদা বঙ্গমাতা, দুর্ব্বার
কি কুক্ষণে হইল প্রকাশ; রে অধম!
শত ধিক্ তোরে, সর্ব্বক্ষণ চৌর্য্যে রত
থাকিস্ এ ভবে। কিন্তু রে হায়! যে, ধন
করিলি হরণ, কীর্ত্তি তাঁহার অক্ষত।

কলিকাতা,
২১ এ সেপ্টেম্বর } "কস্যচিৎ পাঠকস্য।
১৮৭১

কুলীন কামিনীর বিলাপ।

পূর্ব্বজন্মে কত পাপ করেছিনু, মরতাপ
এ জনমে এত তাই সহি অনিবার।
প্রাণের ভিতর মোর সদা ধূঁধূ জ্বলে ঘোর
সহেনা সহেনা আর এ যন্ত্রণা তার।

শূন্য প্রায় এসংসার চারিদিক অন্ধকার
কিজন্য বলিতে কায়! মোর কেহ নাই।
মোর দুঃখে যেনা দুঃখী হেন জন নাহি দেখি
অরণ্যেতে একাকিনী কাঁদিয়া বেড়াই।

বাঁচাইতে কুল মান না গণি কন্যার প্রাণ
দয়া প্রায় পিতা মোরে ফেলিলেন দুঃখে।

জননী পাষাণ প্রায় অবহেলে দিলেন হায়
এমন পতির করে কন্যাধনে সঁপে ॥
পতির ভাবিয়া গতি মনে ব্যথা পাই অতি
জীয়ন্ত অবলা প্রাণ এ ব্যবসায় ।
অনাথিনী পরাধীন একটি বান্ধব হীন
এ চিন্তায় তার আর সহ্য নাহি যায় ॥

বিধাতার সৃষ্টি মাঝে দুঃখ সনে সুখ রাজে
কিবা দোষে দোষী হায় কুলীন কামিনী ।
একভাবে সদা রয় কভু না প্রভাত হয়,
তাদের দুঃখের ঘোর তামসী যামিনী ॥

হেমন্ত হইল নাশ বসন্তের পরকাশ
তরু লতা ফল ফুল ধরিল সুন্দর ।
এ কি রোষ বিধাতার কিবা দোষে বুঝা ভার
কুলীন কামিনী মন শুষ্ক নিরন্তর ॥

ফুটিছে কুসুমচয় সুন্দর মলয় বয়
আকাশেতে পূর্ণচন্দ্র শোভে মনোহর ।
বিহগিনী খুলি প্রাণ ছুটে মনে করে গান
অভাগা কুলীন কন্যা চিন্তায় কাতর ॥

বাল্যকালে পড়ে মনে বিহগী বিহগ সনে
দেখিলাম এক দিন তরুর উপর ।
উপবিষ্ট মুখোমুখী অন্তরেতে পরম সুখী
হৃদয়ের সুখকথা কহি পরস্পর ॥

তাদের দেখিয়া ভাব উঠিল যে কত ভাব
অশ্রুবিন্দু আঁখি হতে বিধির কপাল●●●।
হায় ! সে দিনের কথা স্মরিয়া মরমে ব্যথা
পাই যে কিরূপ তাহা বলিব কাহায় ॥

সন্তান রতন ধন ক্রোড়ে করি আরোপণ
এক দিন পতি পাশে আনন্দে বসিব ।
প্রকাশিয়া অভিলাষ করি কত পরিহাস
দু জনেতে সে ধনের বদন চুম্বিব ॥

নিশিতে বাছনি মনে কাঁদিয়া আকুল হবে
বুকের উপরে তারে তুলিয়া লইব ।
কতমত ভুলাইয়া কত ভয় দেখাইয়া
স্তনক্ষীর দিয়া শেষে ঘুম পাড়াইব ॥

এরূপ কতই সাধ (বিধাতা সাধিল বাদ)
গিয়াছে সে এক দিন হইত উদয় ;
হায় ! সে আশার কলি শুকায়ে গিয়াছে দলি
সংসার চৌদিকে ঘোর-অন্ধকারময় ॥

এখন রয়েছি হায় ! বিশুষ্ক তরুর প্রায়
বিধাতঃ ! এমন বজ্র নাই কি তোমার
যাহার একটি ঘায় একেবারে নাশিতায়
বজ্র দুঃখচিন প্রাণ কুলীন কন্যার ? ।

সিউড়ীষ্টেশন
৭ ই আশ্বিন ঈ০

শোক সঙ্গীত ।

বিলাত প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি
জন প্যাকস্টন নরম্যান্ ।

গাও রে জগত জন মিলি সবে সমস্বরে ।
ব্রিটেনীয়া পুত্র বীর,
প্রিয়তম পৃথিবীর,
হায় রে ডুবিল ওই অনন্ত সাগরে ।
করাল কৃতান্ত প্রায়,
ঘাতক আসিয়া হায় !
মারিল কঠোর ছুরী কোমল হৃদয়ে,
নিষ্ঠুর পাপের হাতে,
দারুণ ছুরিকাঘাতে,
পড়িল সুজনবর ধরণী উপরে ।
দেখ দেখ ব্রিটেনীয়া,
নেত্রদ্বয় নিমীলিয়া
নিচেতন তব ধন জননীর কোলে,
দেহ হতে অনিবার,
বহিছে রুধির ধার,
বিষম কাতর ঘোর যাতনার ভরে ।
বহিল নয়ন নীর,
গেল সুখ অভাগীর,
বসনে ঢাকিয়া মুখ কাঁদিল নীরবে,
নিরদয় সর্ব্বনাশা, (১)
ভাঙ্গিল সুখের বাসা,
দারুণ আঘাত দিল সবার অন্তরে ,
পৃথিবীর জনগণ,
হয়ে সবে একমন,
তাড়াও মেদিনী হতে সে ঘোর পামরে ।
নিশীথ সময়ে আসি,
সকলের সুখ নাশি,
হায় রে ! হরিল ধন শমন তস্করে ।
চারি দিকে শবাকার,
নিরন্তর হাহাকার,
হারাইল ধরা আজি হৃদয় রতনে ।
ধরিয়া সবাই তান,
কর তাঁর গুণ গান,
কাঁদাও কাঁদাও সবে যত চরাচরে ।
সুবিশাল ধরণীরে,
ভাসাইয়ে নেত্র নীরে,
এ শোক সঙ্গীত সবে গাওরে গাওরে ।

সিউড়ীষ্টেশন
আশ্বিন
১২৭৮ শ্রীঃ—

(১) হত্যাকারী ।

জেলা বীরভূমির অন্তর্গত উখরা গ্রামের মুন্সেফী চৌকীর প্রতি মহামান্য গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তত্রস্থ প্রজা মাত্রেরই বিশেষ ক্লেশ হইতেছে । বহুকালাবধি চৌকীর চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী উখরা গ্রামেই বিচারালয় ছিল । ইদানী তথা হইতে রাণীগঞ্জে স্থানান্তরিত হওয়াতে চৌকীর উত্তর পূর্ব্ব সীমায় গৌর বাজার প্রভৃতি গ্রামের লোকদের ৯ । ১০ ক্রোশ দূর হইয়া পড়িয়াছে । আরও রাণীগঞ্জের পশ্চিম রঘুনাথপুরের সীমার কিয়দংশ লইয়া উক্ত চৌকীর সীমা বৃদ্ধি করা হইতেছে । তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের কোন সুবিধা দেখিতেছি না । এরূপ সীমা বৃদ্ধি করাতে একজন বিচারকের দ্বারা যথা নিয়মে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া সুকঠিন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমমূলক ইনবাক্তি বশতঃ সুবিচারের প্রত্যাশাও অল্প ; সুতরাং নিরীহ প্রজাই প্রপীড়িত হইবে কিম্বা উক্ত দোষ দূর করিতে অতিরিক্ত বিচারকের আবশ্যকতা হইবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কি লাভ হইল ? অতএব প্রজাগণ উখরা গ্রাম হইতে চৌকী স্থানান্তরিত না হইবার প্রার্থনায় বহুবিধ হেতু প্রদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিয়াছিল । তদুত্তরে এই মাত্র দৃষ্ট হইল যে, "চৌকী স্থানান্তরিত না হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হইল না ।" হায় ! নিরীহ প্রজাগণের পূর্ব্বকৃত আবেদনখানির কি এই মাত্র সুবিচার হইল ? যদি একবার আগে দেখিয়া এই বিষয়টী বিবেচিত হইত, তবে কখনই এরূপ আদেশ প্রদত্ত হইত না ।

পরকালের দুঃখেরই অনুগামী ইহা অত্রত্য প্রজাগণই অনুভব করিতেছে, যেহেতু আমি দেখিছি যে, এই চৌকীটী বীরভূমি জেলা হইতে খারিজ হইয়া বৰ্দ্ধমানান্তর্গত হই য়েছে। তাহাতে বরাকর নদীর নিকটস্থ গ্রাম সকলের ও সামডিহি প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণের পক্ষে বৰ্দ্ধমান ৭০।৮০ মাইল দূর হইয়া পড়িল। যদিও রেলওয়ের সুবিধা আছে বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রজামাত্রেই কৃষিজীবী ও নির্ধন, তাহারা তাদৃশ সুবি- ধার বড় প্রত্যাশী নয়। কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য উপস্থিত হইলে বরং নিগ্রহও সহ্য করে, তথাপি ব্যয়সাধ্য বিষয়ে অগ্রসর হয় না। ইহাতে আর একটী বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অত্রত্য ধনী লোকেরা নির্ধন জনগণের প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করি লেও তাহারা দূরবর্ত্তী বৰ্দ্ধমানে যাইয়া অভিযোগ করিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাতেও ক্ষান্ত থাকিবে এবং অনবরত গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশ স্মরণ করিয়া স্বীয় হৃদয়স্থিত দুঃখানলের প্রবল শিখা স্বরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মানসিক দুঃখাবেগ মনেই সম্বরণ করিবে। হায়! প্রজাপালক গবর্ণমেণ্ট কি ইহা একবার মনেও ভাবিবেন না ও দুর্ব্বলের সকরুণ রোদন কি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে না? বিচারালয়ের সৃষ্টি কি প্রজার অত্যাচার নিরাকরণ করিতে, না, কতিপয় প্রধান লোকের এবং প্রবল অত্যা- চারীর সুবিধার নিমিত্তে? অতএব পূর্ব্বোক্ত আবেদনখানির প্রতি ন্যায়দৃষ্টিপাত করিয়া এবং জেলা পরিবর্ত্তন দ্বারা যে যে অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা স্মরণ করিয়া দয়া- বান গবর্ণমেণ্ট যদি এখনও এতদ্দেশীয় প্রজাগণের দুঃখ মোচনে যত্নবান হন, তবে প্রজাবর্গের হাহাকার রবে বিচারাগার কখ নই প্রতিধ্বনিত হয় না।

উখড়া
১৮৭১ খৃঃ
২০ এ সেপ্টেম্বর } শ্রীকার্ত্তিকেয় শর্ম্মণঃ।

১৮৭১ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির পরীক্ষা হইবে স্থির হইয়াছে—১ রিটায়ারমেণ্টের কিয়দংশ ২ কলম্বোর, ৩ ক্যাপচর অব ওয়ারস, ৪ লর্ড আলিস কটার, ৫ ক্যাতিনাত ও ইসা- বেলার ইতিহাসের কিয়দংশ, ৬ স্মিথ কর্ত্তৃক ওয়েলথ অব নেসনের কিয়দংশ, ৭ রিপব্যান উইঙ্কল এবং স্কট প্রণীত ইব্যান হোর একাংশ। ১ম ২য় এবং ৩য় বিষয় পাঠ করিলে কিছু কিছু উপদেশ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলি স্কুলের পাঠো- পযোগী নহে। রিপব্যান উইঙ্কল বিষয়টী বাকপটু বৃদ্ধ লোকের প্রস্তাব সদৃশ, ইহা পাঠ করিলে যে অণুমাত্র সত্য কিম্বা উপ দেশ লাভ হয়, আমাদের এরূপ বোধ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভ্যগণ যে-কেন এই বিষয়টী প্রবেশিকা পরীক্ষায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা আয়াসসাধ্য তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থ সমালোচনা করিবার প্রধান একটী উপায় এই, যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে আরও অধিক পাঠ করিতে অভিলাষ হয়, সেই সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই কোন না কোন গুণে অলঙ্কৃত আছে বলিয়া জানা যায়। যে সকল গ্রন্থ একবার পাঠ করিলে দ্বিতীয় বার পড়িতে ইচ্ছা হয় না ও পাঠান্তে কিছু উন্নতি লাভ হইল বলিয়া অন্তঃকরণে সুখের উদয় হয় না, সেই সকল গ্রন্থের অবশ্যই কোন দোষ আছে। হয়ত তাহাদিগের মধ্যে কোন সত্য কি উপদেশ পাওয়া যায় না, অথবা ক্রমিকরূপে তাহাতে লিখিত হয় নাই কিম্বা অন্য কোন দোষ উহাদের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সহজ সদুপায় দ্বারা এণ্ট্রান্স কোর্সের সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহার মধ্যে কোন না কোন দোষ নিহিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা এমন কর্কশ যে একবার পড়িলে আর কেহ দ্বিতীয় বার পড়িতে চায় না। পুস্ত- কের দোষগুণ বিবেচনা করিবার আর একটী উপায় এই, যে সকল পুস্তক বহু সংখ্য লোকে পাঠ করিতে সমুৎসুক, সেই সকল গ্রন্থ অবশ্যই কোন না কোন গুণ- বিশিষ্ট সন্দেহ নাই। এই উপায় দ্বারা এণ্ট্রান্স কোর্সের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও জানা [illegible] এণ্ট্রান্স কোর্স সকল উপরি উক্ত গুণবিশিষ্ট নহে। পরীক্ষার্থী ব্যতীত কেহ কখন সত্য বা উপদেশের লালসায় কিম্বা মানসিক আমোদের জন্য উহা পাঠ করেন না। সকল বৎসরের এণ্ট্রান্স কোর্সই যে এইরূপ হয়, ইহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। কোন ২ বৎসর অনেক মনোহর বিষয়ও সংগৃহীত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই এণ্ট্রান্স কোর্স সকল কর্কশ বিষয়ে পরি পূরিত হয়। এণ্ট্রান্স কোর্সের আর একটী দোষের প্রতিও দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। প্রায়ই আট দশটী বিষয় আট দশ জন গ্রন্থকারের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কোর্স প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোন বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে এই- পুস্তকে উদ্ধৃত করা হয় না, এক বিষয়ের দুই অধ্যায়, অন্য বিষয়ের তিন অধ্যায় এই প্রকারে পাঠ্য বিষয় সকল সংগৃহীত হইয়া থাকে, এখন বিবেচনা করুন যে, কোন ব্যক্তি এক নাটকের কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের দুই তিন অধ্যায় পাঠ করিয়া কি সন্তোষ লাভ করিতে পারে? বিশেষতঃ একটী বিষয়ের বা গ্রন্থের সমগ্র পাঠ না করিলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা সুকঠিন। এজন্য বহুসংখ্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত না করিয়া যদি এক কিম্বা দুই জন গ্রন্থকারের সমগ্র বিষয় পরীক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে পাঠক বর্গের অনেক উপকার হইতে পারে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, অনেক গ্রন্থকর্ত্তার কিছু কিছু পড়িলে অনেক গ্রন্থ কর্ত্তার লিখন প্রণালী ও মনের ভাব অবগত হওয়া যায়। কিন্তু আমার বোধ হয়, অল্প সংখ্য গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থ পাঠ করিলে বরং অধিক উপকার দর্শিতে পারে। স্কুলে পড়িয়া যত ব্যক্তি বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই পাঠের জন্য দুই এক খানি নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ ছিল। বিখ্যাত মেকলে সাহেব সমুদয় মিল্টন মুখস্থ বলিতে পারি তেন। ডিমস্থেনিস্ ও [illegible] আরও উক্তিপত্তি লাভের নিমিত্ত এক ২ খানি গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াছিলেন

এণ্ট্রান্স কোর্স সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এল, এ, ও বি, এ, কোর্স সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বি, এ, কোর্সে অনেকগুলি সমগ্র বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭১ } শ্রীক. মা. হেড মাষ্টার

মহাশয়! আপনকার ১০ম অঙ্কের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় দারজিলিঙের প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে, তত্রত্য ডেপুটি কমিসনর সেই স্থানের সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদ উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে একটী নেটিব ডাক্তার নিযুক্ত করিবার এবং দারজিলিঙের অন্তঃপাতী সরদান কিম্বা পাঙ্খাবাড়ীতে একটী চিকিৎসালয় স্থাপনের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে পত্রপ্রেরক কমিসনর সাহেবের উপর অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে পত্রপ্রেরকের অসন্তোষ প্রকাশ করা অদূরদর্শিতার কার্য্য হইয়াছে, কারণ উক্ত কমিসনর সাহেব বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন যে, এক্ষণকার নেটিব ডাক্তারেরা সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের প্রায় সমতুল্য হইতেছেন। বোধ হয়, পত্রপ্রেরক মেডিকাল কালেজের ভিতরের বিষয় সকল কিছুই অবগত নহেন। ইংরাজি শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের পরীক্ষকেরাই ইহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং এই সকল পরীক্ষকেরা ইংরাজী শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে যে সকল প্রশ্ন প্রদান করেন, ইহাদিগকেও সেই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে বাঙ্গলা শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে এনাটমি, মেটিরিয়া মেডিকা, সার্জ্জরি ও প্রাকটিশ অব মেডিসিন পড়ান হইত, এক্ষণে উপরি উক্ত পুস্তক সকল ভিন্ন কেমিষ্ট্রি, মিডওয়াইফেরি এবং মেডিকাল জুরিসপ্রুডেন্স আর এনাটমির সহিত ফিজিওলজি উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং হস্পিটালে প্রতিদিন রোগীর নিকট ছাত্রদিগকে রোগের অবস্থা ও তাহার নিরূপণ এবং চিকিৎসাদি বিষয়ের দর্শন ও শ্রবণ করান হইয়া থাকে। অতএব পত্রপ্রেরকের পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিবেচনা করা উচিত যে, এক্ষণকার নেটিব ডাক্তারেরা সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইলে অল্প ব্যয়ে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট ডেপুটি কমিসনর মহোদয়ের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিলে অল্প ব্যয়ে অনেক স্থলে চিকিৎসালয়াদি স্থাপন ও উহার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে এবং দুঃখী প্রজাবর্গেরও বিস্তর উপকার হয়।

কলিকাতা ১১ ই আশ্বিন। } কস্যচিৎ পাঠকস্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ কুণ্ডল আসাম	১১৮
„ „ ত্রৈলক্য মুখোপাধ্যায় আরা	৩।৵
„ „ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ	৭
„ „ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিত্যানন্দপুর	৭
„ „ অম্বিকাচরণ বিশ্বাস জলাবাড়ি	১১।।
„ „ হরিশ্চন্দ্র ঘোষ—মাধবপুর	৭
„ „ শিবনাথ মিত্র—পঞ্জাব	৩৸
„ „ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী মার্কো লেন	৫।।
„ „ সারদাপ্রসাদ গুপ্ত মাটৌর	৩৸
„ „ নবীনচন্দ্র সরকার যশোহর	১৩
„ „ মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেহিরা	১৩
„ „ ভগবতীচরণ লাহা ঠনঠনিয়া	১০
শ্রীযুক্ত সামছদ্দিন মহম্মদ—বগুড়া	৩৸
খগোল সাহিত্য সমাজ	৩৸
বাঁকরা জ্ঞানদায়িনী সভা	৩৸

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর সাহায্যে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যাঁহারা ষ্টাম্প টিকিট প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

"দুষ্কর্ম্মা সর্ব্বসিদ্ধিবিনায় পার্থিবঃ, গুরুজনো অনিমজ্জনী ন ছাত্রনা।"

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা। | সন ১২৭৮। ২৩এ আশ্বিন। ইং ১৮৭১। ৯ই অক্টোবর | মফস্বলে অগ্রিম বার্ষিক ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জানান যাইতেছে যে, ভূটান পশ্চিম দ্বারের এলাকাতে যে যে স্থানে চূণ ও তাম্র ও লৌহের খনি আছে, তাহা হইতে ধাতু বাহির করিবার স্বত্ব নিম্ন লিখিত ৩ লাটে (চূণ বাহির করিবার স্বতন্ত্র, ও তাম্র ও লৌহ বাহির করিবার স্বতন্ত্র) আগামী ১৫ ই নবেম্বর দিবা ১২ ঘটিকার সময় জলপাইগুড়িতে শ্রীযুক্ত ডেপুটি কমিসনর সাহেবের কাছারিতে ১৮৭১ সালের ১ লা ডিসেম্বর হইতে ১ বৎসর মেয়াদে প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত হইবেক তদ্‌যথা—

১ নং লাট।

উত্তর সীমা— জেলা দারজিলিঙের দাম সাং উপবিভাগ ও স্বাধীন ভোট প্রদেশ।

দক্ষিণ ঐ জেলা জলপাইগুড়ির যে অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে তাহা ও কুচবেহার।

পূর্ব্ব ঐ ডায়না নদী।

পশ্চিম ঐ ত্রিস্রোত (তিস্তা) নদী।

২ নং লাট।

উত্তর সীমা— স্বাধীন ভূটান

দক্ষিণ ঐ কুচবিহার।

পূর্ব্ব ঐ বুড়া তোরসা নদী।

পশ্চিম ঐ ডায়না নদী।

৩ নং লাট

উত্তর সীমা— স্বাধীন ভূটান।

দক্ষিণ ঐ কুচবিহার।

পূর্ব্ব ঐ সন্‌কোষ্ নদী।

পশ্চিম ঐ বুড়া তোরসা নদী।

নিলামে খরিদারেরা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন, সর্ব্বতোপরি ব্রিটিশ সীমা চিহ্নের বাহিরে তাহাদিগের কোন স্বত্ব বর্ত্তিবে না, অথবা গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত শাল বনের কোন কাষ্ঠ উক্ত রক্ষিত বনের নিয়মের অন্যথা করিয়া জ্বালাইবার জন্য কি চূণ, লৌহ ও তাম্র বাহির করিবার কোন প্রক্রিয়া করিবার জন্য ছেদন করিতে পারিবেন না।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জলপাইগুড়ির ডেপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন

জেলা জলপাইগুড়ি
২৬ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭১ } এফ, গ্রাণ্ট
ডেপুটি কমিসনর

অপূর্ব্ব কারাবাস: আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার। হিন্দু হোটেল।

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডাওয়া-রের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও পরিদর্শনাধীন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। একজন নেটিব ডাক্তারের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৪০ টাকা কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের লাইসেনসিয়েট উপাধির ডিপ্লোমা থাকা ও হিন্দু জাতীয় হওয়া আবশ্যক। যিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া অন্যূন এক বর্ষ কাল কার্য্য করিয়াছেন এবং ইংরাজী ডাক্তার ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাঁহার দর্শিতা আছে, তাঁহার আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে এবং কার্য্য দ্বারা সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে আনান যাইবে। প্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

কুণ্ডাওয়ার জমীদার বাটী
জেলা রঙ্গপুর } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়
হেড মুন্সি

১। আগামী ১ লা অক্টোবর হইতে "বামাবোধিনী পত্রিকার" টাকা সম্বন্ধে আমার কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিল না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়েছি।

২। এত কাল আমার উপর "বামাবোধিনী সভার" সম্পাদকীয় যে ভার ছিল, তাহাও আমি ঐ অক্টোবর হইতে পরিত্যাগ করিয়েছি।

বাঁকীপুর।
৩০। ৯। ৭১। } শ্রীবসন্তকুমার দত্ত।

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৭৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট ষ্ট্যানহোপ প্রেসে, বামাপুকুর বি, পি, এম্ সভে, ১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গার বাটীর সম্মুখস্থ দোকানে ও স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত সহিত আমার প্রণীত জয়দেবের গীতাবলীর স্বরলিপির "কাপিরাইট" আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র বাবু কালী- প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করিয়াছি, আমার তাহার উপর আর কোন স্বত্ব নাই।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ১৯ ই আশ্বিন } শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁহার প্রণীত সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত সহিত জয়দেব গীতের স্বরলিপির "কাপিরাইট" আমাকে দান করিয়াছেন। আমি আমার নামে তাহা "রেজিষ্টরি" করিয়া লইয়াছি। অতএব অপর কেহ তাহা মুদ্রাঙ্কন করিলে রাজদ্বারে যথা আইন দণ্ডনীয় হইবেন।

কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় ১১ ই আশ্বিন ১২৭৮ অব্দ } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্ষে সাহেব উহার স্থাপন কর্তা ও চন্দননগরের সেণ্টজুসেফ্‌স ইনিষ্টিটিউট কলেজের জুয়াণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং তথাকার গবর্ণর ফরাশী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে উহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিয়মতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিঃ
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিঃ
২০	ঐ	২৫০ টাকার হিঃ
৪০	ঐ	১০০ টাকার হিঃ
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিঃ
১০০	ঐ	২৫ টাকার হিঃ
৫০০	ঐ	১০ টাকার হিঃ

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হইবে তদ্বারা চন্দননগরে একটি গির্জা ও এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্তৃক নিরূপিত সভা সভ্যের সমক্ষে ও তদারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে উহা পুনরায় লাটরির ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্ষে সাহেবের বাটিতে এবং ডবলিউ, ব্রি, রলটন সাহেবের বাটিতে কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পশ্চিম, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজার গলি, কে, ডুফেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রাণ্টস লেন ডি, ফেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেন্টিক ষ্ট্রিটে বাবু নিলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট পাওয়া যাইবেক।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম খণ্ড।

উক্ত পুস্তক সহিত বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা যোড়াসাঁকো ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে ৯ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্থাপিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুল সহিত ১৮/০ আনা।

বারাণসী পটারি সম্বন্ধে।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেক করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেঝিতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

আগুন ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেক করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

---

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে

প্রণীত	মূল্য	
শ্রীমদ্ভাগবত	১	টাকা।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	রাস্তার স্থান	আন্দাজ
ঐ ৭ নিমের লেন	ঐ	৬০ কাটা
নং ১২ ইণ্টালি রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত বিস্তারণ গিলাণ্ডার্স আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন

পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪৷০

ডাকমাশুল ।/০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে আচার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি

আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার বিন্দু হটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। উঁহাদের এই প্রস্তাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল, কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, শ্বাস, শূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২॥০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিন্দু কোং গোকুলচন্দ্র দেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাঁহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কে, এন, বি, বি, এণ্ড কোং দ্বারা অমৃতবিন্দুর কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অমৃতবিন্দু বিশের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিন্দু চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃত বিন্দু আফিস
১৩ ই আষাঢ়। ১২৭৮

শ্রীমহেন্দ্র শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। বারাকপুর আমার ভিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি অদ্য হইতে আমার অঙ্গি বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে অঙ্গি হইতে রহিত করিলাম। এই বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও যদি তিনি আমার স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বাধিত হইব না।

বারুইপুর
১২৭৮
৫ ই আশ্বিন।

শ্রীউমেশচন্দ্র রায় চৌ[illegible]

৺ কবি গুণসাগরের জীবন চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদ পূরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল /০ আনা।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটী

শ্রীশ্যামাধব রায়

৩০০০ সহস্র টাকা পুরস্কার।

যে অভিসন্ধি প্রযুক্ত প্রধান বিচারপতি যুক্ত নর্মান সাহেবের হত্যা ঘটিয়াছে, তাহা যে সংবাদ দ্বারা শ্রীযুক্ত পুলিস কমিসনর সাহেব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইবে বিবেচনা করিবেন এবং যদ্দ্বারা উক্ত পুলিস কমিসনর সাহেব হত্যাকারী আবদুল্লার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তাহার সহায়ক ব্যক্তিদিগকে সন্তোষজনকরূপে নিরাকরণ করিতে সক্ষম হইবেন, এবম্প্রকার সংবাদদাতাকে তিন সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে এবং প্রত্যেক ফলদায়কসংবাদের জন্য উচিতমত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। উক্ত ব্যক্তির আকৃতি নিম্নে লিখিত হইল।

আনুমানিক নাম, মৌলবি আবদুল্লা, উর্দ্ধ (৫) পাঁচ ফিট (৬) ছয় ইঞ্চ, বয়স প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর। আকৃতি স্থূল ও অদীর্ঘ এবং বলবান; মুখাকৃতি সুপ্রকাশ্য অর্থাৎ আয়মান, বর্ণ নিতান্ত কাল বা নিতান্ত করসা নহে; মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু, কপাল অতি নিম্ন ও বক্র; কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা; দাড়ি ছাঁটা বক্ষ সম এবং হস্ত অর্থাৎ বাহুর কনুইয়ের নীচে কেশাবৃত, হিন্দুস্থানী ও আরবী ভাষা জানে। বোধ হয় পেশওয়ার বাসী; বিগত দুই বৎসর হইতে চিৎপুর রাস্তার সিঁদুরে পটি বা নাখোদার মসিদে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত।

টিকা এই নগরে অথবা এই নগরের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক নগর ও সুবারবান পুলিস ষ্টেশনে অথবা লাল বাজার পুলিস আফিসে উক্ত হত্যাকারীর প্রতিমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখা যাইতে পারে।

কলিকাতা
২৬ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭১ সাল।

ষ্টুয়ার্ট হগ,
কমিসনার অব পুলিস।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ২৯ এ সেপ্টেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম ফুট	জল ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোকামার	৩০	
জলা হইতে কাটি বোয়ালিয়া ৯৪ মাইলের মধ্যে	২১	
কাটি বোয়ালিয়া হইতে আলিনগর	২১	
আলিনগর হইতে [illegible] ৩৮ মাইলের মধ্যে	২২	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে [illegible] ৩৪ মাইলের মধ্যে	১৮	১
ভাগীরথী।		
মোহানার	২৫	

তথা হইতে জঙ্গিপুর
১ মাইলের মধ্যে
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর
২৭ মাইলের মধ্যে
বহরমপুর হইতে কাটোয়া
২২ মাইলের মধ্যে
কাটোয়া হইতে নদীয়া
৪১ মাইলের মধ্যে ১৮

জলঙ্গী।

মোহানায় ১৫
তথা হইতে করিমপুর
১১ মাইলের মধ্যে
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা
৩৫ মাইলের মধ্যে
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া
৮০ মাইলের মধ্যে ১৫ ৬

সন ১৮৭১ সালের ২ রা অক্টোবর বহরমপুর সহর ঘাটের মাপ।

ফুট ৪৩
১৮

বহরমপুর ২ অক্টোবর ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই. উইলস্ একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আশ্বিন সোমবার।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মণিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

—◆—

আপীল শুনিবার সময় নির্দ্ধারণ আবশ্যক।

আপীল রুজু করিবার বিষয়ে সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রধানতম বিচারালয় উকীলদিগের উপরে মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন। উকীলদিগকে সমুদায় নথি পাঠ করিয়া মত দিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। ইহার উপরে আবার যদি ষ্টিফেন সাহেবের কৃত সাক্ষ্যের আইনের পাণ্ডুলিপি সংশোধিত না হইয়া বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে উকীলদিগকে এককালে আমলাদিগের ন্যায় বিচারপতিগণের ধামাধরা হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট উকীলদিগের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আমরা অণুমাত্র বিস্মিত হইতেছি না; কারণ ব্যবহারাজীব শ্রেণী স্বাধীন; স্বাধীনতা এক্ষণকার নিয়ম বহির্ভূত শাসনকর্ত্তৃগণের চক্ষুঃশূল। উকীলেরা তাঁহাদিগের স্তুতি করেন না; সুতরাং ইহাঁদিগের উপরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রভুত্ব করিবার যো নাই; এই হেতু ইহাঁদিগের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। ভবিষ্যে শাসনকর্ত্তৃগণ আর করেন, যাহাতে সুবিচার হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা আছে।

মুন্সেফ ও মাজিষ্ট্রেটদিগের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল জেলার জজের নিকটে হইয়া থাকে। আপীল রুজু করিবার একটী নির্দ্দিষ্ট সময় আছে বটে; কিন্তু আপীল শুনিবার একটী নির্দ্ধারিত সময় নাই। কবে কোন্ মকদ্দমা উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। জজ ও অধস্তন জজেরা এ সম্বন্ধে কোন একটী বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেন না। হয় ত ডিক্রিজারির মকদ্দমা হইতেছে, এমন সময়ে জজ ফৌজদারী আপীল শুনিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ হয় ত আবার অন্য একটী মকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। অর্থী প্রত্যর্থী ও উকীলগণ কখন কোন্ মকদ্দমার ডাক হইবে কিছুই জানিতে পারেন না। এই নিমিত্ত সকলের বহুপরোনাস্তি কষ্ট হয়; অনর্থক আদালতে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে হয়, অকারণ ব্যয় হয়, উকীলগণ অন্য কোথায়ও যাইতে পারেন না। এমন অবস্থায় সকল প্রকার মকদ্দমার একটী সময় নির্দ্ধারিত করা কি কর্ত্তব্য নহে? ফৌজদারী আপীল শুনিবার একটী দিন অবধারিত হউক, প্রতি মাসের শেষে অথবা প্রথমে দেওয়ানী আপীল শুনিবার নিয়ম হউক, আপীল আদালত এক এক বার এক এক মাসের আপীল শুনিবেন, ব্যবস্থা হউক। যত দিন এই কাজ নির্ব্বাহ না হইবে, তত দিন আদালত অন্য কোন কাজ করিবেন না। তবে বিশেষ আবশ্যক ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী মকদ্দমা বিষয়ে এ নিয়ম খাটিবে না। এইরূপ সকল প্রকার মকদ্দমার একটী সময় নির্দ্ধারিত থাকিলে বিচারপতি উকীল ও অর্থী প্রত্যর্থী সকলেরই সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কাহাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণে প্রধানতম বিচারালয় ও গবর্ণমেণ্ট আমা

দিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

মুসলমান সমাজের প্রতি অকারণ দোষারোপ।

ওহাবিরা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত একটী সম্প্রদায় মাত্র। ওহাবিরা যে কোন কাজ করুক, তাহা মুসলমান সমাজের কৃত বলিয়া স্বীকার করিয়া যাবতীয় মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করা অত্যন্ত অন্যায়। ডাক্তার হণ্টর ওহাবিদিগের প্রসঙ্গ করিয়া মুসলমানজাতির ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ বর্ণন করেন। স্পেক্টেটর প্রভৃতি সমাচার পত্র সম্পাদকেরা উহার অনুমোদন করিলেন। আবদুল্লা কি কারণে মাননীয় নর্ম্মান সাহেবের হত্যা করিল তাহার নির্ণয় হইল না, অথচ ইংলণ্ডের কোন কোন সংবাদ পত্র এই প্রসঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগের অসন্তোষের কারণ বিবেচনার্থ মুসলমান গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিলেন। ভারতবাসিদিগের মনের ভাব দর্শনের ও প্রস্তাব হইয়াছে। এ সকল দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগের ভঙ্গীক্রমে বলা হইতেছে, মুসলমান জাতি মাত্রে ওহাবিকাণ্ডে লিপ্ত আছেন। পক্ষান্তরে, ভদ্র মুসলমানদিগের ব্যবহার দর্শনে কোন রূপেই এরূপ অনুমান হয় না যে তাঁহারা ইহার কোন প্রকার সম্পর্কে আছেন। যাঁহাদিগের পরিণাম দর্শনের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যে কখন ওহাবিদিগের কার্য্যে অনুমোদন করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ওহাবিদিগের চেষ্টা দুশ্চেষ্টা, তাহারা পতঙ্গের ন্যায় আত্মবিনাশার্থ অগ্নিমুখে প্রবেশ করিতেছে। ওহাবিরা কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হতাশ লোক। তাহাদিগের অবস্থার বিবেচিত চিন্তা নাই। প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের উন্মূলন চেষ্টা পাইলে কেবল যে চেষ্টাকারী ও গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট হয় এরূপ নয়, নির্দ্দোষ ব্যক্তিরাও সেই সঙ্গে বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন। উন্নতি অগ্রসরী না হইয়া পশ্চাদ্গামিনী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহ না ঘটিলে আমরা আরো উন্নত পদ লাভ করিতাম। সেই অবধি এ দেশের প্রতি রাজপুরুষদিগের যেমন অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আজিও তাহা দূর হইতেছে না। ওহাবিদিগের চেষ্টায়ও ইহার অপেক্ষা অধিকতর ইষ্টফল লাভ হইবে না তাহারাও বিপক্ষদিগের ন্যায় উৎসন্ন যাইবে সন্দেহ নাই।

ভদ্র মুসলমানেরা ওহাবিদিগের কার্য্যের অনুমোদনকারী নন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন এবং হণ্টর সাহেব প্রভৃতি তাঁহাদিগের অসন্তোষের যে বর্ণন করিয়াছেন তাহা মিথ্যা, আমরা একথা বলি না। কেবল মুসলমানেরা কেন, হিন্দুরাও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উপরে অসন্তুষ্ট। তবে ভদ্র মুসলমান এবং হিন্দুদিগের ওহাবিদিগের সহিত বৈলক্ষণ্য এই, ওহাবিরা রাষ্ট্রবিপ্লবের চেষ্টা পাইতেছে, ইহাঁরা স্বপ্নেও সে ইচ্ছা করেন না, মুখেও কখন সে কথা আনেন না, প্রত্যুত ওহাবিদিগের প্রতি যার পর নাই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে যে অংশে ইহাঁদিগের অসন্তোষ আছে, সৎ উপায় দ্বারা সর্ব্বদা তাহার সংশোধন চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব ভারতবর্ষীয়দিগের মনের ভাব পরীক্ষার নিমিত্ত যে প্রস্তাব হইয়াছে, আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার অনুমোদন করিতেছি। অসন্তোষের নিদান নির্ণীত হইলে প্রতীকারেরও উপায় হইয়া আসিবে।

নামধারীদিগের চাঞ্চল্য।

সম্প্রতি প্রতি সপ্তাহেই পঞ্জাব হইতে উদ্বেগ সূচক সংবাদ আসিতেছে। অমৃতসরের কসাইদিগের হত্যা অবধি পঞ্জাবের লোকের মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। হত্যাকারীরা কোকা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন চাঞ্চল্যের অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এক দিন কোকা সম্প্রদায় ও তাহাদিগের অধিনায়ক রামসিংহকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিতেছিলেন। সর জন লরেন্সের সময়ে এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয় এবং রামসিংহের উপরে পুলিসের দৃষ্টি রাখিবার আজ্ঞা হয়। কিন্তু উহাদিগের রাজনীতির সহিত কোন সংস্রব নাই ইহা প্রতিপন্ন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আর কিছু করা আবশ্যক জ্ঞান করেন নাই। সম্প্রতি কোকাদিগের ভাবের কতক পরিবর্ত্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। রামসিংহের অনুচরদিগের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে অনুচরগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে। যে সকল লোক অপরকে বিমোহিত করিয়া ঐশ্বরিক সম্মান লইবার লোভ করে, তাহাদিগের প্রায়ই ঐহিক ক্ষমতার অর্জনচেষ্টা থাকে এটী স্বাভাবিক। অতএব যদিও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তথাপি আনুমানিক ঘটনা ও অবস্থা বিবেচনা করিলে কোকাদিগের রাজনৈতিক সংক্রান্ত ক্ষমতার লোভ নাই, একথা বলা যায় না। তাহারা কি চায়? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়া আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন কি তাহাদিগের উদ্দেশ্য? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান এক্ষণে সম্ভাবিত নয়। তাহারা যদি

বিদ্রোহের ইচ্ছা করে কি না? তাহাও অনিশ্চিত; কিন্তু সমুদায় পঞ্জাব প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতক স্থানের লোকে যে চঞ্চল হইয়াছেন ইহা নিশ্চিত। কি হইতেছে বা হইবে তাহা কেহ জানেন না, সকলেরই মনে একটি অনিশ্চিত বিষয়ের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছেন, শীঘ্র একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে। ওহাবিদিগের কার্য্যনিবন্ধনও লোকের মনে আশঙ্কা হইয়াছে। এই দলের অভিপ্রায় কি? তাহা এপর্য্যন্ত দেশের অধিকাংশ লোকে জানিতেন না। হিন্দুদিগের ত কথাই নাই, মুসলমানদিগের মধ্যেও ইহাদিগের উপরে চটা। কিন্তু বিচারপতি নর্মানের হত্যার পর ওহাবিদিগের উপরে লোকের চক্ষু পড়িয়াছে। তাহারা নিরন্তর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নাশের চেষ্টা পাইতেছে। তাহারা অভীষ্ট কার্য্য সাধনার্থ অপমান অত্যাচার মৃত্যু কিছুতেই ভয় পায় না। আপাতঘটিত কয়েকটি ওহাবি মকদ্দমা নিবন্ধন ওহাবি সংক্রান্ত চাঞ্চল্য অধিকতর হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের চাঞ্চল্য দূর করিবার কোন চেষ্টা পাইতেছেন না। লোকের উদ্বেগের আর এক কারণ আছে। রুশীয়গণ আফগানিস্থানের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের যাহা স্থির থাকুক না কেন এদেশের অধিকাংশ লোকের সংস্কার এই, অতি শীঘ্র ভারতবর্ষের প্রভুত্ব লইয়া ইংলণ্ডের রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ হইবে। কাবুলের আমীর ও সমুদায় পাঠান জাতি তাহাদিগের সাহায্য করিবেন, এটিও লোকে স্থির করিয়াছেন। নানা কারণে প্রজারা এই, সমুদায় দেশই শঙ্কিত হইয়াছেন; সকলেই উদ্বিগ্ন; কত আন্দোলন হইতেছে। স্থির এই, গবর্ণমেণ্ট এই উদ্বেগ দূর করিবার কোন চেষ্টা পাইতেছেন না; যাঁহাদিগের হস্তে এক্ষণে দেশ শাসনের ভার আছে, তাঁহারা বর্ত্তমান আশঙ্কা দূর করিবার উপযুক্ত লোকও নহেন। গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসরাবধি আপনাদিগের রাজস্ব প্রণালী নিবন্ধন সকল লোককে চটাইতেছেন। কোন লোক এমত কথা বলেন না যে তিনি সুখে আছেন; তদুপরে পীড়া, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও প্লাবন নিবন্ধন লোকের ক্লেশের সীমা নাই। এ সময়ে রাজনীতি সংক্রান্ত চাঞ্চল্য প্রার্থনীয় নহে। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? গোরাদিগের প্রভুত্ব কোন দেশে কোন কালে সুখের হয় নাই। গোরাদিগের যদি যথার্থই রাজনীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকে দমনে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইতেছে। ওহাবিদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই তাহারা মানব জাতির শত্রু। বিচারপতি নর্মানের হত্যা নিবন্ধন সকল শ্রেণীর লোক তাহাদিগের উপরে কেবল চটিয়াছেন এমত নহে, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বেষী হইয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক বাক্যে তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। তাহাদিগের বিরুদ্ধে জয় না করিলে আর চলে না। গবর্ণমেণ্ট নিজের কার্য্য দোষে তাহাদিগকে বিপক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রাজনীতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের রাজস্ব নীতি অতিশয় জঘন্য। তাঁহারা মনে করেন লার্ড আর্গাইল অনুমোদন করিলেই তাঁহাদিগের লোকপ্রিয়তা হইল, কিন্তু সেটী ভ্রম, সাধারণের অসন্তোষ তাহাতে যায় না। ষ্টেটসেক্রেটারির লোকের মনের উপরে ক্ষমতা নাই; যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণের মত অগ্রাহ্য করা অন্যায়। গবর্ণমেণ্ট আশা করেন, সকলে প্রফুল্ল থাকিবেন, অতএব প্রজাদিগের মত গ্রাহ্য করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য।

—•—

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষের কারণ।

প্রস্তাবান্তরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এদেশীয়েরা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উপরে সন্তুষ্ট নহেন। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথম, অত্রত্য প্রধানতম রাজপুরুষদিগের এদেশের প্রজার সহিত সমদুঃখসুখতা নাই। উহাঁরা নিতান্ত নিষ্ঠুরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। গ্রাম বন্যায় উৎসন্ন হইল, প্রজারা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, রাজপুরুষেরা পাষাণ পুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিলেন, গ্রামে মারীভয় হইয়াছে উহাঁরা শুনিয়াও শুনিলেন না। পক্ষান্তরে "প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্" ইত্যাদি বাক্য এদেশীয় প্রজাদিগের স্মৃতিপথে সদা আরূঢ় আছে। তাঁহারা ভাবেন, প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা কিন্তু ইহার বিপরীত দর্শন করেন, সুতরাং অসন্তোষ জন্মে; দ্বিতীয়, লার্ড লরেন্সের পূর্ব্বতন প্রধানতম রাজপুরুষেরা এদেশের যেরূপ উন্নতি চেষ্টা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রধানতম রাজপুরুষদিগের সেরূপ চেষ্টা দূরে থাকুক, তাঁহারা যে সমস্ত উন্নতি পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, ইঁহারা তাহা রুদ্ধ করিতেছেন, তৃতীয়, ইঁহাদিগের একটী কর্ত্তব্য প্রচার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট নাই। ইঁহারা মুখে বলেন, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ না করিয়া সকল প্রজাকে সমভাবে পালন করিবেন, এবং অপরাধির সমভাবে দণ্ড দান করিবেন, কিন্তু কার্য্যকালে প্রায়ই তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। একজন ইউরোপীয় আর একজন এদেশীয় উভয়ে এক অপরাধে অপরাধী হইল, এদেশীয়ের দণ্ডদান কালে লেখনী অনর্গল চলিয়া গেল, দ্বিরুক্তি বিলম্ব না করিয়া তাহাকে দণ্ডযুক্ত করা হইল।

ইউরোপীয়ের বেলা লেখনী আটকিয়া গেল। বহুক্ষণের পর তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইল দেখিয়া। আমরা শুনিলাম, এদেশের তিন ব্যক্তি সিবিলিয়ান হইয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। শুনে যেমন আমাদের হর্ষ হইল, সেই ক্ষণেই রাজপুরুষদিগের অনুদার ভাবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। রাজপুরুষেরা সিবিল সর্বাণ্ট ১৯ বর্ষ পরীক্ষাকাল করিলেন, কেন রাখিলেন কেন? যদি কেহ ভারতবর্ষে বসিয়া গ্রন্থ লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁহার সিবিল সর্বাণ্ট পদ পাইবার বাধা কি? যুক্তি ত তাঁহার প্রতিকূলবাদিনী হইতেছে না। এ অনুদার নিয়মটী উপর হইতে হইয়াছে বটে; কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা এই যে, এদেশীয়েরা পরীক্ষা দিতে না পারেন। আমাদিগের এ বাক্যটী প্রমাদপূর্ণ নহে। পরীক্ষা ব্যতি এদেশের কয়েক ব্যক্তিকে সিবিলিয়ান করিবার যে আজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা কোন্ গবর্ণমেণ্ট রহিত করিয়াছেন? বর্তমান গবর্ণমেণ্টের এইরূপ শত শত অনুদারতা পক্ষপাতিতা দূষিত অন্যায্য কার্য্য আছে, উদাহরণ স্বরূপ তাহার কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইল। এরূপ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কি?

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। রাজা শ্রীকালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সি, এস, আর, এ, এস, বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবের হত্যা নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিয়া দুটী সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ একখানি কাগজে প্রকাশ করিয়া সর্বত্র বিতরণ করিতেছেন। উহার একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে আমরা উহা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

২। বিজ্ঞান রহস্য নামে একখানি মাসিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ ইহার প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছেন। এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা নাই। বিজ্ঞান চর্চা ব্যতিরেকে জ্ঞানের ও তন্মূলক দেশের প্রকৃত উন্নতি লাভ সম্ভাবনা নাই। যে উদ্দেশ্যে এখানি প্রণীত হইতেছে, তাহা যে সুন্দররূপে সাধিত হইবে, ইহার প্রথম খণ্ড দর্শন করিয়া আমাদিগের স্পষ্ট অনুভব হইল। লেখকের লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শনার্থ একটী প্রস্তাব স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল, পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

৩। প্রমোদকামিনী কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। অলিবর গোল্ডস্মিথ প্রণীত "হারমিট" অবলম্বন করিয়া প্রমোদকামিনী রচিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ প্রণয় ও স্ত্রীলোকের স্বভাব বর্ণনই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। অধিকাংশ পদ্য কোমল মিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে যে অমিত্রাক্ষর পদ্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, তাহাও নিতান্ত নীরস হয় নাই।

৪। রসরঙ্গ। ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা। এখানি প্রতি সোমবারে প্রকাশিত হইতেছে। মূল্য ১ পয়সা। ইহা গদ্য পদ্যে লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। বিশেষতঃ পদ্যগুলি অপেক্ষাকৃত মিষ্ট হইতেছে। পদ্যগুলি পাঠ করিলে বোধ হয়, স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কোন ছাত্র ইহা লিখিতেছেন।

৫। টাসমেনিয়ার যাত্রিদিগের প্রতি উপদেশ। ইহাতে টাসমেনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশ স্থান, উৎপন্ন দ্রব্য, কৃষি বাণিজ্য, অধিবাসীদিগের স্বভাব রীতি নীতি ও ব্যবসায় প্রভৃতি বহু অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহারা টাসমেনিয়া যাইতে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, এতৎপাঠে তাহাদের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৬। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক। ৺বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন ইহার প্রণয়ন করেন। ইনি কাব্য কৌমুদী ও কৃষ্ণকেলী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ১২৬৬ সালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত সংস্কৃত নাটক অবলম্বন করিয়া এখানি রচিত হইয়াছে। তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা মুদ্রিত হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র দ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখানি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের অধিকতর আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই।

৭। নিদেশক, এবং শস্ত্র শারীর বিদ্যা ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম ডি, কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। ইহাতে অস্থি ও সাধারণ শারীর বিদ্যা ও হস্তপদের অস্থি বিন্যাস বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ১১০ খানি উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফিক ছবি দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অধিক ইহার একটী বিশেষ গুণ দেখা গেল, অনুবাদস্থলে যতদূর পারে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই। ইংরাজীর পরিবর্তে যে সকল বাঙ্গলা শব্দ নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তৎপ্রকাশক ইংরাজী শব্দগুলি নিম্নে টীকাকারে লিখিয়া দিয়া গ্রন্থকার বিশেষ বুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন।

৮। ৺কবি রামপ্রসাদের জীবন চরিত। শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ ইহার সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন। রাম প্রসাদ ১১২৮ সালে নবদ্বীপের অন্তঃপাতী হালিসহরের নিকটে কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর ইহার কবিত্বশক্তি, রসিকতা এবং উপস্থিতবুদ্ধিতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দেন। ইহার রচনা, কাব্য, গান ইত্যাদি যে কোন প্রকার কবিতায় তিনি রচনা করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার গুণে অধিক হইত। পারস্য, হিন্দি, বাঙ্গলা এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাদের পিতা এইরূপ উপস্থিতবক্তা ছিলেন। তিনি যে স্থানে যে সময়ে কথোপকথন করিতেন, তাহাতে বিলক্ষণ আমোদ হইত। রামপ্রসাদের সঙ্গে …

বিদ্যার তাদৃশ চর্চা ছিল না। সুতরাং তাহার খ্যাতি বহুদূরব্যাপী হয় নাই। যাহা হউক, শ্যামাচরণ রায় যে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া রসসাগরের নাম, ধাম ও জীবনচরিত ও তাঁহার কবিতাগুলির পুনঃপ্রকাশ করিলেন, এনিমিত্ত তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই।

৯। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন, এখানি তাহার ১১ শ সংখ্যা, (২য় কাণ্ড)।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই আশ্বিন সোমবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বিশপ মোলান মহাশয় কলিকাতার দরিদ্র দিগের সাহায্যার্থ ১৮৬৯ অব্দে যে এক ভাণ্ডার স্থাপন করেন, তিনি পুনর্ব্বার ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহার মধ্যে ৮০ সহস্র ইউরেশীয়দিগের এবং ২০ সহস্র টাকা খৃষ্টীয়ানদিগের জন্য দেওয়া হইবে। একণে ঐ ইউরেশীয় সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে, উহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১০০ এবং হিন্দুর সংখ্যা ১২ জন বৃদ্ধি করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই দানের নিমিত্ত উঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই টাকা যদি এখন পারস্য দেশে পাঠাইতেন, অধিকতর পুণ্য ও যশ অর্জ্জন করিতে পারিতেন।

সম্প্রতি মাজিলপুর ষ্টেসনে অত্যধিক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ২২ এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা কালে আরম্ভ হইয়া পর দিন বেলা ১১ ঘটিকার সময় উহার শেষ হয়। অধিকাংশ কাঁচা বাটী পতিত হইয়াছে এবং আরও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। যেখানে কয় দিন যে টেকার অপেক্ষা চাষ হইয়াছে, এখানেই সে কি হয় বলা যায় না।

আগামী ২৮ এ অক্টোবর গবর্ণর জেনরল সিমলায় যাত্রা করিবেন। নবেম্বরের শেষে অমৃতসর ও লাহোর হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। এই সময়ে পুনঃ ইংলণ্ডবাস পরিত্যাগ করা হেতু।

আমরা ও আহ্লাদিত হইলাম, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের করদমহল, চট্টগ্রাম ও ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং গারো পর্ব্বতের অধিবাসীদিগকে গবর্ণর জেনরল ইনকম টেক্সের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। মুক্ত করিলেন কেন? এ সকল দেশে যে ভাগ্যবান লোকের বাস, দুই চারি দিনে রাজভাণ্ডার পুরিয়া যাইত।

আণ্ডামানের জঙ্গলে চন্দন কাষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার কাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছে। উহা অন্ধকারে রাখিলে অঙ্গারের ন্যায় উজ্জ্বল দেখায়। এই কাষ্ঠে কি জানালা ও দরজা হয় না? তাহা হইলে ত ঘরে বিনা রোসনাই হয়।

১৮৬১ অব্দে বঙ্গদেশে ৮২৪টী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং ৪০৭১৪ জন ছাত্র ছিল। ১৮৭০ অব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১১১ এবং ছাত্র সংখ্যা ১৭০৭৬৩ বৃদ্ধি হইয়াছে।

ফিনান্সেক্রেটরি লিখিয়াছেন, এক্ষণে সমুদায় ভারতবর্ষে ৪০৭১ মাইল রেলওয়ে আছে। এই রেলওয়ে দ্বারা কলিকাতা পেশোয়ার, বোম্বাই ও লাহোর গমনাগমন করা যায়। ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই সমুদায় রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় ঐ টাকা লাভ হইয়াছিল। সমুদায়ে ৯ টী রেলওয়ে কোম্পানি ও ইহাতে ৫১৪১১ অংশীদার আছেন। ইহার মধ্যে ৫৬৪ জন এতদ্দেশীয়, অবশিষ্ট ইউরোপীয়। গত বৎসর ১৮ ১৭৪৬৮১ লোক রেলওয়েতে গমনাগমন করিয়াছে। রেলওয়ের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের ১৩১৬০০০০ টাকা ব্যয় হয়।

সেদিন এক জন মুসলমান জুয়া খেলিয়া ছিল বলিয়া ইব্রাহিম সাহেব উহার ৫ টাকা জরিমানা করিয়া দিয়াছেন, এরূপ অপরাধে তিনি পরে ১০ টাকা জরিমানা ও তাহার পর কারাবাসের আজ্ঞা দিবেন। দুঃখের বিষয় এই, অন্যান্য অনেক স্থানে লোকে পুলিসের সম্মুখে অক্লেশে জুয়া খেলে। জুয়াখেলা কি এক স্থানে আইন সঙ্গত ও অপর স্থানে আইনবিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়?

ইংলিসম্যান বলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রেসিডেন্সি কালেজের সিবিল ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে একটী নূতন শ্রেণী খুলিয়া ছাত্রদিগকে সর্ভেইং ও ইঞ্জিনিয়রিং শিক্ষা দেওয়া হইবে। এনিমিত্ত যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করিবেন।

উক্ত কাগজ লিখিয়াছেন, চাঁদপুরের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা মৌলবী মহম্মদ সালি মহম্মদ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, আগামী বৎসরে আকাশে এরূপ এক আলোক শিখা উদিত হইবে যে সেরূপ কেহ কখন দেখেন নাই। এটী ২৪ মিনিট থাকিয়া অদৃশ্য হইবে। উত্তর দেশের লোকেরা উহা স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাইবে। পারস্য ও চীন দেশ লোকেরা বোধ হয় দেখিতে পাইবেন। ইহার ফল এই হইবে যে, যে দেশে ঐ উল্কার আলোক পতিত হইবে, তথায় দুর্ভিক্ষাদি হইয়া বহু সংখ্য লোকের মৃত্যু হইবে। দিল্লীর দিকে আলোকটী পতিত হইলে অনেক মঙ্গলের হয়।

আমরা শ্রবণ করিলাম, অচিকিৎসক কার্য্যের অনেকগুলি প্রধান প্রধান সভ্য ... করিয়া ষ্টেটসেক্রেটারির নিকট এই বলিয়া এক আবেদন পাঠাইবেন যে, উক্ত কার্য্যে ২২ বৎসরের অধিক বয়স্কদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া এবং ৫৫ বৎসরের পর কার্য্য পরিত্যাগ করা, এই দুটী আইন রহিত হয়। শেষোক্ত নিয়মটী শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মচারিদিগের প্রতি খাটিবে না স্থির হইয়াছে। কেবল বিচার সংক্রান্ত কর্মচারীরাই ইহার অধীন হইবেন কেন? ... অধিক বহুদর্শিতা লাভ না করিয়া বিচার পতি হইলে কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টি হয় না।

১৮ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

নিজাম্পতি নর্দ্দানের হত্যার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিবার জন্য গত রবিবার সন্ধ্যাকালে মুন্সী আমীর আলীর বাটীতে মুসলমানদিগের একটী সভা হইয়াছিল। তাঁহার গুণাবলির ব্যাখ্যা করিয়া পরে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন এবং কেহ বলেন যে মুন্সী কতিপয়টীকে পুরস্কার করে উহার পুরস্কারার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব হয়। সভা স্থলেই ১০২ টাকা চাঁদা

সংগৃহীত হয়। অত্র মুসলমানেরা যে নর্ম্মাণ সাহেবের হত্যাকারীকে ঘৃণা করেন, এটী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

প্যারিসের মিউনিসিপালিটী যে উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছেন, তদর্থ মাক্রাজে এক দিনে চাঁদা হইয়া ১৭৫২১৩ টাকা সংগৃহীত হয়। সমুদায়ে যত টাকা উঠিয়াছে তাহা প্রয়োজনেরও অধিক হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে আর একটী শ্বেতহস্তী পাওয়া গিয়াছে। তত্রত্য রাজা ঐ হস্তীটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিয়াছেন। এই রাজা শ্বেতহস্তী অতিশয় ভাল বাসেন।

বোম্বায়ের গবর্ণর কোলাবার বাতুলালয়ে যে সকল অত্যাচার হয়, তাহার নিবারণার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। তিনি সংপ্রতি উক্ত বাতুলালয়ে গিয়া বিশেষরূপে সমুদায় বিষয়ের পরিদর্শন করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, মধ্যস্থ খিলওয়াজীরস জাতির বহু সংখ্য লোক আসিয়া নিয়াজাত্তের কমিসনর মেজর মনরোর পদতলে অস্ত্রাদি রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। এই জাতি পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অধীনে ছিল, পরে ২ পলিত শিখ পদাতিক দলকে আক্রমণ করিয়া নিয়াজাত্তের নিকটস্থ সীমায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

নর্ম্মাণ সাহেবের মৃত্যুর পর অবধি কতকগুলি দুষ্ট লোক হাইকোর্টের জজদিগকে এবং পুলিষ কমিসনর প্রভৃতিকে নানা প্রকার বিনামী পত্র লিখিতেছে। আমাদিগের নিকটেও একজন এক খানি পত্র লিখিয়াছে। তাহা এই স্থানে গৃহীত হইল।—

"তোমরা গো আমি এক জন ষণ্ড, যো মানুষ খুন করেছে আমি তাদের বাড়ি দেখয়ে দিতে পারি, আর তার অনেক লোক আছে তাদের দেখয়ে দিতে পারি। যদি আমাকে ৩০০০ টাকা দাও আর আমার যদি কিছু না হয়, তাহলে তোমাদের খবরের কাগজে লেখে দিও, আমি সব করবো। আমার বাড়ি কোন মসজিদ"।

সংপ্রতি বোম্বায়ে একদল ইসমা বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু হত্যাদি দুর্ঘটনা হয় নাই। সবিশেষ সতর্কতা সহকারে সীমায় শান্তি রক্ষা করা আবশ্যক।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, ওহিওতে একটী হোটেলের সম্মুখে এরূপ একখানি দর্পণ আছে যে, প্রবেশ কালে ঐ দর্পণে আপনাকে নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষুধিতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু আহারের পর বাহির হইবার সময় উত্তম হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। ভারতবর্ষস্থিত হোটেলধারিরা যদি এই উপায় অবলম্বন করেন, ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে পারে।

মান্দ্রাজে সমুদায়ে ৩৪২ টী ডাকঘর আছে।

১৯ এ আশ্বিন বুধবার।

গত শুক্রবার আর একজন হত্যাকারী টাউনহালে আসিয়াছিল বলিয়া নগরময় জনশ্রুতি হয়, কিন্তু এ ব্যক্তি হত্যাকারী নয়, একজন গাঁইটকাটা। একজন সর্দারের পকেট হইতে টাকা চুরি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে ঐ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। উহার নিকটে একখানি ছুরিও ছিল। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভীত হইয়াই থাকে।

আমরা স্থানান্তরে পুলিষ কমিসনরের প্রেরিত একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি বিচারপতি নর্ম্মাণের হত্যার কারণ বিষয়ে কোন সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৩০০০ সহস্র টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এটী মন্দ উপায় নয় বটে; কিন্তু ইহা দ্বারা অভীষ্ট লাভ হইবে কি না, বলা যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় শীঘ্র শীঘ্র আবদুল্লার ফাঁসী না দিলে অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বর্ত্তমান দুর্ঘটনা দ্বারা ইংলণ্ডের লোকের ভারতবর্ষবাসীদিগের মনের ভাব কিরূপ, তাহার অনুসন্ধানের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্টের আগামী সেসিয়নে ফসেট সাহেব পুনর্ব্বার এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। যদিও রাজকীয় কমিশন না হয়, অন্ততঃ রাজস্ব কমিটি ভারতবর্ষে আসিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলেও অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

বারলিনের সূত্রধরেরা ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাদের প্রভুরা উহাদের প্রত্যহ ১১॥০ ঘণ্টা পরিশ্রমের নিয়ম এবং শতকরা ১৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া না দিলে তাহারা আর কাজ করিবে না। একতা যেমন ইষ্টের, তেমনি অনিষ্টেরও হেতু হয়।

২০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

দারজিলিঙ্ নিউস বলেন, তথায় ১৬ অবধি ২৪ টাকা পর্য্যন্ত এক শত মণ কাষ্ঠ বিক্রীত হইতেছে। দারজিলিঙের পক্ষে এ প্রকার উচ্চ মূল্য আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি হুগলির সদর মুন্সেফের নিকটে অত্রত্য জজ আদালতের একজন লেফেলে উকীল ফির জন্য নালীশ করেন। তিনি একটী অধিক টাকার মকদ্দমায় তিন জনের সম্মুখে প্রত্যর্থীর হইয়া একখানি দরখাস্ত পত্র দাখিল করিয়াছিলেন। প্রত্যর্থিগণ বিনামী সম্পত্তির উপরে কোন আপত্তি করেন নাই। দরখাস্ত পত্র দাখিলের নিয়ম উকীলকে এক কালে ১২ টাকায় চুক্তি করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তিন বৎসর গত হইবার পরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উকীল ৭৮৮ টাকার এক নালীশ করেন। কিন্তু হুগলীর উপযুক্ত সদর মুন্সেফ বাবু মহেশচন্দ্র রায় এই মকদ্দমা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া ডিস্মিস করিয়াছেন। উকীলের ফির যে তালিকা আছে, তাহা যাহা পূর্ব্বে যেরূপ হউক, এক্ষণে অনিষ্ট হইতেছে। প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে যেমন ফির তালিকা আছে, সেই প্রকার সর্ব্বত্র করা কর্ত্তব্য।

হডসন সাহেব নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে সওদাগরী চাকরদিগকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ প্রকার নিষেধ আজ্ঞা মধ্যে মধ্যে প্রচার হইয়া থাকে, কিন্তু তদনুসারে কাজ করা দেখিতে হয় না।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করি[illegible]

প্রাদেশে পুনর্ব্বার জ্বর আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক পীড়িত হইয়াছেন।

গত শনিবার বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন বিবাহের আইন সম্বন্ধে এক উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। যদিও আমরা তাঁহার সকল মতের অনুমোদন করি না, তথাপি তিনি সকল দেশের বিবাহ সংক্রান্ত আইন এর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। এই সভাটী কেশব বাবুর হস্তে জন্ম; ব্রাহ্ম বিবাহ বিলের সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই সভায় কেশব বাবু কেবল ব্রাহ্ম বালিকাদিগের ১৬ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৪ বৎসরে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এটী কতক বুদ্ধির কার্য্য সন্দেহ নাই।

অমৃত বাজার পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, গ্রীষ্ম বিশেষতঃ প্রত্যেক বৃক্ষে সহস্র সহস্র সর্প রহিয়াছে। উক্ত পত্র যথার্থই বলিয়াছেন, এই সময় সর্প বধের নিমিত্ত পুরস্কার দিলে বিস্তর সর্প নষ্ট হইবে।

২১ এ আশ্বিন শুক্রবার।

লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব দুই করিয়া পাকিবার লোক নহেন। রোহিলা জাহাজ হইতে তিনি আর এক "মন্তব্য" লিখিয়াছেন। এবার মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে মন্তব্য লেখা হইয়াছে। ক্যাম্বেল সাহেব সকল গোয়ালের গরু এক গোয়ালে প্রবেশ করাইতে চান। আগামী বারে আমারদের এ বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

নাশনাল পেপার বলেন, কাশীর ৩০ জন প্রধান পণ্ডিত বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ব্রাহ্ম বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। কেশব দল সকল বিষয়েই কিছু নূতন করিতে চান।

সম্প্রতি যে কয়েকজন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অন্য পরিবার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সুখের বিষয় এই, "কালা" সাহেব "সাজেন নাই।

২২ এ আশ্বিন শনিবার।

একজন অজ্ঞাতনামা গ্রাহক প্রস্তাব করিয়াছেন, বিচারপতিগণকে ৩ বৎসর অন্তর বদলী করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা চিন্তিত হইলাম, আমরা এ মতের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। সকল আদালতে কতকগুলি অত্যাচার মোক্তার ও উকীল আছেন। দীর্ঘকাল এক স্থানে না থাকিলে এ সকল লোকের স্বভাব জানা যায় না।

সৈন্যদিগকে অর্থশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে এক আপসিক যুদ্ধ হইয়াছে। সমুদায় ইংলণ্ড কুড়াইয়া ৮০টী কামানের অশ্বের অধিক পাওয়া যায় নাই। এককালে অশ্বারোহীর সঙ্গে সঙ্গে একখানি দুগ্ধের গাড়ী গিয়াছিল। বিলাসপ্রিয়তা ইংরাজদিগকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে—,

৪ টাকা	নিকৃষ্ট	৯৯৪০/৯৯৪৸৵
৪ ,,	কোং	৯৯৬ । ১০০
৪॥ ,,	,,	১০৫৸৴/১০৫৸৵
৪॥ ,,	,,	১০৪৸।১০৪৸৵
৪॥ ,,		১০৩।১০৩৸
৫ ,,	,,	১০২।১০৩।
৫॥	,,	১১২৸৵/১১৩

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ সেপ্টেম্বর। বাবু রাধাগোবিন্দ দাস কিছু দিনের জন্য হুগলী কালেজিএট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধি হইবেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর সিবিল সার্জ্জনের কার্য্য কর্নিস সাহেব কিছু দিনের জন্য গোয়ালপাড়ার সহকারী কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বহরমপুরের সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটির মেম্বর হইবেন।

বাবু লক্ষ্মীপত সিংহ বাহাদুর।

" লক্ষ্মপত সিংহ বাহাদুর।

বাবু গোবিন্দ মোহন ঘোষ।

বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

" বৈকুণ্ঠনাথ দাস।

৩০ এ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার প্রতিনিধি কার্য্যে ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার ই. জে. বার্টন (এম এ) বিশ্রামার্থে কিছু দিনের জন্য কলিকাতার টোল্স ও ষ্টেসনারির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২ রা অক্টোবর। বাবু মদনমোহনের কার্য্য কিছু দিনের জন্য উড়িষ্যা বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন কিন্তু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষার যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, তাঁহাকে সে পরীক্ষা দিতে হইবে। বাবু ব্রজনাথ মিত্র উড়িষ্যা বিভাগে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন বলিয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা রহিত হইয়াছে।

বাবু কেদারনাথ রায় রাজশাহী বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন। কিন্তু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষার যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, ইঁহাকে সে পরীক্ষা দিতে হইবে।

আর ই. ব্রেডীকার্ট আসামের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন।

৩ রা অক্টোবর। অনরিবল এস. হবকোর্ট ডেবিস ১৮৭১ অব্দের ১লা হইতে ১০ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ির চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি ছিলেন।

সি বার্ণার্ড।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২৪ এ সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হুগলীর বাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ কমিটির সভ্য হইবেন।

আদালতের জজের উপস্থিতকালীয় কর্ম্মচারী।

কুমার চন্দ্রকান্ত সিংহ।

ডাক্তার কক্স।

বাবু হরসুন্দর লাল।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। ১ লা সেপ্টেম্বরের আজ্ঞার সংশোধন হওয়াতে বাবু লালচন্দ্র দে (বি, এল) ছুটি লইবার জন্য গোয়ালন্দের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন।

জেমস প্রাট।

এফ এস, ব্রাউন।

রাজা বরদাকান্ত রায় বাহাদুর।

বাবু শশিভূষণ সরকার।

" হরিমোহন দত্ত।

" রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুনর্ব্বার কোরাপুট সভার সভ্য হইবেন।

জে. এস, মাকুইন।

এস, জি জিনলি।

এ. নিবল খোরদার চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

এস, সি বালি।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। অবজর্ভর পত্র বিচারপতি নর্ম্মানের হত্যাকারীর বিচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, একার্য্যটী রাজনীতি ঘটিত নহে। উক্ত পত্র বলেন, ভারতবর্ষীয় মুসলমান

জেহাই নাবাজন আলজোম দুর্ভিক্ষ প্রবাদ করিব, কিন্তু এ অনশ্বেষে ক্রমে কমিয়া যাইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, যত দূর অনশ্বেষের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় বাস্তবিক তত দূর নহে।

বেলগ্রেড, ১০ই সেপ্টেম্বর। বিক্টোরিয়া। আজিকা পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন হইতেছে।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশে চারিদিকে রেলওয়ে খুলিবার জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় অর্পিত হইয়াছে।

অর্থের যদি হইতে ক্রমে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইতেছে।

সাংঘাইয়ে ভয়ানক অগ্নিদাহ হইয়া প্রায় ১০০০০০০ টাকা ক্ষতি করিয়াছে।

লণ্ডন ২৮এ সেপ্টেম্বর টেলিগ্রাম। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক শতকরা ৫ টাকা ডিস্কাউন্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮এ সেপ্টেম্বর। গত কল্য হাডষ্টোন সাহেব আবর্ডিন নগরে, স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজ্ঞী পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়াছেন।

সর ওয়ালটার মর্গান উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারপতি হইয়াছেন বলিয়া [illegible]

পারিস ২৭এ সেপ্টেম্বর। পারিসের মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এক টাকা উঠাইয়াছে যে, যত টাকার প্রয়োজন ছিল তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮এ সেপ্টেম্বর। টাইমস পত্র অদ্য বার্লিনের এক টেলিগ্রাম প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে জানা যায়, ট্রিয়ার্স বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অদ্যাপি এ পর্য্যন্ত তাহাতে সম্মত হন নাই।

পারিস ২৮এ সেপ্টেম্বর। আল্‌সেস ও লোরেন বর্গের সম্বন্ধে পর আর কোন সন্ধি হয় নাই এই বাক্যের সমর্থনার্থ ব্যারন ডোস্ট একখানি সরকুলার প্রচার করিয়াছেন।

উদ্ধৃত।

(বিজ্ঞান রহস্য।)

বিজ্ঞানশিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব

এতকাল পরে এতদ্দেশীয় বিদ্যালয় সমূহে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছেন। বিজ্ঞান শিক্ষা করা যে অতীব আবশ্যক, তদ্বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিয়া যদি বিজ্ঞান-শাস্ত্র সংক্রান্ত কোন ইংরাজি গ্রন্থই অধ্যয়ন করা না হইল, তাহা হইলে তাহা শিক্ষার পরিশ্রমই এক প্রকার বিফল। কাব্য সাহিত্যাদি পাঠের নিমিত্ত ইংরাজি শিক্ষা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই, কাব্য সাহিত্য স্বদেশেও যথেষ্ট আছে। বস্তুতঃ, ইংরাজি সাহিত্যাদি পাঠে কোন ফল নাই, ইহা বলা কদাচ আমাদের অভিপ্রেত নহে। সেক্সপীয়র ওয়ার্ডস্বর্থ পাঠে কে না বিমোহিত হয়েন? ইংরাজি ভাষায় সম্যক্ অধিকার না জন্মিলে রাজদ্বারে আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, কেবল ভাষা শিক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ভাষা শিক্ষা করিলেই প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা করা হয় না। ভাষা বিদ্যামন্দিরের দ্বার স্বরূপ। যদি বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়ের যথাবিধানে পরিচালনা [illegible] অবশ্যকর্ত্তব্য হয়, যদি বিশ্বব্যাপার সমুদায়ের কারণ অনুসন্ধান করা মানবীয় মনের স্বভাবসিদ্ধ হয়, যদি গগনমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির আকার-প্রকারাদি পর্য্যালোচনা করা প্রীতিপ্রদ বলিয়া প্রতীতি হয় এবং যদি জল, বায়ু তাপ, তাড়িতাদির স্বরূপ নিরূপণ করিয়া আমাদিগের অবস্থার উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্যাশিক্ষার যে সমস্ত ফল, তাহা কখনই বিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অনুশীলনে তাদৃশ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিজ্ঞানশাস্ত্র-শিক্ষায় যরূপ জ্ঞান লাভ হয়, অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলনে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় যেরূপ মার্জ্জিত হয়, অন্য শাস্ত্র-শিক্ষায় কদাপি সেরূপ হয় না। বিজ্ঞান শাস্ত্র-প্রকাশিত অত্যাশ্চর্য্য ও অবিদিতপূর্ব্ব ব্যাপার সকল অবগত হইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দের সঞ্চার হয়, কবি কল্পনা-কল্পিত অলীক উপাখ্যান পাঠে কখনই সেরূপ হয় না। ভাবুক ভূমির উদরে যেখানে এক্ষণে অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, নগাধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে অবস্থিতি করিতেছে, তথায় এককালে সাগরজলে অসংখ্য জীবসকল অধিবাস করিত ও সুবেক-সন্নিহিত হিরন্ময়োদ্ভূত ভূভাগে পূর্ব্বকালে ভুবনেশ্বর, লোম-পরিবৃত গজেন্দ্র সকল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব, এই জীবলোকে রাজত্ব ও প্রাধান্য করিয়া আসিতেছে, কখন কীটাণুগণ, কখন শম্বুকগণ, কখন মৎস্য, কখন বা সরীসৃপ, কখন বা পক্ষ্যাদি এই জীবলোকে আধিপত্য করিয়াছে ও অবশেষে মনুষ্য আসিয়া সমগ্র ধরাতল স্বীয় করতলস্থ করিয়াছেন ও কালসহকারে উৎকৃষ্টতর জীবের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব বশতঃ তাঁহারও তিরোভাব হইতে পারে, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে অন্তঃকরণে যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, কবিকল্পিত কাল্পনিক উপন্যাস পাঠে কখনই সেরূপ হয় না। পূর্ব্বে সংস্কার ছিল, পণ্ডিত হইলেই বিষয়বুদ্ধিশূন্য ও সংসারের অকর্ম্মণ্য হইতে হয়, বস্তুতঃ কেবল কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রাদির অনুশীলনে সাংসারিক-জ্ঞান লাভের কি সম্ভাবনা? যদি সংসারক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সংসারের কিঞ্চিৎ উপকার করা সাংসারিক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই।

এক শত বর্ষেরও অধিক হইল, ইংরাজেরা এদেশে আধিপত্য করিতেছেন; কিন্তু কি কারণে যে প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত ও বিদ্যোৎসাহী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীদিগকে বিজ্ঞানশিক্ষা দিতে বিরত রহিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, অনেক আমাদিগের বর্ত্তমান লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বিজ্ঞানশিক্ষার সদুপায় বিধান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন শুনিয়া সকলেই সুখিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণও এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং [illegible]

অতীত হইল, কমিটিও অনুক্ত বিষয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে সন্নিবেশিত করিতে অনুরোধ করিয়া এক রিপোর্ট করিয়াছেন।

ক। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল বিষয় আছে, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১। জ্যামিতি—ইউক্লিডের ৬ অধ্যায়।

২ পদার্থ দর্শন, স্থিতিবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান, বারিবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, তাপ, আলোক ও চুম্বক বিষয়ক (লাক প্রভৃতি প্রকৃতি বস্তুনির্দেশকদিগের) বস্তুঘটিত প্রশ্নোত্তর।

খ। প্রথম পরীক্ষায়,

১, চিত্রবিদ্যা।

২, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ভূগোল।

৩, উদ্ভিদবিদ্যা বা রসায়ন।

গ। বি, এ, পরীক্ষায়,

১, চিত্রবিদ্যা।

২, রসায়ন ও পদার্থদর্শন।

৩, হিল্মী এডওয়ার্ডস প্রণীত প্রাণিবিদ্যা

আমরা অনেকদিন সাগ্রহচিত্তে রিপোর্ট প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমাদের আশঙ্কা অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। যদি এই রিপোর্ট অনুসারে এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে অপকার ব্যতীত কখনই উপকার হইবে না। আমাদিগের মতে বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র সন্নিবিষ্ট করিবার পূর্ব্বে পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা লাঘব করা আবশ্যক।

প্রবেশিকা পরীক্ষার জ্যামিতির সর্ব্বশেষ অধ্যায় পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশার্থী দিগকে দেখ যায়, ইউক্লিডের প্রথম হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে হয় না। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় প্রবেশার্থীদিগকে জ্যামিতির প্রথমাধ্যায় মাত্র শিক্ষা করিতে হয়। তবে যে হতভাগ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগকে কি কারণে এই সকল সুকঠিন বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। প্রথম পরীক্ষার্থী এবং বি, এ, উপাধি প্রার্থীদিগকে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে হইবে, এই প্রস্তাবটীর আমরা মর্ম্মানুধাবন করিতে পারিলাম না। চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে ইহা কত দূর সঙ্গত, কমিটীর সভ্যদিগের তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল। যদিও চিত্রবিদ্যাটী উত্তম বিষয় বটে, তথাচ ইহাকে সাধারণের শিক্ষোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, চিত্রবিদ্যা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্গত নহে; ইহা শিল্পবিদ্যার একটী অঙ্গ। কলিকাতার ন্যায় স্থানে স্থানে শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তথায় চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিলে দেশের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যাদি শাস্ত্রের আলোচনার উদ্দেশে যে সমস্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তথায় চিত্রবিদ্যা সন্নিবেশিত করা কোন মতেই যুক্তি যুক্ত নহে। চিত্র বিদ্যা যেরূপ দুরূহ বিষয়, তাহাতে প্রথম পরীক্ষার্থিগণ দুই বৎসরের মধ্যে উহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন, ইহা কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

আমাদিগের মতে পদার্থদর্শন ও রসায়ন ব্যতীত বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্য কোন শাখা শিক্ষা দিবার সময় অদ্যাপি সমাগত হয় নাই। প্রবেশার্থিগণের জন্য জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম এবং জল ও বায়বীয় বস্তু দিগের বিষয় নির্দিষ্ট করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। প্রথম পরীক্ষায় তাপ ও উপধাতুদিগের রাসায়নিক বৃত্তান্ত ও বি, এ, পরীক্ষায় তাপ, তাড়িত এবং রসায়ন সন্নিবেশিত হইলে সবিশেষ উপকার হইতে পারে। সম্প্রতি প্রণীত "তাপ ও রসায়ন" প্রথম পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য পুস্তক হইতে পারে এবং বি, এ, পরীক্ষার্থিগণ গ্যানোর পুস্তক হইতে তাপ ও তাড়িত এবং উইলিয়মসনের রসায়ন পাঠ করিয়া অনায়াসে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান-শাস্ত্র পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে কম করা আবশ্যক। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিয়র কৃত গ্রীসের ইতিহাস উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পদার্থ দর্শনের অন্তর্গত স্থূল স্থূল বিষয় শিক্ষা দিলে সমধিক উপকার দর্শিতে পারে। প্রথম পরীক্ষার গ্রীসের আয়তক্ষেত্রমাপের পরিবর্ত্তে গণ্টের তাপ ও রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নে অনেকাংশে ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা। পরন্তু, উচ্চশ্রেণীর বি, এ, উপাধি-প্রার্থিগণ, পদার্থদর্শন, রসায়ন, অঙ্কবিদ্যা ও আধ্যাত্মিকী বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

এই রূপ একশ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইলে অপেক্ষাকৃত ব্যয় বাহুল্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরাপর বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার স্থানে এত অর্থ ব্যয় হইতেছে, সেখানে বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে এত কুণ্ঠিত হওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী দিগকে পদার্থদর্শনের স্থূল স্থূল মর্ম্ম শিক্ষা দিতে অধিক মূল্যের যন্ত্রাদি ক্রয় করিতে হইবে না। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষক অথবা দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়েরা ঐ সকল যন্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করিয়া ছাত্রদিগকে অনায়াসে শিক্ষা দিতে পারিবেন। আর যে সকল বিদ্যালয়ে প্রথম ও বি, এ, পরীক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তথায় বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া তাদৃশ কঠিন হইবে না। এই সকল বিদ্যালয়ে ইতিহাসের আসন উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে যদি বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করা যায় হয়, তাহার সন্দেহ নাই। আরও, কিছু দিনের জন্য এই সকল বিদ্যালয়ে পুস্তক ক্রয় না করিয়া সেই টাকা দিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র সংক্রান্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করিলে অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই সুচারুরূপে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারিবে।"

—যঃ—

আমাদিগের ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

"আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গত বর্ষ অপেক্ষা এবারে এখানে বর্ষা অনেক অল্প হইয়াছে, কিন্তু পরে কি হয় বলা যায় না। সংপ্রতি এখানে ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রসমূহ জলে ভাসিয়া গিয়াছে। পদ্মা ও ঢোল সমুদ্র (এখানকার একটী ক্ষুদ্র হ্রদের নাম) ফরিদপুর সহরটীর নিকট অনেক স্থানে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। দুঃখী প্রজাগণের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। তাহাদের অনেকেরই দিনে দুইবার অন্ন আহার করা ঘটিয়া উঠিতেছে না। এমন কি কেহ কেহ দিনান্তে এক সন্ধ্যাও আহার পাইতেছে না। আবার যাহাদের অন্ন সংস্থান আছে, তাহাদের রন্ধন করিবার স্থান নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এক নির্ব্বাণ করিয়া অতি কষ্টে দুঃখে দিনযাপন করিতেছে। কত লোক সরকারী রাস্তায় পাক করিয়া খাইতেছে। গবাদি তৃণজীবী পশুগণের অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। গো-মেষাপালিত পশুগণ অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতেছে, কিন্তু পাছে অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় কেহই ক্রয় করিতেছে না। দুগ্ধের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। শস্যাদি ও গৃহাদি পতিত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে। অতএব আমরা বিনয়পূর্ব্বক আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ শীঘ্র কোন উপায় বিধান করুন। তাঁহারা যদি এই শোচনীয় অবস্থায় প্রজাবর্গের নিকট হইতে অন্ততঃ ট্যাক্সাদি গ্রহণ করা স্থগিত করেন, তাহা হইলেও দুঃখের যথেষ্ট উপকার করা হয়।

সংপ্রতি উজ্জপুর থানার অন্তর্গত আমগ্রামের তিন জন মুসলমান অপর এক জন মুসলমানকে হত্যা করে। এই হত্যার বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, হত ব্যক্তিকে প্রোথিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই কবর খনন করা হয়, পরে তাহাকে হত্যা করিয়া ঐ কবরে প্রোথিত করা হয়। যাহা হউক, অদ্য এক পক্ষ অতীত হইল, জজ সাহেবের নিকট উহারা দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে দুই জনের মৃত্যুদণ্ড ও এক জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হয়। অদ্য হাইকোর্ট ঐ আজ্ঞার অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আগামী পরশ্ব দুই জনের ফাঁসী ও পরে তৃতীয় ব্যক্তি দ্বীপান্তরিত হইবে। এত দণ্ডেও লোকের চৈতন্য হয় না ইহাই আশ্চর্য্য!

গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর বৈকালে আমরা টেপাখোলার ঘাটে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছি, এমত সময় তীর হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পদ্মার তরঙ্গে দুই খানি নৌকা ঘূর্ণায়মান হইতেছে দেখিতে পাইলাম এবং দেখিতে দেখিতেই একখানি কয়েকজন লোক সহিত মগ্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, অপর খানি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অতি কষ্টে তীরের সমীপবর্ত্তী হইলে ঐ নৌকার মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা বলিল, জলমগ্ন নৌকা খানিতে চাউল বোঝাই ছিল এবং পাঁচ জন নাবিক ছিল। আমরা যখন দেখিলাম যে উহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই তখন ১০। ১২ খান বাঁশ ফেলিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কোন কার্য্যেরই হইল না এবং উহারা দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া গেল। আমরা শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট একটী নূতন প্রস্তাব করিতেছি। বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এই ছয় মাস ঝড় ও বর্ষার প্রধান সময়। এই সময়ে ৫। ৬ খানি নৌকা রাখা হয় এবং ঐ নৌকা কয়েকখানি বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থ সর্ব্বদাই পদ্মায় গমনাগমন করিবে। পদ্মার যে কোন স্থানে নৌকা বা লোক জলমগ্ন হইতে দেখিবে, তৎক্ষণাৎ সাধ্যানুসারে তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত সাহায্য করিবে। ইহাতে মাসিক ন্যূনাধিক এক শত টাকা ব্যয় পড়িবে। এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কাতর বা গবর্ণমেণ্টের ধনাগার শূন্য হইবে আমাদিগের এমত বিবেচনা হয় না।

সংপ্রতি ফরিদপুরের দুঃখী প্রজাবর্গ ও সর্ব্বসাধারণে পয়সা লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে সম্পূর্ণ ভাল পয়সা দূরে থাকুক, পয়সায় কিছুমাত্র দাগ বা খুঁত থাকিলে তাহা চলিত হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ পোষ্টমাষ্টার জেনরল বাহাদুরের আদেশানুসারে পোষ্ট আফিসের মহোদয়েরা সকল পয়সাই একটা না একটা দোষ দেখাইয়া গ্রহণ করেন না, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের অল্প ক্ষতি হয় না। আমাদের ঘরে টাকশাল নাই যে, পোষ্ট আফিসের জন্য নূতন নূতন পয়সা প্রস্তুত করি। যাহা হউক, এ অন্যায়ের নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।"

১০ ই আশ্বিন }
১২৭৮ }

আমাদিগের কোরবাড়ীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অত দিনের পর এতদঞ্চল নিবাসী সর্ব্বসাধারণের একটী অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই কোরবাড়ীর নিকটবর্ত্তী ভাণ্ডার বাঘারপুর প্রভৃতি গ্রামবাসী বিখ্যাত বদমায়েস দল রাত্রিতে এক চণ্ডাল কর্ম্মকারের বাটীতে রাত্রিযোগে প্রবেশ পূর্ব্বক এক ব্যক্তিকে গুরুতররূপে আঘাত ও একটী স্ত্রী হরণ করিয়াছিল। কর্ম্মকার প্রথমে শ্রীনগরের পুলিসে এজাহার দিলে ও তৎপরে মুন্সীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটীতে দরখাস্ত করিলে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর আদেশে পুলিস কর্ম্মচারিগণ অনুসন্ধান করিয়া ১৩ জন দস্যুকে ধৃত করিয়া চালান করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অপরাধীগণ সেসিয়নে অর্পিত হয়। জজের বিচারে উহাদের ৫ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। এই সকল দুর্বৃত্তের অত্যাচারে নিকটস্থ লোকেরা এতকাল পর্য্যন্ত নিতান্ত বিব্রত ছিল। চুরি, ডাকাইতি ও অগ্নি দ্বারা লোকের গৃহাদি দগ্ধ করাই ইহাদিগের কার্য্য। ফলতঃ ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে এ অঞ্চলের লক্ষ যাবৎ লোক সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।

দস্যুগণ কারাগারে যাওয়াতে তাহারা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য নিরাপদ হইয়াছে। ইহাদের কারাগারে যাওয়া অবধি এ অঞ্চলে চৌর্য্যাদিও বহু কমিয়াছে। ইহারা কেবল বিক্রমপুরে নয়, বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে জলপথে সময়ে সময়ে ডাকাইতি করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা ইহাদিগকে কোন গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইতে দেখি নাই। মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের ভূতপূর্ব্ব কোন বিচারপতিও ইহাদিগের কোনরূপ দণ্ড বিধানে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যে ইহাদিগের শাসনে সমর্থ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত তিনি অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

২। বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রেরই এই নিয়ম যে, ছাত্রদিগের নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা কার্য্য শেষ হইলে পর কোন্ বিদ্যালয়ে কোন্ ছাত্র কোন বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা দিল, তাহার এক এক লিষ্ট প্রত্যেক স্কুলে প্রেরিত হয়। তদ্দ্বারা ছাত্রবৃন্দের একটু উপকারও আছে। কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞতার অল্পতা নিবন্ধন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, অনুত্তীর্ণ ছাত্র ইহা জানিতে পারিলে পর বৎসরে সেই বিষয় সবিশেষ মনোযোগ সহকারে অভ্যাস করিয়া ন্যূনতার পূরণ করিয়া লইতে পারে এবং যে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র যে বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, সেই স্কুলের শিক্ষকগণও সেই বিষয়ের অধ্যাপনায় অধিকতর মনোযোগ বিধান করিতে পারেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টরদিগের অধীনস্থ বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্র বৃত্তির পরীক্ষার ফল প্রকাশক লিষ্ট প্রত্যেক স্কুলে প্রেরণের নিয়ম নাই। ইনস্পেক্টরদিগের কিঞ্চিৎ মনোযোগ হইলেই ইহা অনায়াসে হইতে পারে। অত এব ২৭ এ ভাদ্রের সোমপ্রকাশের কোন পত্র প্রেরকের মতের অনুমোদন করিয়া আমরা শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রতি গ্রাম্য স্কুলে পরীক্ষার ফল প্রকাশক এক এক লিপি প্রেরণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হউক। লিষ্টগুলি মুদ্রিত করিতে ব্যয়ের আবশ্যক করা হইবে বটে; আমরা বলি, পরীক্ষকদিগকে যে হারে টাকা প্রদান করা হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা করিলেই ঐ ব্যয়ের সংকুলন হইতে পারে।

১৮৭০ অব্দের ৬ আইন অনুসারে পার জোয়ারের অন্তর্গত কতিপয় গ্রামে চৌকীদারি কর আদায়ের জন্য পঞ্চায়ত নিয়োজিত হইয়াছে। প্রত্যেক পঞ্চায়তকে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষরিত এক এক খানি নিয়োগ পত্র ও এক এক খানি আইন প্রদত্ত হইতেছে। ঢাকার অন্যতর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় (বি, এ,) গ্রামে গ্রামে আসিয়া কার্য্য প্রণালী বিষয়ে পঞ্চায়তদিগকে ও গ্রামের চৌকীদারের উপকারিতা ও করের আবশ্যকতা বিষয়ে গ্রামস্থ লোকদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। নব প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে উপকারের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোকদিগকে যেন পঞ্চায়ত নিযুক্ত করা হয়। কেবল গ্রামের স্বার্থপর লোকদিগকে পঞ্চায়ত করিলে সাধারণের অত্যাচার ভিন্ন উপকার হইবার সম্ভাবনা অল্প।

—•—

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

চন্দ্রকোণের যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট আবেদন করা কর্ত্তব্য।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি কাশী হইতে গত বুধবার রাত্রিতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়া ব্রাহ্ম নামধারী আধুনিক সমাজস্থ কৈশব শিশুদিগের ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তাহারা ৩০ এ সেপ্টেম্বর দিবসীয় ইণ্ডিয়ান মিররে আমার প্রসঙ্গে কাশী হইতে আগত পত্র বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছে সে সমুদায় মিথ্যা। পূর্ব্বে আমার বোধ ছিল, কৈশব দিগের দ্বারা ধর্ম্মোন্নতির কিছু না কিছু উপকার হইবে, কিন্তু এক্ষণে আমার সে সংস্কার দূর হইল। তাহারা ধর্ম্মের নামে কেবল অধর্ম্ম ও অসত্য প্রচার করিতেছে। মিথ্যা প্রচার করিয়া যে কি লাভ হয়, তাহা তাহারাই জানে। যাহা হউক, সামান্য লোকদলে আমি যার অযোগ্য ব্যক্তিবর্গদ্বারা যাহা লিখিত বা কথিত হয়, তাহাকে দৃষ্টিপাত বা কর্ণপাত করা যদিও অকর্ত্তব্য ও অনৌচিত্য তথাচ কেবল সত্যের অনুরোধে কয়েকটী কথা আমাকে লিখিতে হইল।

আমি পূর্ব্বে কাশীতে রামচন্দ্র শাস্ত্রী, কাকারাম শাস্ত্রী, গৌড় স্বামী ও পঞ্চাননো তর্করত্নের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই পূজ্যপাদ চারিজনই বর্ত্তমান নাই, কিন্তু কাশীর হরিশ্চন্দ্রের বাটীতে গত ১১ ই আশ্বিন দিবসীয় সভায় কৈশবেরা কিরূপে তাঁহাদিগের সম্মান দেখিলেন। আমি সেই সভা হইতে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করি নাই, তথা হইতে আমি যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছি, তাহা এখ

কৈশবেরা অনুভব করিয়া গাত্র দাহে নানা প্রকার মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছেন, পরে সে বিষয় প্রচারিত হইলে সাধারণে জানিতে পারিবেন।

১৬ ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে এই উপলক্ষে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও ঐরূপ মিথ্যা। এক্ষণে আমি উপদেশ প্রসঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব ও মিরার সম্পাদকদিগকে এই শিক্ষা দিতে চাই যে, তাঁহারা যে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অধর্ম্ম সংবাদ প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন, একূপ মিথ্যা গ্লানি লেখা তাঁহাদের উচিত কার্য্য নহে। কিম্বদন্তীও আছে "পাপিদের ধর্ম্মের পরিণাম এই রূপই হইয়া থাকে"। ইতি।

২১ আশ্বিন ১৭৯৩ আদিব্রাহ্ম সমাজ। কলিকাতা। } শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশস্য

-:০:-

গত ১৬ এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে অত্রত্য জেলা স্কুলের পূর্ব্বতন বাটীতে একটী সভার

অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর কালীকান্ত বাবু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই ঐ সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য। প্রায় ৫০ জন সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রায় রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। সুবজি নেট্ জজ বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রথমে একটী বক্তৃতা করেন। কালীবাবুর গুণ কীর্ত্তন, তাঁহার অদর্শনে বিষাদ ও তাঁহার উন্নত পদগ্রহণে আনন্দ প্রকাশ ক্রমান্বয়ে এই কয়টী বিষয় বক্তৃতা মধ্যে উল্লিখিত হয়। পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রধান অমাত্য বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়, ভূম্যধিকারী, বাবু জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস, আদালতের মুনসী মতি উল্লা প্রভৃতি সমুদয় সভ্যগণ হর্ষ বিষাদ ও কালীবাবুর গুণ কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হন। জলপাইগুড়ীর গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল, এই প্রস্তাব করেন যে, কালীকান্ত বাবু রঙ্গপুরের বা এ অঞ্চলের যাদৃশ উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধার্থ আমরা এ স্থলে কেবল মৌখিক বক্তৃতা করিতে আসি নাই, তাঁহার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নামে একটী ছাত্রবৃত্তির সৃষ্টি করিলে তাঁহার নিকটে ঋণমুক্ত হইতে পারা যায়। সকল সভ্যই পুলকিত চিত্তে ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিতে লাগিলেন। প্রাগুক্ত পুরস্কার গ্রহণে কালীবাবুর সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক কি না, এই বিষয় লইয়া সভ্যগণের কিয়ৎক্ষণ তর্ক বিতর্ক হয়। পরিশেষে এই স্থির হইল যে, এক্ষণে কালীবাবুর সম্মতি গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই, অর্থ সংগ্রহ হইলে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করা যাইবে। কাকিনীয়ার সুবিখ্যাত জমীদার বাবু মহিমা রঞ্জন রায় চৌধুরী শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক বার সভা স্থাপনের প্রয়োজন ভাবিয়া সভাগণ ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করিলেন যে, যাবৎ সভার অভিপ্রায় সিদ্ধ না হয়, তিনি সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়া মধ্যে ২ এই সভার আহ্বান করিবেন। সভায় অষ্ট জন সভ্য কালীবাবুর গুণকীর্ত্তন সূচক মৌখিক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা ইংরাজি ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই হইয়াছিল, এবং ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু হরিমোহন সেনের ইংরাজি বক্তৃতাটী অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

রঙ্গপুর
২৯ এ সেপ্টেম্বর } এক জন সভ্য
১৮৭১

ভারত কাহিনী।

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার,
হয়ে আর্য্য বংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখনও ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া
জগতের গতি গেয়েছে ভুলিয়া,
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

বাঁধিয়া রেখেছ যাহা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ
হার, বাজু, বালা দেহের ভূষণ
অনন্ত দুখিনী বিধবা নারী।

দেখরে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে,
কেহ বা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।

চারিদিকে দেখ ভারত যুড়িয়া,
সরসী কমল যেন রে ছিঁড়িয়া,
কামিনী মণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দেও অবনী আকাশ
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার
এই কি তোদের দয়া, সদাচার,
হয়ে আর্য্য বংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখনও ফিরিয়া দেখনা চাহিয়া
জগতের গতি গেয়েছে ভুলিয়া,
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া
হ হায়রে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে!

দেখ না কি চেয়ে ভারত উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমাদ্রী অচল?
এই সে গোমুখী যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল,
এই খানে ছিল, মগধ, পঞ্চাল,
কলিঙ্গ, কনোজ, সুপবিত্র নাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
যুচে মনস্তাপ অন্তর হায় ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
গোতমী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা
খনা, লীলাবতী, এখনে যাঁহারা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ?

এই আর্য্যভূমে বসিয়া কুন্তল
ধরিয়া কপালে কামিনী সকল
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
বধূদলে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া
সমর উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে ?

কোথা সে এমন অসিতলধারী
মহারাষ্ট্র বামা, রাজপুতানা নারী,
আরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি, পিতা, সুত সংহতি লয়ে ?

বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা কিরণে জগত ভাতিল
কোথা এবে তারা, কোথা সে কিরণ
আনন্দ কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে!

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিভুর বিনাদে বসুন্ধরা ভরা ?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহস বিশ্বাস
সে সব রমণী কোথা রে এবে ?

সে দিন গিয়াছে, পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম ;
নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার
ভারত ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের শ্রেষ্ঠ হয়েছে সবে।

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, উচ্চে শৃঙ্গ ধরি ?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজও শুনে সমাদরে
হিন্দু বংশাবলী, ভারত ভিতরে,
ব্যাস বাল্মীকি, বাণিদাস আর
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী যবে ?
গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার,
বাজায়ে বীণা বাজু এক বার,
ভারত ভিতরে শুনাতে সবে।

দেখরে চাহিয়া দেখো একবার—
প্রফুল্ল কোমল কুসুম আকার
স্বাধীনা মহিলা বয় পারাপার
অকুল জলধি অমুতোভয়ে।
বার অন্তঃপুরে অশঙ্কিত চিত্তে
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে,
অপ্সরা আকৃতি পুরুষ সেবিতা
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।

আর কি ভারতে এরূপে আবার
হবেরে অঙ্গনা মহিমা প্রচার ?
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ,
জ্ঞান, রত্ন, স্নেহে পুরে নিজ দেশ,
বীর বংশাবলী প্রসূতি হবে ?

এমন প্রকাণ্ড মর্ত্ত্যখণ্ড মাঝে
আর কি রে কোন বীরাত্মা বিরাজে ?
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া তবে ?

চৈতন্য গৌতম আদি কি রে আর,
ভারত সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব
ভারত যদি না উন্নত হবে ?

ধিক্ হিন্দুজাতি হয়ে আর্য্য বংশে,
মত্তকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস !
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্য ভূমি পূতিগন্ধ ময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে !

দেখনা কি চেয়ে জগত উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল
এই খানে ছিল মগধ পঞ্চাল ?
কলিঙ্গ, কনৌজ, সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
গৌতমী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী, প্রাচীন মহিলা
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে ?

আরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার
এই কি তোদের দয়া সদাচার,
হয়ে আর্য্য বংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি অমেতে ভাবিয়া
চরণে দলিয়া মায়া, দয়া, ভায়া
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?

—স০ঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

দশঘরা স্কুলের হেডমাষ্টার—হুগলী ১৩.
শ্রীযুক্ত কয়েন্দ্র বসু চৌধুরী
গোয়ালন্দ ৩৸
" আবদুল সকুর সদার—কলিকাতা ৫॥৹
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকুমার রায়—মদনপুর ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা, মফঃস্বলে অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ যাণ্মাসিক ৫॥৹ টাকা। ষ্ট্যাম্পের স্থানে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, নরাজ চিঠি, মনি অর্ডার, নোট ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফঃস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরী করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১৹ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতাগ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়

রেজেষ্টারি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৩১ এ আশ্বিন। ইং ১৮৭১। ১৬ ই অক্টোবর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। পোষ্ট অফিসের হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

সংস্কৃত অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

আগামী ১ লা ও ২ রা নবেম্বর বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৩ টাকার ও ৪ টাকার ১০।১২ টী বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালা—সাহিত্য ও ব্যাকরণ।
অঙ্ক—দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।
ইতিহাস—বাঙ্গালার ইতিহাস।
ভূগোল—পৃথিবীর চারি খণ্ডের স্থূল স্থূল বিষয়ের পরিচয়।
বাচনিক—আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

কলিকাতা }
৪ঠা অক্টোবর } এচ, উড্রো
১৮৭১ } মধ্যবিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জানান যাইতেছে যে, ভুটান পশ্চিম দ্বারের এলাকাতে যে যে স্থানে চুন ও তাম্র ও লৌহের খনি আছে, তাহা হইতে ধাতু বাহির করিবার জন্য নিম্ন লিখিত ৩ লাটে (চুন বাহির করিবার স্বতন্ত্র ও তাম্র ও লৌহ বাহির করিবার স্বতন্ত্র) আগামী ১৫ ই নবেম্বর দিবা ১২ টার সময় জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত ডে[illegible]মি-সনর সাহেবের কাছারিতে ১৮৭১ সালের ১ লা ডিসেম্বর হইতে ১ বৎসর মেয়াদে প্রকাশ্য নিলামে বন্দোবস্ত হইবেক তদ্‌যথা—

১ নং লাট।

উত্তর সীমা — জেলা দারজিলিঙের দাম সাং উপবিভাগ অধীন কোট প্রদেশ।
দক্ষিণ ঐ জেলা জলপাইগুড়ির যে অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে তাহা ও কুচবিহার।
পূর্ব্ব ঐ ডায়না নদী।
পশ্চিম ঐ ত্রিস্রোত (তিস্তা) নদী।

২ নং লাট।

উত্তর সীমা— স্বাধীন ভুটান
দক্ষিণ ঐ কুচবিহার।
পূর্ব্ব ঐ বুড়া তোরসা নদী।
পশ্চিম ঐ ডায়না নদী।

৩ নং লাট।

উত্তর সীমা— স্বাধীন ভুটান।
দক্ষিণ ঐ কুচবিহার।
পূর্ব্ব ঐ সন্‌কোশ্‌ নদী।
পশ্চিম ঐ বুড়া তোরসা নদী।

নিলামে যাহারা বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন, পর্ব্বতোপরি ব্রিটিশ সীমা ভিন্ন বাহিরে তাহাদিগের কোন স্বত্ব বর্ত্তিবে না, অথবা গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত শাল বনের কোন কাষ্ঠ উক্ত রক্ষিত বনের নিয়মের অন্যথা করিয়া জ্বালাইবার জন্য কি চুন, লৌহ ও তাম্র বাহির করিবার কোন প্রক্রিয়া করিবার জন্য ছেদন করিতে পারিবেন না।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় জলপাইগুড়ির

ডেপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

জলপাইগুড়ি ১৬ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭১	এফ, প্রাইট ডেপুটি কমিসনর

অপূর্ব্ব কারাবাস। আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার। হিন্দু হোটেল।

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী ডুমডাঙ্গারের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও পরিদর্শনাধীন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। একজন নেটিব ডাক্তারের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। উমেদারদিগের লাইসেনসিয়েট ক্লাশের ডিপ্লোমা থাকা ও হিন্দু জাতীয় হওয়া আবশ্যক। যিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ এক বর্ষকাল কার্য্য করিয়াছেন এবং ইংরাজী আহার ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে পারদর্শিতা আছে, তাঁহার আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে এবং কার্য্য দ্বারা সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে আনান যাইবে। প্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

ডুমডাঙ্গার জমীদার বাটী জেলা রঙ্গপুর	শ্রীনন্দচন্দ্র রায় হেড মুন্সি

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৮৯ নং বৌবাজার স্ট্যানহোপ প্রেসে, কামাপুকুর বি, পি, এম্ স যন্ত্রে, ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গার বাড়ুয্যে ব্রাদর কোং দোকানে ও স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ৷০ আট আনা।

সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত সহিত আমার প্রণীত জয়দেব গীতাবলীর স্বরলিপির "কাপি রাইট" আমার বেহালার ছাত্র বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দান করিয়াছি, আমার তাহার উপর আর কোন স্বত্ব নাই।

পাথরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ১২ ই আশ্বিন	শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁহার প্রণীত সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত সহিত জয়দেব গীতের স্বরলিপির "কাপিরাইট" আমাকে দান করিয়াছেন। আমি আমার নামে তাহা "রেজিষ্টার" করিয়া লইয়াছি। অতএব অপর কেহ তাহা মুদ্রাঙ্কন করিলে রাজদ্বারে যথা আইন দণ্ডনীয় হইবেন।

কলিকাতা বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় ১১ ই আশ্বিন ১২৭৮ অব্দ	শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ

চন্দন নগরের লাটারি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপডুসেরভিস লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং ভারতবর্ষস্থ ফরাশী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত কর্ম্মচারি সম্মুখে ও তদারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনর্ব্বার লাটরির ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, রসটন সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধিবাজার গলি, জে, ডুমেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রাণ্ডীল লেন ডি, ফেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেণটিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা মুর্গিহাটা ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীযুক্ত মনোহর গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্থাপিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুল সহিত ১৶০ আনা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ,

টাইল এবং কাচের ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

---

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
শ্রীমহিবোধ	১	টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০	আনা।
নীতিসার (১ম ভাগ)	৵০	ঐ।
নীতিসার (২য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

বসতি স্থান		আন্দাজ
ঐ ৯ লিণ্ডসে লেন	ঐ	৮৩ কাঠা
নং১২ ইলিয়টস রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মেসুয়ার্স মিল্‌স আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি, কর্ত্তৃক মুদ্রিত
পুস্তক।

ধাত্রীবিদ্যা; ধাত্রীর বিদ্যা, প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪।০
ডাকমাশুল ।/০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও " চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব " (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার ডিস্পেন্সরিতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মহাশয়গণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। উঁহাদের এই প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের " পিলের " উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই " অমৃতবিষ " নামক ঔষধের সর্ব্বগুণী শক্তির প্রতি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, বাৎশূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হওয়া দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রশমক, এবং অগ্নিমন্দের নাশক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে প্রাতঃকাল ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিষ কোং গোকুলচন্দ্র দেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কে, এন্, বি, বি, এণ্ড কোং স্বয়ং অমৃতবিষের কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি উহাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিষ চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃত বিষ আফিস } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মা
১৩ ই আষাঢ়। ১২৭৮ নবদ্বীপ

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত নাটকাকারে বাঙ্গালায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৶০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি অদ্য হইতে আমার অছি বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে অছি হইতে রহিত করিলাম। এই বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও যদি তিনি আমার স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বাধিত হইব না।

বারুইপুর
১২৭৮
৫ ই আশ্বিন } শ্রীউমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

৺ কবি রসসাগরের জীবন চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদ পূরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা।

কৃষ্ণনগরের রাজবাটী শ্রীশ্যামাধব রায়

৩০০০ সহস্র টাকা পুরস্কার।

যে অভিসন্ধি প্রযুক্ত প্রধান বিচারপতি মৃত নর্ম্যান সাহেবের হত্যা ঘটিয়াছে, তাহা যে সংবাদ দ্বারা শ্রীযুক্ত পুলিস কমিসনর সাহেব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইবে বিবেচনা করিবেন এবং যদ্দ্বারা উক্ত পুলিস কমিসনর সাহেব হত্যাকারী আবদুল্লার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তাহার সহায় ও সঙ্গিগণকে সন্তোষজনকরূপে নিরাকরণ করিতে সক্ষম হইবেন, এবম্প্রকার সংবাদদাতাকে তিন সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে এবং প্রত্যেক ফলদায়ক সংবাদের জন্য উচিতমত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে; উক্ত ব্যক্তির আকৃতি নিম্নে লিখিত হইল।

আনুমানিক নাম, মৌলবি আ

... ছয় ইঞ্চ, বয়স প্রায় ৬০ বৎসর; আকৃতি স্থূল ও অদীর্ঘ এবং ... মুখাকৃতি সুপ্রকাশ্য অর্থাৎ ভাল ... কাল বা নিরাশ্রয় অবস্থা ... মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, ... চক্ষু, কপাল অতি নিম্ন ও বসা; ... কৃষ্ণবর্ণ এবং ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়ি ছাঁটা বক্ষ স্থল এবং হস্ত অর্থাৎ ... বক্ষ ইত্যের নীচে কেশাবৃত; হিন্দুস্থানী ও আরবী ভাষা জানে। বোধ হয় পেশওয়ার বাসী, বিগত দুই বৎসর হইতে চিৎপুর রাস্তার সিঁদুরে পটি বা মাছোয়ার মসিদে প্রায় যাতায়াত করিত।

ঢাকা এই নগরে অথবা এই নগরের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক নগর ও সুবাববান পুলিস ষ্টেশনে অথবা লাল বাজার পুলিস আফিসে উক্ত হত্যাকারীর প্রতিমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখা যাইতে পারে।

কলিকাতা
২৬ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭১ সাল। } ষ্টুয়ার্ট হগ, কমিশনার অব পুলিস।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় অনুবাদিত "নদীর সহিত দেশ বাসী কার্য্য বিধান"। অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৬১ সালের ২৩ আইন (দুর্গা দ.) একণে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে। ২০ টাকার অধিক মূল্যের পুস্তক লইলে ব্যবসায়ীকে প্রতি পুস্তকে আট আনা কমিশন দেওয়া যাইবে। কলিকাতার কাঁসারি পাড়ার হিতৈষী যন্ত্রে ও বোড়াশাঁকোর সম্মান বিদ্যারত্ন আমার নিকট পুস্তক আছে। ডাক মাশুল ।৶০।

২০ এ জুন
১৮৭১। } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার" ১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য চারি আনা, ডাকমাশুল দুই আনা।

১৯ এ আশ্বিন। শ্রী ... চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ৯ ই অক্টোবর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম গভীর জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	১৮	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪২ মাইলের মধ্যে	১১	
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	১০	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইলের মধ্যে	২১	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে সুগনী ৩৫ মাইলের মধ্যে	১১	
ভাগীরথী।		
মোহানায়	১৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	১১	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	২৬	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৫	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	১৯	
জলঙ্গী।		
মোহানায়	১১	
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইলের মধ্যে	১৭	
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৪ মাইলের মধ্যে	১১	৬
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইলের মধ্যে	১৩	

সন ১৮৭১ সালের ৯ ই অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	১২	১০

বহরমপুর
৯ অক্টোবর
১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত পি, ক, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবাইর ডিভিজন।

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী ও তাহার পর সপ্তাহ, এই দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ থাকিবে।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, অধিকসংখ্য লোকে কলিকাতা টাঁকশাল দর্শনার্থী হওয়াতে তত্রত্য প্রতিনিধি কার্য্যসম্পাদক সম্প্রতি এই নিয়ম করিয়াছেন, এককালে দর্শনার্থী দুই দল তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এক দল দেখিয়া বাহিরে আইলে অপর দল যাইবেন; এক দলে এককালে পাঁচ জনের অধিক থাকিতে পারিবেন না। কার্য্যসম্পাদকের ইচ্ছা এই, তথায় প্রবেশ করিয়া কেহ কথা বার্ত্তা না কন এবং কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যের ব্যাঘাত না করেন।

যেরূপে চাষ করিলে উত্তম তমাক উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার নির্দ্দেশ করিয়া কর্ণেল ওয়াটসন সাহেব গবর্ণমেণ্টে এক রিপোর্ট করেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার সারসংগ্রহ করিয়া এক এক খণ্ড কাগজ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ওয়াটসন সাহেব মৃত্তিকা উত্তোলন ইষ্টক প্রাচীর নির্ম্মাণ প্রভৃতির অনুষ্ঠানের যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বহু ব্যয়সাধ্য। তৎসম্পাদন কৃষকের সাধ্যায়ত্ত নহে। চা কোম্পানি প্রভৃতির ন্যায় কোম্পানি না হইলে এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে প্রক্রিয়া সচরাচর যে সে লোকে করিতে না পারে, তাহা প্রকৃতরূপে ফলোপধায়ী হয় না। বঙ্গদেশের মৃত্তিকার যে প্রকার উর্ব্বরতাশক্তি আছে, উক্ত ক্ষেত্র করিয়া যদি তাহাতে উত্তমরূপে চাস দেওয়া ও মূতন মৃত্তিকা ক্ষেপণ ও সার দেওয়া হয়, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তমাক জন্মিতে পারে। ইহাতেও অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম আছে। একটী মহৎ প্রতিবন্ধক থাকাতে কৃষকেরা এ ব্যয় ও পরিশ্রমেও সম্মত হয় না। প্রতিবন্ধক এই, ভূমিতে কৃষকদি-

দের চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই। তাহারা পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া যদি কোন ক্ষেত্রকে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে, তাহা দেখিয়া জমীদারের চোখ টাটাইয়া উঠে তিনি তাহার খাজনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তখন খাজনা বৃদ্ধি করিলে সেই ভূমি লইবার লোকেরও অপ্রতুল হয় না। এই শঙ্কায় কোন কৃষকই কোন ভূমিতে অধিক পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকারে সম্মত নহে। এই কারণেই আমরা বঙ্গের কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। এ বন্দোবস্ত হইলে কেবল যে কৃষকের অবস্থার উৎকর্ষ হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে এরূপ নয়, অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিয়া বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও তন্মূলক গবর্ণমেণ্টেরও লাভ বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। একদা লখনৌ পঞ্জাব অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, তাহারা অতিশয় দুঃখী. তাহাদিগের তুল্য পরিশ্রমী কৃষক এদেশে নাই, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের দুঃখের অবসান হয় না। তিনি ভূমির বন্দোবস্তের দোষকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

—•—

আমরা পূর্ব্বে পিয়ালি নদী হইতে আড়িপুরের বাদা দিয়া একটী খাল কাটাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাহার কি হইল, আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। আড়িপুরের বাদায় সুন্দর রূপে জল নির্গমনের পথ না থাকাতে অনেকগুলি গ্রামের আত্যন্তিক অনিষ্ট হইতেছে। গড়িয়া, হরিপুর, জগন্নাথপুর প্রভৃতি প্রায় ৬০ খানি গ্রামের লোকে আপনাদিগের অনিষ্ট ও কষ্টের বিষয় জানাইয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ বলিয়া আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ঐ সকল গ্রামের লোকদিগের ধান্যই জীবিকা। জল নির্গমের সুবিধা না থাকাতে সেই ধান্য জন্মে না। ধান্য না জন্মিলেই কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। পত্রপ্রেরকেরা লিখিয়াছেন।

"মহাশয়! আমাদিগের এই কয়েক গ্রামের আবাদের জল নির্গমনের কোন সুবিধা নাই, এ নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে বহুকষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, জল নিকাশ না হওয়াতে আবাদ ভাসিয়া গিয়া সমুদায় ধান্যাদি নষ্ট হয়। আমরা সহস্তের দ্বারা শরীরের শোণিত শোষণ করিয়া শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষার ক্লেশ তৃণতুল্য বোধ করিয়া বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সংবৎসর সঞ্চয়ের নিমিত্ত চাষ করিয়া থাকি; কিন্তু বৎসরান্তে আমাদের সেই সমুদায় অর্থব্যয় ও পরিশ্রম এইরূপে বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। আমরা অন্নের কষ্টে এবং রাজকরের নিমিত্ত দেশ বিদেশ ভ্রমণ ও সুন্দরবন হইতে কাষ্ঠ কাটি, সেখানে বাঘে জীবন নষ্ট করে, এত কষ্টে আমরা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছি। এমন অবস্থায় এখানে যদি একটী খাল হইয়া জল নির্গমনের সুবিধা হয়, তাহা হইলেই আমাদিগের এ কষ্টের অবসান হইয়া যায়।"

উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট খাল খনন করিতে হইলে বহু ব্যয় হইবে এই ভাবিয়া যদি তাহা হইতে নিরস্ত হন, আড়াপাচের খালের মুখে জল নির্গমনার্থ যে গেট আছে, তাহা প্রশস্ত করিয়া দিন। এখন যে জলপথ আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ। তাহাতে জল নিকাশ হয় না। জল নিকাশ না হইলেই রোপিত ধান্য পচিয়া যায়। সেই পথটী যে সঙ্কীর্ণ, তাহার প্রমাণার্থ এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আমরা প্রায় প্রতি বর্ষে বর্ষাকালে শুনিতে পাই প্রজারা বাঁধ কাটাইয়া জল বাহির করিয়াছে। তাহারা, বলে, যদি সূর্য্যপুরের ন্যায় গেট হয়, তাহা হইলেও অনেক অংশে তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারে।

—•—

যত পীড়াপীড়ি হইতেছে, ততই কি ডাকঘরের বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধি হইতেছে? নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

মহাশয়। ৩রা আশ্বিনের সোমপ্রকাশ বিরতির পাঠানর কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় কোন ডাকঘরে ডাক টাপ্পের গোলযোগ হইয়া থাকিবেক, মহাশয়ের গোচরার্থ লিখিলাম।

গাড়িয়া টাকাইল ডাকঘর ১৩ ই আশ্বিন। ১২৭৮	শ্রীকৈলাসগোবিন্দ মজুমদার।

—•—

শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে
নূতন প্রস্তাব।

যাঁহার ক্ষমতা থাকে, তিনি বাঘে গরুর এক ঘাটে জল খাওয়াইতে পারেন। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পদার্থ দ্বয়ও তাঁহার প্রভাবে এক অধিকরণে অবস্থিতি করে। আমাদিগের মহা প্রভাবশালী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নিজ ক্ষমতাবলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থ দ্বয়ের সামানাধিকরণ্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি জেল সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে তাঁহার এ ক্ষমতার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির হস্তে জেলের তত্ত্বাবধান ভার সমর্পিত ছিল। তাহাতে বহুতর অনিষ্ট ঘটিত। তাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে একান্ত অব্যুৎপন্ন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে জেলের তত্ত্বাবধান কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েদীদিগকে খাটান হউক আর তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হউক, আর তাহাদিগের শয়ন ভোজনাদির ব্যবস্থা করা হউক, তাহাদিগের শারীরের অবস্থা ও স্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া করা আবশ্যক হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে যাঁহার

প্রয়োজন নাই, তাঁহার সে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ে ... তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন না বলিয়া ... দেহ ত্যাগ করিত। ... দেওয়া এ তত্ত্বাবধান ... পরিবর্ত্ত করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে ... ব্যক্তিদিগের হস্তে জেলের তত্ত্বাবধান ভার অর্পিত হয়। এক দিকে কয়েদিদের স্বাস্থ্য, অপরদিকে চিকিৎসা শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে জেলের তত্ত্বাবধান, এ দুটী বিরুদ্ধ। এ উভয়ের একত্র সংঘটন করিয়া যিনি অভীষ্টলাভ চেষ্টা করেন, মাধ্যাকর্ষণ প্রবিষ্ট ... উদ্ধার চেষ্টার ন্যায় তাঁহার চেষ্টা বিফল হয় সন্দেহ নাই। আমাদিগের মত প্রভাব ক্যাম্বেল সাহেব সেই বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একত্র সমাবেশ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সম্প্রতি তদ্রূপ আর একটী চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।

লার্ড হার্ডিঞ্জ যখন এদেশের গবর্ণর জেনরল হন, তৎকালে তিনি ১০১ বাঙ্গলা পাঠশালা করিবার আদেশ দেন। পাঠশালাগুলি মাজিষ্ট্রেটদিগের তত্ত্বাবধানে ছিল। তৎকালে আমরা সে পাঠশালার অবস্থা দেখিয়াছিলাম। পাঠশালাগুলি নিতান্ত হীনদশাপন্ন ছিল। পাঠশালাগুলি মাজিষ্ট্রেটদিগের ... ন্যায় যদা কদাচিৎ দর্শন লাভ করিত। ১৮৫৪ অব্দে যখন সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে তৎপর এবং তৎকার্য্যকারকেরা দেখিলেন, মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ভার দিলে অভীষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা নাই; মাজিষ্ট্রেটদিগের সময় নাই, তাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহাদিগের উপরে যে সমস্ত কার্য্যের ভার আছে, তাঁহারা তাহাই যথাবিধি সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন। তাহার উপরে আবার যদি বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হয়, কোন কাজই হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। বলিতে কি, স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া যদি কমিসনর ও মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে তত্ত্বাবধান ভার রাখিতেন, তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইত না। তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির হস্তে তত্ত্বাবধান আর বিদ্যালয়ে উন্নতি বিধান, এ উভয়ের একত্র সংঘটন সম্ভাবিত নয় বলিয়া যে বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, ক্যাম্বেল সাহেব নিজ প্রভাব বলে তাহার সমাধান চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মচারী ইনস্পেক্টর ডেপুটী ইনস্পেক্টর প্রভৃতিকে কমিসনর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির মতানুসারে কাজ করিতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় এই, কমিসনর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সম্পর্ক থাকিলে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। আমরা কিন্তু এ সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে উন্নতি কিরূপ? মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির ভয় অথবা অনুরোধে লোকে কি অধিক বিদ্যালয় করিবেন? অনুরোধে ও ভয়ে যে কাজ হয়, তাহা কখন স্থায়ী হয় না। সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, অমুক ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যত্নে অমুক স্থানে একটী বিদ্যালয় হইল। তাহার কিছু দিন পরে আবার শুনা গেল, সে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সে স্থান হইতে অন্য স্থানে গিয়াছেন, বিদ্যালয়টী যায় যায় হইয়াছে। অনুরোধ ও ভয়ে যে কাজ হয় সে সকলেরই পরিণাম এইরূপ হইয়া থাকে। অপর প্রশ্ন এই, কে কর্ত্তৃত্ব করিবেন? একদিকে কমিসনর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ত্তা, একদিকে ডিরেক্টর ইনস্পেক্টর কর্ত্তা, ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা কাহার কথা শুনিয়া কার্য্য করিবেন? এই ভারতবর্ষে যদি দুইজন গবর্ণর জেনরল এবং তাঁহাদিগের উপরে দুই জন ষ্টেট সেক্রেটারি হন, কাজ কিরূপ হয়? লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর তাই ডেরেক্টর ইনস্পেক্টর প্রভৃতির পদ রহিত করিয়া যদি কমিসনর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির হস্তে বিদ্যালয় দিবার প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলেও আমরা বুঝিতাম, বিদ্যা হউক, না হউক, ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া গবর্ণমেন্টের লাভ হইত। লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেন্টের লাভ নাই, ... মধ্যে দুই কর্ত্তার বিবাদ হইয়া শিক্ষার ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটিবে। ফলতঃ সে প্রস্তাবে কোন প্রকার ইষ্টলাভ নাই, প্রত্যুত অনিষ্টেরই সম্ভাবনা, তাদৃশ প্রস্তাব করা সর ... ক্যাম্বেল সাহেবের সদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত হয় নাই এবং যদি লেফ্টেনেন্ট গবর্ণর এরূপ দৃঢ়তর আজ্ঞা দিতেন যে, কমিসনর মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি স্বকর্ত্তব্য কার্য্যের অবিরোধে স্ব স্ব অধিকারস্থ বিদ্যালয়গুলির অবশ্য তত্ত্বাবধান করিবেন, তাহা হইলে কিছু কাজ হইত।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কার্য্যকারিতা।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বাণিজ্য ও তৎসংক্রান্ত আয় এবার অনেক কমিয়াছে। কেবল এতদ্দেশীয় নহেন, ইউরোপীয় বণিকগণও রেলওয়েতে না পাঠাইয়া গাড়ী ও নৌকা করিয়া দ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন। কেন এরূপ হইতেছে? ইহার অনুসন্ধানার্থে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্টের অনুরোধক্রমে সর উইলিয়ম মিয়র এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। দুই জন সিবিলিয়ান ও দুই জন সৈনিক আফিসর কমিসনর হইয়াছেন। ইঁহাদিগের হইতে যে এ কার্য্য সুসম্পন্নরূপ সম্পন্ন হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প। অন্ততঃ চারি জন এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বণিককে কমিসন মধ্যে গ্রহণ করা

উচিত রেলওয়ে কোম্পানির পক্ষে একজন কমিসনর লওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা বাণিজ্য হ্রাসের যে কয়েকটী কারণ অবগত আছি, তাহা ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। রেলওয়ে কোম্পানি অতিরিক্ত ভাড়া লন। কোম্পানির আর এক দোষ এই, বণিকদিগের পক্ষ হইতে এক একজন তত্ত্বাবধারককে যাইতে দেওয়া হয় না। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী বণিকগণ রেলওয়ের উপরে বিশ্বাস করেন না। এতদ্ভিন্ন অনেক দ্রব্য অপহরণ হয়। রেলওয়ে কোম্পানির অধিকাংশ কর্ম্মচারী চোর। বাণিজ্য বিভাগের দশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী ২০০ টাকার চালে চলিয়া থাকে। চুরি ব্যতিরেকে ইহা হয় না। অনেক দ্রব্য চুরি যায়। অনেক বস্তা কাটিয়া দ্রব্য বাহির করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। আমরা একটী উদাহরণ বলি। পাঠকগণ শুনিয়া হাস্য করিবেন সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি বর্দ্ধমান হইতে ১০ হাঁড়ি মিঠাই আনয়ন করেন। মিঠাই ওজন করিয়া গার্ডের গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয়। হাবড়ায় পৌঁছিয়া দেখেন, তিন হাঁড়ির মিঠাই অর্দ্ধেক করিয়া তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি উৎকোচ দিতে পারেন, তাঁহার দ্রব্য অগ্রে প্রেরিত হয়। অপহরণে অথবা অন্য প্রকারে ক্ষতি হইলে সে ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা নাই। আদালতে এ ক্ষতি প্রমাণ হয় না। এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় বণিকদিগের উপরে অতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করা হয়। এই সকল কারণে বাণিজ্য কমিতেছে। এই সকল কারণে বিরক্ত হইয়া বণিকগণ পুনর্ব্বার সেকেলে নৌকা ধরিয়াছেন

-০-

১৮৫৩।৫৪ অব্দের গবর্ণমেণ্ট কাগজের পরিশোধ প্রস্তাব।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে এদেশের সুখদুঃখে সুখদুঃখ জ্ঞান এবং ইচ্ছেচেষ্টা নাই, অদ্য তাহার অপর উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ১৬ ই সেপ্টেম্বরের অতিরিক্ত ভারতবর্ষীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ১৮৫৩।৫৪ অব্দের পাঁচ টাকার কাগজের দেনা পরিশোধ করিবেন। এই কাগজগুলির মিয়াদ ১৮৭২ অব্দের ১৬ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত আছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে লার্ড ডেলহাউসি চতুরতা করিয়া সুদের হার কমাইতে গিয়া শেষে বিপদে পড়িয়াছিলেন এবং ১৮৫৬ অব্দে পুনর্ব্বার পাঁচ টাকার ঋণ খুলিয়াছিলেন। অনতি কাল পরে বিদ্রোহ ঘটনা হয়। গবর্ণমেণ্টের ধনাগার এমনি শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, লার্ড কানিঙ শেষে এই কাগজে অর্দ্ধেক টাকা আর অর্দ্ধেক নোট লইয়া ৫॥০ টাকার কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অতিশয় বিপদের সময়ে এই টাকা দেওয়া হয়। এই কারণে অন্য অন্য কাগজের অপেক্ষা এই কাগজের অধিকারিদিগের আইন অনুসারে না হউক, ন্যায়ানুসারে কতক অনুগ্রহ লাভের অধিকার আছে। গবর্ণমেণ্টের ঋণ কমিয়া যায়, এটী অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এচেষ্টা অতিশয় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা অনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি লোককে কষ্টে ফেলিতেছেন এবং পরিণামে আপনারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ১৮৫৩।৫৪ অব্দের সাড়ে তের কোটি টাকার কাগজ বদলাইয়া ৫॥০ টাকার নূতন কাগজ দেওয়া হইবে। ১৫ ই নবেম্বরের মধ্যে কাগজ বদলাইবার আবেদন করিতে হইবে। যাঁহারা অগ্রে আবেদন করিবেন, তাঁহারাই কাগজ পাইবেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞাপনটী সিমলা ও লণ্ডন উভয় স্থলেই যুগপৎ প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি লণ্ডনে আবেদন গ্রহণ করিবেন। বণিক সম্প্রদায় প্রতিবাদ করিয়া রাজস্ব সংক্রান্ত সেক্রেটারি চাপমান সাহেবের নিকটে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন, এমত অনেক লোক আছেন, যাঁহারা প্রতিনিধি অথবা ব্যাঙ্কের হস্তে কাগজ রাখিয়াছেন। তাঁহারা যথা সময়ে সুদ প্রেরণ করেন। এক্ষণে ১৫ ই নবেম্বরের মধ্যে এই সকল লোকের নূতন কাগজ লওয়া সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, আবেদনের সহিত পুরাতন কাগজ দিতে হইবে। যে সকল লোক দূর দেশে আছেন, তাঁহারা ব্যাঙ্ক সমূহের সহিত পরামর্শ করিতে সময় পাইবেন না। তদ্ভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারিরা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে না পারিলে আবেদন করিতে পারেন না। কার্য্যতঃ এই হইবে, এই সকল লোককে টাকা লইতে হইবে। এই টাকার সুদ চলিবে না। অনেক লোকে চিরকাল খাটিয়া কাগজ করিয়া রাখিয়াছেন। সুদ বন্ধ হইলে তাঁহাদিগের যার পর নাই কষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। বাজার দরে অপর কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বণিক সম্প্রদায় তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপনের মিয়াদ দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে যাঁহাদিগের কাগজ আছে, তাঁহারা কর্ত্তব্য স্থির করিবার সময় পাইতেন। অপর, গবর্ণমেণ্টের কতক ঋণ পরিশোধের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন এরূপ আবেদনের নিয়ম না করিয়া সকল লোককে তাঁহাদিগের আপন আপন কাগজের পরিমাণে নূতন কাগজ দেওয়া উচিত ছিল। [illegible] ইহা করিয়া দিতেছে। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় রাজস্ব বিভাগ এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এটী বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের একটী মহদ্রোগ হইয়াছে। তাঁহারা আপনারা যাহা বুঝেন তাহাই ভাল,

অনেকে যাহা বুঝেন, তাহা কিছু নয়। এই সংস্কার ও এতদনুরূপ আচরণ নিবন্ধন উঁহারা দিন দিন লোকের অপ্রিয় হইতেছেন। উঁহাদিগের প্রায়ই লোকের সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত নাই।

বিবিধ সংবাদ।

২৯এ আশ্বিন সোমবার।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার সম্পাদক কলিকাতার কসাইখানায় যেরূপ নিষ্ঠুরতা সহকারে পশুদিগকে হত্যা করা হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া তন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টে যে আবেদন করেন, মিঃ হগ সাহেব তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন, এক্ষণে পুরাতন কসাইখানা নাই, সুতরাং সম্পাদকের লিখিত অত্যাচারের অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, তদ্ভিন্ন তিনি (সম্পাদক) স্বচক্ষে ঐ অত্যাচার দর্শন করেন নাই, এক জন অধীনস্থ কর্মচারীর মুখে শুনিয়াছেন। আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এটী যদি সত্য হয়, হগ সাহেবের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করা অন্যায় হইয়াছে।

লুসাইদিগের দমনার্থ যে সেনাদল যাইতেছে উহাদের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হইতে বিদ্যাখ্রিকলস্ এবং কাছাড় হইতে টীপাই মুখ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ বসিবে।

মুরশিদাবাদের বন্যাপীড়িত দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ একটী সভা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট পবলিক ওয়ার্ক বিভাগকে বন্যার জল কমিয়া গেলে রাস্তাদির সংস্কার করিতে বলিয়াছেন। সে সাহায্যদান দূরবর্ত্তী। মুরশিদাবাদবাসিগণ সকলেই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন কিন্তু ডেপুটী কালেক্টর বলিয়াছেন, সোনাডাঙ্গার জমীদার নফরচন্দ্র পালের তিনটী বড় বড় গোলা ধান্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার এক মুষ্টিও প্রজাদিগকে এসময়ে ধার দিতেছেন না। উক্ত ডেপুটী কালেক্টরের তথায় গমন। যদি এ জমীদার প্রজার সাহায্যার্থ কিছু করিয়াছেন কি না, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। জমীদার যদি বাস্তবিক এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের মতে নিতান্ত নিষ্ঠুরবৎ ব্যবহার করা হইয়াছে।

দিল্লী গেজেট বলেন, সম্প্রতি মান্দ্রাজে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। ইহা ১ এক মিনিট কাল ছিল। ইহার ৩ ঘণ্টা পরে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল।

গত বুধবার কানপুরের ভাসমান সেতুটী পুনর্ব্বার খোলা হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, অযোধ্যায় শীঘ্র নদীর জল কমিয়া যাইতেছে।

গুজরাটে আজিও বিলক্ষণ বৃষ্টির অভাব রহিয়াছে। গত বৎসর ৪০ ইঞ্চি জল হইয়াছিল এবৎসর ১১ ইঞ্চি মাত্র হইয়াছে।

যে সকল স্থানে বন্যা হইয়া গিয়াছে, তথায় আপাততঃ রথ্যা কর গ্রহণ করা না হয় এনিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন। গত বারের কলিকাতা গেজেটে দেখা গেল, আগামী ১৮৭২ অব্দের সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে রথ্যা কর গৃহীত হইবে না আজ্ঞা হইয়াছে।

বোম্বাইগেজেট বলেন, অনরেবল ভাই রাম জীজীভাই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার মৃত স্ত্রীর স্মরণার্থ ১ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় তাঁহার স্ত্রীর নামে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। এরূপ দান যথার্থ প্রশংসনীয় বটে।

বারাসত হইতে একজন হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়াছেন, গাড়পুর গ্রামবাসী কোন এক ব্যক্তির কন্যাকে তাহার শ্বশুর লইয়া যাইতেছিল। প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে রোকিনিয়া থানার নিকটে গিয়া সন্ধ্যা হওয়াতে তত্রত্য দারোগা প্রমাণ ব্যতিরেকে ছাড়িয়া দিব না বলিয়া উহাদিগকে আটক করে। শ্বশুরকে অগত্যা দুইজন কনষ্টেবলকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইল। ইত্যবসরে দারোগা স্ত্রীলোকটীকে নিজ শয়নাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে বলেন। স্ত্রীলোকটী তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া এবং আপনাকে বিপন্ন দেখিয়া সেই গৃহস্থিত এক খানি তরবারি গোপনে শয্যার নিম্নে লুকাইয়া রাখে। কিয়ৎক্ষণ পরে দারোগা স্বীয় দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার উদ্যোগ করাতে স্ত্রীলোকটী তাহাকে সেই তরবারি দ্বারা বিদ্ধ এবং একজন কনষ্টেবলের হস্ত ছেদন করে। স্ত্রীলোকটী যে সতীত্ব রক্ষার জন্য এই কার্য্য করিয়াছে, ইহা প্রমাণ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। সংবাদটীতে সংশয় জন্মিতেছে।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের একজন ধনী এক লক্ষ ডলার (২ লক্ষ টাকা) কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই তাহা লইতে সম্মত হন না। এমন কি বৎসর শতকরা সওয়া পয়সা সুদে টাকা রাখিতে চাহিলেও কেহ তাহাতে অগ্রসর হন নাই। আমাদের দেশে লোকে বিষয় বন্ধক রাখিয়াও টাকা পান না; কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার মহাজনেরা খাতকের জন্য লালায়িত। আমেরিকার মহাজনেরা এদেশে টাকা পাঠান না কেন?

নেটিব ওপিনিয়ন বলেন, [illegible] সরকারী কমিশনর রাব রাও গোবিন্দের নিকটে একজন মুসলমানের একটী মকদ্দমা ছিল। মকদ্দমায় জয়লাভ না হওয়াতে ঐ ব্যক্তি কমিশনরকে গুলি করে, ভাগ্য ক্রমে গুলিটী তাঁহার মাথার মধ্য দিয়া যায় কিন্তু মস্তিষ্কভেদ করে নাই। কি ইংরেজদিগের [illegible] প্রয়াস!

গত ২১এ সেপ্টেম্বর কলিকাতার হাই কোর্টের নিয়োজিত কমিটির অধিবেশন হইয়া স্থির হইয়াছে, মৃত বিচারপতি নর্ম্মানের স্মরণার্থ নূতন হাইকোর্ট বাটীতে তাঁহার একটী সম্পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তন্নিম্নে তাঁহার গুণাদির বিষয় খোদিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার একটী সম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি হয়, বোধ হয় এরূপ চাঁদা সংগ্রহ কঠিন হইবে না। এ বিষয়ের সাহায্যার্থ সকলেই অগ্রসর হইবেন।

মুলতান রেলওয়েতে রাবি নদীর উপরে একটী উৎকৃষ্ট নূতন ভাসমান সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

ডেলি এগজামিনর শ্রবণ করিয়াছেন,

গবর্ণর জেনরল আগামী গ্রীষ্ম কাল কলিকাতায় অতিবাহিত করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন । বোধ হয়, সম্পাদকের ভ্রম হইয়াছে, কলিকাতা স্থলে সিমলা হইবে ।

১১ এ আশ্বিন মঙ্গলবার ।

বোম্বাইয়ে একটী নূতন বিধ জুয়াচুরি হইয়াছে । বোম্বাইর প্রধানতম বিচারালয় কিস্তমল চগমল নামক এক জনের ৩ বৎসর কারাবাস ও ১০০০ টাকা জরিমানার আজ্ঞা দেন, জরিমানা না দিলে আর ৬ মাস কারাগারে থাকিতে হইবে । পুনার সিটি জেলের অধ্যক্ষ নিরূপিত সময়ের পর উহার নিকট হইতে জরিমানার টাকা লইয়া উহাকে মুক্ত করেন । পরে তিনি জরিমানার টাকা আত্মসাৎ করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি জরিমানা না দিয়া আর ৬ মাস কারাগারে ছিল । এখনও মকদ্দমার শেষ হয় নাই ।

মৃত বিচারপতি নর্মানের হত্যার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিয়া অনেক স্থান হইতে অনেকে আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা তৎসমুদায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না ।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় সভার এক অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, উক্ত সভার কোন সভ্য পরীক্ষক হইতে পারিবেন না । একজন সম্পাদক লিখিয়াছেন, অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে পরীক্ষা করিতে না দেওয়া একান্ত আবশ্যক । তবে কে পরীক্ষা করিবেন ?

প্রায় ১০ বৎসর হইল মান্দ্রাজে হিন্দু ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড স্থাপিত হইয়া সুচারু রূপে চলিয়া আসিতেছে । খেদের বিষয় এই, কলিকাতায় এরূপ একটী ফণ্ড স্থাপনের জন্য যাহারা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ।

ফিরোজপুরে শতদ্রুর উপরে একটী নৌকার সেতু খোলা হইয়াছে ।

ঢাকার কমিশনরের মতানুসারে সমতল স্থানে হস্তীর পৃষ্ঠে ১৫ এবং পর্ব্বত পথে ৭ মণ মাত্র বোঝা দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে । একটী হস্তী ৭ মণ বোঝা লইয়া গেলে সে হস্তী পুষিবার ব্যয় সংকুলন হয় না ।

গত ১৭ই আশ্বিন পারসী রিলিফ ফণ্ডের ব্যয়ে ২৫ জন দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি পারস্য হইতে বোম্বাইয়ে প্রেরিত হইয়াছে ।

আগ্রা প্রদেশের ডাকশা গ্রামের ব্যক্তিদিগের অত্যাচারের দণ্ড স্বরূপ তথায় এক বৎসর কালের জন্য একজন অতিরিক্ত হেড কনষ্টেবল ও চারিজন কনষ্টেবল থাকা হইবে । ইহাদের ব্যয় গ্রামবাসীদিগকে দিতে হইবে । গবর্ণমেণ্ট আজি কালি এই একটী দণ্ডের নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়াছেন । উপায়টী মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে চৌকীদারের সহিত কপিলাও মারা যায় ।

পাটি কম্বিষ নামক ৮৩ সংখ্যক সেনাদলের যে সৈনিক তাহার দুই জন সহচরকে গুলি করে, গত ৩রা অক্টোবর বোম্বাইর জেলে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে ।

সিন্ধিয়ানের সম্পাদকের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব লেখা হইয়াছিল বলিয়া আউটপোষ্টের সম্পাদকিতাকে করাচির মাজিষ্ট্রেট বোম্বাইর হাইকোর্টে বিচারার্থ অর্পণ করিয়াছেন ।

জব্বলপুরের সারিকগুলি পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে । পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগেরই পোয়াবারো । এই সকল ব্যারিকের নিমিত্ত সর জন লরেন্সের নাম ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে ।

মাড়ুয়ারের রাজা এতদিন হত্যাপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিতেন, এক্ষণে ক্রমে হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি ইহাতে মৃত্যু দণ্ডের নিয়ম করিয়াছেন ।

ইংলিসম্যান বলেন, লুসাইদিগের দমনার্থ যে দুই দল সৈন্য যাইবে উহার প্রত্যেক দলের সহিত ১০০ হস্তী ও ২০০০ কুলি থাকিবে । কুলিদিগের আহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া হইবে । প্রত্যেক কুলিকে ২৫ সের বোঝা লইয়া যাইতে হইবে স্থির হইয়াছে ।

আমীর সিয়ার আলী, সাহ মর্দ খাঁকে কাবুলের প্রধান প্রধান সহযোগীকে কাবুলে কৌশল করিয়া আনিবার জন্য হিরাটে প্রেরণ করিয়াছিলেন । তিনি আসিয়া বলিয়াছেন, সাগাসী আইউলা খাঁ এবং সর্দার সাহ পছন্দ খাঁ কাবুলে আসিবার জন্য বেমীন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন । আমীর এ সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু হিরাট নগরটী একেবারে উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ।

২৬ এ আশ্বিন বুধবার ।

ব্রিটিশ ব্রহ্মে একজন বিচার সংক্রান্ত কমিশনর থাকিবেন । একজন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ানকে এই পদ দেওয়া হইবে ।

লার্ড মেয়ো ব্রিটিশ ব্রহ্ম দর্শন করিতে যাইবেন বলিয়া যে অঙ্গীকার করেন তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারিলেন না । তিনি মন্দ্রাজ ঘুরে যাইতেছেন । ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন নৌকারী লার্ড আসিয়াছেন । দক্ষিণ ভারত সর্ব্ব নীকারের প্রশস্ত স্থান । গবর্ণর জেনরল কি এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারেন ?

রাজস্ব সেক্রেটারি চাপম্যান সাহেব বিদায় লইতেছেন । একেবারে না কি ?

এতদিন প্রাতঃকালে যে একটী করিয়া তোপ ধ্বনি হইত তাহা বন্ধ হইয়াছে । ইহাতে সমুদায় ভারতবর্ষে মাসিক ১০০ টাকা বাঁচিবে । মফস্বলের নগরীর সংখ্যাও কম হইতেছে । সর রিচার্ড টেম্পল ভিন্ন এরূপ ব্যয় সংক্ষেপের উপায় আর কাহারও বুদ্ধি হইতে হয় না ।

নওগাঁর পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গুড সাহেব একজন এতদ্দেশীয়কে প্রহার করাতে তাঁহার এক টাকা জরিমানা হইয়াছে । শান্তিরক্ষক হইয়া শান্তি ভঙ্গ করিলে গুরুতর অপরাধ হয় । কাম্বেল সাহেব কি এসকল দেখিতে পান না ?

সম্প্রতি যে ৩ জন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন, উহাদের মধ্যে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমান, বাবু বিহারীলাল গুপ্ত বরিশাল ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহট্টের সহকারী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন ।

আমরা পূর্ব্বে দিনাজপুরের দুঃখের পরম্পরার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি । পরম্পরাক্ত মুন্সেফ উৎকৃষ্টর গবর্ণমেন্টের নিকটে আপীল করিবার জন্য প্রধান তম বিচারালয়ের নিয়মের নকল চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কাম্বেল সাহেব কিছুতেই তাহা দিতেছেন না । এটী অন্যায় নহে ।

ঐরূপ আপীল করিতে দিলে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের [illegible] অবজ্ঞা করা হইবে।

ইন্দু প্রকাশ বলেন, বোম্বাইর তাদি বণিক সভাটীর প্রায় ২০০ লোক কনসা ক্রয় বিক্রয় প্রথার উন্মূলনার্থ লোকদিগের সমাজের প্রধানদিগের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাঁহারা কনসা ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্কে থাকে, তাঁহারা মহা পাপী মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইবাসীরা এ বিষয়ে শীঘ্র কার্য্যকারী হইবেন বোধ হইতেছে। কারণ সমাজ সংস্কার চেষ্টা তাঁহারা নিজেই করেন, তদর্থ গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হন না।

হিন্দু হিতৈষিণীর ফরিদপুরস্থ সংবাদ দাতা বলেন, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেট ওয়েলস সাহেবের সহিত ছোটআদালতের জজের বিবাদ হইতেছে। ছোট আদালতের একজন কোর্ট পেয়াদা একটী ক্রোকি গরুর জেমা দারী ভার লইতে অনিচ্ছুক হইয়া অধিকারির নিকটে রসিদ লইয়া গরুটী অর্পণ করে। ঐ ব্যক্তি গরু লইয়া গিয়া তৎপরে নালীশ করে, পেয়াদা অন্যকে গরু দিয়া জাল রসিদ করিয়াছে। "জজ বাবুর" পেয়াদা বলিয়া মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসিয়নে অর্পণ করেন। অবশেষে তথায় মুক্তি লাভ করিয়াছে। ওয়েলস সাহেব এই প্রকার একজন সামান্য চৌকিদারের কথায় পুলিস ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টরের জরিমানা দেন, ইহাঁরাও আপীলে মুক্ত হইয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেব এ বিষয়ে কিছু কি বলিতে পারেন? না, যত প্রভুত্ব দরিদ্র এতদ্দেশীয়দিগের উপরে?

ঢাকার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। প্রধান শিক্ষক আরাট্টুন সাহেব কিছুকাল উত্তমরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু দিন দিন বঙ্গভাষার যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, তাহাতে তাঁহার অবলম্বিত প্রণালী দ্বারা আর ফল হইতেছে না। ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে কি চলে না।

নিউইয়র্ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] নগরে অগ্নি লাগিয়া ১০ ই [illegible] দিন [illegible] ছিল। প্রায় ১১ সহস্র গৃহ দগ্ধ হইয়া [illegible] ৫০ সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে [illegible] ক্ষতি ১২০০০০০০০ টাকার [illegible]

বিদ্যুৎসাহিনী [illegible] বর্দ্ধমান ... [illegible]

সিন্ডিকেট ও [illegible] হইয়া

যে সকল হত্যাদি হয়, সেই সকল হত্যাকারীকে ধৃত করিবার পক্ষে যাহারা গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন, উহাদিগের পুরস্কারার্থ মোরাদাবাদে একটী দরবার হইবে।

বোম্বাইর প্রসিদ্ধ কাউসজী জাহাঙ্গিরের একটী প্রতিমূর্তি নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। এ ব্যক্তির ন্যায় দানশীল লোক অতি অল্প দেখা যায়। ইনি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ অসাধারণ বদান্য ব্যক্তির স্মরণার্থ কিছু করা একান্ত আবশ্যক।

কলিকাতার বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক এবার দুর্গোৎসবের সময় বাঈ নাচ তামাসা প্রভৃতিতে বৃথা অর্থ ব্যয় না করিয়া সেই অর্থে দরিদ্রদিগের আহার ও বস্ত্র দিবেন স্থির করিয়াছেন। উত্তম সঙ্কল্প।

প্রোগ্রেস বলেন, আলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র যে সকল চিকিৎসক মেডিকাল সার্ভিসের অনুত্তীর্ণ এতদ্দেশীয় ছাত্র পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের সুবিধার জন্য ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এটী প্রশংসার বিষয়।

২৭ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার ছোটআদালতের দ্বিতীয় জজ মুডি সাহেব কুকুর দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় ৮ মাস পূর্ব্বে তিনি দংশিত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহার প্রতি কোন মনোযোগ দেন নাই। বারিষ্টর মিলেট তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছে।

প্লাবনে যে সকল লোক গৃহহীন হইয়াছে, রায় ধনপত সিংহ তাহাদিগের সাহায্যার্থ ১২০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গোয়ার সিপাহী বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই, শোণিতপাত হয় নাই।

সংবাদ আসিয়াছে, রাজ্ঞী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

ইউরোপের মজুরদিগের একটী সাধারণ ধর্ম্মঘট আছে। সকল দেশের মজুরেরা ইহাতে লিপ্ত। ভারতবর্ষে একটী শাখা স্থাপিত করিবার জন্য এক ব্যক্তি চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি সম্প্রতি ষ্টেট্স্‌ম্যানের সম্পাদকের নিকটে গিয়া মজুর সভার প্রণালী প্রকাশ করিবার অনুরোধ করেন, কিন্তু সম্পাদক তাহাতে সম্মত হন নাই।

দিল্লী গেজেট বলেন, রুড়কী কালেজের সিবিল ডিপার্টমেণ্টের যে ৯ জন এতদ্দেশীয় ছাত্র প্রথম বৎসরের পরীক্ষা দিতে যায়, উহাদের মধ্যে গিরিধারীলাল নামক একজন ছাত্র জুয়াচুরি করিয়া পরীক্ষা দেয়। প্রথমে সে পরীক্ষার্থ প্রশ্নগুলির এরূপ প্রীতিকর উত্তর দান করিয়াছিল যে, প্রিন্সিপালের তাহাতে সন্দেহ হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার তাহাকে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতে দেন, কিন্তু সেবারে সে কিছুই লিখিতে পারে নাই। এই বালককে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ অপরাধের বিশেষ দণ্ড দান আবশ্যক।

মান্দ্রাজের কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর স্কুলে সাহায্য দান লইয়া শিক্ষা ও মিউনিসিপাল বিভাগ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কমিসনরেরা বলিতেছেন, বজেটে এ টাকা ধরা হয় নাই; সুতরাং তাহারা ঐ টাকা দিতে পারেন না। শিক্ষা বিভাগের স্বাধীনতা না থাকিলে এরূপ ঘটনা ঘটিবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আবদুল্লার ফটোগ্রাফ প্রচার দ্বারা বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। উহার আত্মীয়বর্গের কতক সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত উহাদের নাম ও বাসস্থান সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই।

উত্তর সিন্ধুর জেকোবাদে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অনুসন্ধান করাতে ১ লক্ষ টাকা চুরি ধরা পড়িয়াছে। আরও অনুসন্ধান হইতেছে। আরও চুরি ধরা পড়িবে সন্দেহ নাই। ৫ বৎসর ধরিয়া এই চুরি হইয়াছে। এ কালের মধ্যে খাতা পত্রের কোন পরীক্ষা করা হয় নাই। উপরের লোকগুলি পাতা দেখিতে পারে।

দিল্লী গেজেট বলেন, নেপালের মহারাজ অর্থের অভাবে অনরেবল দিনকর রাও মহাশয়ের নিকট হইতে ৫৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। আজি কালি সর্ব্বত্রই টাকা কর্জ্জ করিবার বাতাস লাগিয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, অযোধ্যায় রবি শস্যের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা উত্তর ও পশ্চিম ভাগে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, শাহজাহানপুরের মাণিক বেগম নামক একটী ১৪ বৎসরের বয়স্ক বালিকা রাজ্ঞীর নাম লিখিয়া এরূপ কারু কার্য্যের সহিত একখানি রুমাল প্রস্তুত করিয়াছে যে, কাজ শিখ সাহেব সেখানি রাজ্ঞীকে উপঢৌকন স্বরূপ দিতে অনুরোধ করিয়াছে। আমাদের দেশে ভদ্রের কার্য্য প্রায় পুরুষেরাই করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলে যে সবিশেষ সুদক্ষ হয় এটী তাহার প্রমাণ।

ঢাকায় পুনর্ব্বার ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক পরিবারের ৫ জন উক্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

২৮ এ আশ্বিন শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মহুষ্যদিগকে টীকা দিবার নিষেধক আইন ২৪ পরগণা নদীয়া বর্দ্ধমান হুগলী এবং হাবড়ায় প্রচলিত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এক্ষণে অনেকেই গোবীজে টীকা দিবার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন।

গত ৪ ঠা অক্টোবর জেহানাবাদের বন্যা পীড়িত দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য তথায় এক সভা হইয়াছিল। সভা স্থলে ১০৬০ টাকা সংগৃহীত হয়। গবর্ণমেণ্ট কি কেবল কিছু দিনের জন্য রত্নাকর গ্রহণে ব্যস্ত হইয়া প্রজা বাৎসল্যের পতাকা প্রদর্শন করিলেন?

পুনরায় বড় গোলযোগ হইতেছে, কিন্তু অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যহানির যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা দূরীকৃত হইয়াছে।

মৃত বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবের হত্যার কারণ কি, এ বিষয়ে কেহ কোন সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে তাহার ৩ সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। গত বুধবার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত ১০ সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। আবদুল্লার ফাঁসীও আপাততঃ হইতেছে না। এ উভয়ই বিবেচনার কাজ হইয়াছে।

গত বুধবার রাত্রিতে সাতপুকুরের বাগানে মহামান্য ৩ জন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে।

২৯ আশ্বিন শনিবার।

আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্নর অদ্য বৈকালে দারজিলিঙ যাত্রা করিতেছেন। পাটনা ও ভাগলপুর বিভাগ দর্শন করিয়া নবেম্বরের ১৫।১৬ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার মফস্বল ভ্রমণ নিবন্ধন দেশের কি ইষ্টলাভ হইল, আমরা যেন জানিতে পারি।

জলপ্লাবন নিবন্ধন খাঁকিদের লোকদিগের এরূপ ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে যে, তাহাদিগকে তেঁতুলের বীজ ও বৃক্ষাদির মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে। তাহাদিগের সাহায্যার্থ শীঘ্র কোন উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

পিয়নিয়র বলেন, আলাহাবাদের ত্রিভল খারিকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে তথা হইতে ১০৪ পদাতিক সেনাদলকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এসকল না হইলে পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের চলে কিসে?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪	টাকা	সিক্কা	৯৯৶০।৯৯।০
৪	"	কোং	৯৯।৶০।৯৯৪৶
৪৪	"	"	১০৯।৶০।১০৬৪৶
৪৪	"	"	১০৪৪০।১০৪৯
৪৪	"	"	১০৩।১০৩॥
৫	"	"	১০২৶০।১০৩।৶
৫৪		"	১১২৪৶০।১১১৬

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২২ এ সেপ্টেম্বর—বেডফোর্ড এস, এলেন, মুঙ্গেরের সহকারী সব ডেপুটি আফিমের এজেণ্ট হইবেন। কিন্তু অহিফেন বিভাগে আসিষ্টাণ্টদিগের প্রবেশের নিমিত্ত যে পরীক্ষার নিয়ম হইয়াছে ইহাকে সে পরীক্ষা দিতে হইবে।

৪ ঠা অক্টোবর—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপর উক্ত নিয়মানুসারে পরীক্ষিত হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী সব ডেপুটি আফিমের এজেণ্ট হইবেন—

জি, আর কাটার—জালন।

এ, ডবলিউ আমবরন—সাহেবপুর।

ডবলিউ, ই, এস, মিল—মোরাদাবাদ।

জে, এল, হর্মাভেল ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে নীরজুম বিভাগে আসেসর হইবেন এবং কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

৫ ই অক্টোবর—ডবলিউ, এস, এফ, মরিশন কিছু দিনের জন্য দিনাজপুরের প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এফ, জে আলেকজাণ্ডার কিছু দিনের জন্য কলিকাতার ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জাহানাবাদে বদলী হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র মল্লিক, যিনি সম্প্রতি পঞ্চ সাঁওতাল বিভাগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন, রঙ্গপুরে স্থিত হইবেন।

৬ ই অক্টোবর জে, সি, প্রাইস প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এফ, জে, ডি কর্ণেল দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এ, ডবলিউ কক্রান দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

৭ ই অক্টোবর। মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৫৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। কিন্তু তাহাকে এক প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা দিতে হইবে। ইনি চট্টগ্রামে স্থিত হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এ, ডবলিউ কক্রান কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের চতুর্থ শ্রেণীর ডেপুটি কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন এবং ১৮৫৭ অব্দের ৭ ও ১৮৫৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিবেন।

জে, এল, ফকস কিছুদিনের জন্য, দুর্জ্জুইয়ের সহকারী সব ডেপুটি আফিমের এজেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

৯ ই অক্টোবর। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এ, সি রায় দিনের (সাহেব) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এচ, জি নাগ কিছুদিনের জন্য কুড়ুয়া (সাহাবাদ) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, গোয়ালটি চাটুয্যে বারবার উপবিভাগের ভার পাইবেন।

সিলেটের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জি, ডবলিউ ডেবিস সাওতাল পরগণার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় তিনি এক্ষণে ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্

দের ক্ষমতা চালনা করিতেছেন, উক্ত বিভাগের ঘোলা বা ক পুলিষ ষ্টেশনের নিমিত্ত তুমি প্রদানের ক্ষমতা পাইবেন।

উত্তরপাড়া থানার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

আসিষ্টাণ্ট জে, সি মাকআলিষ্টর দেশী মদের ঠিকার দিগের বিচারার্থ আবকারীর জজের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

১০ ই অক্টোবর। সিবিল সরবিস ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জেলার নিমিত্ত পাবলিক ওয়ার্কস স্থানের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণায়, চন্দ্র শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়—মুঙ্গেরে, কেদার নাথ দাস—বর্দ্ধমানে, ব্রজনাথ সেন—পুরুলিয়ায়, কালীকিঙ্কর সেন—চট্টগ্রামে, হরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মুরশিদাবাদে, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জামালপুরে, মৌলবী আবদুল জব্বার—মুঙ্গেরে, রাজকৃষ্ণ মিত্র—ঢাকাতে, হরচন্দ্র গোস্বামী—ফরিদপুরে, রাজগোপাল রায়—জাহানাবাদে।

বাবু ঈশানচন্দ্র সেন বিজুবিনির জঙ্গল মহলের বিভাগে ১৮৭০ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

রাজস্ব পরিদর্শক মেজর হেনরি নেলসন ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ২৪ পরগণার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর আর, এল, মার্টিন, এম, এ বিজুবিনির জঙ্গল মহল বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর হইয়া যাইবেন। প্রাপ্ত বেতন গ্রহণ করিবেন।

সোমপ্রকাশ।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। ... ... হইতে ... টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

... এ সেপ্টেম্বর। ... ... সেই সময়ে ... ... হইয়াছিল, আর ... ... হইয়াছে; অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ উহা প্রীতিকর হইয়াছিল।

লণ্ডন ৩০ এ সেপ্টেম্বর। জনশ্রুতি এই, মার্কুইস অব হার্টিংটন মিস্টার লাউ বেলমোরের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

... সাহেবের প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা অক্টোবর। পুষ্টিন গবর্ণমেণ্ট ফেনিয়ন বিদ্রোহ দমনার্থ অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন।

৩০ এ সেপ্টেম্বর যে ইংরাজদিগের দেশ হইতে যে সকল বণিক দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে সেই কালের মধ্যে রেভিনিউ ১৪০০০০০০০ টাকার আদায় হইয়াছে।

ভয়ানক অত্যাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

আইরিষ কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতি ফেনিয়ানের সহিত পুলিসের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পরস্পরকে বন্দুক দ্বারা আক্রমণ করা হয়। এক জন পুলিস প্রহরী আহত হয়।

লণ্ডন ৪ ঠা অক্টোবর। নর্থম্বার নামক এক জন সংবাদ পত্রের সম্পাদক পাদরিদের সাথে বিবাদের কথা লেখে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। গ্রো সহায় নামক এক জন সম্পাদকের ৬ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে এবং ক্রমন, সাবর এবং লালাপিয়ন উভয় পরবশ হইয়া প্রচণ্ড আন্দোলন দিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মৃত্যু দণ্ড হইয়াছে।

কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়াটিক ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে।

লণ্ডন ৯ ই অক্টোবর। ইংলণ্ডেশ্বরী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। জনশ্রুতি এই, ডেনমার্কের রাজপুত্রীর সহিত রাজ্ঞীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আর্থরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইতেছে।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর ইংলণ্ড ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৪ ঠা অক্টোবর। মার্কুইস অব ... ... উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারপতি হইয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে সেটি মূল। সার ... ... প্রধানতম বিচারপতি হইয়াছেন এবং সর সার্জেণ্ট রিচার্ড কিউ, সি, ... প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন।

তামাকের চাস করিবার বিধি।

তামাকের বিষয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত
কাপ্তান ওয়াটসন সাহেবের
রিপোর্টের সারসংগ্রহ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কাপ্তান ওয়াটসন সাহেব বলিয়াছেন " অন্যত্র তামাকের চাস করিবার ও তাহা প্রস্তুত করিবার সুবিধা প্রচলিত করিতে হইলে অত্যন্ত মনোযোগের প্রয়োজন, অতএব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ক্ষেত্র না করিলে ঐ কার্য্য সফল করিবার উপায়ান্তর নাই। "

(এক প্রকার পরিমাণ ভূমিতে ঐ পরীক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কার্য্য করিবা।) পাঁচশ ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চৌড়া এক খণ্ড ভূমি দেড় ফুট উচ্চ ইটের প্রাচীর দিয়া বেড়িয়া দিতে হইবে। মাটি দুই ফুট গভীর খুঁড়িয়া তাহা ফেলিয়া দিতে হইবে ও আস্তাবলের জঞ্জাল সার দিয়া পুরিয়া দিতে হইবে। জল ঢালিতে লাগিলে, তাহার উপর দুয় উচ্চ পরিমাণে প্রস্তুত মাটি ছড়াইয়া বীজ বুনিতে হইবে।

বীজ আলগোছে বুনিবার নিমিত্ত পোড়া কাঠের ছাই বা বালি মিশাইয়া ঐ প্রস্তুত মাটির উপর এমন ছড়াইয়া দিতে হইবে যেন এক বর্গ ইঞ্চির মধ্যে সাধারণতঃ চারিটি বীজ পড়ে। কিন্তু বীজ অতি ক্ষুদ্র এই প্রযুক্ত উহা সম্পূর্ণরূপে করা যাইতে পারিবে না। সেই বীজের উপর অল্প মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে।

বীজ বোনা গেলে তৃণ লতাদের বোঝা দ্বারা তাহাতে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। জল ছিটাইলে পর প্রাচীরের উপর দর্শা দিয়া আচ্ছাদন করিতে হইবে। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যা বেলা সেই দর্শা দুই ঘণ্টা তুলিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে সার হইতে যে তাপ উঠে তাহা নির্গত হইবে, বাতাসও খেলিতে পারিবে।

বীজ বুনিবার তিন দিন পরে সেই মাটিতে পুনরায় জল দিতে হইবে।

মন্তব্য।—ভোর বেলা জল দেওয়া উচিত।

স্বাভাবিক সপ্তাহের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইলে চারা দেখা যাইবে। যদি বেশ হইলে তাহা পৃথক করিয়া দিবে; যেন এক ইঞ্চি ফাঁক রাখিয়া এই প্রকারে বসাইতে হইবে।

মন্তব্য।—তাহা করিলে পর যে চারা থাকে তাহা রাখিয়া দিতে হইবে। স্থানান্তরে রোপণ করিবার সময়ে সেই সকল চারা সাবধানে ব্যবহার করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

চারা উঠিয়া চারি পাঁচটী পাতা বাহির হইলে উহার মধ্যে কোন একটী পাতা এক ইঞ্চ চৌড়া হইলেই চারা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা যাইতে পারিবে। অন্যস্থানে তুলিতে পারা যায় এই নিমিত্ত তাহাতে প্রথমে জল দিতে হইবে। তোলা গেলে পর যে স্থানে রোপণ করিতে হইবে তথায় সাবধানে শীঘ্র লইয়া যাইতে হইবে।

ঐ স্থানটী অনুমান এক একার পরিমিত হইবে। ভূমি সমান ও আবর্জ্জনারহিত থাকিবে ও গোরাল প্রভৃতি যাইতে না পারে এই নিমিত্ত সারা বেড়া দিয়া রাখিতে হইবে। ঐ চারা বসাইবার পূর্ব্বে ঐ মাটি দুই বার অতি গভীর ভাবে চষিয়া মই দিয়া তাহা সমান করিবার জন্য বোল দিতে হইবে।

ঐ ক্ষেত্রের উপরিভাগের মাটি সূক্ষ্ম ও আলগা, তাহার নিম্নে আটাল চিক্কণ মাটি থাকিবে, তাহাতে একার প্রতি এক টন হিসাবে নিশাদলযুক্ত আঙ্গার সার দিতে হইবে, তাহার সঙ্গে পচা পাতা প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া যাইবে।

তামাক দুই বৎসর এক ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইতে পারে, তার পর অন্য ক্ষেত্রে দিতে হইবে, কারণ তামাকে মাটির অধিক তেজ কমিয়া যায়।

মন্তব্য।—যে মাটিতে তামাক হয়, দুই বৎসর পরে তাহাতে সূর্য্যমুখীর বীজ বোনা যাইতে পারে।

তামাকের চারা দুই ফুট ব্যবধানে সারি সারি করিয়া বসাইতে হইবে। দুই দুই সারির পর মজুরের হাটিয়া যাইবার উপযুক্ত পথ রাখিতে হইবে। ক্ষেত্রের চতুর্দিকে সাত কি আট ফুট চৌড়া আর এক পথ করিতে হইবে ও তাহার গোড়ায় পাতা জমা করিবার স্থান রাখিতে হইবে।

চারা সকল রোপণ করা গেলে ঝাঁঝরার মুখ দিয়া তাহাতে ভাল করিয়া জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। কোন চারা মরিয়া গেলে তাহা ফেলিয়া দিয়া বীজ বুনিবার স্থান হইতে আর একটী আনিয়া পুতিয়া দিতে হইবে।

দুই এক দিন পরে নিড়ান দিতে আরম্ভ করিতে হইবে। হাতেই সকল উপড়ান এলে সকল হইতে উত্তম। মজুরেরা [illegible] পোকা যত কীট দেখিতে পায় তাহা মারি[illegible] ও চারার গোড়ায় উঁচু করিয়া মাটী দিবে।

যদি তামাকের চারাতে অধিক পাতা [illegible] হইয়া থাকে, তবে এক এক চারার [illegible] পাতা রাখিয়া আর সকল পাতা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কুঁড়ী [illegible] দেখিতে পাওয়া গেলে অত্যন্ত সাবধানে তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। (মন্তব্য—বিলাসের নিমিত্তে তামাক প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ কুঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।)

উক্ত কার্য্য করা গেলে পর আর অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। কেবল সপ্তাহে দুই এক বার চারা দেখিতে হইবে। পোকা থাকিলে তাহা মারিয়া ফেলিতে হইবে ও ঘাস হইলে উপড়াইতে হইবে। সাত দিন অন্তর প্রচুর জল দিতে হইবে। এবং রৌদ্রের অত্যন্ত তাপ লাগিলে, পাছে জল শীঘ্র শুকাইয়া যায় এই নিমিত্তে বিচালী পাতিয়া দিতে হইবে।

পাত তিন প্রকারের। নিম্ন ভাগের, মধ্য ভাগের ও উপরিভাগের। নিম্ন ভাগের পাতা প্রথমে পাকিয়া থাকে। পাতা [illegible] বর্ণ হইয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে তাহাকে পাকা বলা যায়। নিম্ন ভাগের পাতার মধ্যে কোন পাতা হরিদ্রা বর্ণ হইতে লাগিলেই তাহা তুলিয়া লইতে হইবে। কয়েক আট দিনের মধ্যে মধ্যভাগের পাতাও পাকিতে লাগিলে তাহাও তুলিতে হইবে। আর আট দিন গেলে পর আর সকল পাতা তুলিয়া লইতে হইবে। পাতা পাকিলে ছাড়িবামাত্র ডাঁটাশুদ্ধ খসিয়া আইসে। তাহা উদ্ভিদে টানিয়া তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া লইতে হইবে।

কোন ক্ষেত্রের তামাকের পাতা পাকিলে তাহা শীঘ্র ছাড়াইয়া লইবার জন্য যত জন মজুরের প্রয়োজন হয়, তত জন মজুর করিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা অতিশয় পাকিলে তাহা প্রস্তুত করিতে কষ্ট হইতে পারিবে।

বাণিজ্যের নিমিত্তে তামাকের পাতা প্রস্তুত করিতে হইলে তাহা অতি শীঘ্র শুকাইয়া না যায়, এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে। অতি শীঘ্র শুকাইলে তাহা মড়মড়িয়া হইতে পারে। আবার অতি বিলম্বে শুকাইয়া না যায় এই বিষয়েও মনোযোগ করিতে হইবে। কেন না তাহা হইলে পচিয়া যায়। কিন্তু ইউরোপে এই বিষয়ের যে রীতি উত্তম বলিয়া অবধারিত হয় ভারতবর্ষে তাহা কোন কাজে লাগে না। যে ঘরে পাতা রাখা যায় সেই ঘরের যে কোন আকার থাকিলেও ক্ষতি নাই। কেবল তাহাতে যেন বাতাস খেলে ও রৌদ্র না লাগে ও সপ্‌সপা না হয়।

পাতা ছাড়াইয়া লইলে পর তাহা থাক থাক করিয়া রাখিতে হইবে ও শুকাইবার নিমিত্তে তাহা সময়ে সময়ে উলটাইয়া দিতে হইবে। থাকে থাকে রাখিলে অল্প ভিজা থাকে, শুষ্ক হইলেও সুঘ্রাণ যায়।

পরে ঐ ঘরের মধ্যে দড়িতে কি কাটিতে সকল পাতা বাঁধিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা হইবে। তাহার পর রৌদ্রে দিতে হইবে। পরে আঁটি বাঁধিয়া থাক থাক করিয়া রাখা গেলে, পাতায় তাপ হইয়া উঠে। ইউরোপ দেশে তামাকের চাষ বিষয়ে যে সকল পুস্তক লেখা আছে, তাহা পাঠ করিয়া এতদ্দেশের তামাক প্রস্তুত করিবার নিয়ম জানা যাইতে পারে না। বৎসরের প্রতি দিন ও দিনের প্রতি ঘণ্টা যত শীত বা গ্রীষ্ম হয়, তাহা বিশেষ মতে বিবেচনা করিলেও কোন কার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে হইবে ইহাতে মনোযোগ করিলে নিয়ম জানা যাইতে পারিবে। আরও যাহাতে ঘরের মধ্যে অধিক স্থান থাকে ও বাতাস উত্তমরূপে খেলে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া পাতা [illegible] রাখা কৃষকগণের কৌশলের বিষয়। তাহার নিয়ম করা যাইতে পারে না।

পাতা [illegible] টাঙ্গাইয়া রাখিলে পরস্পর লিপ্ত হইয়া না যায় এই বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগ করিতে হইবে।

পাতা শুষ্ক হইয়াও মড়মড়িয়া না হইলে এবং মরা ও বিবর্ণ হইয়াও অনায়াসে মুড়ান যাইতে পারিলে তাহা প্রস্তুত হইল বলা যায়। তাহা হইলে বাঁধিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

যে জন্য তামাক প্রস্তুত হইয়া বাজারে পাঠান যাইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া পাতা বাছিয়া রাখিতে হইবে। চুরটের নিমিত্ত যত রাখা যাইতে পারে রাখিতে হইবে, আর সকল পাতায় হুক্কার তামাক প্রস্তুত হইতে পারিবে। নস্যের নিমিত্ত অতি নরম পাতা আবশ্যক করে। তাহা প্রস্তুত করিতে অধিক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, [illegible] এই দেশে তাহাতে পোষায় না। দেশীয় লোকদের খাইবার তামাক অত্যন্ত উৎকট করিতে হইবে। ইউরোপে যে তামাক চালান হয় তাহা সুগন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যে দেশের লোকেরা কড়া তামাক টানিলে যাহাতে অনেকে ধূম নির্গত হয় এমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। অতএব সারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা প্রয়োজন। কেন না মাটি হইতে চারা যে রস টানিয়া লয় তদনুসারে তাহা কম বা বেশী উগ্র হইবে। ও অল্প বা অধিক আবাদ করিলে ধূম নির্গত হইবে। মাটি ভারি হইলে ও সার অপ্রচুর হইলে ও অধিক জল দেওয়া গেলে তামাক উগ্র ও [illegible] হয়। অধিক পাকা হইলে নিকোটিন মাদক [illegible] তেজ তাহাতে অধিক হয়। রৌদ্র ও শুষ্ক বায়ু ও নরম মাটি থাকিলে তামাক নরম ও সুগন্ধি হয়। অতএব কি প্রকারের সার দেওয়া যাইবে প্রথম এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে। তাহার পর কত জল দিতে হইবে এই বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। এদেশে যে তামাক বিক্রয় হইবে তাহার চারাতে অধিক জল দিলেও ক্ষতি নাই।

মন্তব্য।

তামাক প্রস্তুত করিবার সময়ে পাতার মাঝখানে যে ডাঁটি থাকে তাহাতেই অধিক কষ্ট হয়। ডাঁটি এক এক বার শুষ্ক হইয়া আর রোদ না, এক এক বার শুকাইয়াও যায় না। তবে ফেলিয়া দেওয়া যায় না কেন। একেবারে ফেলিয়া দিতে গেলে পাতা দুই ভাগ হইয়া ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু পাতার পৃষ্ঠভাগে ঐ ডাঁটি উঁচু হইয়া উঠে ও ডাঁটির অধিকাংশ বাহিরিয়া থাকে। তাহা ফেলিতে গেলে অত্যন্ত সতর্ক হইতে হবে। অন্যথা [illegible] তাহা পচিয়া উঠিতে পারিবে। তাহা করিবার দায় এই। বাম হাতের দুই অঙ্গুলী দিয়া ডাঁটির নিম্নভাগে পাতা ধরিয়া তাহার উপর দেড় ইঞ্চ রাখিয়া ডাহিন হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলীর নখে কাটিয়া এক চিন রাখা করিয়া লইবে। পরে ডাহিন হাতের দুই অঙ্গুলি দিয়া ঐ ভাগ ধরিয়া পাতার অগ্রভাগের দিকে তাহা টানিয়া তুলিবে। ডাঁটির যে দিকটী অতি কোমল তাহাও টানিলে পাছে পাতা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে এই কারণে সেই স্থানে অঙ্গুলীর নখে টিপিয়া ধরিয়া ডাঁটা কাটিয়া লইবে। তাহা হইলে ঐ ডাঁটির যে দিক নিম্ন বা সমান থাকে তাহাই পাতার আধার দিকে থাকিবে, ও পাতার নিম্ন দিক যে স্থলে ঐ কঠিনাংশ ডাঁটা যে স্থানে ছিল সেই স্থানে অতি সংকীর্ণ খাদের মত থাকিবে। কোন [illegible] এক সময় করিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা পাতায় [illegible] না লাগায় ও পাতা না ছিঁড়ে এই বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করিতে হইবে।

তামাক সম্পর্কীয় সমস্ত কার্য্য অর্থাৎ ছোট ছোট চারা তুলিবার ও রোপণ করিবার ও নিড়ানি দিবার ও পাতলা করিবার ও [illegible] রাখিবার ও কাটিতে টাঙ্গাইবার ও আঁটি তুলিবার কার্য্য করণ সময়ে [illegible] পাতা ধরিতে হইবে ও পাতা [illegible] হইবে না, এই বিষয়ে মজুরদিগকে সাবধান করিতে হইবে। যে মজুরেরা পাতা না ছিঁড়িয়া উত্তম

রূপে কর্ম্ম করে তাহার দিগকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিলে মালীরা সতর্ক হইয়া কার্য্য করিবে।

আমাদের মতে, নগরে সূর্য্যমুখী ফুলের গাছ দিলে অনেক উপকার হইতে পারে। ১। বড় বড় গাছের ও ঝোপ জঙ্গলের ছায়ায় অনেক স্থানে প্রয়োজন, ঐ গাছ দিলে ছায়া হইতে পারে। ২। আমাদের দেশে ফুলের টানের অভাব নাই, তবে ঐ সূর্য্যমুখীর ফুলটাই তাহা নিবারণের উত্তম বস্তু। ৩। আমাদের যে প্রকারের মাটিতে উত্তম হইয়া উঠে ঐ সূর্য্যমুখীর শুষ্ক পাতা ও ফুল দিয়া মাটিতে মিশ্রিত করিলে সেই প্রকারের মাটি প্রস্তুত হয়।

১৮৭১ সাল ১৭ মে। পি, ডাবিনসন।

প্রেরিত

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন—

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি তিন ব্যক্তি সোমপ্রকাশে আমার প্রেরিত পত্রখানি দেখিয়া গত ২৪এ আশ্বিন বিবরণীয় পত্রদ্বারা আমার নিকট যে কয়েকটী প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি নিম্নে সেই প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রত্যেকের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতেছি, বোধ করি তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।

২৭এ আশ্বিন ১৭৯৩ শক } শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশস্য

১। বারাণসীর চান্দ্র মাস গণনায় ১রা ভাদ্র এবং বঙ্গদেশের সৌরমাস গণনায় ১১ই আশ্বিন ইংরাজী ২৬ এ সেপ্টেম্বর দিবসে বারাণসী নগরে হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীতে পণ্ডিতদিগের যে একটী সভা হইয়াছিল, তাহা আপনি অস্বীকার করেন কি না? সে সভায় আপনি উপস্থিত ছিলেন কি না? (১)

২। বারাণসী কালেজের অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী, মৃত রাজা দেবনারায়ণ সিংহের সভাপণ্ডিত শঙ্করাম ত্রিবেদী, কাশীরাজের সভাপণ্ডিত তারাচরণ বর্ত্তমান সময়ে কাশীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান পণ্ডিত কি না? কাশীতে তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আছেন কি না? (২) ঐ সকল পণ্ডিত কুলক্রিয়াবিশূন্য ব্রাহ্মদিগকে এবং অসবর্ণা বিবাহকে অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি না? (৩)

৩। উক্ত সভাতে আপনি মতপ্রকাশ না করিয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন কি না? (৪)

৪। বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজারাম শাস্ত্রী আপনার গুরুতুল্য কি না? (৫) তাঁহাদিগকে আপনার গুরুতুল্য বলাতে আপনার যুক্ত অন্যলোকদিগকে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আপনি কিরূপে বুঝিলেন? (৬)

৫। উক্ত সভাতে ব্রাহ্ম বিবাহ বৈধ বলিয়া কয় জন পণ্ডিত স্বাক্ষর করিয়াছেন? (৭)

৬। উন্নতিশীল (৮) ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই শিশু ইহা কি আপনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন? (৯)

৭। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ সকলেই মিথ্যাবাদী এবং তাঁহারা কেবলি অসত্য প্রচার করিতেছেন ইহা কি আপনি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারেন? (১০)

৮। "ইকনস" এই শব্দের অর্থ কি? (১১) এই শব্দদ্বারা কাহারদিগকে লক্ষ্য করিতেছেন? ঐ শব্দটী কি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের সহিত ব্যবহার করেন নাই? (১২)

৯। ১১ ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে মিথ্যা লেখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? (১৩)

---

(২) ইহারাও প্রধান বটেন; কিন্তু ইহাঁরাই যে সকলের শ্রেষ্ঠ, আর কেহ নাই, এমত নহে; কেহ ইহারদিগের কাহারও সমান বা কেহ ইহারদিগের কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ অনেক আছেন।

(৩) তারাচরণ তর্করত্ন ঐ সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার এক জন ছাত্র প্রতিনিধি ছিলেন, তিনিই উহার নাম স্বাক্ষর করেন। সুতরাং ঐ চারিজনের মধ্যে, দুই জন বেদ বিরুদ্ধ নয় বলিয়া ও দুই জন অসম্পূর্ণ বলিয়া মত দিয়াছেন বলিতে হইবে।

(৪) আমি সে সভায় আহূত হই নাই বা মতামত দিবার জন্যও যাই নাই, হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলাম, এবং আমার হস্তে শৈবাদের প্রচারিত নমুবধরব স্মৃতি উদ্বাহ এক পুস্তক ছিল। অন্যান্যের পণ্ডিতদিগের অবধারণা নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে উহার মীমাংসা তাঁহাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছিলাম। এস্থলে মহাশয় বিবেচনা করুন ইন্ডিয়ান মিরারে যে ডুক টু হিজ হিলস (অর্থাৎ পলাইয়া যাওয়া) ইংরাজী শব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এমন কি হইল যে, মত প্রকাশ না করিয়া উঠিয়া যাওয়া। ইহার উপর আমার আর বক্তব্য কি আছে?

(৫) মহাশয়! এই বাক্যটি কি বিস্ময়জনক নহে? কারণ আমার বয়স ৪৪ বৎসর হইল। বাপুদেব শাস্ত্রীর বয়স ও রাজারাম শাস্ত্রীর বয়স বোধ হয় ৫০ বৎসরের ন্যূন হইবে, তাঁহারা আমার গুরু তুল্য!!!

(৬) পাঠকগণ! বিচার করিয়া দেখুন, ইণ্ডিয়ান মিরারে প্রিসেপ্টরস (অর্থাৎ গুরু) এই ইংরাজী শব্দটী লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থ ...র গুরুতুল্য হইল, ইহারদিগকে শিশু ভিন্ন ... কি বলা যাইতে পারে?

(৭) পণ্ডিতদিগের মধ্যে ১৬ জন বেদ বিরুদ্ধ নয় বলিয়া এবং ২০ জন অসম্পূর্ণ বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিলিপি আমার নিকট আছে।

(৮) আধুনিক সমাজস্থদিগের উন্নতিশীলতা কতদূর তাহা সাধারণেই বিবেচনা করিতে পারেন।

(৯) সকলেই নহে কিন্তু অধিকাংশ।

(১০) আমি মিথ্যাবাদী বলি নাই; কিন্তু কয়েকটী মিথ্যা জানিতে পারিয়াছি।

(১১) ইহা সোমপ্রকাশ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলেই ভাল হয়, কারণ তিনি অনেক দিন অবধি এশব্দটী ব্যবহার করিতেছেন, এবং বোধ হয় একবার অর্থও করিয়া থাকিবেন।

(১২) গোস্বামী মহাশয়! আপনি পূর্ব্বে যে ব্যবহার দর্শনে আধুনিক সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অবশ্যই ব্যক্তিদিগকেই ইহার মধ্যে গণ্য করিবেন। সেই পূর্ব্ব ব্যবহারই কি আপনার ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ক্রোধের ব্যবহার?।

(১৩) "তাঁহারা সকলেই প্রচলিত ব্রাহ্ম বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অবৈধ ও অসিদ্ধ মত দিয়াছেন" এইরূপ লেখাটীই তাহার প্রমাণ।

কতিপয় জিলায় বন্যা আসিয়া, যেরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত করিয়াছে, তাহা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে। ঘোর কাঁই মহকুমা বসীরহাটের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সোমপ্রকাশ পাঠকবর্গ অবগত নহেন। গত ভাদ্র মাসের ১৭ ই। ১৮ ই এ প্রদেশে সামান্যরূপ জল বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তৎপরে ঐ। ৮ দিনের মধ্যে জল এত দূর বৃদ্ধি হইল যে, অনেককে বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। যে স্থানে পূর্ব্বে (৩০ বা ৩৫ সালে) বন্যার জল প্রবেশ করে নাই, এবার সে স্থান জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। জল বৃদ্ধির সময়ে চতুর্দ্দিকে গৃহাদির পতন ও জলের কল কল শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় আকুলিত করিতে লাগিল। এই জল প্লাবনে কৃষক ও সামান্য লোকদিগের কষ্টের পরিসীমা নাই। গবাদি পশু অধিকাংশই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ধান্য অর্দ্ধেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে এবং সামান্য লোকের গৃহাদিও ভূমিসাৎ হইয়াছে।

দুঃখের কথা আর কি জানাইব, পূর্ব্ব কার জল নিঃশেষিত না হইতে হইতেই পুনরায় ১৫ ই আশ্বিন হইতে এখানে জল বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়া এক্ষণে (২৩ এ) পূর্ব্বাব স্থাপন্ন হইয়াছে। এ সময়ে (অষ্টমী, নবমীতে) যখন এত দূর জল বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন অমাবস্যায় সময়ে যে অতিশয় শোচনীয় ঘটনা ঘটিবে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব বন্যায় যদিও অনেকে প্রধান প্রধান লোকের গৃহে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল, এবারে সে আশাও নাই।

পূর্ব্ব হইতেই অদ্যাবধি মহার্ঘ হইয়া রহিয়াছে তাহাতে আবার এ সময় জলের যেরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, ইহাতে প্রতীয়মান হয়, এ বন্যায় একটীও ধান বাঁচিবে না অতএব দরিদ্র দিগকে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হইবে ভাবিতে গেলে আকুল হইতে হয়। ধনশালী মহাত্মাগণের কৃপাদৃষ্টি ব্যতিরেকে দরিদ্রের দুঃখ নিবারিত হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। একারটাকী প্রভৃতি এ প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান জমীদার মহাশয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা হৃদয়ীকৃত গৌরব [illegible] রাণী শরৎ সুন্দরী দেবীর ন্যায়, এ প্রদেশস্থ কৃষক ও সামান্য লোকের ক্লেশ দূরীকরণে অগ্রসর হউন।

শিরহাটী
২৪ এ আশ্বিন
১২৯৮ } শ্রী:—

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানশীলতা কাহারো অবিদিত নাই, তথাপি আমি পর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সংপ্রতি আমি সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণ সটীক মুদ্রিত ও প্রচার করিয়া মহারাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি নিজ বদান্যতা গুণেই বশম্বদ হইয়া ১০০ একশত টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

—:—

মহাশয়! এ বৎসর এ অঞ্চলের দুঃখ দুর্দ্দশার আর পরিসীমা নাই। আবার মাসে শেষ হইতেই এখানে সাংক্রামিক জ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া এক্ষণে এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য; জোৎশ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ পুর, ও রাজারাম পুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের মধ্যে এমন একটিও পরিবার লক্ষিত হয় না যথায় জ্বর প্রবেশ করে নাই। প্রায় অনেকেই সপরিবারে জ্বরাক্রান্ত হইয়া [illegible] নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিতেছে। সুস্থ লোকের অসদ্ভাব প্রযুক্ত অনেকেরই যথা সময়ে পথ্যাদি প্রস্তুত হইয়া উঠে না। পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ, তাহাদিগকেই প্রাণপণে সংসারের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য গুলি সম্পাদন করিয়া লইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পুর বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। চারি জন শিক্ষকের মধ্যে তিন জন পীড়িত। অচিরকাল মধ্যে পীড়ার বেগ শিথিল না হইলে বোধ হয় বিদ্যালয়টি কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে। মহাশয়! এ অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে দুই এক পরিবারের যে দুই চারি ব্যক্তি এখনও সুস্থ আছে, পীড়িতদিগের শুশ্রূষা জন্য তাহাদিগকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যনাশক কার্য্য করিতে হইতেছে। সুতরাং তাহারা যে আর অধিক দিন সুস্থ থাকে এরূপ আশা হয় না। একে ত রোগের জ্বালা, তাহার আবার অর্থকৃচ্ছ, অনেকের "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাভাবে নিঃস্ব শ্রমজীবীগণকে ঔষধ ও পথ্যের জন্য দুঃসহনের যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে। যখন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রমে পীড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিতেছেন, তখন যাহাদের এক দিন পরিশ্রম না করিলে চলে না, তাহারা কোথা হইতে এত ব্যয় যোগাইবে? অতএব আমাদের গবর্ণমেণ্টের সমীপে সানুনয় প্রার্থনা এই যে, উক্ত গ্রাম কতিপয়ের লোক সমূহের বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত একজন নেটিভ ডাক্তার প্রেরণ করুন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত দরিদ্র প্রজাবৃন্দের রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। ঐ সকল গ্রামের মধ্যে এমন একটিও লোক নাই, যাঁহার দ্বারা পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিদিগের কোন বিশেষ উপকার হইতে পারে।

বর্দ্ধমান জেলার
আমড়াপাড়া জোৎশ্রীরাম
১৭ ই আশ্বিন ১২৯৮ } একজন পীড়িত।

—:০:

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

(১)

লেখনি! এ তুমি আকিঞ্চন,
কেমন শকতি তব কেমন সাহস?
অধিক রসনা এক,
মকতে জলের সেক,
দিতে তাই করেছ মানস
শঙ্কতে করিতে বাঞ্ছা সাগর সিঞ্চন

(২)

সুবিশাল ভারত-গগনে,
উজ্জীন যে যশঃ কেতু মার্ত্তণ্ডের প্রায়,

অলসে নয়ন মণি,
কেমনে বল লেখনী
তাহা বর্ণিবারে বাঞ্ছ, হায় !
সাধ্যাতীত বলি জ্ঞান হয় না মনে ?

(৩)

বিজ্ঞতম সুধীর সমাজ,
রসনার ক্লান্তি নারে করিবারে দূর ,
কত কত গুণধাম,
" ভারতী-ভাণ্ডার " নাম,
যেই গুণ বলিল প্রচুর,
সেটী নয় নয়, তব সাধ্যায়ত্ত কাজ ।

(৪)

শুনিয়াছি পুরাণ প্রসঙ্গে,
কমলা, কুমুদ-বন্ধু সাগর সন্তান ।
নিত্য ইন্দু দেখা পাই ,
লক্ষ্মী কেহ দেখে নাই,
দেখিতে কে করেছে সন্ধান ?
আপনি প্রসন্না হয়ে, দেখা দিলা বঙ্গে ।

(৫)

কি কারণ যুগ ত্রয় পরে
দেখা দিলা ? সুধাইলে এই ত উত্তর,
এবে স্বর্ণময়ী নামে,
কাশীম বাজার ধামে,
সমুদিলা হরিষ অন্তর,
" স্বর্ণভূমি " ভারতাখ্যা সকলের তরে ।

(৬)

চঞ্চলা প্রকৃতি পরিহরি,
(কি আশ্চর্য্য) বিদ্বেষিতা করি প্রত্যাখ্যান,
মাতা ভেবে ভালবাসি,
পুলক সাগরে ভাসি,
বাণীসুতে নিজ সুত জ্ঞান ,
তোষিতেছেন সপত্নীকে সমাদর করি ।

(৭)

কমলার কমলে বসতি,
ভারত-সন্তানে রাজে মানস কমল,
সে সকল পদ্ম কোলে
সু যশঃ হিল্লোলে দোলে,
কীর্ত্তি-রূপে হংসরা উজ্জ্বল,
সারা কুল-শিরোমণি, স্বর্ণময়ী সতী ।

(৮)

তারা হ য়া, সুকৃতির ফলে,
বহুল নক্ষত্র আজি ভারত অম্বরে ,
সে সবার উচ্চে স্থান
বিধু শুভ্র জ্যোতিষ্মান,
লক্ষে যার যশঃ শশধরে,
" মহারাণী " আখ্যা তার অবনি মণ্ডলে।

(৯)

ধন্য তাঁর মন্ত্রি গুণধর !
যাঁর মন্ত্রণায় সদা দানের প্রবাহ
বহিয়া অযুত তুণ্ড,
পুরিল দরিদ্র কুণ্ড,
প্রবর্দ্ধিল মহৎ উৎসাহ,
" বাহাদুর " আখ্যা তাঁর অতি যোগ্যতর।

(১০)

হে মন্ত্রিন্ ভিতীর (১) রতন !
ভুলিও না সেই স্থান, তার প্রতিবাসী,
স্বর্ণ যারে শ্রেষ্ঠ মানে,
বাঁচিয়া থাকিতে প্রাণে
হও তার উন্নতি প্রয়াসী ;
বুদ্ধির ভাণ্ডার তুমি জ্ঞানের সদন ।

(১১)

স্বাধ্বী ! এই বঙ্গের মিনতি ;—
প্রকৃত উন্নতি এবে করুন সাধন ;
যাহাতে বঙ্গের জন,
চাকুরি জীবন ধন
যেন আর না করে চিন্তন ,
সমকক্ষ মিলি সবে, অথবা এ মতি ।

আটী গ্রাম বর্দ্ধমান । শ্রীকৈলাসচন্দ্র দে ।

মূল্যপ্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সেন গোয়ালপাড়া	১০
" " বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ—ধুকেল	৫৷০
" " রামতনু সরকার—কটক	১৩
" " দুর্গামোহন মৈত্র সান্যালপাড়া	১১৷
" " অখিলপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জেজুরি	১০
" " নবিআওলাল দাস সারট	৩৸০
বহুবাজার সাহায্যকৃত বাঙ্গলা পাঠশালা	৫৷০

(১) মানকরের নিকট ভিতী গ্রামে রাজীব বাবুর বাড়ী ।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না । হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণি অর্ডর, নোট ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন । কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না । মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না ।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন ।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে ।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে । যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে ।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয় ।

৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ৫১ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২১ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭১। ৬ ই নবেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা, এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটি বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। পোষ্ট অফিস অর্ডার কিম্বা বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে, কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা সে মাশুল বাদ পাইবেন না। তাঁহারা আবার যখন অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন ১২৭৮ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
কার্য্য সম্পাদক

—:০:—

জেলা জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ভুটান পশ্চিম দ্বারের এলাকাতে যে সকল চুণ ও তাম্র ও লোহের খনি আছে তাহার ধাতু বাহির করিবার স্বত্ব আগামী ১৫ ই নবেম্বর নিলামে বন্দোবস্ত হওয়ার বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে প্রচার করা গিয়াছে। এইক্ষণ সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জানান যাইতেছে যে, সংপ্রতি তাহার বন্দোবস্ত কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকিবেক। উক্ত ১৫ ই নবেম্বর বন্দোবস্ত হইবেক না ইতি।

জেলা জলপাইগুড়ি ১৭ অক্টোবর ১৮৭১ } এফ গ্রান্ট
এঃ ডিঃ কমিসনর

—:০:—

নাটোর রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাল জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। পেন্সনারের বিদায় এবং বারবরদারি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিয়ম প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ ৩০ আশ্বিন } শ্রীযুক্ত মহারাণী চন্দ্রময়ী রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীস্থ সদর কাছারি

—০—

২২ এ ২৩ এ ও ২৪ এ নবেম্বর বাং ৭ ই ৮ ই ও ৯ ই অগ্রহায়ণ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে;

ক্ষেত্রবিবরণ ও হস্তাক্ষর।

ভাষা ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত, দশমিক ভগ্নরাশি পর্য্যন্ত

ভূবৃত্তান্ত।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

যে সকল প্রবেশার্থী লোক না তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবে না।

কলিকাতা ১৩ ই অক্টোবর } এচ. উড্রো।
মধ্যবিভাগের ও ৯ম মণ্ডলের ইনস্পেক্টর।

—০—

সংস্কৃত আপস্তম্বব্রাহ্মণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিসন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা। শ্রীকবিমোহন মুখোপাধ্যায়

—০০০—

অপূর্ব্ব কারাবাস। আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা লালবাজার। হিন্দু হোটেল।

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী ভুতছাড়া-রের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী মহাশয় দ্বয়ের বাটিতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও পরিদর্শনাধীন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। একজন নেটিব ডাক্তারের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের লাইসেনসিয়েট ক্লাশের ডিপ্লোমা থাকা ও হিন্দু জাতীয় হওয়া আব শ্যক। যিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ এক বর্ষকাল কার্য্য করিয়াছেন এবং ইংরাজী ডাক্তার ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে পার দর্শিতা আছে, তাঁহার আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে এবং কার্য্য দ্বারা সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে আনান যাইবে। প্রার্থী গণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ সত্বর নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট আবেদন করিবেন।

ভুতছাড়ার জমীদার বাটী } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়
জেলা রঙ্গপুর } হেড মুন্সি

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৪৯ নং বৌবাজা-রস্থ হোমিওপ্যাথিক প্রেসে, জানাপুকুর বি, পি, এম্‌ স যন্ত্রে, ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোং দোকানে ও স্কুলবুক সোসাইটির পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য আট আনা।

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপড়ুসেরাঁস লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং ভারতবর্ষস্থ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটারিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০	টাকা
১	ঐ	৫০০০	টাকা
১	ঐ	২৫০০	টাকা
৫	ঐ	১০০০	টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০	টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০	টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০	টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০	টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫	টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০	টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থে ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সভ্যগণের সম্মুখে ও তদারকে আগামী ডিসে ম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হই বেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরির ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের বাটিতে, এবং ডবলিউ, বি, রুসটন সাহেবের বাটিতে কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধিবাজার গলি, জে, ডুমেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রাণ্ট লেন ডি, ফ্রেঞ্চ কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেনটিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনু বাদিত হইয়া কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীকৃষ্ণ মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্থাপিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুল সহিত ১৶০ আনা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করি লেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ধাঁচের টাইল ইট; মেজি য়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটির নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রস্তুত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৫নং লেয়ন্সরেঞ্জ ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

---

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ	।০	আনা।
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

	স্থিতি স্থান		আয়তন
ঐ ২ মিশনের লেন		ঐ	৯৩ কাঠা

নং১২ ইণ্ডিয়ান রোড . ঐ ১/১ বিঘা। বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী মিঃ আর্ বাথগেট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

—:o:—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪।০
ডাকমাশুল ।/০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার বিদ্যুৎ হলের শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক লোকে একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ দেশে এই প্রকার দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের অলৌকিক শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

ইহাতে সর্ব্ব প্রকার কাশ, শূলশূল, মেহ, হাঁপানি, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি ১মূল্য দেখে প্রধান ২ যে সকল রোগ আছে, তাহা দাদ খাঁসি বা অন্য কালেক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান কারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২।০ টাকা, ডাক মাশুল ৷/০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ বাবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিন্দু কোং গোকুলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাঁহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তদকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদার নাথ বিদ্যাবিনোদ বি এণ্ড কোং স্বয় অমৃতবিন্দুর কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইহা বিনামূল্যে থাকত ভিন্ন অমৃত বিন্দু চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃত বিন্দু আফিস
১৬ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

—:—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থের নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ার আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি. পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—:o:—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অদ্য হইতে আমার অছি বারাকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে অছি হইতে রহিত করিলাম; এই বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও যদি তিনি আমার স্বরূপ হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমি বাধিত হইব না।

বারাকপুর
১২৭৮
৫ ই আশ্বিন } শ্রীউমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী

—:o:—

৩০০০ সহস্র টাকা পুরস্কার।

যে অধিকাংশ শ্রীযুক্ত প্রধান বিচারপতি জষ্টিস নর্ম্মান সাহেবের হত্যা ঘটিয়াছে, তাহা যে সংবাদ দ্বারা শ্রীযুক্ত পুলিস কমিসনর সাহেব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইবে বিবেচনা করিবেন এবং যদ্দ্বারা উক্ত পুলিস কমিসনর সাহেব হত্যাকারী আবদুল্লার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তাহার সহায়ক ও সঙ্গিগণকে সন্তোষজনকরূপে নিরাকরণ করিতে সক্ষম হইবেন, এবম্প্রকার সংবাদদাতাকে তিন সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে এবং প্রত্যেক সাহায্যক সংবাদের জন্য উচিতমত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। উক্ত ব্যক্তির আকৃতি নিম্নে লিখিত হইল।

আনুমানিক নাম, মোলবি আবদুল্লা, উর্দ্ধ (৫) পাঁচ ফিট (৬) ছয় ইঞ্চ, বয়স প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর। আকৃতি স্থূল ও অদীর্ঘ এবং বলবান; মুখাকৃতি সুপ্রকাশ্য অর্থাৎ ভাল সাদা, বর্ণ নিতান্ত কাল বা নিতান্ত ফরসা নহে; মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, ছোট ছোট চক্ষু, কপাল অতি নিম্ন ও বলা; কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা; দাড়ি ছাঁটা বক্ষ সম এবং হস্ত অর্থাৎ বাহুর কনুইয়ের নীচে কেশাবৃত; হিন্দুস্থানী ও আরবী ভাষা জানে। বোধ হয় পেশওয়ার বাসী; বিগত দুই বৎসর হইতে চিৎপুর রাস্তার সিঁদুরে পটি বা নাখোদার মসজিদে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত।

টিকা এই নগরে অথবা এই নগরের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক নগর ও সুবাস্থান পুলিস ষ্টেশনে অথবা লাল বাজার পুলিস আফিসে উক্ত হত্যাকারীর প্রতিমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখা যাইতে পারে।

কলিকাতা
২৬ এ সেপ্টেম্বর
১৮৭১ সাল। } ষ্টুয়ার্ট হগ,
কমিসনার অব পুলিস।

—:o:—

৺ কবি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পদ্য পুস্তক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল /০ আনা।

কৃষ্ণনগরের
গোয়াড়ী } শ্রীদামোদর রায়

—:o:—

নীলামী।

সন ১৮৭১ সাল ২৪ এ অক্টোবর।
জাহাজের নাম নাম কমাণ্ডারের নাম

মাদ্যা ভাস্কো।
যোহানিস

তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া
৪২ মাইলের মধ্যে ১০
হাট বোয়ালিয়া হইতে
আলিনগর ১৫
আলিনগর হইতে রুকণপুর
১৮ মাইলের মধ্যে ১৩
রুকণপুর হইতে হুগলী
৩২ মাইলের মধ্যে ১০

ভাগীরথী।

মোহানায় ২০
তথা হইতে জঙ্গিপুর
৯ মাইলের মধ্যে ১৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর
৪৭ মাইলের মধ্যে ১৫
বহরমপুর হইতে কাটোয়া
৫৬ মাইলের মধ্যে ১৮
কাটোয়া হইতে নদীয়া
২৬ মাইলের মধ্যে ১১

জলঙ্গী।

মোহানায় ১৪
তথা হইতে করিমপুর
১৯ মাইলের মধ্যে ৬
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা
৩২ মাইলের মধ্যে ১১
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া
৭০ মাইলের মধ্যে ১৪

সন ১৮৭১ সালের ২৫ এ অক্টোবর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	১৮	৮

বহরমপুর ২৫ অক্টোবর ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইস্ত একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবীজন।

সোমপ্রকাশ।

২১শে কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা গ্রাহকগণকে স্মরণ করিয়া দিতেছি, সম্প্রতি সোমপ্রকাশের যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, তদনুসারে সোমপ্রকাশের মূল্য স্বরূপ টিকিট লইবার রীতি রহিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এতৎসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ও নিয়ম দর্শন করিবেন।

☞ আমরা জগদীশ্বরের কৃপায় এবং গ্রাহকগণের অনুগ্রহে দুই সপ্তাহ কাল বিশ্রামসুখভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে পুনরায় সোমপ্রকাশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা আশংসা করিতেছি, পাঠকগণও আমাদিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দ শরীরে বিশ্রাম সুখভোগ করিয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকটে আমাদিগের প্রার্থনা এই, বর্ষে বর্ষে আমরা পাঠকগণের সহিত এইরূপ আনন্দ ভোগ করি। বাঙ্গালা দেশে দুর্গোৎসবের তুল্য আনন্দের সময় আর নাই। এসময়ে কেহই নিরানন্দ নহেন। যাঁহাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা আছে, তাঁহারাই যে কেবল মহিষমর্দ্দিনীর চরণ কমলে গঙ্গাজল বিল্বদল দিয়া কৃতকৃত্য বোধে সুখে কালাতিপাত করিয়াছেন এরূপ নয়। খৃষ্ট ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরাও এই উৎসবের কয়েক দিন স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছামত ব্যবহার করিয়া যার পর নাই সুখে সময় যাপন করিয়াছেন। কৃষকদিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহারা একদিকে দারুণ পরিশ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে এমন সময়ে উৎসবের আরম্ভ। বোধ হয়, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তাহাদিগের প্রমোদনোদন ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থই এই সময়ে এ উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এদেশের এক একটী চমৎকার ব্যবহার আছে, যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা পূজার তিন দিন মুক্তহস্ত হন। যে পূজার বাটীতে প্রবেশ করে, সেই উদর পূরিয়া অন্ন খাইতে পায়। ঐ তিন দিন কৃষকদিগের অন্ন চিন্তা থাকে না। ইহাই তাহাদিগের অপর আনন্দের হেতু। এই বিশ্বজনীন আনন্দের সময়ে কেহই নিরানন্দ থাকেন না, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। কতকগুলি ভ্রান্ত ধর্ম্মাত্মা কেবল কষ্ট পান। যে স্থলে পূজা হয়, সে স্থলে গমন করিলে পৌত্তলিক ধর্ম্মে উৎসাহদান করা হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা কেবল যে তত্তৎস্থলে গমনপরাঙ্মুখ হন এরূপ নয়, কথোপকথনকালে ঐ পূজা প্রসঙ্গ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের ধার্ম্মিকতার পরিচয় দান করেন। আমরা তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, যাঁহাদিগের হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস আছে, পূজার সময়ে ঐ সকল ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি তাঁহাদিগের গৃহে গমন করিলে তাঁহাদিগের অণুমাত্র উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, গমন না করিলেও অণুমাত্র উৎসাহ ভঙ্গ হয় না। তাঁহারা উহাঁদিগকে বিধর্ম্মী নাস্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাঁদিগের উৎসাহ দানাদানে তাঁহাদিগের সেই বদ্ধমূল সংস্কারের অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। উহারাই কেবল কষ্ট পান এই মাত্র।

রেঙ্গুন জেলের দুর্ঘটনা।

যাঁহাদিগের উপরে গুরুতর কার্য্যভার সমর্পিত থাকে, তাঁহাদিগের অজ্ঞতা অনবধানতা অবিমৃশ্যকারিতা ঔদ্ধত্য নিবন্ধন যে কত অনর্থ ঘটনা হয়, রেঙ্গুন জেলের দুর্ঘটনা তাহার অন্যতর প্রমাণ। ডাক্তার ঈডনের অজ্ঞতা অথবা ঔদ্ধত্যই তাহার মূল। এত দিনের পর তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে। ঈডন সাহেব কয়েকজন ব্রাহ্মণ কয়েদির উপবীত কাড়িয়া লন। তিনি উপবীত কাড়িয়া লইবার এই কারণ প্রদর্শন করেন; গলদেশে উপবীত থাকিলে কয়েদীরা ঢকা বিদ্যে ভেল্কী-লীলা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বলেন, উপবীত গ্রহণে তিনি দোষ জ্ঞান করেন নাই। কয়েদিদিগের পরিহিত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া জেল-প্রচলিত বস্ত্র দিবার

নিয়ম আছে। তিনি উপবীতকে বস্ত্র তুল্য বোধ করিয়াছিলেন। উপবীত বল পূর্ব্বক গৃহীত হইলে কয়েদিদিগের মনে অতিশয় রোষ ও অসন্তোষ জন্মে। কএকজন মুসলমান কয়েদী দুর্গন্ধপূর্ণ খাদ্য দিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে প্রধূমিত রোষাগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। তদনন্তর তাহারা কারা হইতে পলায়ন চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টামূলক রক্ষকদিগের সহিত দাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। জিভ্স সাহেব এদেশের আচার ব্যবহার জানেন না বলিয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন। তিনি সাহেব তাঁহাকে এদেশের আচারব্যবহার অনভিজ্ঞ জ্ঞান করিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদিগের মন তাহার অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া লইতে সম্মত হইতেছে না। উপবীত যাহার গলদেশে থাকে, রক্ষকেরা সংস্থাপিতরূপে তাহার রক্ষাকার্য্য সম্পাদন করে না. তাঁহার যখন এতসংস্কার ছিল, তখন তিনি যে এদেশের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায়। আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, অনেক মদান্ধ কর্ম্মচারী এদেশীয়দিগের ধর্ম্মসংস্কারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন; তাঁহারা মনে করেন সেই সংস্কারকে পদদলিত করিয়া আপনাদিগের বাহাদুরী দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদিগের ধর্ম্ম সংস্কার পদাহত হয়, তাহারা সাধ্য সত্ত্বে প্রতিশোধ করিয়া মৌনী হইয়া থাকে না। অনেক মহামতির উল্লিখিত দুর্ব্যবহার ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের অন্যতর কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যে কর্ম্মচারিদিগের থুথু দেওয়া, হিন্দু দেবমন্দিরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ কর বলপূর্ব্বক প্রতিমা বাহির করিয়া আনা, এ সকল সংবাদ মধ্যে মধ্যে আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল কাণ্ড হইতে সময়ে সময়ে বহুতর অনর্থ ঘটিয়া উঠে. শেষে দুর্ব্বল পক্ষই প্রায়ে হত হয়। গবর্ণমেণ্টকেও অগত্যা শান্তি রক্ষার্থ অপরাধকারী কর্ম্মচারির পক্ষতা ও অপকৃত দুর্ব্বলের বিপক্ষতা করিয়া পক্ষপাতিতা দোষে দোষী হইতে হয়।

ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা না হয়, গবর্ণমেণ্টের সে উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের অশ্বারোহণপটুতা পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকের নিকট যেমন উপহসিত হইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত দুর্ব্যবহার নিবারণার্থে ঐরূপ কোন উপহাসকর উপায় অবলম্বন করেন, ইহা আমাদিগের প্রার্থনীয় নহে। যে উপায়ে ফল সাধনে উপযোগী হয়, তদবলম্বনই শ্রেয়স্কর। আমরা সেই উপায়টীর নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। যে কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারির হস্তে গুরুভার ন্যস্ত হইবে, তিনি এদেশের আচার ব্যবহারাদি জানেন কি না এবং সেই আচার ব্যবহারের সম্মাননায় সমর্থ কি না, অগ্রে তাহার একটী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

উপসংহার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট জিভ্স সাহেবের উল্লিখিত অপরাধের কি দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন? তিনি বাস্তবিক অজ্ঞই হউন, আর অজ্ঞতার ভাণই করুন, তাহার উল্লিখিত অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয়দিগের অপরাধের অনুরূপ দণ্ড করেন না, ইহা তাহাদিগের যথেচ্ছ ব্যবহার বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই মাত্র দোষ নয়, গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতিতা দোষে কলঙ্কিত হইতেছেন। দিনাজপুরের মুন্সেফ অজ্ঞতামূলক এক জন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নামে ওয়ারেণ্ট করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন। আর ইহাঁর অজ্ঞতা নিবন্ধন মনুষ্য হত্যা হইল, ইনি কি পদস্থ থাকিবেন?

একটী নূতন টাক্সের প্রস্তাব।

কাল যত মনুষ্য সংহার করুন, কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যত কর গ্রহণ করুন, কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। অব্যবস্থিত ঔদরিকের মুখে যেমন সর্ব্বদা নাই নাই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের মুখেও তেমনি নাই নাই শব্দ বিনা অন্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। রাজস্ব-বিৎ মহামতিরা নূতন নূতন করের উপায় উদ্ভাবন করিয়া কল্পনাশক্তিশূন্য ও নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, সংবাদ পত্র সম্পাদকেরাও তাঁহাদিগের সহকারিতা করিয়া একান্ত শ্রান্ত হইয়াছেন। আজি আমরা যে একটী নূতন বিধ করের প্রস্তাবে উদ্যত হইয়াছি, বোধ হয় পূর্ব্বে কেহ সে প্রস্তাব করেন নাই। তমাক ও লবণের করের ন্যায় ইহাতে দরিদ্র পীড়ন সম্ভাবনা নাই। ইনকম টাক্সের ন্যায় ইহা ধর্ম্মনীতি ভ্রংশকারী নহে। ইহার উদ্ভাবন করিতে আমাদিগের মস্তক ঘূর্ণিত হয় নাই, শরীরও অবসাদ প্রাপ্ত হয় নাই। আমাদিগের যে প্রকার শিষ্টাচারের সংস্কার আছে, তন্মূল হইতেই ইহা উদ্ভূত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এই—সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপরে বস্ত্রের কর গ্রহণ। পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না, গ্রন্থকারেরা যে রমণীগণকে [illegible] কল্পিয়াছেন। প্রমাণ চাই ত কুলমহিলারাও বাটীর পরিধেয় [illegible] উহাদিগকে বহু সংখ্যা [illegible] হতদরিদ্রকল্পা কোমল বস্ত্রের যে

প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার উপরে বিশেষ কর নির্দ্ধারণে প্রস্তাব করিতেছি। যে বস্ত্র পরা আর না পরা সমান, যাহাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, যে বস্ত্র পরিধান শিষ্টাচারের একান্ত বিরোধী, সেই সরু পাতলা কাপড়ের উপরে কর গ্রহণ প্রস্তাবই আমাদিগের অভিপ্রেত। এ প্রস্তাবে কয়েকজন অবোধ লম্পট বিলাসি ভিন্ন কাহারই অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এদেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্র লোক মাত্রেই ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন। উল্লিখিত বস্ত্র পরিধারীরা ললাটন্তপ তপনের ন্যায় কোন্ ভদ্র লোকের চক্ষুঃ ক্লেশদায়ক না হয়? এ করে বাণিজ্যের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। উল্লিখিত বস্ত্র পরিধান পরিত্যক্ত হয়, তৎ[illegible]ন অপর বস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। তামাকের উপরে কর হইলে গবর্ণমেণ্টের উপরে রাগ করিয়া অনেকে অনায়াসে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু কাহারই বস্ত্র পরিত্যাগে সামর্থ্য নাই। সরু পাতলা কাপড়ের উপরে অধিকতর কর গৃহীত হইলে যদি তদ্ব্যবহার রহিত হয়, শিষ্টাচারের পক্ষে মঙ্গল, ব্যবহার রহিত না হয়, গবর্ণমেণ্ট লাভবান্ হইবেন।

ইংলণ্ডের সৈনিক বল ও সৈনিক রাজনীতি।

জর্ম্মনীয় সেনাপতিগণ গত ইউরোপীয় যুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব সাহস ও রণ নৈপুণ্য প্রদর্শন ও জয় লাভ করাতে ইংলণ্ডের লোকেরা চঞ্চল হইয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যগণ প্রথম শ্রেণির অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। লোকে ফ্রান্স আক্রমণ অসম্ভাবিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। প্রুসীয়েরা এ— যুদ্ধক্রিয়, ফ্রান্সের লোক সংখ্যা এত, এবং অপর উপস্থিত হইলে তত্রত্য লোকদিগের এরূপ একতা হয় যে, সকলেরই এই প্রকার সংস্কার ছিল, যদি কোন শত্রু ফ্রান্সে প্রবেশ করে, সকলে একবাক্য হইয়া অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহার সংহার করিবেন। কতক অংশে এই সংস্কারের অনুরূপ কার্য্যও হইয়াছিল। সিডানের যুদ্ধে পরাভব হইলে পর একেকালে যেন মন্ত্রবলে পারিসে পাঁচ লক্ষ যোদ্ধা আবির্ভূত হইল। গাম্বেটা দুই মাসের মধ্যে ১১ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এরূপ হইলেও জর্ম্মনীয় সেনাপতিগণ [illegible] জয়লাভ করিলেন। এক্ষণে অস্ত্র ও যুদ্ধ বিদ্যার এরূপ উন্নতি হইয়াছে যে, কেবল সাহস ও অধ্যবসায়ে কার্য্য হয় না। গাম্বেটার অসংখ্য সংগৃহীত যোদ্ধৃগণ বহুকালের সুশিক্ষিত জর্ম্মনীয় সেনাগণের সম্মুখীন হইয়া কোন ক্রমে রণস্থলে স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। এই সকল কারণে ইংলণ্ডের সৈনিক বন্দোবস্তের প্রতি তত্রত্য সেনাপতি ও রাজনীতিজ্ঞদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। পদ ক্রয় করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, অবিলম্বে অন্য অন্য প্রকার উন্নতি সাধনেরও চেষ্টা হইবে। ইংরাজ সেনাদল যুদ্ধস্থলে বাস্তবিক কি প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে ইহা দেখিবার জন্য সম্প্রতি হাম্পশিয়ারে একটি কাল্পনিক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ৩০,০০০ সৈন্য দুইদল ভুক্ত হইয়া এই যুদ্ধ করিয়াছিল। একদল লণ্ডনের রক্ষা এবং আর দল তাহা আক্রমণ করিবার চেষ্টা পায়। ব্রিটিশ সেনাদলের প্রায় যাবতীয় প্রধান অফিসর উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ সৈনিকগণ সেই প্রকারই আছে। সেই দুর্নিবার সাহস, সেই অবিচলিত ভাব, সেই তেজস্বিতা অবিকল রহিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সেনাপতিগণ অতি শোচনীয় অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের ভারতবর্ষের [illegible] ইতিহাস লেখক এই কথা যে কহিয়াছেন, যে এক্ষণকার কোন ব্রিটিশ সেনাপতিই একেকালে ৫০,০০০ সৈন্যের অধিনায়কতা করিতে সমর্থ নহেন, তাহা এই কাল্পনিক যুদ্ধে সপ্রমাণ হইয়াছে। সেনাপতিগণ স্বদেশের রাস্তা প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কাহারও নিকটে মানচিত্র ছিল না। কোন রাস্তা কোন্ দিক দিয়া গিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নির্ণয় করিতে এত বিলম্ব ও গোলযোগ ঘটিয়াছিল যে, যদি যথার্থই শত্রু উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে দলে দলে সৈন্য হত হইত সন্দেহ নাই। গত যুদ্ধে জর্ম্মনীয় অশ্বারোহিগণ আপনাদিগের উপযোগিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু এই কাল্পনিক যুদ্ধে ব্রিটিশ অশ্বারোহীদল কোন প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শনে সমর্থ হয় নাই। ইদানীন্তনকালে প্রকৃত যুদ্ধে অশ্বারোহীর উপযোগিতা নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে কেবল সংবাদ সংগ্রহ করা ও পলায়মান শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া অশ্বারোহীর কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ অশ্বারোহিগণ এত অপটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, প্রিন্স অব ওয়েলস্ শত্রু মিত্র বুঝিতে না পারিয়া একেকালে বিপক্ষের কামানের মুখে উপস্থিত হন, এবং যুদ্ধের নিয়মানুসারে তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিতে হইলে তিনি পলায়ন করেন। প্রকৃত যুদ্ধে এরূপ হইলে নিঃসংশয় তাঁহার মৃত্যু হইত। সৈন্য সামগ্রী অপর কর্ম্মচারিগণও নিতান্ত অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে যদি বাস্তবিক কোন বিদেশীয় যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে ৩০০০০ ব্রিটিশ সৈন্য অচিরাৎ সকল বিষয়ে সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিতে পারে কি

না হওয়াই ভাল। এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় নহে। যাঁহারা বলেন, যুদ্ধের সময় অতীত হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভ্রমজ্ঞান তাঁহাদিগেরই থাকুক। আমরা কিন্তু সকল জ্ঞানে বলিতেছি, যত দিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিন মধ্যে মধ্যে জাতি পরম্পরায় পরস্পর ঈর্ষা ও দ্বেষমূলক যুদ্ধ ঘটনা হইবে সন্দেহ নাই। অতএব ইংলণ্ডের বোধ ক্রমেই অরক্ষিত অবস্থায় থাকা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রায় ইংরাজ রাজত্ব দৃষ্ট হয়; কিন্তু কোন স্থলেই তদনুরূপ আয়োজন নাই। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তৃগণ প্রায়ই ব্যয় বৃদ্ধির শঙ্কায় আকুলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, বিপদের সময়ে হঠাৎ রণসজ্জা করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার নিকটে সৈন্য বৃদ্ধি করিয়া নিয়মিত ব্যয় করা অতি সামান্য। তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, দশ টাকার দ্রব্য এক শত টাকায় লইতে হয়। ইংলণ্ডে যে এ প্রকার বিপদ পড়িবে না, তাহার প্রমাণ কি? আমাদিগের মতে বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের অপর খণ্ডের ন্যায় বলপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ করা ইংলণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে। সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যটী দিন দিন অতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্য শিল্প ও কৃষির কার্য্যে এত লোকের প্রয়োজন যে, যে কেহ ইচ্ছা করে, যথেষ্ট কাজ ও বেতন পায়। এতদ্ভিন্ন প্রতি বৎসর ইংলণ্ড হইতে বিস্তর লোক আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করিতেছে। বলপ্রকাশ অথচ কেবল স্বেচ্ছার উপরে নির্ভর করিতে না হয় সৈন্য সংগ্রহের এরূপ কোন প্রণালীর উদ্ভাবন করা আবশ্যক। সমুদায় ইংলণ্ডে এক্ষণে ১০৮,০০০ মাত্র সৈন্য আছে। ফরাসী সৈন্যের সহিত তুলনা করিলে এ অতি সামান্য সৈন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেবল এক মেটজ নগরে ফরাসীদিগের ১৭০,০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে অন্ততঃ তিন লক্ষ যোদ্ধা দুই সপ্তাহের মধ্যে রণস্থলে আগমন করিতে পারে এমন কোন উপায় করা আবশ্যক। প্রত্যেক উপনিবেশ যাহাতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন, এরূপ সৈন্যদল সর্ব্বত্র সংগ্রহ করা উচিত। ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই গবর্ণমেণ্ট কেবল দেশবাসিদিগকে শাসনে রাখিয়া রাজ্য করিবার যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা পরিত্যাগ করুন। কোন প্রধান শ্রেণীর ইউরোপীয় রাজ্যের সহিত যুদ্ধ ঘটিলে ইংলণ্ডকে নিঃসংশয় ভারতবর্ষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণে যে প্রণালী আছে, তাহাতে এই সাহায্যলাভ সম্ভাবিত নয়। আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে তেজোহীন করিতেছেন। কিন্তু এই সঙ্গে যে তাঁহারা নিজে নিস্তেজ হইতেছেন তাহা জানিতে পারিতেছেন না। এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগকে গোলন্দাজী শিখান হয় না। ইহাদিগের অস্ত্র অতিশয় নিকৃষ্ট। শিক্ষা ও আফিসরের সংখ্যা সম্বন্ধে অনেক ইতর বিশেষ করা হয়। এই সকল সৈন্য পাছে বিদ্রোহী হয় বলিয়া এই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করেন, যে সকল লোক দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন তাঁহারা প্রায় সংকীর্ণ হৃদয় হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগের তর্কশক্তির উদারতা থাকে না, বিষয়কার্য্যে তাঁহারা প্রায় অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ এই, শিক্ষকগণ সর্ব্বদা অল্প জ্ঞান অপরিপক্ক ছাত্রদিগের সহবাস করিয়া থাকেন। সমান সমান লোকের সহিত কার্য্য না করিলে বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকে না। রাজনীতি সম্বন্ধেও সচরাচর এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইউরোপীয় সৈনিক মাত্রেই জানে যে, যত সংখ্য সিপাহী আসুক না কেন, উৎকৃষ্টতর অস্ত্রবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিবে। এই নিকৃষ্ট সংস্কারের সহযোগে তাহাদিগের প্রকৃত সাহসাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। অতিশয় উপযুক্ত লোকেও অবাধে সমুদায় কার্য্য করিয়া শেষে সমাজের নিকটে শোচনীয় অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় সৈন্যগণকে দীর্ঘকাল এই প্রকার অস্ত্রোৎকর্ষের উপরে নির্ভর করিয়া যদি কোন সমান সেনাদলের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে নিঃসংশয় পরাজয় ফললাভ হইবে। গবর্ণমেণ্ট মিথ্যা ভয় পাইতেছেন। বিদ্রোহের ভয়ে সংকীর্ণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেশ শাসন কখন মঙ্গলের হয় না। চিরকাল মধ্যে মধ্যে ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়া হইবে, এসংস্কারকে হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখা অনুচিত। এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের অস্ত্র, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয় ইউরোপীয়দিগের তুল্য করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে আফিসরের পদে নিযুক্ত করিতে থাকুন। শিক্ষিত এতদ্দেশীয় আফিসর থাকিলে ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ ঘটিত না। শিক্ষিত আফিসর যে কত কাজের হন, গত ফরাসী যুদ্ধেও কি গবর্ণমেণ্ট তাহার শিক্ষা করিলেন না? কয়েক বৎসর অতীত হইল আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, জর্ম্মাণির রাজগণ যে প্রকার সেনাদলে আফিসরের পদ গ্রহণ করেন, এতদ্দেশীয় রাজাদিগকেও সেই প্রকার সেনাপতিত্ব প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার বন্দোবস্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট দেশের যাবতীয় প্রধান ও উপযুক্ত লোকের সাহায্যলাভে সমর্থ

হইবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে বিস্তর কুলবিদ্য যুবক সেনাদলে প্রবেশ করিতে উৎসুক আছেন। গবর্ণমেণ্টের এই সুযোগ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।

বিবিধ সংবাদ।

৩১ এ আশ্বিন সোমবার।

আমেরিকার কৃষি সভা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবৎসর তথায় উত্তমরূপ তুলা জন্মিবে না। তুলার চাসের কোন ব্যাঘাত না হইলেও ৩০০০০০০ গাইট তুলার অধিক জন্মিবে না অনুমান করা হইয়াছে।

বিবি নর্মান ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন। সাউটার সি, এস, আবার সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য ৩ মাসের বিদায় লইয়াছেন।

সর্দার আফুর খাঁর প্রধান সহচর হর আগানি আটুল্লা খাঁ ও সর্দার সাহানীসা খাঁ হিরাট হইতে কাবুলে উপস্থিত হইয়াছেন। সর্দার আবদুল্লা খাঁ উঁহাদিগকে আমীরের নিকটে লইয়া গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমীর তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। হিরাটের অবস্থা অতি মন্দ। প্রজার উপরে আবার তত্রত্য গবর্ণর বাহাদুর খাঁ শীঘ্র পদচ্যুত হইবেন জানিয়া প্রজাদিগের উপরে অত্যন্ত পীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, বিলাত হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বঙ্গদেশের জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল জেমসন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।

রাম নগর হইতে আলমোরা পর্য্যন্ত যে একটী গরুর গাড়ির রাস্তা হইতেছিল তাহা শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। এক্ষণে প্রায় ৬ ক্রোশ রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। এই রাস্তা দ্বারা কুমায়ুন বিভাগের চা-করদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

সেকন্দ্রাবাদে যে বিস্তর বারিকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, যথার সম্প্রতি চিকিৎসালয় ছিল, সেগুলিতে চিড় গিয়াছে। বারিকগুলি অধিকদিন স্থায়ী হইলে গড় অন লয়ের কীর্ত্তির লোপ হইবে।

আগামী ১৮ ই ডিসেম্বর ডেলহাউসি ইনষ্টিটিউটে ১৮৭১ অব্দের শিল্প প্রদর্শন খোলা হইবে। গবর্ণর জেনরল সর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যের নিমিত্ত পুরস্কার দিবেন স্থির হইয়াছে। ইহা দ্বারা শিল্প বিদ্যার উন্নতির সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু অগ্রে শিল্প বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পরে এরূপ উৎসাহ দান করিলে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা মিউজিয়মে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১ লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

ডেলি এগজামিনার বলেন, হত্যাকারী আবদুল্লার ফটোগ্রাফ প্রচার দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছে। অনেকে ইহাকে চিনিতে পারিয়াছে। এ ব্যক্তি বহুকালে পেশোয়ারে ছিল, সেই সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত আর দুই যেখানে যাহা করিয়াছে ও যে অবস্থায় ছিল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছেন; কিন্তু কি কারণে সে নর্ম্মান সাহেবকে হত্যা করিল অথবা ইহার কেহ প্রযোজককর্ত্তা আছে কি না, এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অনুসন্ধান করিলে এগুলি যে অপ্রকাশিত থাকিবে না, সে সম্ভাবনা করা অবিবেচনার কার্য্য নহে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গারো পর্ব্বতের অন্তর্গত টুরাতে একটী কমিসরিয়েল পোষ্টআফিস স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। টুরা হইতে সিংঘারি (গোয়ালপাড়াতে) পর্য্যন্ত একটী ডাক রাস্তাও হইবে। এটী উত্তম হইয়াছে। ইহাতে লোকের সুবিধা ও আনুষঙ্গিক গবর্ণমেণ্টেরও লাভ আছে।

গত জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের মধ্যে কলিকাতার মিউনিসিপাল কসাইখানায় ১৭৫২৮ বৃষ, ১৮২৮ গোবৎস, ১৭৮৭ মেষ, ৮৩১৭ ছাগ, এবং ৭৭১০ ছাগ বৎস বধ করা হইয়াছে।

আগামী ১ লা নবেম্বর গবর্ণর জেনরল সিমলা পরিত্যাগ করিবেন। আসিবার সময় তাঁহারা বর্দ্ধমান ডেলহাউসি দর্শন করিয়া নবেম্বরের শেষে কলিকাতায় উপনীত হইবেন। এত শীঘ্র সিমলা পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?

লখনৌ ও অম্বালায় বর্ণটিয়ার সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

পাঞ্জাব প্রদেশের একজন পুলিস ইনস্পেক্টর এক ব্যক্তিকে এরূপ গুরুতররূপে প্রহার করে যে উহাতে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার বিচার হইতেছে। শান্তি রক্ষকের এ অপরাধ সামান্য নহে।

বোম্বাইর মিউনিসিপাল হিসাব পরীক্ষার জন্য যে অনুসন্ধায়ী কমিটি নিযুক্ত হন তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন, উক্ত মিউনিসিপালিটি প্রতি বৎসর প্রকৃত আয় অপেক্ষা ৩ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিয়াছেন। এক্ষণে সর্বশুদ্ধ ৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে। মিউনিসিপালিটির অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান।

২রা কার্ত্তিক বুধবার।

জনশ্রুতি এই, ষ্টেটসেক্রেটারি অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজ কালেজের সহিত একটী ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস কালেজ স্থাপনের মানস করিয়াছেন।

হত্যাকারী আবদুল্লার দুই খানি ফটোগ্রাফ মির্জাপুরের পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে প্রেরণ করাতে তত্রত্য জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং রেবরেণ্ড মেথার উহা ঐ স্কুলের আরবীয় ভাষা শিক্ষার শ্রেণীর বালকদিগকে প্রদর্শন করেন। ৪। ৫ জন ছাত্র দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া বলিল ইহার নাম আবদুল্লা, বাসস্থান কাবুল। পূর্ব্বে সে উক্ত শ্রেণীতে উহাদিগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিল এবং ১৮৬১ অব্দের ডিসেম্বরে যে পরীক্ষা হয়, সে ঐ পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল। প্রধান শিক্ষক ও মেথার এ বিষয় তত্রত্য ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর করাতে তিনি ছাত্রদিগকে তাঁহারা উহাদের অবস্থানুসারে লইয়া উহাদের ৩ জনকে একজন ইউরোপীয় শিক্ষকের সমভিব্যাহারে হগ সাহেবকে এক চিঠি লিখিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ছাত্রেরা কলিকাতায় আসিয়া আবদুল্লাকে দেখিয়া সন্তোষকর প্রমাণ দিয়াছে। ছাত্রেরা বৎসর গত হইল

আবদুল্লা যখন মির্জাপুরে ছিল, সেই সময়ে একজন মৌলবীকে জিজ্ঞাসা করে, সেসিল্ল মন জজকে বধ করিলে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা হয় কি না? মৌলবী অবশ্যই ইহার প্রতি বাধ করিয়াছিলেন।

সিমলায় টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, ওয়া অক্টোবর আসলম খাঁ ও হোসেন খাঁ হাঁহার গারে তাহাদের আত্মা হাসন খাঁ ও কাসিম খাঁ দ্বারা হত হইয়াছেন। এ বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে।

৩রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

প্রোগ্রেস বলেন, দেরাদুনে একজন ইউরোপীয় একটী কুকুরকে শীকার করিতে একজন মনুষ্যকে শীকার করিয়াছেন। গুলিটী কুকুরকে বধ করিয়া ঐ ব্যক্তির গায়ে লাগে। সুখের বিষয় এই, ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হয় নাই। মানুষ আসিতেছে দেখিয়াও সাহেব যে গুলি করিয়াছিলেন ইহার কারণ এই, ইহাতে কোন দণ্ড হইবে না ইউরোপীয়েরা এটী বিলক্ষণ জানেন।

আমরা শ্রবণ করিলাম, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য কর্ণেল সাহেব আগামী ডিসেম্বর মাসে দুই বৎসরের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

লুসাইদিগের দমনার্থ যে যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে উহার ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। জলপথে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ১০০ হস্তী লইয়া যাইবার জন্য ২৫০০০ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই যুদ্ধ দ্বারা আবার নূতন করের সূত্রপাত হইবে সন্দেহ নাই।

ইংলিসম্যানে একজন লিখিয়াছেন গত ১২ ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী এতদ্দেশীয় বালিকা হাবড়ার নিকটবর্ত্তী চক্রবেড়িয়ার রাস্তায় যাইতেছিল। শিবপুর পুলিস ষ্টেসনের দুই জন চৌকীদার উহার গায়ের অলঙ্কার হরণ করিবার উদ্দেশে উহাকে একটী নিভৃত স্থানে আক্রমণ করে। বালিকাটী চীৎকার করাতে এক ব্যক্তি উহার সাহায্যার্থে আসাতে উহারা থানায় গিয়া সংবাদ দেয়, ঐ ব্যক্তি উহাদিগের নিকট হইতে জোর ছিনাইয়া লইয়াছে। ইহাতে বহুসংখ্য চৌকীদার আসিয়া ঐ ব্যক্তিকে গুরুতররূপে প্রহার করিয়া থানায় লইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক অত্যাচার! যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

ইংলিসম্যান বলেন, বারিক বিভাগ পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অধীনে রাখা উচিত কি না তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা হইতেছে। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের অধীনে থাকিলেই এতুল হইবে!!

৪ ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার।

মুলতানের প্রতিনিধি কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন লিকফেটন পদ প্রাপ্ত হইয়াই সহজে কতগুলি অপরাধীকে বেত্রাঘাত করাতে মুলতান সদর বাজারের অনেক লোক তাহার বিরুদ্ধে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে নালীশ করে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর উহার কৈফিয়ত চাহিয়াছেন এবং তাহার শাসন বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আদেশ দিয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষেরা আপনাদিগকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বিবেচনা করেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পাতিয়ালার রাজা হিমালয়ের অনাথালয়ে নিয়মিত দান ভিন্ন ছোট চেলসির রোমান কাথলিক অনাথালয়ে মাসিক ১০০ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন।

৫ ই কার্ত্তিক শনিবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সাঁকরেলের বাবু রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ (ডবটন কালেজের ছাত্র) সিবিল সর্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন।

অনেকে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মীয়গণ সংবাদ পত্র গ্রহণ করিয়া পরে উহা তাঁহাদিগের নিকটে পাঠাইলে এক আনা মাসুল দিতে হয়। তাহাদের জানা উচিত পোষ্ট আফিসের নিয়ম এই হইয়াছে, যে স্থানে কাগজ ছাপা হয় তথা হইতে তাকে প্রেরিত না হইলে অর্দ্ধ আনা মাসুলে যাইবে না।

মিরাটোজিটের ডাকনিযুক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, আমীর খাঁ প্রথমে আসলম ও হোসেন খাঁকে গভীর কূপে বদ্ধ করিবার কল্পনা করেন, কূপ খনন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু পরে উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া বিষপান করাইয়া বধ করিতে আদেশ দেন, ইহাতেও শীঘ্র মৃত্যু না হওয়াতে উহাদের আত্মীয় সর্দ্দার মহম্মদ হোসেন খাঁ ও মহম্মদ কাসিম খাঁকে উহাদের প্রাণ বধ করিতে আদেশ দেন। আসলম খাঁ গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু অপরটী নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে হত হইয়াছে।

৭ই কার্ত্তিক সোমবার।

দুগুরী পাড়া গ্রামে একটী ভদ্রকুলোদ্ভবা স্ত্রীলোক এককালে ৩টী কন্যা প্রসব করেন। কিন্তু উহার একটীও জীবিত নাই।

দৌলত খাঁতে এক ব্যক্তি নষ্টচন্দ্র দেখিয়া এক বেশ্যার বাটীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে। উপপতি বাহিরে আসিয়া নিষেধ করাতে তাহাকেও অপমান করে। নষ্টচন্দ্রের কলহ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

কাশ্মীরের মহারাজের প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান জোরাবরসাহি সিমলায় আগমন করিয়াছেন। আমাদিগের রাজপুরুষগণ কি সাংক্রামিক রোগেরই সৃষ্টি করিতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সাগরের বারিকগুলি পতনোন্মুখ হওয়াতে লার্ড মেয়ো উহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ডিসেম্বর মাসে অনুসন্ধান হইবে। কাপ্তেন কেবলের তত্ত্বাবধানে বারিকগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে ইংলণ্ড হইতে (তিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন) আসিতে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি ছিলেন সকলকেই অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত থাকিতে হইবে। এক দিনে সাগরের উপযুক্ত সকলে শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, এক্ষণে কাহার দোষে এরূপ হইয়াছে তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

গত অক্টোবর মাসে মান্দ্রাজের বাণিজ্যের শুল্কে ১৪৪৩১১ টাকা আদায় হইয়াছে। রপ্তানী দ্রব্যের মাসুলই বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু আমদানী দ্রব্যের মাসুল গত মাসের অপেক্ষা অধিক কমিয়াছে।

আক্ষেপের বিষয় ফিলিপাইনের যে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন,

অজমীরের বালিকারা লার্ড রিপণকে একটী হস্তী এবং লেডি রিপণকে এক গাছি মল উপহার দিয়াছে। উপযুক্ত উপহারই হই-য়াছে।

সিমলাগেজেট বলেন, আগ্রার দেশীয় ও ইউরোপীয় বণিকেরা কি নিমিত্ত রেলওয়ে দ্বারা দ্রব্যাদি আনয়ন ও প্রেরণ করেন না, তাহার অনুসন্ধানার্থ রেলওয়ের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কমিটী শীঘ্র আগ্রায় গমন করিবেন। রেলওয়েতে দ্রব্যাদি অনেক অপহৃত হয়, এই নিমিত্ত মহাজনেরা অন্য উপায় দ্বারা দ্রব্য পাঠান। কর্ম্মচারীদিগকে সাবধান করিয়া এই অসুবিধা দূর করিলে মহাজনদি-গের সুবিধা ও রেলওয়ে কোম্পানির লাভের ব্যতিক্রম ঘটে না।

শুনা গেল, সিবিলিয়ান সি, জি লাথ সাহেব শীঘ্রই মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন। উক্ত বিভাগের বর্ত্তমান প্রতিনিধি জজ এ, জে, আর, বেনব্রিজ মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই-বেন।

গবর্নর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যুদ্ধ গমন কালে ইউরোপীয় সৈন্যেরা পথে মদিরা পান করিতে পারিবে না। এটী উত্তম আজ্ঞা হইয়াছে। সেনাগণের বিলাসিতা নিতান্ত দোষের হয়।

আলাহাবাদ ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক চৌর্য্যভয় হইয়াছে। পুলিস কিছুই করিতে পারিতেছে না। কোন কোন স্থানে যেমন নিয়ম আছে, অধিক রাত্রিতে কোন অধিবাসী বাটীর বাহির হইলে লণ্ঠন লইয়া যাইতে হয়, এই সকল স্থানে সেই নিয়ম প্রব-র্ত্তিত করিলে চোরের সংখ্যা কমিতে পারে।

এক জন হিন্দু পারস্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত [illegible] সাহায্যার্থ সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়া টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এক [illegible] নগরের ৫০০০০ অধিবাসীর মধ্যে ২০০০০ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

[illegible] এমন সময়ে এক জন আরোহী শ্রীরামপুরের গাড়ী হইতে লম্ফ প্রদান করাতে তাহার গুরুতর আঘাত লাগে। শ্রীরামপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহার ১ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

৩ জন এতদ্দেশীয় জুয়া খেলিয়াছিল বলিয়া উহাদের প্রত্যেকের ৩ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। এ নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচ-লিত হয় না কেন?

৮ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অযোধ্যায় এক্ষণে ৭৪ টী বালিকা বিদ্যালয় আছে। ইহাতে ১৪২১ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করে। ইহার মধ্যে লখ্নৌ নগরের ২১ টী বালিকা বিদ্যালয়ে ৮০০ জন বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অযোধ্যায় স্ত্রী শিক্ষার অনুরক্তি দেখা যাইতেছে।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যশোহরের অন্তর্গত কালিগড়ি গ্রামে [illegible] কাপালী নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী ত্রিমস্তক চতুর্ভুজ ও চতুষ্পদ এক আশ্চর্য্য কন্যা প্রসব করিয়াছিল। কন্যাটী মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন, এরূপ জন্ম আজি কালি কিছু অধিক হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। চিরকালই এরূপ হইয়া আসিতেছে, তবে পূর্ব্বে সংবাদ পত্রাদি ছিল না বলিয়া আমরা জানিতে পারিতাম না এই মাত্র।

গত ১৩ ই অক্টোবর শুক্রবার রাণী স্বর্ণ ময়ীর বাটীতে এক বৃহতী সভা হইয়া তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। সভাস্থলে তৎপ্রদেশের যাবতীয় ইউরোপীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, রাজা মহারাজ তালুকদার, তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান ও কলি কাতার ও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কমিশনর প্রথমে রাণীর বদান্যতা বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। এরূপ সম্মান প্রদান স্থলে সচরাচর খেলাৎ দেওয়া হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া এস্থলে তাহা হয় নাই। পরিশেষে তাঁহার নিকট একখানি সনন্দ পাঠ করিয়া উহা বাঙ্গলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া রাণীর হস্তে প্রদান করা হয়। কমিশনরের আসনের ২।৩ হস্ত মাত্র দূরে রাণী যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করিয়াছিলেন। রাণী সনন্দ গ্রহণানন্তর সকলে শুনিতে পান এরূপ স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "তিনি প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের নিমিত্ত অর্থদান করেন না, লক্ষ্মী নারায়ণ এ বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন"।

সিরিয়ার ৭০০ মুসলমান এককালে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। এবং আর ৪ সহস্র লোক ইহাতে যোগ দিয়াছে। তুর্কির শাসনকর্ত্তৃগণ ইহাতে উহাদিগকে পীড়ন করিয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কর্ত্তব্য।

ফিজরাল্ড সাহেব [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন, হাই কোর্টের জজদিগের শরীর রক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণর জেনরল এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন।

বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড বলেন, সম্প্রতি চীন দেশে ভয়ানক জলপ্লাবন হইয়া প্রায় ৩ সহস্র লোক ভাসিয়া গিয়াছে। এবার জলপ্লাবন কেবল ভারতবর্ষে আবদ্ধ নহে।

ওহাবিদিগের কার্য্যাদির অনুসন্ধান বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিলি সাহেব বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ফেব্রুয়ারি অবধি জুলাই পর্য্যন্ত মাসিক ১০০ অতিরিক্ত টাকা প্রদান করিয়াছেন। পুলিস কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যদক্ষতা ও কার্য্য তৎপরতার নিমিত্ত পুরস্কার ও দণ্ড দান বিশেষ উপকারের হয়।

রাজসাহীর অন্তর্গত মাহিগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারি প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু [illegible] সেন আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে ছাত্র [illegible] সর্ব্বপ্রধান হইবেন তাঁহাকে একটী স্বর্ণ মেডাল দিবেন প্রচার করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible] জুলগবুকের [illegible] উঠাইয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে মাস্ক্রাজে ৫ লক্ষ লোকের বাস আছে।

৯ ই কার্ত্তিক বুধবার।

পঞ্জাবের লাট [illegible] সাহেবের স্মরণার্থ যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে, পঞ্জাবের কোন বিদ্যালয় হইতে যে কোন ছাত্র

পূর্ব্বদেশীয় সাহিত্যাদি ও কতক ইংরাজী [illegible]র সর্ব্ব প্রধান হইবেন, তাঁহাকে ঐ টাকা হইতে একটী স্বর্ণ মেডাল এবং উহার বার্ষিক সুদ হইতে একটী ছাত্র বৃত্তি দেওয়া হয়, তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অস্থ প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অপেক্ষা এরূপ স্মরণার্থ চিহ্ন বহুগুণে শ্রেয়ঃ।

গাজিপুরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সামান্য লোকের কথা দূরে থাকুক মধ্য শ্রেণীর লোকদিগেরও কষ্ট হইয়াছে। এই বেলা সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

১৩ এ অক্টোবর জয়পুরের মহারাজের সিমলা হইতে স্বদেশে যাইবার কথা আছে। ডাক্তার ফাকসর্মীয়ার চিকিৎসা গুণে তাঁহার চক্ষের পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে।

লুসাই যুদ্ধে সৈন্যগণের সংবাদাদি পাইবার জন্য ডাকের সুবিধা বিধানার্থ ইনস্পেক্টর পোষ্টমাষ্টার মিত্র শ্রীদীনবন্ধু রায় বাহাদুরের সিলেট ও কাছাড় প্রভৃতি স্থানে যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

পুনা সার্ব্বজনিক সভা ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য একজন বিদ্বান্‌কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন। প্রেরণ করুন, কিন্তু ইহাতে যে কোন ফল লাভ হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

ধুতুরা মিশ্রিত মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া বর্দ্ধমানের একজন স্বর্ণকারের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার চেষ্টা পাওয়াতে তিন ব্যক্তির মধ্যে একজনের ৭ বৎসর দ্বীপান্তরবাস ও অপর দুই জনের ৫ ও ৩ বৎসর করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

জোহানপুরে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনাহার নিবন্ধনই এই পীড়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। বিপদ বিপদেরই অনুগমন করে।

লণ্ডনে ১ লক্ষ লোক উপবেশন করিতে পারে এরূপ একটী সঙ্গীত বাটী নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে। ২০ সহস্র লোক একত্রে গান করিবে তদ্ভিন্ন বহু সংখ্যা যন্ত্র বাদক প্রভৃতি থাকিবে। আমেরিকা সকল বিষয়ে সকল জাতির উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিতেছেন।

ভারতবর্ষস্থিত ফরাসী রাজ্যের নূতন গবর্ণর জেনরল কমিসরি জেনরল জেরন্‌ নবেম্বরের প্রথমে পণ্ডিচরিতে উপনীত হইবেন।

মান্দ্রাজ এবিনিয়র আর্চ্চ মেথিউয়ের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব লেখাতে তিনি সম্পাদককে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তাঁহার নামে ৪ সহস্র টাকা ক্ষতিপূরণের নালীশ হইবে বলা হইয়াছে।

আরা বিভাগে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে লোকের সীমা পর নাই কষ্ট হইয়াছে। এবার জ্বরে অনেক স্থানের লোকে কষ্ট পাইতেছে।

সম্প্রতি মুজঃফরপুরে মঙ্গলশিটী নামক এক ব্যক্তি দাও দ্বারা তাহার স্ত্রীকে গুরুতর আঘাত করে। স্ত্রীলোকটীর জীবনের আশা অল্প।

১০ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

নিউগেজেটের একজন সংবাদদাতা গাজিপুর হইতে লিখিয়াছেন, ওহাবিদিগের সহিত ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া সন্দেহ করাতে বিক্টোরিয়া স্কুলের আরবী ভাষা শিক্ষাদানার্থ যে মৌলবী আছেন, তাঁহাকে ধৃত করা হইয়াছে। সম্প্রতি যে নিয়াকট আলিকে ধৃত করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার প্রায় গোপনীয় পত্র লেখা লিখি হইত। ইহাকে মির্জাপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

মান্দ্রাজ টাইমস্‌ বলেন, সম্প্রতি মাঙ্গালোরের অনতি দূরে একজন ক্যাথলিক স্ত্রী লোক একজন মুসলমান যুবার প্রেমে মোহিত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অনেক স্থলে এই সকল কারণেই ঘটিয়া থাকে।

বরদার গুইকুয়ার প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধনার্থ নিজ রাজ্য মধ্যে স্কুল বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একজন [illegible] রেল গাড়ীর [illegible] হইতে অসাবধানে পড়িয়া গেল।

পেশওয়ারের কাজী মহম্মদ জান একটী স্ত্রীলোককে ৪ বার কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে, এতাদৃশকে ধরিবার জন্য ১০০০ সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

আমাদিগের গবর্ণর জেনরল সম্প্রতি একদিন সিমলার পুলিসকে শীকারে লইয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দুটী চিতা বাঘ মারিয়া আনিয়াছেন। লাট যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, সেরূপ বুদ্ধি করিয়া দিয়া সুন্দর রূপে পারিলে ভাল হয়।

২১ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের শস্যাদির অবস্থা সাধারণে সন্তোষকর। এবার এত যে বৃষ্টি হইয়াছে তথাপি বঙ্গদেশের ১০টী প্রদেশে এখনও জলের অভাব রহিয়াছে।

১১ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

ইংলিসম্যান বলেন, ফরক্কাবাদের সেটল মেণ্ট অফিসর ইবান্স সাহেব হিন্দী এবং গোরক্ষপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ফ্রিজার সাহেব পারস্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া ১ ও ২ সহস্র টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

নিউগেজেট বলেন, টোঙ্কের নবাব নিজ রাজ্য মধ্যে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সাধারণে স্ব স্ব কন্যাগণকে তথায় প্রেরণ করেন এনিমিত্ত তিনি নিজ বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি প্রত্যেক বালিকাকে [illegible] ১ টাকা করিয়া দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। এটী উত্তম অনুষ্ঠান।

সর্দ্দার আয়ুব খাঁ মহা সমারোহে হিরাটে উপস্থিত হইয়াছেন। নগর মধ্যে তিন রাত্রি আলোক ও বাজী প্রভৃতি করা হইয়াছিল। আয়ুব খাঁকে হিরাটে প্রত্যাগত দেখিয়া নগরবাসীগণ মহা আনন্দিত হইয়াছেন।

একজন মুসলমান [illegible] চুরি করিয়াছিল বলিয়া [illegible] সাহেব তাহার ১২ বেতের আজ্ঞা দিয়াছেন।

পুটিয়ার নিকটে সম্প্রতি যে জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে তাহাতে রাজা পরেশ নারায়ণ রায় বাহাদুর প্রত্যহ ৩৫০০ ব্যক্তিকে আহার দান করিতেছেন এবং প্রায় তাহাদের ৬ সহস্র গো মেষাদির আহার দিতেছেন। এটী প্রশংসনীয় কার্য্য সন্দেহ নাই।

আমরা দুঃখিত হইলাম, রামপুরের নবাবের পুত্র নবাব মহম্মদ কলকিতার আলী খাঁ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট দিনকররাওয়ের পুত্র নারায়ণ রাওকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া জেলাপুরের রাজা করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

১১ ই কার্ত্তিক শনিবার।

কুকীরা সম্প্রতি পঞ্জাবে যে অত্যাচার করিয়াছিল তন্নিমিত্ত কাশ্মীরের মহারাজ কুকী জাতীয় ৪ শত সিপাহী ছাড়াইয়া দিয়াছেন। এই সকল সিপাহী অত্যাচারী কুকীদের সহিত যোগ দিতে পারে। পঞ্জাবের পুলিসের বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা আবশ্যক।

গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞা বর্ক সাহেবের আহ্বানার্থ কাশ্মীরে মহা উদ্যোগ হইতেছে। তাঁহাকে আনয়নার্থ দেওয়ান বৈদ্যনাথ পণ্ডিতকে কাশ্মীরের সীমাতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স বলেন, তথায় ক্রমেই চোরের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু পুলিস কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে এই [illegible] যায়, চোরের সহিত ইহাদের যোগ আছে অথবা পুলিস নিতান্ত অযোগ্য। যাহা হউক, যখন পুলিস হইতে কিছুই হইতেছে না, তখন প্রজার হস্তে অস্ত্র ও বন্দুক দেওয়া কর্ত্তব্য।

বোম্বাই ও বাসিনের মধ্যে কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতি এতদ্দেশীয় একখানি ট্রেণ রেল চ্যুত করিবার চেষ্টা পায়। উহাদের ৩ জনকে ধৃত করিয়া থানার মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৪ ই কার্ত্তিক সোমবার।

বরদার মৃত গুইকুমারের স্ত্রী ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিবার নিমিত্ত গবর্ণরের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। শুনা গেল মলহর রাও যথাসাধ্য তাঁহার সাহায্য করিবেন বলিয়া তাঁহাকে বরদায় থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তথায় একটী ময়দার কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যে ময়দা প্রস্তুত হইবে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত থাকিবে না। গত শনিবার এই কলটী খোলা হইয়াছে।

টে ও অব ইণ্ডিয়া বলেন, সেদিন আর কোন্ রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন তৃষ্ণাতুর আরোহী একটী জলের মধ্য হইতে এক গ্লাস জল লইয়া পান করিয়া তৎসঙ্গে একটী ক্ষুদ্র সর্প গিলিয়া ফেলে। পরে ঔষধ সেবন দ্বারা সর্পটী বমন করিয়া ফেলে।

১২ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গত সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে ১৭৮২৪৮৮ টাকা মূল্যের ১৬১১৭ গাঁইট তুলা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির আয় ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু মান্দ্রাজ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি হইতেছে। ১৪ ই অক্টোবর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে উক্ত রেলওয়েতে ১১২১৫০ টাকা আয় হয়, কিন্তু গত বর্ষে ঐ সময়ে ৯১১৬২ টাকা আয় হইয়াছিল। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে, এখানকার অন্যান্য রেলওয়ে অপেক্ষা মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানির বন্দোবস্ত ভাল।

গত ফরাসী যুদ্ধে জর্ম্মাণদিগের ৪৯৯০ অফিসর ও ১২২০৩৪ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

১১ ই কার্ত্তিক বুধবার।

ফ্রিণ্ডঅব পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি পঞ্জাবে আরবীয় ভাষায় একখানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম বলেন, সেদিন সাহ [illegible] প্রদেশে আর একজন পুলিস ইনস্পেক্টর এক ব্যক্তিকে গুরুতর প্রহার করিয়া হত্যা করিয়াছেন। এ ব্যক্তির বিচার হইতেছে। ইহাকেই প্রকৃত শান্তিরক্ষা বলে!!

১৮৭০-৭১ অব্দে অনুমান ১১৩৭ কুলি কলিকাতা হইতে মরিসসে যাত্রা করিয়াছে। উক্ত বৎসর ১১৮৮ কুলি ১৩৭৩৮ টাকা লইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে।

১৭ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজ এথিনিয়মের বিরুদ্ধে লর্ড নেপিয়রের যে নালীশ করিবার কথা ছিল, সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা না করাতে মান্দ্রাজ হাই কোর্টে ২৪ এ অক্টোবর মকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর দারজিলিঙ গমন কালে মজঃফরপুর দর্শন করিয়া যান। তথায় ৭ ই নবেম্বর একটী দরবার করা হইবে। আর কিছু হউক আর না হউক মধ্যে মধ্যে দরবার হইলে প্রজার আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

১৮ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড সেকন্দ্রাবাদ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, হাইদ্রাবাদে যে একটী গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে হইবার কথা ছিল তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই রেলওয়েটী ১৮ মাসে সম্পন্ন হইবে। অনুমিত হইয়াছে।

১৯ এ কার্ত্তিক শনিবার।

১৮৭০-৭১ অব্দের কলিকাতার ছোট আদালতের রিপোর্টে জানা গেল, উক্ত বৎসর এই আদালতে ১১০৭৩১১ টাকার ৩২৫৩৯ মকদ্দমা রুজু হয়। ফী প্রভৃতিতে ২১১৩৩০ টাকা আয় এবং বিচারপতিদিগের বেতন প্রভৃতিতে ৭১৫৩১০ টাকা ব্যয় হয়। ফরিয়াদির পক্ষে ৭৪৯৯, ১৩৫৪ ডিস্‌মিস্, ৩১৭৮ অপ্রাপ্ত ১০১১১ চুকিয়া যায়, ৩০৯৪ খারিজ হয় এবং ১৫৩৩ মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে বাকী থাকে। এরূপ রিপোর্ট দ্বারা বিচারপতিদিগের বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় হইতেছে।

সিমলার ডেপুটি কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, কেহ কোন অস্ত্রাদি অথবা যষ্টি লইয়া উক্ত ষ্টেসনে যাইতে পারিবেন না। এ নিয়ম ইউরোপীয়দিগের পক্ষে খাটিবে না। বাঙ্গালিদিগের হইতেই বিদ্রোহের আশঙ্কা অধিক।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ অক্টোবর। বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এফ, ডবলিউ ব্রাড্‌ফ্‌ল্ড জাহানাবাদে বদলী হইবেন।

সি, জে কাউই শ্রীরামপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারী হইবেন।

২৪ এ অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উঁহাদের নামের পার্শ্বদেশ লিখিত স্থান সমূহের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জুবাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন—

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত—২৪ পরগণা।

„ বিহারীলাল গুপ্ত—বাখরগঞ্জ।

„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়—সিলেট।

জে, আর হপ্‌কিন্স কিছুদিনের জন্য কট কের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আসিষ্টাণ্ট হই বেন এবং তথন মহলের অস্থায়ী বন্দোবস্তের অতিরিক্ত সহকারী স্বরূপ উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

টি. এম, কাক্‌উড কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন, এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

আর, এচ, উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি আণ্ডর সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই অক্টোবর। কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, কুমারখালী এবং মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মেহেরপুরের ছোট আদালতের ভার হইতে মুক্ত হইলেন কিন্তু পাবনার ছোট আদালতের জজ হইবেন।

কৃষ্ণনগর এবং রাণাঘাটের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ জে, এস বেল মেহেরপুরের ছোট আদালতেরও জজ হইলেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ (যিনি এক্ষণে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাটের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি আছেন) মেহেরপুরের ছোট আদালতের জজেরও প্রতিনিধি হইবেন।

আগামী ১৭ ই নবেম্বর হইতে উপরউক্ত রূপ বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইবে।

১৭ ই অক্টোবর। সি, এল ব্লুইন (যিনি হাজারিবাগের ডেপুটী কমিসনরের প্রতিনিধি হইয়াছেন) কেবল তাঁহাদের জন্য উক্ত বিভাগের জুডিসিয়াল কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

১৯ এ অক্টোবর। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের সিবিল মেডিকাল আফিসরের প্রতিনিধি হইবেন।

২০ এ অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চাঁপাতলার (সিংভূম) সাধারণ চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়িনী সভার সভ্য হইবেন।

রাজা চক্রধর সিংহ বাহাদুর।
ঠাকুর রঘুনাথ সিংহ।
বাবু সারদাপ্রসাদ বানার্জি।
„ হরপ্রসাদ ঘোষ।
„ রঘুনাথ শেট।
„ বৈজনাথ ত্রিপাঠি

ডি, বি স্মিথ বারাকপুরের একজন মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

ডবলিউ, এম কেন সুখসাগরের সাধারণ চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়িনী সভার একজন সভ্য হইবেন।

বাবু বিশ্বেশ্বর শর্ম্মা গৌহাটী মিউনিসিপাল কমিটীর একজন সভ্য হইবেন।

২৪ এ অক্টোবর। নদীয়ার সহকারী পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এস, এফ বিসেস যশোহরে বদলী হইলেন।

এস. সি বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১২ ই অক্টোবর—মেট্রিয়ল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, চিকাগোতে যে অগ্নিকাণ্ড হয় তাহাতে ৫০০ লোকের জীবন নষ্ট হয়। প্রায় ১ লক্ষ লোক গৃহহীন ও অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য প্রেরিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট গৃহহীন ব্যক্তিদিগকে তাম্বু বিতরণ করিতেছেন।

পারিস ১৪ ই অক্টোবর—পিকার্ড ইটালীর মন্ত্রী হইয়াছেন।

ভুক্তপাতিয়ার চিরস্থায়ী কমিশনের যে এক সভা হয় তাহাতে কাসিমীর পিরিয়ার সভা গণকে বলিয়াছেন, বার্লিনের সহিত যে সকল যোগাযোগ ছিল তাহার শেষ হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই অক্টোবর—জাপানের পশ্চিম যে একটী রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হয়, হ্যাক্‌ক্লোন সাহেব তাহার প্রস্তাব হইতে অস্বীকার করিয়া টাইম্‌সপত্রে এক পত্র লিখিয়াছেন।

চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ লণ্ডনে অনেক চাঁদা হইতেছে।

পারিস ১৫ ই অক্টোবর—আর্ক বিসপ মানিং বলেন, গত কল্য বার্লিনে তিনটী বন্দোবস্ত স্থাপিত হইয়াছে। ১ মটী ধর্ম্মের নীমাংসা সম্বন্ধে, ২ য়, রাজস্ব সম্বন্ধে এবং ৩ য়, রাজনীতি সম্বন্ধে।

প্যারিসের পূর্ব্বাধিকৃত ৩টী সৈনিক বিভাগ এক পক্ষের মধ্যে প্রস্থান করিবে।

বার্লিন ১৬ ই অক্টোবর—অদ্য সম্রাট উইলিয়ম জর্ম্মণীর পার্লিমেণ্ট খুলিয়াছেন।

„ সম্রাট বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণীর সাধক জর্ম্মণীর বন্ধুতা অবিচ্ছেদ শান্তির প্রতিভূ স্বরূপ। এক্ষণে রাজস্ব ও গত যুদ্ধে যে সকল ঋণ করা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই অক্টোবর—অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৮০০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ ই অক্টোবর—গত কল্য ব্যাঙ্কে ৩১৯০০০০ টাকা এবং অদ্য ৩৬৪০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

প্যারিস ২০ এ অক্টোবর—সম্রাট উইলিয়মের জাপানের সহিত বন্দোবস্ত সমাপন হইয়াছে অদ্য কাউণ্ট আরনিম বারসেলসে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য পরস্পর পরস্পরের সন্ধিপত্র গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ২১ এ অক্টোবর—জাপান এবং মণ্ট সেনিস টনেল রেলওয়ে দিয়া ইংরাজদিগের মেইল লইয়া যাইবার সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ফরাসী গবর্ণমেণ্টের পত্র লেখা লিখি হইতেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ২০ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

পারিস ২৪ এ অক্টোবর—ফ্রান্সের দৈনিক সভায় যে সকল প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক।

বার্লিনের গবর্ণমেণ্ট একটী রাজকীয় দুর্গ সম্বন্ধীয় টেকনিক স্থাপনের নিমিত্ত লইয়া প্রস্তাব করিতেছেন।

লণ্ডন ২৪ এ অক্টোবর—লিবরপুলের বাজারে তুলার মূল্য ক্রমে কমিতেছে।

উইলসন মিলি ও সিন্দ্যাদে ভয়ানক ঝড়-

এক ঘটিয়া অনেক লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর—রোকিলের মহাসভা জাতিকে স্বাধীন করিবার নিমিত্ত এক আইন করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর—সম্রাট নেপোলিয়ন আক্ষেপে দোষে উপযুক্ত শীতকাল যাপনের অভিপ্রায় করিলেন।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর—এক কালে ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ১৬৮০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

নিউইয়র্ক ২৬ এ অক্টোবর—কংগ্রেস কর্ত্তৃক এক বিবাহের নিষেধক আইন পুনঃ প্রচলিত করিয়াছেন। অনেককে দণ্ডনীয় করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ অক্টোবর—এক কালে গ্লাডষ্টোন সাহেব ক্রিশ্চিয়ানের ১২০০০ ইলেক্টরের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, আমাদের সংস্থাপন পরের সুপ্রণালী স্থাপিত হইতেছে ঘটিয়াছে।

সম্প্রতি যে সাধারণ অস্তবহেঙ্কণ হইয়াছে তাহাতে গেবাদল অথবা বাণিজ্যের কোন অনিষ্ট হয় নাই বলিয়া তিনি তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। এবং বলিয়াছেন আজি কালি ইউরোপে যুদ্ধ বিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতেই সেনাদের পদ প্রদের প্রথা উঠাইয়া দিতে হইয়াছে। সাংগ্রামিক দোষ প্রভৃতির বিষয় আগামী সেসিয়নে উত্থাপন করিবেন বলিয়াছেন। বিদেশের কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই।

বেলগ্রেড ১০ ই অক্টোবর—ব্রুষার্কেট মার্কাদা অগ্নি লাগিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

প্যারিস ২৮ এ অক্টোবর—টিয়ার্স পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, সাধারণ তন্ত্র থাকে এটি তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি বলিয়াছেন, সাধারণ তন্ত্র হইলে লোকে দেখিতে পাইবেন যে, উহা দ্বারা জাতের সুশৃঙ্খলা ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

প্রেরিত।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দেশ হিতৈষী কীর্ত্তিকুশল সম্ভ্রান্ত মহাত্মাদিগকে "রাজা" "নবাব" "রাজা বাহাদুর" "খাঁ বাহাদুর" "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" ইত্যাদি নানা সম্মানসূচক উপাধি দান বিভিন্নরূপে প্রদান করিতেছেন। বস্তুতঃ এই উপাধি গুলি যে প্রকৃত উৎসাহজনক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অনুগ্রহ হস্ত অত্যন্ত সঙ্কুচিত করিয়াছেন। আরও কিছু প্রসারিত করিলে এদেশের উন্নতির স্রোত প্রবল তর বেগে প্রবাহিত হইতে পারে। অধুনা বাঙ্গালায় অনেকগুলি সৎকীর্ত্তি মহোদয় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সম্মানসূচক উপাধি পাইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।

তাজপুর জমীদার মহাশয়দিগের কীর্ত্তি কলাপ বোধ করি বাঙ্গালার হিতসাধক বিজ্ঞ মণ্ডলীর মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ্বর সিংহ জমীদার মহোদয়ের উদারতা, ন্যায়পরতা, দেশ হিতৈষিতা ও বিদ্যোৎসাহিতা গুণ দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যাঁহারা তাঁহার বিষয় অবগত নহেন, তাঁহার গুণ রাশি সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণন করিলেও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অপ্রকৃত বিবেচনা করিতে পারেন। বাস্তবিক একাধারে এত গুণের সংযোজন কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ মধুপ্রকৃতি বিচক্ষণ দয়াবান, প্রজাবৎসল ও কৃতবিদ্য। সাধারণ হিতানুষ্ঠানে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়।

তাঁর অপ্রতিহত যত্নে ও উদ্যোগে একটী সাহায্যকৃত ইংরেজী এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় ও একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। স্কুলদ্বয়ের বার্ষিক পরীক্ষার ফল অতি উত্তম। প্রতি বৎসরই ২।৩ জন বালক এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ও ২।৩ জন বালক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। স্কুল বিভাগের ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব এখানে আসিয়া বার্ষিক রিপোর্টে অনেকবার তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি লিখিয়াছিলেন। তিনি নিজব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। (এস্থলে এপিডেমিক জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব)। তাহাতে সহস্র সহস্র লোক অকালকাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে। ধর্ম্মমন্দির অতিথি শালা, দীর্ঘিকা প্রভৃতি বিবিধ সাধারণের মঙ্গলকর কার্য্যদ্বারা তিনি লোকের বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। দেখিয়াছি দুর্ভিক্ষ কালে শত শত লোক তাঁহার অতিথিশালায় প্রত্যহ প্রতিপালিত হইয়াছে। স্থানান্তরে যদি কেহ কোন বিদ্যালয় বা সাধারণ কার্য্য হেতু তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে, অথবা কোন ভারগ্রস্ত দীন ব্যক্তি তাঁহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করে, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আগ্রহাতিশয় সহকারে তৎপ্রতিবিধান করেন। ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান সভায় তিনি সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

হুগলির মাজিষ্ট্রেটগণ প্রায় প্রতি বৎসর এক একবার তাজপুরে আসিয়া থাকেন। একদা মাননীয় কক্‌রেল মহোদয় এখানে আগমন করিয়া পল্লীর সুশৃঙ্খলা ও পথ, পুষ্করিণী, উদ্যান প্রভৃতি অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিয়া বার্ষিক রিপোর্টে তাঁহার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

প্রতি দিন যথাকালে উদ্যানে গমন করিবার সময় দীন অক্ষম অনাথ লোকেরা যথোচিত লাভ করিয়া করোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে কতই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রশস্ত জমিদারীর মধ্যে কোন প্রজার কিছুমাত্র পীড়ন হয় না, সকলেই আহ্লাদের সহিত "আমরা রাম রাজ্যে বাস করি" বলিয়া তাঁহার যশের ঘোষণা করিয়া থাকে। অনেকানেক বালক ও অনাথা বিধবা স্ত্রীলোক মাসিক বৃত্তিদ্বারা প্রতিপালিত হয়। উপায়াভাবে কোন বালকের পাঠের ব্যাঘাত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্য করেন। প্রভুক্ত তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্য দানশীলতাদি গুণ পরম্পরা ও দেশহিতৈষিতা দর্শন করিলে তাঁহাকে আমবাসিদিগের অনুকরণীয় ও আদর্শ স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর সিংহ মহাশয়ের গুণগ্রামও অতি প্রশংসনীয়।

উপসংহার কালে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া

তাঁহার প্রসাদ লাভ করুন ও আরও উন্নতি শালী হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করুন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কোন সম্মানসূচক উপাধি অবিলম্বে প্রদান করুন।

ডাকাতা
১১ ই অক্টোবর } ॥—

মহাশয়! ২৪ এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সত্য কথা কহিতে হইলে অনেকের বিশ্বাস ভঞ্জন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্য কথা প্রয়োগ করিলে কোন বিদ্বেষের শঙ্কা নাই এবং তাহাতে বেদান্তবাগীশ মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার যে বিষয় সাক্ষ আছে তাহা লিখিতেছি।

আমি একজন বেদমার্গানুগামী ঠাকুর, আমার নিকটে ব্রাহ্মদিগের উজ্জ্বল পণ্ডিত। আমার ইহাও ইচ্ছা নহে কি নবীন সম্প্রদায় দিন দিন উন্নতি সাধন করুন? কিন্তু যে সভার বিষয়ে সকল সম্পাদক মহাশয়েরা বারম্বার করিতেছেন, উক্ত প্রকার সভার আমার নিজ গৃহে অধিবেশন হইয়াছিল। এই হেতু এই সকল বিষয়ের বিবরণ আমাকে লিখিতে হইল। সভাস্থ পণ্ডিত মহোদয় দিগের এই সম্মতি হইয়াছিল যে কি নূতন কি পুরাতন সম্প্রদায়, তাঁহাদিগের বিবাহ যদ্যপি বেদের নিয়মানুসারে না হয়, তাহা কোন মতেই ন্যায্য নহে। উক্ত বেদান্ত বাগীশ মহাশয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে সমুদয় কার্য্য দেখিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন, কিন্তু সে আশা দুরাশা তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ যাঁহারা বেদমার্গানুগামী, তাঁহারা কখন সহ্য করিবেন না যে, যাঁহারা বেদের মতের বিপরীত কার্য্য করিবেন তাঁহাদিগের কার্য্য ন্যায্য এবং পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী ইত্যাদি অনেক প্রতিষ্ঠিত মহাশয়দিগের হস্তাক্ষর শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কাগজের উপর নাই। পণ্ডিত বক্তিরাম শাস্ত্রীর এক পত্র আমার নিকট প্রস্তুত আছে, যাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত ব্যবস্থা তত্ত্বসম্বন্ধীয় এবং বিনা দেখিয়া আমার ছাত্রদিগের দ্বারা নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিয়াছি এবং পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন এক্ষণে অস্বীকার করিতেছেন এবং যাহারা উক্ত পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রমাণ কিরূপ যুক্তিসিদ্ধ মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অধিক লেখা বাহুল্য। উপরুক্ত বিবরণেতে মহাশয় সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিবেন। আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয় উপরুক্ত বিষয় লেখাতে যেন অসন্তুষ্ট না হন।

১২ ই অক্টোবর } একান্ত বশম্বদ সত্যান্বেষক

৩

মহাশয়! সদাশয় গবর্ণমেণ্ট মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া স্থানে স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মচারিগণের অদূরদর্শিতা নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের সেই উদ্দেশ্য সাধনে [illegible] ব্যাঘাত হইতেছে। [illegible] কর্ত্তব্য সম্পাদ[illegible]হের অনেক [illegible] কর্ম্মকারগণ যদি কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন তাহা হইলে সমীহিত ফল লাভের সম্ভাবনা কি? নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, কতিপয় কর্ম্মচারীর দোষে স্থানীয় পোষ্ট আফিস সমূহের নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হইতেছে। আমরা নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটী বিষয়ের অবতারণা করিলাম, ভরসা করি, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় এতদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন।

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিসটী তেঁওথা হাটে উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া সোমপ্রকাশে একখানি যুক্তিগর্ভ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টার জেনরল মহোদয় উক্ত পত্র দেখিয়া বিভাগীয় ইনস্পেক্টর পোষ্টমাষ্টারকে সবিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিয়াছিলাম, এবার পোষ্ট আফিসটী তেঁওথা হাটে উঠিয়া আসিবে। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়, ইনস্পেক্টর পোষ্টমাষ্টার মহাশয় কতিপয় স্বার্থপর লোকের বাক্যে মোহিত হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুকূলে রিপোর্ট করেন নাই। কলিকাতা হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালা বিভাগে যে সমুদয় পত্রাদি প্রেরিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় রেলওয়ে দ্বারা গোয়ালন্দ আসিয়া জাফরগঞ্জে যায়। পরে জাফরগঞ্জ হইতে কররুনা, মির্জ্জাপুর মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইয়া ঢাকায় গিয়া থাকে। জাফরগঞ্জ হইতে করুনার পথ প্রায় ৪ মাইল। কিন্তু তেঁওথা হাট হইতে উক্ত স্থান (করুনা) ইহার অর্দ্ধপথ। এক্ষণে বিবেচনা করুন, তেঁওথা হইতে ডাক প্রেরিত হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারে কি না। সরল পথ থাকিতে বক্রপথ অবলম্বন করা কি বিধেয়? ইহাতে কি অধিক ব্যয় ও সময় নষ্ট হয় না? ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় তেঁওথা হাটে পোষ্ট আফিস উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব করিলে [illegible]গণ বলিয়াছিল, তেঁওথা হইতে করু[illegible] যাইবার উত্তমরূপ রাস্তা নাই, জাফরগঞ্জের রাস্তাই যাতায়াতের পক্ষে উত্তম। আমরা বিস্মিত হইয়াছি যে, পোষ্টমাষ্টার মহাশয় পিয়নদিগের এই কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, রাস্তা দুই দিকেই সমান। তেঁওথার রাস্তা জাফরগঞ্জের রাস্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। বর্ষার সময়ে জাফরগঞ্জের ন্যায় তেঁওথা হইতেও নৌকা দ্বারা ডাক প্রেরিত হইতে পারে। পিয়নদিগের অধিকাংশের বাড়ীই জাফরগঞ্জে। জাফরগঞ্জে পোষ্টআফিস থাকিলে তাঁহারা বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম ও আমোদ করিতে পারে, কিন্তু তেঁওথা হাটে পোষ্টআফিস হইলে তাঁহাদিগের এ সুবিধা দূর হইবে। এই নিমিত্তই তাঁহারা উক্তরূপ অসঙ্গত আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিল। ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় তাঁহাদিগের এই চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। আমরা পুনরায় সকাতরে পোষ্টমাষ্টার জেনরল মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিসটী তেঁওথা হাটে উঠাইয়া

খাকুন। ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে। ডাক নগরে পোষ্ট আফিস রাখিবার কোনও সার্থকতা লক্ষিত হইতেছে না। ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা করা অপেক্ষা সাধারণের সুবিধা করাই প্রশস্ত সভ্য গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য।

ডাকনগরে পোষ্ট আফিস থাকাতে সময়ে সময়ে অন্য একটী ক্ষতি হইয়া থাকে। গোয়ালন্দের ডাক নৌকাযোগে ডাকনগরে গিয়া থাকে। ইহাতে জিয়োহনা (যেস্থানে পদ্মা যমুনা ও ছুনা সাগর মিলিত হইয়াছে) পার হইয়া যাইতে হয়। এই ভয়ঙ্কর স্থান পাড়ি দিতে সময়ে সময়ে ডাকের নৌকা মারা পড়িয়া থাকে। গত বর্ষায় এই স্থানে একখানি "ডাকের নৌকা নদী-গর্ভশায়ী হইয়াছে। এটী যে কিরূপ ক্ষতি কর তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। তেঁওতা ঘাটে পোষ্ট আফিস হইলে এ ক্ষতি হইবে না। জিয়োহনা দূরে রাখিয়া কেবল পদ্মা পাড়ি দিলেই অল্প সময়ের মধ্যে তেঁওতা ঘাটে উপস্থিত হইতে পারা যায়। আমরা পূর্ব্ব পত্রে তেঁওতাঘাটে পোষ্ট আফিস সংস্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। এক্ষণেও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি শীঘ্রই এই বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ বিধান করুন। ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেব মহোদয়েরও নিতান্ত ইচ্ছা যে তেঁওতাঘাটে পোষ্ট আফিস স্থাপিত হয়। বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিবেন। নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যে কয়েকজন অদূরদর্শী কর্ম্মচারীর দোষে এটী হইতেছে না। পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্র ইহার অনুসন্ধান করুন, কর্ত্তব্য অপ্রকাশিত থাকিবে না। ডাকনগরে পোষ্ট আফিস রাখিয়া অনর্থক সময় নষ্ট ও সাধারণের নানা প্রকার ক্ষতি করা হইতেছে। পোষ্ট আফিসের এরূপ বিশৃঙ্খলা কি আক্ষেপের নহে? কেবল কতিপয় ক্ষুদ্র শিয়নের স্বার্থ জন্য সাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কি উচিত? ইহাতে কি প্রজাগণের ক্ষতি হইতে হয় না? অথবা স্থানে পোষ্ট আফিস রাখিবার কি ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে? লোকের মধ্যে সাধারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যে দিন যে ডাকের নৌকা মারা পড়িল, তেঁওতাঘাটে পোষ্ট আফিস থাকিলে কি তাহা হইত? এই নৌকা মারা পড়াতে কি সাধারণের ক্ষতি হয় নাই? অথবা স্থানে পোষ্ট আফিস হইলে পত্রাদির প্রাপ্তিও বহু বিলম্বে হইয়া থাকে। যথা স্থানে পোষ্ট আফিস হইলে যে পত্র এক দিনে পাওয়া যায়, অথবা স্থানে পোষ্ট আফিস হইলে তাহা তিন দিনেও হস্তগত হয় না। এটী কি অনিষ্টকর নহে? আমরা আবাল্য তেঁওতা ঘাট, ডাকনগর, করমজা প্রভৃতি স্থান ও রাস্তা দর্শন করিয়া আসিতেছি। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, তেঁওতাঘাটে পোষ্ট আফিস হইলে সকল বিষয়েই সুবিধা হইবে। আমরা বার-বার বলিয়া আসিতেছি, এবং এক্ষণেও বলিতেছি ডাকনগরের পোষ্ট আফিসটী না উঠুক ও

(সেটারমন্ত)

আছে তাহা ডাকনগরে রাখা হউক। ভরসা করি, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় স্বীয় অভ্যস্ত দক্ষতা বলে আমাদিগের প্রস্তাবটী সুসিদ্ধ করিবেন।

বাহাটিপুর।
কার্ত্তিক ১২৭৮। } শ্রীঃ—

-:০:-

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বেলুড় — ৭
" " দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুড়ীগোপালপুর — ৭
" " গণেশচন্দ্র বসু—সাহাবাজপুর — ১০
" " কালীকৃষ্ণ দত্ত—লালবাজার — ১০
" " শশিভূষণ বৈদ্য—দিনাজপুর — ৫।
" সেখ গোলাম মহম্মদ চৌধুরী সাহাবাজপুর — ১০
" মুন্সি রবিউল্লা বাঙ্গালা চা-বাগিচা — ১১।
" মতিলাল ঘোষ—কলুটোলা — ৫।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, নোট ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৫০ সংখ্যা।

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

১ এক টাকা [illegible] ২ [illegible] টাকা [illegible] ৫ টাকা } সন ১২৭৮। ২৮ এ কার্ত্তিক। ইং ১৮৭১। ১৩ ই নবেম্বর { [illegible] বার্ষিক [illegible] টাকা [illegible] ষাণ্মাসিক [illegible] টাকা।

পত্র প্রেরক।

[illegible] ইহাদের অবলম্বন প্রায় [illegible] হইয়া অনেক [illegible] ছাড়েন, আমরাও এই অক্টো[illegible] অমূল্য গ্রহণ পরিত্যাগ [illegible] অবধি সকলকেই গ্রাহকগণ [illegible] অগ্রিম মূল্য ১০ [illegible] ষাণ্মাসিক [illegible] সোমপ্রকাশ পাই[illegible] [illegible] মাহুয়ের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাইবে না। [illegible] [illegible] চিঠি [illegible] তাঁহার [illegible] পাঠাইবেন, [illegible] [illegible] এক আনা [illegible] গ্রহণ না করেন। অক্টোবর [illegible] বল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে [illegible] [illegible] বর্জিত [illegible] তাঁহারা [illegible] করিয়াছেন [illegible] [illegible] পড়িবে না। তাঁহারা [illegible] মধ্য প্রেরণ [illegible] [redacted] [illegible] লিখিতব্য বল।

টীকা ও অনুবাদের সহিত মুদ্রণ কার্য্যে আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রকাশ কর্ত্তা ও গ্রাহক গণ উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য খণ্ড খণ্ড প্রকাশ করা স্থির হইয়াছে। এক্ষণে ঐ মহাভারত কাণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ কলিকাতা অস্ত্রক যন্ত্রে অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা [illegible] অগ্রিম মূল্য দিবেন তাঁহাদের পক্ষে [illegible] সামান্য কাগজের মূল্য [illegible] মাত্র [illegible]। [illegible] পক্ষে ১ এক টাকা [illegible] হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকগণের ডাক মাশুল [illegible] সমভিহিত মূল্য পাঠাইতে হইবে। [illegible] যত বড় অবয়বে প্রকাশিত হইবে তদনুসারে মূল্য স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে ইতি।

কলিকাতা, [illegible] যন্ত্র
অব্দ ১২৭৮
২০ এ কার্ত্তিক } শ্রী[illegible]

—

[illegible] ভারতবর্ষ [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা [illegible] বিবিধ [illegible] যোগী [illegible] [redacted] [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ম ও [illegible] [illegible] [illegible] প্রথম উপক্রম [illegible] আমার দ্বারা [illegible] ক্রমশ প্রকাশ হইতেছে

গ্রাহকেরা [illegible] নিকট [illegible] করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন প্রতি খণ্ডের মূল্য /০ এক আনা [illegible] আর এই গ্রন্থের কোন [illegible] কোন [illegible] বা অবলম্বনে আমাদের বিনা অনু[illegible] অন্য কেহ মুদ্রাঙ্কন বা প্রকাশে বিক্রি করিতে পারিবেন না, যদি কেহ করেন তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হই[illegible]

কলিকাতা
সংস্কৃত বিদ্যালয়
[illegible] কার্ত্তিক
১২৭৮ সাল। } [illegible] [illegible] শিক্ষা [illegible] [illegible]।

—

[illegible] [illegible] সমাপ্ত।
[illegible] সম্পাদিত।

[illegible] উপাধ্যায় [illegible] কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

—

কলিকাতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাঙ্গালায় অনুবাদ [illegible] [illegible] কাব্য বিধান [illegible] [illegible] আইন [illegible] [illegible] (পার্ট ৩) [illegible] মূল্য বিক্রী [illegible] মুদ্রোণ পুস্তক [illegible] [illegible]

কলিকাতার কাঁসারি পাড়ার হিতৈষী যন্ত্রে ন, ঘোড়ানিংকোর নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে আমার নিকট পুস্তক আছে। ডাক মাশুল ৵০।

২০ এ জুন ১৮৭১। } শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলা জলপাইগুড়ির অন্তর্গত ভুটান পশ্চিম ভাগের অধিবাসে যে সকল চুণ ও কেল্লা ও লোকের খান আছে তাহার খাজনা বাকির করিবার জন্য আগামী ১৫ ই নবেম্বর নিলামে বন্দোবস্ত হওয়ার বিজ্ঞাপন পূর্ব্বে প্রচার করা গিয়াছে। এইক্ষণ সর্ব্ব-সাধারণ জনগণকে জানান যাইতেছে যে, ঐ প্রতি তাহার বন্দোবস্ত কিছু দিন মত জন্য স্থগিত থাকবেক। উক্ত ১৫ ই নবেম্বর বন্দোবস্ত হইবেক না ইতি।

জেলা জলপাইগুড়ি ১৭ ই অক্টোবর ১৮৭১ } এফ প্রাণ্ট এঃ ডিঃ কমিসনর

টীর রাজ সংসারের মেনেজারি নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি ঋুর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডেপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, উক্ত তাঁহাদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। বাৎসরিক বিদায় এবং যাতায়াতের খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ... অথবা

নাটোর রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ ৩০ এ আশ্বিন } শ্রীযুক্ত মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীর সদর কাছারি।

২২ এ ২৩ এ ও ২৪ এ নবেম্বর বাং ৭ই ৮ই ও ৯ই অগ্রহায়ণ বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে;

শ্রুতলিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষা ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত, দশমিক ভগ্নরাশি পর্য্যন্ত।

ক্ষেত্রতত্ত্ব।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

যে সকল প্রবেশার্থী তোতলা তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বিদ্যালয়ে পার গৃহীত হইবে না।

কলিকাতা ১৩ ই অক্টোবর } এচ, উড্রো মধ্যবিভাগের দক্ষিণ সমূহের ইনস্পেক্টর।

স্বস্থ্য, অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

অপূর্ব্ব কারাবাস। আমার নিকট প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা, ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বাহুবাজার। বিদ্যু হাউস।

জিলা রঙ্গ[redacted] রের জমীদার[redacted] চৌধুরী ও শ্রী[redacted] মহাশয় দ্বয়ের[redacted] ও পারিদর্শ[redacted] শীঘ্রই সংস্থা[redacted] ডাক্তারের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৪০ টাকা।

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের লাইসেনসিয়েট ডিপ্লোমাধারক ও স্বজাতীয় ... প্যাক। যিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া এক বর্ষকাল কার্য্য করিয়াছেন এ... তাঁহার ও হ্যামিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পারদর্শিতা আছে, তাঁহার ... আদরণীয় হইবে এবং কার্য্য ... জন্মাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধি ... আছে। নবোলীর্ণ ব্যক্তি কার্য্যা... থাকিলেও তাঁহাকে গর্ভ মধ্যে ... ক্রমে আনান যাইবে। প্রার্থ... পত্রের অনুলিপি সহ স... কারীর নিকট আবেদন ক...

কুন্ডাগুয়ার জমীদার বাটী জেলা রঙ্গপুর

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৪৯ ... বসু ষ্টানহোপ প্রেসে, ... এন, যন্ত্রে, ১৩ নং ... সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকা... বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোং ... সোসাইটীর পুস্তকালয়ে ... ।০ আট আনা।

চন্দন নগরে ... মহামান্য ... কর্ত্তা ও চন্দননগরের ... লিউটিনান্ট কলনেল ... সাহায্যে এবং তাঁহার ... গবর্ণর জেনরলের অনুমতি ...

এই ... পঞ্চাশ ... এবং প্রত্যেক ... টিকিটের মূল্য ... হইল, উক্ত ... টারির প্রাইজ ... বিভক্ত হইল।

১ লাট ১০০০০ ...

[redacted]

১০০ ঐ ৫০ ...

১৫০ ঐ ২৫ টাকার হিং ৯॥০।
২৫০ ঐ ১০ টাকার হিং

এই লাটারি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটী গীর্জ্জা এবং কয়েকটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সভ্যগণের সম্মুখে ও তদ্দারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে উহা পুনরায় লাটারি ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহানুভব বার্থে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, ই, চমটন সাহেবের বাটীতে. কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এল, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধিবাজার গা.ল, জে, ডুফেম কোম্পানির আফিসে, ১ নং ওয়াটস লেন ডি, ফেুক কোম্পানি, [illegible] বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible] বেন্টিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

আর্য্য [illegible] ব প্রথম ভাগ।
উক্ত গ্র বাঙ্গলা ভাষায়
সাধিত হই [illegible] ব্রুকের ষ্ট্রীট মদন
মিত্রের লেনে সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত
মনোমোহন [illegible] বর নিকট পাওয়া
যাইবে। মূল্য ১ [illegible] ডাক মাশুল সহিত
১৬/০ আনা। মাসাবধি ১ ম ভাগ
মাশুল সহিত ব ভাগ মাশুল
অগ্রিম ১০ আনা

[illegible] টারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আ শ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

[illegible] করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গল ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত যোজকতা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

কলিকাতা
৭ নং কেনিংহম ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কো

১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে

প্রণালি	মূল্য
[illegible]	১ টাকা
[illegible] ব্যাকরণ	।০ আনা
[illegible] (১ ম ভাগ)	৶০ ঐ
[illegible] (২ য় ভাগ)	৶০ ঐ
[illegible]	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

নিম্নলিখিত দব্য [illegible] আছে।
[illegible] স্থান [illegible]
ঐ ১ [illegible] লেন ঐ ৬০ [illegible]
নং১১ [illegible] রোড
বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত [illegible] [illegible] কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, বি, কর্তৃক প্রণীত
পুস্তক।
ধাত্রীবিদ্যা (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ,
১২০ খানি অঙ্কিত চিত্র
সম্বলিত মূল্য ২॥০
ডাকমাশুল ।৴০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা [illegible]" এবং "চিকিৎসাতত্ত্ব" (৬ট খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা [illegible] বাজারে সিন্দু বদেলে [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাবে।

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক লোক একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। [illegible] এই প্রকার দর্শনে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি। [illegible] প্রস্তুতকারক [illegible] সাহেবের "[illegible]" উপর সাধারণ লোকের নির্ভর ছিল, কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের সর্ব্বগামী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর সর্ব্ব প্রকার জ্বর, জ্বরবিকার, প্লীহা, উদরাময়, [illegible], কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও [illegible] ইত্যাদি রোগে প্রত্যক্ষ ফল প্রদ।

সকল রোগ হইতে, তাহা এক আহ্নিক বা দ্ব্যাহ্নিক হউক, [illegible] সপ্তাহ [illegible] সেবন করিলে [illegible] আরোগ্য [illegible] হইতেছে। ইহার [illegible] বিশেষ গুণ এই, [illegible] [illegible] [illegible] মূল্য [illegible] টাকা, [illegible] [illegible] আনা। [illegible] সকল ঔষধ নির্দিষ্ট [illegible] আরোগ্য [illegible]

[illegible] [illegible] গোকুলচন্দ্র সেনের নিকট পাওয়া [illegible] যাইবে; [illegible] আনন্দপুরের [illegible] [illegible] [illegible] ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন [illegible] আরোগ্য করিয়াছেন। [illegible] [illegible] কোন [illegible] লোক [illegible] [illegible] [illegible] দেখিলে, তাবৎকাল [illegible] [illegible] আছে।

... অন্তর্বিষের কার্য্য ... করেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি এক বিষের মোকর ভিন্ন অন্য বিষ চালান হইবে না।

জিলা নদীয়া
কাটোয়া অবধি সবডিবিজন আফিস
১৬ ই আষাঢ়। ১২৭৮ } শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

—•—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। কলিকাতার আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কালিকাতা কসাইটোলা ও বেণ্টিং লেন নং ৩৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১ লা নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	১৪	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৭	৩
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	৮	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩১ মাইলের মধ্যে	৭	৩
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী		
৩৫ মাইলের মধ্যে	১১	৬
ভাগীরথী।		
মোহানায়	১২	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৭	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	১০	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৬ মাইলের মধ্যে	১২	৭
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	১২	
জলঙ্গী।		
মোহানায়		
তথা হইতে করিমপুর		
১৬ মাইলের মধ্যে	৯	৬
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইলের মধ্যে	৬	
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইলের মধ্যে	৬	

সন ১৮৭১ সালের ৯ ই নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	১৩	১১

বহরমপুর
৯ নবেম্বর
১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ কার্ত্তিক সোমবার।

হরিনাভি জয়নগর প্রভৃতি গ্রামে জ্বরের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অধিকাংশ গৃহ পীড়ার আক্রম হইতে মুক্ত নহে। ... দরিদ্র ... গণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে। ... কষ্ট দেখিয়া হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ দরিদ্রদিগের সাহায্য দান চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ঐ সভার প্রেরিত একখানি পত্র স্থানান্তরে প্রকটিত হইল, পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

—:০:—

রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইতে চলিল, প্রিন্স আলবর্টের মৃত্যু হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী সেই অবধি এককালে পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাস আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু কাল ইংরাজেরা এই নির্জ্জন বাসকে সতীর পতি বিরহের প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া রাজ্ঞীর দুঃখে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা সকলের অনুকরণীয়। সমাজস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজপরিবারের যে প্রকার চরিত্র, প্রজাদিগের ক্রমশঃ সেই প্রকার চরিত্র হইয়া উঠে। ইংরাজ সমাজে এই নিয়ম প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চার্লসের সময়ের লাম্পট্য ও বর্তমান রাজ্ঞীর সময়ের ধর্ম্মনীতি দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে। রাজ্ঞী পতি বর্ত্তমানে নিজে সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিতেন। রাজকন্যাগণ পোলোয়, নবনী প্রভৃতি প্রস্তুত করণ ও রন্ধন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রিন্স আলবর্টের শেষ পীড়া হইলে সামান্য গৃহস্থের পরিবারের ন্যায় রাজ্ঞী নিজে ও রাজকন্যাগণ তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজবাটী শান্তি ও ধর্ম্মনীতির আলয়। সেখানে ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ব্যবহারাদির কোন সংস্রব নাই। এই সকলের দ্বারা সমাজের মহা... হইয়াছে। কিন্তু প্রিন্স আলবর্টের মৃত্যু অবধি সমাজ আর রাজ্ঞীকে দেখিতে পান না। এই নিমিত্ত বিশেষ অসন্তোষ জন্মিয়াছে। লোক ... হইয়া উঠিতেছেন ... প্রকাশ্যরূপে বলিতেছেন, ... র পর আর কেহ ইংলণ্ডে ... হইবেন না। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ... যুক্ত লোক নহেন, তিনি সামাজি... করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পা... এই হেতু ক্রমশঃ রাজবংশের ... লোকের শ্রদ্ধা কমিতেছে। ... ই এডওয়ার্ড রাজা হইবেন কি না ... ংশ ইংরাজ এ সন্দেহ করিয়া থা... । সাধারণ লোকের সংস্কার এই রাজ্ঞী কোন কাজ করেন না। সাহানুসারে সিবিল লিষ্টের টাকা বাঁচাইতেছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সমূহ একবাক্য হইয়া রাজ্ঞীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ

করিয়াছেন। এই সময়ে ডিস্‌রেলি সাহেব এক বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তিনি এবর্ডিন প্রদেশে এক ভোজ উপলক্ষে তিনি বলেন, রাজ্ঞীর শরীর ভাল নহে। তাঁহার শরীরে এত বল নাই যে তিনি সর্ব্বদা ভোজ প্রভৃতিতে উপস্থিত হইয়া সকলের মনস্তুষ্টি করিতে পারেন। বাস্তবিক এরূপ বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ হয় না। কিন্তু শাসন সম্বন্ধে রাজ্ঞী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন। তিনি সম্যক্ অবগত না হইয়া কোন কাগজে স্বাক্ষর করেন না। মন্ত্রিগণ বিদেশে যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, রাজ্ঞী সে সমুদায়ের পাঠ ও তাহাতে আত্মমত প্রকাশ করেন, কেবল নাম মাত্র স্বাক্ষর করেন না, প্রকৃতরূপে শাসন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। ডিস্‌রেলি সাহেব স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, সর রবার্ট পিল প্রভৃতি প্রধান প্রধান মন্ত্রির মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্ঞী কেবল ঐ সকল লোকের মত সুন্দররূপে জানেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তদ্বিষয় রাজ্ঞীর ন্যায় আর কেহ অবগত নহেন। তিনি এ সম্বন্ধে মন্ত্রিদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁহার ভূয়োদর্শন ও ইতিহাস জ্ঞান নিবন্ধন লোকের বিস্তর উপকার হইতেছে। ইংলণ্ডের লোকের জানা উচিত, শাসন সম্বন্ধে রাজ্ঞী বিক্টোরিয়া সামান্য লোক নহেন, তিনি যথার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

এই বক্তৃতাতে লোকের অনেক মতের পরিবর্ত্ত হইয়াছে; আমরা বোধ করি, অতঃপর যাঁহারা রাজ্ঞীকে কেবল শোকাকুলা ও নির্জ্জনবাসিনী এক জন সামান্য স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইবে। এদেশে এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা কম্‌ট্‌ ও কমিউনিষ্টদিগের মত গ্রাহ্য করি না। সাধারণ তন্ত্র দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের মঙ্গল হইবে, এপর্য্যন্ত আমরা তাহার কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। ইংলণ্ডে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষীয়গণ রাজ্ঞী বিক্টোরিয়াকে অধিক ভাল বাসিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয়গণ যেগুলিকে স্ত্রীলোকের মহৎ গুণ বলিয়া জানেন, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যেগুলিকে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যে সকল গুণ থাকাতে সীতা প্রভৃতি আমাদিগের মহাকবিগণের বর্ণনীয় হইয়াছেন, রাজ্ঞীর সে সমুদায় গুণই আছে। পতির সহিত সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের এই ব্রত ও এই ধর্ম্ম। রাজ্ঞী সেইরূপ ব্যবহার করাতে ভারতবর্ষীয়দিগের চিত্ত হরণ করিয়াছেন। তিনি ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত; ঐ ধর্ম্মে এরূপ বিধি নাই; তথাপি তিনি যে হিন্দু স্ত্রীলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অসামান্য মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। যে পতিবিরহকাতরার পক্ষে ভোজ, নৃত্য, গীত তামাসা প্রভৃতি অতিশয় কষ্টকর হয়, তাঁহাকে বাধ্য করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত করা কি ইংরাজ সমাজের উচিত? বাহ্য আড়ম্বরের নিমিত্ত এরূপ একজন স্ত্রীরত্নের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা ইংরাজ জাতির কর্ত্তব্য নহে।

দারজিলিঙ রেলওয়ে।

সম্প্রতি দারজিলিঙের চা-করেরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত স্থান পর্য্যন্ত একটী লাইট রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। কয়েক বৎসরাবধি এই প্রকার একটী রেলওয়ের নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার কিছুই স্থির হয় নাই। দুটী কারণে দারজিলিঙ পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম, বৎসরের অর্দ্ধকালের অধিক কাল প্রধান শাসনকর্ত্তা রাজধানীর প্রায় ৮০০ ক্রোশ দূরস্থিত এক পর্ব্বতে বাস করাতে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে তথায় এক দিবসে যাওয়া যায়, এরূপ সুবিধা থাকিলে এত ব্যয় এত কার্য্য ক্ষতি ও সাধারণের এত অসন্তোষ হয় না। ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা এমত একটী সহজগম্য স্বাস্থ্যকর স্থান পাইলে বিশেষ উপকৃত হন। দ্বিতীয় কারণ এই, দারজিলিঙে চায়ের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এক ১৮৬৯ অব্দে ২,১০০০০ মণ চা রপ্তানী হইয়াছিল। প্রতি বৎসর আরও উহার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বন্দরে প্রেরণের বিশেষ অসুবিধা হয় বলিয়া অনেক চা পড়িয়া থাকে। এদেশের চা ক্রমশঃ চীনের চা অপেক্ষা লণ্ডনের বাজারে অধিক আদরণীয় হইতেছে। এখানকার চা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য হওয়াতে মধ্যবিধ অবস্থার লোকেরা আহ্লাদ সহকারে ইহা গ্রহণ করিতেছেন। রপ্তানীর সুবিধা হইলে চায়ের মূল্য আরও কম হইবে, সুতরাং বাণিজ্যেরও সবিশেষ বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি [illegible]
ও যত্ন সহকারে কার্য্য করেন, [illegible]
উহার নিমিত্ত আমাদিগের
উপরে নির্ভর করিতে হয়
মধ্যে এদেশ হইতে
কুইনাইন রপ্তানী হই
পুনরায় [illegible] আছে।
আছে। পুনরায় [illegible]
উৎপন্নদ্রব্য রপ্তানী
[illegible]
অবস্থায় দারজি
রেলওয়ে
এক্ষণে

রেলওয়ে হইবে? পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি গোয়ালন্দ হইতে এই রেলওয়ে করিবার কথা অনেক দিন অবধি কহিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এদিগ দিয়া [illegible] করা অতিশয় ব্যয়সাধ্য। [illegible] সেতু নির্ম্মাণ করিতে এমন ইঞ্জিনিয়র বোধ হয় এপর্য্যন্ত জন্মেন নাই। কারাগোলা [illegible] হয়, এটী চা করদিগের অভিপ্রেত। তাঁহারা যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনু[illegible] এবং লেপ্টেনন্ট গবর্ণরও তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে যে রাস্তাটী আছে, তাহার উপরে রেল বসাইলে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ লক্ষ টাকায় সকল কাজ শেষ হইবে। অসুবিধার মধ্যে এই, মহানদীর উপরে সেতু করিতে হইবে। কুচবেহারের কমিশনর [illegible] হটন সাহেব বলেন, এই নদীটী অতিশয় গভীর ও ইহার স্রোত [illegible] প্রবল নহে। ইঞ্জিনিয়রেরা বলেন, নদী ভরাট করিয়া ১৫০০ ফুট প্রশস্ত করিলে অনায়াসে সেতু হইতে পারে। নদী সংকীর্ণ হইলে ইহা আরও গভীর হইবে সুতরাং প্লাবনের ভয় থাকিবে না। [illegible] এ সকল স্থান দিয়া এই রেলওয়ে যাইবে তাহাদের মধ্যে বিস্তর ক্ষুদ্র নালা আছে। [illegible] দ্বারা সমুদায় প্রদেশের [illegible] হইয়া থাকে। এ গুলি বন্ধ [illegible], সাংঘাতিক হইবে তাহা [illegible] দেশের কল্যাণের না [illegible] থাকাতে এ অনিষ্ট না [illegible] রেলওয়ে করিতে [illegible] হইবে। যাহ[illegible] এক্ষণ গবর্ণর [illegible] দিকে নিমলা[illegible] দেশের একটী [illegible]। এক্ষণে [illegible] সমাপ্ত-

সাহেব কার্য্য করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

ডাক্তর হন্টর ও ভারতবর্ষের মুসলমানগণ।

ডাক্তর হন্টর "ভারতবর্ষের মুসলমানগণ" নামে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন একটী মহৎ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, মুসলমানেরা ক্রমশঃ গবর্ণমেন্টের সকল কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত হইতেছেন। কি সেনাদল, কি শাসন ও বিচারকার্য্য, কি অন্যান্য সকল বিভাগেই দেখা যায়, হিন্দুদিগের সংখ্যা অধিক ও মুসলমানদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বলেন, গবর্ণমেন্ট এক কুটিল রাজনীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমানদিগকে ক্রমশঃ নিরুৎসাহিত করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, মুসলমানদিগের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের বিশেষ রাজনীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। হন্টর সাহেব যে সকল তালিকা ও সংখ্যা দিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কতক অংশে তিনি যথার্থ বর্ণন করিয়াছেন, কতক অংশে তাঁহার ভ্রম পরিস্ফুট দৃষ্ট হইতেছে। তিনি মূল কারণ বিবেচনা না করিয়া অকারণ গবর্ণমেন্টের রাজনীতি ও শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে এক্ষণে প্রতিযোগিতাপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি বলে যিনি পরীক্ষায় প্রধান হইতে পারিবেন, তিনিই কর্ম্ম পাইবেন। যত দিন মনোনীত করিয়া রাজকর্ম্মে নিয়োগের প্রথা ছিল তত দিন মুসলমান কর্ম্মচারির সংখ্যা বরং হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিক ছিল। পূর্ব্বতন মুন্সেফ ও সদরআলাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন। ডেপুটী কালেক্টরদিগের মধ্যেও অল্প মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু পরীক্ষার নিয়ম হওয়া অবধি তাঁহারা পশ্চাতে পতিত হইয়াছেন। এটী কাহার দোষ? মুসলমানেরা কোন কর্ম্ম না পান, গবর্ণমেন্টের এরূপ ইচ্ছা নহে। তাঁহারা সাধারণ উন্নতির গতির সহিত অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না মাত্র। যেখানে প্রতিযোগিতা নাই সেখানে মুসলমানদিগের সংখ্যা পূর্ব্বের ন্যায় রহিয়াছে। অশ্বারোহিদলে সওয়ার ও আফিসরদিগের অধিকাংশ মুসলমান। নিম্নতর সৈনিক চিকিৎসকদিগের মধ্যেও এইরূপ দেখা যায়। ডাক্তর হন্টরের অভিপ্রায় কি? তিনি কি পরীক্ষাপ্রণালী উঠাইয়া আবার সেই সেকেলে প্রণালী স্থাপিত করিতে চাহেন? এই প্রণালী পরীক্ষা দ্বারা দোষের বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এ প্রণালী স্থাপন করা আর উন্নতির স্রোত বদ্ধ করা উভয়ই তুল্য। কতকগুলি পদ কেবল মুসলমানদিগের নিমিত্ত রাখা উচিত, হন্টর সাহেবের কোন কোন প্রশংসাকারী এই প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইলে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয়ে যে প্রভেদ করা হয়, তাহা দ্বারাই ত বিষময় ফল ফলিতেছে, আবার পরস্পর ভারতবর্ষীয়দিগে প্রভেদ করিলে যে বিষম অনিষ্ট ঘটিবে সে বিষয়ে সংশয় কি? এ চেষ্টা পাওয়া রাজনীতি সংক্রান্ত ভ্রম সন্দেহ নাই। আলমগিরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের পরস্পরে যেরূপ বৈরিভাব ছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যদি সেই অগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত করেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ দেশের অমঙ্গল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার হানি হইবে। হিন্দুগণের তাদৃশ

রাজভক্তি থাকিবে না। মুসলমানদিগের "আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ভয় করেন" এই সংস্কার জন্মিবে। তন্নিবন্ধন তাহাদিগেরও রাজভক্তির ত্রুটি হইবে। গবর্ণমেণ্টের স্মরণ করা কর্ত্তব্য, আকবর অবধি সাজিহান পর্য্যন্ত বাদসাহগণ হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবার চেষ্টা পাওয়াতেই মোগল রাজ্যের এত ক্ষমতা ও ধন বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলমগির সেই উদার রাজনীতির বিরুদ্ধ আচরণ করাতেই ক্রমে মুসলমান রাজ্যের ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকে। যে শাসনকর্ত্তা হাণ্টারের এই উপদেশটী বিস্মৃত হইবেন, তাঁহার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিষ্টের বীজ রোপিত হইবে। তদ্ভিন্ন মনে কর, নিয়ম হইল কতকগুলি পদ মুসলমানদিগকে অবশ্য দিতে হইবে, তাঁহাদিগের অল্প বিদ্যা হইলেও চলিবে। দুই জন হিন্দু ও দুই জন মুসলমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এক জেলায় নিযুক্ত হইলেন। হিন্দু কর্ম্মচারিগণ বিশ্ব বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; তাঁহাদিগের ক্ষমতা অধিক, সুতরাং তাঁহারা ভাল বিচার করিবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত মুসলমানের বিদ্যা; এ বিদ্যায় কাজ মন্দ হইবে সন্দেহ। হিন্দু ডেপুটীদিগের নিকটে উত্তম বিচার হইবে; মুসলমান ডেপুটির নিকটে সেরূপ হইবে না। লোকে কাহার উপরে অধিক আস্থা করিবেন? হিন্দু উকীল বি. এল পরীক্ষা দিয়াছেন, মুসলমান উকীল পুরাতন রীতিতে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র পাইবেন। এ নিয়ম কি অনিষ্টকর হইবে না? এরূপ দুই জনের ক্ষমতা ও আইনজ্ঞতা কি সমান হওয়া সম্ভাবিত? ডাক্তর হণ্টার যেরূপ লিখিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য হইলে মহানিষ্ট সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই। আমরা ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ ইহার প্রতিবাদ করিতেছি।

হণ্টার সাহেব এ ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সকল প্রকার পদ ও ব্যবসায় হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতেই মুসলমানগণ ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত্রুভাব প্রদর্শন করিতেছেন। এটী নিতান্ত ভ্রম। মৌলবী আবদুললতিফ প্রভৃতি দুই একজন ব্যক্তি রাজপুরুষদিগের মনে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন বটে, কিন্তু যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন, কতকগুলি ওহাবি ব্যতীত মুসলমানগণ সাধারণ্যে রাজভক্ত।

মুসলমানেরা সাধারণ্যে অন্য অন্য শ্রেণির পশ্চাতে পতিত হইতেছেন। এ অবস্থার পরিবর্ত্তের একটী উপায় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ডাক্তর হণ্টারের উদ্ভাবিত উপায়, সে উপায় নহে। আমরা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দোষ দিতে পারি না। মুসলমানগণ যাহাতে এই প্রণালীর অনুবর্ত্তী হন, এরূপ চেষ্টা পাওয়াই প্রকৃত রাজনীতি। আরবী ও পারসীর প্রতি মুসলমানদিগের বিশেষ অনুরাগ আছে। আমাদিগের মতে যাহাতে এই অনুরাগ যায়, সেই চেষ্টা করা উচিত। বাঙ্গালা ভাষাই বঙ্গদেশের মুসলমানগণের মাতৃভাষা সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাহাতে এই ভাষার প্রতি অনুরাগী হন এমত চেষ্টা করা কি উচিত নহে? তবে কোরাণ আরবীতে লিখিত, উপাসনার জন্য আরবী জানা উচিত। হিন্দুগণ সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা করেন, কিন্তু কেবল উপাসনার জন্য কত জন হিন্দু সংস্কৃত শিক্ষা করেন? চীনেরা কি শিক্ষা দিতেছে? চীনদেশের আইন এই, সম্রাট তত্রত্য মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রতি কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। তথাপি চীনের মুসলমানেরা চীন দেশের ভাষাকে মাতৃভাষা জ্ঞান করে। আমাদিগের অধিকাংশের ন্যায় তাহারা ধর্ম্মপুস্তকের কিয়দংশ মুখস্থ করিয়া রাখে মাত্র। তাহা বলিয়া সহস্রের মধ্যে একজনও আরবী শিক্ষা করে না। এদেশেও ক্রমশঃ এই অবস্থা হইয়া আসিতেছিল; মধ্যে কয়েকজন মুসলমান বাহবা লইবার জন্য আরবী ও পারসী লইয়া টানাটানি করিতেছেন। আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষামধ্যে বলিয়া পরিগৃহীত থাকে এটী আমাদিগের অনভিমত নয়; কিন্তু ইহার নিমিত্ত শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্ত অথবা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক রাখা কোন ক্রমেই সদ্যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রশ্নে ক্রমে মান্দ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর যথার্থই বলিয়াছেন, কেবল ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করিলেই প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এপ্রকার শিক্ষক নিয়োগ অসম্ভাবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সকল স্থানের হিন্দুগণ আবশ্যক প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। মুসলমানগণের যদি যথার্থ পৃথক প্রণালীর প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসংশয় আপনাদিগের মনোমত বিদ্যালয় করিয়া লইতেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটীও এমত বিদ্যালয় হইল না। ইহা দ্বারাই কি প্রমাণ হইতেছে না যে, বর্ত্তমান প্রণালী দোষাবহ নহে? প্রধান দোষ মুসলমান ধর্ম্মের। যাবৎ একজন মুসলমানও সাহসপূর্ব্বক মহম্মদের কুসংস্কারের উচ্ছেদে সাহসী হইবেন না যত দিন সাহসী না হইবেন, তত দিন তাঁহারা কালিফ ওমারের সহিত বলিবেন, যাহা কোরাণে নাই তাহা কোথাও নাই; এই সংস্কার যত দিন বদ্ধমূল থাকিবে, তত দিন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার প্রতি ঘৃণা করিবেন।

যাহাতে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়, তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যদি ডাক্তার হণ্টার ও মুসলমান শিক্ষা সভার (মৌলবী আবদুল লতিফের) বাক্যানুসারে কাজ করেন, পরে দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদিগের কোন উপকার হইবে না, লাভের মধ্যে এই হইবে, ক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া আসিবে।

স্ত্রীলোকের প্রতি আর্য্যজাতির বিসদৃশ ব্যবহার।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি ও পরস্পরের প্রতি ব্যবহারাদি বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আপাততঃ এইরূপ বোধ হয় যে, আর্য্যজাতির তুল্য উদারচিত্ত জাতি পৃথিবীতে আর নাই। কিন্তু আর্য্যজাতির স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যবহারের যত আলোচনা করা যায়, ততই উহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ বিসদৃশ ব্যবহারের কারণ নির্ণয় দুরূহ [illegible] পুরুষেরাই ব্যবস্থার প্রণেতা, তাঁহারা [illegible], সুতরাং তাঁহারা ব্যবস্থার প্রণয়নে আপনাদিগের প্রাধান্য খর্ব্ব করিবেন, ইহা সম্ভাবিত নহে। [illegible] সময়ে তাঁহারা সেই গর্ব্বমদে [illegible] বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের প্রণীত পুস্তকের বিরুদ্ধ বাক্যের উপহাসকতা বুঝিতে পারেন নাই, সেই বিরুদ্ধ ব্যবহার উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইতেছে।

মনু কহিয়াছেন, ব্রহ্মা নিজ দেহ দ্বিখণ্ড করিলেন, এক খণ্ড পুরুষ অপর [illegible] হইল, সেই স্ত্রীতে বিরাট নামে [illegible] জন্মিল। মনু বেদের অনুবাদক, বেদও স্ত্রীকে শরীরার্দ্ধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অপর স্মৃতিকারেরাও এ বিষয়ে মনুর অনুসরণে পরাঙ্মুখ হন নাই। (১) স্ত্রীর সম্মাননা বিষয়েও আর্য্যজাতি বিলক্ষণ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মনু লিখিয়াছেন (২) কল্যাণকাম পিতা ভ্রাতা পতি ও দেবর স্ত্রীলোকদিগকে সম্মানিত ও অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিবেন। যে কুলে স্ত্রীলোকের সম্মাননা থাকে, সেই কুলের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন হন, আর যেখানে স্ত্রীর সম্মান নাই, সে কুলের প্রতি দেবতারা প্রসন্ন নন বলিয়া যাগযজ্ঞাদি সমুদায় ক্রিয়া বিফল হইয়া যায় ইত্যাদি।

আর্য্যজাতি নিজ ভার্য্যাকে শরীরার্দ্ধ জ্ঞান করিয়া তাহার যথোচিত সম্মাননা করেন, এতদ্ শাস্ত্র পাঠ করিলে কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাদিগের ঔদার্য্যগুণের ভূয়সী প্রশংসা না করিবেন? কিন্তু তাঁহারা যাবতীয় ব্যবহারকালে এ ঔদার্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, এটী অতিশয় ক্ষোভের বিষয়। মনু কহিয়াছেন, পতি যদি দ্যূতাদি ক্রীড়াসক্ত ও সুরাপানাদি দ্বারা মত্ত হন, যে স্ত্রী সেই পতির শুশ্রূষাদি না করেন, তাঁহার অলঙ্কার পরিচ্ছদাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে তিন মাস পরিত্যাগ করিবেন; কিন্তু স্ত্রী যদি ঐরূপ দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অর্থক্ষয়কারিণী ও সুরাপায়িনী হন, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিবেন। (৩) স্বামী সহস্র কুকর্ম্মশীল হইলেও স্ত্রীর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণের ক্ষমতা নাই। ইহার সদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার আর কি আছে? অপর যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে এ বিসদৃশভাব অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। সে এই;—

স্ত্রীলোকের পুরুষের মত যাবতীয় সংস্কার নাই। প্রধান সংস্কার যে উপনয়ন, স্ত্রীকে তাহা হইতেই বঞ্চিত করা হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠের অধিকার দেওয়া হয় নাই। (৪) এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ জাতির স্ত্রী শূদ্রতুল্য। যাহাকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাকে শূদ্রতুল্য (৫) করিয়া রাখা হইল!!

(১) দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥ এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ। বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥ মনুঃ।
[illegible] লোকাচারেণ চ [illegible]। [illegible] পুংসঃ সদা॥ [illegible]
[illegible]
অর্দ্ধো বা এষ আত্মনো যজ্জায়া ইত্যাদি
বাজসনেয় ব্রাহ্মণ।

(২) পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা। পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং। ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ। তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥
মনুঃ।

(৩) অতিক্রামেৎ প্রমত্তং যা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা। সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যা বিভূষণপরিচ্ছদা। মদ্যপাসাধুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ। ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা।
মনু।

(৪) নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মে ব্যবস্থিতিঃ। নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ। মনুঃ।
অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং।
মনু।

(৫) স্ত্রীণাং বৈদিকমন্ত্র [illegible] ন [illegible] সাবিত্রীং প্রণবং [illegible]
[illegible] সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং

একত্রস্থাই কি বিলক্ষণ ভাবের পরিচয় প্রদর্শিত হইতেছে না? উপনয়ন হইতে বঞ্চিত করাতে স্ত্রী জাতির একটী মহা-অনিষ্ট করা হইয়াছে। উপনয়ন না হইলে বেদে অধিকার জন্মে না (৬)। বেদ বেদাঙ্গে অধিকার না হইলে মূর্খতা দূরীভূত হয় না। আর্য্য স্ত্রীজাতি বেদ বেদাঙ্গের অনধিকারিণী বলিয়া চিরমূর্খ হইয়া রহিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহাদিগের হৃদয় দেশ হিংসাদ্বেষাদিদোষে দূষিত দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কেবল আহ্নিকের গৃহ কার্য্য করিয়াই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় নাই, কেবল ষষ্ঠী কটাল লক্ষ্মীর সহিত অহরহঃ পরিচয়। এটী কি সামান্য শোচনীয় ব্যাপার! আর্য্য জাতীয় শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, স্ত্রী জাতি যদি স্বয়ং রক্ষিত না হন, তাঁহাদিগকে রুদ্ধ করিয়াও সুরক্ষিত করিয়া রাখা যায় না (৭)। জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস ব্যতিরেকে কি কাহারও আত্ম রক্ষা ক্ষমতা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে? ইন্দ্রিয় জয় করিবার অভ্যাস কি শাস্ত্রালোচনা সাপেক্ষ নহে? শাস্ত্রানুশীলন ভিন্ন অন্য কাহারই অন্তঃকরণে উদারতা সম্পাদন সামর্থ্য নাই। একমাত্র শাস্ত্রই মন ও ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ মন্ত্র। শাস্ত্রালোচনা ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে না, অন্তঃকরণের মলও মার্জ্জিত হয় না এবং অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হয় না। অধিকতর বাগাড়ম্বর বিফল, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আর্য্য জাতি অর্দ্ধাঙ্গকে মূর্খ আর অর্দ্ধাঙ্গকে পণ্ডিত করিয়া রাখিয়া হরগৌরীর ন্যায় অপূর্ব্ব আকার পরিগ্রহ করিয়াছেন। অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই, স্ত্রী পণ্ডিত হইলে সংসার যে কি অসুখের হয়, আর্য্য জাতি সেটি বুঝিতে পারেন নাই। মানুষ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে যে তাপিত হয়, তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে কে আর তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারে? সেই তত্ত্বজ্ঞান বেদ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না। বেদজ্ঞেরা তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, স্ত্রীজাতি তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া আছেন এটী অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। বিশেষ ক্ষোভের বিষয় এই, আর্য্য জাতি ঈশ্বর জ্ঞান বিষয়ে যে কি প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতির তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

স্বাধ্যায়েন জানীয়াৎ সমুত্তাদ্বোধস্তস্যোত্তমাংস্য।
অথ দৈব বেদানাথাত্মূত্তানাঞ্চ যজ্ঞো প্রজ্ঞা বাচ্যাং, ন চ স্বর্গং লোকমেষ্যতোঽবরুন্ধে-ষ্টাৎ বেদ্যুস্বাঃ সমস্ত সর্ব্বৈণাত্মনা তপসা চৈব ত্যক্তৈব বেদাংস্তেষু বুদ্ধ্যা অনুত্তমেষ সম্মানেষু সর্ব্বৈঃ পশ্যতেষু ন স্বর্গং লোকমায়ন্ প্রত্যঞ্চেব দৈব যজ্ঞেন দেবাঃ স্বর্গং লোকমায়ন্, অথৈষ বেদানুক্রমে পর্য্যাপ্তমেব প্রত্যেতা ব দৈব যজ্ঞো পুনীতমেবানজেত্যবৈতোপশুসূপনীয়মো যৎ। কিঞ্চ ব্রাহ্মণেনাপ্রোপনীতোপনীতৈঃ যজ্ঞ এব তৎ তস্মাৎ যজ্ঞোপনীতোপবীতীতি যাজয়েৎ যজেত বা ইত্যাদি। ইত্যাদিভিঃ আবশ্যক)

(৬) নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে। শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবৎ বেদে ন জায়তে॥ মনুঃ।

(৭) অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ মনুঃ।

বিবিধ সংবাদ।

২১এ কার্ত্তিক সোমবার।

কয়েক বৎসরাবধি বালির ফাঁড়ির জমাদার প্রত্যেক সরবেষ্ণ নৌকা হইতে দুই আনা করিয়া লইত! একজন জমাদারের পুলিসের মাসিক ৮০০ টাকা আয় ছিল!! হাবড়ার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ডনহাবলি সম্প্রতি এই জুয়াচুরি ধরিয়াছেন।

কমিসরিএট বিভাগের যে সকল টাকা চুরি নষ্ট হয়, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বারাকপুরের কমিসেরিএট দারোগা একজন মার্কিন বৃদ্ধ লোক, তিনি যথার্থ মূল্য অপেক্ষা প্রতি সেরে ৩।/ (তিন টাকা পাঁচ আনা) লইয়াছেন। কলিকাতার কণ্ট্রাক্টর চারি টাকা নয় আনা। অথচ এক আফিস হইতে এই কার্য্য হইয়াছে। মূল্য গত এরূপ প্রভেদের কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়েতে পুনর্ব্বার গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গাড়ি চলিতেছে। কিন্তু শকটগুলি যথাসময়ে গমনাগমন করিতেছে না। গোয়ালন্দের মেইল ট্রেণ দেড় ঘটিকারও অধিক বিলম্বে আসিতেছে। লোকের এই কষ্ট নিবারণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

কয়েক মাসাবধি বারাকপুরে বিস্তর চুরি হয়, কিন্তু চোরেরা কিছুতেই ধৃত হয় নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বিখ্যাত ইনস্পেক্টর বাবু মধুসূদন ঘোষ চারি দিবসের মধ্যে চোরদিগকে ধৃত করিয়াছেন। নগদ টাকা ও বিস্তর অলঙ্কারাদি পাওয়া গিয়াছে। চোরেরা কলিকাতা হইতে দলবদ্ধ হইয়া চুরি করিতে আসিত। বারাকপুরে কতকগুলি হিন্দুস্থানী স্বর্ণকার আছে। ইহারা অপহৃত দ্রব্য ক্রয় করিয়া চোরদিগকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

মান্দ্রাজের আড্‌বোকেট জেনরল সাহেব পদত্যাগ করিতেছেন। ৩০ বৎসর ধরিয়া এই সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের শিক্ষা ও নানা মঙ্গলের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। মান্দ্রাজের লোকেরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ এক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিবার মানস করিয়াছেন।

ইংলিস সাহেব ইনকম টাক্সের আদায় বিষয়ে সংবাদপত্রে সম্বাদ যে সকল কথা কহেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুসন্ধান করিতে বলেন। লাডলো ও সর রিচার্ড টেম্পল উহাকে অস্থ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, উহার কথা সপ্রমাণ হইলে তাঁহাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট ইঙ্গলিস সাহেবের সকল কথার যাথার্থ্যের প্রমাণ দিয়াছেন; কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, চাপম্যান সাহেব এত প্রমাণ সত্ত্বেও এক দিনেই লিখিয়া বলিয়াছেন, ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে কোন অত্যাচার নাই!!! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কখনই ... স্বীকার করিবেন না।

সম্প্রতি সিমলায় বলণ্টিয়ারদিগের সহিত গুরখাদিগের এক কাল্পনিক যুদ্ধ হয়। বলণ্টিয়রেরা অবশ্যই জয় লাভ করিয়াছেন। না করাও ভাল দেখায় না। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধে এই পৈতপুরুষেরা গুর্খাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হয় না।

প্যারিসে একটী অহিফেনের দোকান হইয়াছে। অনেক ভদ্র লোক অহিফেন সেবনার আরম্ভ করিয়াছেন। তোড় যোড় যেন প্রবেশ করিতে না পায়।

২২ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

পুনার মহারাজা তাঁহার শিক্ষক দেওয়ান মোহনলালকে এক সম্মানসূচক উপাধি, খেলাত ও একটী জায়গীর পুরস্কার দিয়াছেন। দেওয়ান মোহনলাল রাজার শিক্ষার্থ বিশেষ শ্রম করিয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কালেজের একজন ছাত্র ছিলেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, সার ওয়াণ্টসন, মান্দ্রাজের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার কোলে অটলের পদে ... হইয়াছেন। সার ওয়াল্টার মর্গান অত্যন্ত ধার্ম্মিক, বিচক্ষণ, বিচারপতি ... স্বভাব।

সে দিন উইলি নামক এক জন ইউরোপীয় ... একটী ঘড়ি চুরি করে। ... সাহেব অনধিকার প্রবেশ বলিয়া ... টাকা জরিমানা করিয়াছেন। ... হইলে এটী ... কারাবদ্ধ হইত।

... টৈলিগ্রাফ যোগে ... দুর্ভিক্ষ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য প্রেরণের চেষ্টা কর্ত্তব্য।

লার্ড জঙ্গ বাহাদুর শীঘ্র কাটিমুগু হইতে নেপালের হস্তী শীকারার্থ যাত্রা করিবেন। আমাদিগের রাজপুরুষগণ পর্ব্বতবাস শীকার যাত্রা প্রভৃতি কতগুলি সাংক্রামিক রোগের ... করিয়া এতদ্দেশীয় রাজগণকে অলস ও শাসনকার্য্যে অমনোযোগী করিয়া তুলিয়াছেন।

জব্বলপুরের নূতন ব্যারিকের অদ্যাপিও ছাদ প্রস্তুত হয় নাই কিন্তু ইহার মধ্যেই উহার কতকাংশ পতিত হইয়াছে। এরূপ না হইলে কণ্ট্রাক্টরদিগের পোষাইবে কেন?

ডাক্তার জে, ইওয়ার্ট কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেনরল হাঁসপাতালের সার্জ্জন হইয়াছেন। এনিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমার্দ্ধে মধ্য প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের ৯২১৬ টাকা ব্যয়ে ১২৪৮ বন্য পশু হত হইয়াছে।

মফস্বলাইট বলেন, কুকী গুরুজীব সিংহের লেপ্টেনণ্ট আম সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা রতন সিংহ হাই কোর্টের কর্ম্মচারিদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়া অম্বালার সেসিয়ন জজ উহাদের ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ডে যাহারা লিপ্ত ছিল উহাদের মধ্যে দুই জন কেবল এ পর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই।

লক্ষ্ণৌ টাইমস লিখিয়াছেন, সেদিন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে এক খানি ট্রেণ এক স্থানে ১১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করে। দুই জন ইউরোপীয় যুবক এক গাড়িতে ছিলেন। কিরূপে ... সময় অতিবাহিত করিবেন, এই ভাবিয়া পরিশেষে সম্মুখস্থ দুটী স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহার্থ প্রস্তাব করিলেন। এক জন পাদরিও সেই গাড়িতে ছিলেন। এমন সুযোগ কেন ছাড়িবেন, গাড়িতেই উহাদের বিবাহ হইয়া গেল!! ট্রেণ আর ১১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলে বোধ হয় সেই স্থানেই সন্তান সন্ততি পর্য্যন্তও হইত!!!

লার্ড মেয়োর ভ্রাতা অনরেবল আর, বর্ক হাজারিবাগের ও অন্যান্য কাশ্মীরের রাজার দ্বারা আহূত হইয়াছেন।

সেদিন পানিপথের নিকটে একজন এক স্ত্রীলোক রেল পার হইতেছে এমন সময়ে ট্রেণ আসিয়া পড়াতে চক্রে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হয়। ট্রেণ আসিবার সময় লাইন পার হইতে দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

মুরেড়িহার অন্তর্গত গৌতমপুরের জমীদার বরকালী বসু ৬ জন ডাকাইতকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া কাবতার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৬ মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে অনেক জমীদারের এরূপ ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

দুই জন চামার বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া একটী গরু বধ করিবার চেষ্টা পাওয়াতে উহাদের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস করিয়া মেয়াদ হইয়াছে। অনেক মুচি এইরূপে গো হত্যা করে।

কাউণ্ট লেমেডিটি গত ইউরোপীয় যুদ্ধ বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিতেছেন।

সম্প্রতি সরউইচে আইসাক প্রাকেট নামক একজন প্রাচীন সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছে। এব্যক্তি ডিউক অব ইয়র্কের অধীনে ১৭৯৪ অব্দের যুদ্ধে সৈনিকের কার্য্য করিয়াছিল।

এক্ষণে জর্ম্মনির ইনভালিড দলে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৬১৪ আফিসর ও অন্যান্য লোক আছে।

বোম্বাইয়ে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নাসিকাচ্ছেদন করিবার সময় অপর এক ব্যক্তি স্ত্রীলোকটীর হস্তধারণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার ৩ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। স্বামী পলায়ন করিয়াছে।

সে দিন ইণ্ডিয়ান পোষ্টের বর্ত্তমান সম্পাদক টমাস বেকম লরেন্স কলিকাতার থিএটার রোডের নিকটে এক খানি ঠিকা গাড়ি হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গাড়ি চলিতেছিল, সেই সময়ে লম্ফ প্রদান করিয়া পড়াতে এই ঘটনা হয়।

২৩এ কার্ত্তিক বুধবার।

পূজার বন্ধ উপলক্ষে প্রধানতম বিচারালয় বিস্তর মুন্সেফকে বদলী করিয়াছেন। সর্ব্বদা বিচারপতিদিগকে বদলী করা অনুচিত, কারণ আপন আপন এলাকার লোকদিগের চরিত্র অবগত না হইলে সুবিচার করা কঠিন। কিন্তু তা বলিয়া কতকগুলি কর্ম্মচারী নিয়তই উত্তম স্থানে ও রাজধানির নিকটে থাকিবেন এবং আর কতগুলি চিরকাল দিনাজপুরের ন্যায় কুস্থানে থাকিবেন এটী প্রার্থনীয় নহে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের পক্ষে এনিয়মটী দেখা যায় না কেন? কয়েকজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট চিরকাল রাজধানির নিকটে আছেন। ইহাদিগকে বদলী করা কর্ত্তব্য।

ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগ এত দিনের পর একজন সিবিলিয়ানের হস্তে দেওয়া হইল। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগকে হেয় করা যে কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রেত, এটী তাহার একটী উদাহরণ।

দারজিলিঙ্গের বালিকা বিদ্যালয়ের একটী সপ্তম বর্ষীয় বালিকা উক্ত স্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার বিষয়ে একটী কবিতা কাম্বেল সাহেবের নিকটে পাঠ করে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কতক টাকা দিয়া রেলওয়ের বিষয়ে অবিলম্বে মনোযোগী হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিক্ষাবিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী গ্রেড প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিলে এক্ষণ অবধি নিম্নলিখিত নিয়মে পুরস্কার পাইবেন। হিন্দী, পারসী, বাঙ্গালা, ও উড়িয়া প্রত্যেক ভাষাতে ১০০০ এবং সংস্কৃত ও আরবীতে ২০০০ টাকা। প্রথম নিয়োগের পর সাত বৎসরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হইবে। দুইবারের অধিক তাহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। জানুয়ারি ও জুলাইয়ে পরীক্ষা হইবে। কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইবে মাত্র। যে সকল সিবিলিয়ান "হাই প্রোফিসিয়েন্সির পরীক্ষা দিয়া দুই সহস্র টাকা পান, তাঁহাদিগের বিদ্যা এতদ্দেশীয়দিগের অগোচর নহে। বর্ত্তমান বোর্ড অব একজামিনরদিগের দ্বারা যত কাল পরীক্ষা হইবে তত কাল এই দশা থাকিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি কাহার পরামর্শে "বলকুমার চরিত্র, "মহাভারত" ও প্রবোধ চন্দ্রিকা" পরীক্ষা পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

এড্‌ভোকেট গেজেট লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য অন্য দেশের লোক যে প্রকার মিউনিসিপাল স্বত্বভোগ করেন এদেশেও সেইরূপ হয়, ইহা কাম্বেল সাহেবের একান্ত ইচ্ছা। উক্ত পত্র বলেন, "লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অতিশয় প্রজাপ্রিয়। তিনি যেরূপে হউক, দীন দুঃখী প্রজাদিগকে ক্লেশ ভার হইতে পরিত্রাণ করিতে একান্ত অভিলাষী। যশোহরের বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদিগকে বৃথা করের হস্ত হইতে মুক্ত না করাই তাঁহার প্রজারঞ্জকতার পরিচয় স্থল।

গোলাতে পাঁচ মাইল দীর্ঘ ও তিন মাইল প্রশস্ত একটী হ্রদ ছিল। উহাতে বিস্তর মৎস্য থাকিত। সম্প্রতি হঠাৎ জলপ্লাবন হইয়া গন্ধকের গন্ধ জল হইতে নির্গত হয়। এক দিনের মধ্যে সমুদায় মৎস্য মরিয়া গেল। ক্রমে গন্ধকের গন্ধ আধিক্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শেষে দেখা গেল হ্রদের জল শুষ্ক হইয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে, ভূগর্ব্ভস্থিত [illegible] খাদের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া"

রবার্ট নাইট [illegible]এর গেজেট আব আসিয়া নামক বোম্বাইয়ে এক নূতন দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির করিতেছেন। নাইট সাহেব সম্পাদকীয় কার্য্যে যে প্রকার খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহাতে তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

এমত জনশ্রুতি, পর্টুগিজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গোয়া ক্রয় করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে। এটী বুদ্ধির কাজ নহে।

ত্রিহুত পরগণায় অত্যন্ত জ্বরবিকারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

২৪ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

গত ১ লা নবেম্বর লার্ড মেয় সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব্ব দিবস লেডিমেয়ো যাত্রা করেন। ঐ দিবস পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরও প্রস্থান করিয়াছেন। সকলেই সিমলা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? সেদিন কার ভূমিকম্প দেখিয়া না কি?

গত শনিবার বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বারাকপুরে এক ডিনর করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ২ শত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হন। রবিবার কাম্বেল সাহেব মজঃফরপুরে গিয়াছেন। আর কিছু হউক আর না হউক, দরবারাদির যেন কোন ত্রুটি না হয়।

কলিকাতার ওয়াটমান কোম্পানি পারিসের অবরোধের কতগুলি উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফ আনয়ন করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়নের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গত ২০ এ অক্টোবর পাতিয়ালার মহারাজ একটী বিদ্যালয়ের [illegible] করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী মাত্রেই আহূত হইয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর অধ্যাপক রামচন্দ্র প্রথমে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তৎপরে রাজা একটী উৎকৃষ্ট ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া পাতিয়ালার [illegible] ও শাখা স্কুল সমূহের [illegible] গণকে ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার দান করাতে সকলেই সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হইয়াছেন। মহারাজ [illegible] আমরা যে কথা লিখিতে পারি; কিন্তু এ দেশ [illegible] পাতিয়ালার রাজা হইতে [illegible] পুরাতন [illegible] এই নূতন [illegible] সংকীর্ণ [illegible] প্রাচীর [illegible] পারে না।

[illegible] নামক রেলওয়ে [illegible] এক জন হেড ক্লার্ক প্রতি মকদ্দমায় [illegible] ২০ টাকা [illegible] করিত। [illegible] উক্ত ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত [illegible] ও ২০০০ টাকা জরিমানা এবং [illegible] দিলে আর [illegible] কারাবাসের [illegible] দিয়াছেন। [illegible] সাহেবই [illegible]।

২৪ এ কার্তিক শুক্রবার।

গত রাত্রিতে আমাদিগের বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী কোদালিয়া গ্রামের শস্কের বাজারের একখানি দোকানে বেড়া ভাঙ্গিয়া এক চোর প্রবেশ করে। বহির্গত হইবার সময় চৌকীদার উহাকে ধৃত করিয়াছে। ঐ রাত্রিতে সে এক গৃহস্থের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া পালা হইতে ভাত লইয়া যায়। আর এক স্থান হইতে একখানি চক্ষর লইয়া আইসে, আর এক জনের দোকানে প্রবেশ করে, কিন্তু কিছুই লইতে পারে নাই। শুনা গেল, কিছু দিন পূর্ব্বে রাজপুরে এইরূপ অপরাধে ইহার বেত্রাঘাত দণ্ড হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সে এইরূপ করে, লোকেও উহাকে বহিরঃ প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেয়। একণে উহাকে চালান করা হইয়াছে। উহার আকারাদি দর্শনে বোধ হয়, চুরি উহার ব্যবসায় নহে। উদরান্নের নিমিত্ত এইরূপ করিয়া বেড়ায়। কয়েদ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় পুনর্ব্বার এইরূপ করিয়া বেড়াইবে। ইহাকে কোন কাজ দেওয়া উচিত।

২৪ পরগণার অন্তর্গত টেবাটীতে জুয়াখেলা নিবারক আইন প্রচলিত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। ২৪ পরগণার মধ্যে এমন ...ক স্থান আছে, যথায় জুয়াখেলার বিল... প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এ আইন সর্ব্বত্র ...ত না হয় কেন?

...বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে ...রে যেন কালেক্ট ডিবিজন নামক ...কডাক বিভাগের এক নূতন ডিবি... সৃষ্টি হইয়াছে। এই সঙ্গে নুতা... নুতন উপাধের সৃষ্টি হইবে।

...দেশের কিয় দূর প্রদেশের শস্যা... ...সা ন... উত্তম। ফরেদেরফ...

...দ্র, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, বাকুড়া, জলপাইগুড়ি ও নোয়াখালিতে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টির অভাবে ফসল নষ্ট হইতেছে। পুরীর স্থানে স্থানে বৃষ্টির অভাবে ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সম্প্রতি আলিপুরের একটী ভয়ঙ্কর ঘটনা কতগুলি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী একটী গৃহমধ্যে নানাপ্রকার জুয়া-খেলিতে আরম্ভ করিতেছিলেন। অতএব কোতয়াল কতকগুলি পুলিষ প্রহরী সঙ্গে লইয়া ঐ গৃহ অবরোধ করেন। তৎপরে যাহারা বহির্গত হইতে লাগিলেন উহাদিগের প্রত্যেককে বেতনানুসারে শতকরা দশ দশ জুয়া মারিতে লাগিলেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাহিরে এই রূপ হারে জুতা মারা হইতেছে, জানিতেন না, বেতন অধিক করিয়া বলিলে হয় ত বড়লোক বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিবে এই ভাবিয়া তাহারা যিনি যত বেতন পান তদপেক্ষা দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়াইয়া বলিতে লাগিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ছাড়িয়া দেওয়া দূরে থাকুক, শতকরা দশ হার হিসাবে পুরস্কার এত গুরুতর হইল যে তাহাদের উঠিয়া যাওয়া ভার হইয়া উঠিল। এই ঘটনাটী আমাদিগকে সম্রাট ও চাকের গল্পটী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, নিউসাউথ ওয়েলসের গবর্ণর লার্ড বেলমোর বোম্বাইর গবর্ণর হইবেন। লার্ড বেলমোরের অন্য কোন গুণ থাকুক না থাকুক ইনি গ্লাডষ্টোন সাহেবের এক আত্মীয়ার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

২৫ এ কার্তিক শনিবার।

পুলিষ কমিশনর আজ্ঞা দিয়াছেন কলিকাতা ও উহার সন্নিহিত স্থান সমূহে কেহ যেন বাজী ছুড়িতে না পারে। সামান্য দোকানদারদিগের ... ন বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে. বাজীর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া উহার নিবারণ একান্ত আবশ্যক বলিয়া ইহা করা হইয়াছে গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহের আশঙ্কা করেন নাই ত?

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য মিউনিসিপালিটিকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ২ লক্ষ টাকা অগ্রিম দিয়াছেন উক্ত মিউনিসিপালিটিই আয় অপেক্ষা ২।০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিয়া বসেন।

পিয়োনিয়র বলেন, গত জুলাই মাসের মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৯৯, অযোধ্যায় ১১১ এবং পঞ্জাবে ২২ ব্যক্তি আত্ম হত্যা করিয়াছেন।

নবাব মহম্মদ মর্দ্দান আলী খাঁ ...দের ধের কাছে ৩২০০ টাকা ব্যয়ে একটী ঘড়ি ক্রয় করিয়াছেন। উপাধি পাইবার আশয়ে না কি?

লক্ষ্ণৌ এ অতি কালি ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	৯৯—৯৯৵
৪ "	কোং	৯৯।০—৯৯।৵
৪ ॥ "		১০৯৵—১০৯।০
৪ ॥ "		১০৪।০—১০৪৷৷০
৪ ॥ "		১০২৷৷০—১০৩
৫ "		১০৪।০—১০৪৷৷০
৫ ॥ "		১১১—১১১৵

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১ লা নবেম্বর। ই, এল, মরি হুগলীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জুন্ডনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৩ রা নবেম্বর। এফ, জে, আলেকজাণ্ডার মধ্যবিভাগের পরীক্ষা কমিটীর এক জন সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সরকার বি, এল, কৃষ্ণপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

টী. জে, দি এাবর্ট মুঙ্গেরে প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

জে, জে, বি, টী ড্রাপটন আগলপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাধি হইবেন।

৪ ঠা নবেম্বর। ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর দে, ই, বকলাণ্ড বি, এ, প্রথম শ্রেণীর জুন্ডনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৬ ই নবেম্বর। টিমাস জোন্স পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারি হইবেন।

৭ ই নবেম্বর। বেহারের অস্থায়ী এজেণ্টের অধিকারে প্রধান সহকারী সার্জন জে, জে, ডুরাণ্ড উক্ত পদে স্থিরীকৃত হইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, ই, বিবর জেফি আয়মআইনের উপাধ্যক্ষের ভার পাইলেন।

৩১ এ অক্টোবর। বাবু ব্রজচন্দ্র সরকে উক্ত পদে নিয়োগের যে আজ্ঞা হইয়াছিল তাহা রহিত হইল।

ময়মনসিংহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. এন. আর্নল্ড কিছুদিনের জন্য কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডবলিউ, এচ. বার্ণার কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগনার প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

আর. এচ. উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি আণ্ডার সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৯ ই অক্টোবর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভবানীপুরের "শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাস্পাতালের" তত্ত্বাবধানার্থ কমিটির সভ্য হইবেন।

অনরেবল জন বড, ডিয়ার।
কা পান সেলুইক বকোট।
রিভিরেণ্ড ক্রফোর্ড উইলসন লেন।
বাবু কৈলাস চন্দ্র বোস।
মৌলবী আবদুললতিফ খাঁ বাহাদুর।
রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল।

৩০ এ অক্টোবর। সম্প্রতি বড়পেটায় (কামরূপ) যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহার তত্ত্বাবধানার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এক সভা করিবেন।

বড় পেটার উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী
প্রেসিডেণ্ট।
সভ্যগণের নাম।
গৌহাটির সিবিল সার্জন।

বাবু পূর্ণানন্দ দাস।
" মুক্তরাম দাস।
" রাম দাস।
" তুলসীরাম দত্ত।
" পীতাম্বর দাস।
" নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস।
" অমূল্য দাস।

বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ উক্ত সভার সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।

৩ রা নবেম্বর। বাবু বেণীমাধব ঘোষ কিছু দিনের জন্য ঢাকার প্রথম সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু ব্রজ মোহন দত্ত কিছু দিনের জন্য যশোহরের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু গুরু প্রসাদ সেন কিছু দিনের জন্য ব্রজপুরের সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

৬ ই নবেম্বর। মৌলবী আলী আহম্মদ কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামের অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য কটকের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন এবং উক্ত বিভাগের সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

সি. এচ. বাউএল আসাম ডিভিজনাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ত্রিপুরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৭ ই নবেম্বর। সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ, মনরো কিছু দিনের জন্য নোয়াখালির সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

মি, জবালফ বি, রাই গত ২৮ এ জুন অবধি তৃতীয় শ্রেণীর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

এস. সি, বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১লা নবেম্বর। সেনাদলের আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে।

যে সকল অফিসর, তিন বৎসরের মধ্যে লেপ্টনেণ্টের পরীক্ষা দিতে না পারিবেন; তাঁহারা পদস্থ থাকিতে পারিবেন না।

সব লেপ্টনেণ্টের পদ ক্রয় করিলে বিশেষ বর্জ্জনীয় হইতে হইবে।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। চিকাগোর ৯ বর্গ মাইল ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৫ কোটি ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে।

কানাডাতে ফেনিয়ানেরা ঘোরতর দাঙ্গা করিয়া পরাভূত হইয়াছে। সেনাপতি ওনিল বন্দী হইয়াছেন। আক্রমণকারীরা পলায়ন করিয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ অক্টোবর। পারিস হইতে লিওনেস ও বর্ডিয়েক্সের আগমনে ম্যানসন হাউসে এক ভোজ উপলক্ষে যুদ্ধের সময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া লণ্ডনবাসীদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ লণ্ডনে ৪০০০০০ এবং লিবারপুলে ২০০০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ অক্টোবর। ইংলণ্ডেশ্বরী চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ অক্টোবর। [illegible] অনেক [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] উত্তর পলায়ন করিয়াছেন।

তিনি 'নর্থামটন ওয়েলসের সহিত একত্র হইবার সম্ভাবনা আছে।

বিয়েনা ১লা নবেম্বর। কাউণ্ট কলাহর্ণের প্রতি একটী নূতন মন্ত্রসভা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

পারিস ১লা নবেম্বর। ফ্রান্স ৫ কোটি করিয়া ১০ কোটি ফ্রাঙ্কের নোট প্রচলিত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর। টিম্স সংবাদপত্রে এক পত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রজাতন্ত্রই ফ্রান্সের বর্ত্তমান গোলযোগ নিবারণ করিবার একমাত্র উপায়।

বার্লিন ২রা নবেম্বর। প্রবিন্সিয়াল কংগ্রেসে বলেন, কর্ম্মীদের সহিত বন্ধুতায় স্থাপনের জন্য তাহা সরলভাবে ও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছেন।

লণ্ডন ৪ঠা নবেম্বর। আটর্নি জেনরল সার জেমস কলায়ল এবং মর্শেষ স্মিথ জোয়ায় প্রিবি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির বৈতনিক সভ্য হইয়াছেন।

সার লংগো পিলের বিয়োগ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কর্ণেল গোল্ডস্মিথ নাইট কমাণ্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি পাইয়াছেন।

সার বেমিং মেইল ভারতবর্ষীয় কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন।

সার কার্লকট.এল রবিন্সন শীঘ্র বেলজোরের আদেশের পদে নর্থামটন ওয়েলসের গবর্ণর হইবেন।

ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক শতকরা ৬ পর্য্যন্ত ডিস্কাউণ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন।

সেনাদলের নূতন আইন অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে ২ সহস্র অফিসর পদত্যাগ করিবার নিমিত্ত আবেদন করেন।

—০—

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পূজার পর আলিঙ্গন, প্রণাম ও নমস্কার দ্বারা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়, অতএব আমিও

সেই জাতীয় সুখজনক বিষয়ের বা করিয়া মনে মনে আপনাকে ও পাঠক মহোদয়গণকে যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার করিলাম।

১। এ বৎসর বর্ষাকালে নিম্ন পঞ্জাবে যার পর নাই ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। যেমন বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে জলপ্লাবন হইয়া যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে, অম্বালা প্রভৃতি স্থানেও সেইরূপ জলপ্লাবন হইয়া অনেক প্রকারে ক্ষতি হইয়াছে। পঞ্জাব রেলওয়ের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। অম্বালার নিকট অনেক দূর পর্যন্ত একটী সেতু সহিত রাস্তা ভগ্ন ও প্লাবিত হইয়াছিল। এখন তাহা মেরামত হইয়াছে। কেবল বিপাশা নদীর সেতু এ পর্যন্ত সংস্কৃত হয় নাই এবং শীঘ্র যে হইবে এমনও বোধ হয় না। এ দিকে ত এই গেল, কিন্তু মুলতানে কি বর্ষাকালে কি শরৎকালে কি হেমন্তকালে কোন কালেই এক বিন্দু বারি পতন হয় নাই এবং হইবারও আশা দেখি না। তবে এ প্রদেশে খালের জলে ও কূপের জলে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, এ জন্য বৃষ্টি না হইলেও লোকের তাদৃশ কষ্ট হয় নাই। আজ কাল প্রাতে ও রাত্রিকালে বিলক্ষণ শীতানুভব হইতেছে।

২। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ চারি মাসের অধিককাল লাহোরে থাকিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা বিদ্যালয় স্থাপন ব্রাহ্ম সংস্কার সভার শাখা স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও অজ্ঞ লোকের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ বাবু বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, উপস্থিত পঞ্জাবীগণের মধ্যে অনেকে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

৩। বঙ্গদেশ হইতে দুর্গাদেবী অনেকানেক স্থানে হইয়া পঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ বৎসর রাওলপিণ্ডিতে দুইখানি লাহোরে দুইখানি এবং মুলতানে একখানি পূজা হইয়াছিল। আজি কালি অনেক মুসলমান বেশ্যার নাচ, শ্বেতকায় দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিয়া মদ্য বিস্কুট ও সোডাওয়াটার বিতরণ ইত্যাদি পূজার অঙ্গ হইয়াছে, মুলতানের পূজাতেও এ বারোয়ারী পূজার প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল।

৪। সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ের কার্য্য একরূপ আরম্ভ হইয়াছে। বিগত দুই বৎসর আমাদের প্রিয় ভ্রাতা বাবু ভুবনমোহন বসু আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সাধন করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহার পদোন্নতি করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এই ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যে আমরা যার পর নাই সুখী হইয়াছি।

৫। এক বৎসরের অধিক হইল সোমপ্রকাশে লিখিয়াছিলাম, মুলতানে উন্নতি বিধায়িনী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সভাপতি বাবু ভুবনমোহন বসু ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সভ্যগণ কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরিত হওয়াতে সভার কার্য্য বৎসরের অধিক স্থগিত ছিল, সংপ্রতি অল্প দিন হইল উহার কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে সকল লোকের যোগ দানে মুলতানস্থ বঙ্গীয় সমাজের অলঙ্কার হইতে পারে ও অনেকের উন্নতি হইতে পারে তাঁহারা কোন কোন মতের আধিপত্যে আস্থা পাওয়াতে ও সামান্য লোকের হইতে তাঁহাদের মর্য্যাদা কমিবে বলিয়া যোগ দেন নাই। উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের অনেক বঙ্গীয় সমাজ দেখিয়াছি, তথায় দুই একটী বঙ্গীয় আমার বিলক্ষণ প্রভাব আছে, তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিলে তাঁহাদের অধীনস্থ বঙ্গীয় সমাজের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন, কিন্তু করেন না ইহাই দুঃখের বিষয়। এ বিষয়ে গোয়ালিয়রস্থ কমিসরিয়েটের হেড আসিষ্টাণ্ট আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার যত্নে তত্রস্থ বঙ্গীয় সমাজের বিবিধ প্রকারে উন্নতি হইয়াছে।

৬। কয়েক দিন হইল মুলতানের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মুলতান ছাউনীর বাঙ্গালী প্রবাসী ও এখানকার অধিবাসীর উপর আইন বিরুদ্ধ পায়খানা টেক্স নামে একটী টেক্স স্থাপন করেন। অর্থাৎ প্রত্যেক পায়খানায় ২ টাকা করিয়া টেক্স দিতে হইবে। আমাদিগের কোন কোন বঙ্গীয় ভ্রাতার উদ্যোগে এই টেক্সের অবৈধতা প্রদর্শন করিয়া উক্ত কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করা হয়। প্রথম দরখাস্তে কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট জবাব দেন নাই। দ্বিতীয় দরখাস্তে অসন্তোষ জনক সামান্য জবাব দেন। ইহাতে সকলে সমস্ত দরখাস্ত লইয়া এখানকার ব্রিগেডিয়ার জেনরলের নিকট দরখাস্ত করেন, ব্রিগেডিয়ার জেনরল এই টেক্সের অবৈধতা দেখিয়া সমস্ত টেক্স (যাহা আদায় হইয়াছিল) কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে আমরা টাকা ফিরিয়া পাই। কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এই আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য এবং আরও কয়েকটী ভয়ানক অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন এবং তাঁহার পদে শিয়ালকোটের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট আসিয়াছেন। মহাশয়! কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বাজার সার্জন প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ ছাউনিস্থ লোকের প্রতি এরূপ অত্যাচার করে যে, ছাউনিতে অবস্থিতি করা ক্রমে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতেছে। মধ্যপ্রদেশের প্রদেশের মধ্যে মিলেটারি কাণ্টনমেণ্ট সকলও অনেক বিষয়ে অত্যাচারের স্থান হইয়াছে।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক প্রতাপ বাবুর লাহোরে অবস্থিতির সময়ে কোন ব্রাহ্মবিদ্বেষী পুনরায় মহাপূজা, বলিয়া অমৃতসর কার পত্রিকায় লেখে, তাহা পাঠ করিয়া প্রয়োগবৃত্ত সম্পাদক দুই একটী আক্ষেপের কথা বলেন, কিন্তু আমি সত্য বৃত্ত জানি ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে উক্ত সংবাদ দাতার বাক্য মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল।

১২ ই কার্ত্তিক }
১২৭৮

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহারাণী স্বর্ণময়ী চিকিৎসা সংগ্রহ ফণ্ডে আতুরদিগের জন্য ৩০ টাকা দান করিয়াছেন এবং রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মহাশয়াও ঐ জন্য এই সভায় ২০ টাকা দান করিয়াছেন। বোধ হয়, ইহারা আরো সাহায্য করিতে পারেন।

কলিকাতা
২০এ কার্ত্তিক
চিকিৎসা সংগ্রহ } [illegible]মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়! অতি বৃষ্টিজনিত বন্যাপীড়িত ও বাসায় বিবর্জ্জিত প্রজাগণের দুরবস্থা দেখিয়া আমাদের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মহোদয় দয়াগুণের বশীভূত হইয়া দীনহীন প্রজাগণের উপস্থিত পীড়া উপশম হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে [illegible] করের ভীষণ কবল হইতে মুক্ত [illegible] বলিয়া আমাদের মনোমন্দিরে আশার সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু সম্প্রতি দয়াগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক উক্ত মহোদয়ের আদেশ ("বৃথা ঐ শিক্ষা কর কিছুকালের জন্য রহিত না হইয়া আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে আদায় আরম্ভ হইবে") শ্রবণ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা দূরে থাকুক, কষ্টসৃষ্টে জীবন যাপনের আশালতাও ছিন্নমূল হইয়াছে। মহাশয়! জগৎপাতা [illegible] রাজপুরুষগণের হৃদয়ে কি কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া প্রদান করেন নাই? কি আশ্চর্য্য নির্দ্দয়তা! তাঁহাদের অন্তঃকরণ এমনি অভেদ্য নির্দ্দয়তা বর্ম্মে আবৃত যে, ভারতবর্ষীয় দীনাবস্থ প্রজাগণের হৃদয়ভেদী দুঃখনাদ স্বরূপ তীক্ষ্ণধার প্রহরণও তাহা ভেদ করিতে পারিতেছে না, কেবল তীব্রবেগে উক্ত দুর্ভেদ্য বর্ম্মের উপর পতিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইতেছে। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা মহোদয় যেমন, প্রধানতম শাসনকর্ত্তা মহাশয়ও তাঁহা অপেক্ষা কোন প্রকারে কম নহেন। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে ষ্টেটসেক্রেটারি মহোদয়ও তাঁহাদের গুণের দ্বিগুণ গুণ ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁরা যোগাড় করিয়া দিলে তিনি (সেক্রেটারি মহোদয়) লোপ করিতে অণুমাত্রও বিলম্ব করেন না।

যে দিবসে তিনটী তিথির অধিকার থাকে, ত্র্যহস্পর্শহেতু সে দিবসকে নিতান্ত অশুভজনক ও কোন স্থানে গমনাগমনে অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয় বলিয়া আমাদের শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল তিন প্রতি দিন উপস্থিত হয় না, এই জন্য অনেক রক্ষা আছে। কিন্তু উক্ত তিথিত্রয় স্বরূপ আমাদের বর্ত্তমান প্রধান রাজপুরুষত্রয়ের অধিকার নিয়তই রহিয়াছে, ইহাতে যে আমাদের দিন দিন অমঙ্গল ঘটনা হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ত্র্যহস্পর্শের আক্রমণ দূরবর্ত্তী না হইলে, সুখাশা কেবল আশাতেই পরিণত হইবে। ন্যায়বান গ্রে মহোদয় স্বদেশ গমন করা অবধি আমাদের সুখ সম্ভাবনা সকল দূরীভূত হইয়াছে।

আবার একটী নূতন করের প্রস্তাব হইতেছে। মফস্বলের সেতু সকলের খরচা ও নূতন সেতু নির্ম্মাণের সমুদায় ব্যয় প্রজা ও জমীদারগণের স্কন্ধে ন্যস্ত করাই নূতন কর স্থাপন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলে গবর্ণমেণ্টকে প্রজাপালক ও দয়াগুণের অবতার বলিয়া উল্লেখ না করিয়া আমাদের লেখনী কোনক্রমেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না!! "তোমাদের উপার্জ্জিত সমুদায় ধন আমাদিগকে দিতে হইবে" গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে এই আইন করুন না, কে তাহার নিবারণ করিবে?

১৮৭১। ১ লা নবেম্বর
বেহুতলা } একান্ত বশম্বদ শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোষাল

মহাশয়! কাঁচরাপাড়া জগদ্দল ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সকলে জ্বররোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দরিদ্র অনাথ ব্যক্তিগণ যে কি শোচনীয় দশায় পতিত হইয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। সকলের বাটীতে প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক লোক পীড়িত। কাহার কাহার বাটীতে প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী। তাঁহাদের ঔষধ ও পথ্য পাওয়া দূরে থাকুক, তৃষ্ণার সময় যে কেহ গালে একটু জল দেয় এমনও কোন কোন লোকের সুবিধা নাই। এই ভয়ানক শোকাবহ অবস্থায় পতিত দেখিয়া হালিসহর তত্ত্ব সমাজের ডাক্তারী বিভাগ, তাহাদিগকে ডাক্তার দেখাইয়া ও ঔষধ দিয়া সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু রোগীর সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে সকলকে উচিতমত সাহায্য দান করা উক্ত বিভাগের সাধ্যাতীত। তাহাদিগকে একবার সাহায্য দান করিয়া আশা দিয়া নিরস্ত হইলে যে কত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। এই জন্য সবিনয়ে পরদুঃখকাতর মহাত্মাদিগের নিকট নিবেদন, তাঁহারা এরূপ দুঃখাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুন। আশা করি, ভারতসংস্কার সভা আমাদিগের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবেন।

বশম্বদ।
শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ।

মহাশয়! এ বৎসর মুলতানে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া গিয়াছে। আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে এই সময়ে তথায় ছিলাম। এ সময়ে মুলতানস্থ বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহা আমার নিকট এতাদৃশ বিস্ময়কর ও বঙ্গীয় নামের কলঙ্কোৎপাদক বলিয়া বোধ হইল যে, তাহা আমি আপনার বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মহাশয়! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও পঞ্জাবের প্রধান প্রধান স্থানে অর্থাৎ এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এবং লাহোর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী করিয়া বাঙ্গালী একত্র হইয়া দেশের গৌরববর্দ্ধক এত মহৎ কার্য্য করিতেছেন যে ঐ সকল স্থানে অধিকাংশ বাঙ্গালী কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কুৎসা কার্য্য করিলেও তাহা আমাদের কলঙ্কোৎপাদক হইতে পারে না, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ বাঙ্গালী আহার নিদ্রা মাদক সেবন এবং নিয়মিত সময়ে আফিসে গমনই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। আফিস হইতে অবকাশ পাইয়া কেবল তাস পাশা ক্রীড়া ও মাদক সেবনই ইহাদের অবকাশ

হউন। শুনিলাম এখানে যে সকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ ১০ বৎসর কেহ ১২ বৎসর কেহ ২০ কেহ বা ২৫ বৎসর স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আছেন। ইদানিকার মত ইঁহারা ভালরূপ লেখা পড়া করেন নাই। সংপ্রতি কলিকাতা অঞ্চলে বিলাতী সভ্যতার যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায়, ইঁহারা যে তাহার জ্যোতিঃ কোন অংশে সহ্য করিতে পারেন না, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। ভারতবর্ষে সমুদ্রঘর হইয়া দেশ ভ্রমণ না করিলে তীর্থ ভ্রমণকারিণী অজ্ঞ স্ত্রীলোকের ন্যায় মনের কোন উদারতা না হইয়া যে সংকীর্ণতাই বৃদ্ধি পায়, ইঁহাদের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই, প্রাচীন হিন্দুদিগের ন্যায় ও তীর্থ ভ্রমণকারিণী স্ত্রীলোকের ন্যায় ইঁহাদের পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপর সরল বিশ্বাস নাই। [illegible] করিয়াছেন, এখন অনেকে দুর্গার নামে সুরাদেবীকে ও বেশ্যা দেবীকে পূজা করিতেছেন। মুলতানস্থ বাঙ্গালীরা দুই বৎসর মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেছেন। মহাশয়! আমাদের দেশে কোন্ বিশ্বাসী পৌত্তলিক ও সরল হিন্দু জগদম্বা ঈশ্বরের প্রতিরূপ প্রতিমার নিকট মদ্য ও সোডাওয়াটার পান, অথবা মুসলমান বেশ্যার নৃত্যগীত শ্রবণ ও হাস্যামোদ করিয়া থাকেন? যিনি প্রকৃত হিন্দু তিনি কি বিলাতী মদ্যপান সোডাওয়াটার পান ও মুসলমান বেশ্যার নৃত্য দর্শন করিতে সক্ষম হন? মুলতানের অধিবাসী হিন্দুরা বাঙ্গালীদের এরূপ হিন্দুয়ানী দেখিয়া যে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেছে তাহা আপনার পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। মহাশয়! এই দুর্গোৎসবের [illegible] যে সৎকার্য্য সংসাধিত হয় নাই [illegible] না, পূজার তিন দিন [illegible] করিয়া কাঙ্গালী [illegible] কিন্তু তাহা সমুদ্রে শিশির স্বরূপ।

মুলতানের [illegible] চেষ্টা প্রধান অঙ্গ [illegible] কষ্ট হয় নাই। সেটী [illegible] এখানকার বাঙ্গালীদের [illegible] যে কতদূর বুঝিতে পারিবেন।

নবমী পূজার দিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় কথিত বিলাসী ভক্ত বাবুরা চাঁদের ও বস্ত্রে সুগন্ধ ও কর্দ্দম মাখিয়া অধিকাংশ অনাবৃত গাত্রে জনাকীর্ণ প্রকাশ্য রাজপথে সদর বাজারের মধ্য দিয়া কেহ ঢোল কেহ সানাই বাজাইতে বাজাইতে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে বা নিকটে যে কোন বাঙ্গালীকে পাইয়াছিলেন তাহাকেই আক্রমণ করিয়া সঙ্গী করিয়া লইলেন। অজ্ঞ ইতর লোকে বাবুরা উন্মত্তের ন্যায় কি করিতেছেন, ভাবিয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা হাস্য পরিহাস ও ধূলি নিক্ষেপ করিতে করিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। মহাশয়! আমি যখন অন্তরালে থাকিয়া এই সকল ব্যাপার দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, তখন [illegible] আমার হৃদয় যেরূপ ব্যথিত ও দুঃখিত হইল তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। একে ত এরূপ অমানুষোচিত ব্যাপার দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তাহাতে যখন মনে করিলাম, ইঁহারা রাম মোহন রায় কেশব সেন ও সুরেশ দত্ত প্রভৃতির স্বজাতীয়, তখন আমার পরিতাপের আর ইয়ত্তা রহিল না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন পদে আছেন যে তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অজ্ঞ অধিবাসীরা বাঙ্গালীর প্রতি আপনার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে পারে; কিন্তু হায়! তাঁহারাই এই সকল কুকার্য্যে বিশেষ অনুরক্ত। আশা করি, এতদ্দেশের বাঙ্গালিরা এই পত্র পাঠ করিয়া সাবধান হইবেন।

মুলতান }
১২ ই অক্টোবর } শ্রীঃ-

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বসু লাহিড় নগর	১০
" শিবচন্দ্র সিংহ—সাগর	৪৷৷০
" হরিশ্চন্দ্র রায়—যশোহর	১১৷০
" ভবতারিণী চরণ পাল সিমলা	৬
পোদ্দার [illegible]	৫৷০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি
মূল্য পাঠাইবেন;
করিয়া এবং গ্রাম,
স্পষ্টাক্ষরে লি
বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৶১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৫ সংখ্যা।

দ্বিজরাজ যাতিনঃ সরস্বতী অভিমুখী ন কৌরবাঃ

বার্ষিক মূল্য ৬ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬/০ টাকা
পশ্চাৎ বাৎসরিক ৫।

সন ১২৭৮ । ৮ ই অগ্রহায়ণ । ইং ১৮৭১ । ২২ এ নবেম্বর

মফঃস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত অতিরিক্ত কিছু লাগিবে না। এই নিয়মে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট, পোষ্ট আফিসের মণি অর্ডার হুণ্ডী বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮

শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্তী
কার্য্য সম্পাদক

—:০:—

সম্পূর্ণ ব্যবস্থা অর্থাৎ চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী ব্যবস্থা চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে অর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি আহার লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা আমরাজার বোর্ণিও কোম্পানির বাটীতে, শ্রীরামপুর বসুগোপাল চাটুর্য্যে কোম্পানি ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

—:০:—

সর্ব্বস্ত সাধারণজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সঙ্গীত শাস্ত্রের সার মর্ম্ম শিক্ষোপযোগী কতকগুলি সরল নিয়ম, সেই সঙ্গে সেতার যন্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রথম সাধন প্রণালী ও কতকগুলি প্রাচীন এবং নূতন আবিষ্কৃত স্বরলিপিদ্ধ গৎ একত্রে যথা নিয়ম ও শিক্ষাক্রমানুসারে প্রণীত হইয়া যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামে সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম উপক্রমণিকা গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় আমার দ্বারা ফরমায় ফরমায় ক্রমশ প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকেচ্ছুক মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যালয়ে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। প্রতি ফরমার মূল্য /০ এক আনা মাত্র। আর এই গ্রন্থের কোন অংশ কোন রীতি বা স্বরলিপিদ্ধ আমাদিগের বিনা অনুমতি প্রায়ে অন্য কেহ মুদ্রাঙ্কন বা গ্রন্থান্তরে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন না। যদি কেহ তাহা করেন তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন।

কলিকাতা
নর্ম্মালবিদ্যালয়
২৫ এ কার্ত্তিক
১২৭৮ সাল।

বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের
অন্যতর শিক্ষক
শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

সচিত্র গুলজার নগর।

ক্রাউন ৮, ৭৩।

হ্যামারিনের আশ্চর্য্য উপাখ্যান ইহাতে কলিকাতা নগরের অনেক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাঁধাইয়ের মূল্য ৷৹ মাত্র। (সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।)

—:০:—

অষ্টাবিংশতি তত্ত্বান্তর্গত তিথিতত্ত্ব মূল টীকা ও অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রকাশ কর্ত্তা ও গ্রাহকগণ উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা স্থির হইয়াছে, একখণ্ডে আমার কাল মুদ্রিত হইবে, [illegible] গ্রাহকগণ কলিকাতা [illegible] যন্ত্রে অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা তিথিতত্ত্বের অগ্রিম মূল্য দিবেন তাঁহাদের পক্ষে প্রকাশিত সমস্ত খণ্ডের মূল্য ৷৹ চার আনা; অন্যের পক্ষে ১ এক টাকা দি

মাশুল ৵০ সম্বলিত মূল্য পাঠাইতে হইবে। ইহার ২য় খণ্ড যত শীঘ্র প্রকাশিত হইবে তদনুসারে মূল্য স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে ইতি।

কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্র
অব্দ ১২৭৮
২০ এ কার্ত্তিক } শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা।

-:০:-

নাটোর রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাল জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফ অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। বাৎসরিক বিদায় এবং বাহরবরদারি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক

সন ১২৭৮
৩০ এ আশ্বিন } শ্রীযুক্ত মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীর সদর কাছারি

—০—

২২ এ ২৩ এ ও ২৪ এ নবেম্বর তাং ৭ই ৮ই ও ৯ই অগ্রহায়ণ বুধ বৃহস্পতি ও শুক্রবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে;

শ্রুতলিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষা ও ব্যাকরণ।

ভূবৃত্তান্ত।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

যে সকল প্রবেশার্থী [illegible] তাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবে না।

কলিকাতা
১৩ ই অক্টোবর } এচ. উড্রো। মধ্যবিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

—০—

সংস্কৃত অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডীকাণ্ডা-রের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও পরিদর্শনাধীনে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। একজন নেটিব ডাক্তারের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের লাইসেনসিয়েট ক্লাশের ডিপ্লোমা থাকা ও হিন্দু জাতীয় হওয়া আবশ্যক। যিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ এক বর্ষকাল কার্য্য করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাষায় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহার পারদর্শিতা আছে, তাঁহার আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে এবং কার্য্য দ্বারা সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে আনান যাইবে। প্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

কুণ্ডীকাণ্ডার জমীদার বাটী
জেলা রঙ্গপুর } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়, হেড মুন্সি

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৪৯ নং বৌবাজার ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বিদ্যার পুস্তকালয়ে, বটতলায় বাবু কালাচাঁদ ব্রাহ্মণের কোং দোকানে ও স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

-:০:-

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্ণে সাহেব ইহার প্রধান কর্ত্তা ও চন্দননগরের পৌলিস্‌ মেয়রিজ লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং তাবৎ ভারতবর্ষস্থ ফরাসী রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিয়মতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
[illegible]	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২০	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্তৃক নিরূপিত সভা সভ্যের সম্মুখে ও তদারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরির ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্ণে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, রসটন সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮,নং লালদীঘী পিং,

এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজারের গলি, জে, জুমেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রান্টস লেন ডি, ফেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেন্টিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ সার-সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইংরাজুলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা যুকিয়া ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্থাপিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাসুল সহিত ১৸০ আনা। চিকিৎসাসংগ্রহ ১ম ভাগ মাসুল সহিত ২৸০ এবং ২য় ভাগ মাসুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ২৷০ আনা।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট, মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

ড্রেন নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

—০০০—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
তুলনসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৳০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

—০০০—

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

	রায়তি স্থান	আন্দাজী
ঐ ২ মিঃদের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
নং১২ ইলিয়টস রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত নিয়ুমান পিলাখ্যা আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

—০০০—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।

এনোটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি প্রতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪৷০
ডাকমাসুল ৶০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের প্রতি রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ১ টাকা। ডাক মাসুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার বিদ্যারত্ন হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—০০০—

মহাশয়গণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক রোগী একটি মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। উহাদের এই প্রকার সদ্গুণে আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছি। অপকারক জীর্ণ শ্রীযুক্ত ডাক্তার সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দ" নামক ঔষধের মর্ম্মভেদী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, শুষ্কশূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে সাধারণ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হওয়া দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২৷০ টাকা, ডাক মাসুল সমেত ।৵০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিন্দ কোং গোকুলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদার নাথ বিদ্যাবিনোদ বি এণ্ড কোং অমৃতবিন্দের কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি উক্ত মিঃসের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিন্দু চালান হইবে না।

জিলা নদিয়ার
কার্য্যালয় অমৃত বিন্দু অফিস
১৬ ই আশ্বিন। ১২৭৮ } শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

—০—

প্রাণেশ চন্দ্রের নাটক।

নূতন সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গালায় রচিত। কানপুর আমার ফ্রুসলেটারিকে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলা গরানহাটা লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাসুল ৵০।

শ্রীনবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৬১ সাল ১০ ই নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	৪	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	৪	
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	৫	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩১ মাইলের মধ্যে	৫	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী ৩৭ মাইলের মধ্যে	১	৩
ভাগীরথী।		
মোহানায়	১৪	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১ মাইলের মধ্যে		
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ২৭ মাইলের মধ্যে	৮	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫১ মাইলের মধ্যে		১০
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৬৪ মাইলের মধ্যে	১০	
জলঙ্গী।		
মোহানায়		
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইলের মধ্যে		
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৪ মাইলের মধ্যে		
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৭০ মাইলের মধ্যে		

সন ১৮৬১ সালের ১৪ ই নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১২	৫

বহরমপুর ১৪ নবেম্বর ১৮৬১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

রিসড়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণের গোচরার্থ আমাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ঐ বিদ্যালয়টী ১৪ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার একটি স্বতন্ত্র গৃহ হয় নাই, কোন সদাশয় ব্যক্তির অনুগ্রহোপজীবী হইয়া আছে। শিবদাস বাবু ও বিদ্যালয়-সভার অন্য অন্য সভ্যের একান্ত চেষ্টা হইয়াছে, বিদ্যালয়ের একটী স্বতন্ত্র গৃহ করেন। ঐ গৃহে ২৫০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। সভার এরূপ ক্ষমতা নাই যে নিজ হইতে এ ব্যয় দান করেন। এই কারণে তাঁহারা সাধারণের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। বিদ্যোৎসাহী বদান্যগণ সভার প্রার্থনা সফল করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার লিটেনর সাহেবের প্রচারিত হিন্দি-ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞাপন পত্র একদা ঘটনাক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইল। আমরা কৌতুক সহকারে উহার পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম কেবল সংস্কৃত ভাষারই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। পরীক্ষার বিষয় পরীক্ষিতব্য পুস্তকাদির নাম ও নিয়মাদি লিখিত দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে আমরা অধিকতর কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। অধিকতর কৌতুক জন্মিবার কারণ এই, আমরা বাঙ্গলাদেশে দেখিতে পাই, ইংরাজী ভাষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয়, সংস্কৃত অথবা বাঙ্গলা ভাষা তাহার সহচরী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। পঞ্জাবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেবল একমাত্র সংস্কৃতেই পরীক্ষা, ইংরাজীর নামগন্ধ নাই। কেন এরূপ হইল? এই চিন্তা করিয়া মনোমধ্যে নানা বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। এ প্রকার পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি? এদেশের প্রিয়তমা সংস্কৃত ভাষা মরণোন্মুখ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কৃপালু হইয়া তাহার রক্ষায় যত্নবান হইয়া এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাই ইহার উদ্দেশ্য হইবে, প্রথম ক্ষণে মনে এই অবধারণা হইল, কিন্তু পরক্ষণে একটী বিরোধী তর্ক উপস্থিত হইয়া এ সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল। সে বিরোধী তর্ক এই, যদি সংস্কৃত ভাষার রক্ষা উল্লিখিত পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে, ইংরাজী সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? সংস্কৃত ভাষাকে ইংরাজীর সহচারিণী করিয়া দিলে সে অভীষ্টসিদ্ধির অণুমাত্র ব্যাঘাত সম্ভাবনা নাই। বরং সংস্কৃত ইংরাজীর সহযোগে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কেবল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কথাই বা কেন আমরা কহিতেছি, এদেশীয় লোকদিগকে প্রকৃত পণ্ডিত করিয়া তুলা যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, উভয়ের সহযোগ ব্যতিরেকে সে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বহুদর্শিতার ফল। এদেশীয় দর্শন বিজ্ঞানাদির সঙ্গে সঙ্গে যত ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনা করা হইবে, ততই কি অধিকতর বহুদর্শিতা জন্মিবার কথা নয়? বহুদর্শিতা ব্যতিরেকে কাহার কুসংস্কার দূর করিবার ক্ষমতা আছে? উভয় যোগ অনল কনক যোগের ন্যায় পরস্পরের কুসংস্কাররূপ মলাপহরণে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতের রক্ষা যদি উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না হইল, তবে উদ্দেশ্য কি এক্ষণে আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল। আমরা ভাবিতেছি, এমন সময় পূর্ব্ব কথা স্মৃতি পথে উদিত হইল। পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম,

ইংরাজী সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল এদেশীয় ভাষাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি দান করা হইবে। বোধ হইল, এ চেষ্টাটি তাহারই আরম্ভ। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণকে "প্রাজ্ঞ" এবং প্রথম পরীক্ষোত্তীর্ণকে "বিশারদ" এই যে দুটী কৌতুককর উপাধিদান করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও উহার প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। ৫০।৩০।২০ টাকা প্রভৃতি পুরস্কার দানের প্রলোভন দেখান হইয়াছে। এচেষ্টা ইষ্টফলদায়িনী অথবা অনিষ্টবিধায়িনী এক্ষণে সেই চিন্তা উপস্থিত হইল। শিক্ষাকার্য্যে ইংরাজী সম্পর্ক রহিত করিবার কারণ কি? এদেশীয়েরা ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজদিগের সমকক্ষবৎ ব্যবহার করেন এটী ইংরাজদিগের সহ্য হয় না, ইহাই কি কারণ? ইহাকে প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মিতেছে না। যে জাতি এত উদার ও উদাত্ত কাণ্ড করিয়াছেন, তাঁহারা কি এখন এত নীচ হইয়া গেলেন? তাঁহারা কি এখন সে ইংরাজ নন? তাঁহাদিগের কি সে মন নাই? সে মহেচ্ছতা নাই? সকলেই উন্নতিশালী হয়, ইহা কি প্রার্থনীয় নহে? অমুক আমার তুল্যকক্ষ হইবে, যাহাতে না হইতে পারে সেই চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, বড় লোকের মনে স্বপ্নেও কি কখন এরূপ নীচ ভাবের উদয় হয়? এখন ভারতবর্ষে সেরূপ মহৎ ইংরাজ নাই, ইহাই কি আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব?

পরক্ষণেই আবার মনে হইল, না, ইংরাজেরা আজিও এত অপকৃষ্ট হন নাই। তবে উল্লিখিত সংস্কৃত পরীক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট কি ব্যয়ের ভয় করেন? ইংরাজীতে শিক্ষাদান করিতে গেলে অধিক ব্যয় লাগিবে, সংস্কৃতে তাহা লাগিবে না। গবর্ণমেণ্ট কি এই বিবেচনা করিতেছেন? তাহা হইলেও বিলক্ষণ অদূরদর্শিতা হইতেছে। কেবল অদূরদর্শিতা নয়, বিদেশীয় রাজাও প্রজার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করাও হইতেছে। তাঁহারা মনে করিবেন, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্যাদানার্থ বড় ব্যস্ত, অথচ কাজে কিছুই হইল না। ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে প্রথম পদক্ষেপকালে ভারতবর্ষীয়দিগকে বিদ্যা সম্বন্ধে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখনও সেই রূপ রাখিলেন, অথচ বিদ্যাদাতা বলিয়া বাহবা লইলেন।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, অনেকে মনে করিবেন, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন, বিদ্যাদান করিতেছেন এবং বিলোপোন্মুখী সংস্কৃত ভাষার উজ্জীবন চেষ্টা পাইতেছেন তথাপি আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি না। এটী আমাদিগেরই স্বভাব দোষ। কিন্তু যদি তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন প্রতীয়মান হইবে, আমাদিগের অসন্তোষের বিলক্ষণ কারণ আছে। দাতা সরল মনে দান না করিলে কোন্ ব্যক্তি সে দান পাইয়া সন্তুষ্ট হয়? অবশেষে আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, ইংরাজী সম্পর্ক না রাখিয়া সংস্কৃত ভাষার রক্ষা চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালাদেশই তাহার প্রমাণ। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে যদি ইংরাজী প্রবেশিত না হইত, এত দিনে উহার নিতান্ত শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই।

চোর ও ডাকাতদের আইন।

যাহারা ও যে সকল লোক ব্যবসায় স্বরূপ চুরি ও ডাকাইতি করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি হয়, তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ষ্টিফেন সাহেব একটী দীর্ঘতর বক্তৃতা করিয়া আইনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্ব্বে যে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশ আইন মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যাহারা চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি ব্যবসায় স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদিগের উপরে পুলিসের সবিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহারা যাহাতে সৎ ব্যবসায় অবলম্বন করে তাহার উপায় করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মীনা ও বঙ্গদেশের বেদেরা দল বদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে, অনেকের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। এই সকল জাতির চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। বঙ্গদেশের বেদেরা কাহারও অপরিচিত নহে। ইহারা সামান্য মাত্র কৃষিকার্য্য করে। ইহা দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা খেজুর পাতার যে চেটাই বুনে, তদ্বিনিময়ে সামান্য বস্ত্রাদি সংগ্রহ হওয়াও ভার। কিন্তু বেদেরা অতি স্বচ্ছন্দে থাকে। বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা যেরূপ ব্যয় করে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তবে মীনাদিগের ন্যায় তাহারা অট্টালিকায় বাস করে না। এত অধিক গোমহিষাদিও তাহাদিগের নাই। ইহার কারণ এই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বঙ্গদেশে উত্তম রূপে শান্তিরক্ষা হয়, এখানকার লোকে আপন আপন স্বত্ব ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার উৎকৃষ্টতর উপায় জানে, সুতরাং বেদেরা মীনাদিগের ন্যায় চুরি ডাকাইতি করিয়া অনায়াসে পার পাইতে পারে না। বিশেষতঃ বেদেরা স্থির হইয়া এক স্থানে থাকে না। কাজেই

দণ্ডবিধি ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। চুরি করা ইহাদের উদ্দেশ্য ইহা জানিতে পারিলেও স্পষ্ট চুরি ধরিতে না পারিলে পুলিস কিছুই করিতে পারেন না। বর্ত্তমান আইন দ্বারা এই অনিষ্টের নিবারণ হইবে। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, এ আইন আপাততঃ কেবল পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এক্ষণেও বলিতেছি, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি ব্যবসায় উঠাইয়া দেওয়া যদি গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই আইন সর্ব্বত্র প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। এদেশের বেদেরা কোন অংশে মীনাদিগের অপেক্ষা ন্যূন নহে। দাক্ষিণাত্যের অন্য চোর গোঁড়গণ কি উপেক্ষার পাত্র? সুন্দরবন, বরিশাল ও যশোহরে এরূপ অনেক পল্লীগ্রাম আছে, যেখানকার ডাকাইতি করা তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিয়মিত ব্যবসায়। ইহারা অতি সতর্কতা সহকারে কাজ করে, অনেক স্থলে জমীদারগণ অপহৃত দ্রব্যের অংশ পান, সুতরাং ইহাদিগকে দণ্ডনীয় করা সহজ ব্যাপার নহে।

খোজাদিগের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, এই নরাকার পশুগণ যত শীঘ্র পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, ততই মঙ্গল। এক্ষণে না হউক, কিন্তু বিংশতি বৎসর পরে খোজা ভৃত্য রাখিলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডনীয় হইতে হইবে গবর্ণমেণ্টের এরূপ রাজনীতি অবলম্বন ও ব্যবস্থা করা উচিত। উক্ত আইনের একটী বিষয় আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। "খোজা" শব্দে পুরুষত্বহীন পুরুষদিগকে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে এরূপ হয়, পুরুষের সকল লক্ষণ আছে; কিন্তু জন্মাবধি অথবা কিছুকাল পরে পুরুষত্ব হীন হয়। এরূপ লোকদিগকে "খোজা" বলিয়া ব্যাখ্যা করা অন্যায়। এদেশে অনেক হিজড়া আছে। ইহারা পুত্র কন্যার জন্ম ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্যগীত করিয়া যাহা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা অতিশয় নির্দ্দোষ। আমাদিগের মতে ইহাদিগকে উপরি উক্ত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা উচিত নয়।

—:০:—

লুশাই যুদ্ধ

লুশাইদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বিস্তর আয়োজন হইতেছে। এক রেজিমেণ্ট সিপাহী, দুই দল কুলী, কতক পুলিস সৈন্য এবং মণিপুরের রাজার সৈন্যগণ লুশাইদিগের দেশে গমন করিতেছে। গত লুশাই যুদ্ধে যে সকল ভ্রম হইয়াছিল এবার তাহা না ঘটে এই নিমিত্ত সাবধানতাসহকারে কার্য্য করা হইতেছে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সেনাপতিগণ কতদূর কৃতকার্য্য হন ফল দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহার মধ্যেই তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গত যুদ্ধে সেনাপতি নটহাল অধ্যক্ষ ও এডগার সাহেব দেওয়ানী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইহাঁরা মিলিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। এডগার সাহেব দেওয়ানী কর্ম্মচারী হইয়া সৈনিকের ক্ষমতা চালন করাতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ব্যর্থমনোরথ ও পরাজিত হইয়াছিল। এবারেও এডগার সাহেব তত্ত্বাবধায়ক। সেনাপতি নটহাল মণিপুরের রাজার সেনাদলের সহিত গবর্ণর জেনরলের এজেণ্টের ন্যায় থাকিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ উক্ত সৈন্যদিগের অধ্যক্ষতা তাঁহার হস্তেই পড়িতেছে। মণিপুরের রাজার নামমাত্র ৫০০০ সৈন্য আছে। ইহাদিগের অধিকাংশের হস্তে সেই প্রাচীনকালের ধনুর্ব্বাণ দৃষ্ট হয়। যে সকল বন্দুক আছে, তাহাও উৎকৃষ্ট নহে। সেনাপতি নটহালের অনুরোধে রাজাকে ৫০০ ব্রোণবেল দেওয়া হইয়াছে। মণিপুরীগণ পর্ব্বত যুদ্ধে নিপুণ; কিন্তু তাহারা ইতিপূর্ব্বে লুশাইদিগের দেশে গিয়া পরাজিত হইয়া আসিয়াছিল। এবার বন্দোবস্ত ভাল বলিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এডগার ও নটহলের পুনর্ব্বার মতভেদ হইয়াছে। এডগার সাহেব যোরহাট হইয়া অগ্রসর হইতে বলেন, নটহলের মতে কাছাড় দিয়া যাওয়া উচিত। আমরা বিস্মিত হইতেছি কোন দিগ দিয়া যাইতে হইবে তাহা অগ্রে স্থির না করিয়া এত আয়োজন হইয়াছে। লুশাইগণ সামান্য শত্রুমাত্র; কিন্তু পর্ব্বতে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে জয় করা নিতান্ত অল্পায়াসসাধ্য নহে। পঞ্জাবের সীমাস্থিত সৈন্যগণ পর্ব্বত যুদ্ধের যেরূপ কৌশল জানে, পূর্ব্বসীমাস্থিত সৈন্যগণ তাহার কিছুই জানে না। লুশাইদিগের বিলক্ষণ একতা আছে। তথাপি যদি বিবেচনাপূর্ব্বক সতর্কতাসহকারে কার্য্য করা হয়, বন্যদিগকে অনায়াসে শাসন করা যাইতে পারে। তাহারা প্রকৃতরূপে শাসিত হইবে কি না, ইহাই এক্ষণকার প্রশ্ন। সীমা স্থলের যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, বন্যগণ হঠাৎ ব্রিটিশ সীমা মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রাম দগ্ধ, গোমহিষ ও অন্য অন্য সম্পত্তি লুঠ এবং কতক লোককে বধ করিয়া ও কতকগুলিকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ব্রিটিশ সৈন্যগণ প্রথমাবস্থায় প্রায় কিছুই করিতে পারে না। পরে মহা উদ্যোগ হয়, সৈন্যগণ বন্যদিগের দেশ আক্রমণ করে। কিন্তু তাহারা পূর্ব্ব হইতে সকল সংবাদ পায়। সুতরাং তাহাদিগের মূল্যবান দ্রব্য ও গোমহিষাদি আরও দূরস্থিত পর্ব্বত ও বনে লুকাইয়া রাখে। ব্রিটিশ সৈন্যগণ অগ্রসর হয়, বন্যগণ কয়েক দিবস যুদ্ধ করিয়া অদৃশ্য

কর্ত্তা। সৈন্যগণ কতকগুলি শূন্য ঝুপ ঘর ও বনে গোলা নিক্ষেপ করে। কিছু দিনের পর বন্যদিগের দুই একজন দূত আইসে। ইহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, পরে সন্ধি হয়। সন্ধিপত্রে বন্য সর্দারেরা শপথ পূর্ব্বক লিখেন, "যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে তত দিন তাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিবে না।" সেনাপতিগণ বাহবা লইয়া আইসেন, কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে চন্দ্র সূর্য্যের মৃত্যু ও পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। বিংশতি বৎসরাবধি এইরূপ হইতেছে। কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে মাত্র। যদি লুসাইদিগকে প্রকৃতরূপে শাসন করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, সর্দারদিগকে রুদ্ধ করিয়া আনয়ন করা উচিত। কয়েক সহস্র বন্যকে ধরিয়া আনিয়া সুন্দরবন অথবা মধ্য ভারতবর্ষের পতিত স্থানে বাস করান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহাদিগের চৈতন্য হইবে। অন্যথা তাহাদিগের পর্ণ কুটীর দগ্ধ করিলে কিছুই হইবে না। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিয়া বন্য যুদ্ধে নিপুণ এরূপ এক দল সৈন্য সীমায় রাখিয়া দিলে অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

আর্য্যধর্ম্ম কত যুগ একরূপ চলিয়া আসিতেছে।

সহস্র তুফান বহুক, ভূকম্প অশনিপাত হউক, কিছুতেই আশঙ্কা নাই, যে প্রাসাদ এই সকল সহ্য করিয়া স্মরণাতীত কাল অবিচলিতভাবে আপনার অভ্রভেদী উন্নতশির প্রদর্শন করিয়া আইসে সহজে অনুমান করা যায়, সে গৃহ সামান্য উপকরণ সামগ্রী দ্বারা বিরচিত নয়। এই যুক্তি দ্বারা অনুমিত হইতেছে, আর্য্য ধর্ম্ম সামান্য উপকরণে গ্রথিত হয় নাই। ইহা অনেক উপদ্রব সহ্য করিয়াছে। ইহার উন্মূলনার্থ অনেক প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, এখনও হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই, যদি অগত্যা লয় প্রাপ্ত না হয়, ইহা এককালে যে লয় প্রাপ্ত হইবে এরূপ বোধ হয় না। যে গুণে ইহা স্থায়ী হইয়া আছে, সকল তাহার উল্লেখ করিলে পাঠকগণের হৃদয়ে পরিতোষ জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প এই বিবেচনা করিয়া ইহার উপরে যে যে উপদ্রব হইয়া গিয়াছে আমরা অগ্রে পাঠকগণের হৃদয়ে তাহার কতক ভাব বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার উন্মূলন চেষ্টাকারিরা যে অনল্প প্রয়াস পাইয়াছেন, চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ দর্শনাদি দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।

মানুষ স্বভাবতঃ সুখসক্ত, দুঃখভোগে অনুরক্ত নয়, ইহা দেখিয়া চার্ব্বাকেরা লোকের মোহ জন্মাইয়া আর্য্যধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবার আশয়ে নিম্নলিখিত মত প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন, দেহই আত্মা অপর আত্মা নাই। ক্ষিতি জল অনল অনিল এই চারি ভূত হইতে দেহ হয়। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের যোগে মদ শক্তি উৎপন্ন হয়, এরূপ ঐ ঐ দ্রব্যের যোগে দেহে চৈতন্য জন্মে। অগ্নিতে উষ্ণতা, জলে শীততা ও বায়ুতে শীতল স্পর্শ কে করিয়া দেয় নাই, স্বভাবতই হইয়া থাকে। অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্য সুখই পুরুষার্থ। স্বর্গও নাই অপবর্গও নাই। বর্ণাশ্রমাদির ক্রিয়া ফলদায়িকা হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি ও পৌরুষ নাই, তাহাদিগের জীবিকার্থ ধূর্ত্তেরা অগ্নিহোত্র ত্রিবেদ ত্রিদণ্ড ভস্ম গুণ্ঠন প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যোতিষ্টোম যাগে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায়, যাগকারী নিজ পিতাকে যজ্ঞ স্থলে হত্যা করেন না কেন? তাহা হইলে ত তিনি স্বর্গগামী হইতে পারেন। শ্রাদ্ধ করিলে মৃত ব্যক্তির যদি তৃপ্তি হয়, দেশান্তর গমনোদ্যত ব্যক্তিদিগকে পাথেয় দেওয়া বিফল, ঘরে বসিয়া তাহাদিগের উদ্দেশে দান করিলে তাহাদিগের তৃপ্তি জন্মিতে পারে। যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, সুখে থাকিবে, ঋণ করিয়া ঘৃত ভক্ষণ করিবে দেহ ভস্ম হইয়া গেলে তাহার পুনরাগমন হয় না। জীবাত্মা দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া লোকান্তরে গমন করে, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে সেই জীবাত্মা বন্ধু স্নেহ প্রযুক্ত পুনরায় আগমন করে না কেন? ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের জীবনোপায় নিমিত্ত মৃতের প্রেত কার্য্য বিধান করিয়াছেন, ইত্যাদি (১)।

অনেক লঘুহৃদয় অল্পবুদ্ধি এই সুখকর উপদেশে প্রলোভিত হইয়া চিরাচরিত ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করে। তাহারা এই ভ্রান্ত পথগামী আর্য্য ধর্ম্মের বক্ষঃস্থলে নানা নিশিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু উহা কিরাতরূপী ভগবান্ ভূতনাথের হৃদয়ে কপিধ্বজক্ষিপ্ত শরাবলীর ন্যায়

(১) অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ। চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে। কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ। অহং স্থূলঃ কৃশোঽস্মীতি সামানাধিকরণ্যতঃ। অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং শীতস্পর্শস্তথানিলঃ। ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ। অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ। পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে। মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণং। গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনং। [illegible]

বিলীন হইয়া যায়। যে গুণে আর্য্যধর্ম্ম উহার সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন, এক্ষণে তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম, আর্য্যধর্ম্ম বেদমূলক। অধিকাংশ গ্রন্থকার বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋষিগণ

[মনুকে] সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন "আপনি কেবল এই স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দ্বারা—

অগ্নিহোত্রাদিবিধিদাতা অপৌ[রুষেয়] বহুশাখ অপ্রমেয় বেদের কার্য্য (অগ্নিহোত্রাদি) এবং তত্ত্ব (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদি বেদান্ত বেদ্য)

"(২) এই নিমিত্তই বেদ এদেশে [অপ্রতিহ]ত আধিপত্য লাভ করিয়াছে। ব্যাস প্রভৃতি মাননীয় মহর্ষিগণ অনুসরণ করিয়া ইহাকে বদ্ধমূল [ক]রিয়াছেন। কেহই প্রায় অর্থ[শাস্ত্রে]র যুক্তাযুক্ততা বিচারে সমর্থ [হন না]। যাহারা কদাচিৎ প্রতিকূল [প্রবৃ]ত্ত হইয়াছিল, তাহারা নিন্দিত ও দণ্ডিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে [আর্য্যজা]তীয় রাজারা রাজপদে ছিলেন, [বর্ণা]শ্রম ধর্ম্মের ব্যতিক্রম করিলে তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। এ [ধর্ম্মের] মূল যদি এরূপ না হইত, কোন [কালে] লয় প্রাপ্ত হইত। যে ধর্ম্মের মূল [দৃঢ়] না হয়, তাদৃশ দার্শনিক ধর্ম্ম অল্প [কালের ম]ধ্যে উৎসন্ন অথবা বিশৃঙ্খলাবদ্ধ [হইয়া] পড়ে। যে ধর্ম্মের মূল এইরূপ [দৃ]ঢ়, তাহা সহজে উন্মূলিত হইতে [পারে না]। সেই ধর্ম্মই মানুষের হৃদয়ে [আধি]পত্য অধিকার প্রাপ্ত এবং স্বাধিকার [রক্ষা করিতে] সমর্থ হয়। দৃঢ় ও মহত্তর ধর্ম্ম [ই তাহার] প্রমাণ।

দ্বিতীয়, বর্ণ ও কার্য্য বিভাগ। [যাঁহারা প]ক্ষপাতশূন্য হইয়া অনুধাবন না করেন, তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা অতিশয় ধূর্ত্ত ও স্বার্থপর ছিলেন। তাঁহারা বর্ণ ও জাতি বিভাগ করিয়া স্বার্থলাভের পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এটী ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থলাভের পথ নহে। এ পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্মরক্ষার একটী সদুপায় করা হইয়াছে। জাতি বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির উপরে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির ভার সমর্পিত হইল। ইহাতে এই উপায়ের ফললাভ হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া প্রাণপণে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পাছে তাঁহারা বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মের রক্ষাকার্য্যে উদাসীন হন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতিগ্রহরূপ জীবিকার একটী সুন্দর উপায়(৩) বিধান করা হইয়াছে। এই উপায়টী সাংসারিক ক্রিয়া কলাপের সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে। যিনি যে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড করুন, ব্রাহ্মণকে দান না করিলে ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। এরূপ উপায় কল্পনা প্রগাঢ় বুদ্ধিশালিতা বিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। এই উপায়টী কল্পিত হওয়াতেই ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্তমনে ধর্ম্মের রক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। এখন ব্রাহ্মণজাতির বৃত্তিগ্লানি হইয়াছে, ধর্ম্ম রক্ষা কার্য্যেও অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

তৃতীয়, বিরোধসমাধান। যে যে সময়ে প্রচলিত আর্য্যধর্ম্মের বিরোধী সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উহার উচ্ছেদ চেষ্টায় উদ্যত হইয়াছেন, তত্তৎকালে আর্য্য প্রধানেরা তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়া উভয়ের একতা সম্পাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন ইহার প্রমাণ। বৌদ্ধেরা যখন নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন, আর্য্য প্রধানেরা চেষ্টা পাইয়া দেখিলেন, কোনক্রমে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে পারিলেন না, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অন্যতর অবতার বলিয়া সমাধান করিয়া লইলেন।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, যাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি যুক্তিহীন

---

(২) ত্বমেকো হ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ। অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো।

(৩) সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ। মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ।

সেই মহাতেজা ব্রহ্মা এই সমস্ত সৃষ্টির রক্ষার্থ মুখ বাহু ঊরু ও পদ হইতে জাত ব্রাহ্মণাদির ক্রমে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিলেন।

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।

অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই ছয়টী কর্ম্মের বিধান করা হই[ল]।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।

প্রজার রক্ষা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন এবং সুরা স্ত্রী বণিতাদির উপভোগে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের এই কর্ম্মগুলির বিধান হইল।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ।

পশুরক্ষা দান যজ্ঞ অধ্যয়ন স্থল ও জল পথে বাণিজ্য কৃষিকার্য্য এবং কুসীদ (সুদ) গ্রহণ বৈশ্যের এই কর্ম্মগুলির বিধান করা হইল।

একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।

অসূয়া (হিংসা) না করিয়া এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে। ব্রহ্মা শূদ্রের এই একমাত্র কর্ম্মের প্রধানরূপে আদেশ করিয়াছেন।

উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জ্যৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ। সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অধ্যাপন ব্যাখ্যানাদি দ্বারা বেদ ধারণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, এই হেতু ব্রাহ্মণ এই সমস্ত জগতের প্রভু।

সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্। শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি।

জগতীতলে যে কিছু ধন আছে সমুদায়ই ব্রাহ্মণের। উৎপত্তিক্রমে শ্রেষ্ঠতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ এ সমুদায়ের গ্রহণ যোগ্য। মনু।

অনুষ্ঠান দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন, আর্য্য প্রকারিয়া অপদার্থ ও নির্ব্বোধ, যেমন উপস্থিত হইয়াছে, যেমনি বকিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দেখুন, আর্য্যপ্রধানেরা কেমন বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাঁহারা কেমন প্রগাঢ় চিন্তা করিয়া সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সেই ব্যবস্থাবলেই আজিও আর্য্যধর্ম্ম স্থির পদে দণ্ডায়মান হইয়া আছে।

আমরা আর্য্য ধর্ম্মের প্রশংসা করিলাম; কিন্তু পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, এটী অন্ধ প্রশংসা। আর্য্যধর্ম্ম সর্ব্বথা দোষসম্পর্কশূন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় একথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। ইহার বহুতর পরিবর্ত্ত হইয়াছে, উন্নতির নিমিত্ত ইহার বহুতর পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যকতা আছে। বারান্তরে এ সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা রহিল।

—:০:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। নববোধ ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি বাঙ্গলা ভাষার নূতন ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত কৌমুদী এবং সাহিত্যদর্পণ এবং বাবু শ্যামাচরণের কৃত বাঙ্গলা ব্যাকরণের বিশেষ সাহায্য লইয়া এখানি প্রণীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অন্যান্য ব্যাকরণ এবং ফর্ব্বসের কৃত উর্দ্দু ও হাইলির ইংরাজী ব্যাকরণ হইতেও কতক কতক সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কার প্রকরণও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখানি অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কয়েকটী দোষও দৃষ্ট হইল। অন্য ভাষাকেও বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া পরিগণিত করা হইয়াছে। যথা—বল্‌নেওয়ালা, খানেওয়ালা, ইত্যাদি। এগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা নহে।

২। বাগ্‌নাপাড়া বিদ্যোৎসাহিনী সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন। ১৭৮৮ শকাব্দের ৩ রা কার্ত্তিক এই সভা সংস্থাপিত হয়। এই পাঁচ বৎসর কাল ইহা নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিয়াছে। গ্রামের হিতসাধন, সভ্যগণকে হিতোপদেশ ও নীতিশিক্ষাদান এবং যাহাতে যুবকগণ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী হন তাহা করাই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কতক অংশে সভার এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। ইহাতে যে দুটী বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা মন্দ হয় নাই।

৩। বহুবিবাহবিচারসমালোচনা। প্রভুকল্প নন্দিনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমি ভট্টাচার্য্য এই সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার ও তাহার ক্রোড়পত্রে কয়েকটী আপত্তি উপস্থিত করিয়া তাহার সমাধান এবং স্মৃতিরত্ন বেদরত্ন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তিকৃত সিদ্ধান্তের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদ করিয়া বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বহুবিবাহ যে শাস্ত্র নিষিদ্ধ নয় তাহা প্রতিপন্ন করাই এতদ্গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪। আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহ, দ্বিতীয়ভাগ। ইহাতে জ্বরের চিকিৎসা, অবস্থা ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে।

৫। কবিতা পরিচয়। প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি পরিবর্দ্ধিত হইয়া তৃতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। ইহার কবিতাগুলি যেরূপ সরল ও সুন্দর হইয়াছে বিষয় গুলিও সেইরূপ সুকুমারমতি বালকগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে। ইহাতে ক্ষেত্রনাথ বাবুর কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে।

৬। কবিবর ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্গ্রন্থ সমালোচনা। গ্রন্থকর্ত্তার নাম দেওয়া হয় নাই। লেখা অতি সুমিষ্ট হইয়াছে। তর্কালঙ্কার কৃত গ্রন্থগুলির যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে।

৭। শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন বেদান্ত প্রণয়ন করিতেছেন, এখানি তাহার চতুর্থ খণ্ড। এখানিতেও শব্দ সঙ্কলন বিষয়ে অভিধানকর্ত্তার বিশেষ পরিশ্রম দৃষ্ট হইল।

৮। সাক্ষাৎদর্পণ নাটক। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহার প্রশংসা বিষয়ে আমাদিগের অল্প বক্তব্য আছে। ইহার গল্প অতি সামান্য। আজি কালি সচরাচর যেরূপ নাটক দেখিতে পাওয়া যায়, এখানি তাহা অন্যতর। তবে দুই একটী স্বভাব বর্ণনা মন্দ হয় নাই।

৯। এতদ্দেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার ফল। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এখানি লিখিয়াছেন। ইহাতে প্রথমে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। পরে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা এদেশীয়দিগের পূর্ব্বতন রীতিনীতির যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইয়াছে। সুরাপান, ইউরোপীয় আহার, ইউরোপীয় পরিধান, হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম বোধে তৎপ্রতি অনাস্থা, গুরুজনকে অভিবাদন না করা, চৈতন্য, মাতা পিতা ভগিনী প্রভৃতির প্রতি ভক্তির অভাব, পিতাকে নির্ব্বোধ বিবেচনা করিয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণে অনিচ্ছা, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ ও বিজাতীয়ের সহিত বিবাহ পক্ষপাতিতা প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্ট ফল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এদেশীয়েরা ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা যে সকল উৎকৃষ্টতর ফললাভ করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহার একটীরও উল্লেখ করেন নাই। তিনি যেগুলিকে দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা উহার সকলগুলিকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহি। মহেন্দ্র বাবু এক বিষয়ে অন্ধ অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া যদি বিনা পক্ষপাতে দোষগুলির উল্লেখ করিতেন, তাঁহার গ্রন্থখানি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত।

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ কার্ত্তিক সোমবার।

শুনা যাইতেছে, পার্লিয়ামেণ্টের

[আ]গামী অধিবেশনে অকর্ম্ম কমীর আইনের [স]ংশোধন করা হইবে। ঋণের নিমিত্ত কারা বিধান না হয়, ইহাই গবর্ণমেণ্টের অভি[প্রা]য়। তবে ঋণীর যে কিছু বিষয়াদি [থা]কে তাহা বিক্রয় করিয়া মহাজনের পরিশোধ করা হইবে। কেহ প্রতারণা [করি]লে তাহাকে বিশেষরূপে দণ্ডনীয় [হই]তে হইবে। আমাদিগের বিবেচনায় অকর্ম্ম[ণ্যে]র কারাদণ্ড বিধান উঠিয়া গেলে প্রতারণা বৃদ্ধি হইবে।

[ব্রে]সর সাহেবের গণনানুসারে এক্ষণে ইংলণ্ডে [৮]৪৪০০০ শ্রমজীবী লোক আছে। তিনি [ই]হাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া [দি]য়াছেন, ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রথম [শ্রে]ণীর ১১৭৮০০০ শ্রমজীবীর মধ্যে প্রত্যেকে [বা]র্ষিক ৬০০ হইতে ৭৩০ টাকা উপার্জ্জন [ক]রিয়া থাকে।

আগামী ২৬ এ নবেম্বর বুধবার কলিকাতা[য়] গবর্ণর জেনরলের ব্যবস্থাপক সভার [অ]ধিবেশন হইবে।

চাপম্যান ও ইংলিস সাহেব পুনর্ব্বার [ভার]তবর্ষীয় সভার সভ্য হইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, [না]গপুরের জজ জামলি সাহেব ৫০০০ টাকায় একটী বাটী ক্রয় করিয়া সাধারণের উপকারার্থ তথায় চিকিৎসালয় করিতে দিয়াছেন।

[ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত] একটী রেলওয়ে করিবার যে প্রস্তাব হয়, উহা করিতে ৪০০০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে। এ রেলওয়ে হইলে ভারত[ব]র্ষ হইতে ৫ দিনে ইংলণ্ডে যাওয়া যাইবে। গ্লাডষ্টোন সাহেব এ প্রস্তাবের অনুমোদন [করে]ন।

আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বর্দ্ধমানের মহারাজ উত্তরপ্রদেশস্থ [দুর্ভিক্ষপ]ীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ২৫ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। দুই বৎসর [অতীত হইল] এই নিমিত্ত ৫০ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার এরূপ [দা]নের বিষয় আমাদিগের শ্রবণগোচর হয় একান্ত প্রার্থনীয়।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ক্রমে [ফ]রিদকোটের রাজা জেবিদ সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ইংলণ্ডের পোষ্টমাষ্টার জেনরল লিখিয়াছেন, ১৮৭০ অব্দে এক লণ্ডন নগরে চিঠি বাঁটিবার জন্য ১ কোটি খণ্ডের অধিক চিঠি লাগিয়াছে, খলিয়ার মুখ বদ্ধ করিতে ২১০ মণেরও অধিক লাক্ষা ব্যয় হয় এবং চিঠিতে মোহর করিবার জন্য প্রায় ৩০ মণ কালী লাগিয়াছে।

আগামী ২৫ এ নবেম্বর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির স্থানে স্থানে অন্য বিধ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হইতেছে। পূর্ব্ব হইতেই তন্নিবারণের উপায় করা কর্ত্তব্য।

আগামী বৎসরে ৯ জন ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইবেন। ইহার মধ্যে ৩ জন ব্রাহ্ম ১ জন হিন্দু ৩ জন খৃষ্টীয়ান ও একজন মুসলমান।

২৯ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

বিখ্যাত আগা খাঁ বম্বায় আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ তত্রত্য একজন বণিকের নিকট ২০ সহস্র টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এ নিমিত্ত আর ১০ সহস্র টাকা কারবেলায় পাঠাইয়াছেন। তদ্ভিন্ন বোম্বাইয়ে দুই শতেরও অধিক দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক আগমন করিয়াছে, তাহাদিগকে গত চারিমাস পর্য্যন্ত খাদ্য ও আশ্রয় দান করিতেছেন। আগা খাঁর ন্যায় কোন ব্যক্তি দাতৃত্ব রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার মধ্যে লুসাই যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা রূপ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। বলপূর্ব্বক লোকের নৌকা প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। অনেকে পুলিসের ভয়ে নৌকা ডুবাইয়া রাখিতেছে। এ নিমিত্ত বাণিজ্যের অসুবিধা হওয়াতে ঢাকায় চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ঢাকা এবং ময়মনসিংহ ও টিপারার স্থানে স্থানে বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে।

লোকদিগকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখন বাহাদি কাটিবার ও অগ্রহায়ণ শস্যাদি রোপণ করিবার সময়। সকলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত হইলে এই সকল শস্য নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে যে বেতন দিবেন, তদ্দ্বারা উহাদের ক্ষতিপূরণ হইবে না। কাছাড়ের লোকদিগকে লুসাইদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসীদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার কোন মতেই বিধেয় নহে। গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে এই সকল অনিষ্টের নিবারণার্থ উপায় অবলম্বন কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ক্যানিঙ্গ সহর উঠাইয়া দিবার জন্য এক বিজ্ঞাপন দেন, ১৫ দিন কাল মাত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব প্রদত্ত আজ্ঞানুসারে তাঁহার ৬ মাসের বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল। পোর্ট ক্যানিঙ্গ কোম্পানি এই ভ্রম প্রদর্শন করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের চৈতন্য হইয়াছে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যেরূপ ব্যস্ত, তাঁহার বিবেচনা করিবার সময় কৈ?

পিয়নিয়রের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, গাজীপুরের একজন দারোগা গবর্ণমেণ্টের ২৬০০ টাকা প্রতারণা করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া সেসিয়ন জজ কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার ৭ বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। এখন কাল বড় কঠিন হইয়াছে, এখন দারোগাগিরি করা ভার হইয়া উঠিল।

লার্ড মেয় লাহোরে উপনীত হইলে লাহোর বাজার আলোকময় করা হইবে। এনিমিত্ত কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকলেই চতুর্দ্দিক হইতে চাঁদা দিতেছেন। পারস্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা দানে লোকে এত ব্যস্ত হন নাই।

৩০ এ কার্ত্তিক বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সে দিন ট্রিমলগেরির বাটিতে কতগুলি টৈলঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়ে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ন্যায় শব্দ হওয়াতে উহারা দ্রুতবেগে বহির্গত হইল। পরক্ষণেই ছাদ

জাগিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকালে জাগিয়া পড়িলে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত। এমন দিন নাই যে, আমরা কোন না কোন স্থানের মারিক সম্বন্ধে অশুভ সংবাদ না পাই।

৪ ঠা নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয় সেই সপ্তাহে কলিকাতায় ২৮৩ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ২৬ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত শনিবার বালীর ষ্টেসন মাষ্টার এক খানি গাড়ির নিম্নভাগ দিয়া লাইনের অপর পার্শ্বে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে শকটচালক অকস্মাৎ গাড়ি চালাইয়া দেওয়াতে তাঁহার বামপদ চক্রে পতিত হইয়া ছিন্ন হইয়া যায়। হাবড়ায় তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, পায়ের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া গেলে পর তাঁহার কোন কষ্ট বোধ হয় নাই, এবং তৎকালে বা তাহার পর তিনি চৈতন্যশূন্য হন নাই।

ডেলি একজামিনর অবগত হইয়াছেন, গত রবিবার ডাক্তর লিও আলীপুরের জেলের যাবতীয় কয়েদিকে গণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েদিরা জেল ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু ডেপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডবসন সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে ইহার নিবারণ হয়। আলীপুরের জেলের কয়েদিরা এপর্য্যন্ত আদর্শ স্বরূপ ছিল। বোধ হয় ডাক্তর লিও প্রেসিডেন্সি জেলের যম যন্ত্রণা আলীপুরের জেলে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাওয়াতে কয়েদিগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

গত ভারতবর্ষীয় গেজেটে কৃষি সেক্রেটারি এ, ও, হিউম সাহেব আদর্শ ক্ষেত্র সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলায় এক এক আদর্শ ক্ষেত্র স্থাপন করা তাঁহার অভিপ্রেত। ইহার ব্যয় আপাততঃ প্রধানতম ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন, পরে শস্য বিক্রয় দ্বারা ব্যয় আদায় হইবে। বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারিলে ইহাতে ব্যয় পোষাইয়া লাভ হইতে পারে।

বেহারের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যালয় স্থাপনকালে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, কেবল দেশীয় ভাষায় শিক্ষা হইলে যথার্থ বিদ্যা হইবে না, ইংরাজী শিক্ষা করা অতিশয় আবশ্যক। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের এই সুমতি অব্যাহত থাকে ইহাই প্রার্থনীয়।

আবদুল্লা'র মৃতদেহ দগ্ধ করাতে মুসলমান সমাজ দুঃখিত হইয়াছেন। উর্দ্দু গাইড বলেন, এটী অতিশয় অন্যায় হইয়াছে।

মার্শম্যান সাহেব ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন, সুয়েজের খাল হওয়াতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের আয় কম হইয়াছে। বিস্তর জাহাজ বালাষ্ট স্বরূপ কয়লা লইয়া ভারতবর্ষে আইসে, ইহাতে বিলাতী কয়লা সস্তা হইয়াছে, দেশীয় কয়লার বাণিজ্য কমিতেছে। কিন্তু কয়লা কখনই ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল না। আয় কমিবার মূল কারণ কোম্পানির দুর্বুদ্ধি ও কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার।

জে, পিট, কেনিডি সাহেব মৃত নর্ম্মান সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাল সাহেব পুনর্ব্বার ওকালতী করিবেন। পাল সাহেব বিচারপতি হইয়া বড় সুখ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই।

১ লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার

ইংলিসম্যান বলেন, লাহোরের দেওয়ান রামনাথ চাঁদ নামক এক ব্যক্তি গবর্ণর জেনরেলের তথায় গমন উপলক্ষে সমুদায় নগর আলোকময় করিতে যে ব্যয় লাগিবে সে সমুদায় দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদিগের দুর্ভাগ্য যে এ পর্য্যন্ত এই দেশহিতৈষী বদান্য ব্যক্তির নাম আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই !!

এবার অন্যান্য স্থানের ন্যায় পঞ্জাবে মকদ্দমার সংখ্যা না কমিয়া বৃদ্ধিই হইয়াছে। গত বৎসর তথায় ১৯৪৪২৯ দেওয়ানী মকদ্দমা হইয়াছিল, এবৎসর ২০৫১০৪ মকদ্দমা হইয়াছে।

ঢাকা জেলের কয়েদিরা ষড়যন্ত্র করিয়া এক ভয়ানক কাণ্ড করিবার চেষ্টা পায়। সময়ে উহা জানিতে পারিয়া দুই শত কয়েদিকে আলিপুরের জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

ওয়েষ্টার্ন ষ্টার বলেন, কালিকটের দেওয়ানী আদালতে একজনের এক মকদ্দমা ছিল। মকদ্দমায় পরাজয় হওয়াতে সে মান্দ্রাজের হাইকোর্টে আপীল করে। কতকগুলি জুয়াচোর তাহাকে বলিল, "প্রধান বিচারপতির স্ত্রী অত্যন্ত উৎকোচ প্রিয়, তাঁহাকে উৎকোচ দিলে তুমি এ মকদ্দমায় জয় লাভ করিতে পার"। এই বলিয়া তাহাকে একজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির স্ত্রী বলিয়া তাহার নিকট হইতে ৫০০ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে। এটী নূতনবিধ জুয়াচুরি বটে।

১২ জন প্রেমারা খেলিয়াছিল বলিয়া উহাদের প্রত্যেকের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

সরকার গুণ্টুমার হইতে নিজ ব্যয়ে একটী রেলওয়ে প্রস্তুত করিতেছেন।

সে দিন আসানসোল ও রূপনারায়ণপুর ষ্টেশনের মধ্যে একজন শকটচালক একখানি গমনশীল ট্রেণের কলের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন এমন সময়ে হঠাৎ কক্ষচ্যুত হওয়াতে পতিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

২ রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, সার সালার জঙ্গ ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন।

১১ ই নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহের রিপোর্টে জানা যায়, অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অনেক স্থানের শস্যহানি হইয়াছে। কিন্তু সাধারণো শস্যাদির অবস্থা প্রীতিকর। পুর্ণিয়া, রাজমহল, গোড্ডা এবং নদীয়াতে অত্যন্ত জ্বর হইতেছে। পুরীতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

গত ৬ ই নবেম্বর কালিকটে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহা দুই ঘণ্টা কাল ছিল, তৎপরে ভয়ানক বারিবর্ষণ হয়। অসংখ্য বাটী ও বৃক্ষাদি পতিত হইয়াছে।

৪ ঠা নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, সেই সপ্তাহে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ৮৪৫১২০ টাকা আয় হইয়াছে ; গত ১৮৭০

এ সময়ে ৪৮৭৩১০ টাকা হইয়াছিল। এবং সর ৪২১৯০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

আমরা গত বারে কোবালিয়ার শকের বাজারের যে চোরের বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাহার ১৫ বেত হইয়াছে। যে ব্যক্তির দোকানে চোর প্রবেশ করে, চোরে তাহার কিছু লইতে পারে নাই বটে, কিন্তু আদালতে তাহার কিছু গিয়াছে। তাহাকে খোজার দাম ১ একটী টাকা দিতে হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, মহারাজ গুরুকুমার সোমনাথের মন্দির সংস্কারের জন্য ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। লার্ড এলেন বরা সোমনাথের উপরে অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন।

১৪ ই নবেম্বর লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ত্রিহুত হইতে বাঁকীপুরে আসিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, এবৎসর আমেরিকায় ৩০ লক্ষ গাইট তুলা জন্মিবে অনুমান করা যাইতেছে।

যোধপুরের বিদ্যালয়সমূহে [illegible]এ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। তথায় একটী কালেজও স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত কালেজে ইংরাজী, সংস্কৃত, পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। কাশ্মীরের রাজার সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে। কাশ্মীর নগরে এক্ষণে প্রায় ৬০০ ব্যক্তি সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন।

মান্দ্রাজে প্রাতঃকালে যে একটী তোপধ্বনি হইত গবর্ণমেন্ট সেটী বন্ধ করিয়াছেন। ইহাতে সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। যখন একটী কামানের বারুদ বাঁচাইবার জন্য এরূপ করা হইল, তখন গবর্ণর জেনরল প্রভৃতির সম্মানার্থ যে তোপধ্বনি করা হয়, তাহাতে বিস্তর বারুদ নষ্ট হয়, সেগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয় কেন? কর্ত্তব্য। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট এত মিতব্যয়ী, তথাপি ইহাদের অকুলান ঘুচে না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

সিবিল গেজেটের কান্দাহারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লাসজিরম, গরিসুক এবং [illegible] অধিবাসীরা কান্দাহারের গবর্ণর মীর আফজুল খাঁর নিকটে এই বলিয়া নালীশ করে যে, বেলুচি ও আফগানেরা তাহাদিগের দেশ আক্রমণ করিয়া গো মেষাদি লুঠন করিয়া লইয়া যায়। তাহারা ৭০ সহস্র মেষ লইয়া গিয়াছে এবং অনেক লোক হত্যা করিয়া গিয়াছে। আমীর নিয়ামলাকী এবিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন না বলিয়া আফজুল খাঁ এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন বলিয়াছেন।

৩ রা অগ্রহায়ণ শনিবার।

সিবিলগেজেট বলেন। সর্দার আবদুল রহমন খাঁ বৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত কশীয় সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কোন ত্রুটী হইবে না।

প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড কাউচ খাঁর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অনরেবল জে, সি, ফিয়ার দারজিলিঙ্গ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

জোয়ানপুরের অধিবাসীগণ বন্যা নিবন্ধন দারুণ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। এপর্য্যন্ত তাহাদিগের কষ্ট নিবারণার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য সংগৃহীত হইল না। সেদিন আমেরিকার চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ এক লণ্ডন নগরে এক স্থানে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইল। ইহা দ্বারাই ভারতবাসীদিগের প্রতি ইংরাজদিগের সহানুভূতির [illegible] পরিচয় হইতেছে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, কাঠিওয়ারের প্রধান প্রধান স্থানের লোকেরা পূর্ব্বভারতবর্ষীয় সভার উন্নতি বিধানার্থ দাদাভাই নাওরোজিকে এক লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কাঠিওয়ারের আরও অন্যান্য স্থান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হইবে এ সম্ভাবনাও হইয়াছে। দাদাভাই নাওরোজি অনেক কাজ করিতেছেন।

পুনার নিকটে দুইজন সৈনিক শীকার করিতে গিয়া দৈবক্রমে ৩ জন কৃষককে গুলি করে। তাহা দ্বারা উহাদের কাহারও মৃত্যু হয় নাই। অত এব এরূপ ঘটনাতে দোষ হইতে পারে না।

লিভারপুল বলেন, গত মাসে সিন্ধু হইতে ৩২২৪৪০ টাকা মূল্যের ৪০৪৭ গাঁইট তুলা লণ্ডনে রপ্তানী হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	৯৮৸০—৯৯
৪ „	কোং	৯৯৶—৯৯।০
৪ ॥ „	„	১০৮৶—১০৪৷০
৪ ॥ „	„	১০৪৶—১০৪।০
৪ ॥ „	„	১০২৶—১০২।
৫ „	„	১০২
৫ ॥ „	„	১১০।০—১১০৸০

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই নবেম্বর। কাউন্ট বোষ্ট ইংলণ্ডের মিসিরস্থ ফরাসির যুদ্ধের পরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

জনরেবল টাং লাইকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া বেলিস নামে যে ব্যক্তি ধৃত হয়, তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই নবেম্বর বৈকাল। যে সকল মেইল ১৮ ই অক্টোবর কলিকাতা হইতে এবং ২১ এ অক্টোবর বোম্বাই হইতে গিয়াছিল, শনিবার সে সমুদায় লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। সার রবার্ট কলিয়ারের প্রিবি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটিতে নিয়োগের পর তাঁহাকে এক জজের পদে নিযুক্ত করাতে উহা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রধান বিচারপতি সার এ, কক্‌বরন্‌ উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

রাজ্ঞী বিক্‌টোরিয়া ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন

লণ্ডন ১৪ ই নবেম্বর। লিসবন হইতে গোয়াতে একজন নূতন গবর্ণর ও কমাণ্ডার ইনচিফ আসিতেছে।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় পুনর্ব্বার ওলাউঠার আবির্ভাব হইয়াছে।

পারিস ১৪ ই নবেম্বর। গবর্ণমেন্ট ফ্রান্সের ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি এবং এক্ষণে যত নোট আছে, তাহার আর ৩০ লক্ষের নোট প্রচলিত করিবার জন্য জাতীয় সভায় আবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন।

এবং খোজায় মটাভিক্ত ফরাসী [illegible] এবং ক্রমে বিকাড় বেলজিয়ামে যুদ্ধ পরে নিযুক্ত হই য়াছেন।

জিজিয়াতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৮ ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হুগলির সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ বেনীমাধব বসু।

৯ ই নবেম্বর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে ক্টর এচ, জি সার্প বি, এ রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

মৌলবী সাহুন আবদর বক্স মজুমদার সিলেট বিভাগের ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডি নেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

টমাস মহেন্দ্রলাল বসু পাটনার বিশেষ সব রেজিষ্টার অব আস্সুরান্স হইবেন।

বাবু উমাচরণ বসু বর্দ্ধমানের বিশেষ সব রেজিষ্টার অব আস্সুরান্স হইবেন।

বর্দ্ধমানের বিশেষ সব রেজিষ্টার বাবু উমা চরণ বসু ত্রিহুত বিভাগে ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটি কালে ক্টরের প্রতিনিধি হইবেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ ই নবেম্বর। এচ, এল, মাখিউস ঢাকার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের একজন সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজি ষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত ডেপুটি কালেক্টরেরা প্রদেশীয় রথ্যা করের নিমিত্ত তাহাদের নামের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু বরদাকান্ত মজুমদার—কটক।

মৌলবী ইকরাম রসুল—পুরী।

বাবু তারকানাথ সেন—বালেশ্বর।

১১ ই নবেম্বর। টি, ডিকবান গোয়ালন্দের টিমারসমূহের পরিদর্শনার্থ সুপারভাইজার হইবেন।

১৪ ই নবেম্বর। বাবু অমরনাথ চক্রবর্ত্তী কিছু দিনের জন্য হুগলী কালেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধি হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর, টি সিবিল্টার ঝুঝুয়া (সাহাবাদ) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

২৪ পরগনার প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু শ্রীনাথ বসু পূর্ণিয়াতে বদলী হইলেন।

ফরিদপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ভুবনমোহন রায় উক্ত প্রদেশের রথ্যাকরের নিমিত্ত কালেক্টরের ক্ষমতা পাই লেন।

ডবলিউ এচ. বার্ণারের কিছু দিনের জন্য ২৪ পরগনার প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধিত্বে নিয়োগ ৩১ এ নবেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে।

বার্ণার সাহেব ১৯ এ হইতে ৩১ এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি ছিলেন।

আর, এচ, উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি আণ্ডর সেক্রেটারি।

-:০:-

আমাদিগের বাঁকীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। গত ৩ রা নবেম্বর আমাদের ছোট লাট সাহেব আপন দল বল লইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এখানকার প্রধান প্রধান সাহেব ও দেশীয় মুসলমান ও হিন্দু ও বাঙ্গালীরা অনেকেই বাঁকীপুর ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। তিনি বেলা ১২ টা ৩১ মিনিটের সময় এখানে আসিয়া পৌঁছেন। এখানে যে কয়েক দিন ছিলেন, অত্রস্থ কমিসনর সাহেবের বাঙ্গালাতে ছিলেন।

তিনি এ অঞ্চলে আসিয়া কি কি কার্য্য করিলেন তাহাও জানিবার জন্য আপনকার পাঠকবর্গের ঔৎসুক্য হইতে পারে। ৩ রা তারিখে তিনি বিশেষ কার্য্য কিছুই করেন নাই, তবে বৈকালে ফিটিনে চড়ে তাঁহার দল বল লইয়া মাঠে হাওয়া খাইয়াছেন। পর দিন ৪ ঠা তারিখে প্রাতেই জেল খানা, পাগলখানা ও অভিমগুদাম দেখেন। পরে আহারান্তে বেলা ১২ টার সময় তিনি তাঁহার সেক্রেটরী বীডন সাহেব, এখানকার কমিসনর সাহেব জন মিলিস ও এখানকার জজ সাহেব প্রিমসেপ্, সমভিব্যাহারে একত্র কালেজ দর্শন করিতে যান। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা কাল কালেজে থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ছাত্রদিগের ইতিহাসের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ও কালেজের ম্যানেজমেণ্টের বিষয় দেখেন। কালেজ ক্লাশে বাঙ্গালী ছাত্র সংখ্যা অধিক দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন এবং ঐ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাও করিলেন। পরে বেলা ১ টার সময় এখানকার নর্মাল স্কুল দেখিতে যান। তথাকার প্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এখানকার বালিকা বিদ্যালয়টী দর্শন করিলেন না। তাঁহাকে এ বিষয় জানানও হইয়াছিল, তবে যে তিনি কেন দেখিলেন না, ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। অনুমান করা গেল এটী শুদ্ধ বাঙ্গালীদের বলিয়া বড় স্ব দেখিলেন না। পরে তিনি সমস্ত কাছারী ও আদালত দেখিয়া পুনরায় কমিসনর সাহেবের বাঙ্গালা[illegible]গেলেন। বেলা ৩ টার পর ঐ বাঙ্গালাতে একটী ছোট খাট রকম দরবার হইয়াছিল। ঐ দরবারে দেশীয় রাজা নবাব ও প্রধান প্রধান বাঙ্গালীসকলেই উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাজা সিতাব রায়ের বংশ, মহারাজা ভুপসিংহ রায় রাজা রামনারায়ণের বংশ দুর্গাপ্রসাদ, লুতফালী খাঁ, মহম্মদ নবাব প্রভৃতি বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানকার কালেজের একটী পণ্ডিত (হিন্দুস্থানী) একটী নারিকেল লইয়া দরবারে উপস্থিত হন। তিনি ক্যাম্বেল সাহেবকে এই সকল কথা বলিয়া নারিকেলটী দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। "আপ কা নাম কম্বল হয়" অর্থাৎ আপনি সকলের "বল" স্বরূপ হইয়া আসিয়াছেন এবং "আপ কম্বল হয়" অর্থাৎ যেমন গরিবদিগের শীত কম্বলে নিবারিত হয় আপনি সেইরূপ কম্বলরূপ ধারণ করিয়া এখানে গরিবদিগের দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছেন. পরে এই মর্ম্মে একটী সংস্কৃত [illegible] লেন।

পরে পাত্র ৫ ই ডোজ—তিনি যোজাকার পুত্র, ধর্মাত্মা, সুশীল, দর্শন করিতে গমন করেন। সে বিষয় পরে বলিতেছি।

২। এখানকার "হরিহর ছত্র" উপলক্ষে মহা ধুম ধাম আরম্ভ হইয়াছে। এবার আমাদের বড় লাট সাহেব ও ছোট লাট সাহেব উভয়ই মেলায় উপস্থিত থাকিবেন। নেপালের রাজা জং বাহাদুর মহা ধুম ধামের সহিত মেলায় আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত এক সহস্র পদাতিক এক শত সৈনিক ও ত্রিশ টী হাতী এবং তিন শত ভদ্র বংশজ, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র সহিত মেলা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এবার বিশেষ একটী সমারোহ হইবে।

৩। এখানকার পুলিষ অতি সুচতুর। তাহাদের পটুতা চাতুর্য্য ও কার্য্য দক্ষতা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে এখানকার কমিসনর সাহেবের ২ টী বন্দুক যাহার মূল্য ১৫০০ টাকা চুরি হইয়াছে।

৪। এখানকার জজ সাহেবের একটী বন্দুক চুরি গিয়াছে এবং এখানকার [illegible] ডেপুটী পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের একটী সোনার ঘড়ি ও সোনার চেন চুরি হইয়াছে। পাঠকগণ এখন দেখুন আমরা কোথায় আছি!!! আজ ৬। ৭ দিন হইল বাঁকীপুরে গোয়ালিদের ঘরে এক জন বাবু কাশী যাইবেন বলিয়া বাসা লইয়াছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার ২৫০ টাকা নগদ, এ ছাড়া ঘটী বাটী কাপড় ইত্যাদিতে প্রায় ৫০০ শত টাকার দ্রব্য চুরি হইয়াছে। এই রাত্রেই পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু পুলিস কিছুই করিতে পারিলেন না। এখানকার পুলিস কনষ্টেবল এমনি দুর্দান্ত যে এক দিন পুলিস ইনস্পেক্টর পাড়ায় একজনকে [illegible] কে জিজ্ঞাসা করেন যে এ পাড়ার মধ্যে কোন লোক বদমাইস আছে, সে উত্তর দিল, আমি জানি না। ইনস্পেক্টর বাবু [illegible] করিলেন, তুই কত দিন [illegible] দিতেছিস যে উত্তর করিল [illegible] দিতেছি। যে লোক এক পাড়াতে ৮ আট বৎসর চৌকী দিতেছে সে লোক জানেনা যে, সে পাড়াতে কোন লোক ভাল ও কোন লোক মন্দ। এই তো পুলিসের দশা!!

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

লাহোরস্থ সৎসভা নামক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে পত্র খানি আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপি পাঠাই একটি, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

২৫ এ কার্ত্তিক ১৭৯৩ শক } শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়! সম্প্রতি কেশব বাবু এখানকার ব্রাহ্মসমাজের নবীন চন্দ্র রায়কে এক পত্র লেখেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ বিল বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা যে যত্ন পাইতেছেন, তাঁহার আবেদন লিপি পাঠান যাইতেছে, তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ফিরিয়া পাঠান হয়। নবীন বাবুর এবিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতাপ বাবুর অনুরোধে এবং কেশব বাবুর পত্রের খাতিরে উক্ত পত্রে স্বাক্ষর লইবার জন্য একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। বিজ্ঞাপনে ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুমোদনকারী ব্যক্তি মাত্রকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ৩৬ জন ব্রাহ্মের মধ্যে ৮ জন এবং ৪৮ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুমোদনকারির মধ্যে ৭ জন সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জনের মধ্যে ১২ জন মাত্র উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ৮ জন ব্রাহ্মের মধ্যে ৬ জন এবং ৭ জন অনুমোদনকারির মধ্যে ৫ জন সর্ব্বসমেত ১১ জন ব্যক্তি উক্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, (উহার মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তিকে লোক দ্বারা ডাকাইয়া আনা হয়) কিন্তু অনুমোদনকারী ৫ জনের মধ্যে ১ জনও উহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন বিশ্বাস করা যায় না। কারণ জাতি বিচার স্বীকার না করা তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত অন্যায় এবং অপকারক বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। এমন অবস্থায় ২৬ এ সেপ্টেম্বর তারিখের মিররে "আর" স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরক যে প্রকার করিয়া বলিয়াছেন যে, লাহোরের সমাজের মতে সর্ব্বসম্মতি আবেদন করা হইয়াছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নবীন চন্দ্র রায়ের অনভিমত সত্ত্বে এক সম্প্রদায়ের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া স্বাক্ষর করিবার এবং অন্যান্য ব্রাহ্ম রামচন্দ্র সিংহ স্বাক্ষর করায় ষ্টিফেন সাহেবই যদি সেই আবেদন পত্রখানি পঞ্জাবের বলিয়া ধার্য্য করিয়া লন, আমরাই যে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইব এমত নহে, তাহা হইলে সত্যের অবমাননা হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত এবং যারপর নাই দুঃখিত হইব। এখন পাঠক বর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদল কেমন যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ষ্টিফেনের চক্ষে গবর্ণমেন্টকে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রতাপ বাবুর বিশেষ চেষ্টা না থাকিলে লাহোর হইতে যে কোন মেমোরিয়াল যাইত তাহাই অসম্ভব।

লাহোর সৎসভা. } শ্রীসারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
১৮ ই অক্টোবর
১৮৭১ } সম্পাদক

যদিও আমাদের উকসদ বিত্তদিগের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করা ও পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের চক্রান্ত উদ্ভেদ করা অত্যন্ত বিরক্তিকর, তথাপি সাধারণের মনে বিপরীত সংস্কার উৎপন্ন না হয়, এই জন্য আর একবার সত্য কথা সকলকে জানাইতেছি।

প্রথম চক্রান্ত উদ্ভেদ। কাশীর হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীর ১১ আশ্বিন দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি ভরদ্বাজ রাজারাম শাস্ত্রীর বাটীতে ছিলাম এবং সে তাঁহারই সহিত একত্রে ঐ সভায় উপস্থিত হই, আমার সহিত নিরঞ্জন বাবুর বাটীর একটী ব্রাহ্মণ ও তাঁহারই বাটীর পূজারি একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বালক মাত্র ছিল, কোন বাঙ্গালি পণ্ডিত আমার সহিত যান নাই। উক্ত রাজারাম শাস্ত্রীই তাহার প্রমাণ।

দ্বিতীয় চক্রান্ত উদ্ভেদ।—ঐ সভায় যে ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হয়, তাহাতে

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ২ সংখ্যা।

"প্রথমর্ত্তাং প্রকৃতিমিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ১২ ই অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭১। ২৭ এ নবেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। পোষ্ট মণিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা পুনর্ব্বার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
১২৭৮ কার্য্য সম্পাদক

মর্টগেজির আজ্ঞানুসারে এবং মর্টগেজর যিনি দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহার বিষয়ের আসাইনি স্বরূপ আফিসিয়াল আসাইনির সম্মতি ক্রমে আগামী ১৪ ই ডিসেম্বর (১৮৭১) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় এবং চেম্বর মুক্তে মাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি নিম্নলিখিত সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কলিকাতা শর্ষতলা মণ্ডলষ্ট্রীট ১৮ নং উপরিতল বাসগৃহ এবং তদন্তর্গত অনুমান ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ভূমি এবং উক্ত ষ্ট্রিটে পূর্ব্বাতন নং ১৩ যথায় এক্ষণে বা ইতিপূর্ব্বে সেইয়দ আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন।

ওল্ড পোষ্টআফিস ষ্ট্রীটে আফিসিয়াল আসাইনির নিকট অথবা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে কোলিস কোম্পানির নিকটে তত্ত্ব করিলে অন্যান্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

সম্পূর্ণ ব্যবস্থা জ্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১।০ মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিনি কোম্পানির বাটীতে ও শ্রীরামপুর মদনগোপাল চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

সর্ব্বসাধারণজনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলিকাতা বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সঙ্গীত শাস্ত্রের সার মর্ম্ম শিক্ষোপযোগী কতকগুলি সরল নিয়ম, সেই সঙ্গে সেতার যন্ত্রের প্রয়োজনীয় প্রথম সাধন প্রণালী ও কতকগুলি প্রাচীন এবং নূতন আবিষ্কৃত স্বরলিপি একত্রে যথা নিয়ম ও সিদ্ধান্তানুসারে প্রণীত হইয়া যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামে সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম উপক্রমণিকা গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় আমার দ্বারা ফরমায় ফরমায় ক্রমশ প্রকাশ হইতেছে। গ্রাহকেরা ক মহাশয়েরা উক্ত বিদ্যালয়ে আমার নিকট তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। প্রতি ফরমার মূল্য ৴০ এক আনা মাত্র। আর এই গ্রন্থের কোন অংশ কোন রীতি বা স্বরলিপি আমাদিগের বিনা অভিপ্রায়ে অন্য কেহ মুদ্রাঙ্কন বা গ্রন্থান্তরে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন না। যদি কেহ করেন তিনি রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন।

কলিকাতা নর্ম্মালবিদ্যালয় ২৫ এ কার্ত্তিক ১২৭৮ সাল।

বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সেতার শিক্ষক শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সচিত্র কলিকাতার নগর।

ফাঁড় সম্বলিত।

হাস্যরসের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইহাতে কলিকাতা নগরের নয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম কাগজের মূল্য ৸০ মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।

অষ্টবিংশতি তত্ত্বান্তর্গত তিথিতত্ত্ব মূল টীকা ও অনুবাদের সহিত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রকাশ কর্ত্তা ও গ্রাহকগণ উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা স্থির হইয়াছে। একণে সামান্য কাণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট গ্রহণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা তিথিতত্ত্বের অগ্রিম মূল্য দিবেন তাঁহাদের পক্ষে প্রকাশিত সামান্য কাণ্ডের মূল্য ৸০ বার আনা। অন্যের পক্ষে ১ এক টাকা স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকদিগের ডাক মাশুল ৵০ সহিত মূল্য পাঠাইতে হইবে। ইহার যে খণ্ড যত ফরমায় প্রকাশিত হইবে তদনুসারে মূল্য স্থির করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে ইতি।

কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্র
অব্দ ১২৭৮
২০ এ কার্ত্তিক } শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা

নাটোর রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাল জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়া প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। বাৎসরিক হিসাব এবং বাজেখরচাদি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহারে প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮
৩০ এ আশ্বিন } শ্রীযুক্ত মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীর সদর কাছারি

সংস্কৃত অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

জিলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডিকাওয়ারের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রমণী মোহন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও পরিদর্শনাধীন একটী দাতব্য চিকিৎসালয় শীঘ্রই সংস্থাপিত হইবে। একজন নেটিব ডাক্তারের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৪০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের লাইসেনসিয়েট ক্লাশের ডিপ্লোমা থাকা ও হিন্দু জাতীয় হওয়া আবশ্যক। যিনি কালেজ ত্যাগ করিয়া অন্ততঃ এক বর্ষকাল কার্য্য করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাষায় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে যাহার পারদর্শিতা আছে, তাঁহার আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে এবং কার্য্য দ্বারা সন্তোষ জন্মাইতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। মনোনীত ব্যক্তি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে আনান যাইবে। প্রার্থীগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ সত্বর নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

কুণ্ডিকাওয়ার জমীদার বাটী
জেলা রঙ্গপুর } শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায় হেড মুন্সি

প্রবন্ধ কুসুমাবলী। ২৪৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট ষ্ট্যানহোপ প্রেসে, কামারপুকুর বি, পি এম্‌ন যন্ত্রে, ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোং দোকানে ও স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

—:০:—

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেণ্ট্ সেরাফিন লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং আর ভর্ণর্‌ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সভ্যগণের সম্মুখে ও তদারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা

ত্র মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটারি কল্পে যোগ করা হইবেক ।

চন্দননগরের মহামান্য মার্কে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, রবটস সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারির কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাণিমুদির গলি, জে, তুমেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রাণ্ট লেন ডি, ফ্লেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেন্টিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক ।

—:০:—

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা হুকিমা ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য আছে । মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুল সহিত ১৶০ আনা । চিকিৎসাসংগ্রহ ১ম ভাগ মাশুল সহিত ২৶০ এবং ২ য় ভাগ মাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ২৷০ আনা ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

ফায়ার ব্রিক ।

ফায়ার ক্লে ।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট । } বরণ এণ্ড কোং

১৩ নং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর্স কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে ।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা ।
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত ।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা ।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

রাস্তার নাম		আন্দাজী
ঐ ২ মিসের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
নং১২ ইলিয়টস রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তরাস মিলাণ আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে ।

—০০০—

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম, বি. কর্তৃক নূতন

পুস্তক ।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪৷০

ডাকমাশুল ।/০ পাঁচ আনা ।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ । উত্তম ছাপা ও বাঁধা । মূল্য ২ টাকা । ডাক মাশুল চারি আনা । এই পুস্তক ও " চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব " (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার [illegible] শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে ।

সজ্জনগণ ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন । ঔষধের এই প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি । জগদুপকারক প্রীন শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের " পিলের " উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই " অমৃতবিষ " নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয় ।

সবিস্তর সর্ব্ব প্রকার কাশ, শ্বাস, শূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি দুঃসাধ্য রোগে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে । ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমন্দের বর্দ্ধক । তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২৷০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ৷০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন ।

অমৃতবিষ কোং গোকুলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্যে শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন । যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদার নাথ বিদ্যাবিনোদ বি এণ্ড কোং স্বয়ং অমৃতবিষের কার্য্য সমাধা করিবেন ; ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইহাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিষ চালান হইবে না ।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃত বিষ আফিস
১৬ ই আষাঢ় । ১২৭৮ } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক ।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত । হালদার আমার [illegible]

আমার নিকট এবং কলিকাতা ...টোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি, সি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

...চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১৭ ই নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	৩	
ঐ স্থান হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৮৮ মাইলের মধ্যে	২	১
হাট বোয়ালিয়া হইতে পালিকদহ	৩	১
পালিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
১৮ মাইলের মধ্যে	৪	১
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী		
৩৮ মাইলের মধ্যে	৮	
ভাগীরথী।		
মোহানায়	১৪	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৮	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৬	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৬ মাইলের মধ্যে	৫	১০
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৭	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়		
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইলের মধ্যে		
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৪ মাইলের মধ্যে		
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৮০ মাইলের মধ্যে		

সন ১৮৭১ সালের ১০ ই নবেম্বর বহরম [illegible]

ফু ইঞ্চ

বহরমপুর ১০ নবেম্বর ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ক, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল বিভাগ ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য হরিনাভি ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের পীড়িত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত সাহায্য প্রার্থনা করাতে পুটিয়ার শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী মহোদয়া আমাদিগের নিকটে ২০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, উহা যথা স্থানে প্রেরিত হইল।

উক্ত রাণী মহোদয়া তারাকুমার কবিরত্ন কৃত কয়েকখানি গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ৫০ টাকার অর্দ্ধনোট আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

রাণী শরৎসুন্দরী ও মহারাণী স্বর্ণময়ী গুণবতী রমণীর আদর্শস্থল, এই দুটি স্ত্রীলোক বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাটক নায়কের চারি প্রকার ভেদ করিয়াছেন। ধীরললিত তাহার অন্যতর। ধীর ললিতের লক্ষণ এই নিশ্চিন্ত মৃদু সদা নৃত্য গীতাদিতে রত। (১) মন্ত্রিগণ তাঁহার কর্ত্তব্য সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। তিনি আমোদ প্রমোদে কাল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। উক্ত আলঙ্কারিকেরা বহুকষ্টে বহু অনুসন্ধান করিয়া দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কপালগুণে ইহার অনেকগুলি নূতন নূতন উদাহরণ দেখিতেছি। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরাই এই ধীর ললিত নায়কের অনুকরণ করিতেছেন। গ্রীষ্মের আরম্ভে কেহ সিমলা বিহারে কেহ শৈলবিহারে কেহ দেশ বিহারে যান, শীত আরম্ভে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। শীত উপস্থিত হইয়াছে, এক একটী করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজধানীতে পদার্পণ করিতেছেন। আমরা লার্ড মেয়োর বিষয়ে হতাশ হইয়াছি। তাঁহার বিষয়ে আমাদিগের আর কিছু বক্তব্য নাই, তবে আমাদিগের নূতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেবের বিষয়ে অদ্যাপি কিছু আশা আছে। তিনি যে মফস্বল ভ্রমণ করিলেন, তাহার কি ফল হইল? এবং কতই বা ব্যয় হইল, জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। এস্থলে আমাদিগের একটী সবিনয় অনুরোধ এই, "আমি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, প্রজারা এমনি ধৃষ্ট যে আমার কাজের হিসাব চায়?" এই বলিয়া তিনি যেন কোপ না করেন। প্রজারা যদি জানিতে পারে, তাঁহার ভ্রমণে তাহাদিগের কি হিত হইতেছে, তাঁহার ভ্রমণ ব্যয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইবে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আট মাসের পর রাজপ্রতিনিধির রাজধানী প্রবেশ অনল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। গত দশ বৎসরাবধি রাজস্ব বিষয়ক রাজনীতি লইয়া প্রজাবর্গের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিরন্তর মতভেদ হইতেছে। যুদ্ধ বিগ্রহাদির পর টাকার অনাটন হয়, সুতরাং তখন করবৃদ্ধির আবশ্যকতা হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে সর জন লরেন্সের সময় অবধি প্রগাঢ় শান্তির সময়ে কর বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তার সময়েত প্রকৃতপক্ষে প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা হইতেছে বলিলে বড় অযুক্তি হয় না। প্রজাগণকে এই বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হয় যে, শাসন

(১) নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ কলা নৃত্যগীতাদিকা। যথা রত্নাবল্যাং বৎসরাজাদিঃ। সাহিত্য দর্পণ

কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে গেলেই ব্যয় বৃদ্ধি হয় কিন্তু "সুশাসন" এই শব্দটী আমরা কেবল শুনিয়াই আসিতেছি, কাজে ত কিছুই দেখিতে পাই না। রাজধানীর মধ্যে চুরি ও হত্যা হইলে দশটার মধ্যে একটাও ধরা পড়ে না। মফস্বলের ত কথাই নাই। সর্ব্বত্র লাল পাগড়ি দেখ, কিন্তু প্রয়োজনের বেলা কাহাকেও পাইবেনা। মফস্বল ও রাজধানী উভয় স্থানেই অনুসন্ধায়ী পুলিশ আছেন, কিন্তু তোমার বাটীতে চুরি গেলে তুমি যদি ইহাঁদিগের গাড়ী ভাড়া দিয়া নিরন্তর ইহাঁদিগকে সঙ্গে লইয়া অনুসন্ধান করিতে পার, তাহা হইলে ইহাঁরা চোর ধরিয়া বাহাদুরী লইতে পারেন। নিজে পরিশ্রম না করিয়া যদি পুলিশের উপরে নির্ভর কর, অপহৃত দ্রব্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। বিচারালয় হইতে সুবিচার লাভের আশাও ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। আজি কালি আদালতে প্রকৃত কাজ যত হউক, আর না হউক বাহ্য আড়ম্বর বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। একটী কূট তর্ক করিয়া মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে পারিলে বিচারপতিগণ তাহার দোষ গুণ বিচারে বড় প্রবৃত্ত হন না। বিচারপতিগণের এই রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, সুতরাং এখানে অল্প টাকার মকদ্দমার সংখ্যাই অধিক। কিন্তু বিচারপতিগণ ও গবর্ণমেণ্ট যাহাতে খাস আপীলের সংখ্যা কমে তন্নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। প্রকৃতার্থে একবারে ইহা উঠাইয়া দেওয়া তাহাঁদিগের অভিপ্রেত। তাঁহারা এই কারণ প্রদর্শন করেন যে বিষয় লইয়া মকদ্দমা হয়, তাহার মূল্য অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের ব্যয় অধিক পড়ে। এটী অযথার্থ নয়; কিন্তু অর্থ দ্বারা সুবিচারের কি পরিমাণ করা কর্ত্তব্য? জেলার জজদিগের বিদ্যা যেরূপ তাহাতে খাস আপীলের নিয়ম উঠাইয়া দিলে দরিদ্রদিগের যে কি দশা হইবে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠে। ভূমিই আমাদিগের প্রধান উপজীব্য। আমরা জানিতাম, যে জাতিই এদেশে প্রভুত্ব করুন, যতই অত্যাচার করুক না কেন, কেহই আমাদিগের ভূমি মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু ইনকম টাক্স, মিউনিসিপাল টাক্স, রথ্যাকর প্রভৃতিতে ভূমির সমুদায় রস শোষণ করিতেছে। যাবতীয় কর ভার দরিদ্র কৃষকের উপরেই পতিত হইতেছে। কয়েক বৎসরাবধি বাণিজ্য বৃদ্ধি নিবন্ধন কৃষকদিগের অবস্থার কতক উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার যে রাজনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে কৃষকদিগকে পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বতন অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। শস্যের উপরে রপ্তানী কর স্থাপিত হইলে বাণিজ্য বৃদ্ধি দ্বারা এদেশের কৃষকের অবস্থার উন্নতি সম্ভাবনা নাই। ইহাকেও গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর পরম বন্ধু !!!

উচ্চতর শ্রেণী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার তাহাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। জমীদারগণ ও শাসনকর্ত্তাদিগের চক্ষুঃশূল; কৃষি, স্বাধীন ব্যবসায়, বাণিজ্য অথবা চাকুরী, এই কয়েকটী মধ্যশ্রেণীর অবলম্বনীয়, কৃষিকার্য্যে যত সুখ লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। স্বাধীন ব্যবসায়ের মধ্যে চিকিৎসা এবং ওকালতী। কিন্তু অনেকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করাতে ইহাতেও আর তাদৃশ লাভ নাই। গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যবিষয়ক রাজনীতি নিবন্ধন এদেশের শিল্পের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইতেছে। বোধ হয়, ইংলণ্ডে যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষি কার্য্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। শিল্পজাত দ্রব্যের উপরে এত কর হইয়াছে, যে তাহার দ্বারা লাভ করা কঠিন। বাণিজ্যের পথে এত কণ্টক যে বিদেশের সহিত ভারতবর্ষীয়গণের বাণিজ্য করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশের দ্রব্য ক্রয় করিয়া এদেশীয়দিগের নিকটে বিক্রয় করিবার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে বটে কিন্তু দেশের দ্রব্য লইয়া বিদেশে বিক্রয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে। সেনাদলের দ্বার রুদ্ধ আছে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের যে কিঞ্চিৎ সম্মান ছিল, কাম্বেল সাহেবের অনুগ্রহে তাহাও গিয়াছে। অচিহ্নিত বিচারপতিগণকে ত পদে পদে অপমানিত হইতে হইতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতে যে কয়েকজন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ান হইয়াছেন, তাঁহারা যে উচ্চতর পদলাভ করিতে পারিবেন সে সম্ভাবনাও অল্প। যাবতীয় ক্ষমতা ক্রমশঃ শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তেই দেওয়া হইতেছে। এতদ্দেশীয়গণ ইহার অংশভাগী নহেন।

আমরা যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অত্যাচার লক্ষিত হয়। কতভাবে দেশ উৎসন্ন হইল। তথাপি গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত নহেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আক্টের সংশোধন করিবার ভাণ করিয়া শিক্ষা ও শান্তি রক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় স্থানীয় আয় হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছেন। তদ্ভিন্ন তমাকের উপর কর স্থাপিত হইতেছে। ইন্‌কম টাক্স ও "সেস" কর উঠাইয়া এই কর করিলে বুদ্ধির কাজ হয়, কিন্তু আমাদিগের

শাসনকর্ত্তৃগণ যাহা একবার ধরিবেন তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। দেশের লোকে প্রতিবাদ করিতেছেন বটে কিন্তু যেপর্য্যন্ত ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাদের পক্ষ থাকেন, মহাসভায় কোন গোলযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন না। শাসনকর্ত্তৃগণ রাজধানীতে আসিতেছেন, লোকের হৃদয় শুষ্ক হইতেছে। আবার কবে কি হয়। ইনকমটাক্স বাড়ে অথবা কমে। সর্ব্বসাধারণের চিন্তার সীমা নাই। প্রধান শাসনকর্ত্তা যেরূপ রাজস্বমন্ত্রী তদপেক্ষা ন্যূন নহেন। এদিগে প্লাবন, পীড়া ও দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন করিতেছে; লোক সংখ্যা সর্ব্বত্র কমিতেছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট কর সংগ্রহে ক্ষান্ত নহেন। এই সকল চিন্তা করিয়া আমাদিগের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। রাজপুরুষগণ যদি দেশের যথার্থ কল্যাণ কামনা করিয়া সাধারণ মতের প্রতি মনোযোগী হইয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন, তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে লোকের কষ্টের অবসান হয়। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা কোথায়? তাঁহারা কেবল দেশ ভ্রমণ করিবার ও তোষামোদিতেই বিশেষ অনুরক্ত। সত্য কথা বলিতে কি, লার্ড মেয়োর সময়ে দেশের যেরূপ দুরবস্থা ও সাধারণের যেরূপ অসন্তোষ হইয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপন অবধি কখন এরূপ হয় নাই। এ অসন্তোষের পরিণাম যে শুভজনক নহে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্গদেশের পুলিস বিভাগ।

নিয়ম বাঁধিয়া বঙ্গদেশের ন্যায় সমুদায় ক্ষমতা শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে দেওয়া যে কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রেত, এটী সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ ক্রমে তথায় নিয়মান্তর্গত প্রদেশের বন্দোবস্ত করিতেছেন, কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বঙ্গদেশের অবস্থা পঞ্জাবের পূর্ব্বতন অবস্থার ন্যায় করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে কেবল যে নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ পায় এমন নহে, তন্নিবন্ধন মহা অনর্থও ঘটিয়া থাকে। ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিতেছে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সাধারণ মত প্রকাশ্যরূপে অগ্রাহ্য করিতেন; আইনে তাঁহাকে সে ক্ষমতা দিয়াছিল। তাঁহার ঐ ক্ষমতা রক্ষার নিমিত্ত সহস্র সহস্র সৈন্যও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পরিশেষে তিনি অপেক্ষাকৃত উদার প্রণালী অবলম্বন করিতে বাধিত হইয়াছিলেন। লোকের স্বাধীন ভাব দমন করিবার নিমিত্তই কি তৃতীয় নেপোলিয়ন জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই? কিন্তু তাহার কি ফল হইল? সাধারণের স্বাধীন মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলে কখনই মঙ্গল হয় না।

সম্প্রতি কাম্বেল সাহেব বঙ্গদেশের অপেক্ষাকৃত উদার প্রণালীর বিনাশ সাধন নিমিত্ত অবিকল ঐরূপ এক কার্য্য করিয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে ১৮৬১ অব্দের ৫ আইন অনুসারে মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের ক্ষমতা পৃথক্‌ভূত হইলে ভারতবর্ষের যাবতীয় সংবাদ পত্র একবাক্যে ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। যিনি বিচার করিবেন, তিনিই অপরাধীকে ধৃত করিবেন, এ নিয়মটী আজি কালিকার সময়ে বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কনষ্টাবুলরি পুলিসের সহিত প্রথমতঃ মাজিষ্ট্রেটদের গোলযোগ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ক্রমশঃ পুলিস ও মাজিষ্ট্রেটেরা পরস্পর স্ব স্ব ক্ষমতা বুঝিয়া সৌহার্দ্দের সহিত কার্য্য করিতে শিখিতেছিলেন। এই সময়েই কাম্বেল সাহেবের অস্থিরমতিত্ব নিবন্ধন এই প্রণালীর প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টেরা হেড কনষ্টেবলের উপরের কর্ম্মচারিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। সব ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টরদিগকে তিনি মনোনীত করিবেন; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেটের অমতে কোন কর্ম্মচারিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী করিতে পারিবেন না। কর্ম্মচারিদিগের প্রথম নিয়োগ এবং শেষ দণ্ড ও আপীল বিভাগীয় ইনস্পেক্টর জেনরলের নিকটে হইবে। মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার এক আপীল বিভাগীয় কমিসনরের নিকটে হইবে। ইহাদ্বারা আপাততঃ এই বোধ হয় যে, পুলিস কর্ম্মচারিদিগের নিয়োগ ও উন্নতি সম্বন্ধে এই আজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এতদ্বারা পুলিসের ভার পুনর্ব্বার মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে পতিত হইতেছে। এপ্রণালী কোন মতেই অনুমোদনীয় নহে। এ প্রকার বন্দোবস্ত হইলে কাহারও হস্তে দায়িতা রহিতেছে না। পুলিসের সুব্যবস্থা ও কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যদক্ষতার জন্য যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট দায়ী হন, তাহা হইলে অধীনস্থ কর্ম্মচারি নিয়োগের ভারও তাঁহার হস্তে রাখা উচিত। লোক নিয়োগের ভার তাঁহার হস্তে না দিয়া তাঁহাকে তন্নিমিত্ত দায়ী করা অতিশয় অন্যায়। কনষ্টেবলদিগের হস্তেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেশের শান্তি নির্ভর করিতেছে, কিন্তু উত্তমরূপ তত্ত্বাবধান না হইলে কোন কাজই হইতে পারে না, সেই তত্ত্বাবধান বিষয়েই সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কোন ক্ষমতা থাকিতেছে না। পক্ষান্তরে মাজিষ্ট্রেটেরা আংশিক ক্ষমতা চালন করিবেন মাত্র। সেটী পুলিসের কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে

ইনস্পেক্টর,কলকে সুপরিন্টেণ্ডেন্টের মতা নুসারে চলিতে হইবে। কিন্তু তাহার পুর স্কার ও দণ্ড দানের ক্ষমতা নাই তাহাকে কেহই ভয় করে না। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিযুক্ত ইনস্পেক্টরের সহিত সুপ রিন্টেণ্ডেন্টের যে সর্ব্বদা গোলযোগ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। লাকের মধ্যে শান্তিরক্ষা হইবে না। আবদুল্লাকে লইয়া রবার্টস সাহেবের সহিত হগ সাহেবের যে বিবাদ হয়, সেই জন্যই যে কাম্বেল সাহেব এইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন এটী সামান্য বুদ্ধিতেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি যে অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতে ছেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভা বনা অল্প। উপসংহারে আমরা জিজ্ঞাসা করি, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের কি ১৮৬৮ অব্দের ৫ আইনের বিপরীত আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা আছে?

আর্য্যধর্ম্মের লক্ষণ।

মানুষ সচরাচর দেখিতে পায়, কোন কার্য্যই কর্ত্তা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না। এই যুক্তিতে এই বিশাল বিশ্বের একজন কর্ত্তা আছেন, তাহার এই অবধারণা হয়। এই অবধারণাই ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল। কিন্তু সেই প্রবৃত্তি প্রকৃতিভেদে ভিন্নবিধ হয়। আকৃতিভেদে প্রকৃতি ভেদ। দুই ব্যক্তির একবিধ মনের ভাব নয়, একবিধ রুচি নয় একবিধ শিক্ষা ও সংস্কার নয়। মানুষের রুচি ও শিক্ষা সংস্কারাদিভেদে অন্য অন্য বিষয় ভেদের ন্যায় ধর্ম্মেরও বহু বৈলক্ষণ্য হইয়া উঠিয়াছে। জগতে নানা বিধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইতেছে। যদি সেই সেই ধর্ম্মের অবয়বসংস্থানাদি বিষয় পর্য্যালোচনা করা যায়, স্পষ্ট বোধ হয়, দুটী ধর্ম্ম এক উপাদানে ও এক উপ করণে নির্ম্মিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন নির্ম্মাতা, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির মনের ভাব ও রুচি প্রভৃতি সেই সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতার মনের ভাব ও রুচি প্রভৃতির সহিত সৌসাদৃশ্য লাভ করে, তাহারা সেই সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এক এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া যদি ধর্ম্মের লক্ষণ করা যায়, এই লক্ষণ করিতে হয়, ব্যক্তিবিশেষপ্রব র্ত্তিত ঈশ্বরের উপাসনাবিষয়ক পদ্ধতি বিশেষের নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতা ও তাঁহার অনুচরগণের শিক্ষা সংস্কারা দির উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইয়াছে।

বৈশেষিক দর্শনকার "ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া "যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভ হয়, সেই ধর্ম্ম (১) ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান বেদজ্ঞানসাধ্য। মনু কহেন, রাগ দ্বেষাদিশূন্য বেদজ্ঞ ধার্ম্মিক লোকে যাহার অনুষ্ঠান করেন এবং শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া জানেন, সেই ধর্ম্ম। টীকাকার কুল্লূকভট্ট ইহার এই ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বেদপ্রমাণক শ্রেয়ঃসাধন ধর্ম্ম, এই কথা বলা মনুর অভিপ্রেত (২)। ভবিষ্য পুরাণে ধর্ম্ম বেদমূলক বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) মনু আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারি বেদ, স্মৃতি, শীল * বেদজ্ঞ সাধু ব্যক্তিদিগের আচার এবং আত্মতুষ্টি এইগুলি ধর্ম্মের মূল। মনু যে কোন ব্যক্তির যে কোন ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সমুদায় বেদে বলা আছে, যে হেতু মনু সমুদায় জানেন। মনুষ্য শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে অত্যুৎকৃষ্ট সুখ প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বেদ এবং মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি। কোন বিষয়েই প্রতিকূল তর্ক আশ্রয় করিয়া ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ উভয় হইতে ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। প্রতারক বাক্য যেমন অপ্র- মাণ বেদও তেমনি অপ্রমাণ, এই প্রকার প্রতিকূল তর্ক আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃতির অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে চার্ব্বাকাদির ন্যায় দ্বিজাতুত্তের অধ্যয়নাদি কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিবে। বেদ স্মৃতি শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারি ধর্ম্মের লক্ষণ (৪)।

---

(১) অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যতোঽভ্যু- দয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। বৈশেষিক দর্শন

(২) বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষ- রাগিভিঃ। হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং নিবোধত। মনুঃ।

(৩) বেদশব্দোপাত্ত ইতি বিশেষণোপাদান- সামর্থ্যাৎ [illegible] বেদবোধ্য শ্রেয়ঃসাধনমাত্রে [illegible] [illegible] ধর্ম্মইত্যুক্তম্ কুল্লূক ভট্টঃ

বেদজ্ঞ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই বিশেষণ দেওয়াতেই অন্য বেদ শ্রেয়ঃসাধন জানের, কারণ এই কথা বলা মনুর অভিপ্রেত। অত্র পরাশরকর্ত্তৃক [illegible] এই কথা বলিলে [illegible] বিষয়ে [illegible] ব্যক্তিরই প্রামাণ্য জানা যায়। অতএব বেদ প্রমাণক শ্রেয়ঃসাধন ধর্ম্ম এই কথা বলা হইয়াছে। ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণং। স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ। অস্য সম্যগনুষ্ঠানাৎ স্বর্গো মোক্ষশ্চ জায়তে। ইহ লোকে সুখৈশ্বর্য্যমতুলঞ্চ খগাধিপ [illegible] পুরাণে।

[illegible] শ্রেয়ঃ অভ্যুদয় ধর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান [illegible] হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্ম পাঁচ [illegible] এবং বেদমূলক। সেই ধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান হেতুক স্বর্গ ও মোক্ষ হয় এবং ইহ লোকে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

(৪) বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশী- লে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মন- স্তুষ্টিরেব চ। যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ। স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্ব-

* ব্রহ্মণ্যতা দেবপিতৃভক্ততা সৌম্যতা অপরোপতাপিতা অনসূয়তা মৃদুতা অপারুষ্যং মৈত্রতা প্রিয়বাদিত্বং কৃতজ্ঞতা শরণ্যতা কারুণ্যং প্রশান্তিশ্চেতি ত্রয়োদশবিধং শীলং। হারীতঃ।

এতদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, বেদোক্ত ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম। বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত। জ্যোতিষ্টোম অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস যাগাদি প্রতিপাদক বেদভাগ কর্ম্মকাণ্ড এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদভাগ জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, এক ঈশ্বর এ উভয় ভাগেরই অবলম্বন। কর্ম্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য তাঁহার আরাধনা, এবং জ্ঞানকাণ্ডের উদ্দেশ্য তাঁহার তত্ত্ব-নিরূপণ। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে এবং জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডেরই প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইতেছে। বৈদান্তিকেরা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদিকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির সহকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান কালে ক্রিয়াকলাপাদির প্রাদুর্ভাব থাকে না। বৈদান্তিকেরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন জীবন্মুক্তের নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়ার অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয় না। তাদৃশ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তাঁহার ইচ্ছাধীন (৫) বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে কর্ম্মবীজের দাহ হয় ইহা শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ। শ্রুতি এই, সেই পরব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থির ছেদন সর্ব্বসংশয় ছেদন এবং সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়। ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে ভস্ম করে, জ্ঞানাগ্নি তেমনি সকল কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া ফেলে। বীজ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার জন্মে না, অবিদ্যা অস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশ রূপ পঞ্চবিধ ক্লেশ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে আত্মা তদ্দ্বারা আর পীড়িত হয় না। (৬) তত্ত্বজ্ঞানাধীন মোক্ষ হয়, ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (৭)।

আমরা এতক্ষণ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন দ্বারা যে বিষয়টী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা পাইলাম, তাহা এই, বেদই আর্য্য ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বর জ্ঞান ও তাঁহার আরাধনা বেদের প্রতিপাদ্য। ইহাই আর্য্য ধর্ম্মের স্বরূপ। আর্য্য জাতীয়েরা যদি অন্য ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের দর্শন মনন নিদিধ্যাসনাদিতেই রত হন, তিনি আর্য্য ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলেন, এ কথা বলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ যদি আর কিছু না করেন, নিত্য গায়ত্রী জপ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন না। গায়ত্রী জপ করা আর পর ব্রহ্মের আরাধনা করা তুল্য। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের বচন উদ্ধৃত করিয়া গায়ত্রীর এই অর্থ করিয়াছেন দেব সবিতার ভর্গস্বরূপঅন্তর্য্যামী ব্রহ্ম বরেণ্য বরণীয় জন্মমৃত্যুবিনাশার্থ জন্মমৃত্যুভীত ব্যক্তিদিগের উপাসনীয়, তাঁহাকে আমরা চিন্তা করিতেছি যে ভর্গ সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর সংসারী আমাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষে প্রেরণ করিতেছেন। (৮)।

মনু কহিতেছেন, ওঙ্কার ও তিন মহা ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) এবং ত্রিপদা গায়ত্রী পরব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া তিন বৎসর কাল এই গায়ত্রী অধ্যয়ন করে, সে পর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। বেদবিহিতহোমযাগাদি ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, ওঙ্কার পর ব্রহ্মস্বরূপ তাহার বিনাশ নাই। প্রণবাদিজপ দর্শপৌর্ণমাদি যাগের অপেক্ষা দশগুণ অধিক, সেইরূপ উপাংশু (নিকটস্থ ব্যক্তি যে জপ শুনিতে না পায়) হইলে শতগুণে এবং মানস হইলে সহস্র গুণে অধিক হয়। ব্রাহ্মণ অন্য কিছু করুক না করুক এক গায়ত্রী জপ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে। (৯) যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন জপযজ্ঞাদি

জ্ঞানবতোঽকরণে ন॥ [illegible] কর্ম্মস্মৃতিষু [illegible] হি মানবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥ শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতিঃ। তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥ যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ। স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং॥

(৫) জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতেঽজ্ঞানতৎকার্য্য সঞ্চিত কর্ম্ম সংশয় বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ [illegible]

(৬) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥

(৭) তথাচ শ্রুতিরবিদ্যোচ্ছেদেনৈব সর্ব্বোপাধিং জ্ঞানাদেবাস্য দর্শয়তি " তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় " [illegible]

(৮) গায়ত্র্যর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি॥ চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥ বুদ্ধের্বোধয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥ আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং বা মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ॥ ধ্যানেন পুরুষো যস্তু দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। অস্তুর্য্যমাৎ দ্বৈবং জ্ঞানদ্বয়ং [illegible] যেন যুক্তাঃ॥ তেন গায়ত্রীর অনুষঙ্গঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গং সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীতৈর্ভবিনাশায় উপাসনীয়ং ধীমহি ধ্যায়েম সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ। যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বোষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। আহ্নিকতত্ত্বং।

(৯) এতদ ক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং। সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥ ত্রিপদৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥ যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ। স ব্রহ্মপরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥ ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতিক্রিয়াঃ। অক্ষরং দুষ্করং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥ বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্ট-

।কল্পসূত্র নাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ ইতিহাস পুরাণ এবং আধ্যাত্মিকী বিদ্যার কথা শাস্ত্রে বলা হইবে।(১০) ইহাই গ্রন্থ সমস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও তাহার বিপর্য্যয়ও আমাদিগের বাক্যের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিতেছে। চিরকাল একবিধ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে না। পূর্ব্বে যাগযজ্ঞাদির প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ নাই। এখন নানা বিধ দেব দেবী পূজা বিধি আবির্ভূত হইতেছে। তাহারও সময়ে সময়ে বহুতর পরিবর্ত্ত হইয়াছে, দিন দিন পরিবর্ত্ত হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের কখন কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হয় নাই। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রধান নহে। উহার দুই একটী অথবা কয়েকটী পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হইলে হানি হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াই যদি প্রধান হইত, দর্শনকারদিগের আবির্ভাব হইত না। পৌরাণিক ও কবিগণের বর্ণনার ভাব দেখিলেও এই বোধ হয়, তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া একমাত্র ঈশ্বর সংস্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন। দুর্গা কালী প্রভৃতি নানাবিধ দেবদেবী সৃষ্ট হইয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের রূপভেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন।(১১)

এক্ষণে বক্তব্য এই, পাঠকগণের মনে এই আশঙ্কা জন্মিতে পারে, এক ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ ও তাঁহার আরাধনাই যদি বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইল, তবে যে বিশাল ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষিত হইতেছে এগুলি তবে কি? এগুলি কি নিষ্ফল? এ সকলের সৃষ্টি হইল বা কেন? ইহার সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্যই বা কি? অধিকার প্রস্তাব দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে, অতএব বারান্তরে এ সকলের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

—:০:—

শাসনকর্ত্তা ও বিচারপতি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেবকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সমুদায় কাগজ পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কোন চূড়ান্ত মত প্রকাশ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। কিন্তু বিচারপতিদিগকে শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের অধীন করা যে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অভিপ্রেত ইহাদ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। রবার্টস সাহেব স্বাধীনান্তঃকরণ লোক। বোম্বাইর মিউনিসিপালিটিতে যে সকল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, রবার্টস সাহেব না থাকিলে কলিকাতায়ও তাহা হইত। রবার্টস সাহেব ক্রমাগত জষ্টিসদিগের সভাপতির প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সাধ্যানুসারে করপ্রদাতাদিগের স্বার্থ রক্ষা করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে তিনি যে সভাপতিকে অন্যায়পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু এটি তাদৃশ দোষের হইতে পারে না; লক ও হগ সাহেব উভয়েই যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। যথেচ্ছাচারের প্রতিবন্ধকতা করিতে হইলে কিছু বাড়াবাড়ি করিতে হয়। এটী যদি দোষ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জন ব্রাইট সাহেবকেও একজন মন্দপ্রকৃতি লোক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মূল কথা এই, বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট স্বাধীনতা ভাল বাসেন না; গবর্ণমেন্ট যে রাজনীতি অবলম্বন করিবেন, কোন কর্ম্মচারী তাহার বিপরীত কোন কথা বলিতে বা কাজ করিতে না পান ইহাই তাঁহারদিগের অভীষ্ট। বিচারপতিদিগের উপরে এককালে প্রভুত্ব করিতে গেলে মহা গোলযোগ হইবে, এই ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে যে তাঁহাদিগকে গবর্ণমেন্টের ধামাধরা করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। বিচারপতির সহিত শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারির বিবাদ হইলেই বিচারপতিকে দণ্ডনীয় হইতে হইতেছে। নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করা এক্ষণকার শাসনকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত। বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানেরা এই প্রণালীর প্রতিবাদ করিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের আর কোন ক্ষমতা নাই; গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিল হইতে তাঁহারা বহিষ্কৃত হইয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদ একজন নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারিকে দেওয়া হইয়াছে; একজন নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারী বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বিরাজমান রহিয়াছেন। শাসনকর্ত্তৃগণ যাহা মনে করিবেন তাহাই হইবে, বিচারপতিগণ তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া কাজ করিবেন, এটাই বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের রাজনীতি। কিন্তু এ রাজনীতি অমঙ্গলের সন্দেহ নাই। সে দিবস ষ্টিফেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেন্টের এই রাজনীতির প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণে একযোগ হইয়া গবর্ণমেন্টের এই দুর্নীতির প্রতিবাদ না করিলে [illegible] [illegible]

শিরোহেশ্চাথর্ব্বশিরঃ। উপাংশুস্যাঙ্গত্বঞ্চ সাঙ্গোপাঙ্গানাঃ সূত্রঃ॥ অপেক্ষৈব বস্তু সংসিদ্ধ্যৈ ব্রাহ্মণোনামে সংশয়ঃ। দুর্ব্বোধেনার্থ বা দুর্ব্ব ইত্যেতো ব্রাহ্মণে উচ্যতে॥

(১০) অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। যথাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বেদাথর্ব্ব পুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ। জপযজ্ঞার্থসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥ আহ্নিক তত্ত্বং।

(১১) উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা॥

নূতন পুস্তক।

১। সাঙ্খ্য তত্ত্বকৌমুদী। সংস্কৃত। কলিকাতা সংস্কৃতপাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি নিজ কৃত বৃত্তি সহিত ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। তর্কবাচস্পতি বিজ্ঞাপন মধ্যে সংক্ষেপে সাঙ্খ্য মত লিখিয়া দিয়াছেন। সাঙ্খ্য শাস্ত্র ষড় দর্শনের অন্যতর দর্শন। কপিল মুনি এই দর্শনের প্রবর্ত্তক। এ দর্শনের মত এই, প্রকৃতি কর্ত্রী। পুরুষ পদ্মপলাশের ন্যায় নির্লেপ, কিন্তু চেতন। বুদ্ধির সুখ দুঃখাদির জ্ঞান হয়। বুদ্ধি প্রকৃতির পরিণাম। পুরুষে সেই দুঃখাদির প্রতিবিম্ব পড়ে। বিবেক জ্ঞান জন্মিলে সেই দুঃখ নিবৃত্তি হয়। সেই দুঃখ নিবৃত্তিকে মুক্তি বলে। সাঙ্খ্য তত্ত্বকৌমুদীর মূল ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত, আর্য্যা ছন্দে লিখিত। বাচস্পতি মিশ্র ইহার ব্যাখ্যা করেন। বাচস্পতি মিশ্রকৃত ব্যাখ্যা দুরূহ বলিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় উহার স্থানের স্থানের টীকা করিয়াছেন। টীকা বিশদ হইয়াছে।

২। মহিম্নস্তব। এখানিও সংস্কৃত। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরত্ন ইহার টীকা করিয়াছেন। কবিরত্ন টীকায় পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বেদ স্মৃতি নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে। তিনি যদি টীকাটি কিছু গুছাইয়া লিখিতে পারিতেন গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইত। পুষ্পদন্ত নামে এক গন্ধর্ব্ব এই স্তব রচনা করিয়াছেন। স্কন্দ পুরাণে এই স্তব রচনার এই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, গন্ধর্ব্বরাজ প্রমাদ বশতঃ শিব নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। শিব তাহাতে কুপিত হইয়া তাঁহাকে পদভ্রষ্ট করেন। পুষ্পদন্ত এই স্তব রচনা করিয়া তাঁহার কোপ শান্তনা করেন।

বিবিধ সংবাদ।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার।

সম্প্রতি আমেরিকায় একটী বেলুন উড়াইবার উদ্যোগ হয়। বেলুন স্বামী ও একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক উহাতে আরোহণ করিবার উপক্রম করিয়াছেন এমন সময়ে বেলুনখানি ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তাঁহারা তাড়াতাড়ি উহার নিম্নে যে রজ্জু ঝুলিতেছিল উহা ধরিয়া ফেলিলেন। প্রায় ২০ হস্ত ঊর্দ্ধে গিয়া সম্পাদক পতিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার বড় আঘাত লাগিল না। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উঠিয়া বেলুন স্বামীর হস্ত স্খলিত হইল। তখন তাঁহাকে অন্তরীক্ষে পরিমিত এক খণ্ড মসীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার ভূমিতে পতন হইয়া মৃত্যু হইল। সেই অবস্থায় অনুভব ব্যক্তিকে বর্ণনা দ্বারা লোকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিশেষ দুঃখের এই ঐ সময়ে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ফ্রান্সের রাজ বংশ পুনর্ব্বার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এটী একদল ক্ষমতাশালী ফরাশীর অভিপ্রেত ও ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁহারা বলেন, সম্রাটের অন্য যে কোন দোষ থাকুক তিনি সেনাদলের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন না। নেপোলিয়ন যে পুনর্ব্বার ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবেশন করিবেন আমরা সে সম্ভাবনা করি না। কিন্তু এ নিমিত্ত যে একবার চেষ্টা হইবে এটী বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।

পিওনিয়র বলেন, লুসাইদিগের উপদ্রবের সময় মণির খালের ইগলিন্টন সাহেব বিশেষ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাছাড়ে ১০০০ একার ভূমি পুরস্কার দিয়াছেন। ইহার কর দিতে হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, আগামী মাস হইতে ৫ টাকার নোট প্রচার আরম্ভ হইবে।

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব নিবন্ধন লক্ষ্ণৌএর লামার্টিনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়টী শীতকালের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, গবর্ণমেণ্ট কোন রূপ সংবাদ পাইয়া সিমলার গবর্ণর জেনরলের বাসস্থানের রক্ষকদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন।

আগামী সোমবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা নূতন হেয়ার স্কুলে ফ্রিচর্চ কালেজে এবং জেনরল এসেম্বলি কালেজে পরীক্ষিত হইবেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, কলিকাতার প্রধান প্রধান মুসলমানেরা কলিকাতা ও হুগলীর মাদ্রাসা কালেজের অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিচারার্থ আবেদন করিয়াছেন, এ চেষ্টা মন্দ নয়।

উক্ত পত্রে দেখা গেল, গত ১৪ ই কার্ত্তিক রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী হবিবপুর গ্রামে গিরিবালা নামে একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক কন্যা পিতার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করেন। পাত্রটী কন্যার প্রতিবাসী। কন্যার পিতা রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া অভিযোগ করাতে কন্যা আদালতে উপস্থিত হইয়া এই জবাব দিয়াছেন, "আমার পিতা অনেক স্থানে বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়াছেন এবং অধিক টাকা পণ না পাইলে বিবাহ দিবেন না। সুতরাং তিনি অর্থলোভে পাত্রের দোষ গুণ বিচার করিবেন না। আমার বিমাতা সর্ব্বদা আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। এই সকল কারণে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক দীননাথ ভট্টাচার্য্যকে বিবাহ করিয়াছি।" যাহারা অর্থলোভে কন্যা বিক্রয় করেন, তাঁহারা এই ঘটনাটী দর্শন করুন।

হিন্দু পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হওয়া গেল, উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের ইনস্পেক্টর নওগাঁ স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া মন্তব্য পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রধান পণ্ডিত তাঁহাকে "সেলাম" করেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি এরূপ না করেন এনিমিত্ত তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ভীত হইয়া বলিলেন, তিনি দুইবার সেলাম করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইনস্পেক্টর সাহেব তাহা দেখিতে পান নাই ইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন "হাঁ তুমি সেলাম করিয়াছিলে সত্য; কিন্তু তাহা যথার্থ হয় নাই"। সেলামের রীতি শিখাইবার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। যিনি ভাল করিয়া সেলাম করিতে না জানিবেন তাঁহাকে কোন কর্ম্ম দেওয়া হইবে না এই রূপ একটী আজ্ঞা হইলেই বিদ্যালয়াদিতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় "সেলামের" প্রকরণ ও এক আধ ঘণ্টা করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহা হইলেই অযথা যথ সেলামের নিমিত্ত সাহেবদিগকে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইতে হইবে না।

ইংলিসম্যান বলেন, গত শুক্রবার ডিলেজিয়ার জেনরল ইক্বাল সাহেব প্রেসিডেন্সি জেল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। উহার বন্দোবস্ত দর্শন করিয়া তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল সেনা উক্ত জেলে কারারুদ্ধ আছে, তাহারা এস্থানে থাকিতে সম্মত নহে। অন্য কোন স্থানে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয় এটী তাহাদের অভিপ্রেত। সিমলায় যাওয়া কি উহাদিগের অভিপ্রেত নয়?

কচের রাও পারস্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৪ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। অদ্যাপি পারস্যের দুর্ভিক্ষ কমিল না এটী নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

কাছাড় হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, তথায় অদ্যাপি অত্যন্ত গ্রীষ্মানুভব হইতেছে। শ্রীহট্টের লোক অদ্যাপি পাখা টানা ইতেছে। আজি অগ্রহায়ণ মাস তথাপি আমাদিগের এ অঞ্চলে তাদৃশ শীতানুভব হইতেছে না। এতন্নিবন্ধ পীড়াদিরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

চীন দেশের নিয়ম এই, পিতার মৃত্যু হইলে কর্মকাজ পরিত্যাগ করিয়া ৩ বৎসর নির্জ্জনবাস করিতে হয়। সম্প্রতি তথায় একজন প্রধান কর্মচারীর পিতার মৃত্যু হয়। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ৩ বৎসর নির্জ্জন বাস করিলে তাঁহাকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে এই ভাবিয়া তিনি এ বিষয় গোপন করেন। তত্রত্য গবর্ণর ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে আমুরে দ্বীপান্তরিত করিবার প্রস্তাব করেন। সম্রাট উঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া তদনুরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। যেখানে বল সম্বন্ধ সেই খানেই অনর্থ ঘটনা। বল প্রয়োগ দ্বারা ভক্তি প্রদর্শন চেষ্টার তুল্য বিড়ম্বনার বিষয় আর নাই।

বাষ্পীয় কলে পাখা টানা হইবে এরূপ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। মিডল সেক্সের পিটর অর নামক এক ব্যক্তি ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমরা সেদিন বোম্বাই হইতে ১৫০ টাকায় ইংলণ্ডে যাইবার সুবিধার বিষয় পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। কিন্তু এই সময়ে আরও অল্পে যাওয়া যায়। বোম্বাই হইতে লোহিত সমুদ্রে জেডাতে যাইতে হইলে ৩০ টাকা লাগে। সুয়েজ হইতে আবার ৫০ টাকায় লণ্ডনে যাওয়া যাইতে পারে। তবে ইহাতে কতক সময় বৃথা নষ্ট হয় এই মাত্র।

রুশীয়েরা এক নূতন প্রকার মিট্রেলুস কামানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কালে বহুসংখ্য নরহত্যার এরূপ সহজ উপায় এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। একটী মিট্রেলুস হইতে এক মিনিটের মধ্যে ৪ শত বার গোলা নিক্ষিপ্ত হইবে। রুশীয়া যে একবার অন্যান্য রাজগণের বল পরীক্ষা করিবেন, এ গুলি তাহার পরিচয় দিয়া দিতেছে।

৬ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

লুসাই যুদ্ধের অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর চট্টগ্রামের কমিসনরকে ২৫ সহস্র টাকা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সকলেই অনুমান করিতেছেন, অল্প ব্যয়ে এ যুদ্ধের শেষ হইবে না; নূতন করের সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই।

এলাচি গবর্ণমেণ্ট বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

এবৎসর গাজীপুরের সদরকুটীতে ১৮০০০ মণ মাত্র অহিফেন সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসর ২১০০০ মণ হইয়াছিল।

অদ্য আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর সেক্রেটারি বীডন সাহেবের সমভিব্যাহারে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। ইনি ১৪ ই অক্টোবর হইতে ১০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া কি কি কার্য্য করিয়া আসিলেন জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের কৌতুহল জন্মিতেছে।

আমরা ইংলিসম্যান পাঠে দুঃখিত হইলাম, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব কলিকাতার পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ডবার্টন সাহেবকে আপাততঃ কর্ম্মে স্থগিত করিয়াছেন। এক্ষণে মিলার সাহেব তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আবদুল্লা ঘটিত বিরোধ ত ইহার কারণ নয়?

৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

ইংলিসম্যান লিখিয়াছেন, কাশ্মীর যে সকল পণ্ডিত আপনাদিগকে অশিক্ষ বলিয়া মত দিয়াছিলেন, তত্রত্য রাজা তাহাদিগকে ধর্ম্ম সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে যে প্রকাশিত হয় তাহা অমূলক নহে। এই এক বিবাদ কাল লইয়া কতই হুড়াহুড়ি হইল। কিছু দিন স্থির হইয়া থাকিলে আপনা হইতে যে কাজ হয়, তাহার নিমিত্ত এত অধীরতা কেন? আমাদিগের একটু বিলম্ব সহ্য হয় না তাঁহারা কিরূপেই বা একটী নূতন ধর্ম্ম প্রচারে সাহসী হন?

উক্ত পত্র বলেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলিয়াছেন, লুসাই যুদ্ধে রতন পুয়ের সাহায্য এক্ষণে একান্ত আবশ্যক। অতএব এসময়ে তাঁহার নিকটে যে সকল বন্দী আছে তাহাদের মুক্তি দানের প্রার্থনা করা উচিত নহে। এটী বিবেচনাতেই কার্য্য হইয়াছে। কারণ এখন তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে তাহার সহিত এ সময়ে বিবাদ করিলে অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু গবর্ণর জেনরল যে আজ্ঞা দিয়াছেন যে, লুসাইদিগের যদি কোন জাতি গবর্ণমেণ্টের বশতা স্বীকারে সন্ধি করিতে চাহে, অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা অগ্রাহ্য করা হইবে, এটী আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। ইহারা সন্ধি করিতেও যেমন উৎসাহী, উহার ভঙ্গেও তেমনি পটু। সন্ধি করিলে ইহারা পুনর্ব্বার গোলযোগ করিবে সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজের হাইকোর্টে একটী আশ্চর্য্য মোকদ্দমা হইতেছে। তত্রত্য ছোট আদালতে একটী মকদ্দমায় আসামীর সমুদায় সম্পত্তি ক্রোক করা হয়। এই সঙ্গে একটী গাভী ছিল, কিন্তু গাভিটী প্রকৃত আসামীর নহে, অন্য ব্যক্তির। এই গাভীর দুটী মল এক্ষণে উহার প্রকৃত স্বামী ১০ সহস্র টাকা ক্ষতি পূরণের নালিশ করিয়াছে। সে বলিতেছে,

ঐ গাড়ী চোলাইয়া সে অনেক উপার্জ্জন করিত। গাড়ীটী আটক করিয়া রাখাতে তাহার ১০ সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতার হাইকোর্ট ও ছোট আদালত খুলিয়াছে। হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি এবং মাকফারসন সাহেব আপীল শ্রবণ করিবেন, ফিয়ার সাহেব প্রাথমিক মকদ্দমা শুনিবেন। ছোট আদালতে সেগার সাহেব প্রধান জজের কার্য্য করিবেন

ইংলিসমান বলেন, এক্ষণে পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির ট্রাফিক অডিট ডিপার্টমেন্টের আফিস জামালপুরে আছে, জানুয়ারি মাসের পর উহা কলিকাতা অথবা হাবড়ায় আসিবে।

মান্দ্রাজের একজন এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর ৫৫ বৎসর বয়স হওয়াতে তিনি পদস্থ থাকিতে পান এই অভিপ্রায়ে তাঁহাতে গোঁপ ও মাথার চুল কাল হয় এমন কোন ঔষধ এক ডাক্তারের নিকট প্রার্থনা করেন। ডাক্তার তামাসা করিয়া এক প্রকার ঔষধ দেন। তিনি সত্য সত্যই উহা গোঁপ ও দাড়িতে লেপন করাতে সমুদায় চুলগুলি উঠিয়া গেল। এক্ষণে তিনি ডাক্তারের নামে ক্ষতি পূরণের নালীশ করিবার চেষ্টায় আছেন। গোঁপ যাওয়াতে তিনি অপদস্থ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ক্ষতি না হইয়া বরং লাভই হইয়াছে। তবে নালীশ কেন?

৮ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

মিলার সাহেব মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেবের প্রতিনিধি হওয়াতে মাক্‌গ্রগর সাহেব পুনর্ব্বার কলিকাতার উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

মান্দ্রাজের এতদ্দেশীয় সমাজ সার কোলেন ষ্টুটেলের সম্মানার্থ এবং প্রেসিডেন্সি কালেজে তাঁহার নামে একটী ছাত্র বৃত্তি স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য তাঁহার [illegible] প্রার্থনার্থ একটী সভা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

এবার মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দিনাজপুর, বাঁকুড়া, নদীয়া, মানভূম ও দার্জ্জিলিঙ্গে আশানুরূপ শস্য জন্মে নাই। আরও বৃষ্টি হইলে শস্য ভাল হইত। জলাভাবে পুরীর অনেক শস্য হানি হইয়াছে। দক্ষিণ প্রদেশে চাউল ও ধান্য ক্রমাগত রপ্তানী হওয়াতে চাউলের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। রাজসাহি মালদহ এবং মুরশিদাবাদের স্থানে স্থানে ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এসিয়াটিক পত্রে একটী নূতন জুয়াচুরির বিষয় লিখিত হইয়াছে। সম্পাদক কাহারও নাম উল্লেখ করেন নাই। ইংলণ্ডের একজন উকীল এখানকার এক দলের একটী আপীলের মকদ্দমার ভার গ্রহণ করিয়া বলিয়া পাঠান, প্রিবি কাউন্সিলে তাঁহাদের মকদ্দমা চলিতেছে। এইরূপ কিছু দিন ধরিয়া মকদ্দমার ব্যয় লইয়া পরে সংবাদ দেন, মকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে। এটী বিলাতী জুয়াচুরি। অতঃপর যাঁহারা বিলাতে মকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন সাবধান হইয়া কার্য্য করেন।

গত অক্টোবর মাসে মান্দ্রাজ হইতে ১৮০০০১৮ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, গত বৎসর এ সময়ে ১৫১১৩২০ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়।

লোক সংখ্যা সম্বন্ধে ইহার মধ্যেই স্থানে স্থানে অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন কোন পল্লীতে সংখ্যাকারীরা প্রতি ব্যক্তির নিকট হইতে এক আনার হিসাবে পয়সা গ্রহণ করিতেছে। যে সকল পল্লী বাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ তাহাদের নিকট হইতে আরও অধিক লওয়া হইতেছে। জাতি জানি কেমন অত্যাচারের কাল পড়িয়াছে. গবর্ণমেণ্টের নামে কাহাকে গঙ্গার ঢেউ গণিতে বলিলেও সে উৎকোচ গ্রহণ করে।

অদ্য বেথুনসোসাইটির ১৮৭১—৭২ অব্দের সেসিয়ন মেডিকেল কালেজ থিয়েটার গৃহে আরম্ভ হইবে। বাবু গোপালচন্দ্র রায় এম, ডি, এফ, আর, সি, এস " ইংলণ্ড দর্শনে যে যে জ্ঞান লাভ হয়, তদ্বিষয়ে এ বক্তৃতা করিবেন। বিচারপতি ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। এ সভায় সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে।

একজন মুসলমান মুন্সি ময়দান হইতে একটী গাড়ী চুরি করিয়া লইয়া যায়। ধৃত হওয়াতে মিলার সাহেব কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাহার একমাস কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, মৃত খণ্ড রাওয়ের দেওয়ান ভাউসিন্দিয়াকে মলহর রাও কারারুদ্ধ করেন। এক্ষণে তাঁহার কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়া তাঁহার মুক্তি লাভের নিমিত্ত গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিবার চেষ্টায় আছেন।

৯ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

ইংলিসমান বলেন, আগামী সোমবার প্রাতঃকালে গবর্ণর জেনরলের কলিকাতায় উপনীত হইবার সম্ভাবনা আছে। এক এক করিয়া আমাদিগের শৈলবিহারী রাজপুরুষগণ রাজধানীতে আসিতেছেন। দেখা যাউক, এবার আবার কি করের সৃষ্টি করিয়া বসেন।

উক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, কপূরতলার মৃতরাজার বিধবা স্ত্রী হেনরিএটী মেলবিনা সিংহের সহিত রাজকীয় সেনাদলের একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন জে, হাবার ওলিবারের বিবাহ হইয়াছে।

জৌনপুর ও আজীমগড়ের বন্যা পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ এ পর্য্যন্ত ১০৩১৫ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বীজনগ্রাম ও বারাণসীর রাজা প্রত্যেকে ৩০০০ টাকা এবং উত্তর পশ্চিমপ্রদেশের গবর্ণর ৫০০ টাকা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল, প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও কলিকাতার লার্ড বিশপ অতি অল্প মাত্র দান করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল বোধ হয়, অপব্যয় ভাবিয়া অধিক টাকা জলে ফেলেন নাই। লার্ড বিশপ যাহা দিয়াছেন, তাহাই আমাদের আশাতীত হইয়াছে, কারণ বন্যাপীড়িতদিগের মধ্যে কেহ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নাই। আমেরিকার চিকাগোর অগ্নিপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহা

হার্ট যে দিন লণ্ডন নগরে এক স্থানে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

গত সপ্তাহে কয়েম্বিটুর ও মান্দ্রাজের অন্যান্য স্থানে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে।

১০ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

গত ফরাসী যুদ্ধের শেষে এ, ডুমাস্ একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। যে পাপে ফ্রান্সের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তি বিশেষতঃ পারিস বাসিদিগকে সেই সকল পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাই উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি ফরাসিদিগকে মিতব্যয়ী, নির্ম্মলচরিত্র ও ধার্ম্মিক ভাবে থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি একখানি নিতান্ত অশ্লীল নাটক লিখিয়াছিলেন, উহার এক স্থানের অভিনয় দর্শন করিলে পুরুষকেও লজ্জিত হইতে হয়, কিন্তু পারিস বাসিনীরা অম্লান বদনে উহা দর্শন করিতে যান।

পাইওনিয়র বলেন, সম্প্রতি আলিগড় ষ্টেসনের নিকটে কতগুলি দুষ্ট লোক আরোহী ট্রেণে দুর্ঘটনা ঘটাইবার চেষ্টা পায়। ভাগ্যক্রমে যে ট্রেণে মানুষ ছিল তাহা না গিয়া অগ্রে মালগাড়ী যায়। কিন্তু সে গাড়ীও সেইস্থানে মৃদু গতিতে গমন করাতে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। অগ্রে আরোহী ট্রেণ গমন করিলে যে ভয়ানক কাণ্ড হইত তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সকল লোককে ধরিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

মান্দ্রাজে এথিনিয়ম গত দশ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যত বাটী অকালে পতিত বা সংস্কৃত বা পতিত হইবে এ আশঙ্কা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং উহার কারণ কি ও যাহাদের দোষে উহা হইয়াছে, তাহাদের নাম, ইত্যাদির একটী তালিকা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা অল্প ব্যয়ে হইতে পারে না। এথিনিয়ম আরও কতক টাকা জলে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দেন না কি?

ফিল্ডগেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আমীর সিয়াদআলি খাঁ বাহিবার উপত্যকা বদ্থোর ও কুনারের সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য শীঘ্র কতগুলি সৈন্য লইয়া জেলালাবাদে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সার আর ষ্টুয়ার্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সার ওয়ালটার মর্গান মান্দ্রাজে যাত্রা করিয়াছেন।

ফিল্ডগেজেট বলেন, লণ্ডনে যে কয়েকখানি প্রধান সংবাদপত্র আছে তন্মধ্যে ডেলি টেলিগ্রাফ প্রত্যহ ১৭০০০০ ষ্টাণ্ডার্ড ১৪০০০০ ডেলিনিউস ৯০০০০ টাইমস ৭০০০০ মরণিং আডবটাইজর ৭০০০ এবং মরণিং পোষ্ট ৪০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ডেলি টেলিগ্রাফেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। এ দেশে গ্রাহক সংখ্যা অল্প হয় বলিয়া সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতি অনুরূপ হয় না।

ফিল্ডগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন বোখারার রাজা উজবকের সর্দ্দার এবং তুর্ক ও টরকোমান জাতির প্রধানদিগকে লিখিয়াছেন রুসীয়েরা যেন কোন মতে তাহাদের রাজ্য অধিকার করিতে না পারে। রাজা এ বিষয়ে সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম হাইকোর্টের উকীল বাবু কৃষ্ণসখ মুখোপাধ্যায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	৯৮৸/—৯৯
৪ "	কোং	৯৯৶—৯৯।০
৪॥ "		১০৪৸—১০৫
৪॥ "		১০৩৸—১০৪
৪॥ "		১০২৶—১০২।
৫ "		১০০
৫॥ "		১১১—১১১।০

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৭ ই নবেম্বর বৈকাল। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে ৬৫০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

ভিয়েনা ১৭ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল। কাউণ্ট হোনোয়ার্ট একটী নূতন কাবিনেট করিবার যে চেষ্টা পান তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আমষ্টার্ডম ১৮ ই নবেম্বর। উপনিবেশীয় মন্ত্রী জাবাতে রেলওয়ে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২০ এ নবেম্বর। যে সকল মেইল কলিকাতা হইতে ২৫ এ অক্টোবর এবং বোম্বাই হইতে ২৮ এ অক্টোবর গমন করে, শনিবার তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর। মেক্সিকোতে শাসন কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। টাইমস পত্র বলেন, ফিলডাস ও রাইট মুক্ত হইয়াছেন, ইহারা শীঘ্র কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলস পীড়িত হইয়াছেন।

চারলস ডিলকি বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হয় এটী তাঁহার অভিপ্রেত।

নিউইয়র্ক ২০ এ নবেম্বর। ওয়াসিংটনের কৃষিবিভাগ বলেন, অক্টোবর মাসের অপেক্ষা এক্ষণে তুলার চাসের অবস্থা ভাল।

নিউইয়র্ক ২১ এ নবেম্বর। গ্রিলি অর্থাৎ সিন উক্ত নগরে গিয়া বিলক্ষণ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এক্ষণে আমেরিকার সহিত রুসীয়ার যেরূপ বন্ধুতা আছে, কিছুতেই তাহা ছিন্ন করিতে পারিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৬ ই নবেম্বর বঙ্গদেশের প্রথম শ্রেণীর প্রতি

নদিয়া জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডি এম. বার্সার সাহেবের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

সাহেবের প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি. এফ. বাউ-এল উক্ত প্রদেশের ফুলুয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাদীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর টি. সিবেষ্টার বর্দ্ধমানের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই. বি. সডেন্ শ্রীরামপুরে স্থিত হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ফরিদপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

ডি. সর্বেন্ট ডক্টার

এ. জে. ফেলার।

বাবু মদনচন্দ্র গোস্বামী।

„ জানকীচন্দ্র মল্লিক।

„ দিগম্বর সান্যাল।

„ হরিশ্চন্দ্র চাকী।

১৭ ই নবেম্বর। মুরশিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর টী. জে. মরে প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১৮ ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বারা-সতের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ রসময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

এচ. লিলম, বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ এচ মাসট কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ই, এচ. ডইন ক্লার্ক (বিদায় প্রাপ্ত) মজঃফরপুরের প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ই, জি গ্লোভার রঙ্গপুরে প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

... অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ... হইলেন।

... কামরূপ হইতে দুরঙ্গে।

... জে, কাছাড় হইতে কামরূপে।

... পুনর্বার ... পরগণার দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইলেন এবং প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

২০ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের পদোন্নতি হইল।

মুন্সী ঈশ্বরী প্রসাদ পঞ্চম হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে। সি, ই বেলি ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে।

মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর চাকা বিভাগে বদলী হইলেন।

বিডন উইলসন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৬ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মানিক গঞ্জের (ঢাকা) দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধার্থ সভার সভ্য হইবেন।

বাবু অমৃতলাল রায়।

বাবু নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮ ই নবেম্বর। মানভূমের সহকারী কমিস-নর সি, সি. এচ. মার্কেট সুবর্ডিনেট জজের ক্ষমতা পাইবেন। ডেপুটী কমিসনরের অনুপস্থিত কাল পর্য্যন্ত কেবল তিনি এ ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

২০ এ নবেম্বর। জে, এ. রিকেট হাবড়ার একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন। ইনি আরও মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

এচ. এল. ডাম্পিয়র

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি

আমাদিগের বাকীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এ অঞ্চলে ছোট লাট সাহেব আসিয়া আর কি কি করিলেন তাহা লিখিতেছি আপনার পাঠকগণ শুনে সন্তুষ্ট হবেন। তিনি ৫ ই নবেম্বর তারিখে এখান হইতে মোজাফার পুর গমন করেন। তথাকার স্কুল জেল ও কাছারী দেখেন, যখন তিনি জেল দর্শন করেন, সে সময় কয়েদিরা তাঁহার নিকট নীলকরদিগের অত্যাচার বিষয় নিবেদন করিয়া এই কথা বলিল, হয় আমাদের কোন উপায় করুন, না হয় আমরা এ রাজ্য ছাড়িয়া নেপাল দেশে গমন করিব। ৫ শত লোক নেপালে গিয়াছে কয়েদিদিগের মধ্যে এক প্রামের ৯১ জন কয়েদী এই বলিয়া দরখাস্ত দেয়, নীলকরদের অত্যাচারে সাহেব মহাশয় দোষ দিয়া আমাদিগকে কয়েদ করিয়াছেন। ছোট লাট সাহেব সে দিন তাহাদিগের কথায় কোন উত্তর না দিয়া সকলের দরখাস্ত গ্রহণ করিলেন এবং যে যাহা বলিতে লাগিল তাহা লিখিয়া লইলেন। তিনি মোজাফার পুর হইতে চম্পারণ দরভাঙ্গা গমন করেন। দরভাঙ্গার রাজার ম্যানেজর নীলকরদিগকে অনেক বৎসরের জন্য গ্রাম পাট্টা দেন, তাহা দেখিয়া আমাদের ছোট লাট সাহেব বড় রাগ প্রকাশ করিলেন, যে সকল পাট্টা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নামঞ্জুর করিয়া পাট্টা ফেরত লইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে নীলকরদিগকে অনেক কালের জন্য পাট্টা না দেওয়া হয়, সে বিষয় বিশেষ করিয়া ম্যানেজরকে বলিয়াছেন। প্রজারঞ্জন যে রাজার একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এ অঞ্চলে আসিয়া আমাদের ছোট লাট সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি এই সকল স্থান হইতে প্রত্যা বর্ত্তন করিয়া মোজাফার পুরে আসেন এবং ঐ ৯১ জন কয়েদির নথী তলব করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে খালাস দেন। নীল-কর ভায়ারা তাঁহাকে একদিন ভোজের নিম ন্ত্রণ করেন, আমাদের ছোট লাট সাহেব তাহা অম্লান বদনে অস্বীকার করেন। তিনি সাত ৫। ৬ ক্রোশ দূর স্থান হইতে প্রজা সকল দরখাস্ত দিতে ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছিল। তিনি সকলের সহিত দেখা করিয়াছেন, সকলের কথা শুনি য়াছেন ও সকলের দরখাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, নিজেই করিয়াছেন।

বিহারের সায়েণ্টিফিক সভার প্রথম অধিবেশন দিনে আমাদের ছোট লাট সাহেব একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, দেশীয় লোকদিগের

জন্য কিঞ্চিৎ তাহাতে শিক্ষা দেওয়া উচিত, পরে উত্তমরূপে শিক্ষিত হইবার জন্য ইংরাজী পড়া আবশ্যক। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি আমাদের ছোট লাট সাহেব ছাপরা হইতে মোজাফরপুর আসিবার সময় গাড়ি শর্দাবার, পড়াতে অতিশয় আহত হন। এখানে গত ১৩ ই প্রাতেই পীড়িত অবস্থায় আসিয়া ছিলেন, পরে ১৪ ই তারিখে বেলা ১২॥০ টার সময় মুঙ্গের গমন করিয়াছেন।

সোনপুরের মেলা সম্বন্ধে মহাধুম হইতেছে। কালেজ এবার সপ্তাহের জন্য বন্ধ হইয়াছে, আগামী বুধবার হইতে এক সপ্তাহ আফিস্ ও কাছারী বন্ধ হইবে। আমাদের লাট সাহেব কল্য বেলা ২ টার সময় এখানে আগমন করিয়া বরাবর সোনপুরে যাইবেন কথা আছে। সোনপুরের মেলা উপলক্ষে গঙ্গা পারাপারের জন্য দুইখান জাহাজ আসিয়াছে।

আগামী মঙ্গলবার হইতে সোনপুরে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইবে। এবং এক দিন হাত ঘোড় দৌড় হইয়া পর সপ্তাহের সোমবার শেষ দৌড় হইয়া মেলা সমাপ্ত হইবে। মেলার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

১৯।১১।৭১

প্রেরিত। ✓

মানাবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জনৈক কুলীন মহিলার বিলাপ।

হৃদয়ের ব্যথা মোর কারে আর কহিব,
চিন্তানলে দহে প্রাণ, যাতনার অবসান
এ পোড়া কপালে নাহি, কবে মরিব;
কোমল কুসুম প্রাণে কত আর সহিব?
জীবনের যত সাধ সকলিত ঘুচিল,
তাই বন্ধু পিতামাতা প্রাণপতি কি বিধাতা
সকলে বিমুখ যথা, শত্রু হইল,
সেখানে বাঁচিয়া বল কোন্ সুখ রহিল।
আগে যদি জানিতাম এত জ্বালা হইবে,
অরুণ লেখনী দিয়া, ভাল মোর বিধাতিয়া
কহিত সংযোগে, বাক্য লিপি লিখিবে;
হৃদয়ের দুঃখ মোর হৃদয়েই শমিবে—

তাহলে জীবন মোর তেয়াগি বহুদিন,
জাহ্নবী সলিলে প্রাণ, অকাতরে করি দান,
অনলে প্রবেশি কিম্বা হতেম লীন,
হয়েছে আশিত সনে অভাগী দীনহীন।

ইচ্ছা হয়, দেখাই লো বিদারি উরস্থল,
যে জ্বালায় জ্বলে মরি, কি দিন কি বিভাবরী
রসনা বলিবে কি লো চিত্ত বিহ্বল
সময় দেখিলে পরে বুঝিবে লো সকল।

বিরলে সুস্থির হব যেন লয় হৃদয়ে,
কিন্তু একি বিড়ম্বনা, শতগুণ সে যাতনা,
এ প্রাণে আর সহে না, আছি লো ভয়ে।
গুমরে গুমরে কাঁদি নিরজন আলয়ে।

বিধবা বলিলে কোপ নাহি হয় উদয়,
পরাণে প্রবোধ দিয়া হৃদয়ে বাঁধিয়া হিয়া
হত কোন তীর্থে গিয়া জীবন ক্ষয়,
অম্লানবদনে ত্যজি এ সংসার নিলয়।

কি বলে বুঝিবো এবে বুঝাইবো পরাণে,
সংসার কাননে পতি, সহকার উর্দ্ধগতি,
রমণী মাধবী লতা আশ্রয় জানে,
অনাথা আশ্রয় হীনে কে না দুঃখ বিধানে।

কহিতে বিরহে প্রাণ বারি ঝরে নয়নে,
কি করে জননী মোর, কাটিয়া স্নেহের ডোর
দিলেন জনম মত বাপা লো মনে,
এ দুঃখ যাবে না মলে, ভুলিব না জীবনে।

অশন বসন ক্লেশ সে পারিলো সহিতে,
যদি মুষ্টি ভিক্ষা করে, কুলবালা দিন হরে,
পতি সোহাগিনী হলে দুঃখ কি চিতে?
ইন্দ্রানি বিহনে পতি পারে সুখ লভিতে?

যামীশ উদলে যবে নিরখি শশধর,
প্রেমভরে তনু তার, বর্দ্ধিত হয় অপার,
নাহি রহে পারাপার কি মনোহর!
তার বক্ষে ভাসে তরি মরি কিবা সুন্দর!

জীবন জলধি যবে সুধানিধি যৌবনে
সীমন্তিনী দেহাকাশে, লাবণ্য কৌমুদী ভাসে
উথলে নিরখি তাহা বাধা না গণে,
কামিনী কাণ্ডারী বিনা বাঁচে তাহে কেমনে
বিয়োগিনী কুমুদিনী জলাঞ্জলি পরাণে
দিবসে হৃদয় ধরি, নত মুখে কাল হরি,
রজনী সজনী কাছে গগনে আনে,
বিকাশে কুমুদী পুনঃ হরষিত বয়ানে।

অভাগীর দিবানিশি সমভাব রহিল,
ক্রন্দন করিয়া সার চির দিন দুঃখভার
বহিতে বহিতে মোর তনু জ্বলিল
সে জনের মুখে ছাই যে এ প্রথা করিল।

পুরুষ সকল প্রাণ দিল এত যাতনা,
অরে রে বল্লাল সেন তুইরে বিষম শোন
কুলীন কপোতী রক্ত পানে বাসনা
চঞ্চু পুটে এত বার উহহু কি বেদনা!!

ললাটে সিন্দুর বিন্দু জ্বলে যেন অনল,
কণ্ঠের যে কণ্ঠমালা, হায়! তার এত জ্বালা,
কিঙ্কিনী সাপিনী কটী দংশে গরল,
কঙ্কন হানিছে মম প্রাণে বাণ কেবল।

ভারত কুলেতে নারী জন্ম যেন হয় না,
তাও যদি হয় কেহ কুলীনের ঘরে দেব,
শত জন্ম হলে তবু যেন লয় না,
এ পোড়া কপাল যেন আর কেহ পায় না।

পটোলডাঙ্গা
৯ ই নবেম্বর
১৮৭১

কস্যচিৎ পাঠিকস্য।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতি।

রাজা প্রজাগণের পিতৃস্থানীয়। পিতার যেমন সকল সন্তানের প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া কার্য্য করা উচিত, রাজারও সেইরূপ প্রজাগণের প্রতি সমভাবে স্নেহ করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের গবর্নমেন্ট কি শাসন কি শিক্ষা কি বিচার সকল বিষয়েই যে রূপ রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন, তাহা আপাততঃ পক্ষপাতশূন্য ও উদার বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহা পক্ষপাত পূর্ণ ও সে উদারতা নিতান্ত সঙ্কুচিত বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাঁহাদের শাসনাধীনে প্রজাগণের নানা বিষয়ে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইলেও স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র না থাকাতে সে সমুদায় সুখ অপ্রকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বিচার সম্বন্ধে তাঁহারা নিজে সামান্য প্রজার ন্যায় আইনের অধীন নন।

ছেন সত্য, কিন্তু বিলক্ষণ জাতিপক্ষপাতিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত রাজনীতিই অদ্য আমাদিগের বর্ণনীয়।

শিক্ষা বিষয়ে প্রতিযোগিতা প্রণালী স্থাপন দ্বারা তাঁহারা যে বিলক্ষণ উদারতার প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা অধিক শিক্ষা লাভ সাধারণের অসাধ্য এবং প্রধান প্রধান পদ গুলি সাধারণের না করিয়া শ্রেণী বিশেষের একায়ত্ত করিয়া দিয়া নিতান্ত অনুদারতার পরিচয় দিয়াছেন। মূল রাজনীতি দোষ শূন্য হইয়া তদন্তর্গত অন্যান্তর নিয়ম নিরস্তুন যে উহা অনুদারতাদোষসংস্পৃষ্ট হয় ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে। গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দ্বারা ধনবানেরা যে পরিমাণে উপকার লাভ করিতেছেন, দরিদ্রের সেরূপ হইতেছে না। মনে কর, একজন দরিদ্র ও একজন ধনবান দুই জনেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উভয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু কেহই ছাত্রবৃত্তি পাইলেন না। ধনীর সন্তান বেতন দিয়া পড়িতে লাগিলেন, দরিদ্রের সে সামর্থ্য নাই, তাহার পড়া শুনা বন্ধ হইয়া গেল। এমন অবস্থায় শিক্ষা শ্রম ও বুদ্ধি লভ্য না হইয়া ধনলভ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। অধিক শিক্ষা লাভই যখন দরিদ্রের পক্ষে ঘটিয়া উঠিল না তখন উচ্চ পদ লাভে তাহার সামর্থ্য অধিকার সম্ভাবনা কি? ১৯ এ অক্টোবরের ইংলিসম্যানে "দরিদ্র" স্বাক্ষরপত্রখানি আমাদিগের বাক্যের প্রতিপন্ন করিয়া দিবে। পত্রপ্রেরক ... পরীক্ষার যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ...ছেন গবর্ণমেন্ট কি তাহার যাথার্থ্যের ... করিতে পারেন? একালান্ত পরীক্ষা ...হলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ...র দুই বৎসর আইনের বক্তৃতা ...নে হইবে অর্থাৎ ৮১৲০ বৎসর ...অর্থ ব্যয় করিয়া কালেজে না পড়িলে উকীল হওয়া যাইবে না, সুতরাং দরিদ্রের ১০১৲৪ টাকার চাকুরী ভিন্ন অন্য গতি নাই। গবর্ণমেন্ট শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা দান করেন, অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ জানা যায়, সেই অর্থ ধনবানের শিক্ষার্থ যত ব্যয় হয় দরিদ্রের জন্য তত নহে। যাহা হউক, গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী দরিদ্রের অধিক শিক্ষা ও উচ্চপদ লাভের মহান অন্তরায় হইয়াছে। পত্রপ্রেরক যথার্থই বলিয়াছেন, বি; এল, না হইলে হাই কোর্টের উকীল হওয়া যায় না, বি, এল পরীক্ষা দিয়া আইনের বক্তৃতা শ্রবণ না করিলেও বি, এল হওয়া যায় না, আবার দুই বৎসর কালেজে না পড়িলে বি, এ পরীক্ষা দেওয়া যায় না, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিলেও কালেজে পড়া যায় না। গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এগুলি দরিদ্রের পক্ষে সম্ভাবিত কি না? প্রবেশিকা পরীক্ষার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যাঁহাদের পাঠ শেষ হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে কিরূপে উক্ত পরীক্ষা দিবেন? পরীক্ষা না দিলেও উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা নাই। লেখা পড়া শিখিয়াও তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে। বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতা সত্ত্বেও একজনকে কার্য্য করিতে না দেওয়া যে কিরূপ যুক্তি, আমরা বুঝিতে পারি না। উপসংহারে বক্তব্য এই, দরিদ্রের উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ পদলাভের যে সকল অন্তরায় আছে, গবর্ণমেন্ট শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম বিশেষের সংশোধন দ্বারা তাহার দূরীকরণ করিয়া আপনাদিগের চিরাভ্যস্ত উদারতার পরিচয় প্রদান করুন।

১২৭৮ শ্রীঃ—
৩ রা অগ্রহায়ণ

—০—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত কুমার মহেন্দ্র লাল খাঁ,
নাড়াজোল ১০

শ্রীযুক্ত বাবু পুলীনচন্দ্র রায়
ফুলবাগান ১০

" " হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—রাজারামপুর ১০

" " রূপময় দাস—ডায়মণ্ডহারবর ৫।০

" " রাধাবল্লভ সাহা—চিৎপুর রোড ৫।০

শিবসাগর ব্রাহ্মসমাজ ৫।০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়ে বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

নগদ মূল্য ১ এক টাকা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫॥ টাকা	সন ১২৭৮। ১৯ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৭১। ৪ ঠা ডিসেম্বর	মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং বাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও বাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মণিঅর্ডর হণ্ডী বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন ১২৭৮	শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তী কার্য্য সম্পাদক

—:o:—

বিগত ১১ ই অগ্রহায়ণ রবিবার বারুইপুরস্থ অজিনব উদ্যানে বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা এলিওপ্যাথি, হোমিওপ্যথি, এই তিন প্রকার ঔষধ প্রস্তুত থাকিবেক পীড়ার নিমিত্ত যাহাদের যে প্রকার ঔষধ আবশ্যক হইবেক তাহা বিনা মূল্যে পাইবেন এবং গাড়ী ও পাল্কী ভাড়া দিলেই চিকিৎসক লইয়া যাইতে পারিবেন ভিজিট দিতে হইবেক না।

বারুইপুর ১২৭৮ ১২ ই অগ্রহায়ণ	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় উক্ত চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক।

—::—

মর্টগেজির আজ্ঞানুসারে এবং মর্টগেজর যিনি দেউলিয়া হইয়াছেন, তাহার বিষয়ের আসাইনি স্বরূপ আফিসিয়াল আসাইনির সম্মতি ক্রমে আগামী ১৪ ই ডিসেম্বর (১৮৭১) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় এগ্‌ চেঞ্জ গৃহে মাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি নিম্নলিখিত সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কলিকাতা ধর্ম্মতলা মসজিদ্‌ষ্ট্রিট ১৮, নং উপরিস্থিত বাসগৃহ এবং তদন্তর্গত অনুমান ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ভূমি এবং উক্ত ষ্ট্রিটে পূর্ব্বতন নং ১৩ যথায় এক্ষণে বা ইতিপূর্ব্বে দেওয়ান আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন।

ওলড পোষ্টআফিস ষ্ট্রীটে আফিসিয়াল আসাইনির নিকট অথবা হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে কোলিন কোম্পানির নিকটে তত্ত্ব করিলে অন্যান্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

—o—

সমূল ব্যবস্থা বা চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী নব চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে নব রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি তাহার লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৶০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিগ কোম্পানির বাটিতে ও শ্রেরামপুর যদুগোপাল চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

—o—

বাহাত্তুরে কলিকাতার নগর।

ভাঁড় সঙ্কলিত।

রামায়ণের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইহাতে কলিকাতা নগরের সত্তর বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাঁধায়ের মূল্য ৮০ মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।

—o—

নাটোর রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাল জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেন্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। রাহখরচ বিদায় এবং বারবরদারি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ } শ্রী মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর
৩০ এ আশ্বিন } রাজধানীর সদর কাছারি

—•—

সংস্কৃত অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে; মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

—•—

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেণ্ডুসেরাজিম লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং ভারতবর্ষস্থ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিয়মতে বিভক্ত হইল।

১ম	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটী গীর্জ্জা এবং কয়েকটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিয়োজিত সভা সদস্যের সম্মুখে ও তাঁহারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরির ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, রসটন সাহেবের বাটীতে কলিকাতায় ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজার গলি, জে, ডুমেল কোম্পানির আফিসে, ১ নং ম্যাঙ্গো লেন ডি, জে, কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেনটিঙ্ক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

আয়ুর্ব্বেদের সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা মুক্তারাম ষ্ট্রীট মদনমিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ যন্ত্রালয়ে মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুলসহিত ১৸০ আনা। চিকিৎসাসংগ্রহ ১ম ভাগ মাশুল সহিত ২৸০ এবং ২য় ভাগ মাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ২৷০ আনা।

—•—

ম্যাণ্টিকলি পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্‌শন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

—•—

১০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে সংপ্রণীত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০ আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৵০ ঐ
নীতিসার (২য় ভাগ)	৵০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে।—

	ভাড়াতি স্থান	আন্দাজী
ঐ ৫ পিয়ের লেন	ঐ	৮৩ কাঠা
নং১৩৫ ইন্টিয়াটন রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিয়ুরাস্ গিলা, স্যাং আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম, ডি. কর্ত্তৃক নূতন

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪৫০
ডাকমাশুল ।৵০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা বাগবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

মহাশয়গণ! সম্প্রতি বহু পারদর্শী অনৈক যোগ্য একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, অম্লশূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমন্দের বদ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিন) ঔষধের মূল্য ২৫০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ।০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিন্দু কোং গোকুলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদার নাথ বিদ্যাবিনোদ বি এণ্ড কোং স্বয়ং অমৃতবিন্দুর কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইহাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিন্দু চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃতবিন্দু আফিস
১৩ ই আষাঢ়। ১২৭৮
} শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। [illegible] আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১৪ এ নবেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	৪	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ২৪ মাইলের মধ্যে	৩	
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	৩	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইলের মধ্যে		৬
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী ৩৫ মাইলের মধ্যে	৭	
ভাগীরথী।		
মোহানায়	১৭	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৭	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৬	১
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫৬ মাইলের মধ্যে	৫	২
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৭	৬
জলঙ্গী।		
মোহানায়		
তথা হইতে করিমপুর ১১ মাইলের মধ্যে		
করিমপুর হইতে টিয়াকাটী ৩২ মাইলের মধ্যে		
টিয়াকাটী হইতে নদীয়া ৬০ মাইলের মধ্যে		

সন ১৮৭১ সালের ২৭ এ নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১০	১৫

বহরমপুর
২৭ নবেম্বর
১৮৭১ সাল
} শ্রীযুক্ত আর, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবায়ের ডিবিজন

আমার কয়েকখানি দলিল হারাইয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত উহা পাই নাই। যদি কেহ উহা পাইয়া থাকেন, আমাকে প্রত্যর্পণ করিলে আমি তাঁহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত রহিলাম।

কোতালিয়া
১৫ ই অগ্রহায়ণ
১২৭৮ সাল
} শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতধী জনগণের মধ্যে যাঁহারা অহঃ নিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ

বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও নানাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ কার্ত্তিক। শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার সহর শ্রীরামপুর।

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে যেদনাগরাক্ষরে সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষায় যখন যে কোন পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, আমি আমার লাইব্রেরির নিমিত্ত তাহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। অতএব উক্ত প্রকার পুস্তক মুদ্রিত হওয়া মাত্র প্রকাশক তন্মূল্যের ও ডাকমাশুলের সংবাদ সহ তাহার এক এক খণ্ড আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন। তাহা অভ্যাগত হইলে মূল্য ও ডাক মাশুল প্রেরিত হইবে।

১২৭৮ সাল ১০ ই অগ্রহায়ণ কাশিমবাজার। শ্রীরায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর

সোমপ্রকাশ।

১১ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

অন্যেরা বঙ্গভাষার অজ্ঞতা প্রদর্শন করুক, তদ্দর্শনে লোকের মনে অণুমাত্র বিকার জন্মে না। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ প্রদর্শিত অণুমাত্র অজ্ঞতা লোকের মনকে অতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলে। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মধ্যে মধ্যে যে অজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা অনেকের মনকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিছু দিন হইল, আমরা এক দিন শুনিলাম, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব ঢাকা কালেজ দর্শনকালে আদালত হইতে নথী আনাইয়া তত্রত্য ছাত্রদিগকে পড়িতে দিয়াছিলেন, ছাত্রেরা যথারীতি তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হয়, বাঙ্গালির ছেলেরা বাঙ্গলা পড়িতে পারে না, ইহা অতিশয় লজ্জার বিষয়। আমরা যখন এই সংবাদটী শুনিলাম, মনে মনে হাসিলাম, ভাবিলাম, কাম্বেল সাহেবের বিশেষ জানা না থাকাতেই তাঁহার মনে এই অপসিদ্ধান্তের উদয় হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিলেই উহা দূরীভূত হইবে। আদালতের নথী পড়া অতি সহজ কর্ম্ম। যাঁহারা লেখা পড়া জানেন তাঁহারা ১০ দিন দেখিলেই সুন্দররূপে পড়িতে পারেন। উহার নিমিত্ত নূতন বিদ্যার প্রয়োজন হয় না, কেবল কয়েক দিন মাত্র অভ্যাসের আবশ্যকতা হয়। উহার অক্ষর অতি কদর্য্য, তাহা অদ্ভুত প্রকার বর্ণশুদ্ধির নাম গন্ধও নাই; সুতরাং কয়েক দিন অভ্যাস না করিলে পাঠে পটুতা জন্মে না। অপরের কথা কি, আমরা সর্ব্বদা বাঙ্গলা আলোচনা করিতেছি, আমরাও সহসা উহা পড়িতে পারি না। লার্ড কাণ্ডি আদালতের বাঙ্গলা সংশোধনের চেষ্টা পাইয়া যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যদি তদনুসারী কার্য্য হইত, আদালতের নথীর এরূপ দুর্দ্দশা থাকিত না।

যাহা হউক, আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইল, নথী পাঠ মূলক কাম্বেল সাহেবের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি যে সে সংস্কার পরিত্যাগ করেন নাই, শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টরের এক খানি পত্র তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। ডিরেক্টর সাহেব সম্প্রতি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের নিকটে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, যে সকল বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দান করিয়াছে, তাহারা অনায়াসে বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধরূপ পড়িতে ও লিখিতে পারে, অধ্যক্ষেরা এই প্রশংসাপত্র না দিলে ছাত্রেরা বৃত্তি পাইবে না। একদিন না তত্রাদিন ডিরেক্টর এমন কথা লিখিলেন কেন, আমরা ভাবিতেছি হঠাৎ কাম্বেল সাহেবের নথী পড়ার কথা মনে পড়িল। যাহা হউক, বড় দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের যুবকেরা কেমন লেখা পড়া শিখিতেছেন, কি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কি ডিরেক্টর কেহই সে সংবাদ রাখেন না। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের চর্চ্চা হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত শিখিতেছেন, তাঁহাদিগের বাঙ্গলা জানা কালকূটপায়ী মহাদেবের সর্প ক্রীড়নের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ আজি কালি বাঙ্গলা ভাষারও সবিশেষ অনুশীলন হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বিচার সংক্রান্ত রাজনীতি।

ক্রমে ক্রমে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের শাসন প্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সিমলার বিখ্যাত গুকনর সাহেবের মকদ্দমার নিষ্পত্তি অনুসারে আপনার বিচার সংক্রান্ত রাজনীতি বদ্ধমূল করিবার চেষ্টায় আছেন। সিমলার ডেপুটি কমিসনর আইন লঙ্ঘন করিয়া গুকনর নামক একজন বণিককে কারারুদ্ধ করেন। পঞ্জাবের প্রধান আদালত এই দণ্ডাজ্ঞা রহিত করাতে গুকনর ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে নালীশ করেন। কিন্তু প্রধান আদালত আইনের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন " আমার এ বিষয়ে ক্ষমতা আছে " যদি কোন বিচারপতি ইহা সরলান্তঃকরণে ভাবিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে ১৮৫০ অব্দের ১৮ আইন অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন নালীশ চলিতে পারে না। ইহার অর্থ এই, অন্যে না জানিয়া আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে যে বিচারপতি তাহার দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন, তিনি নিজে অজ্ঞতানিবন্ধন আইন লঙ্ঘন

করিলে দণ্ডনীয় হইবেন না। এটী আইনের সূক্ষ্ম অর্থ হয় হউক; কিন্তু সকল স্থানে এটী প্রকৃত অর্থ বলিয়া আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আইনের এইরূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া আর একটী অন্যায় কার্য্য করিতে বসিয়াছেন।

উপবিভাগের একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট এক ফৌজদারী মকদ্দমায় প্রত্যর্থিকে "বজ্জাত" বলিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া মুন্সেফিতে ক্ষতি পূরণের নালীশ করেন। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ১৮৫০ অব্দের ১৮ আইন অনুসারে আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু মুন্সেফ এই বলিয়া ডিক্রী দিয়াছেন যে, এরূপ কোন আইন নাই যে বিচারপতি কোন ব্যক্তিকে গালি দিতে পারেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব মুন্সেফের এই ব্যবহার দর্শনে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি সহকারী মাজিষ্ট্রেটের আপীল গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে চালাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আপীলের নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তিনি কোন্ ব্যক্তির দোষ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না বটে; কিন্তু তাঁহার আজ্ঞার ভাবে মুন্সেফ যে দোষী, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, নতুবা কি নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সহকারী মাজিষ্ট্রেটের মকদ্দমা চালাইবার আজ্ঞা হইল? সহকারী মাজিষ্ট্রেট যদি বিচারাসনে বসিয়া কোন ব্যক্তিকে "বজ্জাত" বলিয়া গালি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে মুন্সেফ ডিক্রী না দিয়া কি করিবেন? কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রায় কি? মুন্সেফ যদি সাহেব ও সিবিলিয়ান বলিয়া অর্থির মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে কেবল যে ন্যায়পরতায় জলাঞ্জলি দেওয়া হইত, এরূপ নয় কাপুরুষের কার্য্য হইত; তাঁহাকে কেহই আর বিশ্বাস করিতেন না। এক্ষণে তিনি ডিক্রী দিয়া কর্ত্তৃপক্ষের বিরক্তিতে পতিত হইলেন। যদি বিচারপতিদিগের এই অবস্থা হইতে চলিল, তবে আর সুবিচারের প্রত্যাশা কি? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন, আইনের সম্মুখে সকল ব্যক্তিই সমান; ইহাতে বর্ণ, পদ, জাতি ও ধর্ম্মভেদ নাই। কিন্তু প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন, যদি কোন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী অপরাধী হন, তিনি দণ্ডনীয় হইবেন না, যদি কেহ তাঁহাকে দণ্ডদান করেন, কাম্বেল সাহেবের নিকটে আর তাঁহার নিস্তার থাকিবে না। এ অবস্থা অতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। আমরা বারম্বার বলিয়া আসিতেছি বিচারপতিদিগকে শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের ধামাধরা করিবার চেষ্টা করিলে কখনই মঙ্গলের হইবে না। এটি ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর মূল নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এইরূপ করাতেই দ্বিতীয় জেমস ও প্রধান বিচারপতি জেফ্রিস ইংরাজ জাতির কলঙ্ক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইংরাজদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয়েরাও বিচারপতির স্বাধীনতার গৌরব করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশ বাস্তবিক বিচারালয়ের দ্বারা শাসিত হইতেছে। যে প্রণালীর দ্বারা দেশের এইরূপ অবস্থা হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। কিন্তু কাম্বেল সাহেব আপনার কতকগুলি কুসংস্কার অনুসারে কাজ করিতে গিয়া দেশের ভয়ানক অনিষ্ট করিতে বসিয়াছেন। ইউরোপীয় সমাজ কাম্বেল সাহেবের রাজনীতির প্রতিবাদ করিতেছেন। আমরা সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অবিলম্বে প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকটে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের রাজনীতির প্রতিবাদ করিয়া আবেদন করুন।

পঞ্চায়েত সংক্রান্ত সম্পাদক।

এক্ষণে দিন দিন নানা প্রকার স্থানীয় করের এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, বোধ হয় কেবল সৈনিক ও আর কয়েকটী অপেক্ষাকৃত সামান্য ব্যয় ভিন্ন শাসনের আর সকল ব্যয় স্থানীয় কর দ্বারা সংগৃহীত হইবে। গ্রাম্য চৌকিদারদিগের দ্বারা দেশের যথার্থ শান্তি রক্ষা হয়; লোকে ইহাদিগের বেতন দেন। যেখানে মিউনিসিপালিটি হইয়াছে, তথায় পুলিসের ব্যয় বাদে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা রাস্তা প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যয় করা হয়। এপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যে সকল বৃহৎ রাস্তা করিয়াছেন, সে সমুদায় কেবল সৈন্যগণের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত। দেশের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অল্পই রাস্তা হইয়াছে। এক্ষণে গবর্ণ[illegible] করের দ্বারা সমুদায় [illegible] পঞ্জাবে যে সকল খাল [illegible]র ব্যয় ভূমির উপরে [illegible]ন দ্বারা সংগৃহীত হ[illegible] আইনটী ক্রমশঃ যে সমুদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত করা হইবে তাহা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। শিক্ষার নিমিত্ত বঙ্গদেশেও পৃথক কর হইবে। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগের স্মৃতিপথে একটী নূতন উপায় উদিত হইতেছে। পূর্ব্বতন রাজা, বাদসাহ ও নবাবেরা ধর্ম্মার্থ অনেক সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কতক সংস্রব ছিল। সে সংস্রবও উক্ত অব্দে পরিত্যাগ করা হয়। পূর্ব্বতন নৃপতিগণ যে উদ্দেশে ভূমি ও টাকা দান করিয়া গিয়াছেন অনেক স্থলে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। অল্প স্থানে অতিথি সেবা হয়। বিদ্যাদান প্রায় কোন মন্দির বা মসজিদে হয় না। দেবসম্পত্তি হইতে ও দেবালয়ের পূজা উপলক্ষে যে আয় হয়, পাণ্ডারা তাহা প্রায় আপনাদিগের কার্য্যে ব্যয় করেন। কিছু দিন

হইল বর্দ্ধমানের একজন মহান্তের অকর্ম্মযার প্রকাশ পায়, ঐ ব্যক্তি ধর্ম্মালয়ের আয়ে আপন রক্ষিত বেশ্যাকে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহান্ত আপনার পূর্ব্বতন সংসারে বিস্তর টাকা দিতেন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ বাবুর অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। দেশে যত ধর্ম্মালয় ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি আছে, তাহা এক্ষণে পাণ্ডাদিগের নিজ সম্পত্তির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা যে কেবল অছি স্বরূপ থাকিয়া ঐ সকল বিষয়ের আয় সাধারণ উপকারার্থ ব্যয় করিবেন, সে আশা আর নাই। অতএব আমরা প্রস্তাব করিতেছি, দেশের যাবতীয় ধর্ম্মালয় সংক্রান্ত সম্পত্তির এক হিসাব করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত যে স্থলে দাতার উদ্দেশ্যে হইতেছে, সেখানে রাজ্যে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। কয়েকজন করিয়া তত্ত্বাবধারক থাকিবেন। নিয়মিত ব্যয় সম্পন্ন হইয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তদ্দ্বারা রাস্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্যাদি করা হইবে। ইউরোপের অনেক দেশে কনবেন্টের সম্পত্তি রাজ্যে অর্পণ হইয়াছে। যখন দাতার উদ্দেশ্যের বিপরীত কার্য্য হইতেছে, তখন যদি গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মালয়সংক্রান্ত সম্পত্তি রাজ্যে অর্পণ করিয়া তাহার আয় স্থানীয় উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় করেন অন্যায় কার্য হইবে না।

—০—

কি কারণে আর্য্যধর্ম্মোচিত ক্রিয়া কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে।

আত্মাতে বিজাতীয় প্রেম আছে। সেই প্রেমনিবন্ধন আপনার অপকর্ষ দর্শন মানুষের সহ্য হয় না। আমরা যদি অন্যকৃত কার্য্যের তাৎপর্য্য গ্রহে অসমর্থ হই, আমরা বুঝিতে পারিলাম না, এ অপকর্ষ স্বীকারে কোনক্রমেই সম্মত হই না, অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসি, কার্য্যকর্ত্তা সম্যক বিবেচনা করিয়া কার্য্যটী সম্পাদন করিতে পারেন নাই। আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী অপরিণামদর্শী ব্যক্তিরা আর্য্যধর্ম্মোচিত ক্রিয়া কলাপের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন আর্য্যধর্ম্ম উপধর্ম্ম ইহার প্রণয়নকারিরা কতকগুলি নিষ্প্রয়োজন যুক্তিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিজবুদ্ধির অপকর্ষ সিদ্ধান্ত স্বীকার অপেক্ষা এই সিদ্ধান্তই অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিবেচনা করা উচিত জগদীশ্বর মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন। মানুষ সেই বুদ্ধিবলে কার্য্যাকারণভাব পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদায় কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার নিষ্প্রয়োজন প্রবৃত্তি জন্মিবে, একথা দূরে থাকুক, পশুরাও আহারাদি প্রয়োজন ব্যতিরেকে পদ সঞ্চালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করে না। আর্য্য প্রধানেরা যে ক্রিয়াকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে সন্দেহ নাই। পরপ্রতারণা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থসাধন সে উদ্দেশ্য নয়, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সে উদ্দেশ্য কি? তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে বেদান্ত মতটীর উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে।

এদেশে অন্য অন্য দর্শন অপেক্ষা বেদান্ত দর্শনেরই অধিকতর সমাদর ও গৌরব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার অদ্বিতীয়। ঈশ্বরাতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই। এই যে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এগুলি ভ্রমাত্মক। বেদান্তমতে অধ্যারোপাপবাদন্যায়ই বলীয়ান্। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, তেমনি সেই পরব্রহ্মে এই জগতের ভ্রম হইতেছে (১)। এই ভ্রম দূরীকৃত হইলে জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম জন্মে, ভ্রম নিরাকৃত হইলে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়, সর্প বলিয়া আর বোধ হয় না, ইহা কাহারও অবিদিত নাই (২)। ঈশ্বর অদ্বিতীয়, এই জগৎ তন্ময়, তিনি নিরাকার, ভূরি ভূরি শ্রুতি ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে (৩)। আর্য্য প্রধানেরা বিবেচনা করিলেন, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও তাহাতে মনোনিবেশ করা যে সে ব্যক্তির কর্ম্ম নয়। যাঁহারা অনন্যমনা অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিরন্তকাল একান্তচিত্তে সেই অদ্বিতীয়ের আরাধনা করিয়াছেন, সেই যোগী ও ঋষিগণই তাঁহার বিষয়ে মন স্থির করিতে পারেন নাই। সামান্য লোকের মন স্থির হওয়া ত সম্ভাবিত নহে এই বিবেচনা করিয়া আর্য্য প্রধানেরা সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণপ্রভৃতির উপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিত করিলেন (৪)। তাঁহাদিগের অভিপ্রেত এই,

---

(১) অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ অবস্তুনি বস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ।

(২) অপবাদো নাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তস্য অজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বং। বেদান্তসারঃ।

(৩) একমেবাদ্বিতীয়ং, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানেব কিঞ্চন। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ। অরূপবদেবাহি তৎপ্রধানত্বাৎ ইতি বেদান্তসূত্রং।

(৪) যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা। একএব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথাত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

স্থূলাত্মা লোকেরা সূর্য্যচন্দ্রাদি দৃশ্যমান পদার্থে মন স্থির করিয়া সেই অদ্বিতীয়ের আরাধনা করিতে পারিবে। সূর্য্যচন্দ্রাদি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নহে। তাঁহাদিগে আরাধনা করিলে সেই ব্রহ্মেরই আরাধনা সিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায় করিয়া তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্রাদির আরাধনার্থ যাগ যজ্ঞাদির সৃষ্টি করিলেন। এস্থলে এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলা আবশ্যক হইল। যাঁহারা এই বলিয়া আপত্তি করেন, আর্য্যজাতীয়েরা এমনি মূঢ় যে ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্ট বস্তুর আরাধনায় রত হন, তাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ নহেন। আর্য্যেরা সূর্য্যচন্দ্রাদিকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। আর্য্যপ্রধানেরা ইহাও বিবেচনা করিলেন, যদি কালনিয়ম করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিয়মকরা না হয়, উহার বিধান বিফল হইবে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর পবিত্র বস্তু, পবিত্র না হইয়া তাঁহার আরাধনা করা বিধেয় হয় না, এই ভাবিয়া আর্য্যপ্রধানেরা আরাধনাকালে শৌচেরও বিধি করিয়াছেন (৫)। এই মূল হইতেই দর্শপৌর্ণমাসাদিযাগ এবং বীজাদি দোষ শুদ্ধির নিমিত্ত গর্ভাধান পুংসবনাদি সংস্কারের সৃষ্টি হইয়াছে।

এ স্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। যাঁহারা মনে করেন যজ্ঞাদি স্থলে আকাঙ্ক্ষা ব্রহ্ম ক্রিয়াদির আদরণ উপধর্ম্মেরই এক মাত্র চিহ্ন, ইহার অন্য প্রয়োজন নাই, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই, অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সকল ধর্ম্মেই এক একবিধ অনুষ্ঠান লক্ষিত হইবে। জলসংস্কার ব্যতিরেকে খৃষ্ট ধর্ম্মে মুক্তি লাভ হয় না, খৎনা মুসলমান ধর্ম্মের জীবনোপায়ক। যাঁহারা এসকল অনুষ্ঠানকে উপধর্ম্ম চিহ্ন বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহারাও ধর্ম্মদিগকে উপাসনাগৃহে বসিয়া মন্ত্রমুদ্রণাদিরূপ উপধর্ম্ম চিহ্নের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন নাই।

আমরা আর্য্যধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকাণ্ড সৃষ্টির যে কারণাদি নির্দ্দেশ করিলাম, মন্বাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্যপর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিকৃত। ভগবান্ মনু প্রথম অধ্যায়ে ভূত ও দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি সৃষ্টি করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম বর্ণন করিলেন। দ্বাদশ অধ্যায়ে উপসংহার কালে ঋষিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মের সমুদয় ফল তোমাদিগকে বলা হইল। এক্ষণে ব্রাহ্মণের মোক্ষসাধন কর্ম্মানুষ্ঠান বলা হইবে শ্রবণ কর। উপনিষদাদি বেদের অর্থ বোধ করিয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, কৃচ্ছ্রাদি ব্রত, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ইন্দ্রিয়জয় অহিংসা সংসর্গপরিত্যাগ, গুরুশুশ্রূষা এই গুলি প্রকৃষ্ট মোক্ষসাধন। এই বেদাভ্যাসাদি সকলের মধ্যে উপনিষৎ পরমাত্মজ্ঞান প্রকৃষ্ট। উহাই সর্ব্ব বিদ্যা প্রধান। যে হেতু উহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়। পূর্ব্বোক্ত এই ছয় বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মজ্ঞানরূপ বৈদিক কর্ম্মকে ঐহিক ও আমুষ্মিক শ্রেয়ঃ সাধন বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া জানিবে।

বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রথম স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তির কারণ জ্যোতিষ্টোমাদি, দ্বিতীয় মোক্ষসাধন আত্মজ্ঞান। ঐ বৈদিক কর্ম্ম আচার ও প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে দুই প্রকার। প্রবৃত্ত কর্ম্ম কাম্য অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্টফলসাধন, সংসারপ্রবৃত্তিহেতু, এই নিমিত্ত ইহাকে প্রবৃত্ত বলা যাইতেছে। দ্বিতীয়, দৃষ্টাদৃষ্টফলকামনাশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান সাধন, সংসারনিবৃত্তি এই নিমিত্ত ইহাকে নিবৃত্ত বলা গেছে। মনুষ্য প্রবৃত্ত কর্ম্ম সেবা ... দেবতাদিগের তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। নিবৃত্ত কর্ম্ম সেবা করিয়া পঞ্চ... দেহ অতিক্রম করে, অর্থাৎ ... হয়। ব্রাহ্মণ যথোক্ত অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মধ্যান, ইন্দ্রিয় ও বেদাভ্যাসে যত্নবান হইবে। এ জ্ঞান ও বেদাভ্যাসাদি নিবন্ধন ব্র জন্ম সাফল্য হয় (৬)।

মন স্থির করিয়া নিরাকার উপাসনা যে সে ব্যক্তির সাধ্য নয়, এই বিবেচনা করিয়া এবং সকলই সেই পরব্রহ্মের নানারূপ ক

(৫) অত্র বৈদিক ক্রিয়ানিমিত্তঃ কাল বিশেষঃ শুচি দ্রব্যকালজীবিত্বেনাধিকারিবিনে কনীকৃত্যাত্র বা সন্ধ্যা সামান্যিকরণে যো ক্রতিঃ সকৃতেক ইতিবৎ কালস্য বিশেষণেন দ্বিতীয়াত্যো কিন্তু কালস্যাবয়বো সন্ধ্যা-দের অভাবিকা পুনঃ সন্ধ্যা বিধীয়তে অবধি পূর্ব্বাদি সন্ধ্যা ইতিবৎ অতঃ কর্ত্তৃবিশেষণীকৃত স্যাদি কালস্য বৈদিকক্রিয়াঙ্গ নিমিত্তত্বা উক্তো। কিমিত্যাহ।

(৬) এবমর্থাঃ সমুদ্দিষ্টঃ কর্ম্মণাং বঃ শুভঃ। নিঃশ্রেয়সকরং কর্ম্ম বিপ্রস্যেদং নিবোধত। বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ। অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরং। সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। ষণ্ণামেষান্তু সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রেত্য চেহ চ। শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকং। সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং। ইহ চামুত্র কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে। প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং। নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ। যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা। মনু সং দ্বা।

ছিলেন। বেদান্ত সূত্র ভাষ্যে শঙ্করা-
…ন দিয়া এবিষয়ের যে মীমাংসা
…ছেন, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধ
প্রতিপন্ন হইয়াছে। "ন স্থান-
তোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।" এ
…ই সূত্রের উপক্রম করিয়া শঙ্করা
…দেখাইতেছেন, সেই পরব্রহ্মের সাকার
ও নিরাকারতাপ্রতিপাদক উভয়
শ্রুতিই লক্ষিত হইতেছে। এই
উভয় শ্রুতিই কি প্রমাণ? একপদার্থ
…ও নিরাকার উভয়প্রকার হইতে
…, শঙ্করাচার্য্য এই প্রকার
…া শেষে এই মীমাংসা
…, এক ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন
…বাধ শাস্ত্রীয় একথা বলা
পারে না। সমুদায় শ্রুতিরই
তাৎপর্য্য, কেবল উপাসনার্থ
স্বীকার করা হইয়াছে (৭)।

(৭) ব্রহ্মণোরূপভেদপ্রতিপাদিকাঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ। …নাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা। স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন … স পুরুষস্তে বিদঃ পুরুষস্তৈ … পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ইত্যাদি। নিরাকারতাপ্রতিপাদিকা অপ্যতঃ। … অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং। আকাশোবৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম। দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ। অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ … অশব্দমস্পর্শমরূপং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং ইত্যাদি। … তত্রতঃ * * * * কিমাহ … উভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং উভয়ো … ইত্যেবং প্রাপ্ত … ন … * * * অতশ্চ ন স্থান … ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় … * * * … রূপাদ্যাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণাং … ব্রহ্মবিষয়াণি … পুনর্নিরাকার … অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ। ইতি … ত্ত্বাৎ।

আর কোন কোন মহাশয়েরা এস্থলে এই এক আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন, চিত্তের স্থৈর্য্য বিধানার্থ প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সূর্য্যচন্দ্রাদি পদার্থমাত্রকে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার আরাধনা করা যেন সঙ্গত হইল, মানুষের যখন প্রথমাবস্থা থাকে, সম্যক্ জ্ঞানের উদয় না হয়, সূর্য্য চন্দ্রাদি স্বরূপ নিরূপণ ক্ষমতা জন্মে না, তখন সেই সেই পদার্থ দর্শন করিয়া ভক্তির উদয় হওয়া এবং ঈশ্বরের স্বরূপ বোধে সেই সেই পদার্থের আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু হরি হর ব্রহ্মা দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রতিমা পূজা কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? ব্রহ্মের রূপকল্পনাবিধায়ক যে সমস্ত শ্রুতি নয়নগোচর হইতেছে, তাহাতে উল্লিখিত দেব দেবীগণের আরাধনাবিধি উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে না, তবে কি কারণ এ সকলের সৃষ্টি ও কোন্ মূল হইতে এ সকলের পূজার প্রাদুর্ভাব হইল? এ প্রশ্নের উত্তর দান ও এ আপত্তির খণ্ডনে বহু বক্তব্য আছে, অদ্য প্রস্তাবটী দীর্ঘতর হইয়া উঠিয়াছে, আগামী বারে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা রহিল।

-:০:-

যবনাধিকারে না ইংরাজ অধিকারে সংস্কৃতের চর্চ্চার হ্রাস হইয়াছে।

সতীশচন্দ্রের নামে একখানি নূতন গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। আমরা তাহার বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিতেছিলাম, দেখিলাম, একস্থলে লিখিত হইয়াছে (১)

(১) কতিপয় শতাব্দী যাবদ্ যাবনিক বিশৃঙ্খলতাবশাৎ সংস্কৃতানুশীলনং। কিং বহুনা, যবনাধিকারকালে বহুবিধবিদ্যা সমূহসহিতা দুর্দ্দশা সমজনি। অনন্তরে সৌভাগ্যতিশয়বশাৎ করুণাময়স্য জগদীশ্বরস্য ইউরোপদেশীয়ানাং লোকোত্তমানাং করে সমর্পিতা ভারত রাজলক্ষ্মী। সাম্প্রতং গুণজ্ঞানাঞ্চ ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতানাং রাজপুরুষাণাঞ্চানুকম্পয়া পুনরপি কথঞ্চিদনুশীলনং কর্ত্তুমুপক্রান্তং সংস্কৃত ভাষায়াঃ।

কয়েকশত বর্ষ যাবৎ সংস্কৃতের অনুশীলন অতিশয় বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য, যবনাধিকার কালে বহুবিধ অত্যাচার ঘটিয়া ইহার দুর্দ্দশা জন্মিয়াছিল। এমন সময়ে ভারতের সৌভাগ্য বলে করুণাময় ঈশ্বর ভারতরাজলক্ষ্মী লোকোত্তমা ইউরোপীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সম্প্রতি গুণজ্ঞ ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত ও রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে পুনরায় সংস্কৃত ভাষার কথঞ্চিৎ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা অনেকের মুখে এই প্রকার কথা শুনিয়া থাকি। এ কথাটী বাস্তবিক কি না? একের দোষ অপরের স্কন্ধে আরোপ করা হইতেছে কি না? না বুঝিয়া একের দোষ অপরের প্রতি আরোপ করা অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। এই সকল আলোচনা করিয়া অদ্য আমাদিগের এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্তি জন্মিল। মুসলমানদিগের অধিকারকালে বহুবিষয়ে বহুবিধ বিশৃঙ্খলা ছিল। পুলিস ভাল ছিল না, বিচার ভাল ছিল না, অধিক কি, মূল রাজনীতি ও শাসনপ্রণালীই ভাল ছিল না। যবন রাজেরা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ন্যায় প্রজার বিদ্যাদানে সমুৎসুক ও যত্নবান ছিলেন না। এই সকলের দুর্দ্দশা হইয়াছিল বলিয়া সংস্কৃতেরও দুর্দ্দশা হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত করা যায় পর নাই অসঙ্গত। এক ব্যক্তি কহিয়াছিল, অশৌচ হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্দনাদি নাই, গণ্ডূষও নাই। অশৌচে সন্ধ্যাবন্দনাদি নাই, অতএব গণ্ডূষও নাই, এই সিদ্ধান্ত করা যেমন উপহাসকর, যবনাধিকার কালে অন্য অন্য বিষয়ের দুর্দ্দশা ছিল, অতএব সংস্কৃতেরও দুর্দ্দশা ছিল, এই সিদ্ধান্ত করা তেমনি উপহাসকর সন্দেহ নাই। কোন্ অধিকারে বঙ্গদেশে তর্কশাস্ত্র সমুদ্দীপিত হয়?

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি কোন্ অধিকারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ? আর্ত্ত প্রধান রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জন্ম গ্রহণ দ্বারা কোন্ অধিকারকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ? ইঁহারা কি যবনাধিকারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই ? ইংরাজদিগের অধিকার হইয়া অবধি এরূপ ক্ষমতাপন্ন কয় ব্যক্তি প্রাদুর্ভাব আবির্ভূত হইয়াছেন ? স্বল্পকালমধ্যে আবির্ভূত হইবেন এ সম্ভাবনাও অল্প।

এতদ্দ্বারা ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, যবনাধিকারে সংস্কৃতের দুর্দ্দশা ছিল না। ইংরাজ অধিকার কালেই ইহার দুর্দ্দশা হইতে আরম্ভ হয়। যবনাধিকারে ইহার দুর্দ্দশা ঘটিবার কারণ ছিল না। মধ্যে মধ্যে দুই একজন যবন রাজা অত্যাচারী হইয়া হিন্দুধর্ম্মের উপরে উপদ্রব করিতেন বটে ; কিন্তু সাধারণতঃ অধিকাংশ মুসলমান রাজা হিন্দুদিগের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। যাঁহারা উপদ্রব করিতেন, তাঁহাদিগের উপদ্রবও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না, সুতরাং হিন্দুরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় সমর্থ হইতেন। হিন্দু রাজাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালীক্রমে তাঁহারা যাবতীয় বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার কোন বাধা ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অধ্যাপকদিগের প্রতিগ্রহরূপ যে বৃত্তি বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহারও কখন কোন প্রকার বিঘ্ন জন্মে নাই তখন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ডের চর্চ্চা বাহুল্য ছিল। তাহাতে অধ্যাপকদিগের বিলক্ষণ প্রাপ্তি হইত। তদ্ভিন্ন জমীদারেরা নিষ্কর ভূমি দানাদি দ্বারা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। তখন সংস্কৃতজ্ঞের অধিকতর সমাদর ছিল। কেহই সাধ্যানুসারে অধ্যাপকদিগের সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। শাস্ত্রকারেরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ও বৃহৎ কর্ত্তব্য ক্রিয়া কাণ্ডের এমনি অনুষ্ঠান নিয়ম করিয়া গিয়াছেন যে, অতি দরিদ্র গৃহস্থও অধ্যাপকদিগকে কিছু না দিয়া পার পাইতে পারেন না। ফলতঃ যবনাধিকারে হিন্দুদিগের চিরাচরিত আচার ব্যবহারাদির কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হয় নাই। সুতরাং সংস্কৃতের দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা কি ?

ইংরাজ অধিকারেই সংস্কৃতের দুর্দ্দশা ঘটিতে আরম্ভ হয়। ইংরাজেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই বটে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে ইহার বিলক্ষণ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। ইঁহারা "উঠান চলার" প্রবাদটী সত্যভূত করিয়া তুলিয়াছেন। যেমন তেজ ও তিমির উভয়ের সামানাধিকরণ্য হয় না, হিন্দু ধর্ম্ম ও ইংরাজী শিক্ষা এউভয়ের তেমনি সামানাধিকরণ্য সম্ভাবিত নহে। [illegible] ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিল, হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিল। অধ্যাপকদিগের বৃত্তির ব্যাঘাত জন্মিল। আদরও কমিয়া গেল। যাহারা ইংরাজী বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রাদির আলোচনায় একান্ত পরাঙ্মুখ হইলেন। এই ধর্ম্ম কি উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহারা তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিলেন না। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রাদির প্রতি তাঁহারা নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। যিনি যে বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ না হন, তাহাতে তাঁহার অশ্রদ্ধা হওয়া বিচিত্র নয়।

সংস্কৃতের প্রতি বিরাগ জন্মিবার এই একমাত্র কারণ নয়। সংস্কৃত ব্যবসায়িরা দেখিলেন, যাহারা ইংরাজী শিক্ষা করেন রাজ দ্বারে বিলক্ষণ মান প্রাপ্ত হন, বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। উৎসাহই সকল বিষয়ের উন্নতি এবং অনুৎসাহ সকল বিষয়ের অবনতির [illegible] সংস্কৃত ব্যবসায়িদিগের ক্রমেই [illegible] সাহ হইতে লাগিল। কাজেই উহার [illegible] হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। যে [illegible] শ্রী হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, [illegible] বিদ্যালয়াদিতে সংস্কৃত চর্চ্চা [illegible] না হইলে ইহার রক্ষা পাওয়া দু[illegible] সন্দেহ নাই। রাজপুরুষেরা ইহা[illegible] চেষ্টা পাইতেছেন, তথাপি যে [illegible] অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে না, তাহ[illegible] উপলক্ষে উল্লিখিত হইল ; অতএব [illegible] তাহার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিয়া তুলা বিধেয় হইতেছে না।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। সতীপরিণয়। এখানি সংস্কৃত। শেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ইহার রচনা করিয়াছেন। দক্ষ কন্যা সতীর শিবের সহিত বিবাহ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়, এই কাব্যখানির ষোড়শ সর্গে শেষ করা হইয়াছে। গ্রন্থের মুখ বন্ধে শেরপুরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ রচনা দেখিয়া বোধ হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয় সবিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। [illegible] নূতন রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিলে এবং পাঠে প্রথমে আমাদিগের যে কৌতূহল [illegible] তাহা চরিতার্থ হইল না। সংস্কৃতের যে পুনর্জীবন হইতেছে. সংস্কৃত গ্রন্থকার পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, ইহা আমাদি[illegible] অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয়।

২। কালিকা স্তোত্র। এখানিও সংস্কৃত। খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামতারক তর্কপঞ্চ ইহার রচনাটি সুললিত হইয়াছে। রচনা বিষয়ে ইঁহার শক্তি আছে, তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইল।

৩। প্রত্নকম্রনন্দিনী। অষ্টম [illegible] তিন খণ্ড।

৪। গার্হস্থ্য সাহিত্য সভার [illegible] তম অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ। [illegible] অব্দের ১৪ ই আগষ্ট এই [illegible] হয়। এচ আর কিন্তু [illegible] আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে [illegible] বাবু প্রাণলাল মল্লিক বঙ্গদেশের [illegible] গবর্নর উক্ত সভার সহায়তা করিবেন যে এক পত্র লিখেন, তাহা পাঠ

[illegible] গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করা হয়। পরে সভ্য নিয়োগাদি অন্যান্য কার্য্য সমাধানের পর সভাপতির অনুমত্যনুসারে বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক [illegible] পাদরির জীবনচরিত বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে গোষ্ঠবিহারী বাবুর বহুদর্শিতা বিজ্ঞতা ও বক্তৃতা শক্তির উৎকৃষ্ট পরিচয় হইয়াছে। ইহার পর রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

৫। মানস রঞ্জন। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বর চিন্তা, স্বাধীনতা, প্রণয় দীর্ঘসূত্রতা মনুষ্যের কর্ত্তব্য প্রভৃতি কতগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশগর্ভ প্রস্তাব পদ্যে রচিত হইয়া সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পদ্যগুলি সরল মিষ্ট ও ভাববিশিষ্ট হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১২ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

[illegible] ভাগে সম্পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণ হইবার যে [illegible] আছে, ষ্টেট সেক্রেটারি উহার পরিদর্শনার্থ ২০০০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আজিও যদি এ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইতে চলিল, ইউরোপ [illegible] জ্যোতির্ব্বিৎ ব্যক্তিদিগের দর্শন বিজ্ঞা[illegible] গবেষণায় সবিশেষ অনুরাগ আছে বলিয়া [illegible] যে প্রবাদ শুনিতে পাই, তাহা সপ্রমাণ হইল কৈ?

[illegible] নবাব পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় [illegible] স্কুল ঘরের নিমিত্ত ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি বর্ষে বর্ষে উক্ত সভায় [illegible] টাকা দিয়া থাকেন। নবাবের এ [illegible] বদান্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অনুকরণীয়।

[illegible] কলিকাতার জলের কল দেখিয়া জয়পুর [illegible] নিজ রাজধানীতে সেইরূপ [illegible] স্থাপনের মানস করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বত হইতে জল আনয়ন [illegible] কিরূপে ইহা করা হইবে তাহা [illegible] নিমিত্ত একজন ইঞ্জিনিয়রকে [illegible] হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশ করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল উদয়পুরের মহারাণা রাণাকে তাঁর [illegible] উপাধি দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিতে অস্বীকার করাতে রাজপুতনার গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট দ্বারা তাঁহার রাজধানীতেই উপাধি দেওয়া হইবে। উক্ত রাণার বয়স ৩০ বৎসরের অধিক হইবে না। ইংরাজী ভাষায় ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার আছে। ইনি অত্যন্ত সুবুদ্ধি ও মৃদু স্বভাব।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় ঘটক ও রজেশ্বর ঘোষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী রাণাঘাট বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

রুশীয়ার সম্রাট আলেকজণ্ডার সার কেশিয়া দর্শন করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ সার কেশীয় ও অজ্ঞীয়দিগের [illegible] ককেসসে একটী বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদিগের এখানে শাসন কর্ত্তাদিগের স্মরণার্থ ভোজ ও আলোকাদিরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, পিকিনে প্রায় সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল, একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র চলিয়া আসিতেছে, ইহার আকৃতি অতি বৃহৎ এবং ইহা রেসমের উপরে মুদ্রিত হয়। ১৮২৭ অব্দে একজন রাজকর্ম্মচারী একটী মিথ্যা সংবাদ ইহাতে প্রচার করেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যু দণ্ড হয়! প্যারিসের রাজকীয় পুস্তকালয়ে উক্ত পত্রিকার যে খণ্ডগুলি ছিল উহা ২০। হস্ত দীর্ঘ হইবে।

দিল্লী গেজেট বলেন, মকাউর সদর বাজারের কতকগুলি লোক তত্রত্য কোতয়াল ও পুলিস ইনস্পেক্টরের প্রতি কতকগুলি দোষারোপের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া উহার অনুসন্ধানার্থ প্রার্থনা করেন। ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, অমুক দিন উহাদের দোষ সপ্রমাণ করিতে না পারিলে আবেদনকারীর প্রত্যেককে তিনি দুই বৎসর করিয়া কারারুদ্ধ করিবেন। ইহাতেও তাহারা ভীত না হইয়া [illegible] ও [illegible] প্রার্থনা করেন। ইহাতে অস্বীকার করাতে তাঁহারা আবেদন ফিরাইয়া লইতে চাহেন, ইহাও তাহাদের ভাগ্যে ঘটিল না। পরে উঁহারা কোতয়ালের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করণাপরাধে বিচারাধীন হইয়াছে। কি সুবিচার!!

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, পুঁটিয়ার দানশীলা রাণী শরৎসুন্দরী দেবী গঙ্গাটিকুরী বঙ্গবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এককালে ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

সাধারণ রাজস্ব হইতে মিসনরিদিগের বেতন ও গির্জ্জা প্রভৃতির সংস্কারাদির ব্যয় দান যে সঙ্গত নহে, মিসনরিরাও তাহা স্বীকার করিতেছেন। সম্প্রতি একজন মিসনরি দিল্লীগেজেটে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতি হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, ঐ টাকা হইতে খৃষ্ট ধর্ম্মের কোন কার্য্যের ব্যয় প্রদান করা অন্যায়; শীঘ্র এ অন্যায়ের উন্মূলন একান্ত কর্ত্তব্য।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষার প্রথম অশ্ব ঘোড় দৌড় পরীক্ষায় ঢাকা কালেজিএট স্কুলের অন্যতর শিক্ষক বাবু দীননাথ সেন ও উকীল বাবু রাজমোহন দে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হউন আর না থাকুন, এই নিয়ম হওয়াতে অনেক বাঙ্গালী অশ্বারোহণ শিক্ষা করিতে পারিবেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ডারউইন লিখিয়া গিয়াছেন, মনুষ্য বানর জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কারলাইল নগরের কোন যুবা ডারউইনের ঐ মত পাঠ করিয়া মনে ঘৃণা উপস্থিত হওয়াতে ইডেন নদীর সেতুর উপরে গিয়া এক লম্ফে নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। মানবীয় মনুষ্য বানর জাতি হইতে উদ্ভূত না হউক, কেহ কেহ যে বটেন, এতদ্দ্বারাই তাহার প্রমাণ হইতেছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

গাংগোরা বঙ্গবিদ্যালয়ের সভ্যগণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, বর্দ্ধমানের

মহারাজ এবং পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য প্রত্যেকে ২০ [illegible] দান করিয়াছেন।

মেদিনীপুরের বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত সাবিত্রী চরিত্র কাব্য দর্শনে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ এবং রাণী শরৎসুন্দরী ১০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহ হইতে যে দারুচিনি রপ্তানী হইবে, তাহার মাশুল শুল্ক গ্রহণ করা হইবে না। রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি [illegible]।

কোন সতী সহগমন করিলে যেমন তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে [illegible]মেণ্টের নিকটে তরিমিত্ত দায়ী হইতে [illegible] কালি আত্মহত্যা বৃদ্ধি হওয়া[illegible]। সম্প্রতি ঐ নিয়ম হয়, একখানি [illegible]পত্র এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে [illegible] সতীর সহগমন নিবারণ লোকের [illegible] সাধ্যায়ত্ত আত্মহত্যা নিবারণ তজ্জন্য

সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ [illegible] একটী আইন নির্দিষ্ট হয় যে, [illegible] আপীল আদালতে যে আজ্ঞা অনুমোদন [illegible] করেন, তাহাই চূড়ান্ত আজ্ঞা হইবে। [illegible] জুডিসিয়াল কমিশনরের নিকট ও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার পথ উন্মুক্ত থাকে তন্নিমিত্ত অযোধ্যার [illegible] যাবতীয় লোক গবর্ণর জেনরলের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আপীলের পথ বন্ধ করা আর অবিচারের প্রশ্রয় দেওয়া উভয়ই তুল্য।

আমরা সেদিন মাদ্রাজীয় দুটী ছাত্রের ইংলণ্ডে পলায়নের সংবাদ পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। সম্প্রতি শুনা গেল, প্রেসিডেন্সি কালেজের চারি জন ছাত্র ১৩০ টাকা লইয়া ইংলণ্ডে পলাইবার চেষ্টা পায়। টেলিগ্রাফে সংবাদ দেওয়াতে উহারা আলাহাবাদে [illegible] হইয়াছে। যখন ১৫০ টাকায় [illegible] ওয়া যায়, এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে, তখন অনেকেই পলাইতে পারিবেন।

গত কল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর প্রায় ২৩০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন। এ বৎসর প্রবেশিকা ১৯০২ এবং প্রথম পরীক্ষার্থী ৫০৯ সর্ব্ব শুদ্ধ ২৪০৯ পরীক্ষার্থী আসিয়াছেন।

গত কল্য প্রাতঃকালে গবর্ণর জেনরল স্বগণ সহিত কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

দিল্লী গেজেট বলেন, সূর্য্যের উপরে প্রায় ৫৭০০০ ক্রোশ দীর্ঘ একটী দাগ দেখা গিয়াছে। কিছু দিন হইল, আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম, সূর্য্যমণ্ডল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া পৃথিবী ভস্মসাৎ করিবে।

১৪ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

ডেলিনিউস বলেন, দুই জন বাঙ্গালী পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী ইহুদী কন্যাকে বাহির করিয়া আনিয়া চিৎপুর রোডে পান্নালাল শীলের বাটীতে লুকাইয়া রাখে। কন্যার একমাত্র মাতা ছিল, সে এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলি ইহুদী সঙ্গে লইয়া ঐ বাটীতে প্রবেশ করে। কন্যা তাহার মাতার নিকটে যাইতে অস্বীকার করে। কিন্তু উহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়াছে। পান্নালাল বাবু অনধিকার প্রবেশের নালীশ করিয়াছেন। যাহারা ঐ কন্যাকে আনিয়াছিল উহাদের মধ্যে একজন বাবুর ভৃত্য। অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ পান্নালাল বাবুর পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটী নগরের মধ্যে মান্দ্রাজের লোক সংখ্যা অধিক। কলিকাতার ৫ বোম্বাইর ৬ এবং মান্দ্রাজের লোক সংখ্যা ৮ লক্ষ হইবে। কিন্তু কলিকাতা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, আলীগড় জেলার অন্তঃপাতী গোপালপুর নামক গ্রামে এক বণিকের স্ত্রী এককালে ৬ টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। তন্মধ্যে ২ টী পুত্র ও ৪ টী কন্যা। সন্তানগুলি এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে। [illegible] টী করিয়া ক্রমে এককালে ৬ টী সন্তান প্রসবের কথাও শুনা গেল।

গত রবিবার কলিকাতার ক্লাইব ষ্ট্রীটে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। রবিবার রাত্রিতে অগ্নি লাগিয়া সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও উহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। প্রথমে উক্ত ষ্ট্রীটে দুটী পাটের গুদামে অগ্নি লাগিয়া পরে ঐ অগ্নি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া ৭। ৮ খানি গুদামঘর একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, ডিপুটী পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পার্সি সাহেব অগ্নি নির্ব্বাণ বিষয়ে সবিশেষ পরিশ্রম ও [illegible] সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাট ও গাটী প্রভৃতিতে প্রায় ৩।৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

গত রাত্রিতে লার্ড মেয় সস্ত্রীক কলিকাতার নাট্যশালায় গমন করিয়াছিলেন। এই সময় [illegible] ভিন্ন কোন সভা বা বিদ্যালয়াদিতে লার্ড মেয়ের বড় সন্দর্শন লাভ হয় না।

গত সোমবার আসলি ইডেন সাহেব রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন।

অদ্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল; কিন্তু উহা শুক্রবার পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

কয়েদিদিগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া বারাসতীর কোতয়ালের যে কারাদণ্ড হয়, হাইকোর্টে আপীল হওয়াতে উহা কমিয়া এক বৎসর কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। আজ্ঞা দান কালে জজেরা মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস কর্ম্মচারীরা যেরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন তাহার উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, চট্টগ্রাম হইতে যে সেনাদল লুশাই যুদ্ধে গমন করিবে, উহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য ৮ জন পথ প্রদর্শক এবং ৬ জন দ্বিভাষীর জন্য কাপ্তেন লিউইন আবেদন করিয়াছেন। [illegible] মাসিক টাকা ব্যয় হইবে। এই যুদ্ধ যতই [illegible] বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লোকের হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে

১২ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, আমাদিগের ষ্টেসন মাষ্টার বোডমান সাহেব একজন টিকিট সংগ্রাহকের নিকট ৭০০০ টাকা [illegible] করিয়া এক রসিদ দেন। যথা সময়ে টাকা প্রার্থনা করাতে তিনি টাকার বিষয় অস্বীকার করেন। টিকিট কালেক্টর ঐ রসিদ লইয়া কর্তৃপক্ষকে জানান। ইহার বিচার হইতেছে। বোর্ডম্যান সাহেব এক্ষণে কারাগারে আছেন। রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে অনেক বোডমান সাহেব আছেন।

গত শুক্রবার কলিকাতার আর্মিনীটোলার পাটের গুদামে আগুন লাগে, কিন্তু সময়ে সাহায্য হওয়াতে বড় ক্ষতি হয় নাই। ক্লাইব ষ্ট্রীটে পাটের গুদামে আগুন লাগিয়া প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। এই সকল গুদামে কোনরূপ অগ্নি সংস্রব রাখিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

গত শনিবার বরিসিংহ না [illegible], গবর্ণর জেনরলের শরীর রক্ষক দ [illegible] র এক ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোককে এরূপ গুরুতর আঘাত করে যে তাহার গর্ভপাত হইয়া যায়। হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকটে বিচার হইতেছে। স্ত্রীলোকটী এক্ষণে হাঁসপাতালে আছে বলিয়া বিচারের শেষ হয় নাই।

সেদিন কলিকাতায় একটী বালিকা প্রদীপ লইয়া খেলা করিতেছিল এমন সময়ে তাহার কাপড় ধরিয়া উঠিল। চীৎকার করাতে সকলে আসিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বালিকাটীর মৃত্যু হইয়াছে।

এ মাকেঞ্জি ২৩ এ নবেম্বর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মার্কবিনের অনুপস্থিতিতে এফ, বি পিকক সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির [illegible] করিবেন এবং এচ, এল, ডাম্পিয়র [illegible] পদে জুনিয়র সেক্রেটারি হই[illegible]

[illegible] হইতে লিখা গেজেটে এক [illegible], ডিস্ট্রিক্ট পুলিসের একজন ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর একজনকে ডাকাইতির সন্দেহ করিয়া নানা প্রকারে তাহার অপরাধ স্বীকার করাইবার চেষ্টা পায়, পরিশেষে অপহৃত দ্রব্যের ন্যায় কতগুলি দ্রব্য গোপনে ঐ ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া আসিয়া খানাতল্লাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু প্রথমে তাহার বাটীতে কিছু পাওয়া যায় নাই বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের সন্দেহ হওয়াতে তিনি অনুসন্ধান দ্বারা ইনস্পেক্টরের এই কৌশল জানিতে পারিয়া তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এটী নূতন হইয়াছে।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, ২১ এ নবেম্বর নীজন গ্রামে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইবার কথা আছে। ইহার শেষ হইলে নীজন গ্রামের রাজা মহা সমারোহে একটী ভোজ দিবেন। এই সভায় রাজা স্বয়ং নৃত্য করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাকেও বুঝি আমাদিগের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার রোগে ধরে।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, সম্প্রতি মাঙ্গালোরে একটী ভয়ানক হত্যা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটী স্ত্রীলোক কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার স্বামীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহার উপপতিকে পীড়াপীড়ি করে। সে কোন মতে সম্মত না হওয়াতে পাপীয়সী পরিশেষে স্বামীকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে উপপতিকে নানা রূপে লওয়াইয়া এক বৃহৎ প্রস্তরাঘাতে মস্তক চূর্ণ করিয়া স্বামীর হত্যা সাধন করে!! ইহাদের দুই জনের ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। দুষ্টা স্ত্রীলোকেরা না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই।

আগামী ৪ ঠা ডিসেম্বর সোমবার টাউন হলের বর্ত্তমান বৎসরের ৯ ম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইবে।

১৬ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

গত সোমবার গবর্ণর জেনরলের সম্মানার্থ কলিকাতায় বলন্টিয়ারেরা দণ্ডায়মান আছেন এমন সময়ে একজন বলন্টিয়ার বন্দুকের ভারেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অনেক পরিচর্য্যা পর এই যুবা যোদ্ধার চৈতন্য হয়।

[illegible] হইতে একজন মুক্ত কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

ইংলিসম্যান ডাল সাহেবকে দলভুক্ত করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। ডাল সাহেব রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনকে খৃষ্টের ভক্ত বলিতেছেন। এরূপ দুই একজনকে ত্যাগ করিলেই প্রতুল।

লাহোরের কমিসনর কর্ণেল এলিয়ট বিদায় লইতেছেন। এই কর্মচারী উকীল দেখিলে বড় বিরক্ত হন। সম্প্রতি একজন উকীলকে এরূপ গালি দিয়াছিলেন যে, কেবল প্র[illegible]রি করা বাকি ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে প[illegible]লিক ওপিনিয়নে একটী প্রস্তাব লিখিত [illegible], কর্ণেল এলিয়ট ইহাঁকেই লেখক স্থি[illegible] করিয়া কাল কাড়িয়াছিলেন। অন্যান্য এ[illegible]টী এই সঙ্গে গমন করেন এটী একান্ত [illegible]নীয়।

আলী[illegible] জেলের সুপরিন্টেন[illegible] পরেই ডাক্ত[illegible] তদ্বিষয় রেপোর্ট করেন নাই বলিয়া [illegible]শীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভর্ৎসনা [illegible]ছেন। যে দুই ব্যক্তি ডাক্তারকে আ[illegible] করে তাহারা দুই জনই পাটনাবাসী [illegible]। ইনস্পেক্টর জেনরল উভয়কে বেত্র [illegible] দণ্ড [illegible] দিয়াছিলেন। ডাক্তার লিঙ প্রেসিডেন্সি জেলের কয়েদিদিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন [illegible]। তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে আলীপুরের জেলে কোন গোলযোগ ছিল না। তখন সাহেবকে কয়েদিগণ অত্যন্ত ভাল বাসে। ডাক্তার লিঙের উপরেই তাহারা এত চটা কেন? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

১৭ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

বুলেন স্মিথ সাহেব পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন গত কল্য হয় নাই, আগামী শুক্রবারে [illegible]।

সংবাদ আসিয়াছে, [illegible] সিয়ানের চতুর্দ্দিকস্থ প্লাবিত স্থানে [illegible]য় ১০ লক্ষ লোক অনাহারে ও অ[illegible]রে কষ্ট পাইতেছে। শাসনকর্তৃগণ [illegible] কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন [illegible] প্রভূত

পাছে ঐ সকল ব্যক্তি পাশ্চিমত্য করে, এই আশঙ্কায় দেশ মধ্যে অধিক সংখ্যা সৈন্য প্রভৃতি আরও উদ্যোগ করিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত দাস কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন তাঁহার প্রণীত পদ্য কলাপ মুদ্রণার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

গোয়ালন্দ ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, রাণী শরৎ সুন্দরী উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমীর খাঁর আপীলের মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। আন্‌ষ্টী সাহেব বুধবার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতিবার দুই প্রহরের সময়ে শেষ করেন। অবশিষ্ট সময় ইঙ্গ্রাম সাহেব বক্তৃতা করেন। তদনন্তর আডবোকেট জেনরল প্রত্যুত্তর আরম্ভ করিয়াছেন। শনিবারেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। সোমবার আমীর সাহিকটেরা পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিবে। এধান বিচারপতি কাউচ, ও বিচারক [illegible]নকমন ও মাক ফারসন আপীল শুনি[illegible]।

ইংলিশম্যান বলেন, [illegible] মেমোরিয়াল ফণ্ডের অংশ উকী[illegible]র লাইব্রেরির অধ্যক্ষ এপর্য্যন্ত ২২/[illegible] টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান মাস হইতে [illegible]রের উপসাগরে একটী আলো [illegible] হইবে। ৬ ক্রোশ দূর হইতে এই আ[illegible] দেখা যাইবে। যে স্তম্ভের উপরে আ[illegible]কিবে সেটী সৌধ [illegible]র্মিত। সমুদ্রের [illegible] হস্ত উচ্চে আলোটী থাকিবে।

নিম্নলিখিত গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতে[illegible]

৪ টাকা	সিক্কা	৯৮৸৵—৯৮৸০
৪ „	কোং	৯৮৸৵—৯৯
৪ ॥ „	[illegible]	১০৪৸—১০৪
৪ ॥ „		১০৩৸০—১০৪
৪ ॥ „		১০১৸৵—১০২
৫ „		১০০
৫ ॥		১১০৸০—১১১

রোগ

লণ্ডন ২৩ এ নবেম্বর—প্রিন্স অব ওয়েলস অন্যান্ক জ্বর রোগে কষ্ট পাইতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই।

লণ্ডন ২৭ এ নবেম্বর—গত রবিবার প্রিন্স অব ওয়েলসের জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিপজ্জ দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয় নাই

১০ জনের মতানুসারে জি, কেসেল পুনর্ব্বার ডোবারের পার্লিয়ামেন্টের একজন সভ্য হইয়াছেন। তাহাকে মনোনীত করিবার সময় কতক গোলযোগ হইয়াছিল।

লণ্ডন ২৭ এ নবেম্বর—চীনের দূতগণ টিয়ান্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া টিয়ানসিনের হত্যা কাণ্ডের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ নিমিত্ত ২৪ জন চীনেকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে এবং অনেককে দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছে।

তাহারা বলিয়াছেন, এরূপ আর না ঘটিতে পায় তন্নিমিত্ত সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন, ফান্সের সহিত তাহাদের বন্ধুতা অবিচ্ছিন্ন থাকিবে।

টিয়ার্স বলিয়াছেন, যাহাতে প্রজা বা মাজিষ্ট্রেটরা বিদেশিদিগের প্রতি সম্মান করেন সম্রাট এরূপ ব্যবস্থা না করিলে বন্ধুতা রক্ষা হওয়া কঠিন।

স্পেনে একজন শাসনকর্ত্তার নিয়োগ নিবন্ধন বড় গোলযোগ হইতেছে। ইনি সাধারণের সন্তোষ বিধান করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২০ এ নবেম্বর। মৌলবী সয়দ লত্ফ হোসেন পাণ্ডুয়ার (হুগলী) সব রেজিষ্টার অব আস্থরাস্যান্স হইবেন।

২২ এ নবেম্বর। জে, বি বার্ড বাকেরগঞ্জের সাধারণ শিক্ষা সভার একজন সভ্য হইবেন এবং বিশেষ্ট বিচারক উক্ত সভার সেক্রেটারি হইবেন।

২৩ এ নবেম্বর। সি, সি, কুইন কিছুদিনের জন্য যশোহরের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, জে, কাইন্ড মেদিনী উপবিভাগের রেজিষ্টার অব আস্থরান্স হইবেন। তাহারা বিভাগের সদর ষ্টেসনে হেড কোয়াটার থাকিবে।

২৪ এ নবেম্বর। এফ, বি পিকক কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির প্রতিনিধি হইবেন।

যে দিবস এফ বি পিকক আরোপণ করিবেন, সেই দিবস অবধি এচ, এল, ডাম্পিয়র কিছু দিনের জন্য রেবেনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারির প্রতিনিধি হইবেন।

টী, ডি বাইটন ৬ ই হইতে ১৮ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি ছিলেন।

২৫ এ নবেম্বর। বাবু নন্দকিশোর দাস, যিনি সম্বলপুর উড়িষ্যা বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন, পুরীতে স্থির হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুরীর সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইলেন।

মৌলবী ইকরাম রসুল।

বাবু নন্দকিশোর দাস।

বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে বাখরগঞ্জের আদেশমত কহেন এবং এ জেলায় কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

১৮ ই নবেম্বরের আজ্ঞা রহিত হইয়া মৌলবী নিসার সি, এল, ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েন্টের মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

২৭ এ নবেম্বর। হাবড়ার ডেপুটী কালেক্টর জে, এ ডিকেন্স ১৮৭১ অব্দের ১২ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার সাধারণ শিক্ষা সভার একজন সভ্য হইলেন।

[illegible]

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ

২১ এ নবেম্বর। রবার্টস সাহেব ফার্লো ল[illegible] যাতে চারলস্ মিলার সাহেব অন্য [illegible] কলিকাতার পুলিস মাজিষ্ট্রেট ও করোনরের প্রতিনিধি হইলেন।

চারলস মিলারের পদে জে, সি, মার্গ্রাগর কিছু দিনের জন্য প্রতিনিধি হইলেন।

২৩ এ নবেম্বর। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন মির্জ

নাথ মিত্র জাহানাবাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৪ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বোর্ড অব রেবিনিউ, চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন।

আবদুল সুবান চৌধুরী। সাহা সাবীউদ্দীন আবু সালা।

২৫ এ নবেম্বর। বাবু শ্রীনাথ রায় কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার অতিরিক্ত ডেপুটি কলেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

২৭ এ নবেম্বর। এচ, জি উইলকিন্স কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, এ জিলার কিছু দিনের জন্য সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২৮ এ নবেম্বর। সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জি, এস রবার্টসন ভাগলপুরে স্থির হইলেন।

১৪ ই নবেম্বরের আজ্ঞার সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত সুবডিনেট বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের স্থানান্তর হইবার আজ্ঞা স্থিরীকৃত হইল।

বাবু গোবিন্দচন্দ্র সান্যাল পাবনার সুবর্ডিনেট জজ এবং উক্ত ষ্টেসনের ছোট আদালতের জজ হইবেন।

সায়ুদ্ধ জিকর্যা সাহেব সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু মথুরানাথ গুপ্ত সাহাবাদের সুবর্ডিনেট জজ হইবেন এবং আরার ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

এস, সি বেলি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত ২০ এ নবেম্বর সোমবার বেলা ৫॥ টার সময় আমাদের মান্যবর বড় লাট সাহেব স্ত্রী ও কন্যার সহিত এখানে উপস্থিত হইয়া বরাবর শোণপুর মেলাতে গমন করেন। তথায় রাত্রি ৮॥০ টার সময় পৌছিয়াছিলেন। এখানকার প্রধান প্রধান সাহেব ও দেশীয় লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত কমিসনর, ওপিয়ম এজেণ্ট ও জজ সাহেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েকজন সাহেব সেই রাত্রে শোণপুর পর্য্যন্ত গমন করেন। শোণপুর মেলা কোথায় হয়, বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন না। পাটনার নীচে যে গঙ্গা সেই গঙ্গার পর পারে ও হাজিপুরের নীচে যে গণ্ডকী নদী তাহার এপারে প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমাতে এই মেলা হইয়া থাকে। ইহাকে হরিহর ছত্র বলে। “ হরিহর নাথে ” এক মহাদেব আছেন ঐ দিন তাঁহার পূজা হয় এবং যত যাত্রি যায় তাহাদিগকে মহাদেবের পূজা করিয়া গণ্ডকী নদীতে স্নান করিতে হয়। বড় লাট সাহেবের পারের জন্য দুইখান দুহজ বজরা আনান হয়। সোমবারের রাত্রে তাঁহার সম্মান সূচক তোপ হয় নাই। পর দিন প্রাতে তাঁহার সম্মানের জন্য ২ টী তোপ হয়। তিনি শোণপুরে থাকিবেন বলিয়া দানাপুর হইতে ৪০০ শত গোরা সৈন্য এবং ৩ টী কামান গিয়াছিল। তিনি যে কয়েকদিন শোণপুরে ছিলেন সে কয়েকদিন শোণপুরে মহা ধুমধাম ছিল। তিনি গত কল্য রবিবার বেলা ৫॥ টার সময় এখান হইতে কলিকাতায় গমন করেন।

তিনি গত ২২ এ বুধবার একবার বাঁকীপুরে আসিয়া অফিকেন গুদাম দেখিয়া পুনরায় শোণপুরে ফিরিয়া যান।

গত ২৩ এ বৃহস্পতিবার বেলা ৪॥ টার সময় নেপালের রাজা জঙ্গ বাহাদুর মহা সমারোহে শোণপুরে উপস্থিত হন। তিনি এখনও তথায় আছেন। তিনি উপস্থিত হইলে বড় লাট সাহেব ও প্রধান প্রধান সাহেবেরা বিশেষরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

গত ২৪ এ শুক্রবার প্রাতে জঙ্গবাহাদুর আপনার পদের উপযুক্ত লোকজন লইয়া বড় লাট সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার তাঁবুতে উপস্থিত হন। তিনিও যথাবিহিত রূপ অভ্যর্থনা করেন ও কয়েক হাজার টাকাও নজর দেন। ইকালে আমাদের বড় লাট সাহেব আপনার উপ_ক্ত লোকজন লইয়া জঙ্গবাহাদুরের তাঁবুতে গমন করেন। জঙ্গবাহাদুর, পুত্র, ভ্রাতা অমাত্য ও সৈন্য লইয়া লাট সাহেবের অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

এই মুলাকাৎ দেখিতে অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। পরে জঙ্গবাহাদুরের সৈন্যদিগের “প্যারেড” দেখান হয়। তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতারাই কাপ্তেন জেনরল কর্ণেল। সে মুলাকাৎ এমনি মনোহর, যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই কেবল বুঝিতে পারিবেন।

গত ২৫ এ শনিবার বৈকালে বড় লাট সাহেব জঙ্গবাহাদুরকে আপনাদিগের “আর্টিলারির” কসরৎ দেখাইয়া ছিলেন। জঙ্গবাহাদুর যে গাড়িতে গমনাগমন করেন সেটী এক অপূর্ব্ব প্রকার। বিলাত হইতে সে গাড়ি আসিয়াছে। শুনা গেল তাহার মূল্য ১৬০০ হাজার টাকা। তাঁহার পোষাক ও আসবাব দেখিলে অবাক হইতে হয়। তিনটী হাতী সজ্জিত করিয়া বাহির করিয়াছিলেন, সে [illegible] হইতে হয়। হাতীর সমুদায় [illegible] ছন সোণার। সাহেবেরা তাঁহার পরি[illegible] দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। [illegible] হার পাগড়ীতে বহু সংখ্য হীরা ও [illegible] হরৎ ছিল, সেগুলি সূর্য্যের আলোতে [illegible] ও উজ্জ্বল হইয়াছিল। কেবল তাঁহারই এ [illegible] পরিচ্ছদ নহে, তাঁহার কাপ্তেন জেনরলে[illegible] পর্য্যন্তও, এইরূপ।

গত মঙ্গলবার [illegible] ১ এখানে ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইয়াছে। [illegible] গামী বৃহস্পতিবার ঘোড়দৌড় শেষ হই[illegible] এক একদিন বাদে ঘোড়দৌড় হইয়া থ[illegible]। গত শনিবারের ঘোড়দৌড়ের সময় [illegible] বাহাদুর ও লাট সাহেব উভয়ে উপস্থি[illegible] লেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবার মে[illegible] তত জাঁক হয় নাই। লোকজন ও দোক[illegible] নেক কম। ইহার কারণ জানা গেল যে, এ[illegible] প একটী হুজুগ উঠিয়াছে যে, ইংরাজ বা[illegible] রের সহিত জঙ্গবাহাদুরের লড়াই হইবে। এই ভয়েতে লোকজন ও দোকানদার কম আসিয়াছে। মেলার জাঁক কম হউক, কিন্তু বড় লাট সাহেব ও জঙ্গবাহাদুরের আগমনেই মহা[illegible] হইয়াছে। এরূপ ধুম আর কখন [illegible]।

ত এবার ওলাউঠা পীড়া অধিক হইতেছে । প্রতিদিন ৬।৭ জন মরিয়া যাইতেছে । যে সকল গোরা দানাপুর হইতে সোণপুরে যাইসে, তাহাদিগের মধ্যে দানাপুরেই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তাহারা সোণপুরে আসিয়া ওলাউঠার বীজ বিস্তারিত করিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ৪ জন সোণপুরেতে ওলাউঠা রোগে মারা পড়ে।

এখানে এখন শীতাদুভব হইয়াছে । কলিকাতাতে পৌষ মাসে যেরূপ শীত হয়, এখানে এখন সেইরূপ হইয়াছে।

এখানে এখন ক্রমাগত চুরি হইতেছে । গত ২৫এ শনিবার রাত্রে সদর রাস্তার উপরে ৩টী চুরি হয় । আজিও পুলিস কিছুই করিতে পারিতেছেন না । এখনকার পুলিস ইনস্পেক্টর বাবুটী উপযুক্ত বটেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাদৃশ নহে ।

এখানে এখন জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব এবং সহরে (পাটনায়) মধ্যে মধ্যে ওলাউঠাও দেখা দিতেছে ।

সোণপুর মেলা উপলক্ষে এখানকার কালেক্টর ও সমস্ত কাছারী আদালত এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ হইয়াছে । আগামী শুক্রবার কাছারী খুলিবে।

২৭।১১।৯১

মহাশয় ! [illegible] দেশের এঅঞ্চলে যে প্রতিদিন কত [illegible] লোক অসহ্য পীড়ার যন্ত্রণাভোগ করি[illegible] অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে[illegible] তাহার সংখ্যা করা যায় না । [illegible] মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ; ইহারা [illegible] আপনাদিগের পরিবারের ভরণপোষণেই অক্ষম, সুতরাং পীড়া হইলে অধিক ব্যয় করিয়া উত্তমরূপে চিকিৎসা করান ইঁহাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে । যাহা হউক, বিগত ১১ ই অগ্রহায়ণ রবিবার আমাদিগের এই গ্রাম নিবাসী দেশহিতৈষী মহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়, আপন অদিম উদ্যমে ঐ সকল দরিদ্রের উপকারার্থ একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়াছেন । এই চিকিৎসালয়ে কবিরাজী, এলিওপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, এই তিন প্রকার চিকিৎসা হইবেক । যিনি যে প্রকার চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে সেই প্রকার চিকিৎসা করা হইবেক । তাহাদিগকে ঔষধের মূল্য দিতে হইবেক না এবং গাড়ী ভাড়া কি পাল্কী ভাড়া দিলেই চিকিৎসককে লইয়া যাইতে পারিবেন । রাজেন্দ্র বাবুর এই চিকিৎসালয়টী যে, আমাদিগের এই অঞ্চলের দীন, দরিদ্র অনাথগণের প্রাণরক্ষার উপায় স্বরূপ হইল ইহা বলা বাহুল্য । আর কাহাকেও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু জনিত দুঃসহশোক সন্তাপে সন্তাপিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে হইবেক না ; উপকৃত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে পিতার তুল্য ভক্তি করিতে থাকিবেক এবং উক্ত দেশহিতৈষী বাবুর কীর্ত্তি প্রবাহ প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে । যাহা হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, রাজেন্দ্র বাবু দীর্ঘজীবী হউন এবং তাঁহার এই মহৎ কার্য্যটী চিরস্থায়ী হউক, তাহা হইলেই আমরা চির সুখী হইব ।

বারুইপুর — নিতান্ত অনুগত
শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ
১২৯৮ — বারুইপুর গবর্নমেন্ট
সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যা
১২ ই অগ্রহায়ণ — লয়ের জনৈক শিক্ষক ।

মহাশয় ! পরের চাকর হব না বলিয়া আমি ছেলে বেলা হইতে প্রতিজ্ঞা করি । এই প্রতিজ্ঞায় পঁচিশ বৎসর কাটাইয়াছি ; কিন্তু এক্ষণ আর চাকরি না করিলে চলে না, অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নাই, মোটা ভাত মোটা কাপড় এক প্রকার চলে, তবে কি না বাড়ির ভিতর গেলেই যে সেই বাঁকা মুখে “ঠাকুরের—কেও বলেনা” এ কথা সহ্য হয় না । কাজেই আমাকে চাকরির জন্য দেশত্যাগী হইতে হইয়াছে । প্রথমে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম আমার চাকরি কেমন করে হবে, লেখা পড়ার ত ধার ধারি না । সহায়ও এমন কেহ নাই যে গরু পার করে, কোথায় বা যাই, এইরূপ ভাবিতেছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, [illegible]রের মধ্যে এক শালা আছে, তিনি বালেশ্বরে কর্ম্ম করেন । শালার কাছেই বা কেমন করে যাই ; কিন্তু আর কোন উপায় নাই দেখিয়াই বালেশ্বর পানে মুখ করিতে হইল । এই তিন মাস সেই শালারই শালায় কাটাইলাম । আজ কপাল ফিরেছে, চাকরে হয়েছি । কর্ম্মটী কম নয়, নামে গগন অবধি স্পর্শ করিলেও করিতে পারে, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ে একচরণ জোয়ান বই কম নয় অর্থাৎ ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আজ একজন হেড কনষ্টেবল বাবুর কর্ম্ম হইয়াছে শুনিয়া আদর করে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল “ বাবু আপ্‌কা কেতনে তলব হুয়া হায় ” আমি অমনি অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলাম, হাঁমরা তলবসে তোমারা কাম কেয়া । ” আপনি যদি বলেন, তার অপরাধ কি, আমি আপনাকে বলিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ করিবেন না যে, সে আমার চেয়ে জেয়াদা টাকা পাইয়ে থাকে । পোষ্ট মাষ্টার জেনরল যদি ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারদের বেতন ৩০ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ বেতনে রাখিতেন তাহা হলেও ছিল ভাল ; কিন্তু ১৫ হইতে ২০০ অবধি একটী কেবল ফেলে ঝুলান । পোষ্ট আফিসের যে বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম তাহাতে ২০ টাকা অবধি না উঠিতে উঠিতেই হয় ত পঞ্চত্ব পাইতে হয় । পুঁজির মধ্যে পোনরটী এ ১৫ টাকায় কেমন করেই বা চলে । নিজে বাবু মানুষ একজন রাঁধুনী বামন আর একটী চাকর নইলেই বা কেমন করে চলে, এতে কষ্টে সৃষ্টে একটী পেটই চলিতে পারে । তিনটী পেট যাহা না মনে করিলে চলা ভার । কুলিনের ছেলে যাহার-না-যেটাই আগে আসে । তাঁকে কালকে আর ১৫ টাকা বাড়ী হইতে মাসে মাসে পাঠাইতে পত্র লিখিব, তিনি যদি দেন তবেই ত মঙ্গল নতুবা অনাহারে মারা পড়িতে হইবে ।

সম্পাদক মহাশয় ! এ চাকুরির ফল কি ? ঘরের খেয়ে বিলের মহিষ তাড়ান চেয়ে ঘরের গরু চরানো কি ভাল নয় ?

বালেশ্বর
২৫ এ নবেম্বর — [illegible]

শারদীয় পূজোপলক্ষে রাজধানীতে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলাম, শিবপুরে কোন সম্ভ্রান্ত মহাশয়ের বাটীতে "রামাভিষেক নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। আমরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম, রাত্রি প্রায় একটার পর অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ সূত্রধর নিজ উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া প্রস্থান করিলে অন্যান্য অভিনেতৃবর্গ স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে রাজা দশরথ, মন্থরা, রাম ও জনকতনয়া এই কয়েকটীর অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, বিশেষতঃ মন্থরার বেশবিন্যাস, অঙ্গভঙ্গী, বৃদ্ধা-পুরস্ত্রী জনোচিত বাক্‌নৈপুণ্য, কৈকেয়ীর প্রতি সানুরোধ সাংকেতোক্তি, মধ্যে মধ্যে কুব্জ ভঙ্গিতে কেশ পরিষ্করণ, তর্জ্জন, গর্জ্জন প্রভৃতি এরূপ প্রীতিকর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, সমাগত দর্শক মণ্ডলী ভূয়োভূয়ঃ করতালি প্রদান পূর্ব্বক আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দশরথের মর্ম্মচ্ছেদকর বিলাপ সমূহ আমাদের অন্তরেন্দ্রিয় বিহ্বল হইয়াছিল। জনকনন্দিনীর কামিনীজন সুলভ কমনীয় ললিত, শ্রুতিমধুর বচন বিন্যাস অন্তঃকরণে সুধাবর্ষণ হইতেও অধিক তৃপ্তিকর হইয়াছিল। ঐকতান বাদ্য কিঞ্চিৎ মধুর হইলে আরও ভাল হইত, এবং দৃশ্যের মধ্যে বিরাম সময় যথোচিত না হওয়ার দীর্ঘত্ব বশতঃ দর্শকদিগের অপেক্ষাকৃত ক্লেশকর হইয়াছিল। আর একটী বিষয়ও আমাদের রুচির অনুরূপ হয় নাই, অর্থাৎ লক্ষ্মণ রামের বন [illegible] রাজ্যাভিষেক সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশ [illegible] বাহুল্য বেশ বিন্যাস [illegible], আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে যেন তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূনতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফলতঃ আমরা যতদূর দেখিয়াছি, [illegible] সামান্যতঃ, প্রশংসার্হ [illegible]। যেদিন এতদ্দেশীয় [illegible] অশ্লীলতা [illegible] প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়া [illegible] কাব্যের অভিনয় হইবে, সে [illegible] আহ্লাদের যে কতদূর হর্ষজনক হইবে, তাহা লেখনী বর্ণন করিতে অসমর্থ।

তমোলুক
১১ ই নবেম্বর
১৮৭১

একান্ত বশম্বদ
কস্যচিৎদর্শকস্য।

আমার পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত পিতাঠাকুর মহাশয়ের বক্ষে শতবাসুখবিশিষ্ট দুষ্টব্রণ (কার্ব্বঙ্কল) হইয়াছিল, ইহার সহিত জ্বর ছিল। তাঁহার রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এলোপেথিক চিকিৎসক মহাত্মারা বলিলেন যে, অস্ত্র চালনা ব্যতিরিক্ত এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, এই অবধি পিতাঠাকুর মহাশয় অস্থির হইতে লাগিল, কারণ তিনি অস্ত্র বক্ষে প্রবেশ করাইতে শঙ্কিত ও অস্বীকৃত হইলেন। তদনন্তর বহুবিধ চিকিৎসা শাস্ত্র বিশারদ, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, সাতিশয় যত্নে আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের সেই অবস্থা পরিদর্শন করিয়া হোমিওপেথিক মহৌষধ প্রয়োগ করিলেন। ঐ মহৌষধের কি আশ্চর্য্য শক্তি! দিনত্রয়ান্তেই জ্বর গেল এবং শত মুখী ক্ষত, একমুখ হইল, সপ্তাহ মধ্যে সাধারণেই আরোগ্য চিহ্ন লক্ষিত করিতে লাগিল, চতুঃসপ্তাহের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন!! আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে পরমপাতা পরমেশ্বর সমীপে নিয়ত প্রার্থনা করি যে, উল্লিখিত পরোপকারী মহাত্মা, দীর্ঘায়ুঃ হইয়া সাধারণের হিতসাধনে রত হউন এবং হোমিওপেথিক শ্রেণি দিগকে জ্ঞানদান করুন।

কলিকাতা
ইটালী
১৮৭১। ১৬ ই নবেম্বর

নিতান্তানুগত
শ্রীলালকমল দেবশর্ম্মা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত মুন্সি গোলাম আলী মিয়া চৌধুরী সাহেব—হাটিরিয়া ১০

শ্রীযুক্ত বাবু ললিত মোহন সরকার কাশী ১০

„ „ কেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার শ্রীরামপুর ১০

„ „ দীননাথ চক্রবর্ত্তী—সেরাজগঞ্জ ৫॥

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে, অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এ[illegible]স পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জান[illegible]ইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা য[illegible]।

সোণাপুর ডাকঘ[illegible]ঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল [illegible]য়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের [illegible] পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে [illegible] ছাপান দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম [illegible]চন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তা[illegible]র পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা।
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৯৮। ২৬ এ অগ্রহায়ণ। ইং ১৮৯১। ১১ ই ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক [illegible] ১০, দশ টাকা।
ষাণ্মা[illegible] ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫। টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মে, একে সোমপ্রকাশের আর দুটী নিয়ম স্থির করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকেট লওয়া যাইবে না। মোট মনিঅর্ডার দ্বারা বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন, কিন্তু কেহ যেন কি অর্দ্ধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকেট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অগ্রে এর মূল্য প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই এই নিয়ম বর্ত্তিবে, কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩০ এ আশ্বিন ১২৯৮ } শ্রীপ্রাণনাথচক্রবর্ত্তী
কার্য্য সম্পাদক

এক্ষণ অবধি বঙ্গভাষায় ও দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষায় যখন যে কোন পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, আমি আমার লাইব্রেরির নিমিত্ত তাহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। অতএব উক্ত শ্রেণীর পুস্তক মুদ্রিত হওয়া মাত্র প্রকাশক অনুগ্রহপূর্ব্বক ও ডাকমাশুলের সংবাদ সহ তাহার এক এক খণ্ড আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন। তাহা অত্রাগত হইলে মূল্য ও ডাক মাশুল প্রেরিত হইবে।

১২৯৮ সাল ১০ ই অগ্রহায়ণ আজিমগঞ্জ } শ্রীরায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল।

দেশীয় ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা কার্য্যে জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা। ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ ষাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা [illegible] হিন্দু হটেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৯৮ ৩ রা অগ্রহায়ণ }

উপবৎ সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও ক্রম[illegible] জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিনের [illegible] জীবাত্মা ও সূক্ষ্ম শরীরাবস্থিত ঈশ্বর পুরুষের সহিত উহাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পোষ্ট) পত্র লিখিলে ইহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। "ব্রহ্ম বিজ্ঞান রত্নাকর" গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং যোগ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৯৮ কার্ত্তিক } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সহর শ্রীরামপুর

আমার কয়েকখানি দলিল হারাইয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত উহা পাই নাই। যদি কেহ উহা পাইয়া থাকেন, আমাকে প্রত্যর্পণ করিলে আমি তাঁহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিতে প্রস্তুত রহিলাম।

চৌতালিয়া, ১৪ ই অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সাল } শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

বিগত ১১ ই অগ্রহায়ণ রবিবার বারুইপুরস্থ আদালত উদ্যানে বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী মহাশয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় [illegible] করিয়াছেন। উহাতে [illegible]

…ইবেন এবং গাড়ী ও পাল্কী ভাড়া চিকিৎসক লইয়া যাইতে পারিবেন, … দিতে হইবেক না।

…পুর ৭৮ …ই অগ্রহায়ণ	শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় …স্থ চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক।

মির্জা সহ গীতা।

ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত উক্ত খণ্ড কাব্য সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য. মূল্য ।০ আনা। মাশুল এক আনা।

কলিকাতা। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

"রিপু-বিজয় কাব্য" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কাশীপুর রোড ৫৩ নং …নে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶ আনা। ডাক মাশুল আনা।

মটগেজির আজ্ঞানুসারে এবং মর্টগেজর যিনি দেউলিয়া হইয়াছেন, তাঁহার বিষয়ের আসাইনি … সম্মতি ক্রমে আগামী ১৪ ই ডিসেম্বর (১৮৭১) বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় এক্সচেঞ্জ গৃহে মাকেঞ্জি লায়াল কোম্পানি নিম্নলিখিত সম্পত্তি নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন।

কলিকাতা ধর্ম্মতলা মণ্ডলষ্ট্রিট ১৮ নং উপরিতল বাসগৃহ এবং তদন্তর্গত অনুমান ৩ কাঠা ১৫ ছটাক ভূমি এবং উক্ত ষ্ট্রিটে পুরাতন নং১৩ যথায় একণে বা ইতিপূর্ব্বে দেউলিয়া আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাস করিতেন।

ওলড পোষ্টআফিস ষ্ট্রিটে অফিসিয়াল আসাইনির নিকট অথবা হেষ্টিংস ষ্ট্রিটে কোলিন কোম্পানির নিকটে তত্ত্ব করিলে অন্যান্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

…ক্সা ম্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিও চিকিৎসার গ্রন্থ। …জ

চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি আবার লিখিত হইয়াছে। ৮, পেজি ফরমায় ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১।০ মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৶০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিশন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিগি কোম্পানির বাটীতে ও শ্রেরাপুর যদুগোপাল চাটুয্যে, কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

নাটোর রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাল জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনায় প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। সাংসারিক বিদায় এবং বারবরদারি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ ৫ আশ্বিন	শ্রীযুক্ত মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীর সদর কাছারি

সংস্কৃত অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র। অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকাতা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

চন্দন নগরের লাটেরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপনকর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপারেন্তেন্ডেন্ট লিউটিনান্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং ভারতবর্ষস্থ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটেরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটেরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটেরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সদস্যের সম্মুখে ও দ্বারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটেরি ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের

, বি, রুসটন সাহেবের ...কলিকাতায় ৮ নং লালবাজারী টি, এম, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজারের গলি, জে, তুষেন কোম্পানির আফিসে, ১, নং ওল্ড কোর্ট হৌস লেন ডি, স্মিথ কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

—০—

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা ছাপিয়া ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট স্থাপিত আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাশুল সহিত ১৷৵০ আনা। চিকিৎসাসংগ্রহ ১ ম ভাগ মাশুল সহিত ২৷৵০ এবং ২ য ভাগ মাশুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ২৷০ আনা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তর নির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার সন্ধিস্থলে [illegible] ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরিউক্ত গ্লেজ করা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

১৬ নং কলেজ [illegible] স্কোয়ের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড় যো ব্রাদর্স কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে ইংরাজীর ও সংস্কৃতাদির নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত		মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	৷০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য ভাগ)	৶০	ঐ

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৷০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

—০—

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	স্থান	আন্দাজী
ঐ ২ মিশের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
নং১২ ইলিয়টস রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত মিস্তার্স গিলাণ্ডার্স আরবথনট কোম্পানির নিকট জানিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪৷০
ডাকমাশুল ৷/০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—০—

সন্নবয়গণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রকার দর্শন কথা আশ্চর্য্য জনক হইতেছি। অপচূর্ণকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নববর্ষ. সর্ব্ব প্রকার কাশ, অংশুল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্ত পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠ বদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমন্দের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিনের ঔষধের) মূল্য ২৷০ টাকা, ডাক মাশুল আদি ৷০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃত০০বস কোং গোকুলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাঁহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন উক্তকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদার নাথ বিদ্যা বিনোদ বি০০ কোং অমৃত অমৃতবিন্দুর কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইহাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিন্দু চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান — শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণ
কাটোয়া অমৃতবিন্দু আফিস
১৬ ই আষাঢ় — নবদ্বীপ

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। গ্রাহকগণ আমার উমাপেষ্কারিকে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা, এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ ডি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

এক টাকা ডাকে পাঠাইলে [illegible] মূল্য ৶০।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১ লা ডিসেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কম জল ফুট	
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	৩	
তথা হইতে কাটি গোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটি গোয়ালিয়া হইতে আলিগঞ্জ	৩	
আলিগঞ্জ হইতে কাপাসডাঙ্গা		
১৯ মাইলের মধ্যে	৪	
কাপাসডাঙ্গা হইতে হুগলী		
নদ মধ্যে		
ভাগীরথী		
মোহানায়	১৪	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৬	৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
[illegible] মাইলের মধ্যে	৬	৫
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৬ মাইলের মধ্যে	৩	০
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৮১ মাইলের মধ্যে	৬	
জলঙ্গী।		
মোহানায়		
তথা হইতে করিমপুর		
১১ মাইলের মধ্যে		
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৮		
৩১ মাইলের মধ্যে		
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৯০ মাইলের মধ্যে		

সন ১৮৭১ সালের ৩ রা ডিসেম্বর বহরমপুর ঘাটের মাপ। ৬

[illegible]পুর [illegible] ডিসেম্বর [illegible]১ সাল	শ্রীযুক্ত [illegible] একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

ফিটজেমস সাহেবের পদত্যাগ।

ফিটজ জেম্স ষ্টিফেন সাহেব শীঘ্র ইংলণ্ডে গমন করিবেন। তিনি আপাততঃ বিদায় লইয়া যাইতেছেন বটে কিন্তু যখন একজন ব্যবহারাজীবকে আইন সংক্রান্ত মন্ত্রী করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করা হইতেছে, তখন তিনি যে পুনর্ব্বার এদেশে আগমন করিবেন সে সম্ভাবনা অল্প। ষ্টিফেন সাহেবের বান্ধবগণও এই কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়া বলেন, সাংসারিক কোন প্রয়োজন নিবন্ধন তিনি মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের এইটী প্রকৃত কারণ আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না। খোজা ও চোরদিগের আইনের পাণ্ডুলিপি উপলক্ষে ষ্টিফেন সাহেব যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই তাঁহার পদত্যাগের কতক কারণ বুঝা গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া অবধি ব্যবহারাজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা তিন মাস মাত্র কতকগুলি আইন ও সদর আদালতের কনষ্ট্রক্শন পাঠ করিয়া উকীল ও মুক্তেয়ার হইতেন, এক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, উপাধিধারীরা সে ধাতুর উকীল নহেন। তাঁহারা কেবল ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন না। তাঁহারা আইনের মূল নিয়ম এবং যুক্তি ও ভূমি সংক্রান্ত আইন গ্রন্থাদি দর্শন করেন। এক্ষণে সকল স্থানেই উপযুক্ত ব্যবহারাজীব গমন করিতেছেন। তাঁহারা এক প্রকার বলপূর্ব্বক পঞ্জাবে নিয়মাধীন প্রদেশের শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতেছেন। অজ্ঞ সৈনিক বিচারপতিগণ আর বৃক্ষ তলে বসিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে পারেন না। নিয়মবর্হিভূত প্রদেশে উভয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ভারই শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে রহিয়াছে। নিয়মাধীন প্রদেশে দেওয়ানী বিচারপতিগণ স্বাধীন; কিন্তু ফৌজদারী বিচারভারের অধিকাংশ শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে আছে। এই সকল কর্ম্মচারী শিক্ষিত উকীলদিগকে শত্রু জ্ঞান করেন। মফস্বলে এরূপ অনেক বিচারপতি আছেন, তাঁহারা উকীল দেখিলেই চটিয়া উঠেন; অন্য কথা দূরে থাকুক, রাজধানীর অতি নিকটেই এরূপ দুই এক জন বিচারপতি দৃষ্ট হন। শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ ভাবেন, বিচার সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের ক্ষমতার উপরে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এটী নিতান্ত ভ্রম। তবে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাবধান হইয়া আইন দেখিয়া কাজ করিতে হইতেছে। ষ্টিফেন সাহেব পূর্ব্বোক্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপলক্ষে এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া [illegible] সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। [illegible]ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজে ব্যবহারাজীব[illegible]দের স্বাধীনতা ভাল বাসেন না। সকল দেশেই উকীলেরা সাধারণের স্বাধীনতা [illegible] করেন এবং যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তার সহিত অগ্রে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। [illegible]সী বিপ্লবের অধিনায়ক [illegible] ব্যক্তির ইংলণ্ডের রাজক্ষমতা খর্ব্ব করিবার প্রধান কারণ ব্যারিষ্টরেরা। এদেশে উকীলের সংখ্যা ক্রমে [illegible] হইতেছে। মানুষের শারীরিক স্বাধীনতার সংস্কার দিন দিন মার্জ্জিত হইতেছে। এক্ষণকার শাসনকর্ত্তাদিগের রাজনীতি সে সংস্কারের অনুযায়ী নহে। তাঁহাদিগের মতে কোন প্রকার স্বাধীনতাই সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের নহে। আমীর খাঁর বিচার উপলক্ষে আনেষ্টি ও ইঙ্গ্রাম সাহেব সাহস সহকারে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহারা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। মুক্ত [illegible] সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য [illegible]

একটী ধারাতে ব্যবহারাজীবিদিগের স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে। ষ্টিফেন সাহেবের ভাবে বোধ হয়, তিনি একজন বিষয়ের সাহায্য করিতে অনিচ্ছু। তিনি এখানে আসিয়া অবধি সকল বিষয়ে উভয় দিগ বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির অনুমোদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু তাঁহার একটী বিশেষ গুণ এই, তিনি মেইন সাহেবের ন্যায় সাধারণ মতকে পদ দ্বারা দলন করেন নাই। সকল বিষয়ে তাঁহার সহিষ্ণুতা আছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি দিন দিন এরূপ ভাব ধারণ করিতেছে যে, আর উভয় দিগ রক্ষা করিয়া চলা ভার হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই ষ্টিফেন সাহেবের পদত্যাগের কতক কারণ বলিয়া অনুমান হয়।

যাহা হউক, তাঁহার পদত্যাগ এদেশের পক্ষে মঙ্গলের নহে। এখানে আসিয়া অবধি তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিস্তর প্রয়োজনোপযোগী আইনের সংগ্রহ করিয়া অনেক গোলযোগ ও সন্দেহ দূর করিয়াছেন। কতকগুলি অতি উত্তম আইন তাঁহার চেষ্টায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার কার্য্যের শেষ হয় নাই। তিনি থাকিয়া সাক্ষ্যসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য বিধিবদ্ধ করিলে ভাল হইত। ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলি অদ্যাপিও দৃঢ়ীভূত হয় নাই; কিন্তু ইহা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অসময়ে পদত্যাগ করিতেছেন বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

রবার্টস সাহেবের পদচ্যুতি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছিলাম, কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট জে, বি, রবার্টস সাহেবকে কর্ম্মে স্থগিত করা হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব ২৮ এ নবেম্বর নিজ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, রবার্টস সাহেব স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া থাকেন। এটী বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুমোদনীয় নহে, সেই নিমিত্তই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল। রবার্টস সাহেবের বিরুদ্ধে চারিটী অভিযোগ করা হইয়াছে। প্রথম, তিনি বলপূর্ব্বক হত্যাকারী আবদুল্লাকে ডেপুটি কমিসনরের নিকট হইতে আপনার নিকটে আনয়ন করেন, অভিযুক্ত পুলিস উক্ত দুরাত্মাকে এবং কি কারণে সে নর্ম্মান সাহেবকে বধ করে, তাহার নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইহার অনুসন্ধানের বিঘ্ন জন্মাইয়াছেন এবং পুলিস কমিশনর হগ সাহেবকে প্রকাশ্য আদালতে অপমান করিয়াছেন। দ্বিতীয়, রবার্টস সাহেব হগ সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে রবার্টস সাহেব পুলিস কর্ম্মচারী সাইমন ও কেনা বেশ্যা ঘটিত বিষয়ে কর্ণপাত স্বরূপ পুলিসের বিপক্ষতা করেন। এ নিমিত্ত সর উইলিয়ম গ্রে তাঁহার বিরুদ্ধে নিজ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তদ্ভিন্ন রবার্টস সাহেব মিউনিসিপালিটিতে যে প্রকার স্বাধীনতা প্রকাশ করেন, তাহা বিচারপতির অনুচিত এবং তিনি সাময়িকরূপে প্রত্যেক সভায় গমন করাতে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বিচার কার্য্যের হানি হইয়া থাকে। এই অভিযোগগুলি কতদূর সঙ্গত, এক্ষণে তাহার বিচার করা সঙ্গত হইতেছে না।

হগ সাহেব নর্ম্মান সাহেবের হত্যার অনতিকাল পরেই রবার্টস সাহেবের বিরুদ্ধে যে ক্রোধপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বে আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এরূপ পত্র কোন ভদ্র লোক অপর ভদ্র লোককে কখনই লিখেন না। রবার্টস সাহেব আবদুল্লাকে আপনার নিকটে বিচারার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাহা বলপূর্ব্বক নহে। তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে হত্যার সংবাদ আসিল। ডেপুটি কমিসনর পুলিস আদালতেই থাকেন। রবার্টস সাহেব মূল বৃত্তান্ত জানিবার [illegible] উৎসুক হইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ [illegible]। তিনি মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপ যান নাই, [illegible] গিয়া দেখিলেন, আইলস সাহেব আ[illegible]কে প্রশ্ন করিতেছেন এবং সে যাহা বলিতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এক্ষণে আসামীকে প্রশ্ন করা নিতান্ত আইনবিরুদ্ধ। রবার্টস সাহেব বন্ধুভাবে ডেপুটি কমিসনরকে এই বলিয়া পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ না করিয়া আসামীকে তাঁহার নিকটে অবশ্যে বিচারার্থ প্রেরণ করা উচিত। তিনি কোন পরয়ানা প্রেরণ করেন নাই, পীড়াপীড়িও করেন নাই। আইলস সাহেব তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা পরামর্শ লইতেন, সেই নিমিত্তই তিনি আত্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ বলাতে তাঁহার নিকটে আবদুল্লাকে প্রেরণ করা হয়। হগ সাহেব আসিয়া ইহা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আসামীকে পুনর্ব্বার পুলিসের হস্তে অর্পণ করিতে বলিলেন। ইহাতেই বিবাদ আরম্ভ হয়। হগ সাহেব পত্র লিখিয়া এবং আইলস সাহেবকে পাঠাইয়া রবার্টস সাহেবকে ভয় প্রদর্শন করেন। পরিশেষে হগ সাহেব প্রকাশ্য আদালতে বলেন, তিনি রবার্টস সাহেবের নামে এরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন যে, পুলিস কমিশনরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত কি না তিনি জানিতে পারিবেন, রবার্টস ও হগ সাহেব উভয়েই প্রকাশ্য আদালতে উত্তর প্রত্যুত্তর

য, এটী অতিশয় শোচনীয় বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কাহার দোষে এরূপ হইল? হগ সাহেব কি নিযুক্ত মাজিষ্ট্রেটের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে নিজ মতানুসারে কার্য্য করাইবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন? ইহাতে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারেন, এরূপ মাজিষ্ট্রেট কেহ নাই। তথাপি রবার্টস সাহেব এক দিবসের নিমিত্ত অ[illegible] পুলিসের সঙ্গে অর্পণ ক[illegible]না। পুলিস তাহাকে সন্দেহযু[illegible] ন্যায় গলি গলি লইয়া ভ্রম[illegible]। হগ সাহেব যে সর্ব্বদা জেলের মধ্যে গিয়া হত্যাকারির নিকট হইতে গোপনীয় কথা লইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, এটি কি সত্য নহে? ইহাতেই বা তিনি কি করিয়াছেন? অবিলম্বে বিচারালয়ে অর্পিত না হইলে কি তিনি অধিক সন্ধান পাইতেন? যাঁহারা বহু চেষ্টা পাইয়াও হলুদি দোয়ার ও ফিরিঙ্গি লোক জোন্স প্রভৃতির হত্যার সন্ধান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা আবদুল্লার সন্ধান করিতে পারিতেন, কেবল রবার্টস সাহেব তাহা করিতে দিলেন না, এ কথা সর্ব্বসাধারণে বিশ্বাস করিতে পারেন না। হগ সাহেব বলেন, যখন আবদুল্লা হস্তগত ছিল, তখন চেষ্টা করিলে সে হত্যার মূল কারণ বলিয়া ফেলিত। কিন্তু আবদুল্লার ন্যায় হত্যাকারীর মনের দ্বার উদ্ঘাটিত করা সহজ ব্যাপার বলিয়া আমাদিগের প্রতীয়মান হয় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পরও আবদুল্লা বহুদিন জীবিত ছিল, পুলিস কি করিয়াছেন? হগ সাহেব ও রবার্টস সাহেবের কথাবার্ত্তাগুলি আমরা পাঠ করিয়াছি। রবার্টস সাহেব কতক সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন; কিন্তু হগ সাহেব এরূপ গর্ব্বিতভাবে অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, তাহার প্রতিবাদ করা ভিন্ন রবার্টস সাহেবের উপায়ান্তর ছিল না।

আবদুল্লা সম্বন্ধে ত এই গেল। পুলিস প্রহরী সাইমর ও কেনা বেওয়ার বিষয়ে গোপনে রবার্টস সাহেবের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখিত হয়। তাঁহাকে ইহার সমর্থন করিতে বলা হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি? সাইমর ও আর একজন ইউরোপীয় সুরাপানে মত্ত হইয়াছিল। হগ সাহেব উহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করেন। সাইমর সে দিবস বিদায় লইয়াছিল। অপর ব্যক্তিকে ধৃত করিতে যাওয়াতে সে প্রায় এক পোয়া পথ দৌড়িয়া গিয়া এক বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করে। পুলিস প্রহরী কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল না। আইন এই, মাতাল হইয়া আত্ম সাবধান হইতে না পারিলে তাহার দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি এক পোয়া পথ দৌড়িতে পারে সে কিরূপ মাতাল? রবার্টস সাহেব উভয়কেই মুক্ত করেন। কিন্তু হগ সাহেবের দণ্ড দিবার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং রবার্টস সাহেব দোষী হইয়াছেন। কেনা বেওয়া নামে একজন স্ত্রীলোকের হঠাৎ মৃত্যু ও তাহার সম্পত্তি অপহৃত হয়। লেপ্টেনেণ্ট বর্ক্ত স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া তাহার শব দাহ করিতে বলেন। রবার্টস সাহেব এবিষয়ের অনুসন্ধানের আজ্ঞা দেন। অনুসন্ধান হইলে ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিসনর ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের দুর্নাম হইত। রবার্টস সাহেব সর বার্ণেস পিককের মত লইয়া কার্য্য করেন। প্রধান বিচারপতি তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহাতেও তিনি দোষী হইয়াছেন। মিউনিসিপাল বিষয় সম্বন্ধে রবার্টস সাহেব বলিয়াছিলেন, প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণও সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলেন, এটী বর্জ্জনীয় উদাহরণ। রবার্টস সাহেবের ন্যায় নিয়মিতরূপে কেহ আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মিউনিসিপাল সভায় গমন করেন না। কাম্বেল সাহেবের মতে গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য হইলে দেশবাসিদিগের স্বত্ব পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে বিচারপতি ককরেল কেম্প প্রভৃতি মি[illegible]সিপাল বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যখন বিচারপতি ছিলেন, তখন কি করিয়াছিলেন? রবার্টস সাহেব মিউনিসিপাল সভায় গমন করাতে বিচারকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, এরূপ কেহই বলেন না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিজে স্বীকার করেন যে, রবার্টস সাহেব হইতে অনেক উপকার হইয়াছে। তবে কিসে তাঁহার দোষ হইল? যাহা হউক, কাম্বেল সাহেব রবার্টস সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। হগ সাহেব সিবিলিয়ান, তাঁহাকে অন্য পদ দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু রবার্টস সাহেবকে অন্য পদ দেওয়া সম্ভাবিত নয়। বিচারপতির স্বাধীনতা এক্ষণকার গবর্ণমেণ্টের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এটী ভাবী অনর্থের হেতুভূত হইবে সন্দেহ নাই।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধক
আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নয় বৎসর অতীত হইল, ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইন অনুসারে কার্য্য হইতেছে। পূর্ব্বে মকদ্দমার যে জটিল প্রণালী ছিল এই আইন দ্বারা সে প্রণালী তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর মকদ্দমায় তাদৃশ বিলম্ব হয় না। বিচারপতিগণ ও সর্ব্বসাধারণে বর্ত্তমান কার্য্যবিধির উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কতকগুলি অবৈকল্য

লক্ষিত হয়, উহার সংশোধনার্থেই উপস্থিত উক্ত পাণ্ডুলেখ্য লইয়াছে। আমরা যে সকল অংশ নষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি, আপাততঃ তাহার কতকগুলির সংশোধনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান আইনের ১৪ ও ১৫ অধ্যায়ে কার্য্য প্রণালীগত যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা আর রাখা উচিত নহে। সাক্ষ্য সম্বন্ধে উক্ত অধ্যায়ের ভাব এক। মাজিষ্ট্রেট উক্ত অধ্যায় অনুসারেই অর্থি ও প্রত্যর্থির মানিত ব্যক্তিদিগকে তলপ করিতে বাধ্য। কিন্তু প্রত্যর্থি উপস্থিত না হইলে ১৫ অধ্যায় অনুসারে তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা যায় না। আদালতকে অবজ্ঞা করিবার অপরাধ সকলের পক্ষেই সমান। ইহাতে সামান্য ও বড় লোক বলিয়া প্রভেদ করা উচিত নহে। ১৬৯ ও ১৭০ ধারানুসারে যে সকল অভিযোগ হয়, তাহাতে প্রত্যর্থিকে অর্থির ন্যায় আপীল করিতে দেওয়া উচিত। সকল প্রকার বিশেষতঃ রাজনীতি সংক্রান্ত অপরাধের একটী তমাদি কাল নির্দ্দিষ্ট হউক। ইংলণ্ডে এ নিয়ম আছে। আমীর খাঁর ব্যারিষ্টরেরা এ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা কোনমতেই অসঙ্গত নহে। অবস্থা বিশেষে লোকের মনের গতির পরিবর্ত্ত হয়। এক ব্যক্তি এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু সময়ে সেই ভাবের পরিবর্ত্ত হওয়া অসম্ভাবিত নয়। কোন সময়ে এক ব্যক্তি কোনপ্রকার পাপ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া দশ বৎসরের পর (যখন তিনি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধচরিত্র হইয়াছেন), তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া নিতান্ত ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই। দণ্ডবিধির ৬ অধ্যায়ে যে সকল অপরাধের উল্লেখ আছে, জুরিরা তাহার বিচার করেন, এটী প্রার্থনীয়। ওহা-বিদিগের শত মকদ্দমায় অনেক লোকের সংস্কার জন্মিয়াছে, সামান্য মকদ্দমাপ্রিয় লোকের ন্যায় গবর্ণমেণ্টও প্রত্যর্থিদিগের দণ্ড হয়, প্রাণপণে এ চেষ্টা পাইয়াছেন। যাহারা রাজনীতিসংক্রান্ত অপরাধে অপরাধী, তাহাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সামান্য মাত্র বৈরনির্য্যাতন ভাব প্রদর্শন অল্প অনর্থমূলক নহে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ ভাবে কার্য্য করা উচিত যে, লোকে বুঝিতে পারে যে, সুবিচার হয় এটী তাঁহাদিগের অভিপ্রেত, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তাঁহাদিগের কোন প্রকার বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত রাজনীতি সংক্রান্ত মকদ্দমা হইয়াছে সে সমুদায়ে গবর্ণমেণ্ট উক্তরূপ নিরপেক্ষ ভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। জুরির দ্বারা বিচার হইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে এ অন্যায়ের সম্ভাবনা থাকে না।

বর্ত্তমান আইন এই, সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটেরা এক মাস মেয়াদ অথবা ৫০ টাকা জরিমানা করিলে তাহার আপীল হয় না কেবল ৪৩৪ ধারা অনুসারে সেসিয়ন জজ প্রধানতম বিচারালয়ে এস্তমেজাজ করিতে পারেন। যে সকল অপরাধে এক মাসের অধিক মেয়াদ হয়, জজ এই এস্তমেজাজ করিয়া প্রতিভূ লইয়া মুক্তি দান করিতে পারেন। কিন্তু এতদ্বিধান অতিশয় অনিষ্ট হইতেছে। কোন কোন মাজিষ্ট্রেট আপীল না হয় এ নিমিত্ত এক মাসের কম মেয়াদ দেন। ৪৩৪ ধারানুসারে এস্তমেজাজ করাইতে অর্থ ব্যয় আছে, সকলে তাহা পারে না। করিলেও এত বিলম্ব হয় যে, অনেক স্থলে মুক্তিলাভ কেবল নামমাত্র হইয়া থাকে। অধিকাংশ লোক একমাস কারাবাস ও যাবজ্জীবন কারাবাস উভয়কে তুল্য জ্ঞান করেন আমরা জানি অল্প মেয়াদ [redacted]
হইয়া [redacted]
কাটিনমেণ্ট [redacted]
প্রকার দণ্ড দে[redacted]
মকদ্দমায় [redacted] বা-
কা[redacted]য়া পড়েন, যে এই সকল
মক[redacted] তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করি
তে[redacted]কদ্দমায় প্রতিভূ লইবার
নিয়[redacted]কল মকদ্দমায় আপী
লের [redacted]লার জজ প্রতিভূ লইয়া কয়েদিকে মুক্ত করিতে পারিবেন, এ নিয়ম হউক। জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, যথার্থ উপযুক্ত লোক দেখিয়া জুরর করা কর্ত্তব্য। অন্যথা অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। আমরা জুরি প্রথাকে প্রজার শারীরিক স্বাধীনতা রক্ষার প্র
উপায় জ্ঞান করি। গবর্ণমেণ্ট এই প্র
প্রবর্ত্তিত করিয়া যথার্থ উদার
করিয়াছেন; কিন্তু কেবল ও
নির্ব্বাচনের দোষে জুরি প্রথ
বক হইয়া উঠে, এটী অন
পের বিষয় সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট
করিয়াছেন, ইউরোপীয়
ফৌজদারী আদাল
কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক সভা
শন [illegible] ছিলেন সা
উল্লেখ করিয়াছিলেন।
এইরূপ ব্যবস্থার প্রস্তা
হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট
নিমিত্ত পৃথক আদাল
অনুসারে [illegible]
দেওয়ানি মকদ্দমা ম
নাই; কিন্তু ইহাতে [illegible]
হইতেছে? অতএব আমরা
লিখিত প্রস্তাবের উপসংহ
প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডু

[illegible] দিগের [illegible] । [illegible] প্রবেশ করিতেছে।

চিরকাল কোন পদার্থেরই অভ্যুদয় দশা দৃষ্ট হয় না। উদয়ের পর [illegible] চির প্রসিদ্ধ আছে। যৌবনের পর প্রৌঢ়দশা, প্রৌঢ় দশার পর বার্দ্ধক্য অবস্থা ঘটিয়া থাকে। গ্রীক রোমক প্রভৃতি প্রাচীন জাতি সকলের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে, তাঁহারা এক কালে বিলক্ষণ উদয় লাভ করিয়া পশ্চাৎ অস্ত [illegible] হইয়াছেন। এই নিয়মানুসারে আর্য্য বংশীয় পর্য্যায়ক্রমে বৃদ্ধি হ্রাস ঘটিয়াছে। আর্য্য প্রধানেরা একদা তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে পরম প্রাবীণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নানা দর্শনকার [illegible] গ্রন্থ [illegible] শাস্ত্রের বাহুল্য নাই আলো[illegible] শ্রমশীলতা মস্তিষ্ক [illegible] যে যে গুণের বলে মানব [illegible] লাভ করে, আর্য্য জাতীয়েরা [illegible] গুণদ্বারা অলঙ্কৃত [illegible] তৎকালে তাঁহাদিগের [illegible] বিষয়ের আলোচনায় [illegible] হইত। তাহার [illegible] তাঁহাদিগের ঐ সকল [illegible] আসিল। বুদ্ধির সূক্ষ্ম[illegible] সঙ্কুচিত হইল, [illegible] মন্দ হইল। রুচি [illegible] আর্য্য প্রধানেরা [illegible] সুখাসক্ত ও অলস [illegible] তাঁহাদিগের কষ্টসাধ্য [illegible] সাধ্য তপশ্চর্য্যাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাই, নীরস বেদাদি পাঠে রুচি নাই এবং শ্রম সাধ্য দর্শন শাস্ত্রাদির আলোচনায় মতি নাই। ক্রমে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহারা প্রতিমা পূজা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন।

যাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠান প্রায় বিফল হয় না। আর্য্য প্রধানেরা দেশকালাদি বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন, অনায়াসে কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহাদিগের কৃতার্থতা লাভের তিনটী কারণ অনুমিত হইতেছে। প্রথম, মানুষের নূতন দেখিবার ও নূতন করিবার ইচ্ছা অতিশয় বলবতী নূতন প্রকার পদার্থ লাভ হইলেই সেই ইচ্ছা চরিতার্থ হয়। আর্য্যজাতীয়েরা এত দিন যে সকল পদার্থের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছিলেন, দেখিলেন, এ সে পদার্থ নয়, অর্চ্চনাযোগ্য নূতন পদার্থ পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই সেই প্রতিমার আরাধনায় অধিকতর অনুরাগ জন্মিল। দ্বিতীয়, নীরস বেদ পাঠ ও যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে যেরূপ কষ্ট, ইহাতে তাহার শতাংশের একাংশ নাই, প্রত্যুত আমোদ আছে। আর্য্য প্রধানেরা যে প্রতিমা পূজাপদ্ধতি প্রচার করিলেন, তাহাতে প্রায় সকল ইন্দ্রিয়ই আনন্দ লাভ করিল। প্রতিমার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে (২) চক্ষুর, বাদ্য শ্রবণে কর্ণের, সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণে নাসিকার, চন্দনাদি স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়ের, সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদনে জিহ্বার তৃপ্তি লাভ হইতে লাগিল। তৃতীয়, আর্য্যজাতীয়েরা দেখিলেন, তাঁহাদিগের আরাধনার্থ নূতনপ্রকার প্রতিমাদির সৃষ্টি ও পূজা পদ্ধতি প্রচারিত হইয়াছে বটে; কিন্তু উহা তাঁহাদিগের চিরাচরিত ধর্ম্মের মূলে আঘাত করে নাই। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ধর্ম্মের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহার যে মূল, ইহারও সেই মূল। এক্ষণে পাঠকগণ আর্য্যপ্রধানদিগের বুদ্ধিকৌশল দর্শন করুন। তাঁহারা বেদকে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা নূতন প্রকার পূজা পদ্ধতি প্রচার করিলেন বটে; কিন্তু বেদকে উহার মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রুতিতে প্রতিমা পূজার বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহার খণ্ডনার্থ তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, শ্রুতি দুই প্রকার; প্রত্যক্ষ আর

[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] সন্ধ্যোপাসনম্। [illegible] মুক্তে [illegible] গোময়ং

জীবঃ [illegible] সর্ব্ব [illegible] লোকানন্তাদাদার্য্যজ্ঞানেন্[illegible] [illegible] সর্ব্বপাপ [illegible] প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ।

[illegible] ব্রাহ্মণ [illegible] সান্তপনব্রতের উল্লেখ করিয়া পরে মহাসান্তপনব্রতের পৃথক বিধান করিয়াছেন। তাহা এই, সান্তপন ব্রত [illegible] ভক্ষণ পূর্ব্বক [illegible] উপবাস করিয়া সপ্তম দিনে এই অনুষ্ঠান [illegible] সমাপন করিবে। জাবাল [illegible] নিয়ম বলিয়াছেন। এক রাত্রি উপবাস করিয়া পরে [illegible] গোমূত্র, গোময়, ক্ষীর, দধি, ঘৃত, কুশোদক ইহার এক একটী দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। ইহারই নাম কৃচ্ছ্র সান্তপন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে [illegible] পাপ ব্রত করিয়াছেন। লোক [illegible] সংযতাত্মা হইয়া [illegible] উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

(২) অর্চ্চকস্য তপো যোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি। [illegible]

পূজকের ভক্তি যোগ পূজার আতিশয্য এবং প্রতিমার সৌন্দর্য্য থাকিলেই দেবতা সেই স্থানে সন্নিহিত হন।

পাওয়া যায় না, তাহার কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ করা আবশ্যক হইতেছে। যে সময়ে প্রতিমা পূজাবিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে পৌরাণিকদিগের সমধিক প্রাদুর্ভাব। তাঁহারাই কোটি কোটি দেবদেবীর সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়েই যে কেবল এই বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, এরূপ নয়, ভাষারও বিলক্ষণ বিপ্লব ঘটাইয়া তুলেন। বেদের ভাষার সহিত পুরাণের ভাষার বহু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পৌরাণিকেরা এত যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা অনুমাত্র বাধা প্রাপ্ত হন নাই। তাহার প্রধান কারণ এই, তাঁহারা বেদের দোহাই দিয়া প্রশান্ত ভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

পুরাণের রচনা, পুরাণ প্রতি[illegible] বিষয় এবং পুরাণোদিত দেবতাদিগের পূজা প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আর্য্যজাতীয়েরা তৎকালে নিতান্ত সুখাসক্ত অলস ও সুকুমারমতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, সংস্কৃতের মধ্যে পুরাণের রচনার তুল্য প্রাঞ্জল ও কোমল রচনা আর নাই; পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝা কঠিন নয় এবং পুরাণোদিত দেবতাদিগের অর্চ্চনাবিধিও কষ্টসাধ্য নহে। পক্ষান্তরে বেদের রচনা অতিশয় গাঢ়, বেদপাঠ ও বেদের প্রতিপাদ্য যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কষ্টসাধ্য। কালক্রমে লোকের রুচি পরিবর্ত্তন সহকারে সকল বিষয়েরই যে পরিবর্ত্ত হয়, ইহা অনৈসর্গিক নহে। পুরাণাদির সৃষ্টির দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

আমরা উপরে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম, শাস্ত্রকারদিগের লেখাতেও তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ভগবান্ মনু কহিতেছেন, সকল যুগে মনুষ্যের একরূপ ধর্ম্ম নয়; সত্যযুগে অন্য, ত্রেতায় অন্য, দ্বাপরে অন্য এবং কলিযুগে অন্য ধর্ম্ম। যুগ হ্রাসানুসারে ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে (৩)।

—:০:—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

অনাহূত প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া উল্লাস প্রকাশ চিত্ত দৌর্ব্বল্যের অন্যতর লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চিত্ত দৌর্ব্বল্য জগতের অনিষ্টের না হইয়া মহত্তর ইষ্টের হেতুভূত হইয়াছে। জগৎ এতন্মূলক বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রশংসা অনুমোদনের অপর পর্য্যায়। যাঁহার প্রশংসা করা হয়, তিনি বুঝিতে পারেন, অপর লোকে তাঁহার কার্য্যের অথবা গুণের অনুমোদন করিতেছেন। ইহা বুঝিতে পারিলে স্বভাবতঃ লোকে কার্য্য ও গুণের উৎকর্ষ সম্পাদন বিষয়ে অধিক যত্ন করিয়া থাকে। সুতরাং সেই কার্য্য ও গুণের উত্তরোত্তর উন্নতি সম্ভবপর হয়। এ যুক্তিতে প্রশংসা শুনিয়া উল্লসিত হওয়া দোষের না হইয়া গুণের হইতেছে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যদি অন্যের মুখে সোমপ্রকাশের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দিত হই এবং পাঠকদের নিকটে সেই আনন্দ প্রকাশ করি, নিন্দার্হ হইব, এ সম্ভাবনা করি না। যে নিমিত্ত এ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রায় ধনপত সিংহ বাহাদুরের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। উক্ত রায় বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। কেবল [illegible] কারবার একমাত্র [illegible] অনেকের উৎসাহ বৃদ্ধির হেতুভূত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীরায় ধনপত সিংহের [illegible]

আপনার তেজস্বিনী লেখনী প্রভাবে সোমপ্রকাশ পত্রিকা জন সাধারণের পরম সমাদরের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, সংপ্রতি আপনি প্রোক্ত পত্রিকার ডাক মাশুল [illegible] করায় তাহা সমস্তরের [illegible] গ্রাহকগণের অধিকতর সুবিধা [illegible] [illegible] পরম মঙ্গলকর সন্দেহ নাই। [illegible] প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রোক্ত [illegible] সংক্রান্ত মুদ্রা যন্ত্র এবং [illegible] বিদ্যালয়ের ব্যয় সাহায্য [illegible] মুদ্রা প্রদানে উৎসুক হইয়া [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible] মুদ্রা [illegible] [illegible] [illegible] দিবেন।

[illegible]

[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]

দিনের সেপ্টেম্বরের [illegible] আমাদিগের [illegible] প্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে সমালোচনা করা [illegible] বাবু [illegible] হইয়া [illegible] করেন, [illegible] [illegible] লিখিত হইয়াছে। [illegible] উপকারের জন্য, রূপে লিখিয়া দিয়াছেন

(৩) অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ মনুসংহিতা।

...রেলের উপর অত্যন্ত

২। রাজবালা নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা করিয়াছেন। ইহার গল্পটী যেরূপ সামান্য, রচনা প্রণালীও সেইরূপ নীরস ও অরুচিকর। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় পদ্যে স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদানই যে এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই [illegible] কিন্তু [illegible] কৃত [illegible] পারেন [illegible] যে কত [illegible] সন্নিবেশিত করা হই[illegible] কিছুমাত্র বোধ হয় নাই। নাটক [illegible] যদি একখানি পদ্যগ্রন্থ [illegible] কৃতার্থতা লাভের

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

[illegible] মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক [illegible] মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা [illegible] দিয়াছেন, উক্ত স্কুলের সাহায্য [illegible] স্বর্ণময়ী ৪০ এবং রাণী শরৎ [illegible] দান করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যাভূষণ কৃতজ্ঞতা [illegible] ছেন, তাঁহার প্রণীত [illegible] বাবু [illegible] মহারা[illegible] অগ্রিম ২০ টাকার [illegible] পাঠাইয়া দিয়াছেন।

[illegible] বেলের আড্ডা কোম্পানির [illegible] লাগিয়া একরূপ ভয়ানক [illegible] অপর চীৎ[illegible] হইয়াছিল। [illegible] মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] একটী গৃহে আগুন [illegible] লোকের [illegible] আগুন [illegible] উচিত সন্দেহ

[illegible] আদালত সমূহে [illegible] ভাষা প্রচলিত হয় এ নিমিত্ত প্রায় ৪০ লক্ষ লোক স্বাক্ষর করিয়া এক আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, লুসাইরা অগ্রেই দুষ্কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

হিন্দুহিতৈষিণী আক্ষেপ করিয়াছেন," ত্রিপুরার রাজ বংশের মধ্যে পুনর্ব্বার মকদ্দমা হইতে চলিল। ভূতপূর্ব্ব রাজার মৃত্যু হইলে অনেক মকদ্দমার পর তাঁহার ভ্রাতা বীরচন্দ্র মাণিক্য রাজা হইয়াছেন। মৃত রাজার পুত্রের প্রতি তিনি অসদ্ব্যবহার করাতে তিনি তাঁহার মাতাকে লইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ করিয়া রাজ বংশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পদ ও স্বত্বের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

উক্ত পত্র বলেন, কাম্বেল সাহেব ঢাকার অবস্থিতি করিবার সময়ে তত্রত্য মুসলমানদিগকে একটী মাদ্রাসা স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে বলেন। তদনুসারে তত্রত্য [illegible] মুসলমানেরা একটী সভা করিয়াছেন। ঢাকায় একটী মাদ্রাসা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কলিকাতার মাদ্রাসাতে পূর্ব্ববাঙ্গালার ছাত্রের সংখ্যাই অধিক।

নর্ম্মান সাহেবের হত্যা'র পর কাবুলের মেওয়াওয়ালাদিগকে প্রধানতম বিচারালয়ে গিয়া মেওয়া বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ঢাকার ছোট আদালতের নূতন জজের প্রতি লোকে বড় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার এক [illegible] বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন।

লার্ড [illegible] সম্প্রতি "প্রতিযোগিতা [illegible] অনুসারে পরীক্ষা দিয়া সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করিবার প্রথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ প্রণালীতে যথার্থ শিক্ষা হয় না। শীঘ্র শীঘ্র বড় মানুষ হইবারও উপায় নাই। কতকাংশে একথা সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে মনোনীত করিবার প্রথা স্থাপিত হইলে বিশেষ অনিষ্টের হইবে।

দার্জ্জিলিঙ টাইমস বলেন, তত্রত্য পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপন বাটীতে পুলিস আফিস করিতেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পৃথক বাটীতে আফিস করিতে বলিয়াছেন। মন্দ উন্নতি নয়।

কলিকাতার বারিকগুলি পতনোন্মুখ হওয়াতে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

মারকুইস অব ডুফেরা ১০ ঘটিকা আগরার রেলওয়ে হোটেলে ছিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও দুই জন ভৃত্যের নিমিত্ত হোটেল অধ্যক্ষ ৪১ টাকার বিল করেন। এক ভটাহ্ উক্ত জলের মূল্য চারি আনা ধরা হইয়াছে। লার্ড ডুফেরা দিল্লীগেজেটে এক পত্র লিখিয়া এরূপ মূল্য অতিশয় অসঙ্গত বলিয়াছেন। কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু হোটেল অধ্যক্ষ এ মূল্য লইতে পারেন। কশিয়ার বিখ্যাত প্রথম পিটর কর্ম্মপির এক হোটেলে কয়েকটী ডিম খাইয়াছিলেন। অধ্যক্ষ এক শত ডুকাট মূল্য চাহে। সম্রাট আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ডিম কি এখানে এত দুষ্প্রাপ্য? চতুর অধ্যক্ষ তৎক্ষণ বলিল "ডিম তত দুষ্প্রাপ্য নয় বটে, কিন্তু সম্রাট ক্রেতা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিদিতার্থ লিখিয়াছেন, কাশিমবাজারস্থ প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ভাটপাড়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একখানি ঘর প্রস্তুত করণ জন্য শান্তিপুর বিভাগের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট ৪০ টাকা পাঠাইয়াছেন।

২০ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

লাহোর মেডিকাল স্কুলের ইংরাজী শ্রেণীর যে সকল উপযুক্ত ছাত্র তথায় সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবার জন্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, উহাদের নিমিত্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩ টী ছাত্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

নেলোর নদীর উপরে ৩ বৎসর ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, প্রস্তুত হইলে তাহার ২০ দিন পরে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ দ্বারা যে এটী নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।

শুনা গেল নূতন হাইকোর্ট বাটীর উত্তর দক্ষিণে একটী প্রাচীর বরাবর দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। পশ্চিম দিগে আপীলেট এবং পূর্ব্ব-দিগে আদিম বিভাগ হইবে।

২৯এ নবেম্বরের পিকিন গেজেটে লিখিত হইয়াছে, তত্রত্য একজন পুলিশ ইনস্পেক্টরের এলাকায় একটী ডাকাইতি হওয়াতে তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া আজ্ঞা দেওয়া হয়, একটী নিরূপিত সময়ের মধ্যে তিনি ডাকাইত ধরিয়া দিতে না পারিলে তাহাকে পদচ্যুত হইতে হইবে। এই একটী বলিয়া নয়, তথায় চুরি ডাকা ইতি হইলে পুলিশ কর্ম্মচারীরা ধরিয়া দিতে না পারিলে তাহাদিগের এইরূপ দণ্ড হইয়া থাকে। এখানে এইরূপ দণ্ড প্রণালী স্থাপিত হইলে পুলিসের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে।

বিহারীগেজেট বলেন, এল, এ তিমুজা ৮ লক্ষ টাকা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল না। তিনি এই সমুদায় টাকা সাধারণের উপ[illegible] র্থ [illegible]

[illegible] ছেন

[illegible] চট্ট্র,

নির্ব্বাচার্থ [illegible] ব

টাকা দিবার প [illegible] র্থ

সমুদায় বঙ্গদেশে [illegible] শুদ্ধ ২১৮৯১১ টাকা ব্যয় হইবে অনুমা[illegible] করা হইয়াছে।

বিহারীগেজেট [illegible] লেন, হাইদ্রাবাদের এক জন ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, সার সালার জং এই বৎসরের মধ্যেই দেহ ত্যাগ করিবেন। তা[illegible] পীড়া হইয়া মৃত্যু হইবে অথবা কেহ [illegible] [illegible]কে হত্যা করিবে। সার সালার জং উ[illegible] ব্রাহ্মণকে রাজবাটীতে বদ্ধ রাখিয়া বলি[illegible] ন, যদি তাঁহার কথা সত্য হয়, তিনি ১[illegible] টাকা পাইবেন, অন্যথা তাঁহার শির[illegible] করা হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্[illegible] [illegible]কে প্রতি[illegible] টাকা করিয়া খোরাকি দেওয়া হই[illegible]। ব্রাহ্মণের এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন?

২১এ [illegible] অগ্রহায়ণ বুধবার।

বিহারী গেজেট বলেন, পাহাড়গঞ্জে এবং দিল্লীর চতুর্দ্দিকে অতিশয় ওলাউঠা হই-য়েছে। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব এই শীতকালে তথায় যে উপ[illegible] [illegible]মের হইবার কথা আছে তাহা হইবে না।

গত বৃহস্পতিবার লক্ষ্ণৌএ অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব রাজার প্রধান মন্ত্রী নবাব আলী নকি খাঁর ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে।

গত ৩ রা ডিসেম্বর বাগি স্টেসনের প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এক জন বৃদ্ধদেশীয় প্রাচীন লোক রেলওয়ে শকট চা[illegible] পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। রেল পার হইবার সময় ট্রেণ আসিয়া পড়াতে উহার মৃত্যু হয়।

কাশ্মীরের প্রধান [illegible] দেওয়ান কৃপারাম কাশ্মীরের বাণিজ্য সংক্রান্ত অবস্থা ও ইতিহাসাদি বিষয়ে পারস্য ভাষায় "গুল জারি কাশ্মীর" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া[illegible]

কা[illegible] [illegible]নীর সঙ্গে যে সকল কু[illegible] [illegible] চহে, উহাদের মধ্যে [illegible]কীর হইয়াছে যে, [illegible] দিতেছে। ৫ দিনের [illegible] [illegible]য়াছে।

২৪ [illegible]

[illegible] গামী কল্য বিচারপতি মার্কবি সাহে[illegible] [illegible] বঙ্গ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। [illegible] সাহেব পুনর্ব্বার ব্যারিষ্টরের কার্য্য করিবেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, গত কল্য পুলিস কমিসনর লম্বার্ট সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হওয়াতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে।

আমরা অবগত হইলাম, আগামী ১৫ ই ডিসেম্বর ঢাকার কমিশনর সাহেব আব্দুল গণিকে "স্টার" উপাধি প্রদান করি[illegible]বেন।

গত আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসের মধ্যে কলিকাতায় ১১২৯০৩০৩৪ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হয়। গত বৎসর ঐ ৫ মাসে ১৪২০ ৩৯০৭৫ টাকার হইয়াছিল। গত বৎসর অপেক্ষা এবৎসরও অনেক অল্প টাকার বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।

সে দিন মান্দ্রাজে একজন দরিদ্র সদরের ৭২০ টাকা আয় বলিয়া উহার টাক্স ধরা হয়, আর এক ব্যক্তি ৫ টাকায় চাকুরি করে তাহারও নিকট হইতে টাক্স গ্রহণ করা [illegible] টাক্স [illegible] হইয়াছিল। সার [illegible] অমি করেন, এক্ষণে আইন [illegible] কেবল [illegible]

২২এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

ষ্টেট্স অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হওয়া গেল, গত সপ্তাহে কৃষ্ণনগরের মহারাণী মহা সমারোহে ৪ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতার তালতলায় অত্যন্ত ওলাউঠার বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি কোন্নগরে অনেকগুলি ব্যক্তি শৃগালদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, একজন ফকির ছাপ রাষ্ট্র দিয়া বলিতেছে, সে ঈশ্বর প্রেরিত লোক। সে মনে করিলে তরবারির এ[illegible] আঘাতে ১ লক্ষ লোকের মস্তক ছেদ[illegible] করিতে পারে। ফকির সাহেব এই বেলা সাবধান না হইলে বিপদে পড়িবেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, কোন্নানপুরে বন্যা হইয়া যে ক্ষতি হইয়া[illegible] [illegible] বনাসীরা রেলওয়ে কো[illegible], এই আজ্ঞা প্রচার[illegible] [illegible]তি পুরুষের মাথা [illegible] করিবা [illegible] সীরা যেন অল্প[illegible] [illegible]ন। এইরূপ না হই[illegible] রেলওয়ে [illegible] [illegible]নপুরবাসীর[illegible]ম সম্বন্ধে অবলম্ব প্রকা[illegible] করিবেন না।

ষ্টেট্স অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর এ [illegible] শ্রেণীর বণিকগণ নিজের একটী চেম্বার অব কমার্স স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছে। বোম্বাইর লোকেরা বাণিজ্য বিষয়ে বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

গত ২৯এ নবেম্বর আমেদাবাদ হই[illegible] [illegible]নিয়ন্ গা[illegible] পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে [illegible] হইয়াছে।

[illegible] র্যার রাজার প্রধান মন্ত্রী মুদ্রা উৎকোচ গ্রহণ এবং রাজার নিন্দা করেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে পদের অ[illegible] করিয়া দিয়াছেন। মন্ত্রীটির ত কোন সাক্ষী নাই।

ষ্টেট্স অব ইণ্ডিয়া বলেন, ক[illegible] প্রায় ১০ সহস্র কমিউনিষ্ট কয়েদি করা হইয়াছে।

[illegible] আবদুল্লাকে যে [illegible] তাহাকে [illegible] দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন [illegible] পর্য্যন্ত ৩০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে।

[illegible] একজন এতদ্দেশীয় ১০ টাকার একখানি [illegible] ৩ টাকা চুরি করিয়াছিল [illegible] মাজিষ্ট্রেট সাহেব কঠিন পরিশ্রমের [illegible] তাহার ১ মাস [illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] অধিবাসীরা [illegible] রাস্তায় জল [illegible] তাহার প্রতিকার [illegible] আবেদন করিয়াছেন। মিউনিসিপাল [illegible] কর্ম্মের বিপরীত কার্য্য [illegible] পারেন।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, [illegible] এক নূতন বিধ উপায়ে [illegible] নগরে কাটির মূল্য [illegible] করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] নিরস্ত হইয়াছে। [illegible] করিয়াছেন যে, [illegible] নামে সেই [illegible] বিক্রয় করে। [illegible] অবশ্যই [illegible] হয়। যদি [illegible] হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম উহাদিগকে পদচ্যুত ও [illegible] এবং প্রধান [illegible] মস্তক [illegible] এবং আর ও জন [illegible] যে [illegible] তাহারা [illegible] করে তাহাতে [illegible] কয়েদী করিবার আজ্ঞা [illegible]। আজিও [illegible] নগরকর্ত্তার হস্তে রাজ ভার আছে, ইহাই [illegible] বিষয়।

[illegible] বলেন, ভারতবর্ষের আয় [illegible] করিবার নিমিত্ত পার্লিয়া[illegible] নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই [illegible] কত [illegible] কি প্রকার [illegible] এবং [illegible] কত [illegible] হইতেছে, তাহা জানিতে [illegible]। করের সংখ্যা ও পরিমাণ গত

দর্শন করিলে উহাদিগকে বিশি[illegible] হইতে হইবে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি নিউইয়র্কে এক নূতন বিধ সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাটীর নাম "স্থূলকায় ব্যক্তিদিগের সভা"। সভার নিয়ম এই, ১৮ সের ওজনের ন্যূন ব্যক্তিকে সভার সভ্য করা হইবে না। সভ্যদিগের শরীরের পরিধি জানিবার জন্য অনেকের কৌতুহল জন্মিয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, ফরিদপুরের সিবিল সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ বসু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, হাঁপানি রোগে [illegible] ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

ফিলাডেলফিয়া মেডিকাল টাইমস লিখিয়াছেন, [illegible] ১৭ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে [illegible]। ১০ বৎসরের মধ্যে [illegible] জীবিত থাকে [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত [illegible] অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। শ্রমজীবী কৃষকেরা এবং যাহারা কোন [illegible] করে না, প্রায়ই দীর্ঘজীবী হইতে [illegible] না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমুদায় নিয়ম রক্ষা না [illegible] করাই ইহার প্রধান কারণ।

কেওর অব ইণ্ডিয়া আহ্লাদিত হইয়া লিখিয়াছেন, এত দিনের পর ডিকেন সাহেব [illegible] উভয় দলের মনোমত করিয়া [illegible] আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে এই আইনটী যে বিধিবদ্ধ হইবে একান্ত সম্ভাবনা হইয়াছে।

গত পরশ্ব রাত্রিতে লার্ড মেয়র সস্ত্রীক পুনর্ব্বার কলিকাতার নাট্যশালা দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম কাল সিমলা বাসে গিয়াছে, শীতকাল নাট্যশালা ভোজ ও নৃত্য গীতাদিতেই অতিবাহিত হইবে বোধ হইতেছে।

২০ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় কতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী তাঁহার প্রণীত একখণ্ড [illegible]

[illegible] সরকারের মুজাফর বাবু সাহায্যার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, আমেরিকার কতকগুলি স্ত্রীলোক চিকিৎসা সংক্রান্ত মিশনরি হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন।

ইগ্‌লিণ্টন নামক জাহাজের একজন চাকর গত জানুয়ারি মাসে মাণিকখালে লুসাইদিগের উপদ্রবের সময় বিলক্ষণ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার পুরস্কারার্থ তাহার চা-ক্ষেত্রের নিকটে ১০০০ একার অকর্ষিত ভূমি দিবার জন্য যে আবেদন করা হয়, গবর্ণর জেনরল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, বিজগাপত্তনে প্রাতঃকালে যে একটী করিয়া তোপধ্বনি হইত, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য গবর্ণমেণ্ট সেটী বন্ধ করাতে এ, জি বরলিং ব্রাউ নামক এক জন বলিয়াছেন, ঐ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের যে বারুদ ব্যয় হইত, তিনি বর্ষে বর্ষে তাহার [illegible] লজ্জিত [illegible] [illegible] দেওয়া [illegible] হইয়া গিয়াছে। পেশোয়ার [illegible] একজন মুসলমান হাইকোর্টের বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে একজন চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করে, বড় সাহেব কোথায়? চাপরাসী বলিল, উহাকে তোমার প্রয়োজন [illegible] সে বলিল আমার প্রয়োজন আছে। [illegible] চাপরাসী বলিল এখন তুমি চলিয়া যাও [illegible] সে ক্রোধা[illegible]ন্বিত হইয়া বলিল আমি [illegible] প্রহার করিব। চাপরাসী তাঁহার [illegible] বালিকের নিকটে গিয়া সমুদায় বর্ণনা করিলে তিনি উহাকে যুক্ত করিয়াছেন। সে বলি[illegible] সে কলিকাতায় নূতন আসিয়াছে, [illegible] থাকে তাহার নাম জানে না। [illegible] একজন যুবরাজের আজ্ঞা। কিছু অবশ্যই বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া[illegible]। ডেপুটি [illegible] এ বিষয় অবগত হইয়া [illegible] কে পুলিসে চালান দিয়াছেন।

সিরাজ আলী সহিত মুক্তগাছার কতে মহম্মদ খাঁর পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন।

এচ, এল ডাম্পিয়র সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য হইয়াছেন।

রাজসাহী, মুরশিদাবাদ ও নদীয়াতে অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে এবং সাহবর্দ প্রদেশে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার সিরাজ আলী খাঁ আমীরকে লিখিয়াছেন, তথায় এবৎসর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কিছুমাত্র শস্য জন্মে নাই। অনেক ভূমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এতন্নিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে।

প্রোগ্রেস বলেন, লুশাই, যুদ্ধ এবং বিলাতে সৈন্যদিগের রণকৌশল শিক্ষার জন্য যে উদ্যোগ হইতেছে, এ উভয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমান ২০০০০০০ টাকা ব্যয় হইবে, অনুমিত হইয়াছে। এ টাকা গবর্ণমেণ্ট ৫ । দিনের মধ্যে তুলিয়া লইতে পারিবেন।

২৪ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

লার্ড আর্গাইল তাঁর উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য আইসে সে সমুদায় তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিবে না নিয়ম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যাসংক্রান্ত কমিটি ২৪ টাকা মূল্যে একখানি পুস্তক থাকার কোম্পানির দোকান হইতে ক্রয় করেন। সিবিল পেমাষ্টর এই টাকা দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি বলেন, ষ্টেটসেক্রেটারির অমতে কোন দ্রব্য ক্রয় করা হইবে না। ষ্টেটসেক্রেটারির দ্বারা ক্রয় করাতে আমাদিগকে এক টাকার স্থানে দশ টাকা দিতে হইতেছে। এই আপদের কি নিবারণ হইবে না ?

ইংলিশম্যান বলেন, জনরব উঠিয়াছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ক্যাম্বেল সাহেবকে কলিকাতার বাহিরে কোন কর্ম্ম দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত পত্র [illegible] য়াছেন, হগ সাহেব শীঘ্র কমি[illegible] ত্যাগ করিবেন।

সে দিবস একজন আর্টর্ণি একজন প্রত্যর্থির পক্ষে পুলিস আদালতে উপস্থিত হইয়া পরে অর্থির পক্ষে দণ্ডায়মান হন। প্রত্যর্থি আপত্তি করাতে মাজিষ্ট্রেট আর্টর্ণিকে বলিলেন, তিনি বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। আর্টর্ণি অত্যর্থীর অর্থির টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া প্রত্যর্থির সমর্থন করিতে চাহিলেন, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি বলিল, যে ব্যক্তির কোন স্থিরতা নাই তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইনি মন্দ আর্টর্ণি নন।

জেমা নামক যে পারসী তাহার প্রভু ও তাঁহার স্ত্রীকে বধ করে, বিচারপতি জিরার তাহার ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়াছেন। এ ব্যক্তির প্রতি তাহার প্রভুর স্ত্রী আসক্ত ছিল। হত্যাদি প্রায় এই সকল কারণেই হইয়া থাকে।

কাঠিওয়ারের সর্দ্দারগণ বোম্বাইয়ে দরবারের জন্য আসিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ইহাতে অনেক ব্যয় হয়। সকল রাজাই মনে মনে অসন্তুষ্ট হন নাই . [illegible] কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালী অবগত হইয়াছেন, নাটোরের রাণী শিবেশ্বরী নিজ ব্যয়ে একটী আইন শ্রেণী খুলিয়াছেন। বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু বি, এল অধ্যাপক হইয়াছেন। যাঁহাদিগের ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদিগের সুবিধার্থ ইহা হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত না হইলে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আইন শ্রেণির ন্যায় ইহা কোন কার্য্যের হইবে না।

-:০:-

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ নবেম্বর—এচ. জে রেন্‌ওলডস (বি, এ) পুনর্ব্বার ময়মনসিংহের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের বেতন [illegible] পাইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র পুনর্ব্বার বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগের সেক্রেটারি হইলেন।

৩০ এ নবেম্বর—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ পাবনায় বদলী হইলেন।

বাখরগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, আর বাও সাহেব সাওতাল পরগণায় বদলী হইলেন।

মুরশিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, জে, আর কেক্লু ডিসেম্বর মাসে উক্ত স্থানের জেলখানার ভার গ্রহণ করিবেন। ইনি ১৮৬১ সালের ২৫ ধারানুসারে যে সকল দণ্ড হইতে পারে তাহার পূর্ব্বানুসন্ধান এবং উক্ত আদালতে অপরাধীদিগকে বিচারার্থ অর্পণ করিতে এবং প্রতিভূ লইতে পারিবেন এবং এ সময় তাহার যে যে ক্ষমতা থাকা উচিত তাহা থাকিবে।

১ লা ডিসেম্বর—নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী প্রথম শ্রেণীর সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর উহাদের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, সি, [illegible]—১৬ ই নবেম্বর
সি, এফ, ওয়ার্সলে ১৯ এ নবেম্বর হ
জে, এ, হপকিন্‌সন—২৪ া ডিসেম্বর
আলেকজণ্ডার মাকেন। ১৬ ই ডিসেম্বর
ডবলিউ, এচ, বার্লার—১৮ ই ”

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর প্রতিনিধি হইলেন—

সি, এচ, বাউচিয়র—২ রা ডিসেম্বর হ
এফ, এচ, মাকলীন—১ লা ”
টি, ই কক্‌রেন—১৯ এ ”
টি, ডি, বার্টন—১৮ ই ”
জে, হুইটমোর—১৬ ই ”

বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানের বিশেষ সব-রেজিষ্ট্রার অর্থাৎ [illegible] দের প্রতিনিধি হইবেন।

কুচবিহারের ৬ নম্বর বন্দোবস্তের কালেক্টর বাবু [illegible] ১৮২২ ৭ আইন এবং ১৮২৫ অব্দের ৯ অনুসারে গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুরের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন আরও উক্ত দুই স্থানে মাজিষ্ট্রেট পাইবেন।

ম ক, পোষ্ট মাষ্টার বাবু মাধবচন্দ্র [illegible] সভার এক জন সভ্য হইবেন।

২ রা ডিসেম্বর—মাদারীপুরের ডেপুটী মা [illegible] ও ডেপুটী কালেক্টর এল, বি বরাট্টন, এম [illegible] ([illegible] পরগণা) বদলী হইবেন।

৪ ঠা ডিসেম্বর। বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় [illegible] অস্থায়িরূপে [illegible] কার্য্য [illegible] করিবেন।

বাবু [illegible] কার্য্য [illegible] করিবেন।

৫ ই ডিসেম্বর। [illegible] মেদিনী পুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন। এই স্থানে [illegible] প্রথম শ্রেণীর [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা [illegible] থাকিবেক।

[illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে ক্টর বাবু [illegible] কিছুদিনের জন্য [illegible] বদলী হইবেন।

আর, এচ উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
[illegible] অণ্ডর সেক্রেটারি
ও রাজনীতি [illegible]

[illegible] বিদ্যালয় [illegible] কাউন্সিলের [illegible] সভ্য করিবেন।

[illegible]

[illegible] ডেম্বর। এ, [illegible] আসিস [illegible] অনুপস্থিতি কালে বঙ্গদেশীয় [illegible] ও রাজনীতি [illegible] কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

[illegible] এ, টি মাকেঞ্জি [illegible] মনোনীত [illegible] অতিরিক্ত [illegible] অতিরিক্ত [illegible] নিযুক্ত হইবেন।

[illegible] মহারাজ [illegible] কিছু [illegible] মুন্সেফের [illegible] এবং [illegible]পুরের [illegible] আদালতের [illegible]

শ্রীরামপুরের কোর্ট আদালতের ভার পাই বেন।

২ রা ডিসেম্বর। সি, এ ফিলার যে পর্য্যন্ত মা সিলেটের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের ভার গ্রহণ করেন, গত ৮ ই আগষ্ট হইতে সে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারীর ক্ষমতাধীন হইবেন।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এচ, এল ডাম্পিয়র সাহে বকে নিজ কাউন্সিলের একজন সভ্য করিয়া ছেন।

৪ ঠা ডিসেম্বর। বাবু পরেশনাথ সরকার সি, এল কিছুদিনের জন্য ঠাকুর গাঁর (দিনাজ পুর) মুন্সেফের ক্ষমতাধীন হইবেন।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি।

ইউরোপীয়সমাচার

লণ্ডন ২৮ এ নবেম্বর। গত রাত্রিতে প্রিন্স অব ওয়েলস অত্যন্ত সুস্থ ছিলেন। ক্রমে জ্বরের উপশম হইতেছে।

লণ্ডন ২০ এ নবেম্বর। লার্ড মেওর [illegible] বোম্বাইর গবর্ণর হইবার সম্ভাবনা।

আইরিশম্যান সংবাদ পত্রের সম্পাদক পিগট সাহেবের ৪ মাস কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ নবেম্বর। রাজ্ঞী উইণ্ডসরে প্রত্যা গমন করিয়াছেন। একণে তিনি অনেকাংশে স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন।

[illegible] লোপকে [illegible] আশ্রয় দিয়াছেন।

[illegible] রোমে [illegible] হইয়া ইটা [illegible] খুলিয়াছেন।

লণ্ডন ২৬ এ নবেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলসের পীড়ার অনেক উপশম হইয়াছে। অদ্য রাজ্ঞী [illegible] দেখিতে যাইবেন।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে [illegible] টাকা করা হইয়াছে।

বার্লিন ১ লা ডিসেম্বর। গত কল্য [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের যে এক অধিবেশন হয়, উহাতে মন্ত্রী [illegible] বলিয়াছেন, [illegible] নির্গমনার্থে যেরূপ প্রবল ইচ্ছা, তাহাতে [illegible] ১৮৭৪ অব্দে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য।

অদ্য মার্সেলিসের কমিটির একজন প্রধান [illegible] দোষী হইয়া গিয়াছে।

[illegible] ১ লা ডিসেম্বর। অদ্য রাজ্ঞার বাক্য [illegible] করিয়াছেন।

লণ্ডন ২ রা ডিসেম্বর। লার্ড [illegible] রোগে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। যে সকল মেইল কলি কাতা হইতে ৮ ই নবেম্বর এবং বোম্বাই হইতে ১১ ই নবেম্বর যাত্রা করে, উহা শনিবার লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছে।

লণ্ডন ৫ ই ডিসেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

[illegible] উইক দুর্গের কতকাংশ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

আরার পুলিস অতি অকর্ম্মণ্য। আমরা গত চারি বৎসর পর্য্যন্ত যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি, এক্ষেলাটি পুলিস কোন কার্য্যের নহে। সে দিবস সহরের মধ্যস্থলে এখানকার প্রধান মহাজনের গদিতে সিঁধ হইয়া ২০০০ টাকা অপহৃত হইল, কিন্তু [illegible] কিছুই হইল না। সদর রাস্তার উপর সিঁধ হইল তাহাতেও, কিছু হয় নাই।

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগতি হইল যে, অতঃপর জলসেচন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়র মহো দয়ের নিকট বাঙ্গলা কাগজের অনুবাদ প্রেরিত হইবে, অতএব এমত সুবিধা সত্ত্বে এ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলাতে যদি গবর্ণ মেণ্টের অর্থনাশ নিবারণ হইতে পারে তবে আমাদের না বলা অকর্ত্তব্য। শুনা গেল, [illegible] একটি " [illegible] " ([illegible]) নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। ইহাতে চারি সহস্র টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হই য়াছে, কিন্তু দুই চারি জন সাহেবের জল বিহারের জন্য গবর্ণমেণ্টের এই অর্থ স্বাশি অপব্যয় করা কর্ত্তব্য নয়।

[illegible] কারখানায় ফিরিঙ্গি ও দেশীয় যুবকদিগকে যন্ত্রবিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত এক আলয় নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে। এক্ষণে [illegible] আছে এবং তাহা [illegible] সম্ভাবনা আছে, কিন্তু [illegible] কোন অংশ

চলিত রক্ষার আশিবেন না। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি তাহাদিগকে ৮ টাকা দেওয়া । আর শাখিরাম মিস্ত্রিকে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে সে ই আফিস গৃহে ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যালয় করা হউক, তাহাতে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় বাঁচিয়া যাইতেছে। আর যে সারকিট বাঙ্গলা নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে তাহারও আবশ্যকতা নাই। কেন না বলিয়াছ ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রের আবাসগৃহে সেই কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইবে। ঋণ করিয়া জলসেচন কার্য্য চালান হইতেছে, তাহাতে অধিক বাড়া বাড়ি করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের কথা শুনেন ও প্রধান ইঞ্জিনিয়র সাহেবের যদি ইহা মনোমত হয়, তবে আমরা ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের অর্থ নাশ নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিব।

শোণ খালের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাহিনী দীর্ঘ খাল দ্বয় একণে খনন করা হইবে না। আরা ও পাটনা খাল সমাপ্ত করা অগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহা অতি বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছে, কারণ এই খালদ্বয়ের আয়ে অন্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে।

আরা
অগ্রহায়ণ

—৹⁎৹—

বীরভূমের স্বাস্থ্যকারিতা একবারেই তিরোহিত হইয়াছে। ভীষণ সংক্রামক জ্বর ইহার মধ্যদেশে লব্ধপ্রবেশ হইয়া ছারখার করিতে বসিয়াছে। এমন গ্রাম নাই, যেখানে ইহার প্রবল প্রকোপ অনুভূত না হয়। বলপুরের সন্নিধানে খড়া, ইটণ্ডা-খড়া, রাইপুর প্রভৃতি কতিপয় জনপদ জনশূন্য হইয়া উঠিল। কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। মহাশয়। গবর্ণমেণ্ট কি কেবল আপন স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিবেন? হায়, এলাউঠায় প্রজা ক্ষয় হইয়া দেশ যে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে, তাহার কি প্রতিবিধান করিবেন না? এমন অবস্থায় বীরভূমের স্থানে স্থানে চিকিৎসক প্রেরণ করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

কাঁথাকার মুনসেফ নীলমাধব বাবুর বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযোগ উপস্থিত হয়। তৎসমুদায়েই প্রমাণীকৃত হওয়ায় স্থানীয় জজ, তিনি আপন পদ হইতে অপসৃত হয়েন, এই ভাবে হাইকোর্টে রিপোর্ট করেন। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, হাইকোর্ট জজ সাহেবের রায় বহাল রাখিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে সকলে যে, কোন কোন হাকিম আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা জ্ঞান করিয়া যদৃচ্ছ ব্যবহার করেন, তাহা পরিণামে অতি দুঃখের হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ নীলমাধব বাবু অতি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সামান্য কারণে ভদ্র লোকের যার পর নাই অপমান করিয়া বসিতেন।

পূর্ব্বে বীরভূম বিভাগের ছাত্রদের মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার স্থান বহরমপুর আবার স্কুল গৃহ নির্দিষ্ট হয়। বহরমপুর আবার পূর্ব্ব বীরভূমের মধ্যস্থল। গুরুতী পাকা ও সুপ্রশস্ত। সুতরাং ছাত্রদের কোনপ্রকার অসুবিধা হয় নাই। এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক স্থান নির্ব্বাচন জন্য সকলেই বিভাগীয় ইনস্পেক্টর মহোদয়কে ধন্যবাদ দিতেছে। পরীক্ষার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। এবারকার প্রশ্নগুলি বড় মন্দ ছিল না। তবে ইংরাজী গদ্যের প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। পরীক্ষক রচনার কাগজ পরীক্ষার সময় একটু মুক্তহস্ত হয়েন প্রার্থনীয়। রচনার প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই, রচনা অতি কঠিন বিষয়, ১২।১৪ বৎসর বয়স্ক সুকুমারমতি বালক বৃন্দ যে এবিষয়ে যথাযথ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া উঠিবে, এ আশা বিড়ম্বনা মাত্র। রচনায় তাহাদের কিছু অধিকার জন্মিয়াছে কি না, এই মাত্র দেখিলেই বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। তাহারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে রচনায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করা সুকঠিন। এই বালকগণের জ্ঞানোন্নতি কতদূর, তাহা আপনিই স্থির করিয়া লউন। ইহারা যে রচনায় পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রাখিবে, ইহা কি কখনও আশা করা যাইতে পারে? রচনা পরীক্ষক মহাশয় এই কয়েকটী কথা, স্মরণ রাখিয়া নম্বর দেন এই আমাদের অনুরোধ।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কীর্ণাহারের হিতৈষী জমিদার শিবচন্দ্র বাবু অতি উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন, ঈশ্বর সমীপে এই আমাদের অন্তরের সহিত প্রার্থনা।

সম্প্রতি কাটোয়ায় যিনি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছেন, শুনিতেছি তিনি অতি কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে ও সুবিচারে সকলেই যারপর নাই প্রীত হইয়াছেন। তিনি কিছু অধিক কাল এই মহকুমায় থাকিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেন, ইহা সকলে প্রার্থনা করিতেছে।

বলহাটি আবাদে ইংরাজী টিকা দিবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহার প্রচলন পক্ষে মহারাজের বিশেষ চেষ্টা আছে। তবে মাঘ মাসে টিকা ... হয়, গ্রামবাসিদের একান্ত ...

বলহ...

ক...

সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগে এক আদেশ প্রচার করিয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন, তাহাদিগকে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট পরিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালা লিখন, বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কাগজ প্রভৃতি পঠন ও "লিপিকুশলতাদির পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, নচেৎ তাহারা ছাত্রবৃত্তি লাভে বঞ্চিত হইবেন।" আদেশ সম্বন্ধে আমাদিগের যে যে বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

অধুনা প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে পরিমাণে সংস্কৃত আছে, যদি তাহার সুবন্দোবস্ত সংসাধিত হইয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গালা পুস্তকাবলীর অধ্যাপনা প্রচলিত হয়, তবেই ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ স্বদেশীয় ভাষায় আশানুরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবে, একবারেই সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা রহিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন হইলে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাসনা পরিপূরণ হইতে

পারিবে, কিম্বা যদি প্রথম উপাধির পরী-
ক্ষায় সংস্কৃত চর্চা অপেক্ষাকৃত অল্পতর
হয়, তবেই বর্ত্তমান আদেশানুরূপ কার্য্য
হইতে ত্রুটি হইবে না, নতুবা কেবল বাঙ্গা
লার অনুশীলন দ্বারা এই ফল হইবে যে,
প্রথম উপাধির পরীক্ষার সময় সংস্কৃতে
অপক্ক যুবগণ এক কালেই দুরূহ সংস্কৃত
সাহিত্য নাটকাদির মর্ম্মবোধে নিতান্ত অক্ষম
হইয়া পুনঃ পুনঃ কষ্ট লাভ করিবে অথবা
অধীতব্য বিষয়ে [illegible] প্রাপ্তি সুদূর
পরাহত হইবে [illegible] তাহার পরীক্ষা
দিলে [illegible] পাইবে এই
আশায় আকৃষ্ট হইয়া বাঙ্গলার অনুশীলনে
রত হইবে, অনুযায়ী শিক্ষকদিগের মহা
কষ্ট, তাঁহারা কো[illegible] বিষয়ে বালকদিগের
অধিক মনোযোগ [illegible]
[illegible] যদি [illegible] তাহা
[illegible] হইয়া প্রবে[illegible] দিগের
[illegible]যোগী পুস্তক [illegible]
[illegible] সমস্ত পরি
[illegible] এইরূপই হইবে।
[illegible] সুযোগ্য [illegible] ভাষা, পৃথি
[illegible] মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে গরীয়সী,
[illegible] ক্ষমতা গুণশালী পৃথিবীর
সমুদায় কৃতবিদ্য মানব মণ্ডলীকে বিমোহিত
করে, যাহার অলঙ্কার, লালিত্য, মাধুর্য্য,
গাম্ভীর্য্য, শব্দ সমূহ সমুদায় তাহার আদর্শ
স্থল, জানি না কি কারণেই যে সেই ভাষার
[illegible] অবোগতি হইল, ইহা একান্ত পরি
তাপ ও বিস্ময়নীয় বিষয়।

[illegible] ভাষা শিক্ষা করা যে কর্ত্তব্য তদ্বি
ষয়ে বিশেষ বিবৃত করিবার আবশ্যক বিরহ।
[illegible] কৃতবিদ্য মণ্ডলী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই
[illegible] এ সময় আর উদ্বিগ্ন নিয়ম
[illegible] যেরূপেই লোপনীয় হইতেছে
[illegible] যে আরবদিগের সংস্কৃতরূপ
[illegible] তাহারা পৃথিবীর উপর
[illegible] প্রকাশ করিতে থাকে, তাহাও
[illegible] উদ্ভব নিবারণ করণার্থ
যত্ন [illegible] সমর্থ হয়, তবে
তাহা হইতে বঞ্চিত করা কখনই কর্ত্তব্য নয়।
আমরা এরূপ বিবেচনা করি না যে বাঙ্গালা

ভাষার আলোচনা একবারেই রহিত হউক।
এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে পাঠ্যবিষয়ে
সংস্কৃত আছে, তৎসঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার
কিঞ্চিৎ যোগ করিয়া দিলেই সর্ব্ব দিক
রক্ষা পাইবে, নচেৎ প্রকারান্তরে সংস্কৃত
চর্চার বিলোপ বাসনা সাধারণ হৃদয়ে শল্য
বেধের ন্যায় অসহনীয় হইবে। মাতৃভাষা
শিক্ষা করিয়া কোন একটী মূল ভাষা পরি
জ্ঞান একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং [illegible] ভাষার
মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই আমাদিগের পক্ষে
আদর্শ সর্ব্বথা উপযোগিনী এমন আর কিছুই
নয়। উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কর্তৃপক্ষ
এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে সমুদায়
বিতর্ক মীমাংসিত হইবে অথচ একের উচ্ছেদ
সাধন ও অপরের প্রচলন বিরক্তিকর না
হইয়া সুখকরই হইবে। এ বিষয়ের সুব্যবস্থা
করা শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের অবশ্যই
কর্ত্তব্য। তিনি এ বিষয়ে অবধান প্রকাশ
করিলে কিছুই অমীমাংসা থাকিবে না।

তমোলুক } অনুগত
১লা ডিসেম্বর } শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৭১ } প্রধান পণ্ডিত

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ রায় জাহানাবাদ	১০
" রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিবনগর	১০
" ঈশানচন্দ্র রায়—উকীলবাবার	১০
" কৈবল্যনাথ বিশ্বাস—খড়দহ	১০
" মথুরালাল রায় মুন্সেফ জাজপুর	১০
" রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী বারুইপুর	৫।০
" নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উলাপুর	৫।০
" দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিডনষ্ট্রীট	১০
রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র—খড়কই	১০
ডবলিউ কেম্বল সাহেব—আলীপুর	১০
লাইব্রেরি যোং রাচি ছোটনাগপুর রাচি	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম-
প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত
অগ্রিম বার্ষিক ১০) ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা
মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা
না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিটি, মনি অর্ডর
ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়
তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করি
বেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন
টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না
মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোম
প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল
ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকা
মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরী
করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার ন
স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ
বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত
হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে
চিটি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার
কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনারপুর ডাকঘরে চিটি আসিলে আম
শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ
করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ
করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে
করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি
পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০
দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কা
বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁ
সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ
সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতা
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের য
প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৫ সংখ্যা।

"প্রথমকামা প্রজানিম্বিনায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৪ ঠা পৌষ। ইং ১৮৭১। ১৮ ই ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটি বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। মোট মণিঅর্ডর কৰ্সী বরাত চিঠি প্রভৃতি দ্বারা যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি গ্রাহ্য আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে, কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১এ আশ্বিন } শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তী
১২৭৮ } কার্য্যা সম্পাদক

—:০:—

এক্ষণ অবধি বঙ্গভাষায় ও দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষায় যখন যে কোন পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে, আমি আমার লাইব্রেরির নিমিত্ত তাহার এক এক খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। অতএব উক্ত প্রণালীর পুস্তক মুদ্রিত হওয়া মাত্র প্রকাশক তন্মূল্যের ও ডাকমাশুলের সংবাদ সহ তাহার এক একই খণ্ড অস্মন্নিকটে প্রেরণ করিবেন। তাহা অত্রাগত হইলে মূল্য ও ডাক মাশুল প্রেরিত হইবে।

১২৭৮ সাল } শ্রীরায় ধনপৎ সিংহ
১০ ই অগ্রহায়ণ }
আজিমগঞ্জ } বাহাদুর

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণাল।

নেটিব ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধানার্থ বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, ষাণ্মাসিক ১॥০ প্রতি সংখ্যা ।/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ তত্ত্বদর্শিগণের ... একত্রিবর এবং বেদতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেন[illegible] কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রী[illegible]

—:০:—

আমার কয়েকখানি মুদ্রিত কাগজ হারাইয়া গিয়াছে। আমি এপর্য্যন্ত উদ্ধার করিতে পারি নাই। যদি কেহ উহা পাইয়া থাকেন, আমাকে প্রত্যর্পণ করেন আমি তাঁহাকে ৫ টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত রহিলাম।

কোন্নগর } শ্রীকৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায়
১৫ ই অগ্রহায়ণ }
১২৭৮ সাল }

—:০:—

বিগত ১১ ই অগ্রহায়ণ রবিবার বারুইপুর গ্রামে প্রাতঃকালে বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, এই তিন প্রকার ঔষধ প্রস্তুত থাকিবেক, পীড়ার নিমিত্ত যাহাদের যে প্রকার ঔষধ আবশ্যক হইবেক তাহা বিনা

মূল্যে পাইবেন এবং গাড়ী ও পাল্কী ভাড়া দিলেই চিকিৎসক লইয়া যাইতে পারিবেন, ভিজিট দিতে হইবেক না।

বারুইপুর ১২৭৮ ১২ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীকানন চট্টোপাধ্যায় উক্ত চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক।

নির্ব্বাণিণী গীতা।

ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত উক্ত গ্রন্থ কাদা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য, মূল্য ছয় আনা। মাশুল এক আনা।

কলিকাতা। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সরল ব্যবস্থা জ্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ উত্তম ব্যবস্থাদি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১০২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিশন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিণি কোম্পানির বাটীতে ও মেছুয়াবাজার বন্দ্যোপাধ্যায় চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক প্রণেতা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি, ৩৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রে আমার নিকট কিম্বা যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং চিনাবাজার পদ্মচন্দ্রনাথের সংস্কৃতযন্ত্রে, ও বাড় যো ব্রাদার্স পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

বাসবদত্তা	১৲
রসতরঙ্গিণী (৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত)	।৵০
উক্ত কবির জীবনচরিত	।৵০
কুসুমমালিকা (বঙ্গকামিনীরচিত)	।০
নলোপাখ্যান	৸০
বসন্তকুমারী	৸০
অবকাশ কুসুম	৶০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাসণ্ডা এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৫০ ও ৩০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ স্বস্ব নিদর্শন পত্র সবলিত অতি সত্বর আমার নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন।

বরিশাল ডাক মহারাজগঞ্জ ৮ ই ডিসেম্বর ১৮৭১. } শ্রীচন্দ্র নাথ সেন বাসণ্ডা স্কুল সম্পাদক

অঙ্ক সূত্র।

১ম ভাগ, ৯২ পৃষ্ঠা (২ য় সংস্করণ।)

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণের পাটীগণিত শিক্ষার্থ অতি সরল ভাষায় লিখিত।

[মূল্য ৵০ আনা মাত্র।]

কলিকাতা চাঁপাতলা প্রেসে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও স্কুলবুক সোসাইটিতে প্রাপ্য।

সচিত্র গুলজার নগর।

স্বাঁড় সঙ্কলিত।

হাজারদের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাঁধায়ের মূল্য ৸০ মাত্র। পি, এম, ডি রোজারিও এণ্ড কোং এবং করন্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীট ১০ নং দোকানে তত্ত্ব করিবেন।

নাটোর রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাল জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্কে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। বাৎসরিক বিদায় এবং যাতায়াত খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ ৩০ এ আশ্বিন } শ্রীযুক্ত মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীর সদর কাছারি

সংস্কৃত অধ্যাত্মরামায়ণ, রামবর্ম্মের টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র অধিক ক্রয় করিলে উপযুক্ত কমিশন দেওয়া যাইবেক। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটএবং নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট পাওয়া যাইবেক।

কলিকতা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপনকর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপডুসেরভিস লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং তার সর্ব্বপ্রধান ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং

১০ ঐ	৫০০ টাকার
২৫ ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০ ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০ ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০ ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০ ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটী গীর্জ্জা এবং কয়েকটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সদর্গের সম্মুখে ও তদ্দ্বারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হই বেক, যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরি ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্ণে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ ... ডি সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮ নং ডালহৌসী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজার গলি, জে, ডুমেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রাণ্টস লেন ডি, ফ্রেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা ঢাকুরা ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাসুল সহিত ১৶০ আনা। চিকিৎসাসংগ্রহ ১ ম ভাগ মাসুল সহিত ২৶০ এবং ২ য় ভাগ মাসুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ২৸ আনা।

—:o:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত পাইকন, জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৮ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ভ্রাতার কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণী	মূল্য	
শ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	বাটীর স্থান	আন্দাজী
ঐ ২ ... লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
নং ১২ ইণ্টালী ... রোড	ঐ	বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত 'মঙ্গলাম' গিলাগুার আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
এম, বি. কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সম্বলিত মূল্য ৪॥০

ডাকমাসুল ।৴০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাসুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা)। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধের এই প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, অম্লশূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও গুল্ম পিত্ত ইত্যাদি ... যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালীন বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় দৃষ্ট হইতেছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, কোষ্ঠবদ্ধের প্রসারক, এবং অগ্নিমন্দের বর্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিনের ঔষধের) মূল্য ২৫০ টাকা, ডাক মাসুল ... আনা পাঠাইবে। গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিন্দু কোং গোকুলচন্দ্র সেনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য

শোধিত্যা এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হই(বে) সেই তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেখানে নাথ বিদ্যা বিনোদ বিএন্ড স্কুলে স্বয়ং অধ্যক্ষের কার্য্য সমাধা করিবেন ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইহাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অন্যত্র বিল চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অস্থং বিং আফিস
১৬ ই আষাঢ় ১২৭৮ } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ নাটকাকারে বাঙ্গলায় সহিত। বাদনায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ৮ ই ডিসেম্বর।

নদীর নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
হোগলবাড়ী	১	৬
তথা হইতে কাটি বোয়ালিয়া ৮৮ মাইলের মধ্যে	২	
কাটি বোয়ালিয়া হইতে আলিকদম		৯
আলিকদম হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইলের মধ্যে	২	৬
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে [illegible] ৩০ মাইলের মধ্যে	২	
ভাগীরথী।		
[illegible]	১০	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	১
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৬	২
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫৬ মাইলের মধ্যে	৩	১১
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	৬

সন ১৮৭১ সালের ১১ ই ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
	৪

বহরমপুর
১১ই ডিসেম্বর
১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি. ক. উইল্ক একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

৪ ঠা পৌষ সোমবার।

একজন বিচারপতি চিরকাল মফস্বলে পড়িয়া রহিলেন, আর একজন বিচারপতি সদরে বিরাজ করিতে লাগিলেন, এটী বড় বিসদৃশ ব্যবস্থা। ইহাতে প্রান্তর ও উপকূলবাসী উপযুক্ত বিচারকর্ত্তাদিগের কেবল যে উৎসাহ ভঙ্গ হয়, এরূপ নয়, সদ্বিচারেরও বিবিধ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। এই নিমিত্ত বিচারপতিদিগের স্থান পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিয়া এই সোমপ্রকাশে বহুবার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেই প্রস্তাবের অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দর্শন করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিলাম। এখনও আমাদিগের বাঞ্ছানুরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় নাই বটে; কিন্তু অনেক পুরাণ পাপির বাসা ভাঙ্গা পড়িয়াছে। বিচারকর্ত্তাদিগের বদলী করিবার প্রথায় অনেকবিধ ইষ্টলাভের সম্ভাবনা আছে। প্রথম, মফস্বলে যে সমস্ত অনুপযুক্ত বিচারপতি আছেন, সদরে আইলে তাঁহাদিগকে সমধিক সাবধান হইতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের পরিশ্রম বৃদ্ধি ও আইন প্রভৃতি শিক্ষার চেষ্টা বৃদ্ধি হয়। তাহাতে তাহাদিগের কেবল আত্মার উন্নতি লাভ নয়, এই একটী মহোপকার লাভ হয়, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের অবিচারানলে প্রজার দগ্ধ হইবার শঙ্কা অনেক কমিয়া যায়। দ্বিতীয়, সদরের উপযুক্ত বিচারপতিগণ মফস্বলে গমন করিলে সদ্বিচারস্রোত প্রবাহিত হইবার সম্ভাবনা হয় এবং যে সকল বিচারক দীর্ঘকাল সদরে থাকিয়া অলসরাজ হইয়া পড়িয়াছেন, মফস্বলে প্রেরিত হইলে তাঁহাদিগের পুনরায় সদরে আসিবার আশয়ে আলস্য নিদ্রা পরিত্যাগ ও শ্রমপ্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। তৃতীয় লাভ এই, সদর স্থিত যে সকল নির্ব্বোধ গোঁয়ার বিচারকার্য্যে অপটু বিচারপতির হস্তে পড়িয়া বিচারার্থিরা দগ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহারা কিছু দিনের জন্য শমসুখ লাভ করিতে পারেন। উপসংহারকালে বক্তব্য এই যাঁহারা চাটুবাক্যের বলে বদ্ধমূল হইয়া আছেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের বাসার প্রতি [illegible]বার দৃষ্টিপাত করেন।

বিচারপতিদিগের মফস্বলে গিয়া অনুসন্ধান করিবার অনেক গুণ।

"রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং।"

রাজন্ শব্দে রাজা ও রাজপ্রতিনিধি উভয়। ইঁহারা কর্ণ দ্বারা দর্শন করেন। ইহার অর্থ এই, রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের ঘটনা স্থলে গিয়া সমুদায় স্বচক্ষে দর্শন ও শ্রবণ করা ঘটিয়া উঠে না। সুতরাং অন্যের মুখে শুনিয়াই কাজ করিতে হয়। কিন্তু স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ আর অন্যের মুখে শ্রবণ ইহার যে কত অন্তর তাহা কাহারও বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন। যিনি দীর্ঘকাল সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া যে বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত কার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে দর্শন ও স্বকর্ণে শ্রবণ করিলে

সেরূপ বুঝিতে পারিবেন, অন্যের মুখে শুনিয়া সেরূপ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। লোকের বুদ্ধি বিবেচনা ও শিক্ষা সংস্কারাদি ভেদে বোদ্ধব্য বিষয়গত বহু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। অতএব সেই ব্যক্তির অন্যের নিকটে তদ্বিষয়ের বর্ণনকালে যে বহু ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহা বিস্ময়াবহ ও অনৈসর্গিক নহে। আমরা অদ্য দুটী মকদ্দমার বিচার পর্য্যালোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের শীর্ষস্থিত বক্তব্যটী পরিস্ফুট রূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

উহার একটী মকদ্দমা দেওয়ানী, (৫২৯ নং) আলীপুরের আডিশনাল মুন্সেফের নিকট হয়। প্রতারণাকৃত এক খানি খতের টাকা পাইবার অভিযোগ। বাদী কোদালিয়া গ্রামের রামগোপাল ভট্টাচার্য্য, প্রতিবাদী ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য। দ্বিতীয় মকদ্দমাটী ফৌজদারী। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু তারকনাথ মল্লিকের নিকট হয়। বাদী চাকড়িপোতার বৈকুণ্ঠনাথ বসু, প্রতিবাদী পূর্ণচন্দ্র কর। অধিকৃত ভূমিস্থিত বৃক্ষাদি ছেদনের অভিযোগ। উভয় মকদ্দমাতেই বাদিদ্বয় ডিক্রী পাইয়াছেন।

এক্ষণে মকদ্দমা দুটীর বিচার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে, পাঠকগণ শ্রবণ ও গ্রহণ করুন। দেওয়ানী মকদ্দমার বাদী রামগোপাল ভট্টাচার্য্যের খিড়কিতে একটী পুষ্করিণী আছে। সেটী ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্যের এক ভ্রাতার নিজ সম্পত্তি। রামগোপালের ইচ্ছা হইল, পুষ্করিণীটী অধিকার করিয়া লন। যাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে না জানাইয়া পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার আরম্ভ করিলেন। পাছে উত্তরকালে কোন গোলযোগ ঘটে, এই ভাবিয়া রামগোপাল ভুবনকে কহিলেন, আমি ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার আরম্ভ করিয়া দিলাম; কিন্তু তোমাকে তোমার ভ্রাতাকে কহিয়া পাট্টা করিয়া দিতে হইবে, যদি তিনি মত না করেন, অতএব তোমাকে আমি এ বিষয়ে আবদ্ধ করিতে চাই। তুমি আমার নিকটে ৩০ টাকার একখানি খত লিখিয়া দাও। তুমি আবদ্ধ হইয়াছ একথা শুনিলে তোমার ভ্রাতাকে অগত্যা পাট্টা দিতে হইবে; কিন্তু তিনি যদি একান্ত পাট্টা না দেন, এ টাকা তোমাকে দিতে হইবে না। মধুসূদন সোম রামগোপালের মন্ত্রী, তিনি লেখা পড়া করিলেন। ভুবন আপত্তি করিলেন, যদি পরে কথার অন্যথা হয়, তাহা হইলে কি হইবে? রামগোপাল তাঁহার প্রবোধার্থ অনেক উৎকট দিব্য করিলেন, এবং এক খানি একরার লিখিয়া দিলেন। ভুবনের বোধশোধ অতি কম, বিষয় কর্ম্ম কিছুই বুঝেন না, রামগোপালের সহিত তৎকালে তাঁহার হরিহর আত্মা, তাঁহার উপরে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস। রামগোপাল যাহা বলিলেন, তাহাতে ভুবন দ্বিরুক্তি করিলেন না, লেখাপড়াও দেখিলেন না। ধূর্ত্ত চূড়ামণি রামগোপাল ভুবনের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত খত ও একরার উভয়ই মধুসূদন সোমের নিকট রাখিয়া দিলেন। রামগোপালের মনে মনে ছিল, ভুবন যদি কখন কথার অবাধ্য হন, অথবা পাট্টা দেওয়াইয়া দিতে না পারেন, নালীশ করিয়া ভুবনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবেন। লেখা পড়াগুলি সেইরূপ করিয়া লইলেন। ভুবন নিজ নৈসর্গিক নির্ব্বুদ্ধিতা ও অতি বিশ্বাস হেতুক কিছুই দেখিলেন না, কোন আত্মীয় ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিলেন না। রামগোপাল প্রতারণা করিয়া যে এই কাণ্ড করেন, মধুসূদন সোম ২।৩ দিন একজন ভদ্র লোকের সমক্ষে কহিয়া আইসেন, তাঁহার পুত্রও দুইজন ভদ্র লোকের নিকটে এই কথা বলেন।

কিছু দিন পরে ভুবনের সহিত রামগোপালের বিচ্ছেদ হইয়া গেল। রামগোপাল বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া উল্লিখিত প্রতারণাকৃত খতের অভিযোগ করিলেন। মধুসূদনে ও রামগোপালে এক জীব এক আত্মা, উভয়ের স্বভাবগত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। মধুসূদন প্রণয়ের অনুরোধে রামগোপালের প্রতারণার কথা উল্লেখ না করিয়া ভুবন যে টাকা লইয়াছেন, এই কথা কহিলেন। বিচারপতি ডিক্রী দিলেন। বিচারকর্ত্তা কি করেন, তিনি সাক্ষিবাক্যের পরতন্ত্র, সাক্ষির মুখে যেমন শুনিলেন, তেমনি করিলেন, কিন্তু যদি তিনি মফস্বলে গিয়া অনুসন্ধান করিতেন, প্রকৃত বৃত্তান্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারিতেন। যদি বল, সকল মকদ্দমাতেই যদি বিচারপতিদিগকে এইরূপে মফস্বলে যাইতে হয়, তাহা হইলে ত মাসের মধ্যে ২।৪ টী মকদ্দমার অধিক হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, সকল মকদ্দমায় মফস্বলে অনুসন্ধান করিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, যে যে মকদ্দমায় বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাতেই যাওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাবিত মকদ্দমায় সন্দেহ জন্মিবার বিশেষ কারণ ছিল। বোধ হয়, পাঠকগণ সে কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হইতেছে না।

দ্বিতীয় মকদ্দমা বৃত্তান্তটী বড় কৌতুকাবহ। পাঠকগণের নিকটে আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন এ সময়ে অন্যমনস্ক না হন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে কিছু ভূমি ক্রয় করেন। সেই অবধি করিয়া ক্রমে ক্রীত ভূমির সমতা বিধান ও তাহার উপরে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া অধিকার করিয়া লন। মধ্যে পূর্ণচন্দ্র কর ও তাহার সহচরগণ বৈকুণ্ঠের দেওয়া বেড়া ভাঙ্গি

[illegible] পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রমাদি ভেদন করিয়া [illegible] অধিকারচ্যুত করিবার চেষ্টা [illegible] লেন। নালিশ হইল। পূর্ণচন্দ্র জবাব [illegible] লেন, বৈকুণ্ঠই তাঁহার বেড়া ভাঙ্গিয়া ও গাছ কাটিয়া দিয়াছেন। উভয়েই স্ব স্ব বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী দিলেন। উভয় পক্ষের সাক্ষী উভয়ের মান রক্ষা করিলেন, কেবল কয়েক জন ভদ্র সাক্ষী যথার্থ কথা কহিলেন। [illegible] প্রতিবাদী ও তাঁহার সহচরেরা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও বিপরীত কথা লিখিয়া সমাচার চন্দ্রিকায় প্রচার করিলেন। আশ্চর্য্যের চন্দ্রিকা সম্পাদক তাঁহাদিগের স্তবে বশীভূত হইয়া হউন, অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণের পরতন্ত্র হইয়া হউন, আপন পত্রে সেই মিথ্যা কথাগুলি গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ স্তম্ভের এক প্রস্তাব লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। [illegible] এক খণ্ড কাগজ বিচারপতির সম্মুখে উপনীত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ প্রীকরণের বিচারস্বরূপ মহাসঙ্কট বিচারে পড়িলেন। উভয় পক্ষই বিবাদাস্পদ ভূমি আপন আপন বলিয়া আপত্তি করিতেছেন। এখন তিনি কি করেন, বিষম সন্দেহারূঢ় হইয়া স্বয়ং অনুসন্ধানার্থে মফস্বলে আগমন করিলেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, বৈকুণ্ঠের অভিযোগই সত্য। তখন তিনি বৈকুণ্ঠের অনুকূলে এবং [illegible] প্রতিকূলে ডিক্রী দিলেন। এই মকদ্দমা সম্বন্ধে তারক বাবু এক সুদীর্ঘ [illegible] লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অনুবাদ [illegible] আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাদিগের লিখিত প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে এবং [illegible] দীর্ঘ, অতএব এবারে দেওয়া হইল না, বারান্তরে উহার প্রচার করিবার আমাদিগের সঙ্কল্প রহিল।

এখন পাঠকগণ দেখুন, আমরা [illegible] যে কহিলাম, "বিচারপতিদিগের মফস্বলে গিয়া অনুসন্ধান করিবার অনেক গুণ" সেটী যথার্থ কি না? তারক বাবুর বিচারচক্ষু পূর্ণচন্দ্র ও তাঁহার সহচরগণের বাগ্জাল ও কার্য্যজালে আচ্ছন্ন হইয়া যদি বস্তুর স্বরূপ দর্শনে অশক্ত হইত, এবং তারক বাবু যদি বৈকুণ্ঠের অনুকূলে না হইয়া পূর্ণচন্দ্রের অনুকূলে ডিক্রী দিতেন, তাহা হইলে যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট ঘটনা হইত, তাহা আমরা নিরূপিয়া উঠিতে পারিতেছি না। গ্রামমধ্যে কেবল বৈকুণ্ঠ বন্দ্যো নয়, অন্য অন্য অনেকের বাস সংশয়াপন্ন হইত। উচিত সন্দেহ নাই। অন্যায় করিয়া মূর্খের অভিলাভ বাসনের জন্যে [illegible] ন্যায় বহুল অনর্থের হেতুভূত হইয়া উঠে।

অন্য অন্য ধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের উৎকর্ষ।

একজন গ্রন্থকার আরাৎ শব্দ ও যাধাতু হইতে আর্য্য শব্দ ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। আরাৎ শব্দের অর্থ নিকট এবং যাধাতুর অর্থ গমন। যিনি ব্রহ্মের নিকটে গমন করিয়াছেন, আর্য্য শব্দে তাঁহাকে বুঝাইতেছে। এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আর্য্যেরা ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে পূজা করুন, আর চন্দ্র সূর্য্যাদিতে (১) পূজা করুন, এক ঈশ্বরেরই পূজা করিতেন। আদিত্যাদি বল আর দুর্গাপ্রতিমাদি বল, এসকল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র (২)। প্রতিমাদি নির্ম্মিত না হইলে পূজা হয় না, প্রতিমা নির্ম্মাণ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাও শাস্ত্রকারদিগের অভিমত নহে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণাদির ব্যবহারও নাই। প্রতিমা ও পুষ্পাদির অভাবে জলে কেবল জল দ্বারা পূজা সিদ্ধি হয়। শাতাতপ কহিতেছেন "মনুষ্যের দেবতা জলে, পণ্ডিতের দেবতা স্বর্গে মূর্খের দেবতা কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রে এবং যোগির দেবতা আত্মাতে (৩)। এই সকল দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যিনি যে ভাবে যে উপকরণে যে পদার্থে পূজা করুন, সকলে ব্রহ্মের পূজা করেন, ইহাই আর্য্যপ্রধানদিগের অভিপ্রেত ছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মজ্ঞানকেই আর্য্যপ্রধানেরা তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ।

এখন পাঠকগণ অন্য অন্য ধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের উৎকর্ষ পরীক্ষা [illegible]

(১) [illegible] ব্রহ্মরশ্মিভিরিত্যাদি [illegible] ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্।

[illegible] সর্ব্বব্যাপি [illegible] পুষ্পাদিনৈব পূজয়েৎ [illegible] ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্। [illegible]

(২) চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা। [illegible]

ব্রহ্ম [illegible] উপাসকদিগের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা হইয়া থাকে।

(৩) শাতাতপোঽপি। অপ্সু দেবো মনুষ্যাণাং দিবি দেবো মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা। [illegible] বরাহ [illegible]

অথ [illegible] [illegible] দীপং নৈবেদ্যং [illegible] প্রতিমাদিষু [illegible] জলেষু পুষ্পমাত্রেণ [illegible] আহ্নিকতত্ত্বম্।

করুন। খৃষ্টধর্ম্মকেই আমরা উদাহরণ স্থলে গ্রহণ করিলাম খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, তাঁহার প্রেরিত, এই বিশ্বাস ও জন সংস্কার না হইলে খৃষ্টধর্ম্মে মুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে আর্য্যধর্ম্মে তত্ত্বজ্ঞান কালে এরূপ বিশ্বাসসত্ত্বাব মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়। তত্ত্বজ্ঞানকালে ব্রহ্মাতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থ অসত্য বলিয়া প্রতীত মান হয়। যাবৎ অসত্য জ্ঞান না হয় তাবৎ মুক্তি হয় না। বাইবেলমতাবল ম্বিরা বলেন, খৃষ্টকে স্বার না করিলে মুক্তি লাভ হয় না। কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম এ প্রকার উপদেশ দেন না। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কাহাকে অর্ঘ দান করা হইবে, এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে শান্তনুতনয় ভীষ্ম কৃষ্ণকে অর্ঘদান করা কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, "তুমি ইহাঁকে মনুষ্যমাত্র অবধারণ করিও না, ইনি সেই সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতার অংশ (৪)।" কৃষ্ণকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া বিশ্বাস না করিলে মোক্ষ লাভ হয় না, আর্য্যপ্রণীত শাস্ত্রের কোন অংশে এরূপ লিখিত নাই। প্রত্যুত এরূপ লিখিত আছে, যাবৎ সেই পর ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় অখণ্ড বস্তু বলিয়া চিত্তবৃত্তির প্রবল শক্তি না জন্মে, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান হয় না (৫)।

এক্ষণ পাঠকগণ দেখুন, অন্য অন্য ধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের কেমন উৎকর্ষ। এরূপ উদার বিধি কোন্ ধর্ম্মে আছে? মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্যকে স্বার করা দূরে থাকুক, সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমুদায় অবস্তু সেই ব্রহ্মই এক মাত্র সার ও সত্য ভূত বস্তু এই বিশ্বাস না জন্মিলে মুক্তির বাধা জন্মে। ভগবৎ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য একটী বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যানায় সরে কহিতেছেন "সংসার বন্ধন অজ্ঞানকৃত; জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। যদি পরমার্থতঃ সংসার বন্ধনে বদ্ধ কোন আত্মা পরমাত্মার অংশভূত, এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পারমার্থিক বন্ধন ছেদন দুরূহ হইয়া উঠে। এরূপ হইলে মোক্ষ শাস্ত্রের বৈয়র্থ্য প্রসক্তি হয়।" "অনন্তর অপর সূত্রের উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন "শাস্ত্রে পরমাত্মভিন্ন অন্য চেতন আত্মার প্রতিষেধ করিতেছে" "সেই ঈশ্বর ভিন্ন সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট অন্য আত্মা নাই" ইত্যাদি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ। ফলতঃ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত প্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র প্রমাণ এই সিদ্ধান্ত (৬)।"

এক্ষণে পাঠকগণ আর্য্যধর্ম্মের আর একটী অতিচমৎকার উৎকর্ষ দর্শন করুন। এস্থলেও খৃষ্টধর্ম্ম দৃষ্টান্ত বিধায়ে উল্লিখিত হইতেছে। বোধ করুন, এক ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইল, খৃষ্টকে ঈশ্বরপ্রেরিত অথবা ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাঁহার অরুচি জন্মিল। তিনি খৃষ্টকে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে ক্ষণে তাঁহার এই সংস্কার জন্মিল, সেই ক্ষণেই খৃষ্টধর্ম্ম তাঁহার সম্বন্ধে অস্তমিত হইল। কিন্তু আর্য্যধর্ম্মের এরূপ ব্যবস্থা নয়। অন্য অন্য পদার্থে ঈশ্বর জ্ঞানের যত হ্রাস হইবে, ততই তত্ত্বজ্ঞানের মার্জ্জনা হইবে। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, মূর্খেরাই দারুশিলাদিতে ঈশ্বরের পূজা করে, পণ্ডিতেরা তাহা করেন না। আমরা জানি, যাঁহারা কার্য্য কারণভাবের পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা দারুশিলাকে ঈশ্বর জ্ঞান করেন না। এ সকলে তাঁহাদিগের অতিশয় অশ্রদ্ধা আছে। এদেশের নৈয়ায়িকেরাই এই দলাক্রান্ত। ফলতঃ আর্য্যধর্ম্মোদিত কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি পূজন অজ্ঞানাবস্থার কর্ম্ম, জ্ঞানাবস্থার নহে। পক্ষান্তরে অন্য অন্য ধর্ম্মে কি জ্ঞানের অবস্থা, কি অজ্ঞানের অবস্থা যাহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত অথবা ঈশ্বর প্রাপ্তির দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহাকে সেইরূপে জ্ঞান ও তাঁহাতে সেইরূপ বিশ্বাস না করিলে সে ধর্ম্ম তাহার সম্বন্ধে অস্তগত হয়।

অতঃপর তৃতীয় উৎকর্ষ বিষয়টী সকলে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যাইতেছে। আর্য্যধর্ম্ম কি মূর্খ কি পণ্ডিত কাহাকেই পরিত্যাগ করে নাই। সকলকেই অধিকারী করিয়া লইয়াছেন। আর্য্যজাতীয়েরা ঈশ্বরের আরাধনায় কোনরূপে পরাঙ্মুখ না হয়, এই উদ্দেশে আর্য্যপ্রধানেরা আরাধনার নানা উপায়বিধান করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ উৎকর্ষ এই, আর্য্যপ্রধানেরা মূর্খদিগের নিমিত্তে ঈশ্বর পূজার বিধি দিয়াছেন বটে; কিন্তু উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা উত্তরো-

(৪) মাতঃ মাত্রমবমবীর্য [illegible] (কেশব [illegible]) [illegible] অংশ [illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible]।

(৫) এবমনাত্মন্যাত্ম [illegible] বিক্ষেপ [illegible] সত্ত্ব [illegible]। [illegible] সমাধি [illegible] বেদান্তসারঃ।

(৬) মুমুক্ষুণা [illegible] মোক্ষ [illegible] পরমাত্মন [illegible] শারীরক ভাষ্যং।

জ্ঞানোদয় হয়, তিনি অনায়াসে একৈক ক্রমে উচ্চতর সোপান পরম্পরায় অধিরূঢ় হইয়া ধর্ম্মরূপ প্রাসাদের শিখর দেশে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন। এ পদ্ধতী বিলক্ষণ পরিষ্কৃত আছে। এ পথে গমন করিবার কাহারও অণুমাত্র বাধা নাই। অনেক যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অনেকে এই পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মার্থী পর উচ্চতম শিখর দেশে আরূঢ় হইয়া স্ব স্ব নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

পঞ্চম উৎকর্ষ এই, আর্য্য প্রধানেরা পরিবর্ত্তন পদ্ধতি ধর্ম্ম মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এটী সমুদায় বিষয়েরই উৎকর্ষ লাভের এক প্রধান লক্ষণ। যাঁহারা মনে করেন, আমাদের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনসহ নহে, তাঁহারা ইহার অন্তরের কথা জানেন না। এমন পরিবর্ত্তনসহ ধর্ম্ম আর নাই। বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যত প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। অন্য কথা দূরে থাকুক, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বৃহন্নারদীয় পুরাণ কহিতেছেন, কলিতে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন, গো দাহন মধুপর্ক, শ্রাদ্ধে গো মাংসাদির মাংস ভোজন, বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ, দত্তা কন্যার পুনরায় দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, গোমেধ যজ্ঞ, পণ্ডিতেরা কলিযুগে এই ধর্ম্মগুলিকে বর্জ্জনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৭)। আদিত্য পুরাণে এতদপেক্ষা আরো কতকগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। সমুদ্র যাত্রাদি পূর্ব্বে ছিল, সময় বিশেষে পণ্ডিতেরা তাহার পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন কেহ কোন বিষয়ের নূতন পরিবর্ত্ত করিতেছেন না; কিন্তু অজ্ঞাতভাবে দিন দিন বহুবিধ পরিবর্ত্ত হইতেছে।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই, আর্য্য প্রধানেরা ঔদার্য্যগুণে যেগুলিকে ধর্ম্মের অভ্যুদয় লাভের নিদান করিয়া যান, সেইগুলি পুরুষদোষে ও কালদোষে অনভ্যুদয়ের হেতুভূত হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পরাধীনতাদি সেই সেই দোষের মূল। পরাধীনতাদি প্রভাবে সমুদায়েই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এককালে আর্য্যাবর্ত্তে দর্শনশাস্ত্রাদির চমৎকারকারী আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এক কালে লোকে যুক্তিসিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এককালে আর্য্য শাস্ত্রকারেরা স্বাধীনভাবে যুক্তিসিদ্ধ মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের এই, মূঢ়তা প্রভাবে কুসংস্কার প্রাদুর্ভূত হইয়া সমুদায় বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। অদ্য গ্রন্থকারদিগের একটী স্বাধীন মত প্রচারের উদাহরণ দিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। আমরা সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিলাম।

পুরাণোদিত রাহু'শিরশ্ছেদন সংবাদ বোধ হয় কাহার অবিদিত নাই। সূর্য্য ও চন্দ্রমা উভয়ে রাহুর নিকটে অপরাধী; এই কারণে সিংহিকাসুত ক্রুদ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে উভয়কে গ্রাস করে (৮) উহাই উপরাগ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতির্ব্বেত্তারা এমতের অনুমোদন করেন না। দেবদ্রোহী সিংহিকাপুত্র পূর্ব্ব ক্রোধ স্মরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে এবং রাহুর উদর না থাকাতে গ্রাসের অব্যবহিত পরেই উহারা নির্গত হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্গণের মতে এটী অকিঞ্চিৎকর উপাখ্যান মাত্র। তাঁহারা বলেন চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যে পতিত হয়, তাহাতেই সূর্য্য গ্রহণ এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পড়ে তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয় (৯)।

নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ।

কয়েক সপ্তাহ হইল, মিউনিসিপাল আইন সম্বন্ধে ক্যাম্বেল সাহেবের মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল, উৎকর্ষের ভাণ করিয়া কেবল কতকগুলি টাকা লইবার জন্য মিউনি

---

(৭) বৃহন্নারদীয়ে। সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ। মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা। দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ। দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ। মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখং। ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ। মাংসাদনং গোমাংসাদেঃ। উদ্বাহতত্বং।

(৮) [illegible] হৎ। [illegible]

উক্তমতের অপবাদ স্থলে, কিন্তু রাহু সূর্য্যকে দীর্ঘকালের পর এবং চন্দ্রকে অল্প দিনে যে গ্রাস করে, এটী চন্দ্রের মৃদুতার [illegible] ফল।

(৯) যদি এ সন্দেহে [illegible] চন্দ্রবিম্ব তুল্য [illegible] ✱ ✱ ✱ ✱ [illegible] সিদ্ধান্তশিরোমণি। গ্রহণাধিকার টীকা।

যদি চন্দ্র ও সূর্য্য এই উভয়েরই গ্রাহক চন্দ্রবিম্ব তুল্য রাহুবিম্ব হন, তাহা হইলে চন্দ্র গ্রহণে অধিককাল স্থিতি এবং সূর্য্যগ্রহণে অল্পকাল স্থিতি কিরূপে হয়। গ্রহণে স্থিতির লাঘব গৌরব সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব চন্দ্রবিম্ব তুল্য রাহুবিম্ব কল্পনা করিতে হইবে, এ কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই শ্লোকের টীকাকার এইরূপ বিচার করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, চন্দ্র সূর্য্যের এবং ভূচ্ছায়া চন্দ্রের আচ্ছাদন করে।

সিপাল আইনগুলিকে দূরীভূত করা হইয়াছে। কিন্তু যে দিবস নূতন মিউনিসিপাল বিল সম্বন্ধে যে তর্ক হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদিগের সে সংস্কারের কতক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কাম্বেল সাহেব মিউনিসিপালিটির স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য যথার্থই কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সর্ব্ব প্রথমে মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে ১৮৫০ অব্দের ২৬ আইন হয়। অধিক সংখ্যা লোকে প্রার্থনা করিলে এই আইন প্রচলিত হইত। উহার পর ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইন এবং তৎপরে ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ১৮৬৮ অব্দের ৬ আইন হয়। প্রধান প্রধান নগরের নিমিত্ত ১৮৫০ অব্দের ২৬ এবং ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন করা হয়। প্রথমোক্ত আইন এক্ষণে কেবল জামালপুর ও মুঙ্গেরে প্রচলিত আছে। ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইন ৪০ টী নগরে, ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন ২৬ টী নগরে এবং ১৮৬৮ অব্দের ৬ আইন ৯৪টী ক্ষুদ্রতর স্থানে প্রচলিত আছে। এই ১৬২ টী মিউনিসিপালিটি হইতে ১১। ১২ লক্ষ টাকা আয় হয়। কিন্তু মিউনিসিপালিটি সম্বন্ধে সাধারণের বড় ক্ষমতা নাই। ১৮৬৪ অব্দের ৬ আইনে কতক ক্ষমতা কমিসনরদিগকে দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সকল ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে আছে। মিউনিসিপাল আয়ের অধিকাংশ পুলিসের নিমিত্ত ব্যয় হয়; প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যের নিমিত্ত অল্পই টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। বার্ণাড সাহেবের কৃত এই নূতন পাণ্ডুলিপি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে না হউক কতকাংশে এ অনিষ্টের নিরাকরণ হইবে। প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রত্যেক নগর রক্ষার্থ কতজন প্রহরীর আবশ্যক, অধিকাংশ কমিসনরের মতে তাহা স্থির হইবে। এবিষয়ে আর কেহ হস্তার্পণ করিতে পরিবেন না। এটী একটী উৎকর্ষের চিহ্ন সন্দেহ নাই।

এই বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে, নগরের আয়তন অনুসারে দুই ভিন্ন প্রকারের মিউনিসিপালিটি হইবে। স্থান বিশেষে ভিন্ন রূপ কর স্থাপিত হইবে। অর্থাৎ কোন স্থানে বাটীর ভাড়া কোন স্থানে বা অবস্থা ও সম্পত্তি বুঝিয়া কর ধার্য্য হইবে। গাড়ী, অশ্ব, বাজারের তোলা, রাস্তার টোল প্রভৃতি মিউনিসিপাল আয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। সকল প্রকার করই যে এককালে আদায় হইবে এরূপ নয়, কমিসনরেরা ইচ্ছামত ইহার অন্যতর কর স্থাপন করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের হস্তে টাকা ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ ভার থাকিবে। স্থান বিশেষে কমিসনরেরা সাধারণ লোক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। কনসারবান্সি নিয়ম ভঙ্গ করিলে কমিসনরেরা মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় তাহার বিচার করিতে পারিবেন। এ গুলি আমাদিগের অননুমোদনীয় নহে। এক্ষণকার প্রশ্ন এই, কাহাকে সভাপতি করা হইবে? মাজিষ্ট্রেট নিয়মিত সভাপতি থাকেন, আমাদিগের অভিমত নয়। আমরা বরাবর ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। মিউনিসিপালিটির টাকা যে সর্ব্বত্রই অপব্যয়িত হয় মাজিষ্ট্রেটদিগের যথেচ্ছ ব্যবহারই তাহার কারণ। বার্ণাড সাহেব বলিয়াছেন "কমিসনরেরা যদি রাস্তার সংস্কার অথবা পর্য্যাপ্ত সংখ্যা পুলিস কর্ম্মচারী না রাখেন, গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন, কারণ দেশের শান্তি রক্ষার্থ গবর্ণমেন্ট দায়ী।" আমরা বার্ণাড সাহেবের এ বাক্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না। গবর্ণমেন্ট শান্তির নিমিত্ত দায়ী সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা যখন ক্রমে শান্তি রক্ষার সমুদায় ব্যয় স্থানীয় ফণ্ডের উপরে নিক্ষেপ করিতেছেন, তখন তাঁহারা এক প্রকার শান্তিরক্ষার ভার পরিত্যাগ করিতেছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিলে ইষ্টের হইবে না। বোধ হয়, কমিসনরেরা কতকগুলি প্রহরী রাখিতে বলিলেন, মাজিষ্ট্রেটের তাহা অভিমত হইল না। সুতরাং তাঁহার সহিত কমিসনরদিগের বিবাদ হইবে। আমাদিগের মত এই, যে সভাতে পুলিসের সংখ্যা ও ব্যয় স্থির হইবে তথায় মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত থাকিবেন; সভ্যদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইবে তাহাই চূড়ান্ত হইবে। এই নিয়ম না হইলে কমিসনরদিগের বড় স্বাধীনতা থাকিবে না।

মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয়ের ব্যয় দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ অথবা জলপ্লাবন হইলে মিউনিসিপালিটি সাহায্য করেন, ইহাও বর্ত্তমান বিলের উদ্দেশ্য। অপর্য্যাপ্ত টাকা থাকিলে এরূপ করাতে হানি নাই, কিন্তু গবর্ণমেন্টের রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতি অতিশয় দূষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়াদিদ্বারা দেশের যথার্থ উপকার হয়। গবর্ণমেন্ট সাধারণ ধনাগার হইতে এ টাকা না দিয়া স্থানীয় আয় হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিরন্তর চেষ্টা পাইতেছেন। অথচ সাধারণ করের এক পয়সাও পরিত্যক্ত হইতেছে না। বিদ্যালয় চিকিৎসালয়াদির ব্যয়দান সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে ইহাই আমাদিগের অভীষ্ট।

—•—

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

গত ৯ ই ডিসেম্বর শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার কতকগুলি খাজা বশাক আইনের পাণ্ডুলিপি অর্পিত হইয়াছে। যে সকল দেশে প্রতিনিধি শাসন প্রণালী আছে, তথায় প্রধান শাসনকর্ত্তা সভাস্থলে নিজ রাজনীতি এবং যে যে আই

নের পরিবর্ত্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত তদ্বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। কাম্বেল সাহেবও এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্গদেশের লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের তাদৃশ ক্ষমতা নাই। সুতরাং বক্তৃতা মধ্যে তিনি কেবল আইন ঘটিত পরিবর্ত্তকই উল্লেখ করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তাদিগের মত কি, তাহা এরূপে সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে অনেক বিষ উপকার হইয়া থাকে। অতএব কাম্বেল সাহেব যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্য অন্য শাসনকর্ত্তা উহার অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, একান্ত প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বোক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি গুলির মধ্যে মিউনিসিপাল আইন সমূহের সংশোধক আইনের পাণ্ডুলেখ্যটী সর্ব্বপ্রধান। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য প্রস্তাবান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ক্লাইব ষ্ট্রিটে পাটের গুদামে অগ্নি লাগিয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। পাটের গুদামে সর্ব্বদা অগ্নি লাগিবার সম্ভাবনা, এগুলি নগর মধ্যে থাকিলে অন্যান্য বণিকের সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। যাহাতে পাটের গুদাম নগরের মধ্যে না থাকে, এবং পাটের বণিকগণ সতর্ক হইয়া ঐ গুলি যথাযোগ্য স্থানে রাখিতে পারেন, তন্নিমিত্ত এক আইনের পাণ্ডুলিপি হইয়াছে। এই সঙ্গে কলিকাতার দমকলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, কাপড় ইন্সুরান্স কোম্পানি সমূহ বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগের উপকারার্থই এই বিল হইতেছে, অতএব তাঁহাদিগের লাভের কিয়দংশ অগ্নি নির্ব্বাণের ব্যয় সাহায্যার্থ কর স্বরূপ দেওয়া হউক। এ প্রস্তাব অসঙ্গত নহে। কিন্তু পাটের গুদাম হাবড়াতে লইয়া যাইবার প্রস্তাবটী আমাদিগের অনুমোদনীয় হইতেছে না। প্রতিবৎসর কলিকাতায় প্রায় ১০ লক্ষ মণ পাট আইসে, ইহার ৬০ লক্ষ মণ ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়। ইহার অধিকাংশ পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে দিয়া আইসে। এই পাট শিয়ালদহ হইতে হাবড়ায় পাঠাইতে হইলে বিস্তর ব্যয় হইয়া অবশ্যই মূল্য বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের হানি হইবে। ষ্টেট সেক্রেটারি গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিয়াছেন সত্য; কিন্তু ইহাতে বহু অপেক্ষাই করিবে; তবে শিয়ালদহ হইতে আর্মেণী ঘাট পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে হইলে সুবিধা হইতে পারে; যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন উত্তর ও পূর্ব্ব উপনগরে পাটের গুদাম সকল করিলে চলিবে। এখানে তাদৃশ অগ্নিভয় নাই।

তৃতীয় বিলে কলিকাতার জাষ্টিসদিগকে এতদ্দেশীয় বিভাগে ড্রেণ করিবার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। জাষ্টিসেরা ইহার মধ্যে ১১৩ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। কিন্তু সভাপতি বলেন, আর টাকা কর্জ্জ করিতে হইলে অতিরিক্ত করের প্রয়োজন হইবে না। জলের কলের নিমিত্ত যে ঋণ হইয়াছে, কর দ্বারা লাভ হইয়া উহার কিয়দংশে ঋণ পরিশোধের উপায় হইতেছে। হগ সাহেব বলেন, এই ঋণ ৩০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধিত হইবে। জাষ্টিসেরা যদি আপনাদিগের ক্ষমতার উপরে এত নির্ভর করেন, আমাদিগের এ বিলের প্রতি আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। ড্রেনেজ ও বাঁধ সম্বন্ধীয় বিল প্রকাশিত না হইলে তৎসম্বন্ধে আমরা কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে ধর্ম্মালয় সংক্রান্ত সম্পত্তি বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিত হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে কাজ হইলে অনেক বিষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এবার অনেকগুলি আবশ্যক বিষয়ের আন্দোলন হইবে। এক্ষণে কাম্বেল সাহেব বিবেচনাপূর্ব্বক এবং স্থিরচিত্তে কার্য্য করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি, প্রিন্স অব ওয়েলসের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ডাক্তারেরা নিতান্ত চিন্তিত হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কতক সুলক্ষণ দৃষ্ট হইলেও পীড়ার সাংঘাতিকতা কমিতেছে না। গত শনিবার রাত্রি দুই ঘটিকা চল্লিশ মিনিটের টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, প্রতিমুহূর্ত্তেই মৃত্যু আশঙ্কিত হইতেছে; কিন্তু পরে সে ভাবের কতক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এখনও পীড়ার অবস্থা সন্দেহশূন্য হয় নাই। আমরা সম্পূর্ণহৃদয়ে জগদীশ্বরের নিকটে রাজপুত্রের আরোগ্য কামনা করিতেছি।

মান্দ্রাজের গবর্ণর লার্ড নেপিয়র আগামী মার্চ মাসে ভারতবর্ষের সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যাদি বিষয়ে একটী উপদেশ দিবেন। লার্ড নেপিয়র লার্ড মেয়ো প্রভৃতির ন্যায় তাদৃশ দরবার ও তোষামোদপ্রিয় নহেন, তাঁহার প্রজার উন্নতি বিষয়ে অনুরাগ আছে।

আগামী ১৮ ই জানুয়ারি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোক সংখ্যা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌএ ভয়ানক ওলাউঠা হইতেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে ২১৬ জনের উক্ত পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি, আসাম একজন প্রধানতম কমিসনরের অধীনে থাকিবে। ইণ্ডিয়ান অবজার্ভর ইংলণ্ড হইতে শুনিয়াছেন, এ বিষয় স্থির হইয়া গিয়াছে।

২৭ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, যেসকল কুলি কাপ্তেন ডিয়াদত আলীর সঙ্গে লুসাই যুদ্ধে যাইতেছিল, উহাদের মধ্যে ২০০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে কুলি সংগ্রহের চেষ্টা

হইতেছে। হিদায়ত আলী শিলাইমুখ পর্য্যন্ত গিয়াছেন। কুলির অভাবে আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

দিল্লীতে যেরূপ পীড়া হইতেছে তাহাতে একণে তথায় সৈন্য সমবেত করা কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য হাঁসপাতাল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তার বিউরকে দিল্লী গমন করিতে অনুমতি করা হইয়াছে।

কাবুলে দিন দিন শস্যাদি দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে।

পোর্ট কানিঙ কোম্পানি ইংলিসম্যানে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, শীঘ্রই মাতলার চাউলের কলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। উক্ত কলটী রীতিমত চালাইতে পারিলে কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হয়, কিন্তু বুদ্ধি ও তত্ত্বাবধান দোষে কোম্পানি সফলচেষ্ট হইতে পারিতেছেন না। কোম্পানির ক্ষতিতে আপনার ক্ষতি বোধ হয়, এরূপ লোকের দ্বারা সমুদায় বিষয়ের তত্ত্বাবধান না হইলে আরো কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ ভিন্ন লাভের সম্ভাবনা অল্প।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, লার্ড মেয় পবলিক ওয়ার্ক, পে এবং কমিসরিএট বিভাগে ব্যয় সংক্ষেপের মানস করিয়াছেন। সারকল পে আফিসগুলি এককালে উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কেবল প্রতি প্রেসিডেন্সিতে এক একটী করিয়া আফিস থাকিবে। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে মাসিক ৯ সহস্র টাকা কমান হইবে। কমিসরিএট বিভাগে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। চুরি নিবারণ করিতে না পারিলে কিছুতেই অভীষ্টলাভ সম্ভাবনা নাই।

ইণ্ডিয়ান অবজার্ভর বলেন, সার রিচার্ড টেম্পল পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু পীড়াটী সামান্য।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, পাছে লুসাইরা কোন উপদ্রব করে এ নিমিত্ত সেনাপতি ব্রাউচিয়ারের অধীনস্থ ৪ পল্টন বঙ্গদেশের এতদ্দেশীয় পদাতিক ও পুলিসসৈন্যগণকে সমুদায় সীমা রক্ষার্থ রাখা হইয়াছে।

২৮ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

নিজাগেজেটের একজন পারিসস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ১৩ বৎসর বয়স্ক একজন বালক বারসেলিসের সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল দেখিয়া উহাকে ধরিয়া গুলি করিয়া উহার প্রাণ বধের আজ্ঞা দেওয়া হয়। হত্যাস্থলে গমন করিয়া বালকটী পকেট হইতে একটী ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "এই ঘড়িটী আমি একজন বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলাম, আমাকে এটী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিতে দাও। কাপ্তেন বলিলেন, তাহা হইলে তুমি পলাইয়া যাইবে, বালকটী বলিল, আমি এখনি ফিরিয়া আসিব। কাপ্তেন ভাবিলেন, এ বালক, পলায়ন করিলেও হানি নাই, এই ভাবিয়া তিনি অনুমতি করিলেন। বালকটী ১০ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া " গুলি কর " এই কথা বলিয়া অস্ত্রোত্তয়ে দণ্ডায়মান হইল। সৈন্যগণ তাহার এই সাহসিকতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গুলি করিতে পারিল না। কাপ্তেন তাহার দুটী কান্ মলিয়া দিয়া বলিলেন, আর তুমি এখানে কখনও আসিওনা। এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কোন ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত সাহসিকতার বিষয় পাঠ করা যায় নাই।

আগ্রার কেল্লাস্থিত বারুদ গুদামে অগ্নি লাগিয়া যে সকল লোকের মৃত্যু হইয়াছে, উহাদের পরিবারের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, উহারা অবশ্যই সে সময়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট কি উহাদের পরিবারবর্গের নিমিত্ত কিছুই করিবেন না ?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, গঞ্জাম এবং বিজগাপত্তনে শস্যাদি দুর্মূল্য হইয়া দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তথায় কূপ খনন এবং পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার নিমিত্ত তত্রত্য কর্তৃপক্ষের হস্তে কতক টাকা দিয়াছেন। দক্ষিণ প্রদেশ এবং উড়িষ্যা বিভাগ হইতে তথায় চাউল রপ্তানী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। সময়ে চেষ্টা না হইলে কোন উপকারই দর্শে না। সময়ে চেষ্টা হইলে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইত না।"

সম্প্রতি বরদার মলহর রাও গৈকবার একটী দেবমন্দিরে ১০ সহস্র এবং দেবকার একটী মন্দিরে ১০ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। দেবকাতে গিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা করভারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে দেখিয়া তিনি উহাদের টাক্স কমাইয়া দিয়া আরও অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহা হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কিছু শিক্ষা লাভ করা উচিত।

সিদ্ধিয়ান বলেন, একজন পারসীসম্প্রদায়ী রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। ইনি ধর্ম্মের সহিত নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। ইহার নাম আর্দাসিয়ার কর্সেট জী, একণে ইনি জন ক্লিমেন্ট মার্কি নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বৈষ্ণবদিগের ন্যায় পূর্ব্ব ধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখিতে চান না।

২৯ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

আগামী কল্য ঢাকার নবাব আবদুল গনিকে ষ্টার উপাধি দিবার যে কথা ছিল, প্রিন্স অব ওয়েলসের পীড়া নিবন্ধন আপাততঃ তাহা বন্ধ রহিল।

জলপাইগুড়ি হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, যে সকল কুলি কাপ্তেন বিড্লফের আলীর সহিত লুসাই যুদ্ধে যাইতেছিল, উহাদের মধ্যে যে ওলাউঠা হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি বোম্বায়ে আর একটী বিধবা বিবাহ হইয়া [illegible]। স্ত্রীলোকটীর কতকগুলি আত্মীয় উহাকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু [illegible] সকলে ইহার প্রতিবাদ করাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উহারা একণে সমাজ মধ্যে থাকিয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে। বোম্বায়ের লোকদিগের নব্য বিষয়েই কিছু দৃঢ়তা দেখা যায়।

ভারতবর্ষের অণ্ডর ষ্টেট সেক্রেটারির সহকারী মেলবিল সাহেব এই বৎসরের শেষে স্বীয় কার্য্যভার হইতে অপসৃত হইবেন।

প্রধানতম গবর্ণমেন্ট বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে একটী ট্রেনিং স্কুল স্থাপনার্থ আজ্ঞা দিয়াছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তথায় এবার যে তিনজন এম, এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন, উঁহাদের মধ্যে একজন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুইজন এল, এল, বি পরীক্ষা দেন, দুই জনই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আমেরিকার কাপ্তেন হর্টন পালেস্টাইন হইতে একটী মন্দিরের স্তম্ভ লইয়া আসিতেছেন। এটী প্রায় ৮ হস্ত দীর্ঘ হইবে।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট একটী খাল খনন দ্বারা কৃষ্ণ সমুদ্রের সহিত কাস্পিয়ান হ্রদের যোগ সাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

১লা পৌষ শুক্রবার।

আমেদাবাদের চন্দ্রোদয় নামক একখানি সংবাদ পত্র বলেন, ঢোলকায় এরূপ জনশ্রুতি হইয়াছে, ১৮৭২ অব্দের ২০ এ ফেব্রুয়ারি সমুদায় পৃথিবীতে ১১ সেকেণ্ডস্থায়ী এক ভূমিকম্প হইয়া ধার্ম্মিক লোক ব্যতীত যাবতীয় লোকের প্রাণসংহার করিবে। জীবন রক্ষার্থ উড়িবার চেষ্টা না হইলেই রক্ষা।

শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় ধনপতসিংহ বাহাদুর আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির নিমিত্ত ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

২রা পৌষ শনিবার।

লাহোর গেজেট লিখিয়াছেন, সম্প্রতি মিরাটে রাজপুতজাতীয় এক ব্যক্তি [illegible] কালীর মন্দিরে গিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার উপাসনা করিয়া একখানি ছুরিকা দ্বারা আপন মস্তক ছেদন করিয়া কালীকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়াছে।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বিচারপতি ফিয়ার পীড়িত হইয়াছেন।

গত মঙ্গলবার স্যার জামসেটজী জীজীভাই এবং অন্যান্য প্রধান পারসীর আজ্ঞানুসারে বোম্বাইর পারসীরা প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য কামনা করিয়া [illegible] মন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	৯৮।—৯৮।৵০
৪ „	কোং	৯৮৸—৯৯
৪ ।।		১০৫।—১০৬
৪ ।। *		১০৩৸০—১০৪
৪ ।। *		১০১।৶—১০২
৫ „		১০০
৫ ।। *		১১০।—১১০।।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৯ এ নবেম্বর। এস, সি বেলি সিভিলিয়ান জনং চট্টগ্রাম বিভাগের রাজস্ব ও সারকিটের কমিসনরের প্রতিনিধি হইবেন।

৬ ই ডিসেম্বর। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ উইলকিন্স বেগুসরাই (মুঙ্গের) উপবিভাগের ভার পাইবেন। এক্ষণে ইঁহার যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা ভিন্ন ইনি দণ্ডবিধির ৩৮ ধারানুসারে হাই কোর্টে বা হাই কোর্টের সেসিয়নে বিচার্য্য মকদ্দমা সকলের পূর্ব্বানুসন্ধান করিতে এবং অভিযুক্তদিগের জামীন লইতে এবং উক্ত বিচারালয়ে বিচারার্থ অর্পণ করিতে পারিবেন এবং এ বিধির যে যে ক্ষমতার আবশ্যক তাঁহার সে সমুদায় ক্ষমতা থাকিবে।

বেগুসরাইর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর কে, এ ক্রাফেন মুঙ্গেরের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

রাজমহলের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর সি সি ডীস বেগমগঞ্জে বদলী হইলেন।

৭ ই ডিসেম্বর। সরবে ডিপার্টমেন্টের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে হুগলী ও মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, ই, সাটেল।

এ, ডি, স্মার্ট।

৮ ই ডিসেম্বর। ডবলিউ. বি, মাবসন মহুমন সাহেবের সাধারণ শিক্ষা সভার একজন সভ্য হইবেন এবং কিছু দিনের জন্য উক্ত সভার সেক্রেটারি হইবেন।

৯ ই ডিসেম্বর। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বরিশালের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন

ডি, ডবলিউ, আল্ফ্রেড টেইলর, সি. এস, বি, এল, গুপ্ত সি, এস।

বাবু অক্ষয়কুমার সেন।

১১ ই ডিসেম্বর। কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ মাকফার্লেন পুরণীর প্রথমশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হইলেন।

ই, ই, লুইস যে দিন মালদহ বিভাগের ভার লইবেন, সেই দিন অবধি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

১২ ই ডিসেম্বর। পূর্ণিয়ার আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, উইহাড় প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জি, ডবলিউ, কেভিল বীরভূমে ১৮৪৫ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

আর, এচ, পার্জি প্রথম শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ. এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৭ ই ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঢাকার মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

জে, জে, ক্রো।

এচ, এফ মেথিউস।

বাবু রাধামোহন গোস্বামী কিছু দিনের জন্য বজ্‌পেটার (কামরূপ) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু শম্ভু চন্দ্র নাগ (এম, এ, বি, এল.) কিছু দিনের জন্য ধুবড়ির (গোয়াল পাড়া) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন ঈশানচন্দ্র রায় কিছু দিনের জন্য হাবড়ার জেনরল হাসপাতালে নিযুক্ত হইলেন।

৮ ই ডিসেম্বর। সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন আশুতোষ গুপ্ত হুগলীর এমামবাড়ী হাসপাতালের ভার পাইবেন।

সার্জ্জন, সি, সি, ডবলিউ ওয়াটসন কিছু দিনের জন্য ভাগলপুরের সিবিল আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

মৌলবী সাহেব মুকল হোসেন অপসৃত হওয়াতে মৌলবী আমিনুদ্দীন মহম্মদ প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন।

বাবু উমেশচন্দ্র মল্লিক বি, এল, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফের পদে উন্নীত হইলেন এবং, বাবু জয়কান্ত বিশ্বাসের উপরে রহিলেন।

মৌলবী আব্দুল হোসেন সদরআলীর শ্রেণীর মুন্সেফ এবং পূর্ণিয়ার সদর ষ্টেশনের মুন্সেফ হই লেন।

১১ ই ডিসেম্বর। ডি, এস, বার্বার আপাততঃ একজন ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনর হইবেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনরদিগের চাইলেঞ্জেমান হইবেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

—•—

ইউরোপীয় সমাচার।

১১ ই ডিসেম্বর। ষ্টেটসেক্রেটারি ৯ ই ডিসেম্বর গবর্ণর জেনরলকে যে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, গত কল্য তাহা গবর্ণর জেনেরলের হস্তগত হইয়াছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে, প্রিন্স অব ওয়েলসের অবস্থা অতি শোচনীয়। কিন্তু অদ্য ডাক্তারদিগের অপেক্ষাকৃত আশা জন্মিয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর শনিবার প্রাতঃকাল ২—৪০। প্রিন্স অব ওয়েলস চৈতন্যশূন্য। রক্ত সঞ্চালনের নিমিত্ত বহু চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। মুহুর্মুহুঃ অবসন্ন হইতেছেন। রাজ্ঞী, ডিউক অব এডিনবরা, রাজকন্যা লুইসা এবং অনরেবল ক্লস সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮। প্রিন্স অব ওয়েলসের অল্প নিদ্রা হইয়াছিল। লক্ষণ কতক ভাল বোধ হইতেছে। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর—প্রিন্স অব ওয়েলসের জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর বৈকাল। গত কল্য প্রিন্স অব ওয়েলসের অবস্থা দর্শনে সকলেই ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য যে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, আর দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হয় নাই। সাধারণতঃ পীড়ার অবস্থা অপেক্ষাকৃত উত্তম।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। প্রিন্স অব ওয়েলসের অবস্থা কতক উত্তম কিন্তু পীড়ার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সন্দেহশূন্য হয় নাই।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলসের অবস্থা দর্শনে সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন। রাজ বংশের সকলেই স্যাণ্ড্রিঙ্গামে উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর। গত কল্য প্রেস্ট্রা লিটিল বর্গে এক ভোজ উপলক্ষে রুশিয়ার সম্রাট বলিয়াছেন, প্রুশিয়ার সহিত রুশিয়ার যে বন্ধুতা আছে, উহা ভাবিবংশীয়দের মধ্যেও অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিবে।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৮০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

বারসেলিস ৭ ই ডিসেম্বর। অদ্য জাতি সাধারণ সভা খোলা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে টিয়ার্স বলিয়াছেন, প্রুশিয়ার সহিত ফ্রান্সের আর কোন গোলযোগ নাই এবং প্রুশিয়ার সহিত শান্তি স্থাপনার্থ ফ্রান্স সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।

বিদেশের সহিত কোন গোলযোগ নাই।

ভিন্ন দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, টৈনদিগের মনের ভাব মন্দ নহে। উত্তমরূপে টাকা সকল সংগৃহীত হইতেছে। রাজস্বের অবস্থা উৎকৃষ্ট।

শান্তির সময়ে ফ্রান্সের ৮০০০০ টৈন্য থাকিবে। ইহার মধ্যে ৪৫০০০০ টৈন্য ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর। লাড হাউসের কার্য্য প্রণালীর সংস্কারার্থ নারমন্ডাতে এক সভা হইয়াছিল। পার্লেমেণ্টের ৩ জন সভ্য মাত্র উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সভ্য যে সকল মন্তব্য লিখিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইল। বিলপঠিদের কর্ত্তৃক ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রণালী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যাকালে যে আর এক সভা হয় তাহাতে অত্যন্ত গোলযোগ হইয়াছিল। সর চারলস ডিলক লাডহাউসের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

পারিস ৮ ই ডিসেম্বর। ফরাসী জুরিরা টৈন্যদিগের হত্যাকারিদিগকে মুক্ত করিয়াছেন বলিয়া জর্ম্মণেরা ফ্রান্সের যে স্থান অধিকার করিয়াছে তথায় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

পারিস ৯ ই ডিসেম্বর। বস্ত্র, সুরা, তমাক ও ষ্টাম্পের উপর ভিন্ন আর সমুদায় আভ্যন্তরিক টাক্স উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন।

স্যাণ্ড্রিঙ্গাম ১১ই ডিসেম্বর। গত রাত্রিতে প্রিন্স অব ওয়েলসের অবস্থা অতি মন্দ গিয়াছে। সকলেই তাঁহার নিমিত্ত চিন্তিত হইয়াছেন অদ্য তাঁহার মঙ্গলার্থ সমুদায় গির্জ্জাতে উপাসনা করা হইয়াছে।

ইহার পর স্যাণ্ড্রিঙ্গাম হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ পায়, তাঁহার জীবন আশা অল্প।

স্যাণ্ড্রিঙ্গাম। ১১ ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা। প্রিন্স অব ওয়েলসের দৌর্ব্বল্য আর বৃদ্ধি হয় নাই। পীড়া সমভাবেই রহিয়াছে।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৬—৩০। গত রাত্রিতে রাজপুত্রের অত্যন্ত অসুখ গিয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট উইলিয়মের পুত্রবধূ স্যাণ্ড্রিঙ্গামে আসিয়াছেন।

স্যাণ্ড্রিঙ্গাম ১২ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮। গত রাত্রিতে সর্ব্বদা প্রলাপ উপস্থিত হইয়াছিল, পীড়োপশমের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই।

স্যাণ্ড্রিঙ্গাম ১২ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৭—৪০। নাড়ীর অবস্থা অতি উত্তম, সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৬—৪৫। অদ্য বৈকালে রাজপুত্রের তাদৃশ অসুখ ছিল না, কিন্তু পীড়া সমভাবেই রহিয়াছে। রাজকন্যা আলেকজাণ্ড্রা এবং এলিসা নিয়ত তাঁহার নিকটে রহিয়াছেন। রাজ্ঞী স্যাণ্ড্রিঙ্গামে আছেন।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৬—২০। রাজপুত্রের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উত্তম। আরোগ্য লাভের কতক আশা জন্মিয়াছে।

নিউইয়র্ক ১২ ই ডিসেম্বর। প্রিন্স অব ওয়েলসের পীড়া নিবন্ধন ইউনাইটেড ষ্টেটসের যাবতীয় লোক চিন্তিত হইয়াছেন। তাঁহার আরোগ্য কামনায় অনেক গির্জ্জায় উপাসনা করা হইতেছে।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এখানে ক্রমান্বয়ে তিনটী খুন ও কতকগুলি অদ্ভুত চুরি হইয়া গেল, তাহার কিছুই হইল না। আবার সে দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবুর বাসা হইতে ১৫০ টাকা মূল্যের সোনার চেইন সহিত একটী ঘড়ি, ও ৬ টাকা নগদ চুরি গিয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে, যাঁহাদের কৃপায় এরূপ শান্তি ধন প্রাণ লইয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি তাঁহাদিগকে অর্থাৎ শান্তিরক্ষকদিগকে

শীঘ্র শীঘ্র " রায় " উপাধি প্রদান করুন।

আমাদের সুযোগ্য পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবু রামরেণু ঘোষ কাঁটালিয়া [illegible] হাতে এখানকার লোক [illegible] আছেন। রামরেণু বাবু একজন স [illegible] কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী। যদিও গবর্ণমেণ্ট প্রজা সকলের জন্য রাজ কর্ম্মচারিদিগকে সময়ে সময়ে স্থানান্তরিত করিবার নিয়ম করিয়াছেন, কিন্তু যাহাদিগের শাসনে দেশ শান্তভাবে থাকে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে ইষ্টের না হইয়া বরং অনিষ্টেরই হইয়া থাকে। যাহা হউক, এখানকার অধিবাসীরা রামরেণু বাবুর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল বদ্ধ থাকিবেন সন্দেহ নাই।

আমাদের নবাগত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রামকুমার বসুর কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমরা যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিতেছি। কি শাসন, কি ইনকম ও মিউনিসিপাল টাক্স সকল বিষয়েই যাহাতে প্রজাদিগের পক্ষে কোন বিষয়ে অবিচার বা অত্যাচার না হয়, তজ্জন্য তিনি [illegible] যত্ন করিতেছেন। আমরা কায়মনে [illegible] প্রার্থনা করি, রামকুমার বাবুর যত্ন অচিরেই সফল হউক। পরিশেষে রামকুমার বাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যদি সময় ঠিক বিশুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার আদালতের মোক্তারদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন।"

সম্প্রতি বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহার সমস্ত দেবালয়ে আর আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য দান প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, [illegible] তণ্ডুলের নৈবেদ্য দেওয়ার [illegible] নাই। পাঠকগণ! কালে কতই দেখি [illegible] কোন দিন শুনিব, দেবতা [illegible] পরিবর্ত্তে [illegible] [illegible] দেখা [illegible]

[illegible] মাসের প্রথম [illegible] এ স্থানে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব [illegible] যে [illegible] বাটীতে যাও, দেখিবে [illegible] পর্য্যন্ত সকলেই শয্যাগত, আহার না ঔষধ দেয়, এমন এক ব্যক্তিও নাই। কিবল কগ্নলোকদিগের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এখানকার মহারাজের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহাশয় সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয় বর্দ্ধমানাধিপতিকে অনুরোধ করিয়া এই ঔষধালয় হইতে কালনার নিকট ও দূরবর্ত্তী যে সকল পল্লিতে অত্যন্ত মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে তথার দুঃখিদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রেরণ করিতেছেন।

অগ্নিকে যেমন কোন আচ্ছাদনের দ্বারা প্রচ্ছন্ন রাখিতে কেহ কখন সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পাপকেও কোন ব্যক্তি গোপন রাখিতে পারে না। ইহার প্রমাণ প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যায়। এখানকার মিউনিসিপাল টাক্স দারগা বাবু দিগম্বর দাস আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের একটী অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল। উক্ত বাবু প্রায় চারি বৎসর যাবৎ এখানকার টাক্স দারগা হইয়া আসিয়াছেন। বৎসর বৎসর যে ১৫০ হাজার টাকা মিউনিসিপাল টাক্স আদায় হয়, তাহার অধিকাংশই অর্থাৎ মিউনিসিপাল পুলিসের ব্যয় বাদে বাকি সমস্ত টাকাই বাবুর হস্ত দ্বারা ব্যয় হয়। যদিও এখানে একটী মিউনিসিপাল কমিটি বর্ত্তমান আছেন, সেটীও কলির দেবতার ন্যায় চেতনশূন্য জড় পদার্থ। সম্প্রতি আমাদের নবাগত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রামকুমার বসু নিজ বহুদর্শিতাগুণে টাক্স দারগার অন্তস্থ গূঢ় পাপ সকল বাহির করিয়া তাঁহাকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন এবং টাক্স দারগাকে কয়েকটী অপরাধে অপরাধী করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে ডেপুটি বাবু সাক্ষীর জবানবন্দী লইতেছেন, মকদ্দমার ফল আমরা পরে জানাইব। রামকুমার বাবু বিশেষরূপ বিবেচনার সহিত উপস্থিত বিষয়ের বিচার করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

এইরূপ জনশ্রুতি, পৌষ মাসের প্রথমেই বর্দ্ধমানাধিপতির এখানে শুভাগমন হইবে। গত বারের আগমনে দেবতাদিগের নৈবেদ্য বন্ধ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণের অন্ন মারিয়াছেন, এবার কি করেন বলা যায় না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যে ভীষণ কৃতান্ত তুল্য দেশব্যাপক জ্বর হুগলী, নদিয়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলার অধিকাংশ প্রজাকে গ্রাস করিয়াছে, সেই ভয়াবহ জ্বর সম্প্রতি দাসপুর সোনাখালি প্রভৃতি কয়েকখানি বহুসংখ্য লোক সমাকীর্ণ গ্রামকে উৎসন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতিদিন বহু পরিমিত মনুষ্য জীবন নষ্ট হইতেছে, হাহারবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার অবগত হইয়া মেদিনীপুরের সিবিল সার্জ্জন মেথিউ সাহেব ঐ সকল স্থান স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার দ্বারা লোক সকলের বিশেষ উপকার হইতে পারে। লোক এক দিনমাত্র জ্বরাক্রান্ত হইয়াই ঐহিক যাতনার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে। ঐ স্থান জাহানাবাদের নিতান্ত দুর্দ্দশা নয় চতুর্দ্দিক। ক্রমশঃ মারাত্মক জ্বরের আশ্রয়স্থান হইতেছে। আমরা শুনিয়াছি, জ্বর হইবামাত্র উৎকট শিরোরোগ হইয়া কিয়ৎকাল পরে মনুষ্য মৃত্যু মুখ দর্শন করে। এ অচিকিৎস্য জ্বর রোগের প্রতীকার কি আছে?

আপনি গত ১৯ এ অগ্রহায়ণ দিবসীয় সোমপ্রকাশে " দুর্গালয় সংক্রান্ত সম্পত্তি " এই শীর্ষক দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এই স্থানে উহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুর্ব্বতন ভূপতিগণ যে উদ্দেশে বহুমূল্য ভূমি অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই সুসিদ্ধ হয় না, এমন কি বিড়ম্বনাতে পর্য্যবসিত হয় বলিলে অত্যুক্তিদুষ্ট হয় না। আপনি যে একটী মহান্তের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এস্থানে যদিও সেরূপ মহান্ত নাই; কিন্তু অন্যবিধ মহান্ত আছেন। আমরা যেন হিংসা ঈর্ষাদির বশীভূত হইয়া বলিতেছি না। কার্য্যতঃ যাহা ঘটিতেছে, যাহার স্বেচ্ছাচারিতাদূষিত অনিষ্ট নিতান্ত বিষময় ফল

প্রদান করিতেছে, এস্থলে তাহাই নির্দ্দেশিত হইতেছে। আপনি এ অনিষ্ট নিবারণার্থ যেরূপ উপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্য হইলে কোন আক্ষেপই থাকে না; কিন্তু তাহা হইতে বহু বিলম্ব সম্ভাবনা। যদি বিভাগীয় বা উপবিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী এই সকল বিষয়ে বিশেষ অভিনিবেশ প্রকাশ করেন, তবে স্বার্থ ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থসাধন সমূলায়ই নিরাকৃত হইয়া যায়। যদি তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করেন, এবং স্থানীয় যথার্থদর্শী ধার্ম্মিকদিগের করে এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান ভার অর্পণ করেন, অথবা গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যদি কোন বিশেষ কর্ম্মচারী এ বিষয়ের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়া কর্ম্মচারীর দ্বারা এই সকল বিষয় হইতেই নির্দ্ধারিত করিবার আজ্ঞা দেন, তবে সমুদায় গোলযোগ মীমাংসা হইয়া যায়। বলিতে কি এখানকার কোন কোন দেবমন্দিরের নিতান্ত জীর্ণ শোচনীয় দুরবস্থা দর্শন করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় ...অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি ছায়াপ্রধান পা...রাজী কোন মন্দিরকে ছায়াদান দ্বারা বাধিত করিতেছে, কাহারও বা চতুর্দ্দিকস্থ স্তূপ বন, বিক্ষিপ্ত, স্খলিত ইষ্টকাদি নিজ পূর্ব্ব শোভার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এদিকে ভূরি পরিমাণে নিষ্কর ভূমি পাণ্ডা মহাশয়দিগের উদরান্ন সংস্থান করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে যাঁহার প্রায় এক মণ দুগ্ধের পায়স হইত, অধুনা তিনি এক সের দুগ্ধের পায়স প্রাপ্ত হইলেই চরিতার্থ হন।

আমার এই লেখাতে বোধ হয় সম্প্রদায় বিশেষ বিরক্ত হইবেন, কিন্তু যদি তাঁহারা বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধন করেন, তবে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় দিকই রক্ষা হয়। দেবতারা তাঁহাদিগের ক্রীড়নক নয়। অভীষ্টদেবকে ফাঁকি দেওয়া কতদূর অধর্ম্ম তাহা শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বিষয় লোভাক্রান্ত হইয়া চারিদিক নষ্ট কর ...কি স্বার্থপরায়ণ ধূর্ত্তের কার্য্য। ...অধিক পর্য্যালোচনা করিতে ...ধার্ম্মিক মহাশয়দিগের পূর্ব্বপক্ষ মনে উদিত হইয়া কপটাচারি সেবকদিগকে অগত্যা নিস্তার দিতে বাধ্য হইতে হয়।

তমোলুক ১১।১২।৯৬। } একান্ত বশম্বদ শ্রী তাঃ—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

৫ ই অগ্রহায়ণ দ্বিতীয় লোকপ্রকাশে শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পত্র পাঠ করিয়া ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলাম, যে হেতু তিনি পক্ষপাত বশতঃই হউক, আর তরলমতি প্রযুক্তই হউক, অথবা যে কারণেই হউক সত্যের বিপরীত লিখিয়াছেন।

সারদাবাবু লিখিয়াছেন যে, আমি অনিচ্ছুক হইয়া "প্রতাপ বাবুর অনুরোধে এবং কেশব বাবুর পত্রের খাতিরে ব্রাহ্মবিবাহ বিলের স্বপক্ষে আবেদন লিপিতে স্বাক্ষর লইবার জন্য একটী সাধারণ সভা আহ্বান করি"। ইহাতে আমার আক্ষেপের বিষয় এই যে, সারদাবাবুর সহিত আমার বহুকালের আলাপ থাকাতেও তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন না যে, অন্যের অনুরোধে আপনার বিবেচনার বিরুদ্ধে মত দিয়া সত্যের অপলাপ করা আমার প্রকৃতির বিরুদ্ধ।

দ্বিতীয়, সারদা বাবু লিখিয়াছেন যে, "২৪ জন ব্রাহ্মের মধ্যে ৮ জন এবং ৪৮ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুমোদনকারির মধ্যে ৭ জন, উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে ••• সর্ব্বশুদ্ধ ১১ জন উক্ত আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; কিন্তু অনুমোদনকারী ৫ জনের মধ্যে ১ জনও ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন বিশ্বাস করা যায় না"। ইহা যথার্থ নহে; আমার নিকট ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদনকারীর সংখ্যা সূচক পত্র নাই; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যত লোককে তাহাদিগের মত লইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কেবল ৫।৬ জন অবকাশাভাবে আসিতে পারেন নাই। তন্মধ্যে একজন ব্যক্তিকে আর কেহই ব্রাহ্ম বিবাহ বিলের বিরুদ্ধে মত দেন নাই, এবং যাহারা তাহার স্বপক্ষে মত দিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াই দিয়াছেন। পরিশেষে সাধারণের সন্দেহ নিবারণার্থ এ স্থলে ইহা জ্ঞাপন করা আবশ্যক বোধ করিতেছি যে, যদিও আমার মতে ব্রাহ্মবিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে আমাদের দেশের উপকার বই অপকার হইবেক না, তথাপি আমি কি আদি ব্রাহ্ম সমাজ কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ কোন ব্রাহ্ম সমাজের বিপক্ষ নহি, এবং কোন বিশেষ দলভুক্তও নহি। আমি দলাদলী ভাল বাসি না, আমি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন দীন হীন সামান্য সভ্য। আদি ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য আপাততঃ হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যভাব বিস্তার করা এবং আধুনিক নিকৃষ্ট হিন্দুধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করা, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য পৃথিবীর তাবৎ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিস্তার করা এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ না রাখা। উভয় প্রকার সমাজের এ সময়ে আবশ্যকতা হওয়াতেই ঈশ্বরাদেশে তাহা হইয়াছে, যে হেতু এক সমাজ যেমন হিন্দুদিগকে উন্নত করিবেক অন্য সমাজ তেমন তাহাদিগের পথ প্রদর্শক হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে হিন্দুদিগে যোগ সংস্থাপন করিবেক। অতএব উভয়ে কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্য প্রণালীর মধ্যে যদিও কিছু প্রভেদ থাকিতে পারে, তথাপি যখন উভয়ে এক মূল সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সৌহার্দ্দ থাকা উচিত। বৃথা বাদ বিসম্বাদ ও দলাদলীর ভাব যত শীঘ্র অপনীত হয় ততই ভাল।

বাঁকুড়া ২ রা ডিসেম্বর ১৮৭১ সাল } শ্রীনবীনচন্দ্র ...

সবিনয় নিবেদন মিদং—

কয়েক দিন হইতে মুলতানে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। লোকের কষ্টসূচক নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।

হিম ধরি ভীমবেশ, সমাগত শীতে।
যতনে বসন রাশি, নারিছে নিবিতে॥
উত্তরে বাতাস তায়, আসি দিল যোগ।

কাটা যায় দেহগুলা, লবণ প্রয়োগে ॥
দিনকর ক্ষীণকর, কুয়াসায় ঢাকা।
বিষম বিপদ দিনে, খালি গায় থাকা ॥
পশু পক্ষী আদি করি, ভুচর খেচর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর ॥

দীন দুঃখী জন যত, দিনের বেলায়।
বসিয়াছে মাঠে মাঠে, গাছের তলায় ॥
বড় বড় কাঁথা দুটি করি আবরণ।
পড়িয়াছে অবশ হয়ে, কম্পিত মন ॥
লেপ কাঁথা খোঁসেছে সব, পুড়ে হলো ছাই।
কম্বল লইব কিসে, আর কিছু নাই ॥
কেলের পুঁটুলী শুয়ে, খড়ের উপর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর ॥

রেলগাড়ির আরোহীর বিষম বিপদ।
না পারে কাঁপিতে যেন, খাইয়াছে মদ ॥
বিপুল বেগেতে গাড়ি করিছে গমন।
প্রবেশে বাতাস তাহে, সন্ সন্ সন্ ॥
বরফ ঢালিছে দিয়া, হাড়ের ভিতরে।
লুই কর কি করিবে, থাকিয়া উপরে ॥
বারম্বার কাপড় উড়ে, জড় সড় নর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর ॥

সবল ধবল কায়, সাহেবের দল।
ক্রমাগত পিয়ে চায়, নাহি চায় জল ॥
জিন্ রম ব্রাণ্ডি খায়, চাহি পান করে।
অনল জ্বালিছে সদা, চিম্নী ভিতরে ॥
কোর্ট বুট পরিধান, নাহি কিছু ফাঁক।
ফ্লানেল মটন দিছে আহারের জাঁক ॥
তবু নাহি পায় ছিট, শরীর ভিতর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর ॥

সুরূপসী সুধামুখী, সাহেব রঙ্গিনী।
সদা [illegible] রহে, বিপদ ভঞ্জিনী ॥
[illegible] ঠাণ্ডা পবন, টাউন সরোজ।
কটিদেশে আঁটা আঁটা, নৌটি জিনি রোজ।
এখানে সেখানে যায়, আর নাহি বায়।
পরে বুট জিনি [illegible] দিনের জ্বালায় ॥
ঢাকিত প্রতিমা [illegible] ভিতর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর

মধুমুখী বধূ বধূ, বাঙ্গালি মহিলা।
অঙ্গ অলঙ্কারী সদা পরম সুশীলা।
অনিবার বাবেপতি করিয়া আহার।

প্রভাতে উঠেছে বধী, কাজে আপনার।
স্নান হেতু বিনোদিনী, শিরে ঢালে নীর।
সে যে শীত শীর্ণ হয়, শিব মাখা ক্ষীর ॥
অসাড় হইল মুখ শীহি চলে কর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর ॥

ভুলিয়েছোরূপ মত, পাদরীদের দল।
জোড় জোড় সাহেবের, বিরামের স্থল ॥
বসে এঁটে টাকে ছিটে, ফুকিয়া নয়ন।
ক্রমাগত গিলে দম, বহে দংশন ॥
হইবে গরম ভাবি কুসে দেয় দম।
তবু কোন মতে গায় নাহি ধরে ওম ॥
হাতেতে পকের চাট, মিঠা ক্ষীর সর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে, থর থর থর ॥

কিরাণী বাবুর দল, শীত আগমনে।
কুরাইল বাবুয়ানা ভাবি যেন মনে ॥
শাল আলিয়ান চেয়ে পাওয়া নাহি যায়।
খোঁজার মুনাম নাই, মনের কপাল ॥
জানি কম পুঁজি, কম কোটাকপার।
শরীরে দিতেছে ছিনা, কোর্টটতে রাখায়।
এদিকে বাবুর বেশ, আসিয়াছে জ্বর।
কাঁপিতেছে ঘোর শীতে থর থর থর॥

অগ্রহায়ণ শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়
মুলকান।

-:০:-

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দাস বরাহনগর	৫॥০
" কালীপ্রসন্ন মজুমদার কাঁচিরাইল	১০
বাবুগঞ্জ হিতকরের সেক্রেটারি	৫॥
" উমেশচন্দ্র মণ্ডল—চুঁচুড়া	১০
" রামচরণ মুখোপাধ্যায় সাকিন	৫॥০
" হরিমোহন রায়—কলিকাতা	১০
" শ্যামাচরণ শ্রীমানি কলিকাতা	৫॥
ভোলানাথ দাস—নওগাঁ	১০
কৃষ্ণগোপাল ঘোষ—কাশীপুর	১০
আবদুল কাদের—শ্রীহট্ট	৫॥
" যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্দোর	১০
" কালীপ্রসন্ন সান্যাল আলীগড়	১০
" প্র.আশ্বর সিংহ—কলিকাতা	১০
মেহেরপুর হিতকরী সভার সম্পাদক	৫॥

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোদপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোদপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৬ সংখ্যা।

"হর্ম্মজ্যা প্রজা[illegible] পার্থিবঃ, [illegible] ন হীয়তে।"

বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ১১ ই পৌষ। [illegible]। ২৫ এ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণ অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র অর্থ [illegible] হইবে না। এই বিষয়ের স[illegible] সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। পোষ্ট আফিসের হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন দি[illegible] আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন ১২৭৮ } শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী কার্য্য সম্পাদক

—:০:—

কলিকাতা শাঁখারি টোলা ৮ [illegible] চন্দ্র গাঙ্গুলির ষ্ট্রীট।

[illegible] ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশের কোর্ট উইলি[illegible] [illegible]স্থিত কাউন্সেলের উইল সংক্রান্ত ও ইষ্টেট বিভাগ হইতে উপরি উক্ত মৃত ব্যক্তির শেষ উইল ও টেষ্টমেণ্টের প্রোবেট উক্ত উইলের এক্সেকিউটর ভবানীপুরের জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস এবং কাঁচকাটিরাপুকুরের হরিশ্চন্দ্র ঘোষকে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কলিকাতা ১৯ ই ডিসেম্বর } ডব্লিউ. এইচ. টি, ওয়াট্সন রেজিষ্ট্রার

—:০:—

১১০৬ নং ৫৪ [illegible] সালের ১২ ই মার্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক শত ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দারজিলিং ৩ রা পৌষ ১২৭৮ সাল } শ্রীকমলচাঁদ মজুমদার।

—

"বহুবিবাহ [illegible]পীড়িতা কুলীনকুলকামিনী"। [illegible] পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ৵০ মাত্র।

—

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল।

নেটিব্ ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ নামক মাসিক পত্রিকা বিগত [illegible] মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, যাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা [illegible] হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]দাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮ [illegible] }

—

ভগবদ্ভক্তি[illegible] [illegible] বিজ্ঞ[illegible] ও [illegible] [illegible] জনগণের [illegible] মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত [illegible] যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান নামক গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ কার্ত্তিক } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার মহেশ শ্রীরামপুর

—

বিগত ১১ ই অগ্রহায়ণ রবিবার বারুইপুরস্থ অফিসের [illegible] বারুইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

মহাশয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালা এলিওপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, এই তিন প্রকার ঔষধ প্রস্তুত থাকিবেক, আমার নিমিত্ত বাহিরের যে [illegible] বিশেষ আবশ্যক হইবেক তথা বিনা মূল্যে পাইবেন এবং গাড়ী [illegible] ভাড়া দিলেই চিকিৎসক লইয়া যাইতে পারিবেন, ভিজিট দিতে হইবেক না।

রাজপুর ১২৭৮ ১১ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় উক্ত চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক।

সদৃশ ব্যবস্থা মত চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ২০।২৫ বেদাক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি তাহার লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা কমিশন [illegible] পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা শাঁকারিটোলার বেরিলি কোম্পানির বাটি ও [illegible] কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি, ৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে আমার নিকট বিক্রয়ার্থ আছে। শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং চিনাবাজার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথের সংস্কৃত [illegible] ও বাবু [illegible] পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বাসবদত্তা।
কলতরঙ্গিণী (৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত।)

উক্ত কবির জীবনচরিত	।৵০
কুসুমমালিকা (বঙ্গকামিনীরচিত)	।০
নলোপাখ্যান	৷০
বিলাসকুমারী	৷০
কুসুম	৵০

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সস্তা এন্ট্রান্স স্কুলের প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। মাসিক বেতন ৫০, ৩০ টাকা। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ স্ব স্ব নিদর্শন পত্রের [illegible] সহিত সত্বর আমার নিকট আবেদন প্রেরণ করিবেন।

বরিশাল ডাক মহারাজগঞ্জ ৮ ই ডিসেম্বর ১৮৭১ } শ্রীচন্দ্রনাথ সেন
বাসন্তা স্কুল সম্পাদক

—:০:—

অঙ্ক সূত্র।

১ ম ভাগ, ৯১ পৃষ্ঠা (২ য় সংস্করণ।)

অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের পাটীগণিত শিক্ষার্থ অতি সরল ভাবে লিখিত।

[মূল্য ৵১০ আনা মাত্র।]

কলিকাতা চীনবোলাল [illegible] সংস্কৃত যন্ত্র পুস্তকালয়ে ও [illegible] পাওয়া যায়।

সচিত্র গুলজার নগর।

[illegible] সঙ্কলিত।

কাঙ্গারদের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। ইহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাঁধাইয়ের মূল্য ৷০ মাত্র। পি, এম, ডি রোজারিও এণ্ড কোং এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১ নং দোকানে ক্রয় করিবেন।

নাটোর রাজ সংসারের ম্যানেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষা জানে ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, মাসিক বেতন প্রথমে ২০০ দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ক্রমে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা কেরায়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ২০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের অধীন ডিপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনার প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। বাৎসরিক বিদায় এবং যাতায়াতি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে নাটোর রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ ৩০ এ আশ্বিন } শ্রীযুক্ত মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাটোর রাজধানীর সদর কাছারি

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার পত্তন কর্ত্তা [illegible] নগরের সেণ্ডুসেরাইস লিউটিনাণ্ট কলনেল ডুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং ভারতবর্ষস্থ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ [illegible] হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে [illegible]

এবং কয়েকটী বিদ্যালয় নির্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর [illegible] মিস্তিরী [illegible] সাহেবের সম্মুখে ও তত্বাবধানে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে উহা পুনরায় লাটরি কণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্ডে সাহেবের বাটীতে, এবং ডাক্তার ডি, বসটন সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮ নং লালবাজারী স্ট্রিট এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধাবাজার স্ট্রিট, জে, ডুবেল কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রান্টস লেন ডি, ফ্রেঙ্ক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেনটিঙ্ক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

—:o:—

আয়ুর্ব্বেদ সার সংগ্রহ প্রথম ভাগ।

ইহা মূলের সহিত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা শুকিয়া ষ্ট্রীট মদন মিত্রের লেনে চিকিৎসা সংগ্রহ সভায় শ্রীভুবন মোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য আছে। মূল্য গ্রাহকদিগের জন্য মাহুল সহিত ১৷৶০ আনা। চিকিৎসাসংগ্রহ ১ম ভাগ মাহুল সহিত ২৷৶০ এবং ২য় ভাগ মাহুল সহিত অগ্রিম বার্ষিক ২৸ আনা।

—:o:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং তাহার নিমিত্ত সাইফন, জংসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

বিলাতী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজি হাতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য ঐ সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রস্তরের পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
১ নং চার্চলেন [illegible] বরণ এণ্ড কোং

—:o:—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
শ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত;		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রী[illegible]নাথ শর্ম্মা।

—:o:—

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে—

	রায়তি স্থান	আন্দাজী
ঐ ২ মিত্রের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
নং১২ ইণ্টালী রোড	ঐ	১/১ বিঘা

* বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত ডিকুয়াস পিটা প্রাপ আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
এম, বি, কর্ত্তৃক নূতন
পুস্তক।

এনাটমী (শারীর বিদ্যা) প্রথম ভাগ, ১২০ খানি অতি উৎকৃষ্ট লিথগ্রাফিক আকৃতি সহ লিপ্ত মূল্য ৪৷০
ডাকমাহুল ।৴০ পাঁচ আনা।

মাতৃশিক্ষা অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সূতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশ। উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা। ডাক মাহুল চারি আনা। এই পুস্তক ও "চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব" (দুই খণ্ড একত্র লইলে মূল্য ১৮ টাকা) কলিকাতা লাল বাজার বিল্ডিং হোটেলে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে। *

সজ্জনগণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঔষধে [illegible] প্রভাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর যাবৎ লোকের নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়।

নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, শ্বাস, শূল, মেহ, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি ও রক্ত পিত্ত [illegible] যদি মনুষ্য দেহে প্রধান ২ যে সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক বা অল্প কালিক হউক, তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবন করিলেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হইবে [illegible]। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এ [illegible] বলের প্রসারক, এবং [illegible] মলের বহ সপ্তাহের (২১ দিনের ঔষধের) মূ[illegible] টাকা, ডাক মাহুলাদি ।০ আনা মাত্র গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নিকট প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করেন।

অমৃতবিন্দু কোং গোকুলচন্দ্র দে করিয়াছিলেন কিন্তু অনেক [illegible] এবং বিশ্বাসভঙ্গ লোকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন পর্য্যন্ত অপরাক্ত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদার বিনোদ বিশ্বাস কোং স্বয়ং অমৃত সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের

অভ্যুত্থান পূর্ণ করিবে, কৌলীন্য অবিলম্বে এদেশ হইতে প্রস্থান করিবে।

—০—

আর্য্যদেশে সহজে পরিবর্ত্তন হই[illegible]
প্রতিষ্ঠান না হইবার কারণ।

বোধ হয়, অনেকের এ প্রকার সংস্কার থাকিতে পারে, পরিবর্ত্তন উন্নতির [illegible] কারণ বটে কিন্তু সে অন্য বিষয়ে [illegible] নহে, ধর্ম্ম বিষয়ে পরিবর্ত্তন [illegible] নিবন্ধন ধর্ম্মবল শিথিল হইয়াছে, [illegible] ধর্ম্মহানিরই সম্ভাবনা। যাঁহাদি[illegible]র এ প্রকার সংস্কার আছে, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই, এই পরিবর্ত্তন প্রথা প্রবর্ত্তনই আর্য্যদেশের উৎকর্ষের [illegible] লক্ষণ। এতদ্দ্বারা আর্য্য প্রধানেরা যে অতি দূরদর্শী অসামান্য প্রতিভাশালী ও মানবস্বভাববোধে বিল[illegible] দক্ষ ছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সমুদায় মানুষের [illegible] প্রকার রুচি নয়। অতএব একবিধ [illegible] চিরকাল যাবতীয় মানুষের [illegible]র হইবে, ইহা সম্ভাবিত নহে। এই [illegible] করিয়া আর্য্য প্রধানেরা আর্য্য [illegible] (১) পরিবর্ত্তন [illegible] করিয়া গিয়াছেন।

[illegible] শাস্ত্রের কত অংশে যে কত [illegible] আছে, তাহার ইয়ত্তা করা [illegible] বেদ ভিন্ন, স্মৃতি ভিন্ন; [illegible] মত ভিন্ন নয়, তিনি মুনিই নন। [illegible] গুহায় নিহিত, মহাজন যে [illegible], সেই পথ [illegible] (২) এই [illegible] ভাবেই ব্যবস্থিত হইল। [illegible] ক্রম [illegible] [illegible] বিষয় [illegible] যে [illegible] দৃষ্ট হয়, পণ্ডিতেরা সেই [illegible] প্রামাণ্যকে [illegible] বলেন।

বেদাবিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নৈকো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। মহাভারত বচন।

বচন দ্বারা আমাদিগের বাক্যের প্রামাণ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। প্রথমতঃ বেদের পূর্ব্ব ও উত্তর দুটি কাণ্ড। পূর্ব্ব কাণ্ডের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম এবং উত্তর কাণ্ডের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। (৩) সেই বেদ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত (৪) প্রত্যেক বেদের অনুষ্ঠান ও অধিকারিগত বহুবৈলক্ষণ্য আছে। *যিনি যে বেদের অধিকারী, তিনি অন্য বেদোক্ত ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করিলে [illegible] হন। ভিন্ন ভিন্ন বেদোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভবদেব পশুপতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিকার হইয়া গিয়াছেন। সেই বেদের আবার শাখা প্রশাখা চরণাদি ভেদে অসংখ্য ভেদ হইয়াছে। সে সমুদায়ের ইয়ত্তা করা সহজ নহে।

কর্ম্মকাণ্ডের কথা ত এই গেল, জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধেও বহুতর মতভেদ প্রধান ভেদ ও সম্প্রদায় ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এক ঈশ্বর নিরূপণ যাবতীয় দর্শন শাস্ত্রের এক মাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু দুই জন দর্শনকার এক পথ ধরিয়া চলেন নাই। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত। সৌগতাদিভেদে অনেকবিধ দর্শন শাস্ত্র আছে। তন্মধ্যে বেদান্ত মীমাংসা সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক এই ষড় দর্শন অধিক[illegible] প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর নিরূপণ বিষয়ে এই কয়টী দর্শনই সবিশেষ উপযোগী। ইঁহাদিগেরও পরস্পরের মতের ঐক্য নাই। এ অংশে শাস্ত্রকারদিগের কি প্রকার মতভেদ আছে, পাঠকগণের যদি জানিবার ইচ্ছা হয়, আমরা কুসুমাঞ্জলি হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

বৈদান্তিকেরা যাঁহাকে (ঈশ্বরকে) অদ্বিতীয় বোধস্বরূপ, সাংখ্যেরা যাঁহাকে চিন্ময় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যবান, পাতঞ্জলেরা যাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম ক্লেশ বিপাকাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট বেদদ্যোতক, মহাপাশুপতেরা যাঁহাকে নির্লেপ স্বতন্ত্র, শৈবেরা যাঁহাকে ত্রিগুণাতীত, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে পুরুষোত্তম পৌরাণিকেরা যাঁহাকে জগ[illegible]কেরও জনক যাজ্ঞিকেরা যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, সৌগতেরা যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ, দিগম্বরেরা যাঁহাকে অবিদ্যাদি বিহীন, মীমাংসকেরা যাঁহাকে মন্ত্রাত্মক, চার্ব্বাকেরা যাঁহাকে লোক ব্যবহার সিদ্ধ, নৈয়ায়িকেরা যাঁহাকে যাবদুক্তোপপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অধিক কি কারি[illegible] বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উপাসনা ক[illegible], তাঁহার বিষয়ে কিরূপে সন্দেহ জন্মিতে পারে? (৫) ইতি প্রক্রিয়া

---

(১) [illegible]

(২) [illegible]

(৩) অথাত পূর্ব্বকাণ্ডার্থজ্ঞানায় জিজ্ঞাসা। ধর্ম্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে ইতি। ঋগ্বেদ [illegible] অনুক্রমণিকা।

(৪) ঋগ্বেদং ভগবোধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিত্যাদি।

(৫) শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ; আদি বিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ ক্লেশ কর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণ কায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায় প্রদ্যোতকো অনুগ্রাহকশ্চেতি [illegible] লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপ স্বতন্ত্রশ্চ [illegible] শিব ইতি শৈবাঃ পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ [illegible] ইতি যাজ্ঞিকাঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ লোক ব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ কিং বহুনা কারবোঽপি যং বিশ্বকর্ম্মেত্যুপাসতে। তস্মিন্নেব জাতি গোত্র প্রবর চরণ কুলধর্ম্মাদিবদাসংসারমনপবাদ সিদ্ধানুভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ।

অদ্বৈতাদ্বিতীয়রহিত বুদ্ধো বোধস্বরূপ আদৌ সর্ব্বজ্ঞো বিদ্বান চিন্ময়ঃ সিদ্ধ হইবে

ও জীবাত্মার বিষয়েও দর্শনকারদিগের বিলক্ষণ মতভেদ আছে। "সেই আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল হইয়াছে। (৬) বৈদান্তিকেরা এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া পঞ্চীকরণদ্বারা (৭) সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতের সৃষ্টি কহিয়াছেন। পক্ষান্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন, পরমাণু হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবাত্মার বিষয়েও ঐরূপ মতভেদ আছে।

ঐশ্বর, অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মহেতু যাগ হিংসাদি বিপাকা জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, আশয়া ধর্ম্মাধর্ম্মাঃ নির্ব্বাণার্থং কার্য্যনির্ব্বাণকালি সম্প্রদায়ো বেদঃ প্রবোধকপ্রকাশকঃ যেনাস্য নিত্যত্বং। যত্নাদৌ কর্ত্তব্যে অনুগ্রাহকঃ শিক্ষিতা, শিষ্যোপনিষৎপ্রণেতাঃ পিতামহো জনক সাংখ্য জনকঃ ইত্যাত্ত যত্নঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ক্ষণিক সর্ব্বজ্ঞঃ আবরণং অবিদ্যা রাগাদেঃ বোধ চিত্তবিক্ষেপঃ। ঈশাপ্রসাদেন দেবীশিক্ষো মন্ত্রাদি বাহ্যক্লেশু মহুপাসং তেন উপশমঃ চরণং শাখা, ইতি কুসুমাঞ্জলিঃ।

(৬) তস্মাদেতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ইতি শ্রুতিঃ।

(৭) পঞ্চীকরণন্তু আকাশাদি পঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান পঞ্চ ভাগান প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্ব স্ব দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং। তদুক্তং দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ যোজনাৎপঞ্চ পঞ্চতে ইতি।

আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক ভূতের প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশ স্বকীয় দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারিভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রিত করিবার নাম পঞ্চীকরণ।

বেদান্ত মতে জীবাত্মা অতিরিক্ত পদার্থ নয়, পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু ...রা জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র পদার্থ ও নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, আর্য্য ধর্ম্ম কতকগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ মতের সমষ্টি মাত্র, অদ্ভুত পদার্থ। এক্ষণে অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ প্রকার ধর্ম্ম হইতে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কি? কোন্ দিকে ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা হইবে, আর কোন্ দিকে অধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করা হইবে? ইহার উত্তর দান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইহার সৎ মীমাংসা আছে। এই সমস্ত মতভেদের মীমাংসার্থই মীমাংসাশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা মীমাংসা শাস্ত্রের কিছুই জানেন না; তাঁহারা মনে করেন, আর্য্য শাস্ত্রকারেরা বর্ব্বর ছিলেন, তাঁহাদিগের কাণ্ড জ্ঞান ছিল না, যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তাঁহারা তাহাই কহিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। তাঁহারা বিষয়বিশেষের মীমাংসা এরূপ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চিত্ত চমৎকৃত ও বিপুল আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারা মীমাংসা করিবার প্রকৃত রীতি অবগত ছিলেন কি না, নিম্নলিখিত অধিকরণ লক্ষণটী তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ। প্রথম অঙ্গ বিচারার্হ বাক্য। দ্বিতীয়, এই বাক্যের এই অর্থ কি না, এই সংশয়। তৃতীয়, এতদর্থ বিরোধিতর্কের উপন্যাস। চতুর্থ, সিদ্ধান্তের অনুকূল তর্কের উপন্যাস। পঞ্চম, বাক্যার্থ তাৎপর্য্য নিশ্চয়। (৮)

(৮) বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতং।

বিষয়ো বিচারার্হং বাক্যং বিশয়োঃ সাধ্য অর্থাভিলোক সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষঃ তদর্থ বিরোধিতর্কোপন্যাসঃ। নির্ণয়ঃ কার্য্য তাৎপর্য্য নিশ্চয়ঃ। এবং ক্রমেণ এক মতবিরোধ ... অধিকরণ বিভিন্নতং।

ইদানীন্তন আর্য্যজাতীয়েরা যদি এই অধিকরণোদিত নিয়মানুসারে যাবতীয় কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে না বুঝিয়া হঠাৎ অবৈধ কার্য্য করিয়া পুনঃপুনঃ বিপদাপন্ন ও অনুতাপী হইতে হয় না। আমরা উপরে আর্য্যধর্ম্মোদিত ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডগত যে মতভেদ বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, মীমাংসা শাস্ত্রকারেরা তাহার অতি সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। আমরা এই প্রস্তাবের প্রারম্ভেই লিখিয়াছি, আর্য্য প্রধানেরা মানুষের স্বভাব বোধে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন। সকল মানুষের একবিধ রুচি নয়। যাঁহার যাহাতে রুচি হয়, তিনি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেই অদ্বিতীয়ের আরাধনা করিবেন, ইহাই আর্য্যপ্রধানদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অভিনিবেশ পূর্ব্বক গ্রন্থকারদিগের লেখার আভাস দর্শন করিলে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই। পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্ব মহাদেবের স্তবকালে কহিতেছেন, "ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ, সাংখ্য শাস্ত্র, যোগ, পশুপতি মত ও বৈষ্ণব এই প্রকার নানা পথ আছে, কে পথকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া তাহার অবলম্বন করেন। লোকের রুচি-বৈচিত্র্যহেতু ঋজু কুটিল নানা পথ হইয়াছে। যিনি যে পথে যাউন, সমুদ্র যেমন নদীর ... হে ঈশ তুমি সকলেরই একমাত্র গন্তব্য স্থান।" (৯)

(৯) ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্য পয়সা অর্ণব ইব। মহিম্নঃ স্তোত্রং।

এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, মতভেদ [illegible] ভেদ ও তন্মূলক বহুতর পরিবর্ত্তন নিবন্ধন আর্য্যধর্ম্মের হানি সম্ভাবনা আছে কি না? আনুষঙ্গিক ও সংস্কার বিষয়ে যত মতভেদ ও প্রভেদ হউক, প্রকৃত বিষয়ে কোন সম্প্রদায়েরই মতের অনৈক্য নাই। এক ঈশ্বরের উপাসনাই সেই প্রকৃত বিষয়; এবং প্রতিপালনই মনুষ্যের [illegible]। ইহা আমরা [illegible] প্রতিপন্ন করিয়াছি।

[illegible] সাহেব ও উর্দ্দু ভাষা।

ক্যাম্বেল সাহেব এপর্য্যন্ত যত মিনিট [illegible]ছেন, তন্মধ্যে বঙ্গদেশ হইতে [illegible] ও পারসী ভাষা উঠাইয়া দিবার [illegible] তিনি যে এক মিনিট লিখেন, উহা [illegible]দিগের বিশেষ অনুমোদনীয়। [illegible]ষ্টনেণ্ট গবর্ণর জানিতেন, [illegible] আদালত হইতে [illegible] দিন [illegible] গিয়াছে। কিন্তু বিহার প্রদেশ [illegible] দিয়া তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন [illegible] আদালতে প্রচলিত নয়, এই ভাষা [illegible] সমুদ্রেও শিক্ষা হইতেছে। [illegible] মধ্য নয় [illegible]। লেপ্টেনেণ্ট [illegible] স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু [illegible] বিশুদ্ধ পারসী ভাষা নাই; পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষাই ব্যবহৃত উর্দ্দু যথার্থই বিকৃত ভাষা। ইহার পারসী, কিন্তু শব্দগুলি আরবী, [illegible], হিন্দি প্রভৃতি ভাষা হইতে [illegible]য়াছে। বাস্তবিক বিবেচনা উর্দ্দু ভাষা অতি সহজ। মধ্যবিধ [illegible] ব্যক্তিরাও তিন চারি মাসে শিক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু অক্ষর [illegible] অত্যন্ত কঠিন [illegible]টী সামান্য (নোক্তার) অভাবে গোলযোগ [illegible] যে কত মতভেদ, বিবাদ [illegible] হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার [illegible] করা যায় না। একটী ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের ভাষা নহে। হিন্দি ভাষা যেমন ভারতবর্ষের সকল স্থানের লোকে বুঝিতে পারেন, ইহা সে প্রকার নহে। মোগল বাদশাহদিগের সভায় ইহা ব্যবহৃত হইত মাত্র। এক্ষণকার মুসলমানেরা তদানীন্তনকালের সভ্যতাকে মানব জাতির উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচনা করেন বলিয়াই উর্দ্দু শিক্ষা করেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে হিন্দি ভাষা আদালতে প্রচলিত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। সর উইলিয়ম মিয়র এই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতেছেন। অতএব এ ভাষা বঙ্গদেশ হইতে উঠাইয়া দিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর অতিশয় বুদ্ধির কার্য্য করিতেছেন।

ক্যাম্বেল সাহেবের সকল মিনিটেই একটী না একটী ত্রুটি থাকে। যত দূর হয় বর্ত্তমান মিনিটেও উহার অসদ্ভাব নাই তিনি বলেন "দুর্ভাগ্য নিবন্ধন আমি বঙ্গভাষা জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই, সংস্কৃত ও অন্য অন্য বিজাতীয় ভাষার শব্দ এই ভাষার সহিত মিশ্রিত হওয়াতে ইহাও দুর্ব্বোধ হইয়াছে"। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পক্ষে বঙ্গ ভাষা না জানা সঙ্গ প্রশংসার বিষয় নহে [illegible] তিনি বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়া [illegible] গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এটী অত্যন্ত বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বর্ত্তমান মিনিট অনুসারে কার্য্য হইলে বিশেষ উপকার হইবে। মুসলমানদিগের সংস্কার আছে, বঙ্গভাষা তাঁহাদিগের ভাষা নহে। এই সংস্কার যত দিন বদ্ধমূল থাকিবে, তত দিন কখনই তাঁহাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইবে না

—o—

উৎকলের জমীদারদিগের অত্যাচার।

উৎকলের কমিশনর তত্রত্য জমীদারদিগের কতকগুলি অত্যাচারবৃত্তান্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের গোচর করিয়াছেন। উৎকলে চিরস্থায়ীবন্দোবস্ত নাই। ১৮২২ অব্দের ৭ আইন অনুসারে তথায় মেয়াদী বন্দোবস্ত হইয়াছে। উৎকলের যাবতীয় ভূমি জরিপ করিয়া কর ধার্য্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তত্রত্য প্রজারা এক প্রকার গবর্ণমেণ্টের খাস প্রজা। জমীদারেরা করসংগ্রাহক মাত্র। কিন্তু ইহারা এত অত্যাচারী যে, বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে জমীদারেরা এত অত্যাচার করেন না। উৎকলবাসীরা স্বভাবতঃ ভীত এবং সাধারণ মূর্খ ও নিরীহ। রেবেন্সা সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, উৎকলে জমীদার ও আদালতের সহিত বিশেষ পরিচিত এরূপ লোক ভিন্ন আর কেহই আইন ও আপনাদিগের স্বত্বের বিষয় অবগত নহেন। পাছে জমীদারের কোপে পড়িতে হয়, এই ভয়ে এপর্য্যন্ত কেহই কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করে নাই। কিন্তু এক্ষণে অনেক অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রায় সকল জমীদার নিয়মিত কর ভিন্ন নানা প্রকার বাব লইয়া থাকেন। ডাক খরচ, স্কুল খরচ ইনকমটাক্স, বিবাহ প্রভৃতি ২৮ প্রকার বাব আছে। সকল প্রকার বাব প্রত্যেক জমীদারকে আদায় করেন না সত্য; কিন্তু সকল জমীদারই ইহার মধ্যে কতকগুলি বাব গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালেশ্বরের কালেক্টর বিমস সাহেব এই অত্যাচার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, জমীদারের উপরে যে কর স্থাপন করা হইবে, পরিশেষে উহা হতভাগ্য কৃষকের স্কন্ধেই পড়িবে। উৎকলের জমীদারদিগের উপরি উল্লিখিত অত্যাচারই আমাদিগের ঐ বাক্যের যাথার্থ্যের পরিচয় দিয়া দিবে। তত্রত্য জমীদারেরা নূতন কর

উপলক্ষে কিছু কিছু লাভও করিয়া থাকেন। রেবন্‌শা সাহেব বলিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজত্ব কালে যেরূপ অবস্থা ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। এখন পর্য্যন্তও জমীদারেরা কন্যা পুত্র হইলে চাঁদা আদায় করেন।

১৮২২ অব্দের ৭ আইনের ও ধারাতে আছে, যদি কোন জমীদারের কার্য্য নিব ন্ধন অত্যাচার অথবা সাধারণ শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সেই জমীদারী খাসে আনয়ন করিতে পারিবেন। রেবেন্যু বোর্ড প্রস্তাব করিয়াছেন, এই ধারানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্বীকার করিয়াছেন, উৎকলের জমীদারেরা অত্যন্ত অধার্ম্মিক, তাঁহাদিগের চরিত্রের সংশোধন হওয়া কঠিন। ইহাদিগের নিমিত্ত কঠিন উপায় অবলম্বন করা আব শ্যক, কিন্তু এবার তিনি কেবল সতর্ক করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন, পরে যাহা দিগের দ্বারা নিতান্ত অত্যাচার হই য়াছে তাঁহাদিগের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মালিকানা দেওয়া হইবে। এরূপ আচরণ আমাদিগের অনমু মোদনীয় নহে। উৎকলের জমীদারদিগের দ্বারা সমাজের কোন উপকারই সাধিত হয় না। ইহারা কেবল অত্যাচারই করিয়া থাকেন। কিন্তু এককালে সকল জমীদারী খাসে গ্রহণ করিলে একটা সামাজিক বিপ্লব হইবে। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টও বড় দোষশূন্য নহেন। কৃষকদিগকে এই সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আইন প্রস্তুত করেন নাই। এক প্রকার জমীদারদিগের অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এমন অবস্থায় তাঁহারা যে লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই ইহা আশ্চর্য্যের নহে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বঙ্গদেশের যাবতীয় কমিশনরের নিকটে এই সকল বাব সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে বলিয়াছেন। উৎকলের ন্যায় না হউক সকল জমীদারিতেই ইহা আছে। আমরা জানি, অনেক জমীদার ইনকম টাক্স বলিয়া প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করেন। মাঙ্গচা (বিবাহের কর) সকল জমীদারিতেই সংগৃহীত হয়। যে স্থানে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর থাকেন, তাহার দুই ক্রোশ দূরে ইহা আদায় হইয়া থাকে। অনেক জমীদার মুদ্রিত দাখিলা দেন বলিয়া প্রত্যেক দাখিলার জন্য এক আনা করিয়া অতি রিক্ত কর গ্রহণ করেন। এক সহস্র দাখিলা মুদ্রিত করিতে হইলে ৪ চারি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু প্রজার নিকট হইতে ১৫।৵ আদায় করা হয়। কোন কোন জমীদার স্কুল প্রভৃতি করিয়া লোকের নিকট বাহবা লন, কিন্তু উহার ব্যয় ভার প্রজারা বহন করে। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিলে এ সকল বিষয় সত্য কি না জানিতে পারিবেন। এই কারণে আমরা রথ্যা করের প্রতি এত আপত্তি করিয়াছি। জমীদারেরা কর দিবেন বটে; কিন্তু দরিদ্র কৃষকদিগকেই সে ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। কাম্বেল সাহেব এই সকল অত্যাচারের নিবারণ করিতে পারিলে চিরস্মরণীয় হইবেন সন্দেহ নাই।

নূতন পুস্তক।

১। সঙ্গীত প্রবন্ধ। কুমারখালি ইংরাজী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজলাল সাহা ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কুমারখালিতে একটী বিশেষ সভায় ইনি সঙ্গীত বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, এটী সেই বক্তৃতা, "সঙ্গীত প্রবন্ধ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রজলাল বাবুর বহুজ্ঞতা চিন্তাশক্তি ও সাধু ইচ্ছার মন্দ পরিচয় হয় নাই। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি চিরপ্রসিদ্ধ। ইহা দ্বারা মন যেরূপ আকৃষ্ট হয় এমন আর কিছুতেই নহে। মনুষ্যের মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনোপযোগী এমন আর একটী সুন্দর উপায়ও দৃষ্ট হয় না। ইহা নিতান্ত কঠিন ও নীরস বিষয়কেও অতি কমনীয় ও মিষ্ট করিয়া তুলে। ব্রজ বাবু ইহার গুণাদি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এদেশে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সর্ব্বসম্মত ও বিশেষতঃ কোন ধর্ম্মের বিরোধী নয় এরূপ উপাসনা সঙ্গীত শিক্ষা দিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাঁহার অভিপ্রায়। কেহ কেহ বলেন, বাল্যকালে ধর্ম্ম শিক্ষা কোন কার্য্যেরই নহে, কিন্তু সকলে এ মতের অনুমোদনকারী নহেন। বালকের কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করা যায় তাহাই অঙ্কুরিত হয়, পরে তাহাই ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠে; বাল্যকালের শিক্ষাই পরিণত বয়সের সুখ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। অতএব সে সময় ধর্ম্ম শিক্ষা একান্ত কর্ত্তব্য। সঙ্গীতই ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রধান উত্তেজক। উহার সহযোগে ধর্ম্ম শিক্ষাদান বালকগণের অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়, সুতরাং বিশেষ ফলোপধায়ী হয়। যদি উপযুক্ত বয়সের জ্ঞানালোক দ্বারা ...ত হিত না হয়, বাল্যকালের এরূপ ... সংস্কার যে বিশেষ ফলোপধায়ী এ... নিমিত্ত যত্নবান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এ... কাহারও আপত্তি হইতে পারে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। ব্রজলাল বাবু সঙ্গীত সংযোগে বালকগণকে ধর্ম্মনীতির শিক্ষা প্রদানার্থ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বহুবিধ উন্নতির হেতুভূত হয় সন্দেহ নাই।

সংবাদ।

৪ ঠা পৌষ সোমবার।

আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকগোচর করিতেছি, শিলং অবধি পীড়ার কতক উপশম হইয়াছে। পীড়ার অবস্থা অতি মন্দ বলিয়া কয়, কিন্তু এ সপ্তাহের টেলিগ্রাম দ্বারা অবগত হওয়া গেল, রাজপুত্রের আরোগ্যের অনেক সম্ভাবনা হইয়াছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতি [illegible] বিষয় [illegible] সম্বন্ধে উপদেশ [illegible] যে সকল লোক হোমিওপেথি [illegible] করেন, তাঁহারাই এই উপদেশ [illegible] কিন্তু অন্য [illegible] আপত্তি নাই। এটা অতি [illegible] চিকিৎসা [illegible] ডাক্তার সরকারের সাহায্য করা [illegible]

ঢাকা প্রকাশ পুনর্বার আক্ষেপ করিয়া [illegible] দস্যুদিগকে দমন করিবার [illegible] উপায় হইতেছে না। [illegible] চোর ধরা দূরে থাকুক, পুলিস [illegible] করেন যে লোকে [illegible] প্রার্থনা করেন না। [illegible]

[illegible] হইতে অনেকজন [illegible] আসিয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীতে [illegible] গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে [illegible] বাটী, কেল্লা ও ময়দান [illegible] সায়ংকালে অপূর্ব্ব শোভা [illegible] করিয়াছে।

[illegible] সাহেবের ঢাকা এই মাসের মধ্যেই [illegible] আসিবেন। তিনি নিজের এক [illegible] জাহাজে সিঙ্গাপুর হইতে ঢাকা [illegible]

[illegible] উন্মুক্ত [illegible] দেওয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible] সাহেবের [illegible] এক [illegible] ইঞ্জিনিয়ারদিগের [illegible] কৌশল [illegible]

[illegible] একটী [illegible] বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়াতে [illegible] গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে [illegible] পুলিসে [illegible] বলেন, [illegible] দোষ [illegible] প্রভৃতি [illegible] ১০ টাকা জরিমানা [illegible] ১০০ টাকা জরিমানা [illegible] হইয়াছে। [illegible] হস্তক্ষেপ করেন নাই।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর পুনর্ব্বার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ও আহারের সময়ে যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডেলসিয়ার নগরে বিবি [illegible] নামে একটী স্ত্রীলোকের ১০০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। যে দিবস তাঁহার শতবর্ষ পূর্ণ হয় সেদিবস তাঁহার আত্মীয় [illegible] জিজ্ঞাসা করেন "আপনি অদ্য কি [illegible] চান"। বিবি [illegible] বলিলেন "আমি যে পৃথিবীতে ১০০ বৎসর যাপন করিয়াছি, এক বেলুনে উঠিয়া তাহার চতুর্দ্দিক দর্শন করিতে চাহি"। তৎপরে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া দেওয়া হয়। বেলুনটী ১০০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন, কিন্তু বরাবর দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল।

৫ ই পৌষ মঙ্গলবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, গত মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ঢাকায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পটী বহুদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে। আমরা উক্ত ভূমিকম্পের সংবাদ অনেক স্থান হইতে পাইয়াছি।

উক্ত পত্র বলেন, চট্টগ্রামে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, [illegible] প্রদেশের [illegible] নামক [illegible] সর্দ্দার লুসাই যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে [illegible] প্রকাশ করায় চট্টগ্রামের কমিসনর [illegible] তিনি সাহায্য না করিলে তাঁহার [illegible] করা হইবে।

বিহার [illegible] মুসলমানদিগের একটী [illegible] হইয়াছে। এটী সম্রাট [illegible] একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ। যাহাতে এটীর লোপ না হয় তদ্বিষয়ে মুসলমানদিগের মনোযোগী [illegible] কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

গত ৬ ই ডিসেম্বর গবর্ণর জেনরলের রাজপুতনার এজেণ্ট কর্ণেল ব্রুকের দ্বারা উদয়পুরের রাণাকে "জি, সি, এস, আই" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। এ উপলক্ষে অনেক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে পর ইউরোপীয়দিগকে একটী ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

এবার মধ্য ভারতবর্ষে ৬৯৭২৮১ একার ভূমিতে তুলার চাস করা হইয়াছে। গত বৎসর ৭৯৮৯৩৬ একার ভূমিতে ইহার চাস হইয়াছিল। বিরারেও এবার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্প ভূমিতে তুলার চাস হইয়াছে।

চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট তথা হইতে প্রায় ২০০ কুলি রঙ্গমাটিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ৮৮ খানি ক্ষুদ্রতর নৌকা প্রেরণ করা হইয়াছে। অপর বর্কাল পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ২৭ পণিত পল্টনের এতদ্দেশীয় পদাতিক দল ডেমিয়া অতিক্রম করিয়াছে, শীঘ্রই ২ পণিত গুরখাদিগের সহিত একত্রিত হইবে। গুরখারা রতনপুয়ার গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে।

৬ ই পৌষ বুধবার।

ক্ষেত্রকুসুম গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য মুক্তাগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁহাকে ১০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন। এবং ইহাঁর রচিত চণ্ডালিনী নামক কাব্য উপহার পাইয়া [illegible] পুটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী ১০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব নিজামের আদেশানুসারে গত রবিবার মুরশিদাবাদের যাবতীয় মুসলমান অধিবাসী প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য কামনা করিয়া উপাসনা করিবার জন্য এমামবাড়ীতে সমবেত হন। এ নিমিত্ত সকলকে ৩ দিন উপবাস করিতে হইবে বলিয়া নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বারাণসীর বাবু হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাপতি মহাশয়ের বঙ্গ সম্বন্ধে যে ভাষায় যে সকল পদাবলি লিখিত হইয়াছে, উহার সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার মানস

করিয়াছেন। ইনি মাকুইস অব লোরেনের সহিত রাজপুত্রী লুইসার বিবাহ বিষয়ে বিস্মাটে একটী উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন।

কলিকাতার হাইকোর্ট ও অন্যান্য আফিস শনিবার বন্ধ হইয়া আগামী বুধবারে খুলিবে।

৭ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

গত রবিবার মাজিষ্ট্রেট্রী বৃত্তমতীর আজ্ঞানুসারে কলিকাতার পারসীরা তাহার টেম্পলে সমবেত হইয়া প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছেন।

গত পরশ্ব উলটাডিঙ্গিতে এক মিঠাইর দোকানে অগ্নি লাগিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ৭১৮ খানি দোকান পুড়িয়া যায়। প্রায় ৭১৮ শত টাকার চাউল ও জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

চারলস্ মিলার সাহেব ১৮৭১ অব্দের ৪ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার কর গার হইয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, লুসাই যুদ্ধে প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমিত হইয়াছে। ক্রমে অনুমান বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

বিজ্ঞাপেজেট বলেন, সম্প্রতি বেরিলিতে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০ সহস্র টাকার দ্রব্যাদি অপহৃত হয়, পুলিস এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। সে দিন লার্ড উইলিয়ম মিয়র না এই স্থানের কোতয়ালকে "খিলাত" প্রদান করিয়াছেন?

৮ ই পৌষ শুক্রবার।

গত কল্য বেলা এক ঘটিকার সময় গবর্ণর জেনরল ইয়ারখণ্ডের রাজদূতকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে মহা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের গ্রিণ নামক যে বারিষ্টার কিছু দিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, উঁহার স্ত্রী বিবি গ্রিণ স্বামী পরিত্যাগের এবং তিনিও স্ত্রী পরিত্যাগের নালীশ করিয়াছেন। নালীশ করিবার প্রয়োজন কি?

নাগপুর হইতে যে রাস্তা রাইপুরে গিয়াছে, ঐ রাস্তায় একটী সেতু আছে। ৭ বৎসর হইল ওটী নির্ম্মিত হইয়াছে। সে দিন উহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জলপ্লাবন অথবা বাত্যা প্রভৃতি কোন কারণ বশতঃ ইহা ঘটে নাই। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই এক মাত্র কারণ।

অবলাবান্ধব বলেন, ১ লা ডিসেম্বর আমিনাবাদে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। একজন ইউরোপীয় মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত শীঘ্রই একটী অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে।

পাবনার বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে হিন্দুরঞ্জিকায় অনেক অসঙ্গত কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া বিধবাবিবাহের সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ সম্পাদকের নামে ফৌজদারীতে অভিযোগ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের ভয়ে রাজসাহীর কোন উকীল বাদীর পক্ষে ওকালত করিতে সম্মত হন নাই। শিক্ষিত উকিলদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় অগৌরবের বিষয়। কলিকাতা হইতে হাইকোর্টের একজন এটর্নি ও একজন উকীল বাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে যাইতেছেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বেলগাম নগরে একজন দুর্ভু নরহত্যা করিয়াছে এবং আর দুইটী স্ত্রীলোককে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে তাহাদিগেরও জীবন সংশয়। হত্যার বিবরণ এই, হত্যাকারী আপনার স্ত্রীকে আনিবার নিমিত্ত একবার আপনার শ্বশুরালয়ে গমন করে; কিন্তু তাহার শ্বশুর তাহার স্ত্রীকে যাইতে দিতে সম্মত হয় না, সে নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। কয়েক দিন পরে, সে পুনরায় তাহার শ্বশুর বাটীতে গমন করে। এই বারে তাহার সঙ্গে দুই খানি কুঠার লুক্কায়িত ছিল। সে ঘরের বাহিরে তাহার শ্বশুরকে দেখিতে পাইয়া বলিল এইবার আপনার কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহার শাশুড়ী অসম্মতি প্রকাশ করিল, সে তৎক্ষণাৎ দুর্ব্বে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীর নাসিকা ছেদন করে এবং শাশুড়ীকেও গুরুতররূপে আঘাত করে। অনন্তর বাহিরে আসিয়া শিয়া তাহার শ্বশুরের মস্তক কাটিয়া এবং তৎপরেই তাহাকে বধ করে। এই সময়ে একটী দুলোক তাহাকে এই নিষ্ঠুর কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহাকেও সে হত্যা করিল অপরাধী এখন ধৃত হইয়া বিচারার্থে আছে, তাহার স্ত্রী ও শাশুড়ীর জীবন সংশয়। তাহারা এখন চিকিৎসালয়ে আছে।

৯ ই পৌষ শনিবার।

অদ্য হইতে কলিকাতায় ঘোড় দৌড় আরম্ভ হইয়াছে। লার্ড মেয়ের ইংলণ্ড সহচরদিগের মধ্যে কেহ কেহ অশ্বচালনে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। লে কর্ত্তাও এ বিষয়ে মন্দ পটু নহেন।

হবাইস সাহেবকে ষ্টাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ দেওয়া হইয়াছে। লেপ্টেন্ট গবর্ণর তাঁহাকে আর বিচার সংক্রান্ত পদ দিবেন না। নূতন পদের বেতনও ১৫০০ টাকা। সুখের বিষয় এই, হবাইস সাহেবের উকিলদিগের সভা হইতে বহিষ্কৃত করিতেছে না।

সম্প্রতি কাশীর মধ্যে একটী দাঙ্গা হইয়াছিল। এই দাঙ্গায় অনেক ব্যক্তি [illegible] হইয়াছেন। অনেক লোক হত হইয়াছে। লার্ড মেয় কলিকাতায় [illegible] আসিবার এ ভয় নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারে

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১২ ই ডিসেম্বর। [illegible] সংকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর [illegible] কিছু দিন [illegible] কার্য্য করিবেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এক, [illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] কার্য্যের ভার পাইবেন। [illegible] [illegible] ৩০ শে [illegible] সোমবারে [illegible] [illegible] মকদ্দমার পুনরানুসন্ধান [illegible] [illegible] অর্পণ [illegible]

হইতে পারিবেন এবং এ নিমিত্ত যে যে ক্ষম তার আবশ্যক সে সমুদায় তাঁহার থাকিবে।

জন মাইলস মালদহের সাধারণ শিক্ষা সভার একজন সভ্য হইবেন।

বাবু শশিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য গোয়ালপাড়ার সাধারণ শিক্ষা সভার এক জন সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।

১৬ ই ডিসেম্বর। রেবরেণ্ড ডবলিউ উইল কিন্স আরার সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

ডবলিউ লিকিলিক রবিনস দিনাজপুরের প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৯ এ ডিসেম্বর। ডবলিউ বণ্ডেল ১৪ ই মে হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত আফিস রের সব ডেপুটী আফিসের একেণ্টের প্রতিনিধি লেন

দ্বিতীয় শ্রেণীর রেবেনিউ সবের ডেপু পরিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন জে, এচ ডবলিউ অগর ১৮৬৮ অব্দের ১০ আইন অনুসারে চুরকের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে চুরক বিভাগের ডেপুটী কালে রের ক্ষমতা পাইবেন।

এনসাইন জি, ডবলিউ মার্টিন। কনষ্টাণ্টাইন উম বিলক।

জে, কাটাল প্রাইস মেদিনীপুরের সেটেল মেণ্ট হইবেন এবং ১৮২২ অব্দের ৭ ও অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের হইবেন।

নীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালে জি জু ক চট্টগ্রামে বদলী হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যাহাতে যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত উহার তত্ত্বাবধানার্থ একটী সভা করি

বাদের উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী।
এস, টিনবুল।
ধতকিক সার্জ্জন আর, এফ, টমসন।
আবকাচরণ কাঞ্জিলি।
মতীলাল মুখোপাধ্যায়।
ধুং মোহন গুপ্ত।

ডিসেম্বর। সম্প্রতি সেওয়ানে যে একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহার তত্ত্বাবধানার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এক সভা করিবেন।

সেওয়ানের উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী—প্রেসিডেন্ট।
সেওয়ানের মুন্সেফ।
মহারাজ কুমার নরেন্দ্র প্রতাপ সাহি।
লিউইস কলাহট।
বাবু শ্রীধর সাহি।
ডোনালড রীড।
মালকলম মাকডোনালড।
মার্ক বঙ্কিন।
মুন্সী জেওয়াদ হোসেন।
সেখ ইমাম আলী (সর্বাগন)।

১৪ ই ডিসেম্বর। সি, এফ ওরাসলি পাটনার মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইসচেয়ারমান হইবেন।

বুখাট স্মিথ মজঃফরপুরের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

জে, সি প্রাইস মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারমান হইবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হুগলীর মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

আর্ণেষ্ট মনটেগ মান।
বাবু আশুতোষ ঘোষ।

১৬ ই ডিসেম্বর। ডবলিউ এফ, মাকডোনেল ডি, সি, চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন কিন্তু অস্থায়ীরূপে পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

জে, এচ রাবন সা দিনাজপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

বাবু বেণীমাধব সেন কিছু দিনের জন্য ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও বন্দরের ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন।

মৌলবী কাসেম হোসেন কিছু দিনের জন্য ঢাকার সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

১৮ ই ডিসেম্বর। রাজসাহির প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জে, সি আইড বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন।

চারলস মিলার ১৮৭১ অব্দের ৪ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার করণার হইলেন।

১৯ এ ডিসেম্বর। বাবু শম্ভুচন্দ্র দে (বি, এল) কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণার অন্তর্গত সাতক্ষীরার অতিরিক্ত মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

রিবস টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ১৪ ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকাল। প্রিন্স অব ওয়েলস টৈকালে অনেক সুস্থ ছিলেন। জ্বরের অবস্থা ভাল।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ১৫ ই ডিসেম্বর টৈকাল। রাজপুত্র প্রাতঃকালে সুস্থ ছিলেন। জ্বরের লক্ষণ অপেক্ষাকৃত উত্তম।

এক্ষণে সাধারণে আর আকুল চিন্তিত নাই। রাজপুত্র আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন এরূপ আশা জন্মিয়াছে।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ১৬ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল ৮। গত রাত্রিতে রাজপুত্রের কোন অসুখ ছিল না। কোন মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ১৬ ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকাল। অদ্য সমস্ত দিন রাজপুত্র সুস্থ ছিলেন। পীড়ার অবস্থা প্রীতিকর।

রাজপরিবারেরা শীঘ্র সাণ্ড্রিঙ্গাম হইতে প্রস্থান করিবেন।

আমষ্টার্ডাম ১৫ ই ডিসেম্বর। সুমাত্রা দ্বীপ সম্বন্ধে হলাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের সন্ধি হইয়াছে।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ১৮ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। রাজপুত্র ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

ডিউক অব এডিনবরা রাজপুত্র আর্থর ও লিওপোলড এবং রাজকন্যা বিট্রাইস রাজ্ঞীর সহিত আগামী কল্য উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিবেন।

অসবরণে গিয়া তৎপরে প্রিন্স অব ওয়েলসের সন্তানগণ রাজপুত্রী এলিসার সহিত উইণ্ডসরে যাইবেন।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ১৮ ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকাল। অদ্য সমস্তদিন রাজপুত্রের অবস্থা ভাল গিয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। রাজপুত্র ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

—•—

আমাদিগের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ডাক মাশুল ন্যূনীকৃত করিয়া সর্ব্ব সাধারণের উপকার করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। এসময়ে আমরা তাঁহার নিকট আরও একটী বিষয়ে প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি, কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে বিফলমনোরথ করিবেন না। পূর্ব্বে বুক পোষ্টের মাশুলের হার যেরূপ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়াতে লোকের

হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে এক আনা মাশুল লাগিত। কয়েক বৎসর হইল, কর্ত্তৃপক্ষ ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলায় এক আনা মাশুলের নিয়ম নির্দ্ধারণ করায়তে সাধারণের অতি কষ্ট হইতেছে। অতএব আমরা গবর্ণমেণ্ট সমীপে একান্ত বিনীতভাবে ও নিতান্ত আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি সত্বর পূর্ব্বের নিয়মানুসারে বুক পোষ্টের মাশুল প্রতি বিশ তোলায় এক আনা নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকার করিতে সদয় হউন।

২। মজ্জাযোগিনী নিবাসী মহামান্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয় তাঁহার মৃত ভ্রাতা বাবু জয়চন্দ্র গুহের স্মরণার্থ উক্ত স্থান হইতে মীরকাদিম পর্য্যন্ত সড়ক নির্ম্মাণ করিবার জন্য দেড় সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কালীকিশোর বাবুর ঈদৃশী দানশীলতা দর্শনে একান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আজ কাল বিক্রমপুরে কুড পরিবারের পর্ব্ব এইরূপ সদাশয় দাতা অতি অল্প আছেন। ঈদৃশ সৎকার্য্যবান ধনাঢ্যগণকে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। যদি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাহাদিগের হইতে দেশের হিত সম্বন্ধে অনেক আশা করা যাইতে পারে। অতএব গবর্ণমেণ্ট সমীপে বক্তব্য এই, তিনি পূর্ব্বোক্ত কালীকিশোর গুহ মহাশয়কে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাঁহার সৎকার্য্য প্রবৃত্তি বর্দ্ধনশীল করিয়া দিউন।

৩। উক্ত স্থানবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ মহাশয় তথায় একটী খাল খননার্থ ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য ইনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

৪। কয়েক বৎসর হইল, কতিপয় দেশহিতৈষী যুবকের প্রযত্নে বিক্রমপুর সাইনাটী গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে প্রায় ২০ টী বালিকা উপস্থিত হইয়া শিক্ষালাভ করে। আমরা অল্পকাল মধ্যে বালিকাগণের উন্নতি দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হই নাছি। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় অর্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে না [illegible] পাইবার জন্য অনেক বার আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা মঞ্জুর হয় নাই। আজ কাল বিক্রমপুরে উক্ত বিদ্যালয়টীকে আদর্শ স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না তথায় অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ও বালিকাগণের বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। অতএব আমরা দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি, বি, ক্লার্ক মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তিনি সাইনাটী বালিকা বিদ্যালয়ের হিতের কারণ যথোচিত সাহায্য মঞ্জুর করিতে সদয় হউন।

১১ ই ডিসেম্বর
১৮৭১।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কোন কুলীন কন্যার মনের একটী কথা।
"অভাগিনী যে সবার ভাগ্যে ছিল দুখ।"

পিতঃ! সকলি কপালে করে, নচেৎ কি মানুষ কি বিধাতা সকলেই বাম্‌ প্রতিবাদ হইবে কেন? জানি না কোন্ মহাপাতকের ফলে আমরা ধরাতলে বঙ্গদেশে কুলীনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। যা হোক পিতঃ! আপনকার চরণ পদ্মে কয়েকটী মনের কথা জানাইতেছি, যথোচিত উত্তর দান করিয়া এ দুঃখিত দুহিতার কিঞ্চিৎ দুঃখশান্তি করিবেন। মনের কথা কথায় ব্যক্ত করিতেছি, বলিয়া আমাকে পাগলিনী জ্ঞান করিবেন না, অথবা পাগলিনী জ্ঞান করিয়াও যেন এই পত্রিকাখানি ছাপাইতে বিরত ও কুণ্ঠিত না হন।

ধর্ম্মপিতঃ! আমি কোন কুলাভিমানী মহামান্য কুলীনের কন্যা, সুতরাং কুলীনের কন্যাদিগকে যেমন না কি অধঃপাতে যাইবার কথাই আছে, সেই কথা বা আমার দুরদৃষ্টানুসারে আমি ৪৪০ বৎসর বয়সের কালেই, কালের হস্তে পতনের ন্যায় ৬১ বৎসর বয়স্ক কোন মহাত্মার করকমলস্থ হই। বিধাতা ও দাতা মাতুলই জানেন, তাঁহার আকার প্রকার কিরূপ? শুনিয়াছি বিবাহের পর তিনি (আমার ৮ বৎসর বয়সের কালে) একবার আমার মাতুলালয়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহাশয়! আমি তাঁহারই বা কি দোষ দিব? তিনি একে বৃদ্ধ, এক প্রকার [illegible] হীন, তাহাতে আবার আমার মতন ৪৫ টী বনিতার মধ্যে তাঁহাকে একলা রক্ষা করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার অবকাশের নিতান্তই অভাব। যা হোক আমি দুঃখিনী কেবল মাতুলের শিক্ষাদান যত্নে অমনি কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছি, এবং তাঁহাদের দ্বারাই লালিত পালিত হইয়া সম্প্রতি উনিশ বৎসর বয়সের হইয়াছি এই আমার আত্ম পরিচয়। তবে বিশেষ ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমি স্বামী বর্ত্তমান থাকাতেও এইক্ষণ এতদূর অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতেছি যে, অনাথা সতে আমি যথার্থই অভিহিত হইতে পারি। হায়! যে নিদারুণ বিধাতা আমাকে কুলীন কন্যা করিয়াছে সে যদি আমার এক মাত্র আশ্রয় স্থান মাতুল মহাশয়কে অকালে শমন সদনে প্রেরণ না করিত, তাহা হইলে বোধ হয় কখনই আজ আমার এমন দুঃখিনীবেশ ধারণ করিতে হইত না। যা হোক আপনি আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া আমাকে একটু সুখিত করিবেন।

(১) মানুষ মাত্রেই স্বাধীন, এবং সকলেই আপন ২ কর্ম্মের ফলভোগ করে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, আমি অকারণেই নানা ঘোর যন্ত্রণা পাইতেছি। অতএব জিজ্ঞাস্য এই, আমি কোন কর্ম্ম না করিয়া কেন তাহার ফল ভোগ করিতেছি? আমি স্বাধীন মানুষ, অতএব আমি মাতা পিতা বা অন্যতর আত্মীয়জনকৃত পাপেরই বা ফলভোগ করিব কেন? ঈশ্বরের যথার্থ নিয়ম অপ্রতিঘাতিত থাকিলে সেজন্য (মাতা পিতা কেহই নয়) আমাকেই দায়ী ও প্রায়শ্চিত্তভোগী হইতে হইবে, তবে আমি, কেন পরের জন্য ঈশ্বরের কোপে পড়িতে যাইব? আপনি কি যাইতে বলেন?

(২) কুলীনের কন্যা মাত্রেই প্রায় কু-

কলঙ্কিনী হইয়া থাকে। তাহারা যে কুপাত্র গামিনী হয়, সে বিষয়ে প্রত্যবায়ভাগী কে? মাতা পিতা ও মাতুলাদি, পতি এবং আমরা কে কতদূর অপরাধী এ বিষয়ে রাজাও দোষভাগী কি না?

(৩) অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। থাকিলেও অতি দোষকর। কুলীনের কন্যারা ত জানিয়া শুনিয়াই পাপ করে। কিন্তু যে পাপ করিতে রাজী নয়, তার পক্ষে ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা কি? চিরকৌমার্য্য, না, অন্য কোন যোগসাধনাদি? এইরূপ চিরকৌমার্য্যাদি অবলম্বন করাই কি যুক্তি বিচারসিদ্ধ? ঈশ্বরেরও কি তাহাই অভিপ্রেত?

(৪) কুসংস্কারহীন নয়নে নিরীক্ষণ করিলে অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইবে, বিবাহ উভয়ের মনোমিলন মাত্র। অসম্পূর্ণ জ্ঞান মানুষ যত কেন বিধির অধীন হইয়া চলুক না, গান্ধর্ব বিধান ভিন্ন আর কোন নিয়মেই বিবাহ সিদ্ধ হইবার নয়, সুতরাং মনে করিয়া দেখুন আমার বিবাহ যথার্থই হয় নাই। যদি বিবাহই অসিদ্ধ হইল তবে পিতৃ নির্দ্দিষ্ট পাত্রও আমার পতি হইতেছেন না, সুতরাং যদি তিনি পতিই না হইলেন, তবে তাঁহাকে পরিত্যাগ (বস্তুত কিন্তু পরিত্যাগ নয়) করিয়া আমি স্বয়ং মনোনীত বিশুদ্ধচরিত্র কোন যুবকের পাণিগ্রহণ করিতে পারি কি না? এ বিষয়ে অন্ধ প্রাচ্যেরা ত আপত্তি করিবেনই, আপনি কি বিধি দিবেন না?।

(৫) আমি এইরূপ পরিণয় করিব, না, কুলকলঙ্কিনী হইব? আপনি আমায় কোন্ পথে যাইতে বলিতেছেন? যদি বিধবা বিবাহই ন্যায্য হয় তবে আমার মতন হত ভাগিনীদের বিবাহ হইতে পারিবে না কেন?

(৬) আপনার মনোরক্ষা করা উচিত, না, মা বাপ প্রভৃতির মনোরক্ষা করা উচিত? ন্যায় পথে থাকা উচিত কি না? আমি মাতা, পিতাকে ভক্তি করিতে পরাঙ্মুখী নহি, কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন মাতাপিতা প্রভৃতির অনুরোধে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পর লোকে রেহাই পাইব কি না? তখন আমি কি তাঁহাদিগের দোহাই দিয়া খালাস পাইব? আমার দোষ নাই, হে ঈশ্বর! [illegible] এ কথায় তিনি কি আমায় খালাস দিবেন?

(৭) ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ, এদেশে এই অষ্ট বিধ বিবাহ প্রথা আছে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী নয়নে অবশ্যই নিরীক্ষিত হইবে, গান্ধর্ব্ব বিধান বিহিত বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন নিয়মসিদ্ধ বিবাহেই প্রায় শুভ ফল উৎপন্ন হয় নাই। পূর্ব্ব কালের ইতিহাসই তাহার প্রবল তর সাক্ষ্য দান করিতেছে। অন্যে পরে কা কথা? একালে ত অনেকেই বিবাহ করিয়াছেন, এখন আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, বিবাহিতদের এক ব্যক্তিও বিবাহ জনিত যথার্থ সুখের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন কি না। বোধ হয়, পাঠক মহাশয়দের বিশুদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধি সত্ত্বেও শুদ্ধ বিবাহ দোষে অনেকেরই দীন বিকৃত হইয়াছে বা ছিল, কিম্বা হইবেই। এখন আমার জিজ্ঞাসা এই যে, আমি মন ও শরীর এবং ইহ ও পরকালকে বিকৃত না করিয়া যদি স্বয়ং মনোনীত কোন যুবকের পাণিগ্রহণ দ্বারা পবিত্রা থাকিতে পারি তবে তাহা করিব কি না? কেন করিব না?

(৮) মানুষ ও ঈশ্বর এই দুয়ের কাহাকে ভয় করা উচিত?

(৯) সংসার ও মানুষের মনের গতি অতি বিচিত্র। ভালবাসা যে কার প্রতি জন্মিবে তার স্থিরতাই নাই। এটী মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, উহা রূপ গুণ কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। যে ব্যক্তি শত শত ব্যক্তির চক্ষের শূল, সেই আবার অন্য ব্যক্তির প্রাণতুল্য, বস্তুতঃ যথার্থ ভালবাসা স্বার্থ ভয় প্রলোভন বা অন্য কোন কারণ হইতেই জন্মে না এবং বিনষ্ট হইতেও পারে না।

অবস্থার সমতা না হইলে কোনমতেই প্রীতির উদ্রেক হয় না। সুতরাং আমার পতির প্রতি আমার যে প্রণয়ের উদ্রেক হয় নাই এজন্য কি দোষভাগিনী হইব? মন হইতেই যাহার প্রতি প্রেম (ভালবাসা) না হয় [illegible] ভালবাসা থাকিতে পারে? আপনি ও পাঠকমহাশয়েরা, সব সময়েই কোন কোন না ব্যক্তিকে ভাল বাসিয়া থাকেন। আপনাদের সেই ভালবাসা কি ভয় প্রলোভন [illegible] জন্মিয়াছে, না, আপন মানসিক [illegible] হইতে? আপনি ও পাঠকমহাশয়েরা কি আপন আপন ভাল বাসা ব্যক্তিকে ভাল না বাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? না, যাকে তাকেই ভাল বাসিতেছেন বা ভালবাসিয়া থাকেন? আমি যদি নিঃস্বার্থভাবে অন্তঃকরণের সহিত কোন ব্যক্তিকে ভাল বাসি, তবে তাহাতে কি আমি দোষভাগিনী হইব? কেন আমি তাহাকে ভাল বাসিব না?

(১০) সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই আজ কাল বিধবা বিবাহ দান, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ প্রতিষেধ এবং কালকূটরূপী কৌলীন্যের উন্মূলনে চেষ্টিত হইয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা "পরাধীন রাধার" কি উপায় স্থির করিয়াছেন? তাঁহারা কি এটী জানেন না যে, পরাধীন রাধার মানুষের মত নাই প্রাণ মন রক্ত মাংস ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলি আছে? এবং এক ঈশ্বর তাহাদিগকেও সেই এক হাতে প্রস্তুত করিয়াছেন। আমার এ বাক্যাবলিতে কেহ কেহ অবশ্যই চটিবেন, এত উতলা হইলে পারি কই? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই সেই ব্যক্তি একবার আমাদের বোঝা মাথায় করিয়া দেখিতে পারেন কি?

আমি অবশেষে পূজ্যপাদ কেশববাবুকে জানাইতেছি যে, তিনি যেন এ বিষয়েরও একটা পথ ফেলিয়া দেন। পতি বা স্ত্রী পরিত্যাগের বিধিও হিন্দুশাস্ত্রে আছে, তবে কেন একালে তাহার প্রচলন হইবে না? না হইলে জানিবেন, সংসার ঘোর পাপেই ডুবিতে চলিবে। ইতি (আরো আশা রহিল)।

১১ ই অগ্রহায়ণ
১২৭৮ সাল

একান্ত বাধ্যা:

সেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত সতীপরিণয় গ্রন্থ সমালোচনা উপলক্ষে গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে যে একটী কথা বলিয়াছেন, তাহা বড় প্রীতিকর বোধ হইল না। গ্রন্থকার মহাশয় মুসলমানদিগের দ্বারা এদেশে অধিকার সংস্কৃত ভাষার অবনতির কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, মহাশয় তাহা অস্বীকার তথা তাঁহাকে অসমযোচিতরূপে উপহাস (১) করিয়া ইংরাজাধিকারকে তাহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা সমর্থনার্থ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায়গণ মুসলমানদের কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন আর ইদানীং ইংরাজ রাজত্বে তদ্রূপ কেহ হইতেছেন না বলিয়া প্রমাণ দর্শাইয়াছেন। আপনার একথা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল যে যেমন ভারতবর্ষে হইতেছে না তদ্রূপ অপরাপর দেশেও নহে। ইংলণ্ডে এখন সেক্সপীয়ার (২) প্রভৃতি সদৃশ কবি কাহাকে দেখিতেছেন? অথচ রাজা কর্ত্তৃক বিদ্যার উৎসাহবর্দ্ধন ক্রমায় পূর্ব্বাপেক্ষায় বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। এদেশে যে মুসলমান রাজত্ব সময়ে কতিপয় প্রধান প্রধান পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কিছু মুসলমান রাজাদিগের উৎসাহ নহে। মুসলমানদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই হিন্দুরাজত্ব (৩) ছিল এবং তৎকালে সংস্কৃত ভাষাটী ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর একচেটিয়া বাণিজ্য থাকাতে তথা রাজার উৎসাহবর্দ্ধন থাকাতে ইহার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সুতরাং মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বা কিয়ৎকালের পরে যে মহাত্মাগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহারাও সেই হিন্দু রাজত্বের প্রতিবিম্বমাত্র। মুসলমান রাজারা যাহা করিয়াছেন তাহা কেবল হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত ভাষা লোপেরই জন্য (৪) তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় মহানুভবদিগের আবির্ভাব দেখা যায় না। পরন্তু তাহা দেখার বিষয়ও নহে। ধন যেমন সমুদায় পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, কেহ এখন অদ্বিতীয় ধনী বা নিরতিশয় দরিদ্র নাই; সেই রূপ জ্ঞানও এখন সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে, কেহ এখন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বা কেহ একেবারে গোমূর্খ (৫) নাই।

সুতরাং ইংরাজ রাজত্বে কোন মহানুভবের জন্ম হয় নাই বলিয়া যে ইংরাজ রাজত্ব আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষার অবনতির হেতু তাহা কখনই নহে। এমন হিন্দু রাজা থাকিলেও কলির কালে যে জয়দেব [illegible] তুল্য মহাত্মা এদেশে জন্ম গ্রহণ করিতেন এমন নহে। তবে কি না বর্ত্তমান রূপে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং বহুসংখ্য সংস্কৃত পাঠশালা দেখিতে পাইতাম (কয়েক স্থানেও দুই একটী সংস্কৃত টোল আছে দেখিতে পাওয়া যায়)। কিন্তু কেবল মুসলমান সদৃশ অদূরদর্শী রাজত্ব মধ্যে হইয়া তাহার বাধা জন্মাইয়া দিয়াছে। তাহা হইতে উৎসাহ প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা লোপপ্রায় হইয়াছিল। এক্ষণ ইংরাজ রাজত্বের গুণে বরং পুনরায় তাহা পুনরুদ্ধারের উপক্রম হইয়াছে।

মহাশয়! এই পত্রখানি সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত বোধ করিলে উত্তর দানে আমার সন্দেহ দূর করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

গৌরীপুর জিলা
গোয়ালপাড়া
২৭ এ অগ্রহায়ণ
১২৭৮ সাল } [illegible]

গত ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার [illegible] গোয়ালন্দ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সভাস্থলে অত্রস্থ [illegible] ডেপুটী [illegible], [illegible] সাহেব, [illegible] মুন্সেফ [illegible] রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী [illegible] মহোদয়গণ এবং [illegible] ও মাননীয় [illegible] পারিতোষিক [illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible], উকীল, আমলা, জমীদার, [illegible] [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

---

(১) আমরা উপহাস বুদ্ধিতে কোন কথা লিখি নাই। এক প্রকার বিষয়ে সকলেরই স্বাধীনতা আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় যেমন বুঝিয়াছেন তেমনি লিখিয়াছেন, আমরা যেমন বুঝিয়াছি তেমনি লিখিয়াছি, ইহাতে পরস্পরের পরস্পরকে উপহাস করিবার কারণ কি? স।

(২) সেক্সপিয়ার কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় অলোক সামান্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না। সেক্সপিয়ারের পর কি ইংলণ্ডে বড় বড় গ্রন্থকার জন্মেন নাই? এখন ইংলণ্ডে সেক্সপিয়ারের সময়ের অপেক্ষা ইংরাজীর চর্চ্চা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হইয়াছে? স।

(৩) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির জন্ম গ্রহণ করিবার অনেক পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের অধিকার হইয়াছিল।

(৪) মধ্যে মধ্যে দুই একজন অত্যাচারী মুসলমান রাজা হিন্দুধর্ম্মের উপরে উপদ্রব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে অত্যাচার অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বিশেষতঃ এটী সিদ্ধান্ত বাক্য কেহ বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম অথবা ভাষার লোপ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন না। সুতরাং সেই সেই অত্যাচারী রাজার উপদ্রবে এদেশে অনিষ্টের হেতু নাই। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুসলমান রাজা উদাসীন ছিলেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অনুকূল অথবা প্রতিকূল আচরণ করেন নাই। হিন্দুরা হিন্দু রাজার অধিকারের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় সমর্থ হইতেন। তাহাতে হিন্দু ধর্ম্ম অথবা সংস্কৃত ভাষার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কি? স

(৫) জ্ঞানী ও অজ্ঞান লইয়া বিচার উপস্থিত হয় নাই। পত্রপ্রেরকের এ লেখাটি আমাদিগের বাক্যেরই সমর্থন করিতেছে। আমরা কহিয়াছিলাম, ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সংস্কৃতের চর্চ্চা হ্রাস হইয়াছে, এ লেখাতেও তাহাই বুঝাইতেছে। অতএব পত্রপ্রেরকের সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হইতেছে না। স।

প্রথমতঃ রিউজ সাহেব ইংরাজীতে সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেন, ওভারসিয়র বাবু প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ শুনাইয়া দেন। অনন্তর নাটাল স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করিলে পর কথিত বিদ্যালয়ের অন্যতর ছাত্রী পঞ্চবর্ষ বয়স্কা বালিকা দ্বারা শিশুপ কবিতাটী পঠিত হয়। তৎপরে পারিতোষিক বিতরণ আরম্ভ হইলে সমুদায়ে ২১ টী বালিকাকে বস্ত্র ও পুস্তক দেওয়া হয়, কেবল উৎকৃষ্ট ছাত্রীগণ রোপ্য ফুল প্রাপ্ত হয়।

অবশেষে ডে, ইনস্পেক্টর তারকচন্দ্র বাবু, ওভারসিয়র প্যারী বাবু, সেকেণ্ডমাষ্টর পূর্ণ বাবু ইহারা এক একটী উৎসাহজনক বক্তৃতা করিলে পর, শ্রীরাম পণ্ডিত একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। পরিশেষে পোষ্ট মাষ্টার কেদার বাবু, রিউজ সাহেব ও মুন্সেফ বাবুকে তাঁহাদের আগমন জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

* আহা ! কি সুন্দর শোভা হইল প্রাঙ্গন,
সভ্যজনে সভাস্থল করিল শোভন।
সকলের আস্যে দেখি হাস্যের লক্ষণ,
হৃদয় আনন্দ যেন হতেছে স্ফুরণ।
কি উৎসাহে উৎসাহিত, কি উৎসবে মাতি
আজি কেন সুশোভিত বঙ্গ আর্য্য জাতি ?
কুসংস্কার নিশা, অজ্ঞান তিমিরে,
আলস্য শয্যাতে মোহ নিদ্রার বিঘোরে,
অচেতন ছিল দেশ অসভ্য হইয়া,
কে দিল তাহারে এবে পুন জাগাইয়া ?
ভারত সভ্যতা সূর্য্য অস্তমিত ছিল,
পশ্চিম হইতে তাই ঘুরিয়া আইল।
আহা ! যেন অন্ধকূপে গেছেতে মোহিয়া,
পূর্ব্বভাগে এল পুন নূতন হইয়া।
ভারতের দুঃখের রজনী পোহাইল,
শুভ্রবেশা ঊষা আসি প্রকাশ হইল।
জ্ঞানালোক পেয়ে লোকপুলকিত মন,
নবোদ্যমে দেশ হিতে সবে সযতন।
জ্ঞানের উন্নতি আর সভ্যতা বিস্তার,
শিল্প বিজ্ঞানের পথ হয় আবিষ্কার।
কেহ ধর্ম্ম সংস্কার, সমাজ শোধন,
কেহ বা করেন চেষ্টা একতা স্থাপন।
শারীরিক বল হেতু পড়িয়াছে বুদ্ধি,
স্বাস্থ্য রক্ষা হেতু কত উপায়ের সৃষ্টি,
কুপ্রথার উন্মূলন সুপ্রথা স্থাপন,
বহু, বাল্য বিবাহের রীতি সংশোধন,
অনাথিনী বিধবার পুন পরিণয়,
দোষাকর বংশাবলী কুলীনতা ক্ষয়,
আর্য্য রীতি অনুসারে কার্য্য চলিবার,
চতুর্দ্দিকে জানিদের মত সবাকার।
সুদুর্লভ স্বাধীনতা সকলে প্রার্থিত,
সভ্যজন মাত্রে দেশ হিতে অবহিত।
দেশের প্রকৃত হিত যদি সবে চাও,
একমাত্র স্ত্রী শিক্ষা প্রচারে মন দাও।
সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ অঙ্গনা মণ্ডলী,
বিকলাঙ্গে বিড়ম্বনা হইবে সকলি।
যেমন গমন এক পদে কষ্ট কর,
স্ত্রী মূর্খে দেশের হিত তেমনি দুষ্কর।
সহজে দেশের হবে অশেষ উন্নতি,
জ্ঞান শিক্ষা পায় যদি নারী মূঢ় মতি।

নাটাল
১৬ ই অগ্রহায়ণ ১২৭৮ } শ্রীঃ—

—•—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ রায়—ইমামগঞ্জ	৫৷
„ „ সংশীবদন রায়—বেলেপুকুর	৫৷
„ „ ললিতমোহন রায়—চকদিঘী	১০
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত—বালী	৫৷
„ „ গুরুদাস মল্লিক—কলিকাতা	৫৷
ভারতবর্ষীয় সভা—১৮ নং বেটিঙ্ক ষ্ট্রীট	১০
„ „ বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত—কুচবিহার	১০
„ „ কিতুসিংহ রায়—নবাবগঞ্জ	১০
„ „ নন্দীনাথ শর্ম্মণ বড়ুয়া—আশাম	১০
„ „ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য—রাজপুর	৫৷
„ „ কমলচাঁদ তালদার—দারজিলিং	৫৷
„ „ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাহানাবাদ	১০
„ গোলোকচন্দ্র সেন—দিনাজপুর	১০
„ „ কালীচন্দ্র রায়—নবাবগঞ্জ	১০
যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০

সংক্রান্ত কতক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা। দুই মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডার, ইহার অন্যতর সাহায্যে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হয় না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা এবং আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৵১ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং । ১৮৭১ ।

সোমপ্রকাশ

১৪শ ভাগ । ৫ সংখ্যা ।

“ প্রবক্তানাং প্রকাশিতমায় যাতিঃ সবজ্ঞানী অনিমস্বনী ন স্বীযতাং । ”

বার্ষিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮ । ১৮ ই পৌষ । ইং ১৮৭২ । ১ লা জানুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম । এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাসুলের ... স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না । এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল । প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না ; দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না । নোট মনিঅর্ডার হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন ; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা মূল্যের টিকিট প্রেরণ না করেন । অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল । যাঁহারা অগ্রেই মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে ; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না ; তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না ।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

সামবেদের ছিন্না । অগ্নেয় ও ঐন্দ্রপর্ব্ব, অধিবিদ্যকোষের টীকা, সটীক, সানুবাদ ৮

“ সামবিধান ” (সামবেদের ব্রাহ্মণ) সানুবাদ ৩

“ সামসূচি ” (বিনিয়োগানুক্রমে সামবেদীয় মন্ত্র সমস্তের সূচি) প্রথমভাগ সানুবাদ ১

“ ঐ শেষভাগ (মুদ্রিত প্রায়) ৩

“ কবিকল্পলতা ” সটীক (অলঙ্কার) ৪

“ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ” ও মাধবচম্পূ ৬৵০

“ বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা ” ৵০

এইগুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে ।

শ্রীমদ্ভাগবত ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা । প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক । বর্ণাকারে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয় । মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৮০ আনা ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
বাক্ষা ।

কলিকাতা সাঁকারি টোলা ১৮ নং ...
চন্দ্র সাঁখারির টোলা

গত ... ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশের ছোট উইলিয়মস ও কার্টোর্টের উইল সংক্রান্ত ও ইফেক্ট ষ্টেট বিভাগ হইতে উপরি উক্ত মৃত ব্যক্তির শেষ উইল ও টেষ্টেমেণ্টের প্রোবেট উক্ত উইলের একজিকিউটর ভবানীপুরের জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস এবং কাঁচকাচিয়াপুরের হরিশ্চন্দ্র ঘোষকে মঞ্জুর করা হইয়াছে ।

কলিকাতা } ডবলিউ, ডি, ওয়াটসন
১১ ই ডিসেম্বর } প্রোক্টর

১১০৩ নং ৫৪ । ৫৫ সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক শত ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার অপ্রাপ্ত হইয়াছে । কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন ।

মাধবদিহি
৩ রা পৌষ } শ্রীকমলচাঁদ কাঞ্জার ।
১২৭৮ সাল

“ বহুবিবাহ নিষেধক ছয়খানী কুলীন কাহিনী ” । সংস্কৃত পুস্তকালয়ে প্রাপ্য মূল্য ৵০ মাত্র ।

শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম,
এস, ... বেঙ্গল মেডি-
ক্যাল কলেজ ।

মেডিকেল ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গল মেডিক্যাল জর্ণ্যাল অর্থাৎ “ চিকিৎসা দর্পণ ” নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে

মধ্যভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮পেজি ফর্ম্মার ৫০ পৃষ্ঠা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, যাণ্মাসিক ৩ । প্রতি সংখ্যা [illegible] চুঁচুড়ার সপ্তাদশের [illegible] এবং [illegible] আমার [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট [illegible]।

[illegible] বিশুদ্ধ চিত্ত ও [illegible] [illegible] অল্প দিবসের [illegible] মণ্ডলস্থিত বৈরাজ [illegible] যে সম্বন্ধ আছে, তাহা [illegible] অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে ([illegible]) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত [illegible] হইতে পারিবেন। পরমার্থ [illegible] গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং যেক [illegible] প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

নূতন [illegible] চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি [illegible] মত চিকিৎসার গ্রন্থ। [illegible] প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে [illegible] সকল অনুবাদ [illegible] ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে [illegible] লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠায় [illegible] মূল্য [illegible] মাত্র। [illegible] [illegible] হইলে [illegible] অনেক পুস্তকে [illegible] আমড়াতলা [illegible] ও মজাপুর বহুশোপাল [illegible] এবং [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি, ৬৭ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট নূতন ভারতযন্ত্রে আমার নিকট কিম্বা হটোলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট এবং চিৎপুরের শরচ্চন্দ্রদেব, সংস্কৃতযন্ত্রে, ও বাক্যো ব্রাদার্সের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বাসবদত্তা	১।
রসতরঙ্গিণী (৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত)	।০
উক্ত কবির জীবনচরিত	।৵০
কুসুমমালিকা ([illegible] কামিনীরচিত)	।০
নবোপাখ্যান	৸০
বসন্তকুমারী	৸০
অবকাশ কুসুম	৶০

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অঙ্ক সূত্র

১ ম ভাগ, ৯৫ পৃষ্ঠা (২ য় সংস্করণ।)
অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণের পাটীগণিত শিক্ষার্থ অতি সরল ভাষায় লিখিত।
[মূল্য ৶১০ আনা মাত্র।]
কলিকাতা ইষ্টার্ণ প্রেস, সংস্কৃত যন্ত্রে [illegible] ও [illegible] পুস্তক সোসাইটিতে প্রাপ্য।

সচিত্র কলিকাতার নক্সা;
[illegible] সঙ্গীত।

[illegible] উপাখ্যান। ইহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাঁধা বইর মূল্য ৸০ মাত্র। পি, এস, [illegible] এণ্ড কোং এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট [illegible] দোকানে তত্ত্ব করিবেন।

[illegible] রাজ সংসারের মেনেজারি কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় ও আইনজ্ঞ এবং জমিদারি কার্য্যে [illegible] হয়, এমত একজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। মাসিক বেতন প্রথমে [illegible] দুই শত ও ষ্টেটের উন্নতি দেখাইতে পারিলে [illegible] তিন শত টাকা পর্যন্ত দেওয়া যাইবেক। এতদ্ব্যতীত বাসস্থানও বিনা ভাড়ায় প্রাপ্ত হইবেক। জামিন গবর্ণমেণ্টের কাগজে, অথবা স্থাবর সম্পত্তিতে কি উভয় প্রকারেই হউক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পরিমাণের আবশ্যক। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে গবর্নমেণ্টের অধীন ডেপুটী কালেক্টরি ও মুনসেফি অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রার্থনায় প্রতি বিশেষ বিবেচনা হওয়া সম্ভব। বাৎসরিক বিদায় এবং রাহখরচাদি খরচ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিধান প্রয়োগ করা যাইবেক। বহুদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন নূতন ব্যক্তির আবেদন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরোক্ত মত যে কোন ব্যক্তির এই কর্ম্ম পাওয়ার অভিলাষ হয় তাহার প্রার্থনা পত্র এক মাস মধ্যে [illegible] রাজধানীতে আগত হওয়া আবশ্যক।

সন ১২৭৮ } শ্রীযুক্ত মহারাজা [illegible] রায় বাহাদুরের [illegible]
৩০ এ আশ্বিন } রাজধানীর সদর কাছারি

চন্দন নগরের লাটারি।

মহামান্য [illegible] সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের [illegible] লিউটিনাণ্ট কর্ণেল [illegible] সাহেবের সাহায্যে এবং তাঁর [illegible] ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটারিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটারির প্রাইজ সকল নিম্নমতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটারি হইতে যে মুনাফা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জ্জা

এবং কয়েকটী বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ দান করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিয়োজিত সভা সদস্যের সম্মুখে ও তাহারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটারি ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্ণে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, হলটম সাহেবের বাটীতে, কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৪ নং রাধিবাজার গলি, জে, ব্রেমস কোম্পানির আফিসে, ১ নং ওল্ড কোর্ট হৌস ষ্ট্রিট ডি, ফ্রেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেন্টিক ষ্ট্রিটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

১৭ নং করন্ওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ ও পটলডাঙ্গার ঠাকুর ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
ভুবংশার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৷৹	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

নিম্নলিখিত সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ আছে:—

	প্রায়তি স্থান	আন্দাজী
ঐ ২ স্মিথের লেন	ঐ	৬৩ কাঠা
নং ১২ ইন্টালি রোড	ঐ	১/১ বিঘা

বিস্তারিত বিবরণের নিমিত্ত নিয়ুরান ভিলা স্মান আরবথনট কোম্পানির নিকটে জানিতে হইবে।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাসুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সহৃদয়গণ! সম্প্রতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ অনেক যোগী একটী মহৌষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। তঁাদের এই প্রস্তাব দর্শনে আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি। জগদুপকারক শ্রীল শ্রীযুক্ত হলওয়ে সাহেবের "পিলের" উপর সাধারণ রোগীর নির্ভর ছিল; কিন্তু এই "অমৃতবিন্দু" নামক ঔষধের মহীয়সী শক্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। নবজ্বর, সর্ব্ব প্রকার কাশ, শ্বাস, জীর্ণজ্বর, ক্ষত ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ, কৃমি পিত্ত ইত্যাদি মনুষ্য দেহে যাহা সকল রোগ জন্মে, তাহা দীর্ঘ কালিক কালিক হউক তিন সপ্তাহ ঔষধ সেবনেই নিঃসন্দেহ আরোগ্য হয় বৃদ্ধ হইবে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ গুণ এই, যে, রক্তের প্রসারক, এবং অগ্নিবলের বৰ্দ্ধক। তিন সপ্তাহের (২১ দিনের ঔষধের) মূল্য ২ টাকা, ডাক মাসুল আদি ৷০ আনা পাঠাইলে গ্রাহকগণ ব্যবস্থাপত্র সহ ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হইয়া অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

অমৃতবিন্দু কোং গোকুলচন্দ্র দেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকগুলি কার্য্য শৈথিল্য এবং বিশ্বাসভঙ্গ দোষে তাহাকে ১২৭৮ সালের ৭ ই আশ্বিন তৎকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্যে কোন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা না হইতেছে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ বি এণ্ড কোং অমৃতবিন্দুর কার্য্য সমাধা করিবেন। ৭ ই আশ্বিনের পর অবধি ইঁহাদিগের স্বাক্ষর ভিন্ন অমৃত বিন্দু চালান হইবে না।

জিলা বর্দ্ধমান
কাটোয়া অমৃতবিন্দু আফিস } শ্রীমহানন্দ শর্ম্মণঃ
১৬ ই আষাঢ় । ১২৭৮ } নবদ্বীপ

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ১১ ই ডিসেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্বনিম্ন জল ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	১	
ভগা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৯ মাইলের মধ্যে	১	
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	১	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইলের মধ্যে	১	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী ৩৪ মাইলের মধ্যে	২	

ভাগীরথী।

	ফুট	ইঞ্চ
নমার	৮	
১ হইতে জঙ্গিপুর		
মাইলের মধ্যে	৩	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
২৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫১ মাইলের মধ্যে	৩	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৫	

সন ১৮৭১ সালের ২৫ এ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৭	১১

বহরমপুর ২৫ এ ডিসেম্বর ১৮৭১ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্‌স্ একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই পৌষ সোমবার।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজভক্তি।

ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের কি প্রকার সম্বন্ধ, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পীড়া উপলক্ষে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। যে দিবস টেলিগ্রাম আসিল, রাজপুত্রের জীবনাশা নাই, সে দিবস সমুদায় ভারতবর্ষ নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, ইহুদি, পারসী সকল শ্রেণিই স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে রাজকুমারের পীড়া শান্তির নিমিত্ত উপাসনা করেন। কোন শাসনকর্ত্তা এনিমিত্ত আজ্ঞা দেন নাই। সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে রাজপুত্রের আরোগ্য কামনা করিয়া অন্তরের সহিত উপাসনা করিয়াছিলেন। এটী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অধীশ্বর প্রিন্স অব ওয়েলসের প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। রাজকুমার সৌভাগ্যক্রমে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই সংবাদ ভারতবর্ষীয়দিগের অন্তঃকরণে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, রাজকুমারের প্রতি লোকের এত স্নেহের কারণ কি? তিনি কখন এদেশে আইসেন নাই; এপর্য্যন্ত শাসন সম্বন্ধে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করেন নাই। তবে ব্রিটিশ শাসন প্রণালী কতক স্নেহের কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে এত দূর আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ সম্ভবে না। ব্যক্তি বিশেষের গুণে, ভারতবর্ষীয়গণ ইংলণ্ডের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত, একথা আমরা অনেক বার বলিয়া আসিয়াছি। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে ইংরাজ সৈন্যও আফিসর ও প্রায় ইংরাজ মাত্রেরই বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা যেরূপ বলবতী হইয়াছিল, তাহাতে লোকে ইংরাজদিগের পূর্ব্বকৃত উপকার বিস্মৃত হইতেন সন্দেহ নাই কেবল এক লার্ড কানিঙের গুণে লোকে সে দোষ গ্রহণ না করিয়া ইংরাজদিগের প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠিলেন। রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার গুণই আমাদিগের স্নেহের প্রধান কারণ। তাঁহার সতীত্ব ধর্ম্মশীলতা ও পতিপরায়ণতার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাকে যথার্থ ভক্তি করেন। এখানকার ইউরোপীয়গণ আমাদিগের প্রতি যে প্রকার সগর্ব্ব ব্যবহার প্রদর্শন করেন, ইংলণ্ডে তাহার লেশমাত্র দেখা যায় না। যে সকল এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, ইংলণ্ডের রাজ বাটীতে তাঁহারা বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। একজন সামান্য সরকারী মাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিলে তিনি মস্তক নত না করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করেন মাত্র, কিন্তু যাঁহারা রাজ বাটীতে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, রাজ্ঞী অবধি অতি অল্পবয়স্ক রাজকুমার পর্য্যন্ত সকলেই সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন। এখানকার যত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মকুমার ইংলণ্ডে গিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন, রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার বাটীতে তাঁহাদিগের প্রতি যথার্থ স্নেহ ও সমদুঃখ সুখিতা প্রদর্শিত হয়, কিন্তু এখানে একজন সামান্য পোলিটিকাল এজেন্টের নিকটে তাঁহারা চোরের ন্যায় অপমানিত হন। অন্যেও রাজ্ঞীর এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছেন। এক দিবস ডিউক অব আর্গাইলের বাটীতে এক ভোজ উপলক্ষে চারি জন এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ান আহূত হন। ডচেস অব আর্গাইল তাঁহাদিগকে অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করিয়া সকলের আদর্শ বলিয়া পরিচয় দিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগের বক্ষঃস্থলে পুষ্প যোজনা করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা দর্শন করিয়া এতদ্দেশীয়দিগকে সম্মান করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত সভার কতকগুলি ইউরোপীয় ছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে কাজ করেন অথবা করিতেন। তাঁহারা এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর ও তাঁহার নিজ কর্ম্মচারিদিগের এই সদ্ব্যবহারই রাজবংশের প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের এত ভক্তির কারণ। আমরা জানি, যদি দুর্ভাগ্য নিবন্ধন ইংলণ্ড হইতে রাজতন্ত্র উঠিয়া যায়, ভারতবর্ষের কষ্টের সীমা থাকিবে না। সাধারণ তন্ত্র উত্তম হইতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সাধারণ তন্ত্রের অধীনে বিদেশীয়গণ উচিত আদর প্রাপ্ত হন নাই। প্রিন্স অব ওয়েলসের মৃত্যু হইলে ইংলণ্ডে বিপ্লব ঘটিবে, এই আশঙ্কায় এখানকার লোকেরা তাঁহার আরোগ্যের জন্য সবিশেষ আগ্রহ সহকারে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র থাকে, আমাদিগের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

[illegible]

অনেক স্থান হইতে আমরা পীড়াকে সংবাদ পাইতেছি, যে সকল স্থানে জল [illegible] বদ্ধ, তথায় [illegible] অংশকে [illegible] হইতেছে। বিশেষ নিম্ন শ্রেণির লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে ও করিতেছে। অধিকাংশ পল্লী গ্রামে চিকিৎসক নাই, অতএব লোকের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হইতেছে। অধিকন্তু এই সময়ে কতকগুলি গোবৈদ্য বাহির হইয়াছেন। ইহাঁরা কয়েকমাস কোন এক চিকিৎসালয়ে কম্পাউণ্ডরি করিয়া পণ্ডিত হইয়াছেন। কতক পীড়ার বলে কতক ইহাদিগের ঔষধের প্রভাবে অল্প লোক প্রাণত্যাগ করিতেছেন না। লাভের মধ্যে এই গোচিকিৎসকেরা বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের সদ্ব্যবহার স্বীকার করা উচিত। তাঁহারা এসময়ে অনেক সাহায্য করিতেছেন। কতকগুলি এতদ্দেশীয় চিকিৎসক স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। প্রত্যেক স্থানে ওলাউঠার ঔষধ আছে, যে সে ব্যক্তি তাহা পাইতে পারেন। অল্প মূল্যে মাজিষ্ট্রেটেরা জ্বর ও অন্যান্য রোগের ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। কিন্তু সকলকে যথোচিত সাহায্য দান করা গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নহে। স্থানে স্থানে ধনি লোকেরা সাহায্য দিতেছেন। কোন কোন স্থানে চাঁদাও হইতেছে। কিন্তু এ প্রকার সাহায্য স্থায়ী নহে। এপর্য্যন্ত এদেশে চাঁদা দ্বারা দীর্ঘকাল কোন কাজ হয় নাই। এবৎসর কেবল অতিবৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া নয়, প্রায় ১৪ বৎসরাবধি এ প্রকার পীড়া কোন স্থান না কোন স্থানকে লোকশূন্য করিতেছে। এতন্নিবারণের উপায় কি? গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে চলিতেছে না। পীড়ার মূল কারণ যত দিন থাকিবে, ততদিন যতই বড় কেন [illegible] না কেন উহা দূর হইবে না। অন্তবার বলা হইয়াছে রেলওয়ে হওয়া অবধি পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল স্থানে সাইফন হইয়াছে তথায় জল নিকাশের পথ বদ্ধ। এক প্রকার চারা আছে (জলপান অথবা বন জারাণ্ডি) তাহা ভিজে স্থান ব্যতীত হয় না। যেখানে সাইফন সেই খানেই এই চারা বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সাইফন হওয়া অবধি গবর্ণমেণ্ট কয়েক বার কমিসন নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোনবারেই কমিসনরেরা নিরপেক্ষ হইয়া কাজ করিতে পারেন নাই। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণে রেলওয়ের প্রতি দোষ দেন, গবর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কোম্পানি সমুক তাহা অস্বীকার করেন, কোন্ কথা সত্য ইহা জানিবার নিমিত্তই কমিসন হন। কিন্তু কমিসন মধ্যে কোন কোন পক্ষে [redacted] ওয়াতে প্রকৃত [redacted] য়। পক্ষান্তরে [redacted] দিন দিন কমিতেছে। রাজধানী ও নগরগুলির সুষমা অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে বৎসরের অধিকাংশ কাল জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অধিক হয়। মফস্বলের যে আরও কি ভয়ানক অবস্থা তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, এক্ষণে ব্যক্তি বিশেষের মন বজায় রাখিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অনিষ্টের মূল উৎপাটিত করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট কার্য্য আরম্ভ করুন। সর্ব্ব সাধারণে কায়মনো বাক্যে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন। আমরা জানি রেলওয়ে কোম্পানি হঠাৎ সেতু সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চাহিবেন না। এই অনিচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহা বলিয়া কি চুপ করিয়া থাকা উচিত? যে যে গ্রামের জল নিকাশের কারণ সেতুর প্রয়োজন, তাঁহারা ব্যয়ের কিয়দংশ প্রদান করুন। কিয়দংশ অবশ্যই রেলওয়ে কোম্পানির স্কন্ধে পড়িবে। এই ব্যয় দিতে লোকের কৃপণতা করা উচিত নহে কারণ পীড়ার নিমিত্ত কার্য্য হানি ও ঔষধের ব্যয় অপেক্ষা কি এই ব্যয় কম হইবে না? রেলওয়ে সেতু করিলেই কাজ হইবে না। বাঙ্গালাতের সুপ্রবর্তীর ন্যায় অনেক নদী মজিয়া গিয়াছে। আবার জমীদারগণ তাহাতে জলকরের কারণ বাঁধ বাধাতে জলপথ বদ্ধ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিয়া এই সকলের অনুসন্ধান করুন। সাধারণ স্বাস্থ্য লইয়া কথা। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ অবশ্যই ইহার সম্মুখে উপেক্ষিত হইবে। যেখানে এই অবস্থা সেখানে নদীর বাঁধ খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্য অগ্রে না করিলে প্রস্তাবিত মিউনিসিপাল আইনে কোন ফল হইবে।

রথ্যাকরনিবন্ধন যে সকল রাস্তা হইবে, তাহা ইষ্টের না হইয়া ভয়ানক অনিষ্টেরই হইবে। অগ্রে জল পথ মুক্ত রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যে দেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয় তথায় ইহার উপরে কেবল স্বাস্থ্য নহে কৃষিও নির্ভর করিতেছে। আর বৃথা তর্ক না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সহিত একবাক্য হইয়া কাজ করেন আমাদিগের এই একান্ত প্রার্থনা।

পরিবর্ত্তনে সম্মহানি হয় না,
তাহার অপর প্রমাণ।

গতবারে আমরা শাস্ত্রকারদিগের লিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়া "পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মহানি হয় না" ইহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এবারে একটী উদাহরণ দিয়া উহার সমর্থন করা যাইতেছে। খৃষ্টধর্ম সেই উদাহরণ। খৃষ্টধর্ম্মেরও বহুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাইবেলের পুরাণ ও নূতন এই দুটী

বিশেষণ দ্বারাই উহা সপ্রমাণ হইতেছে। খৃষ্ট পুরাণ বাইবেলের অনেক বেদের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই খৃষ্টধর্ম্মের আর্য্যধর্ম্মের সহিত বহুবিষয়ে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। উহাকে আর্য্যধর্ম্মের কনিষ্ঠ সোদর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দোষ হয় বড় অত্যুক্তি হয় না। যে যে বিষয়ে উভয় ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া। শ্রুতিতে আছে, এই জগৎ প্রথমে অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১) ভগবান মনু কহিতেছেন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোভূত ছিল। প্রত্যক্ষ অনুমান শাস্ত্র ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি কোন প্রমাণ দ্বারাই উহাকে জানিবার উপায় ছিল না। প্রলয় দশার অবসানে অপ্রতিহততেজা অব্যক্ত স্বেচ্ছাধীন শরীরপরিগ্রহকারী পরমাত্মা সেই অন্ধকারের* প্রেরণাপূর্ব্বক আকাশাদি মহা ভূতাদির সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পরমাত্মা নানা বিধ প্রজা সৃজন করিবার ইচ্ছা করিয়া জল হউক এই চিন্তা করিলেন, জলের সৃষ্টি হইল। সেই জলে তিনি বীজক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ সহস্রাংশুতুল্য তেজঃসম্পন্ন হেমময় অণ্ড হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই ব্রহ্মা সেই অণ্ডে এক বৎসর বাস করিয়া এই চিন্তা করিলেন, অণ্ড দ্বিখণ্ড হউক, অণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। তিনি সেই দুই খণ্ড দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী এবং মধ্যস্থলে আকাশ আটদিক ও সমুদ্র নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মা নিজদেহকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগে পুরুষ ও অর্দ্ধভাগে স্ত্রী হইলেন। সেই স্ত্রী পুরুষ সংযোগে বিরাট নামে পুত্র জন্মিল। সেই বিরাট তপস্যা করিয়া আমাকে (মনুকে) সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি এই সকল দৃশ্যমান পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছি। (২) অনন্তর স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি বলা হইয়াছে।

বাইবেলে আছে প্রথমে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী শূন্য, উহার আকার ছিল না। সমুদ্রের উপরি ভাগে অন্ধকার ছিল। ঈশ্বর বলিলেন আলো হউক, আলো হইল। আলোর নাম দিন ও অন্ধকারের নাম রাত্রি হইল। অনন্তর আকাশ সৃষ্টি সমুদ্রের জল বিভাগ ও পৃথিবীতে ঘাস তৃণ ও বৃক্ষাদি সৃষ্টির কথা ক্রমে বলা হইল। তাহার পর মনুষ্য সৃষ্টি হইল। মানুষ ঈশ্বরের প্রতিরূপ হইল। ঈশ্বর তাহাকে ঈদন উদ্যানে রাখিয়া দিলেন। ঈশ্বর এক দিন ভাবিলেন, মনুষ্য একাকী থাকে, এটী ভাল হয় না, অতএব আমি তাহার সহচারিণী করিয়া দিব, এই ভাবিয়া ঈশ্বর তাহার গাত্রে নিদ্রার আবির্ভাব করিলেন। সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঈশ্বর তাহার অস্থি পঞ্জর হইতে একটী অস্থি গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা এক স্ত্রীর সৃষ্টি করিলেন। সেই স্ত্রী তাহার সহচারিণী হইল।

বাইবেলে ও মহাভারতে যে প্রলয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারাও খৃষ্ট ও আর্য্য ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঈশ্বর দেখিলেন পৃথিবীতে পাপের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন আমি মনুষ্য পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি সমুদায় বিনষ্ট করিব। তিনি নোয়াকে বলিলেন, তুমি গফর কাষ্ঠের একখানি নৌকা প্রস্তুত কর, এবং উহার ভিতর ও বাহির আর দিয়া লিপ্ত কর। নৌকাখানি তিন শত হস্ত দীর্ঘ, পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত এবং ত্রিশ হস্ত উচ্চ হইবে। তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্র, তোমার পুত্রবধূগণ তাহার মধ্যে থাকিবে। তুমি যাবতীয় জন্তুর স্ত্রী পুরুষে এক জোড়া করিয়া তাহার মধ্যে লইবে। যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহাও উহার মধ্যে লইবে। এই সকল লওয়া হইলে পর সমুদ্রের প্রস্রবণ ও স্বর্গের গবাক্ষ খুলিয়া দেওয়া হইল। চাল্লিশ দিন এবং চাল্লিশ রাত্রি অনবরত বৃষ্টি হইল। এত জল বৃদ্ধি হইল যে উচ্চ পর্ব্বত সকল জলমগ্ন হইয়া গেল। মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদায় জলমগ্ন হইল। এক শত পঞ্চাশ দিনের পর জল কমিল। নৌকা আরারট পর্ব্বতে গিয়া লগ্ন হইল ইত্যাদি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি বৈবস্বত মনুর চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতিসম প্রভাসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী, অসামান্য রূপসম্পন্ন বিবস্বতপুত্র মনু নামে এক

(১) তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইতি। ঋ. বে।

* টীকাকার বলেন অণ্ডের।

(২) আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং। মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥ সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং। স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥ তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং॥ দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥ তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্। তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ। মনু সংহিতা।

মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমে কখন অধোমস্তক এবং ঊর্দ্ধবাহু কখন বা এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ণিমেষ লোচনে অযুত বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তেজ, রূপ ও তপস্যা দ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃ-পিতামহকে অতিক্রম করিলেন।

একদা তিনি আর্দ্রচীর পরিধান ও জটা ধারণ-পূর্ব্বক চীরিণী নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন; এই অবসরে এক মৎস্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! মহাবল মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করিবে, আমাদিগের এই চিরন্তনী বৃত্তি বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে; অতএব আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য মহাবল মৎস্য হইতে নিতান্ত ভীত হইয়াছি; এক্ষণে আমারে রক্ষা করুন। অঙ্গীকার করিতেছি; পশ্চাৎ আপনার প্রত্যুপকার করিব। মৎস্যের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি অঞ্জলি দ্বারা মৎস্যকে উদক হইতে উদ্ধার করিয়া শশিকান্তিধবল অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করত পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মৎস্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদীয় কলেবর অলিঞ্জরমধ্যে অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে তখন সে মনুরে কহিল, হে ভগবন্! আজি আমারে স্থানান্তরে রক্ষা করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহারে অলিঞ্জর হইতে উদ্ধার করিয়া অতি বিশাল বাপী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাপী দ্বি যোজন আয়ত; এক যোজন বিস্তৃত। মৎস্য বহুসংখ্য বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইল। ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সেই বাপীও তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল; তখন সে মনুরে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি আমারে এক্ষণে সাগরগামিনী গঙ্গায় সংস্থাপিত করুন; আমি তথায় বাস করিব; অথবা আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন; আমি অসূয়াপরবশ না হইয়া আপনকার আদেশ পালন করিব। আমি আপনারই প্রযত্নাতিশয় সহকারে এইরূপ পরিবর্দ্ধিত ও বৃহৎ মৎস্য হইতে রক্ষিত হইয়াছি।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সে তথায় কিছু কাল বাস করত সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনুরে কহিল, ভগবন্! আমার কলেবর অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে এ স্থলেও আর অঙ্গ চালনা করিতে পারি না। অধুনা প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে আমারে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করুন। অনন্তর মহর্ষি স্বয়ং তাহাকে ভাগীরথী হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে তাহার স্পর্শ, গন্ধ ও বৃহদাকার বহন জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনায়াসে বহন করিতে লাগিলেন; পরে সাগরতীরে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।

মৎস্য তৎক্ষণাৎ সহাস্য আস্যে কহিল, হে করুণাময়! আপনি আমারে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন; আমিও প্রত্যুপকার করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে যে এক বিষম ব্যাপার ঘটিবার কাল উপস্থিত; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সংসারের সংহারসময় সমাগত হইয়াছে; এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব অচির কালমধ্যেই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব আজি আমি আপনাকে হিতকর ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সতর্ক করিতেছি; আপনি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় এক নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত ও রক্ষা করত ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতীক্ষা করিবেন। পরে আমি শৃঙ্গসম্পন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইব। হে তপোধন! আমা ব্যতিরেকে আপনি এই দুস্তর সলিলরাশি হইতে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। এক্ষণে আমি চলিলাম; কিন্তু যেরূপ কহিলাম, ইহার যেন অন্যথা না হয়, আমার বাক্যে আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না। তখন মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া মৎস্যবাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি মনু মৎস্যের আদেশানুসারে নৌকা নির্ম্মাণ ও বীজ সমস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যকে একান্ত মনে চিন্তা করিতে সমাসক্ত হইলেন। মৎস্য মহর্ষি মনুকে চিন্তিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। মনু শৃঙ্গসম্পন্ন ও উন্নত পর্ব্বততুল্য সেই মৎস্যকে অর্ণব মধ্যে অবলোকন করিয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশ সংযত করিলেন। সে তখন মহাবেগে পাশবদ্ধ সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইল বারিরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয় যেন, মহাসাগর নৃত্য করিতেছে। নৌকা প্রবল বায়ুবেগে ক্ষুভিত ও মদমত্ত চপলস্বভাব অবলার ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন ভূমি বা দিক্ বিদিক্ কিছুই নির্দ্দিষ্ট হইল না। ভূলোক ও দ্যুলোক কেবল জলময় বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে লোক সকল ক্রমে ক্রমে বিলীন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ, মনু ও মৎস্য

ইঁহারাই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। মৎস্য নিরলস হইয়া এইরূপে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিমাচলের এক উন্নত শৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান হইলে মৎস্য সেই শৃঙ্গাভিমুখে নৌকা লইয়া গমন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সান্নিহিত হইলে মৎস্য হাস্যমুখে মহর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে তপোধনগণ! আপনারা এই গিরিশৃঙ্গে কিয়ৎকাল নৌকা বন্ধন করিয়া রাখুন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় নৌকা বন্ধন করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌবন্ধনশৃঙ্গ বলিয়া লোকে প্রথিত আছে।

অনন্তর মৎস্য ঋষিদিগকে কহিল, হে মহর্ষিগণ! আমি পরাৎপর প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিপদ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর জঙ্গম দেবাসুর, মানুষ প্রভৃতি প্রজা সর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিবেন। অতি তীব্র তপঃপ্রভাবে ইঁহার প্রতিভা প্রকাশিত ও অপ্রতিহত হইবে; ইনি আমার প্রসাদবলে প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে মোহ পরিশূন্য হইবেন। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

প্রজাদিসৃক্ষু ভগবান মনু সৃষ্টি করিবার সময়ে মোহে অভিভূত হইলেন। পরে তিনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহাবলসম্পন্ন হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি এই সর্ব্বপাপহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে; সে সুখী ও পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সকল লোকে গমন করিবে। (+)

কৃষ্ণ ও খৃষ্ট উভয়ের জন্মাদি মরণান্ত যাবতীয় বৃত্তান্তগত সর্ব্বাধিক সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা পূর্ব্বে (*) সোমপ্রকাশের এক প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রস্তাবটী দীর্ঘতর হইবে বলিয়া তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

দুটী প্রধান ধর্ম্মে সময়ে সময়ে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ করা হইল "পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মহানি হয় না।" এখন পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা প্রমাণ করিয়া কি ইষ্টলাভ হইল? মহৎ ইষ্ট লাভ আছে। আমাদিগের ধর্ম্মে যে যে দোষ ঘটিয়াছে, যদ্দ্বারা নানাবিধ অনিষ্ট হইতেছে, যদ্দ্বারা হতাশ হইয়া অনেকে ধর্ম্মান্তর আশ্রয় অথবা ধর্ম্মান্তর কল্পনা করিতেছেন, আর্য্য জাতীয়েরা সেই সেই দোষের সংশোধন করুন। সংশোধন চেষ্টা পাইলে ধর্ম্মহানি হইয়া প্রত্যবায় জন্মিবে, তাঁহাদিগের সে শঙ্কা নাই। "পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম হানি হয় না" এই বাক্যটীই তাঁহাদিগকে অভয় দান করিতেছে। ঊর্দ্ধতন আর্য্য প্রধানদিগের যত্নে আর্য্যধর্ম্মের যে উদার ও উজ্জ্বলভাব হইয়াছিল, অধস্তন আর্য্যপুরুষদিগের কুসংস্কার দোষে তাহা নিতান্ত দীনদশাপন্ন ও মলিন হইয়া আসিয়াছে। অতএব ইহাকে ইহার পূর্ব্বপদে প্রতিরোপিত করা ইদানীন্তন আর্য্যজাতীয় কৃতবিদ্যদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে নানা কারণে আর্য্যধর্ম্মের স্বরূপ অবগত নহেন। তাহাতেই কতকগুলি লোক আর্য্যধর্ম্ম লইয়া বানর খেলাইতেছেন, সুতরাং ক্রমেই ইহার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে। এই কারণেই সেই সেই দোষের সংশোধন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

(+) কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত হইতে গৃহীত হইল।

(*) ১২৭৭ সালের ২০ এ ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে দৃষ্ট হইবে।

আপীলসম্বন্ধে কষ্ট ও অবিচার।

জেলা আদালতের আপীল মকদ্দমার সার্টিফিকেট দিবার নিয়ম থাকাতে ঘোরতর অবিচার ও লোকের কষ্ট হইতেছে। আপীলকারী কোন মোক্তার ধরিয়া অনুকৃত লিখিয়া তাহা দাখিল করিলেন। মোক্তার কিছু লইলেন; অনুকৃত যে কেমন সুন্দর হইল তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। পরে নথি আসিলে উকীল দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া অনুকৃতগুলি ভাল হইয়াছে কি না? তাহার সার্টিফিকেট লইতে হয়। নথি কবে আইসে তাহার ঠিকানা নাই। হতভাগ্য আপীলকারী প্রত্যহ আদালতে আসিতে লাগিলেন। আমলাদিগের নিকটে অনুসন্ধানের অর্থ পয়সা; অদ্য পয়সা দিলে; কিন্তু কল্য তাহাতে আর কাজ পাওয়া যায় না। এই প্রকার প্রত্যহ গমনাগমন। হয় ত এক দিবস ক্লান্ত হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে আপীলকারী আদালতে আসিতে পারিলেন না। সেই দিবস নথি আসিল। বিচারপতি মকদ্দমা তুলিলেন। আপীলান্ট উপস্থিত নাই, নথি না দেখিলে উকীল সার্টিফিকেট দিতে পারেন না, সার্টিফিকেটের পূর্ব্বে ওকালতনামা দাখিল হইতে পারে না। অতএব মকদ্দমা খারিজ হইল। পয়সা থাকে আবার ছানির ষ্টাম্প দিয়া মকদ্দমা উত্থাপিত কর। এই কষ্ট এই সময় ও পয়সা ব্যয়। কিন্তু উপকার কি? উপকারের মধ্যে মোক্তারগণ অনুকৃত লিখিয়া লোকদিগকে ঠকাইতেছেন। অনুসন্ধানের "ব্যয়" বলিয়া আমলাদিগের উদর পূর্ণ হইতেছে। আমলাগণ কি বাজুর লোক তাহা সকলেই জানেন। অনেক সময়ে নথি আসিলে

ইহাঁরা উকীলদের [illegible] আইনে নাই।" উকীল মক্কেলের দ্বারা আদালতের উদর পূর্ণ করুন, নচেৎ মক্কেলের মকদ্দমা যাউক। মক্কেলের মকদ্দমা যাওয়া আর [illegible] র গলার যাওয়া সমান, অতএব যাঁহারা উৎকোচ বন্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে স্বার্থ রক্ষার্থ উৎকোচের প্রশ্রয় দিতে হইবে, নচেৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বিচার পতিদিগকে বলা বৃথা; কারণ অনেককে দণ্ড দেওয়ান এক প্রকার অন্যায়। "আমার এত কার্য্যের ভীড় যে কোন নথি কোন সময়ে আসিল তাহা কি প্রকারে মনে থাকিবে?" বলিলেই দোষ কাটিয়া গেল। আমরা সুবিচারের দোহাই দিয়া বলিতেছি, সার্টিফিকেট দিবার নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া উচিত। বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা কোন উপকার হইতেছে না, কেবল অবিচার হইতেছে; উৎকোচের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। লোকের কষ্টের সীমা নাই। এতদ্দেশীয়েরা মকদ্দমা প্রিয় এই সংস্কারবশতঃ শাসনকর্ত্তৃগণ আমাদিগকে মস্তকে হাঁটিতে বলিবেন বোধ হইতেছে।

নূতন পুস্তক।

১। মৌখিক অঙ্ক দ্বিতীয় ভাগ। অর্থাৎ জমীদারী ও মহাজনী হিসাব। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। এখানি এই তৃতীয়বার মুদ্রিত হইল ইহাতে কতগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। এখানি এক্ষণে যেমন স্থানে স্থানে চলিত হইয়াছে, তেমনি সর্ব্বত্রপরিগৃহীত হইলে অল্পবয়স্ক বালকদিগের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

২। হিতাবলী. দ্বিতীয়ভাগ। এখানিও উপরি উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। ইহাতে সুকুমারমতি বালকদিগের শিক্ষোপযোগী অনেক গুলি ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রস্তাব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

আমরা হিন্দুসমাজের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করি বলিয়া আমাদের বয়োবৃদ্ধ সম্প্রদায় অন্তরের সহিত আমাদিগকে অশ্রদ্ধা করেন; কিন্তু যাঁহারা আমাদের নিকট মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁহাদের দৃষ্টিতে আমরা কখনো অপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হই নাই। আজ আমরা যে প্রস্তাব করিব, নিঃসন্দেহ আমি সকলেরই আর আমাদের আদর থাকিবার প্রত্যাশা নাই। তাহা হইলেও কিন্তু আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধ পরিত্যাগ করিতে পারি না।

হিন্দুদের সামাজিক নিয়ম সমূহ হিন্দু শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট আছে। সে শাস্ত্র সাধারণে প্রচারিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ি কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তান এত্র শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি দিয়া থাকেন। তাহাঁরা যে সংক্রান্ত নীত্যুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্বসমুদয় সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নাই, কেন না, সে সকল তাদৃশ অনিষ্টকর নয়, দায়াধিকার সম্বন্ধে তাহাঁরা যে বিসদৃশ ব্যবহার করেন, তাঁহারই উল্লেখ করিয়া দুটিকতক কথা বলিবার আছে। হিন্দুমাত্রেই মরণকালে কিছু না কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়া থাকেন। যদি মৃতের নিকটতম উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে তত্ত্যক্ত দায়াধিকার সম্বন্ধে বিরোধ অপরিহার্য্য। কেহ ধনির পিতামহ দৌহিত্র কেহবা পিতৃব্য দৌহিত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বিরোধে লিপ্ত হন। উভয়পক্ষ হইতেই শত সহস্র শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়া থাকে; তাহা দুর্ল্লভ নহে। কেননা এদেশীয় পণ্ডিতোপাধিধারি মহাশয়েরা যৎকিঞ্চিৎ কিছু পাইলেই শাস্ত্রকে অশাস্ত্র, অশাস্ত্রকে শাস্ত্র বলিয়া ব্যবস্থা দিতে পারেন, বস্তুতঃ তাহা দিয়াও থাকেন। আবার নিম্নবিচারালয়ে যাহাঁরা উকীলের কর্ম্ম করেন, তাহাঁরাও তেমনই পণ্ডিত। অনভিজ্ঞতা দোষবশতঃই হউক বা স্বার্থানুরোধেই হউক উভয়পক্ষকেই উৎসাহ দিয়া বিরোধের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। সত্য কথা বলিতে কি, নিম্নতম বিচারালয়ে বসিয়া যাহাঁরা বিচার বিতরণ করেন, তাহাঁরাও তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। বিশেষতঃ তাহাঁদিগের নিষ্পত্তিতে লোকের আস্থা অতি কম। সুতরাং প্রধানতম বিচারালয় পর্য্যন্ত না গিয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় না। সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রীয় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত ও তাহার যথাযথ মীমাংসা না হয় নয়, কিন্তু এদিকে অভিযোগলিপ্ত ব্যক্তিরা ক্রমাগতই দিন আদালতের ব্যয়ে একান্তই অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়াগিয়াছে। অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানা যায় এদেশের স্মৃতি ব্যবসায়ি পণ্ডিত মহাশয়েরাই এই সর্ব্বনাশের নিদান স্বরূপ। তাহাঁরা যদি উভয় পক্ষের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা দিয়া তাহাঁদিগকে প্রোৎসাহিত না করেন, তাহা হইলে কখনই তাহাদের মধ্যে যেমন বিবাদাগ্নি জ্বলেই প্রজ্জ্বলিত হয় না, যে অগ্নি বিরোধ নিরত উভয় পক্ষের সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। আমরা পণ্ডিতের অগ্রবিবাদরুচি শিষ্ট মহোদয়দিগকে বিনয়পূর্ব্বক এই অনুরোধ করি যে, তাঁহাদের সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখা উচিত যে, তাহাঁদের প্রদত্ত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার আর কোন শক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, শাস্ত্রানভিজ্ঞ বিষয়ী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস আকর্ষণ ও তন্মূলক সমাজের অনিষ্টোৎপাদন করার শক্তি বিলক্ষণই আছে। আরো তাহাঁদের ইহাও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত যে পণ্ডিত পদধারি হইয়া শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যবস্থা দিলে, বিজ্ঞ সমাজে অবশ্যই অনাদৃত হইতে হয়।

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই পৌষ সোমবার।

জেলা ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে সুলতানপুর থানার অধীন ধপ্টেখয়া [illegible] স্থানে এবং জয়নগর থানার অধীন দক্ষিণ সাত গ্রামে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ঐ রোগে বিস্তর লোকের মৃত্যু হইতেছে, গ্রামবাসীরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া যাইতেছে, ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎসক নাই, উপস্থিত [illegible] কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আমাদিগের [illegible] উ

যদি এই সময়ে উক্ত থানায় গবর্ণমেণ্ট হইতে ঔষধ ও ডাক্তার পাঠান তাহা হইলে অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা হয়।

মহিলপোতা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন উড়িষ্যা প্রদেশস্থ ঢেঁকানলাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ ভগীরথ মহেন্দ্র বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের পুনর্নির্ম্মাণার্থ ৩০ টাকা দান করিয়াছেন।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, গত সোমবার সন্ধ্যাকালে ঢাকার কমিসনর সিমসন সাহেব খাজে আবদুলগণি মিয়াকে ষ্টার উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লী গেজেট বলেন, লক্ষ্ণৌ হইতে সিতাপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইয়াছে। আগামী সোমবার পর্য্যন্ত আলিগড় পর্য্যন্ত রেলওয়ে খোলা হইবে।

সম্প্রতি স্কটলণ্ডের একজন প্রিসবেটিরিয়ান পুরোহিত একজন রবিবার দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন বলিয়া তাঁহার পুত্রকে খৃষ্টীয়ান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কি ধর্ম্মান্ধতা!

সাএণ্টিফিক আমেরিকান লিখিয়াছেন, জলের মধ্যে কাঁচি দ্বারা অনায়াসে কাচ কাটা যায়।

বারাসত ট্রেনিং স্কুলের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, রাণী শরৎসুন্দরী ইহার মা[illegible] ত্রৈবার্ষিক প্রকাশার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

পাটনার সেসিয়ন জজ আমীর খাঁ ও তোঁহারক আলীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপীলে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি জাকসন ও [illegible] সেই আজ্ঞা অপ্রতিহত রাখিয়া [illegible] অপরাধীকে মুক্ত করিয়াছেন।

ইংলিশম্যান বলেন, ফতেপুর বিভাগে ১৮৭০ অব্দের ১ আইন অনু-

সারে রজপুতদিগের কন্যা হত্যা নিবারণার্থ উপায় অবলম্বন করা হইবে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যে যে স্থানে এই কুরীতি আছে সেই সেই স্থানে এককালে এ কুরীতি উন্মূলন চেষ্টা না হয় কেন?

আমাদিগের গবর্নর জেনরল রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দুই বিচারপতি নির্ব্বাচনের পদে ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকার ট্রষ্টী করিয়াছেন। যোগ্য পাত্রেই কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে, আগামী ২১ এ জানুয়ারি লার্ড মেয়ো ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিবেন। ফেব্রুয়ারির ১০।১২ ই কলিকাতায় প্রত্যা[illegible] উৎসর্গের আমোদ প্রমোদ তাহীন হইয়াছে না কি?

ঢাকার ছোট আদালতের জজ সি, ডি লিন্টন সাহেবের চরিত্রের বিষয় বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন। সম্প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্নর উহাকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত করিয়াছেন। কাবেল বলি, অনুসন্ধান করেন, এরূপ অনেক লিন্টন দেখিতে পান।

বেঙ্গল টাইমস কাসলেণ্ড হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, "১৪ ই ডিসেম্বর লুসাইদিগের সহিত একটী সামান্য যুদ্ধ হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন হানি হয় নাই। সাইলুচিঙ্গাপুনার পল্লীটী এককালে ধ্বংসাবশেষ হইয়াছে।

১৮ ই নবেম্বর বুলন্দসহরে অল্পমাত্র বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা চণের উপযোগী নয়। ইহার পর আর ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হইয়া থাকে, এ বৎসর আর শস্য জন্মিবে না। এসময়ে দুর্ভিক্ষ ও পীড়া নিবন্ধন অনেক দরিদ্রের মৃত্যু হইতেছিল।

১২ ই পৌষ মঙ্গলবার।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি রঙ্গপুরের অন্তর্গত কোন গ্রামে এক কর্ম্মকারের বাটীতে তত্রত্য বিচিত্র রীত্যনুসারে স্ত্রীগণ রাত্রিকালে প্রাঙ্গনে বস্ত্র রাখিয়া নৃত্য গীত করিতেছিল। এমন সময়ে নিকটস্থ এক গৃহের পশ্চাদ্ভাগে ব্যাঘ্রের শব্দ শুনিতে পাইয়া উহারা উলঙ্গ অবস্থায় গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করে। পরে দেখা গেল প্রাঙ্গণস্থিত একখানিও বস্ত্র নাই। ব্যাঘ্রটী রসিক চোর বটে।

শ্যাম দেশে স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পুনার একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, মহারাজ হোলকারের ইন্দোরস্থ বারুদ খানায় অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৮০ জন লোকের জীবন সংহার ও অনেক টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট করিয়াছে।

গঞ্জামের দুর্ভিক্ষনিবন্ধন অনেক লোক স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ৩৫০ জন লোক কলিকাতা এবং ১০০ জন বোম্বাই যাত্রা করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত লালকমল দেবশর্ম্মা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "বাতুলাবাতুল" নামক পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যার্থে মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

সম্প্রতি ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে কলিকাতার অন্তঃপাতি বরাহনগর গ্রামের নিয়োগি পাড়া লেনে বরাহনগর হিতৈষী বাঙ্গালা পুস্তকালয় নামে একটী পুস্তকালয় সর্ব্বসাধারণের হিতসাধনার্থে সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক রাখা হইতেছে।

হিতসাধিনী বলেন, "নোয়াখালীর জেলখানার কয়েদীরা নাএব দারোগার নামে, সরকারি তহবিলের ১৶ আনা তছরূপের অভিযোগ করাতে মাজিষ্ট্রেট নাএব দারোগার ৫০ টাকা জরিমানা এবং ৬ সপ্তাহ কারাবাসের অনুমতি করিয়াছেন। নাএব দারোগা আপীল করিয়াছেন।"

সোণার বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন:—

ভাদ্রমাসে জলপ্লাবন হইয়া আমাদিগের সোণা গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহাদি জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। তাহার পুনঃ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য প্রার্থনা করাতে মুরশিদাবাদের কাশীমবাজার নিবাসিনী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী পূর্ব্বে ২০ বিংশতি মুদ্রা অধুনা ১০ দশ মুদ্রা সমুদায়ে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা ও পুঁটিয়ার রাণী শ্রীশ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী ২০ বিংশতি মুদ্রা সাহায্য করিয়াছেন।

বোম্বাইর একজন পারসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়ে আপনার নাম পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী নাম গ্রহণ করাতে আমরা লিখিয়া ছিলাম, ইনি ইংরাজদিগের ন্যায় পূর্ব্বধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখিতে চান না। সাপ্তাহিক সংবাদ এতদর্পণে লিখিয়াছেন, এক ব্যক্তির নাম কৃষ্ণমোহন তিনি যদি নাম পরিবর্ত্ত না করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন হিন্দুদিগের মুর্খের হৃদ সংযোজনবিরহন পাপস্পর্শ করিবে। ইহাতে আমাদিগের একটী গল্প মনে পড়িল। হিন্দুদিগের নিয়ম এই, স্ত্রীর স্বামীর নাম অথবা তাহার নামাক্ষরের সহিত অধিক সৌসাদৃশ্য আছে এরূপ কোন দ্রব্যের নাম করিতে নাই। একটী স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম কৃষ্ণ"। সে "আমড়া" বলিত না। ইহার কারণ এই, আমড়া টক কৃষ্ণ শব্দেও ক আছে টকেও ক আছে। অতএব আমড়া বলা অকর্ত্তব্য। এই স্ত্রীলোকটীর ধর্ম্মবুদ্ধি যেরূপ, সাপ্তাহিক সম্বাদের সেইরূপ বোধ হইতেছে।

১৩ ই পৌষ বুধবার।

বেঙ্গল টাইমস বলেন, ঢাকার খাজে আবদুল গণি সি, এস, আই প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য কামনায় ঢাকা নগরের চিরস্থায়ী উন্নতি বিধানার্থ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫০ সহস্র টাকা দিয়াছেন।

গত ১১ ই ডিসেম্বর আমাদিগের এখানে যেরূপ ভূমি কম্প হইয়াছিল ব্রহ্মদেশেও ঐ দিবস সেইরূপ হইয়াছিল। তবে এখানে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় হয়, সেখানে ১১ ও ১২ ঘটিকার মধ্যে হইয়াছিল। উক্ত দিবসের ভূমি কম্পের সংবাদ অনেক স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, ১ লা ডিসেম্বর হইতে ৭।৮ দিনের মধ্যে লক্ষ্ণৌএ ৫০১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১৬ জনের ওলাউঠায় ও ২১৪ জনের জ্বরে মৃত্যু হয়।

গত সোমবার রাত্রিতে পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের বেলিয়াঘাটাস্থ একটী গুদামে অগ্নি লাগিয়া অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে।

গত সোমবার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর এই বলিয়া পুলিসে সংবাদ দেন, গত রাত্রিতে কোন দুষ্ট প্রকৃতি লোক তাঁহার বাটিতে একটী শিশুর মস্তক ফেলিয়া দেয়। কে কেহ হত্যা করিয়াছে, অথবা পীড়া হইয়া তাহার মৃত্যু হইলে পর মস্তক ছেদন করিয়া এইরূপ করা হইয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। পুলিস কমিসনর এবিষয়ের অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন ইতি মধ্যে কতপার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিবেন না।

ইংলিসম্যান বলেন, নিজামের রাজ্যে আগামী জানুয়ারি হইতে কুকুরের উপরে টাক্স গ্রহণ আরম্ভ হইবে! শেষে কুকুর বিড়ালের উপরেও টাক্স হইতে আরম্ভ হইল।

১৪ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

শ্যামের রাজা আপাততঃ কলিকাতায় আসিতেছেন না। লার্ড মেয়ো দিল্লীতে সৈন্যদিগের রণকৌশল দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিলে তিনি আসিবেন।

গত কল্য রাজকোটে মহাসমারোহে একটী দরবার হইয়া জুনাগড়ের নবাবকে ষ্টার অব-ইণ্ডিয়া উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের বাটিতে যে একটী শিশুর মস্তক ফেলিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, পুলিস অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন স্বাভাবিক মৃত্যুর পরেই শিশুটীর মস্তক ছেদন করা হইয়াছিল। যাহারা এ কার্য্য করিয়াছে তাহারা ধৃত হইবে সে সম্ভাবনা অল্প।

আগামী ৫ ই জানুয়ারি লার্ড ও লেডি মেয়ো গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক ভোজ দিবেন।

শুনা যাইতেছে, সরকার গুরুকুমার মিত্র রাজ্যমধ্যে একটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের মানস করিয়াছেন।

১৮৭২ অব্দের ১৫ ই জানুয়ারি হইতে মুরশিদাবাদ পত্রিকা নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বহরমপুর হইতে প্রচারিত হইবে। প্রতিবারে অন্ততঃ একটী প্রস্তাব ইংরাজী ভাষায় এবং অপর প্রস্তাব ও সংবাদাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে।

গত বর্ষের ছয়মাসের মধ্যে কলিকাতায় ১৪৮২৮৫৪২৬ টাকার বাণিজ্যদ্রব্য আমদানী হয়। গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় [illegible] কোটি টাকার দ্রব্য কম আমদানী হইয়াছে। ১১৮২২৭৪৪০ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হয়। ইহাও গত বৎসরের অপেক্ষা কম হইয়াছে।

১৫ ই পৌষ শুক্রবার।

সেদিন শ্রীরামপুরের পোষ্ট আফিসে যে ডাকাইতি হইয়া যায়, মাজিষ্ট্রেট প্রধান ডাকাইতকে ও তাহার প্রধান সহচরের ৪ বৎসর করিয়া এবং অপর ৩ জনের ১ বৎসর করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

জলপ্লাবন নিবন্ধন সমুদায় ধান নষ্ট হওয়াতে নদীয়া বিভাগের ঘাট নামক গ্রামের প্রায় ৩ অংশ লোক অনাহারে মরিয়া গিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সম্প্রতি কাচ ভাট জাতির মধ্যে একটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, আবিসিনিয়ার মৃত রাজা থিয়োডোরের পুত্র ইংলণ্ডে আছেন। ইনি রুগবি কালেজে অধ্যয়ন করিবেন।

কিংষ্টন (জামেকা) হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে, একজন নিগ্রো জাতীয় সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক এক ভয়ানক অপরাধে বিচারালয়ে অর্পিত হইয়াছে। ইনি সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ টী বালককে হত্যা করিয়া উহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়াছেন। কি ভয়ানক রাক্ষসী !!!

অমৃতবাজার পত্রিকা কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। সম্পাদক এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার কারণ আছে। মফঃস্বলের অত্যাচার সকল স্বচ্ছন্দে থাকিয়া যেমন নিবারণ করা যায় এমন রাজধানীতে থাকিয়া হয় না।

কলিকাতার জজদিগের বল করিবার বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট করিয়াছেন।

এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে যখন নিযুক্ত করা হয় তখন [illegible] দিগকে বহু" [illegible] হইয়াছেন,

কিন্তু গত গেজেটে " মিষ্টার " বলিয়া তাঁহাদিগের নাম ভুল প্রকাশিত হইয়াছে। " মিষ্টার " উপাধিটি আমাদিগের ভাল লাগে না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম এস, লব সাহেব কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬ ই পৌষ শনিবার।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যদি কোন, দলীল রেজিষ্টারের পুস্তকে নকল করিতে দুই পাতাধিক লাগে তাহা হইলে প্রত্যেক পত্রে চারি আনা করিয়া অতিরিক্ত ফী লাগিবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন কোন পদ উঠিয়া গেলে কর্ম্মচারিকে দুই অথবা এককালীন কিছু দিবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করিতে হইবে তাঁহাকে অন্য কোন শূন্য পদে নিযুক্ত করা যায় কি না? এই নিয়মটী উত্তম হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট ও কর্ম্মচারিগণের সুবিধা হইবে।

আসামে একজন প্রধান কমিসনর হইবেন স্থির হইয়াছে। জনশ্রুতি বিচারপতি লুইস জাকসন এই পদ পাইবেন। পাইলে ভাল হয়। বিচারপতি জাকসনের যে তেজস্বিতা আছে তাহা দরিদ্র মুন্সেফদিগের মস্তকে নিক্ষেপ করাতে তত উপকারের হইতেছে না; শাসনকর্ত্তা হইলে তিনি তাঁর বলে অনেক কাজ করিতে পারিবেন।

চুঁচিয়ার ছোট আদালতের জজ লিটন সাহেবকে কর্ম্মে স্থগিত করা হইয়াছে। আব্রাম নামক যে খানসামা সাহেবের হত্যার কারণ সে পলায়ন করিয়াছে।

মফস্বলের দেওয়ানী আদালত সমূহের বিদায়ের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৭২ দিবস ছুটি হইবে। ভাগলপুর, গয়া, পাটনা সারণ, সাহাবাদ ও ত্রিহুতে ৭১ দিন হইতেছে।

ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন ৩০০ টাকা ছিল ২০০ টাকা করাতে হিন্দুহিতৈষিণী প্রতিবাদ করিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন ৩০০ শত টাকা লইয়া কলিকাতার নর্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করা হইবে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। গতরাত্রিতে প্রিন্স অব ওয়েলস অতি সুস্থ ছিলেন। তিনি দিন দিন স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

লণ্ডন ২০ এ ডিসেম্বর বৈকাল। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ১২৫০০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

স্যাণ্ড্রিঙ্গহাম ২১ এ ডিসেম্বর বৈকাল। গত রাত্রিতে প্রিন্স অব ওয়েলসের কোন অসুখ ছিল না। তিনি ক্রমে বল প্রাপ্ত হইতেছেন।

মাড্রিড ২০ এ ডিসেম্বর। স্পেনের মিনিষ্টারি পদত্যাগ করিয়াছেন এবং সিনর সেগাষ্টাকে একটী নূতন কাবিনেট করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে।

লণ্ডন ২২ এ ডিসেম্বর বৈকাল। গত রাত্রিতে রাজপুত্রের কিছু অসুখ হইয়াছিল; কিন্তু পীড়ার সাধারণ অবস্থা কল্য যেরূপ ছিল অদ্যও সেইরূপ আছে।

লণ্ডন ২৩ এ ডিসেম্বর বৈকাল। গত রাত্রিতে রাজপুত্রের কোন অসুখ ছিল না; রাজপুত্র ক্রমেই স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৯ এ ডিসেম্বর। ডাক্তার সর্কিস্ সিবেল সার্কেল ডেপুটি মাজেষ্ট্রেটদিগের এবং পুলিশ ও অহিফেন বিভাগের পরীক্ষার নিয়ম সকলের ৩ য় আর্টিকল অনুসারে আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে যাহারা উপরোক্ত নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, ডাক্তারি বিষয়ে তাহাদের পরীক্ষা করিবেন।

২০ এ ডিসেম্বর। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সি, এস, সিলেটের সাধারণ শিক্ষার স্থানীয় সভার সভ্য নিযুক্ত হইবেন।

জন বে, সিংটন রবার্টস ষ্টাম্প ষ্টেশনারির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এক, জে আলেকজণ্ডার ডিভিজিনের জন্য মালদহের দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২১ এ ই. ই. লাইস ডিভিজনের জন্য ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হন।

বাবু জানকীনাথ মজুমদার ডিভিজনের জন্য হুগলী ও মেদিনীপুর রেভেনিউ ডেপুটি কালেক্টর আর সরভের পদে নিযুক্ত হইবেন। ইনি ১৮২২ অব্দের ৭ ও ১৮২৫ অব্দের ৯ ধারা অনুসারে উক্ত প্রদেশ সকলে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২২ এ ডিসেম্বর। কে, জি, চাবলন ভাগলপুর এবং পূর্ণিয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন।

এস, লব এম, এ, কৃষ্ণনগর কালেজের প্রিন্সিপল হইবেন।

২৩ এ ডিসেম্বর। রিচার্ড লি সাহেব মেদিনীপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা হাবড়ার সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

লেপ্টেনান্ট এল, জে, এচ, জে।

বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র।

শেষোক্ত ব্যক্তি আবার ঐ সভার সেক্রেটারি ভার পাইবেন।

২৬ এ ডিসেম্বর। বারিসুলাঙ্গন মিসনের রেবরেণ্ড হারমান ১৮৭২ অব্দের ৫ আইনের, ৬ অধ্যায়ের ৪ ধারা অনুসারে খ্রীষ্টানদিগের বিবাহ দিবার ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। জুড়িতে প্রকাশ করিতেছি যে বনয়ারী আবাদে টীকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে অধিবাসীরা অনেকগুলি আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু তৎসমুদায় এখানকার রাজসংসারের অন্যতর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল দত্ত মহাশয়ের প্রগাঢ় যত্নে খণ্ডিত হয়। এ বিষয়ে মহারাজের আদেশানুসারে রামলাল বাবু হস্তাবলম্বন না করিলে বনয়ারী আবাদে টীকা প্রচলিত হওয়া সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইত। বনয়ারি আবাদ এ অঞ্চলের প্রধান স্থান। এখানে যখন ইহার

কার্য্য আরম্ভ হইবে, তখন যে সকলকেই প্রাণে ইহার প্রচলন অনায়াসলভ্য হইবে, ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। এখন সেগুলির চাঁদিপাল কাহাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত দেওয়া হইলে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

২। রাইপুর অঞ্চলে যে জ্বর দেখা দিয়াছিল, তাহার প্রকোপ অল্পে অল্পে প্রশমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। রাইপুরের জমিদার মহাশয়গণ যথা সময়ে একজন সুচিকিৎসক আনাইয়াছিলেন বলিয়া সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছিল। কিন্তু চতুঃপার্শ্ব একবারে রসাতল গিয়াছে, বলিলেই হয়। রাইপুরের অতি নিকট সেনকাপুর একবারে জনশূন্য হইয়াছে। বর্দ্ধার এত মৃত্যু হইয়াছে, যে অনেক শবের সৎকার হইয়া উঠে নাই। শুনিলাম, ঐ অঞ্চলে এরূপ সকলকার লোকের অভাব হইয়াছে, যে মাঠের ধান্য প্রভৃতি ফসল তদবস্থায় রহিয়াছে। তুলিয়া লইবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। এখন কথা হইতেছে, বীরভূমে প্রকৃত পক্ষেই সংক্রামক জ্বর প্রবেশ করিল। এ বৎসর ত লোকের যা হইবার তাহা হইয়া গেল। আগামী বৎসর যাহাতে ইহার প্রতীকার বিধায়ক উপায় পূর্ব্ব হইতে অবলম্বিত হয় তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ বিধান করেন এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

৩। বীরভূমের সাহায্যকৃত স্কুলের বালকদিগকে কোন রূপ বিশেষ পুরস্কার দিতে আমরা একবার বীরভূমের জমিদার মহোদয়গণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কীর্ণাহারের শিবচন্দ্র বাবু আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। গত পরীক্ষায় যে ছাত্র রচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি একটী ২০ টাকা মূল্যের রৌপ্য মেডল দান করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আগামী বর্ষে কোন্ কোন্ জমিদার এই সদনুষ্ঠানের অনুসরণ করেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

৪। বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে ১৮ জন ও মিশন বিদ্যালয় হইতে দুই জন মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফল এখনও জানা যায় নাই। এবারে মিশন স্কুলের অধিকতর সন্তোষকর ফল না হইলে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সকলেই সন্দিহান হইবেন। স্কুল দুইটীর মধ্যে অত্যন্ত প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

৫। ইংলিশ মাইনর পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তক ও বিষয় মধ্যে পরিগণিত ছিল না। সুতরাং ছাত্রেরা তাহার কিছুমাত্র আলোচনা করে নাই। পরীক্ষার সময় তদ্বিষয়ক প্রশ্ন দেখিয়া ছাত্রেরা চমৎকৃত হইয়া উঠে। কোন কোন বিভাগে এরূপ যে ভ্রম হয়, তাহা বড় দুঃখের বিষয়। এখন আমাদের অনুরোধ রচনায় নম্বর যেন অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের নম্বরের সঙ্গে সংযোজিত না হয়। অন্যথা প্রকৃতরূপে কাজ করা হইবে না। অনেক ছাত্র মারা যাইবে।

১০ ই পৌষ

১২৯৮

—০—

আমাদিগের সুলতানপুর সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানে যে আজি কালি শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব তাহা বলা বাহুল্য। শীত এখানে কথঞ্চিৎ বৃষ্টিপাতের আবশ্যকতা হইয়াছে, নতুবা শস্যাদির পক্ষে অনেক ক্ষতি হইবে; কিন্তু কই বৃষ্টির ত কোন সম্ভাবনা দেখি না। সুলতানের খালসকল এ সময়ে শুষ্ক, কেবল কূপের জলই এখানকার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে।

২। এখানকার ব্রিগেডিয়ার জেনরল কেই সাহেব এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। যে দিন তিনি গমন করেন, সেই দিন আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলাম। ক্যান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির অত্যাচার হইতে ইনি ছাউনিস্থ লোকদিগকে মুক্ত করিয়াছেন এবং ছাউনীতে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইগুলি অভিনন্দন পত্রে আমরা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছিলাম। জেনরল কেই সাহেব নিজ বাটীর হইতে একখানি সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছেন। ছাউনীর বিদ্যালয়টীর প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী হইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। অত্র ইংরাজেরা যে কতদূর উদারচিত্ত ও মহৎআশয় জন তাহা বলা যায় না। আমি যখন গোয়ালিয়রে ছিলাম, তখন তাৎকালিক ব্রিগেডিয়ার জেনরল ক্রেবলেন সাহেবের ও পোলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল সাণ্ডাস সাহেবের অমায়িকতা, উদারতা প্রভৃতি গুণের কথা অনেকবার আপনার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। সুলতানস্থ উন্নতিবিধায়িনী সভাটী সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক চলিলে আমাদের নিজের নিজের উন্নতি ও ভদ্র ও শিক্ষিত ইংরাজদের সহিত আমাদের সমাগম হইতে পারে; কিন্তু অত্রস্থ প্রায় ৪০ জন বাঙ্গালীর মধ্যে ৪টী বাঙ্গালী নিয়মিত সভায় আসা পাওয়া ভার। অন্য পেশোয়ার হইতে এক বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম, যে তথায় একটী ইংরাজ পাদরীর যোগে "হিতোন্নতি" নামী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সাহেবটী বিশেষ যত্নের সহিত দেশীয় লোকের উন্নতি সাধনার্থে তৎপর হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা একটী সংবাদ কাগজ পাঠের সভা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে এত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠা গেল না।

৩। দুঃখের বিষয় এই, আমাদের প্রিয় বন্ধু আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র বাবু ভুবনমোহন বসু মহাশয় কোহাট অঞ্চলে বদলী হইয়াছেন, শীঘ্রই তিনি এখান হইতে যাইবেন, তাঁহার গমনে আমরা অনেকগুলি উন্নতির উপায় হইতে বঞ্চিত হইব।

৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে মহেশ্বর বংশের শেষে সুলতান হইয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে এক সপ্তাহমাত্র ছিলেন। এই এক সপ্তাহ মধ্যে সুলতানস্থ সকীয় সমাজ তাঁহার নিকট কয়েকটী অমূল্য উপদেশ পাইয়াছেন। "মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য"

"কিসে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও ধর্ম হয়" এবং "জীবন্ত পরমেশ্বর" বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। ইহা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের নিকট হইতে বিলাতের যে সকল নূতন নূতন বিষয় শুনিয়াছেন, তাহা এক দিন আমাদের সকলকে শুনাইলেন। এক দিন রাত্রে শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষের নবজাত কন্যার জাতকর্ম উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে অত্রস্থ অধিকাংশ বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। অত্রস্থ হিন্দু চূড়ামণি বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন মহাশয় বিশেষ আকিঞ্চন ও আগ্রহসহকারে একদিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে উপাসনা করিতে মহেন্দ্র বাবুকে আহ্বান করেন। সে দিন উপাসনা শ্রবণ করিয়া ক্ষেত্র বাবু ও তাঁহার পরিবারগণ বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

৫। সিন্ধু উপত্যকার রেলওয়ের জন্য শীঘ্রই এখানে একজন চীফ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ষ্টেট রেলওয়ের প্রসাদে ক্রমে ক্রমে মুলতান প্রকৃত সহর হইতে চলিল, এতদুপলক্ষে অনেক গুলি বাঙ্গালীরও আমদানি হইবার সম্ভাবনা। এতগুলি বাঙ্গালী একত্র হইয়া বাঙ্গালী নামের যদি গৌরব রক্ষা করিতে না পারেন, তবে "বাঙ্গালীদের কেবল কথাই সার কাজে কিছুই নহে" এই প্রবাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

৬। শুনিয়া সুখী হইলাম, যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক প্রভৃতি মহোদয়গণ লাহোরে চারি মাস কাল অবস্থিতি করিয়া অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। "ভারত সংস্কার" নামক সভার শাখা সংস্থাপন করিয়া রজনী বিদ্যালয় দ্বারা সামান্য লোকের বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি করা, দাতব্য বিভাগের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করা, সামাজিক কুরীতি সংশোধক বিভাগের দ্বারা পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ হইয়া স্নান নিষেধ ও অন্যান্য কতকগুলি কুপ্রথা দূর করা প্রভৃতি অনেকগুলি মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইতেছে। ইহাতে ব্রাহ্ম ব্যতীত অন্যান্য অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী আগ্রহের সহিত যোগ দিয়াছেন, ইহা কম সুখের বিষয় নহে।

৭। আজি কালি পবলিকওয়ার্ক বিভাগের ও কমিসরিএট বিভাগের উপর গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ দৃষ্টি পড়িয়াছে, বোধ হইতেছে। এলাহাবাদের তোপাগার পত্তিঙ্ক সাওয়াতে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র হইতে সুপারভাইজার পর্য্যন্ত কর্ম্মচ্যুত ও যার পর নাই তিরস্কৃত হইয়াছেন। আবার দেরাগাজী খাঁর একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র ও সব ওভারসিয়ার কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। সম্প্রতি পেশোয়ার কমিসরিএট আফিসের সাহেব কর্ণেল লো অনেক দিন কোর্টমার্শালের পর সৈনিক পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন। কর্ণেল লো সংক্রান্ত মকদ্দমায় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ লার্ড নেপিয়র অব ম্যাগডালা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্টের সংস্কারের জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। দেখা যাউক, কি হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হাজার করুন, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র ও একজিকিউটিব কমিসরিএট আফিসরগণ ধর্ম্মনীতিসম্পন্ন সাধুচরিত্র ন্যায়পরায়ণ না হইলে কিছুতেই চুরি ও প্রবঞ্চনার স্রোত কমিবে না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শ্রীচন্দ্র শর্ম্মার হিতোপদেশের
প্রজাপীড়ন বিষয়ক শেষ
অধ্যায়।

কলির শেষার্দ্ধে এক দিবস অপরাহ্নে ভগবান পূর্ব্বদিক তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইয়াছেন, এমন সময় এক ক্ষেত্রে এক পাল মেষ এক একবার সূর্য্যের কনক কিরণ অবলোকন করিতেছে এবং এক এক বার নবীন ঘাস বস্তু দ্বারা খণ্ডন করিতেছে। ইতিমধ্যে তথায় একটি স্ফীতকায় ব্যাঘ্র উপস্থিত। মেষগণ শার্দ্দূল দর্শন করিয়া ভীত বচনে যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল। "হে দ্বীপিন! অদ্য কি নিমিত্ত এস্থলে পদার্পণ করিয়াছেন? [illegible] আপনার আহারীয় [illegible] প্রেরণ করিয়াছি।" শার্দ্দূল প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ, প্রাতে যে মেষটি পাঠাইয়াছ, তদ্দ্বারা আমার কথঞ্চিৎ ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়াছে। অদ্য আমার পুত্রের শোণিতাশন, তদুপলক্ষে আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ভোজনার্থ আরও চারিটি মেষের প্রয়োজন। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বহুমেধী তাহারা আমার সঙ্গে চল।" এই কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই ব্যাঘ্র পুষ্টকায় চারিটি মেষকে আক্রমণ করিলেন। অন্যান্য মেষ এই সমুদয় দর্শন করিয়া কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নতশিরা হইল। তথায় একটি শৃগাল ছিল, মেষদিগের দুরবস্থা দেখিয়া বলিল, "হে মেষপাল! তোরা নিতান্ত নির্ব্বোধ যে শার্দ্দূলের ভয় করিতেছিস, তাহার দন্ত নাই এবং সে নিতান্ত দুর্ব্বল। তোরা যদি তাহার নামে মৃগেন্দ্রের নিকট অভিযোগ করিস, তবে তোদের সমূহ বিপদের শান্তি হইবে।" মেষগণ প্রথমে তাহার কথা অগ্রাহ্য করিল; কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক শার্দ্দূলকে বলিল "তুমি সিংহের অনুমতি অনুসারে আমাদিগের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছ। তন্নিমিত্ত আমরা তোমাকে প্রতিদিন আহার যোগাইতে পারি; কিন্তু তুমি যদি এত অধিক চাহ, তবে সিংহের বিনা অনুমতিতে পাইবে না।" শার্দ্দূল এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়া সগর্ব্বভাবে বলিল "হাঁ হইবেইত।" কাক শৃগাল প্রভৃতির জীবিকার কোন উপায় নাই, তাহারা এবং রাজপ্রসাদ প্রত্যাশী ব্যক্তিরা প্রজাদিগকে অন্যায়ের শিক্ষা দান করিয়া থাকে। রাজা যে প্রজার শিক্ষার উৎসাহ দিতেছেন তাহা পরিণামদর্শির কার্য্য হইতেছে না। প্রজারা যদি আমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, তাহা হইলে কি মৃগেন্দ্রের প্রভুত্ব স্বীকার করিবে?" এই চিন্তা করিয়া বলিলেন, ভাল চল আমরা সকলে মহারাজ মৃগেন্দ্রের নিকট যাইয়া স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করি।" মেষগণ উক্ত মতের অনুমোদন করিল।

[illegible] এরূপ উচিত কার্য্যের অভাব স্থান করি। [illegible] জন্য [illegible] সভা হইত না। [illegible] সভ্যের পেচক বিবর প্রভৃতি [illegible] অন রাজ কর্ম্মচারীও তথায় থাকিত। এক দিবস সভা হইতেছে, এমন সময় ব্যাঘ্র এবং মেষগণ দ্বারে উপনীত হইল। সভার চমৎকার শোভা হইয়াছে। নল, নীল ও জাম্বুবের সহিত সিংহ দূরতার বিষয় আলোচনা করিতেছেন। এক দিকে পেচক পণ্ডিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, এক এক বার নয়নোন্মীলন করিতেছেন, আর গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন "না ইহার মীমাংসা হইতে পারে না।" ব্যাঘ্র সভায় প্রবেশ করিয়া প্রণিপাত করিলেন। সিংহ তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন "শার্দ্দূল। তোমরা আমাদিগের প্রজা। তোমরা আমাদিগের অনুগ্রহকাঙ্ক্ষী। তোমরা যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে আইস তাহাতে আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করি। অদ্য কি চাও।" ব্যাঘ্র বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ। আমরা আপনাদিগের দাস, আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের রক্তমেদ বর্দ্ধিত হইতেছে। মেষগণ পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে কর দিতে অসম্মত। আমরা হীনি জাতি, অনেক ক্রিয়া কলাপ আছে, তন্নিমিত্ত নিয়মিত করাধিক রাজস্বের প্রয়োজন। কিন্তু মেষগণ তাহা—

সিংহ—বুঝিয়াছি। মেষগণ! তোমরা কর্ত্তব্যতা বিষয়ে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতে চাও, ইহা অতিশয় প্রগল্‌ভতার কার্য্য। আমরা যাহা করি এবং করিব তাহার প্রধান উদ্দেশ্য তোমাদিগের মঙ্গল। সুতরাং তাহাতে তোমাদিগের দ্বিরুক্তি করা অন্যায়।

মেষ সভা মণ্ডপে প্রবেশ করিতে না পারিয়া পূর্ব্ব পরিচিত শৃগালকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিল। সেই শৃগাল ঐ সময় সভায় প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্র সিংহ কোপ প্রকাশ করিলেন এবং বিবেচনা করিলেন মেষে ও ব্যাঘ্রে যে বিরোধ আছে তাহার কারণ দূর করা কর্ত্তব্য। অতএব পেচক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কি কর্ত্তব্য?"

পেচক—"আমি একটী নিগূঢ় বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলাম। আপনি আমার চিন্তার স্রোত নিকৃষ্ট বিষয়স্বরূপ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিলেন।"

সিংহ—সে বিষয় কি?

পেচক—আমি চিন্তা করিতেছিলাম, পক্ষী অণ্ডজ না অণ্ড পক্ষিজ। ঈশ্বর অগ্রে পক্ষীর না অণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন?

সিংহ—হে পেচক চূড়ামণি! আপনি সরস্বতীর অগ্রণীর বাহন। যে বিষয়ের মীমাংসা আপনার দ্বারা হয় নাই তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। বোধ হয় যে ব্যক্তি আপনার পূর্ব্বে ব্যবস্থা কার্য্য সম্পাদন করিতেন তিনি এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

পেচক—তাঁহার কথা কি বলিতেছেন। পদে পদে তাঁহার ভ্রম ঘটিয়াছে। এক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, পুস্তকান্তরে আবার তাহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

সিংহ—সে যাহা হউক, এক্ষণে উপস্থিত বিষয়-

পেচক। মেষ ক্ষেত্রে ব্যাঘ্রের কোন স্বত্ব নাই। পূর্ব্বাধিকার সূত্রে তাহারা অধিকারী হইতে চাহে তাহা হইতে পারে না। কারণ হিন্দু এবং ডারউইন মতে মৎস্যেরা এই পৃথিবীর অধিবাসী ছিল। যদি ব্যাঘ্র তাহার পরে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোন স্বত্ব থাকে তাহা হইলে কীট পতঙ্গাদির স্বত্ব লোপ কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনায় ব্যাঘ্রের স্বত্ব উচ্ছেদ দেওয়া উচিত হয় না। বিশেষতঃ ব্যাঘ্রগণ যেমন মেষ ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে মৃগেন্দ্রেরাও সেই প্রকারে অনেকে প্রভুত্ব করিতেছে। ব্যাঘ্রের স্বত্ব এবং মৃগেন্দ্রের স্বত্ব উভয়ই আত্ম বল ভিত্তি মূলের উপর সংস্থিতি করিতেছে।

সিংহ—ভাল বলিয়াছেন।

বিবর—মৃগেন্দ্র! আমাদিগের শীতবস্ত্রের প্রয়োজন।

সিংহ পেচকের যুক্তি শুনিয়া নিম্নলিখিত আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

যেহেতু আমরা একবার যাহা করি তাহার পরিবর্ত্তন করি না এবং না করার বিশেষ কারণও আছে, অতএব ব্যাঘ্রগণ পূর্ব্বের ন্যায় মেষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে এবং আমাদিগকে নিয়মিত কর দিবে। যেহেতু আমাদিগের শীত বস্ত্রের প্রয়োজন এবং যেহেতু মেষ রোম অতিশয় উষ্ণ অতএব তাহা গ্রহণ করা হইবে। মনুষ্য—মস্তকে অধিক চুল থাকিলে যেমন মনের স্ফূর্ত্তি হয় না মেষের রোম থাকিলেও তাহার মন অপরিষ্কার থাকে, সুতরাং রোম ছেদন করিলে মেষের উপকার হইবে। রোম ছেদন করা নিকৃষ্ট কার্য্য, তাহা ব্যাঘ্রগণ করিবে এবং তজ্জন্য শতকরা ১৫ অংশ পারিতোষিক পাইবে। এই "শেষ কর"।

গৌহাটি।
১২৯৮ শ্রী—ই

মহাশয়! প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল, বাকরপুর এলাকার দক্ষিণ বাটেশ্বরা বহুড়ি ও সারাকাত প্রভৃতি গ্রাম ওলাউঠায় এক কালে ছার খার হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অদ্যাপি খবরই নাই। অধিবাসীদের ন্যায় খাদির মানার চরিত্রাছেন। হ্যামপুর রক্ষীগণ কি মনুষ্য নহে? উহারা কি রাজকর দিয়া ইংরাজ অধীনে বাস করিতেছে না? উহারা মরিলে কি সভ্যতম ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই? যখন যে দেশে ওলাউঠা পড়িতেছে, তখন সেই দেশ এক কালে ছার খার করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু যাহার উপর রক্ষাভার, তিনি নাসিকায় তৈল দিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। বিনা চিকিৎসায় বিনা ঔষধে শত শত ব্যক্তি অকালে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতেছে। অথচ আমাদের গবর্ণমেণ্ট উদাসীন। সরকার ভোজ নৃত্য গীতাদির বন্দোবস্তেই উহার নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ নাই। পাড়ায় বাঙ্গালিদিগের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে সময় কই? প্রতি পাড়ায় হাহাকার শব্দ, কান্নার রোল, পীড়িত মুমূর্ষুর বিকট স্বর আর সহ্য হয় না। শ্মশানে চিতার পরি

পূর্ণ। নিরন্তরই জ্বলিতেছে গঙ্গাতীর শীর্ষ শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। কাহার কর্ণ পাতা উচিত।

হায়! কপালগুণে বঙ্কিমবাবুও আমাদের দেশ হইতে গিয়াছেন। তিনি থাকিলে আজ ভাবনা কি? তিনি যাহা হয় একটা উপায় করিয়া দিতেন।

এক্ষণে আমরা করযোড়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, বাঙ্গালিরা মনুষ্য এই ভাবিয়া আমাদিগের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। মহাশয়! বলিতেছি, যাহারা এখনো জীবিত আছে, ভয়ে তাহাদের অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে। এই কয় দিনের মধ্যেই দেশ এককালে লোপাপত্তি পাইল।

দক্ষিণ বারাশত } শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী
১২৭৮

আসাম দেশ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একজন চিফ কমিশনরের অধীনে হইবে। পৃথক গবর্ণমেণ্ট হইলে উক্ত প্রদেশে সুশাসন সংস্থাপিত হইবে কি না সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। উত্তর পশ্চিম দেশে যে যে স্থানে চিফকমিসনর দ্বারা যেরূপে রাজ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে আমরা এক প্রকার ভগ্নাশ হইয়াছি। চিপকমিশনরগণ স্বাধীন, উঁহাদিগের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনেরলের নিকট কেহ অভিযোগ করিতে সাহসী হন না, বাস্তবিক ইচ্ছা এবং ক্ষমতা থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন। এমন কি ব্যবস্থা বহির্ভূত প্রদেশে কমিশনরের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করিলেই বিপদ উৎপাতের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। চিফকমিশনরের ত কথাই নাই। বিবেচনা কর, গত বৎসর যে রোগে একটি বালক আসামের কমিশনর কর্ত্তৃক পাঠশালা হইতে বহিষ্কৃত এবং দণ্ডিত হইয়াছিল, যদি সেই বিচার (?) চূড়ান্ত হইত তবে উক্ত বালকের কি দুর্দ্দশাই না হইত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কমিশনর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিলেন এবং তৎকালে শ্রীযুক্ত সর উলিয়ম গ্রে মহোদয় উক্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা ছিলেন, তাই রক্ষা। এক্ষণে কমিশনর চিফ কমিশনর হইল, আসামের কমিশনর বোর্ড অব রেবেনিউর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কর বিষয়ে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত হপকিনসন সাহেব উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্তিমাত্রই আসামের ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তর লোপ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা হিন্দুরাজাদিগের সময়াবধি নিষ্কর এবং অর্দ্ধকর ভূমির অধিকারী তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইবে। ইনি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূমির কর চতুর্গুণ করিয়াছেন। চিফ কমিশনর হইলে যে কি করিবেন তাহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। শুনা যাইতেছে যে আসামের চিফকমিসনরকে হাইকোর্টের ক্ষমতা প্রদান করা হইবে এবং প্রিবিকৌনসিলে আপিলের প্রথা থাকিবে না। তাহা হইলে প্রজার ধন এবং প্রাণ তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত হইল।

এবিষয়ে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য আছে। শ্রীহট্ট জেলা আসামভুক্ত হইবে। এই জেলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, সুতরাং উক্ত জিলায় প্রজাগণ যাহারা প্রায় ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মান্তর্গত প্রদেশের শাসনাধীন ছিল, তাহাদিগকে ব্যবস্থা বহির্ভূত দেশের শাসনাধীন করা কত দূর সঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

১৬ ই ডিসেম্বর } শ্রীঃ—
১৮৭১ }

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত—বোগলকুচি	৩০
„ „ মনোহর মুখোপাধ্যায়—উত্তরপাড়া	৪১
„ „ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়া ঘাটা	৬
„ „ নিতাই প্রসাদ বসু—মাহিয়াড়	১০
„ „ হরিদাস রায়—শান্তিপুর	১০
„ „ প্রসন্ননাথ চৌধুরি—বগুড়া	১০
„ „ গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী—শাকরাইল	১০
„ „ উপেন্দ্রনাথ রায়—বসিরহাট	১০
„ গোবিন্দচরণ দে—শ্রীহট্ট	১০
„ „ দিননাথ পাল—সমস্তিপুর	১৩

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৮ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২৫ এ পৌষ। ইং ১৮৭২। ৮ ই জানুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। মোণিঅর্ডর হুণ্ডী নগদ চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮ } কার্য্যসম্পাদক

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারতবর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৷৶ দশ আনা মাত্র।

১৮৭১ সাল
১ লা জানুয়ারি
মজিলপুর } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি। সন ১২৭৯ সাল, ইং ১৮৭২.৭৩।

ত্বরায় প্রকাশিত হইবে, মূল্য বাঁধাই করা প্রতি ১ টাকা। মফঃস্বলে পাঠাইবার খরচা লাগিবে।

কলিকাতা
১৬নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীট } শ্রীবিহারীলাল নন্দী।

সংগীত প্রবন্ধ নামে নূতন পুস্তক চিনাবাজার শ্রী৺গচন্দ্র দাসের ৫৮ নং পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ডাক মাসুল সমেত ৷৵০ আনা।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টীট ১১৫ নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পানিহাটী নিবাসী ৺রঘুগোবিন্দ চৌধুরির স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী বহুদিন হইতে পীড়িত হইয়া সমীর ভবনে থাকায় তাঁহার তালাবন্ধ বাটীর নীচের ও উপরের দরজা ও সিন্দুক বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া সমুদয় দলিল দস্তাবেজ ও তৈজসপত্রাদি চোরে লইয়া গিয়াছে, আমি এবিষয় পুলিসে সম্বাদ দিয়াছি তিনি কিছু বিশেষ হইলেই সন্দিগ্ধ ব্যক্তির উপর অভিযোগ করিবেন।

চাকুরিয়া
১১ ই পৌষ
১২৭৮ সাল } নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"ঋতু-বিহার কাব্য" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কাশীপুর রোড ৪৩ নং ভবনে পাওয়া যায়। মূল্য ৷৴ আনা। ডাক মাসুল ৴০ আনা।

সামবেদের সংহিতা। শ্রী ... ... তর্কপঞ্চানন,
... সম্পাদিত, সটীক, সানুবাদ ৮
"সামবিধান" (সামবেদের ব্রাহ্মণ) সানুবাদ ৩
"সাম্ঞ্জি" (বি. মন্ত্রোপাসনারে সাম বেদীয় মন্ত্র সমূহের সূচি) প্রথমভাগ সানুবাদ ১
"ঐ" শেষভাগ (মুদ্রিত প্রায়)
"কবিকল্পলতা" টীকা (অলঙ্কার)
"বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী" ঐ মা
"বহুবিবাহ বিচার" সং
এইগুলি কলিকা

পুস্তকালয়ে এবং শ্রীরামপুর আল্ফ্রেড প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত পত্রিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। সংস্কৃত শ্লোক, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

কলিকাতা সাকেরি টোলার ৺ কৃষ্ণ চন্দ্র পাল চৌধুরির ষ্টেট।

গত ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গদেশের হাইকোর্ট উইলি সম্বন্ধীয় কার্যকারিতার উইল সংক্রান্ত ও ইষ্টেট ষ্টেট বিভাগ হইতে উপরি উক্ত মৃত ব্যক্তির শেষ উইল ও টেষ্টেমেণ্টের প্রোবেট উক্ত উইলের লিখিত একজিকিউটর অবনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সীতারাম ঘোষের পুত্র দেবনাথ বিশ্বাস এবং কাঁচকাচিয়াপুরের হরিশচন্দ্র ঘোষকে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

১৮৭১ ১৯ শে ডিসেম্বর } ডব্লিউ, টি, ওয়াট্সন
প্রোক্টর

একজন ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। মেডিকেল কলেজের ইন্টারমিডিএট কিম্বা বাঙ্গালা ক্লাসের প্রশংসাপত্রধারী ছাত্র যাঁহারা চিকিৎসায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। আহার খরচ স্বতন্ত্র পাইবেন। ১৫ দিনের মধ্যে স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীশিবচন্দ্র সরকার
জমাদার [illegible] } মোক্তার
আন্দুলপুর ষ্টেশন

১৬। ৫ম সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের এক খণ্ড ৫০০ [illegible] কাগজ আমার

হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দারজিলিং
৩ রা পৌষ } শ্রীকমলচাঁদ হালদার।
১২৭৮ সাল

"বহুবিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী"। সংস্কৃত পুস্তকালয়ে প্রাপ্য মূল্য ৵০ মাত্র।

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গাল মেডিকাল্ গেজেট্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিকাল্ গেজেট্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬০ পৃষ্ঠা, ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, মাসিক ৬৵০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার ফিল্ড প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

জগদ্বন্ধুপাসনা আর বিশুদ্ধ ত ও ক্রুড বিরুদ্ধ জনগণের মধ্যে যাঁহারা অন্ন দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও তথা সম্বন্ধীয় বৈরাজ পুরুষের সহিত উভয়ের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় জগতের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

নূতন ব্যবস্থা জ্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ "ঔষধ ব্যবস্থাদি" ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমায় ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এক কালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিশন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিটি কোম্পানির বাটীতে ও মজাপুর বসুগোপাল চাটুয্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং সোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

সচিত্র কলিকাতা নগর।
ভাঁড় সম্বলিত।

কালাচাঁদের আশ্চর্য্য উপন্যাস। ইহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা সামাজিক নিয়ম, শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বাঁধাইর মূল্য ৬০ মাত্র। পি, এম, ডি রোজারিও এণ্ড কোং এবং জন ওয়ালিস ষ্ট্রীট ১০ নং দোকানে ক্রয় করিবেন।

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব উহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপড্ডেন্ট এস লিউটিনাণ্ট কর্ণেল ড্রাও সাহেবের সাহায্যে এবং আর্ উর্বর্ষ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনেরলের অনুমতিতে উহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিয়মতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা

৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটী গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সদস্যের সম্মুখে ও তদারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরি ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের বাটীতে, এবং ডবলিউ, বি, রলট সাহেবের বাটীতে কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারিও কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাধিবাজার গলি, কে, ডুবেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রান্টস লেন ডি, ফ্রেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেনটিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেঝিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

১৩ নং কলেজ স্কোয়ার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার সাঁতরো ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য।	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০	আনা।
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এম,সবার্ক্রী লেন নং ৬৭ জি পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭১ সাল ২১ এ ডিসেম্বর।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	১	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইলের মধ্যে	১	৯
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	১	৪
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইলের মধ্যে	১	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী		
৩৫ মাইলের মধ্যে	২	
ভাগীরথী।		
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৭	
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৪	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫৬ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ১ লা জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৬	১১

বহরমপুর
১লা জানুয়ারি
১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্ক এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২১ এ পৌষ সোমবার।

নিত্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে নিয়ম মধ্যেও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে টিকিট লওয়া হইবে না, তথাপি কোন কোন গ্রাহক টিকিট পাঠাইতেছেন। অতএব গ্রাহকগণকে পুনরায় স্মরণ করা ইয়া দেওয়া যাইতেছে কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন। টিকিট গ্রহণ করিলে আমাদিগের নিয়ম ভঙ্গ হয়।

বারইপুর সবডিবিজনের অধীন ক্রুর পুর হইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গবর্ণমেণ্টের যে রোড্ডটী নবগ্রাম মৌহল্লা অম্রাতলা পাড়লদহ বোসেনামী প্রভৃতি

স্থান দিয়া মাতলার রাস্তায় গিয়া মিলিয়াছে, এক অংশে তাহা বিচ্ছিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন হইবার প্রকৃত কারণ কি তাহা আমরা অবগত নহি। তবে লোক মুখে শুনিতে পাই, অনেক দিন পর্য্যন্ত গাঙ্গুলদহের অতি দুরবস্থা ছিল; বাঁধ বাঁধা ছিল না। লোণা জল খেলিত। তাহাতেই গবর্ণমেণ্টের জেটি টেঁকিত না। যদি এইটী প্রকৃত কারণ হয়, এক্ষণে এ কারণ উন্মূলিত হইয়াছে। গাঙ্গুলদহে এখন লোণা জল খেলে না। উহার চতুর্দ্দিকে জেটি হইয়াছে; তবে এখন গবর্ণমেণ্টের জেটিটী আর বিচ্ছিন্ন থাকে কেন? যে কারণে গবর্ণমেণ্ট ঐ বাঁধ দিয়াছিলেন, এখন সে কারণের অসদ্ভাব নাই অথচ বাঁধের ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইতেছে। বাঁধটী হইলে কেবল যে লোকের গাড়ি গরু প্রভৃতি লইয়া যাইবার সুবিধা হইবে এরূপ নয়, নিকটস্থ আবাদগুলিরও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, তত্রত্য আবাদকরেরা জেটি ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে আপনাদিগের কৃত জেটির উপর দিয়া গাড়ির গরু ও বলদ প্রভৃতি লইয়া যাইতে দেন না।

বাণিজ্য সংক্রান্ত নূতন কমিসনর।

রিবেট কার্ণাক সাহেবের উপাধি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন অবধি তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য ও তুলার কমিসনার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবেন। রিবেট কার্ণাক সাহেব এপর্য্যন্ত কেবল তুলার উন্নতি সাধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে বাণিজ্যেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। তুলার নিমিত্ত স্বতন্ত্র কমিসনর হওয়াতে অশেষবিধ উপকার লাভ হইয়াছে। এ দেশের ব্যবসায়িগণের অধিকাংশ অসৎ, জুয়াচুরি করিতে পাইলে প্রায় কেহই ছাড়েন না। তুলার কমিসনর সম্পূর্ণরূপে যে এ দোষের নিবারণে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা এ কথা বলি না। তবে কি না তাঁহা হইতে চাসের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিতেছে। কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িরাও ইংলণ্ডের তুলার বাজারের সর্ব্বদা সংবাদ পান, তাহাতে তাঁহারা বাজারের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে শিখিয়াছেন। অতএব এখন ১৮৬৩। ৬৪ অব্দের ন্যায় তুলার ব্যবসায়ে এককালে বড়মানুষ হইবার সম্ভাবনা নাই বটে; কিন্তু এককালে সর্ব্বস্বান্ত হইবারও সম্ভাবনা নাই। সভ্য দেশমাত্রেই এক একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারির উপরে বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যের ভার সমর্পিত আছে। এদেশে পূর্ব্বে এ প্রণালী ছিল না; হিউম সাহেব কৃষি সংক্রান্ত সেক্রেটারি হইয়াছেন; তিনি এপর্য্যন্ত কোন কাজ করিতে পারেন নাই; করিতে পারিবেন এ আশাও বড় নাই; তাঁহার এ বিষয়ে কিছু করিবার ক্ষমতা আছে কি না সে বিষয়েও আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে; আমাদিগের সংস্কার এই তাঁহাকে এই পদ প্রদান করিয়া গবর্ণর জেনেরলের একজন প্রিয়পাত্রকে প্রতিপালন করা হইয়াছে এই মাত্র। যাহা হউক, হিউম সাহেব চিরস্থায়ী নহেন, তিনি কিছু করিতে না পারুন, তাঁহার পরে যিনি সেক্রেটারি হইবেন তাঁহা হইতে দেশের উপকার হইবে সন্দেহ নাই; যখন পদটী হইয়াছে, তখন ভবিষ্যতের আশা আছে। এই আশাতেই আমরা রিবেট কার্ণাক সাহেবের নিয়োগে আহ্লাদিত হইতেছি। এ পর্য্যন্ত রাজস্ব মন্ত্রীর উপরে নাম মাত্র বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান ভার ছিল। তিনি কোন কাজ করিতে পারেন নাই; কোন্ দ্রব্যে শুল্ক করা উচিত আর অনুচিত এ পর্য্যন্ত কোন রাজস্ব মন্ত্রী হইতে তাহা স্থির হয় নাই। যদি বাণিজ্য বিষয়ক স্বতন্ত্র একজন উপযুক্ত সেক্রেটারি থাকিতেন বোধ হয় শস্যের উপরে রপ্তানী কর হইয়া আমাদিগের চাউলের বাণিজ্যের এত হানি করিত না।

যাহা হউক, উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই কার্ণাক সাহেব যদি এদেশের কল্যাণ কামনা করিয়া কার্য্য করেন, ভারতবর্ষ কেবল মাঞ্চেষ্টরের কয়েক জন বণিকের উপকারার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যদি তাঁহার এসংস্কার না থাকে; তিনি যদি এদেশের বিলুপ্ত প্রায় শিল্পের উৎসাহ দিয়া তদ্বিষয়ক বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা পান, তাহা হইলে তাঁহা হইতে নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষের উপকার লাভ হইবে। প্যারিস ও লণ্ডনের গত প্রদর্শনে প্রমাণ হইয়াছে ইউরোপে ভারতবর্ষের বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন কাষ্ঠের বাক্স প্রভৃতির আদর আছে। এ বিষয়টী এদেশের শিল্পিদিগের গোচর করিয়া যদি তাহাদিগকে লাভের উপায় দেখাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহারা যত্নবান হইয়া শিল্প কার্য্যের উন্নতি সাধন ও নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিবেন সন্দেহ নাই।

কেবল এক আর্য্য ধর্ম্মই মূর্খ ও পণ্ডিত উভয়ের প্রীতিকর অন্য ধর্ম্ম নয়।

সন্তোষ, কেহ অপকার করিলে প্রত্যপকার না করা, সম্মুখে বিকার হেতু থাকিতে মনের বিকার না হওয়া, অন্যায় করিয়া পর ধন গ্রহণ না করা, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা দেহ শোধন, মন্দ বুদ্ধিতে পর দারাদি দর্শন না করা, শাস্ত্রাদির স্বরূপ বোধ, আত্মজ্ঞান, যথার্থ কথা কহা, ক্রোধ

না করা (১) মনু এই দশবিধ ধর্ম্ম-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ মনুই আর একস্থানে বেদাভ্যাসাদির গুণ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন এই বেদাভ্যাসাদি সমুদায়ের মধ্যে আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, উহা সর্ব্ব বিদ্যার মধ্যে প্রধান, যে হেতু উহা হইতে মোক্ষ লাভ হয় (২)। এই দশবিধ ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহ করা, তদনুরূপ আচরণ করা এবং আত্মজ্ঞানকে সর্ব্ব প্রধান জানিয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যে সে লোকের কর্ম্ম নয়। যাঁহারা ইহাতে অনধিকারী, তাঁহারা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে (৩) ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে ঈশ্বর পূজায় তুষ্ট না হইয়া শাস্ত্রাদির তত্ত্বনিরূপণ ও আত্মানুসন্ধান করিয়া আনন্দে কাল হরণ করেন। আর্য্যধর্ম্ম কাহারই প্রতি নিদারুণ কট-বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন না, সকলকেই তাহাদের আত্মার স্থায়ী বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য অন্য ধর্ম্ম সকলের প্রতি এরূপ প্রশস্ত নহেন। ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। খৃষ্ট ধর্ম্মই অবতার সেই উদাহরণ। মথিলিখিত সুসমাচার কহিতেছেন।

"যীশু খৃষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যুষফের প্রতি বাগ্দত্তা হইলে তাহাদের সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে সে পবিত্র আত্মাদ্বারা গর্ভবতী হইল। ইহাতে তাহার স্বামী যুষফ ধার্ম্মিক হওয়াতে তাহার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাকে গোপনে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিল। সে এমত ভাবিতেছিল, ইতিমধ্যে পরমেশ্বরের দূত স্বপ্নযোগে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, হে দায়ূদের সন্তান যুষফ তুমি আপন স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাহার গর্ভ পবিত্র হইতে হইয়াছে। সে পুত্র প্রসব এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবা, কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। এইরূপ হওয়াতে ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বারা কথিত পরমেশ্বরের এই বাক্য সফল করা গেল, যথা, "দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল, অর্থাৎ আমাদের সহিত ঈশ্বর হইবে।" পরে যুষফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া পরমেশ্বরের দূতের আজ্ঞানুসারে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিল, কিন্তু সে পর্য্যন্ত সে আপন প্রথমজাত পুত্র প্রসব না করিল, তাবৎ যুষফ তাহাতে উপগত হইল না, পরে পুত্রের নাম যীশু রাখিল।

যোহন লিখিত সুসমাচারে আছে।

"যে স্থানে যীশু ছিলেন, মরিয়ম সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এস্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত যিহুদিয়দিগকে রোদন করিতে দেখিয়া আত্মাতে শোকার্ত্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ? তাহারা কহিল, হে প্রভো! আসিয়া দেখুন। যীশু অশ্রুপাত করিলেন। অতএব যিহুদিয়েরা কহিল, দেখ, ইনি তাহাকে কেমন প্রেম করিতেন এবং তাহাদের কেহ কেহ বলিল, এই যে ব্যক্তি অন্ধকে চক্ষু দিলেন, ইনি কি উহার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিতেন না? তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে শোকার্ত্ত হইয়া কবরের নিকটে আইলেন; সেই কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার মুখেতে একখান প্রস্তর ছিল। তখন যীশু কহিলেন, এই প্রস্তর সরাইয়া দেও। তাহাতে মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা কহিল, হে প্রভো! এখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে, কেননা অদ্য চারি দিন হইল, কবরে আছে। যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবা, এ কথা কি তোমাকে কহি নাই? তখন তাহারা মৃত ব্যক্তির কবর হইতে প্রস্তর সরাইলে যীশু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ আমার নিবেদন শুনি-, এই জন্য তোমার ধন্যবাদ করি। আর তুমি সতত আমার কথা শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি; কিন্তু নিকটে দণ্ডায়মান এই সকল লোকের নিমিত্ত অর্থাৎ তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা যেন তাহারা বিশ্বাস করে, তন্নিমিত্ত এই কথা কহিলাম। ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হে ইলিয়াসর, বাহিরে আইস। তাহাতে সে মৃত লোক বাহিরে আইল; কিন্তু তাহার চরণ ও হস্ত কবরবস্ত্রে বদ্ধ ও মুখ গাত্রমার্জ্জনীতে আচ্ছাদিত ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বন্ধন সকল মুক্ত করিয়া ইহাকে গমন করিতে দেও। তখন মরিয়মের নিকটে আগত যিহুদিয় লোকদের মধ্যে অনেকে যীশুর এই কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কিন্তু অন্য কেহ কেহ ফিরূশিদের নিকটে গিয়া যীশুর এই কর্ম্মের সংবাদ দিল।

যোহন লিখিত সুসমাচারের আর একস্থানে আছে।

"তখন ফিলিপ তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো! আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও তাহাতে আমাদের যথেষ্ট পূর্ণ হইবে।

(১) ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং। মনুসংহিতা।

• সন্তোষোধৃতিঃ, পরের অপকারে কৃতে অপ্রত্যপকারানাচরণং ক্ষমা, বিকারহেতু বিষয় সান্নিধ্যেঽপি অবিক্রিয়ত্বং মনসো দমঃ, অন্যায়েন পরধনাদ্যগ্রহণং অস্তেয়ং যথা শাস্ত্রং মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং শৌচং, স্বস্ববিষয়েভ্যশ্চক্ষুরাদীনাং নিবারণং ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ, শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং ধীঃ, আত্মজ্ঞানং বিদ্যা, যথার্থাভিধানং সত্যং, ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিরক্রোধঃ। ইতি কুল্লুকভট্ট টীকা।

(২) সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ। মনুসংহিতা।

এতেষাং বেদাভ্যাসাদীনাং সর্ব্বেষামপি মধ্যে উপনিষদুক্তপরমাত্মজ্ঞানং প্রকৃষ্টং স্মৃতং যস্মাৎ তৎ সর্ব্ববিদ্যানাং প্রধানং। অতএব হেতুমাহ যস্মাদতো মোক্ষস্তস্মাৎ প্রাপ্যতে। কুল্লুকভট্ট টীকা।

(৩) অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

উত্তর করিলেন, হে ফিলিপ! এত দিন অবধি তোমাদের সঙ্গে আছি, তথাপি আমাকে কি জান না? যে জন আমাকে দর্শন করিল, সে পিতাকে দর্শন করিল; তবে আমাদিগকে পিতাকে দর্শন করাও এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছ? আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন, ইহা কি বিশ্বাস কর না? আমি তোমাদিগকে যে যে কথা কহি, তাহা আপনা হইতে কহি না, কিন্তু পিতা যিনি আমাতে বাস করেন, তিনি সকল কর্ম্ম করেন। আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন, আমার এই কথাতে প্রত্যয় কর, নতুবা কর্ম্ম প্রযুক্ত প্রত্যয় কর। সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি যে যে কর্ম্ম আমি করিতেছি, আমাতে বিশ্বাসকারী লোকেও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবে, বরং তাহা হইতেও মহৎ কর্ম্ম করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। আর পুত্রদ্বারা যেন পিতার মহিমা প্রকাশিত হয়, এই নিমিত্ত আমার নামে যে কিছু প্রার্থনা করিবা, তাহা আমি সিদ্ধ করিব। যদি আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা সিদ্ধ করিব।"

মার্কলিখিত সুসমাচারে আছে।

যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে রুটী নাই, এমত বিবেচনা কেন করিতেছ? তোমরা কি এখনও কিছু জান না ও বুঝিতে পার না? এখন পর্য্যন্ত কি তোমাদিগের মন কঠিন আছে? চক্ষু থাকিতে কি দেখ না? এবং কর্ণ থাকিতে কি শুন না। আর স্মরণ কি কর না? আমি যখন পাঁচ সহস্র জনের মধ্যে পাঁচ রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, [illegible] উচ্ছিষ্ট কত ডালী উঠাইয়া লই[illegible] কহিল, বারো ডালী। আর যখন চারি সহস্রের মধ্যে সাতখান রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়া[illegible] তোমরা উচ্ছিষ্ট খণ্ড ডালী [illegible]। তাহারা কহিল, [illegible] কহিলেন, তবে এখনও বুঝিতে [illegible] কেন।"

মথিলিখিত সুসমাচারে আছে।

"তদনন্তর বিশ্রামবারের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রভাত হইলে মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আইল। তখন মহাভূমিকম্প হইল। কেননা পরমেশ্বরের দূত স্বর্গ হইতে নামিয়া তথায় আসিয়া দ্বার হইতে ঐ প্রস্তর সরাইয়া তাহার উপরে বসিল। তাহার মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় এবং বস্ত্র হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ। তখন প্রহরিবর্গ তাহার ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া মৃতবৎ হইল। সেই দূত ঐ স্ত্রীদিগকে কহিল তোমরা ভয় করিও না, কেননা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ, তাহা আমি জানি। তিনি এ স্থানে নাই; যেমন কহিয়াছিলেন, সেই মত উত্থান করিলেন; আইস, প্রভুর এই শয়ন স্থান দর্শন কর। আর শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে কহ তিনি কবর হইতে উঠিলেন এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলদেশে যাইতেছেন, সেই স্থানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবা। দেখ, আমি তোমাদিগকে এ সকল কহিলাম। তাহাতে তাহারা কবর হইতে বহির্গত হইয়া ভয়েতে ও মহানন্দেতে দৌড়িয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে সংবাদ দিতে গেল। শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য যাইতেছে, ইতিমধ্যে যীশু তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক, তাহাতে তাহারা আসিয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া প্রণাম করিল। তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, তোমরা গিয়া আমার ভ্রাতাদিগকে গালীলদেশে যাইতে বল, সে স্থানে তাহারা আমার দর্শন পাইবে।"

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া বলুন, যাঁহাদিগের কার্য্যকারণভাব বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার শক্তি নাই, এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সেই অল্প বুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনে কিপ্রকার সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা; তাহাদিগের মনে কি এই প্রকার সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা নয় যে ঈশ্বর মরিয়মের অসামান্যরূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার কন্যাকাবস্থাতেই তাঁহাকে উপগত হন। তাহাতেই খৃষ্টের জন্ম হইয়াছে। খৃষ্টের যেমন আকার প্রকার ঈশ্বরেরও সেইমত আকার প্রকার। খৃষ্ট পিতার অতি প্রিয় পাত্র। তাঁহাকে পূজা না করিলে ঈশ্বর প্রীত ও প্রসন্ন হন না। খৃষ্টই আমাদিগের আরাধ্য দেবতা। তিনি যে দেবতা তাহার সন্দেহ নাই। দেবতা যদি না হইবেন, মৃত ব্যক্তিকে কিরূপে জীবিত করিলেন। পাঁচ হাজার লোককে কিরূপে পাঁচ খানি রুটী ও দুটী মৎস্যে পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করাইলেন। কিরূপে শাপ দিয়া ডুমুর বৃক্ষকে শুষ্ক করিলেন। কিরূপেই বা স্বয়ং ক্রুশে হত হইয়া ৩ দিনের পর গোর হইতে উত্থিত হইলেন। এই সকল চিন্তা করিয়া অজ্ঞ ও অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা যে খৃষ্টকে দেব জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অদ্যাপিও [illegible]কে খৃষ্টকে দেব জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিন্দাদির ভয়ে খৃষ্টের পূজা হইতে বিরত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অনেকের গৃহে খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এদিকে ত এই গেল, ওদিকে কতকগুলি বুদ্ধিমান লোকে দেখিলেন লোকে খৃষ্টকে দেব জ্ঞানে পূজা করিয়া নরপূজক হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা এই অনর্থের নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, খৃষ্ট স্বতন্ত্র পূজনীয় নহেন, তাঁহাকে দ্বার করিয়া ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইবে। ঈশ্বর খৃষ্ট ও পবিত্রভূত এ তিন এক, একে তিন তিনে এক। অপরিণতবুদ্ধি ব্যক্তির এ হেয়ালি বুঝা দূরে থাকুক, পরিণতবুদ্ধিরও মস্তক ঘুরিয়া যায়। এই নিমিত্তই আমরা কহিতেছি, খৃষ্ট ধর্ম্ম মূর্খের নিমিত্ত নহে।

যাঁহারা কার্য্যকারণভাব পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করেন,

তাঁহাদিগের খৃষ্টধর্ম্মে আস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। খৃষ্টের জন্মাদি মরণান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অনৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূরিত। ঈশ্বর কার্য্য কারণ ভাবের যে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, উহা তাহার একান্ত বিরুদ্ধ। শুক্র শোণিত সংযোগে সন্তানের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রকৃতিসিদ্ধ। খৃষ্ট মানবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উৎপত্তি বিষয়ে শোণিত সম্বন্ধের কোন প্রকার সন্দেহ রহিতেছে না কিন্তু মরিয়ম ঈশ্বরের আত্মা হইতে গর্ভবতী হইয়াছেন, এই বাক্যে তাঁহার উৎপত্তি কালীন শুক্র সম্বন্ধে বিলক্ষণ সংশয় জন্মিতেছে। আত্মা নিরবয়ব, তাহার শুক্র সংযোগ ও তৎসংযোগে শরীরের উৎপত্তি হওয়া সম্ভাবিত নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় না হয় এমন কাজ নাই, তাঁহার ইচ্ছাতেই খৃষ্টের ঐরূপে জন্ম হইয়াছে, একথা বলাও সঙ্গত হইতেছে না। ঈশ্বরের নিজ পুত্রকে ঐ[illegible] করাই যদি অভিপ্রেত হইয়াছিল, তাঁহার স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার কি প্রয়োজন ছিল। রাম কৃষ্ণাদির ন্যায় নৈসর্গিক নিয়মানুসারে খৃষ্টের উৎপত্তি বিধান করিয়া ঈশ্বর যদি তাঁহার প্রতি এই অনুগ্রহ করিতেন, যে জগতের যাবতীয় লোকের আপনা হইতেই ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া খৃষ্টে বিশ্বাস করিবে, তাহা হইলে ত সকল দিক রক্ষা হইত। স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ হইত না অথচ অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। খৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর হউন, তাঁহার পুত্র হউন, আর অন্য কেহ হউন, তাঁহা হইতে যখন ঈশ্বরকৃত নিয়মের ভঙ্গ হইল, তখন ঈশ্বরকৃত নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তা কোথায় রহিল? শৃঙ্খলের এক অংশ ভগ্ন হইলে তাহার উপযোগিতা থাকে না। ঈশ্বরের স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গের প্রয়োজনই বা কি? প্রয়োজন তাঁহার মহিমার প্রকাশ। এ উত্তর সঙ্গত হইতেছে না। যাঁহার সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থে অনুক্ষণ যাঁহার মহিমার প্রকাশ হইতেছে, তিনি নিজ মহিমার প্রকাশার্থ স্বকৃত নিয়ম ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইবেন এটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বাক্য। একটী কীটাণুর অবয়বসংস্থানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কোন্ আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বিস্ময় রসের আবির্ভাব না হয়. খৃষ্ট পাপির পরিত্রাণার্থ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ বাক্যটীও কার্য্য কারণ ভাব নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। আমি পাপ করিলাম আর একব্যক্তি আমার স্তবে বশীভূত হইয়া স্বমস্তকে সেই পাপ ভার বহন করিলেন, ইহার তুল্য যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর আমাকে বুদ্ধি দিয়াছেন এবং পাপ পুণ্য বুঝিয়া কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন; কিন্তু আমি যদি পাপ কর্ম্ম করি আর অপরের দোহাই দিয়া পরিত্রাণ পাই, তাহা হইলেও ঈশ্বরকৃত নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইল। অপর, খৃষ্ট নিজ দেবত্ব প্রতিপাদনার্থ যে যে অদ্ভুত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া বাইবেলে লিখিত হইয়াছে, সেগুলির প্রতিও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের এই আপত্তি।

এক্ষণে এরূপ বিরূপ ঘটনার প্রকৃত কারণটী পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক হইতেছে। পুরাণ বাইবেল মুসার লিখিত। মুসা ঈশ্বরের অনুগৃহীত। উহাতে অনেক অসংলগ্ন বাক্য ও কার্য্যোপদেশের বিধি আছে। কালক্রমে সেগুলির সংশোধন আবশ্যক হইয়া উঠে। খৃষ্ট সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি যদি সামান্য মনুষ্য বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া পুরাণ বাইবেলের সংশোধন করেন, তাঁহার কথা কে গ্রাহ্য করিবে? পুরাণ বাইবেলের মূল ঈশ্বর; এক জন সামান্য মনুষ্যে যদি সেই ঈশ্বর বাক্যের বিরুদ্ধ বাক্য বলেন, তাহা কোন ক্রমেই প্রমাণ যোগ্য হইতে পারে না। এই কারণে খৃষ্ট ঈশ্বর পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার দেবত্ব প্রতিপাদনার্থ তাঁহার প্রতি নানা অদ্ভুতক্রিয়ানুষ্ঠানের আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার চরিত্রলেখক শিষ্যেরা যে ক্রিয়াগুলিকে তাঁহার দেবত্ব প্রতিপাদক অখণ্ড প্রমাণ বলিয়া গৌরবপূর্ব্বক লিখিয়া গিয়াছেন, সেইগুলিই তাঁহার অস্তিত্বের সংশয় জন্মাইয়া দিতেছে। এই নিমিত্তই আমরা কহিতেছি, খৃষ্টধর্ম্ম পণ্ডিতের প্রীতিকর নহে।

পক্ষান্তরে আর্য্যধর্ম্ম এ দোষে দুষ্ট নহে। আর্য্যধর্ম্মে অবতারের ও অবতারের অদ্ভুত ক্রিয়ার কথা নাই, আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু আর্য্য ধর্ম্ম বলেন, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত এগুলির কল্পনা, এগুলি তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে নহে। স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান প্রতিবন্ধক। যাবৎ অবতারদিগকে সত্য বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই

নিম্নশ্রেণীর লোকের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

আজি কালি অনেকে এদেশের নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। শিক্ষা বিষয়ক ব্যয় কুলাইতেছে না বলিয়া গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাসংক্রান্ত স্বতন্ত্র কর গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন। সাপ্তাহিক সংবাদ লিখিয়াছেন, নিম্নশ্রেণী বিদ্যা শিক্ষা করিলে জমীদারেরা আর অত্যাচার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা আপনাদিগের বিষয় আপনারা বুঝিয়া লইতে পারিবে। সম্পাদক একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, সুশিক্ষিত ও

লোকদিগের নিকটে জমীদারেরা অধিক উপকার করিতে পারেন না। কেবল এইমাত্র নয়, নিম্নশ্রেণীর অনেকের অতি শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে দয়ার উদয় হয়। বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন অন্য কাহারই অবস্থা সংশোধন করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিধান যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। গবর্ণমেণ্ট যে এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন তজ্জন্য কে না তাঁহার প্রশংসা করিবেন? কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। অগ্রে তাহার সমাধান আবশ্যক। প্রথম প্রশ্ন এই, নিম্ন শ্রেণী বিদ্যা শিক্ষায় অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইবে কি না? আমরা এ প্রশ্ন করিতেছি তাহার কারণ এই, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, হে কুন্তীপুত্র! তুমি দরিদ্রদিগকে ধন দেও, ধনবানকে ধন দিও না, পীড়িত ব্যক্তিকেই ঔষধ আবশ্যক, যাহার পীড়া নাই, তাহার ঔষধে প্রয়োজন নাই (১)। হিন্দুদের অদ্যাপি গীতাতে বর্ত্তমান এ শ্লোক প্রবাদও আছে। এ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই, যে বিষয়ে যাহার প্রয়োজন আছে, তাহাকে সেই বিষয় দান করিলে সে কৃতজ্ঞতাসহকারে তাহা গ্রহণ করে, এবং দাতারও তাহার বিলক্ষণ উপকার বোধ হয়। তদ্দর্শনে দাতাদিগের মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে। নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এরূপ কোন প্রয়োজন বোধ হইয়াছে কি না? স্বার্থবোধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে কাহারো অনুরাগ প্রবৃত্তি জন্মে না। বিশেষতঃ বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে। লেখা পড়া শিখিলে উপকার হইবে, সেই পরম লাভ, এ মনে করিয়া অল্প লোকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। বালকদিগের কোন ক্রমেই এ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। নিম্নশ্রেণী কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা ও তাহার অবধারণা বিষয়ে বালকদিগের তুল্য। স্বার্থ বোধ না হইলে যে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্তি জন্মে না, তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তও আছে। কোন ইংরাজী বিদ্যালয়েরই দ্বার মুসলমানদিগের পক্ষে রুদ্ধ নয়। তাহাদিগের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ যত্ন আছে; কিন্তু তাহাদিগের কিছু হইতেছে না কেন? না হইবার কারণ এই, ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের স্বার্থবোধ হয় নাই। হিন্দুদিগের ইংরাজী শিক্ষা বিষয়ে স্বার্থ জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেই উহাদিগের এত সাতিশয় প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুদিগের স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না কেন? এটীও অপর উদাহরণ। অদ্যাপিও এ বিষয়ে হিন্দুদিগের স্বার্থবোধ হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, নিম্নশ্রেণীর যদি লেখা পড়ায় স্বার্থবোধ না হইল, তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে ব্যয় হইবে, তাহা ব্যর্থ হইবে কি না? পরিণামে এটী আড়ম্বর মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে কি না?

তৃতীয়, অল্প শিক্ষায় অবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও চরিত্রদোষ সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর ঐ উভয় বিষয়ের উপযোগী শিক্ষাদানের উপায় বিধানে সমর্থ হইবেন কি না?

চতুর্থ, এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্ন শ্রেণীর দুই চারিজন কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছে। তাহারা কবচ প্রভৃতি জাল করিয়া জমীদারদিগের সঙ্গে সময়ে সময়ে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট নিম্ন শ্রেণীকে যে শিক্ষাদান চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা যদি উদাররূপে সম্পন্ন না হয়, ঐ রূপ খোট আর্থিরার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। তখন জমীদারদিগের সহিত নিত্য বিরোধ উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হইবে কি না?

(১) এ স্থান [illegible] মহাভারতের [illegible] হইয়া [illegible] হইল।

লুসাই যুদ্ধ।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের পর আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই। সম্প্রতি লুসাইদিগের সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। বহু দিন পূর্ব্ব হইতে এই যুদ্ধের আয়োজন হইতেছিল। প্রথমে ইহাতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হয়। ক্রমে ডাক টেলিগ্রাফ ভূমি সংগ্রহ সৈন্য প্রেরণ প্রভৃতির বন্দোবস্তে ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে প্রায় ২৪। ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে ডাক কমিশরিএট প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইয়াছে, সৈন্যগণ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়াছে, যুদ্ধের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সেনাপতি জেনেরেল ১৩ ই ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টে যে এক পত্র লিখেন, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল, তিনি সসৈন্যে সেবুঙ্গা পর্ব্বত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার প্রেরিত শেষ সংবাদের পর আর ৪টী পল্লী ভস্মাবশেষ হইয়াছে। ইহার পর তাঁহারা সিলুদিগের সর্দ্দারের বেড়কোটার সিলু সেবুঙ্গে গমন করিবেন। লুসাইদিগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তিনি গমন করিবেন বলিয়াছেন।

লুসাই যুদ্ধে যে সকল সৈন্য গমন করিতেছে, উহাদের বাম শ্রেণী হইতে বড়দিনের দিন সংবাদ আসিয়াছে, ২৩এ ও ২৪ এ ডিসেম্বর কোকেস পল্লীর লুসাইদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাবের ২২ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের ৫০ এবং ৪৪ সংখ্যক দলের প্রায় ১৫০ সৈন্য ও ডলি সাহেবের অধীনস্থ কতকগুলি পুলিস সৈন্য এই যুদ্ধ করে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বড় ক্ষতি হয় নাই। শত্রুপক্ষের কত লোক হতাহত হইয়াছে,

তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই; কারণ উহারা গোপনে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল, হতাহত ব্যক্তিদিগকে উহারা স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল। ২৩ এ ডিসেম্বর রাত্রিতে শত্রুগণ ইংরাজদিগের শিবির বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি এবং তৎপরদিনও অনবরত বন্দুক করে, কিন্তু যখন ইংরাজ সেনারা অগ্রসর হয়, শত্রুগণ তাহাদিগের সম্মুখীন না হইয়া অবিলম্বে পলায়ন করে।

বন্যগণ সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে না। পূর্ব্বে ইহাদের সহিত যত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, ইহারা পর্ব্বতের অন্তরাল ও জঙ্গল মধ্যে থাকিয়া গোপনে যুদ্ধ করে। পরিশেষে আসিয়া সন্ধি করে। ইহাদের স্বভাবই এইরূপ। ইহারা সন্ধি করিতে যেরূপ উদ্যোগী উহার ভঙ্গেও সেইরূপ পটু। ইহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যেরূপে যুদ্ধ করিয়াছে এবারেও যে সেই রূপ করিবে সেনাপতি ব্রাউনলোর রিপোর্টে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। আমরা পূর্ব্ব হইতে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা যেন সন্ধি করিয়া ক্ষান্ত না হন; বন্যগণ এককালে শাসিত না হইলে উহাদের সহিত সন্ধিবন্ধনে কোন কাজই হইবে না। সন্ধি করিলে এই হইবে উহারা সুযোগ পাইলে উপদ্রব করিতে ছাড়িবে না, গবর্ণমেণ্টকেও মধ্যে মধ্যে এই রূপ বিব্রত ও বৃথা বহু অর্থব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যেরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেটী কাহারও অনুমোদনীয় নহে। প্রায় প্রতিদিনই একটী না একটী পল্লী জ্বালাইয়া দিবার সংবাদ আসিতেছে। সেনাপতিগণ ইহাতে যথেষ্ট উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন এবং ভাবিতেছেন, এরূপ অগ্নিদাহ তাহাদিগের যশের কারণ হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক এটী নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার। ইংরাজ অফিসরদিগের পক্ষে বন্য অসভ্য জাতির প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার নিতান্ত অবমানকর সন্দেহ নাই। সভ্য জাতির পক্ষে লুসাই দিগের ন্যায় অসভ্য জাতির বিরুদ্ধে এরূপ যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন নিতান্ত নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।

সামাজিক সভা।

বাক্সায় (১) একটী সামাজিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাক্সা ও উহার সন্নিহিত গ্রাম সকলের উপকার সাধন উহার উদ্দেশ্য। সভার একখানি অনুষ্ঠান পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হইল, সৌকর্য্যার্থ সভা কার্য্য বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম, বিদ্যা শিক্ষা। দ্বিতীয়, স্বাস্থ্য। তৃতীয়, রাজ নিয়ম। চতুর্থ, কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি। পাঠ্যপুস্তক করিবার অভিপ্রায়ে প্রয়োজনোপযোগী গ্রন্থের অনুবাদ, সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দান বিষয়ে নিম্ন শ্রেণীর অভিপ্রায়, ঐ শ্রেণী সন্তানদিগকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে রাখিতে পারে না তাহার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান; শিশু শিক্ষার উন্নতিবিধায়ী বৃত্তান্ত সঙ্কলন, গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষা প্রণালীর দোষোদ্ঘাটন, এইগুলি শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। যে যে বিষয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে, সেগুলি এই, যে যে কারণে সাধারণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মিতেছে তাহার নির্ণয়, গ্রামের মধ্যে রাস্তাও জঙ্গল আছে কি না, রাস্তার অবস্থাই বা কিরূপ তাহার অনুসন্ধান, গ্রামের লোকেরা যে পুষ্করিণীতে জলপান ও স্নান করে, তাহা যাহাতে ময়লা না হয়, পরিষ্কার থাকে সেই চেষ্টা; সময়ে সময়ে যে পীড়া উপস্থিত হয় তাহার কারণের অনুসন্ধান এবং তাহার যে পরিণাম হয়, সমাচারপত্রে তাহার প্রচার, অনাথ নিরাশ্রয় দরিদ্র রোগীদিগের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ব্যবস্থাদান ইত্যাদি। রাজশাসক সভা সময়ে সময়ে যে সমস্ত বিধি বিধান করেন ক্রমশঃরূপে তাহার অনুবাদ করিয়া গ্রাম্য লোকদিগের গোচর করা এবং তাহাতে তাহাদিগের উপকার অথবা অপকারের সম্ভাবনা আছে তাহার নির্দ্দেশ করা, ইহা রাজ নিয়ম বিভাগের অন্তর্গত হইয়াছে। সাধারণ লোককে কৃষি ও বাণিজ্যের মূল যুক্তি বুঝাইয়া দিয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ দান করা কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অন্তর্গত। সভা একটী পুস্তকালয় ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা সভার অনুষ্ঠেয় ও অনুষ্ঠিত কার্য্য বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। স্থানে স্থানে যদি এইরূপ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, দেশের সৌভাগ্য লাভের সমধিক সম্ভাবনা সন্দেহ নাই। যাঁহারা অকপটচিত্তে দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা এই প্রকার সভার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এবং প্রতিষ্ঠিত সভার উন্নতি সাধন বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান করেন।

এক্ষণে উল্লিখিত সামাজিক সভার প্রতি আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল; সভা গ্রন্থাদির অনুবাদাদি বিদ্যা শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন, ঐ বিভাগের আর একটী শাখা করা হউক। ঐ শাখায় যাঁহারা সভ্য হইবেন, আমরা তাঁহাদিগের কতিপয় কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। আমাদিগের দেশের লোকের অনেকগুলি সদ্গুণ আছে। তাহার কতকগুলি মলিন, কতকগুলি বিলুপ্ত প্রায় আর কতকগুলি জন্মাবধি প্রচ্ছন্ন রহিয়া আছে। এই দশা দেখিয়া বিবেচনা

(১) বাক্সা শ্রীরামপুরের পশ্চিম তিন ক্রোশ।

মনে করেন, আমাদিগের সে গুণ নাই। সেগুলির মার্জ্জন ও পুনরুজ্জীবন অতি আবশ্যক। গুণগুলির এরূপ দুর্গতি হইবার অনেকগুলি কারণ আছে। কিরূপ কার্য্য করিলে সেই গুণগুলির প্রভা বৃদ্ধি হয়, তাহা না জানাই তন্মধ্যে প্রধান। সভার কর্ত্তব্য গ্রামের লোকদিগকে বস্তুর স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া প্রকৃত পথের পথিক করিবার চেষ্টা পান। দুই একটী উদাহরণ দিয়া আমাদিগের বক্তব্য বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। বিদেশীয়েরা মনে করেন, আমাদিগের তেজস্বিতা নাই কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে এটী ভ্রান্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। একজন কবি লিখিয়াছেন "জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং" জ্ঞাতিবাক্য অগ্নি তুল্য হৃদয়কে দগ্ধ করে। জ্ঞাতির কটুবাক্য সহ্য হয় না এটী কাহার কার্য্য? তেজস্বিতার কি কার্য্য নহে? এদেশে এত যে মকদ্দমার বৃদ্ধি তেজস্বিতাই কি তাহার কারণ নয়? একজন প্রতিবাসির অণুমাত্র কটুবাক্য অপর প্রতিবেশির সহ্য হয় না, তাহাই পরস্পর বিরোধ ও পরিশেষে আদালতের আশ্রয় গ্রহণের কারণ হইয়া উঠে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে বিলক্ষণ তেজস্বিতা আছে। কিন্তু সেই তেজ কিরূপে ও কেমন স্থলে প্রকাশ করিতে হয়, ইঁহারা জানেন না। প্রতিবেশিরা তেজ প্রকাশের নহে স্নেহ প্রকাশের স্থান, বিদেশীয়েরাই তেজ প্রকাশের প্রকৃত স্থল। দ্বিতীয় উদাহরণ বদান্যতা। এ দেশীয়দিগের তুল্য দানশক্তি অল্প লোকের আছে। ইঁহারা ব্যক্তি বিশেষকে দান করিতে কাতর হন না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদিতে ইঁহাদিগের নিত্য ব্যয় প্রসিদ্ধ। ইঁহারা কেবল সংস্কার দোষে যে ব্যয়ে সমাজের উপকার হয় তাহা করিতে জানেন না; যাহাতে তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান জন্মে সেই উপদেশ দিয়া তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের মনকে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাওয়া সভার কর্ত্তব্য।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, বাবু দুর্গাচরণ লাহা হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থিত হইয়া পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১০০ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা সচরাচর ইঁহার সাধারণের উপকারার্থ বিপুল অর্থ দান সংবাদ শুনিতে পাই। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি নিজ গ্রাম চুঁচুড়ার নিত্য উপকার করিয়া থাকেন। ঈদৃশ মহোদার গুণসম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তিরাই দেশের যথার্থ হিতৈষী, ইঁহারাই আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

বিবিধ সংবাদ।

১৮ ই পৌষ সোমবার।

রঙ্গপুরদিকপ্রকাশ বলেন, "এবার রঙ্গপুরে শস্যের অবস্থা ভাল দেখা যাইতেছে; কিন্তু দধি, দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত ইত্যাদির দর উচ্চ।"

পাতিলপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক লিখিয়াছেন "আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী আমাদিগের বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কারার্থ এককালীন ২০ বিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন।

লার্ড এলেনবরার মৃত্যু হইয়াছে। ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়া তিনি অনেক নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করিয়াছিলেন। তিনি অন্যায় করিয়া সিন্ধুদেশ গ্রহণ ও গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন। সরজন লরেন্সের ন্যায় তিনিও সিবিলিয়ান হইয়া আপনাকে একজন বড় দরের সেনাপতি জ্ঞান করিতেন। তিনি যদি দীর্ঘকাল শাসনকর্ত্তার পদস্থ থাকেন সকলের সহিত বিবাদ করিবেন এই ভয়ে ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে দুই বৎসরের পরেই পদচ্যুত করেন। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হইয়া তিনি অকারণ লার্ড ক্যানিঙের সহিত বিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব অতি উগ্র, এইটী তাঁহার প্রধান দোষ ছিল। কিন্তু তিনি সর্ব্বাংশে যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষ তাঁহার নিকটে ঋণী আছেন।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভা কত অশ্ব ও গরু লইয়াই গোলযোগ করেন। কিন্তু অন্য পশুর দ্বারা গাড়ী টানান অপেক্ষাও কলিকাতা ও উপনগরে এক ভয়ানক নিষ্ঠুরতা হয়। এখানকার গোয়ালারা গোবৎস হইবামাত্র তাহা কসাইদিগকে বিক্রয় করে। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে গাভীর উদরমধ্যে এক বৃহৎ নল দিয়া তন্মধ্যে লবণ দিয়া ফুৎকার দেয়। ইহাতে দুগ্ধ হয়। ফুৎকার দিবার কালে, হতভাগা গাভিরা যে প্রকার কষ্ট পায় তাহা দেখিলে অতি নির্দ্দয় লোকেরও দুঃখ হয়। সভার প্রতিনিধিগণ এই নিষ্ঠুরতা নিবারণের চেষ্টা পান না কেন?

বিচারপতি নর্ম্মানের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে আজ্ঞা দেন, লার্ড আর্গাইল তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে রেশমের চাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। চীন অথবা ভারতবর্ষের গুটিপোকা ইংলণ্ডে জীবিত থাকিবে না, এই শঙ্কা করিয়া কুইনসলাণ্ড হইতে গুটি লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদ পত্র বলেন, সরকার গুইকুয়ার পিতৃনিয়রের নামে একটী প্রাণির মকদ্দমা রুজু করিতেছেন। ইহা আলাহাবাদে হইবে। তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া যেন কাজ করেন।

সুরাট ও ব্রোচে এ বৎসরও জলকষ্ট হইয়াছে। যাবতীয় কূপ শুষ্ক হইয়াছে, নদীতে অল্পমাত্র জল আছে।

এবারও সিয়ার আলি খাঁ গবর্ণর জেনরল পঞ্জাবের লেপ্টনান্ট গবর্ণর ও পেসোয়ারের কমিসনরকে অশ্ব, পশমের কাপড় ও নানাবিধ ফল উপঢৌকন দিয়াছেন। গত

বৎসর গবর্ণমেণ্ট বাটীর কর্ম্মচারিদিগের আকুল ও বেতনার অকতি হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত বিলাতী বিষু পেটিকট হইতে গৃহীত হইল। মেহেরপুরের বিস্তর প্রজা তত্রত্য সহকারী মাজিষ্ট্রেট ওয়েল সাহেবের নামে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করে, যে ওয়েল সাহেব একজন নীলকরের বাটীতে থাকেন এবং তাঁহার প্রতি পক্ষপাত করেন। প্রজাগণ নালীশ করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়, নীলকর নালীশ করিলে সহকারী আইনের বিরুদ্ধ কার্য্যও করেন। ওয়েল সাহেবের এই দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব বলেন, সহকারী মাজিষ্ট্রেট যুবক। অতএব তাঁহাকে বদলী করিলেই চলিবে!!! বিষুপেটিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন দিনাজপুরের মুন্সেফ কি বৃদ্ধ।

১১ এ পৌষ মঙ্গলবার।

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, "মৎপ্রণীত ৺ প্যারী বাবুর স্মারক অশ্রু ডিভিজের কথার ঘানে সমেত ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ" পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন আদির ব্যয়ের আনুকুল্যার্থ পুঁটীয়া নিবাসিনী রাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতী শরৎ সুন্দরী দেবী একজাতীন দশ টাকার এক নোট প্রেরণ করিয়াছেন।"

লার্ড মেয় এবার গোয়ালন্দের নিকটে মৃগয়া করিতে যাইবেন। ঢাকার পীকারী কমিসনর সিমসন সাহেব তথায় অগ্রে যাইতেছেন। সিমসন সাহেব যে অদ্যাপিও নাইট কমাণ্ডার অব দি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া কেন না হইতেছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিসনর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন গবর্ণর জেনরল জানুয়ারি মাসের শেষে রেঙ্গুণে উপনীত হইবেন। ১৫ এ জানুয়ারি কলিকাতা ত্যাগ করা হইবে।

দারজিলিঙের নিকটে চারিটী বন্যজাতি আছে:—লেপচা, ভোট, মুর্ম্মি এবং গড়ঙ। লেপচাদিগের গোঁপ দাড়ী নাই। চারিটী জাতিরই মুখাকৃতি মোগলের ন্যায় এবং গড়ঙ ব্যতীত আর সকলেই বৌদ্ধ। অল্প পরিমাণে চাস ও গোচারণ ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়।

বর্ত্তমান গুইকুমার অতক অংশে মৃত খণ্ড রাওয়ের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব গুইকুমারের দুই জন মন্ত্রীকে তিনি কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি রাজ্যে অর্প করিয়াছেন। দিনকর রাও নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি রাজ্যে অর্প করিবার আজ্ঞা হয়। এই ব্যক্তির পিতৃব্য গ্রহণের দিবস সমুদ্রে স্নান করিতেছেন এমত সময়ে এক ব্যক্তি রাজাকে আসিয়া বলিল ইনি পূজার ছলে তাঁহাকে (রাজাকে) অভিশাপ দিতেছেন। হতভাগ্য ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি এই সকল কার্য্য হইতে দিবেন?

ইংলণ্ডের সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দল ক্রমশঃ সত্যে জলাঞ্জলি দিতেছেন। এক ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, রাজ্ঞী অতিশয় সুরাপান করেন, যখন সংবাদ হয়, যে তিনি অসুস্থ তখন জানিবে যে গত রাত্রিতে অধিক সুরাপান করা হইয়াছিল। মন্ত্রিবর্গ এই সকল মিথ্যাবাদির মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়া অতিশয় অন্যায় করিতেছেন। সকল প্রকার স্বাধীনতার সীমা আছে।

এবার ২৪ পরগণার জজ ও অধস্থ জজদিগের হস্তে এত আপীল জুটিয়াছে যে কেবল এক করসংক্রান্ত মকদ্দমার আপীলের ন্যূনতঃ আট মাসের কম মীমাংসা হইতেছে না। এত মকদ্দমা জমিবার কারণের অনুসন্ধান ও কোন প্রকার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য!

ঢাকার ছোট আদালতের জজ বাবু রসিকলাল বসু ও বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ পেন্সন লইয়া পদত্যাগ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

২০ এ পৌষ বুধবার।

আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়ের বারিষ্টর নিউটন সাহেবকে তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয় ছয় বৎসরের নিমিত্ত স্থগিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আপীলে প্রিবিকৌন্সিল এই আজ্ঞা রহিত করিয়াছেন।

২৮ এ ডিসেম্বর ডি, এম, ফলকার্ড নামক একজন বণিক আত্মহত্যা করিয়াছেন তিনি বেলা দশটার সময়ে কার্য্যালয়ে উপস্থিত হন, তাহার পর তাঁহার গৃহমধ্য হইতে পিস্তলের শব্দ শ্রবণ করা গেল। তাঁহার কেরাণী ও দ্বারবান গিয়া দেখেন যে, তিনি নিজ প্রাণ নষ্ট করিয়াছেন। কি নিমিত্ত এই গর্হিত কাজ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত হয় নাই।

আর একজন মুন্সেফ ফেঁসাদে পড়িয়াছেন। আলিপুরের সদর মুন্সেফের আদালত হইতে ২৪ পরগণার কালেক্টরের নাজিরের প্রতিকূলে এক ডিক্রি হয়। কালেক্টর বিবেচনা করেন এ টাকা গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত। কিন্তু ডিক্রিদার ইতিমধ্যে নাজিরের নামে দস্তকের প্রার্থনা করিলেন। কালেক্টর (প্রিন্সেপ সাহেব) একজন কর্ম্মচারির দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন এ টাকা তিনি দিবেন, তবে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিতে যে বিলম্ব হইবে। মুন্সেফ বলিলেন, কেবল মুখের কথায় তিনি কাজ করিতে পারেন না। দস্তক জারির ভয় দেখিয়া কালেক্টর টাকা দেন। তৎপরে মুন্সেফের নামে রিপোর্ট করা হয়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এ পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত আজ্ঞা দেন নাই। দেখা যাউক, মুন্সেফ সহজে অব্যাহতি পান কি না।

বীরভূম জেলা উঠিয়া গিয়া সদর মহকুমা রাণীগঞ্জে আসিতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশের নিমিত্ত ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে ৩,৬১০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। কানাডা, জিব্রালটর মালটা, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রভৃতি সাবধীয় উপনিবেশের নিমিত্ত ইংলণ্ডকে নিজ হইতে ব্যয় করিতে হয়। কেবল হতভাগ্য ভারতবর্ষের নিকট হইতে যে সে প্রকারে দশ কোটি টাকা লওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত সেন্সাকরি ক্যামিল বোম্বাইয়ের নূতন সরিফ হইয়াছেন। কলিকাতার কোন এতদ্দেশীয়কে এ পদ প্রদান করিলে ইউরোপীয় সমাজ জ্বলিয়া উঠেন।

...শর।

পরীক্ষায় ৩৩ প্রথম শ্রেণী, ৮৫ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ৯১ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৫৮ প্রথম শ্রেণী ৩৭১ দ্বিতীয় শ্রেণী এবং ১৪৭ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

যেমন বর্ষে বর্ষে হইয়া থাকে, গত সোমবার শশিপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে শাকের বাজার হইয়া গিয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, গত ১৪ ই ডিসেম্বর ভগবানগড়ের নিকটে এক খানি এতদ্দেশীয় জাহাজ জলমগ্ন হয়। ইহাতে ৭০ জন আরোহী ছিল, ইহার মধ্যে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়।

ইংলণ্ডস্থ ভারতবর্ষের রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য এতদ্দেশীয় উপযুক্ত লোক যাহাতে তথায় যাইতে পারেন সেই ব্যয় সংগ্রহার্থ বোম্বাইয়ে চাঁদা হইতেছে। ১৫০০ টাকা সংগৃহীতও হইয়াছে। এটী বোম্বাইবাসিদিগের সুবুদ্ধের একটী চিহ্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজস্ব কমিটী ভারতবর্ষে আসিয়া অনুসন্ধান না করিলে প্রকৃত কাজ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

২৩ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ৩১২ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৮ জনের ওলাউঠায় অবশিষ্টের জ্বরে মৃত্যু হয়।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্প্রতি জনশ্রুতিতে শুনিয়াছিলেন, ডিউক অব এডিনবরাকে উত্তমরূপে সম্মাননা করা হইয়াছে বলিয়া রাজ্ঞী লার্ড মেয়োর কার্য্যকাল আর ২ বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এ সংবাদের কি কোন মূল আছে?

আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, বৃহস্পতিবার রাত্রিতে আর্চডিকন প্রাট গাজীপুরে ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত করিয়া এদেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন, এই সং... ... হইল।

সহস্র টাকা বিতরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজবংশের প্রতি ভারতবাসীদিগের যে আন্তরিক ভক্তি আছে, প্রিন্সঅব ওয়েলসের পীড়া হওয়াতে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

লার্ড মেয়ো আগামী ১০ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত রেঙ্গুণে গমন করিবেন এইরূপ শুনা যাইতেছে।

ইঙ্গিলিস্‌ম্যান মেসেঞ্জার বলেন, ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপরিবারে মিশরদেশে কিছু কাল অতিবাহিত করিবেন।

কেশব বাবু কলিকাতায় যে একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহার নিমিত্ত তাঁহার ইংলণ্ডের বন্ধুগণ তাঁহাকে একটী বাদ্যযন্ত্র উপহার প্রদান করিয়াছেন।

সুরাটে এরূপ শীতাধিক্য হইয়াছে যে সেদিন দুই জন এতদ্দেশীয় শীতের আতিশয্য নিবন্ধন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

২২ এ পৌষ শুক্রবার।

শুনা যাইতেছে শ্যামদেশের রাজা ভারতবর্ষ দর্শন করিয়া ইউরোপে যাত্রা করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য বোম্বাইর দাদাভাই নারোজী ইংলণ্ডে গমন করিবেন স্থির হইয়াছে।

মান্দ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিঙ্গাপুর ও হঙকঙে কেবল ইংরাজ সৈন্য রাখিবার মানস করিয়াছেন। মান্দ্রাজের এতদ্দেশীয় সৈন্য সংখ্যা কমান হইবে বোধ হইতেছে।

বর্দ্ধমান হুগলী ও নদীয়া প্রভৃতি স্থানে পুনর্ব্বার অত্যন্ত জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জল নির্গমনের ভাল পথ না থাকাতে এই সকল স্থানের জল বায়ু নিতান্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই পীড়ার প্রকৃত কারণ। আমাদিগের বিবেচনায় একজন নেটিব ডাক্তার ও দুই চারি শিশি কুইনাইন প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত না হইয়া উত্তমরূপ জল পথাদি করিয়া দিয়া পীড়ার মূলোৎপাটনের চেষ্টা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

রাজস্ব কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য দিবার জন্য বাবু আশাচরণ ঘোষ ইংলণ্ডে যাইবার যে কথা ছিল, বোধ হয়, তাঁহার যাওয়া হইতেছে না। ডাক্তরেরা বলিয়াছেন, তাঁহার যেরূপ বয়স হইয়াছে তাহাতে বিদেশ গমনে তাঁহার স্বাস্থ্য হানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২৩ এ পৌষ শনিবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আগ্রার বারুদ গুদামে আগুন লাগিয়া যে সকল লোকের মৃত্যু হয় উহাদের পরিবারের ভরণ পোষণার্থ অনেকগুলি টাকা চাঁদায় সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এক কমিটী হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যাকালে লার্ড মেয়ো সপরিবারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিবেন। সোমবার কিয়াকে উপস্থিত হইবেন। তথায় ২। ৩ দিন অবস্থিতি করিবার সম্ভাবনা আছে।

চট্টগ্রামের পর্ব্বত প্রদেশের সর্দ্দার বোমঙ লুসাই যুদ্ধের নিমিত্ত কুলি দিতে কোন মতেই স্বীকার করিতেছেন না। বেঙ্গল টাইমস বলেন, ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শীঘ্র চট্টগ্রাম হইতে কয়েক জন কনষ্টেবল এবং একজন সব ইনস্পেক্টর সমভিব্যাহারে বোমঙের রাজ্যে কুলি সংগ্রহার্থ গমন করিবেন। জনশ্রুতি এই, বোমঙ প্রাণপণে ইহার নিবারণ করিবেন। এমন অবস্থায় ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত অধিকসংখ্য লোক থাকা আবশ্যক। বোমঙের বিপক্ষতাচরণ করিবার বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে বোধ হইতেছে। এ সময়ে আবার এ অগ্নি প্রজ্বালিত করা কেন?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকা	সিক্কা	১৮৬—১৮৬৸৵০
৪ "	কোং	৯৯—৯৯।০
৪½ "	"	১০৫৸৵—১০৫৵
৪½ "	"	১০৩৸০—১০৪
৪½ "	"	১০২—১০২।০
৫ "	"	১০০
৫½ "	"	১০১৵—১০১।

ইউরোপীয় সমাচার।

সাণ্ড্রিঙ্গাম ২৯ এ ডিসেম্বর দুই প্রহর। গত রাত্রি প্রিন্স অব ওয়েলস উত্তমরূপে নিদ্রা গিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। তিনি অধিক বল পাইয়াছেন, বাম উরুর উপরের বেদনা কম। লাড আলফ্রেড পাজেট তাঁহার সেবা করিতেছেন।

লণ্ডন ৩০ এ ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। সর্ব্বসাধারণ রাজকুমারের পীড়া উপলক্ষে যেপ্রকার সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত রাজ্ঞী এক পত্রদ্বারা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন, এই ভক্তির নিমিত্ত তিনি বিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছেন। প্রিন্সেস অব ওয়েলসকে ধন্যবাদ দিয়া রাজ্ঞী আশা করিয়াছেন যে, তাঁহার অনুরক্ত প্রজাগণ রাজকুমারের আরোগ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে থাকিবেন।

৩০ এ ডিসেম্বর দুই প্রহর। গত রাত্রি প্রিন্স অব ওয়েলস পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসুস্থ ছিলেন, উরুর বেদনা ইহার কারণ। অন্য অন্য বিষয়ে তিনি ভাল আছেন। ডিউক অব এডিনবরা সাণ্ড্রিঙ্গাম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

জে, আর, কোবেন সাহেব কিউ, সি, কুইন্স বেঞ্চের এক জন বিচারপতি হইয়াছেন। অদ্য যে তিন মাসের শেষ হয়, তন্মধ্যে ইংলণ্ডে ১৬, ৮৫, ৪০,৯১০ টাকা অর্থাৎ গত বৎসরাপেক্ষা ৯২,৫৯,১৫০ অধিক আয় হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা সমুদায়ে ৯৪,০১,৫৬০ টাকা অধিক আদায় হইয়াছে।

টাইলসন সাহেব তাঁহার মনোনীতকারিদিগকে জানাইয়াছেন যে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া মহাসভায় পুনঃ প্রবেশ করিতেছেন।

প্যারিস ৩০ এ ডিসেম্বর। প্যারলিনিসে দুইজন বাবেরীয় সৈনিককে বধ করিবার চেষ্টা হয়।

লণ্ডন ৩১ এ ডিসেম্বর বৈকাল। রাজকুমারের বেদনা কমিয়াছে। মার্কুইস অব লরণ ও রাজকুমারী লুইসের মহাশয় ইটালীতে গমন করিয়াছেন। সামুয়েল লেঙ সাহেব উইকবর্গের প্রতিনিধি হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। জন স্পেন্সার সাহেব তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

১ লা জানুয়ারি। গত রাত্রি প্রিন্স অব ওয়েলস সচ্ছন্দে ছিলেন। জ্বর ও বেদনা কম। রাজ্ঞী কল্য সাণ্ড্রিঙ্গাম হইতে গমন করিবেন।

কমন্স স্পীকার অনরেবল জে, ই, ডেনিসন সাহেব বাইকাউণ্ট উপাধি পাইবেন। কর্ণেল ক্রিচের উপরের পদ শূন্য হওয়াতে তিনি মেজর জেনরলের পদ পাইয়াছেন।

রাজ্ঞী ইউজিন ৮০ লক্ষ টাকার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াছেন। ডারডানিলোতে কতকগুলি জর্ম্মণীর সামুদ্রিক আফিসরের প্রতি কুব্যবহার করাতে একখান জর্ম্মণীর যুদ্ধ জাহাজ যোজিনে গমন করিয়াছে।

২ রা জানুয়ারি। রাজ্ঞী নিজে মহাসভা খুলিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে। আদালত খুলিলে মডকই বিবার অন্তের মকদ্দমা পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবে। মার্জিনি পীড়িত হইয়া শুয্যা সেবা আছেন।

লাড ওয়েলস সাহেব তাঁহার মনোনীত কারিদগের নিকট বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তার সহিত প্রজাদিগের কি প্রকার সৌহার্দ হওয়া উচিত তাহা প্রিন্স অব ওয়েলসের পীড়া উপলক্ষে সাধারণ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

লোকদিগের উন্নতির কারণ সামাজিক বিষয়ে মহাসভা মনোনিবেশ করিবেন। অল্প সংখ্যক; কিন্তু অতিশয় সুশিক্ষিত সেনাদলের প্রয়োজন। তিনি অংশসে আফিসের পদ ক্রয় প্রণালী উঠাইয়া দিবার উপদেশ কথা বলিলেন।

সিমারিক নগরে একজন কনসারবেটিব মেম্বরকে নিযুক্ত করিবার সময়ে যখন প্রিন্স অব ওয়েলসের নাম উল্লেখ করা হয় তখন কোন লোকেরা ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রিন্স অব ওয়েলস ভাল হইতেছেন। ডিউক অব এডিনবরা কলকাম বাটীতে আছেন। সেনাপতি বালফোর ভারতবর্ষীয় সেনাদলের ব্যয়ের বিষয়ে দোষারোপ করিয়াছেন। অধুনা টাইমস পত্র সেনাপতি মহাশয়ের এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। সেনাপতি বালফোর বলেন ডিউক অব আর্গাইল তাঁহাকে এ বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ ডিসেম্বর। মেজর আর পীঅট্রাট (বিদায় প্রাপ্ত) ছত্রের ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এ, কার্ণক্রস গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

মেজর ডবলিউ, এস, জে, লাম্ব দার্জিলিঙের প্রতিনিধি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কমিসনর হইবেন

২৮ এ ডিসেম্বর। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এ, পীঅট্রাট সাহেব পুরিয়া (আররিয়া) উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

আররিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ওয়ারিস আলী সদর মহকুমা পুরিয়াতে বদলী হইবেন।

অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর আর এ, বেলি সাহেব গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুরে মাজিষ্ট্রেটির এবং ১৮৫৯ অব্দের ৭ ও ১৮৬৫ অব্দের ৯ আইনানুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ভাগলপুর ও পুর্ণিয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে জি চারলস সাহেব প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৯ শাহবাদ (বিদায় প্রাপ্ত) ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজসাহীতে বদলী হইবেন।

লণ্ডন মিসনরি সোসাইটির রেবরেণ্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইবেন।

৩০ এ ডিসেম্বর। মৌলবী আবদুল গফুর শ্রীহট্টের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

মেদিনীপুরের কালেক্টর হাবন্তার জালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

মেজর আরচি ওয়াট ছত্রের অস্থায়ী জজ হইবেন।

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এ, কার্ণক্রস গোয়ালপাড়ার অস্থায়ী জজ হইবেন।

মেজর ডবলিউ এস, জে, লাম্ব দার্জিলিঙের কোর্ট আদালতের প্রতিনিধি হইবেন।

২৮ এ ডিসেম্বর। বাবু সত্যচরণ মজুমদার মাদারগঞ্জের (ময়মনসিংহ) অনরারি মুন্সেফ হইবেন।

৩০ এ ডিসেম্বর। রেবরেণ্ড ডবলিউ, উইলকিন্স আবার অনারেরি মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

এম. পি. বি ড এল সাহেব দিনাজপুরের দাওয়া চিকিৎসার সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. বি. এল মোয়াজ্জমপুরের প্রাতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

মৌলবী হাজিক মহম্মদের (মহা) প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী আসাম গোলাঘাটের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

হিরদ উইলসন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের আরাম্বু সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

নব নির্ম্মিত কালেক্টরি কাছারি বাটীতে ফৌজদারি আদালত উঠিয়া আসিলে আমরা গবর্ণমেন্টের অর্থ বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তদনুসারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সার্কিট হাউস নির্ম্মাণ না করিয়া পূর্ব্বে ফৌজদারি কোর্ট সার্কিট বাটী করিতে গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গত দুই বৎসর কমিসনর ও বিশপাদি যত বড় বড় সাহেব এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহারা কেহই উহাতে বাস করেন নাই। কেবল বাজীকর সাহেবেরা দুই বার এই আলয়ে তামাসা দেখাইয়াছিল ও বিদায় প্রাপ্ত কোন কোন সাহেবের দ্রব্যাদি উহাতে নিলাম হইয়াছিল। গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বাপর আমাদের অনেক কথা শুনিয়াছেন বলিয়া এবার আমরা আর এক প্রস্তাব করিতেছি, তাহা এই।

রাস্তেশন বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডিং ও এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র দুই উভয়ে আপন আপন আলয়ের এক অংশে কাছারি করিয়া থাকেন, কিন্তু সরকার হইতে আফিসের জন্য মাসিক প্রায় ১০০ টাকা বাটী ভাড়া খরচা হইয়া থাকে, ফৌজদারি বাটীতে উহাদিগের দুই জনের কাছারি হইতে পারে। অতএব উহাদের কাছারি এই গৃহে উঠাইয়া আনিলে উভয় কর্মচারি ও গবর্ণমেন্টের সুবিধা হয় এবং বাৎসরিক সহস্রাধিক টাকা বাঁচিয়া যায়।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বোড়াল হিতৈষিণী সভা।

প্রায় একবৎসর হইল, কতিপয় যুবকের যত্নে আমাদিগের গ্রামে ঐ সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। একটী সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত, বিদ্যালয় কয়েকটীর আনুকূল্য দান, পল্লীস্থ কুপণ সমস্ত সংস্কার এবং আর্য্য ধর্ম্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রানুশীলন করা প্রভৃতি কার্য্য সভার উদ্দেশ্য। যুবকসম্প্রদায় এপর্য্যন্ত সভার বিষয় কোন সংবাদপত্রে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। কারণ বঙ্গে এরূপ সভা যেমন জন্ম গ্রহণ করেন, তেমনই অকালে কাল কবলে পতিত হন। যাহা হউক সৎকর্ম্মের সূচনাও ভাল। সম্প্রতি সভায় শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা এই দুয়ের অন্যতর গ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে এবং সভার অর্থ হইতে ২।৪ টী অনুপায় বালককে পুস্তক ও বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হইতেছে এবং সভাধ্যক্ষেরা একখানি সভাগৃহ নির্ম্মাণে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন।

১২৯৮ বোড়ালনিবাসী
শ্রী:—

সম্পাদক মহাশয়! গত সোমবার ১লা জানুয়ারি রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় বাকিপুর দাওয়া চিকিৎসালয়ে শান্তি সমারোহে পূর্ব্বক একটী মাসিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অত্রস্থ মুন্সেফ ও বি, এ, বি, এল, বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী ও আর্য্যোদয় সম্পাদক প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক এবং যাঁহারা এই ঔষধালয় দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ঔষধালয়ের উন্নতিসাধনার্থ উপস্থিত ছিলেন। ঔষধালয়ের স্থাপয়িতা বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি প্রথমেই যে উদ্দেশে এই দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে বিনীতভাবে একটী বক্তৃতা করেন। তদ্দ্বারা আমরা অবগত হই লাম যে ৩১ দিবসের মধ্যে মোট রোগীর সংখ্যা ৩৯৩ জন, তন্মধ্যে ২৯৩ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ও ৯১ জন অনুপস্থিত এবং ৪৮ জন চিকিৎসাধীন আছেন। তৎপরে বাকিপুর গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু শ্রীরমেশ চন্দ্র ঘোষ একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। পরিশেষে সভাগণের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া বাবু অম্বিকাচরণ পাল যদ্দ্বারা এই ঔষধালয় চিরস্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে একটী বাচনিক বক্তৃতা করেন। উপসংহারকালে করুণানিধান পরমেশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, দিন দিন এই ঔষধালয়ের উন্নতি হইয়া অনাথ দরিদ্র প্রভৃতি সকলকে অকাল মৃত্যু হইতে নিস্তার করুন।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীগোবিন্দহরি পাঠক

—•—

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনের সংশোধিত পাণ্ডুলেখ্যখানি অনেক বিষয়ে সুন্দর হইয়াছে। রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে বিবাহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ করিতে পারিবেন:—যাঁহারা খৃষ্টীয়ান, ইহুদি, হিন্দু ইজন মুসলমান, পারসী অথবা বৌদ্ধ নহেন, এবং (অথবা ?) যাঁহারা হিন্দু ইজন, মুসলমান পারসী অথবা বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিম্বা তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। আদি ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন অতএব তাঁহাদিগের আশঙ্কার প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু যে কয়েকটী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত আরও সম্প্রদায় আছে। সাঁওতাল শীখ ও খোজাগণ যথার্থ হিন্দু নহে। বর্ত্তমান বিল কি তাঁহাদিগের প্রতি খাটিবে ? খাটিবে না যে আইনে তাহার বিধি টক ? ব্যবস্থাপকগণ এক কালীন যথা স্থানে লক্ষ্য করেন না কেন ? কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ প্রস্তাবিত আইনটী চাহিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগের নাম ধরিয়া আইন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নচেৎ ভবিষ্যতে অতিশয় গোলযোগ হইবে।

এক ব্যক্তি নাস্তিক লম্পট ও চোর, হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজ তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এ ব্যক্তি কি বর্ত্তমান বিলের সাহায্য পাইবে? উভয় স্ত্রী ও পুরুষ ঈশ্বরধর্মাক্রান্ত হইবেন এবং বিবাহের পূর্ব্বে অন্ততঃ এক বৎসর ঐ ধর্মানুসারে উপাসনা করিবেন এই বিধি করা আবশ্যক, কারণ কেবল বিবাহের অনুরোধে অনেকে ব্রাহ্ম নাম লইতে পারে। বিবাহের পর যদি কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরে বিবাহ করেন তাহা হইলে এক পত্নী থাকিতে কি অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন? এ বিষয়ে স্পষ্ট বিধি করা উচিত। পুরুষের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ ও স্ত্রীলোকের চতুর্দ্দশবর্ষ করা অতি সঙ্গত হইয়াছে। প্রথম ধারার চতুর্থ প্রকরণ কিছু অস্পষ্ট। ষ্টিফেন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন বিবাহার্থিগণ যে ধর্মাক্রান্ত আছেন তাহাতে যে যে সম্বন্ধীয় লোককে বিবাহ করা নিষেধ তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর ধর্ম্মে এক্ষণে ইহার কিছুই নির্ণয় করে নাই। আমাদিগের মতে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যিনি যে ধর্মাক্রান্ত ছিলেন সেই সেই ধর্ম্মে যে যে ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে নিষেধ আছে সেই সকল লোককে বিবাহ করা যাইবে না স্পষ্ট ব্যবস্থা করা উচিত।

এই আইনানুসারে যাঁহারা বিবাহ করিবেন ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইনানুসারে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকার হইবে আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ধর্ম্মে উত্তরাধিকার পরিবর্ত্ত করিতে পারে না, আমাদিগের গবর্ণমেন্ট ইহা ইতিপূর্ব্বে লেক্সলোসাই আইনে স্বীকার করিয়াছেন। তবে ঈশ্বরগণ ইচ্ছা করেন সাহেব হইতে পারেন, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি এক ব্যক্তি ঈশ্বর হইবার পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, উত্তরাধিকার কি প্রকারে হইবে? তিনি কি নিজের বেলা হিন্দুশাস্ত্রের উপকার লইবেন, আর পরের বেলা ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইনের আশ্রয় পাইবেন? এ বিষয়ে স্পষ্টবিধি করিলে ভাল হয়।

অন্য অন্য বিষয়ে আমাদিগের বিলের প্রতি আপত্তি নাই।

—•—

মহাশয়! ২৫ এ ডিসেম্বরের সাপ্তাহিক "ইংলিশম্যানে" ডি, এস এল নামক কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আসাম প্রদেশে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণ ও বড়কলস্তা এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই বাস করিতেছে। এবং সেই বড় কলস্তারাই বঙ্গদেশীয় কুলীন কায়স্থগণের সদৃশ। আসাম বুরুঞ্জিতে (আসাম ইতিবৃত্ত) আপনার কতদূর ব্যুৎপত্তি আছে, বোধ হয় লেখক মহাশয় ইহা দ্বারা তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকিবেন।" এই প্রদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড়কলস্তা ছোট কলস্তা ইত্যাদি নানা জাতীয় লোক বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ইহারাই আসামের প্রধান শ্রেণীর লোক, তদ্ভিন্ন বড়কলস্তারা বঙ্গদেশীয় ছোট কায়স্থের তুল্য। কিন্তু এই দেশীয় কলস্তারা চলচালনা করে, তাহাতেই পেষোক্ত জাতি হইতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ হীন বোধ হয়। এতদ্দেশীয় নিচাশয় কলস্তা জাতির সহিত উৎকৃষ্ট বঙ্গজ কায়স্থগণের তুলনা করিয়া একমত তাহাদিগকেও কলস্তা শ্রেণীভুক্ত করা হইল। পক্ষান্তরে আসামে যে কায়স্থ এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নাই, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। বাস্তবিক তাহা নহে। আসামে বড়কলস্তা হইতে উৎকৃষ্ট কায়স্থ জাতি বিদ্যমান আছে, তাহারাই এদেশের ব্রাহ্মণগণের সহিত উন্নত সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন জাতি।

আরও তিনি লিখিয়াছেন যে, এদেশে মুসলমানদিগকে গড়িয়া বলে, অতএব "গড়িয়া" এই শব্দটী প্রকৃত সার্থক। কারণ পূর্ব্বকালে যাহারা গৌড় হইতে এদেশে আগমন করিত, এদেশে তাহাদিগকে গড়িয়া বলিত। তদনুসারে আসামবাসী মুসলমানগণ অদ্যাপি গড়িয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাল জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে গৌড় (বাঙ্গালা) হইতে ব্রাহ্মণ কায়স্থ আসিয়াও কি এদেশে গড়িয়া হইত। ইতি

শ্রীরামদন

সাক্ষ্যসংক্রান্ত আইন।

ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন হইয়াছে। সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্য লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইবার আর বড় বিলম্ব নাই। আমরা শুনিয়াছি, যে ভাবে পাণ্ডুলেখ্য করা হইয়াছে তাহাতে সকল প্রেসিডেন্সি হইতেই আপত্তি আসিতেছে। আমরাও অন্য সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া এক বিষয়ের প্রতিবাদ করিতেছি। ষ্টিফেন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন কোন সাক্ষির চরিত্র সম্বন্ধে জেরা করিতে হইলে জজের নিকটে লিখিত উপদেশ লইতে হইবে, নচেৎ উকীলকে আদালতের অপরাধী হইতে হইবে। জেরা সম্বন্ধে এ প্রকার বিধি করা আর সুবিচারের স্রোত বন্ধ করা (১) সমান। এতদ্দ্বারা বিচারপতিদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। উকীলের স্বাধীনতা এককালে যাইতেছে। এক জনের এক মাত্র পুত্র, নিজের অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, দৃষ্টি ও চলচ্ছক্তি হীন। এই পুত্রের যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে লোকে স্বভাবতঃ বলেন, ঈশ্বর অবিচার করিয়াছেন। ঈশ্বর অবশ্যই তাঁহার নিকটে অবিচার নাই, তিনি সকলই আমাদিগের ইষ্টের নিমিত্ত করেন ইহা মনুষ্য মাত্রেই স্বীকার করেন। তথাপি মানব স্বভাব কি চমৎকার। আমরা কাহার যে কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারি, তাহা অনভিমত হইলেই অন্যায় বলি। এই কারণে আইনানুসারে বিচারপতিগণ আপনাদিগের সাধ্যমত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়া থাকেন। গাহা ভাক্‌পুরুষ ডিরেক্টরগণ বলিয়াছিলেন, "কেবল যে সুবিচার করিবে এমত নহে, লোককে বুঝান চাই যে, সুবিচার হইতেছে" তাহা সকল দেশে সমানরূপে খাটি

(১) পাঠক দেখুন কেমন বন্দোবস্ত। এ প্রস্তাব করাতে ষ্টিফেন সাহেবের কাছে যোগাযোগ করা ন্যায়ানুগত হইতেছে না। চরিত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া আদালতে কেবল একটী দোষ উপস্থিত করা হয়, বিশেষ কাজ কিছুই হয় না। বোধ হয়, এককল অনেক বার মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন অনেকবার মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়া কি তাহার সাক্ষ্য কাটিবে নাই? স।

৫। রাজনীতিজ্ঞগণের গোপনে অধিকাংশ কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারাও সময়ে সময়ে সাধারণ স্বার্থস্পর্শী কার্য্যের কারণ বর্ণনা করেন। ব্যবহারাজীব মাত্রেই স্বীকার করেন, জেরা ব্যতীত যথার্থ বিষয় অবগত হওয়া যায় না। বিচারপতিগণ যদি ঈশ্বরের ন্যায় অভ্রান্ত হইতেন, তাহা হইলেও জেরার প্রয়োজন হইত। কারণ কি মূলে তাঁহারা বিচার করিলেন, তাহা জানা হতে হয়। আমাদিগের বিচারপতিগণ কি প্রকার? ইহা কি সত্য নহে যে, অধিকাংশ বিচারপতি উকীলকে স্বাভাবিক শত্রু বলিয়া জ্ঞান করেন? প্রত্যেক উপযুক্ত উকীলকে জিজ্ঞাসা কর, সেকেলে সেশিয়ন জজ মাত্রেই তাঁহাদিগের প্রতি বড় ভাল ব্যবহার করেন না। কেন করেন না? বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া অবধি যত শীঘ্র উপযুক্ত উকীল বহির্গত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে বিচারপতিদিগের উন্নতি হয় নাই। নূতন মুন্সেফগণ ব্যতীত আর সকলে সেই সেকেলে ভাবে আছেন। বর্ত্তমান আইনে উকীলদিগের অবশ্যই জেরার স্বাধীনতা আছে; কিন্তু তথাপি বিচারপতিগণ এত বিরক্তি প্রকাশ করেন, যে সকল সময়ে সন্তোষ জেরা হয় না। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য এদেশের সাক্ষিগণের মধ্যে মিথ্যাবাদির সংখ্যা অল্প নহে; ইহাদিগের মিথ্যা ধরিবার জেরা একমাত্র উপায়। মূল বিষয়ে ইহারা টলকাইবার লোক নহে। আনুষঙ্গিক বিষয়েই ইহারা ধরা পড়িয়া যায়, চরিত্র ঘটিত প্রশ্ন সেই আনুষঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে প্রধান। এই উপায় কি ব্যবস্থাপকগণ বন্ধ করিবেন? তাহার ফল কি হইবে? উভয় পক্ষের সমানরূপে শপথ পূর্ব্বক জবানবন্দী হইবে; কোন পক্ষ সত্য তাহা স্থির করিতে বিচারপতির মস্তক ঘুরিয়া যাইবে। আসল বিচার আন্দাজের উপরে হইবে। ইহা কি প্রার্থনীয়? এদেশে ব্যবসায়ী সাক্ষী অনেক আছে মক্কেল কি প্রতি সাক্ষির চরিত্র সম্বন্ধে লিখিত উপদেশ দিতে সমর্থ হইবেন? অনেক সময় উকীলের নিজের ভূয়োদর্শনে সাক্ষী ধরা পড়ে। কিন্তু তিনি ভয়ে কথা কহিতে পারিবেন না। যেখানে জুরীর প্রথা মক্কেল সেখানে ত কথাই নাই। আমরা ষ্টিফেন সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি তিনি এই অন্যায় বিধিটী পরিত্যাগ করুন। তিনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন এদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ বিচারপতিদিগের উপরে বিশ্বাস প্রকাশ করেন। উকীলের স্বাধীনতা গেলে বিচারপতির স্বাধীনতা কখন থাকিবে না। সেই পঞ্জাবের ন্যায় বৃক্ষতলে বসিয়া বিচার প্রণালী হইবে। এটী বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের মতে উত্তম হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ ইহা যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা ও ভয়ানক অত্যাচার বলিয়া জ্ঞান করিবেন। এতদপেক্ষা উকীলের ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া সকলই বিচারপতির উপরে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের বিচারপতিদিগকে জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন ইহাতে কি উপকার হইবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দত্ত দিনাজপুর	১০
„ „ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মজঃফরপুর	৫॥০
„ „ কৃষ্ণমোহন মিত্র জয়নগর	১০
„ „ ঈশানচন্দ্র ভৌমিক যালদহ	১০
„ „ মহিমচন্দ্র মজুমদার করিকরপাড়া	১০
দুর্গাকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা	১০
„ „ হরকুমার সরকার নাটোর	১০
শ্রীযুক্ত রবার্ট হারবি সাহেব পাইকপাড়া	১০
„ মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ চৌধুরী নাটোর	১০
সোতাল হিতৈষী সভা	৫॥০
বরাহনগর হিতৈষী বাঙ্গলা পুস্তকালয় (*)	৫॥০

(*) ৬ ই পৌষের সোমপ্রকাশে বরাহনগর হিতৈষী বাঙ্গলা পুস্তকালয় না হইয়া ভ্রম ক্রমে গোপালচন্দ্র দাস হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজেষ্টারি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ৯ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮। ২ রা মাঘ। ইং ১৮৭২। ১৫ ই জানুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এক অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫। টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। পোষ্ট অফিস অর্ডার বা বেয়ারিং চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন দুই আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল ব্যয় পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮
কার্য্যসম্পাদক

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৩ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানার পেটিষ্টোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ আর্ড্‌নান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন, ইহার পরে লইবেন না।

জিনিস কিম্বা অল্পসংখ্যক দ্রব্যের [illegible] বাজার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর আবশ্যক হইতেছে, আর টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে যে এগ্রিমেন্টের ফরম ১ টাকা মূল্যের ষ্টাম্প দিয়া কণ্ট্রাক্টরদিগের স্বাক্ষর মোহর ও রেজিষ্টরি করিতে হইবে তাহা আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে। ষ্টাম্প ও রেজিষ্টরির ব্যয় কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লেখা হয় এবং ডুপলিকেট দেওয়া হয়। যে দ্রব্যে যে প্রকার প্রস্তর দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কে লেখা থাকিবে। টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। ঐ ফরম ১ টাকায় [illegible] এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য সরবরাহের টেণ্ডর গ্রহণ করা যাইবে না এবং টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

আর্ড্‌নান্সের ইনস্পেক্টর জেনেরেল টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামতে অন্যান্য সরবরাহের টেণ্ডর বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডরে কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে, তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত, কোন কাগজেই হউক, বা নোটেই হউক, ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেন্ট পত্র লেখা হইলে, কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে, সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় আর্ড্‌নান্সের কমিসরি কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন। যাঁহারা টেণ্ডর দিয়াছেন তাঁহারা সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন।

২ রা জানুয়ারি ১৮৭২
দমদমা কারখানা আফিস
এ, গুডায়ার কাপ্তেন
আর, এ, কমিসরি অব আর্ড্‌নান্স

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি নবীন ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারতবর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।৶ দশ আনা মাত্র।

১৮৭২ সাল
১ লা জানুয়ারি
মজিলপুর
শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি। সন ১২৭৯ সাল, ইং ১৮৭২।৭৩।

ত্বরায় প্রকাশিত হইবে, মূল্য স্বাক্ষরকা

[illegible] টাকা [illegible] মফস্বলে পাঠাইবার [illegible] লাগিবে।

কলিকাতা [illegible]
[illegible] মঙ্গলবার } শ্রীবিহারীলাল মল্লিক

[illegible] প্রবন্ধ সহিত নূতন পুস্তক [illegible] [illegible] ৩৮ নং পুস্তকা[illegible] প্রাপ্য। মূল্য ডাক মাশুল সমেত [illegible] আনা।

—

[illegible] সংগ্রাহক [illegible] কুলীন [illegible] শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় [illegible] ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১১৫ নং ভবনে, [illegible] বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

—

পানিহাটী নিবাসী ৺রসগোবিন্দ চৌধুরির স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী বহুদিন হইতে পীড়িত হইয়া মরীর ভবনে থাকায় তাঁহার তালাবদ্ধ বাটীর নীচের [illegible] দরজা [illegible] [illegible] ভাঙ্গিয়া সমুদয় দলিল দস্তাবেজ ও [illegible] লইয়া গিয়াছে, আমি [illegible] পুলিসে সম্বাদ দিয়াছি যিনি কিছু [illegible] হইলেই দলিল ব্যক্তির উপর অভি[illegible] করিবেন।

[illegible]
[illegible] পৌষ } [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
[illegible]

"[illegible]" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে [illegible] কর্ণওয়ালিস রোড ৬৩ নং ভবনে [illegible] মূল্য ৶০ আনা। ডাক মাশুল

—

[illegible] ও ঐক্যপর্ব্ব, [illegible] টীকা, অনুবাদ ৮
[illegible] ([illegible]) অনুবাদ ৩
"[illegible]" ([illegible] বেদীর মন্ত্র [illegible]) প্রথমভাগ অনুবাদ ১

"ঐ শেষভাগ (মুদ্রিত প্রায়) ৩
"কবিকল্পলতা" সটীক (অলঙ্কার) ৪
"[illegible]" ও মাধবচম্পু ৸৶০
"বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা" ৶০

এইগুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রী[illegible]নারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

—

একজন ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। মেডিকেল কলেজের [illegible] কিম্বা বাঙ্গালা ক্লাসের প্রশংসাপত্রধারী ছাত্র যিনি চিকিৎসায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। [illegible] পাইবেন। ১৪ দিনের মধ্যে [illegible] নিকট আবেদন করিতে হইবে

২৫এ অগ্রহায়ণ। } শ্রী[illegible] সরকার
[illegible]
আমদপুর ষ্টেশন

—

১১০৬ নং [illegible] ১৫ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক খণ্ড ৫০০ পাঁচ শত টাকার [illegible] কাগজ আমার হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন, এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দারজিলিং
৩ রা পৌষ　　শ্রীকমলচাঁদ হালদার
১২৭৮ সাল

"বহুবিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী"। সংস্কৃত পুস্তকালয়ে প্রাপ্য মূল্য ৶০ মাত্র।

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল।

নেটিব ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণাল অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, যাণ্মাসিক ১৸০ প্রতি সংখ্যা ৷০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা [illegible] হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

জগদম্বুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও [illegible] জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে [illegible] ও [illegible] বৈবাহিক [illegible] [illegible] আছে, তাহা অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা [illegible] (পেড) [illegible] বিশেষ [illegible] হইতে পারিবেন। [illegible] [illegible] এবং [illegible] প্রভৃতি [illegible] বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

—

মনুষ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী স্বল্প চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে [illegible] রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৷০ মাত্র। এককালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৷৶০ এবং ৫০ খণ্ড [illegible]

অত্যোধিক হইলে ।০ আনা কমিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেঙ্গিনি কোম্পানির বাটিতে ও মুজাপুর বহুগোপাল চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

চন্দন নগরের লাটরি।

মহামান্য বার্থে সাহেব ইহার স্থাপন কর্ত্তা ও চন্দননগরের সেপড়ুসেরভিস লিউটিনাণ্ট কলনেল ভুরাণ্ড সাহেবের সাহায্যে এবং আর৫বর্দ্ধ ফরাসী সাম্রাজ্যের গবর্ণর জেনরলের অনুমতিতে ইহা হইবেক।

এই লাটরিতে পঞ্চাশ হাজার টিকিট এবং প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুই টাকা স্থির হইল, উক্ত লাটরির প্রাইজ সকল নিয়মতে বিভক্ত হইল।

১	লাট	১০০০০ টাকা
১	ঐ	৫০০০ টাকা
১	ঐ	২৫০০ টাকা
৫	ঐ	১০০০ টাকার হিং
১০	ঐ	৫০০ টাকার হিং
২৫	ঐ	২৫০ টাকার হিং
৫০	ঐ	১০০ টাকার হিং
১০০	ঐ	৫০ টাকার হিং
১৫০	ঐ	২৫ টাকার হিং
২৫০	ঐ	১০ টাকার হিং

এই লাটরি হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তাহা চন্দননগরে একটি গীর্জ্জা এবং কয়েকটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ব্যয় করা যাইবেক।

চন্দননগরে, গবর্ণর কর্ত্তৃক নিরূপিত সভা সভ্যদের সম্মুখে ও তদ্বারকে আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৭ শে তারিখে এই খেলা হইবেক, (যদি সমস্ত টিকিট বিক্রয় হয়)।

যদি কোন প্রাইজ, প্রাপ্ত লোকের দ্বারা ছয় মাসের মধ্যে অধিকৃত না হয়, তাহা হইলে ইহা পুনরায় লাটরি ফণ্ডে যোগ করা হইবেক।

চন্দননগরের মহামান্য বার্থে সাহেবের বাটীতে, এবং তুবলিউ, বি, ব্রনটন সাহেবের বাটীতে, কলিকাতার ৮ নং লালদীঘী পি, এস, ডি, রোজারির কোম্পানির আফিসে, ১৫ নং রাণিমুদির গলি, জে, তুমেন কোম্পানির আফিসে, ১ নং গ্রাণ্টস লেন ডি, ক্লেক কোম্পানির আফিসে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এবং বেন্টিক ষ্ট্রীটে বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট টিকিট বিক্রয় হইবেক।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ১০০০ মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ ৪০ টা।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরিউক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য গ্রহণ করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

---

১৩ নং করন্ওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।৵০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। মানকরায় আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাসুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ৫ ই জানুয়ারি।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি ফুট	জল ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা।		
মোহানায়	১	৬
তথা হইতে হাট গোয়ালিয়া ৪৪ মাইলের মধ্যে	১	১
হাট গোয়ালিয়া হইতে আলিকদহ	২	
আলিকদহ হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইলের মধ্যে	১	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলী ৩৮ মাইলের মধ্যে	৩	
ভাগীরথী।		
মোহানায়	৫	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫৮ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে		

১৮৭২ সালের ৮ ই জানুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের দাগ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৬	৮॥

বহরমপুর ৮ ই জানুয়ারি ১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত জে, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার্স ডিবিজন

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সংকলন সমন্বলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফঃস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

সোমপ্রকাশ।

২ রা মাঘ সোমবার।

বাঙ্গালা দেশের মকদ্দমাপ্রিয়তা দুর্নাম দূর করিবার উপায়।

বাঙ্গালিরা মকদ্দমাপ্রিয় দেশবিদেশে এই একটী দুর্নাম রটিয়াছে। "বাঙ্গালিরা মকদ্দমাপ্রিয়" একথা বলিলে আপাততঃ এই অর্থ বোধ হয়, সকল বাঙ্গালিই মকদ্দমা ভাল বাসেন। যাঁহারা ভিতরের কথা না জানেন তাঁহারা এই অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, কতকগুলি অসৎ লোকের দোষে বাঙ্গালা দেশের এই অযশ হইয়াছে। ভদ্রলোকেরা আদালত গমনে একান্ত অনিচ্ছু। দুর্দৈবের চক্রে পড়িয়া যদি তাঁহারা কখনো যান নতুবা নিজ ইচ্ছায় কদাপি যান না। তদ্ভিন্ন এদেশে যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের এই সংস্কার আছে, আদালতে গমন করিলে পরকাল নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাঁহারা প্রাণান্তে আদালতের দিগে মুখ করেন না। তদ্ব্যতিরিক্ত কতকগুলি নিরীহ লোক আছেন, আদালতের পদাতিক দর্শন করিলে তাঁহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাঁহারা ক্ষতি ও অত্যাচার সহ্য করেন, তথাপি আদালতে যান না। যদি আদালত গমনে লোকের অনিচ্ছা হইল, তবে বাঙ্গালা দেশের এ দুর্নাম কেন? বিচারপতিরা অনবরত পরিশ্রম করিয়া মকদ্দমার শেষ করিতে পারেন না বা কেন? আমাদিগের দেয় উত্তর এই, কতকগুলি দুরাশয় নিষ্ঠুর স্বভাব অসৎ লোক হইতেই বাঙ্গালা দেশের এই দুর্নাম রটিয়াছে। উহারা মকদ্দমাকে আপনাদিগের পৌরুষ প্রকাশের স্থান ও বৈরনির্য্যাতনের প্রধানীভূত উপায় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মকদ্দমা পাইলে উহাদিগের দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, আনন্দের পরিসীমা থাকে না। উহারা মকদ্দমায় এমনি অনুরক্ত যে বরং স্ত্রী ত্যাগ করিতে পারে, তথাপি মকদ্দমা ত্যাগ করিতে পারে না। বাহাদের জ্ঞানের [illegible] নারায়ণায় বোধ ও কার্য্যকার বিবেচনা হয়, যে লেখা পড়ার সহিত উহাদিগের সাক্ষাৎ নাই। উহারা যে লেখা পড়া জানে তাহাতে কেবল "অল্প বিদ্যা অনর্থের হেতু" লোকের এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয়। তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি লোক আছে মকদ্দমা তাহাদিগের ব্যবসায়। তাহাদিগের অন্য জীবিকা নাই তাহারা মকদ্দমা ক্রয় করিয়া অথবা জুটাইয়া লয়। গ্রামের মধ্যে যদি কখন কোন কারণে প্রতিবাসিদিগের পরস্পর মনোমালিন্য অথবা বিরোধ উপস্থিত হয়, ঐ পাপিষ্ঠেরা বাতাস দিয়া সেই বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলে, এবং এক পক্ষকে আদালত গমনে প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনাদিগের কয়েক দিনের অন্ন সংস্থান করিয়া লয়। এই বাক্যগুলি আমাদিগের কপোলকল্পিত নয়; বিচারপতিরা যদি তাঁহাদিগের নথি দর্শন করেন, এক ব্যক্তি কতবার মকদ্দমা করিয়াছে, দেখিতে পাইবেন, দেখিলেই আমাদিগের বাক্য প্রমাণ কি না জানিতে পারিবেন।

অসৎলোকেরা বিপক্ষকে জব্দ করিবার উদ্দেশে যে অকারণ মকদ্দমা উপস্থিত করে, এটী এদেশে প্রসিদ্ধ। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন।

"সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়, অসচ্চরিত্র লোকেরা বৈরসাধনার্থ জাল খত প্রস্তুত করিয়া এবং মিথ্যা প্রমাণ দর্শাইয়া নিরীহ ব্যক্তিদিগকে যার পর নাই কষ্ট প্রদান করে। সরকার বাহাদুর ঐ মহৎ কষ্ট হইতে রক্ষা না করিলে অন্য উপায় দেখা যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় যদি সর্ব্ব প্রকার খতের রেজিষ্টরি করিবার নিয়ম হয়, এ আশঙ্কা নিবারণ হইতে পারে। গবর্ণমেন্টের এ আইনটী করা কর্ত্তব্য ইতি।"

অল্প টাকার হউক, আর অধিক টাকার হউক, পত্রপ্রেরক যাবতীয় খতের রেজিষ্টরি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটী আমাদিগের একান্ত অনুমোদনীয় হইতেছে। তাহাতে বৈরসাধনার্থী ধূর্ত্তদিগের প্রতারণা পথ বন্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেন্টও সাবধান হইবেন।

যাহারা বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া বিপক্ষকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে দেওয়ানী মকদ্দমার আশ্রয় গ্রহণ করে, সাধারণে রেজিষ্টরি করিবার নিয়মটী যেন তাহাদিগের প্রতারণাপথ বন্ধ করিবার কল্পিত উপায় হইল, কিন্তু যাহারা ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপক্ষকে দণ্ড দেয়, তাহাদিগের সে দুরাত্মতা নিবারণের উপায় কি? এক জন দুই ব্যক্তির কথোপকথন শুনিয়া আমাদিগের দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছে

অনেকে ক্রোধপরবশ হইলে কোন কাজই তাহাদিগের অসাধ্য থাকে না। প্রথম ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির নাম করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল "তাহার কথা কি? যদি মিথ্যা করিয়া তাহার নামে পাঁচ দিক হইতে পাঁচটা মকদ্দমা করি, তাহা হইলে সে কতক্ষণ তিষ্ঠিবে, তাহাকে অবশ্যই আমার কাছে আসিয়া পায়ে পড়িতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ যে কি পর্য্যন্ত অসুখযুক্ত হইল, তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না। ঐ সকল দুরাত্মাদিগের দ্বারা প্রজাগণই যে কেবল কষ্ট পায় এরূপ নয়, আদালতও তাহাদিগের নিমিত্ত বিব্রত, দেশেরও কলঙ্ক। ইহার নিবারণ একান্ত আবশ্যক। এতন্নিবারণের একটী সহজ উপায় আছে। বিচারপতিরা মনে করিলে অনায়াসে ইহার নিবারণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা করেন না, ইহাও অতিশয় দুঃখের বিষয়। সে উপায় এই, মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ড। বিচারপতিরা যদি দুই চারি জন মিথ্যা সাক্ষির দণ্ড করেন, তাহা হইলেই ইহাতে লাঠি পড়িয়া যায়। মিথ্যা সাক্ষিরা ধূর্ত্তের মাত্রা গোপন আরম্ভ করে। তাহারা [illegible] প্রণাম করিয়া মুখ পরিবর্ত্তন [illegible] সন্দেহ নাই। কে সত্য কহিতেছে, মিথ্যা কহিতেছে, বিচারপতির নির্ণয় করা দুরূহ হয় না। মফস্বলে [illegible] করিয়াও তাঁহারা তাহার নির্ণয় করিতে পারেন। আমরা নিশ্চয় কহিতেছি, যাবৎ মিথ্যা সাক্ষির দণ্ড না করিবেন, তাবৎ উল্লিখিত দোষের নিবারণ করিতে পারিবেন না। লোকে সুশিক্ষিত হইয়া আপনা হইতে এ দোষ ত্যাগ করিবে, সে দিন অনেক দূরে আছে। রাজপুরুষেরা যত লম্বা রিপোর্ট লিখুন আর যত আড়ম্বর করুন ভারতবর্ষ অদ্যাপিও মূর্খতার নিমজ্জন হইয়া আছে। বহুকালের মূর্খতা অল্পদিনে যাইবার নয়

অত্যাচার! কি অত্যাচার!
কি অত্যাচার!

৪ঠা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে উপনগর গড়পারে এক ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সরকুলর রাস্তার পশ্চিম পারে সুকিয়া ষ্ট্রীটে এক থানা আছে। এই থানার একজন পাহারাওয়ালা গড়পারে চুরি করিতে আসিয়া ধৃত হয়। পাহারাওয়ালা পূর্ব্বোক্ত থানার জমাদারের ভাগিনেয়। জমাদার এই সংবাদ পাইবামাত্র একজন কনষ্টেবলের সহিত তাহাকে বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইতে আইসে। গড়পারের কয়েকজন ভদ্রলোক ইহাতে আপত্তি করাতে বিবাদ হয়। জমাদার তন্নিমিত্ত ক্রোধান্বিত হইয়া থানায় সংবাদ দেয়। তৎক্ষণাৎ প্রায় ২০।২৫ জন পাহারাওয়ালা লাঠি হস্তে গড়পারে আসিয়া ভদ্রলোক বাবু কালিদাস নিয়োগীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার তিন জন ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাংঘাতিক প্রহার করে। তাহার পর অত্যাচারিরা কালিদাস বাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে থানায় ধরিয়া লইয়া যায় এবং অপর ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র নিয়োগীর মস্তক ভগ্ন করিয়া দুরাত্মারা তাঁহাকে প্রথমতঃ মৃত কুকুরের ন্যায় কিয়দ্দূর টানিয়া লইয়া যায়, তাহার পরে এক ডোলায় করিয়া থানায় লইয়া গেল। পুলিসের লোকেরা হঠাৎ এই প্রকার অত্যাচার করাতে প্রতিবেশিগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া আপন আপন বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিলেন। গড়পারের পাহারাওয়ালাদিগকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু ইহার মধ্যে গড়পারের একজন ভদ্রলোক সাহসে ভর করিয়া থানায় প্রবেশ করিলেন। আহত ব্যক্তির যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিয়া তিনি ইনস্পেক্টরকে সকল বিষয় জানাইলেন। ইনস্পেক্টর অত্যাচারকারিদিগকে দেখাইয়া দিতে বলাতে যাদব বাবু কয়েক ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক আহত ব্যক্তিকে মেডিকাল কালেজের হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া কলিকাতার ডেপুটী কমিশনরের নিকটে সংবাদ দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আইলন্স সাহেব নিজে অনুসন্ধান করিতে আইসেন। সকল প্রকাশ পাইল। দুই জন জমা[illegible] ৭ জন পাহারাওয়ালাকে হাজতে রাখা হইল। আমরা জানিতাম, মফস্বলের পুলিসই অত্যাচার করে। কলিকাতার পুলিসে এত অত্যাচারী আছে আমরা এরূপ মনে করি নাই। যাহা হউক, [illegible] স্ট্রীট থানার ইনস্পেক্টর [illegible] কেন্ট সাহেব, ও ডেপুটি কমিশনর আইলন্স সাহেবের সন্ধানের বিষয় তাঁহারা পক্ষপাতশূন্য হইয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। নয় জনমাত্র ধরা পড়িয়াছে আর কতকজনকে যাদব বাবু চিনিতে পারেন নাই।

যে রক্ষক সেই যখন ভক্ষক হয়, তখন অন্য অন্য অপরাধির ন্যায় তাহাদিগের গুরুতর দণ্ডবিধান এই আবশ্যক। এপ্রকার অপরাধিরা যদি লঘুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নিষ্কৃতি পায়, প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে। এস্থলে আমাদিগের একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল। গড়পার প্রভৃতি উপনগরের পাড়াগুলি ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের অধীন। কিন্তু পুলিসের ভার কমিশনরের হস্তে আছে। আমাদিগের মতে নগরের পার্শ্ববর্ত্তী ভার বন্দোবস্তী পুলিসের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগের অপর অনুরোধ এই, উল্লিখিত অপরাধীদিগের গুরুতর, ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট যেন স্বয়ং ইহার বিচার করেন।

পূর্ব্ব ... আর্য্যধর্ম্মের দুর্গতির মূল, তাহার প্রমাণ।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাব দ্বারা নিঃসংশয়-রূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এক ঈশ্বর আরাধনাই আর্য্যধর্ম্মের জীবন, তাহাই আর্য্যধর্ম্মের স্বরূপ এবং তাহাই সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ...ন জনক যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রহ্মজ্ঞ ... ইদানীন্তনকালে রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, আর্য্যধর্ম্মরূপ মহারত্ন ...পেলে আবৃত হইয়া আছে। তাঁহার ...র চেষ্টা হইল। অতএব তিনি আদি ...সমাজ সংস্থাপন ও উপনিষদাদি ... করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করিতে ...ত্ত করিলেন। তাঁহার যত্ন ও পরি... ফলও ফলিয়াছে। এই ভারত... ...একে একে অনেকগুলি ব্রহ্ম... প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি পরাধি-...রিদিগের ভ্রান্তি ও গর্ব্ব প্রভৃতি দোষ ...না হইত, আরো অধিকসংখ্য...র আবির্ভাব ও সেই সেই সভার ... দেশ নয়নগোচর হইত সন্দেহ ...। রামমোহন রায় যথোচিত সময়েই ... আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ...দেশ হৃদয় আকাশ হইতে ভ্রান্তি-অন্ধকার বিগলিত হইতে আরম্ভ ... তৎকালে কয়েক ব্যক্তির অন্তঃকরণে জ্ঞানের অপরিস্ফুট অবভাস হই...ল। তাঁহারা ব্রহ্মসভাস্থাপয়িতার ...র ও অনুচর হইয়া তাঁহার উৎসাহ করিলেন।

রামমোহন রায় যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও শাস্ত্রের ... সংগ্রাহী ছিলেন। শাস্ত্রে আছে যা... তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হয়, ... বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান ... তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তাহার ... থাকে না। তখন তাহার ... ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা ... করেন, ইচ্ছা না হয়, অনুষ্ঠান করেন না। তখন ঐ সকলের অনুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য অথবা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ থাকে না। আমাদিগের গল্প শুনা আছে, রামমোহন রায় প্রথমাবস্থায় শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। শেষে যখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন তিনি ঐ সকলের অনুষ্ঠানে আস্থাশূন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রতি বীতরাগ হইতেন না। শুনা আছে, তাঁহার একজন সহচর নিজ মাতার মুমূর্ষু কালে মাতাকে গঙ্গায় পাঠাইতে চান নাই; কিন্তু রামমোহন রায় অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার সহচরের মত করিয়া তাঁহার মাতাকে গঙ্গায় পাঠাইয়া দেন। তিনি (রামমোহন রায়) গঙ্গাতীরে মৃত্যু সরোবরতীরে মৃ... আর গৃহে মৃত্যু সমুদায় সমান জ্ঞান ক... তেন। কিন্তু যাঁহার এমন জ্ঞান না... য়াছে, তিনি যেখানে ইচ্ছা মরিতে চা... তাহাতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।

পশ্চাত্তরে তাঁহার মৃত্যুর পর যাঁহারা ব্রহ্ম সভার ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা বিপরীতগামী হইলেন। তাঁহারা ব্রহ্ম সভাস্থাপয়িতার প্রকৃত মত ও অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার ন্যায় ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানগুলিকেও প্রধান করিয়া তুলিলেন। নূতনবিধ পদ্ধতি প্রচারিত হইল। ক্রিয়াকালে শালগ্রামশিলা ও প্রতিমাদির অধিষ্ঠান পাপাবহ বলিয়া বিবেচিত হইল। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ভ্রান্তি ব্রহ্মসভাস্থাপয়িতার পরাধিকারিদিগকে কেমন গ্রাস করিয়াছে। শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠান ও অনধিষ্ঠান উভয়ই কি তত্ত্বজ্ঞের চক্ষুতে তুল্য নয়? আর্য্য জাতীয়দিগের তত্ত্বশাস্ত্রের কি এই মত নয়? ব্রহ্ম সভাস্থাপয়িতার পরাধি-কারিরা এই ভ্রান্তির পরতন্ত্র হওয়াতেই বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাঁহারা সম্যক কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতেছেন না। ...প না করিয়া তাঁহারা যদি আর্য্য...স্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও ব্রহ্ম সভাস্থাপয়িতার অবলম্বিত বিশুদ্ধ মতের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেন, শালগ্রামাদিকে ক্রমে ক্রমে নিঃসন্দেহ অন্তর্দ্ধান হইতে হইত। যিনি বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন না করেন, তাঁহার বিশুদ্ধ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প।

এই কারণেই ঐ ব্রহ্ম সভার স্বল্পকাল মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ হইয়া গেল। সম্প্রদায় ভেদ হইল বটে; কিন্তু নূতন সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি ও গর্ব্বনিবন্ধন আশানুরূপ ফললাভ হইল না। তাঁহাদিগের ...ন মনে এই অভিমান জন্মিল, তাঁহা... ...কটী নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিবেন। ...তন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। পাঠকগণ এক... তাঁহাদিগের সেই নূতন ধর্ম্মের ...টি অবলোকন করুন। আপনারা ...েক মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া লউন। ...মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে মুসলমানের মস্তক ...দক্ষিণ পার্শ্বে খৃষ্টানের মস্তক ...উদ্দেশে কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু, ...লে বামনের তৃতীয় চরণ সংযো...ন, সেইরূপ যেরূপ অপরূপ ...তন ব্রহ্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সেইরূপ ... বিশুদ্ধ আর্য্যধর্ম্ম ইহার আত্মা, ...ধর্ম্ম দেহ, মহম্মদের ধর্ম্ম মাংস, চৈতন্যের ধর্ম্ম শোণিত, নানকের ধর্ম্ম শিরা এই সকল উপকরণে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। যে পদার্থ বিচিত্র উপাদানে নির্ম্মিত, তাহার ফলও অদ্ভুত হইয়া থাকে। এখনও পাঁচ দিন অতীত হয় নাই, ইহার মধ্যে নরপূজা ঐ ধর্ম্মমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যাহা হউক, আমাদিগের আন্তরিক খেদের এই, যাঁহাদিগের হইতে আর্য্যধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা হইতে

উদ্ধার হইয়া প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্তির আশা ছিল, তাঁহাদিগের এই দুর্দশা হইল, কে আর তবে আর্য্যধর্ম্মের দুর্গতি দূর করিবে। অধিকতর বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় এই, ইহাঁরা আর্য্য জাতীয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দানেও লজ্জিত হন, অথচ আর্য্য জাতির বীর্য্যে জন্ম, আর্য্য জাতির অন্নে জীবন, আর্য্য জাতীয় ধর্ম্মের যেটী সারাংশ তাহা লইয়াই ইহাঁদিগের বল বিক্রম!! ইহাঁরা নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টির ভাণ করিয়া কেবল যে আপনাদিগের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ নহে, ইহাঁদিগের স্বজাতির প্রতি স্বদেশের প্রতি স্বধর্ম্মের প্রতি এবং পিতা মাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক শেষ করিয়াছে।

রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার করাই যে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহাকেই যে প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আর্য্য ধর্ম্মের সারভূত বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল, নিম্নোদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। মোক্ষমুলর সাহেব স্বকৃত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন রামমোহন রায় যখন ব্রিটিশ চিত্রশালিকা দর্শন করিতে যান, দেখিলেন ডাক্তার রোজেন বেদের সংহিতার মুদ্রণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। রোজেন সাহেব বিফল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ঐ অদ্ভুত ব্যক্তি উপনিষদকেই নূতন ধর্ম্ম (*) স্থাপনের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি স্বয়ং কয়েকখানি উপনিষদ, টীকা ও অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন বেদের প্রধান অংশ বেদান্ত "উপনি[illegible] সকল সর্ব্বান্তর্য্যামী পরব্রহ্মের আ[illegible] [illegible]র উপদেশ দিয়াছেন ইত্যাদি।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে রামমোহন রায় নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া শুদ্ধমতি ও শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহে অধিকারী হইয়াছিলেন। অথর্ব্ব সংহিতার অনুক্রমণিকায় সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, বেদজ্ঞেরা বলেন দুটী বিদ্যা পরা ও অপরা। ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ এগুলি অপরা বিদ্যা; আর যে বিদ্যা দ্বারা সেই নিত্য পরব্রহ্মকে জানা যায়, সেই পরা বিদ্যা। ইহলৌকিক পারলৌকিক কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূত যে ধর্ম্ম তাহার হেতু এই নিমিত্ত উহা অপরা বিদ্যা বলিয়া আর উপনিষদ সকল পরম পুরুষার্থভূত ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু এই নিমিত্ত উহা পরা বিদ্যা (১) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান বাদরায়ণ কহিয়াছেন, বেদান্ত বিহিত আত্মজ্ঞান যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড নিরপেক্ষ হইয়াই পুরুষার্থ সাধন করিয়া দেয়। যেহেতু শ্রোতিতে ঐরূপ আছে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রহ্ম (২) হয় ইত্যাদি।

৯। বাঙ্গালিদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গ করিয়া একজন পত্রপ্রেরক একটী প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন, সাহসহীন ও ভীরু বলিয়া বাঙ্গালিদিগের একটী অপবাদ আছে, যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত না হইলে তাঁহাদিগের এ অপ[illegible] অপগত হইবার সম্ভাবনা নাই [illegible] করিয়াছেন, অসঙ্গত [illegible] সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিতেছি। যদি সাহস শব্দের স্বরূপ বিবেচনা করা যায়, যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাভিন্ন বাঙ্গালিদিগের সাহসবান হইবার দ্বিতীয় উপায় নাই, ইহা অবধারিত হইবে সন্দেহ নাই। ভয়ের অভাবের নাম সাহস। সহস্ শব্দে বল বুঝায়। সেই সহস্ শব্দ হইতে সাহস শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। এটী যোগরূঢ় শব্দ। একেবারে মূল ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হয় নাই। পক্ষান্তরে ভয় শব্দ মূল ভী ধাতু হইতে হইয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভয় মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, সাহস স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। প্রকৃতির

(*) মোক্ষমুলরের এই মত [illegible] যে রামমোহন রায় নূতন ধর্ম্ম স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু নিজে রামমোহন রায়ের অথবা [illegible] ধর্ম্মের এ সংস্কার ছিল না। [illegible] এ সংস্কার থাকিত, ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইলে তাঁহারা ধর্ম্ম সভা [illegible] করিবেন কেন? [illegible] যখন খৃষ্টধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব [illegible] হওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible] করেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মকে [illegible] উত্তম বিজাতীয় ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া তাহাদের উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(১) [illegible] পরা চৈবাপরা চ [illegible] অথ পরা যয়া [illegible] পরমপুরুষার্থভূতব্রহ্মজ্ঞান [illegible] হেতু [illegible]

(২) পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ। ১। ইতি বেদান্ত সূত্রং।

অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ [illegible] পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। [illegible] শব্দাৎ। [illegible] আত্মা [illegible] পুরুষার্থ [illegible] ইত্যাদি [illegible]।

...নিরীক্ষণ করিলে এই সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। সদ্যোজাত শিশুর বাহ্য চৈতন্য প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু যখন চৈতন্য প্রকাশ পাইতে থাকে, সর্ব্বপ্রথম ভয়েরই উদয় লক্ষিত হয়। তখন সাহসের নাম গন্ধ থাকে না। প্রদীপের দাহিকা শক্তি আছে, শিশু তাহা জানে না। এই নিমিত্ত প্রদীপ ধরিতে যায়; কিন্তু একবার হস্ত দগ্ধ হইলে আর তাহাতে হাত দেয় না। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে,

আমরা ভয়ের সাহস শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ এই, যে শিশু অন্ধকারকে ভূত জ্ঞান করিয়া আতঙ্কে সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইতে পারে না, সেই শিশু কিঞ্চিৎ বয়স্ক হইলে অভ্যাসবলে সন্ধ্যার পর ক্রমে বাটীর বাহিরে শ্মশানে ও অরণ্যে গমন করিতে পারে। বাঙ্গালিরা ভীরু বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, কিন্তু ইঁহারা যে আর্য্য জাতির বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি অনির্ব্বচনীয় সাহস প্রকাশ করিয়া না গিয়াছেন। অর্জ্জুনের সাহসের কথা থাকুক, অতি অল্প বালক, একাকী মহারথরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করিয়া বীরগণের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমরা অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর নামোল্লেখ করিয়া দৃষ্টান্ত মাত্র প্রদর্শন করিলাম, আর্য্যবংশে অনেক মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাহসী ছিলেন, তদ্বংশজাতেরা সাহসী নহেন, তাহার কারণ কি? কারণ ভয় দূর করিবার প্রধানভূত উপায় যে যুদ্ধশিক্ষা ও সংগ্রামকৌশল তদ্বংশজাতদিগের সে সকল নাই। অভ্যাসবলে ভয়ভঞ্জন হইয়া সাহসের উদয় হয়, ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। রোমকদিগের যখন চতুর্দ্দিকে বিপক্ষ ছিল, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সংগ্রামে ব্যাপৃত হইতে হইত, তখন তাহারা দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগের সাহসের পরিসীমা ছিল না। তাহার পর যেমন তাহাদিগের শত্রু নিপাত হইয়া আধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি তাহাদিগের [সাহস] হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। [ইহা]র অর্থ এই, যখন উহাদিগের যুদ্ধের অভ্যাস ছিল, যখন উহাদিগের ভয় ছিল না; সুতরাং উহারা অকুতোভয়ে শত্রু সম্মুখীন হইতে পারিত, তাহার পর যখন সে অভ্যাস গেল, ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল; সাহস অন্তর্হিত হইল। স্পার্টা অপর উদাহরণ। শৈশব কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারা যুদ্ধ অভ্যাস করিত, শেষে এমনি নির্ভয় হইয়া উঠিত যে কোন বিপক্ষকেই গ্রাহ্য করিত না। অন্য লোকে ভয়ে উহাদিগের সম্মুখীন হইত না। এতদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে, ভয়ের অভাবের নাম সাহস। কিন্তু সাহস অভাব পদার্থ হইয়াও ভাব পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অন্য অন্য গুণ উহার নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। সাহসের নিকটে কোন গুণই নিজ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। পুরুষ অন্য যত গুণে বিভূষিত হউক, সাহস হীন হইলে একান্ত হতাদর হয়। বাঙ্গালিরা অন্য অনেক গুণে বিভূষিত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এক সাহস নাই বলিয়া কি রাজদ্বারে কি অন্যের নিকটে ইঁহাদিগের প্রকৃত সম্মান নাই। অতএব যুদ্ধ অভ্যাস করিয়া হউক, আর অন্য উপায় করিয়া হউক, যাহাতে ইঁহাদিগের ভয়ভঞ্জন হইয়া সাহসের উদয় হয়, এরূপ কোন উপায়ের অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। সে উপায় রাজার অনুগ্রহ ভিন্ন ঘটিবার যো নাই। বাঙ্গালিদিগের স্বভাব এই, ইঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দিলে ইঁহারা তাহাতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারেন। প্রথম পথপ্রদর্শক লোক চাই। ইঁহাদিগকে যুদ্ধ শিখাইলে শিখিতে পারিবেন না, অথবা শিখিলে ইঁহাদিগের হইতে অনিষ্ট ঘটিবে, এ উভয় শঙ্কাই অমূলক। এই যুদ্ধশিক্ষার সঙ্গে যদি লেখা পড়া শিক্ষার যোগ থাকে, অনিষ্ট সম্ভাবনা কি?

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। রুক্মিণী হরণ নাটক। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী হরণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। তর্করত্নের এ নূতন নাটক রচনা নয়। নাটক রচনা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা আছে, সব নাটকে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। রুক্মিণী হরণ নাটকে তর্করত্ন সে ক্ষমতা বিলক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানি অভিনয়ের উপযুক্ত হইয়াছে।

২। বিশ্বদর্পণ। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও ...কুমার কবিরত্ন ইহার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার বিষয়গুলি ও লেখা উত্তম হইয়াছে। বালক বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্মনীতি সামাজিক রীতি নীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রেত। উৎকৃষ্ট সংবাদাদিও লিখিত হইবে। উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ইহাকে সাপ্তাহিক ও ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাদিগের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা দর্শনে বোধ হইতেছে দীর্ঘায়ু হইলে ইহা ক্রমে উন্নতি সোপানে আরূঢ় হইতে পারিবে। মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও সুন্দর হইতেছে।

৩। কবিতাকলাপ। প্রথমভাগ। কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী ইহার রচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর মহিমা বায়ু বিষয় তৃষ্ণা প্রভৃতি সুকুমারমতি বালকগণের শিক্ষোপযোগী নীতিগর্ভ

বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল ও মিষ্ট হইয়াছে। এতৎ পাঠে বালকগণের বিলক্ষণ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৪। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভবানীপুর চক্রবেড়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণী চরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র রায় প্রণীত ইংরাজ ইতিহাস ও আর দুই একখানি ইংরাজী ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে যে সময়ে ও যে স্থানে যে সকল প্রধান প্রধান যুদ্ধ ও ঘটনা হইয়া গিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রধান ঘটনা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখানি বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থি দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৫। ভূদর্পণ। ইহা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এখানি ইংরাজী এণ্ডার্সন ইওয়ার্ট চেম্বর ও শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির ভূগোল অবলম্বন করিয়া ইওয়ার্ট ও এণ্ডারসনের ভূগোল প্রণালীর অনুসারে লিখিত। ইহার বিশেষ গুণ এই, যাহারা কেবল বাঙ্গলা অথবা বাঙ্গলা শিক্ষা করিয়া পরে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাদের উভয়ের পক্ষেই এখানি উপকারী। গ্রন্থের শেষ ভাগে ১৮৬৩ অব্দ হইতে ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ভূগোলের প্রশ্নাবলী সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

৬। চিকিৎসা সংগ্রহ। ৪ র্থ সংখ্যা। ইহাতে শীত জ্বর ও তাহার চিকিৎসা বিদেশীয় ঔষধাবলী দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবস্থা পত্রাবলী ও সর্পাঘাতের নানাবিধ ঔষধ প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

৭। ১২৭৯ সালের বাঙ্গলা নিত্য পঞ্জিকা। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রচার করিতেছেন। এতদ্বারা বাঙ্গলা ও ইংরাজী তারিখ তিথি শুক্ল দিনাদি পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ ডাকমাশুল পাল্কি ও গাড়ী ভাড়ার নিয়ম, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ ছোট আদালতের খরচার নিয়ম প্রভৃতি এবং যে সালে যে প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা জানা যায়। ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র।

৮। ১৮৭২ অব্দের ইংরাজী নূতন পঞ্জিকা। ইহা দারজিলিঙ নিউজ আফিস হইতে প্রচারিত হইয়াছে। পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল এবং উপরি উক্ত পঞ্জিকার ন্যায় রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের নিয়ম প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সংক্ষেপে ও সুন্দর প্রণালী অনুসারে একখানি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বারাসত দর্শন।

গত সোমবার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব বারাসত দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জন হেঁচি সাহেব ও রাজধানী বিভাগের কমিসনরও গমন করিয়াছিলেন। বারাসতের লোকেরা তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইবামাত্র কয়েকটী ফটক এবং তদুপরি নহবত করিয়াছিলেন। নগরে প্রবেশ মাত্র ১৭ টী তোপ হয়। উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র, বারাসতের মুন্সেফ রূপল, সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্মচারি ও গ্রামস্থ অনেক ভদ্র লোক কাম্বেল সাহেবের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। বাবু ঈশ্বর চন্দ্র মিত্রের যত্নে সকল রাস্তায় জল দেওয়া হইয়াছিল। নগরের কোন স্থানে কোন প্রকার ময়লা ছিল না। কাম্বেল সাহেব বারাসতে উপনীত হইয়া ডাক্তারি চিকিৎসালয় মুন্সেফের আদালত বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শন করেন। "বারাসত আসোসিএসন" নামক যে সভাটি আছেন তাঁহাদিগের গৃহও দর্শন করা হয়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর্ব্বস্থানেই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। গ্রামস্থ লোকেরা কাম্বেল সাহেবকে জানাইয়াছেন, সুন্দরবতী নদীতে জমীদারেরা বাঁধ বাঁধাতে জল নিকাশের বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এই কারণে সর্ব্বদা পীড়া হইতেছে। কেবল এই মাত্র কারণই নয়, ভূমি বাঁধাতেও অনেক ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। বলে এই জল থাকে যে কয়েক বৎসরাবধি কোন প্রকার শস্য হইতেছে না। বারাসতের নিকট পশ্চিমে কোঁড়ার বিল আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার প্রায় চারি সহস্র বিঘা ভূমি প্লাবিত হইয়াছে। এই অনিষ্টের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। গ্রামস্থ লোকেরা আরও একটী শাখা রেলওয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। বারাসত হইতে যশোহর পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে হইলে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ অঞ্চলের অবস্থার পরিবর্ত্ত হয় সন্দেহ নাই। কাম্বেল সাহেব যদি ইহা করিতে পারেন তাহা হইলে চির স্মরণীয় হইবেন। লোকের আর একটী কষ্টের কারণ আছে। সোদপুরের রেলওয়ে ষ্টেসন বারাসত হইতে পাঁচ মাইল অন্তর। তথায় যাইবার পাকা রাস্তাও আছে। কিন্তু প্রত্যেক গাড়ীর উপরে আট আনা করিয়া শুল্ক গ্রহণ করাতে কেহই ঐ রাস্তা দিয়া গমন করেন না। লোকের দমদমা ষ্টেসনে নামিয়া ১০ মাইল ঘুরিয়া আসিতে হয়। এই শুল্ক হওয়াতে বারাসতের একটী প্রধান বাণিজ্যের হানি হইয়াছে। গুড় ও তামাক বারাসতে বিস্তর হয়। এগুলি সুখচরে প্রেরিত হইত। কিন্তু শুল্ক হওয়া অবধি আর উক্ত স্থানে গাড়ী যায় না। সুখচর পূর্ব্বে বন্দরের ন্যায় হইয়াছিল, তাহার আর সে অবস্থা নাই। কলিকাতার গাড়ী ভাড়া অধিক হওয়াতে গুড় ও তামাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় লাভ নাই, সুতরাং ইহার বাণিজ্যও কমিতেছে। শুল্ক উঠাইয়া দিলেই লোকের পূর্ব্বের ন্যায় সুবিধা হইবে।

লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর পর দিবস বৈকালে বারাকপুরে গমন করেন। আমরা অবগত হইলাম, ২৪ পরগণার সদর মহকুমাটি জেলার মধ্যস্থলে লইয়া যাওয়া কাম্বেল সাহেবের অভিপ্রেত। সেই কারণে তিনি বারাসতে গমন করিয়াছিলেন। ইহা করা কর্ত্তব্য। জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব অংশের লোকদিগকে সদর মহকুমায় আসিতে হইলে বিস্তর কষ্ট ও ব্যয় হয়। মধ্যস্থলে কাছারি সকল হইলে এই অনিষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা। আমরা

একজন ডাইপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিলেই যথেষ্ট হইবে এক্ষণে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বাটীর অভ্যন্তরে সহর মফস্বলের কোন প্রয়োজন নাহি না। কাম্বেল সাহেব যদি মফস্বলটী চারিদিক করিতে পারেন তাহা হইলে সহজে উপকার করা হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

১২ এ পৌষ সোমবার।

গত জানুয়ারি হইতে "কলিকাতা মার্কেণ্টাইল" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা মাত্র।

জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভ হইতে হরিণ চর্ম্ম গেজেটের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে।

পিওনিয়র বলেন, রাজসাহী জিলায় একজন এতদ্দেশীয়ের একটী সন্তান আছে, উহার কর্ণ অথবা কর্ণের ছিদ্র কিছুই নাই, কিন্তু এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ বধির নহে। কর্ণের স্থানে যে পাতলা চর্ম্ম আছে, সেই স্থানে চীৎকার করিয়া কোন কথা বলিলে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এ বালক মুখ দিয়া শুনিতে অধিক ভাল পারে অর্থাৎ কথোপকথন কালে সে মুখ বিস্তার করিয়া থাকে, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেই শুনিতে পায়। বালকটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান এবং লিখিতে ও পড়িতে পারে।

কোয়েম্বিটুরদিগের গোরস্থান ও দাস ক্রয় বিক্রয় প্রথা নিবারণার্থ গ্রিটীন সাহেব শীঘ্র পারস্য উপসাগরে গমন করিবেন।

সে দিন একজন এতদ্দেশীয় বণিক মাল্দ্রাজের বাট একজন বণিকের নিকট কতকগুলি টাকা প্রেরণ করিবার জন্য উহা পোষ্টের পোষ্ট আফিসে পাঠান। পরে ঐ টাকা কি হইল, কিছুই সন্ধান হইল না। পোষ্টের পোষ্ট মাষ্টার ষ্টুয়ার্ট সাহেব পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীর প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পুলিসের হাবাতায় কর্ত্তা-র হস্তে অর্পণ করিয়া পুলিসের দ্বারা অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন।

গত শনিবার, প্রাদ্‌ফোর্ডে কলিকাতা নাইট নামক জাহাজের নিকটে দুই খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

অন্যান্য স্থানে গবর্ণর জেনেরল নিরাপদে পৌঁছিয়াছেন। অন্য ইনাম দিগের শিক্ষার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়া গেল জব্বলপুরের কাপ্তান উপস্থিত হইলেন। এবং ডাক্তার মধ্য সময়ে এক দরবার হইবে।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট লায়ান সাহেবকে ত্রিপুরা ছোট আদালতের জজ লিটন সাহেবের (ইনি সম্প্রতি মরিয়াছেন) বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। যেরূপ শুনা গিয়াছে, তাহাতে লিটন সাহেব নির্দ্দোষ নহেন।

গত সোমবার চাঁদকাপুর ঘাটে দুই খানি বড় বোঝাই নৌকা অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছেন, তথায় লোক সংখ্যা উপলক্ষে কর্ম্মচারিগণ সকলকে বলিতেছে, প্রতি ব্যক্তিতে টাকা গ্রহণ করা হইবে। কেহ লোক গোপন করিলে ক্ষতি দায়ী হইবে। এটী কর্ম্মচারিদিগের অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় হইয়াছে। লোকের একরূপ সংস্কার হইলে অত্যাচারও হইবে অথচ যথার্থ লোক সংখ্যা হইবে না।

দার্জিলিংএ নুসার্ক মুক্ত সহকে একটী টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হইয়াছে।

১৬ এ পৌষ মঙ্গলবার।

১২ এ ও ১৩ এ জানুয়ারি দেরার অন্তর্বর্ত্তী অনেকগুলি স্থানে বড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সিমলায় বরফ পতিত হইয়াছে। অম্বালা আলাহাবাদ ও কাণপুরে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

মাল্দ্রাজ মেইল বলেন, এ, জে আরবথনট সাহেবের শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া জেনেরল চিফ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। উহাঁর কিছু দিনের জন্য বিদায় লইতেছেন।

১৯ এ জানুয়ারি গবর্ণর জেনেরল উত্তর দেশে গমন করিতেছেন। ২৭ এ লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জালপাইগুড়িতে গমন করিবেন। ইনি গবর্ণর জেনেরলের অঙ্কদেশ হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন।

ঢাকার নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের উন্নতি বিধানার্থ ৫০ সহস্র টাকা দান করাতে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। টাকাগুলি যাহাতে উপযুক্ত বিষয়ে ব্যয়িত হয় তাহার সুব্যবস্থা করা হইবে।

একজন পুলিস সব ইন্সপেক্টর এ দুই জন চৌকীদার এক ব্যক্তিকে তাহার দোষ স্বীকার করাইবার নিমিত্ত অত্যন্ত প্রহার করাতে মেদিনীপুরের সেসিয়ন জজ ইন্সপেক্টরের দুই বৎসর এবং চৌকীদারদিগের প্রত্যেকের ১৮ মাস কাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। আলাহাবাদের হাইকোর্টে আপীল করাতে অর্দ্ধেক দণ্ড কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু বিচারপতি বলিয়া দিয়াছেন, ভবিষ্যতে আর এ অনুগ্রহ করা হইবে না।

অযোধ্যার জজের যে যে দুই জন পুলিস দল হইতে একজন মুসলমানের মৃত্যু হয়। উহাঁদের ২ ও ১ বৎসর করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়ের সহকারী পুস্তকাধ্যক্ষ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, অযোধ্যার অন্তর্গত বলরামপুরের মহারাজ সর দিগ্বিজয় সিংহ নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের একটী মুদ্রিত নাম মালা পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছেন।

ফ্রান্সের একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ১৮৭০ অব্দে ফ্রান্সে ৭০ কোটী টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইবে অনুমিত হয় কিন্তু ৬০ কোটী মাত্র আদায় হয়। ১৮৭১ অব্দে ইহা অপেক্ষাও কতক কম আয় হয়। কিন্তু ১৮৭০ অব্দে ১০৫ কোটী এবং ১৮৭১ অব্দে অনুমান ১২৮ কোটী ব্যয় হয়। এই দুই বৎসর ফ্রান্সকে ২০০ কোটী টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এখনও ১৮৭০ অব্দের যে মাসের মধ্যে জর্ম্মণিকে ১২০ কোটী দিতে হইবে। ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধের প্রধান ব্যয় ৩১০ কোটী টাকা অনুমিত হইয়াছে।

সিভিলগেজেট বলেন, মাসিক যে টেও কনষ্টেবল পশ্চিম বিভাগের অতিরিক্ত সব ... দফাদার ও দুই জন চাপরাশীর প্রাণ ... টা পায়, উহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ...সের আজ্ঞা হইয়াছে।

১৭ এ পৌষ বুধবার।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সে দিন ৩ জন সৈনিক পুরুষের রাজ্যে কলেজ নামক স্থানে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া ২ জন এতদ্দেশীয়কে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিয়াছে। একে সৈনিকেরা স্বভাবতঃ মত্ত, তাহার উপরে সুরাসম্বন্ধে এরূপ বিষময় ফল না ফলিবার কথা নাই।

গত বুধবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় বরদার যুবরাজের স্ত্রী বোম্বাইয়ে আগমন করিয়াছেন। ইহার সহিত প্রায় ১ শত সহচর আছেন। ইনি শীঘ্র পুনায় গমন করিবেন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্টিজন্স প্রাইজের সহায়ার্থ চিন্ত্রু আপনার গবর্ণর জেনেরল ৫০০ টাকা চাঁদা প্রদান করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান বলেন, এক্ষণে বোম্বাইয়ে অনুমান ৫১ খানি এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র প্রচারিত হইতেছে। সকলগুলির আয় জুটে ও ৮ জোর নয় কলিকাতার সংবাদপত্রের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে হয় না।

গবর্ণর জেনরল দিল্লীতে গমন করিয়াছেন বলিয়া গত কল্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয় নাই।

রুকানদীর উপরে কিছু দিনের জন্য একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহারা মান্দ্রাজ হইতে বোম্বাইয়ে গমনাগমন করেন, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে।

আমীর সিরার আলী খাঁ খাইবরীয়দিগকে দমন করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। সম্প্রতি বণিকদিগের প্রতি যে সকল ব্যক্তি অত্যাচার করিয়াছিল, আমীর উহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করিলে উহাদিগকে মুক্ত করিবেন না।

আমেরিকার উয়মিঙ নগরে মরিস নামে একজন স্ত্রীলোকের হস্তে বিচার ভার আছে। ইনি স্বামীর সুরাপানে মত্ততা অপরাধে কারাদণ্ড দিয়াছেন। এরূপ ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

বরিশালের অন্তর্গত কাশীপুর রহমতপুর মাগুরা জুলুহার প্রভৃতি স্থানে জ্বররোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কলিকাতার সর্ব্বত্র এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

২৮এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী সোমবার প্রেসিডেন্সি কালেজে গিলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হইবে।

গত শুক্রবার শ্যামদেশের রাজা রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছেন। শনিবার তিনি কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

আগামী ২৫এ জানুয়ারি নিম্নতর শাসন কার্য্য পুলিষ ও আবিকেরি বিভাগে প্রবেশার্থিদিগের ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা বেঙ্গল আফিসে গৃহীত হইবে। যাহারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ৫ই ফেব্রুয়ারি সারবেয়িং ও ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারি আইন বিষয়ে তাঁহাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে।

রাজসাহী মালদহ ও ফরিদপুরে অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে। দার্জ্জিলিঙে বসন্তের দুর্ভাব হইয়াছে।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় ও বাবু রাজকৃষ্ণ সেন ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। ব্যারিষ্টরের পরীক্ষা দেওয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনের শিল্প প্রদর্শনে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যাহা দেশীয় আদর্শে নির্ম্মিত ইংলণ্ডের লোকে তাহাই আদরের সহিত ক্রয় করিয়াছেন। বিলাতি আদর্শে নির্ম্মিত দ্রব্যগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসীরা স্বদেশীয় শিল্পের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া বিদেশীয় শিল্প শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হন, এটী অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন, শরীরের কোন এক স্থানে একখণ্ড তাম্র থাকিলে ওলাউঠা রোগ প্রায় হইতে পায় না। আমাদিগের দেশের প্রাচীন লোকদিগের অনেকেই তাম্র কবচ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উঁহারা বলেন, ইহাতে শরীর নিরোগ থাকে। নব্যেরা বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া ইহাকে কুসংস্কার বলেন।

২৯এ পৌষ শুক্রবার।

গত মঙ্গলবার বরাহ নগরের [illegible]নারারণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। যাহারা প্রতিবন্ধকতাচরণে অগ্রসর হইয়াছিল তাঁহারা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। যখন প্রধান পুলিসের চক্ষের উপরে এই কাণ্ড হইয়া গেল তখন মফস্বলের ত কথাই নাই।

ইণ্ডিয়ানমিরর লিখিয়াছেন, সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার্থিগণের প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালায় পুরস্কার পাইয়াছেন।

গত ডিসেম্বর মাসে ১৮৮৭০ ব্যক্তি জাদুঘরীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে ১৬৫৫৮ পুরুষ ও ১৫৩৩ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৬৩০ পুরুষ ও ১৪৯ স্ত্রীলোক গিয়াছিলেন।

নিজামের রাজ্যে হায়দরাবাদ হইতে চাঁদা পর্য্যন্ত ১৭৭ মাইল এবং ওয়ারাঙ্গল হইতে মসলিপত্তন পর্য্যন্ত ১৭৮ মাইল দুটী রেলওয়ে করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গত ১১ এ ডিসেম্বর রাজা চৈত সিংহের পুত্র বলবন্ত সিংহ আগ্রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ৫ দিন পূর্ব্বে উঁহার পুত্র চক্রবর্ত্তী সিংহের মৃত্যু হয়। ইঁহার একটী অল্প বয়স্ক পুত্র আছে। ইনিই বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব রাজগণের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

আগামী মার্চ্চ মাসে বোম্বাইর হাইকোর্টের প্রধানতম বিচারপতি ওয়েষ্টরোপ সাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।

রুশিয়া ক্রমে চীনের উত্তর সীমা অতিক্রম করিতেছেন। একজন দূত সীমার গোলযোগের মীমাংসার্থ পিকিন হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

সেদিন রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৮০০ বৎসর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ সমাজের উন্নতি বিষয়ে বেথুন সোসাইটিতে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল গবর্ণর জেনরল কাঁচড়াপাড়ায় পাখী মারিতে গিয়াছিলেন। তিনি গমন করিবামাত্র নিকটস্থ পল্লীর স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি করিতে লাগিল। লার্ডমেয়ো মনে করিলেন, স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হইয়াই এরূপ শব্দ করিতেছে। উলুধ্বনি হিন্দুদিগের মতে মাঙ্গলিক শব্দ। গবর্ণর জেনরল পাখী মারিয়া বেড়ান এটী ভারতবর্ষের সামান্য মঙ্গলের বিষয় নহে।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, দক্ষিণ আমেরিকাস্থ ব্রেজিলের সম্রাট ও রাজ্ঞী ভারতবর্ষ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।

আমেরিকায় অহিফেনের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এইবারে আমেরিকার শ্রীবৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পিটু কেনেডি সাহেব প্রধান ১ম বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা সমূলক নহে।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কলিকাতা ও উপনগরে সর্ব্বশুদ্ধ ২০৭ খানি সুরার দোকান আছে। [illegible] সংখ্যা এতদপেক্ষা অনেক কম হইবে সন্দেহ নাই।

৩০ এ পৌষ শনিবার।

অদ্য আমবেদের রাজা [illegible] উপনীত হইবেন।

অদ্য লার্ড মেয় এক দিনের ট্রেণে করিয়া বেলা ১১০ ঘটিকার সময় দিল্লী হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

পারস্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি পূর্ণ আর একখানি জাহাজ বোম্বাইয়ে আসিয়াছে। উহাদের এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, পথেই ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বহু সংখ্যা ব্যারিষ্টার ও হাই কোর্টের উকীল ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যের আইনের যে ধারা দ্বারা তাঁহাদিগের অধর্মি লোকের সম্ভাবনা আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া গবর্ণর জেনরলের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৫ টাকা	সিক্কা	১১৫—১১৫॥/০
৪ "	কোং	১১৬—১১
৪ ॥	"	১০৪৪/—১০৪৬/
৪ ॥	"	১০৫॥০—১০৬
৪ ॥	"	১০১৬/—১০২
৫ "	"	
৫ ॥		১০৯—১১০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। লণ্ডনে ১৮৭১ অব্দে বসন্তে ৮০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু [illegible] বৎসরের মধ্যে উক্ত রোগে ৬০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে মাত্র। চিকিৎসা [illegible] এক্ষণকার এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে [illegible] হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। গত কল্য ভারত বর্ষীয় পোষ্টমাষ্টার জেনরল মনক্রেফ দিয়া যাত্রা করিয়াছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন।

[illegible] আয়র্লণ্ডের বিদ্রোহ বিবা[illegible] অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, [illegible] ও কুমারিকাদিগের অধের প্রতি মনো যোগী হওয়া উচিৎ।

লণ্ডন ৮ ই জানুয়ারি। লার্ড মাইবর[illegible] [illegible] কারাগার হইতে অব্যাহত হইতেছেন। মার্শল বাজেন এই পদ গ্রহণ করিবেন।

লণ্ডন ৮ ই জানুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলস দিন দিন যেরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিতেছেন, তাহাতে অধিকারী পাঠক তাঁহার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আর [illegible] সংবাদাদি প্রচারিত হইবে না।

মিষ্টার সাইম লেবরেস টমাসকে ৬ পাই য়াছেন। তিনি ২১ এ জানুয়ারি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন।

লণ্ডন ৮ ই জানুয়ারি। কল্য রাজ্ঞী অসবরণে গমন করিবেন।

জেমিস রাইবার বিষয়ক অধীন হনর্থতি করণে যে উদ্যোগ হইয়াছিল তাহা বন্ধ হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই জানুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলস শীঘ্র [illegible] যে স্থানে ছিলেন গত কল্য তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজপুত্রী এলিসা কল্য ডার্মষ্টাডে প্রত্যাগমন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৫ ই জানুয়ারি। এ. মনরো কিছু দিনের জন্য যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য করিবেন। যে দিন পুরী বিভাগের কার্য হইতে উমেস ওয়াল্টর সাহেব মুক্ত হইবেন সেই দিন অবধি মনরো প্রথম শ্রেণীতে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জি. এল পার্ক কিছু দিনের জন্য উড়িষ্যার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য করিবেন। যে দিন এম, এল প্রেসকট উহার বালেশ্বর বিভাগের কার্যভার পরিত্যাগ করিবেন, সেই দিন অবধি পার্ক সাহেব প্রথম শ্রেণীতে মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এফ, ডবলিউ আর, কাটিস উড়িষ্যা বিভাগের কার্যভার হইতে মুক্ত হইয়া প্রথম শ্রেণীর—ইষ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে. সি জেক্সন কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী [illegible] মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে. আর্কেনি সাহেবের অনুপস্থিত কালে টি, এম কিনলোক ১৮৬৬ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কলিকাতার ষ্টাম্পের কালেক্টর এবং কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হুগলীর আবকারী রাজস্বের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

টি. এম, কিনলোকের পুনর্বার দ্বিতীয় শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ময়মনসিংহের সাধারণ [illegible] সভার সভ্য হইবেন।

হাফেজ চৌধুরি, সি, এস। ই এম, হাইনি।

বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

" রাজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।

বাবু কেশব চন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।

" [illegible] লাহিড়ী।

৯ ই জানুয়ারি। কুকস বাজারের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ, ডবলিউ পাল সাহেব উক্ত বিভাগের লবণের আইন সংক্রান্ত মকদ্দমা বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী

—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

[illegible] অঞ্চলে যে জ্বর [illegible] হইয়াছিল, সম্প্রতি উহা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে ঔষধাদি প্রেরিত হইয়াছিল এবং একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গিয়া রুগ্ন ব্যক্তিদিগের বহুল পরিমাণে উপকার করিয়াছিলেন। নিরীহ প্রজাকুলের রাজাই সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা, বিশেষতঃ রোগাদি বিষয়ে রাজার অবধান ব্যতীত প্রজাকুলের নিস্তার নাই, এই জন্য মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন, "প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রক্ষণাদ্ভরণাদপি স পিতা, পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।"

তমোলুক উপবিভাগে এরূপ কার্য্য বাহুল্য যে একজন মুন্সেফ ও একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট দ্বারা কোনক্রমেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। আমরা প্রতি দিন উভয় বিচারকেই রাত্রি ৭। ৮ টার সময় বিচারালয় হইতে আসিতে দেখিতে পাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষ প্রজাবর্গের সুবিধা করা এবং সবিচার বিতরণ করা আবশ্যক বোধ করেন,

অম্বু জেলা হইতে একজন অতিরিক্ত মুন্সেফ করে উক্ত বিচারকের ক্লেশ নিবারণার্থ এস্থানে স্থায়িরূপে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়। এক অযোগ্য মুন্সেফী বিচারালয়েই বার্ষিক প্রায় দুই সহস্রের অধিক মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, একজন বিচারক যদি দৈববশাৎ যন্ত্রের শক্তি পান, তবেই এতাদৃশ কার্য্যবাহুল্য হইতে পার পাইতে পারেন। ভরসা, মেদিনীপুরের বর্ত্তমান সুযোগ্য জজ লেনস সাহেব এবিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন।

সম্প্রতি কাঁথির মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অত্রত্য মুন্সেফী বিচারালয়ের "ফাইল" পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিলেন। বিশেষরূপে জানিলাম, অর্থী প্রত্যর্থী মাত্রেই ইহাঁর বিচারে অতিশয় সন্তুষ্ট। সকলেই কহিতেছেন, ইনি একজন কার্য্যকুশল, পরিশ্রমী সুনিপুণ বিচারক। শুনিলাম ইনি স্থানিকপতিবর্গ বিচারকের কার্য্য করিতেছেন। অতি শীঘ্রই ইহাঁর অধীনস্থ জজের পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কাঁথির তুল্য অল্পকার্য্য স্থানে এরূপ সুযোগ্য বিচারককে রাখা কর্ত্তৃপক্ষের অথনও কর্ত্তব্য নহে। যে স্থানে অধিক কার্য্য তথায়ই ইহাঁকে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ ইহাঁর অমায়িকতা ভদ্রতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী বিশেষ প্রশংসনীয়।

সম্প্রতি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী "বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ" উপহার প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া প্রবন্ধ প্রণেতার নিকট দশ টাকার একখণ্ড নোট প্রেরণ করিয়া উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিয়াছেন। মহারাণীর নাম নিষ্করিণী তুল্য কতবার পরিচয় সাধারণের নিকট দেওয়া চাপলা প্রকাশ মাত্র। ইনি বঙ্গীয় রাজ্ঞীসমূহের শিরোরত্ন স্বরূপ।

সম্প্রতি লার্ড মেয় রাণীগঞ্জ নামক স্থানে মৃগয়াকরণার্থ আসিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন। একজন ইনস্পেক্টর মেয় বাহাদুরের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দৈবাৎ প্রিন্স অব ওয়েল্সের পীড়া হওয়াতে মৃগয়া যোগ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না বোধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে রাজপ্রতিনিধির এই রূপ দুই একটী ব্যাঘ্র শীকার প্রস্তাব মঙ্গলের বিষয়।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বাঙ্গালিদিগের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত কি না, এই বিষয় পর্য্যালোচনা করাই অস্মাকের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য। আপাততঃ বাঙ্গালিরা পরম মহাপ্রভু রাজপুরুষদিগের যত্নে অতুল বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এমন কি অন্যান্য ভারতবাসিদিগের মধ্যে ইহাঁরাই প্রধান হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, ইহাদিগের ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইতেছে না। তাঁহার একমাত্র প্রধান কারণ সাহসের কিঞ্চিৎ মাত্র চালনা নাই। যে বিষয় হউক না কেন মানবগণ যদি তাহার শিক্ষা ও আলোচনা করেন, নিশ্চয় কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন। যদি আমরা সাহসী হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা করি, এবং তাহার চালনায় প্রবৃত্ত হই, কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। আমরা এমনি দুর্ব্বল যে যদি কোন বলবান ব্যক্তি আক্রমণ করে, আমরা আত্মরক্ষা করিতে [illegible] অসমর্থ হইয়া পড়ি। যদি আমাদিগের [illegible] রাজার সহিত অন্য কোন [illegible] যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে যদি আমাদিগের [illegible] পরাজয় লক্ষণ হয়, আমাদিগের হইতে রাজার কোন উপকার [illegible] হয় না। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? ইহাতে কি প্রজার [illegible] বিপরীত আচরণ করা হয় না? [illegible] নায় কার্য্য করা হয় সে [illegible] নাই। গবর্ণমেন্ট আমাদিগের [illegible] নিমিত্ত ও বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত [illegible] ও অত্র চেষ্টা করিতেছেন, [illegible] এই [illegible] বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত [illegible] হইয়া আছেন। " কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ অতিশয় ভীরু, অতএব তাঁহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র অভ্যাস করিবার সময় কয় নাই।" এ বাক্য অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি ইহাঁরা অস্ত্র শস্ত্রাদির অভ্যাস না করেন, কখনই সে সময় আসিবে না। যাহা হউক, ভীরু বলিয়া উৎসাহ প্রদানে বিমুখ থাকা রাজ ধর্ম্ম হইতেছে না। প্রজাদিগকে চির দুর্ব্বল ও ভীরু রাখাই কি প্রজারঞ্জক রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

" কেহ কেহ বলেন বাঙ্গালীরা যদি অস্ত্র শস্ত্রে পারদর্শী হয়, শেষে রাজার বিপক্ষ হইয়া উঠিবেন"। যেমন ক্ষত্রিয়েরা বলেন তাঁহাদিগের প্রজারা লেখা পড়া শিখিয়া সমুদায় জানিতে পারিলে তাঁহাদিগের জমীদারী করা ভার হইবে, এটীও সেই প্রকার উপহাসকর কথা। যাহা হউক, আমাদিগের অতিশয় দুঃখের এই, কিছু দিন অতীত হইল বাঙ্গালীদিগের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত কতিপয় দেশহিতৈষী মহোদয় গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা বিফল হইয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। গবর্ণমেন্ট কি সত্য সত্যই ঐ উপহাসকর বাক্যে আস্থাবান হইয়াছেন? আমরা পুনর্ব্বার সমুদায় দেশহিতৈষী বিজ্ঞদিগকে এই বিষয়ের নিমিত্ত বিশেষ উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের চেষ্টা ব্যতিরেকে আমাদিগের এ বিষয়ে কৃতকার্য্য লাভের সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধ বিদ্যা ব্যতিরেকেও আমাদিগের চিরভীরুতা দূর হইবার নহে।

শ্রী: —

—

বোধ হয়, আপনার পাঠকগণ বিদ্যালয় প্রদেশের বৃত্তান্ত জানিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। সম্প্রতি আমি পাঠশালা পরিদর্শন প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া যে কিছু অবগত হইয়াছি, তদ্দ্বারা আপনার পাঠকগণকে জানাইবার মানস করিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন, এই আমার অভিলাষ।

মাহেশপুর হইতে বেলা [illegible] ত্যাগ করিয়া ৩০। ৩৫ মাইল গমন

[illegible] হরিদ্বার। হরিদ্বার অতি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্থান। ইহার বিষয় অনেকে [illegible] থাকেন সন্দেহ নাই। ইহা ভাগী[illegible] তীরে [illegible] পর্ব্বতের নীচে [illegible] হরিদ্বারে অনেকগুলি দেবালয় ও [illegible] দৃষ্ট হয়। নগরের অধিকাংশ [illegible] অবস্থায় মহাসমা-[illegible] মেলা অতি বিখ্যাত। [illegible] বলিয়া মেলাটী গঙ্গার [illegible] করিয়া থাকে। এই চড়াটীর [illegible] নাম নীলধারা ও [illegible] হরিদ্বারের নিম্নে প্রবাহিত [illegible] বা মোক্ষধারা কহে। এই ধারার মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে অনেকে [illegible] করিয়া থাকে। হরিদ্বারের [illegible] পরিপূর্ণ। অনেকে [illegible] করিয়া মাছের তামাসা দেখেন। [illegible] ব্রহ্মকুণ্ড ধারার উপর একটি সেতু নির্ম্মাণ হইতেছে, [illegible] উদ্দেশ্য।

হরিদ্বার ও কনখলের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইয়া একটী নহর বাহির হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ড ধারার প্রায় অর্দ্ধেক জলই এই নহর দ্বারা প্রেরিত হইতেছে। এটী কাটা হইয়া অনেক জলশূন্য স্থানে জল দান করিয়া কানপুরে যাইয়া পুনরায় গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এই নহর নির্ম্মাণ কার্য্যটী ইংরাজের অতি প্রশংস্য কীর্ত্তি। নহরটী কোন স্থানে নদীর উপরে কোথাও বা নদীর নিম্ন দিয়া গমন করিতেছে। হরিদ্বারের প্রায় [illegible] মাইল অন্তরে কনখল। এখানে গঙ্গা [illegible] প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে পাকা করিয়া [illegible] এবং অনেক অট্টালিকা [illegible] আছে। এই কনখলে দক্ষ প্রজাপ[illegible]। এখানে দক্ষেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। [illegible] অনেক [illegible] দেখিতে [illegible] যায়। কনখলের নিকটে একটি [illegible] আছে, সেই স্থানে দক্ষ [illegible] যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই পুষ্করিণীতে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাহাকে লোকে সতী কুণ্ড কহে। তীর্থযাত্রিদিগকে তাহাতে গঙ্গা প্রমাণ জল লইয়া আচমন করিতে হয়। হরিদ্বারের অপর পারে চণ্ডীর পাহাড়। ইহাতে চণ্ডী নামে দেবীর মন্দির আছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সেই মন্দিরটী প্রস্তুত করাইয়া দেন।

কেদার বদরিকাশ্রমের যাত্রিগণ বৈশাখী পূর্ণিমায় হরিদ্বারে স্নান করিয়া উত্তর মুখে গমন করে। এই স্থান হইতে পাহাড় আরম্ভ হয়। হরিদ্বারের ১২ মাইল অন্তরে হৃষীকেশ একটী তপোবন। পূর্ব্বকালে তপস্বিগণ এই নির্জ্জন স্থানে ব্রহ্ম চিন্তায় কালযাপন করিতেন। কুব্জ নামে এক তপস্বী গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতেন, তাঁহার সেই স্থানে কয়েকটী আম্রগাছ থাকাতে লোকে সেই স্থানকে কুব্জাম্র ঘাট কহে। অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায় হৃষীকেশে বহুতর বৈষ্ণব যোগী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী গঙ্গাগর্ভে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করিতেছে। পশ্চিম প্রদেশীয় দুই জনী ধার্ম্মিক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সকলকে আটা ডাল ঘৃত প্রভৃতি বিতরণ করিতেছেন। সেই কারণে আজি কালি কয়টী মন্দিরবাটী ও দেবালয় হইয়াছে। হৃষীকেশে বানর অসংখ্য।

হৃষীকেশের তিন মাইল অন্তরে লছমন ঝুলা। এখানে এক মন্দির মধ্যে অদ্ভুত [illegible] লছমনজী বিরাজ [illegible] সমারোহ আছে। [illegible]

শত হস্তের অধিক নহে; কিন্তু জল অতি গভীর বেগবান ও নীলবর্ণ। উভয় তীরে উচ্চ উচ্চ প্রস্তর থাকাতে যে সে স্থান দিয়া নামিতে ও উঠিতে পারা যায় না। এই লছমন ঝুলার অপর পারে মুনিকূট পর্ব্বত। মুনিকূট অতি উচ্চ পর্ব্বত। ইহার উচ্চতা ৪/৫ মাইল হইবে। ইহার উপর আরোহণ করিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে হিমালয়ের বরফ পুঞ্জ রাশিরাশিতে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার শ্বেত প্রভা অসংখ্য পর্ব্বতের উপর দিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। অপর দিকে পর্ব্বত, নিম্নে গঙ্গা একটী সামান্য স্রোতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার উভয় তীরে কোন স্থানে জঙ্গল কোন স্থানে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে পার্ব্বতীয় নদী সকলের বালুকাময় শুষ্ক গর্ভ রৌদ্রালোকে সমুজ্জ্বল ও দূর হইতে হরিদ্বারের শ্বেত অট্টালিকা সকল দৃষ্ট হয়। এই মুনিকূটের এক দেশে লছমনঝুলার প্রায় ১০ মাইল অন্তরে নীলকণ্ঠ নামে মহাদেব আছেন। কেহ কেহ কহেন নীলকণ্ঠ পঞ্চ কেদারের অন্তর্গত মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত, নীলকণ্ঠের পথে এক স্থানে একটী ঝরণায় দেখিলাম বৃক্ষ হইতে পত্রাদি পড়িয়া কিছু দিন পরে তাহা প্রস্তর হইয়া যাইতেছে। বোধ হয় জল ও পাহাড়ের মাটির গুণে এরূপ হয়। বস্তুতঃ একটী শাখার যে ভাগ জলে পড়িয়া আছে সে ভাগ পাথর ও অপর ভাগ পত্র এরূপ দেখা গিয়াছে। মুনিকূটের স্থানে স্থানে লোকের বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলে শিশু প্রভৃতি নানা জাতি বৃক্ষ আছে, সকলের নাম জানা যায় না। একটী শালের জঙ্গলও আছে, কিন্তু বৃক্ষগুলি তাদৃশ বৃহৎ নহে। গ্রামের চতুর্দিকে গম, যব, ভুট্টা অড়হর প্রভৃতি বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হইতেছে। লোকের পরিচ্ছদ অতি অপকৃষ্ট। কথা বুঝা যায় না। জঙ্গল ব্যাঘ্র ভল্লুক হস্তী প্রভৃতি বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ।

মুলতান } ক্রমশঃ প্রকাশ্য।
৫।১।৭২। }

বড় দিনে অনেকে অনেক প্রকার নূতন নূতন ঘটনা দেখিয়াছেন, আমিও এক প্র[illegible] দেখিয়া আপনার পাঠকবর্গের নিকটে গুটিকত কথা কহিতেছি, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রে আমার কথা গুলিকে স্থান দান করিবেন না?

বড় দিন কি, মহারাণীর প্রজা মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার আমোদ প্রথমতঃ এই, কয়েক দিন আফিস বন্ধ থাকাতে দৈনিক কার্য্যের ভার বহন করিতে হয় না। দ্বিতীয়, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের ও বিশেষ আমোদ আছে। কিন্তু স্থান বিশেষে বড় দিনের আমোদেরও তারতম্য দেখা যায়। কলিকাতায় বড় দিনের ছুটীতে অনেকে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিদেশস্থ হইলে বাটী গিয়া বন্ধু বান্ধব প্রিয় জনের আলাপ সুখ সম্ভোগ করেন অথবা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশের আমোদ অন্য বিধ।

আপনারা যেমন বড় দিনের ছুটী আসিতেছে মনে করিয়া অবকাশ মধ্যে যে সকল কর্ম্ম করিবেন তাহার বন্দোবস্ত করেন, তেমনি এদেশের কর্ম্মচারীরা কেমন করিয়া ঐ বড় দিনে নিজ প্রভুর সম্মান করিবেন অনেক পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া অস্থির হন। "সম্মান" কেমন আপনি কি বুঝিয়াছেন? সম্মান বাক্যপূর্ণ সম্মান নহে। এ সম্মানে কিছু লাভ আছে।

বড় দিনে ইউরোপীয়দিগকে ডালী দেওয়া পঞ্জাবের অধিবাসীদের একটী প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ইংরাজ বিচার পতির পদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা প্রায়ই আপনাদের পদের অগৌরব করেন না, কিন্তু যে সকল মহাত্মা শাসন বিভাগের সম্পর্ক রাখেন না, বহিস্থ থাকিয়া যে কোন প্রকারে হউক, কিছু কাড় মারিয়া লইয়া যাওয়াই যাঁহাদের মুখ্য চিন্তা সে সকল মহাত্মার বড় দিনই বড় দিন। তাঁহাদের কি? শাসনকর্ত্তাদের মত তাঁহাদের ত আর প্রত্যহ শান্তশান্তিকতার অপবাদে পড়িতে হইবে না এই ভাবিয়া তাঁহারা বড় দিনের সম্মানে সম্মানিত হইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। স্থল বিশেষে কোন কোন ব্যক্তি "সম্মান" করিল কে বা করিল না ইহারও আন্দোলন হইয়া থাকে শুনা গিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় অনেক সাহেব পঞ্জাবীর আদর করিয়া থাকেন। এই ডালিতে কি মহা অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে না? ডালী দিলেই একটা বিশেষ দাবি রাখবার জন্মে এবং তাহাতে কতদূর অনিষ্ট উৎপত্তির সম্ভাবনা বিবেচনা করুন। ডালি স্বার্থ সাধন ভিন্ন আর কি উদ্দেশে হইতে পারে? ইহাতে সম্মানে সম্মান নয়, যে বস্তুর প্রাপ্তি [illegible] সিদ্ধ করিবে। [illegible] এ বিষয়ে একটী প্রথা [illegible] থাকে এটী কি আপনি অনুমোদন করেন? আমরা বাল্য কাল অবধি ডালি দেওয়া কেমন জানি না। আমার বিবেচনায় ডালি উৎকোচের রূপান্তর। যদি ডালি দিয়া লোকে স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে চলিল তবে [illegible] পরিষ্কার কওয়া দুর্ঘট।

গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে কোন আদেশ দেন যে ডালির প্রথা একেবারে নিবারিত হউক, তাহা হইলে অনেক অন্যায় নিবারণ হয় সন্দেহ নাই। আর একটী বক্তব্য যে পূর্ব্ববিভাগের পাবলিকওয়ার্ক্স ও ক্যানালডিপার্ট বিভাগে যেখানে কণ্ট্রাক্টর [illegible] প্রবৃত্তির অভাব নাই যে স্থানে [illegible] বড় দিনে, সেই বিভাগে এই প্রথা [illegible] রূপে লক্ষিত হয়।

[illegible]

আদুরে মলো কাকা।

পয়ার

বুকের ভাঁটার পথে [illegible] ;
[illegible] [illegible] ;
কল্ কল্ করে জল [illegible] ;
অকস্মাৎ কি উৎপাত [illegible] ।
[illegible] ;
[illegible] ;
[illegible] ;
অকস্মাৎ কি উৎপাত [illegible] কাকা।
ফুরাইল [illegible] [illegible] ।
ফুরাইল [illegible] [illegible] ;
ফুরাইল [illegible] [illegible] ।
অকস্মাৎ কি উৎপাত আদুরে মলো কাকা॥
সুখের তপন [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] ;
[illegible] [illegible] ।
অকস্মাৎ কি উৎপাত আদুরে মলো কাকা॥

শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মুলতান।

গত ১১ই ডিসেম্বর [illegible] অন্তর্গত ডাকাদিন পাড়া নামক গ্রামে একটী অতি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা এই—উক্ত ডাকাদিন পাড়ার মুসলমান জাতি (কৃষক) আমীর সেক নামে একটী [illegible] [illegible] নামক [illegible] অধীন ছিল, [illegible] [illegible] এই বিষয় [illegible] এ [illegible] আপন বাটী হইতে বাহির করিয়া দেয়। [illegible] আপন [illegible] না [illegible] আমি না [illegible] এ ১১ই তারিখে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না, তিনটী সন্তান ও একটী [illegible] পুড়িয়া মরিয়াছে। [illegible] পুলিশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কর্ত্তা [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারি না।

[illegible] [illegible] বাজারে আগুন লাগিয়া [illegible] দোকান পুড়িয়া গিয়াছে। [illegible] অগ্নিভয়ে পূর্ব্ব সাবধান না হইলে [illegible] হওয়া সম্ভব।

মুলতানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিমাণে দুর্ভিক্ষ [illegible]

বাতাস বহিয়াছে ভয়ানক শীত ও রাত্রে বিলক্ষণ নরম পড়িয়াছে। অত্রত্য বরফ খানার মাঠে আজি কালি বিস্তর বরফ সংগ্রহ হইতেছে।

১৩। ১৪ বৎসরের একটী বালক ও। ৪ বৎসর বয়স্কা একটী ইংরাজ কুমারীকে বলাৎকার করাতে সেসনে অর্পিত হইয়াছে। আর একজন যোড়িতী গমন অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। সে বিচারে মুক্ত হইয়াছে।

মুলতান নগরে এমন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট লোকজনকে সহরে থাকি... গ্রামবাসিদিগকে আপনাপন বালক বালিকাগণের টীকা দিবার আদেশ হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের পরমবন্ধু বাবু ভুবনমোহন দত্ত, এখন ... বদলী হওয়াতে একাকি ... ইঞ্জিনিয়র সাহেব একাকী কার্য্য ... বড় কষ্টে পড়িয়াছেন। একে যে ... কার্য্য, তাহাতে ... সহকারীর দ্বারা ...

ভুবন বাবু একজন অতি বিজ্ঞ, পরিশ্রমী, বহুদর্শী, কর্ম্মদক্ষ, সুচতুর ইঞ্জিনিয়র। ইহার বদলী হওয়াতে কি সরকার কি ... কি আপর কি সাধারণ সকলের পরম ক্ষতি হইয়াছে ...

... পরোপকার ... অত্যুৎকৃষ্ট ... ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় ... সদ্গুণ ও প্রণয়ে আবদ্ধ ... বিশেষতঃ বাঙ্গালিগণ ... পাইয়াছেন এক্ষণে আবার ইহার ... অভাব অনুভব করিতেছেন ... বাবুর অল্প বয়সের সদ্গুণ সমূহ ... ভাবের ন্যায় ... ও ... হইয়াছে। জগদীশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘ ... করুন।

...পুরে ... উচ্চ বিদ্যালয়ের ... বিষয় আপনার পত্রে অবগত হইয়াছেন, ভুবন বাবুই সেই সভার জন্মদাতা এবং এতাবৎকাল তাহার কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার যত্নে সভাটীর যে একটী উজ্জ্বল রত্ন পরিণত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এক্ষণে অভিনব সভাপতি সম্পাদক ও সভ্যগণের প্রযত্নে সভাটী দীর্ঘস্থায়ী হইলে ভুবন বাবুর কীর্ত্তি বজায় থাকে।

মুলতান
১১ এ ডিসেম্বর
১৮৭১
শ্রীকেশ...

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র দত্ত উলুবেড়িয়া	১০
" রজলাল চৌধুরী মালদহ	১০
" গোপীলাল পাঁড়ে পাকোড়	১০
" অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুলিয়াম	৫॥০
" তারিণীগোপাল পণ্ডিত কলিকাতা	৫॥
" মতিলাল দে—কলিকাতা	৫॥
" চন্দ্রমোহন ঘোষ—মাণিকগঞ্জ	৫॥
" রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ জনাইপুর	৫॥
... অধিকারী	১০
...—পাটনা	১০
...আচার্য্য—...	১০
... পেপার ... আনাম	১০
... টাঁটি	১০
... মিত্র—শ্রীরামপুর	১
... ইনষ্টিটিউসন ... সেক্রেটারি	৫॥
... বাহাদুর ...	১০
... চৌধুরাণী	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েক বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে প্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং যান্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, যান্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

যে সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ।

১০ সংখ্যা।

[illegible] । সরস্বতী শ্রুতিমহতী ম[illegible] ।

নগদ মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

শক ১২৭৮। ৯ ই মাঘ। ইং ১৮৭২। ২২ এ জানুয়ারি

মফঃস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা

নিয়ম।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মনিঅর্ডার হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন.

কার্য্য সম্পাদক

১২৭৮

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংকলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেরা গণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটে লডাঙ্গা পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে ১ লা এপ্রেল অবধি ১৮৭৩ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দমদমার কারখানার পেটিকোর প্রভৃতি সরবরাহ করিবার নিমিত্ত মোহর করা টেণ্ডর সকল উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ অর্ডনান্সের কমিসরি আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে গ্রহণ করিবেন, ইহার পরে লইবেন না।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্যক দ্রব্যের লিষ্টি, যাহার সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডর আবশ্যক হইতেছে, আর টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে যে এগ্রিমেণ্টের ফরম ১ টাকা মূল্যের ষ্টাম্প দিয়া কণ্ট্রাক্টরদিগের স্বাক্ষর মোহর ও রেজিষ্টরি করিতে হইবে, তাহা আবেদনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে। ষ্টাম্প ও রেজিষ্টরির ব্যয় কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবল্‌কেট দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার দ্রব্য দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে। টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। ঐ ফরম ১ টাকায় দুইখান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অতান্ত সরবরাহের টেণ্ডর গ্রহণ করা যাইবে না এবং টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনারেলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামতে অত্যন্ত সরবরাহের টেণ্ডর বা অন্য কোন টেণ্ডর অথবা যে টেণ্ডর কোন দ্রব্যের মূল্য বেশি বোধ হইবে, তাহা কারণ না দেখাইয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

টেণ্ডরের সহিত, কোন কাগজেই হউক, বা নোটেই হউক, ৫০০ টাকা জমা দিতে হইবে। এগ্রিমেণ্ট পত্র লেখা হইলে, কিম্বা টেণ্ডর অগ্রাহ্য হইলে, সেই টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে।

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় অর্ডনান্সের কমিসরি কারখানার আফিসে টেণ্ডর সকল খুলিবেন। যাঁহারা টেণ্ডর দিয়াছেন তাঁহারা সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন।

২ রা জানুয়ারি ১৮৭২ দমদমা কারখানা আফিস } এ, ওয়াকার কাপ্তেন আর, এ, কমিসরি অব অর্ডনান্স

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্র

রাজ পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারত বর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

১২৭৮ সাল
১ লা ফাল্গুন } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মাহেশপুর

চণ্ডালিনী ৷৷০, শিশু মানচিত্রাবলী ৷৶১০ কুলীন কামিনী ৶০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

এই মাসের ১৬ ই হইতে শ্যামবাজার সংস্কৃত রজনী বিদ্যালয়ে একটী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শ্রেণী খোলা হইবে। বেতন ১।০ মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সোম
অবৈতনিক সম্পাদক।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণক বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পানিহাটী নিবাসী ৺বড়গোবিন্দ চৌধুরির স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী বহুদিন হইতে পীড়িত হইয়া মলীর ভবনে থাকায় তাঁহার তালাবদ্ধ বাটীর নীচের ও উপরের দরজা ও সিন্দুক বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া সমুদয় দলিল দস্তাবেজ ও তৈজসপত্রাদি চোরে লইয়া গিয়াছে, আমি এবিষয় পুলিসে সম্বাদ দিয়াছি তিনি কিছু বিশেষ কহিলেই সন্দিগ্ধ ব্যক্তির উপর অভিযোগ করিবেন।

চকুরিয়া
১১ ই পৌষ } নবকুমার বন্দোপাধ্যায়
১২৭৮ সাল

সামবেদসংহিতা। আগ্নেয় ও ঐন্দ্রপর্ব্ব, অগ্নিষ্টোমাদির তাৎপর্য্য, সটীক, সানুবাদ ৮

"সামবিধান" (সামবেদের ব্রাহ্মণ) সানুবাদ ৩

"সামস্তুতি" (বিনিয়োগানুক্রমে সাম বেদীয় মন্ত্র সমস্তের স্তুতি) প্রথমভাগ সানুবাদ ১

" ঐ শেষভাগ (মুদ্রিত প্রায়) ৩

" কবিকল্পলতা " সটীক (অলঙ্কার) ৪

" বিদগ্ধমাধবরঞ্জিনী " ও মাধবচম্পূ ৸৶০

" বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা " ৶০

এইগুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং শ্রীরামপুর আলফ্রেড প্রেসে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

একজন ডাক্তারের প্রয়োজন আছে মেডিকেল কলেজের ইনটারমিডিএট কিম্বা বাঙ্গালা ক্লাসের প্রশংসাপত্রধারী ছাত্র যিনি চিকিৎসায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আবেদন অগ্রগণ্য হইবে। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। খাদ্য খরচ স্বতন্ত্র পাই বেন। ১৫ দিনের মধ্যে স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

২৫এ অগ্রহায়ণ। } শ্রীশিবচন্দ্র সরকার
কাঁদড়া
আমদপুর ষ্টেসন

১১০৩ নং ৫৪। ৫৫ সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক খণ্ড ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেন্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দারজিলিং
৩ রা পৌষ } শ্রীকমলচাঁদ হাজরা।
১২৭৮ সাল

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিকাল জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করি তেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, যাথা সিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০। চুঁচুড়ার সম্পা দকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হস্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপা ধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

ভগবচ্চুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃত বিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধি কারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

সদৃশ ব্যবস্থা জ্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমি ওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১।০ মাত্র। এককালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৸০ এবং ৫০ খণ্ড বা

অত্যোধিক হইবে ।· আদেশ করিয়া অর্ডার পুস্তক কাহিনর দেওয়া যাইবে । কলিকাতা লালবাজার বেরিলি কোম্পানির বাটীতে ও মুজাপুর অর্ডোপানে চাহিবে। কোম্পানির হালাবাজার এবং খোকাবাজার রাজবাটীতে অনুকূল মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি এখানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কশন ও বেণ্ড ইত্যাদি ;

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
২ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
শ্রীমদ্ভাগবত	১	টাকা।
মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ ৬০ ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। বাঙ্গালার আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭এঁ পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাসুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রাহক গণের নিকটে
সানুনয় নিবেদন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আইসে, চিঠি লিখিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়। আমাদিগের এই নিয়ম আছে। কিন্তু অনেকে ডাক ঘরের বন্দোবস্তের দোষে সে চিঠি পান না। এই নিমিত্ত আমরা এই নিয়ম করিলাম, যাঁহার যে সময়ে মূল্য শেষ হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইবে। মূল্য দিবার সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের কার্য্য
সম্পাদক।

কলিকাতার উপনগরের
লোক সংখ্যা।

মিউনিসিপাল কমিসনরেরা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে আগামী ২৫ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে কলিকাতার উপনগরের লোক সংখ্যা করিবেন। যাহাতে ২৩এ জানুয়ারির পূর্ব্বে মুদ্রিত ফরম সকল বিতরিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিরূপে ঐ ফরম পূরণ করিতে হইবে তাহা ঐ ফরমেই লিখিত থাকিবে। যদি কেহ উক্ত ফরম না পান, অথবা সংখ্যাকারীরা বাদ দিয়ে, কাহারও যদি তদপেক্ষা অধিক ফরমের আবশ্যক হয়, তাঁহারা আলিপুরে মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের আফিসে আবেদন করিলেই পাইবেন।

যে সকল গৃহস্বামী লিখিতে ও পড়িতে পারেন, তাঁহারা উক্ত ফরম লিখিত উপদেশ অনুসারে উহা ২৫ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পূরণ করিবেন, ইহার পূর্ব্বে অথবা পরে পূরণ করিলে হইবে না, এবং ২৬ এ জানুয়ারি প্রাতঃকালে সংখ্যাকারীরা প্রার্থনা করিলে ফরমগুলি তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।

গৃহস্বামিদিগকে বিশেষরূপে বলা যাইতেছে যে তাঁহারা সচরাচর যেরূপে নাম স্বাক্ষর করেন, ফরমে নাম লিখিবার সময় সেরূপে লিখিবেন না। নামগুলি সংক্ষেপে না হইয়া সম্পূর্ণ ও স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে।

সুবরবন মিউনিসিপাল কমিসনরের আফিস } আর, সি, টাউনসেণ্ড
আলিপুর। ১৮৭২ } বাইস চেয়ারম্যান
১৮ ই জানুয়ারি

সোমপ্রকাশ।

৯ ই মাঘ সোমবার।

ইংরাজদিগকে মফস্বলের বিচারালয়ের অধীন করিবার প্রস্তাব।

সার্‌ জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বাঙ্গালাদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, সে সমুদায়গুলিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্দ্দোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। এই সোমপ্রকাশে সময়ে সময়ে তাঁহাদের দোষেরও উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রতি প্রস্তাবেই আমরা তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি যখন যে প্রস্তাব করেন, আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় অথবা ক্ষমতা প্রদর্শন জন্য করেন না, এক একটী কল্যাণ কামনা করিয়াই করিয়া থাকেন, আমাদিগের

এই স্থিরতর সংস্কার জন্মিয়াছে। তিনি সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর ইউরোপীয় প্রজাদিগকে মফস্বলের অধীন করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সমুদায় সংশয় দূর করিয়া দিতেছে।

সময়ে মানুষের মনের ভাবের পরিবর্ত্ত হয় এবং সময়ে সত্যের জয়লাভ হয়, এটী তাহারও একটী অপর প্রমাণ। যখন আইন কমিসনরগণ এবং জে, ই, ডি, বেথুন সাহেব ব্লাক আক্টের প্রস্তাব করেন, তৎকালে ইউরোপীয় মাত্রেই ঘোরতর প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন। দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আইনের বিধিবন্ধন কালেও সর বার্ণেস পিকক ব্যবস্থাপক সভায় এরূপ আপত্তি করিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা ইউরোপীয় অপরাধির প্রথম অভিযোগ শ্রবণের যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হয়। তবে তখন একটু বিশেষ কথা ছিল। তখন বিদ্রোহ বহ্নির সম্যক্ তাপ শান্তি হয় নাই। লোকের চাঞ্চল্য কুসংস্কার ও জাতিবৈর সম্পূর্ণরূপে দূরগত হয় নাই। এখন তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের প্রগাঢ় শান্তিনিবন্ধন দেশের প্রকৃত কল্যাণের দিগে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইনকম টাক্স প্রভৃতি কর ভার স্কন্ধে পতিত হওয়াতে সকলেই শাসন প্রণালীর সূক্ষ্মতম অবয়বের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতেছেন। একজন ইউরোপীয় লোকার বিচারের সীমাতে সামান্য অপরাধ করিলেও তাহাকে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে আনিতে বিস্তর ব্যয় পড়ে। যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন তাঁহারা এত দূর আসিয়া সময় নষ্ট করিতে চান না; সুতরাং অবিচার হয়। চিরকাল এ অবিচার কলঙ্ক থাকে কেন? এখন অনেকের মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছে। এই কারণে এবার ইউরোপীয় সমাজ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন না। ইংলিসম্যান ও ডেলিনিউস উভয়েই তৎপ্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। তবে ইংলিসম্যান বলেন, প্রত্যেক প্রদেশে এক একটী প্রধানতম বিচারালয় থাকা আবশ্যক। কোন আদালত কোন ইংরাজকে রুদ্ধ করিলে যদি তদ্বিরুদ্ধে উক্ত প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করিয়া পর্য্যাপ্ত কারণ প্রদর্শন করা হয়, সেই সেই প্রধানতম বিচারালয় তাহার যাথার্থ্যের অনুসন্ধান করিবেন। ইংলিসম্যান আরও একটী কথার উল্লেখ করিয়াছেন, ইউরোপীয় জষ্টিস ভিন্ন আর কেহ যেন বিচার করিতে না পারেন। ইংলিসম্যান এই যে সংকীর্ণহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট নহি। আবিল সরোবর সহসা স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় না। বিজিত জাতীয়কে বিচারাসনে আসীন দেখিয়া চিত্তের প্রবোধ দেওয়া জেতৃজাতীয়ের পক্ষে সহজ নয়। সহসা সে প্রবোধ দেওয়াও ঘটিয়া উঠে না। ক্রমে ইংলিসম্যানের মন অনুকূল হইয়া আসিবে। দেওয়ানী মকদ্দমা সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এতদ্দেশীয় বিচারপতিদিগের যোগ্যতা ও অপক্ষপাতিতা বিষয় যেরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ঐরূপ ক্রমে ফৌজদারী সম্বন্ধেও স্বীকার করিবেন আমাদিগের এ আশা আছে। কালই বর্ত্তমান সংস্কারের পরিবর্ত্তন সাধন করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংলিসম্যান হেবিয়স কর্পস নামক পরওয়ানা দ্বারা রুদ্ধ ব্যক্তির কারাবাস দণ্ড হইবার পূর্ব্বে অনুসন্ধান করাইবার নিয়ম করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সাধারণে প্রচলিত করিলে কি ভাল হয় না? হেবিয়স কর্পস আইনটী ইংরাজ দিগের স্বাধীনতার প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ। যে স্বত্ব ইংরাজেরা আপনারা ভোগ করিবেন তাহা ভারতবর্ষীয়দিগকে ভোগ করিতে দেওয়া কি ন্যায় ও [illegible] যুক্ত [illegible] লইয়া যখন ঘোরতর [illegible] তখন অনেক ইংরাজ এই আপত্তি করিয়া ছিলেন "আমাদিগকে এতদ্দেশীয়দিগের সহিত অবিশ্বাসিত না করিয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগের সহিত এক পদে স্থাপিত করাই কর্ত্তব্য"। সেই সময় আসিয়াছে। উভয় জাতিই একজন মাজিষ্ট্রেটের অধীন হইতেছেন। তবে একজন ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় এক প্রকার অপরাধে একত্র কারারুদ্ধ হইলেন। হেবিয়স কর্পস আইনের বলে ইংরাজ প্রধানতম বিচারালয়ে আসীন করিয়া মুক্তি পাইলেন কিন্তু হতভাগ্য ভারতবর্ষীয় মুক্তি পাইলেন না, এটী কি দেখিতে বিসদৃশ দেখাইবে না? অপর, দণ্ডবিধির সৃষ্টি অবধি ইংরাজ ও আমেরিক ব্যতিরিক্ত আর সকলের সকল প্রকার অপরাধের বিচার মফস্বলে হয়। কোন ফরাসী অথবা জার্ম্মণীয় যদি কারাদণ্ড যোগ্য অপরাধ করে, জেলার মাজিষ্ট্রেট ও সেসিয়ন জজ তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারেন। তাহাকে হেবিয়স কর্পসের অনুগ্রহ ভাজন হইতে দেওয়া কি উচিত নয়? এরূপ করিলে ইউরোপে ইংরাজদিগের সুবিচারের যে গৌরব আছে, তাহার কি হ্রাস হইবে না? পক্ষান্তরে ফরাসী প্রভৃতি যদি ইংরাজদিগের ন্যায় স্বত্বভোগী হন, তাহা হইলে কি ভারতবর্ষীয়েরা এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না? "জর্ম্মণীয় ও ফরাসীরা বিদেশীয় আমরাও বিদেশীয় তাঁহাদিগকে আপনারা যে স্বত্ব প্রদান করিতেছেন আমাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন কেন? আমরা কি এক রাজ্যের প্রজা নহি?" এই প্রশ্নের উত্তর দান কি সহজ হইবে? আমীর খাঁর কৌন্সেলেরা যখন তাঁহার কারাদণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিচার-

পতি মহাশয়ের নিকটে আবেদন করেন, তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। হেবিয়স কর্পস আইন মফস্বলে প্রচলিত না করিলে প্রজার শারীরিক স্বাধীনতা থাকিবে না। আমীর খাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হওয়া অবধি সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছে যে হেবিয়স কর্পস আইন সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচলিত হয়। অতএব আমরা প্রস্তাব করিতেছি, ফৌজদারী কার্য্যবিধির পরিবর্ত্ত হইতেছে এই সময়ে এ বিধিটী সর্ব্বত্র প্রচলিত করা

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই ক্যাম্বেল সাহেবের প্রস্তাব যখন অধিকাংশ ইংরাজের অনুমোদনীয় হইয়াছে তখন আইন করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। বর্কোর্ট সাহেবের সদৃশ সেশিয়ন জজের নিকটে ইংরাজ অপরাধির বিচার হইতে পারে না একথা শুনিয়া এক্ষণে লোকে হাস্য করিবেন। এখন মফস্বলে দিন দিন কৃতবিদ্য ব্যবহারাজীবেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব সে অভাবও নাই।

—ঃ০ঃ—

[illegible] জমিদারদিগের কত দোষ কমিবার একটী উপায় করা আবশ্যক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনর্থশালার বাহির হইয়াছে। যেখানে যত দৌরাত্ম্য হউক, ঘোড়ার আপদ বালাইর ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্কন্ধে পতিত হয়। কত লোক কত প্রকার আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অসৎ জমীদারেরা অসাধুতা করিতেছে, প্রজার উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি অত্যাচার করিবার উপদেশ দেয়? প্রজার কল্যাণ উদ্দেশ করিয়াই এ বন্দোবস্ত করা হয়। এজন্যই লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রশংসা ভূমণ্ডলময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে এ আপদ ঘটিত না। এটী অবিবেচকের বাক্য। জগদীশ্বর সৃষ্টি রক্ষার্থেই জীবগণকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু যদি কেহ অত্যাচার করিয়া অপরের সেই শক্তির বিনাশ সম্পাদন করে, ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ ন্যায়ানুগত হয় না। অত্যাচারকারী জমীদারদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণের উপায় বিধান কি সাধ্যায়ত্ত নয়? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করা সে উপায় হইতে পারে না। অনেকে ইংরাজদিগের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া অনেক ব্যয় ও অনেক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এখন যদি উহার অন্যথা হয়, কেবল যে ইংরাজদিগের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষ ঘটিবে এরূপ নয়, অনেকে অনেক প্রকার আপদে পতিত হইবেন। সে সমস্ত আপদের কথা চিন্তা করিলে অন্তঃকরণ একান্ত আকুলিত হয়। তন্নিমিত্ত আমরা অনেক দিন অবধি এই প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি, জমীদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া এরূপ একটী বন্দোবস্ত করা উচিত যে জমীদারেরা প্রজার নিকট হইতে এক পয়সা অধিক লইতে না পারেন।

ইচ্ছা করিয়া পত্তন দরপত্তন প্রভৃতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েকটী উপসর্গ উপস্থিত করা হইয়াছে। এগুলির উন্মূলন একান্ত আবশ্যক। এগুলি উন্মূলিত হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। অনেকবার এই সোমপ্রকাশে এগুলি রহিত করিবার এক বিধিবিধানের অনুরোধ করা হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

প্রজার মঙ্গল সাধন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিপ্রেত ছিল বটে, কিন্তু তদনুরূপ সুবিধা কিছুই হয় নাই। তবে ১৮৫৯ অব্দের ১০ এবং ১৮৬৯ অব্দের ৮ আইনের দ্বারা যে কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবার অনেক বিঘ্ন রহিয়াছে। যে হেতু ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমা নির্দ্ধার্য্য জমীদার প্রভৃতির প্রদত্ত পাটওয়ারি জমাওয়াশীল প্রভৃতি কাগজে প্রজাগণের জমা লিখিত ছিল

ঐ কাগজের দ্বারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের জমা প্রমাণ করা সুসাধ্য হইত। কোন কোন জেলার প্রজাগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কাগজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাজপুরুষগণের, কাগজ নষ্ট করা একটী রোগ হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষতি হয় না; কেবল প্রজাগণের অপরিমিত ক্ষতি ও ক্লেশ হয়। ইহাতে কাগজ নষ্ট করিবার বিষয় প্রত্যেক রাজপুরুষগণ প্রত্যবায়ভাগী হইতেছেন এবং ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কেবল জমীদার তালুকদার প্রভৃতির প্রভূত উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহারা নির্বিঘ্নে প্রচুর লাভ করিতেছেন। অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের লোভের বৃদ্ধি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রজারা কি পরিমাণে কি নিয়মে কর দিবে, তাহার একটি সুবিধান হইলে ভূম্যধিকারিগণের দৌরাত্ম্য হইতে নিঃস্ব প্রজারা পরিত্রাণ পাইতে পারে। বস্তুতঃ জমিদারগণের করবৃদ্ধির ক্ষমতা দমন করিয়া যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমা ধার্য্য হইয়াছিল, তদনুরূপ কোন একটা উপায়ের দ্বারা ভিন্ন শ্রেণির প্রজাগণের একটী স্থায়ী জমা নির্দ্দেশের বিধান হইলে জমির প্রতি প্রজার মমতা জন্মে। জমির উন্নত অবস্থা দেখিলে এক্ষণে জমীদার ও পত্তনিদার প্রভৃতি নানা কৌশল দ্বারা প্রজাগণের কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন, এই আশঙ্কাবশতঃ প্রজারা কোন কারণে কখন লাভবান হইলেও ঐ সকল জমা সত্ত্বেও না কোনরূপে হস্তান্তর করিয়া তদ্দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই জন্য প্রজারা ভূমির অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত অধিক ব্যয় ও পরিশ্রম করেন না।

বঙ্গদেশে আর একটী প্রকার জুয়াচুরির সৃষ্টি ও তাহা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকানেক ভূম্যধিকারী পত্তনি বন্দোবস্ত করিবার ঘোষণা করিয়া দেন। ধূর্ত্ত ও প্রজাপীড়ক ধনবানেরা ছুটিয়া ডাক সুরু করেন অর্থাৎ কেহ বলেন, বহু সেলামী দিব তাহার পত্তকরা ৪ আট আনা হিসাবে সুদ ও ৪ আট আনা হিসাবে শরঞ্জামী হজুদ জমা হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই জমা ধার্য্য করিয়া আমাকে দেন। কেহ বলেন, আমি সুদ শরঞ্জামী কিছুই চাই না। মফস্বল যত হজুদে আছে তাহাই জমা ধার্য্য ও তৎপরিমাণে কি তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে যত টাকা বল সেলামি দিব এবং ঐ হজুদে মফস্বলে যাচাই করিতে চাহি না; এইরূপ কথা ও ডাক হইতে হইতে যতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা করিয়া সেই সেলামি গ্রহণে বিশেষ ক্ষতি হয়, এক্ষণে পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া রীতিমত তাহার লেখাপড়া করিয়া লইয়া পত্তনিদারের হস্তে অর্পণ দিয়া বিদায় করা হয়। পত্তনিদার মফস্বলে আসিয়া দেখেন, জমীদারের প্রদত্ত হজুদে অনেক মিথ্যা আছে। কি করেন, অগত্যা ঐ মিথ্যা হজুদে এবং নিজের শরঞ্জামি ও অন্য অন্য খরচ ও সেলামী টাকার সুদ প্রভৃতি বাদে আপনার লাভ করিয়া লওয়ার জন্য প্রজাদের উপরে অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হন। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া ১০ ও ১২ বৎসরের মধ্যে যে সকল পত্তনি, দরপত্তনী তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পাট্টা ও কবুলতি ও মফস্বলের হজুদে তলব ও তদন্ত করিয়া দেখিলেই ঐ সকল জুয়াচুরি অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

কোন স্থানের একজন নিষ্ঠুর জমিদার চতুরতা করিয়া মফস্বলের প্রজার প্রকৃত হজুদের অপেক্ষা অধিক জমা ধার্য্য করিয়া স্বীয় জমিদারি পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া প্রচুর সেলামী গ্রহণ করেন। ভদ্রলোক পত্তনিদার শেষে অধিক কর ... ... অসমর্থ হওয়ায় ১২৬০ সনের ৮ আইন অনুসারে ঐ পত্তনি নিলাম করা হয়, কিন্তু লোকশানী মহল জানিয়া অন্য অন্য ধনবান জমিদার (যাঁহারা প্রজা পীড়নে অপটু) তাঁহারা কেহই ক্রয় করিতে অগ্রসর হন না। কেবল একজন শক্তিশালী প্রজাপীড়ক জমীদার মহাশয় উল্লিখিত লোকশানের বৃত্তান্ত উত্তমরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও উহা ক্রয় করিয়া এক্ষণে ঐ লাক্ষাই জমা ও শরঞ্জামী ও অন্য অন্য খরচা ও সেলামী টাকার সুদ ও পত্তনিদারের লভ্য এই কয়টীর সংগ্রহার্থে প্রথমতঃ প্রজাগণের নিকট তাহাদের জমার উপরে কি টাকায় তিন চারি আনা হিসাবে বাবু আব চাহেন। ইহা না দেওয়াতে মাথট কর গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ঐ সকল প্রজার জমা জমা নিজের ইত্যাদি, ভূমি স্বীয় পত্তনির ভূমি বলিয়া জরিপ করিতে সচেষ্ট ও সুদ সহিত অবশিষ্ট করের দাওয়া এবং অন্য অন্য প্রকার মকদ্দমা ঐ প্রজাগণের বিরুদ্ধে উপস্থিত করিতেছেন। ইচ্ছা এই যে, তাহাদিগকে নানা প্রকার খরচা ইত্যাদিতে বিব্রত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিবেন। হায়, সম্পাদক মহাশয়! নিরীহ দুঃস্থ প্রজারা উপরি উক্ত মত বর্দ্ধিত জমায় পত্তনি বন্দোবস্ত করিতে পত্তনিদাতা বা গ্রহীতাকে অনুরোধ করে নাই এবং ঐ লোকশানী পত্তনি মহল ক্রয় করিতেও দিব্য দেয় নাই। তবে কি অপরাধে তাহারা এক্ষণে ঐ ক্ষতি পূরণ ও লাভ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে? পত্তনির নিলাম ক্রেতা তাঁহার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ করুন, যদি তাহা না হয় এবং লোকশান দিতে না পারেন, তবে ক্রয়স্বত্ব পরিত্যাগ করুন। নিরীহ প্রজাগণকে পীড়ন করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্যায় দলপ্রকাশ ও জরিপ এবং কর গ্রহণ ইত্যাদি অত্যাচার নিবারণ ও মাথট কর গ্রহণে অসমর্থ হইলে সুদ খরচার অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত রাজপুরুষগণ হইতে বিবিধ প্রকার আইন হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই আইন অনুসারে প্রবল জমিদারের সহিত বিবাদ করিয়া টিকিয়া থাকে অর্থাৎ মকদ্দমা আদির ব্যয় করিয়া উঠে, এমন সঙ্গতিশালী ও সাহসী প্রজা প্রায় কোন দেশে নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে ভূমি জরিপ বা প্রজার কর বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু জমিদারকে ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে যে মালিকানী লভ্য ধার্য্য দেওয়া হয়, জমিদার তদপেক্ষা প্রচুর লভ্য ভোগ করিতেছেন। তাঁহার উক্ত ধার্য্য সদর জমা ও মালিকানী শরঞ্জামির অন্যথা হয় নাই, ভূমির বা প্রজার উন্নতির নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেও হয় নাই, তবে এক্ষণে প্রজার কর কি জন্য বৃদ্ধি হইবে? ঐ বন্দোবস্তের পর জমিদার কোন কোন প্রজার সহিত ভূমির বন্দোবস্ত করিয়াছেন সত্য তাহাও স্বীয় ইচ্ছানুসারে লাভ লইয়া এরূপ করিয়া বন্দোবস্ত ও কর গ্রহণ করিয়াছেন। যে হেতু তাঁহার ইচ্ছা ও সম্মতি ভিন্ন প্রজারা জমিদারকে জোর করিয়া ঐ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে ও কর দিতে পারে নাই। যখন জমিদারের প্রচুর লভ্য থাকা দৃষ্ট হইতেছে, তখন তাঁহার অধীন পত্তনিদারের স্বীয় লভ্যের নিমিত্ত প্রজার উপরে কর বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। জমিদার এতকাল পর্য্যন্ত যে প্রজার নিকট যেপরিমাণে কর গ্রহণে লাভ করিয়াছেন, পত্তনিদারের সে প্রজার নিকট অধিক কর লওয়ার প্রত্যাশা করা অন্যায়। পত্তনিদার সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া যদি বিবেচনা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য নিরীহ প্রজারা কি কারণে যাইবে? আমরা যন্ত্রণা ভোগ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, রাজপুরুষেরা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়া এই সমস্ত অত্যাচারের নিবারণ করুন।

—:০:—

আর্য্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস নাই তাহার কারণ।

আর্য্যজাতির প্রকৃত ইতিহাস নাই তাহার কারণ দুর্ব্বোধ নহে। কৃষি বাণিজ্য রাজনীতি আচারপদ্ধতি সমাজ ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় সকলের অবস্থা

প্রথমে কিরূপ ছিল, পরেই বা কিরূপ হইয়াছে, কোন্ সময়ে অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, কি সূত্রে সেই পরিবর্ত্তন হয়, অন্য দেশীয় লোকের সহিত কি কি সম্বন্ধ ও কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই সেই ঘটনার কারণই বা কি, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি জাতি অথবা সম্প্রদায় আপনা দিগের কি কি অসামান্য গুণের অথবা মহত্ত্বের পরিচয়দান করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয় সকল প্রকৃত ইতিহাসের বর্ণনীয় পদার্থ। ধর্ম্মাদি কয়েকটী বিষয় ব্যতিরেকে আর্য্যজাতি আর কোন বিষয়ে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, আর্য্য প্রধানেরা ঐহিক বিষয়ে আস্থাবান্ ছিলেন না। ধর্ম্মেই তাঁহারা একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাহারই আলোচনায় তাঁহাদিগের জীবন অতিবাহিত হয়। কিসে তাহার উন্নতি হয়, সেই চেষ্টাতেই তাঁহারা সদা ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার যত দূর উন্নতি সাধন করিবার তাহা করিয়াছেন। অন্য কোন জাতিই ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহেন। কৃষি বাণিজ্যাদি বিষয়ে তাঁহারা একান্ত উদাসীন ছিলেন লোকের প্রয়োজনানুসারে আপনা হইতে উহার যতদূর উন্নতি হইবার হইয়াছে। সে প্রয়োজনও কখন আয়তনের নাই। তাহার প্রথম কারণ এই, আর্য্য জাতীয়েরা অতি সামান্য অশন বসনে পরিতৃপ্ত ছিলেন। স্বদেশজাত দ্রব্য জাতই তাঁহাদিগের ঐ সকল অভাবের পরিপূরণে পর্য্যাপ্ত হইত। ভারত ভূমি তাঁহাদিগের বাসস্থল। ইহা যেরূপ উর্ব্বরা, অল্প পরিশ্রমে ইহাতে তাঁহাদিগের প্রয়োজনাধিক দ্রব্য উৎপন্ন হইত। দ্বিতীয়, আর্য্যেরা অন্য অন্য দেশীয়ের সহিত কোন প্রকার সংসর্গ করিতেন না। সুতরাং অন্যের বিলাসিতাদি দর্শন করিয়া ভোগ বাসনায় দগ্ধ হইয়া যে প্রয়ো-

অন্য দেশীয়ের সহিত সংসর্গ ছিল না বলিয়াই আর্য্য জাতির অন্তঃকরণে স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রেমের এবং স্বজাতির গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষার্থ শৌর্য্য বীর্য্যের পরীক্ষা দিবার কখন অবসর উপস্থিত হয় নাই। আর্য্যধর্ম্মের মূল বেদ নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন ও কালগণনাদি মূলক প্রকৃত ইতিহাসের প্রয়োজন হয় নাই।

আর্য্যপ্রধানেরা অন্য অন্য বিষয়ের উন্নতি সাধনে উদাসীন ছিলেন বটে কিন্তু ধর্ম্মের উন্নতিসাধন চেষ্টায় অণুকালও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। ধর্ম্ম মূল বেদের অধ্যয়ন ও তাহার অর্থ বোধ বিষয়ে যে সমস্ত বিষয়ের উপযোগিতা আছে, তাঁহারা সে সকল বিষয়ের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই উপযোগী বিষয় গুলি বেদের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। বেদাঙ্গ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ, সমুদায়ে ছয়। এ গুলির বেদের অধ্যয়ন ও তাহার অর্থবোধ বিষয়ে কিরূপ উপযোগিতা আছে, এক্ষণে তদুদ্দেশে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম, শিক্ষা। যে গ্রন্থে অকারাদি বর্ণ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতির উচ্চারণ প্রকারের উপদেশ আছে, তাহার নাম শিক্ষা। শিক্ষা গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে বেদের যে মন্ত্র যেরূপ স্বরযোগাদি করিয়া পাঠ করিতে হয়, তাহা জানিতে পারা যায় না। স্বরাদির বৈলক্ষণ্য ঘটিলে ফলেরও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। " ইন্দ্রশত্রু " এই সমস্ত পদটীর স্বরভেদে সমাসভেদ হইয়া ইন্দ্রের হন্তা ও ইন্দ্র যার হন্তা এই দুই প্রকার অর্থ বোধ হইয়া ব্যতিক্রম না ; তাহার নিয়ম করাই শিক্ষা গ্রন্থের উদ্দেশ্য (১)।

কল্প। যে গ্রন্থে যাগপ্রয়োগাদির সমর্থন আছে, তাহার নাম কল্প। কৃপধাতু হইতে কল্প শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে কৃপধাতুর অর্থ সমর্থন। আশ্বলায়ন আপস্তম্ব বোধায়নাদি সূত্র কল্পশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে (২)।

তৃতীয়, ব্যাকরণ। প্রকৃতি প্রত্যয়াদির উপদেশ দ্বারা পদের স্বরূপ ও অর্থ নিশ্চয় কার্য্যে ইহার সবিশেষ উপযোগিতা আছে। ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদ রক্ষা হয় না। ঐন্দ্রবায়বগ্রহ ব্রাহ্মণে আছে, পূর্ব্ব কালে " অগ্নি-

(১) বর্ণস্বরাদ্যুচ্চারণপ্রকারো যত্রোপদিশ্যতে সা শিক্ষা। তথাচ তৈত্তিরীয়া উপনিষদারম্ভে সমামনন্তি, শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ, বর্ণঃ স্বরঃ মাত্রা বলং সাম সন্তানঃ ইত্যুক্তঃ শিক্ষাধ্যায় ইতি। বর্ণোঽকারাদিঃ, স্বর উদাত্তাদিঃ, মাত্রা হ্রস্বাদিঃ, বলং স্থানপ্রযত্নৌ। তত্র অষ্টৌ স্থানানি, বর্ণানাং কণ্ঠাদি স্থানমুক্তং। অচোঽস্পৃষ্টা যণ-স্ত্বীষন্নেমস্পৃষ্টাঃ শলঃ প্রযত্ন উক্তঃ। সাম শব্দেন সাম্যমুক্তং। অতিদ্রুতাতিবিলম্বিতগীত্যাদি দোষরাহিত্যেন মাধুর্য্যাদিগুণযুক্তত্বেনোচ্চারণং সাম্যং। সন্তানঃ সংহিতা, বায়বায়াহীত্যত্র অবায়েশ্বঃ, ইত্যাদৌ ব্যাবাদং ইত্যাদৌ প্রকৃতিভাবঃ। এতচ্চ ব্যাকরণে অভিহিতত্বাৎ শিক্ষায়াং সুস্পষ্টমুক্তং। শিক্ষায়া অনবধানে দোষঃ স্বরেণাক্তঃ। মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি। যথা ইন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাদিতি। ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্বেত্যস্মিন মন্ত্রে ইন্দ্রস্য শাতয়িতা ঘাতকস্ত্বমিত্যস্মিন বিবক্ষিতে অর্থে তৎপুরুষসমাসঃ। সমাসস্যেতি সূত্রেণ সমাসস্যান্তোদাত্তত্বং আবশ্যকং। আদ্যুদাত্তত্ব প্রযুক্তং। অথ সতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বেন বহুব্রীহিত্বাৎ ইন্দ্রো যাতকো যস্যেতি তৎপরত্বাৎ সম্পন্নং। তস্মাৎ স্বরবর্ণাদ্যপরাধপরিহারায় শিক্ষাগ্রন্থোঽপেক্ষিতঃ। ঋগ্বেদ সংহিতায়া অনুক্রমণিকা।

(২) কল্পঃ আশ্বলায়নাপস্তম্ববোধায়নাদি সূত্রং। কল্প্যতে সমর্থ্যতে যাগপ্রয়োগোঽত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ। ঋক্ ভাং।

মীলে পুরোহিতং” ইত্যাদি বাক্য অব্যাকৃত (অখণ্ড) ছিল। প্রকৃতি প্রত্যয় পদবাক্যাদি বিভাগ ছিল না। ইন্দ্র দেবগণ প্রার্থিত হইয়া পদ বাক্যাদি বিভাগ করিয়া এবং বর্ত্তমান কালে পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বিভাগ করিয়া উহাকে ব্যাকৃত (বিভক্ত) করিয়াছেন। এই নিমিত্ত উহার নাম ব্যাকরণ হইয়াছে। এই কারণেই মুগ্ধবোধকার বোপদেব ধাতুপাঠ গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি আট জন আদিশাব্দিকের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (২)।

এই ব্যাকরণ শাস্ত্র বেদার্থ বোধের প্রধান উপযোগী। এই নিমিত্ত আর্য্য প্রধানেরা ইহার সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। এরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন যে অন্য কোন ভাষার ব্যাকরণই ইহার প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহে। এই ব্যাকরণের ব্যুৎপাদক বলিয়া কাব্যশাস্ত্রও সুন্দর শ্রী ধারণ করিয়াছে (৩)।

চতুর্থ, নিরুক্ত। যে গ্রন্থে পদ নিরপেক্ষ পদকদম্ব ... তাহার নাম নিরুক্ত। নৈঘণ্টুক নৈগম ও দৈবত এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত। যাহাতে একার্থবাচী পর্য্যায় শব্দ সকল আছে, সেই গ্রন্থ নিঘণ্টু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অমর সিংহ বৈজয়ন্তীকার প্রভৃতি সকলেই নিঘণ্টু। নিগম শব্দে বেদ বুঝায়। অহ উদ্ ঋজীষ ইত্যাদি বেদোক্ত শব্দ সকল যে কাণ্ডে আছে, তাহা নৈগম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। আর যে কাণ্ডে অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই কাণ্ডের নাম দৈবত (৪)।

পঞ্চম, ছন্দ। বেদে গায়ত্রী উষ্ণিক অনুষ্টুভ বৃহতী পঙ্ক্তি ত্রিষ্টুভ জগতী এই সাতটি ছন্দ আছে। চতুর্বিংশত্যক্ষরে গায়ত্রী, অষ্টাবিংশতি অক্ষরে উষ্ণিক। এইরূপ চারি চারি অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া অনুষ্টুভাদি ছন্দ হইয়াছে। অতএব বর্ণাদি বিবেক ব্যতিরেকে ছন্দ নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব বেদে ছন্দের সবিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে (৫)।

৬, জ্যোতিষ। কাল জ্ঞানার্থ জ্যোতিষের প্রয়োজন। যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিষয়ে কাল নিয়ম আছে। বিধি আছে, ব্রাহ্মণ বসন্তে ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য শরৎ কালে অগ্নির আধান করিবে। এইরূপ মাস তিথি মুহূর্ত্ত ভেদে ক্রিয়ানুষ্ঠান ভেদ থাকাতে অনিবার্য্য সুতরাংই জ্যোতিষের প্রয়োজন হইতেছে (৬)।

এস্থলে অনেকের মনে এই তর্ক উপস্থিত হইতে, বেদার্থোপযোগী বলিয়া যেন শিক্ষা কল্পাদি ছয়টী বেদাঙ্গের সৃষ্টি হইল, সাহিত্য ব্যাকরণের সহকারী এবং অলঙ্কার সাহিত্যের সহকারী, অতএব ঐ উভয়ের সৃষ্টি বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু ইতিহাস ও পুরাণের সৃষ্টি হইল কেন?

(২) ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ। পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ॥

(৩) ব্যাকরণমপি প্রকৃতিপ্রত্যয়াদ্যুপদেশেন পদস্বরূপতদর্থনিশ্চয়ায় উপযুজ্যতে। তথা চৈন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণে সমাম্নায়তে। বাগ্বৈ পরাচী অব্যাকৃতাবদৎ তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি। সোহব্রবীৎ বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যত ইতি। অগ্নিমীলে পুরোহিত মিত্যাদি বাক্ পূর্ব্বস্মিন্ কালে পরাচী সমুদ্রাদিশব্দবৎ একাত্মিকা সতী অব্যাকৃতা। প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ঃ পদং বাক্যং ইত্যাদিবিভাগরহিতা আসীৎ। তদানীং দেবৈঃ প্রার্থিত ইন্দ্র একস্মিন্নেব পাত্রে বায়োঃ স্বস্য চ সোমরসগ্রহণরূপেণ বরেণ তুষ্টস্তামখণ্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি বিভাগং সর্ব্বত্রাকরোৎ। তস্মাদিয়ং বাক্ ইদানীমপি পাণিন্যাদিমহর্ষিভির্ব্যাকৃতা সর্ব্বৈঃ পঠ্যতে ইত্যর্থঃ। অতএতস্য ব্যাকরণস্য প্রয়োজনবিশেষো বররুচিনা বার্ত্তিকে দর্শিতঃ রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনমিতি। ইত্যাদিপ্রয়োজনানি প্রযোজনান্তরাণি মহাভাষ্যে পতঞ্জলিনা স্পষ্টীকৃতানি। লোপাগম বর্ণবিকারজ্ঞোহি সম্যক্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি বেদার্থং চাবগমিষ্যতি তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণং। ঋ, ভা।

(৪) অথ নিরুক্তপ্রয়োজনমুচ্যতে অর্থাববোধনিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তং, গৌঃ গ্মা জ্মা ক্ষ্মা ক্ষেত্যাদয়ঃ শব্দাঃ ... সমাম্নাতাঃ তস্মিন্ গ্রন্থে পদার্থাববোধায় পদান্তরনিরপেক্ষ ন বিদ্যতে। একার্থবাচি পর্য্যায়শব্দ সমূহো যত্র প্রায়েণোপদিশ্যতে ... নিঘণ্টুস্ত্রিকাণ্ডং ... নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা, তৃতীয়ং দৈবতমিতি সমাম্নায়ঃ ... নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং ... নৈগমং ... সপ্ত ছন্দাংসি ... ইত্যাদিঃ। একার্থবাচিনাং পর্য্যায় শব্দানাং সংঘো যত্র প্রায়েণ উপদিশ্যতে তত্র নিঘণ্টুশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ। তাদৃশেষু অমর সিংহ বৈজয়ন্ত্যাদিষু দশ নিঘণ্টুব্যবহার ইতি ঋ, ভা।

(৫) অথ ছন্দো গ্রন্থ উপযুজ্যতে। ছন্দোবিশেষাণাং তত্র তত্রাভিহিতত্বাৎ। তস্মাৎ সপ্ত ছন্দাংসি ... ইতি ব্যাখ্যাতং। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্বৃহতী পঙ্ক্তিস্ত্রিষ্টুব্জগতী ইত্যেতানি সপ্ত ছন্দাংসি। চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততোহপি চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকা অষ্টাবিংশত্যক্ষরা উষ্ণিক এবং উত্তরোত্তরাধিকা অনুষ্টুবাদয়ো অবগন্তব্যাঃ। তত্র সমুদ্রবিশেষাদিনা গায়ত্র্যাদি ব্যবহারঃ ছন্দোজ্ঞানমন্তরেণ ন সুবিজ্ঞেয় ইতি। ঋ, ভা।

(৬) জ্যোতিষস্য প্রয়োজনং অগ্নিহোত্রে প্রত্যক্ষতঃ যজ্ঞকালার্থসিদ্ধ্যর্থমিতি। কালবিশেষবিধয়ঃ শ্রূয়ন্তে সম্বৎসরমেতং ব্রতং চরেৎ সম্বৎসরং পর্য্যাপ্য ইত্যেবমাদয়ঃ সম্বৎসরবিষয়ঃ। বসন্তে ব্রাহ্মণোহগ্নীনাদধীত গ্রীষ্মে রাজন্য আদধীত শরদি বৈশ্য আদধীত ইত্যাদ্যা ঋতুবিষয়াঃ। ঋ, ভা।

[illegible] রেলও এই, আর্য্য ঋষিগণেরা নিরূপণ করেন, ইতিহাস ও পুরাণের বোধার্থ আগে উপযোগিতা আছে। ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদ [illegible]

আমরা এই প্রস্তাবের আদরে লিখিয়াছি, আর্য্যজাতি [illegible] নাই। ইহাই তাহাদের [illegible] কারণ। তাহাদের যে অংশে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, আর্য্য ঋষিগণেরা সেই অংশের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন, আর যে অংশে কেবল সংসার সম্বন্ধ ছিল, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

—:০:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। নূতন ব্যবস্থা জ্বর চিকিৎসা। [২৮ সংখ্যা] শ্রীযুক্ত বাবু হরিকৃষ্ণ মল্লিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কি এলোপ্যাথি কি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণ কেহই ইউরোপের জ্বর চিকিৎসা প্রণালীর সহিত আয়ুর্ব্বেদ ও জ্বর চিকিৎসা প্রণালী মিলাইয়া বঙ্গ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। এতদ্দ্বারা সেই অভাবের পূরণ হইতেছে। হরিকৃষ্ণ বাবু বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় সুশ্রুত ও চরকাদি প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত হারাধন সেন সঙ্কলিত নিদান পরিশিষ্ট প্রভৃতি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিবিধ প্রকার জ্বর রোগের লক্ষণ সকল সংগ্রহ করিয়া সেই লক্ষণের সহিত ইংরাজী ভাষায় কারে লরি পরেরি এগন ও হেল প্রণীত নূতন ব্যবস্থা চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে জ্বরের লক্ষণ এবং চিকিৎসা প্রকরণ ও পথ্যাদির সমাধান করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২ রা মাঘ সোমবার।

শ্যামবাজারস্থ সংস্কৃত রজনী বিদ্যালয়ের সম্পাদক লিখিয়াছেন "আমরা কৃতজ্ঞতা [illegible] স্বীকার করিতেছি যে মহারাণী স্বর্ণময়ী শ্যামবাজারস্থ সংস্কৃত রজনী বিদ্যালয়ের আনুকূল্যার্থ এককালীন ২০ কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন। মহারাণীর দানের অবধি নাই।"

মিরর বলেন, বোম্বাইয়ের গবর্ণর সর ফিলিপ উড হাউস লার্ড মেয়োর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অতিশীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বেয়ার রেলওয়ে সেতুর পুনঃসংস্করণ জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় যে নূতনবিধ জ্বর দেখা দিয়াছে তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ স্বাস্থ্য বিধায়িনী সভার প্রধান কর্ম্মচারির নিকট এক রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

রেঙ্গুণের প্রধান প্রধান লোকে লার্ড মেয়ো ও লেডি মেয়োকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

ভবানীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মল্লিক প্রভৃতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উপরি উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ মহেশপুরের রাজা মহানুভব শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ৫০০ শত টাকা দান করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা তাঁহার গৃহ হইতে ঘড়ী চেইন প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য জাত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অপহৃত সম্পত্তির মূল্য ২২০০ টাকা হইবে।

উক্ত দিবস প্রিন্স গোলাম মহম্মদ বহু সংখ্যক দরিদ্রকে অনেক অর্থ ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছেন।

পুনা অবজারবর বলেন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন তত্রত্য অধিবাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে।

নিজামের রাজ্যে এক নূতন কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৩ রা মাঘ মঙ্গলবার।

যশোহরায় যথা সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদি উত্তম জন্মিবার সম্ভাবনা।

৮ ই জানুয়ারি গবর্ণর জেনরল দিল্লীতে উপস্থিত হওয়াতে তথায় এক সভা হয়। সভাস্থলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোক ও [illegible] মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামদেশের রাজা কলিকাতার রাজপুরুষের সমভিব্যাহারে বাবু প্যারীচরণ মল্লিকের সাত পুকুরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ক্রমাগত না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় সেসিয়ন হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কলিকাতায় ব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ হইবে অথচ রাজপুরুষগণকে সম্বৎসর রাজধানীতে থাকিতে হইবে না। এ প্রস্তাব বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের বিশেষ প্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই।

৪ ঠা মাঘ বুধবার।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন, এবৎসর ১০৬, বি, এ, ১০০ বি, এল এবং ৫৮ জন এল, এম পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন।

শুনা যাইতেছে, [illegible] ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন, যে ডাক্তারদিগের মত না হওয়াতে বাবু শ্যামাচরণ দের ইংলণ্ডে যাওয়া হইতেছে না।

কুচবিহারের শাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া গেল, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু হওয়াতে উক্ত রাজ্যের তত্ত্বাবধান ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হয়। তৎকালে কুচবিহারের রাজস্ব ৫১০০০০ টাকা ছিল। এক্ষণে ইহার রাজস্ব ৯২০০৬২ টাকা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় রাজস্ব বিষয়ে পারিপাট্য অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের নাই।

৫ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

[illegible] হইতে একজন সম্বাদ [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] রিয়া নামক গ্রামে এক চুলির একটী পুত্র জন্মিয়াছে, উহার দুটী মস্তক, প্রত্যেক মস্তকে [illegible]

(*) ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

কর্ণ এক নাসিকা ও এক গ্রীবা। সন্তানটী মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। ইহা দ্বারা জীবনী দিগ বৃত্তান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

বোম্বাইস্থ "পারস্যের দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা" ১৩ ই জানুয়ারি পর্যন্ত ১৩৫৫৪ টাকা চাঁদায় সংগ্রহ করিয়াছেন।

বাঙ্গালাতে অযোধ্যার সর্দারদের কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ হয় তদ্বিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন।

ইংলিসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন বিজয়নগ্রামের রাজা বাঙ্গালাতে অনেক টাকার চাউল ক্রয় করিয়া নিজ রাজ্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশে প্রেরণ করিতেছেন। তথায় দরিদ্র দিগকে উহা ক্রয় মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন রাজা ১ সহস্র কুলিকে বেতন দিয়া খাটাইতেছেন।

উক্তপত্র বলেন, লুধিয়ানা প্রদেশে রাম সিংহের অধীনস্থ কুকিরা পুনঃ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের দমনার্থ তথায় সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

গত ৫ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে বসন্তে ৩২১ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ঐ ৫ বৎসরে বোম্বাইয়ে ৫৫৩৭ লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় উক্ত রোগে অধিকলোকের মৃত্যু হইত। গোবীজে টীকা দিবার প্রণালী স্থাপনকে এই মৃত্যুর বিশেষের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

গত মে মাসে ১ জন এতদ্দেশীয় ধীবর একখানি নৌকা করিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়া অনুদ্দিষ্ট হয়। সকলে অনুমান করিয়াছিলেন নৌকা জলমগ্ন হইয়া উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ষ্টার অব এরিন নামক একখানি জাহাজের কাপ্তেন উহাদিগকে সমুদ্রে পাইয়া লণ্ডনে লইয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই জাহাজে উহারা কলিকাতায় নীত হইয়াছে। উহারা ৭ দিন নৌকায় সমুদ্রে ভাসমান ছিল।

...পার রাজার ১১।১৭ বৎসর বয়স তিনি যথাবিধ উচ্চ। তাঁহার ইউরোপীয় সেনাপতি দিগের ন্যায়। তিনি ইংরাজী ও ফরাসী জানেন। তাঁহার

ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া আপনার রাজ্যের সাধন করা।

রাজার অভ্যর্থনার্থ পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় গেজেটে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় লার্ড মেয়র সিঁড়ির ৭ ধাপ নামিয়া আসিবেন বলা হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনরল এক ধাপও নীচে আইসেন নাই। পক্ষান্তরে যে দিবস তিনি রাজার বাসস্থানে গমন করেন সে দিবস রাজাকে সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছিল। রাজা কলিকাতায় আসিলে অগ্রেই শ্যামদেশীয় যুদ্ধ জাহাজ হইতে তোপ হইলে তাহার পর কেল্লা হইতে তোপ হয়। এ সকলের কারণ কি? আসিয়ার রাজগণ (কেবল আসিয়ার কেন? সকল স্থানের ভূপতিরা) ইহাতে অপমান জ্ঞান করেন। এগুলি কি ভাবে হইয়াছে? লার্ড মেয়রের এ সামাজিক গুণ বিলক্ষণ আছে?

৬ ই মাঘ শুক্রবার।

কলিকাতার জষ্টিস দিগের গত অধিবেশন দিবসে হগ সাহেবকে ২০ মাস ও সেক্রেটারি টর্ণবুল সাহেবকে ১৮ মাস বিদায় দেওয়া হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুলিস কমিসনর ও জষ্টিসদিগের সভাপতির পদ পৃথক করিবার প্রস্তাব হওয়াতে হগ সাহেব বলিলেন ইহাতে সর্ব্বদা দুই কর্ম্মচারির পর স্পর্দ্ধা বিবাদ হইবে। এ প্রকার হইলে তিনি আর সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন না। হগ সাহেব পুলিসের কোন উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহার আমলে কলিকাতা পুলিসের বরং অধোগতি হইয়াছে। তাঁহার গমনে লোকে দুঃখিত হইবেন বোধ হয় না।

অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিগণ ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার প্রথমে আপনাদিগের বার্ষিক বেতনের ৫০০০ টাকা কমাইয়াছেন আমাদিগের গবর্ণর জেনরলের মন্ত্রিগণ কি এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন?

একখানি সংবাদ পত্র বলেন কয়েক জন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন "ঘোর কলির বৃটীও ভাব।"

[illegible]

শুক্রবার কিনার্ড এবং কোহেন সাহেব নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সভায় গমন করিয়া এদেশের অবস্থা বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব রাজনীতির বিষয়ে কথোপকথন করেন। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণ ঐক্য মত হইয়া বলিয়াছেন কোম্পানির সময়ে লোকে অধিক সুখে ছিলেন। অধুনা মহা সভার যে কমিটি ভারতবর্ষের রাজস্বের অনুসন্ধান করিতেছেন তাঁহাদিগের কয়েক ব্যক্তি এদেশে আসিয়া এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অবস্থাবর্ণন সত্য অথচ ইহা প্রকাশ করিলেন। কিনার্ড ও কোহেন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতি অতিশয় অন্যায্যতার হইতেছে।

শুক্রবার রাত্রিতে শ্যামদেশের রাজার সম্মানার্থ গবর্ণর জেনরলের বাটীতে আলোক বাজী হইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে এক দল নূতন জুয়াচোর হইয়াছে। চিরকাল চুরি ও জেলে বাস করিয়া ইহারা শেষে ধার্ম্মিক হইয়া লোককে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছে। কি প্রকারে চুরি করিত এবং কি কারণে ধার্ম্মিক হইয়াছে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিতে বিস্তর লোক আসিতেছেন। ইহাতে উপদেশকগণের কেবল টিকিট বিক্রয় হইয়া লাভ হয় এরূপ নয়, আরো কিছু লাভ আছে। রিচার্ড বেইন পূর্ব্বে একজন চোরের সর্দার ছিল। কিন্তু কাল এক্ষণে পরম ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া ধর্ম পুস্তক বিতরণ করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি একজন মুদ্রিকরকে জোড়া জুতা চুরি করাতে লণ্ডনের পুলিস রিচার্ড বেইনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ধর্ম্মোপদেশক জুতা লইবার কথা স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বলেন তিনি অসৎ অভিপ্রায়ে লন নাই। এই জুয়াচোরেরা বাহিরে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু ভিতরে সেই চোর। এদেশে এ প্রকার বক ধার্ম্মিকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

৭ ই মাঘ অধিবেশন।

লার্ড ইউলিক ব্রৌন্ জটী

প্রতিনিধি সভাপতি এবং কলিকাতার

ব্যবস্থার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, কলিকাতা হইতে দার্জিলিঙ্গ পর্য্যন্ত রেলওয়ে ও টাকার নোট প্রেরিত হইয়াছে। এগুলি শীঘ্র প্রচলিত করা হইবে। কলিকাতার মধ্যে এ নোট প্রকাশিত হইবে।

সোমবার সন্ধ্যাকালে শ্যাম দেশের রাজা অনুচর সহিত কলিকাতা হইতে দিল্লীতে যাত্রা করিবেন। তথা হইতে বোম্বাইয়ে গিয়া এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

গত কল্য টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, কুকীরা মালদ জেলা অধিকার এবং ঝুলেয়ার কোতলা আক্রমণ করে কিন্তু তথা হইতে তাড়িত হয়। ঝুলেয়ার কোতলার কোত য়াল এবং আর ৭ জন হত এবং ১৫ জন আহত হয়। অনেক কুকী হতাহত ও বন্দী কৃত হইয়াছে। পাতিয়ালার মধ্যে ৬০ জন কুকী বন্দী হয়। ঝুলেয়ার কোতলাতে ৪৯ জন কামানে উড়িয়া যায়। রাম সিংহ ও তাহার ১০ জন সহচরকে ধরিয়া আলাহাবাদে প্রেরণ করা হইয়াছে। লুধিয়ানার কমিসনর রিপোর্ট করিয়াছেন, আর কোন গোল যোগ নাই। এক্ষণে লুধিয়ানা ও অম্বালাতে পর্য্যাপ্ত সংখ্যা সৈন্য আছে।

রেবরেণ্ড লালবিহারী দে হুগলী কালেজের সহকারি অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ ডিসেম্বর। বাবু কালীশঙ্কর ঘোষ ১৮৭২ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি অবধি ত্রিহুত কালেক্টরির অধীনস্থ মহালের আস্তুরোতাল সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

২৯ এ ডিসেম্বর। মুন্সী তাহার উদ্দীন মহম্মদ ১৮৭২ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি অবধি ত্রি—তাহির চাপরার আস্তুরোতাল সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

৬ ই জানুয়ারি। মৌলবী আবদুল করিম ১৮৭২ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি অবধি সিলেটের দক্ষিণ অংশের আস্তুরোতাল সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

৯ ই জানুয়ারি। সি সি, কুইন সাহেব প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি হইবেন।

১১ ই জানুয়ারি। দক্ষিণ প্রদেশ সমূহের প্রথম শ্রেণীর রাজস্ব সভার প্রতিনিধি অন্যায় থাকুক জে কে এইচ, জডনেল ১৮২২ অব্দের ৯ এবং ১৮৪৮ অব্দের ২০ আইন অনুসারে সমর্থ্য হুগলি ও কামরূপে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

সরবে বিভাগের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে সমর্থ্য হুগলি ও কামরূপে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন—

ডবলিউ, এচ, প্যাটিসন।

জি, বি, স্কট।

ডি, কামরন ডক্‌ ডিক্সনের অন্য পাটনা কালেজের প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

রেবরেণ্ড লাল বিহারী দে হুগলী কালেজের প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

১২ ই জানুয়ারি। ১৮৭১ অব্দের ২২ এ ডিসেম্বর অবধি জে, জি চারলস প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

ডেপুটী মাজেষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এচ, রাইলাণ্ড হাবড়ায় রহিলেন।

১৩ ই জানুয়ারি। মুঙ্গেরের ডেপুটী কালেক্টর জে, এ ক্রাবেন ১৮৭১ অব্দের ১২ আইনে অনুসারে উক্ত স্থানের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ব্রাহ্মণবেড়িয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ব্রাহ্মণবেড়িয়া রাস্তার নির্ম্মিত ভূমি গ্রহণার্থ ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মুরশিদাবাদের নিজামত স্কুলের তত্ত্বাবধানার্থ অবৈতনিক সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

বাবু বংশীধর রায়।

জে, কারে।

১৬ ই জানুয়ারি। এল, ক্লার, চট্টগ্রাম মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডি, জে ম্যাকনিল হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ বেবে মিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি থাকিবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এস পার্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এ, পি, ম্যাকডোনেল দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

যে দিবস চট্টগ্রাম বীরভূমের ভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিবস অবধি উপর উক্ত ব্যক্তি গণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

বাঁকুড়ার প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রিজিনাল্ড পোট্‌স বর্দ্ধমানে বদলী হইবেন।

পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ, ব্রজক ত্রিহুতে বদলী হইলেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮২২ অব্দের ৭ ও ১৮২২ অব্দের ৯ আইন অনুসারে বালেশ্বরের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

ফেড্রারিক জোন্স্।

বাবু ভগবানচন্দ্র সেন।

" জানকীনাথ মজুমদার।

এচ, এল, ডাম্পিয়র

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

সেক্রেটারী।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই জানুয়ারি। বাবু বেণীমাধব ঘোষ ১৮৫৮ অব্দের ৩৬ আইনের ২ ধারানুসারে ঢাকার বাতুলালয়ের পরিদর্শক হইবেন।

এচ, ওয়াকিয়ার মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্দ্ধমানের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বাবু গোপীনাথ সাহা।

" কাশীনাথ দাস।

" রামলাল মুখোপাধ্যায়।

১১ ই জানুয়ারি। ই, এস, ল উইলস যে দিবস পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের কার্য্য ভার হইতে মুক্ত হন, সেই দিবস অবধি তিনি প্রথম শ্রেণীর সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যে দিবস টি, জি চারলস চম্পারণের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের কার্য্যভার হইতে মুক্ত হন সেই দিবস অবধি তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন।

১২ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুলিশ হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন।

মহারাজ মোহনলাল।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত।

" নন্দকিশোর দাস।

মহারাজ [illegible] দাস।

বাবু রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

বাবু সর্বেশ্বর মজুমদার ডিপুটিদের, ঢাকা মানিকগঞ্জের (ময়মনসিংহে) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

১৩ ই জানুয়ারি। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ বারাসতের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইবেন।

বারাসতের মুন্সেফ।

বাবু ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

" রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবু কুঞ্জবিহারীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক ও ট্রেজারি হইবেন।

১৪ ই জানুয়ারি। বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন এবং জাহানাবাদের (বর্দ্ধমানস্থ) মুন্সেফ হইবেন। ইনি আপাততঃ ডিপুটিদের জন্য যশোহরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি কর্ম্ম হইবেন।

মৌলবী ইমদাদ আলী নদীয়ার সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

মাহুয়েল হাইট বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত জুডিসিয়েল জজ হইবেন।

বাবু দেবচন্দ্র ঘোষ মজঃফরপুরের ছোট আদালতের জজ এবং ত্রিহুতের সুবর্ডিনেট জজ হইবেন।

চার্লিষ্ট, এস. ডিলি দক্ষিণ প্রদেশসমূহের জেলের ইনিস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

১৬ ই জানুয়ারি। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দিবস সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন চন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কার্য্যভার গ্রহণ করেন সেই দিবসাবধি তিনি কাটোয়া উপবিভাগের এবং তত্রস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইয়াছেন।

বিয়ন উইলসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। লার্ড মেইও রাজ প্রতিনিধি [illegible] এক মাস হয়। বিপক্ষ সম্প্রদায়েরা সকলকে অপ্রস্তুত করিয়া কন্সর্বেটিবদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আহ্বান করেন। ডুর্বির বক্তৃতা বাড়াইয়াছিলেন।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। কাল ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্ট খুলিয়াছেন।

ডেনমার্কের কাউণ্ট বিস্‌মার্ক অব ওয়েলসের আরোগ্যে আন্তরিক সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্ল গ্রে কেমন কোনটিতে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিবেন।

কার্ণাক সাহেব ভারতবর্ষের সভাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

প্যারিস ১৬ ই জানুয়ারি। লিভিমস্তিলে এক জন প্রশীয় ইমকাকে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে জর্ম্মণ রাজ্যাধিকারীরা তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। প্রিন্স আর্থার ডাবলিনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার যেমন লাইট ক্যাথেরিন এবং ডাক্তারকে নাইট হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই জানুয়ারি। প্রিন্স এই, প্রিন্স অব ওয়েলস বেন্টনরে গমন করিতেছেন।

রোমক পোপ রক্তাক্ত কাণ্ডে ফ্রান্স গৌরবের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল ১৭ ই জানুয়ারি। ইউরোপীয় তুর্কির প্রথম ট্রেণ গত কল্য সন্ধ্যার সময় উপকূল দিয়া ইহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক হাডিন পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই জানুয়ারি বৈকাল। সিটি অব পুনা নামক জাহাজ লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বাঙ্গাল ও কালিদোর বলিয়া সকলেই আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। আমার সৌভাগ্যে গর্ব্ব ও দুঃখে সমদুঃখতা প্রকাশ করে, পৃথিবীতে তেমন এক জন সহযোগীও দেখিতে পাই না। সুযোগ মতঃ কখন যদি এক আধ জনকে দলে বাঁধিয়া লইতে পারি কয়েকজন অকালপক্ব টেম্পারেন্স সভার পাণ্ডার দৌরাত্ম্যে তাহাও হাতছাড়া হইয়া যায়। পাণ্ডা মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে লেকচর শুনাইয়া এইরূপে আমার বলক্ষয় করেন এবং কেবল ইহা করিয়াও নিবৃত্ত হন না, শত শত প্রকার বিদ্রূপ ও [illegible] বিলাতের [illegible] সম্পাদক মহাশয়! দুষ্ট কথা [illegible] কি বলিব আপনার কুলকামনায় [illegible] তার এখানে কার্টালিয়ন অবধি আমাদের দুর্ভিক্ষ গতিরে দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে। কীটের সংখ্যাও অনেক। আমরা ত অর্দ্ধমৃত হইলাম। কেহ বা ওলিমেগুর কেহ বা পাষী ধারা বলিয়া আমাদিগকে অভিহিত করিতেছেন, আবার কেহ বা পীত বর্ণ করিতে গিয়াও আমাদের দিকে অঙ্গুলী বিস্তার করিতেছেন। উপর্যুপরি এতোগুলি দৌরাত্ম্য কলমে লেখা পড়া শিখিয়াছি। আসল কালী কলমে বড় দখল নাই, কাজেই তাঁহাদের লিখিত বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হই না, কেবল মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের লিখিত প্রস্তাবগুলি পাঠ করিয়া রাগে ফুলিয়া উঠি, অমত কাছড়াইতে থাকি এবং অধিক তিক্ত বোধ হইলে কটু কাটব্যও প্রয়োগ করিয়া থাকি; কিন্তু কাপুরুষের রাগ আসেনই ত, মনে উদয় হয় আর মনেই মিলাইয়া যায়।

সম্পাদক মহাশয়! আমি আপনার সংবাদপত্রকে বড় একটা ভয় করি না, যাই হউক, এ আফিমসেবিক শরীর! ক্রমাগত দুই অঙ্গুলি ইহার উপর দংশন করিয়া তিনি এখন নির্জীব হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু নবলেখকের দংশনে ব্যথিত হইয়াছি, আর স্থির থাকিতে পারি না, আপন লেখনীর দেহের মান সম্ভ্রম রক্ষার্থ রাখিবার জন্য বহুকালের (সেই কলাপাতে লিখিবার সময়ের) পুরাতন লেখনীটি ধারণ করিলাম এবং গুলি মাহাত্ম্যবাচক নিম্নলিখিত বড়বড় কবিতাটি লিপিবদ্ধ করিলাম। মহাশয়! অই দেখুন, লেখাবাদসারী যদি বলিয়া একটী গদ্য লিখিয়া ফেলিয়াছি। মুলতানে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুইটী বই বড় ঋতুর বর্ত্তমানতা নাই, সুতরাং লেখকের নিবাসের অনুরোধে অনুগ্রহ করিয়া "বড়" শব্দে দুই বুঝিয়া লইবেন।

ভরসা করি, তাঁহাদের পরামর্শীয়

[illegible] বেতন [illegible] যদিও [illegible] অতএব, বর্তমান [illegible] পোষ্টকার্ড সাদরে গৃহীত হইবে।

নীচেকে নীচ গুলিখোর। মুখ আগে করে
গুলের লেজকে কাঁপে। এ কথা না সহে,
হউন, আকবর পুশুপি তোর কুয়াশায়
পাড়ুক বরফ রাশি চমুক বরাব
বহুক শীতল বায়ু বেগে দিয়া যোগ,
কিন্তু তার কি করিবে গুলি যার ভোগী?
গাঁজার দণ্ডের মধ্যে নাশিব কুয়াশা
অর্দ্ধ পোনে অন্ত হবে বায়ুর কু আশা
পোন হরে টানি যেন বরফে নাশিব।
কি ভ্রায় যে শীত তাহা যত্নে নিবারিব?
মাত্রা বাড়াইলে হই অগ্নি অবতার
হেন শক্তি ধরি আমি অভাব আমার।
শাল জামিয়ার যোগা বালাপোষে আশ
নাহিক আমার আমি হই অগ্নিবাস।
তোড়জোড় আগু যাও চাটি কাছে পেলে
কৌপীন ধরিয়া নেই শালে গায়ে ঠেলে
আফিম আধার গুলি তুমি মহাবল,
পিতা তব অনেকের দাঁড়াবার স্থল।
উঁহে দেখি দুধাহার নিজ্জ্ব যার কায়
সর্পেতে দংশিলে সেই কভু না ডরায়
নির্জ্জ বিষ আশীর্বিষ নিজেজ দেখিয়
পলেন বিবরে অর্দ্ধ চেতন লইয়া!!
হেন দিব্য অনাহার গুলি মহাশয়,
তোমার উপমা স্থল নাহি দৃষ্ট হয়।
গাঁজা তব সংসারের অতুল রতন
সোপাপিষ্ট অত্যধিক তোমার সেবা
মহাজন যুক্ত তুমি নিজে মহাজন,
তবু লোকে দোষে তোমা না বুঝি কার
দুষুক অবশ তব দুষুক তোমায়
একা আমি চির দিন রব তব পায়।
নিরাম আগম দেখি বাজারে যাইয়া
কিনিয়া আফিম গুলি রাখি পাকাইয়া
গ্রীষ্মের সংস্থান দুই চারি দিনে হয়
গুদাম পুরণ হলে কারে নাহি ভয়।
প্রাতে উঠি নিত্য ক্রিয়া গাঁজা দম্ভ
সন্ধ্যায় মৌতাত কিছু আরো গুরুতর
গরিম গুড়ুক মুখে নরে বাড়াই
গাঁজা পান বার্থ হলে আরাম [illegible]
উদর পুরিয়া দুধে আদি প্রয়োজন
আর যেনি ঠেটা দল বল বা ভাজন।
উদরে দু অন্ন যার আছে হারি দিন,
অন্ন বরে প্রবাসী যে থাকে চক্ষু হীন,
বাবিরেকে দু চলিয়া তার কি করিবে?
গায়ে লাখি আপনিই চিরুনী পড়ে
মাথা দাড়ি গোঁপ সদা ছাই করা যার
আবির ধুলায় বল কি করিবে তার?
মুগমজ্ঞ বাহন যার সেবা ভক্তে তারে
গঙ্গাজলে গঙ্গা ধরে ভাসাতে কি পারে
মূর্খ আমি বাখানিব কত তব গুণ
গরমে বরফ তুমি শিশিরে আগুন,
রক্ত চক্ষু রুক্ষোদর ক্ষীণ গ্রীবা যার,
সেই বুঝিয়াছে প্রভু মহিমা তোমার।
যেত চক্ষু দেখা ত্যাগী যত মহাজন,
বুঝিতে না পারে তুমি পুরুষ উত্তম
ভুজবংশ জাত তুমি আফিম অগ্রজ
চণ্ডুর কনিষ্ঠ তুমি চরস অগ্রজ
এমন সজ্জাত তুমি ধর এত গুণ
তবু লোকে তব বুদ্ধি দেখে হয় খুন
নিন্দুক জগৎ মিলি ত্যজুক তোমায়
একা আমি চির দিন রব তব পায়।
সিদ্ধি, মদ, গাঁজা, গুলি, আফিম, চণ্ডু
এবং মাজম—ইতি সপ্ত মদধারী।

মুলতান
২০এ পৌষ একজন পাখীমারা।
১২৮০

জেলা ঢাকার জজ সাহেব বাহাদুর ইতি পূর্ব্বে দুইবার লোহজঙ্গের মুন্সেফি মহকুমা এবালিস করিয়া তদধীনস্থ নওয়াবগঞ্জ থানার এলাকা ঢাকার এবং হরিরামপুর ও জাফরগঞ্জ মানিকগঞ্জের মুন্সেফের অধীন করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন কিন্তু উহার অযৌক্তিকতা ও অসারতা গুণে দুই বারই আপনা হইতে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় জজ সাহেব বাহাদুর লোহজঙ্গ এবালিস করিয়া নওয়াবগঞ্জের এলাকা নারায়ণগঞ্জের এবং হরিরামপুর ও জাফরগঞ্জ মানিকগঞ্জের মুন্সেফি অধীন করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছেন। অধিকন্তু জজ সাহেব ক্রমাগত দুইবার বিফল রিপোর্টের পরিণাম দেখিয়া এবার কমিশনর সাহেবের সম্মতিদ্বারা উহার গুরুত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। যাহা হউক, জজ সাহেবের ইত্যাকার রিপোর্টের মর্ম্ম অবগত হইয়া লোহজঙ্গের এলাকার অধীন প্রজাসাধারণের অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। জজ সাহেব কোন যুক্তি বা ন্যায়ের অনুসরণে এরূপ রিপোর্ট করিলেন তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। লোহজঙ্গের মহকুমা জেলা ঢাকার পশ্চিমাংশের এলাকা লইয়া হরিরামপুর থানার মধ্যে ৩৮ বৎসর যাবৎ সংস্থাপিত হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে নওয়াবগঞ্জ এবং জাফরগঞ্জের এলাকা বিস্তৃত থাকাতে উহা এলাকা বিভাগ পূর্ব্বক হইতেই ন্যায়সঙ্গত রূপে হইয়াছে। এক্ষণে উহা পরিবর্ত্তিত হইলে যার পর নাই অসুবিধা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। নওয়াবগঞ্জ থানার পশ্চিম সীমা জয়ানীনগর ভুইহাল প্রভৃতি স্থান হইতে নারায়ণ গঞ্জ ন্যূন কল্পে ৪০ মাইল পথ অন্তর, এবং তন্মধ্যে ৯টী নদী থাকাতে ৯টী ঘাট অতিক্রম করিতে হয়, এবং নদীর বক্রতা জন্য জল পথে যাইতে হইলে ৩।৪ দিবস আবশ্যক হয়। আবার পদ্মা ধলেশ্বরী নদী বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করেন তাহাতে ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া যাতায়াত করা একান্ত অসাধ্য; স্থল পথে যাইতে হইলে ৫ দিবসের পাথেয় লইয়া যাইতে হয়। এমন অবস্থায় কোন ব্যক্তির ১০ কি ১২ টাকার একটী মোকদ্দমা করিতে হইলে কিম্বা কোন দুষ্ট প্রতারণা করিয়া কোন নিঃস্ব ব্যক্তির নামে মিথ্যা নালিশ করিলে তাহার প্রতিবাদ জন্য চারি টাকা পাথেয় লইয়া ৪০ মাইল পর্য্যটন এবং শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ থানার এলাকা অতিক্রম করিয়া নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিতে হইবে। যাইতে [illegible] স্থান মাহাত্ম্য [illegible] ১।১০ পয়সা ভাড়া [illegible] দিয়া [illegible] বেশ্যা কুটীরে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। এইরূপ হরিরামপুর ও জাফরগঞ্জ বাসিদিগের মানিকগঞ্জে যাইয়া মোকদ্দমা করিতে হইলেও

অকারণ কষ্ট বিরক্তি এবং ব্যয় ভার সহ্য করিতে হইবে, মাণিকগঞ্জের মহকুমা নিজ মাণিকগঞ্জে না হইয়া নদীতট হইতে প্রায় ৫ মাইল অন্তর কাইকমায় ঠিক নাবক স্থানে স্থাপিত। ঐ স্থান এরূপ অস্বাস্থ্যকর যে এ প্রদেশের মহামারি ৮১৫০ বৎসর যাবৎ ঐ স্থান হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রাস্তার বাজারের বেশ্যাপাড়া মধ্যে একমাত্র পুষ্করিণী আছে। এমন অবস্থায় মাণিকগঞ্জে ভদ্র লোকের অবস্থান একান্ত কষ্টকর। এরূপ অবস্থায় কিরূপ বিবেচনায় যে জজ সাহেব উক্তরূপ রিপোর্ট করিলেন তাহার মর্ম বুঝা ভার যাহা হউক আমরা লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করি তিনি যেন জজের রিপোর্ট পাঠকালে ঢাকা জেলার মানচিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলেই জজসাহেবের রিপোর্টের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিক অনুসন্ধান লাগিবে না।

১২৭৮ বশংবদ

ম.সরাবাদ। শ্রীনিত্যানন্দ গুহ দাস

মহাশয়! প্রায় এক মাস অতীত হইল জিলা নদিয়ার অন্তঃপাতী বনগ্রাম বিভাগের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় মর্দপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল দর্শন করিতে আসিয়া, প্রথমে মর্দপুরের নূতন পথাদি নির্ম্মাণ ও পুরাতন মৎসাধার যাহা আছে, তাহার সংস্করণ প্রভৃতি কার্য্যের ভার গ্রামস্থ প্রধান প্রধান লোকের উপর অর্পণ করিলেন। তৎপরে ঐ গ্রামে যে একটী সাধারণ সার্কেল পাঠশালা আছে, তাহা দর্শনেচ্ছু হইয়া তথায় গমন করিলেন। এবং ক্রমশঃ বিদ্যালয়স্থ সমুদায় বালকের পরীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বিদ্যালোচনার রীতিমত একটী গৃহ না থাকাতে পাঠশালার বালকগণের শিক্ষা পক্ষে সমূহ অসুবিধা ঘটে, ইহা তৎকালোপস্থিত সমুদায় ভদ্রলোকের নিকট প্রমুখাৎ শ্রবণ ও স্বয়ং দর্শন করিয়া, একটী আবশ্যক প্রস্তাব করিলেন। নিজ গ্রামের লোকদিগের বিদ্যাবিষয়ে [illegible] দেখিয়া, নিজ উদার স্বভাব গুণে ব্যক্তিদিগকে নানা সদুপদেশ প্রদান দ্বারা মহোৎসাহিত করিলেন। এবং বিদ্যাগৃহ নির্ম্মাণে ৩০।৭০ টাকা ব্যয় হইবে স্থির করিয়া উক্ত টাকা সংগ্রহ জন্য প্রসিদ্ধ মহাশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং রাণী শরৎসুন্দরী এই দুই নিরতিশয় দয়াবতী রাজ্ঞীর নিকট আবেদন করিতে পরামর্শ দিয়া স্বয়ং ১০ দশ টাকা স্বাক্ষর করিলেন। উক্ত মহাত্মার পদার্পণে মর্দপুর গ্রামমধ্যে কত দূর সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে, তাহা লেখনী ব্যক্ত করা যায় না। এক্ষণে উক্ত মহোদয়ের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে, রাজা প্রস্তাবকারী মহাশয়গণ স্বীয় স্বীয় অংশের টাকা প্রদান করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিলে আমরা কৃতার্থম্মন্য হইব। বৎসর টেক পূর্ব্বে আমাদিগের এই প্রদেশের লোকেরা চোরগণের ভয়ে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, প্রতি রাত্রিতে কোন্ না কোন গৃহস্থের বাটীতে চুরী হইত। কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর সুশাসনগুণে সেই অত্যাচার এককালীন তিরোহিত হইয়াছে বলিলেই হয়। আমাদিগের এই সকল সহৃদয়তা জন্য আমরা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে বনগ্রাম বিভাগে উক্ত বাবু কিছু কাল স্থায়ী হইলে আমরা আরও সুখী হইতে পারিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে মর্দপুর গ্রামের বিদ্যাগৃহ নির্ম্মাণে মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০ টাকা এবং বনগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৮৭২ সাল }
১১ ই জানুয়ারি } একান্ত বশংবদ
গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৫ এ পৌষের "সোমপ্রকাশে" কোন এক পত্রপ্রেরক সাক্ষ্য সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে যে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন তাহা [illegible] মহোদয়গণের যথা [illegible] হইয়াছে [illegible] উত্তর লিখিতেছি এবং ভরসা করি মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার পত্রিকা পার্শ্বে প্রকাশ করিয়া উপকৃত করিবেন।

প্রথমতঃ, ক্রিমিনাল কোর্টে সাক্ষিগণকে জেরা করিবার বিষয়ে মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই পত্রপ্রেরকের ভ্রম দূরীকৃত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ "ইহা কি সত্য নহে যে অধিকাংশ বিচারপতি উকীলকে স্বাভাবিক শত্রু বলিয়া জ্ঞান করেন?" এই বাক্যের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিচারপতিগণ উকীলদের উপর বিরক্ত হইবেন কেন? তাঁহারা কি তাঁহার কোন ক্ষতি করেন? পত্রপ্রেরক মহাশয় কি জানেন না যে অনেক উকীল অনেক অমূলক কথা অর্থাৎ যাহার সহিত মকদ্দমার কোন সম্বন্ধ নাই লইয়া গোল করেন ও তজ্জন্য বিচারপতিদের অনেক সময় নষ্ট হয়। ইহাতে কি বিচারপতিগণ বিরক্ত হইবেন না? কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিলে কোন সাধু ব্যক্তি বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন?

তৃতীয়তঃ, বোধ হয় পত্র প্রেরক মহাশয়ের সংস্কার এই যে সেকেলে বিচারপতিদের কোন জ্ঞান নাই। কি আশ্চর্য্য কলেজে না পড়িলে কি মকদ্দমা বুঝিতে পারা যায় না? অনেক কৃতবিদ্য নূতন মুন্সেফ লোকের হাতে মাথা কাটিতেছেন? সেকেলেরা ইহাঁদের অপেক্ষা অনেক ভাল। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় কিছু ফল হইবেই সন্দেহ নাই। নূতন লোক বিচারপতি হইলে কখন তাঁহার দ্বারা সুবিচারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। কলেজ হইতে উপাধিধারী হইয়া বহির্গত হইলে কিছু দিনের মধ্যে যে তিনি উত্তম বিচারপতি হইবেন এমত বোধ হয় না। অধিক কাল নানা প্রকার লোকের আচার ব্যবহারের সহিত পরিচিত না হইলে কোন রূপেই সাংসারিক বিষয় অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সাংসারিক রীতি নীতি অবগ

[illegible] বিচার এই
কার্য্য [illegible] পারেন ? পরে প্রেরক মহাশয়ের বরং [illegible] উচিত [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। [illegible] লেখকের বিচারপতিদের অপেক্ষা সুবিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

চতুর্থতঃ, উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব, সাক্ষী লইলে পর কোন্ পক্ষ সত্যবাদী তাহা স্থির করিতে বিচারপতির অধিক বুদ্ধির আবশ্যক কেন? বিচারপতি [illegible] জন্য সরকারী অথবা মোক্তার, অথবা দুইদিকের উকীলের মোকদ্দমা ও আইন সম্বন্ধে তর্ক (চরিত্র সম্বন্ধে জেরার আবশ্যক কি) শুনিয়া নিজের যুক্তি ও আইনের মর্ম্মানুসারে নিত্য সত্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

বীরভূম। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
২১এ পৌষ। কয়েক জন পাঠক।

মহাশয়! আমার মন কাঁথিকে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সকলের দেখিয়া শুনিয়া কাকের ময়ূর পুচ্ছধারণের ন্যায় আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকায় বিবিধ সংবাদ লিখিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছে, ইহাতে আপনিও নিশ্চিত হইবেন, অবশ্য নিয়ম প্রণালীই শিক্ষিত করিবার মূলীভূত কারণ।

আমরা কতই যে আনন্দ ভোগ করিতেছি তাহা বর্ণনীয় নহে। আপনাকে ও আপনার পাঠক মহাশয়গণকে তাহার (আনন্দের) অংশী করিবার জন্য প্রকাশ করিতেছি, যে বেহুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় বালেশ্বর জেলার অনরারি মাজিষ্ট্রেটি কার্য্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। উক্ত জেলার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জন বিমস সাহেব মহোদয়, প্রথমে দুই থানার (বালেশ্বর ও বালিয়াপাল) এলাকাধীন গ্রাম সমূহের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সনন্দে রিপোর্ট করেন। মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় সমুদায় জেলার উপরে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। এই সংবাদ ২রা জানুয়ারির বাঙ্গালা গেজেটেও মুদ্রিত হইয়াছে। উপযুক্ত ব্যক্তির উপরে উপযুক্ত কার্য্যভার বিচার হইলে [illegible] হয়। [illegible] নিবাসী [illegible] [illegible] বালেশ্বরের [illegible] তাহার বিচারের প্রশংসা করা যায়, কলিকাতাবাসী বিচারক বাবুদের কেবল আশা হয় না। কারণ নিবাসীগণ মফঃস্বলের অনেক সন্ধান জানেন না, কেবল সাক্ষীর উপরে নির্ভর (সকলে নয়) [illegible] যে কোন কথার বিচার করেন, তাহাতে ন্যায় বিচারের আশা অল্প, কারণ অনেক দুষ্টেরা মিথ্যা মোকদ্দমায় সাক্ষী দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়। মিথ্যা হইলেও যে দিকে প্রমাণ প্রবল হয়, বিচারক সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন। কোন কোন প্রবল ব্যক্তিও আপন অপেক্ষা দুর্ব্বলব্যক্তিকে (যাহার সহিত শত্রুতা থাকে) জব্দ করিবার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া থাকে। দুর্ব্বল নির্দ্দোষ হইলেও অর্থহীনতাজন্য, সাক্ষীর অভাবে প্রবলের সাক্ষীর সাক্ষ্যে একতা দ্বারা দণ্ডনীয় হয়। এই সকল যথার্থ বিচার উক্ত মহাত্মার (কৈলাস বাবুর) নিকট কখনই সম্ভবে না। কারণ উনি মফঃস্বলনিবাসী বহুদর্শী ন্যায়পরায়ণ ও আইনজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তি। সুবিচারকগণ বাদী ও প্রতিবাদীর বিষয় জানিতে পারিয়া, ভবিষ্যতে আর এরূপ কার্য্য না হয়, এই জন্য অর্থ-প্রতিভূ লইয়া থাকেন। শীঘ্রই বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবে বিচার প্রণালী পরে প্রকাশ করিবার আশা রহিল।

২। উল্লিখিত প্রশংসিত মহাশয়ের মনোহর পুষ্পোদ্যানস্থ একটী বেতজবার বৃক্ষ বিষ্ময়কর আশ্চর্য্য মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত পুষ্প বৃক্ষের প্রধানতঃ দুইটী শাখা আছে। সেই [illegible] শাখার মধ্যে একটী শাখা অনেক প্রশাখায় বিভক্ত। সেই প্রশাখা সমূহের মধ্যে একটি প্রশাখা ৫টী শাখায় বিভক্ত; তন্মধ্যে একটী শাখায় পর্য্যায়ক্রমে ভিন্ন জাতীয় (ঝুটি কলিকা-কৃতি) তিনটী লালজবা প্রস্ফুটিত হয়। তজ্জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ তাহার নিকটে নাই, প্রায় ৫০ হাত অন্তরে একটী মাত্র আছে। লাল জবার গর্ভ কেশর লম্বা গর্ভ কেশর ক্ষুদ্র; বেতজবা বহুদল বিশিষ্ট লাল জবা পঞ্চদলে বিভক্ত। উভ বৃক্ষের দোলাভূমি বিবর কিছুমাত্র একতা নাই। ধন্য, ঈশ্বরের মহিমা!

৩। বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত পশ্চিম হাত সাহেব গ্রামে জটৈক অন্ত্যজার পত্নীর গর্ভ হইতে প্রথমে একটী সন্তান ও তাহার পিছে ক্রম পরে দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। [illegible] ৩ দিবস জীবিত থাকিয়া গত হয়, কন্যা দুইটী জীবিত আছে।

৪। গত জুন মাস হইতে বালেশ্বরের অন্তর্গত বাগড়িহা নামক গ্রামে একটী শাখা পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অতিশয় যত্নের সহিত পোষ্ট আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই সাত মাসের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানিতে ১৮৫৬/০ টাকা আয় হইয়াছে। বালেশ্বরের সব ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় দুইবার অত্রস্থানে আসিয়া নিজে [illegible] লাভ করিয়া য [illegible] স্থাপিত পোষ্ট [illegible] করিয়াছেন [illegible] যথাস্থানে প্রার্থনা [illegible] মহাশয়ের [illegible] জেনেরল পোষ্টম[illegible] [illegible]। উক্ত [illegible] আমাদেরও সানুনয় প্র[illegible] পোষ্ট আফিস সম্বন্ধে যাহা [illegible] অধিক দেখা যাইতেছে, [illegible] ঠিকে কার্য্য প্রত্ন হইতে বই [illegible] পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের উক্ত [illegible] আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মহাশয়! এস্থলে আর এ[illegible] নিজ গ্রামের মাহাত্ম্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উক্ত গ্রামে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে। উক্ত গ্রাম নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত চৌধুরী নারায়ণ রায় জমীদার মহাশয়ই সেই [illegible]লয়ের উন্নতির মূলীভূত। স্কুল তাঁহার অনেক ব্যয় হইতেছে। [illegible] বালককে অন্ন বস্ত্র ও পাঠ্যপুস্তক [illegible] দিতেছেন। বিদ্যালয়ের ক[illegible] [illegible] ১৮৭০ সালে মধ্য [illegible] প্রথম ও [illegible]

এক এক বৎসর করিয়া বৃত্তি পাইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দের উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৫। ২৩ এ নবেম্বর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হইবে বলিয়া সংবাদ ছিল। তদনুসারে বালেশ্বরের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী বালকগণ যথাসময়ে পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু প্রশ্ন না পৌঁছিবাতে উক্ত দিবস পরীক্ষা বন্ধ হয়। ২৪ এ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্টর সাহেব মহোদয়ের সরকুলর দ্বারা ১০ ই ডিসেম্বর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশিত হয় সুতরাং পরীক্ষার্থীদিগকে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে হইল। ১০ ই ডিসেম্বর পরীক্ষা হওয়ার সংবাদ, ২৩ এ নবেম্বরের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্ব্বে দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্টর সাহেব মহাশয়ের আদেশানুসারে ১২ ই ডিসেম্বর উড়িষ্যা বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া ১৬ শেষ হয়। এক ... ইবের এক এক ... ভৃত্যের মধ্যে ... নি করিয়া ... পী অপর স্থানের ... ক নহি কেবল ... ধীন ... লেশ্বরের সংবাদ ... আছে) প্রশ্ন আসি ... াছিল। এই জন্য ... রীক্ষার্থী বালকগুলকে ... প্রশ্ন সকল নকল ... ইয়া লইয়া ... উত্তর লিখিতে হয়। ... হইতে ১১ টা কোন কোন ... টাও হইয়াছে, সুতরাং সম ... বালক সহজ প্রশ্নের উত্তর ... হইয়াছে। প্রশ্নসকল মুদ্রিত ... না। আর কাহারো কিছু হইবে ... রই সর্ব্বনাশ! আমরা দক্ষিণ ... বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের মাননীয় ... ক্টর সাহেব মহোদয়ের নিকট ... না করিতেছি যে, আগামী বৎসর যেন ... গোলযোগ না হয়।

আমরা দুঃখিত হইয়া একটী শোচ ... দ প্রকাশ করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ... নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবার ... আমাদের গোকোজ্জেকের মুল ... মান্যবর কমিসনর সাহেব মহোদয় ... নিবারণ মানসে অগ্রপ্রদেশস্থ

অনুরোধ করিয়াছেন। এক্ষণ ... কর্ত্তৃপক্ষদেরই অনাহারে কাতর উড়িষ্যা ... কমিসনর সাহেব মহোদয়ের পূর্ব্বক ... সৎ চেষ্টা দেখিয়া আমরা ... ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এখন হইতে ধান্য কিম্বা চাউল ক্রয় করা উচিত, তবে দুর্দ্দশা হইবে। স্বদেশহিতৈষী বন্ধুবর্গের কিছু কিছু সাহায্য করেন, বিনয়ের সহিত আমাদের ইহাই প্রার্থনা। এত দুর্দ্দশা সত্ত্বেও উড়িষ্যা নবকরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

১৭৭২ ... একান্ত অনুগত
১০ জানুয়ারি
কেন্দুঝর। ... শ্রীগোবর্দ্ধন চৌধুরি।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু কার্ত্তিক প্রসাদ কর

দিনাজপুর ... ১০

" দ্বারকানাথ রায় ঘারা	১০
" শিবনাথ দাস মিত্র—সাঁপুর	৩৬০/
" অবেন্দ্রকুমার চৌধুরী	
নাটেশ্বরা	১০
" ব্রজলাল মজুমদার—মাকলেন	৫১
" যদুনাথ সিংহ রায়	
পিঠাপতি	৫১
" ভবানীচরণ ভট্ট—জামুকা	১০
" শ্যামাচরণ দাস—মেদিনীপুর	১০
" সারদাপ্রসাদ শুকল—নাটোর	১০
" মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
ইটা	৫।০
মোগলসরাই পোষ্টাফিস	১০
শ্রীযুক্ত এক, হেনিন—কৃষ্ণনগর	১০
" ভগবানচন্দ্র সাহা	
মাণিকগঞ্জ	৫।০
" কালীপ্রসন্ন ঘোষ	
জোড়াবাগান	১০
" দক্ষিণামোহন রায়চৌধুরী	
রঙ্গপুর	৬।০
" কেদারনাথ পাঠক	
শ্যামবাজার	৫।০
" দ্বারকানাথ প্রধান	
কলাদিঘ	১০
" বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাঁকুড়া	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত ...

... মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোম- ...

ইহার ... বার্ষিক ১০ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ ... মফস্বলে অগ্রিম বার্ষিক ১০, যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ডাক মাশুল-হ্রাসে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, মনিঅর্ডর, ... ইহার যে কোন উপায়ে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৶০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের নিকট চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের প্রতি সোমবার ...

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ।

১১ সংখ্যা।

প্রবসনং প্রজানিমিত্তায় পার্থিবঃ মঘবানী অনিমঘবানী ন বৌ প্রভা।

ডাকমাশুল ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮। ১৬ ই মাঘ। ইং ১৮৭২। ২৯ এ জানুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহ কগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টো বর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও যাণ্মাসিক ৫। টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাই বেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মনিঅর্ডার হুণ্ডী বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে. কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদি গের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন } কার্য্য সম্পাদক
১২৭৮

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রধান প্রয়োগাদির সহিত বহুশব্দান্বিত অভিনব সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৪ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকগণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷০ এবং ডাকমাশুল ৵৹ স-মেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা } শ্রীতারাকুমার
পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } কবিরত্ন।

গ্রাহকগণের নিকটে

সানুনয় নিবেদন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আইসে, চিটি লিখিয়া তাঁহাদি গকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, আমাদি- গের এই নিয়ম আছে। কিন্তু অনেকে ডাক ঘরের বন্দোবস্তের দোষে সে চিটি পান না। এই নিমিত্ত আমরা এই নিয়ম করিলাম, যাঁহাদিগের যে সময়ে মূল্য শেষ হইয়া আসিবে সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করা- ইয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
সোমপ্রকাশের কার্য্য
সম্পাদক।

১০০ এক শত টাকা পুরস্কার।

২২ এ জানুয়ারি সোমবার বেলা প্রায় ১০টার সময় আমি বাটী হইতে দোকানে যাইতেছিলাম, শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের লেনের মুখ [illegible] রাস্তার উপর এক ব্যক্তি সহসা লাঠি মারিয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। তিনবার লাঠি মারে; কিন্তু আমার চেষ্টায় তাহা মাথায় লাগে নাই। আবার লাঠি তোলাতে আমি চীৎকার করিয়া লাঠি ধরি। সে লাঠি ছাড়িয়া ঐ শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের লেন দিয়াই পলায়ন করে। আমি দেখিলে চিনিব। সে মুসলমান, বয়স অনুমান ৪০ বৎসরের মধ্যে, শ্যামবর্ণ। তাহার সঙ্গে কোন সমান্তর নাই। যিনি ইহার অনুসন্ধান [illegible]কে আমার নিকট উপস্থিত করিয়া [illegible] তাঁহাকে এক শত [illegible] পুরস্কার [illegible] পাইবে।

কলিকাতা কাশীপুকুর } শ্রীবরদাপ্র[illegible]
লেন। নং ২২ } মজুমদার

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, এ[illegible] বাঙ্গা. আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ [illegible] ডাক মাশুল ।/০ আনা।

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা হিন্দু কলেজ

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ১ লা এপ্রেল [illegible] ১৮৭৩ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত [illegible] কারখানায় পেট্রিয়ট [illegible] করিবার নিমিত্ত টেণ্ডর লওয়া [illegible] উক্ত কারখানার অধ্যক্ষ [illegible] সাহেবের নিকট আগামী ৩১ এ জানুয়ারির মধ্যে দিবেন, উহার পরে লইবেন না।

অধিক কিম্বা অল্পসংখ্যক [illegible] দিবে, যাহার পরিমাণের নিমিত্ত [illegible]

আবশ্যক হইয়েছে, আর টেণ্ডর গ্রাহ্য হইলে যে এগ্রিমেন্টের ফরম ১ টাকা মূল্যের ষ্টাম্প দিয়া কন্ট্রাক্টরদিগের স্বাক্ষর মোহর ও রেজিষ্টরি করিতে হইবে, তাহা আবে দনকারিদিগকে উক্ত কারখানার আফিসে রবিবার এবং ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন দেখান হইবে। ষ্টাম্প ও রেজিষ্টরির ব্যয় কন্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে।

টেণ্ডরগুলি যেন ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয় এবং ডবলখেটে দেওয়া হয়। যে মূল্যে যে প্রকার প্রস্তর দেওয়া হইবে, তাহা উক্ত পত্রে বিশেষ করিয়া শব্দে এবং অঙ্কেতে লেখা থাকিবে। টেণ্ডরগুলি কেবল ছাপার ফরমে গ্রহণ করা হইবে। ঐ ফরম ১ টাকায় দুইখান এই আফিসে পাওয়া যাইবে।

অত্যল্প সরবরাহের টেণ্ডর গ্রহণ করা যাইবে না এবং টেণ্ডর অগ্রাহ্য করিবার কারণ দেখান যাইবে না।

অর্ডনান্সের ইনস্পেক্টর জেনরলের টেণ্ডর গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। তিনি স্বেচ্ছামতে অং সরবরা হর বা অন্য কোন । অথবা কোন দ্রব্যের মু নে বোধ গ্রাহ্য করিব না। ে এরা অগ্রাহ্য পারিবেন।

রের সহিত, কোন কাগজেই হউক, ই হউক, ৫০০ টাকা জমা দিতে এগ্রিমেন্ট পত্র লেখা হইলে, কিম্বা গ্রাহ্য হইলে, সেই টাকা ফেরত যাইবে।

৭২ খৃ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি বেলা ২ প্রহরের সময় অর্ডনান্সের কারখানার আফিসে টেণ্ডর খোলা ন। যাঁহারা টেণ্ডর দিয়াছেন তাঁহারা সময় সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন।

জানুয়ারি ১২ } এ, কৱাকার কাপ্তেন
মী কার আফিস } আর, এ, কমিশরি অব অর্ডনন্স

হিনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) অদ্য তাহা নূতন আকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ বর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৷৶ দশ আনা মাত্র।

১৮৭২ সাল
১ লা জানুয়ারি
র } ।

চপ্তালিনী ।০, শিশু সার্বচিত্রাবলী ।৶১০ কুলীন কামিনী ৵০, নং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

এই মাসের ১৬ ই হইতে শ্যামবাজার সংস্কৃত রজনী বিদ্যালয়ে একটী মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শ্রেণী খোলা হইবে। বেতন ১।০ মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রলাল সোম
অবৈতনিক সম্পাদক।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১১৫ নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

১১০৩ নং ৫৪। ৫৫ শালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক খণ্ড ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমা হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন ক বহুল্য বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেন্ট যেন তাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দে

[illegible]
৩ রা [illegible] } শ্রীকমলচাঁদ হালদার।
১২৭৮ সাল }

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্তৃক বেঙ্গল মেডিক্যাল জর্ণ্যাল।

নেটিব্ ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তরি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গল মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্মার ৫০ পৃষ্ঠা, ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম-বার্ষিক মূল্য ৬, যাথাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা কালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত উাহার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
সহর শ্রীরামপুর

নবুণ ব্যবস্থা বা চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী নব চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ এবং নূতন

[illegible] যে সকল [illegible] ইত্যাদি [illegible] দিতে [illegible] লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি [illegible] ১৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১।০ মাত্র। একেকালে ৫৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৶০ এবং ৫০ খণ্ড বা তদোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা [illegible] বেরিলি কোম্পানির বাটিতে ও জন্মপুর বড়গোপাল ঠাকুর কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

রানীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইকন, জঙ্গসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট : যেখি ছাদে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
২ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

---

১৩ নং নবাব ওস্তাগর ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে [illegible] কোম্পানি ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে সংস্কৃত ও সংপ্রকাশিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

[illegible]	[illegible]
[illegible]	২ [illegible]
মুগ্ধবোধ [illegible]	১০ [illegible]
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০ ঐ
নীতি[illegible] (২ য় ভাগ)	৶০ ঐ
অপ্রকাশিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৶০ ঐ

শ্রী[illegible]নাথ শর্ম্মা।

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। বাংলায় আমার [illegible] আমার নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ [illegible] হার কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৶০।

শ্রী[illegible]চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

১৯ ই মাঘ সোমবার।

সর্ব্বাগ্রে সাধারণের নয়ন পথে পতিত হইবে বলিয়া এই পত্রখানি এই স্থানেই প্রকাশ করা হইল। আমাদিগেরও অনুরোধ যাঁহার যেমন সঙ্গতি, তিনি তেমনি সাহায্য দান করেন।

বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ জ্বর পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যদানার্থ ফাণ্ড।

মহাত্মা শ্রীল শ্রীযুক্ত বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে সর্ব্বসাধারণের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে বর্দ্ধমান ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশের জ্বর পীড়িত অধিবাসিগণের সাহায্যার্থ যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তৎসমুদয়ের আরও কিছু দিন অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় এই নিমিত্ত সকলে সাহায্য করেন।

বর্দ্ধমান জেলায় যে ১৮ টী থানা আছে তন্মধ্যে ১১ থানার অধিবাসীরা এক্ষণে এক প্রকার ভয়ঙ্কর জ্বররোগে কষ্ট পাইতেছে। এই বিস্তীর্ণ জনপদের মধ্যে কত গৃহস্থের সমুদায় পরিবার জ্বরে কাতর ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এমন কত গ্রাম আছে, যথায় একজনও সুস্থকায় ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, [illegible] পুনঃপুনঃ জ্বরভোগ প্রযুক্ত [illegible] কৃশ ও কাতর। পুরুষদ্যাদির অভাব প্রযুক্ত [illegible] লোক উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে অসমর্থ লোক সংখ্যার হ্রাস ও পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ হইবার প্রত্যাশা বিবর্জিত ইত্যাদি কারণে এই সকল লোক এমনি হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা স্বতঃ চেষ্টা করিয়া চিকিৎসাদি লাভের কোন উদ্যোগ করিতেছে না, কেবল গৃহে বসিয়া অযাচিত সাহায্য পাইলে গ্রহণ করে মাত্র।

গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসা বিষয়ে যতদূর সাহায্য করিতে পারেন, তাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু বস্ত্র ও উপযুক্ত পথ্যাদি বিতরণ করা চিকিৎসা অপেক্ষাও অধিক আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই সর্ব্ব সাধারণকে বিশেষ করিয়া সাহায্য দানার্থ আহ্বান করা যাইতেছে।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটরি ও নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এতদ্বিষয়ক সাহায্য সংগৃহীত হইবে।

বর্দ্ধমানের কালেক্টর।

শীতকাল অতীত হইয়া গেল, তাহার পর গাত্র বস্ত্র করা হইল, বর্ষা শেষ হইল, তাহার পর ক্ষেত্রে আলি বাঁধা হইল, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামের বন পরিষ্কার করিবার আজ্ঞা[illegible] সেইরূপ হইয়াছে। এখন আর ঐ [illegible] গ্রামে পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই, [illegible] এক্ষণ বন জঙ্গল পরিষ্কার করাইবার নিমি[illegible] কর্ত্তৃপক্ষের সবিশেষ যত্ন [illegible] ভাল, যত্ন হউক, তাহাতে হানি [illegible] অধিবাসিরা ইহাতে উপকার[illegible] [illegible] পারে। কিন্তু ইহার অপেক্ষা একটী [illegible] স্বাস্থ্যের গুরুতর অন্তরায় রহিয়াছে, ক[illegible] পক্ষ তাহার উন্মূলনের কি করিতেছেন [illegible] গ্রামমধ্যে জলনির্গমের ভাল [illegible] নাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত পথ ছিল তাহ[illegible] ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের জল মাঠে গিয়া পড়িত? সেপথ[illegible] এখন পরিষ্কৃত নাই। জল নির্গমের প[illegible]

স্থান না থাকিলে গ্রাম ও বাসভূম্যাদি ক্রমে আর্দ্র হইয়া উঠে। বাসভূম্যাদির আর্দ্রতা পীড়ার প্রধান কারণ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ১৫ বৎসর হইল উলা গ্রামে সাংক্রামিক জ্বর প্রবেশ করে। উহার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। সম্প্রতি অবস্থা কিছু ভাল হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এবৎসর ঐ গ্রাম ও তাহার সন্নিহিত গ্রামমণ্ডল প্রবল বর্ষায় প্রায় দুই মাস কাল জলমগ্ন হইয়া থাকাতে পুনরায় পীড়ার আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বকার অনেক প্রবল বন্যার কথা শুনা গিয়াছে, কিন্তু কোন বন্যাতে কোন গ্রামই ৪।৫ দিনের অধিক জলমগ্ন থাকে নাই; সুতরাং এরূপ পীড়ার প্রাদুর্ভাবও হয় নাই। যাহা হউক, উপসংহারকালে সাধারণের আমাদিগের বক্তব্য এই, যদি কর্ত্তৃপক্ষ অন্যথা বিবেচনা করেন, তথাপি প্রজার সন্তোষ সাধনার্থ গ্রাম ও নগরাদির জল নির্গমের সদুপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কোন কোন ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া আমাদিগের নিকটে কহিলেন, কোন কোন উকীল, অর্থি অথবা প্রত্যর্থি বিশেষের মকদ্দমায় ব্রতী হইলেন, টাকা লইলেন, ওকালতনামা স্বাক্ষরও করিলেন, কিন্তু কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে পাওয়া গেল না; তাঁহারা গুরুতর অনুরোধের বশবর্ত্তী অথবা অধিক অর্থ লাভে লুব্ধ হইয়া অন্য বিচারালয়ে গমন করিলেন। যিনি প্রথমে তাঁহাকে উকীলরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি কার্য্য কালে তাঁহার সন্দর্শন পাইলেন না। এটী উকীলদিগের অতিশয় দুর্নামের বিষয়। তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, যাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, তিনি কেমন বিপদে পড়েন; নূতন উকীল দ্বারা আপনার সার সংস্থাপন কেমন দুরূহ। অল্পকাল মধ্যে [illegible] মকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সুন্দররূপ তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন, এরূপ [illegible] উকীল অল্প দেখিতে পাওয়া [illegible] দিগের কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা আছে, তাঁহারা উল্লিখিত প্রকার গর্হিত কার্য্য করেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। যিনি হউন, উকীলের কার্য্যাকার্য্য বোধ না থাকা অতিশয় দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, আমরা উক্ত অনুচিতকারী উকীলদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাঁহারা এইবেলা সতর্ক হউন, তাঁহাদিগের দোষে যেন ভদ্র উকীলদিগকেও দুরবিধায়ী বিশেষ আইনের পরাধীন হইতে না হয়। লোককে কিঞ্চিৎ সংকোচ করিলেই তাঁহারা উক্ত দুর্নামের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। লোক সংকুচিত হইলে তাঁহারা অনায়াসে এই নিয়ম করিতে পারিবেন, প্রথমে যাঁহার ওকালতি কার্য্যে ব্রতী হওয়া হইবে, অন্যের সহস্র লাভ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইবে না।

মসুঃ তিয়রস ও সাধারণ মত।

এক্ষণে ফ্রান্সের যারপর নাই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু রাজনীতি সংক্রান্ত উপদেশ সম্বন্ধে ফ্রান্স অদ্যাপিও পৃথিবীর আদর্শভূত হইয়া আছেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের পদচ্যুতির পর চিন্তাশীল ফরাসীরা মসুঃ তিয়রসকে দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিয়াছেন। ফ্রান্স যে প্রকার দেশ তাহাতে সর্ব্বপ্রকার লোকের মনোরঞ্জন করিয়া আধিপত্য করা কোন শাসনকর্ত্তার সাধ্যায়ত্ত নহে। ইউরোপীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা বলেন, কৃষকগণ সাধারণে এবং অন্য অন্য অনেক লোকে, পুনর্ব্বার নেপোলিয়নের প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিতেছে। এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নয়। [illegible] কি ভাবে নিজ পক্ষ [illegible] করিয়া আধিপত্য করিতে সমর্থ হইবেন, [illegible] অদ্যকার বিচারণীয় বিষয়। কেবল তাঁহার পদ রক্ষার কারণ নয়, কারণ অধিকাংশ আর্মির ও সৈনিক পুরুষ নেপোলিয়নের পক্ষ। রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার সহিত ফরাসী মহাসভার মতভেদ হওয়াতে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহাসভার সমুদায় সভ্য একমত হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া নিবারণ করেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, তিনি বিংশতি বৎসরের মধ্যে চারিবার সমুদায় জাতির নিকটে বর্ত্তমান হইয়া তাঁহার বিষয়ে লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন, চারিবারই অধিকাংশ লোকে, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এই মত দিয়াছিলেন। তাঁহার এই গর্ব্ব করিবার কারণ ছিল সত্য; কিন্তু সেই সকল সহকারী এক্ষণে কোথায়? তাঁহাদিগের সাহায্যবলে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের বিপদ কালে কি উপকার লাভ হইয়াছে? কৃষকদিগের কি মতের পরিবর্ত্ত হইয়াছে? সৈন্যগণ কি বিংশতি বৎসরের আদর ও উপকার বিস্মৃত হইয়াছে? তবে তিনি পদচ্যুত হইলেন কেন? টিয়রসই বা কাহার বলে স্বপদ রক্ষায় সমর্থ হইতেছেন? নগরের লোকেরা নেপোলিয়নকে ভাল বাসিতেন না। কেহ বাক্য অথবা লেখনীর দ্বারা স্বাধীনতার গুণ বর্ণন অথবা [illegible] করিতে পারিতেন না। তিনি স্বাধীনতার শত্রু ছিলেন। তিনি যখন প্রথম ১৮৪৮ অব্দে সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হন, তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত এই চিহ্ন তাঁহার নিকটে আবেদন করিতে যান। কিন্তু তুই নেপোলিয়ন

তিনের নিকটেই ইতিহাসের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলেন 'এ আপনি লিখিয়াছিলেন', সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে ফ্রান্সের কিমতী [illegible]দের নিকট হইয়াছে, আপনি কি তাঁহার আজ্ঞার সেই অযথাপরিচিত হইবেন? নেপোলিয়ন সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার শত্রু ছিলেন। ফ্রান্সের এখনকার প্রধান গ্রন্থকার শাতোব্রিয়ঁ প্রভৃতি তাঁহার সভায় গমন করিতেন না। গুস্তো লামার্টিন, ভিক্টর হুগো ও ভিলম প্রভৃতিকে তিনি দেশের শত্রু বলিয়া জানিতেন। এই সকল ব্যক্তি সাহিত্য বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যেরূপ, রাজনীতি বিষয়েও সেইরূপ পৃথিবী বাসিগণের [illegible] করিয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন ইহাঁদের পরামর্শ লইতেন না; তিনি সর্বদা ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন "এই সকল লোক ত ফ্রান্স নহেন"। বস্তুতঃ যত দিন ওয়ার্থ ও সিডানের যুদ্ধ না হইয়াছিল, তাবৎ তিনি কহিয়াছিলেন, কতকগুলি চিন্তাশীল পণ্ডিতের মতে ফ্রান্স মত দেন না, যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তার একথা বলা সহজ; তাঁহারা নিজ দল ভিন্ন অন্য দলে কেহ উপযুক্ত লোক আছেন, তাহা স্বীকার করেন না। এই সকল লোক যাহাতে মাথা তুলিতে না পারেন তাহাই তাদৃশ শাসনকর্তার অভিপ্রেত। তাদৃশ শাসনকর্তা যদি লোকের সবিশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন, তাহা হইলে ত কথাই নাই। এ অংশে আগষ্টস ও প্রথম নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় নেপোলিয়নের তুল্য লোক পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিতে হয়। এক ব্যক্তি হইতে এত অল্প কাল মধ্যে কোন দেশের এত উপকার হয় নাই। কৃষি, বাণিজ্য, রাস্তা, খাল, বন্দর, জাহাজ সকল বিষয়েই লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর লোকে এই সকল কার্য্যের [illegible] উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। [illegible]দেশীয়েরা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, এই সকল উন্নতি দর্শন ও [illegible] উপভোগ করিয়াই ফরাসী জাতি [illegible] ভুলিয়া আছেন। নেপোলিয়নের এই সংস্কার ছিল, যখন দেশের লোকে উপকার পাশে বদ্ধ হইয়া আছে, তখন কয়েকজন মূল নিয়ম জ্ঞানে দীক্ষিত লোকের কথা অগ্রাহ্য করা কর্তব্য। বাণিজ্য বিষয়ে সম্রাটের মত তিয়েরের অপেক্ষা উদারতর ছিল। তিনি অবিমিশ্র পরিতাপ করিয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, রাজনীতি বিষয়ে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে আদাম স্মিথ ও মাইকেল শিবেলিয়রের বার্ত্তা শাস্ত্র পাঠ করা আপনার কর্তব্য। বিদেশীয়েরাও বৃদ্ধ ইতিহাস বেত্তাকে উপহাস করিয়া সম্রাটের অতুল ক্ষমতার প্রশংসা করিতেন কিন্তু কামানের অপেক্ষাও একটী প্রবল পদার্থ আছে। সেটী সাধারণ মত। সেই মতকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করাতেই নেপোলিয়নের পরিণাম শোচনীয় হইয়া উঠিল। যাঁহারা সাধারণ মত শব্দে প্রত্যেক ব্যক্তির মত বুঝেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে সাধারণ মত দর্শন ঘটে না। সভ্যতার প্রারম্ভ অবধি এপর্য্যন্ত যদি সকল দেশের ইতিহাসের আলোচনা করা যায়, কতকগুলি কৃতবিদ্য চিন্তাশীল লোকের মতই সাধারণ মত বলিয়া আদৃত হয়। ইহারা যে কাজ করেন দেশের লোকে তাহাতে সম্মত হন। বিপদ কালে ইহাঁদিগকেই সকলে অবলম্বন করেন। যাহাতে দেশের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, এরূপ যাবতীয় বিষয়েই লোকে এই মহানুভব ব্যক্তিদিগের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তিয়র এই সাধারণ মত প্রভাবেই কি স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া আধিপত্য করিতেছেন না? যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তারা এটী স্বীকার না করুন, কিন্তু ঘটনা ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। নেপোলিয়নের পতন ও তিয়রের সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতালাভ দর্শন করিয়াও কি আর সংশয় থাকে? ভারত বর্ষে কি হইতেছে? এখানেও কি কতকগুলি কৃতবিদ্য লোকের মত সমুদায় দেশের মত বলিয়া পরিগণিত ও আদৃত হইতেছে না? নেপোলিয়ন যেরূপ বলিতেন, আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণও সেইরূপ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ নহেন, ভারতবর্ষীয় সভা দেশের প্রতিনিধি নহেন। এটী যে তাঁহাদিগের ভ্রম নেপোলিয়নের ভ্রমই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তিনি চিন্তাশীল বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে অগ্রাহ্য করিতেন, এই কারণে তাঁহার বিপদ ঘটিল। যে তিয়র প্রভৃতিকে তিনি ঘৃণা করিতেন তাঁহারা কেবল সর্ব্ব প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ নহে, লোকে তাঁহাদিগকে পদস্থ থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন।

X আর্য্যজাতির ধর্ম্মনীতি।

কত কাল হইল, আর্য্যজাতি সমাজ বদ্ধ হইয়া সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাহার নির্ণয় নাই। যে সমাজ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি ভিত্তির উপরে নিহিত না হয়, তাহা কখন এতকাল স্থির পদে থাকিয়া এত উপদ্রব সহ্য করিতে পারে না। ধর্ম্মের মূল আবার নীতি। যে জাতির সুনীতি নাই, তাহার ধর্ম্মও নাই। অনেকে এই মূল যুক্তির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আর্য্য জাতির ধর্ম্মনীতি নাই। যে বিষয় সবিশেষ জানা নাই শুনা নাই তাহার বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে প্রায়ই উপহাসকর হইয়া উঠে। এদেশে একটী চক্ষুরন্ধ সংবাদ আছে। একদা এক চক্ষুষ্মান এক অপরীক্ষিত-গোদুগ্ধ অন্ধের নিকটে প্রসঙ্গক্রমে কহিল, গোরুর দুধ সাদা। অন্ধ, শুক্ল

...গুণ কেমন তাহা দেখে নাই, জিজ্ঞাসা করিল, সাদা রঙ কিরূপ? চক্ষুষ্মান উত্তর করিল, বকের মত। অন্ধের প্রশ্ন—বক কি প্রকার? উত্তর—কাস্তের মত। অবশেষে হস্ত দ্বারা কাস্তে স্পর্শ করিয়া অন্ধের এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল, দুগ্ধ কাস্তের ন্যায় কঠিন পদার্থ। যাঁহারা আর্য্যদিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহেন, তাঁহারা যদি আর্য্যজাতির ধর্ম্মনীতি নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অন্ধকৃত দুগ্ধবিষয়ক সিদ্ধান্তের ন্যায় তাহা আমাদিগের বিস্ময়কর হয় না। বাস্তবিক আমরা দুঃখিত নহি। আমাদিগের দুঃখের এই, এদেশের যে সকল ব্যক্তি ইংরাজীতে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও অনেকের উল্লিখিত শোচনীয় সংস্কার আছে। সেপ্রকার সংস্কার জন্মিবার কারণ এই, তাঁহারা আর্য্যজাতির ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আর্য্যদিগের শাস্ত্র ও প্রাচীন বৃত্তান্ত অবগত নহেন। কোন ব্যবস্থার কি মূল হইতে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেরূপ হইবার কারণই বা কি, তাহা জানেন না, জানিবারও চেষ্টা পান না। ইংরাজীতে যাহা শিখিয়াছেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতেই বিপরীত সংস্কার তাঁহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। আমরা কয়েকটী নীতি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাঁহারা দেখুন, আর্য্য প্রাচীনেরা কেমন উদারভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

বহ্নি পুরাণ কহিতেছেন, সহস্র অশ্বমেধ আর সত্য উভয়কে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলে সত্য সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা গুরু হয়। দেব পিতৃ ঋষিগণ সত্যেতে প্রীত হন। মনুষ্য সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সত্যের বলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আপনার নিমিত্ত হউক, পরের নিমিত্ত হউক, আর [illegible] যে সকল মনুষ্য মিথ্যা [illegible] তাই স্বর্গগামী হয় ([illegible]) আছে, এই জগতের মূল [illegible] মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত। বেদ [illegible] সত্যদ্বারেই সিদ্ধি লাভ করেন [illegible] দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে; ধর্ম্মনীতির আর্য্যের হৃদয়ে সমাক্ স্থিতি পাইয়াছিল নহে। ধর্ম্মনীতি ধর্ম্মেরও মূল একথা উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ ও শাক্ত পুরাণ স্পষ্টাক্ষরে তাহার সমর্থন করিতেছেন। পরের অনিষ্ট না করা, ইন্দ্রিয় দমন, প্রাণির প্রতি দয়া, সত্য, নিষ্কপটতা সন্তোষ, অলোভ,

সনাতন ধর্ম্মের মূল। যেখানে বৃদ্ধ নাই, সে সভা নয়, যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেশ না দেন তাঁহারা বৃদ্ধ নহেন যেখানে সত্য নাই, সে ধর্ম্ম নয় আর যে সত্যে ছল আছে, সে সত্য নয় (৩)।

শাস্ত্রকারেরা ধর্ম্মনীতির সাধন বিষয়ে অতিশয় উৎসুক ছিলেন। কায়িক বাচনিক মানসিক ত্রিবিধ পাপ গণনা করিয়া তাহার পরিহারে যত্ন [illegible]

[illegible] অনেক দেখিতে পাওয়া যায় [illegible] প্রকাশ, [illegible] পাপ [illegible] পরের অনিষ্ট চিন্তা, [illegible] এই তিনটী মানসিক পাপ (৪) [illegible] যদি কেহ এরূপ [illegible] তবে যে নীচ ধর্ম্মনীতির [illegible] [illegible] পাপ হইতে [illegible] মুক্ত [illegible] হয় [illegible] শাস্ত্র [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে স্থির [illegible]। সকল [illegible] পথ হইতে মুক্ত, আপনার কেবল আত্মা [illegible] হইতে নিবৃত্ত হইয়া উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিয়া আপনারা ধর্ম্মনীতির অনুষ্ঠান করে" (৫)। ইহার তাৎপর্য্য এই, যাঁহারা স্বয়ং

---

(১) অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং। অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ সত্যেন দেবাঃ প্রীয়ন্তে পিতরঃ ঋষয়স্তথা। মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সত্যাৎ সিদ্ধিমিতোগতাঃ॥ আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ। অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ বহ্নিপুরাণং।

(২) সত্যমূলং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং। সিদ্ধিং লভন্তে সত্যেন ঋষয়ো বেদপারগাঃ॥ মহাভারতং।

(৩) অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতৎ দুরাসদং॥ মৎস্যপুরাণং। ন সা সভা যত্র ন বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মং। নাসৌ ধর্ম্মোযত্র নো সত্যমস্তি নো তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধং॥ শাক্তপুরাণং।

(৪) পর [illegible] বিবাদতঃ। পৈশুন্যং [illegible] ত্রিবিধং স্মৃতং॥ [illegible] নাপি সর্ব্বশঃ [illegible] শাস্ত্রপূর্ব্বিকঃ [illegible] নিষ্ঠীতিকরং। [illegible] কর্ম্ম মানসং॥ [illegible] কায়মেবো দেহকঃ। [illegible] মহৎ বা প্রাণিনাং পুনঃ। [illegible] যেষাং সা বিংশতিঃ সমাগতা॥ [illegible] বচনং অপবাদঃ [illegible] নিষ্ঠুরবচনমিতি বাঙ্ময়ানি বই। [illegible] দেশজাতিকুলবিদ্যাশিল্প [illegible] শরীরকর্ম্মজীবিনাং প্রত্যক্ষতো [illegible] [illegible]। ত্রিবিধস্তুং।

(৫) আত্মনাত্মমুপৎ [illegible] বুদ্ধিমপাপানাং [illegible] ভূতাঃ শীলমৌ [illegible] ভাবয়ৎ।

[illegible]

...পাপিকে যে কিরূপ ...বিরুদ্ধ বিবাহ বোধ ...প্রয়োজন নাই। যদ্রূপ ...পুত্রের পক্ষে পিতৃ- ...বর্গকে প্রস্তুত করিয়া ...সেই দুরাত্মা শিশুপালের বক্ষ ...বিশেষের যে স্ত্রী হরণ করিয়া ...গিয়াছে, তাহার উল্লেখে আবশ্য- নাই কারণ পাপের কথাও অমঙ্গ- লের কারণ হয় (৯)।

রামচন্দ্র পৌরজনগণমুখে সীতার অপকীর্ত্তিবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিলেন। এই সমাচার জনক রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি খেদ করিয়া কহিতেছেন, হা! মাতঃ তোমার এমনি দুর্ঘটনা ঘটিল যে আমি লজ্জায় তোমার নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ক্রন্দন করিতেও পারিতেছি না (১০)। ইহার তাৎপর্য্য এই, কোন গৃহস্থের পরিবারের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার ঘটিলে গৃহস্থের অতিশয় অযশ হইত। মাতাপিতা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধব্যবহারকারী সন্তানের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া যদি শোক করিতেন, তাঁহারাও পাপের উৎসাহদাতা বলিয়া নিন্দিত হইতেন। জনক এই কারণে সীতাদেবীর নিমিত্ত শোক প্রকাশে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতেছেন। অদ্যাপিও হিন্দু সমাজের অশিক্ষিত দল অনাবিধ পাপ-কারির প্রতি যত ঘৃণা করুন, না করুন, অসতীকে অতিশয় ঘৃণা ও নিন্দা করিয়া থাকেন।

প্রাচীন কালের লোকেরা ধর্ম্মনীতির অনুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও তৎপ্রতি-পালনে যেরূপ আস্থাবান ছিলেন, রামচন্দ্র তাহার এক প্রধান উদাহরণ। তিনি রাজ-পদ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস কষ্ট স্বীকার করেন। জীমূতবাহন পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বৃদ্ধ বয়সে অরণ্য আশ্রয় করিলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষার্থ বনগমন করিলেন। তাঁহার এক মিত্র তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইলে তিনি কহিলেন, পুত্র পিতার অগ্রে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া যেরূপ শোভা পায়, সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া কি সেরূপ শোভা পাইয়া থাকে? পিতার চরণ সংবাহন করিয়া পুত্রের যে সুখ লাভ হয়, রাজ্যে কি সে সুখ লাভ সম্ভাবনা আছে? পিতার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া যে সন্তোষ লাভ হয়, ভুবন ভোগ করিয়া সে সন্তোষলাভের কি সম্ভাবনা আছে? পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য করা কেবল ক্লেশের কারণ, তাহাতে গুণ কি (১১)।

পতির প্রতি স্ত্রীলোকের যে কর্ত্তব্য সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। কোন সতী স্ত্রী পতিবিয়োগের আশঙ্কায় বিলাপ করিয়া কহিতেছেন হে নাথ! তোমা ব্যতি রেকে আমি এক দিনও বাঁচিব না। পতিহীন রমণীর জীবনে কি ফল? পিতা ভ্রাতা পুত্র ইহাঁরা যাহা দান করেন, তাহার পরিমাণ আছে, কিন্তু কর্ত্তা স্ত্রীকে যাহা দান করেন, তাহার পরিমাণ নাই, এরূপ কর্ত্তাকে কে সম্মান না করিবে?

---

(৯) আত্মপাপেদিবং যশোর্থং সদা-চারণাদ্বয়ৎ। কদাপি মনু পাপানামকীর্ত্তনেমপ্রে হলে বয়ঃ। শিশুপাল বধঃ।

(১০) অয়ি মাতঃকে বনজনসম্ভবে দেবি। ঈদৃশকে নির্বাসনভাগঃ পরিণতোষেন লজ্জয়া স্বচ্ছন্দং আক্রন্দিতুমপি ন শক্যতে। উত্তরচরিতং।

(১১) তিষ্ঠন্ ভাতি পিতুঃ পুরোভুবি যথা সিংহাসনে কিং তথা যৎ সংবাহয়তঃ সুখং তু চরণৌ তাতস্য কিং রাজকে। কিং ভুক্তে ভুবনত্রিতয়ে ধৃতিরসৌ ভুক্তোজ্ঝিতে যা গুরোরাহাসঃ খলু রাজ্যমুজ্ঝিতগুরোস্তত্রাস্তি কশ্চিদ্গুণঃ। নাগানন্দং।

স্ত্রী যদি কোটি টাকার অধিপতি এবং সুহৃৎ পুত্র পরিবৃত হয়, তথাপি পতি হীন হইলে সে মাতা পিতার শোচনীয় হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের বৈধব্য সদৃশ আর দুঃখ নাই। যে সকল স্ত্রীর ভর্ত্তার অগ্রে মৃত্যু হয়, তাহারাই ধন্য। স্বামী দরিদ্র হউন, বৃদ্ধ হউন ব্যাধিত হউন, স্ত্রীর একমাত্র গতি। ভর্ত্তার সমান ধর্ম্ম নাই, ভর্ত্তার সমান সুহৃৎ নাই, ভর্ত্তার সমান রক্ষাকর্ত্তা নাই, ভর্ত্তার সমান আশ্রয় নাই (১২)।

আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যার ভক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ কেবল যে নানা প্রকার উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন এরূপ নয়, যে যে কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাহা সুসম্পাদিত হইয়াছে। স্বামির লোকান্তর গমনে ব্রহ্ম চর্য্যাদির (১৩) বিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং যে স্ত্রী ব্রহ্ম চর্য্যাবিমুখ হইয়া বিপথগামিনী হয়, তাহাকে ভর্ত্তৃধনাধিকারে বঞ্চিত করা (১৪) হইয়াছে। এই ব্যবস্থাগুলির তাৎ-[illegible]ৰ্য্য পর্য্যালোচনা [illegible] মান হয়, ধর্ম্ম ও [illegible] দ্বারা পতির দেব [illegible] কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন [illegible] দিগের অভিপ্রেত। শা[illegible] বিবেচনা করিয়াছিলেন, স্বা[illegible] হইলে তাহাকে বৈধব্য [illegible] ব্রহ্ম চর্য্যাদির কষ্ট ভোগ করিতে [illegible] না। যে স্ত্রী ইহা বুঝিতে পারিবেন, [illegible] সে উপায় দ্বারা স্বামির দীর্ঘজীবিত্ব সম্পাদিত হয়, তিনি তদবলম্বনে যত্নবতী হইবেন সন্দেহ নাই। অপর, ধনলোভ প্রবর্ত্তন ব্যভিচার নিবারণের অপকৃষ্ট উপায় নয়।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিরা খৃষ্টের যে উপদেশের এত গৌরব করেন, তাহার কিয়দংশ এবং মনু সংহিতা মহাভারত বিষ্ণুপুরাণাদি হইতে ধর্ম্মনীতি বিষয়ক উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহার অন্যতর কোন্‌টী কাহাকে পরাজয় করিয়াছে।

"হে শ্রোতারা! আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতি প্রেম কর, ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের মঙ্গল কর এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা কর। আর কেহ তোমার এক গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি অন্য গাল ফিরাইয়া দাও ইত্যাদি। লুক লিখিত সুসমাচার।

মহাভারতের গৌতমী লুব্ধক সংবাদে আছে, গৌতমী নামে এক স্ত্রীলোকের পুত্রকে সর্পে দংশন করিল। এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত ছিল। সে গৌতমীকে কহিল, আপনি অনুমতি করুন, আমি [illegible]

[illegible] উত্ত[illegible] প্রকি[illegible] অবধৈ[illegible] প্রতি স[illegible] দুর্লভ। ক[illegible] করেন, সেই [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] হইয়াছেন। প্র[illegible] প্রভৃতি গ্রন্থে [illegible] কোন্ সম্বন্ধ [illegible] তাহাদিগকে [illegible] যে ব্যক্তি অন[illegible] তাহার দুঃখ [illegible] দুঃখে তত আ[illegible] দেওয়া কর্ত্তব্য [illegible] (১৫)।

(১২) বিনা স্বত্রা ন জীবিযো বিনয়েক-গ্নপি প্রত্যো। দীনায়াঃ পতিহীনায়াঃ কিং নার্য্যাজীবিতেন ফলং॥ মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ। অমিতস্য হি দাতারং ভর্ত্তারং কোন পূজয়েৎ॥ অপি কোটীশ্বরা নারী বহুপুত্রসুহৃদ্যুতা। শোচ্যা-ভবতি বন্ধূনাং পতিহীনা তপস্বিনী॥ বৈধব্য-সদৃশং দুঃখং স্ত্রীণামন্যন্ন বিদ্যতে। ধন্যাস্তা যোষিতোযাস্তু ম্রিয়ন্তে ভর্ত্তুরগ্রতঃ॥ দরিদ্রোব্যাসনী বৃদ্ধোব্যাধিতোবিকলস্তথা। পতিতঃ কৃপণোবাপি স্ত্রীণাং ভর্ত্তা পরা গতিঃ॥ নাস্তি ভর্ত্তৃসমোধর্ম্মো নাস্তি ভর্ত্তৃসমঃ সুহৃৎ নাস্তি ভর্ত্তৃসমোনাথো নাস্তি ভর্ত্তৃসমা গতিঃ॥

(১৩) মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। বিষ্ণুসংহিতা।

(১৪) অপুত্রা শয়নং ভর্ত্তুঃ পালয়ন্তী ব্রতেস্থিতা। পত্ন্যেব দদ্যাৎ তৎপিণ্ডং কৃৎস্নমংশং লভেত চ॥ কাত্যায়নঃ।

(১৫) ন পাপে প্রতি পাপঃ [illegible] রেৎ সদা [illegible] পাপঃ [illegible] রক্ষণেষু [illegible] পাপে [illegible] পাপাত্মা [illegible] শোক [illegible] নিত্য [illegible] লোকে [illegible] সাধু দু[illegible] জানৈ[illegible] কুলেষু [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] নাগরিক [illegible] প্রবৃত্তির [illegible] যখন কৃতকার্য্য হইতে পারি[illegible] কখন অহং পুরোহিত দ্বারা [illegible] ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। অভিচার ক্রিয়া মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রহ্লাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার বিষ্ণু ভক্তি প্রভাবে তাঁহার বধে নিযুক্ত হইয়া কহিল, আপনি অনুমতি করুন, যাজকদিগের প্রাণ সংহার করি। সেই বাক্য শুনিয়া প্রহ্লাদ কহিতেছেন, যাঁহারা আমাকে হনন করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা আমাকে বিষদান করিয়াছেন, যাঁহারা [illegible] [illegible] করিবার [illegible] [illegible] যাঁহারা আমাকে দিগ্হস্তি ও সর্প দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহার প্রতি আমার শত্রুভাব বা কাহার অপকার করিবার ইচ্ছা নাই, সকলেই আমার সমান। এই আমার সত্য ব্রত। এই সত্য বলে অসুর যাজকেরা রক্ষা পাউন (১৬)।

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, সত্য কহিলে প্রাণহানি হয়, এমন স্থলেও যাঁহারা সত্য কথা কন, সকল লোকের আদর্শভূত সেই মহাত্মা [illegible] দুর্গম হইতে উত্তীর্ণ হন। [illegible]দিগের বল দুর্ব্বলের রক্ষার্থ, দানের [illegible] তাঁহাদিগের ধন, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তির [illegible] [illegible] সেইমহাত্মা [illegible] উত্তীর্ণ হন। জাতিগ্রা[illegible] দুঃসাধ্যে পরিমাণ [illegible] জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির [illegible] অপেক্ষা গুরুতর হইল। আমি কাহার কর্ম্মের নিন্দা করি না, প্রশংসাও করি না সকলেই আমার সমান, হে জাজলি! আমার এই ব্রত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্রোধ আক্রোশ স্নেহ সংসর্গ কাম ভয় ইত্যাদি কোন কারণেই ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। তত্ত্বজ্ঞানের পর আর লাভ নাই, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হয় (১৭)।

ভগবান মনু কহিতেছেন, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অধিক বয়স বিদ্যাহীন, রূপহীন, সম্পত্তিহীন ও জাতিহীন এসকল লোককে উপহাস করিবে না। দুরাচার ব্যক্তি জগতে নিন্দিত সতত দুঃখ ভাগী ব্যাধিত ও অল্পায়ু হয়। (সচরাচর দেখিতেও পাওয়া যায় যে সকল ব্যক্তি মাদক সেবন রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি গর্হিত আচরণ দোষে দূষিত হয়, অল্পকাল মধ্যে তাহাদিগের অসাধ্য রোগ জন্মিয়া শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়) যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক হয়, মিথ্যাকে [illegible] স্বরূপ জ্ঞান করে এবং হিংসা[illegible] কার্য্যে রত থাকে, সে [illegible] সুখী হয় না। অধার্ম্মিক ব্যক্তির [illegible] ক্রমশঃ উন্নতি হয়, [illegible] [illegible] প্রকার মঙ্গল দেখি[illegible] [illegible] শেষে শত্রু জয়ে সমর্থ [illegible] সমূলে বিনাশ হইয়া [illegible] (১৮)।

অর্জ্জুন [illegible] [illegible] লাভার্থ তপস্যা ক[illegible] [illegible] রাজ ইন্দ্র উহাঁর [illegible] উৎসাহ [illegible] [illegible] করিয়া শেষে কহি[illegible] চক্ষুরাদি যে দুর্জ্জয় [illegible] জয় কর, উহাদি[illegible] পারিলে সমুদা[illegible] হইবে (১৯)।

বিবিধ [illegible]

১ই মা[illegible]

বরাহনগর [illegible] [illegible] লয়ের সহকারী [illegible] লিখিয়াছেন, উক্ত [illegible] বিধানার্থ বরাহনগ[illegible] নাথ মুখোপাধ্যায় [illegible] পুস্তক ক্রয় করিয়া [illegible] কেদার নাথ মজুমদা[illegible] নিবাসী বাবু হেমচন্দ্র [illegible] টাকা দান করিয়াছেন।

(১৬) প্রহ্লাদউবাচ। যে হন্তুমাগতা যৈশ্চ বিষং যৈর্দ্দত্তং যৈর্হুতাশনঃ। যৈর্দিগ্গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি। তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ। তথাদ্যেন সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ। বিষ্ণুপুরাণং।

(১৭) যে বধ্যমানাঃ সত্যানি প্রাণত্যাগেঽপ্যপ-স্থিতে। প্রমাণভূতা ভূতানাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। দুর্ব্বলার্থং বলং যেষাং যজ্ঞার্থং যেষাং। প্রবৃত্ত্যর্থমধীতঞ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে। অকিঞ্চনঃ রাজ্যাং তুলয়া সমতোলয়ৎ। অকিঞ্চনত্বমধিকং রাজ্যাদপি জিতাত্মনঃ। নাহং পরেষাং কর্ম্মাণি কৌশি নিন্দামি না স্তুবে। সর্ব্বেষ্বপি সর্ব্বভূতানাং পশ্য মে জাজলে ব্রতং। নাত্মা ক্রোধাদ্ভয়া-ল্লোভাৎ স্নেহাচ্চ মৎসরাৎ। ন কামাৎ ভয়াদপি ধর্ম্মং প্রাজ্ঞঃ পরিত্যজেৎ। প্রজ্ঞা-লাভাৎ পরো লাভো ন কশ্চিদিহ বিদ্যতে। প্রজ্ঞাবান্ সুখমাপ্নোতি পুত্রাদিহ পরত্র চ। ইতিহাসসমুচ্চয়ঃ।

(১৮) হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োঽধিকান্। [illegible] [illegible] [illegible] জাতি-হীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ। [illegible] [illegible] লোকে [illegible] [illegible] ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ। [illegible] অধার্ম্মিকো নরো-যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং। হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে। অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। [illegible] সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি। মনু-সংহিতা।

(১৯) জীবন্তং দুর্জ্জয়ং দেহে [illegible] [illegible]। জিতেষু ননু লোকোঽয়ং [illegible] কৃৎস্নস্ত্বয়া জিতঃ। ভারবিঃ।

[illegible] বৃটিশদিগের কষ্ট কোন [illegible] না। সে দিন জলপ্লাবন [illegible] অনিষ্ট করিয়াছে। [illegible] ধরিয়া ক্রমাগত ঝড় ও [illegible] লোকের পক্ষে এক্ষেপর কই [illegible] কালে কোহানপুরের রাজ [illegible] শাক্তি বহু ইহাকেও [illegible] ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। "বিপদ [illegible] অনুসরণ করে" এতদ্দ্বারা এই [illegible] যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হই [illegible]

[illegible] একটী অত্যাশ্চর্য্য হ্রদের [illegible] লিখিয়াছে। এই হ্রদটী চীন [illegible] নিকটে অবস্থিত। [illegible] বাস করে, কিন্তু [illegible] লোক নাই। কতক [illegible] রক্ষা করে। কোন [illegible] করিতে দেওয়া [illegible] বলিয়া নয়, [illegible] পক্ষীকেও তথায় [illegible]

[illegible] হুগলির এসিষ্টাণ্ট [illegible] হইয়াছে বলিয়া [illegible] কমিটির পরামর্শ [illegible] প্রচার দ্বারা নিজ [illegible] ইনস্পেক্টরদিগকে [illegible] কার্য্য করিতে [illegible] কনষ্টেবলকে [illegible] ([illegible]) কার্য্যে নিয়োগ [illegible] ধরিতে গেলে [illegible] কে?

[illegible] রিপোর্টে প্রকাশ করে [illegible] প্রদেশে অনাবৃষ্টি [illegible] হইয়াছে। পুরীর অনেক [illegible] ধানের চাস হয়, [illegible] ও কৃষির [illegible] গিয়াছে।

[illegible] একটী [illegible] এক্ষণে [illegible] দুর্ভিক্ষ পীড়িত [illegible] অনেক পারসী [illegible] বোম্বাইয়ে আসিতেছে।

[illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রীষ্মকালে সিমলার কেন্ত কোন্নটির [illegible] করিয়াছেন। সিমলার সমস্ত [illegible] ত হয়। কে তাঁহার নিবারণ করে?

এত দিনের পর আলাহাবাদ [illegible] নয় কালেজ হইতে চলিল। [illegible] এক্ষণে যে কালেজগুলি আছে সেগুলি [illegible] ইহা এটী করা হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষা বিভাগ সর্ব্বদা বারাণসী আগ্রা ও বেরিলি কালেজের দুরবস্থার নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া থাকেন। এ সংবাদ তাঁহাদের বড় প্রীতিকর হইবে না।

খাকইপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "১৭৮৪ শকে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় খাকইপুরে একটী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সমাজ প্রায় দুই বৎসর রীতিমত চলিয়া কিছু দিন পরে সভ্যদিগের দোষে উঠিয়া গিয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবু এক্ষণে পুনরায় ৩০ এ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় আপন বাটীর উদ্যানে সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন।

১০ ই মাঘ মঙ্গলবার।

ডাক্তার যে কেতার দুই বৎসরের বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

কাভেলোরের একজন পুরোহিত প্রচার করিয়াছেন, যে সকল বিধবা তাঁহার মন্দিরে আসিয়া কতকগুলি নিরূপিত কার্য্য করিবেন, তাঁহারা ৪০ দিবসের মধ্যে স্ব স্ব মৃত পতি পাইবেন। যদি করিস্ ছেলের আশ্, তবে যা সেই সন্ন্যাসীর পাশ্"। এটীও সেইরূপ হইয়াছে।

মান্দ্রাজস্থ গঞ্জাম বিভাগের অন্তর্গত কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের একজন অসভ্য এক ব্যক্তিকে বধ করে। সে ধৃত হইয়া আসিষ্টাণ্ট এজেণ্টের নিকট নীত হয়। অপরাধের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, আমি উঁহাকে বধ করিয়াছি, কারণ আমার মাতা বলিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তির পিতা আমার পিতাকে বধ করিয়াছিল। আমি ইঁহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উঁহার নিকটে একটী মহিষ চাহি। সে উহা দিতে অস্বীকার করাতে আমি উঁহাকে বধ করিয়াছি। এজেণ্ট ঐ ব্যক্তির দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ইংলণ্ডে লণ্ডন টাইমস্ নামে যে প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র [illegible] প্রচারিত হয়, উহার [illegible] নিমিত্ত ১৮ জন [illegible] লেখক নিযুক্ত [illegible]। অন্যান্য বিষয়ে লিখিবার [illegible] লেখক আছেন। ইঁহারা স্ব স্ব পরি[illegible] নিমিত্ত প্রতি সপ্তাহে ১ গিনি (প্রায় ১০৯ পয়সা) পান। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধের স্থানে স্থানে প্রায় ১০০ এবং বিদেশে ৫০ জন সংবাদদাতা আছেন। ১৩০ জন কম্পোজিটর আছেন, ইঁহাদের মধ্যে ৭০ জন রাত্রিতে এবং ৬০ জন দিবা ভাগে কার্য্য করেন। ১১ জন প্রধান ও সহকারী কর্ম্মচারী কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন। ২৫ জন প্রুফ সংশোধন করেন এবং ৩ জন সর্ব্বদা প্রুফ পড়িতে থাকে। দিবা ভাগে বিজ্ঞাপন এবং [illegible] বিষয় সাজিতে ৫০ লোক হয়। [illegible] প্রতি লাইন ৪১০ বার করিয়া পাঠ করেন। এডিটরেরা যত খণ্ড কাগজ মুদ্রিত করিতে বলেন, তাহার অধিক একখানিও ছাপা হয় না। পত্রিকা মুদ্রিত করিতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ২ সহস্র মণ কাগজ ও ৫৬ মণ কালী ব্যয় হয়। যে কয়েকটী বাষ্পীয় মুদ্রা যন্ত্র আছে, তাহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৫২,০০০ খণ্ড এবং আর একটী যন্ত্রে প্রতি ঘণ্টায় ৩২০০০ পত্রিকা মুদ্রিত হয়।

আমেরিকায় কেরোলিনাতে পার্কার নামক এক ব্যক্তি এক বৃদ্ধ নিগ্রোকে তাহার গৃহে অগ্নি দিয়াছে এই সন্দেহ করিয়া একটী গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি গৃহে অগ্নি দিয়াছ কি না? ঐ গৃহে কতক গুলি ভয়ানক কুকুর ছিল। নিগ্রো অস্বীকার করিবা মাত্র পার্কার কুকুরগুলিকে ছাড়িয়া দিল, উহারা বৃদ্ধ নিগ্রোকে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিল। তৎপরে দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে নিগ্রো প্রাণভয়ে প্রায় এক পোয়া পথ দৌড়িয়া গিয়াছিল। কুকুরগুলিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ে। তথায় পার্কার উহার মস্তকে এক যষ্টির আঘাত করাতে উহার মৃত্যু হইল। কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!! আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট পার্কারের প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার আগ্রার নিকটে যমুনার উপরে একটী সেতু নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে।

১১ ই মাঘ বুধবার।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "বারুইপুর কৃষি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের বাৎসরিক পারিতোষিক দান উপলক্ষে গত ২ রা মাঘ রবিবার উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক বারুইপুরের জমীদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে একটী সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে সবডিবিজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র পাল এবং বারুইপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অনেক সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৩॥০ টার সময় পারিতোষিক কার্য্য আরম্ভ হয়; মহিমবর শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র পাল স্বহস্তে পারিতোষিক পুস্তক বিতরণ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।"

শ্যামদেশের রাজার আগমনে কলিকাতায় মহা ধুম ধাম হইয়া গেল। রাজার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইনি এপর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। কিন্তু কোন কোন সংবাদ পত্র বলেন, ইহার অন্তঃপুরে ৮০ টী স্ত্রীলোক আছেন। রাজার [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াবহ। ইহার নাম [illegible]ধি এই "প্রাবাট্ সমূডেচ্ প্রবরমেইন্ত অরমহ চুলালন্ করন্ কেও প্রচয় পেন্ দিন্ সায়াম"। কিন্তু রাজা নাম ও উপাধিতে জিতিল, বর এডিনবরাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। ইহার নাম ও উপাধি লিখিতে হইলে একটী পুস্তকের পাতের এক পৃষ্ঠা লাগে।

গত শুক্রবার রামসিংহ ও অপর কত- [illegible] কুকী ধৃত হইয়া আলাহাবাদে নীত হইয়াছে। উহাদিগকে তত্রত্য দুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

গত ১৪ ই জানুয়ারি অপরাহ্ণ ৩-৫ মিনিটের সময় দার্জিলিঙে ভূমিকম্প হয়। তৎপর দিন ও অপরাহ্ণ ৮-১৮ মিনিটের সময় আর একবার ভূমিকম্প হয়। কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।

নিউ ইয়র্কের জন স্কট নামে একব্যক্তি একটী চাকার কল নির্ম্মাণ করিতেছেন। এটী বায়ু অথবা বাষ্প বেগে চলিবে। এটী এরূপে নির্ম্মিত হইতেছে যে, ইহা দ্বারা [illegible]কর্ষণ, শস্য ছেদন প্রভৃতি যাব[illegible] নির্ব্বাহিত হইবে।

১২ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

১৩ [illegible] যে মেইল লণ্ডন হইতে [illegible], তৎকালে লণ্ডনে পারস্যের দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ১১০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

বর্কসাহেব সেক্রেটারীর পদত্যাগ করিয়া হাইদ্রাবাদে গমন করিবেন। এখানে সার সালার জঙ্গ [illegible] তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন।

খেলাতের খাঁর সহিত তদধীনস্থ জাতি সমূহের সৌহার্দ্দ স্থাপনার্থ সিন্ধুর প্রধান কমিশনর মিয়ারওয়েদার সাহেব জেকোবাবাদে গমন করিয়াছেন।

সিস্তানের সীমার বিষয় মীমাংসার্থ পারস্যের সাহা কর্ম্মচারিদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

গুদাম ঘর ও কয়লা প্রভৃতি থাকিবার জন্য লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর পোর্ট কমিশনরদিগকে ২৭০০০ টাকা ব্যয়ে গঙ্গার তীরে ৪৩৫ সংখ্যা জেটির মধ্যে একটী বাটী নির্ম্মাণের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, আগামী এপ্রেল মাসের শেষে আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইবে। এ নিমিত্ত একটী বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। বোধ হয় বেরিলির বাড়ি সন সাহেব প্রিন্সিপাল হইবেন।

গত কল্য প্রাতঃকালে লার্ড মেয়ো স্বগণ সহিত [illegible] যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে ব্রহ্মদেশ আন্দামান ও উড়িষ্যা ভ্রমণ করিবেন। লার্ড মেয়োর যাত্রাকালে দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল।

২০ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যাদির বিলক্ষণ উপকার হইয়াছে। ফরিদপুরে ক্রমে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

পিওনিয়র বলেন, গত শনিবার কতকগুলি এতদ্দেশীয় শ্রমজীবী আলাহাবাদের নূতন গাড়িকের একটী ছাদের উপর কাজ করিতেছিল এমন সময়ে ছাদটী অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছাদের নিম্নে এই কাহারও মৃত্যু হয় নাই। না গাঁথিতে গাঁথিতেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কি কার্য্যদক্ষতা"!!

গত মাসে ৭৫২১৫ টাকা মূল্যের ১৭৫৬ গাঁইট তুলা সিন্ধু হইতে লণ্ডন ও লিবরপুলে প্রেরিত হয়। এতদ্ভিন্ন ১৭৭৫০ টাকা মূল্যের ১১৭ গাঁইট বিদেশীয় বন্দরে প্রেরণার্থ বোম্বাইয়ে পাঠান হয়।

১৩ ই মাঘ শুক্রবার।

গবর্ণর জেনরলের ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কলিকাতার সাম্রাজ্যিক বিধান সভার অধিবেশন বন্ধ রহিল।

নানসাল গোপাটি অনক্রমিতে অর্পণ করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট আমীর খাঁ ও তোরাবক আলীকে ক্ষমা করিবেন।

আমীর খাঁ লার্ড মেয়ো ও সার উইলিয়ম গ্রের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে নালিশ করেন, তাহাতে সর উইলিয়ম গ্রে বলিয়াছেন, তিনি গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন, অতএব তিনি এ বিষয়ে আসামী হইতে পারেন না। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন, যদি কেহ অন্যের আজ্ঞানুসারে কোন কার্য্য করেন, তথাপি তিনি সেই অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত দায়ী। অতএব তাঁহাকে অবশ্যই এ বিষয়ে আসামী শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।

মান্দ্রাজের একখানি সংবাদ পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত রাজমহানকাল প্রদেশে কতগুলি বিস্তৃত কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বরদার মৃত গুইকবারের স্ত্রী পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া বারাণসীতে আগমন করিবেন। রাণী বরদা পরিত্যাগ করিয়া যান, মলহর রাওয়ের এরূপ ইচ্ছা নয়। বরদার রীতি, এই রাজার মৃত্যু হইলে রাণী বার্ষিক ২৫ সহস্র টাকা বৃত্তি পান। বরদার রেসিডেন্টের তেঁহাদ রাণীকে ১ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবার কথা হয়, কিন্তু তিনি মলহর রাওয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে যথা নিয়ম ২৫ সহস্র টাকা মাত্র বৃত্তি পাইবেন।

গেজেট অব এসিয়া গণনা করিয়া লিখি

করিয়াছেন, বোম্বাইর লোকেরা প্রতি বৎসর খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির নিমিত্ত ৯০০০০ টাকা ব্যয় করেন। প্রতি বৎসর ১২৫০০০০ টাকা ব্যয় করিলে তাহারা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্য কর জল পান করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে তাহারা সম্মত নহেন।

১৪ ই মার্চ শনিবার।

কিছুদিন হইল ইন্দোরের হোলকারের নিকট হইতে কয়েকজন প্রধান লোক রাজ নীতি সংক্রান্ত কোন কার্য্যের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহারা অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইন্দোরের ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে বলিতেছেন ঐ কয়েক জন ব্রাহ্মণকে ইংলণ্ডে গমন অপরাধে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, তদ্ভিন্ন উঁহারা যে কার্য্যের নিমিত্ত গিয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়া উঁহাদিগকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। মহারাজ হোলকার উঁহাদিগকে উপযুক্ত পেন্সন দিয়া বলিয়াছেন, যদি উঁহাদিগকে শীঘ্র সমাজে গ্রহণ করা না হয়, যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সমাজভুক্ত করিবার বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে তিনি তাহাদিগকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

স্টেট্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইর ডেকানী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শীঘ্র একটী বিধবা বিবাহ হইবে।

ঐ পত্র বলেন, মান্দ্রাজে শীঘ্র ৫ টাকার নোট প্রচলিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১৭ ই জানুয়ারি। বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি, এল)। অমরপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার একজন সভ্য হইলেন। অমরপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উক্ত সভার সেক্রেটারি হইবেন।

১৮ ই জানুয়ারি। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বঙ্গদেশের নিমিত্ত আইনাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিজ কাউন্সিলের সভ্য করিয়াছেন।

জি, এচ, প্রাউড।

রাজা যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর।

টী, এস, রবিন্সন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার।

মেজর উইলিয়ম মঙ্গন ... ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন আর কে, উইঙ্‌ফিল্ড সাহেবদের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য হাবড়ার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

জন লাম্বার্ট কিছুদিনের জন্য পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরলের প্রতিনিধি পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

২০ এ জানুয়ারি। বাবু হরিশচন্দ্র লাহুড়ী কিছুদিনের জন্য জামালপুরের (ময়মনসিংহ) মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

২২ এ জানুয়ারি। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন প্যারীচরণ মজুমদার সেওয়াটি উপবিভাগের এবং তত্রস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন শিবচন্দ্র বসু মধুবনী উপবিভাগের এবং তত্রস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারী।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৯ এ জানুয়ারি। কলিকাতা হইতে প্রেরিত ২৭ এ ডিসেম্বর এবং বোম্বাই হইতে ৩০ এ ডিসেম্বর মেল, উহা অল্প সময়কালে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াছে।

অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে বলাতের জন্য ১৭১৩০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। জর্ম্মাণিতে এই, বলাতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রস্তাব হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ জানুয়ারি। টিয়র ও ফরাসী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

প্যারিস ২০ এ জানুয়ারি। ফরাসী মহাসভার সভ্যগণ টিয়র পদত্যাগ না করেন এ নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। সকলে আশা করেন তিনি পদত্যাগ করিবেন না।

প্যারিস ২০ এ জানুয়ারি। অদ্য মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, মন্ত্রিদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন অথবা তাঁহাদের পদে লোক নিয়োগের ভার এক কমিশন নিয়োগ করা হউক।

বোর্দো ২০ এ জানুয়ারি। কার্ডিনল সভা একবাক্যে বলিয়াছেন, টিয়র মন্ত্রিগণের প্রতি তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই।

সকল সম্প্রদায়ের সভাপতিগণ পদত্যাগ না করেন অভিপ্রায় প্রার্থনা করিয়াছেন।

বারসেলোনা ২০ এ জানুয়ারি। ... সাধারণ সভার প্রতিনিধি ... তাঁহাদিগের বক্তব্য টিয়রকে বলিতে আসিয়াছিলেন, টিয়র তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, তিনি পদস্থ থাকিতে সম্মত হইলেন। ঐ সকল প্রতিনিধি মন্ত্রিগণের পদত্যাগ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই।

প্যারিস ২১ এ জানুয়ারি। মন্ত্রিগণ পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২এ জানুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলস ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। শীঘ্র রাজ্ঞী পুনরায় সাণ্ড্রিঙ্গামে গমন করিবেন। ক্রিষ্টাল প্যালেসে একটী মহোৎসব হইবার কল্পনা হইতেছে। মিস রেইল সাহেব লিবারপুলে গমন করিবেন।

প্যারিস ১৮ ই জানুয়ারি। প্রুশীয় সেনার হত্যাকারী নিউবর্গিয়ে মুক্ত হইয়াছে।

পোপ পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। লিবিংষ্টোন সাহেবের অনুসন্ধানার্থ যাহারা গমন করিবেন, তাঁহাদের প্রধান এল, ডসন সাহেব অদ্য রাত্রিতে ভূগোল সংক্রান্ত সমাজে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিবেন।

অদ্য ব্রাইটনে কর্ম্মকারদিগের বার্ষিক কার্য্য আরম্ভ হইবে।

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। গত সন্ধ্যাকালে ভূগোল সংক্রান্ত সমাজের অধিবেশনকালে ডাক্তার লিবিংষ্টোনের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তৎপ্রতি অনেকে দোষারোপ করিয়াছেন। উঁহার অনুসন্ধানার্থ যাহারা যাইতেছেন, লিবিংষ্টোনের এক পুত্রও সেই সঙ্গে গমন করিবেন।

প্যারিস ২৩ এ জানুয়ারি। নিউবর্গিয়ে প্রুশীয় সেনার হত্যাকাণ্ডে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত ছিল, যুদ্ধ সভা উহাদের একজনের প্রাণদণ্ড ও আর সকলের লঘুদণ্ড করিয়াছেন। জাতিসাধারণ সভার প্যারিসে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত আছে।

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। গত কল্য

হয়। জিজ্ঞাসিলে
বেঙ্গলফ্যামিনফণ্ডার্থ ২০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরো ১৭০০০ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! আমি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র রায় কর্মকারের বিরচিত পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর পুস্তক পাঠ করিয়া সাধন কৌশল অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে শিক্ষাচার্য্য রূপে বরণ করিয়া একখানি পত্র লিখিলে পর তিনি আমাকে যে সাধন কৌশল লিখিয়া দিয়াছিলেন, তদনুসারে সাধনা করিয়া আমি প্রায় দেড় মাসের মধ্যে আত্মাকে এবং মনকে শান্ত হইয়া ধ্যানানুষ্ঠানে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছি এবং আমার ভক্তিবৃত্তি প্রদর্শনার্থে তাঁহাকে ১০০ একশত টাকা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, শ্রীমান কেশব বাবু দীর্ঘায়ু হইয়া এই ধর্ম্মবিপ্লব সময়ে আর্য্য ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থে সদাশয় জনগণকে আত্মজ্ঞান দানে যত্নবান থাকুন, তদ্দ্বারা অত্যল্প দিবসের মধ্যে এই ভারতবর্ষে পুরাকালের ন্যায় সনাতন ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে পারিবেক।

১২৭৮
২২ এ পৌষ } শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর
জেলা কাছাড় রোজকান্দি চা-বাগিচা

ইতিমধ্যে দিনাজপুরের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ কার্য্য বিশেষ সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় সমুদায় বালিকাকেই যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। সোণার হার রূপার ফুল ঢাকাই কাপড় পুস্তক কাগজ প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটী বৃহতী সভা হইয়াছিল। তাহাতে দিনাজপুরের প্রধান ও গণনীয় লোকের অধিকাংশই উপস্থিত ছিলেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ্য যে, দিনাজপুরের রাজার আত্মীয় পরম বিদ্যোৎসাহী ও দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয় রাজশাহী সার্কেলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু এবং দিনাজপুরের ডেপুটী ইনস্পেক্টর গোবিন্দচন্দ্র বাবুই এই সভা আহ্বান ও বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণের প্রধান উদ্যোগী। এই কার্য্য সমাধা মার্থ ক্ষেত্রমোহন বাবু ৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আসিতেছি দিনাজপুরের শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন বিষয় বা ঘটনা উপস্থিত হউক, ক্ষেত্র মোহন বাবু তাহাতেই অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন স্থানে যে কোন বিষয়ে লোকের অভাব ও কষ্ট উপস্থিত হয়, তাহাতে সাধ্যানুরূপ অর্থদান দ্বারা তৎপ্রতিবিধানের উপায় ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, তিনি এপর্য্যন্ত দেশের মঙ্গল ও উপকারার্থে যে যে কার্য্যের সূত্রপাত ও সমাধান করিয়াছেন, আগামীতে তদ্বিস্তারিত প্রকাশে বাসনা রহিল।

দিনাজপুরের অধিকারিণী মহারাণী শ্যামমোহিনী মহোদয়া যাঁহাতে প্রজার দের উপকার ও মঙ্গল হইতে পারে সর্ব্বদাই তদ্বিষয়ে চিন্তা ও মনোযোগ বিধান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার নিজ ব্যয়ে ৮ আট জন ব্যাক্সিনেটর (টিকাদার) নিযুক্ত করিয়া অধিকারস্থ প্রজাদিগকে গোবীজে টীকা দিবার জন্য মফস্বলে প্রেরণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও এই সৎকার্য্যে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া টিকা দানার্থ প্রয়োজনীয় সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্যটী দ্বারা মহারাণীর প্রজাহিতৈষিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় অন্যান্য জমীদার মহাশয়েরা মহারাণীর প্রদর্শিত এই সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কতিপয় দিবস যাবৎ এখানে চৌর্য্য কার্য্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রতি সপ্তাহেই প্রায় ২।১টী চৌর্য্য ঘটিত সংবাদ আমাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছে। অন্যান্য চুরির বিষয় উল্লেখ না করিয়া অদ্য ৫।৬ দিন হইল রায়গঞ্জের বন্দরে যে একটী বৃহৎ চুরি হইয়া গিয়াছে এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিলাম। মালদহ নিবাসী এক ব্যক্তি এখানে আসিয়া কোন ব্যক্তির বাসা বাটীতে থাকিয়া রৌপ্য নির্ম্মিত হুকার খোল প্রভৃতি নানা বিধ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছিল। ইতি মধ্যে একদিন রাত্রিতে উক্ত বাটীতে চোর প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি রূপার খোল লইয়া গিয়াছে। সমুদায়ের মধ্যে ৩।৪ টী মাত্র খোল আছে। জানা গেল কিঞ্চিদধিক ৩০০ শত টাকা মূল্যের খোল অপহৃত হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি এ অঞ্চলের শান্তি বিধানার্থে যে পুলিশ ফৌজদারী আছে, তাহা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয় নাই। এখন ফৌজদারী হেমতাবাদ নামক স্থানে আছে। উহা কোন প্রকারেই যোগ্য স্থান বলিয়া বোধ হয় না। এ অঞ্চলের মধ্যে রায়গঞ্জ একটী প্রসিদ্ধ ও সর্ব্ব-সুখকর স্থান এবং এই নিমিত্তই মুনসেফী আফিস আবকারি চৌকী, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি ৪।৫ টী গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয় এখানে স্থাপিত আছে। বিশেষতঃ পুলিশ সংক্রান্ত অধিকাংশ মকদ্দমাই এখানকার লোকদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে সুতরাং রায় গঞ্জ ও ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিদিগের পক্ষে ৮।১০ মাইল ব্যবহিত হেমতাবাদে যাইয়া প্রয়োজনীয় এজাহার দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করা অতিশয় অসুবিধা ও কষ্টের হইয়া উঠে। রায়গঞ্জ কুলীক নামক নদীর তটে অবস্থিত। এখানে ফৌজদারী আনীত হইলে উহার কর্মচারিদিগের থাকার পক্ষেও নানা বিষয়ে সুবিধা হয়। যাহাতে সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন সুবিধা হইবার সম্ভাবনা, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে দিনাজপুরের কর্তৃপক্ষগণ ফৌজদারীর কার্য্যালয় এখানে উঠাইয়া আনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কিরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে জানা যায় নাই। যাহা হউক, আমরা অত্রত্য অধিবাসিগণসহকারে অনুরোধ করিতেছি, পুলের মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় পুনরায় এ

মনোযোগ দান করুন। তাঁহারা উপযুক্তসহ রিপোর্ট করিলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই শ্রবণ করিবেন।

গত রবিবার উত্তরপূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, মহোদয় এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক ইংরাজী স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিনাজপুরের ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন।

১। এবৎসর অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৫ জন ও মিশনরী বিদ্যালয়ে ১ জন এবং গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় ১২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহা অল্প আনন্দের বিষয় নহে। আর একটী মহানন্দের বিষয় এই, যে অচিরেই এখানে বালিকা স্কুল খুলিবার কথা হইতেছে।

। এখানকার গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার নিমিত্ত ২৪৭ টাকার আবশ্যক হয়, স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন সাহেবের যত্নে পূর্ব্বতন প্রতিনিধি কালেক্টর, শ্রীযুক্ত প্রাইস সাহেব অত্রত্য জমীদারদের নিকট উক্ত বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করাতে বৈলাবুলাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মধুসূদনপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যের টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহাও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

৩। এখানে এ বৎসর জ্বরের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। লোকাপোর বিষয় এই, যে এখানকার সিবিল সারজন ডাক্তার মেথিউ ও সব আসিষ্টাণ্ট সারজন ডাক্তার রমেশচন্দ্র গুপ্ত উভয়েই অতি ভদ্র। বিশেষ বাঙ্গালীদের বিষয় এই, যে ডাক্তার রমেশ বাবু বিনয় ও মধুরালাপে অনেককেই প্রীত করিয়াছেন।

৪। এখানকার নূতন জ্যাণ্ট [illegible] সিবিলা লোক্ট আফিস হইতে মধ্যে মধ্যে অনেক বিভাগীয় লোকাদি পত্র সহরে আসিতেছে। পত্র মধ্যে অনেক কটু বাক্য লেখা হয়। এ সকল পত্র [illegible] লোকদিকে বিরক্ত করিতেছে। পত্রের শিরোনামে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিতে শিক্ষিত বাবুদের কিছু অক্ষম হওয়া [illegible]। প্রার্থনা করি, ইনস্পেক্টর [illegible] বাবুর বিনোদ বাবু এবিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করেন। শিক্ষা না দুঃখ স্থল?

মেদিনীপুর
১৮ ই জানুয়ারি
১৮৭২ সাল
অধিবাসীগণ

(গত প্রকাশিতের পর।)

বিশালয় প্রদেশ। গাড়য়াল।

লছমন ঝুলা হইতে গঙ্গার বামতীরে যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া ১২ মাইল গমন করিলে বিজনিতে যাওয়া যায়। বিজনির চড়াই অতি কঠিন। ক্রমাগত ৪। ৫ ঘণ্টা উঠিলে বিজনিগ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। পর্ব্বতের উক্ত প্রদেশে স্থাপিত বলিয়া এস্থান হইতে বহুদূর দৃষ্ট হয়। নিম্নে গিরি-নদী সকল বক্রভাবে গমন করিয়াছে। তাহাদের বালুকাময় শ্বেতগর্ভ সূর্য্য কিরণে আরো উজ্জ্বল দেখায়। পর্ব্বত শরীর কৃষকগণের শ্রমবলে ও প্রকৃতির কৃপায় কোন স্থান শ্বেত কোন স্থান কৃষ্ণ এবং কোথা কোথাও বা লাল, নীল, হরিৎ ও পীত বর্ণে সুশোভিত হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে কোন স্থান সূর্য্যকিরণে আলোকময় হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা কতক বাষ্প অচলভাবে থাকাতে ও তাহাতে রৌদ্রের আলোক না পড়াতে অন্ধকার বোধ হইতেছে। কোন স্থানে পলাশ ও কাঞ্চন বনে পুষ্পচয় বিকসিত হইয়া দিক আলো করিয়া রাখিয়াছে; কোন স্থানে বা ঝরণা ঝর ঝর শব্দে পড়িতেছে। এক দিকে পাহাড়ী গ্রামের কতকগুলি ঘর বিশৃঙ্খল ভাবে দেখা যাইতেছে, অপর দিকে দৃষ্টির সীমা পর্য্যন্ত ক্রমাগত পর্ব্বতই দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হয় যেন পৃথিবীতে পর্ব্বত ব্যতীত সমান স্থান মাত্র নাই। এই সকল পাহাড়ে এক এক স্থানে এক এক প্রকার বৃক্ষের বন দৃষ্ট হয়। কোথাও বা বহুদূর ব্যাপিয়া দেবদারু গাছ, কোথাও বা ডালিম কোন স্থানে পিচ কোথা শিউলিফুল, পলাশ, কাঞ্চন, টিপার ও অন্যান্য অনেক গাছ দেখা যায়। বিজনি হইতে ১৬ মাইল [illegible] । মধ্যে ব্যাসঘাট ও [illegible] নামে [illegible] পার হইতে [illegible] পুল আছে। এই দেবপ্রয়াগের তীরে [illegible] ভাগীরথী আসিয়া [illegible] মিলিয়াছে। উক্ত উভয় নদীর সঙ্গম হেতু ইহাকে দেবপ্রয়াগ কহে। এখানে রঘুনাথজীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও বদরিকাশ্রমের প্রায় ৩৫০ পাণ্ডার বাস। গ্রামটী মন্দ নয়, ইহার দুই পার্শ্বে ভাগিরথী এবং অলকানন্দা প্রবাহিত হইতেছে। সম্মুখে সঙ্গম স্থানে প্রস্তর ঘাট, পূর্ব্বদেশে পর্ব্বত। গ্রামটী টীহির রাজার এলাকায়, বাঙ্গালী ইংরাজের অধিকারে। উভয় নদীর উপরেই এক [illegible] ঝুলা আছে।

দীনবন্ধু বাবুর সুরধুনী কাব্যে ভাগীরথী এবং অলকানন্দার সঙ্গম স্থল বিষ্ণুপ্রয়াগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ তাহা নহে। বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গা আসিয়া অলকানন্দার সহিত যোগ হইয়াছে, ভাগীরথী এখান হইতে অনেক দূর।

দেবপ্রয়াগ হইতে ১৭ মাইল গমন করিলে শ্রীনগর যাওয়া যায়। শ্রীনগর গাড়য়ালের প্রধান নগর। এখানে সিনিয়র এসিষ্টাণ্ট কমিশনর, তহশীলদার ও মুন্সেফ আছেন; কিন্তু মিঃ এঃ কমিশনর সাহেব সচরাচর পাউড়িতে থাকেন। পাউড়ি শ্রীনগর হইতে ৬। ৭ মাইল উত্তরে, এটী শীতপ্রধান স্থান।

শ্রীনগর অলকানন্দার তীরে অবস্থিত। এখানে নদীর বিস্তার গ্রীষ্মকালে প্রায় ৩। ৪ শত ফিট ও বর্ষাকালে তাহার দ্বিগুণ। নদীর জল অত্যন্ত শীতল। পূর্ব্বে ইহা টীহির রাজার অধিকারে ছিল। পূর্ব্বকালে রাজপরিবারগণ এই স্থানে বাস করিতেন। এখনও রাজঘাট নামে ঘাট ও একটী প্রস্তর নির্ম্মিত রাজবাটী ভগ্নাবস্থায় আছে। বহু অর্থ ব্যয়ে অতি উত্তম শিলাকার্য্যে [illegible] হইয়াছিল এবং [illegible] কে [illegible] আর বাহির স্থান ব্যাপিয়া ছিল। ইহার স্থানে স্থানে চাষ হইতেছে, কেবল অন্দর

যাত্রী ও উৎকোচাগার
বন্দুক আছে। এখন তাহার এক দেশে বাণিজ্যের লোকেরা বাস করিতেছে। শ্রীনগর দীর্ঘে প্রায় এক মাইল হইবেক, প্রশস্তে বোধ হয় তাহার চতুর্থাংশও নহে। অধিবাসির সংখ্যা ৪।৫ শতের অধিক হইবেক। বাজারে নিত্য ব্যবহার্য্য প্রায় তাবৎ দ্রব্যই পাওয়া যায়। বাজারে বেশ্যা অনেক, দুষ্টীর মধ্যেও শুনিয়াছি অনেক গুপ্ত বেশ্যা আছে। নিম্ন শ্রীনগরের লোকেরা অপেক্ষাকৃত সভ্য বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরাও কদাকার নহে। এতদঞ্চলে চরসের ব্যবহার অধিক। উপস্থিত মতে লোকে অন্য নেশাও করিয়া থাকে। আজি কালি শ্রীনগরের ঘরে ঘরে সে তারের বাদ্য শুনা যায়, একটি বাঙ্গালী তত্ত্বচারী ইহার আদি ওস্তাদ। লেখা পড়ার তাদৃশ আলোচনা দেখা যায় না। একটী মিশনরি স্কুল আছে; কিন্তু তাহাতে ভদ্রবিদ্য শিক্ষক নাই। এখানে (এক্ষণে গবর্ণমেণ্টেরই বলিতে হইবেক) একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এটি "গাড়োয়াল পিলগ্রিম ডিসপেন্সারি" নামে খ্যাত। একজন বাঙ্গালী সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এখানে থাকেন। ইহা দ্বারা নিকটস্থ ও দূরবাসী পার্ব্বত্য লোকের এবং যাত্রিগণের বিশেষ উপকার হইতেছে। পাথরী, চক্ষুরোগ, গলগণ্ড হাত পা ভাঙ্গা, জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত অনেক ব্যক্তি এখানে আইসে। এখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর। শীত গ্রীষ্ম অসহনীয় নহে। সামান্য প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রায় তাবৎ পাওয়া যায়। এখানে আম অনেক কিন্তু ভাল আম কম।

এই শ্রীনগরের বৃত্তান্ত উপলক্ষে সমুদায় গাড়য়ালের কয়েকটী রীতি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এপ্রদেশে দিবা রাত্রি সকল সময়ে লগ্ন নক্ষত্র পাইলেই বিবাহ হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ তাহার পত্নীকে গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের মধ্যেও এ প্রথা চলিত আছে। কন্যা বিক্রয় দূষণীয় নহে, এমন কি বিনা পণে প্রায় বিবাহ হয় না। ৩।৪ শত টাকা দিলেই পরমাসুন্দরী ১৭।১৮ বৎসরের কন্যা পাওয়া যায়। বয়ঃক্রম ও রূপ দেখিয়া মূল্য স্থির করা হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। গাড়য়ালের অধিকাংশ স্ত্রীলোক কদাকার নহে, কিন্তু কম্বল পরিধান করে ও অপরিষ্কৃত থাকে বলিয়া কুৎসিত দেখায়। সতীত্বের বড় আদর নাই। ইহারা সরল সত্যবাদী ও সাহসী নহে।

শ্রীনগরের অপর পারে একটী দেবীর মন্দির আছে, স্ত্রীলোকেরা তথায় যাইয়া ফোঁটা ধারণ ও তৈল মাখিলেই বেশ্যা ধর্ম্মে বাপ্তাইজিত হয়।

এখানে নদীতীরের বালুকা হইতে স্বর্ণরেণু বাহির করিতে দেখা যায়। শ্রীনগরের পর পারের পর্ব্বতের নাম ইন্দ্রকিল পর্ব্বত। প্রবাদ আছে যে দেবরাজ ইন্দ্র ইহার উপর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার নিম্নে শ্রীনগর স্থাপিত তাহাকে অষ্টাবক্র পর্ব্বত কহে। এখানে অষ্টাবক্র মুনি তপ করিতেন। এ পর্য্যন্ত ঐ পর্ব্বতের উপর তাঁহার স্থাপিত মহাদেব আছেন, তাঁহার নাম অষ্টাবক্র মহাদেব।

শ্রীনগর হইতে প্রায় ১০ মাইল অন্তরে রুদ্র প্রয়াগ। এখানে মন্দাকিনী আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিলিয়াছে। এই সঙ্গম ঘাটের উপর গঙ্গেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। অলকানন্দার উপরে একটী সেতু থাকাতে লোক জন পরমসুখে গমনাগমন করিতেছে। এইখানে নদীর জল এত শীতল যে আষাঢ় মাসেও স্পর্শ করিতে কষ্ট বোধ হয় এবং নদীতে বড় বড় প্রস্তর থাকাতে স্রোতের এরূপ শব্দ হয় যে, চীৎকার করিয়া না বলিলে পরস্পরের কথা শুনা যায় না।

রুদ্র প্রয়াগ হইতে দুইটী রাস্তা আছে। একটী অলকানন্দার তীর হইয়া বদরিকাশ্রমে ও অপরটী মন্দাকিনীর তীর হইয়া কেদার নাথে গিয়াছে। রুদ্র প্রয়াগ হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে অগস্ত মুনি বা অগস্ত্যাশ্রম। একটী মন্দিরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। রেলওয়ে স্লিপারের কণ্ট্রাক্টর স্মিথ সাহেব এই পর্ব্বত হইতে বহুসংখ্যক স্লিপার প্রস্তুত করাইয়া জলে ভাসাইয়া দেন, হরিদ্বারে সেগুলিকে তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানে স্থানে লোক নিযুক্ত আছে। এ সকল জঙ্গলে শাল গাছ নাই। চীড় বৃক্ষই অধিক। চীড় এক প্রকার দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ, অত্যন্ত তৈলময়, তাহা জ্বলে। ইহারই তৈল বা আঠায় গন্ধবিরোজা এবং আলকাতরা প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন ভূর্জ্জপত্র তেজবল ও অন্যান্য অনেক প্রকার বৃক্ষ দেখা যায়।

মুলতান } (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)
৯।১।৭

মহাশয়! আজ এক মাসের অধিক হইল, আমরা বারুইপুরে নিঃস্ব রুগ্ন ব্যক্তিদিগের রোগ শান্তির জন্য একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছি। ইহাতে বাঙ্গলা, এলিওপেথি ও হোমিওপেথি এই তিন মতেই চিকিৎসা হইয়া থাকে। আমাদিগের বিজ্ঞাপন আর্য্যোদয় সম্পাদক মহাশয় এই তিন মতের চিকিৎসাকে অধিক শ্রম ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনর্থকরী স্থির করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় কিসে জানিলেন যে, আমরা অধিক শ্রম ও অর্থ ব্যয়ে অকৃতার্থ হইব? তিনি অপরের বল না বুঝিয়া যাহা ইচ্ছা বলিয়া ফেলেন কেন? আরও তিনি বলেন, যে পাশ্চাত্যদের দ্বারা চিকিৎসা করাইলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যদের কিসে চিকিৎসা বিষয়ে অজ্ঞ, সম্পাদকের নিকট অস্পষ্ট হইল, আমরা ত বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি কি পাশ্চাত্যদের পরীক্ষা করিয়াছেন? তবে তাঁহার সহসা এক ব্যক্তিকে উপহাস করা যে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই বিবেচনা করুন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্যদের অনেকে ১০।১২ বৎসর বাঙ্গালা চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে এবং এ বিষয়ে এক প্রকার সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের চিকিৎসালয়ে বাঙ্গলা চিকিৎসা উত্তমরূপে চলিতেছে। আর ত্রিবিধ চিকিৎসাও একবিধ চিকিৎসা হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট।

১২৭৮
১৩ এ পৌষ } অনুগত
বারুইপুর } শ্রীরাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী

মফস্বলে স্থানে স্থানে ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার একটী কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া থাকে, ইহার উদ্দেশ্য মফস্বলের বালকদিগের সুবিধা করা, কিন্তু এই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী গুরুতর অনিষ্টকর কুপ্রথা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। মফস্বলের অনেক স্থানে শিক্ষক মহাশয়েরা পরীক্ষা কালীন স্ব স্ব ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন না, এমন কি এই কারণে ক্রমাগত বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয় উত্তম হইয়া থাকে, অন্যান্য বিদ্যালয় তাদৃশ উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয় না। আমরা ভূয়োদর্শন বলে বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছি, এরূপ প্রথা প্রচলন না করিয়া প্রধান স্থানে পরীক্ষার নিয়ম করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নতুবা পরীক্ষাকার্য্য বিড়ম্বনাস্পদ হইয়া উঠিতেছে সন্দেহ নাই। মহামতি ইন্স্পেক্টর মহোদয়েরা বোধ হয় দয়া পরবশ হইয়া বালকদিগের উপকারার্থেই এরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুষ্ঠান দোষে উহা বিকৃত হওয়ায় পাঠশালা শিক্ষক [illegible] মহাশয়দিগের এরূপ কর্ত্তব্য নয়। আমরা শুনিয়া বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইলাম, কোন স্থানের বিদ্যালয়ে এরূপ চমৎকার নীচতা প্রদর্শক হেয় কার্য্য করা গিয়াছে, অতএব এরূপ নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করা ইন্স্পেক্টর সাহেবের অবশ্যই কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, নতুবা ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগের পরীক্ষার গৌরব মাত্র থাকিবে না। পূর্ব্বে যেরূপ জেলায় এক স্থানে পরীক্ষা হইত, তদ্রূপ হইলে কোন আপত্তিই উত্থাপিত না [illegible] হইতে পারে না।

তদ্রূপ অতি দুরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রত্যাশি-দিগেরও পূর্ব্বোক্ত দোষস্পর্শ কি না কে বলিতে পারে? অনেক এক স্থানে অন্য কোন প্রকারের প্রধান স্থানে পরীক্ষা হওয়া নিষ্প্রয়োজন করা। মফস্বলে নানাবিধ কারণ সত্ত্বেও অনুমান হয় প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হইলেও হইতে পারে। অতএব ভরসা করি কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবধান প্রকাশ করিয়া সাধারণের উপকার করিবেন।

এতদ্দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করা আমার ইচ্ছা নয়, বস্তুতঃ মফস্বলের যে সকল স্থানে ছাত্রবৃত্তি মাইনর ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতির পরীক্ষা গৃহীত হয়, তত্তৎ স্থান পূর্ব্বোক্ত কারণ পরম্পরা বিদ্যমানে কখনই পরীক্ষার স্থান স্বরূপে গণ্য হইয়া সেই সকল স্থানে পরীক্ষা হইতে পারে না।

তমলুক } নগণ্য
১৬ ই মা } শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১৬ এ জানুয়ারি।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানার	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ২৫ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ২২ এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৬	১

বহরমপুর ২২এ জানুয়ারি ১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইলস একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা	১০
" " ত্রৈলোক্যনাথ বরাট ও	
" " সদানন্দ মজুমদার—বৃন্দাবনপুর	৫॥
" " শশিভূষণ সাহা—কাটিগোলা	১০
" " জগদিন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী পীরগাছা	১০
" " হরিচরণ গুহ—জামালপুর	১০
" " সর্ব্বেশ্বর ঘোষ—বড়বাগুলি	১০
" দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানবাজার	১০
" " ব্রজনাথ ঝা—দিনাজপুর	৫॥০
" " তারিণীচরণ দত্ত—কুষ্টিয়া	৫॥০
" " কৈলাসচন্দ্র সেন—যশোহর	১০
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজার	১০
সত্যবাদী পাঠ্রী—সম্বলপুর	৬॥
যশোহর সাহিত্যসমাজ	৫॥০

১৮৭২ অব্দের জানুয়ারি (১২৭৮ মাঘ) মাসে যে সকল গ্রাহকের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ হইল।

বগুড়া পবলিক লাইব্রেরি
" " বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা
শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন—বহরমপুর
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক পাতিলপাড়া
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী সেড়খরতপুর
শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ চৌধুরী গোবরডাঙ্গা
" " রাজনারায়ণদাস কোঙর—রোসড়া
" " বৃন্দাবনচন্দ্র রায়—মণিহারিহাটী
" " মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিত্যানন্দপুর
" " ঈশানচন্দ্র ঘোষ মোক্তার তমোলুক
" " কালীচরণ সাহা—কাটোয়া
" " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপরা
" " হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথপুর
" " রামকান্ত মজুমদার চৌধুরী জমীদার ময়মনসিংহ
" " কালীকুমার গুপ্ত—খোজানগরবেড়
" " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—গোড্ডা
" " হরগৌরীপ্রসাদ উকীল ভাগলপুর
" " রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বাসুদেবপুর
" " কামিনীমোহন বসু শিবরামীগ্রাম
" " শৈলেন্দ্রগিরি সন্ন্যাসী জমীদার মাহিগঞ্জ
" " বিহারিলাল শীল—চুঁচুড়া
" " রঘুনাথ মুখুর্য্যা—নওপিলা
" " বিপ্রদাস রায়—তাজহাট
" " যদুনাথ মণ্ডল—বাওয়ালি
" অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁইবাসা
" গুরুপ্রসন্ন দত্ত—হাটিয়ামহাটী
" দীননাথ সেন—[illegible]পাটী হাইস্কুল
" ছুফিরাম [illegible]হাটী

এই পত্র [illegible] সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাংড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৪।

" প্রথমমালা প্রস্তানিখিলদ্রে যশ্মিনঃ সংস্কৃতী অলিমধ্যমী ন স্বীয়মা। "

* বার্ষিক মূল্য ৬ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮। ২৩ এ মাঘ। ইং ১৮৭২। ৫ ই ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫। টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। মোট অর্ডার হুণ্ডী বরাত চিটি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রহণেচ্ছু গণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা }
শঙ্খারিটোলা ৫৮ নং বাটি } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্শন নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারতবর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।৵ দশ আনা মাত্র।

১৮৭২ সাল }
১ লা জানুয়ারি } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মজিলপুর }

চন্দ্রাঙ্গিনী ॥০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ সুশীলা কামিনী ৵০, নং পুং আলয়ে প্রাপ্য

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টট্রীট ১১৪ নং ভবনে, মহাত্মার বাঙ্গালা পাঠশালার ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা পোষ্টেজ ৬০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

কৃষ্ণনগরস্থ সি, এম্, এস, নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একজন প্রধান পণ্ডিতের প্রয়োজন। যাঁহারা সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ২।৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছেন, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং প্রাঞ্জল বাঙ্গালা লিখনে পারদর্শী, তাঁহাদেরই আবেদন আদরণীয়। কর্ম্মকাঙ্ক্ষিগণ কিঞ্চিৎ ইংরাজি ও গণিত শাস্ত্র জানিলে সমধিক আদৃত হইবেন। কর্ম্ম প্রার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র ডাকমাশুল দিয়া ১০ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। মাসিক বেতন আপাততঃ ত্রিশ টাকা।

কৃষ্ণনগর। }
১৮৭২। } গোপাল
প্রিন্সিপাল

১১০৬ নং ৫৪। ৫৫ সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের ঐ খণ্ড ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার হস্তান্তর হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দারজিলিং
৩ রা পৌষ } শ্রীকমলচাঁদ হালদার।
১২৭৮ সাল

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডি-ক্যাল্ জর্ণাল্।

নেটিব্ ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তরি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বহরমপুর প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৫০ পৃষ্ঠা. ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, যাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷৶০। গ্রন্থকার সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলার সিন্দু রপট্টিতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

ভৌতিক সিদ্ধি যোগসাধনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত উহাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

সম্পূর্ণ বাবস্থা বহু চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী গৃহ চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈরাজ মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে বহু রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি আমার লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১৩২ রয় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এককালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৶০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা লালবাজার বেরিনি কোম্পানির বাটিতে ও মৃজাপুর বল্লভপাড়ার চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটিতে শ্রীযুক্ত বাবু কমলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন।

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
প্রণেতা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ঢেক করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটির নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত প্রেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কোং

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। বাঙ্কুড়ায় আমার ডিস্পেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলা এনাটমিকাল প্রেস নং ৬৭ জি. পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইতে মাসুল ৶০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ মাঘ সোমবার।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর যে একটী কুলসম্বন্ধ (অতি শৈশবকালে বিবাহ সম্বন্ধ) আছে, তাহা শাস্ত্র যুক্তি ও লোকব্যবহার সকলেরই বিরুদ্ধ। এরূপ বিবাহ যে বহুল অনর্থের মূল হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সেই অনর্থগুলি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অনেকে সেই অনিষ্ট ভোগ করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যাঁহারা সেই অনিষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাও ইহার পরিত্যাগে অনুরাগী নহেন। ইহার পরিত্যাগ দুরূহ কার্য্য নয়। ইহার পরিত্যাগ করিতে গেলে আপনাদিগের ন্যায় আইনের প্রয়োজন হয় না, আত্মদ্রোহও হইতে হয় না। এ প্রথাটি কৌলিক প্রথা, এই এক বৃথা অভিমানেই কেবল বৈদিকদিগকে বিপথে ঘুরাইতেছে। বিবিধের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধের আচরণ অসৎ প্রতিগ্রহকারীর পদের পান অথবা যখন এ সকল অকার্য্যের সময় পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণ কর না। কেবল এই অসৎ প্রথাটির পরিত্যাগকালেই পূর্ব্বপুরুষ কোথা হইতে আসিয়া স্মৃতিপথে উদিত হন। পূর্ব্বপুরুষেরা যে কিছু কাজ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায়ই নির্দ্দোষ ও অপরিবর্ত্তনীয়, এ সংস্কার যাঁহার নাই অনিষ্টের কারণ। এ প্রথাটী যে নির্দ্দোষ নয়, শাস্ত্র যুক্তি ও লোকব্যবহার সকলে মিলিয়া তাহা কহিয়া দিতেছে

এ দেশে আজ কাল এ প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত অনেক শ্রেণী আছে। বল দেখি, কোন্ শ্রেণীর এ প্রকার বিদ্রূপ অধিক প্রথা দেখিতে পাও? এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, তখন এক কাল ছিল। এখন আর সে কাল নাই। এখন এ প্রথায় বহুতর অনিষ্ট ফল ফলিতেছে। এস্থলে [illegible] একখানি প্রেরিত পত্র অদ্য এ [illegible] উপস্থিত করিবার কারণ। আমরা [illegible]কে কহিতেছি, কেবল লিখন [illegible] ও বাগ্যুদ্ধে কোলাহল হইব[illegible] নাই। যদি কিছু কাজ করিবার ইচ্ছা থাকে, উল্লিখিত প্রথাকে যাঁহাদিগের গর্হিত বলিয়া বোধ হইতাছে, তাঁহারা পুত্র কন্যাদির শৈশব কালে সম্বন্ধ না করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন। এক দৃষ্টান্ত সহস্র উপদেশের অপেক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ী হয়।

—:০:—

আমরা আহ্লাদিত হইয়া সাধারণের গোচর করিতেছি, কাশীরাজ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাচরণ তর্করত্ন একটী মহৎ ও মহৎ অনু[illegible]য়াছেন। তিনি যে বিষয়ের ভার গ্র[illegible] উদ্যত হইয়াছেন, আমরা জানি তাহা সম্পন্ন করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। তাহা সম্পাদিত হইলে আর্য্য জাতির একটী মহৎ ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে। সাধারণে তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। অনুষ্ঠানটি কি, তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার লিখিত পত্রের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।"

"এক্ষণে আর্য্যজাতির উন্নতি বিশেষ দর্শন করিয়া আমি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের মর্ম্ম সকল প্রকটন করিয়া সমাজকে উপাসনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি। কেন না এক্ষণকার মহাত্মাদিগের মধ্যে অনেকেই অধ্যাত্ম বিষয় সকল [illegible] অবগত হইয়াছেন অতএব আর্য্য দেশীয় প্রাচীন ঋষিদিগের উদ্ভাবিত অধ্যাত্ম বিষয় দর্শন করিলে কে না সন্তোষ লাভ করিবেন? আমারও এ কোন বিষয়ে পক্ষপাতিতা নাই, উত্তম বোধ হইলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাহার অনুগামী হইবেন, এই দর্শনশাস্ত্র সামান্য বিষয় নহে। ইহা ভুবনবিখ্যাত আর্য্যপ্রবরদিগের অনন্যসুলভ অর্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা, জ্ঞানোন্নতির চরম সীমা, নীতিনৈপুণ্যের মহোদধি, বিবেচনীয়ের সার পদার্থ, আর্য্য দেশের মহারত্ন এবং আর্য্যদিগের পৈতৃক ধন, কিন্তু উক্ত সমস্ত বিষয় প্রাচীন দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ, অধুনা সংস্কৃত বিদ্যারও তাদৃশ প্রচার নাই, এ জন্য আমি দর্শন সংগ্রহ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে প্রচলিত বঙ্গীয় সাধু ভাষার সহিত সটীক বেদবেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল বৈশেষিক গৌতম জৈন প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন সকল আটপেজি ফরমার আট ফরমে প্রতি মাসে এক এক খানি মুদ্রিত হইবে ....."

—০—

মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ্যখানি ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়া যাবতীয় মিউনিসিপালিটি ও সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছেন। যে স্থানের অর্দ্ধেক লোক কৃষিজীবী তথায় এই আইন প্রচলিত হইবে না। দুই প্রকার মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইতেছে। প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি প্রধান প্রধান নগরে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি ক্ষুদ্রতর স্থানে স্থাপিত হইবে। মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের সংখ্যা নিরূপিত করা উচিত নহে। কি প্রকার লোককে কমিশনর করা হইবে ৯ ধারাতে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল সীমা মধ্যে যাহার কোন সম্পত্তি না থাকিবে অথবা যিনি তথাকার অধিবাসী না হইবেন, এবং মিউনিসিপাল কর না দিবেন, তাঁহাকে কমিশনর করা হইবে না, এই রূপ নিয়ম করা একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডে এই নিয়ম আছে। তিন বৎসরের পরে কমিশনরের পরিবর্ত্ত করা হইবে, এ নিয়মটী আমাদিগের অনুমোদনীয় নহে। মিউনিসিপাল প্রণালী নূতন স্থাপিত হইয়াছে। সকল বিষয় বুঝিতে অন্ততঃ দুই বৎসর লাগিবে। এক ব্যক্তি দুই বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম হইলেন, অমনি তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইল, এটী পরামর্শসিদ্ধ নহে। আমাদিগের মতে কার্য্য কালের সীমা পাঁচ বৎসর করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি সভ্য সাধারণ লোক দ্বারা মনোনীত হইবেন, এ ব্যবস্থাটী উত্তম হইয়াছে। ১৩ ধারার প্রতি আমাদিগের আপত্তি আছে। মাজিষ্ট্রেট সভাপতি হইবেন এ নিয়মটী ভাল নহে, মাজিষ্ট্রেট সভাপতি হইলে যাহা মনে করিবেন তাহাই হইবে। নগরের যাবতীয় রাস্তা মিউনিসিপাল সম্পত্তি, এ বিষয়ে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, যে সকল রাস্তা সরকারী তাহার কিয়দংশ মিউনিসিপাল সীমা মধ্যে পতিত হ[illegible] ঐ অংশের সংস্কার মিউনিসিপা[illegible] দ্বারা হইবে? তাহা হইলে যে কার্য্য সাধারণ ধনাগার হইতে [illegible] কর্ত্তব্য, তাহা স্থানীয় ফণ্ড হইতে করা হইল, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতির এই দোষের নিমিত্ত সাধারণ অসন্তোষের বৃদ্ধি হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুদার রাজনীতি অবলম্বন না করেন ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। ১৮ ধারানুসারে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি মিউনিসিপালিটির হস্তে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, সাধারণ ধনাগার হইতে

যে টাকা ঐ সকল বিষয়ে দেওয়া হইতেছিল, তাহা দেওয়া হইবে কি না? কমিশনরেরা অন্ততঃ দুই বার সভা করিবেন, যদি এরূপ বন্দোবস্ত করা হয় তাহা হইলে অনেক উপযুক্ত লোকের সাহায্য পাওয়া যাইবে না। মনে কর, এক ব্যক্তির বাটী হুগলীতে, তিনি ভবানীপুরে থাকিয়া প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতি করেন। রবিবারে কাজ হইতে পারে না, অন্য বারে এই সকল লোকে কি মাসে দুইবার কার্য্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন? আমাদিগের মতে দুই মাসের মধ্যে এক বার সভা করিলে ভাল হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে বিশেষ সভা হইবে। কৃতবিদ্য উপযুক্ত লোকেরা মিউনিসিপাল বিষয়ে হস্তার্পণ করেন, কাম্বেল সাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা। কিন্তু মাসে দুইবার সভায় যাইতে না পারিলে কমিশনরকে পদচ্যুত হইতে হইবে, এ নিয়ম হইলে সে অভীষ্ট সাধিত হইবে না।

বিলের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম প্রকরণে সাত প্রকার করের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম সম্পত্তি ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর ধার্য্য হইবে। দ্বিতীয়, বাটীর ভাড়া (শত করা ৭।০ টাকার হিসাবে)। তৃতীয় গাড়ী, অশ্ব, ও হস্তির উপরে কর। চতুর্থ ব্যবসায়, পঞ্চম পর্ব্ব সংক্রান্ত ভিন্ন আর যাবতীয় প্রকারের উৎসব, ষষ্ঠ মিউনিসিপাল সীমায় যে সকল দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিবে, সপ্তম যে সকল শকট ও বলদ প্রভৃতি অন্য স্থান হইতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহার উপরে কর স্থাপিত হইবে। এই সাত প্রকার করই এক কালে স্থাপিত হইবে না; কিন্তু মিউনিসিপাল কমিশনরেরা ইচ্ছা করিলে ইহার কয়েকটী লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অনুমতি ক্রমে স্থাপন করিতে পারিবেন। [illegible] যে অচির কাল মধ্যে সকল প্রকার কর স্থাপিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এদেশের বণিক শ্রেণী ইনকম টাক্স ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কর প্রায় দেন না। ক্ষুদ্রতর ব্যবসায়িগণ প্রায় কর হইতে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু দরিদ্র কৃষকগণকে কর দিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাহাকে অকটরাই কর বলে, তাহা এদেশে চলিতে পারে না। মৌলবী আবদুল লতিফ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কর স্থাপন সম্বন্ধে যদি সাধারণকে আপনাদিগের স্বার্থ রক্ষা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোন প্রকার অতিরিক্ত কর করিবার পূর্ব্বে কমিশনরদিগকে নগরবাসিগণের মত লইতে বলা কর্ত্তব্য। অধিকাংশ লোকের যদি মত হয়, লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অনুমতি অনুসারে তাহা স্থাপিত হইবে। এরূপ না করিলে ভয়ানক অত্যাচার হইবে। আমাদিগের আর একটী বক্তব্য এই, উপনগর প্রভৃতি স্থানের ন্যায় পল্লীগ্রামে যেন বাটীর ভাড়া ধরিয়া কর ধার্য্য করা না হয়।

উপসংহারে আর এক বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক হইল। মৌলবী আবদুল লতিফ উপনগরের নিমিত্ত পৃথক আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, উপনগর ও কলিকাতা প্রায় সমান। আমরা বার্গেড সাহেবের সহিত একবাক্য হইয়া বলি [illegible]ব্যবস্থা সঙ্গত নহে। উপনগরে [illegible] লোকের বাস। কলিকাতার সহিত উপনগরের তুলনা [illegible]রে না।

খোকা সম্প্রদায়[illegible]

পাঠকগণ খোকা[illegible] কথা অনেকবার শুনিয়াছেন। [illegible]ক নামক এক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। এটী শিখ ধর্ম্মেরই অবান্তর সম্প্রদায়। তাঁহার শিষ্যেরা সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি [illegible] সম্প্রদায়ের প্রাবল্যে [illegible] উদ্দেশ্য আছে কি না? যখন [illegible] সম্বন্ধে তাহার অনুসন্ধান হয় [illegible] স্থাপন ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ও পুলিস ইহাদিগের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট [illegible] নহেন। খোকারা এপর্য্যন্ত কোন প্রকার আইন লঙ্ঘন করে নাই; সুতরাং উক্ত সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধন অভিপ্রেত হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে সে চেষ্টা করিতে পারেন নাই। কিন্তু খোকাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা নিবন্ধন পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।

জ্ঞানসিংহ নামে একজন খোকা অমৃতসরের কসাইদিগের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। এ ব্যক্তির ফাঁসী হওয়াতে খোকারা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছে। গত ১২ ই জানুয়ারি খোকাদিগের একটী মেলা হয়। তথায় তাহারা রাম সিংহের নিকটে প্রস্তাব করে, যে জ্ঞান সিংহের মৃত্যুদণ্ডের বৈরনির্য্যাতন করা কর্ত্তব্য। রামসিংহ তাহাতে অসম্মত হইয়া পুলিসে সংবাদ দেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টর খোকাদিগকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পর দিবস বৈকালে প্রায় দুই শত খোকা (স্ত্রীলোক ও শিশুগণও তন্মধ্যে ছিল) মলধ নামক এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া কয়েকজনকে হত্যা করে, কিন্তু তত্রস্থ লোকেরা সমবেত হইয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। কয়েকজন খোকা বন্দীভূতও হয়। তৎপরে খোকারা মালিংকোটলা দুর্গে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারিকে বধ করে; কিন্তু চতুর্দ্দিকে সংবাদ যাওয়াতে পুলিস তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। কয়েকজন খোকা হত এবং

বিস্তর লোক বন্দীভূত হয়। অবশিষ্ট কোকারা পাতিয়ালার পলায়ন করে, কিন্তু রাজার লোকেরা সকলকে ধৃত করিয়াছে। পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সংবাদ পাইবামাত্র দিল্লীর শিক্ষা শিবির হইতে কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে শান্তি স্থাপিত। কোকাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত একজনও সৈনিকের প্রয়োজন হয় নাই। দেশবাসী ও পুলিস হইতে সমুদায় কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক, কি নিমিত্ত যে রামসিংহ ও তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যকে ধৃত করিয়া আলাহাবাদের দুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রামসিংহ প্রথমাবধি রাজনীতি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। গোলযোগের পূর্ব্বে তিনি পুলিসে সংবাদ দিয়াছিলেন। স্থানীয় পুলিস কোকাদিগকে কেবল একটী গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিয়া যদি তাহাদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লইতেন, তাহা হইলে যে কিছু শোণিতপাত হইয়াছে তাহাও হইত না। রামসিংহ সাধ্যানুসারে গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছেন। তথাপি কি নিমিত্ত তাঁহাকে রুদ্ধ করা হইল? ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন আছে সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সীমা নাই? কোকাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয় এই অভিপ্রায়ে যদি রামসিংহকে রুদ্ধ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। যে ব্যক্তি গোলযোগের পূর্ব্বে শান্তিরক্ষকদিগকে সংবাদ দেন, তাঁহা হইতে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। এই ফল দর্শনে ভবিষ্যতে কেহই এরূপ সাধু চেষ্টায় অগ্রসর হইবেন না। এতদ্ভিন্ন আরও ধৃত করিবার অব্যবহিত

৫০ জন কোকাকে কামানে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বহিষ্কৃত প্রণালীর পক্ষপাতী, তাঁহারা এরূপ কার্য্যের প্রশংসা করিতে পারেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত বন্ধুগণ ইহাতে দুঃখিত হইয়াছেন। দোষীর দণ্ড দানে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড করা যাহার পর নাই অন্যায়। কোকারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার উদ্দেশে গোলযোগ করিয়াছিল এটি সম্ভাবিত নহে। উহাদের সংখ্যা ও তিন শতের অধিক নয়। ইহার মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল। এই মুষ্টি পরিমেয় লোকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে কোন্ বিবেচক ব্যক্তি এরূপ মনে করিতে পারেন? ইংলণ্ডীয় আইনে ইহা রাজদ্রোহিতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষীয় আইন অনুসারে ইহা দস্যুতার অপর নাম মাত্র। আর বিদ্রোহী হইলেও কি বিনা বিচারে দণ্ডদান ন্যায়সিদ্ধ? কাবুলে এত গোলযোগ তথাপি কমিটেনিট বন্দীগণের বিচার হইয়া দণ্ড হইতেছে। এরূপ আচরণ দর্শনে গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের ভক্তি বিচলিত হয়। যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন আমাদিগের অভীষ্ট

আর্য্যজাতির ধর্ম্মনীতি।

আর্য্যশাস্ত্রকারেরা আর্য্যজাতিকে ধর্ম্মনীতিনিষ্ঠ করিবার যে অদ্ভুত উপায় কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা গানে উদ্যত না হয়? তাঁহারাই ধর্ম্মনীতির যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারাই উহার উপযোগিতা [illegible] ছিলেন [illegible] আত্মার প্রবল রিপুকে কি ইহকাল কি পরকাল কোন কালেই শ্রেয়োলাভ হয় না। ধর্ম্মনীতির উপদেশ প্রতিপালন সহজ কর্ম্ম নয়। উহার প্রতিপালন করিতে গেলে কেবল যে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এরূপ নয়, স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাঘাত জন্মে। মানুষ স্বেচ্ছামত ব্যবহারই ভাল বাসে। স্বেচ্ছা সদৃশ ব্যবহারের ব্যাঘাত জন্মিলেই কষ্ট হয়। কষ্ট স্বীকার মানুষের কোনক্রমেই অভীষ্ট নয়। ধর্ম্মনীতি মানুষের সেই স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহারের প্রতিরোধিনী। সুতরাং উহার প্রতি মানুষের সহজে অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন। মানুষের প্রবল ইন্দ্রিয় বিকারের বিষয়ও তাঁহাদিগের অবিদিত ছিল না। অতএব কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ নিজ ইচ্ছার নিরোধ করিয়া [illegible]তির সম্মাননা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, আর্য্যশাস্ত্রকারেরা তদন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, মানুষ সুখের প্রতি একান্ত আসক্ত। সম্মুখে সুখকর বিষয় উপস্থিত হইলে মানুষ ইন্দ্রিয় বেগের বশীভূত হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হয়; কিন্তু সুখ যেমন প্রীতিকর পদার্থ, দুঃখ তেমনি একান্ত বিদ্বিষ্ট। অতএব এরূপ উপায় বিধান আবশ্যক যে লোক ভাবী গুরুতর দুঃখ ভয়ে ধর্ম্মনীতির অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়া সুখে আসক্ত না হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা জীবাত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি, শুভাশুভ কর্ম্মফলে উত্তমাধমজন্মলাভ এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়া গিয়াছেন। অন্য অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধকারির মৃত্যুর পর কেবল যম যাতনার ভয় প্রদর্শন করিয়া বিরত হইয়াছেন। কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম তাহাতে সন্তুষ্ট হ

নাই। আর্য্যধর্ম্ম বলেন, ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ আচরণ করিলে জন্মান্তরেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। সে ফল সামান্য প্রকার নয়। আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মত এই, রাজযক্ষ্মাদি যে সমস্ত দুশ্চিকিৎসনীয় রোগ ভোগ হয়, তাহা জন্মান্তরকৃত পাপের ফল। এই সমস্ত সম্মুখে দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তির ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মনীতির নিয়মভঙ্গে প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা আছে? কেহ কেহ কহেন আর্য্য শাস্ত্রকারেরা প্রায়শ্চিত্তের যে বিধি দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পাপক্ষয় স্থূল করিয়া ধর্ম্মনীতি বন্ধন শ্লথ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত বিধির বিশেষজ্ঞ নহেন। শাস্ত্রে উহার যে প্রকার বিধি আছে, যথোচিতরূপে তাহার অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, তাহার বিষয় চিন্তা করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

ভগবান মনু কহিতেছেন, এই জীব যে যে কর্ম্মদ্বারা ক্রমে এই জগতে যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, আপনারা সে সমুদায়ে অভিধান করুন। মহাপাতকিরা বহু বৎসর ঘোর নরক ভোগ করিয়া এই সংসার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম হত্যাকারী কুক্কুর শূকর গো পক্ষ্যাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে (১)। কর্ম্মবিপাকে পাপ শব্দের এই ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে যে কর্ম্মদ্বারা মহাঘোর নরকে পতন হয় তাহাকে পাপ বলা যায়। পাপ কর্ম্মে দুঃসহ অনেক দুঃখ আছে, অতএব পাপ করা কর্ত্তব্য নয়। উহাতে কেবল আপনারাই কষ্ট হয়। জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অশেষবিধ নরক ভোগ করিয়া অবশেষে পৃথিবীতে গমন করে। সেখানে কুক্কুরাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ প্রত্যেক নরক ভোগ করিয়া শেষে মনুষ্য জন্মলাভ হয়। জীব মনুষ্য জন্মে মনুষ্যের ব্যাধি লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া পরিজ্ঞাপিত হয়। পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ জীবকে ব্যাধিরূপে ক্লেশ দিয়া থাকে। মন্ত্র দান দেবপূজাদি দ্বারা তাহার শান্তিকরা কর্ত্তব্য কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া কোন ফল করিবে না। এই কর্ম্ম বিপাক গ্রন্থে ভৃগু ভরত সংবাদ আছে। ভরত রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কর্ম্মদোষে কাশ রোগ জন্মে? ভৃগু বলিলেন কাশ রোগ পাঁচ প্রকার। যে কর্ম্মদোষে যে প্রকার কাশ রোগ হয়, আমি তাহা বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি। যে ব্যক্তি দারুণ মিথ্যা অপবাদ দিয়া অন্যকে জ্বালা প্রদান করে, তাহার পিত্ত প্রকোপ জন্য কাশ রোগ জন্মে। যে ব্রাহ্মণের আশ্রম পীড়া দেয়, তাহার বাতপ্রধান কাশ হয়। যে জলাশয়ের অনিষ্ট করে, তাহার শ্লেষ্মকাশ জন্মে। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবকে ভিন্নভাবে দেখে, সে সান্নিপাতিক কাশরোগগ্রস্ত হয়। যে যজ্ঞাতিরিক্ত স্থলে পশু হনন করিয়া তাহার মাংস ভোজন করে, সে কর্ম্ম দোষোদ্ভব কাশ রোগে পীড়িত হইয়া থাকে। (২)

(২) নরকাদ্যো মহাঘোরে পতনাৎ পাপ উচ্যতে। তস্মাৎ পাপস্য দুঃখানি তীব্রাণি সুবহূনি চ। তস্মাৎ পাপং ন কর্ত্তব্যমাত্মপীড়াকরং যতঃ। কর্ম্মানুসারি নরকং ভুক্ত্বা শেষং প্রজায়তে। ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা তু যামীস্তা যাতনা নরকেষু চ। প্রত্যেকং নরকং ভুক্ত্বা মানুষত্বং প্রপদ্যতে। ব্যাধিলক্ষণং সর্ব্বং সংপ্রাপ্য পরিজ্ঞাপ্যতে। পূর্ব্ব জন্মকৃতং পাপং ব্যাধিরূপেণ বাধতে। তস্যোপশমনং কার্য্যং মন্ত্রদানার্চ্চনাদিভিঃ। প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা তু ন তুষ্যেৎ কর্ম্ম [illegible]। ভৃগুরুবাচ। কাশব্যাধিঃ পঞ্চবিধো জায়তে যেন কর্ম্মণা। তদহং বিস্তরাৎ বক্ষ্যে পূর্ব্বকর্ম্মবশাৎ যতঃ। যেন দত্তো [illegible] মিথ্যাপবাদঃ [illegible] সুদারুণঃ। পিত্তপ্রকোপতঃ কাশস্তস্য সঞ্জায়তে ধ্রুবম্। ব্রাহ্মণাশ্রমপীড়াং যঃ করোতি তস্য বাতজঃ। জলাশয়বিনাশকৃত্। ব্রহ্মবিষ্ণু শিবং যস্তু ভিন্নভাবেন পশ্যতি। সন্নিপাতজকাসাৰ্ত্তো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। অযজ্ঞে পশুং হত্বা যো মাংসং ভুঙ্‌ক্তে নরাধমঃ। কর্ম্মদোষোদ্ভবঃ কাশস্তস্য স্যাদ্ভৃশদুঃখদঃ। কর্ম্মবিপাকঃ।

নির্দিষ্ট হইয়াছেন, চরিত্র গুণে উৎকৃষ্ট এবং চরিত্র দোষে নিকৃষ্ট যোনিতে জীবের জন্ম লাভ হয়। ভগবদ্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এ শারীরক ভাষ্যে (৩) প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু সর্ব্বত্র আর্য্য শাস্ত্রকারের মত এই, জীব শুভাশুভ কর্ম্মবলে শুভাশুভ যোনিতে জন্ম লাভ করে।

(৩) চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ (বেদান্ত সূত্রং) অথাপি স্যাৎ যা শ্রুতিঃ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ ইতি সা খলু চরণাৎ যোনিমাপত্তিং দর্শয়তি, নানুশয়াৎ। অন্যচ্চরণমন্যোহনুশয়ঃ। [illegible] শীলমিত্যনর্থান্তরং। অনুশয়স্তু ভুক্তফলাৎ কর্ম্মণোহতিরিক্তং কর্ম্মাভিপ্রেতং। শ্রুতিশ্চ কর্ম্মচরণে ভেদেন ব্যপদিশতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতীতি যথাচরণাদি। তস্মাৎ চরণাদ্যোনিরিতি চেন্নৈতৎ [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যো মন্যতে। আচারকাণ্ডিকৈর্ম্মতং। [illegible] কস্মাৎ পুনঃকর্ম্মণ্যেব শৌচং শীলং বিহায় লাক্ষণিকোহনুশয়ঃ প্রত্যাখ্যায়তে। নতু শীলবৈধ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ চরণস্যেতি যদি সদাচারহীনঃ কশ্চিদপি ক্রতুঃ [illegible] আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্য নানর্থক্যং ইত্যাদি শারীরকভাষ্যং।

(১) যাং যাং যোনিন্তু জীবোঽয়ং যেন যেনেহ কর্ম্মণা। ক্রমশো যাতি লোকেঽস্মিংস্তৎ সর্ব্বং নিবোধত। বহূন্ বর্ষগণান্ ঘোরান্ নরকান্ প্রাপ্য তৎক্ষয়াৎ। সংসারান্ প্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান্। শ্বসূকরখরোষ্ট্রাণাং গোঽজাবিমৃগপক্ষিণাম্। চণ্ডাল পুক্কসানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি। মনু সংহিতা।

[illegible] বিবেচনা করিয়া দেখুন, [illegible] ঋষিদিগকে [illegible] কেমন [illegible] [illegible] করিয়া দিয়াছেন। উৎকৃষ্ট [illegible] মাত্র উৎকৃষ্ট জন্মলাভে হয়, মনুষ্য [illegible] এই ইচ্ছা। এ ইচ্ছা [illegible] জন্ম গ্রহণ করিয়া কি ব্যাধির দুঃখ, কি পীড়ার কষ্ট, কি অনা-দির ক্লেশ পাইতে না হয়, এ ইচ্ছাও অনৈসর্গিক নহে। এই বিবেচনা করিয়াই আর্য্য শাস্ত্রকারেরা জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি প্রকৃতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। একবার একটী কুকর্ম্ম করিয়া জন্মান্তরে [illegible] যে শর্করাদি জন্য [illegible] আজীবন ক্লেশ ভোগ, তাহার পর মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া [illegible] রোগের অনন্ত যন্ত্রণাভোগ কি মহা ব্যাপার? চেতনাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি এই সাংঘাতিক কর্ম্ম পীড়ায় [illegible] হইতে পারেন? এই কথা [illegible] মনে করিয়া মানুষ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় ছিল।

যাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত বিধিকে অন্ত-র্নিহিত নিরর্থক কার্য্য ও ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনের অন্যতর উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জনার্থ কয়েকটী প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে, তাঁহারা দেখুন প্রায়শ্চিত্তের উপযোগিতা আছে কি না। ঋষিরা প্রায়শ্চিত্ত শব্দের এই প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, প্রায়স্ শব্দে তপঃ চিত্ত শব্দে নিশ্চয়। ইহা হইতে নিশ্চয় পাপক্ষয় হইবে, এই সংস্কার [illegible] যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহারই নাম প্রায়শ্চিত্ত (৪)। হারীত [illegible] করিয়াছেন, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পাপ [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত (৫)। আর্য্য ঋষিরা [illegible] [illegible] ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৬)। [illegible] পাপের এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিহিতের অনুষ্ঠান না করা, নিষিদ্ধের আচরণ করা এবং ইন্দ্রিয়গণকে দমনে না রাখা এই কয় কারণে মানুষ পাপগ্রস্ত হয় (৭)। মনু বলেন, মানুষ নিজ দোষ [illegible] অনুতাপ, [illegible] ও বেদাধ্যয়ন এই সকল কার্য্য দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয় (৮)। সেই প্রায়শ্চিত্ত প্রাজাপত্য কৃচ্ছ্র, অতি কৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, পরাক সান্তপনাদি ভেদে অনেক প্রকার (৯)। মনু প্রাজাপত্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন ! তিন দিন প্রাতঃ কালে ও তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে, পশ্চাৎ তিন দিন উপবাসী থাকিবে। ব্রহ্মপুরাণ কৃচ্ছ্র, [illegible] এই লক্ষণ করিয়া [illegible], এক দিবস প্রাতঃ দিনে সায়ং [illegible] [illegible] [illegible] (১০)।

[illegible] এই প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যদি সুরাপান করে, তাহাকে তাহারি [illegible] যে [illegible] থাকিবে, সেই পাপ [illegible] [illegible] [illegible] অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিতে হইবে। তদ্দ্বারা শরীর দগ্ধ হইলে পর তাহারা পাপমুক্ত হইয়া [illegible] [illegible] এই মতের অনুমোদন [illegible] [illegible]। মনু গুরুদারগামীর যে [illegible] [illegible] ব্যবস্থা দিয়াছেন, [illegible] পাপ প্রায়শ্চিত্তেই [illegible] যে [illegible] গমন করে, তাহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাপের কথা [illegible] [illegible] লৌহময়ী স্ত্রী মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া তপ্ত লৌহের শয্যায় শয়ন করিতে হইবে, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইলে সে শুদ্ধ হইবে (১১)।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন শাস্ত্রকারেরা পাপের যে [illegible] [illegible] প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন, তাহা [illegible] অপেক্ষা প্রায়শ্চিত্তের ধর্ম্মনীতি, [illegible] অধিকতর উপযোগিতা হইয়াছে কি না? [illegible] নরক অথবা পরকালের, ইহ কালের নহে। [illegible] এখনকার [illegible] মনে কুতর্ক উপস্থিত হইয়া পরকাল নাই এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

---

(৪) প্রায়শ্চিত্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]।

(৫) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। হারীতঃ।

(৬) [illegible] প্রবৃত্তিকং কর্ম্ম উপচিতং [illegible] পাপং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।

(৭) বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(৮) খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ। পাপকৃন্মুচ্যতে পাপাত্তথা দানেন চাপদি। মনুসংহিতা।

(৯) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] বিশুধ্যতে। [illegible]।

(১০) অথ প্রাজাপত্যাদিব্রত [illegible] [illegible]। [illegible] প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং [illegible] [illegible]। [illegible] পরঞ্চ [illegible] [illegible] [illegible]। ব্রহ্মপুরাণং [illegible] কৃচ্ছ্র [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] কালে [illegible] সায়ং [illegible] [illegible] [illegible]। প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ।

(১১) সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ। তয়া সকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ। মনুসংহিতা। সুরাপানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

গুরুতল্পাভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে। সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্যেন্মৃত্যুনা স বিশুধ্যতি। মনুসংহিতা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

যাহার এপ্রকার সিদ্ধান্ত হইবে, তাহার পক্ষে নরকভয় অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে প্রায়শ্চিত্ত জন্য ক্লেশভয় অকিঞ্চিৎকর নয়। যাহার ধর্ম্মভয় নাই, তাহাকে লোক ভয়েও প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইত। প্রায়শ্চিত্ত ক্লেশ সামান্য ক্লেশ নহে। সামান্য সুখের অনুরোধে ধর্ম্মনীতি লঙ্ঘন করিয়া এই দুস্তর ক্লেশ সাগরে ঝাঁপ দেওয়া কি সহজ কাণ্ড? কেবল জল পান করিয়া থাকা কি সহজ কাজ? ইদানীন্তন কালের লোকেরা এ কষ্ট স্বীকার করিতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা কার্ষাপণাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। এতদ্দ্বারা বন্ধন ধর্ম্মনীতির বল হ্রাস হইয়াছে। এখন প্রায়শ্চিত্তকে আর কেহ তাদৃশ ক্লেশাবহ জ্ঞান করেন না।

এদেশে যে দলাদলি প্রথা আছে, তাহারও মূল ধর্ম্মনীতি। সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া পাপিকে পাপপ্রবৃত্তি হইতে নিবর্ত্তিত করাই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এদেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ এ অংশেও বহু বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন মূর্খতাদি নানা কারণে মিথ্যাবাদী অন্যায়কারী অত্যাচারীর সংসর্গ পরিত্যাগার্থ দলাদলি করা হয় না। তাপসী রাজা দুষ্মন্তকে ধর্ম্মদারত্যাগী বলিয়া তাঁহার প্রতি যেরূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এখন যদি সেইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধকারির প্রতি সকলে ঘৃণা প্রদর্শন করেন, পাপক্রিয়া সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় সন্দেহ নাই।

যাহারা চোর মহাপাতকী ক্লীব ও নাস্তিকবৃত্তি মনু তাহাদিগকে দৈবপিতৃকার্য্যে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১২)।

(১২) যে স্তেনপতিত ক্লীবা যে চ নাস্তিক বৃত্তয়ঃ। তান্ হব্যকব্যয়োর্বিপ্রাননর্হান্ মনুরব্রবীৎ। মনুসংহিতা। পাতকো মহাপাতকাদি [illegible] ব্রহ্মহত্যা [illegible] (চৌর্য্যং) গুরুতল্পগঃ। মহান্তি পাতকান্যাহুঃ [illegible] মনুসংহিতা।

প্রেরিত।

আমরা কয়েক বৎসরকাল দেখিতেছি, মফস্বলের জমীদারেরা বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি হিতকর বিষয়ে দিন দিন অধিকতর ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু রাজধানী ও তাহার নিকটস্থিত জমীদারেরা সেই সেকালের ন্যায় কেবল অর্থশোষক রহিয়াছেন। মফস্বলের জমীদারেরা আপন আপন জমীদারিতে বাস করেন; তাঁহারা সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করেন, সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে [illegible]মীর কর্ম্মচারিদিগের নিকটে যাইতে হয়। অতএব কতক কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে এবং কতক চক্ষু লজ্জায় তাঁহারা সাধারণ বিষয়ে ক্রমশ অধিকতর ব্যয়শীল হইতেছেন। আমরা অদ্য এক ঘর জমীদারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, যাঁহারা কখন কাহারও কোন উপকার করেন নাই।

বারাসত উপবিভাগের মধ্যে আনরপুর পরগণা প্রধান; নিজ বারাসত আনরপুরের অন্তর্গত। খড়দহের বিশ্বাসেরা এই বিস্তীর্ণ সম্পত্তির অধিকারী। প্রায় ৭০ বৎসর অর্থাৎ তিন পুরুষ অতীত হইল, তাঁহারা এই জমীদারী ক্রয় করিয়াছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত সাধারণ উপকার হয় এমত কোন কার্য্য করেন নাই। মহারাণী স্বর্ণময়ী, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাণী শরৎসুন্দরী, ৺ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি জমীদারদিগের জমীদারীতে গমন করিলে জমীদারের স্থাপিত বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি দৃষ্ট হয় কিন্তু আনরপুর পরগণার (এই পরগণা ঘুরিয়া আসিতে হইলে অন্ততঃ এক সপ্তাহ লাগে) যেখানে যাইবে জমীদারের একপ একটী কীর্ত্তি দেখিতে পাইবে না। মারী ভয় হইল, পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ মধ্যবিত্ত লোকেরাও চাঁদা দিলেন; অন্য অন্য স্থানের লোকেরা সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিশ্বাস জমীদারদিগের নিকটে আবেদন করা হইল, কিন্তু এক পয়সা পাওয়া গেল না। বারাসতের দাতব্য চিকিৎসালয়ের বাটীটি জয় হওয়াতে চাঁদা আরম্ভ হইল। যাহারা সামান্য সরকারসিরি করিয়া দিনপাত করেন, তাঁহারা ও দোকানদারেরা পর্য্যন্ত চাঁদা দিলেন, জমীদারকে বলা হইল, তিনি এক কপর্দ্দক দিলেন না। ট্রেবর সাহেব হইতে বারাসতের অনেক উপকার হইয়াছে। তাঁহার স্মরণার্থ যে বিদ্যালয়টী আছে, তাহার একটী ভাল পাকা বাটীর প্রয়োজন। যে সকল লোকের মাসিক ১৫০ টাকার অধিক আয় নয়, তাঁহারাও অন্ততঃ ৫০ টাকা চাঁদা দিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর বারাসতের সহিত কোন সংস্রব নাই, তথাপি তিনিও ৩০০ টাকা দিলেন। কিন্তু খড়দহের জমীদারেরা কোন সাহায্য করিলেন না। গত দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্নহীন কৃষকদিগকে সাহায্য না করিয়াছিলেন এরূপ জমীদার মফস্বলে নাই কিন্তু খড়দহের বিশ্বাসেরা এক কপর্দ্দকও দেন নাই। সাধারণ উপকারের ত এই [illegible] এক্ষণে এই জমীদারদিগের হইতে যে সমস্ত অপকার হইতেছে তাহার কিছু বর্ণন করা আবশ্যক। যে সুখাবতীর স্রোত রোধের জন্য সোমপ্রকাশে সর্ব্বদা আক্ষেপ করা হয়, বিশ্বাস জমীদারেরা তাহার কারণ। নদীর স্রোত বন্ধ করিয়া তাঁহারা মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী করিয়া মৎস্যের জমা দিয়াছেন। গ্রাম সমূহের জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়াছে। কোঁড়ার বিল প্রভৃতি বড় বড় উর্ব্বর ময়দান বারমাস জলময় রহিয়াছে বিস্তর ব্রহ্মোত্তরবৃত্তি ভোগী নিরন্ন হইয়াছেন। কৃষকেরা বিস্তর পরিশ্রম করিয়াও এক শিষ ধান্য পাইতেছে না। কিন্তু জমীদারেরা গা নাড়েন না। নদীর গর্ভে বিস্তর পুষ্করিণী হওয়াতে বিস্তর জলকর আসিতেছে। এদেশে জলকরের আইন এই, এক বিলে যদি ১০,০০০ বিঘার মধ্যে ৯৯৯৫ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ও পাঁচ বিঘা মালের জমী থাকে, জলকর জমীদারের হইবে। ইংলণ্ডের (কেবল ইংলণ্ডের কেন? সকল সভ্য দেশের) আইন ইহার বিপরীত। ভূমি যাহার পতিতাদিও তাঁহার। বিশ্বাস জমীদারেরা কলিকাতার নিকটে থাকেন; তাঁহারা আইন জানেন, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য চীৎকার করিতে ও জমীদারের স্বত্ব রক্ষা করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা করিতে জানেন। তাঁহাদিগের অনেকে হিন্দু ও প্রেসিডেন্সি কালেজে শিক্ষা পাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা বিভাগীয় কমিশনর অথবা জেলার মাজিষ্ট্রেটের সামান্য সৎপরামর্শকে অগ্রাহ্য করেন। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া বিল সকল জলমগ্ন হইয়া আছে। যেখানে অগ্রে যত দূর চক্ষু যাইত ধান্য দর্শন করিয়া দর্শকের নয়ন মন প্রফুল্ল হইত, সেখানে এক্ষণে জল ধু ধু করিতেছে। শস্যের পরিবর্ত্তে সেঁলে ও শাকড়া বিরাজ করিতেছে। হাস্যমুখ কৃষকের পরিবর্ত্তে তথায় এক্ষণে বিকটমূর্ত্তি ধীবর জাল ক্ষেপণ করিতেছে। জলপথ বন্ধ হওয়াতে পীড়ার প্রভাবে লোক সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু জমীদারের তাহাতে ক্ষতি কি? তাঁহারা ভূমির কর অপেক্ষা জলকরে

আবদ্ধ করা পারিতেছেন ; সুতরাং মহাদেবের বাক্যালাপ করিতেছেন। বাজারদের অনতি দূরে বিদ্যাধরী নামে আর একটী নদী আছে, তন্নিকটে সুন্দরপুরের ভেড়ি নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। জমীদারের একটী বাঁধ আছে বটে ; কিন্তু প্রতি বৎসর চৈত্র বৈশাখ মাসে ধীবরেরা ঐ বাঁধ কাটিয়া দেয়। প্রায় ১৩০৫০।১৪০০০ বিঘা ভূমি এই কারণে চাসের সময়ে লোণা জলে প্লাবিত হয়। এই অনিষ্ট এত অসহ্য হইয়াছে যে, ২২ খানি গ্রামের লোকে বাসস্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভেড়ির নিকট গায়ে ৩০০০।৪০০০ বিঘা উর্ব্বর ভূমি কয়েক বৎসরের মধ্যে জঙ্গল পূর্ণ হইয়া গিয়া[illegible]ষ্টেটদের জমীদারেরা একণে জানি[illegible]ছেন, প্রজা বিলি করা অপেক্ষা জ[illegible]রিয়া রাখিয়া তাহাতে শীকারিদিগকে শীকার করিতে দিলে অধিক লাভ হয়। এই কারণে ইংলণ্ডের চিন্তাশীল [illegible] দুঃখ সহকারে বলিতেছেন, স্বচ্ছ[illegible] কৃষকদিগের সংখ্যা কমিতেছে, আমাদিগের জমীদারেরাও দেখিতেছেন, প্রজা বিলি করা অপেক্ষা জলকরে অধিক লাভ। জলকরে এক দিনে এক ব্যক্তির নিকটে বিস্তর টাকা পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রজার ঘরে ঘরে গমস্তা প্রেরণ করিতে হয় না। অতএব সুন্দরপুর যে জঙ্গল পূর্ণ ও অনুর্ব্বর হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে।

বিখ্যাত জমীদারদিগের ত এইগুণ। আবার সোনার উপরে সোহাগা হইয়াছে। ঐ বংশের প্রায় সকলেই অপ্রাপ্তব্যবহার ; তথাপি পরস্পরের মনোমালিন্য নিবন্ধন সম্পত্তিটী রিসিবরের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। রিসিবর ইজারা বিলি করিয়াছেন। ইজারদার আবার কটকিনাদার রাখিয়াছেন। বোধ হয় পাঠক বর্গ "কটকিনা" কথাটীর অর্থ জানেন না। আমরা প্রার্থনা করি, তাঁহাদিগের যেন ইহা জানিতেও না হয়। এক এক জন কটকিনাদার কয়েকখানি করিয়া গ্রামের ভার লন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিতে হয়, প্রজাদিগের নিকটে আদায় হউক না হউক, ইজারদার সে কথা গ্রাহ্য করিবেন না। কটকিনাদার আবার নিজের লোক রাখিয়া আদায় করেন। সকলেই নিজের পেটে বোল টানেন। সুতরাং কষ্টের সীমা নাই। জমীদারের খাস তহসিল হইলে এত কষ্ট হয় না। শাসনকর্ত্তৃগণ এই অবস্থা কতকাল থাকিতে দিবেন? জমীদারেরা সাবধান হইয়া প্রজাদিগকে কোনপ্রকারে কষ্ট দিতে না পারেন, তাহার একটী উপায় করা একান্ত আবশ্যক।

বিবিধ সংবাদ।

১৬ ই মাঘ সোমবার।

ডগ সাহেবের উপরে কেহ বলিবার লোক আছে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। কেয়ার স্কুলের ঘটনার কথা সকলেই জানেন। ইহাতে পুলিসের জয় হয়। তৎপরে বট তলার থানার [illegible] জন পাহারাওয়ালা কতকগুলি ভ[illegible]লোককে প্রহার করিয়া পরি ত্রাণ পায়। সে বিষয় গতবারে যে অত্যাচার হইয়াছে [illegible] আমরা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ডগ সাহেব নিজ কর্ম্মচারিদিগের সহস্র দোষ দেখিলেও দণ্ড দিতে চাহেন না। কেয়ার বিদ্যালয়ের গোলযোগের সময়ে ইনস্পেক্টর কাক থানার পুস্তকে কয়েকটী মিথ্যা কথা লিখেন। ডগ সাহেব তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপি বদ্ধ করেন। "কমিশনর নিজে সাবধান হইয়া এবিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া স্থির করি-লেন যে, নং—" নং— লেখা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই গুরুতর দোষের জন্য ইনস্পেক্টর কাককে পদচ্যুত করা গেল"। বিচারপতি ফিয়ার ক্তি পুস্তকের নালীশে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে আর কেহ কাককে দ্বারবা-নের কর্ম্মও দিতে পারেন না। তথাপি ঐ ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণির পুলিস ইন স্পেক্টর হইয়াছেন!!! কমিশনরের এ কার্য্যটী ভাল হইয়াছে কি না, আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মাগুরার মুন্সেফের দোষ কত আর বলা যাই। তিনি সহকারী মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী দেন যশোহরের জজ তাহা রহিত করিয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয়ে আপীলগুলি অর্পণ না করিয়া কাম্বেল সাহেব যদি মুন্সেফের অন্ত করেন, নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইবে।

পাঁচ টাকা মূল্যের নোট শীঘ্র প্রচলিত হইবে। নোটগুলি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছে।

বর্দ্ধমানের কমিশনরের নিজ সহকারী বাবু ভগবানচন্দ্র বসুকে ঐ অঞ্চলের সংক্রামক জ্বর পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, তাহার তত্ত্বাবধায়ক করা হইয়াছে। উপযুক্ত লোকের হস্তেই কার্য্য ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা অবগত হইয়াছেন, যশোহরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

১৭ ই মাঘ মঙ্গলবার।

ইংলিসম্যান বলেন, বোধ হয় গবর্ণর জেনরল সাহেব [illegible] যাইতেছেন না। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার কলিকাতায় কিছু অধিক দিন অবস্থান করিবেন, কারণ ব্রহ্ম দেশ ও উড়িষ্যা অর্থাৎ [illegible] অনেক দিন বাঙ্গলা[illegible] থাকিতে হইবে। [illegible]।

পিয়োনিয়র বলেন, [illegible] হইতে উপসাগর পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে প্রস্তাব হইয়াছে। ইস্কালিয়া হইতে ও ইউফ্রেটিস উপত্যকার মধ্য দিয়া পর্য্যন্ত ইহা হইবে। ইহা হইলে সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে।

১৮৭০—৭১ অব্দে উত্তর পশ্চিমে জমীদার ও ধনবান ব্যক্তিগণ সাধার হিত কার্য্যে ১০৪১১০ টাকা ব্যয় করি তথাপি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন, জমীদারেরা সাধারণের উপকারার্থ পয়সাও ব্যয় করেন না।

গত ২২ এ জানুয়ারি ইন্দোর টাক্কীর রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মওরাথালি প্রদেশের লোক গণনা উপলক্ষে ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সোণাম এবং [illegible] নামক পল্লীর অধিবাসীরা সমবেত হইয়া বন্দুক প্রভৃতি হস্তে লইয়া লোক সংখ্যা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাহার পরে সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েক জন কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে উক্ত স্থানে গমন করিয়া আক্রান্ত ও আহত হন। তৎপরে মাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনেক গুলি কনষ্টেবল লইয়া যান, কিন্তু তাঁহারাও শান্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উক্ত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বোধ হয় ওহাবিরা এই গোলযোগের মূল। আমাদিগের বোধ হয়, লোকে নানারূপ টেক্সে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহারা [illegible] লোক সংখ্যার উদ্দেশ্য, এই ভ্রান্ত সংস্কার থাকাতেই উহারা এই গোলযোগ করিয়াছে।

১৮ ই মাঘ বুধবার।

গবর্ণর জেনরলের অভ্যর্থনার্থ ত্রিহুতে মহা উদ্যোগ হইতেছে। এনিমিত্ত চম্পারণের কমিশনর ১ সহস্র টাকা দিয়াছেন। তা দেখি আর [illegible]ন প্রধান ২ ব্যক্তি সহস্র করিয়া দি[illegible]।

গত রবিবার [illegible] জেনেরল [illegible] রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছেন।

শ্যামের রাজার অভ্যর্থনা[illegible] মহা ধুম ধাম হইতেছে। ইংলণ্ডের [illegible] রাণির সভায় উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য লাভে সন্তুষ্ট হইয়া কাশিমবাজারের মহারাণী ইংলণ্ডের কোন কোন চিকিৎসালয় ও দাতব্য আলয়ে ৩ সহস্র টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

এবৎসর বি, এ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০ প্রথম ৩০ দ্বিতীয় এবং ৫০ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদের ১ জন ভিন্ন সকলেই বাঙ্গালী এবং প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্র। অপরটীও বাঙ্গালী লক্ষ্ণৌএর ক্যানিং কালেজের ছাত্র।

শ্যামবাজার সংস্কৃত রজনী বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রলাল ঘোষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, বহরমপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস সেন উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

সেদিন মিরাটে ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে শস্যাদির বিলক্ষণ অনিষ্ট করিয়াছে। এরূপ শিলাবৃষ্টি হয় যে, পর দিবস পর্য্যন্ত শিলাগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ বরফ খণ্ডের ন্যায় পতিত ছিল। মিরাটের বাগান একেবারে জলে প্লাবিত হইয়াছিল।

১১ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

বরাহনগর হিতৈষী বাঙ্গালা পুস্তকালয়ের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীন চন্দ্র দাস কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনোদ্দেশে ১০ টাকা দান করিয়া উহার অর্দ্ধেক পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মালদহ ও রাজমহল হইতে যে ডাক আসিতেছিল, দিনাজপুরের প্রায় ৭ ক্রোশ দূরে তাহা রাত্রি ২ ঘটিকার সময়ে অপহৃত হইয়াছে। এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে।

আর্চ ডিকন প্রোটের স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থ সম্প্রতি [illegible] এক সভা হইয়াছিল। সার ডি. ব্রাইট সভাপতি হইয়াছিলেন। সভা স্থলেই ১০৭৯ টাকা স্বাক্ষরিত হয়।

যাঁহারা হাইকোর্টের অনুবাদক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত প্রধানতম বিচারপতি কতগুলি নিয়ম করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইবে। এক্ষণে যে সকল অনুবাদক আছেন, তাহাদিগকে এ পরীক্ষার অধীন করা আর না করা প্রধানতম বিচারপতির ইচ্ছা।

১২ এ মাঘ শুক্রবার।

বন্যদিগের সহিত যে প্রকার যুদ্ধ হয়, লুশাই যুদ্ধও সেই রূপে চলিতেছে। ২১ এ জানুয়ারি সেনাপতি ব্রৌণলো লালজিকা নামক একটী পল্লী আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়াছেন। বন্যগণ অল্পক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিল। সেনাপতি বুরচিয়র ২৫ এ জানুয়ারি কতকগুলি বন্যকে পরাজয় করেন। এই যুদ্ধে সেনাপতির হস্তে এক আঘাত লাগে। তৎপরে আর দুটী ক্ষুদ্র যুদ্ধেও বন্যগণ পলায়ন করে। প্রায় ১৫০ স্ত্রীপুরুষ লুশাইদিগের দেশে ক্রীতদাসের ন্যায় ছিল, ইহারা পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। ইহারা সকলেই ব্রিটিশ প্রজা। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় ৩০ বৎসর বন্দীভূত ছিল। সুখপিলাল নামক যে সর্দ্দার এই সমুদায় গোলযোগের মূল, সে মেরি উইঞ্চেষ্টরকে মুক্ত করিয়াছে। ইহাদ্বারা বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধি করা বন্যদিগের অভিপ্রেত। কিন্তু পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ লুশাইদিগের দেশে যাইতে না হয়, এরূপ করিয়া যেন বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষ করা হয়।

চক্রবেড়িয়া ভবানীপুর এবং কলিকাতার উপনগরে অত্যন্ত ওলাউঠা হইতেছে।

শ্যামের রাজা ৯ ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাই উপস্থিত হইবেন।

লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব কলিকাতার নর্ম্যাল বিদ্যালয়টী উঠাইয়া দিয়াছেন।

১৩ এ মাঘ শনিবার

বিনায়ক গঙ্গাধর শাস্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। ইনি বিখ্যাত গঙ্গাধর শাস্ত্রীর পুত্র ছিলেন। ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। বিনায়ক শাস্ত্রী জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের উন্নতির নিমিত্ত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদ্বারা হিন্দু পঞ্জিকার একটী বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিনায়ক শাস্ত্রীর ন্যায় লোক এক্ষণে ভারতবর্ষে অল্পই আছেন।

নিম্নলিখিত সংবাদটী ন্যাশনাল পেপরের এক অতিরিক্ত সংখ্যা হইতে গৃহীত হইল। বিবিদিগের দ্বারা অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা দান প্রণালী ক্রমে কিরূপ বিষময় ফলপ্রদ হইয়া উঠিতেছে এবং এ বিষয়ে মিশনরি মহাত্মাদিগের উদ্দেশ্য কতদূর দূষিত, এতদ্দ্বারা তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইবে। খৃষ্টীয়ান মিশনরিদিগের হইতে ছেলেধরার যে ভয়, বিবিদিগের হইতে মেয়ে ধরারও সেই রূপ ভয় আছে। সংবাদটী এই—

"খৃষ্টীয়ান মিশনরিদিগের দ্বারা মেদিনীপুরে গণেশ সুন্দরীর ঘটনা অপেক্ষাও এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছে। এক ভদ্র হিন্দু পরিবারের একটী স্ত্রীলোক স্বামী ও পুত্র পরিত্যাগ করিয়া মিশনরী প্রোবি সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!! এই ঘটনাতে সমস্ত মেদিনীপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি তত্রত্য সমুদায় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এই ব্যাপারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছেন। জজ আদালতে এ বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ২১ এ জানুয়ারি কয়েকজন লোক প্রোবির ঘরের সার্শি ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে উপদ্রুত করিয়াছিল। শুনা গেল রেবরেণ্ড জন সাহেব ও না কি এই ঘটনাতে লিপ্ত আছেন"।

এবার হিন্দুমেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবির (অয়েলপেণ্টিং) নিমিত্ত একটী স্বর্ণ ও একটী রৌপ্য পদক এবং স্ত্রীলোককৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কোনরূপ শিল্প কর্ম্মের নিমিত্ত একটী রৌপ্য পদক পুরস্কার দান স্থির হইয়াছে। এ ভিন্ন উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য সকলের জন্য ভাল ভাল পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হইবে। কৃষিজাত প্রভৃতি দ্রব্যাদির নিমিত্ত মালিদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য এবং ঐ সকল দ্রব্য আমদানি প্রভৃতি অন্যান্য ব্যয়ের নিমিত্ত ৩০০ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। ব্যায়াম ও সন্তরণ বিষয়ে যাঁহারা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকেও পুরস্কার দেওয়া হইবে। চিৎপুরে ৺ রাজা বৈদ্যনাথের বাগানে আগামী মাঘ সংক্রান্তির দিবস হইতে মেলা আরম্ভ হইবে।

সমাচার।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলস বৈকালে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

[illegible] ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। পার্লিয়ামেন্ট বাটীর একটী বৃহৎ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। যাহারা লিবিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ গমন করিবেন, উঁহাদের সাহায্যার্থ লণ্ডনের লার্ড মেয়র মঙ্গলবার এক সভা আহ্বান করেন।

পারিস ২৪ এ জানুয়ারি। প্রিন্স নেপোলিয়ন কর্শিকার প্রধানতম মন্ত্রী হইয়াছেন। প্রিন্স [illegible] বিদ্যাভ্যাসার্থ অক্সফোর্ডে উপস্থিত হইয়াছেন।

এক্ষণে [illegible] আর ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব নাই।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি ১৮৭২। ম্যাঞ্চেষ্টরে নন কনফর্মিষ্টদিগের যে এক সভা হয়, তাহাতে ১৬ শত প্রতিনিধি এই স্থির করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসংক্রান্ত রাজনীতি লোকের ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী।

লণ্ডন ২৭ এ জানুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলস আরোগ্যলাভ করাতে আয়রলণ্ডের ফিনেস নেতা রাজ্ঞীর নিকটে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

পারিস ২৬ এ জানুয়ারি ১৮৭২। বিদেশীয় জাহাজে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য আসিবে, তাহার উপরে এক অতিরিক্ত কর প্রচলনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে বিল করেন, জাতি সাধারণ সভা ২৭৫ জনের অমতে ৪০৬ জনের মতানুসারে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

পারিস ২৭ এ জানুয়ারি। জনশ্রুতি এই, পারিসের কাউণ্টের সহিত চাম্বার্ডের শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবে।

লণ্ডন ২৭ এ জানুয়ারি বৈকাল। অদ্য ইংলণ্ডের বাঙ্ক হইতে ২১৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ জানুয়ারি। রাজ্ঞী নিজে পার্লিয়ামেণ্ট খুলিবেন না বলিয়া সমাচার প্রচারিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৯ এ জানুয়ারি। ডিউক অব আর্গাইল মান্দ্রাজের শাসনকর্তৃত্ব আরল হোবার্টকে প্রদান করিয়াছেন।

টাইমস পত্র বলেন, সার উইলিয়ম মান্সফিল্ড এ ভারতবর্ষের প্রধানতম সেনাধ্যক্ষের মত এই, ভারতবর্ষের বর্তমান সৈন্য সংখ্যা কমান অনুচিত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থিত [illegible] রেল পথে একত্রিত করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব হইয়াছে।

সার [illegible] ম্যাকডোনালের পরে সার আর্থার কেনেডি হংকঙ্গের গবর্ণর হইতেছেন।

মরিশস ও অন্যান্য স্থানে ভয়ানক জল প্লাবন হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৩০ জানুয়ারি। রাজ্ঞী ২০ এ জানুয়ারি উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। আগামী এপ্রেল মাসে প্রিন্স অব ওয়েলস মেডেরাতে গমন করিবেন।

ক্রমাগত ভূমিকম্প দ্বারা ককেশসের সামাখ নগর এককালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ জানুয়ারি। অদ্য সার চার্লস ডিলকির বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

অদ্য এক সভাতে সার বার্টল ফ্রিয়ার লিবিংষ্টোনের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। ডাক্তার লিবিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ ৩০০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে

:০:

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

অত্রত্য সুযোগ্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এল, মহাশয় অত্রত্য বিদ্যালয়গুলির সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মনোবাক্যে বিদ্যালয়গুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিপক্ষে বিশেষ আস্থাবান ও উদ্যোগপরায়ণ হইয়াছেন। ইনি অত্রত্য বিদ্যালয়গুলিকে নিতান্ত স্নেহচক্ষে দেখিয়া থাকেন, বিশেষতঃ আগামী বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে বালক প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে একটী "রৌপ্য পদক" প্রদান করিবেন। ইহাতে গিরিশ বাবুর নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা প্রকাশ পাইতেছে লেখা বাহুল্য। বিচার বিষয়েও গিরিশ বাবু অল্প সুখ্যাতি ভাজন হন নাই। ইহাঁর সূক্ষ্মানুসন্ধিৎসা প্রবেশকতা নিরপেক্ষতা, কর্ত্তব্যকুশলতা নিতান্ত প্রীতিকর। ইহাঁর ন্যায় বিচারক এতজ্জলীয় ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ভদ্রদিগের যে সকল গুণ শ্লাঘনীয়, তৎসমুদায় ইহাঁতে নিহিত আছে। ইহাঁর স্বভাবও বিশেষ সরল ও নির্ম্মল।

এ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলাতে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি দণ্ড হয় নাই, মহিষাদল নিবাসী রাজনারায়ণ মাইতি নামক ধনশালী এক ব্যক্তি যোগসাজস করিয়া সেতুকুণ্ডবাসী [illegible] ব্রজনাথ পালের বাটীতে নরহত্যা করে ও তৎপরে পলায়ন পরায়ণ হয়, কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার ধৃত হওয়ায় তমোলুকের তদানীন্তন সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমুদায় সম্পত্তি পলায়নাপরাধে রাজকোষভুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করেন। অনন্তর রাজনারায়ণ জজ সাহেবের নিকট আপিল করিলে জজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আদেশের ন্যায়ান্যায় বিচার ভার প্রধানতম বিচারালয়ের হস্তে অর্পণ করেন। সম্প্রতি বিচারকেরা রাজনারায়ণের সমুদায় সম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং অত্রত্য পুলিস ইনস্পেক্টর প্রভৃতির নামে যে মিথ্যাভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল, তজ্জন্য স্বরূপ ৫ বৎসর কারাবাসানুমতি হইয়াছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

শুনিয়া সুখী হইলাম, মহিষাদলাধিপতি বাহাদুর মেদিনীপুর হাইস্কুলের জন্য ৫ হাজার টাকা দান প্রেরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সত্বর স্বীকৃত মুদ্রা যথা স্থানে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এটী প্রশংসনীয় বটে।

এবৎসর তমোলুক বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে যে ৪টী ছাত্র, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদান করিতে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই কৃতকার্য্য হইয়াছে। তমোলুক জনপদের অন্তর্বর্ত্তী প্রতাপখালির খাল যদি গবর্ণমেণ্ট এবৎসর খনন না করেন তবে নিশ্চয়ই তত্তৎ স্থানে মহামারি ভীতি উপস্থিত হইবে। ঐ খাল অন্যান্য চতুপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছিল, এবং আরও হইতেছে, সুতরাং বর্ষার জল রুদ্ধ হইয়া ভীষণ পীড়া উৎপাদন করিবে। খাল খনন মার্গে জমীদারও বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। যদি এই সময় বিশেষ উদ্যোগ করা না হয় তবে প্রজাকুলের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। আমরা সানুনয়ে প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে সত্বর মনোযোগ বিধান করিয়া

দেশের সমূহের ভবিষ্যৎ অনিষ্ট নিবারণে তৎপর হউন।

১৮ ই জানুয়ারি
১৮৭২

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন:—

আজ কাল এতদঞ্চলে দস্যুভয়ের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক জমীদার এবং আঢ্য ব্যক্তিকেই স্ব স্ব জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার্থ ২৫।৩০ জন করিয়া প্রহরী রাখিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই বরং এরূপে নৃশংস দস্যুদিগের করু হইতে এক প্রকার অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় মধ্যবিত্ত লোকদিগের উপায় কি? একমাত্র প্রজাবৎসল ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত আমাদিগের আর উপায়ান্তর নাই। সেই গবর্ণমেণ্টও আবার আমাদিগের অদৃষ্ট দোষে ঔদাসীন্যাবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপরে শাসনভার আছে, তাঁহারা কেবল ভোজ দরবার নৃত্যগীত শীকারাদির আমোদেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এ সকল বিষয় দেখিবার তাঁহাদের অবকাশ কৈ?

সম্প্রতি ৩।৪ টা ব্যাঘ্র আসিয়া অত্র গ্রামের নিকটবর্ত্তী উত্তরি কোমরপুর তার [illegible] প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ সময়ে তাঁহাদের শীকারপ্রিয় মহামতিগণ কোথায়?

অবগতি হইল, গত ১৫ দিনের মধ্যে [illegible] বাজারে জমিদার চড়ে বড়মঙ্গল্লে এবং শেওড়াফুলির নিকটবর্ত্তী কোন এক পল্লীতে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। পুলিস কর্ম্মচারিগণ কি একবারেই নিশ্চিন্তরূপে নিদ্রায় অচেতন থাকিবেন?

১২৭২।
২৬এ জানুয়ারি

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বৈদিকগণ ও কুলসম্বন্ধ।

বৈদিকেরা বাঙ্গালার অধিক কালের অধিবাসী নহেন। বল্লালের সময়ে বঙ্গদেশে বোধ হয় বৈদিকদিগের বাস ছিল না। কেহ কেহ ইহঁাদিগকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ কেহ কহেন, ইঁহারা উড়িষ্যা দেশীয়।

কতকগুলি লোকের মত এই যে, বৈদিকেরা বাঙ্গালার আদিম ব্রাহ্মণ। এ নির্দ্দেশটী নিতান্ত অমূলক। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই এদেশের আদি ব্রাহ্মণ। উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের উপাধিগুলিই ইহার প্রমাণ। বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের লাহিড়ী ভাদুড়ী বাকচি প্রভৃতি উপাধি সকল অসংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা কথা। পক্ষান্তরে বৈদিকদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট উপাধি নাই। তাঁহারা আপনাদের পূর্ব্ব উপাধি সকল পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিদ্যার উপাধি। কুলীন (অর্থাৎ প্রধান) বৈদিকদিগের আদিপুরুষেরা কেহ কেহ মিশ্র উপাধিধারী ছিলেন। মিশ্র উড়িষ্যা দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের উপাধি। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বৈদিকেরা উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন।

কোন্ সময়ে কুলসম্বন্ধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে নিশ্চয় করিবার উপায় নাই। প্রথমে এ প্রথাটি নিশ্চয়ই শুভফলপ্রসূ ছিল। তাঁহারা পূর্ব্বে অতি অল্প সংখ্যক ছিলেন। (তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি ও বর্ত্তমান অল্পসংখ্যাই ইহার প্রমাণ) বিবাহের পাত্র সকল সময়ে পাওয়া কঠিন হইত। এদিকে অবিবাহিতা কন্যার দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে পিতামাতা ও জ্ঞাতিবর্গের জাতিরক্ষা হয় না। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য প্রথমে কুলসম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। অগ্রে যে সমবয়স্ক বালক বালিকাদিগের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইত এরূপ বোধ হয় না। তখন শাস্ত্রের মঙ্গলময় নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় নাই। কিন্তু ক্রমেই লোকে যেমন আগ্রহাতিশয় সহকারে পূর্ব্ব হইতে স্ব স্ব তনয়ার পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, অপ্রাপ্তি বশতঃ ক্রমে সমবয়স্ক বালক বালিকাদিগের সম্বন্ধও স্থির হইতে আরম্ভ হয়, এবং এখনও সেই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান কুলসম্বন্ধ প্রথা শাস্ত্রসম্মত কি না? এ বিষয় লইয়া মধ্যে মধ্যে অনেক বিবাদ হইয়া গিয়াছে। এ প্রথানুসারে সমবয়স্ক বা প্রায় সমবয়স্ক বালক বালিকারা বিবাহিত হন। কিন্তু এরূপ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। শাস্ত্রকারেরা কহেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং
হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে
সীদতি সত্বরঃ"। মনু।

আরও বরকন্যার সমান বয়োনিবন্ধন বাল্যাবস্থাতেই পুরুষের বিবাহ নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বরের যুবা হওয়া আবশ্যক। যথা—

"সম্যক্ পরীক্ষিতো পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ। ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য। ১। ৫৫।

বৈদিকদিগের শিশুসম্বন্ধও শাস্ত্রসম্মত নহে। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ একটি প্রমাণ করিয়া সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করেন। কিন্তু বৈদিকেরা জাতিনাশের পাত্র নহেন। তাঁহারা শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এক্ষণে কুলাচার ও দেশাচারের শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কুলাচার ও দেশাচারের আশ্রয় হইতে ইহঁাদিগকে বহিষ্কৃত করা এ প্রস্তাবের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

আর্য্যধর্ম্মের অসাধারণ প্রমাণ শ্রুতি। শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন কথাই গ্রাহ্য নহে। শ্রুতি দুই প্রকার; কণ্ঠশ্রুতি ও কল্পশ্রুতি। আমরা যে সকল বৈদিক নিয়ম দেখিতে পাই তাহাই কণ্ঠশ্রুতি। কিন্তু যে সকল আবশ্যক বিষয়ের বিধান কণ্ঠশ্রুতিতে পাওয়া যায় না, আমরা তত্তদ্বিষয়ের বিধান নিমিত্ত স্মৃতির শরণাপন্ন হই। স্মৃতির বেদার্থোপনিবন্ধৃত্ব প্রযুক্ত তত্তদ্বিষয়ে বৈদিক নিয়মসকল কল্পনাই স্মৃতি প্রমাণ গ্রহণের কারণ। এইরূপে স্মৃতির প্রামাণ্য পক্ষে বৈদিক প্রমাণের কল্পনা করিয়া লইতে হয় বলিয়াই স্মৃতির নাম কল্পশ্রুতি। যে সকল বিষয়ের প্রমাণ স্মৃতিতেও পাওয়া যায় না, সেই সকল বিষয়ে কুলাচার দেশাচার প্রমাণ। এখানেও

বৈদিক প্রমাণের মত কল্পনা করিতে হয় বলিয়া দেশাচারও কল্পতরু। যে সকল বিষয়ের বিধান বৈদিক বিধানে দেখা যায় না, সেই সকল বিষয়েই স্মৃতি প্রমাণ গ্রাহ্য; সুতরাং যেখানে শ্রৌত প্রমাণ আছে সেখানে তদ্বিরোধী স্মৃতি প্রমাণ কখনই গ্রাহ্য নহে। ধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা কহেন,

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো
যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়ো
দ্বৈধে স্মৃতি র্বরা। ব্যাস।

এইরূপ স্মৃতিবিরুদ্ধ দেশাচারও গ্রাহ্য নহে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন,

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং
প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং
লোক সংগ্রহঃ। মহাভারত।
স্মৃতের্ব্বেদ বিরোধে তু
পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিরোধে
পরিত্যজেৎ॥ প্রয়োগ পারিজাত।

বিজ্ঞানেশ্বর কহিয়াছেন "দেশাদি সময় ধর্ম্মনাপি ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরুদ্ধন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয় ত্বাৎ পৃথগুপাদানম্।" অর্থাৎ স্মৃতির অবিরোধী দেশাচারকে ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যখন স্মৃতিমূলক বলিয়াই দেশাচারের প্রামাণ্য তখন স্মৃতিবিরুদ্ধ দেশাচার প্রমাণ কিরূপে গ্রাহ্য? মনু কহিয়াছেন,

"স্মৃতি মূলোহি সর্ব্বত্র
শিষ্টাচারস্ততোহত্র চ।
অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃতা
বাধ্যা প্রত্যক্ষয়াতু না।"

অতএব বৈদিকদিগের বিবাহ যখন স্মৃতিবিরুদ্ধ, তখন দেশাচার কি কুলাচার বলিয়া অশাস্ত্রীয় ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের কুলাচার বিপরীত স্মৃতিসম্বে কোন কার্য্যেরই নহে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—

"ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো
ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈ
স্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥"

কুলীন বৈদিকদিগের অধিকাংশই শাস্ত্র ব্যবসায়ী। তাঁহাদের মধ্যে যে এরূপ অনিষ্ট কর ও অধর্ম্মকর ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, কন্যার কোন বালকের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তাহার স্থলে কোন সৎপাত্রের সহিত বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত কি না? এরূপ ঘটনা এক্ষণে চারিদিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আট বা দশ বৎসর পূর্ব্বে স্ব স্ব তনয়া বা ভগিনীর কুলসম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কুলসম্বন্ধের বিষময় ফল দেখিয়া এক্ষণে অনুতাপ করিতেছেন। কেহ অকিঞ্চিৎকর বিবাদ কেহ বা বরের দারিদ্র্য ছল করিয়া সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতেছেন। কিন্তু সম্বন্ধ ভঙ্গকারী অনেকেই অধর্ম্মাচারী বলিয়া বৈদিক সাধারণের অবজ্ঞাভাজন ও সমাজচ্যুত হইয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহারা অধর্ম্মাচারী হইতে পারেন না। কুলসম্বন্ধানুসারে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। তবে সম্বন্ধ ভঙ্গ করিলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে পাতকী হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বাগদত্তা কন্যাকে পূর্ব্ব অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠবরে অর্পণ করিলে তাহাতে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাদি নিবন্ধন কোন পাপ হয় না। যথা

"সকৃৎ প্রদীয়তে কন্যা
হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্।
দত্তামপি হরেৎ পূর্ব্বাৎ শ্রেয়াং
শ্চেদ্বর আব্রজেৎ।" যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

এই শ্লোকে দত্তা অর্থ বিবাহিতা এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। বিবাহিতা কন্যা বরের। তাহার উপর পিতার কোন অধিকার নাই। আরও বিবাহিতা কন্যার পুনর্দ্দান শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এখানে দত্তা শব্দের অর্থ বাগদত্তা। উদাহৃতযুক্ত "দেবরেণ সুতোৎপত্তি র্দত্তাকন্যাপ্রদীয়তে" প্রভৃতি আদিত্য পুরাণ বচন বিবাহিত কন্যাবিষয়ক। অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্য বচনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। আর বাগদত্তা বিষয়ক বলিলেও পুরাণ বচনের স্মৃতিবচন অপেক্ষা নিকৃষ্টত্ব প্রযুক্ত যোগীশ্বরের বাক্যের কখনই প্রতিবাদ হইতে পারে না। অতএব কুলসম্বন্ধানুসারে বাগ্দত্তা কন্যা আর কোন উৎকৃষ্টতর পাত্রে অর্পণ করিলে তাহা কখনই শাস্ত্র বিরুদ্ধ বা পাপজনক বলা যাইতে পারে না।

কুলীন বৈদিকগণ আর কুলসম্বন্ধরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যবহার দ্বারা স্ব স্ব পুত্র কন্যাগণের অতুল দুঃখ উৎপাদন না করেন এই প্রার্থনা। শ্রীঃ—

—১০ঃ—

(গত প্রকাশিতের পর)

হিমালয় প্রদেশ। গাড়ুয়াল।

অগস্ত্যাশ্রমের প্রায় ১৫ মাইল অন্তরে গুপ্তকাশী। এই পর্ব্বতের দুই মাইল নিম দিয়া মন্দাকিনী গমন করিতেছে। এখানে এক লিঙ্গময় মহাদেব আছেন। এখান হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ পর্য্যন্ত প্রায় ১৪।১৫ মাইল পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অনেক গ্রাম দেখা যায়। তন্মধ্য অঞ্চলও তাদৃশ নাই। প্রায়ই গম যব চানা প্রভৃতি নানাবিধ শস্যক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। লোকেরা কম্বল পরিধান করিয়া থাকে এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার। কথা বুঝা যায় না। পর্ব্বতে গাড়ুয়াল ও কুমাওন উভয় প্রদেশেই দেখা যায়, ঝরণার স্রোতে যাঁতা পাতিয়া তাহাতে গম ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করে, তাহাকে পান্‌চা কহে। ইহাতে সমস্ত দিনে প্রায় আধ মণ গম ভাঙ্গা যায়, কিন্তু আটা অতি উত্তম হয়, আমাদের দেশের ময়দা অপেক্ষা ভাল। আর এই স্রোতের সাহায্যে এতদঞ্চলে কাঠের নানা প্রকার ঘটী বাটি গিলাস কমণ্ডলু গামলা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করে। অনেক যাত্রীর তাহাতে অত্যন্ত উপকার হয়। কার্ত্তিক মাসের পর ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত এ সকল রাস্তায় গমন করা দুষ্কর হয়। বরফে রাস্তার চিহ্ন মাত্র থাকে না। ফাল্গুন মাসের শেষে বরফ গলিতে ও রাস্তা মেরামত হইতে আরম্ভ হয়। এ অঞ্চলের কুকুর বৃহৎ ও দেখিতে ভয়ানক, শরীর বহু

অত্যন্ত লোমে আচ্ছাদিত। প্রায় সকল কুকুরের গলায় লোহার পাত দিয়া মোড়া, তাহার কারণ শুনিলাম, ইহারা বাঘের ও ভল্লুকের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করে, হঠাৎ বাঘে গলা আক্রমণ করিতে না পারে তজ্জন্য লোহার পাত দিয়া থাকে। পাহাড়িয়া বলে যে কুকুরে একটী বাঘকে পরাজয় করে।

গুপ্তকাশী হইতে প্রায় ১২ মাইল আসিয়া দক্ষিণে কেদারের পথ পরিত্যাগ করিয়া বামের রাস্তা দিয়া ত্রিযুগী নারায়ণে পৌঁছিতে হয়। চড়াই প্রায় তিন মাইল হইবেক। পাণ্ডাদের মুখে ত্রিযুগী নারায়ণের যেরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পূর্ব্বকালে এই পর্ব্বতে গিরিরাজ হিমালয়ের বাটী ছিল। দেবাদিদেব মহাদেব ঐ কালে পর্ব্বত কন্যা পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিতে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত সমাগত হন সেই সময় এই স্থানে নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয় এবং সেই বিবাহের হোমকুণ্ডে আজি পর্য্যন্ত বারমাস একটী প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট উহার কাষ্ঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট জঙ্গল দিয়া রাখিয়াছেন। সেই হোমকুণ্ড ও নারায়ণের ধাতুময় মূর্ত্তি এক মন্দির মধ্যে আছে।

ত্রিযুগীনাথ হইতে তিন মাইল নামিয়া আসিলে সোণ বা স্বর্ণ প্রয়াগ পাওয়া যায়। এই স্থানে সোণ (স্বর্ণ) গঙ্গা আসিয়া মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে কেদারনাথের চড়াই আরম্ভ হয়।

কেদারনাথের চড়াই যে অত্যন্ত দুরূহ তাহা বলা বাহুল্য। একে স্বভাবতই উচ্চ প্রদেশে আরোহণ করা কষ্টকর, তাহাতে আবার সেই দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অধিকাংশ সিঁড়ির ন্যায়, প্রায়শঃ স্থলেই কঙ্কর ও পাথর ভাঙ্গা পড়িয়া থাকায় সূচিকার ন্যায় পায়ে বিদ্ধ হয়। নিম্নের দিকে দৃষ্টি করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আবার উপরে পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মাথার পাগড়ী খুলিয়া পড়ে। কিন্তু যেখানে পূর্ব্বে বন্য [illegible] [illegible] বিচরণ করিতে পারিত না [illegible] বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গমন করিতেছে ইহা ভাবিয়া প্রজাবৎসল ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

সোণ প্রয়াগের তিন মাইল উপর গৌরী কুণ্ড। এখানে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। যাত্রীরা তাহাতে স্নান করে। জল অত্যন্ত উষ্ণ, গায়ে দিলে জ্বালা করে। গৌরীকুণ্ডের তিন মাইল উপর ভীম গোড়া বা গড়া এবং তথা হইতে তিন মাইল উপর কেদার নাথ।

হিমালয় প্রদেশ। কেদারখণ্ড।

কেদারনাথ ক্ষেত্র অতি রমণীয় স্থান। ইহার তিন দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তরে পর্ব্বত থাকাতে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিতবৎ বোধ হয়। উত্তরের পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া মন্দাকিনী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এ দিকে পশ্চিমের পর্ব্বত হইতে দুগ্ধগঙ্গা নামে আর একটী ঝরণা আসিয়া কেদার ঘাটের নীচেই মন্দাকিনীতে পড়িতেছে। দুগ্ধগঙ্গার জল দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র। পশ্চিমের পর্ব্বতটী অত্যন্ত উচ্চ। উহাতে বৃক্ষতৃণাদি কিছুই নাই। উহার সেই কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ শরীর বাহিয়া দুগ্ধগঙ্গার ধবল জল স্রোত কিঞ্চিৎ বক্রভাবে প্রবাহিত হইতেছে। তাহাতে অতি চমৎকার শোভা হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের পর্ব্বত দ্বয়ের স্থানে স্থানে আষাঢ় শ্রাবণ মাসেও বরফ দৃষ্ট হয়। উত্তরের পর্ব্বতটি কেদারপর্ব্বত নামে খ্যাত। এটীর সমুদায় শুভ্র, একেবারে বরফে ঢাকা। ইহার বরফ কখন ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হঠাৎ দেখিলে রজতপর্ব্বতের ন্যায় বোধ হয়। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্যের কিরণ পতিত হয়, তখন দূর হইতে বোধ হইতে থাকে, যেন স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত অট্টালিকা শোভা পাইতেছে এবং মধ্যাহ্নকালে যখন সূর্য্য কিরণ পতিত হয়, তখন হীরক পর্ব্বত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। আর ঐ সময়ে যদি অপর পর্ব্বতের উপর হইতে একখানি পাতলা মেঘের মধ্য দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অমানিশার আকাশের ন্যায় অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র মালার ঝিকিমিকির ন্যায় বোধ হয়।

কেদার ক্ষেত্রটী এক বর্গ মাইলের অধিক হইবে। বৎসরের প্রায় আট মাস কাল বরফে আবৃত [illegible] রিকা সকল আর্দ্র দৃষ্ট হয়, পা দিলে থল থল করে, বোধ হয় যেন জলের উপর ভাসিতেছে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নানাবিধ বর্ণের ছোট ছোট ফুলের গাছে উহা আচ্ছাদিত হয়। সেই ফুলেরই বা কত শোভা, বোধ হয় যেন সমাগত সাধুগণের সৎকারার্থ প্রকৃতি গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছেন। সেই বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্য দেশে কেদারনাথের মন্দির। মন্দিরটী প্রায় এক বিঘা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে নেপালের মহারাজ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার ধ্বংস হইলে পুনরায় আর এক রাজা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। উত্তর মুখ হইয়া প্রবেশ করিলে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কেদারনাথের দর্শন পাওয়া যায়। ইনি কোন আকার বিশিষ্ট নহেন। মহিষের পশ্চাৎভাগের ন্যায় এক খণ্ড প্রস্তর নিম্ন দিকে গমন করিয়াছে। পাণ্ডারা বলে, মহাদেব মহিষরূপে তিন স্থানে বিরাজ করিতেছেন। পশ্চাৎভাগে কেদারনাথ মধ্য ভাগে তুঙ্গিনাথ এবং শিরোদেশে পশুপতিনাথ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তরখানি দীর্ঘে প্রায় আড়াই হাত প্রশস্তে ও ঊর্দ্ধে এক দেড় হাত হইবে। উত্তর দক্ষিণে লম্বা। দক্ষিণভাগ পোঁতা থাকাতে নিম্নে কত দূর আছে জানা যায় না। উত্তর ভাগে একটী গহ্বর থাকাতে কিছু দূর দেখা যায়, কিন্তু কতদূর সীমা তাহা জানা যায় না, পাণ্ডারাও বলিতে পারে না এবং সচরাচর লোককে গহ্বরটী দেখায় না। যাত্রিরা গঙ্গাজল ও বনফুলে কেদারনাথকে পূজা ও আলিঙ্গন করে এবং যথাসাধ্য প্রণামি দেয়, তাহার পর উদক ও রেতঃ কুণ্ডের জলে গণ্ডূষ ও আচমন করিয়া কেহ সেই দিন, কেহ বা পর দিন, প্রস্থান করে।

কেদারনাথে শীত অত্যন্ত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসেও দুই তিন খান কম্বল গায়ে না দিলে শীত যায় না। আষাঢ়ের শেষ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কেবল বরফ পড়ে না। শীতকালে এত বরফ পড়ে যে কেদার নাথের মন্দিরের ৮। ১০ হাত ডুবিয়া যায়, আর যে কয়েকখানি ঘর আছে তাহার দুয়ার প্রভৃতির চিহ্ন থাকে না বরফের জন্য

দুই পার্শ্বের পর্ব্বত দ্বয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত তৃণ বৃক্ষাদি কিছুই নাই। কাষ্ঠ অত্যন্ত দুর্লভ, দুই পয়সায় এক সের হয় কি না সন্দেহ স্থল। আটা ৫ সের, ছাতু ৮ সের, ঘৃত ৬ পোয়া, কড়াই ডাল টাকায় ৪ সের, তাহাও শীতের জন্য সিদ্ধ হয় না।

দোকানদারেরা মনুষ্য এবং ছাগলের পৃষ্ঠে দ্রব্যাদি লইয়া যায়। যে সকল যাত্রী চলিতে অশক্ত, তাহারা ঝাপান্, দাঁড়ি ও ঝাঁকাপুটেতে (ইহাকে কাণ্ডা বলে) যায়। ঝাপানে ৪ জন দাঁড়িতে ২ জন ও শেষের টীতে ১ জন বেহারা থাকে। বন্য পাহাড়ে ভুটে, দেড় মণ পোঁনে দুই মণ ওজনের লোককে পিঠে লইয়া অনায়াসে সেই দুর্গম পথে গমনাগমন করে। কেদার ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বতে বরফের উপর এক প্রকার ফুল হয় পাণ্ডারা তাহাকে পদ্ম কহে। অনেকে কেদার নাথকে দিবার জন্য সেই ফুল আনাইয়া লয়। ইহা সেই দুই পর্ব্বত ভিন্ন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় না। কেদার নাথের পাণ্ডারা বলে, কেদার নাথ হইতে বদরিকাশ্রম আড়াই ক্রোশ অন্তর, কিন্তু মধ্যে বরফ প্রধান পর্ব্বত থাকাতে ৯০ মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। অনেকে বলে, উপরে পদ্ম আনিতে গেলে বদরিনারায়ণের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারনাথের মন্দিরের ১ মাইল উত্তর, কেদার পর্ব্বতের নিম্নে একটী স্থান আছে, তাহাকে ব্রহ্ম খোপা কহে। পাহাড়ি লোকে সে পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। তাহার ওদিকে কেহ যাইতে পারে না, যা যাইলে জীবিত থাকে না। পাঠকগণ মহা পন্থার কথা শুনিয়াছেন, এই কেদারের উত্তরেই মহা পন্থার আরম্ভ। কেদার ও তন্নিকটস্থ স্থান সকলে এক প্রকার ইন্দুর আছে, তাহার লেজ নাই, প্রায় বিড়ালের মত বড়, ইহারা পাথরের নীচে থাকে। যখন বরফ গলিয়া যায়, মৃত্তিকা বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত হয় ও বরফ না পড়ে, তখন ঐ সকল ইন্দুর (আমাদের দেশের ধান কাটা মজুরের ন্যায়) দল বাঁধিয়া ঐ সকল গাছ কাটিতে আরম্ভ করে, পরে তাহা শুষ্ক হইলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায় ও সুখে শীত বৃষ্টি বরফ অতিবাহিত করে। ইহারা এমন পরিপাটী ও সমান করিয়া এই কার্য্যটী সম্পন্ন করে যে হঠাৎ দেখিলে কোন পারদর্শী মালী অস্ত্র দ্বারা ঐ কার্য্য করিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়।

কেদারের ৬ মাইল নীচে যে গৌরীকুণ্ডের কথা কহিয়াছি, এই গৌরীকুণ্ডের অঞ্চলে সাহেবেরা শীকার করিতে আসিয়া বন্য ছাগল হরিণের ন্যায় এক প্রকার জন্তু, নানা প্রকার পাখী, ভালুক হরিণ শূকর এবং বাঘও শীকার করেন, কিন্তু বড় ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঘের কাছে যান না। আমরা এক ময়ূরকেই সুশ্রী পাখী মনে করিতাম, কিন্তু পাহাড়ে অনেক মনোহর পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবেরা এই সকল পাখী শীকার করিয়া মেম সাহেবেরদের শিরোশোভার জন্য বিলাত পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেন। কেদারের দক্ষিণ ১২ মাইলের মধ্যে লোকের বাস ন[illegible]র্ব্ব কেদারের যে প্রণামির কড়ী [illegible]ক, সেই প্রণামীতে বার্ষিক শত টাক[illegible] হয়, নির্দ্দিষ্ট ব্যয় বাদে তাহা কেদার পন্থ খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট জমা থাকে এবং তদ্দ্বারা রাস্তা মেরামত ও অন্যান্য উপস্থিত মত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। পূর্ব্বে এ প্রকার বন্দো বস্ত ছিলনা, ই[illegible]ংরাজ বাহাদুরেরা এটী করিয়া দিয়াছেন।

মুলতান (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

মহাশয়! যে ভয়ঙ্কর জ্বরে বহুজন সমাকীর্ণ গৌড় নগর প্রভৃতি প্রাচীন নগরী সকল উৎসন্ন হইয়াছিল, যাহার প্রভাবে ভাগীরথী তীরস্থ অনেকানেক স্থান নির্জ্জনপ্রায় হইয়াছিল, সেই ভয়াবহ কৃতান্ত সদৃশ জ্বর আজি তিন চারি বর্ষ হইল বর্দ্ধমান প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষকে বর্দ্ধমানের জল বায়ু যে অত্যুৎকৃষ্ট পর্য্যটকেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন; কিন্তু এক্ষণে সেই স্থানের অবস্থা বর্ণন করিলে সদাশয় ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। প্রথম কয়েক বৎসর বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও নিম্ন বর্দ্ধমানে ইহার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। এখনই যে সেই সেই স্থানে নাই এমন নহে। তবে এ বৎসর বর্দ্ধমানের উত্তর বড় সেলুন প্রভৃতি স্থানে সাক্ষাৎ কাল রূপে ইহা জনগণের নেত্রমুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ অধিকাংশই নিঃস্ব। পথ্য ও উপযুক্ত ঔষধের অভাবে অনেককে অকালে কালকবলে পতিত হইতে হইতেছে। কত যে মনুষ্যের মৃত্যু হইয়াছে ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান হয়, গ্রামের তৃতীয়াংশ লোক ইহার করাল কবলে পতিত হইয়াছে। এমন গৃহ নাই যেখানে জ্বর প্রবেশ করে নাই। ভাদ্র মাস হইতে আজি পর্য্যন্ত অনেক লোক শয্যাশায়ী রহিয়াছে। বিশেষতঃ এবার যাহাদের সংস্রব হইতেছে, তিন চারি দিনের মধ্যে বিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেছে। গ্রামের যে দিকে শ্রবণ করা যায়, রোদনধ্বনি ভিন্ন কিছুই শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে না। যদিও আমরা নিঃস্ব বটে, তথাচ, বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া সুস্থশরীরে মনের আনন্দে কাল যাপন করিতেছিলাম। কিন্তু জগদীশ্বরের কেমন ইচ্ছা আমাদিগকে সেই সুখে বঞ্চিত করিলেন। তবে এক্ষণে এই উপায়বিহীন ব্যক্তিগণের দুই মাত্র উপায় আছে। প্রথম, পরদুঃখ দর্শনে যাঁহাদের নয়নযুগলে অশ্রুজল বিগলিত হয়, যাঁহারা স্বদেশের উপকারার্থ স্বীয় জীবন দিতেও সমর্থ সেই সকল মহানুভাব পত্রিকা সম্পাদকেরা যদি এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের বিষয়ে একবার লেখনী চালনা করেন। দ্বিতীয়, যাঁহারা বিদ্যালয় নির্ম্মাণ, চিকিৎসালয় স্থাপন, বিদ্যালয়ে সাহায্যদান, জলাশয় সংস্কার প্রভৃতি সৎকার্য্যে নিরন্তর দেশের মহৎ উপকার করিতেছেন, সেই ভারতের অলঙ্কার সদৃশ মহোদয় ও মহোদয়াগণ এই সময়ে "বড় সেলুন জ্বর পীড়িত ব্যক্তিগণকে" অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া স্বদেশ হিতৈষিতা ও বদান্যতার পরিচয় দেন।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কলিকাতা মেডিকেল কালেজের লাইসেন্সিয়েট ক্লাসের ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মিত্র মহাশয় এখানে উপস্থিত না থাকিলে আরও অনেককে অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত। তিনি সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া আমাদের যে মহদুপকার সাধন করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। যদি গবর্ণমেন্ট আমাদের জীবন রক্ষার নিমিত্ত এখানে এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করেন, তাহা হইলে রাজারাম বাবুকে যেন তাঁহার সহকারী করেন, ইহাই আমাদের নিতান্ত অভিলাষ।

বর্দ্ধমান বড়বেলুন
১২৭৮। ১০ই মাঘ } শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ২৬ এ জানুয়ারি।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	[illegible]	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ২৬ এ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৫	১০

বহরমপুর
২৬এ জানুয়ারি
১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়
বগুড়া ৫
বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিম বিভাগের
স্কুল ইনস্পেক্টর—মেদিনীপুর ১০
* লালা হরিয়ালাল দাস
সাহাটি ৫।০
* উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—গয়া ১০
* হরিপ্রসাদ রায়—চন্দনপুর ১০
* মদনমোহন জেওয়ারি
বর্দ্ধমান বোরহাট ১০
* দীনগোপাল মণ্ডল
বাওয়ালি ১০
* লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
শোভাবাজার ৫।
* গোকুলকৃষ্ণচন্দ্র—শ্রীবাটী ১০
* ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
কলুটোলা
* কেদারনাথ মণ্ডল
জোড়াসাঁকো ৫।
* ভূপতি শ্যামকিশোর রায়
গোবিন্দগঞ্জ ১০
* চন্দ্রকিশোর ঘোষ
দীনাজপুর
শ্যামাকান্ত পালচৌধুরি
বারইপুর ১০
* গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী
কদ্রপুর ৫।
* মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
নিত্যানন্দপুর ১০
* নীলমণি রায় মুন্সেফ
মুরাদনগর ১০
* কালীপ্রসন্ন সেন
হোসেনপুর ১১।
* নরেন্দ্রনারায়ণ কর
গুঞ্জরাপুর ১০
* সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল
পাহাড়পুর ১০
* মহেন্দ্রনাথ মল্লিক
পাতিলপাড়া ৫।
* আনন্দচন্দ্র ঘোষ—মাণিকগঞ্জ ১০
* অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
উলা ১০
* চৌধুরী বাবু জগেন্দ্রমল্লিক
মেদিনীপুর ১০
* শ্যামলাল মিত্র—গয়া ১০
হরিহরপণ্ডিত—পুরী ৫।

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি পাঠাইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

[illegible]
৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

"প্রবদতাং প্রজানাং বিনায় পার্থিবঃ সংস্থানো অনিরুদ্ধতী ন ক্ষীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ১লা ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ১২ ই ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন; তাঁহাদিগের আর মাসুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মনিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷০ এবং ডাকমাসুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাসুল ।৵০ আনা।

শ্রীগঙ্গারাম চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভুবর্ণন নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভা: যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারতবর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।৵ দশ আনা মাত্র।

১৮৭২ সাল ১ লা জানুয়ারি মজিলপুর } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

চণ্ডালিনী ৷০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টট্টি ১১৫ নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৬০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

কৃষ্ণনগরস্থ সি, এম্, এস, নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একজন প্রধান পণ্ডিতের প্রয়োজন। যাঁহারা সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিয়া ২।৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছেন, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং প্রাঞ্জল বাঙ্গালা লিখনে পারদর্শী, তাঁহাদেরই আবেদন আদরণীয়। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ কিঞ্চিৎ ইংরাজি ও গণিত শাস্ত্র জানিলে সবিশেষ আদৃত হইবেন। কর্ম্ম প্রার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্র সহ আবেদন পত্র ডাকমাসুল দিয়া ১০ ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। মাসিক বেতন আপাততঃ ত্রিশ টাকা।

কৃষ্ণনগর। ১৮৭২। যোশিন্ প্রিন্সিপাল্

১১০৬ নং ৫৫।৫৬ সালের ১২ ই মার্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক খণ্ড ৫০০ পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার অসাবধানে হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ বন্ধক বা খরিদ না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

দার্জিলিং
১ লা পৌষ } শ্রীকমলচাঁদ হালদার।
১২৭৮ সাল

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম, এস. কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডি- ক্যাল্ জর্ণ্যাল্।

নেটিব্ ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৶০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, ষাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা আমহর্ষ্টর রোড কলেজে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থ এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

সম্পূর্ণ বাবস্থা ম্বর চিকিৎসা অর্থাৎ হোমিওপেথি মতানুযায়ী জ্বর চিকিৎসার গ্রন্থ। ইহাতে বৈদ্যক মতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল হইতে জ্বর রোগের লক্ষণ সকল অনুবাদ করিয়া ইংরাজী প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা প্রকরণ ঔষধ ব্যবস্থাদি আমার লিখিত হইয়াছে। ৮ পেজি ফরমার ১০২ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন। মূল্য ১।০ মাত্র। এককালে ২৫ খণ্ড ক্রয় করিলে ৵০ এবং ৫০ খণ্ড বা ততোধিক হইলে ।০ আনা করিয়া প্রত্যেক পুস্তকে কমিসন দেওয়া যাইবে। কলিকাতা আমহর্ষ্টর বেরিনি কোম্পানির বাটীতে ও মুজাপুর নতুনগোপাল চাটুর্য্যে কোম্পানির ছাপাখানায় এবং শোভাবাজার রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের নিকট পাইবেন

শ্রীহরিকৃষ্ণ মল্লিক
কালেস্তা।

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্কস।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

উত্তম দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজ্ড পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রস্তুত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। } বরণ এণ্ড কোং

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। হাবড়ায় আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি. পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

" রিপু-বিহার কাব্য " সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কাশীপুর রোড ৫৩ নং ভবনে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাকমাশুল সহিত ।০ আনা।

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

গ্রন্থ	মূল্য	
প্রাকৃতিকাস	১	টাকা।
ভূবনসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নাটিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	ঐ

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

চিকিৎসাঙ্কুর প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৸০ আনা। ঢাকা শাঁকারি বাজার ডিস্পেন্সরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ

১ লা ফাল্গুন সোমবার।

একজন মুন্সেফের প্রতি একজন ডেপুটি কালেক্টরের দুর্ব্ব্যবহার।

আজি কালি বঙ্গবাসিদিগের অভিনয় দর্শনের ইচ্ছাটী কিছু বলবতী হই-

যাছেন। তাঁহারা নূতন নূতন নাটকের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং নূতন নূতন অভিনয়ের উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজ্যমঞ্চে নিত্য নূতন বিধ কৌতুকাবহ যে অভিনয় হইয়া যাইতেছে, বঙ্গবাসিরা যদি অভিনিবেশ সহকারে তাহা দর্শন করেন, তাঁহাদিগের নূতন নাটক রচনার আবশ্যকতা হয় না, নূতন অভিনয় সামগ্রী সংগ্রহেরও প্রয়োজন হয় না। একজন নূতন গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর অথবা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আইলেন, তিনি দেখিলেন, প্রজার প্রকৃত উন্নতিসাধনে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তিনি তাহার উপায় বিধানে ব্যগ্র হইলেন। চতুর্দ্দিকে উন্নতি উন্নতি শব্দ উঠিল। উন্নতিসাধনের নানা অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। প্রজাগণ পুলকে পূরিত হইল। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। আর একজন নূতন গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর অথবা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আইলেন। তিনি একবারে এটা একবার ওটা, একবার সেটা এইরূপে কয়েকটী রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তাহা পাঠ করিয়াই তাঁহার সংস্কার জন্মিল, প্রজার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে; আর কেন? আর গবর্ণমেণ্টের টাকা ব্যয় করা কেন? নিমেষমাত্র কাল এই চিন্তা করিয়াই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন, ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত আর ব্যয় দিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মচারিরাও সেই ধুয়া ধরিলেন। দেশমধ্যে যেন ইন্দ্রজাল বিস্তারিত হইল। কাহারই বস্তুর স্বরূপ বোধ সামর্থ্য রহিল না; গবর্ণমেণ্ট এত দিন যে টাকা দিতেছিলেন, সে কাহার টাকা? কোথা হইতে আসিয়াছিল? কর্ত্তৃপক্ষ রিপোর্ট পাঠ করিয়া যে উন্নতির পরিচয় পাইলেন, তাহা দেশের অবস্থা ও লোক সংখ্যার অনুযায়ী কি না? যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত কি না? রিপোর্ট লেখক আপনার বাহাদুরী দেখাইবার নিমিত্ত বাড়াইয়া লিখিয়াছেন কি না? এ সকলের অনুসন্ধান হইল না। ব্যয়সংক্ষেপ ব্যয় সংক্ষেপ ব্যয় সংক্ষেপ চতুর্দ্দিকে এই শব্দ উত্থিত হইল, কাজও তদনুরূপ হইতে চলিল। কিন্তু ভারতবর্ষ যত উন্নত হইয়াছে, এক লোক সংখ্যাই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। ভারতবর্ষের দুই আনা লোকে এই লোক সংখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহস্থল। কেহ কহিতেছেন, প্রতি ব্যক্তিতে কর গ্রহণ করা হইবে, কেহ কহিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন হইলে পরিবার বিবেচনা করিয়া সেনায় ধরা হইবে। এই ত বুদ্ধির শেষ সীমা। এই লোক সংখ্যা উপলক্ষে মফস্বলবাসিদিগের পুলিসের সহিত দাঙ্গা হইল। কয়েকজন লোক হতাহত হইল। রাজপুরে এই উপলক্ষে দুই রাজকর্ম্মচারিতে দাঙ্গা হইতে হইতে গিয়াছে। মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল রায় শান্তপ্রকৃতি না হইলে লোকসংখ্যায় দাঙ্গা হইয়া লোক হতাহত হইত। তাহা হয় নাই বটে; কিন্তু যে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়াছে অল্পে যে তাহার নির্ব্বাণ হয় এরূপ বোধ হয় না। এতদ্বিষয়ে উপস্থিত বিচারপতিদিগের বৃথা সময় নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। সে বিবাদ বৃত্তান্ত এই;—

রাজপুর সবডিবিজনের ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুত বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী একদিন তত্রত্য মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল রায়কে বলেন, ১১ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাজপুর বিভাগের লোক সংখ্যা হইবে, মুনসেফ বাবুর আদালতের উকীল মোক্তার ও আমলাদিগের উপরে ঐ কার্য্যের ভার দেওয়া হইবে, অতএব এক দিন কাছারি বন্ধ করিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মুনসেফ বাবু উত্তর দিলেন, উকীল ও আমলা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিবার আমার আপত্তি নাই, তবে আমার বক্তব্য এই, বৃহস্পতিবারে না করিয়া শনিবার রাত্রিতে লোক সংখ্যা করিবার ব্যবস্থা করিলে কাছারি বন্ধ করিতে হয় না, লোক সংখ্যাও হয়, সকল দিক রক্ষা হয়। ডেপুটি বাবু কহিলেন, গবর্ণমেণ্টের হুকুম, দিন পরিবর্ত্ত হইবে না। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ১০ ই জানুয়ারি মুনসেফ বাবু এজলাসে বসিয়া কাজ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পেয়াদা আসিয়া জয়কৃষ্ণ দাস নামে একজন আমলাকে কহিল, ডেপুটি বাবু আপনাকে তলব করিয়াছেন। মুনসেফ ঐ কথা শুনিয়া পেয়াদাকে কহিলেন, তুমি যাও, জয়কৃষ্ণ যাইতেছেন। পেয়াদা চলিয়া গেল, জয়কৃষ্ণ নথি পড়িতে আরম্ভ করিল। সেই পেয়াদা অব্যবহিত পরে ফিরিয়া আসিয়া জয়কৃষ্ণদাসকে কহিল, আপনাকে এখনই যাইতে হইবে, হুজুর তলব করিয়াছেন। মুনসেফ পুনরায় পেয়াদাকে কহিলেন, তুমি যাও, জয়কৃষ্ণ যাইতেছেন। ঐ সময়ে আর একজন পেয়াদা আসিয়া জয়কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত জিদ করে। পর ক্ষণেই মুনসেফ আদালতের উকীল ও আমলাগণকে ধরিয়া যাইবার নিমিত্ত ডেপুটি বাবুর এক কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে ডেপুটি বাবুর দোষ ছিল না; তথাপি মুনসেফ বাবু ডেপুটি বাবুর দ্বারা প্রেরিত উকীল ও আমলাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, গিয়া ডেপুটি বাবুকে বল, জয়কৃষ্ণ দাস যে মকদ্দমার নথি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সাঙ্গ হইলেই আসিতেছেন। ওদিকে মুনসেফ বাবুর সেরেস্তাদার প্রভৃতি ডেপুটি বাবুর নিকটে গেলেন, এদিকে তত্রত্য পুলিস ইন্স্পে

ষ্টর ২।৩ জন কনষ্টেবল সঙ্গে মুন্সেফ আদালতে উপস্থিত হইয়া জয়কৃষ্ণ দাসকে কহিল, তোমাকে অলপ্তি যাইতে হইবে। ডেপুটি বাবু এখনই কাছারি ছাড়িয়া উঠিয়া যাইবেন। তখন বেলা ৩ টা, মুন্সেফ বাবু এই সকল কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। জয়কৃষ্ণ ভীত হইয়া পুলিস ইনস্পেক্টরের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। যে কাগজ পড়া হইতে ছিল তাহা পড়িয়া রহিল।

ফৌজদারী হাকিমেরা মফঃস্বলে গিয়া সিংহ হইয়া উঠেন, যা ইচ্ছা তাই করেন, এটী তাহার অন্যতর উদাহরণ। একজন বিচারপতি বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার সেই কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া তাঁহার আমলাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া কোন্ আইনের কোন্ প্রকরণের কোন্ ধারাতে আছে? ঐ কার্য্যটির দ্বারা কি মুন্সেফকে অবমাননা করা হয় নাই? পল্লীগ্রামের লোকেরা এরূপ ব্যবহারে কি মনে করেন? ইহাতে কি আদালতের গৌরব নষ্ট হয় না? যে আদালতের গৌরব না থাকে, সেখানে গিয়া কি লোকের ভয় ও ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা আছে? যে বিচারপতির প্রতি ভয় ও ভক্তি না থাকে, তাঁহার বিচারের প্রতিও লোকের আস্থা থাকে না। কি আশ্চর্য্য! অন্যে যদি দেওয়ানী আদালতের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়, কোথায় ফৌজদারী বিচারপতিরা তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন, তাহা না করিয়া তাঁহারা স্বয়ং অপমান করিলেন? কিরূপে লোক সংখ্যা করিতে হইবে, ইহা শিখাইয়া দিবার নিমিত্তই ডেপুটি বাবু জয়কৃষ্ণ দাসকে জিদ করিয়া লইয়া যান। মুন্সেফ বাবুর কাছারির কার্য্য শেষ হইলে পর জয়কৃষ্ণদাসকে লইয়া গিয়া শিখাইয়া দিলে কি চলিত না? পরদিন প্রাতঃকালেও শিখাইয়া দিলে চলিত। কাছারির সময়ে শিখাইয়া না দিলে নয়, এরূপ কোন আইন নাই। আমরা সংবাদদাতার পত্র পাঠ করিয়া এ ঘটনার প্রকৃত কারণটী স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি; ডেপুটি বাবু ঔদ্ধত্য বশতঃ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মুন্সেফ বাবু ইংরাজী লেখা পড়া জানেন না। তিনি লোক সংখ্যার মহত্ত্ব [illegible] নহেন। সুতরাং তাঁহার মতে কাছারি বন্ধ করিয়া যে লোক সংখ্যা করিতে হয়, এটী সেরূপ গুরুতর কার্য্য নয় [illegible] বিবেচনায় কাছারির কাজই গুরুতর। তিনি সর্ব্বাগ্রে লোক সংখ্যা করিতে বলিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাহা সম্পন্ন হইতেছে। পক্ষান্তরে ডেপুটি বাবু বিরুদ্ধ ভাবিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, মুন্সেফ বাবু লোক সংখ্যার গুরুতা বুঝেন না, কেবল তাঁহার আজ্ঞার অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ জয়কৃষ্ণ দাসকে আদালত হইতে যাইতে দেন নাই। যদি মুন্সেফ বাবুর এ অভিপ্রায় হইবে, তিনি আপনার সেরেস্তাদারকে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিবেন কেন? আর যদি তিনি বাস্তবিকই তাঁহার আজ্ঞার অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ডেপুটি কালেক্টরের কি ক্ষমতা কি অধিকার আছে যে, মুন্সেফের আরব্ধ কার্য্য ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আমলাকে উঠাইয়া আনেন? লোক সংখ্যা বিষয়ক ১৮৭১ অব্দের যে ১১ আইন আছে, তাহাতে কি এরূপ বিধি আছে যে, দেওয়ানী আদালতের আমলা না হইলে লোক সংখ্যা হইবে না? যদি মুন্সেফ বাবুর জয়কৃষ্ণকে পাঠাইবার বাস্তবিক কোন আপত্তি থাকে, তাহাকে জিদ করিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? [illegible]পুরের মধ্যে জয়কৃষ্ণের ন্যায় কি আর কেহ যোগ্য লোক ছিল না? তাহার দ্বারা কি লোকসংখ্যা হইতে পারিত না?

আমরা ডেপুটি বাবুর আর একটী দুর্ব্ব্যবহার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলাম। যে সময়ে লোক সংখ্যা হয়, মুন্সেফ বাবু শ্রীযুক্ত মথুরালাল রায় তৎকালে অসুস্থ ছিলেন। রাত্রিতে দিনে ভ্রমণ করিলে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে, একথা তিনি বারম্বার ডেপুটি বাবুকে জানাইয়াছিলেন, তথাপি কৌশল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করান হইয়াছিল, তাহাতে ডেপুটি বাবুর [illegible] ধৃষ্টতা স্বেচ্ছাচারিতা ও [illegible] নাই নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভায় কয়েক খানি অতি প্রয়োজনীয় আইনের পাণ্ডুলেখ্যের বিচার হইতেছে। প্রথম, আদালতে শপথ করিবার যে আইন আছে তৎসংশোধক পাণ্ডুলেখ্য। পূর্ব্বে গঙ্গাজল, তাম্র ও তুলসীপত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু ইহাতে অনেকের আপত্তি হওয়াতে ১৮৪০ অব্দের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে কেবল ঈশ্বরের নাম করিয়া শপথ করিবার নিয়ম হইয়াছে; কিন্তু ইহা দ্বারাও অভিপ্রায়সিদ্ধ হইতেছে না। সচরাচর যে সকল কথা বলা যায়, তাহার সহিত শপথপূর্ব্বক কোন কথা বলার যে বহু বৈলক্ষণ্য আছে, ভারতবর্ষের সাক্ষিদের অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। মিথ্যা কথা বলিতে যাহাতে লোকের সঙ্কোচ হয়, এরূপ করা ষ্টিফেন সাহেবের অভিপ্রেত। ষ্টিফেন সাহেব পুনর্ব্বার পাণ্ডুলেখ্যখানি সিলেক্টকমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব এই উপলক্ষে ভারতবর্ষীয়দিগের সত্যাপলাপকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, ইংরাজেরা যেমন স্বভাবতঃ সত্যবাদী এতদ্দেশীয়েরা সে প্রকার নহেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী;

যেখানে স্বার্থসম্বন্ধ আছে সেখানে কখন সত্যকথা বলেন না, কিন্তু ধর্ম্মক্রিয়ার সংস্রব থাকিলে অর্থাৎ যেমন খৃষ্টীয়ানেরা বাইবল স্পর্শ করিয়া শপথ করেন, সেইরূপ ইহাদিগকে গো লাঙ্গুল প্রভৃতি ধারণ করিয়া শপথ করিতে হইলে কখন মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবেন না। মিথ্যাসাক্ষ্য একমাত্র দণ্ডভয়ে নিবারিত হয় না। সে দণ্ডও সচরাচর হইতে দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মক্রিয়ার বিশেষ সংস্রব থাকা আবশ্যক। কাম্বেল সাহেবের প্রস্তাবে ষ্টিফেন সাহেব সম্মত হন নাই। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বাক্য পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতেছে। যাহারা স্বভাবতঃ মিথ্যাবাদী হয়, তাহারা ধর্ম্মভয়েও সত্য কথা কহিতে পারে না। যদি তাহারা ধর্ম্মভয়ে সত্য কথা কয়, তাহা হইলে তাহারা স্বাভাবিক মিথ্যাবাদী নয়, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, মিথ্যা সাক্ষ্যে নরক হইয়া থাকে। যাহারা সেই নরক ভয়ে ভীত না হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে কি গোলাঙ্গুল স্পর্শ তুচ্ছ নয়? এদেশের যাহারা মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন, তাহারাই মিথ্যা সাক্ষ্য দানে অগ্রসর হয়। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এদেশের যে কিরূপ অবস্থা তাহাও তিনি জানেন না। এখন যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা গোলাঙ্গুল স্পর্শকে ধর্ম্ম জ্ঞান করেন না। তাঁহাদিগের নিমিত্ত তবে একটী স্বতন্ত্র এবং মূর্খদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র ভঙ্গী ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল। অতএব এক্ষণে শপথের যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই উত্তম কল্প। তবে এই একটু বিশেষ বিধি করা আবশ্যক বিচারপতিরা যখন শপথ করাইবেন, তৎকালে মিথ্যা কথার ও মিথ্যাসাক্ষ্যের যে ঘোর ক্ষতি আছে, এবং মিথ্যা কথায় কি কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা সাক্ষিকে শুনাইয়া দেন। তাহাতে অনেক কাজ হইবে।

দ্বিতীয় ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন প্রস্তাব। ইহার মধ্যে ইউরোপীয়দিগকে মফস্বলের আদালতের অধীন করিবার বিধিটীই প্রধান। প্রস্তাব করা হইয়াছে, মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত ইউরোপীয় অথচ ব্রিটিশ প্রজা এরূপ জষ্টিস অব দি পিস্ ভিন্ন কেহই ব্রিটিশ প্রজাদিগের বিচার করিতে পারিবেন না। ইহাঁরা ৩ মাস কারাদণ্ড ও ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবেন। ঐ রূপ সেসিয়ন জজ এক বৎসর কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা করিতে পারিবেন। কিন্তু অপরাধী যদি দোষ স্বীকার করে অথবা জজের এলাকার প্রতি আপত্তি না করে, তাহা হইলে সেসিয়ন জজ বিবেচনাপূর্ব্বক দণ্ড দিতে পারিবেন। অপরাধী ইচ্ছামত সেসিয়ন জজ অথবা প্রধানতম বিচারালয়ে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার আপীল করিতে পারিবেন। কারারুদ্ধ হইলে ইউরোপীয় অপরাধীই হেবিয়স কর্পস পরওয়ানার দ্বারা কারাদণ্ডটী যথার্থ হইয়াছে কি না তাহার অনুসন্ধান করাইতে পারিবেন। মফস্বলের আদালতের অধীন হইবার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ যে প্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যবস্থাপকগণ এত ভয়ে ভয়ে যে আইন করিবেন, তাহা অনৈসর্গিক নহে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশীয় সিবিলিয়ানেরা কি নিমিত্ত এই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না? তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া শিক্ষিত হন নাই, ইংরাজ সমাজের উচ্চতম সভ্যতাও দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে এ আপত্তি নাই। মাজিষ্ট্রেট মেয়াদ ও জরিমানা উভয়বিধ দণ্ড দিতে পারিবেন; কিন্তু সেসিয়ন জজ মেয়াদ অথবা জরিমানা ইহার অন্যতর দণ্ড দিতে পারিবেন মাত্র জজ মেয়াদ ও জরিমানা উভয়বিধ দণ্ড দিতে পারিবেন না, এবিধিটী উপহাসকর হইবে। ইচ্ছামত সেসিয়ন জজ অথবা প্রধানতম বিচারালয়ে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার আপীল করিবার নিয়ম হইলে গোলযোগ হইবে। এ নিমিত্ত একটী বিশেষ বিচারালয় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, হেবিয়স কর্পসের নিয়মটী সাধারণ নিয়ম করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের শারীরিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বলিয়া প্রভেদ করা আর ভাল দেখায় না।

প্রায় ১২৫ বৎসর হইল ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এখনও শাসনকর্ত্তৃগণ হেবিয়স কর্পস আইন প্রচলিত করিতে সঙ্কুচিত হন, এটী অনল্প বিস্ময়ের সন্দেহ নাই। কলিকাতা প্রভৃতি নগর সমূহের ফৌজদারী কার্য্যবিধি মফস্বলের ন্যায় করা হইতেছে। এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। জুরি প্রথার পরিবর্ত্ত হইতেছে। উপযুক্ত লোকদিগকে জুরি করা হয় না বলিয়া সাহেবেরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ষ্টিফেন সাহেব তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, জুরির সহিত জজের মতভেদ হইলে প্রধানতম বিচারালয়ে কাগজ পত্র অর্পণ করা হইবে। এ ব্যবস্থাটী বিলক্ষণ ফলোপধায়ী হইবে। দণ্ডবিধির ৬ অধ্যায়ে যে অপরাধের উল্লেখ আছে, জুরির দ্বারা তাহার বিচার হয় আমাদিগের অভিপ্রেত। ফৌজদারী অপরাধের তমাদি কাল সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণেও আমাদিগের সেই মত। ষ্টিফেন সাহেব এবিষয়ে কোন বিধি করেন আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা পাণ্ডুলেখ্য

স্থানে মার্চ মাসের মধ্যে বিবিধস্থ হইবে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, এ পর্য্যন্ত উহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণেরা কি গুণে এত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন?

এদেশে ব্রাহ্মণেরা কেবল ভারতবর্ষে নয়, সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। একদা তাঁহাদিগের এমনি অবিসম্বাদিত প্রাধান্য লাভ হইয়াছিল যে তাঁহাদিগের সন্তানগণ অদ্যাপি তাহার ফলভোগ করিতেছেন। অন্য অন্য শ্রেণীর লোকেরা বহুবিধ চেষ্টা পাইয়াও উহাদিগকে নীচে ফেলিতে পারিতেছেন না। অথচ উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে যে গুণে সেই প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, উহাদিগের তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই গুণগুলি কি, বিস্তারিতরূপে তাহার উল্লেখ করাই অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রথম, শুদ্ধি দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। তৃতীয়, যাজন ও অধ্যাপনার ভার গ্রহণ। চতুর্থ, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ পঞ্চম, অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন ষষ্ঠ, ধর্ম্মকর্ত্তৃত্ব ও ব্যবস্থাপকতা। সপ্তম, রাজসহকারিতা।

প্রথম, শুদ্ধি। বিশ্বজনীন ব্যবহার এই, যদি কাহার গুরুজনের নিকটে গমনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তিনি পবিত্র হইয়া বিনীত বেশে গমন করিয়া থাকেন (১)। তৎকালে যদি তাঁহার পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন ও শরীর মলদূষিত দৃষ্ট হয়, তিনি লজ্জায় সংকুচিত হন সন্দেহ নাই। যখন গুরুজন সমক্ষে গমনকালে পবিত্রতার আবশ্যকতা হইল, তখন দেবতার সম্মুখে গমনকালে পবিত্রতার যে একান্ত আবশ্যকতা, একথা বলা বাহুল্য। কোন ব্যক্তি অপবিত্র হইয়া দেব পূজা ও ঈশ্বরের আরাধনা করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের উপরে যাজকতা উপদেশকতা ও ব্যবস্থাপকতা ভার আছে, তাঁহারা অশুচি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অব্যবস্থিত হইলে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না। ভক্তি শ্রদ্ধাই ধর্ম্মস্থিতির মূল। এই কারণে সকল ধর্ম্মেই ধর্ম্মকার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি দৃষ্ট হয়। লোকের ভক্তির উদয় নিমিত্ত সেই সেই সম্প্রদায়ের বাহ্য ও আন্তর শৌচের সদা প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাকে অধিক পবিত্র বলিয়া লোকের বোধ হয়, তাহারই প্রতি অধিকতর ভক্তি জন্মে। লোকের এই ভাব দেখিয়া আর্য্যপ্রধানেরা ভাবিলেন, এরূপ একটী পবিত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি আবশ্যক যে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার দর্শন ও শুদ্ধির বিষয় চিন্তা করিলে লোকের মন আপনা হইতেই তাহাদিগের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহারা দশবিধ সংস্কারের সৃষ্টি করিলেন। বীজদোষ সংশোধন তাহার উদ্দেশ্য। শুক্রশোণিত সম্বন্ধে যে দেহ জন্মিয়াছে, সে দেহ অতিশয় অপবিত্র। তাদৃশ অপবিত্র দেহযুক্ত পবিত্র কার্য্য দেবার্চ্চনা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই চিন্তা করিয়া যদি লোকের মনে বিরাগ উৎপন্ন হয়, এই আশঙ্কা করিয়া আর্য্যশাস্ত্রকারেরা গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম্ম, উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন এই দশবিধ সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন বীজ গর্ভাদি দোষ সংশোধন যে উহার উদ্দেশ্য, মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি উহা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, গর্ভস্থ বালকের স্পন্দন হইবার পূর্ব্বে পুংসবন, ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন, প্রসব হইলে জাতকর্ম্ম, প্রসবের পর একাদশ দিনে নামকরণ, চতুর্থ মাসে শিশুর গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ তাহার পর যে কুলে যে রীতি আছে, তদনুসারে চূড়াকর্ম্ম। এই সকল দ্বারা বীজ গর্ভ সমুদ্ভব পাপ নাশ হয়। মনু বলেন, বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের শরীর সংস্কার করিবে। ঐ সংস্কার ইহলোক পরলোক উভয় লোকে শুদ্ধি বিধান করে। আশ্বলায়নীয় গৃহ্য সূত্রে লিখিত হইয়াছে, উপনিষদে গর্ভলম্ভন পুংসবন ও অনবলোভন এই তিনটী সংস্কার উল্লিখিত হইয়াছে। যে কর্ম্ম দ্বারা নিষিক্ত বীর্য্য অমোঘ হয়, তাহার নাম গর্ভলম্ভন, যে কর্ম্ম দ্বারা গর্ভে পুরুষ জন্মে, তাহার নাম পুংসবন আর যে কর্ম্ম দ্বারা সেই গর্ভজাত পুরুষ বিনষ্ট না হয় তাহার নাম অনবলোভন (২)। আশ্বলায়ন প্রণীত এই

(১) অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ। ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ। মনুসংহিতা। অপরঞ্চ [illegible] কৃতাঞ্জলিঃ [illegible] পবিত্রবস্ত্রঃ [illegible] গুরুং [illegible]।

আপঃ [illegible] আত্মানমবলোক্য চ। [illegible] উপস্থিতঃ [illegible]।

(২) গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম চ। অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ। ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং মাসি চূড়া কার্য্যা যথাকুলং। এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং। কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ। গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ। বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে। মনুসংহিতা।

উপনিষদি গর্ভলম্ভনং পুংসবনমনবলোভনঞ্চ। আশ্বলায়নীয়গৃহ্যসূত্রং। [illegible] যেন কর্ম্মণা নিষিক্তং বীর্য্যং অমোঘং ভবতি তদ্ গর্ভলম্ভনং। পুমান্ জায়তে যেন তৎ পুংসবনং। [illegible] অনবলোভনং ইতি নারায়ণী বৃত্তিঃ।

গুল হ্যুরটি পাঠ করিয়া স্পার্টার কথা আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইল। উক্ত নগরের লোকেরা সমুদায় যুদ্ধে জয়ী হইবার বাসনায় শৈশবকাল অবধি যত্ন পাইয়া বালকদিগকে যেরূপ বীর পুরুষ করিয়া তুলিতেন, আর্য্য প্রধানেরা সেইরূপ যাবতীয় ধর্ম্ম কার্য্যের যোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগকে সংস্কৃত করিতেন। কেবল আর্য্যধর্ম্মে নয়, অন্য অন্য ধর্ম্মেও এই প্রকার সংস্কারের বিধি দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া যাঁহার অভিমান ছিল, সেই খৃষ্টই সংস্কৃত হইয়াছিলেন। মথি লিখিত সুসমাচার কহিতেছে। "পরে যীশু যোহন দ্বারা অবগাহিত হইবার জন্য গালীল দেশ হইতে তাঁহার নিকটে যর্দ্দনে আইলেন। কিন্তু যোহন নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি কেন আমার নিকটে আসিতেছ? বরং তোমা দ্বারা অবগাহিত হওন আমার আবশ্যক আছে। তখন যীশু উত্তর করিলেন, এখন অনুমতি দেও, কেন না এই প্রকার সকল ধর্ম্ম সাধন করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহাতে সে অনুমতি দিল। পরে যীশু অবগাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জলমধ্য হইতে উঠিলেন। তাহাতে তাঁহার নিমিত্তে মেঘদ্বার মুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন। আর এই আমার প্রিয়পুত্র, ইহাতেই আমার পরম সন্তোষ এমন এক আকাশবাণী হইল"।

এদেশে পৌরোহিত্য ও যাজনাদি কার্য্যে পুরুষেরই অধিকার, এই নিমিত্ত আশ্বলায়নীয় গৃহ্য সূত্রে পুংসবন সংস্কারে পুরুষেরই জন্ম প্রার্থনা করা হইয়াছে। এ প্রার্থনা অনৈসর্গিক নহে, স্পার্টা নগরের রমণীরা স্ব স্ব উদরে সদা বীর পুরুষের জন্ম প্রার্থনা করিতেন।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। আর্য্যেরা ইন্দ্রিয় জয়ে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি লোকের যে প্রকার ভক্তিভাজন হন, অন্যবিধ গুণান্বিত ব্যক্তি সেরূপ হন না। সম্মুখে বশিষ্ঠ, কেটো ও আরিষ্টাইডিসের নামোচ্চারিত হইলে কোন্ গুণজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় ভক্তি রসে আর্দ্র না হয়? আর্য্যেরা যে কার্য্যে রত ও অধিকৃত হইয়াছিলেন, তাহাতে জিতেন্দ্রিয়তাগুণসদ্ভাব একান্ত আবশ্যক। যাজক ও পুরোহিতেরা কেবল পরলোক সম্বন্ধে নহেন, ইহলোক সম্বন্ধেও লোকের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের প্রতি লোকের অন্তঃপুর প্রবেশ প্রতিষিদ্ধ নয়। তাঁহাদিগের নিকটে কেহ কোন বিষয়ের গোপন করেন না। লোকে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আত্মানুষ্ঠেয় কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকেন। রাজা দশরথের মহিষী কৌশল্যাদি যখন জন্মভূমের যজ্ঞে গমন করেন, বশিষ্ঠ অধিষ্ঠাতা হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যান (৩)। এখনও যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের উপরে লোকের অবিশ্বাস নাই। তীর্থাদি স্থলে পুরোহিতের সঙ্গে পরিবারদিগকে প্রেরণ করিতে কেহ সংকুচিত হন না। পুরোহিত যদি জিতেন্দ্রিয় না হন, তাঁহার উপরে এ প্রকার বিশ্বাস থাকা সম্ভাবিত নয়। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, পুরোহিত অজিতেন্দ্রিয় হইলে অতিশয় নিন্দিত হইয়া থাকেন। জগতের অধিকাংশ মঙ্গল প্রধান লোকদিগের জিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন ঘটিয়াছে। বড় লোকে অজিতেন্দ্রিয় হইলে জগতের এই পরিমাণে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উপদেশকেরা যুবা পুরুষদিগকে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয় জয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন। ভগবান্ মনু রাজাকে এই উপদেশ দিতেছেন, বেদজ্ঞ শুদ্ধহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিরন্তকাল সেবা করিবে। রাক্ষসেও বৃদ্ধ সেবী ব্যক্তিকে পূজা করে। স্বাভাবিক বুদ্ধিবলে অর্থ শাস্ত্রাদিদ্বারা বিনীত হইলেও বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে নিত্য বিনয় শিক্ষা করিবে। বিনীতাত্মা রাজা কখন বিনষ্ট হন না। করিতুরগ কোষাদি সহায়সম্পন্ন হইয়াও অনেক রাজা অবিনয় দোষে বিনষ্ট হইয়াছে। আবার অনেক রাজা বনস্থ হইয়াও বিনয় গুণে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; বেণ, নহুষ, সুদাস, যবন, সুমুখ ও নিমি এই সকল রাজা অবিনয় দোষে বিনষ্ট হইয়াছেন। পৃথু ও মনু বিনয়গুণে রাজ্য, কুবের ধনাধিপত্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। অহোরাত্র ইন্দ্রিয় জয়ে যত্নবান্ হইবে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে। কামজ দশ এবং ক্রোধজ যে আট প্রকার ব্যসন আছে, তাহা আপাততঃ সুখদায়ী বটে; কিন্তু পরিণামে অতিশয় ক্লেশকর, অতএব যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবে। সুখেচ্ছাজনিত ব্যসনাসক্ত রাজার অর্থ ও কাম নষ্ট হয় এবং ক্রোধজ ব্যসনাসক্তের প্রকৃতি কোপ জন্মিয়া দেহ বিনষ্ট হয়। মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, অন্যগ্লানি, স্ত্রীসক্তি, মদ্যপান, নৃত্যগীতবাদ্য বৃথা ভ্রমণ এই দশটী কামজ ব্যসন। অবিজ্ঞাত দোষের আবিষ্করণ, বধবন্ধনাদি দ্বারা সাধুর নিগ্রহ, ছলে বধসম্পাদন, অন্য গুণের অসহন, পরগুণে দোষারোপণ, অর্থের অপহরণ, আক্রোশ ও তাড়নাদি এই আটটী ক্রোধজ বলিয়া এবং ব্যসন নামে দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে (৪)।

(৩) কৌশল্যাদ্যা সর্ব্বা দেব্যো রাজ্ঞ যাতরঃ। অরুন্ধতীং পুরস্কৃত্য বশিষ্ঠঃ প্রযাতা- গ্রনং। উত্তরকাণ্ডং।

(৪) মনুসংহিতা [illegible]

ইন্দ্রিয় জয় করা সহজ কর্ম্ম নয়। ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে প্রায় বিপথে লইয়া যায়। বিষয়ের উন্মাদনী শক্তি আছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে ইন্দ্রিয় একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে। তৎকালে উহাকে স্ববশে রাখা যে সে ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। তদ্ভিন্ন এই জগতে অনেক অসচ্চরিত্র লোক আছে, তাহারা স্বার্থসাধনের আশয়ে নানা কৌশলে ইন্দ্রিয়ের সেই উন্মাদনী শক্তিকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলে। ইন্দ্রিয় জয় এই রূপ দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই যিনি ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ হন, তিনি সকলের ভক্তিভাজন ও আদরণীয় হইয়া উঠেন। যাহার উপরে যাহার ভক্তি থাকে, সে তাহার অনুগত হয়। অনুগতের উপরে আধিপত্য লাভ অনৈসর্গিক নহে। রাজারা এই যুক্তিতে জিতেন্দ্রিয়তা গুণে লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রিয় জয় যে কেমন কষ্টসাধ্য কর্ম্ম, শুকনাস চন্দ্রাপীড়ের উপদেশকালে স্পষ্টাক্ষরে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। শুকনাস চন্দ্রাপীড়কে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, এরূপ কতকগুলি লোক আছে, স্বার্থসাধনপর ধূর্ত্ত লোকেরা তাহাদিগের অগ্রে দোষকে গুণ বলিয়া বর্ণন করে, তাহাতে তাহারা মুগ্ধ হইয়া সভাসদেরা দোষগুলিকে গুণ বলিয়া প্রচার করে। ধূর্ত্তেরা উহাদিগকে কুকর্ম্মে প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে দ্যূতকে বিনোদ, পরদারগমনকে বৈদগ্ধ্য, মৃগয়াকে শ্রম, সুরাপানকে বিলাস, মত্ততাকে শৌর্য্য, স্বদার পরিত্যাগকে অব্যসনিতা, গুরুজনের আজ্ঞার অবজ্ঞাকে স্বাধীনতা, নৃত্য গীত বাদ্যে আসক্তিকে রসিকতা, অপরাধ অগ্রাহ্য করাকে মহানুভাবতা, অপমানসহিষ্ণুতাকে ক্ষমা, স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রভুতা, দেবতার অবমাননাকারিতাকে মহাসত্ত্বতা, তরলতাকে উৎসাহ, অবিশেষজ্ঞতাকে অপক্ষপাতিতা, ইত্যাদি ক্রমে দোষগুলিকে গুণরূপে বর্ণন করিয়া কতকগুলি রাজতনয়কে মোহিত করে। উহারা মোহিত হইয়া আপনাদিগকে দেবানুগৃহীত মনে করিয়া তদনুরূপ আচরণ আরম্ভ করে। সেই ধূর্ত্তেরা মনে মনে উপহাস করিতে থাকে। এইরূপ উপদেশ দিয়া শুকনাস উপসংহারকালে কহিলেন, কুমার! রাজতন্ত্র বিষম সঙ্কট স্থল, যৌবনও মহামোহকারী, অতএব তুমি সেইরূপ যত্ন পাইবে, লোকে যেন তোমাকে উপহাস না করে, সাধুগণে যেন নিন্দা না করেন, গুরুজনে যেন ধিক্কার না দেন, সুহৃদগণে যেন তিরস্কার না করেন, পণ্ডিতেরা যেন তোমার দুরবস্থা দর্শনে শোকার্ত্ত না হন, দক্ষ লোকেরা যেন উপহাস না করেন, সেবকেরা যেন সর্ব্বস্ব গ্রাস না করে, ধূর্ত্তেরা যেন বঞ্চনা না করে, স্ত্রীলোকে যেন প্রলোভিত না করে, মদে যেন মূর্চ্ছা না করায়, কন্দর্পে যেন উন্মত্ত করিয়া না তুলে, বিষয়সুখে যেন আকর্ষণ না করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর, পিতাও অতি যত্নসহকারে তোমার সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব তোমার প্রতি আমার অধিক বক্তব্য নাই। কারণ যাহারা তরল হৃদয় ও মূর্খ, ধনে তাহাদিগকেই মত্ত করে। তথাপি যে আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছি, তাহার কারণ এই, তোমার গুণরাশি আমাকে এই প্রকার বাচাল করিয়া তুলিয়াছে। আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিতেছি, ঐশ্বর্য্যে বিদ্বান্ বুদ্ধিমান উদারাশয় সৎকুলজাত, ধীর ও যত্নবান পুরুষকেও দুর্ব্বিনীত করিয়া তুলে (৫)।

বেদঃ শুচীন্। বৃদ্ধসেবী হি সততং রক্ষোভিরপি পূজ্যতে। তেভ্যোঽধিগচ্ছেদ্বিনয়ং বিনীতাত্মাপি নিত্যশঃ। বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ন বিনশ্যতি কর্হিচিৎ। বহবোঽবিনয়ান্নষ্টা রাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ। বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে। বেনো বিনষ্টোঽবিনয়াৎ নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ। সুদাঃ পৈজবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ। পৃথুস্তু বিনয়াৎ রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ। কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গাধিজঃ। ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্। জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ। দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ। ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ। কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ। বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু। মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ। পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্। বাগ্দণ্ডজঞ্চ পারুষ্যং ক্রোধজোঽপি গণোঽষ্টকঃ। মনুসংহিতা।

(৫) অপরেতু স্বার্থনিষ্পাদনপরৈর্ধনপিশিতগ্রাসগৃধ্রৈরাস্থাননলিনীবকৈর্দ্যূতং বিনোদ ইতি, পরদারাভিগমনং বৈদগ্ধ্যমিতি, মৃগয়া শ্রম ইতি, পানং বিলাস ইতি, প্রমত্ততা শৌর্য্যমিতি, স্বদারপরিত্যাগমব্যসনিতেতি, গুরুবচনাবধীরণমপরপ্রণেয়ত্বমিতি, অজিতভৃত্যতা সুখোপসেব্যত্বমিতি, নৃত্যগীতবাদ্যবেশ্যাভিসক্তী রসিকতেতি, মহাপরাধাবকর্ণনং মহানুভাবতেতি, পরিভবসহত্বং ক্ষমেতি, স্বচ্ছন্দতা প্রভুত্বমিতি, দেবাবমাননা মহাসত্ত্বতেতি, বন্দিজনখ্যাতির্যশ ইতি, তরলতা উৎসাহ ইতি, অবিশেষজ্ঞতা অপক্ষপাতিত্বমিতি, দোষানপি গুণপক্ষমধ্যারোপয়দ্ভিরন্তঃ স্বয়মপি বিহসদ্ভিঃ প্রতারণকুশলৈর্ধূর্ত্তৈরমানুষোচিতাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রতার্য্যমাণা বিত্তমদমত্তচিত্তা নিশ্চেতনতয়া তথৈবেত্যাত্মন্যারোপিতালীকাভিমানাঃ মর্ত্ত্যধর্ম্মাণোঽপি দিব্যাংশাবতীর্ণমিব সদৈবতমিবাতিমানুষমাত্মানমুৎপ্রেক্ষমাণাঃ প্রারব্ধদিব্যোচিতচেষ্টানুভাবাঃ সর্ব্বজনস্যোপহাস্যতামুপযান্তি। * * * * তদেবং প্রায়াতিকুটিলকষ্টচেষ্টাসহস্রদারুণে রাজতন্ত্রে অস্মিন্ মহামোহকারিণি চ যৌবনে কুমার! তথা প্রযতেথা যথা নোপহস্যসে জনৈঃ ন নিন্দ্যসে সাধুভিঃ ন ধিক্ক্রিয়সে গুরুভিঃ নোপালভ্যসে সুহৃদ্ভিঃ ন শোচ্যসে বিদ্বদ্ভিঃ ন প্রকাশ্যসে বিটৈঃ ন প্রহস্যসে কুশলৈঃ নাস্বাদ্যসে ভুজঙ্গৈঃ নাবলুপ্যসে সেবকবৃকৈঃ ন বঞ্চ্যসে ধূর্ত্তৈঃ ন প্রলোভ্যসে বনি-

উত্তর পাড়া স্কুল।

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট এত কালের পর উত্তর পাড়ার স্কুলকে সাহায্যকৃত স্কুল বলিতেছেন এবং উহার কর্ম্মচারিদিগকে পেন্সন দিতে সম্মত হইতেছেন না। বাবু কেদার নাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন শিক্ষকের পেন্সন লইয়া এই কথা উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন ঐ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বাবু রামতনু লাহিড়ীর পেন্সন হয়, তখন এ বিষয়ের কোন কথা উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য সংক্ষেপে ঐ স্কুলের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

উত্তর পাড়ায় জিলা স্কুলের মত একটী স্কুল হয় এই উদ্দেশে তত্রত্য প্রসিদ্ধ জমীদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন এবং বাৎসরিক ১২০০ টাকা উপস্বত্বের একটী জমীদারী এবং স্কুলবাটী নির্ম্মাণের নিমিত্ত ৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে উদ্যত হন। গবর্ণমেণ্ট তাহা লইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন, তদনুসারে ১৮৪৬ অব্দের ১ লা মার্চ্চ ঐ স্কুল সংস্থাপিত হয়; অপর গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুলে যেরূপ লোকাল কমিটি আছে, ঐ স্কুলেও সেইরূপ লোকাল কমিটি সংস্থাপিত হয়, এবং হিন্দুটি জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার রবার্ট হাণ্ড সাহেব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত নিয়োগ পত্র পাইয়া ঐ স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আসিলেন। তদবধি আজি পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বরাবর আপনাদিগের রিপোর্টে ঐ স্কুলকে জেলা স্কুলমধ্যেই গণ্য করিয়া আসিয়াছেন এবং উহার আয় ব্যয় সম্পৃক্ত সমুদয় হিসাব পত্র নিজেরাই রাখিতেছেন। ফলতঃ উহাকে গবর্ণমেণ্ট স্কুল বলিয়া বিশ্বাস থাকাতে শিক্ষকেরা উহাতে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা জানিতেন যে, উহা গবর্ণমেণ্ট স্কুল নহে, সাহায্যকৃত স্কুল, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের অনেকে উহাতে কর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। যাহা হউক একাউণ্টাণ্ট জেনরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কি কারণে ও কি যুক্তিতে যে উহাকে সাহায্যকৃত স্কুল বলিয়া গণনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন কোনক্রমে বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে সাহায্যকৃত স্কুল যাহাকে বলে তাহা ১৮৫৪ অব্দের কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগের পত্র দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে; কিন্তু উত্তর পাড়া স্কুল তাহার ৯ বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল তখন সাহায্যকৃত স্কুলের সৃষ্টিই হয় নাই। জয়কৃষ্ণ বাবু জমীদারী ও অর্থ দ্বারা ঐ স্কুলের সাহায্য করিয়াছিলেন, এই জন্যই কি উহাকে সাহায্যকৃত স্কুল বলা যাইতে পারে? কখনই না। জয়কৃষ্ণ বাবুর সাহায্য সামান্যরূপ সাহায্য নহে তিনি ঐ স্কুলে যথার্থ একটী জমীদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট নিজে তাহার বন্দোবস্তাদি করিতেছেন; অতএব ওরূপ সাহায্যকে ইংরেজি কথায় এণ্ডোমেণ্ট বলে। এণ্ডোমেণ্ট অথ বিষয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যে কার্য্য করেন তাহা যদি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বলিয়া গণ্য না হয়, তাহা হইলে হুগলী কালেজ প্রভৃতিও গবর্ণমেণ্টের কার্য্য না হইতে পারে এবং তথাকার কর্ম্মচারীরাও পেন্সন না পাইতে পারেন। হুগলী কালেজের ব্যয় এণ্ডোমেণ্ট প্রাপ্ত বিষয়ের দ্বারা সমগ্ররূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, উত্তর পাড়া স্কুলের আংশিকরূপে, এতদ্ভিন্ন আর কিছু বৈলক্ষণ্য নাই।

যাহা হউক, আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, উত্তর পাড়া স্কুল বিষয়ে একাউণ্টাণ্ট জেনরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের ভ্রম জন্মিয়াছে। আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা উক্ত স্কুল সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ পত্র ভালরূপে দেখিয়া আপনাদের ভ্রম অপনীত করুন। আমরা জানিয়াছি, স্কুল ইন্সপেক্টর উড্রো সাহেব উত্তর পাড়া স্কুলকে জেলা স্কুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ক প্রমাণ প্রয়োগ লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টেরও যে এ বিষয়ে ভ্রম হইবে তাহা কোনরূপে সম্ভাবিত নহে।

আক্রন্দন্ বিক্রমাসে লক্ষ্যাঃ, ন মন্ত্রাসে ভূমেঃ, যোগ্রীন্দ্রিয়সে বশেন, বাজিপাসে বিষ্টেঃ নাবকৃতাসে হ্রাসেঃ যোপারিকৃতসে ভূষেন। কাহৎ স্বস্থান্ প্রকৃতৌভবে বীরঃ পিত্রাচ সহস্রা প্রথমেন সমারোপিতবংচায়ঃ ভরতকুলম্ প্রতিযুক্তক মনবৃত্তি যদাপি তদাপি তরুণজনসো্যো সাবেবং দুষরীকৃতবান্, ইদমেব পুনঃ পুনরপি বীরসে বিত্তাংসমপি সচেতনমপি বীরমপি প্রথম বক্তমপি পুরুষমিহং দুর্ব্বিনীতা বলীকরোতি লক্ষীতিতি। কাদম্বরী।

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং। সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥ মনুসংহিতা।

নূতন পুস্তক।

১। শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন যে অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন এখানি তাহার ৫ ম খণ্ড। অভিধানকর্ত্তা শব্দার্থ সঙ্কলন বিষয়ে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, এক "অলঙ্কার" শব্দদ্বারাইতাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইবে। অর্থালঙ্কারের ২০২ প্রকার ভেদ যথাক্রমে লক্ষিত হইয়াছে। অর্থ প্রমাণপ্রয়োগাদি অতি বিস্তৃতরূপে লেখা হইয়াছে। প্রতি খণ্ডেই অভিধানকর্ত্তার উত্তরোত্তর যেরূপ পরিশ্রম বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধ হয়, এখানি অন্যান্য সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিবে।

২। আকৃতি তত্ত্ব। শ্রীযুক্ত বাবু বলাই চাঁদ সেন ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। আকৃতি তত্ত্ব (ফিজিয়গনমি) দ্বারা মনুষ্যদেহ বিশে

মস্তক মুখ মণ্ডল দর্শন করিয়া প্রকৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয় করা যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আকৃতি তত্বের প্রচলন ছিল। তৎপরে ইহা মিশর (ইজিপ্ট) দেশে প্রচলিত হয়। পিথাগোরস মিশর হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীশ দেশ ইহার প্রচার করেন। বলাইবাবু ইহাতে স্ত্রীপুরুষের শুভা শুভ লক্ষণ সামুদ্রিক তত্ত্বকারী সংস্কৃত বচন শব্দকল্পদ্রুম ও গারুড় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৩। বসন্তকুমারী প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ইহার প্রণেতা। এটি একটী আখ্যায়িকা। বসন্ত সেন ইহার নায়ক এবং বসন্তকুমারী নায়িকা। অকৃত্রিম মিত্রতা প্রকৃত অধ্যবসায় পবিত্র প্রণয় প্রভৃতি গুণের বর্ণনাই এতৎ গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪। মনে ইং জেওগ্রাফি। বহরমপুর ট্রেনিং নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ৩য় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ রায় ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। নানা ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে। কম্পাস রশি প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ নদী বন পর্ব্বত ও ক্ষেত্রাদির পরিমাণ করিয়া ট্রাঙ্ক ও ক্ষেত্রফল স্থিরীকৃত হয়, ইহাতে সে সমুদায় সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পারসী হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার নামগুলি বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া এবং উচ্চারণেও লিখিয়া দিয়া বিশেষ বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছে। এখানি নর্ম্মাল ট্রেনিং বিদ্যালয়ের বালকগণের পক্ষে বিলক্ষণ উপকারের হইবে।

৫। ১৮৭২ অব্দের ২০ এ জানুয়ারি শনিবার কলিকাতা ডেলহাউসি ইনষ্টিটিউটে বঙ্গদেশীয় ফটোগ্রাফিক সমাজের পঞ্চদশ প্রদর্শনে যে সকল ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইয়াছিল এখানি তাহার তালিকা।

৬। সুরা বিষয়ে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল পাইন কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে এবং বরাহ নগর স্বাস্থ্য রক্ষিণীসভায় ইংরাজী ভাষায় এই বক্তৃতা করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য জাতিমাত্রেই সুরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে মুনি ঋষিগণও সুরা সেবন করিতেন। কিন্তু সে সুরা একালকার সুরার ন্যায় তেজস্কর ছিল না। তথাপি ইহা হইতে নানা অনিষ্ট হইত বলিয়া প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণগণ সুরা সেবনের গুরুদণ্ড বিধান করিতেন এবং শাস্ত্রকারগণ মহাপাপ বলিয়া এতৎ সেবনের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অল্প পরিমাণে হউক আর অধিক পরিমাণে হউক, সুরাসেবন যে বহুবিধ অনিষ্টোৎপাদক এবং স্বাস্থ্যনাশক, এবং ঔষধ স্বরূপ এতৎ সেবনের মতটীও যে ভ্রমসংকুল, কানাই লাল বাবু বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ ও বিশুদ্ধ যুক্তি এবং প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে এদেশে সুরার সমধিক প্রভাব ও তন্মূলক বহুবিধ অনিষ্ট দর্শন করিয়া অনেক দেশ হিতৈষী ব্যক্তি এতন্নিবারণার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় বহু আয়াস স্বীকার এবং নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কানাইলাল বাবু এতন্নিবারণার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, বক্তৃতা ও পুস্তকাদি মুদ্রিত করিয়া সুরা সেবনের অনিষ্টকারিতা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়, উপরিউক্ত ও অন্যান্য উপায় দ্বারা সুরার প্রতি সকলের দ্বেষ ভাব বদ্ধমূল করা। তৃতীয়, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ দ্বারা সুরার দোকান কমাইয়া দেওয়া এবং বেশ্যালয়গুলিকে নগরের দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাওয়া। চতুর্থ, স্বাস্থ্য নাশক ও অবিশুদ্ধ আমোদাদির উন্মূলন করিয়া তৎস্থলে স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ আমোদের প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় অবলম্বন করা। পঞ্চম, যাহাতে পশুবৎ আমোদাদিতে মন আকৃষ্ট না হয়, এরূপ শিক্ষার প্রচার। এই বক্তৃতাতে কানাইলাল বাবুর দূরদর্শিতা বিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২৩এ মাঘ সোমবার।

কার্পাসডাঙ্গার ইংরাজি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

আমাদিগের কোন্নগরস্থ সংবাদদাতা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত রাণী কোন্নগরী স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভার কার্য্যালয় নির্ম্মাণার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন, বুড়িগঙ্গার সংস্কার না হইলে নদীটী শীঘ্রই মজিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত একজন ইঞ্জিনিয়রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু জল মাপা ভিন্ন তাঁহা দ্বারা আর কোন কাজ হয় নাই।

সেনাদলের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ষ্টেট সেক্রেটরির পত্র লেখালিখি হইতেছে। এদেশে শীঘ্র সেনাদলের সংখ্যা কমান লাড আর্গাইলের বড় অভিপ্রেত নয়। সৈন্য সংখ্যা অধিক বলিয়াই ব্যয় অধিক হয়, এরূপ নয়। সৈন্যদিগের জন্য যে সকল দ্রব্যাদি ক্রীত হয়, তাহাতে জুয়াচুরি হয় বলিয়াই এত অধিক ব্যয় পড়ে। সেনাপতি নাপিয়রও এই কথা বলেন। এই নিমিত্ত লার্ড আর্গাইল সেনাপতি নাপিয়রকে সৈনিক ব্যয় সম্বন্ধে এক রিপোর্ট করিতে বলিয়াছেন। কেও অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছেন, এই কার্য্য দ্বারা এখানকার গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে; কিন্তু একার্য্যটী আমাদিগের অননুমোদনীয় নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হইলে ক্রয়াদিতে এত ব্যয় পড়ে না। এই অনিষ্ট নিবারণার্থ লার্ড আর্গাইল প্রকৃত উপায়েই অবলম্বন করিয়াছেন।

মুন্সেফদিগের হিসাব পত্রে অত্যন্ত গোলযোগ হয় বলিয়া হাইকোর্ট ডিষ্ট্রিক্ট জজদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যাহাতে মুন্সেফেরা ভাল করিয়া হিসাব পত্র রাখেন তাহাদিগকে তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। হিসাবে কোন গোলযোগ হইলে তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে।

২৪ এ মাঘ মঙ্গলবার।

সম্প্রতি বারাণসীতে সেতারা হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, ইঁহার স্মৃতি শক্তির বিষয় শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহাঁকে কোন কঠিন অঙ্ক দিলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে মনে মনে ভাবিয়া উহার ফল স্থির করিয়া দিতে পারেন। অন্যে কাগজ কলম লইয়াও তত শীঘ্র পারেন না। সেদিন তিনি বারাণসীর কুইন্স কালেজে গিয়া প্রিন্সিপলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে ৩৪ টী অঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিয়া নানারূপে বিরক্ত করিলেও তিনি কথা কহিতে কহিতেও অতি শীঘ্র সেগুলির উত্তর দান করিলেন। প্রিন্সিপল তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ ব্যক্তির অনেকগুলি প্রশংসাপত্র আছে।

জনশ্রুতি এই, বর্ত্তমান বর্ষের বজেটে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে যে, ইনকম ট্যাক্স একবারে উঠাইয়া না দিয়া এক্ষণকার অপেক্ষা অল্প পরিমাণে উহা সংগৃহীত হইবে।

আগামী মার্চ্চমাসে কলিকাতার হাই কোর্টের বিচারপতি ই, জাক্‌সন্ আট মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

ডাক্তার কেয়ার বিদায় লওয়াতে ক্লার্ক সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি হইতেছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, মফস্বলাইট পত্রিকাখানি মুদ্রাযন্ত্র সহ বিক্রীত হইবে। ইহার মূল্য ১৫০০০ টাকা স্থির হইয়াছে।

একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে ইউরোপের রাজগণের দৈনিক আয়ের বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—রুশিয়ার জার ৫০০০০, তুরস্কের সুলতান ৩৮০০০, ভূতপূর্ব্ব ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮০০০ ইটালির রাজা ১৬৫০০ প্রুশিয়ার রাজা ১১৪২০, ইংলণ্ডেশ্বরী ১০১০০, ইংলণ্ডের যুবরাজ ২৯০০, রুশিয়ার রাজা সম্রাট কত পাইতেছেন, জানা যায় নাই। ইউনাইটেড ষ্টেটসের সভাপতি গ্রাণ্টের দৈনিক আয় ১৩৭ টাকা।

[illegible]

এক তন্তুবায় পত্নী এককালে একটী পুত্র ও দুটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। ৩ দিবসের পর পুত্রটীর মৃত্যু হয়, কন্যা দুটী জীবিত আছে।

একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, শ্যামের রাজার ৯০ ভ্রাতা ও ৪০ ভগিনী আছেন। ইঁহার পিতার ৬০০ মহিষী ছিলেন, ইহাঁর নিজের ৩০ মহিষী আছেন।

মন্দাউএর কয়েকজন ছাত্র মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পোষকতা করাতে উহাদিগকে সাইবিরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে।

২৫ এ মাঘ বুধবার।

গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুরে একটী হাইস্কুল স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। যে সকল জমীদার এ বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাবু নবীনচন্দ্র নাগ সর্ব্ব প্রধান। ইনি ৫ সহস্র টাকা এককালে দান করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন মাসিক কতক টাকা চাঁদা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

লণ্ডনে "সাবিডিভিয়ান্‌" নামে [illegible] [illegible] হইতেছে, [illegible] ইহাতে কেবল সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রস্তাবাদি লিখিত হইবে।

চারলস্ জেরেন সাহেব ডিকেন্স সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতেছেন। এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে, সাধারণ জেনারেলের অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত মতভেদ হওয়াতেই ডিকেন সাহেব অকালে পদত্যাগ করিলেন, বিচারপতিদিগকে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা তাঁর অধীন করা যে সকল শাসনকর্ত্তার মত, ডিকেন সাহেবের মতে [illegible] লোকের উহাদিগের সহিত বলিয়া উহা সম্পাদিত হয় নাই।

ইংলিসম্যান বলেন, বুসায়ার ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা আগামী বর্ষে যে শস্যাদির অভাব হইবে না এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে।

প্যারিসের একজন কুকুর পালক তাঁহার [illegible] পালিত কুকুরকে এত ভাল বাসিত যে ঐ কুকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে আত্মহত্যা করিয়া কুকুরের অনুগামী হইয়াছে!

সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, বিক্র-

পাড়া নামক গ্রামে একজনের স্ত্রী এককালে ৭ টী সন্তান প্রসব করে। একে একে সন্তানগুলির মৃত্যু হইয়াছে।

২৬ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কুমার কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, মানকাঁলা মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার হিন্দু একাডামি নামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত পাঠ্যা বাবুর ক্যাম্বেল ব্যাপারচরিত গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ৫ টাকা দান করিয়াছেন।

গত শুক্রবার বৈকালে শ্যামের রাজা আগ্রা হইতে এক বিশেষ ট্রেণে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন।

গত ৩১ এ জানুয়ারি রাত্রি ১-৩০ মিনিটের সময় পাবনায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল।

লার্ড নেপিয়রের সহিত "মাদ্রাজ এথিনিয়মের" যে মকদ্দমা হইতেছে, তাহাতে স্বয়ং সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত সমনের প্রার্থনা করা হয়। আদালতের বিচারপতি বলিয়াছেন, তাঁহা হইলে লার্ড নেপিয়রের স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওয়া উচিত এক্ষণে বিচারালয়ে শাসনকর্ত্তা ও একজন সামান্য প্রজা বলিয়া প্রভেদ করিবার আবশ্যক নাই।

সম্প্রতি অযোধ্যার অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে স্থানে স্থানে শস্যাদির বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। এখনও আর কোন উপায় না হইলে রবি শস্যের আশা আর থাকিবে না।

বাবু শ্যামাচরণ দেব ইংলণ্ডে যাইবেন না বলিয়া কোম্পানী কাপ্টেন্ ই, সাহেব ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন।

আলাবামা ঘটিত গোলযোগ শীঘ্র মিটিতেছে না। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট যেরূপ হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ ক্রোর টাকা দিতে হয়। ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণ আড়াই কোটি পর্য্যন্ত দিতে পারেন। [illegible] [illegible]

অস্ট্রিয়ার গবর্ণমেণ্ট বাইসেরে "[illegible]" নামে এক প্রকার কর স্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে আমরা নিত্য নূতন নূতন করের নাম শুনিতে পাই।

১১ এ মাঘ শুক্রবার।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট চীনদেশের সীমা পর্য্যন্ত একটি রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন।

রুশিয়ার অন্তর্গত ফিনলণ্ড নিবাসী প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা রুষ জাতি হইতে উৎকৃষ্ট। এক্ষণে রুষদিগের একান্ত ইচ্ছা যে ঐ সকল স্থানের লোকেরা রুশিয়ার না হইয়া রুষদিগের অধীন হয়েন। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত আজ্ঞা দিয়াছেন, ফিনলণ্ডের যাবতীয় বিদ্যালয়ে রুশীয় ভিন্ন আর কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর উচ্চশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল, এল এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যাবতীয় ছাত্র বি, এ পর্য্যন্ত পাঠ করিবার নিমিত্ত ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। এক্ষণে নিয়ম হইয়াছে, সমুদায় প্রদেশে চারিটি মাত্র ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। আমরা অবগত হইলাম, কয়েকজন ছাত্রকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

বেথুন সোসাইটির গত অধিবেশনে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এদেশে বিজ্ঞান সভা স্থাপন বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রোতাগণ উপদেশ শ্রবণে বারম্বার আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবার বিষয়ে কেহ কোন কথা বলেন নাই। এদেশের কৃতবিদ্য ও ধনিদিগকে এনিমিত্ত পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করা [illegible] না। বঙ্গদেশীয় রাজগণ এ সময়ে কোথায়?

১৮ এ মাঘ শনিবার।

সার্বিয়ার রাজা যখন বিদ্যার শিক্ষা [illegible] ছিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ইহাঁরা এক্ষণে ক্ষমা পাইয়াছেন। রাজা সকলকেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

বোম্বায়ের বণিকগণ শস্যের রপ্তানি কর উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত লার্ড মেয়োকে অনুরোধ করাতে তিনি গবর্ণর জেনরল তাঁহার মন্ত্রির উপর ইহার ভার দিয়াছেন। ইহা পীড়া শান্তির নিমিত্ত যমের নিকটে গমনের তুল্য।

* আবিসিনিয়ার রাজকুমার আলমেয় কলেজে উপনীত হইয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি বৈকাল। ইংলণ্ডের বাজারে তুলার মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৯১০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি। আলাবামা বিষয়ে ইংরাজী সংবাদ পত্র মাত্রেই মহা আন্দোলন হইতেছে।

[illegible] অবস্থা ক্রমে বিলক্ষণ ভাল হই-তেছেন।

আরল মেয়োর সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১লা ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা। অদ্যকার টাইমস পত্র বলেন, আমেরিকা যদি এ সম্বন্ধে এখন প্রকাশ্যরূপে [illegible] করেন, ইংলণ্ড কখনই ওয়াসিংটনের সন্ধিতে আবদ্ধ থাকিবেন না।

প্যারিস ৩১ এ জানুয়ারি। অদ্য ভার্সেলস্থ সেনা সভা ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধিপত্রের বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। থিয়র্স সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

প্যারিস ২ রা ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সন্ধির সংশোধন হইতেছে।

কাউণ্ট [illegible] পদত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন [illegible] নাই।

[illegible] আর্কবিসপ পীড়িত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৩রা ফেব্রুয়ারি। অদ্য ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক হইতে ৪৫০০০০ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে।

লণ্ডন ৩রা ফেব্রুয়ারি। ব্রিটিস মন্ত্রিসভা আলাবামা ঘটিত গোলযোগের মধ্যে থাকিবেন না স্থির করিয়াছেন বলিয়া যে সমাচার প্রচারিত হয় তাহা সমূলক নহে। এ বিষয়ে কেবল মত প্রকাশ করা হইতেছে মাত্র।

ডেলিনিউস বলেন, গবর্ণমেণ্ট ওয়াসিংটনের সন্ধির সংশোধনার্থ প্রার্থনা করিবার মানস করিয়াছেন।

—•—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১৭ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৭১ অব্দের ৫ আইনের ৪ ধারানুসারে বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্য হইবেন।

এফ, এস, পিলিউ (সভা ও সভাপতি)।

টী, জে, সি, প্লাউডেন।

ডাক্তার আর এফ, টমসন।

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

* বিজয় নাথ চট্টোপাধ্যায়।

* বিপ্রদাস দে।

* সত্যেন্দ্র দয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়।

* হেমচন্দ্র গোস্বামি।

* চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় (সভ্যগণ)

২৫ এ জানুয়ারি। বাবু রাম চরণ বসু পাবনা উপবিভাগের আসিষ্টাণ্টের সব রেজিষ্টার হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যশোহরের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এচ, এল, হারিস।

বাবু আনন্দ মোহন মজুমদার।

২৭ এ জানুয়ারি। জি, জে, বি, টী ডালটন ভাগলপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। মেদিনীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর টিপারায় বদলী হইলেন।

৩০ এ জানুয়ারি। জে, এ ক্লার্ক বি, এল, মেদিনীপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন।

৫ ই ফেব্রুয়ারি। বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য হুগলীর আসিষ্টাণ্টের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

জে, ডি এফ হার্ভে কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের আসিষ্টাণ্টের বিশেষ সব রেজিষ্টারের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, এ ব্রিকেটস কিছু দিনের জন্য কাছাড়ের আসিষ্টাণ্টের প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

কলিকাতার রেজেষ্ট্রার জেনেরাল সাল ১৮৭২ অব্দের ৩ আইনের ৫ অধ্যায়ের ৪৭ ধারানুসারে একজেম্প্টীর ব্যক্তিদিগকে বিবাহের অনুমতি পত্র দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অঘোরনাথ মল্লিক রাজপুর (বাগআঁচড়া) উপবিভাগের ভার পাইলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মিঃ ই মার্টিন ২৪ পরগণায় রহিলেন।

মাদারীপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ঢাকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বাখরগঞ্জের সদর ষ্টেশনে বদলী হইলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু তারিণীপ্রসাদ রায় রঙ্গপুরে বদলী হইলেন।

যে দিবস বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিবস ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মি, এস্ট্‌ আর্ন্ট আটিয়া উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মি, এম কিট্রিজ [illegible] ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী

বিচার ও রাজনৈতিক সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ই জানুয়ারি। সার্জন এচ, সি কট [illegible] কলিকাতা মেডিকাল কালেজের সর্জারির অধ্যাপকের আফিসিয়েট হইবেন এবং কিছুদিনের জন্য কালেজ হাসপাতালে আউটডোর প্রথম সার্জন হইবেন।

২১এ জানুয়ারি। ভাগলপুরের সিবিল সার্জন ডাক্তার মি, সি উবাল্ড উইলসন কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরের সেণ্ট্রাল জেলের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

২৫এ জানুয়ারি। জে, এ, হল্যাণ্ড মেদিনীপুরের মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

২৬এ জানুয়ারি। ডবলিউ কে, ফ্রান্সিস ১৮৭০ অব্দের ১১ আইনের ৭৮ ধারানুসারে কাছাড়ে মজুরদিগের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর হইবেন।

৩০এ জানুয়ারি। ডবলিউ এচ, ডোলি ঢাকার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বাইস চেয়ারম্যান হইবেন।

১৮ই জানুয়ারি। [illegible] নওপাড়ায় সম্প্রতি যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে উহার তত্ত্বাবধানার্থ বর্ত্তমান সময়ের নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণে এক সভা করিলেন—

রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর।
বাবু তারাপ্রসাদ মিত্র।
" কৃষ্ণসুন্দর সরকার।
বাবু মধুসূদন [illegible]।

বাবু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সভার সভ্য ও সেক্রেটারি হইয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারি। এচ, জে উইলসন কিছু দিনের জন্য পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট সার্জন ই, এ বাক্‌ এম আর, সি এস, ১৮৭১ অব্দের ১৩ই নবেম্বর অবধি বারাকপুরের লক হাসপাতালের চিকিৎসাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২রা ফেব্রুয়ারি। বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্রের অনুপস্থিত কালে বাবু দীননাথ দাস বারাসতের প্রতিনিধি অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু প্রকাশচন্দ্র দে তৃতীয় শ্রেণীর মু[illegible] ও রাজসাহীর অন্তর্গত বোয়ালিয়ার মুন্সেফ হইবেন।

৩রা ফেব্রুয়ারি। বাবু উমাচরণ দত্তের অনুপস্থিত কালে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন নন্দকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] চিকিৎসাভার পাইবেন।

বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিত কালে তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন চুনিলাল দাস বর্দ্ধমানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

আমাদিগের নাইটঘরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এতদিনের পর জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিসটী নাইটঘর তেওতায় উঠিয়া আসিল। এস্থানে যে লেটার বক্স আছে, তাহা হইতে পাঁচ মাসে ৭১ টাকা আয় হইয়াছে। জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিস হইতেও এত আয় হয় না। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, তেওতায় পোষ্ট আফিস হইলে গবর্ণমেণ্ট লোকসান দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিস তেওতায় উঠাইয়া আনিবার অনুরোধ করিয়া পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্র ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের রিপোর্ট গ্রাহ্য করিবেন। তেওতায় পোষ্ট আফিস হইলে পত্রাদির প্রেরণ ও প্রাপ্তির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। কেবল জাফরগঞ্জে পোষ্ট আফিস রাখিয়া অনিষ্ট করা বিড়ম্বনামাত্র। আমরা দুই বার সোমপ্রকাশে নির্দ্দিষ্ট যুক্তি দ্বারা তেওতায় পোষ্ট আফিস হইবার বিশেষতা প্রদর্শন করিয়াছি। পুনর্ব্বার অকিঞ্চিৎকর চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজনীয়। উপসংহার স্থলে কেবল এই বলিতেছি, পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্র জাফরগঞ্জের পোষ্ট আফিসটী তেওতায় উঠাইয়া আনুন দেখিবেন, সাধারণের কিরূপ সুবিধা ও গবর্ণমেণ্টের কিরূপ লাভ হয়।

২। গবর্ণমেণ্ট নাইটঘরের নিকটবর্ত্তী শিবালয় হইতে মাণিকগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন। [illegible] ভাল রাস্তা নাই। গবর্ণমেণ্ট এই রাস্তা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যথার্থ বিবেচনা ও বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা সাধারণের বিশিষ্ট সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই। রাস্তা নির্ম্মাণের ভার, ডিষ্ট্রিক্ট ও পাবলিকওয়ার্ক বিভাগের প্রতি অর্পণ করা হয় নাই। বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর লায়েল সাহেব স্বয়ং নিকটে থাকিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। পাবলিকওয়ার্ক বিভাগের [illegible] লায়েল সাহেবের [illegible] করিবার কারণ। সমুদয় গবর্ণমেণ্ট পাবলিকওয়ার্ক বিভাগের সহায় হউন না।

৩। এবার বিশিষ্ট [illegible] আইনের অনার্স পরীক্ষার ইংরেজী [illegible] সংযুক্ত করা হইয়াছে। গত বৎসর বি, এ, পরীক্ষার সেক্সপিয়র হইতে বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছিল, এবার আইনের

অনেকগুলি পরীক্ষা পুস্তকেও তাহারই সঙ্কলন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মিল্টন্ হেকলে টেলর ও প্লেটোর মনোবিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ হইতেও সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করা হয় নাই। সঙ্কলিত পুস্তকখানি দেখিয়া স্কুলের শিক্ষকগণ মাথায় হাত দিয়াছেন। অন্যান্য দূরে থাকুক, শিক্ষকগণ অনেক অধ্যয়ন করিয়াও পুস্তকখানির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। ছাত্রগণকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষকদিগকে [illegible] হইয়াছে॥

৪। আমাদিগের চিরদিন সমানভাবে যায় না। নিয়তি নির্দ্দিষ্ট দশা বিপর্য্যয়ে [illegible] কাহারও অধীন নহে। [illegible] প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত। এক্ষণে চড়া পড়িয়া সেই পদ্মার উত্তরাংশ প্রায় শুষ্ক হইয়াছে। নৌকায় যাইতে হইলে অনেক ঘুরিতে হয়। মালবাহী নৌকা সমূহের গতিবিধির বড় অসুবিধা।

৫। এবার আমাদের দেশের অবস্থা [illegible] নাই। চাউল ও ধান্য [illegible] মূল্যে বিক্রীত [illegible]

ম।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি বীরভূমের অনেকগুলি অঞ্চল ঘুরিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছিলাম। যে স্থান দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল, দেখিলাম, ভীষণ জ্বর আপন সংক্রামকতা গুণে সংহার কার্য্যের এক [illegible] করিয়া তুলিয়াছে। কত যে মনুষ্যজীবন অকালে নষ্ট হইতেছে, তাহা স্থির করিয়া উঠা সুকঠিন। অনেকগুলি গ্রাম একবারে [illegible] হইয়াছে, অত্যুক্তি হয় না। যাহারা কোনরূপে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছে তাহাদের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। [illegible] মারা গেল। বলিতে কি, মাঘ মাস শেষ হইতে চলিল, এখনও যাহা আছে [illegible] অবস্থায় [illegible]

জিজ্ঞাসা করি, দেশের ভীষণ শোচনীয় অবস্থা কর্তৃপক্ষের কি গোচরীভূত হইয়াছে? সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে, আমাদের দেশ রক্ষক গবর্ণমেন্ট ইহার বিন্দুমাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম কাটোয়ার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার কয়েকটী অপরাধে তথাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে অর্পিত হইয়াছেন। তিনি বিচারাধীনে আছেন বলিয়া অদ্য আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দিলাম না। পশ্চাৎ সমস্ত জানাইবার বাসনা রহিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলির ফল একে একে প্রকাশিত হইল। কিন্তু কি চমৎকার! প্রায় আড়াই মাস হইতে চলিল পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, আজিও মাইনার পরীক্ষার ফল বাহির হইল না।

দুঃখিত হইলাম, বীরভূম জিলার স্কুলে একটীও বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় [illegible] পায় নাই। বীরভূম গবর্ণমেন্ট স্কুলের ফলও তাদৃশ সন্তোষকর নহে। দুই জন ২য় ও ৭ জন ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বীরভূমের [illegible] যে সকল [illegible] ডাকাইতির সংবাদ পাওয়া যায়, ইহা অতি ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কানাইপুর থানার এলাকায় যে ডাকাইতি হইয়া যায়, শুনিয়াছি, পুলিশ তাহার অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন। পুলিস সাহেব এ ডাকাইতির মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাদের আজ্ঞায় দেশবাসীরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা [illegible] লক্ষ্য হইয়াছে। দেখা যাউক, শেষ কিরূপ দাঁড়ায়। ইহার ভিতর অনেক নিগূঢ় বিষয় আছে। আদালতের শেষ মীমাংসা না হওয়া [illegible] প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

কীর্ণাহারে একজন ডাক্তারের অভাব ছিল। তথাকার হিতৈষী জমিদার [illegible] বাবু ডাক্তারখানা খুলিতে চলিলেন। তিনি ও আর আর জমিদার মহাশয়েরা বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থা করেন, ইহা [illegible]

২২ এ মা

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১২ ই মাঘ রবিবার অপরাহ্ন দুই প্রহর এক ঘটিকার সময় এলাটী বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক বিতরণ ও ৩ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যালয় গৃহে এলাটী জগৎকল উন্নতি সাধিকা সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন অতি আনন্দ ও সমারোহের সহিত সম্পাদিত হয়। অনুমান এক শত ভদ্র লোক সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত (বি, এ) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বহস্তে বালকগণকে পুরস্কার প্রদান সহ উত্তেজক বক্তৃতা করিয়া কি আবাল বৃদ্ধ কি যুবা সকলেরই হৃদয়াকর্ষণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সার গর্ভ উপদেশে সকলে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "মনুষ্য জাতির, মহত্ত্ব কিসে" এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সকলেরই আনন্দ উৎপাদন করেন। আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন।

এই উন্নতি সাধিকা সভাটী এলাটী জগৎকল গ্রামের মঙ্গল সাধন কল্পে গত ১৭৯৩ শকের [illegible] মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে এই উভয় পল্লীর বালক বালিকা গণ "[illegible] বাঙ্গালা পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয়ের" সম্পাদিত ও উন্নতি সংসাধিত হয়, অনাথ বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার উপায় হয়, রাস্তাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারের সুবিধা হয়, ইত্যাদি বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান সংকল্প করিয়াও সভা অদ্যাপি কেবল একমাত্র বিদ্যালয়ের কার্য্য ব্যতীত অন্য কর্ম্মে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। সকলের বিশেষ মনোযোগাভাবই ইহার কারণ এটী অতিশয় আক্ষেপের বিষয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার [illegible] দিনে উপস্থিত হইয়াছিল; এমন কি শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু

রাইমোহন ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার মুখোপাধ্যায় যদি যত্ন না করিতেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহ ইহা বিলয় প্রাপ্ত হইত ও ইহার যাহা কিছু এক্ষণে উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহাও আর দেখা যাইত না। এক্ষণে সভ্যগণ সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে তাঁহারা শীঘ্র ইহার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হউন।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের এই ৮ ম সাম্বৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক দান হইল। এই পাঠশালাটী ৺ রামদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে এত দিন সুরক্ষিত হইয়া ক্রমশঃই উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়া আসিতেছে। সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবল তর যত্নে এবৎসর বিদ্যালয়টীর বিলক্ষণ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। এবার তিনটী মাত্র ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। তিন জনেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। স্থানের লোক এই বিদ্যালয়টীর প্রতি এত শিথিলযত্ন যে যদি জগদীশ্বর বাবু ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে ইহার এ আনন্দকর উন্নতি দৃষ্টি করা দূরে থাকুক ইহাকেই আর দেখিতে পাইতাম না। বিদেশীয়েরাও ইহার প্রতি কত যত্ন করেন, তাহা এক বার এস্থানের লোকের দেখা কর্ত্তব্য। দেশীয় মহাত্মাগণ! আপনারা আপন আপন বালকগণের উন্নতি দৃষ্টে ইহার প্রতি একবার কৃপা কটাক্ষ পাত করুন।

এলাটী
১১ এ মাঘ } শ্রীঃ
১৭৯৩ শক

(গত প্রকাশিতের পর)

হিমালয় প্রদেশ। গাড়য়াল।

কেদারনাথ হইতে প্রস্থান করিয়া যাত্রিরা পুনরায় গুপ্ত কাশী আসিয়া মন্দাকিনী পার হয়, ও অখিমঠ নামক স্থানে আইসে। ইহার আর একটী নাম উষা মঠ বান রাজার কন্যা উষা এই স্থানে বাস করিতেন। এখনও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই অখিমঠে কেদারনাথের দ্বিতীয় মন্দির, এবং রাওয়ল অর্থাৎ মহান্তের বাস। কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখের কতক দিন পর্য্যন্ত বরফ নিবন্ধন কেদারনাথ অগম্য হয় বলিয়া এই কয়েক মাস অখিমঠ মন্দিরে তাঁহার পূজা হয়। কেদারনাথের রাওল মহাশয় মহারাষ্ট্র দেশীয়, অতি পণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক। ভদ্রলোকের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। শ্রীনগরের একটী শাখা ডিস্পেন্সারি (সমুদয়ে ছয়টী আছে) অখিমঠে থাকাতে পীড়িত যাত্রিগণের বিশেষ উপকার হয়। এই ডিস্পেন্সরীতে দুইটী চাঁপা ফুলের গাছ আছে, উহাদের পরিধি প্রায় ৮। ১০ হাত হইবে, গাছ দুইটী দেখিলেই অতি প্রাচীন বোধ হয়। বিগত শ্রাবণ মাসে তাহাতে অসংখ্য ফুল হইতে দেখা গিয়াছে। প্রবাদ আছে যে, পাণ্ডবেরা বন গমন কালে এই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। এই অখি মঠ হইতে ৪। ৫ মাইল অন্তর পর্ব্বতের উপর একটী জলাশয় আছে, তাহাকে দিউরীতাল কহে। স্থানটী অতি মনোহর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেব কোন কোন বৎসর তাহা দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। অখিমঠ হইতে কিছু দূর গমন করিয়া আকাশ কামিনী নদী পার হইলেই তুঙ্গনাথের চড়াই পাওয়া যায়। বদরিকাশ্রমের রাস্তায় এই চড়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। তুঙ্গনাথের চড়াই প্রায় ৮ মাইল ও উতরাই ১২ মাইল হইবে। রাস্তায় জঙ্গল অত্যন্ত, লোকালয় মাত্র নাই, কেবল ৪।৫ মাইল অন্তর এক একটী চটী। তুঙ্গনাথ পঞ্চ কেদারের অন্তর্গত মহাদেব, মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত। এই পর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূরে বরফাবৃত একটী পর্ব্বত দেখা যায়, শুনিলাম সেইটি কেদারক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকস্থ পর্ব্বত অর্থাৎ সেই পর্ব্বতটির পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম ও পশ্চিমে কেদারনাথ। তুঙ্গনাথের কিছু দূরেই গোপেশ্বর মহাদেব ইনিও পঞ্চকেদারের অন্তর্গত। গোপেশ্বরের ৩।৪ মাইল পর চামেলী। ইহার নিম্ন দিয়া অলকানন্দা গমন করিতেছে। অলকানন্দার উপর একটী সেতু আছে, রক্ত বর্ণ বলিয়া লোকে এই স্থানকে লালসাঙ্গা কহে। এখানে একটী ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সরী আছে। শীত কালে এই স্থানে বহু সংখ্য ভুটে আসিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকের সহিত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। ভুটেরা লবণ, কম্বল, প্রভৃতি লইয়া আইসে, এবং চা, চিনি, ঘৃত ইত্যাদি লইয়া যায়। চামেলী হইতে প্রায় ৮ মাইল অন্তরে পিপলী চটী। এখানে একটী বাজার ও সদাব্রত আছে। তথা হইতে ৬ মাইল দূরে গরুড় গঙ্গা ও তাহার ৬ মাইল পরে পাতাল গঙ্গা। এই স্থান দ্বয়ে যাত্রির সমাগম কালে চটী বসে, পরে উঠিয়া যায়। গরুড় গঙ্গার পর্ব্বতে অসংখ্য চীড় গাছ। পাতাল গঙ্গার ৬ মাইল পরে কুমার চটী ও তথা হইতে ৬ মাইল পরে যশী মঠ। শীতকালে কেদার নাথের যেমন অখিমঠে পূজা হয়, সেইরূপ যশীমঠেও বদরিনাথের পূজা হইয়া থাকে। রাওয়লজীও এই স্থানে অবস্থান করেন। যশীমঠে অনেকগুলি দেবালয় ও একটী ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সরী আছে।

পাঠকবর্গ ক্রমে তিনটী ব্রাঞ্চ ডিস্পেন্সারির কথা অবগত হইলেন, এবং ইহাতে যে যাত্রিগণের বহুপকার হয় তাহাও জ্ঞাত হইয়াছেন, অতএব বোধ হয় গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদও প্রদান করিতেছেন। এই অবসরে গবর্ণমেণ্টের নিকট আর একটী প্রার্থনা করা আবশ্যক হইল। অখিমঠ, চামেলী ও যশীমঠ ডিস্পেন্সরী কেদার বদরিকাশ্রম গমনের পথে, ইহাতে সমাগত পীড়িত যাত্রিগণ প্রায় নিঃ সম্বল হইয়া আইসেন না, তৎকালে অনেকের নিকটেই অবশ্য স্বল্প মাত্রে অর্থ বা অধিক অর্থ থাকে, কিন্তু কঠিন পথ, ব্যয় বাহুল্য নিবন্ধন প্রায় লোক জন সঙ্গে আনেনা, যে দুই একটী সহযাত্রী আত্মীয় লোক সঙ্গে থাকে, তাহারা পীড়িত ব্যক্তির মায়া ও অনুরোধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং সেই ঔষধালয়ের লোকের হস্তেই তাঁহার ধন প্রাণ অর্পিত হয়। মুমূর্ষু বা কঠিন পীড়িত সময়ে যেরূপ জ্ঞানের অবস্থা হয়, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

এমত অবস্থায় রোগীর যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়া বা তেমন তেমন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত অপহৃত হওয়া বিচিত্র নহে ; কেননা অর্থলোভে মনুষ্য না করিতে পারে এমত কার্য্যই নাই। বিশেষতঃ সেরূপ স্থলে কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান হওয়া সম্ভাবিত নহে, অতএব এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এমত একটী নিয়ম করিয়া দেওয়া আবশ্যক যদ্দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির নাম লিখিবার কালে স্থানীয় ৩।৪ জন ভাল লোকের সমক্ষে তাহার দ্রব্যাদির তদন্ত করা হয় ও একখানি রসিদে তাহা লিখিয়া তাহার এক নকল, ঐ ঐ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া সেই দিবসই প্রধান আফিসে প্রেরিত হয় ও মেটীন ডাক্তার সেই সকল দ্রব্যাদির জিম্মাদার থাকেন। রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া প্রস্থানকালে, পূর্ব্বোক্ত স্বাক্ষরকারিগণের সমক্ষে রসিদ দিয়া তাহার দ্রব্যাদি গ্রহণ করে, ও ঐ রসিদে সেই সকল ব্যক্তির স্বাক্ষর করাইয়া প্রধান আফিসে প্রেরিত হয়। অথবা যাত্রির মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ প্রধান আফিসে সম্বাদ দেওয়া হয়। এই প্রকার কোন একটী নিয়ম হইলে ভাল হয়।

যশীমঠ হইতে একটী রাস্তা নিতী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। নিতী যশীমঠ হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তর ইংরাজ রাজ্যের প্রান্তসীমা। শুনিয়াছি নিতী হইতে ৪ দিন গমন করিলে মানস সরোবর। এখান পর্য্যন্ত দুই এক উদাসীন গমন করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাস্তা অতি কঠিন ও ভয়ানক শীত। যশীমঠের ১১।৪ মাইল নিম্নে বিষ্ণুপ্রয়াগ, এখানে বিষ্ণুগঙ্গা আসিয়া অলকানন্দায় পড়িতেছে, সঙ্গম স্থানে এক নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। বিষ্ণু প্রয়াগ হইতে রাস্তার দুই পার্শ্বে পাহাড় উচ্চ পর্ব্বত সকল দৃষ্ট হয়, [illegible] তৃণাদি কিছুই নাই, কেবল স্থানে [illegible] একটী উচ্চ বৃক্ষ দেখা যায়, [illegible] সমুদায় বরফে আবৃত হয়। বিষ্ণু[illegible] হইতে ৮ মাইল পরে [illegible] এক নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে, [illegible] বৃত্তান্ত পাওয়া যায় যে [illegible] পূর্ব্বে ইন্দ্রালয়ে ছিলেন, পরে যৎকালে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, যুদ্ধে দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা সকলকে সন্তুষ্ট করেন, সেই সময় ইন্দ্র দেবতাগণের সহিত অর্জ্জুনকে বর লইতে কহিলে তিনি এই নারায়ণের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া এই স্থলে স্থাপন করেন"। কিন্তু মহাভারতে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। পাণ্ডারা তাহাদের এই সকল বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণার্থে কয়েক খণ্ড তাম্র ফলক প্রদর্শন করে। সেগুলি বহু কালের, তাহার উপর মরিচা পড়াতে উহাতে যাহা লেখা আছে তাহা পড়া যায় না, দেব নাগর অক্ষরে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। পিণ্ডকেশরের ৬ মাইল পরে হনুমান চটী ও তাহার ৬ মাইল পরেই বদরিকাশ্রম।

তুলতান। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রাজা লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ মজিবাদিল	১০
বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাট	১০
" মুকুন্দলাল নাথ—শিবগঞ্জ	১০
" নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাদড়া	৫।০
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় পুরী	
" জগচ্চন্দ্র ঘটক—বোদা	৬
" বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্ট	১০
উত্তরপাড়া লাইব্রেরি	১০
" সুরেন্দ্রনাথ দাস—কলিকাতা	৫৪
" শিবচন্দ্র রায়—কলিকাতা	১০
" শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী এলাহাবাদ	১০
" বনীকাদির খাঁ চৌধুরি বনগ্রাম	৫।০
" শ্যামাচরণ রায়চৌধুরি [illegible]পুর	৫।০
" অভয়চন্দ্র [illegible]পাধ্যায় বরিশাল	১০
রঘুনাথ মুস্তোফী—নওখিলা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙ্‌ক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।

৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ

১৪ সংখ্যা।

প্রথমমনা মন্ত্রসিদ্ধিরাসেয় পার্থিবঃ সংরক্ষতো অনিমন্ত্রণী ন ক্ষীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮। ৮ ই ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ১৯ এ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকুল হইয়া অর্দ্ধেক মাসুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাসুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫। টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন: তাঁহাদিগের আর মাসুলের জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটি বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মনিঅর্ডার অথবা বয়ারিং চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাসুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাসুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাসুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাসুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন } কার্য্য সম্পাদক
১২৭৮

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ এবং ডাকমাসুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা } শ্রীতারাকুমার
শুঁড়িপাড়া ৪৮ নং বাটী } কবিরত্ন।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাসুল ।৵০ আনা।

শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেল।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি অভিনব ভূগোল (১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক দেশের বিশেষ বিবরণ এবং ভারতবর্ষের বিবরণ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।৵ দশ আনা মাত্র।

১৮৭১ সাল
১ লা জানুয়ারি } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মজিলপুর

চণ্ডালিনী ।০, শিশু নামচিত্রাবলী ।৵০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আমাদের প্রাপ্য।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ১১৪ নং ভবনে, বহুবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

শ্রীযুক্ত বাবু যদুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাসুল ।৵০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাসুল ৷৵ একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাসুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাসুল ।০ আনা। এনাটমি ৫।০ মাসুল ৵ মাত্র।

কলিকাতা, } শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়
মেডিকেল কলেজ
হিন্দুহোষ্টেল

১১০৬ নং ৫৫। ৫৫ সালের ১২ ই মার্চ্চ তারিখের ৫ পাঁচ টাকা সুদের এক শত ৫০০

পাঁচ শত টাকার কোং কাগজ আমার অপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ যেন ঐ কাগজ ক্রয় বা বন্ধক না করেন এবং গবর্ণমেণ্ট যেন কাহাকেও ঐ কাগজের সুদ না দেন।

মণ্ডলঘাট
৩ রা পৌষ } শ্রীকালাচাঁদ হালদার
১২৭৮ সাল

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গাল মেডিক্যাল জর্ণাল।

নেটিব্ ডাক্তর এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধানে বেঙ্গাল মেডিক্যাল জর্ণাল্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে কলিকাতায় প্রকাশিত হইতেছে। উহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৮০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, বাকী দেনা ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।/০। চুঁচুড়াতে সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজারে [illegible] হোষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮
৩ রা অগ্রহায়ণ }

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃত নিশ্চয় জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈদ্যুত পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পোষ্ট) পত্র লিখিলে উহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং বেদান্ত ও সাংখ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কন্দকার
কার্ত্তিক সহর মির্জাপুর

[illegible]

প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি অগ্রাগারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ষ্টেক করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টালি ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টালি ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত ষ্টেককরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট বরন এণ্ড কোং

প্রণয় চক্রোন্মেষ নাটক।

এই সংস্কৃত রূপে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। [illegible] আমার নিকট এবং কলিকাতা কলুটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা, ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ নং নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর্স কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রকাশিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস		১ টাকা।
[illegible] ব্যাকরণ	।০	আনা
[illegible] (১ ম ভাগ)	৷০	ঐ
[illegible] (২ য় ভাগ)	৷৶	ঐ

প্রকাশিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ৷০ আনা

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা

চিকিৎসাতত্ত্ব প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৷০ আনা। ঢাকা শাঁখারি বাজার ডিস্পেন্সারিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সোমপ্রকাশ।

১৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

বাঙ্গলা ১২৭৮।

হা! বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল একজন সামান্য কয়েদির হস্তে হত হইলেন! [illegible] নিপাত, [illegible]লের অক্ষুর প্রভাবে সিংহের প্রাণবধ, ইহা কি সহ্য হয়? লার্ড মেয়ো হত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র পাঠকগণের মনে যুগপৎ শোক ও বিস্ময়ের উদয় হইবে সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দিকে প্রহরী রক্ষা করিতেছে, তাহার মধ্য হইতে লার্ড মেয়োকে বধ করিয়া গেল, ইহা কি সামান্য বিস্ময়ের বিষয়!

ব্রহ্মদেশ দর্শন করিয়া গবর্ণর জেনেরল ৮ ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ৯ টা ৩০ মিনিটের সময়ে ব্লেয়ার বন্দরে উপনীত হন। বেলা ১১ টার সময়ে তিনি উক্তস্থানের জেল, বারিক প্রভৃতি দর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহার শরীর রক্ষার্থ কয়েক জন সিপাহী ও পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হয়। ইহা ভিন্ন তাঁহার সহচরগণ অনুক্ষণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ছিলেন। লার্ড মেয়ো স্বভাবতঃ নির্ভয় ছিলেন, তিনি কয়েকবার বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর রক্ষকগণ যেন তাঁহাকে এরূপে বেষ্টন করিয়া না

থাকে। এই কারণে ইংরেজরাজ্য মধ্যে দুরন্ত হইয়া তাঁহারা [illegible] সম্পাদন করে। ইংরাজী ৮ [illegible] সময়ে গবর্ণর জেনরল রাইপর দ্বীপে গমন করেন। এখানে প্রায় ১৩০০ কয়েদী আছে। ইহাদিগের অধিকাংশ খুনে ও বদমায়েস। তৎপরে চাটহাম নামক আর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দর্শন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার রাইপর দ্বীপে আগমন করেন। শেষ বেলায় এ প্রকার স্থানে তাঁহাকে কি জন্য যাইতে দেওয়া হয় আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আন্দামানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট এখানের অবস্থা জানিতেন। তিনি নিষেধ করিলে বোধ হয় এই দুর্ঘটনা ঘটিত না। বেলা পাঁচটা বাজিলে লার্ড মেয় এমন সময়ে বলিলেন, হারিএট পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রের সূর্য্যাস্তের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন। ঐ দিবস তথায় যাইবার কল্পনা ছিল না, কিন্তু সকালে সকাল দর্শন কার্য্য সমাধা হওয়াতে তিনি তথায় যাইবার ইচ্ছা করিলেন। সকলেই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। তথাপি প্রধান শাসন কর্ত্তার অনুরোধ রাখিতে হইল। পর্ব্বতটী উচ্চ, এখানে কয়েদী নাই, কিন্তু উপত্যকায় হোপটৌন গ্রাম আছে, তথায় কয়েদী থাকে। এখানে সৈন্য না থাকাতে চাটহাম হইতে ৮ জন পুলিষ প্রহরী পার হইয়া আসিল। ইহারা বরাবর তাঁহার সঙ্গে ছিল। একটীমাত্র টাটু উপস্থিত ছিল, লার্ড মেয় তাহাতে আরোহণ করিলেন; কিন্তু কিয়দ্দুর গমন করিয়া [illegible] রাজপুরুষ সহচরদিগকে বলিলেন "তোমাদিগের কাহারও ইচ্ছা হয় ত অশ্বে আরোহণ কর"। ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত শৃঙ্গে থাকিয়া লার্ড মেয় নিম্নে আসিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য অস্তগত হইয়াছিল, তথাপি দ্বীপের সমুদায় অংশ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে দুইজন টিকেটধারী কয়েদী গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন প্রার্থিল। সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট বলিলেন, তাহাদিগের কোন কষ্ট থাকে আবেদন করিতে পারে, আবেদন যথা রীতি রাজ প্রতিনিধির নিকটে অর্পিত হইবে। অন্য অন্য কয়েদিগণ আপন আপন কুটীরে ছিল। লার্ড মেয়ের পূর্ব্বে এডিকঙ কাপ্তেন লকউড এবং কাউণ্ট ওয়ালড ষ্টিন (একজন দর্শক) অগ্রসর হইয়া বন্দরের কাষ্ঠখণ্ডার উপরের পাথরে বসিয়াছিলেন। এ সময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে কাষ্ঠখণ্ডার উপরে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। লার্ড মেয় যখন পর্ব্বতের নিম্নে উপনীত হন, তখন ৭ টা ১৫ মিনিট, ঘোর অন্ধকার, আজ্ঞামত কতকগুলি মশাল জ্বালা হইল। নিকটে এক দল কয়েদী শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। লার্ড মেয় প্রহরীবেষ্টিত হইয়া ইহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কাষ্ঠখণ্ডায় উঠিলেন। অগ্রে মশালচিরা, পশ্চাতে সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট ও সহচরগণ, দুই পার্শ্বে পুলিস। সম্মুখে জাহাজ, ভ্রমণ ও দিনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, বিশ্রামের সময় উপস্থিত। ইতিমধ্যে সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট পর দিবসের বন্দোবস্তের জন্য পশ্চাতে পড়িলেন। লার্ড মেয় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া তাঁহাকে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা প্রথমে ঘাড়ের নীচে তাহার পরেই দক্ষিণ স্কন্ধের অস্থির নিম্ন ভাগে আঘাত করিল। গবর্ণর জেনরল জলে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ "মার মার" শব্দ করিয়া অর্জ্জুন নামক এক জন কয়েদী হত্যাকারীকে ধরিল। প্রহরিগণ তাহার সহকারী হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ এই দুরাত্মাকে বধ করিত; কিন্তু গবর্ণর জেনরলের [illegible] সহচরগণ নিবারণ করিলেন। ইতিমধ্যে মেজর বরন জলে গিয়া লার্ড মেয়কে দণ্ডায়মান দেখিলেন। লার্ড মেয় বলিলেন "বরন! আমাকে [illegible] আমার মস্তক ধর"। এই শেষ কথা। শীঘ্র তাঁহাকে একখানি ডুলিতে শয়ন করান হইল। চিকিৎসকগণ প্রথমতঃ ঘাড়ের নিচের আঘাতটী দর্শন করিয়াছিলেন। অতিকষ্টে শোণিত বন্ধ করিলেন। কিন্তু লার্ড মেয় অচেতন হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অবিলম্বে জাহাজে লইয়া যাওয়া হইল। জীবন রক্ষার্থ বিস্তর চেষ্টা হইল; কিন্তু সমুদায় বিফল হইল। ছুরিখানি সামান্য তরকারী কাটা; কিন্তু হত্যাকারী এমনি নৈপুণ্য সহকারে আঘাত করিয়াছিল যে, দুই আঘাতের প্রত্যেকটীই সংঘাতক হয়।

হত্যাকারীকে ধৃত করিয়া ইডেন ও এচিসন সাহেব সে কে, এবং কেন হত্যা করিল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, তাহার নাম শিরআলি; পিতার নাম ডালি; সে কাবুলের অন্তর্গত খাইবর উপত্যকায় জমরুদ গ্রামবাসী। কেহই তাহার সহায়তা করে নাই, সে ঈশ্বরের আজ্ঞায় এ কাজ করিয়াছে। এই দুরাত্মার বয়ঃক্রম ২৯।৩০ বৎসর। ১৮৬৭ অব্দে সে হত্যার অপরাধে এই দ্বীপে প্রেরিত হয়। দ্বীপান্তর বাস কষ্টের কারণ জানিয়া এব্যক্তি ফাঁসীর প্রার্থনা করিয়াছিল। আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম, সেনাপতি ষ্টিওয়ার্ট এমন ভয়ানক লোককে কয়েদিদিগের ক্ষৌরকার্য্য করিতে দিতেন। ইহার বিচার হইয়া ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। প্রধানতম বিচারালয় নথি দর্শন করিয়া আজ্ঞা প্রমাণ করিলেই বধ হইবে।

প্রত্যেকের কর্ত্তব্যতা।

সকল শ্রেণীতেই উত্তম মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ লোক আছে। কোন শ্রেণীতে কেবল উত্তম বা কেবল অধম

লোক প্রায়ই মুক্ত হয় না। এমন অবস্থায় কতকগুলি লোকের দোষে সেই শ্রেণীর যাবতীয় লোকের নিন্দা করা নিতান্ত অনুচিত। যিনি এরূপ করেন, ভদ্র সমাজে তিনি কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। কয়েকজন এতদ্দেশীয়ের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া ভূতপূর্ব্ব বিচার-পতি সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস বাঙ্গালি মাত্রকেই মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি কি বাঙ্গালি কি ইউরোপীয় বিবেচক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই নিকটে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের জমীদার শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি স্বার্থপর প্রজাপীড়ক জমীদার আছেন সত্য; কিন্তু তা বলিয়া উক্ত শ্রেণীর মধ্যে কেহ ভাল লোক নাই, কোনক্রমেই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। কাম্বেল সাহেব যে বলিয়াছিলেন, এদেশের জমীদারেরা প্রজার হিতার্থ এক পয়সাও ব্যয় করেন না, সেটী নিতান্ত ভ্রম। বঙ্গদেশে আজিও এরূপ অনেক জমীদার আছেন, প্রজাপালন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদিগের নিকটে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। ইহাঁদিগের আয়ের অধিকাংশ প্রজার হিতার্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রজাপীড়ন কাহাকে বলে, ইহাঁরা তাহা জানেন না। পক্ষান্তরে কিসে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, প্রজারা নির্ব্বিবাদে স্ব স্ব ধন সম্পত্তি রক্ষা করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারে, তচ্চিন্তাতেই ইহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। অদ্য আমরা একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মহিষাদলের রাজপরিবার অদ্য আমাদিগের লক্ষ্য স্থল। বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ যেরূপ প্রজারঞ্জক ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি, যদি বঙ্গদেশের সমুদায় জমীদার তাঁহার ন্যায় সদনুষ্ঠানশালী হইতেন, বঙ্গদেশ এক অপূর্ব্ব সুখময় স্থান হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। ১২৭৩ সালে বঙ্গদেশে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের আহার দান, মেদিনীপুরের হাইস্কুলে সাহায্য দান, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ, রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ ও নানা বিদ্যালয়ে দান প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে প্রায় ৮১ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। এগুলি ত এককালীন দান গেল, ইহা ভিন্ন নৈমিত্তিক দান আছে। মহিষাদলের স্কুলে ২৪০০, তত্রত্য ডিস্পেন্সরিতে ১৮০০ এবং ধর্ম্মশালায় ১২০০০ টাকা নিয়মিত দান করা হয়। এগুলি বার্ষিক দান। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের স্কুল ও ডিস্পেন্সরি প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে মাসিক দান আছে। এতদ্ব্যতীত ভূমি দানও আছে। এ সমুদায়ে বার্ষিক প্রায় ১৭ সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়। সাধারণ হিতার্থ মাসে দেড় সহস্র টাকা ব্যয় করা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। কিন্তু যে শ্রেণীতে এই সকল লোক আছেন, কতকগুলি স্বার্থপর প্রজাপীড়ক ও অত্যাচারী জমীদারের দোষে উক্ত শ্রেণীর যাবতীয় ব্যক্তি যে নিন্দিত হন, এটী অনল্প ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই।

কোকাদিগের হত্যাকাণ্ড।

সম্প্রতি কোকা সম্প্রদায় ঘটিত যে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে তাহাতে ডেপুটী কমিশনর কাউয়ান সাহেব ৫০ জন বন্দীভূত কোকাকে কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রথম যখন সংবাদ আইসে যে ডেপুটি কমিশনর ৫০ জন বন্দীভূত কোকাকে কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন, তখন আমাদের তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয় নাই। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহিগণ কেবল সাম্রাজ্য নাশ নহে, ইংরাজ ও খৃষ্টীয়ান মাত্রকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিল। ইহাদের পঞ্জাব ভিন্ন আর কোন স্থানে কোন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী এককালে এত লোকের এরূপে প্রাণনাশ করেন নাই। সিপাহিগণ অস্ত্রাদিসহ রণস্থলে ধৃত হয়; তথাপি এক প্রকার বিচার হইয়া উহাদের দণ্ড হইয়াছিল। কাউয়ান সাহেব যাহাদিগকে বধ করিয়াছেন, উহাদের হস্তে অস্ত্র ছিল না। অনাহার পথশ্রম ও ভয়ে তাহারা এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল যে, চারিজন পুলিস কর্ম্মচারী উহাদিগকে ধৃত করিয়া আনয়ন করে। এই সকল লোক দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নাশের আশঙ্কা করা কত দূর সঙ্গত বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। কাউয়ান সাহেবের বন্ধুগণ বলেন, তৎক্ষণাৎ এইরূপ দণ্ড না দিলে সমুদায় কোকা বিদ্রোহী হইত। যাহারা বিদ্রোহী হয়, পূর্ব্ব হইতে তাহারা তাহার উদ্যোগ করে; কিন্তু কোকাদিগের হস্তে একটী সামান্য রাইফলও ছিল না। তাহারা পূর্ব্বে ষড়যন্ত্র করিয়া এ কাজ করিয়াছে, কিরূপে ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে? তদ্ভিন্ন উহাদের সংখ্যা ১২৫০০০ সহস্রের অধিক নহে। যখন এক লক্ষ শিক্ষিত সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া কয়েক সহস্র ব্রিটিশ সৈন্যের কিছুই করিতে পারে নাই তখন ১২৫০০০ (ইহাদিগের মধ্যে সকলে অস্ত্র ধারণ করিতে পারে না) কোকা কি স্নাইডর ধারী ৬০০০ ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে? কোকাগণ যেরূপে মালেরকোটলা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া

গিয়াছে। আবার লাখুয়া পুলিশ ও গ্রামবাসীদিগের দ্বারা

কমিশনর এরূপ

ভীত হইলেন যে, বিচার করিবার আর অবসর পাইলেন না! অবাধে ৫০ জন মনুষ্যকে কামানে উড়াইয়া দিলেন! ইহাতেও তৃপ্তি হইল না। ইহার অনতি কাল পরে কমিশনর ফর্সিথ সাহেব আর ১৬ জনকে ঐরূপে হত্যা করেন!!!

৪০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে চার্টিষ্ট ঘটিত গোলযোগের এপ্রকার নিষ্ঠুর কার্য্যের অভিনয় হয় নাই। কোন কোন সংবাদপত্র বলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি কর্ম্মচারিদিগকে এপ্রকার বিপদের সময়ে এরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা না দেন, কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে কেহই তজ্জন্য দায়ী হইবেন না। এ যুক্তি নিতান্ত অহিতকর, কারণ তাহা হইলে দায়িত্বকে যথেচ্ছাচারের অপর নাম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। দায়িত্ব আছে বলিয়া অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রম করা কখনই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারিদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে, যথেচ্ছাচার ও নৃশংসতার ব্যবহার করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইবে; কিন্তু এটী নিতান্ত ভ্রম। শত শত মনুষ্যহত্যা এদেশে অনেক শাসনকর্ত্তা হইতে হইয়াছে। তৈমুর ও নাদির সাহ এইরূপ করিয়াছিলেন, আলেমগীরের সময়ে মধ্যে মধ্যে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সিরাজদ্দৌলা এ বিষয়ে সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সকল কার্য্য দ্বারা কাহারও ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল? আলেমগীর একজন অতিশয় "তেজস্বী" শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার সময় হইতে মোগল রাজ্যের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। যত দিন দেশের সমস্ত

স্বী

চক্ষুক করে সিক্ত হইয়েছে।

করি, সেই

অবধি লোকে প্রকাশ্যরূপে শাসনকর্ত্তৃগণকে যত অশ্রদ্ধা করিতেছেন, তাঁহার পূর্ব্বে কি সেরূপ করিতেন? শাসনকর্ত্তৃগণ আমাদিগের জীবনকে অতি সামান্য জ্ঞান করেন। কিছুমাত্র ছল পাইলেই কতকগুলি ভারতবর্ষীয়ের জীবন নাশ করা হয়। এরূপ ব্যবহারে তাঁহাদিগের প্রতি লোকের অভক্তি জন্মিয়া উঠা অস্বাভাবিক নহে। প্রজার সহিত রাজার এরূপ শত্রুভাব দেশের অমঙ্গলের নিদানভূত। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারিগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষের প্রকৃত শত্রু। সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করেন। কেবল কাউয়ানের নয়, ফর্সিথেরও কার্য্যের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে উচিত দণ্ড দেওয়া গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

কলিকাতার পুলিস।

ওয়াকোপ সাহেবের পদত্যাগ অবধি ক্রমেই কলিকাতার পুলিসের অবনতি হইতেছে। আমরা কয়েক বৎসরকাল দেখিতেছি, হত্যা প্রভৃতি গুরুতর ঘটনা হইলে পুলিস প্রায়ই অপরাধিকে ধৃত করিতে পারেন না। দুই এক জন চোরকে ধরিয়া যেন তদ্ভিন্ন তাহারা অন্য চোর ধরিয়াছেন আমরা এ সংবাদ প্রায় শুনিতে পাই না। কেবল এই মাত্র দোষ নয়। তিন বৎসরকাল কলিকাতার পুলিস অত্যাচারী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে রোমের প্রিটোরীয় সৈন্যগণ যেমন যুদ্ধের কোন কার্য্য করিত না, কেবল নানারূপ গোলযোগ ও বিপ্লব ঘটাইয়া দিত, কলিকাতার পুলিসও

শান্তি রক্ষা যত করিতে পারুন না পারুন, বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়াছেন। ভদ্র লোক মাত্রকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবেন, এক্ষণকার পুলিস কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বত্রে ভদ্র লোকের অপমান করেন। এ নিমিত্ত প্রাণান্তেও কেহ কোন থানায় নালীশ করিতে যান না। অনেকে সকলে বলিয়া থাকেন, বঙ্গদেশের পুলিস কলিকাতার পুলিসের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় পুলিসের দ্বারা এত অত্যাচার হয় না। তাঁহারা যথার্থ আইন অনুসারে কার্য্য করেন। এই উভয় পুলিসের এইরূপ প্রভেদের কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করা অন্যায় হইতেছে না।

আইন উত্তম হইলেই যে কাজ ভাল হইল এরূপ নয়। কর্ম্মচারী ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট আইন সত্ত্বেও নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যে পুলিস কর্ম্মচারী নিজ অধীনস্থ যাবতীয় লোকের চরিত্র ও ব্যবসায় প্রভৃতি না জানেন, তাহা হইতে উত্তমরূপে শান্তি রক্ষা হওয়া কঠিন। কিন্তু কলিকাতার পুলিসের কর্ম্মচারিদিগের তাহা জানিবার সুবিধা নাই। চৌকিদারেরা প্রায়ই হিন্দুস্থানী ও কটক পুর অঞ্চলের ওড়িয়া দলের লোক। ইহারা কলিকাতার সহিত পরিচিত নয়, সকলেই প্রায় মূর্খ। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা বদলী করা হয় বলিয়া কোন চৌকিদারই আপন এলাকার লোকের নাম পর্য্যন্তও জানে না। শান্তি রক্ষা বিষয়ে প্রজাগণ কিরূপ পটু, দাঙ্গা প্রভৃতির সময়ে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হয়। যতক্ষণ গোলযোগ থাকে ততক্ষণ একজন পাহারাওয়ালারও সন্দর্শন লাভ হয় না। এই সকল লোক কিছু কাল কাজ করিয়া জমাদার ও দারগা হয়। পদ বৃদ্ধি হয় মাত্র; কিন্তু কার্য্যপটুতা সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে। যত নাম কাটা সৈনিক ও আদালী

নাবিক কনষ্টেবল ও ইনস্পেক্টর হয়। ইনস্পেক্টরদিগের বেতন ১০০।১৫০ টাকা, কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত কোন ইনস্পেক্টরকে পদব্রজে কোন স্থানে যাইতে দেখি নাই। ১০০।১৫০ টাকায় প্রাত্যহিক গাড়ী পাল্কী চড়া কিরূপে ঘটিয়া উঠে আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এই সকল লোক ক্রমে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হন। যে সকল কমিশনর ও ডেপুটি কমিশনর আছেন, তাঁহাদের বিষয়ে বক্তব্য এই, কমিশনর মিউনিসিপাল কার্য্যেই ব্যস্ত থাকেন। ডেপুটি কমিশনর যে কিছু কাজ করেন মাত্র। কিন্তু কলিকাতার পুলিসের একটী সংঘট আছে। কর্ম্মচারিগণ পরস্পরের সাহায্য করেন। একজন প্রহরী যদি একজন অতি সম্ভ্রান্ত লোকের প্রাণ বধ করে, তাহার সহচরগণ, সে যাহাতে মুক্ত হয়, নানা রূপে তাহার চেষ্টা করে। পাহারাওয়ালা অবধি সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পর্য্যন্ত একজনও উচ্চ শ্রেণিস্থ ও সুশিক্ষিত লোক নাই; সুতরাং ডেপুটি কমিশনর একাকী কিছুই করিতে পারেন না। এই সকল কারণে কলিকাতার সকল বাজারে জুয়া খেলা হয়, সকল শুঁড়িই রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সুরা বিক্রয় করে। এই ত গেল কলিকাতার পুলিসের গুণ। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের পুলিসে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই ভদ্র লোক। সুপরিন্টেণ্ডেণ্টেরা দৈনিক কর্ম্মচারী অথবা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সদৃশ উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক। সহকারী সুপরিন্টেণ্ডেণ্টেরাও ঐরূপ। ইনস্পেক্টর ও সব-ইনস্পেক্টর মাত্রেই সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য। হেড কনষ্টেবলদিগের অধিকাংশ ভদ্র ও শিক্ষিত। ইহাঁরা সকলেই দেশীয়। সকলেই আপন আপন সীমার লোকদিগকে জানেন। কলিকাতার বাহিরের মাজিষ্ট্রেটেরা ছল পাইলেই অপরাধীকে মুক্ত করেন। মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা পুলিস কর্ম্মচারিদিগকে গুরুতর দণ্ড দেন বলিয়া কেহ আইন লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন না। বলিতে কি, মফস্বলের পুলিসে ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেরূপ অধিক, কলিকাতার পুলিসে অভদ্র ও অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাও সেইরূপ। এই কারণেই দিন দিন মফস্বলের পুলিসের উন্নতি হইতেছে এবং কলিকাতার পুলিস অধঃপাতে যাইতেছেন। কলিকাতার পুলিসের উপরে কাহারও বিশ্বাস নাই। পুলিসের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে কলিকাতার পুলিসে অধিক সংখ্যা শিক্ষিত ভদ্র লোকের প্রবেশ দ্বারা ইহার উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

লার্ড মেয়োর মৃতদেহ আনয়ন।

শনিবার লার্ড মেয়োর মৃতদেহ রাজধানীতে উপনীত হইয়াছে। বৈকালে ডাফরিন জাহাজ দেহটী লইয়া প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হয়। ঘাটে ২১ এবং তৎপরে দুর্গে ২১ তোপ হয়। জাহাজ আসিবামাত্র বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও তাঁহার এডিকঙ্গেরা, অনরেবল বি. এচ. এলিস, মেজর জেনরল নর্ম্মান, কৌন্সিলের অন্যান্য সভ্য ও সেক্রেটরিরা জাহাজে গমন করেন। প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল প্রধান বিচারপতি লার্ড বিশপ এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তীরে থাকিয়া মৃতদেহ গ্রহণ করেন। দুর্গের তোপ আরম্ভ হইবামাত্র খিদিরপুরের সেতু হইতে সকলে গবর্ণমেণ্ট বাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। শুক্রবার অপরাহ্ণে ঘোষণা হওয়াতে টিকেট বিতরণের কতক গোলযোগ হইয়াছিল। মৃত শাসনকর্ত্তার প্রতি সম্মান করেন, অনেকের এরূপ ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শুক্রবার রাত্রি হইলে পর অধিকাংশ লোকে ভারতবর্ষীয় গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা দেখিতে পান। তথাপি অসংখ্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ১ম বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দল, তৎপরে বলন্টিয়রেরা, তারপর ৬১ম পদাতিক ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট বন্দুকের মস্তক অবনত করিয়া অগ্রসর হয়। তাহাদিগের পশ্চাতেই গবর্ণর জেনরলের বাদ্যকর ও শরীররক্ষকগণ (ইহারা শোকচিহ্নস্বরূপ অশ্ব হইতে নামিয়াছিল) তৎপরে কয়েকজন পাদরী ও ডাক্তার [illegible] গমন করেন। ইহাঁদিগের পশ্চাতে মৃতদেহ বাক্সবদ্ধ হইয়া যায়। উভয় পার্শ্বে গবর্ণর জেনরলের এডিকঙ্গ ও নিজ সহচরগণ ছিলেন। তৎপরেই তাঁহার তিন ভ্রাতা। লার্ড মেয়ো ভ্রাতাদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া তাহাদিগকে তাঁহার ভ্রাতাদের পরেই যাইতে দেওয়া হয়। তৎপরে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, যাবতীয় দেওয়ানী, সৈনিক ও সামুদ্রিক কর্ম্মচারী, বাণিজ্য জাহাজের নাবিক, এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক প্রভৃতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল শ্রেণির স্ত্রীলোকগণ মৃত শাসনকর্ত্তার প্রতি শেষ সম্মান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে খিদিরপুরের সেতু হইতে গবর্ণমেণ্ট বাটী পর্য্যন্ত সমারোহ করিয়া মৃতদেহ আনয়ন করা হয়। লেডিমেয়োর ইচ্ছা যে, তাঁহার স্বামীর শব ইংলণ্ডে নীত হয়। এই সময়ে এই স্ত্রীরত্ন যথার্থ ধৈর্য্য ও স্ত্রীলোকের উচ্চতম গুণ প্রকাশ করিয়াছেন। এ প্রকার স্ত্রীলোকের এরূপ দুর্ভাগ্য আমাদিগের আরও কষ্টকর হইতেছে। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যে শোকার্ত্ত হইয়াছেন, শনিবারের জনতা তাহার প্রমাণ।

করপীড়া, রথ্যাকর ও তৎসং-ক্রান্ত আইন।

রাজকর অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বটে, কিন্তু যখন উহা ন্যায় ও বিশুদ্ধ যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করে, তখন উহার নাম পর্য্যন্ত লোকের একান্ত বিদ্বিষ্ট ও অসহনীয় হইয়া উঠে। আমাদের গবর্ণমেন্ট নানা উপায়ে প্রজার হিতচিন্তা ও শুভানুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু তথাপি কোম্পানী বাহাদুরের সুখের রাজত্বকাল সানুরাগে স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান রাজশাসনে অসন্তোষ প্রকাশ না করেন, এরূপ লোক অতি বিরল। এই অংশের অনিষ্টকর সাধারণ অসন্তোষের কারণ কি? ব্রিটিশ শাসন শশাঙ্কে এই ঘন তিমির সন্নিপাতের কারণ কি? ইংরাজ জাতির ঐরাবত গৌরবে এই লজ্জাকর পূতিগন্ধ সম্ভাবেরই বা কারণ কি? এসকল প্রশ্নের কেবল একই উত্তর করপীড়া। করপীড়াই ভারতরাজ্যকে ব্যাকুলিত করিয়াছে, করপীড়াই ভারতবাসিদিগের শোষণযন্ত্র হইয়াছে, এই করপীড়াই ভারতেশ্বরীর কোমল স্নেহ কুসুমের পাষাণময় ফলস্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

মহারাণীর খাস হওয়া অবধি দৈব পীড়ায় যেমন বাড়িল, রাজপীড়ায়ও তেমনি প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইতেছে। একদিকে যেমন ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতি প্রজাবর্গকে ধনে প্রাণে নষ্ট করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি ইনকমটাক্স, লাইসেন্স টাক্স, চৌকীদারী টাক্স, মিউনিসিপাল টাক্স, ইরিগেশন টাক্স, আয়: লভ্য ঘটিত টাক্স (ষ্টাম্পের মূল্যবৃদ্ধি ও নানা প্রকার নূতন ফিস্) প্রভৃতিও প্রজাদিগের দুঃখানলে আহুতি প্রদান করিতেছে। কিন্তু নবপ্রবর্ত্তিত পথকর বোধ হয়, ঐ সকলেরই চূড়ামণি! অন্যায়মূলকতার বল, অযৌক্তিকতার বল, সঙ্কীর্ণতার বল, কিছুতেই কোন কর উহার তুল্যকক্ষ নহে। পথ ঘাটের প্রয়োজন নাই বলিলে চলিবে না, অবশ্যই করিতে হইবে, সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর অবশ্যই প্রদর্শন করিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কোচে সভ্যতাপ্রবর্ত্তনযুক্তিই উহার প্রাণ, দশশালাবন্দোবস্তরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, নিষ্কর ভূমিতে করস্থাপনরূপ গর্হিতাচরণ, এবং দরিদ্র প্রজাপীড়ন প্রভৃতি দুরূহ পাপ উহার শরীর, বঙ্গের প্লাবন পীড়িত ও সংক্রামক পীড়াক্রান্ত প্রদেশ, আর দারুণ দুর্ভিক্ষ দলিত উড়িষ্যা খণ্ডই উহার বিলাস ভূমি!!

আকৃতি প্রকৃতির কথা ত এই গেল, এখন তদ্ঘটিত আইনের কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি, পাঠকগণ একটু অভিনিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিবেন। যে যে জেলায় রোড সেস আইন (১৮৭১। ১০ আইন) প্রচলিত হইয়াছে, সেই সেই প্রদেশের প্রায় তাবৎ অধিবাসীরই সহিত উহার সংস্রব আছে, বলিতে হইবে। এরূপ সর্ব্বজনস্পর্শী আইন সুস্পষ্ট ও সহজ হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহাতে এত জটিলতা ও সংশয়জনকতা আছে, যে অনেক বিজ্ঞ লোকেও সহজে উহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারেন না। নিম্নে কয়েকটী সন্দেহ ও আপত্তিস্থল উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রস্তাবিত আইন সকল জেলায় প্রচলিত হয় নাই। অনেকস্থলে আইনমুক্ত জেলা ও আইনাধীন জেলা পরস্পরের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে আমরা মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলাকেই দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিতেছি। প্রথমোক্ত জেলা আইনমুক্ত, এবং শেষোক্তটী আইনাধীন। পরন্ত বালেশ্বর জেলায় চৌকীভুক্ত এরূপ অনেক মহাল (১) দৃষ্ট হয়, যাহাদের কতক গ্রাম নিজ বালেশ্বরের সীমায় (২) ও কতক গ্রাম মেদিনীপুরের সীমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। এখন কথা এই হইতেছে, শেষোক্ত গ্রামগুলির রিটর্ন বালেশ্বরে দাখিল করিতে হইবে কি না? এবং তাহাতে যেসকল প্রজার বাস, তাহারা, বালেশ্বর জেলার সীমায় বহির্দ্দেশে থাকিয়াও কেবল মূল মহালের চৌকী বালেশ্বরের কালেক্টরী ভুক্ত বলিয়া পথ করের দায়িক হইবে কি না? পথকর আইনের ৫ ও ৬ ধারায় যখন সকলের রিটর্ন দিবার বিধান হইয়াছে, তখন এই আইন জেলার সীমা লঙ্ঘন করিয়া উপরিলিখিত প্রজাগণকে স্পর্শ করিবে এরূপ বোধ হইতেছে; কিন্তু পক্ষান্তরে ইহাও উপলব্ধি হইতেছে যে, যদি উক্ত প্রজাগণ পথকরের দায়িক হয়, তবে আইনের মূলযুক্তির উপরেই দোষ পড়ে। কারণ, রথ্যাকর একপ্রকার মিউনিসিপাল টাক্স মধ্যেই গণ্য। মিউনিসিপালিটীর ভূমি এই কর হইতে মুক্ত থাকাই এবিষয়ের সুন্দর প্রমাণ। এখন বিবেচনা কর, এক জেলার মিউনিসিপাল করের জন্য অন্য জেলার অধিবাসিগণকে দায়িক করা কতদূর যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। আরও দেখ, ঐরূপে যদি জেলার সীমা উল্লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে আইনের ১ ধারাটী (৩) নিতান্ত প্রলাপবাক্য হইয়া

(১) কাকড়াচোর পরগণার মহাল কেন্দুডুবা ও মহাল পুরুষোত্তমপুর, ভোগরাই পরগণার মহাল সম্পা ভোগরাই ইত্যাদি।

(২) বালেশ্বর জেলায় মেদিনীপুর সংলগ্ন সীমা ১৮৬৯ সালের ৭ ই ফেব্রুয়ারির বাঙ্গলা গেজেটে দৃষ্টি কর।

(৩) ১ ধারার যে অংশ বিফল হইবে তাহা এই "বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া উক্ত দেশের অন্তর্গত যে জেলায় বা যে যে জেলায় এই আইন প্রচলিত করেন ও

ছেটে এবং বোর্ডের ৩২ সংখ্যক (৪) নিয়ম প্রদর্শন করিয়া জমীদারেরাও বলিতে পারেন যে, কতকগুলি কর-দাতার ভূমি জেলার মধ্যে আছে কি না, তাহা বিবেচিত হইতেছে; কিন্তু তাঁহাদিগের (জমীদারদিগের) জেলারবহিঃস্থিত সম্পত্তির উপরেও টান পড়িতেছে, ইহা বিলক্ষণ পক্ষপাতিতার কার্য্য।

পথকর আইনের এ তপশীলে রিটর্ণের যে ফারম দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, উক্ত রিটর্ন্ ৪ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড নিষ্কর জোত ভূমি সম্পর্কীয়; দ্বিতীয়, রায়তী ভূমি সম্পর্কীয়, তৃতীয় তালুক প্রভৃতি সম্পর্কীয়; চতুর্থ, নিষ্কর ভূমি সম্পর্কীয়। প্রায় গ্রাম মাত্রেই আবাদ ও পর আবাদ দুই প্রকার ভূমি আছে। শেষোক্ত ভূমিও আবার দুই প্রকার, আবাদ যোগ্য ও আবাদের অযোগ্য পতিত। আবাদযোগ্য ভূমি উল্লিখিত খণ্ড চতুষ্টয়ের কোন্ টীতে লিখিত হইবে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ যুক্তি অনুসারে পতিত ভূমি রিটর্নভুক্ত হওয়াও উচিত নয়। কারণ, যে ভূমি হইতে জমীদার ও তালুকদারেরা এক পয়সাও লাভ পাইতেছেন না, কিন্তু বন্দোবস্তের সর্ত্তের অনুসারে রাজস্ব প্রদান করিতেছেন, এরূপ ভূমির আনুমানিক মূল্যের উপর পথকর লওয়া নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও স্কন্ধে ভার দানবৎ নিষ্ঠুরতার কার্য্য। বিশেষতঃ সকরভূমি সংক্রান্ত উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় স্তম্ভে যখন রায়তের নাম লিখিবার স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন পতিত জমী) যাহা কোন রায়তেরই জোতে নাই) যে রিটর্ন্ ভুক্ত করিতে হইবেক না এরূপ স্পষ্টই অনুভব হইতেছে। আবার যখন বোর্ডের ৩০ শ নিয়ম (৫) পাঠ দ্বারা দেখা যায় যে "পাওয়া যায়" "পাইয়া থাকেন" প্রভৃতি শব্দে প্রকৃত লভ্যই লক্ষিত হইতেছে, সুতরাং ঐরূপ লভ্যের উপরে কর ধার্য্য করাই আইনের উদ্দেশ্য, তখন উপরি লিখিত অনুভব সমধিক দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়া উঠে। কিন্তু পক্ষান্তরে ৩ য় ধারা নির্দ্দিষ্ট ভূমি শব্দের অর্থ (৬) ৭ ম ও ২০ শ ধারার সহিত একত্রে পাঠ করিলে বিন্দুমাত্রও ভূমি যে এই করের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, এমন বোধ হয় না। প্রত্যুত ইহাই উপলব্ধি হয় যে, পর আবাদ ও জলমগ্ন ভূমি পর্য্যন্তও উহার করাল কবলে কবলিত হইবে এবং যে জমীদার পতিতভূমি রিটর্নভুক্ত না করিবেন তিনি ঐ ভূমি আবাদ হইলে, তাহার খাজানার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। এখন দেখ, বিশুদ্ধ যুক্তি ও রিটর্ণের পাঠ ও বোর্ডের নিয়মের সহিত উদ্ধৃত ধারাগুলির কেমন চমৎকার বিরোধ! এবিষয়টি কি অদ্ভুত সমস্যাই হইয়াছে!

৮ ধারায় বিহিত হইয়াছে, যে মহালের রাজস্ব কিম্বা যে তালুকের খাজনা ১০০ টাকার অনধিক, ঐরূপ মহালাদির উপর নোটিস জারী না করিয়া কালেক্টর সাহেব মেয়াদি বন্দোবস্ত স্থলে উক্ত রাজস্ব বা খাজনার দ্বিগুণের এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তস্থলে ত্রিগুণের অনধিক মূল্য নিরূপণ করিবেন। রিটর্ন্ দেওয়া অত্যন্ত ক্লেশজনক ব্যাপার। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার ও তালুকদারদিগকে ঐ ক্লেশ হইতে মুক্তিদানই ৮ ধারার উদ্দেশ্য। বোর্ডের ১৬ শ নিয়মে স্পষ্টাক্ষরে একথা ব্যক্ত হইয়াছে। তৃতীয় ধারার নির্দ্দেশ মতে নিষ্কর ভূমি (৭)

ঐ অনুজ্ঞাপত্রে এই আইন প্রচলিত হইবার যে তারিখ নিরূপণ করেন সেই সেই জেলায় সেই তারিখ অবধি এই আইন প্রচলিত হইয়া প্রবল হইবে।"

(৪) ঐ নিয়ম এই, "৩২। এই আইনের ৩ অধ্যায় মতে যে স্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য হইতে পারে জেলার মধ্যে সেই প্রকারের সম্পত্তি আছে কি না, অত্যন্ত মনোযোগে ইহার সন্ধান লইতে হইবে।" গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ১৭ ই অক্টোবর ১৪৮৮ পৃষ্ঠা।

(৫) ৩০। লভ্যের উপর যে হারে কর ধার্য্য হয়, মহালের কি তালুকের ভোগাধিকারী লোককে কর ঐ হারের অর্দ্ধেক দিবেন। কৃষিকারি রায়তের খাজনার উপর যে হারে কর ধার্য্য হয় তিনিও তাহার অর্দ্ধেক দিবেন। মনে কর যেমন কোন মহাল হইতে বৎসর বৎসর মোট ৪০০০ টাকা পাওয়া যায়, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ১০০০ টাকা। ভূমির একাংশে মোট ২০০০ টাকা পাওয়া যায়, ভূম্যধিকারী তাহা আপনি রাখিলেন। কৃষিকারী রায়তেরা তাহা ভোগ করে। অন্য অংশের ১০০০ টাকা খাজনায় পত্তনি পাট্টা দিয়াছেন। পত্তনিদার প্রজাদের স্থানে বৎসর মোটে ২০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। এমন স্থলে টাকা প্রতি ২ পয়সা হার ধরা গেলে জমীদার ১০০০ টাকার উপর অর্দ্ধ হার (১ পয়সা) দিবেন, বাকী ৩০০০ টাকার উপর সম্পূর্ণ ২ পয়সা দিবেন। গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৭১। ১৭ ই অক্টোবর ১৪৮৭ পৃষ্ঠা।

(৬) ৫ ধারা—"ভূমি শব্দে আবাদ ও পর আবাদ ও জলমগ্ন ভূমিও বুঝাইবে।"

৭ ধারা—"যে মহালের কিম্বা তালুক প্রভৃতির বিষয়ে সেই প্রকারের নোটিস দেওয়া যায় তাহার ভোগাধিকারী রিটর্ন্ দিলেও তন্মধ্যে কোন এক ভূমি কি তালুক প্রভৃতি ধরা যায় নাই এমন প্রমাণ হইলে, * * * * তিনি সেই ভূমির কি তালুক প্রভৃতির খাজনার নিমিত্ত নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে পারিবেন না। ইত্যাদি।"

২০ ধারা—"কোন জেলায় এই আইন প্রচলিত হইবার সময়াবধি প্রদেশীয় কমিটি নিয়মিত বিধিমতে সেই জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূমির উপর ঐ ভূমির বার্ষিক মূল্যের টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনার অনধিক যে হার নিরূপণ করেন, প্রদেশীয় পথকর সেই হারে লওয়া যাইতে পারিবে।"

(৭) ৩ ধারা—২ "মহাল শব্দে নিষ্কর তালুক প্রভৃতির রেজিষ্টরি নম্বরে যে ভূমি কিম্বা ভূমির যে অংশ লেখা থাকে সেই ভূমি বুঝাইবে।"

তালুক প্রভৃতি শব্দে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মহাল ভিন্ন এবং কৃষিকারী রায়তদের স্বত্ব ভিন্ন সকর কিম্বা নিষ্কর ভূসম্বন্ধ সকল স্বার্থ বুঝায়।"

মহাল ও তালুক প্রভৃতির মধ্যে গণ্য। এক্ষণে প্রশ্ন এই হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাখেরাজদারেরা (যাঁহাদের লাখেরাজ ভূমির খাজনা ১০০ টাকার অনধিক) ৮ ধারার উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না? মফস্বলে সচরাচর দৃষ্ট হয়, ক্ষুদ্র লাখেরাজদারগণ আপনারা প্রজাদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া মৌখিক হিসাব মতে খাজনা আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের না আছে আমীন, না আছে গোমস্তা, না আছে কাগজ পত্র, কিছুই নাই। অন্ততঃ বন্দো বস্ত আদির অনুরোধেও যাঁহাদের কাগজ পত্র থাকা সম্ভাবিত, আর যাঁহাদের ২।১ জন আমলাও আছে, এরূপ সকল সম্পত্তিভোগীদিগকে যখন হিসাব বিরক্তিকর রিটরন্ প্রদান হইতে মুক্ত করা হইতেছে, তখন কাগজশূন্য আমলাবিহীন ও অপেক্ষাকৃত সমধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত লাখেরাজ দারেরা যে কি অদ্ভুত যুক্তির বলে ক্লেশকূপে নিমগ্ন থাকিবেন, তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে না। আবার যখন দেখা যায় যে, আইনের অর্থমতে উক্ত উভয় প্রকার ব্যক্তির সম্পত্তি একই শ্রেণীতে গণ্য, এমন কি একই শব্দে বাচ্য হইয়াছে, তখন যুগপৎ মনোমধ্যে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। এই বিচার বৈষম্যে এই স্পষ্ট ভ্রান্তি বিনাশের কি প্রতীকার হইবে না?

তৃতীয় ধারায় ব্যক্ত হইয়াছে, “যে ব্যক্তি ভূমি চাস করিয়া বৎসর ১০০ টাকার অনধিক খাজনা দেয়, কৃষিকারী রায়ত শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে”। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে সকল বাজেয়াপ্তী লাখেরাজদার নিষ্কি বা আরো কমি জমার পাট্টা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা যে সকল প্রজা স্বল্পজমায় মোকররী পাট্টা পাইয়াছে, তাহারা যদি আপনাপন পাট্টাই জমী নিজে নিজে চাস করিয়া পাট্টানুসারে (এক শতের অনধিক টাকা) খাজনা দেয়, তবে তাহারাও কৃষিকারী রায়ত বলিয়া গণ্য হইবে কি না? যদি হয়, (আইনের অর্থানুসারে হওয়াই সম্ভাবিত) তাহা হইলে কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী স্বত্বভোগী (তালুকদার বাজেয়াপ্তী লাখেরাজদার, মোকররীদার প্রভৃতি) অতিরিক্ত কর ভারে পীড়িত হইতে থাকিবে, অপর কতকগুলি অতি স্বল্প করেই অব্যাহতি লাভ করিবে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য বিশদ করা যাইতেছে। মনে কর, একজন মোকররীদার ৫০ বিঘা জমী, ১০ টাকার মার মোকররির পাট্টা লইয়া প্রজা বিলি করিয়া ৫০ টাকা প্রাপ্ত হয়। যদি ১ এক পয়সা হারে কর দিতে হয়, তবে আইনানুসারে তাহাকে (৫০ পয়সা হইতে ১০ টাকা জমার দরুণ ১০ পয়সার অর্দ্ধেক ৫ পয়সা বাদে) ৪৫ পয়সা দিতে হইবেক। কিন্তু আর একজন সমান জমীজমার মোকররীদার যদি নিজে জোত করে তাহা হইলে তাহাকে (নিজ জমার উপর হিসাব করিয়া অর্দ্ধেক) ৫ পয়সা মাত্র দিতে হইবে। কি চমৎকার প্রভেদ! এই রূপ ব্যবস্থা, “কারো সর্ব্বনাশ কারো পৌষ মাসের” উত্তম দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। এই ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবস্থায়ের কি সংশোধন হইবে না? আইনের এরূপ গরীয়ান দোষ কি অপ্রতিহত থাকিবে? প্রত্যুত অব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে আর একটী এই মন্দ ফল দাঁড়াইবে যে, মধ্যবর্ত্তী স্বত্বভোগী স্বল্প কর দানের লোভে দুঃখী প্রজাগণের জোত ছাড়াইয়া আপনারা চাস করিবার চেষ্টা করিবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, একে ত মধ্যাবস্থার লোকের বিদ্বিষ্ট পদার্থ, আবার যেন কার্য্য প্রণালী ও আইনের দোষে উহা অধিকতর দুঃসাধ্য না হয় লোকের প্রতি অবিচার ও কষ্টপীড়া না হয়, বোর্ড প্রকাশিত নিয়মগুলির এরূপ আভাস দেখিয়া আমাদের কতক ভরসা জন্মিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা উপরি লিখিত বিষয়গুলির সমুচিত মীমাংসা করুন, যাবৎ তাহা না হইতেছে, তাবৎ জমীদার প্রভৃতির নামে নোটীশজারী স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রচার করুন। আর যখন প্রোক্ত আপত্তিমূলক বিষয়গুলির সৎ সিদ্ধান্ত হইবে তখন উহা যেন সাধারণের গোচরার্থ যথোচিতরূপে প্রচারিত হয়, নতুবা অজ্ঞতা বশতঃ অনেকের গলায় ছুরী পড়িবে, এবং উৎকোচগ্রাহী আমলাগণের একটী উত্তম উপার্জ্জন পথ প্রযুক্ত ও পরিষ্কৃত হইবে।

নূতন পুস্তক।

১। ইং রাজ স্তব বর্ণন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পদ্যে ইহার রচনা করিয়াছেন। গাড়ি, কলের গাড়ি টেলিগ্রাফ ও ইংরাজ কর্তৃক ভারতবর্ষে নীত অন্যান্য কলের বর্ণন দ্বারা ইংরাজদিগের স্তব কীর্ত্তন করা হইয়াছে। সচরাচর যে সকল পদ্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার পদ্যগুলিও সেইরূপ হইয়াছে।

২। শ্রীযুক্ত বাবু মুক্তারাম শীলের সন ১২৭৯ ইংরাজি ১৮৭২—৭৩ অব্দের বাঙ্গলা নূতন পঞ্জিকা। ইহাতে পঞ্জিকার জ্ঞাতব্য সমুদায় বিষয়ই আছে। তদ্ভিন্ন পুস্তকের শেষাংশে ছোট আদালতের খরচা ষ্ট্যাম্পের আইন, ডাক মাশুলের নিয়ম রেলওয়ের ভাড়া প্রভৃতি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে

৩। ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইংলণ্ডস্থিত লিড্‌স নগরে সামাজিক বিজ্ঞান সভায় শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাতে ভারতবর্ষে নিম্নশ্রেণীকে এবং বাল্য দশায় অবস্থাপ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দানের আবশ্যকতা এবং উহার অভাবে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪। কলিকাতার বালকগণের প্রতি শিক্ষা

রতা সম্বন্ধে উপদেশ। কলিকাতাস্থ পশুগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সভার অবৈতনিক সেক্রেটারি কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত। এখানি যেরূপ সুকুমারমতি বালকগণের শিক্ষোপযোগী সরল ভাষায় লিখিত, সেইরূপ ইহার উপদেশগুলি উৎকৃষ্ট রীতি ও হৃদয়গ্রাহিতা গুণসম্পন্ন হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১লা ফাল্গুন সোমবার।

কাগজের পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ রেখা দিয়া প্রধান ব্যক্তিদিগের মৃত্যু সংবাদ লিখিবার জন্য অনেকে আমাদিগকে অনুরোধ করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সোমপ্রকাশে দেশীয় বিদেশীয় যে সকল প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদাদি প্রকাশিত হইয়াছে, বৈদেশিক রীতি বলিয়া কোনটীই উক্ত রীত্যনুসারে লিখিত হয় নাই। সুতরাং গবর্ণর জেনরলের মৃত্যু সংবাদে উক্ত রীতি অবলম্বিত হইল না।

কাঁচরাপাড়ার সংস্কৃত রজনীবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রলাল সোম কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢিয়েন বি নামক শ্যাম দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক নিউইয়র্কে সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়া সম্প্রতি চিকিৎসা সংক্রান্ত মিশনরি হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, কাশ্মীর পাতিয়ালা ও ঝিন্দে যত খোজা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতেছিল, উহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, সৈন্যগণ লুসাই যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। মেরিউইনকেষ্টার এবং কতকগুলি বন্দীকৃত প্রজার উদ্ধারসাধন ভিন্ন উক্ত যুদ্ধে আর কি কাজ হইল আমরা জানিতে পারি নাই।

মনি সাহেব ইনকম টাক্স সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে ৪০ কোটি লোকের বাস, এই হিসাবে প্রতি ১১৪ ব্যক্তির মধ্যে এক জনের উপরে টাক্স ধার্য্য হইয়াছে।

রিষড়া বালক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ সম্প্রতি মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগে যে বারুণীমেলা হইয়া গিয়াছে, উহাতে প্রায় ১৪০০ স্ত্রী পুরুষ স্নানার্থ গমন করেন। মেলায় ৯৮৩ দোকান বসিয়াছিল। প্রায় ৭২ সহস্র লোক মেলা দর্শন করিতে গমন করেন। সমুদায়ে ১৯,৪৫৭১ টাকার দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। এত জনতা হইয়াছিল কিন্তু পীড়াদির বড় উপদ্রব হয় নাই। এটী তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানগুণে হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, দোকানদারেরা ইনকম টাক্সের ভয়ে স্ব স্ব বিক্রীত দ্রব্যের যথার্থ হিসাব দেয় নাই। সার রিচার্ড টেম্পল দেখুন ইনকম টাক্সনিবন্ধন লোকে কিরূপ ভীত হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চৌরি কতেপুরের জায়গীরদার তাহার জায়গীরের মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যের রপ্তানী কর উঠাইয়া দিয়াছেন

কোতাবার আমীরের পুত্র সম্প্রতি এডেন দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। এডেন ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হওয়া অবধি উক্ত রাজবংশের কেহই তথায় গমন করেন নাই।

জুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসকল স্ত্রীলোক শিক্ষা করিতেছেন, উঁহাদের সংখ্যা ক্রমে এত অধিক হইয়াছে যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার দশম ভাগ স্ত্রীলোক হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, হাই কোর্টের আপীলেট বিভাগ কলিকাতার নূতন হাই কোর্ট বাটীতে উঠিয়া যাইতেছে, বেঙ্গল সেক্রেটেরিএট, পুলিস ইন্‌স্পেক্টর জেনরল এবং জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের আফিস আলীপুরের যে বাটীতে এক্ষণে হাই কোর্টের আপীলেট বিভাগ আছে, তথায় উঠিয়া যাইবে।

১৮৭০-৭১ অব্দে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩৭৩৪ স্কুল ও কালেজ ছিল। ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার সম্মানার্থ নিজ রাজ্য মধ্যে "নেপিয়র মিউজম" নাম দিয়া একটী চিত্রশালিকা স্থাপনের মানস করিয়াছেন। অনুমান করা হইয়াছে, এই বাটী নির্ম্মাণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

দিল্লীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কর্ণেল পলক স্বগণসহিত কান্দাহারে উপস্থিত হইয়াছেন। তত্রত্য সর্দ্দারেরা যথোপযুক্ত সম্মানসহকারে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

রুড়কীর টমসন কালেজের সার্ভেইং শ্রেণীতে এপর্য্যন্ত ১০ মাত্র ছাত্র থাকিবার নিয়ম ছিল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত শ্রেণীতে ১০ জন ছাত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক রেজিমেণ্ট হইতে এক জনের অধিক আফিসর যাইতে পারিবেন না।

এক্ষণে দ্বিতীয় শিক্ষা শিবির উঠিয়া গিয়াছে।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে লার্ড হবার্ট মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

বোম্বাইর একখানি সংবাদপত্র বলেন, যাহারা ডাক্তার লিবিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ গমন করিতেছেন, ৬ জন যুবক আফ্রিকান স্বেচ্ছানুসারে সেই সঙ্গে যাইতেছেন। ইহারা নাসিকপুর অনাথ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশের ৭২২৫৭২০ অধিবাসীর মধ্যে ১২১৭৬ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। জ্বরেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে, ওয়াসিংটনের মন্ত্রী সভার সহিত লণ্ডনের মন্ত্রিসভার যে গোলযোগ হইতেছে, প্রিন্স বিসমার্ক মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন বলিয়াছেন।

বোয়ালের শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ঘোষ কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, বোয়াল মধ্য শ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

মহারাজ হোলকার ইন্দোরে একটী তুলার কারখানা করিয়াছেন। রাজা এই কারখানার একটী বস্ত্রের কল স্থাপন করিলে দেশের যথার্থ উপকার করা হয়।

ভারতবর্ষীয় সভার ন্যায় আপামর সাধারণের স্বার্থরক্ষার্থ রাজনীতি সংক্রান্ত সভা ও স্থানে স্থানে তাহার শাখা সভা স্থাপন করা কতগুলি লোকের ইচ্ছা। সেদিন অমৃত বাজার পত্রিকায় এই অভিপ্রায়ে একটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। এখানকার রাজনীতির অবস্থা যেরূপ তাহাতে এখন এরূপ সভায় কাজ হইবে বোধ হয় না। যতদিন নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের রাজনীতিজ্ঞদিগের প্রাধান্য থাকিবে, তত দিন এরূপ সভা স্থাপনে অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় সভা দেশীয় ভাষায় উপাধি দানের মানস করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি মথুরায় একজন উদাসীন একটী মন্দিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়, নিষেধ করাতে সে একজন প্রহরীর হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এবং অন্যান্য লোককে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তৎপরে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে নীত হইয়া পুনর্ব্বার ঐ রূপ তরবারি কাড়িয়া লইয়া বিচারপতিকে মারিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, আমি স্বর্গে যাইবার সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতেছি।

বোম্বাই গেজেট লণ্ডন হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, গত সোমবার টিয়র্সকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আজি কালি শাসনকর্ত্তাদিগের উপরে লোকের বড় বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছে।

গুজরাটীমিত্রের বিরুদ্ধে বরদার রাজা লাইবেলের যে নালীশ করেন, অপরাধ প্রমাণ হওয়াতে সম্পাদকের ৫০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

গত ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে ১৭১১১৯ টাকা মূল্যের ১০৪৮০ মণ তুলা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

সম্প্রতি যে অতিবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে উহাতে পঞ্জাবের চিনাব ও ঝিলাম নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উহাদের উপরিস্থ ভাসমান সেতুগুলি নষ্ট করিয়াছে।

অম্বালার নিকটে লাজিন সাহেব এক আদর্শক্ষেত্রে যে তুলার চাস করিয়াছিলেন, এতদ্দেশীয় রীত্যনুসারে তুলার চাস করিলে যত তুলা জন্মে উহাতে তদপেক্ষা ৭ গুণ অধিক তুলা জন্মিয়াছে।

১৮৭১ অব্দের শেষ ৩ মাসে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৯১ পুস্তক ৭৭ ক্ষুদ্র পুস্তক ১১ সাময়িক পত্র ও আর দুই খানি অন্যান্য গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

পিয়নিয়র বলেন গত বুধবার আলাহাবাদের আর একটী বাটিক পুড়িয়া গিয়াছে। সারজন লরেন্সের কৃত বাটিকগুলিতে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি, রণবীরদলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ আর এ, জে, এচ, ককবরন্ অধিনায়ক সেনাঃ সাহ্ব ও বনিতার সমস্ত গবর্ণমেণ্ট হাউসে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১ লা ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গত জানুয়ারি মাসে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কলিকাতায় ৩১২৪০৩৬ কম টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। কিন্তু যে বাণিজ্য দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, উহা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৪৭১৫৬৫ অধিক টাকার হইবে। দ্রব্যাদির মাশুলে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১৫৫৭১৪ টাকা কম আদায় হইয়াছে, কিন্তু লবণের মাশুলে ৭৪৫৮৫ টাকা অধিক সংগৃহীত হইয়াছে।

এফ, আর কক্রেল সাহেব ২০ মাসের বিদায় লইয়া আগামী মার্চ্চমাসে ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

অদ্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবার যে কথা ছিল। তাহা হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি মাইসোরের ষ্টেট রেলওয়ের কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

লার্ড নেপিয়র মাদ্রাজ এথিনিয়মের বিরুদ্ধে যে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন আগামী শুক্রবার তাহার বিচার হইবে।

একব্যক্তি বিলাতী গেজেটে লিখিয়াছেন, একজন ইউরোপীয়ের দক্ষিণ হস্তের এক অঙ্গুলীতে সর্পে দংশন করে। দংশন করিবামাত্র তিনি দষ্ট স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে তাগা বাঁধিয়া ছুরিকা দ্বারা অঙ্গুলীর স্থানে স্থানে বিদ্ধ করিলেন। পরে উহার উপরে একটী উত্তপ্ত পলাণ্ডু পুল্টিসের ন্যায় বাঁধিয়া দিলেন। ৩ ঘণ্টা পরে পলাণ্ডুটী খুলিয়া দেখা গেল সর্পবিষ উহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

ফরাসী বণিকদিগের সাধুতার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। একজন ফরাসী বণিক লণ্ডনের একজন উত্তমর্ণের নিকট ১০০০০০ টাকা ঋণগ্রস্ত ছিলেন। ফরাসী যুদ্ধের প্রারম্ভে উত্তমর্ণ স্থির করিয়া রাখিলেন, অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা আর আদায় হইবে না। কিন্তু এক্ষণে তিনি কড়ায় গণ্ডায় সমুদায় টাকা পাইয়াছেন।

ইংলণ্ডস্থ একজন জর্ম্মণ টাইমস পত্রে লিখিয়াছেন, আমেরিকানেরা ইংলণ্ডের নিকটে যে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিতেছেন, তদর্শনে অনেকগুলি জর্ম্মণ এই বলিয়া প্রিন্স বিসমার্কের নিকটে আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন যে, ফরাসী যুদ্ধকালে আমেরিকানেরা ফরাসীদিগকে অস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধের শেষ হইতে অনেক বিলম্ব হয়, অতএব তিনি আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের নিকটে সেই ক্ষতিপূরণার্থ অন্ততঃ ১ শত কোটি টাকা প্রার্থনা করেন। ইংলণ্ড দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার যুদ্ধকাল বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমেরিকা তাহার নিকটে যে ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা যদি ন্যায়সিদ্ধ হয়, জর্ম্মণ ও ফরাসী যুদ্ধকাল বৃদ্ধি নিবন্ধন প্রুশিয়ার আমেরি

...র গবর্ণমেণ্টের নিকটে এ প্রার্থনা কখনই ন্যায়বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

সেদিন নওয়াখালিতে লোক সংখ্যা নিরুপন পুলিসের সাহেব তত্রত্য অধিবাসিদিগের দাঙ্গা সম্বন্ধে আমরা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে তাহাই সত্য বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল টাইমস লিখিয়াছেন, তত্রস্থ অজ্ঞ মুসলমান অধিবাসীরা লোক সংখ্যার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারাতে এবং সংখ্যাকারিদিগের বুদ্ধি দোষেই ঐ ঘটনা হয়। উহারা টেক্সের আশঙ্কা করিয়া যে দাঙ্গা করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩ রা ফাল্গুন বুধবার।

সিন্ধু হইতে টেম্পল সাহেব দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যে সকল রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, উহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ সময়ে কারবলিক আসিড প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। এটী অত্যন্ত পরীক্ষাসিদ্ধ।

ইংলিসম্যানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, পার্লিয়ামেন্টের আগামী অধিবেশনে যাহাতে কমন্সসভার সভ্যগণ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বিভাগের এক এক জন প্রতিনিধি নিজ দলে গ্রহণ করেন তাহার চেষ্টা করা হইবে।, খোস খবরের ঝুটাও ভাল।

কলিকাতা আর একটী কৃষিপ্রদর্শনের নিমিত্ত বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই বলিয়া উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, এক্ষণে লোকের মন রোগ ও লোকসংখ্যা নিরূপণে ব্যস্ত আছে, এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানের এ প্রকৃত সময় নহে। কেবল উহা কেন? অজন্মা ও ম্যালেরিয়াও লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

হিন্দু প্রকাশ বলেন, বোম্বাইর হিন্দুমুসলমান প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্যার্থ জন্য উপাসনা করিবার নিমিত্ত আগামী ২০এ জানুয়ারি সকলে সমবেত হইবেন বলিয়া মহা উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে।

সেদিন বারাসতের প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্ব্বে কওয়া নামক স্থানে একজন ভদ্র লোক একটী পক্ষীকে গুলি করিতে গিয়া দৈবাৎ একটী বালককে গুলি করেন। ইহার বিচার হইতেছে।

হাবড়া হইতে সম্প্রতি "হাবড়া হেরাল্ড" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু সংবাদে রাজ্ঞী শোক প্রকাশ করিয়া লেডিমেয়ো ও মেজর বর্কের নিকটে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন। মৃত্যু সংবাদ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তাহার ১৪ ঘণ্টা পরে অসবরন্ হইতে প্রথমোক্ত টেলিগ্রামটী আইসে।

হুগলি কালেজের আইনের অধ্যাপক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গত মঙ্গলবার রাত্রিতে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র। ইহার কারণ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

৫৫ বৎসর বয়সে পদত্যাগ করিবার নিয়ম উঠিয়া যাওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে, কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর ৬০ বৎসর বয়স হইলে তাঁহাকে পদস্থ রাখিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার আবশ্যকতা নাই।

৪ঠা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিযুক্ত আইনের অধ্যাপক আগামী ১লা মার্চ্চ অবধি প্রেসিডেন্সি কালেজে আইনের বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন।

লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া শ্যামের রাজা টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন।

লুধিয়ানার ডেপুটী কমিশনর কাউয়ান সাহেব বিনা বিচারে ৫০ জন কোকাকে কামানে উড়াইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া তৎপরে সিমলার ডেপুটী কমিশনর মেজর পার্সনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আগামী শুক্রবার বেলা ১০ ঘটিকার সময় বেঙ্গল সেক্রেটারিএটে নিম্নতর শাসন কার্য্য, পুলিস ও আবকারী বিভাগে প্রবেশার্থিদিগের আইন পরীক্ষা হইবে।

মান্দ্রাজের লার্ড নেপিয়র ২৩এ ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিতেছেন না।

ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, লেডী লার্ড মায়লো যেরূপ পীড়িত হইয়াছেন, তাহাতে উঁহার আর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।

আমীর সিয়রআলী খাঁ নূতন সেনাদলের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। বলপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণী নিবিষ্ট করার ভয়ে অনেকে সপরিবারে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে।

মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত মঙ্গলবার এচিসন সাহেব আন্দামান হইতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কথা আছে। আগামী মঙ্গলবার লার্ড নেপিয়র মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবেন।

৫ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্টের নিকটে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে গত কল্য সিন্ধিয়ার রাজা মোরারে ৪১টী শোকসূচক তোপধ্বনি করিয়াছেন। বাজার ও আফিস প্রভৃতি দুই দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে।

লার্ড মেয়োর হত্যাকারী সিয়ার আলী নর্ম্মান সাহেবের হত্যাকারী আবদুল্লার ভ্রাতা বলিয়া যে সংবাদ আইসে, তাহা সমূলক নহে। সিয়ার আলী আবদুল্লার ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহাও মিথ্যা। সিয়ার আলী কোন কথাই বলে নাই, এই মাত্র বলিয়াছে, ফাঁসীর সময় সকল কথা বলিবে।

ইংলিসম্যান বলেন, হুগলী প্রদেশে সংক্রামক জ্বরের প্রাদুর্ভাব ক্রমে কমিতেছে।

আর্থর হবহাউস কিউ, সি, ফিটসজেমস্ ষ্টিফেন সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতেছেন।

শুনাগেল, বরাকরে চুরি ডাকাইতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সচরাচর যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, পুলিস হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছেন

যাঁহারা বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ জ্বরপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দানসংখ্যা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দেবী ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়, চকদীঘী ২০০০, শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, মণিরামবাটী ৫০০, শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ রায়, চকদীঘী ৪০০, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায়, চকদীঘী ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রায়, চকদীঘী ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস রায়, চকদীঘী ২৫, বাবু গোরাচাঁদ রায়, চকদীঘী ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী মিত্র, জোতকুমীর ২০, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, জোতকুমীর ২০, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সামন্ত, রামনারায়ণ সামন্ত ও বাঞ্ছারাম সামন্ত, গোকড়া ১০০, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল বসু, পাণ্ডাজল ৫০, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু বেড়গ্রাম ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালগোবিন্দ মিত্র ও বোল গোবিন্দ মিত্র, রাজারামপুর ৫০, শ্রীযুক্ত বাবু যুধিষ্ঠির হাজরা, আনগুণা ২৫, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবিনোদ চৌধুরী, আমোদপুর ২০০।

৬ ই ফাল্গুন শনিবার।

অদ্য বেলা ৪ ঘটিকার সময় লাডমেয়োর মৃত দেহ গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যাওয়া হইবে।

বোম্বাইর লোক সংখ্যা উপলক্ষে ২১ এ ও ২২ এ ফেব্রুয়ারি তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট আফিস সমুহ বন্ধ হইবে। এতদ্দ্বারা লোক সংখ্যা বিষয়ে আফিসের কর্ম্মচারিদিগের সাহায্য পাওয়া যাইবে।

আমরা অবগত হইলাম, ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত চুচুড়ায় প্রায় ১০০ উদাসীন অবস্থান করিতেছে। কাহার কাহার হস্তে অস্ত্রাদিও আছে। এই সকল লোকের উপর পুলিসের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৫	টাকা	সিক্কা	৯৮—৯৮।০
৫		কোং	৯৮।৶—৯৮।৶
৪।।		"	১০৪৬—১০৫
৪।।		"	১০৩—১০৩৶০
৫।।		"	১০১—১০১।০
৪।।		"	১০৮৸০—১০৮৸৶

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি। গতকল্য ট্রাফালগার স্কোয়ারে চাক্লস ডিলকির বন্ধুগণের এক সভা হইয়াছিল। প্রায় ১০ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। অনেক ফরাসী কমিউনিষ্ট উপস্থিত ছিলেন। লাড হাটিংস ইংলণ্ড সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে, তাহা উঠিয়া যায় সভার অভিপ্রেত।

লণ্ডন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকাল। অনক্রফ্টি এক গতকল্য ডিলককে গুলি করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ২—১০। অদ্য পার্লিয়ামেণ্ট খোলা হইয়াছে। রাজ্ঞী বক্তৃতা কালে প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য নিবন্ধন ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন এবং রাজপুত্রের পীড়াতে সর্ব্বসাধারণে সহানুভূতি প্রকাশ করাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তৎপরে রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন, বিদেশীয় রাজগণ যেরূপ বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে সন্তোষকর। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে দাস ক্রয়ের প্রথা নিবন্ধন সাম্রাজ্যের কলঙ্ক হইয়াছে। ইহা হইতে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, বিশপ প্যাটিসনের হত্যা দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি বিষয়ে ফ্রান্স হইতে অনেক চিঠি পত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরস্পরের মত একবিধ না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষকে সন্ধির সংশোধন বিষয়ে সম্মত করিতে পারেন নাই। কিন্তু এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফরাসী ও ইংরাজ এই উভয় জাতির পরস্পরের যে সৌহার্দ্দ আছে, কিছুতেই তাহার বিলোপ সম্ভাবনা নাই।

আয়ার্লণ্ডের বাণিজ্য উত্তমরূপ চলিতেছে। গুরুতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ক্রমে এখান হইতে তিরোহিত হইতেছে।

ব্রেটব্রিটেনে পাপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনেক কমিয়াছে।

আয়ার্লণ্ডের শাসনকার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ নানা উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাজ্ঞী উপসংহারে বলিয়াছেন, সাম্রাজ্যের সম্মান ও দেশের স্বত্বরক্ষার্থ তিনি যে সকল চেষ্টা করিবেন, কেবল প্রজাগণের রাজভক্তি এবং পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্যতৎপরতা ও বুদ্ধি কৌশল সেই সকল চেষ্টাকে ফলবতী করিতে পারে।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি। সার জন ডেভিসন পদত্যাগ করিয়াছেন। আগামী কল্য গ্লাডষ্টোন সাহেব তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং তাহার সম্মানার্থ রাজ্ঞীকে এক আবেদন দিবার প্রস্তাব করিবেন। গ্লাডষ্টোন কমন্স সভাতে ওয়াশিংটনের সন্ধি গোলযোগপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি। প্রিন্স অব ওয়েলস শনিবার উইণ্ডসরে গমন করিবেন।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি। গ্লাডষ্টোন সাহেব কমন্স সভাতে ওয়াশিংটনের সন্ধি গোলযোগ পূর্ণ নয় বলিয়া যে মত প্রকাশ করেন অদ্যকার টাইমস পত্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি। অদ্য ডিসরেলি সাহেব কমন্স সভাতে রাজ্ঞীর বক্তৃতার আলোচনা সময়ে [illegible] সামান্য মাত্র উল্লেখ [illegible] আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমেরিকানেরা যে অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা এরূপ অসঙ্গত যে সমস্ত বিপদে পতিত হইলেও ইংলণ্ডের মধ্যে কেহ [illegible] কোন ব্যক্তিই তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না।

আরল গ্রান্‌ভিল বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট দেশের স্বার্থ নাশ করিবেন না এবং যাহাতে নির্বিবাদে এই গোলযোগের নিরাকরণ হয় তাঁহারা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিবেন।

লণ্ডন ১২ ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাকাল। অদ্য কমন্স সভাতে গ্লাডষ্টোন সাহেব লাডমেয়োর মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, লাড মেয়োর শাসনকার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ সকল শ্রেণীর লোকের প্রশংসা [illegible]।

ডিসরেলি সাহেব বলিলেন, ইংলণ্ড এক জন যথার্থ উপযুক্ত লোক হারাইলেন।

ডিউক অব আর্গাইল লাড মেয়োর গুণানুবাদ করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

লণ্ডন ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সমূহ লাড মেয়োর মৃত্যুর নিমিত্ত বিশেষ শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

৫ ই ফেব্রুয়ারি । গোয়ালপাড়ার সহকারী কমিশনর আর, ফর্বিস কাযক্রমে বদলী হইলেন ।

৮ ই ফেব্রুয়ারি । চট্টগ্রামের ডেপুটী কালেক্টর বাবু নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭০ অব্দের ১০ আইন (ভূমি গ্রহণের আইন) অনুসারে ঐ প্রদেশের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন ।

দার্জিলিঙ্গের সহকারী কমিশনর কাপ্তেন নিকলসন লোরি লোহারডগায় বদলী হইলেন ।

৯ ই ফেব্রুয়ারি । ই. এফ, রডক মজঃফরপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইলেন ।

বিহারিলাল গুপ্ত সি. এস, বরিশালের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন ।

এ, মানসন ৯ ই অবধি ১৪ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি ছিলেন ।

ডাক্তার কুক্সন শেষ রঙ্গপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন ।

১০ ই ফেব্রুয়ারি । ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডব্লিউ এল, আর ডেবিস জলপাইগুড়ি হইতে কাযক্রমে বদলী হইলেন ।

রাজসাহির অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর গোবিন্দ কান্ত বিদ্যাভূষণ কিছু দিনের জন্য বোগড়ায় বদলী হইলেন ।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি । জি. ই. মার্শিয়া যে দিবস ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন সেই দিবস হইতে প্রথম শ্রেণীর কাইথী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন ।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

সমাজের শুভ সংকল্পে সাধু ব্যক্তিরা কোন প্রকার সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা করিলে কালে তাহা অসাধু লোকের স্ব স্ব প্রয়োজন সাধনে নীত হইয়া পড়ে । কত ত তৎকারণে নিয়মের সংকল্পের বিপরীত ঘটিয়া উঠে, নিয়মের শুভকারিতা অন্তর্হিত হয় । প্রত্যুত সে নিয়ম তখন এত অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হয় যে, সর্ব্বথা উহার মূলচ্ছেদন আবশ্যক হইয়া থাকে । দৃষ্টান্ত স্থলে বঙ্গালী কুলবন্ধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে । কুল প্রতিষ্ঠা বন্ধনের সময় মহারাজ বল্লালের কোন রূপ অসদভিসন্ধি ছিল না । তৎকৃত নিয়ম সমস্ত অসম্পূর্ণ হইলেও কোন অংশে অসাধু নহে । কিন্তু তৎপরবর্ত্তী অসৎ সম্প্রদায় ঐ নিয়মাবলীকে স্ব স্ব প্রয়োজনোপযোগী করিতে গিয়া এত জঘন্য এত অনিষ্টকর করিয়া তুলিয়াছে যে, বর্ত্তমান সমাজে বঙ্গালী কুলবন্ধনের উচ্ছেদন সর্ব্বথা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে । সম্প্রতি হিন্দু উইলের প্রথা বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রবিহিত হউক বা না হউক, ধন নিয়োগের ক্ষমতা অবশ্যই প্রার্থনীয়, এবং ন্যায় পথে ঐ ক্ষমতা পরিচালিত হইলে সমাজের হিত বৈ অহিতাশঙ্কা নাই । কিন্তু এদেশে সচরাচর যেমন ঘটিয়া থাকে, উইলের রীতিও সে অত্যাচার হইতে বিমুক্ত নহে । অভিজ্ঞ হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন, কোন ব্যক্তি কিছু বিষয় বিভব রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে এবং মৃতের কোন অনিষ্টতম উত্তরাধিকারী না থাকিলে সে স্থলে প্রায়শঃই উইল পত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে । বিষবীজ রোপিত হইলে এক সময় না এক সময় বিষ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন ? কৃত্রিম উইল সূত্রে সর্ব্বত্রই যে ভীষণ বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া থাকে, তাহা কে অবগত না আছেন ? শেষে সে অগ্নি বিরোধ লিপ্ত উভয় পক্ষের লোকাদের অঙ্কুর পর্য্যন্ত ভস্মাবশেষ করিয়া নির্ব্বাণ হয়, ইহাও অলোকপ্রসিদ্ধ নহে । এইরূপ আর এক ভয়ঙ্কর স্থল আছে যেস্থলে বিষয়ি ব্যক্তি এক মাত্র পত্নী রাখিয়া লোকান্তরস্থ হন । হিন্দু নারী সম্পত্তিশালিনী হইলে যেরূপ উৎসন্ন চারণগামিনী হইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অধিক প্রয়াস পাওয়ার আর আবশ্যকতাভাব । কেন না তাহা দেশময় প্রসিদ্ধ বটে । সেই স্বেচ্ছাচারিতা হইতে এক প্রকার বিবাদাগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে, যথা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র । মূল বস্তু কুৎসিত ব্যবহার হিন্দুদের অসহনীয় । তাঁহারা তদ্রূপ ব্যবহারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলে স্বেচ্ছাচারিণী হিন্দু রমণীরা সকলেই বিষয় বুদ্ধির বশবর্ত্ত হইয়া থাকেন । সেই কুবুদ্ধির এই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় যে, তিনি সেই অভিপ্রায়ে অন্যাধিকারির ধনের বিলোপেপাসায় অনুসন্ধানে তৎপরা হন, দত্তক গ্রহণাধিকার তাহার অব্যর্থ অস্ত্রস্বরূপ । সুতরাং তদনুরোধে স্বামির অনুমতি পত্রের সৃষ্টি আবশ্যক হইয়া উঠে । ইহা কে না জানেন যে, ঐরূপ শত শত সহস্র সহস্র কৃত্রিম অনুমতি পত্র নিরন্তর পরিসৃজিত হইতেছে ? তৎসূত্রে কত কত হতভাগ্য বালক গোত্রান্তরে দত্তক নামে বিক্রীত হইতেছে, এবং কতশত দত্তক অসিদ্ধ ও কুল ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বিপদে নিপতিত হইতেছে !!! কিন্তু ঐ ক্ষমতা যথানিয়মে পরিচালিত হইলে উক্তবিধ শোচনীয় অবস্থা ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এবম্বিধ অসৎ অভিসন্ধি বিফল করণের কোন বিহিত উপায় আছে কি না ? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই এক উপায় উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় যে, উইল ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র রেজেষ্টরীর বর্ত্তমান নিয়ম রহিত করিয়া উক্ত উভয়বিধ নিদর্শন রেজেষ্টরীর দৃঢ়তর নিয়মান্তর সংস্থাপিত হউক, সেই নিয়মানুসারে কোন উইল কি দত্তকগ্রহণানুমতি পত্র রেজেষ্টরী না হইলে একেবারে তাহা অসিদ্ধ হইবার নিয়ম করা হউক । তাহা হইলে এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হইলেই একখান উইল বা দত্তকগ্রহণের অনুমতি পত্র বাহির করা যায়, অতঃপর আর সেরূপ হইতে পারিবে না । লোকে মরণাশঙ্কা করিয়া যে স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে উইল বা দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র লিখিয়া রেজেষ্টরী করিবে, সেই স্থানেই তাহা সুসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে, অন্যত্র নহে । এইরূপ করিলে সত্য বটে যেস্থানে অকস্মাৎ কোন ব্যক্তির মরণকাল উপস্থিত হইবে, সে স্থলে তাঁহার মনোবাসনা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না, কিন্তু “ব্যক্তি বিশেষের কষ্টা

কড়ি ভাবিতে গেলে, আইন উৎকৃষ্ট হয় না” এই প্রসিদ্ধ সূত্রের উল্লেখন করিয়া লোকের স্বেচ্ছাচারিতা ও তন্মূলক অনিষ্টকারিতার প্রশ্রয় দেওয়া সর্ব্বাংশে অযৌক্তিক।

কলিকাতা বশম্বদস্য।

গত প্রকাশিতের পর।

হিমালয় প্রদেশ। বদরিকাশ্রম।

বদরিকাশ্রম ক্ষেত্র কেদার ক্ষেত্র অপেক্ষা প্রশস্ত। দীর্ঘে প্রায় দুই মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল হইবে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পর্ব্বত, মধ্য প্রদেশ হইয়া অলকানন্দা গমন করিতেছে। অলকানন্দার দক্ষিণ তীরে নারায়ণের মন্দির ও বাজার। যাত্রিরা যাইয়া বাজারে অবস্থান করে। বাজারে প্রায় দুই আড়াই শত ঘর আছে। এই বাজারটী বৈশাখ মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের কতক দিন পর্য্যন্ত থাকে। ভোট হইতে চামর উর্ণবস্ত্র মৃগনাভি লবণ সর্ষপ ও অন্যান্য নানা দ্রব্য আমদানি হয়। শ্রীনগর আলমোড়া প্রভৃতি স্থান হইতে [illegible] তৈল ঘৃত, চাউল আটা ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য যায়। সচরাচর টাকায় চাউল /৪ সের আটা /৮ সের ঘৃত /১ সের বিক্রীত হয়। তদ্ভিন্ন মেঠাই প্রভৃতিও পাওয়া যায়। মেলার প্রথমাবস্থায় প্রত্যহ ৮।৯, তিন চার হাজার পর্য্যন্ত লোক হইয়া থাকে, তাহার পর ক্রমে কম হইতে আরম্ভ হয়। আশ্বিনের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমে প্রায় লোক থাকে না। যাত্রিরা কেহ তিন কেহ ৭।৮ কেহ কেহ ১০।১২ দিন থাকে। অনেকে আবার চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত বাস করে। এখানেও শীত কম নহে। শ্রাবণ মাসে রাত্রিতে দুই খানি কম্বল না হইলে শীত নিবারণ হয় না, কিন্তু কেদার অপেক্ষা রৌদ্রের তেজ অধিক। বদরিনারায়ণের মন্দিরটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, একত্রে দাঁড়াইয়া প্রায় দুই শত লোক দর্শন করিতে পারে। [illegible] পদবিশিষ্ট বিগ্রহ, প্রায় ১ হাত উচ্চ হইবেন, চতুর্ভুজ, উত্তম কাল প্রস্তরে নির্ম্মিত। গাত্রে অনেক জড়াও বস্ত্র ও মাথায় মুকুট আছে। মুকুট মধ্যে এক খানি প্রস্তর ধকধক করিতেছে। বদরি নারায়ণের বামে প্রস্তরময় কুবের ও দক্ষিণে ধাতুময় নারদের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহাঁকে কেহ স্পর্শ করিতে পায় না। দর্শন কালে যাত্রিরা জগন্নাথের পট ও বেত এবং পয়সা টাকা মোহর মতি মুক্তা হীরক প্রভৃতি ও নানাপ্রকার গহনা এবং বিবিধ প্রকার মেওয়া ভেট দেয়। জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও অন্নের বিচার নাই। মহা প্রসাদ সকল বর্ণেই একত্রে আহার করিতে পারে। অনেকে শুকাইয়া লইয়া যায়। এখানে ঋষিগঙ্গা কূর্ম্ম ধারা প্রভৃতি কয়েকটী ধারা এবং মন্দিরের কিঞ্চিৎ অন্তরেই তপ্তকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে। একটী উচ্চ প্রস্রবণ হইতে জল আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে, এজল তাদৃশ উষ্ণ নহে। যাত্রিরা স্বচ্ছন্দে ইহাতে নামিয়া স্নান আহ্নিক করিতেছে। অনেকে এই স্থানে পিণ্ডও প্রদান করে। এই ছয় মাসে বদরিনারায়ণের অনেক টাকা আয় হইয়া থাকে। শুনিয়াছি দশ হইতে ১২।১৩ হাজারও কোন কোন বৎসর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রাওলজী পূজারিজী ও ভাণ্ডারীরাই আয় উপভোগ করিতেন। যাত্রিরা এক মুষ্টি প্রসাদও পাইত না। বরং তাঁহাদের উপর অত্যাচারই হইত। সম্প্রতি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তার্পণ করিয়া দুঃখী যাত্রিগণের সে কষ্টের নিবারণ করিয়াছেন। এক্ষণে যত কিছু চড়াই হয়, নগদ টাকা ভিন্ন তাবৎ বিক্রীত হইয়া তহবিলে জমা হয়। তজ্জন্য একজন বিচক্ষণ লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। রাওলজী দিন এক টাকা মাত্র ও অন্যান্য সকলে ৫।৭।১০ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। এই সংগৃহীত টাকা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রীনগর ও অলকনন্দার ধারে ডিস্পেন্সরী সদাব্রত [illegible] ও রাস্তা মেরামত প্রভৃতি হইয়া থাকে; গবর্ণমেণ্টের এই সদ্ব্যবহারে যাত্রিদের কত দূর হিতকর হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে পথ পূর্ব্বে প্রায় অগম্য ছিল, তাহা ক্রমশঃ সুগম হইতেছে, অনেক অন্ধ ও পঙ্গুরা যাইয়া মনস্কাম পূর্ণ করিতেছে। বিশেষতঃ [illegible] নিরাশ্রয় [illegible] প্রজাগণ প্রতি ঔষধালয়ে যাইয়া আহার ও ঔষধ পাইয়া আরোগ্য লাভ করিতেছে। শুনিয়াছি দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এই টাকার দ্বারা ক্রমশঃ স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াইবেন। প্রবাদ আছে যে, বদরিনাথ ছয় মাস দেবলোক এবং ছয়মাস নরলোক দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। পাণ্ডারাও ইহার অনুমোদন করিয়া প্রমাণ দেয় যে, “শীত প্রারম্ভে কার্ত্তিক মাসে যৎকালে মন্দির বন্ধ হয়, তৎকালে এক সের পরিমিত ঘৃত দিয়া মন্দির মধ্যে একটী দীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়, পরে বৈশাখ মাসে বরফ কাটিয়া যখন দ্বার খোলা হয়, তখন সেই দীপটি জ্বলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, আর পূজার বাসন সকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থাপিত দেখা যায়, পুষ্পাদি দেখিলে বোধ হয় যেন এইমাত্র কে পূজা করিয়া গেল, অতএব দেবলোকে পূজা না করিলে ইহা কি প্রকারে হইতে পারে”। সত্য কি মিথ্যা পাঠকগণই বিবেচনা করুন। বদরিকাশ্রমের দুই মাইল উপর মানা নামক একখানি গ্রাম আছে, কিন্তু ইহাতেও মনুষ্য অধিক কাল বসতি করিতে পারে না। তিন মাইল অন্তরে বসুধারা নামে একটী জল প্রপাত আছে। অনেক যাত্রী এখানে যাইয়া আসিয়া থাকে। বদরিকাশ্রমে দুইটী সদাব্রত আছে, ইহার পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে তুষারাবৃত হয়, পশ্চিমের পর্ব্বতে কিঞ্চিৎ বরফ ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না। পথে গঙ্গোত্রী বরফ স্তূপ দৃষ্ট হয়। এখানকার পাণ্ডারা দ্রব্য সমুদয় [illegible] করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, কেবল [illegible] মূল্যে লইয়া যায়। বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রিরা পূর্ব্বোক্ত [illegible] আসিয়া অলকানন্দার বামতটস্থ পথটী অবলম্বন করে। যোশী হইতে ৮ মাইল গমন কালে বৃদ্ধ প্রয়াগ পাওয়া যায়। এখানে [illegible] অলকানন্দায় পড়িতেছে। পূর্ব্ব কালে [illegible] তপস্যা করিয়াছিল। [illegible] এখানে [illegible]

নন্দায় পড়িতেছে, তাহাকে অনেকে কর্ণ প্রয়াগ বলে। এই স্থানে কর্ণরাজা তপস্যা করিতেন। কর্ণনদীর উপর একটী সেতু আছে। এখানে অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত একটী মন্দির মধ্যে একটী মহাদেব স্থাপিত ছিলেন। কেহ কেহ কর্ণরাজাকে এবং অনেকে শঙ্করাচার্য্যকে তাহার নির্ম্মাতা বলেন। কালক্রমে সেই মন্দিরটী ধরাশায়ী হওয়াতে একণে গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল প্রস্তরে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে একটী ডাক্তরখানা ডিস্পেন্সরী আছে। গ্রামে প্রায় ৪০।৫০ ঘর লোকের বাস। পর্ব্বতে কৃষিকার্য্য হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থল জঙ্গলে আবৃত ও তাহাতে নানা প্রকার হিংস্র জন্তু আছে, কিন্তু ভালুকের ভয়ই অধিক। দিবাভাগেও কোন কোন সময়ে ভালুক আসিতে শুনা গিয়াছে, রাত্রিতে দলবদ্ধ হইয়া লোকের শস্যাদি নষ্ট করে। বাঘেও ঘর ভাঙ্গিয়া ছাগল গরু লইয়া যায়। এই সকল পর্ব্বতে চিরতা কালাদানা ও তেজ পত্র দেখা যায়। কর্ণ প্রয়াগ হইতে অলকানন্দার তীর পরি[illegible] করিয়া প্রায় ১২ মাইল পরেই আদি[illegible]। এখানে কেবল কয়েকটী মন্দির [illegible] ভগ্নাবস্থায় আছে। আদি বদরি [illegible] প্রায় ২০ মাইল পরে মেহেলচৌরি, [illegible]গ্রাম গঙ্গার উপর, এখানে একটী ডাক্তরখানা ডিস্পেন্সরী আছে। উহার নিকটস্থ পর্ব্বত সকলে আকরোটের গাছ দেখা যায়। এই স্থান হইতে গাড়ুয়ালের শেষ এবং কুমায়নের আরম্ভ হয়। গাড়ুয়ালের পর্ব্বত সকল অত্যন্ত উচ্চ ও প্রস্তরময়, মৃত্তিকার ভাগ অল্প এবং লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে আবৃত।

মুলতান ক্রমশঃ প্রকাশ্য

ভাগীরথীর নদী।

সন ১৮৭২ সাল ৯ ই ফেব্রুয়ারি।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪১ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৪	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঞ্জ ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৫	১০।

বহরমপুর ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোক্যাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু পোদ্দার বেলিয়াঘাটা	৫॥০
" " পরেশচন্দ্র চৌধুরী—ইছাপুর	১০
" " কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ	১০
" " মহেন্দ্রনাথ সেন—বরাহনগর	১০
" " ঈশ্বরচন্দ্র বসু—বহুবাজার	১০
" " অমৃতলাল বসু—বহুবাজার	১০
" " দ্বারকানাথ মল্লিক পটোলডাঙ্গা	১০
" " তারাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় রাজারামপুর	১০
" " কেদারনাথ তর্করত্ন—মুরার	৬
" " মহেন্দ্রনাথ বসু—বহড়ু	৫॥০
" " শ্রীনারায়ণ মিত্র —মহোতা স্কুল	১০
" আজিজুদ্দিন আহাম্মদ কালিয়াগঞ্জ	১০
" " যোগেন্দ্রনাথ দত্ত মজিলপুর	১০
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন—বালেশ্বর	১০
" " অক্রুরচন্দ্র মিত্র—সাহেবগঞ্জ	৫॥০
বৰ্দ্ধমান ট্রেনিংস্কুল	১০

১৮৭২ অব্দের ফেব্রুয়ারি (১২৭৮ সালের ফাল্গুন) মাসে যে সকল গ্রাহকের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকান্ত সেন সেরেস্তাদার জলপাইগুড়ি
" " মুকুন্দলাল রায়—চকদীঘী
বাসণ্ডারস্কুল—বাখরগঞ্জ
" " শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া
" " সদোপাধ্যায় ঈশ্বরীনন্দ দত্ত ঝা দেওঘর
" " কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরী জমীদার বিলাইপাড়া
" রাজা মাধবচন্দ্রগিরি মহাশয়—নশহরা
" " গিরিশচন্দ্র রায়—ময়মনসিংহ
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র মুন্সী—কুচবিহার
হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের হেডমাষ্টার
" মুন্সি মহম্মদ ওজিকুল্লা সাহেব—বোদা
মুজাপুর নেটিব রিডিংরুমের সেক্রেটরি
রামকুমার পাল চৌধুরী মুন্সেফ—শ্রীহট্ট
" " অম্বিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সীতারামপুর
" গোলোকচন্দ্র মাইতি—গোপীনাথপুর
" " ছবিলাল সরকার—রাজমহল
" " সুধাকুমার রায়—বাইলবাজার
শাজাদপুর জ্ঞানদায়িনী সভার সম্পাদক
" " বিহারিলাল রায়—লাখুটিয়া
" " কালাচাঁদ বসু—বেকড়া
" " দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—আমলপাড়িয়া
" " রামকৃষ্ণ সা—নিমসরাই
" " প্যারীমোহন চৌধুরী জমীদার রাণীশঙ্কল
" " কুমার শিবকৃষ্ণ সিংহ—দুর্গাপুর
লক্ষ্মীপুর জ্ঞানপ্রদায়িনীসভার সম্পাদক
মুলতান পুস্তকালয়—পঞ্জাব
শ্রীমতী রাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর
তমলুক রিডিংরুমের সেক্রেটরি
" " মনবিহারিলাল গোস্বামী ইলাবাদ
" " বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ—আটপুর

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং । ১৮৭১ ।

সোমপ্রকাশ

১৭ সংখ্যা ।

প্রথমকলা প্রতিপচ্চিরায় পার্থিবঃ সর্বসলো অপিমতলী ন বীর্যনা ।

মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

সন ১২৭৮ । ১৫ ই ফাল্গুন । ইং ১৮৭২ । ২৬ এ ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা ।

বিজ্ঞাপন ।

সবসমেত সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অনেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম । এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না । এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল । প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না । দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না । নোট বিক্রয়ের হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন ; কিন্তু কেহ ... কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন । অক্টোবর ... যাঁহারা অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বৎসরেই এই নিয়ম খাটিবে ; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না । তাঁহারা যাবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, তখন আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে [illegible]

[illegible]

সোমপ্রকাশ সম্পাদক ।

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বারুইপুর নামক গ্রামে মহাসমারোহে জাতীয় হিন্দু মেলা ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য হইবেক । এজন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়িদিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবেক তাহা সমুদায়ই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা ।

১২৭৮ সাল ১০ ই ফাল্গুন } শ্রীনবগোপাল বসু মেলার সহকারী সম্পাদক ।

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পাঠাইবেন ।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন ।

জাতিভেদ নাম নাটক ।

জাতিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে তর্ক নাটকাকারে লিখিত । দিনাজপুর জেলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, ... পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটারিতে, মুজাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮ । ৫ শিশির বিদ্যারত্ন ও ঢাকা কালেজের সংস্কৃত শিক্ষক বাবু রামমালিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য । মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা ।

বামারচনাবলী ।

এদেশীয় বামাগণের লিখিত নানা বিষয়িণী উৎকৃষ্ট রচনা সকল সংগৃহীত হইয়া দেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে । পুস্তকখানি ২৫ ফরমা এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত । প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট বাঁধান, মূল্য এক টাকা । সামান্য বাঁধান মূল্য ৷৹ আনা ।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ১৩ নং মুজাপুর ষ্ট্রীট } ।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা ।

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায় ।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল ।

মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উপযোগী ভূদর্পণ নামক একখানি নূতন ভূগোল. (১৮৬৯ সাল হইতে ৭১ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নাবলী সমেত) কলুটোলা, নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে । ইহাতে ভারত দেশের বিশেষ বিবরণ এবং অন্যান্য দেশের বিবরণ সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ।৵ দশ আনা মাত্র ।

১২৭৮ সাল
১০ ই ফাল্গুন } শ্রীতারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
মজিলপুর

নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

নাম	**মধ্যাহ্ন।**
ধাম	কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
আকৃতি…	দুই স্তম্ভময় রয়েল ১৬ পৃষ্ঠা।
প্রকৃতি …	সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন উচ্চ-অঙ্গাক্রান্ত ভাষা ও বিষয় বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক সাহিত্য ও প্রধান প্রধান সম্বাদ ইত্যাদি।
মূল উদ্দেশ্য…	পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনের নিতান্ত বিরক্ত, এই যে এক দল; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক এবং উচ্ছেদক, এই দুই প্রকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলের মধ্যে সংস্থাপনার চেষ্টা করা।
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য	মনোরঞ্জন এবং আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নৈতিক চর্চা।
প্রকাশের সময়	১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার।
মূল্য	অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২৷৷০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৷৷০ আট আনা। বিদেশে ডাকমাশুল ৷০ আনা।
সম্পাদক	একাপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ বহু দিনের পুরাতন, পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি।
পৃষ্ঠ বল…	কতিপয় সহৃদয় ও সম্ভ্রান্ত মহাশয় লিপি কার্য্যে সাহায্যদাতা, পরামর্শদাতা, বন্ধু ও সহায় হইবেন।
সম্বল…	সর্ব্বশুভ বিধায়ক ভগবান আর অনুগ্রাহক গ্রাহকগণের অনুকম্পা মাত্র।

গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই চৈত্রের মধ্যে উপরের লিখিত ঠিকানায় … মহাশয় এই ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কতিপয় প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণার্থ শাস্ত্র প্রমাণসহ বঙ্গভাষায় সমাজ সংস্করণ। ঐ গ্রন্থ আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ১১৫ নং ভবনে, বঙ্গবাজার বাঙ্গলা পাঠশালায় ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ টাকা।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ৷৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ৷৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ৷০ আনা। এনাটমি ৪৷৷০ মাশুল ৵ মাত্র।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল

চণ্ডালিনী ৷৷০, শিশু মানচিত্রাবলী ৷৵১০ কুলীন কামিনী ৷৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

জগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে একবিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর

—•—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
২ নং কেণ্টিং ষ্ট্রীট। } বর্ণ এণ্ড কোং

—•—

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। খাগড়ায় আমার ডিসপেন্সরিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—•—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের

যোড়াসাঁকোয় সংস্কৃত যন্ত্রে ও সংস্কৃতযন্ত্রে নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	টাকা।
ভূবনসার ব্যাকরণ	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ আনা

দ্বারকানাথ শর্ম্মা।

চিকিৎসাম্বুর প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৸০ আনা। ঢাকা সাঁকারি বাজার ডিস্পেন্সারিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

কুমার চট্টোপাধ্যায়।

মুখোপাধ্যায় এল এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বরাবর প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, যাম্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷/০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা আলবাজার নিমু বর্ত্তেল শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮ }
৩রা অগ্রহায়ণ }

সোমপ্রকাশ।

১৫ই ফাল্গুন সোমবার।

এদেশের ভাষায় যে সমস্ত সমাচার পত্র প্রচারিত হয়, তাহার অনুবাদ রাজা ও প্রজা উভয়েরই ... হইয়াছে। এক্ষণে এরূপ অনেক প্রধান রাজপুরুষদিগের গোচর হইতেছে, এ নিয়ম না হইলে কখন তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেন না, তাহার প্রতিবিধানও হইত না। অবশ্য কর্ম্মচারিরা এখন সবিশেষ সাবধান হইয়াছেন, অবিচার ও অত্যাচারও অনেক সঙ্কোচ করিয়াছে। এটী অবশ্য কর্ম্মচারিদিগের শাসনের উপায় হইয়াছে। তাঁহারা যথেচ্ছ আচরণ করিলে তখনই তাহার প্রতীকার হয়। কিন্তু লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর অথবা গবর্ণর জেনরল হইলে তাহাদিগের বল রোধ করিবার এরূপ কোন উপায় নাই। বোধ কর, বোম্বাই অথবা মাদ্রাজের গবর্ণর এরূপ কতকগুলি কাজ করিলেন, তাহাতে প্রজারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। কিসে ইংলণ্ডের ও ইংরাজ জাতির লাভ হয়, তাঁহারা চিরকাল তাহারই অনুসন্ধানে রহিলেন, প্রজার কল্যাণের দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না। প্রজারা চীৎকার করিল, তাঁহারা শুনিলেন না, প্রত্যুত এই বলিয়া তাহাদিগের শোককে দ্বিগুণ করিয়া তুলিলেন যে ভারতবর্ষীয়েরা মানুষই নয়, তাহাদিগের কথা আর শুনিব কি? প্রজারা যে এপ্রকার অসন্তুষ্ট, ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা জানিতে পারিলেন না। প্রজাদিগের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু গবর্ণরেরা আপনাদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া ইংলণ্ডে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন, ইংলণ্ডের দুই একটী লাভও দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারা বরাবর গবর্ণর জেনরলের অনুকূলতা করিয়াছেন, তিনি বিপক্ষতাচরণ করিলেন না। যখন এইরূপ আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করা হইল, তখন গবর্ণরদিগের অত্যাচার ও প্রজার দুঃখ বৃত্তান্ত ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হইবার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডবাসীরা মনে করিবে, আমাদের প্রেরিত গবর্ণরেরা রাজত্বে প্রজা পালন করিতেছেন, প্রজারা পরম সুখে আছে।

এ অতি শোচনীয় অবস্থা। ইহার প্রতীকার করা একান্ত আবশ্যক। আমরা আজি ইহার একটী সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য উপায়ের নির্দ্দেশ করিতেছি, মহাশয় প্রধান পুরুষদিগের তাহার অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে এদেশীয় ভাষায় প্রচারিত সমাচার পত্রের অনুবাদার্থ যেমন কর্ম্মচারী নিযোজিত হইয়াছেন, সেক্রেটারিয়ট আফিসেও তেমনি একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিয়োজিত হউন। এদেশীয় ভাষার সমাচার পত্রের অনুবাদ হইয়া তাহার এক এক খণ্ড যেমন ভারতবর্ষস্থ প্রধান কর্ম্মচারিদিগের নিকটে প্রেরিত হয়, ইংলণ্ডেও তেমনি তাহার কয়েকখণ্ড প্রেরিত হইবে। ইংলণ্ডস্থ কর্ম্মচারী তাহা মহাসভার সভাগণ ভারতবর্ষের হিতৈষী প্রধান প্রধান লোকদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই তাঁহারা জানিতে পারিবেন, কে কিরূপ রাজ্য শাসন করেন, প্রজারা সুখী কি অসুখী, তাহাদিগের দুঃখ প্রকাশের কারণ আছে কি না? নিদান নির্ণীত হইলে রোগেরও প্রতীকার হইবে। প্রধানপুরুষেরা সশঙ্ক ও সাবধান হইয়া কাজ করিবেন। তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা বন্ধ হইবে। তাঁহারা প্রজাদিগের হিত সম্পাদন ও মনোরঞ্জন করিয়া কাজ করিতে শিখিবেন। ইহাতে প্রজাদিগেরই যে কেবল সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ হইবে এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টও লাভবান্ হইবেন। প্রধান পুরুষেরা যে সকল অপব্যয় ও অন্যায় ব্যয় করেন, তাহা বন্ধ হইবে। তাহা হইলে নিত্য নূতন বিধ করের উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন

হইবে না এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর যদি কিছু অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহাও চরিতার্থ হইবে ।

গোমড়ক ।

এবার যে যে স্থানে জলপ্লাবন হয়, সেই সেই স্থানের অধিকাংশ গরু প্রাণত্যাগ করিয়াছে । উত্তর নদীয়া ও যশোহরে পূর্ব্বে অজস্র দুগ্ধ পাওয়া যাইত, তথায় এক্ষণে দুগ্ধ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, জলপ্লাবন নিবন্ধন গোমড়ক তাহার কারণ । প্লাবনের সময়ে গরু সকল আহার পায় নাই ; তখন গো প্রতিপালন এত কষ্টের হয় যে কোন কোন স্থানে লোকে প্রতিপালনে অশক্ত হইয়া এক টাকায় দুইটা গরু বিক্রয় করে । প্লাবনে যেগুলি জীবিত ছিল, জল মরিয়া গেলে পচা ঘাস খাইয়া তাহার অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করে । প্লাবিত স্থানের কৃষকদিগের কষ্টের সীমা নাই । তাহারা আগামী বৎসর কি প্রকারে যে চাস করিবে তাহার উপায় দেখা যাইতেছে না । জমীদারেরা যে সম্পূর্ণ সাহায্য দানে সমর্থ হন আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না । তাঁহারা সাধারণ কষ্টের সময়ে বীজ ধান্য দিয়া সাহায্য করিতে পারেন এই মাত্র । আমরা আহ্লাদিত হইলাম, অনেক জমীদার যথাসাধ্য সাহায্য দানও করিয়াছেন । এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য । কৃষকেরা যাহাতে গরু ক্রয় করিতে পারে, সেই পরিমাণে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান করুন ; অল্প সুদে টাকা দিলে তাহারা তিন চারি বৎসরে তাহার পরিশোধ করিতে পারিবে । এদেশের কৃষকেরা যে প্রকার সৎ ও ধর্ম্মভীরু তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নির্ভরে কর্জ্জ দিতে পারেন । কোন কৃষকই প্রতারণা করিবে না । অতএব সম্পত্তি আছে কি না সে বিবেচনা না করিয়া সাহায্য দেওয়া হয়, আমাদিগের এই অভীষ্ট । মহাজনেরা কি জামীন লইয়া টাকা দেন ? কিন্তু কোন কৃষক মহাজনের টাকা পাড়ে ? সাধারণের যে প্রকার কষ্ট হইয়াছে তাহাতে চাঁদা অথবা জমীদারের সাহায্যে বিশেষ ফল দর্শিবে না । সহস্র সহস্র উর্ব্বর ক্ষেত্র গরুর অভাবে অকৃষ্ট পতিত রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

এদেশে প্রতিবৎসর কোন স্থানে না কোন স্থানে জল প্লাবন হয় ; এই প্লাবন গোমড়কের প্রধান কারণ । আমরা দুঃখ সহকারে দেখিতেছি, মড়ক ও কসাইয়ের হস্তে অধিকাংশ গরু প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাতে গো সংখ্যা কমিয়া আসে । ইহার নিবারণ করা অতিশয় কর্ত্তব্য । নদীয়াতে যখন প্রথম প্লাবন হইয়া গরু সকল হতশ্রায় হয়, তখন রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কৃষকেরা টাকায় ৫।৬ টা গরু বিক্রয় করিতেছে । গবর্ণমেণ্ট সেই সকল গরু ক্রয় করিয়া স্থানান্তরে লইয়া রাখুন, তাহা হইলে গরুগুলি জীবিত থাকিবে, পশ্চাৎ সেই মূল্য ও আহারাদির ব্যয় লইয়া অধিকারিদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন । ইহা করিলে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না, কৃষকগণও এত বিপদে পড়িত না । কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের অধীনস্থ সর্ব্ব প্রধান উপবিভাগীয় কর্ম্মচারির কথা শুনিবেন না । সুতরাং বিপদও অপ্রতিবিধেয় হইয়া উঠিয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের প্রার্থনা এই, যেন এরূপ ত্রুটি আর না হয় । ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ ; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের রাজা । কৃষকগণ কোন সাধারণ বিপদে পতিত হইলে তাঁহাদিগের সাহায্য করা অতিশয় ধ্য ।

প্রধান সেনাপতির অনুচিত অভিপ্রায় ।

অদ্য আমরা কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ভারতবর্ষীয়দিগের যে একটী মনোরথের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইতেছি, হয় ত অনেকে সেটিকে জাগ্রত স্বপ্ন বোধ করিবেন । কিন্তু সেটী স্বপ্ন নয়, বাস্তবিক কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের অন্তরগত বাসনা । তাঁহারা ভাবেন, ইংরাজী শিক্ষা এবং সভ্যতা নিবন্ধন এতদ্দেশীয়দিগের সেই পূর্ব্বতন তেজস্বিতা সেই মনস্বিতা ও সেই উচ্চতর ধর্ম্মনীতির পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইবে । দেশের সমুদায় লোকে শিক্ষিত ও উদার ভাবাপন্ন হইবেন । তাঁহাদিগের স্বদেশ শাসনের ক্ষমতা জন্মিবে । যে কার্য্য সাধনার্থ জগদীশ্বর ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন, তাহার শেষ হইলে ইংলণ্ড আপনা হইতে বলিবেন “ এক্ষণে তোমরা স্বদেশ শাসন কর । আমি তোমাদিগের এত কাল যে উপকার করিলাম, তাহার প্রত্যুপকারার্থ তোমাদিগকে এই করিতে হইবে যে, তোমরা ইংলণ্ডের বন্ধুকে বন্ধু ও শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করিবে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে আমার পুত্রগণকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিবে ” । এই বলিয়া একদিন ইংলণ্ড বিদায় লইবেন এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হস্তে স্বদেশ শাসনভার পড়িবে সন্দেহ নাই । কৃতবিদ্যদিগের হৃদয়ে এপ্রকার আশা সঞ্চার হইবার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে । ইংরাজ জাতির যতই দোষ থাকুক, পৃথিবীর মধ্যে যথার্থ ভদ্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে অঙ্গুলি ইংরাজ জাতির অভিমুখেই উন্মুখ হয় । অন্য কোন জাতিরই ইংরাজ জাতির তুল্য ঔদার্য্য নাই । আমেরিকা সর্ব্বদাই কানা

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট [illegible] করিতেছেন, কিন্তু ইংরেজ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রীসের রাজাকে আইওনীয় দ্বীপ সমূহ অর্পণ করিয়াছেন। ইংরাজেরা স্বার্থপর হইয়া অনেক কাজ করেন বটে; কিন্তু স্বার্থশূন্য হইয়া উঁহারা যত কাজ করিয়াছেন, এত কাজ অন্য কোন জাতি করিতে পারেন নাই। যে জাতি এরূপ উদার ভাবাপন্ন সে, জাতি যে সময়ে সময়ে অনুদারের মত কাজ করেন, ইহা আমাদিগের অত্যন্ত দুঃখের কথা, শাসনকর্ত্তৃগণ সর্ব্বদাই আমাদিগকে উঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাস করিতে বলেন; কিন্তু উঁহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না। উঁহাদিগের উপরে আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিবার অগ্রে কি আমাদিগকে উঁহাদিগের বিশ্বাস করা উচিত নহে? বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস জন্মে না, এটী উঁহারা সকল সময়ে স্মরণ রাখিতে পারেন না।

প্রধান সেনাপতি লার্ড নেপিয়র ইউরোপীয় সৈন্য কমাইবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, নেপালের রাজা, হায়দরাবাদের নিজাম, মহারাজ হোলকর, সিন্ধিয়া প্রভৃতি রাজগণ উৎকৃষ্টতর কামান ও অস্ত্রশস্ত্র আনাইতেছেন। ইঁহারা গোপনে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতেছেন। পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে ইংরাজদিগের উপরে লোকে অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন অবস্থায় ইউরোপীয় সৈন্য কমান নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। ইহাতে উত্তরকালে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। লার্ড নেপিয়রের সদৃশ দূরদর্শী ও পরিণতবুদ্ধি কর্ম্মচারী এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, আমরা ইহা কখন মনে করি নাই। উৎকৃষ্টতর কামান ও বন্দুক আনয়ন করিলেই কি প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের প্রতি শত্রুতাচরণ করা হইল? এ সিদ্ধান্তটী কি সৎ সিদ্ধান্ত? যখন ১৮৫৭ অব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল পর্য্যন্ত টলমল [illegible] নেপালের রাজা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানে প্রবৃত্ত হন। এতদ্দেশীয় সমুদায় রাজারাই যথাশক্তি সাহায্য দান করিয়াছিলেন। এত শীঘ্র কি এই কথা বিস্মৃত হওয়া হইল? এতদ্দেশীয় রাজগণ কি মনে করিবেন? উঁহাদিগকে যে সম্মান করা হয়, সে সমুদায় কি মৌখিক? উঁহারা যে প্রভুভক্তি প্রকাশ করেন তাহা কি গুপ্ত শত্রুতা বলিয়া বিবেচিত হয়? সমুদায় পৃথিবী জানেন যে, নবাব সালার জঙ্গ ও মহারাজ সিন্ধিয়া প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনুরক্ত। সেই অনুরক্তির ফল কি অবিশ্বাস হইল? লার্ড নেপিয়রের বাক্যে কি উঁহাদিগের এই প্রকার সংস্কার জন্মিবে না যে উঁহারা যতই ভক্তি প্রদর্শন করুন, প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট উঁহাদিগকে শত্রুভাবে দর্শন করিবেন। অধীন রাজগণ ও প্রজারা যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে এত চীৎকার করেন, তাহার উপার্জ্জনের কি এই প্রকৃত উপায়? লার্ড নেপিয়র সৈনিক পুরুষ, উঁহার মতে সৈনিক বিভাগই দেশের এক মাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থ। রাজপুরুষের দৃষ্টি লাণ্ঠনের আলোকের ন্যায় কেবল সম্মুখস্থিত পদার্থের উপরেই পতিত হয়। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে তিনি যেরূপ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় সেনাদলের নিমিত্ত কি তিনি সেইরূপ অসংখ্য টাকা নিয়মিতরূপে ব্যয় করিবার বাসনা করেন? যথার্থ রাজনীতিজ্ঞগণ কখন ইহার অনুমোদন করিবেন না। উঁহার ইচ্ছা এই যেমন জর্ম্মণীর সম্রাট আলসাস ও লোরেনে সৈন্য রাখিয়াছেন, এদেশেও সেই প্রকার সৈন্য থাকে। কিন্তু তাহা সম্ভাবিত নহে। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? ইংলণ্ড কি পাঁচ লক্ষ সৈন্য চিরকাল এদেশে রাখিতে পারেন? এত লোক কোথায়? অধীনস্থ রাজগণ ও প্রজাদিগের সাহায্যদান ব্যতিরেকে বিপদকালে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু এখন উঁহাদিগকে এইরূপে অবিশ্বাস করিয়া বিরক্ত করিয়া রাখিলে সে সময়ে অভীষ্টসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট হইবে।

ইংলণ্ডে লার্ড মেয়োর শব প্রেরণ।

লার্ড মেয়োর মৃত দেহ যেপ্রকার সমারোহে গবর্ণমেণ্ট বাটীতে আনয়ন করা হয়, আমরা গতবারের সোমপ্রকাশে তাহার বর্ণন করিয়াছি। সোম ও মঙ্গলবার উঁহার শব দর্শনার্থে সর্ব্বসাধারণকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বাটীর বৃহৎ প্রস্তরময় দালান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উপবেশন গৃহ, কাল কম্বল দ্বারা মোড়া ও স্থানে স্থানে এক একটী বৃহৎ বাতি জ্বলিতেছিল। সর্ব্বশেষে মৃত রাজপ্রতিনিধির দেহ একটী বৃহৎ বাক্স বদ্ধ করা ছিল। তদুপরি ইংলণ্ডের পতাকা, লার্ড মেয়োর টুপি, তিনি যে সকল সম্মান চিহ্ন পাইয়াছিলেন তাহা, এবং পুষ্পমালা রাখা হইয়াছিল। বাক্সের সম্মুখে উঁহার নাম, উপাধি ও জন্ম মৃত্যুর দিন লিখিত ছিল। শবের নিকটে কয়েকজন ইউরোপীয় সৈনিক চিত্রার্পিতের ন্যায় অবনত মস্তক করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া দর্শক মাত্রেরই এইরূপ বোধ হইল, তাহারা যেন এই ভাব প্রকাশ করিতেছে যে তাহাদিগের সদৃশ প্রবল রক্ষক সত্ত্বেও শিরআলির সদৃশ সামান্য লোকে মৃত শাসনকর্ত্তাকে বধ করিল, ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? এই সকল দেখিয়া দর্শক মাত্রেরই মনে শোক বিকার উপস্থিত হয়।

বুধবার প্রাতঃকালে মৃত দেহটী ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। যে প্রকার

সমারোহে শপথটি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, সেই প্রকার সমারোহে তাহা আবার রেচিত হইয়াছে। তবে প্রাক্কালীন বলিয়া অধিক লোককে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এবার লালদীঘী হইতে পাব্লিক টের সম্মুখ দিয়া শব আফিসে তোলা হইয়াছে। যেমন শব আসিবার সময়ে সেইপ্রকার যাইবার সময়েও সকল শ্রেণী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্লাসগো জাহাজ বোম্বাই উপনীত হইলে লেডি মেয়ো জাহাজে আরোহণ করিবেন। লার্ড মেয়োর দুই ভ্রাতা এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র লেডি মেয়োর নিকটে আছেন। ভূত শাসন জ্যেষ্ঠ পুত্র টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, যেন তাঁহার পিতার হত্যাকারীকে [illegible]করেন। তিনি যে পিতার পুত্র [হই]তে এপ্রকার উদারতা প্রকাশ [illegible]র অনুরূপই হইয়াছে।

বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যা দীর্ঘকাল নিয়মবহির্ভূত পঞ্জাব দেশে থাকিয়া স্বেচ্ছাচারিতা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ইচ্ছা তত্রত্য নিয়ম প্রণালী ভারতবর্ষের সমুদায় প্রদেশে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই পঞ্জাবের ই কর্ম্ম হত্যাকারী অকালে দুইজন প্রধান পুরুষের প্রাণসংহার করিল, তা দেখিয়া কি তাহাদিগের চৈতন্য হইল? দুরাত্মারা কি কারণে হত্যা করিল, তাহা তাহাদিগের মুখে বাক্য হয় নাই; কিন্তু অনেকগুলি বিষয় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত শিক্ষা বঙ্গদেশে হইলে কি অনর্থ পরম্পরা ঘটিবে, দুরাত্মা আবদুল্লা ও শিরার আলী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দিয়াছে। আমাদিগের অঙ্গীকার প্রার্থ এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দেখিবেন কি না? লার্ড নেপিয়র আপাততঃ গবর্ণর জেনেরলের পদলাভ করিতেছেন, কি প্রকারে শাসন করিতে হয়, তিনি তাহা জানেন। নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের শিক্ষিত যে কয়েকজন কর্মচারী ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এক চেটিয়া করিয়া আছেন, তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। মন্ত্রী উত্তম হইলে দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তাকে কখন আমাদের ন্যায় কুস্থানে যাইতে দেওয়া হইত না। ইতিপূর্ব্বে উচ্চশ্রেণির শাসনকর্ত্তৃগণ কলিকাতায় বসিয়া কি কাজ করিয়া যান নাই? সর উইলিয়ম মিয়র মান্দ্রাজে গমন করুন। তিনি যে প্রকার ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহা হইতে মান্দ্রাজের বিশেষ উপকার হইবার আশা আছে। জর্জ কাম্বেল সাহেব উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাউন। ঐ দেশই তাঁহার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র, বঙ্গদেশ তাঁহার যোগ্য কার্য্যক্ষেত্র নয়। ইডেন সাহেব বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর এবং ই, সি, বেলি সাহেব উত্তরদেশের প্রধান কমিশনর হউন। যে ব্যক্তি ভাবেন যে আবদুল্লা ও শিরার আলীর কার্য্যের সহিত রাজনীতির কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ঐ হত্যাকারীরা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় দ্বারা উত্তেজিত অথবা উৎসাহিত হইয়াছে, আমরা এ কথা বলি না; কিন্তু কয়েক বর্ষাবধি গবর্ণমেণ্টের উপরে সাধারণের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, উঁহাদিগের কার্য্য তাহার অন্যতর প্রমাণ সন্দেহ নাই। শারলট্ কর্ডে কাহারও পরামর্শে মারাটকে বধ করে নাই; তত্র ফরাশী মাত্রেই উপাংশুবধের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন সত্য; কিন্তু অত্যাচারী শাসনকর্ত্তৃগণ দেশের উপরে যে অত্যাচার করেন, উহা দ্বারা কি তাহা সপ্রমাণ হয় নাই? শিরার আলী ও আবদুল্লাকে তিনখানি পূর্ব্বে উকীলদিগের এক ভোজ দিয়াছিল। আমীর খাঁকে যেরূপ অক্লেশে গ্রহণ করিবেন যাহা জানা হইয়াছিল, দুর্ভাগ্য রে পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া আসিয়া [illegible] রাখিয়াছিল, দুষ্ট চক্রান্ত ব্যক্তিরা এগুলির একত্র সংঘটন হইবার কি সম্ভাবনা আছে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অব্যাহত থাকে, সকল ব্যক্তিমাত্রেরই এই ইচ্ছা; কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীর পরিবর্ত্তন, ইহাও একান্ত আবশ্যক। শাসনকর্ত্তৃগণ যাহা ইচ্ছা করেন, সাধারণ মত গ্রাহ্য করেন না এবং বিচারপতিগণ তাহার পোষকতা করেন, এই সংস্কার না হইলে কি এ সকল কাজ হইত? কেবল কাজের বধ করা উদ্দেশ্য হইলে হত্যাকারিগণ প্রধান বিচারপতি ও প্রধান শাসনকর্ত্তাকে কখন লক্ষ্য করিত না। লার্ড নেপিয়র এই সকল বিবেচনা করিয়া কাজ করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। আর্য্যা শতক। এ খানি সংস্কৃত কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন ইহার রচনা করিয়াছেন। যেপ্রকার রচনা হইয়াছে এক্ষণে একপ উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক কবতাই সুকবির লেখনী নির্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

২। সংস্কৃত শিক্ষা দুই ভাগ। বালকদিগের সংস্কৃত শিক্ষা উদ্দেশে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এই দুইভাগের প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় করিবার এবং দ্বিতীয় ভাগ ছোট ছোট সংস্কৃত বাক্য শিখিবার বিলক্ষণ উপযোগী হইয়াছে। তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের এক স্থানে লিখিয়াছেন, সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে যে সমুদায় ধাতুরূপ প্রযুক্ত আছে, এই পুস্তকের প্রথমে প্রায় তৎসমুদায়ই সংগৃহীত

হইয়াছে * এ লেখাটি বঙ্কলেখাই হইয়াছে। আমিরা দেখিলাম ভাষা নাটকাদি প্রচলিত অনেক বাবু ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ত্রয়োদশ খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

৪। গোপাক্লুরা বসন্তকুমারী। শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী পীড়ার সময়ে এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করেন। ইনি রাজসাহীর ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন ঘোষের কন্যা। ইনি সূতিকা রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া কুমারটুলির প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা চিকিৎসা করান। এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। পীড়িতাবস্থায় জীবনে হতাশ হইয়া পতি পুত্রাদির ভাবী বিরহ চিন্তা করিয়া যে সকল পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গাপ্রসাদ বাবু পুস্তকাকারে সে গুলির প্রচার করিয়াছেন। পদ্যগুলি মিষ্ট কোমল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এখানি বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে।

৫। ধর্ম্মালোচনা। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত। উক্ত সভায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং কেশব বাবু তাহার যে উত্তর দান করেন তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

৬। বহু বিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীনকামিনী। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। পদ্যে কুলীন কামিনীর দুরবস্থার বর্ণন করা হইয়াছে। বহু বিবাহ নিবারণ ইহার উদ্দেশ্য। কবিতাগুলি মিষ্ট ও সরল হইয়াছে।

৭। জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত। স্ত্রীলোকের লেখনী বিনিঃসৃত বাক্যাবলী কিরূপ কোমল হয়, এই পত্রগুলিই তাহার পরিচয় দিয়া দিবে।

৮। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। হুগলী কালেজের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ই, লেথব্রিজ এম. এ, এবং বাঙ্গালাদেশের বিদ্যালয়ের কাউন্সেল প্রথম ইন্স্পেক্টর অব স্কুলস্ এইচ. উড্রো সাহেবের স্নেহ ও গৌরবান্বিত প্রোসিদেন্সি পাশ রেবরেণ্ড জি, ইউ, পোপ ডি, ডি, ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ অবধি টিপুর মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা পর্য্যন্ত অতি সরল ভাষায় ও সুন্দর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে যত ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখা যায় তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী এমন একখানির সন্ধান দৃষ্ট হয় না। এখানি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার বিশেষ এই এক গুণ আছে, অল্প আয়তনের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ও ইতিহাসের অবশ্যজ্ঞাতব্য বহু বিষয়ের সমাবেশ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বালকগণ ইহার পাঠে বিরক্তি না জন্মিয়া ক্রমে পাঠেচ্ছাই বলবতী হইতে থাকে। এখানি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিদিগের পক্ষে নয়, পাঠক মাত্রেরই পক্ষে উপকারী হইবে। ইহার মুদ্রণ কার্য্য অতি সুন্দর হইয়াছে।

৯। বামারচনাবলী, প্রথম ভাগ কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত। বেয়ার ফণ্ড প্রাইজ হইতে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট তাহা সংগ্রহ করিয়া এখানি করা হইয়াছে। ইহাকে ৬টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ সমাজ সংস্কার ২ স্ত্রীশিক্ষা ও বিদ্যা, ৩ নীতি ও ধর্ম্ম, ৪ স্তোত্র ও প্রার্থনা, ৫ স্বভাব বর্ণনা, ৬ বিবিধ প্রবন্ধ। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে গদ্য ও শেষে পদ্য প্রস্তাবগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দানই এতৎ পুস্তক প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১০। এক অভিনব শ্রেণী পাঠ্য ভূগোল। ইংরাজী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহাতে পৃথিবীর আকৃতির বিষয় এবং ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারিখণ্ডের দেশ সমূহ উৎপন্ন দ্রব্য শাসন প্রণালী ও ধর্ম্ম প্রভৃতির যাবতীয় বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে ও উৎকৃষ্ট রীতি ক্রমে লিখিত হইয়াছে। এতৎপাঠে ছাত্রগণের বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

১১। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকান্ত গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদ বিহারী গোস্বামী যে রামায়ণের অনুবাদ করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু রসগোপাল মুখোপাধ্যায় যাহার প্রকাশ করিতেছেন এক্ষণে উহার ৭ খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। লেখা ও মুদ্রণ কার্য্য মন্দ হইতেছে না।

১২। কলিকাতার মেডিকেল কোম্পানি আফিসে যে সকল হোমিওপ্যাথি কি ঔষধ ও পুস্তক বিক্রয়ার্থ আছে, এ তাহার তালিকা। ইহাতে ঐ সকলের লিখিয়া দেওয়া আছে।

১৩। প্রহ্লাদ নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু হরি মিত্র ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। পুরাণে হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদের যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রহ্লাদের অনন্যসাধারণ পিতৃভক্তি পুত্রস্নেহ ও ধর্ম্মানুরাগ বিষয় উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাপ্ত।

দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলেরা অত্যাচার করিতে না পায় তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সত্য; প্রবল অত্যাচার নিবারণার্থ আদালতের করা হইয়াছে, দিন দিন নানা বিধ হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এ নিমিত্ত বহু ব্যয় করিতেছেন, প্রজারা শোণিত করিয়া স্ব স্ব জীবন ধনসম্পত্তি রক্ষার্থ অর্থ দান করিতেছে; কিন্তু ইহাতে অভীষ্ট লাভ হইতেছে না, ইহার কারণ সকল বিষয়ে বিচারপতিগণ পক্ষপাতী হইয়া বিচার করিতে পারেন না বা অত্যাচারী ব্যক্তিরা দণ্ডমুক্ত হইয়া থাকে, সেই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যে অত্যাচার কার্য্যে সাহসী হয়; পক্ষান্তরে অত্যাচরিত ব্যক্তির অভিযোগ বৃথা হইল ইহা দেখিয়া অন্যান্য অত্যাচরিত ব্যক্তি

অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে নালীশ করিতে অগ্রসর হয় না, অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকে, অত্যাচারীরাও ক্রমে প্রশ্রয় পায়। প্রবল ব্যক্তিদিগের লোককে বশীভূত করিবার অনেক উপায় আছে, দুর্ব্বলের তাহা নাই। এমন অবস্থায় দুর্ব্বলের দ্বারা প্রবলকৃত অত্যাচার নিবারণের সম্ভাবনা অল্প। রাজা দুর্ব্বলের সহায়তা না করিলে কখন অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট সে সহায়তা করেন না অথবা তাঁহাদের যাহাতে সকলের প্রতি সুবিচার হয়, সে ইচ্ছা নাই আমরা একপ বলিতেছি না। তাঁহারা বলেন, আইনের সম্মুখে সকলেই সমান, আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে সকলকেই দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এমন কি রাজপুরুষগণ আপনারাই আইনের অধীন হইয়াছেন। তাঁহারাও সামান্য প্রজার ন্যায় আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ডনীয় হইবেন একপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল ব্যবস্থা ভাল হইলেই যে কাজ ভাল হইল একপ নয়। যাঁহারা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহারা যথার্থ প্রজার কল্যাণ কামনা করিয়া আইনের সৃষ্টি করেন, কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাদের গুণে ও দোষেই ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোধ কর, আইনে আছে, হত্যা করিলে মৃত্যু দণ্ড অথবা অবস্থা বিশেষে দ্বীপান্তর বাস হইবে। একজন এতদ্দেশীয় হত্যাপরাধে বিচারপতির সম্মুখে নীত হইল। বিচারপতি বিচার করিয়া আইন অনুসারে তাহার দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দিলেন কিন্তু সেই অপরাধের নিমিত্ত একজন ইউরোপীয় বিচারালয়ে নীত হইল। বিচারপতি তাহাকে একবারে মুক্ত করিলেন, অথবা সামান্য মাত্র জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, দৈবাৎ এই কার্য্য হইয়াছে, অপরাধী ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করে নাই। অতএব সে দোষী হইতে পারে না, অথবা অন্য কোন কারণ প্রদর্শন করিয়া ইউরোপীয় অপরাধীকে মুক্ত করা হয়। কত ইউরোপীয় কত এতদ্দেশীয় কুলি ও কারাবাসীকে পদাঘাত দ্বারা হত্যা করিয়া বিচারালয়ে নীত হইয়াছে, কিন্তু হত ব্যক্তিদিগের প্লীহা বা অন্য কোন রূপ পীড়া ছিল, তাহাতেই মৃত্যু হইয়াছে এই স্থাপ করিয়া উহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন এতদ্দেশীয় যদি ঐরূপ অপরাধে অপরাধী হয় এবং বাস্তবিক হত ব্যক্তির পীড়া নিবন্ধন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় সে কখন হত্যাপরাধের দণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যে স্থলে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় এ উভয়ে বিচারার্থী হইয়া আদালতে উপস্থিত হয়, প্রায়ই ইউরোপীয়কে জয়লাভ করিতে দেখা যায়। দণ্ড ভয় না থাকিলে অত্যাচারী ব্যক্তির যে অত্যাচার প্রবৃত্তি ক্রমে বলবতী হইবে তাহার অসম্ভাবনা কি? এই নিমিত্তই নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এই স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব যে বহু অনর্থের মূল তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে এই পক্ষপাতিতা ভাবের উন্মূলন হয় এবং প্রবলেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে তাহার উপায় বিধান করা প্রধান পুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বিচারপতিদিগের কার্য্যাদির অনুসন্ধান করা এবং আদালতে গিয়া প্রবলের সহিত যুদ্ধ করা দুর্ব্বলের সাধ্যায়ত্ত করিয়া দেওয়াই সেই উপায়।

ভারতবর্ষ ও উচ্চ শিক্ষা।

একণে যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূলবাদী। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাই পর্য্যাপ্ত আর অধিক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষ একণে বিলক্ষণ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নানা রূপে উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ সংস্কারটী নিতান্তভ্রমাত্মক। তাঁহারা বস্তুর স্বরূপ অবগত নহেন বলিয়াই এই সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। তাঁহারা যদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরের তাবৎ বিষয় উত্তমরূপে জানিতেন, কখনই তাঁহাদের এসংস্কার জন্মিত না। বস্তুর স্বরূপ না জানিয়া কোন কাজ করা নিতান্ত অনুচিত। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব বেঙ্গেলের সিংহাসন গ্রহণ করা অবধি যত কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকটীতেই প্রজাগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। ইহার কারণ এই, তিনি এদেশের রীতি নীতি ও অবস্থাদির বিষয় সম্যক অবগত নহেন, এমন কি তিনি এদেশের ভাষাও জানেন না, এমন অবস্থায় তাঁহার কার্য্যাদিতে প্রজাগণের যে অসন্তোষ জন্মিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কাম্বেল সাহেবও উচ্চশিক্ষার একজন প্রধান শত্রু। যাহাতে এদেশে উচ্চ শিক্ষা একবারে বন্ধ হয় নিয়তকাল তিনি তাহার চেষ্টায় আছেন। যাঁহারা উচ্চ শিক্ষার প্রতিকূলতাচরণ করেন, তাঁহাদের একবার ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ বিষয়গুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে আর অধিক শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা আছে কি না। সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই উঁহাদের বিপরীত সংস্কার অপনীত হইবে। যে দিবস লোক সংখ্যা গ্রহণ করা হয়, সেই দিবস রাত্রিতে অধিকাংশ লোক সমস্ত রাত্রি দীপ জ্বালাইয়া বসিয়া ছিলেন। একপ করিবার কারণ এই, তাঁহাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল, রাত্রিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া গৃহস্বামীকে একবার মাত্র ডাকিবেন, তাঁহাতে উত্তর না দিলে ৫০ টাকা জরিমানা হইবে। আমরা যে সকল লোকের কথা কহিতেছি, ইহারা কলিকাতার ৫।৬ ক্রোশ দূরে বাস করে। অধিক কথা কি একজন শিক্ষিত (ইংরাজী অনভিজ্ঞ) ভদ্র লোককে আর এক ব্যক্তি কিরূপে লোক সংখ্যা হইবে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সংখ্যাকারীরা আসিয়া গৃহস্থের বাটীর যাবতীয় স্ত্রীপুরুষকে দাঁড় করাইয়া একে একে গণিয়া যাইবে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া এক ব্যক্তি বলা

করিয়া বলিল, গবর্ণর জেনরল একজন সামান্য হত্যাকারীর হস্তে হত হইয়াছেন, একথায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এ সংবাদে ঐ ব্যক্তি কোন মতেই বিশ্বাস করিল না। এই সকল লোকের সংস্কার এই, গবর্ণর জেনরল কখন দুর্গের বাহিরে যান না। দুর্গে থাকিয়া প্রহরী বেষ্টিত হইয়া সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণর জেনরলকে হত্যা করে মানুষের সাধ্য এরূপ নয়। এক্ষণে পাঠকগণ দেখুন, ভারতবর্ষ কত উন্নত হইয়াছে। যে দেশের লোকের অদ্যাপিও এই রূপ সংস্কার রহিয়াছে, তথায় উচ্চশিক্ষা বন্ধ করা কতদূর যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত কার্য্য তাহা বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যাহারা উচ্চ শিক্ষার দ্বেষী, তাহারা এই সকল বিষয় দর্শন করিলে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার আর আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাঁহাদের যে সংস্কার আছে তাহার অপনয়ন হইবে সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৮ ই ফাল্গুন সোমবার।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মৃত আরল মেয়োর গুণ ও কার্য্য বৃত্তান্ত সংস্কৃতে বর্ণন ও ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করিয়া এক খণ্ড কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু রাজা বাহাদুর আরল মেয়োর যে যে গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা তাহার সকলগুলিতে সম্মতি দান করিতে পারিলাম না।

কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা সভার পুস্তকালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন উক্ত পুস্তকালয়ের উন্নতি বিধানার্থ নড়ালের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম পালিত কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, ঘাটাল কুশপোতায় বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ৩০ এবং রাণী শরৎসুন্দরী ২০ টাকা দান করিয়াছেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৪ টাকা দান স্বীকার এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত শনিবার অতিরিক্ত গবর্ণর জেনরল এক বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হাউসের যে গৃহে রাজ সিংহাসন আছে, সেই গৃহে সোম ও মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৬॥ টা অবধি ১০॥ টা পর্য্যন্ত ও অপরাহ্ণে ৩ টা অবধি ৬ টা পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনরলের মৃত দেহ থাকিবে। যাঁহারা দেখিতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত দিবসে এবং উক্ত সময়ে যাইতে পারেন। দর্শকগণ টিকিট দ্বারা প্রবেশাধিকার পাইবেন।

লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে নাভের রাজা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছেন। রাজা এ নিমিত্ত কেবল স্বয়ং শোকচিহ্ন ধারণ করেন নাই, তাঁহার সমুদয় কর্ম্মচারিকে সেই চিহ্ন ধারণ করিতে বলিয়াছেন। এ ভিন্ন আপাততঃ তিনি সমুদায় আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন

কলিকাতায় যাবতীয় বিদেশীয় কন্সল লার্ড মেয়োর মৃত্যুনিবন্ধন শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিয়া এডিসন্ সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহাকে লেডি মেয়োকে বলিতে বলিয়াছেন, তিনি নিতান্ত শোকাতুরা হইয়াছেন বলিয়া তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

ত্রিপুরার রাজা গবর্ণর জেনরলের মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন।

ডল সাহেব কতগুলি . . সেই প্রার্থনা দুলারে বৃহস্পতিবার এক বিশেষ সভা করিয়া লেডি মেয়োর নিকটে শোক প্রকাশ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

উক্ত আকবর লিখিয়াছেন, আউড ও রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে যেমন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী আছে, সকল রেলওয়েতে সেইরূপ গাড়ী রাখা কর্ত্তব্য। উক্ত রেলওয়েতে দুটিতে কেবল যে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গাড়ী আছে এরূপ নয়, গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া টিকিট লওয়া, দ্বার খুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের নিমিত্ত স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, পুরুষের কোন সংস্রব নাই। সকল রেলওয়ের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কাবুলের সিয়ারআলী খাঁ জেনরল পলকের অভ্যর্থনার্থ মিরাজ হাফেজুর রহমান ও মির আফজুল খাঁকে প্রেরণ করিয়াছেন।

বীজনগ্রামের রাজা বাহাদুর নিজ্জাগের রাজঘাটের নিকটে নিজব্যয়ে একটী ডিস্পেন্সারি নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহাকে "বীজনগ্রাম ডিস্পেন্সারি" এই নাম করিয়াছেন।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "সম্প্রতি একজন ইংরাজের ব্রাহ্মণ হইবার সাধ যায়। বর্দ্ধমান দেশস্থ এক ব্যক্তি ইহা টের পাইয়া কোন ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত সাহেবের বিবাহ স্থির করে। সাহেব হিন্দুমতে বিবাহ করেন এবং তাহার গলদেশে একটী পৈতা দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে সাহেবের সন্দেহ হইল যে তাহার স্ত্রী প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশীয় নয়, আর অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সে ছোট লোকের মেয়ে। সাহেব অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পৈতা গলায় দিয়া রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়ান যে, তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। সুতরাং তাহার ব্রাহ্মণত্ব লোপ পায় নাই। ইহাতে লোকে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে থাকে। সাহেব সাধ করিয়া ছোট লোকের দলেই মিশিয়াছেন।

গোয়ালিয়রের রাজা নূতন প্রকার সৈন্য শিক্ষার প্রণালী করিতেছেন। দুর্গ মধ্যে যত অস্ত্রাদি আছে, তাহারও সংস্কার করা হইবে।

লণ্ডনবাসী এদেশীয়দের সহিত যে সুশিক্ষিত ইংরাজদের একটী সামাজিক সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিয়া আসিয়াছে, তাহা পরিণত যোগ্য হইয়াছে। সাধারণের বার্ষিক চাঁদা দ্বারা একটী সাপ্তাহিক সভা হইবে। ইংলণ্ডের কোষাধ্যক্ষ লার্ড হেলিফাক্স লর্ড লরেন্স সর বার্টলেম পার্বার, সর বার্টল ফিয়ার মহারাজ দিলীপসিংহ এবং বঙ্গদেশের নবাব নাজিম বাহাদুর সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের উন্নতি পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

সম্প্রতি পণ্ডিচারিতে একজন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দুটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। বালক দুটীর তলপেট পরস্পর সংযুক্ত। প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু হয়। বালক দুটীকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে।

প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যত দিন লেডি মেয়ো ভারতবর্ষে থাকিবেন, ততদিন তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান করা হয়। এ আজ্ঞা দিবার আবশ্যকতা ছিল না।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ইণ্ডিয়ান গোল্ড সংবাদপত্রখানির আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহার মুদ্রণ কার্য্যও সুন্দর হইতেছে। ইহার মূল্যও অতি অল্প। মাসিক চার আনা মাত্র।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, রুশীয় গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন, চীনের সীমা পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবেন।

একখানি সংবাদপত্রে একটী কপোত বাহকের অদ্ভুত বিষয় লিখিত হইয়াছে। উহা ঘণ্টায় ৪০০ মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিলে পর দৃষ্ট হইল যে, তাহার পাখনাগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

অমৃতবাজার বলেন, গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌএ একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। রাত্রি ১১ টার সময় আকাশ হঠাৎ রক্তিমাবর্ণ হয়, বোধ হইতে লাগিল যেন সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে। কিছু কাল পরে গাঢ় ও ঈষৎ গোলাপী রঙের আভা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয় এবং ঐরূপ বর্ণাবরণে রঞ্জিত হইয়া আকাশ একটী অনির্ব্বচনীয় সুদৃশ্য মূর্ত্তিধারণ করে। যাঁহারা এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হন। ইউরোপের মধ্যে অর্দ্ধাংশে মধ্যে মধ্যে এইরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে

গত বৎসর মধ্য ভারতবর্ষের অহিফেন আয় পরিমাণ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৮৫ টাকা। অহিফেন দ্বারাও রাজকোষের সামান্য আয় হয় না।

হিন্দুরঞ্জিকা শ্রবণ করিয়াছেন, কৈলন আলিপুরের নিকটে মাধবচন্দ্র ভৌমিক নামক এক ভদ্র লোক আত্মহত্যা করার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ একখানি সুপারি কাটা জাঁতি দ্বারা ও তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে তৎপরে একখানি পাশুন দ্বারা আপন গলদেশে ক্রমাগত ঘর্ষণ করে। শেষের অস্ত্রে তাহার কণ্ঠনালির বহুদূর পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। কিন্তু এই গুরুতর আঘাতেও সে জীবিত ছিল। আলিপুরের সব ইনস্পেক্টর চিকিৎসার্থ তাহাকে জিলায় পাঠাইয়াছেন, আরোগ্য হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। উপস্থিত আত্মহত্যার কারণ এইরূপ শুনা গেল—এই ভদ্র লোকটী বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহুদিন বিদেশে থাকে, তাহার স্ত্রী দীর্ঘকাল যাবৎ স্বামীসাক্ষাৎ এবং পত্রাদি না পাওয়ায়, অনুসন্ধানের নিমিত্ত বরাবর রঙ্গপুরে আসে এবং সেখান হইতে স্বামীকে তাহার নিকটে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখে। মাধব ভৌমিকের স্ত্রী রঙ্গপুরে আসিয়াছে, এবং সে দীর্ঘকাল বাটী যায় না, এজন্য কেহ কেহ নাকি তাহাকে বলে, তোমার স্ত্রী যুবতী, তুমি চিরদিন এখানে থাক, ইহা উচিত নয়; ইহাতে তোমার স্ত্রী অসতী হইতে পারে এবং এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ তাহার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়া অন্যান্য অনেক গ্লানিও করে। মাধব দিনের বেলা লোক মুখে ঐ গুলি শুনিয়া মৌনভাবে বসিয়া থাকে, রাত্রিকালে ঘরের দ্বার বদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে এই দুষ্ক্রিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

৯ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের একজন শকট চালক চন্দননগরের লটারিতে ১০০০০ টাকা পাইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া অযোধ্যার তালুকদারগণ রাজ্ঞীকে এক অভিনন্দন প্রেরণ করিবেন।

গত সপ্তাহে লুশাই যুদ্ধের কোন বিশেষ সংবাদ আইসে নাই। সেনাপতি বুরচিয়র আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র।

সম্প্রতি জাপান গবর্ণমেণ্ট প্রুসীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দুই লক্ষ পাঁচশো বন্দুক ক্রয় করিয়াছেন। কতকগুলি ফরাসী ও জর্ম্মণ আফিসর জাপানীয় সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতে গমন করিতেছেন। একজন ফরাসী ও একজন জর্ম্মণ ব্যবহারাজীব জাপানের জন্য আইন সংগ্রহ করিতে গমন করিতেছেন। কোড নেপোলিয়নকে আদর্শ করিয়া আইন সংগ্রহ করা হইবে। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে আহ্বান করা উচিত ছিল। জাপানীয় গবর্ণমেণ্ট কেন তাহা করিলেন না? ঢাকার তাঁতিরা পৌত্রকে কাপড় বুনিতে শিখায়, দৌহিত্রকে শিখায় না। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে উক্তরূপ রাজনীতি দর্শনে জাপানীয় মিকেডো বোধ হয় ইংলণ্ডের আশ্রয় লইলেন না।

কলিকাতা পুলিসের যে ৯ জন কর্ম্মচারী গড়পারে অত্যাচার করিয়াছিল, আলীপুরের জাইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের তিন জনের চারিমাস ও পাঁচ জনের দেড়মাস করিয়া কারাবাস দণ্ড দিয়াছেন। উত্তমরূপে প্রমাণ না হওয়াতে এক ব্যক্তিকে মুক্ত করা হইয়াছে। কলিকাতার পুলিসের এই প্রথম বার দণ্ড হইল।

১০ ই ফাল্গুন বুধবার।

বরাহনগরের হিতৈষী বাঙ্গলা পুস্তকালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, সাঁতরাগাছি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ লাহিড়ী উক্ত পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ ১০ টাকা দান করিয়াছেন এবং বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র দাস ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃত মহাভারত ও শ্রীযুক্ত বাবু শীতলদাস মিত্র শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়কৃত মহাভারতের এক এক খণ্ড দান করিতেছেন।

গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বেলা ১০ ঘটিকার সময় গৌহাটিতে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

যে পর্য্যন্ত না গবর্ণর জেনেরলের পদে স্থায়িরূপে কেহ নিযুক্ত হইতেছেন তাবৎ লার্ড নেপিয়রের প্রাইবেট সেক্রেটারির মেজর বর্ন্ তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

১৬ ই ফে[illegible] আগ্রার আইসেক[illegible]মাণি হইত। কিন্তু লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তিনি তাহা বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন।

অদ্য প্রাতঃকালে লার্ড মেয়োর মৃতদেহ ডাফারিন জাহাজে লইয়া যাওয়া হইবে। পরে গ্লাসগো নামক জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইবে।

লেডি মেয়ো বর্কের সহিত যোগাই করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন। যত দিন যাওয়া না হইতেছে সেপর্য্যন্ত তিনি বারাকপুরে থাকিবেন।

মান্দ্রাজের পুলিশ কমিশনরের বিরুদ্ধে একজন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক অন্যায় কারা রোধের নিমিত্ত যে ক্ষতি পূরণের নালীশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। কমিশনর সাহেব ভবিষ্যতে যেন সাবধান হইয়া কার্য্য করেন।

লার্ড মেয়োর প্রাইবেট সেক্রেটারি মেজর বরন্ লার্ড নেপিয়রের সেক্রেটারি হইয়াছেন। মেজর বরন্ লেডি মেয়োর সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু লার্ড নেপিয়রের বিশেষ অনুরোধে তিনি এদেশে থাকিলেন। মেজর বর্ন্ একজন উচ্চ শ্রেণীর লোক। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার সংস্রব থাকিতেছে।

১১ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন, উড়িষ্যা প্রদেশের রাজা ও জমীদারেরা একত্র হইয়া লার্ড মেয়োর শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে আপনাদিগের দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য চাঁদা করিয়া ১১ হাজার টাকায় কটক হাই স্কুলে ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই ছাত্রবৃত্তির নাম লার্ড মেয়োর ছাত্রবৃত্তি হইবে।

সুলভ সমাচার বলেন, এইরূপ শুনা যাইতেছে, যে যখন লার্ড মেয়ো রেঙ্গুনে ছিলেন, তখন তিনি পঞ্জাবী যোদ্ধাদের দাঙ্গা হাঙ্গামের বিষয় শুনিবামাত্র বলিয়াছিলেন, যে "আমার আমারী ভাল হয় নাই। এ সময় সেখানে থাকিলে ভাল হইত"।

নেপাল বোরস্ কোম্পানি দুরাঘ্য নিবার আফিম দ্রুগ প্রস্তুত করিয়া এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন।

ইংলণ্ডে গোমাংস নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে গোমাংস এমন সস্তা যে তথা হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবার উপায় করা হইতেছে। ইহাতে অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট বাণিজ্য আরম্ভ হইবে।

বর্দ্ধমানের সংবাদবাহিকা বলেন, অনেকে মনে করেন বৈদ্যদিগের বার্ষিক মেলায় উপস্থিত সৌর অনেকের সাক্ষাতে ডাক্তার এবং পাদরি জে, ফিলিপ্স (এম ডি) সাহেব তামাকে বিষ থাকার বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়া তৎপ্রমাণার্থ আমাক পাতের এক বিন্দুমাত্র তৈল একটা কুকুরকে খাওয়াইয়া দিলেন, কুকুরের কিয়ৎকাল পরেই মৃত্যু হইল। কলপ্প কল্ক (তামাকের আরক) সর্পের শরীরে দিলে সর্প মরিয়া যায়, না হয় তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। আমেরিকার অনেক আত্মহত্যাকারী তামাকের তৈল পানে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে; কারণ ইহাতে কোন যন্ত্রণা হয় না।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "লার্ড মেয়োর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়া ঢাকাস্থ বাঙ্গালিগণ গতকল্য কলেজ প্রাঙ্গণে এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভায় মীমাংসিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সভ্যের উচিত তাঁহারা ইংলণ্ডীয় প্রণালীতে কোন শোকসূচক চিহ্ন ধারণ করেন। আর ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে লেডি মেয়ো ও গবর্ণমেণ্টের নিকট এক একখানি শোক প্রকাশক আবেদন পত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য এবং আগু সত্বরই সেই আবেদনপত্রদ্বয় প্রেরিত হইবে। উল্লিখিত কার্য্যগুলি কেবল রাজভক্তির চিহ্ন মাত্র।

নবাবপুরের কোন গৃহস্থ স্ত্রী রাত্রিতে আপন শিশুসন্তানকে শয্যায় শোয়াইয়া কাঁদাইয়ে গৃহের বাহির হয়। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া দেখে, সন্তানটী শয্যায় নাই। শুনা যায়, পর দিবস শিশুর মুণ্ডের একটী স্তূপে পাওয়া গিয়াছে।

১১ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

মান্দ্রাজের এক টেলিগ্রাম দ্বারা জানা গেল, মাননীয় লার্ড নেপিয়রের সোমবার সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় যাত্রা করিবার কথা ছিল। এ, জে আরবথনট মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর এবং আর, এস ইলিস কাউন্সিলের সভ্য হইবেন।

বুলাহারে বৃষ্টি হওয়াতে লোকের কষ্টের অবশ্য হইয়াছে। কৃষি কার্য্য আরম্ভ হওয়াতে অনেকে কাজ পাইতেছে। নিত্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কমিয়াছে।

লার্ডমেয়োর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কচোধারি রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিয়া ৫ দিনের জন্য তাহার কাৰ্য্যের সমুদ্ধ বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এবং যে কটক দিয়া লার্ড মেয়ো তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন, সেটী ভিন্ন আর সমুদায় কটক বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নওরোজ উপলক্ষে যে মহোৎসব হইবে তাহাতে বাদ্যাদি বা অন্য কোনরূপ আড়ম্বর না হয় এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি একজন উচ্চ পশ্চিমাঞ্চলবাসী হুগলী ষ্টেসনের প্লাটফরমের উপর বেড়াইতেছিল, ট্রেণ আসিবা মাত্র প্লাটফরমের উপর হইতে লাফ দিয়ে পড়িয়া ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

হগ সাহেবের অনুপস্থিতিকালে লার্ড উইলিক বরন্ কলিকাতার পুলিশ কমিশনরের কার্য্য করিবেন।

লেহার বন্দরের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিয়ারকার্সের যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়, গত মঙ্গলবার হাইকোর্ট সেই আজ্ঞার অনুমোদন করিয়াছেন।

১৩ ই ফাল্গুন শনিবার।

সোমপ্রকাশ বাংলা ইংলণ্ডে অসাবধান প্রকাশ হইয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হয়, সম্প্রতি টাইমস তাহার প্রতি

পন করিয়া লিখিয়াছেন, সেনাপতি বাহো এক্ষণে বিলক্ষণ সুস্থকায় আছেন।

গত শনিবার সাহেবের মুঙ্গের হইতে বারাণসী যাত্রা করিবার কথা ছিল। তথায় দুই দিবস থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। কলিকাতা হইতে একবারে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। মান্দ্রাজ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যাইবার যে কথা ছিল লার্ড মেয়োর মৃত্যু হওয়াতে তাহা হইবে না।

লার্ড মেয়োর মৃত্যুর পর কলিকাতায় নানা প্রকার অনেক জনরব উঠিতেছে। তাহা যে অমূলক তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহারা এই সকল জনরব তুলেন, তাঁহাদের কি সময় কাটাইবার অন্য উপায় নাই?

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য ইংলণ্ডে গিয়াছে, গতবৎসর অপেক্ষা উহার মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রিবি কাউন্সিলের লার্ডেরা আগামী ২৭ এ ফেব্রুয়ারি প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য জন্য সকলকে ঈশ্বরের নিকট উপাসনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যেন ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রজা উক্ত দিবসে উপাসনা করেন। জেনরল ট্রেজরি এবং গবর্ণমেণ্টের আফিস সমুদায় উক্ত দিবসে বন্ধ থাকিবে।

জে, এচ ডিলি সাহেব হাবড়ার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

বিচার ও রাজনৈতিক বিভাগ।

৮ ই ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সব কালেক্টর ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইবেন। ইহারা এখনও পরীক্ষা দেন নাই। ইহারা ২০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শ্রেণীর সহকারী সব ডেপুটি এজেণ্ট হইবেন।

জি. ডি কোলি হবসন (উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিতে হইবে।)

আর জে, হ্যারিসন। (উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিতে হইবে)।

ফ্রেডরিক আডিয়ার্ড। (উর্দ্দু এবং অফিসেল সংক্রান্ত আইন বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে)।

জে এফ. ডি, পামার প্রতিনিধি সহকারী সব ডেপুটী অফিসের এজেণ্ট হইবেন। উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিতে হইবে।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি। আসামের সহকারী কমিশনর ডবলিউ এ, বেকেট দুরবিহারে বদলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ কো ফেন্থার কিছু দিনের জন্য গোয়ালন্দ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

সায়দ মহম্মদ আবদর রহমান মলিচিটি উপবিভাগের আজুয়ারাদোব সব রেজিষ্টার হইবেন।

মুন্সী নবাব আলী বাখরগঞ্জের সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

মৌলবী জেলালুদ্দীন মহম্মদ জলপাইগুড়ির সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়াজিদ আলী আরাবিয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। জে, আর কেলেট পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইলেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। ই, ডিলক উড কিছুদিনের জন্য কলিকাতার কষ্টমের ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

টি, এ আপ্টো কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধায়ক কমিশনর হইবেন।

আলেকজাণ্ডর আবর্ক্রম্বি কটকের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী এবং প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনৈতিক বিভাগ।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পুর্ণিয়ার মিউনিসিপাল কমিশনর হইবেন।

জে, এ আর্কার।

ডবলিউ এস টুইডি।

ই, এচ ডকর। মজঃফরপুরের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের চেয়ারম্যান হইবেন।

জে, এ ডিলি কিছুদিনের জন্য হাবড়ার ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। লাড এচ রাইট, টাউন কলিকাতা নগরীর একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফদিগের পদবৃদ্ধি হইল।

দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে।

মধুপুরের মুন্সেফ মৌলবী আলী আকবর। কোরেশ।

হবরাজপুরের মুনসেফ বাবু অভয়চরণ মিত্র।

পোখরার মুন্সেফ বাবু শ্রীনাথ দত্ত।

নাজিরপুরের মুন্সেফ বাবু মৌলবী আবদুল খালিক।

কোন্নগরের মুন্সেফ বাবু কাশীনাথ দাস।

তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

দিনাজপুরের মুন্সেফ বাবু বেণীমাধব মিত্র।

মালদহের মুন্সেফ বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মেমনসিংহের মুন্সেফ বাবু অঘোরনাথ ঘোষ।

পাচ্ছানিটোলার মুন্সেফ বাবু রামচন্দ্র সান্যাল।

কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র।

কাটোয়ার মুন্সেফ বাবু বলরাম মল্লিক।

জিলিমাবাদের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু রাধাকৃষ্ণ সেন।

নিমালের মুন্সেফ বাবু অভয়চরণ মজুমদার।

গোয়ালন্দের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ উক্ত চৌকীর মুন্সেফ হইবেন।

বগুড়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু রাধামোহন গোস্বামী উক্ত চৌকীর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু হরিশচন্দ্র চাকি তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং পুর তর মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণধন চৌধুরী তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং বারাসতের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু অনন্তরাম ঘোষ তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং রামনগরের মুন্সেফ হইবেন কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য কান্দোয়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

বাবু গোপীনাথ সাহা তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং জোনার মুন্সেফ হইবেন। কিন্তু আপাততঃ কিছুদিনের জন্য বেগমগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিতে হইবে।

বাবু পরেশনাথ সরকার তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ এবং মেদিনীপুরের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগনার দ্বিতীয় সবর্ডিনেট জজ হইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের কোর্ট

আবেদনের জন্য এবং উক্ত বিভাগের স্থগিতি রহিত হইবে না।

বাবু ভূপতি রায় ঢাকা ও ফরিদপুরের অস্থায়ি ডিপুটি ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

রিবর্স টমসন
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। লার্ড গ্রান্‌ বিল এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব একণে পার্লিয়ামেণ্টে আলাবামার বিষয়ে বিচার করিতে সম্মত হয়েন।

লণ্ডন ১৫ ই ফেব্রুয়ারি। সংবাদ পত্র সমূহ লার্ড মেয়োর শাসন কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। টাইমস পত্র বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন।

ডাক্তার লিবিংষ্টোনের অনুসন্ধানার্থ গমন করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৬ ই ফেব্রুয়ারি বৈকাল। লিবরপুলের তুলার বাজারে তুলার মূল্য কমিতেছে।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি। লার্ড নর্থব্রুক অথবা লার্ড ডফরিনের লার্ড মেয়োর পদে অভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আলে কিন্তু এপর্য্যন্ত উক্তপদ গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই।

শুনা যাইতেছে লেডিমেয়ো পিয়ারেস (কৌলিন্য সূচক উপাধি বিশেষ) হইবেন।

জেনারল ডা এল, লার্ড এন এ আল্টু জেনের শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্ল অব কাউটন ফিটস্‌জেমস ষ্টিফেন সাহেবের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

পারিস ১৭ ই ফেব্রুয়ারি। আসেম্বলীতে ভূমি বিদ্রোহীদিগকে যে ৫ জন হত্যা করে, উহাদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। আর সকলের দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি। আডমিরাল আর্থর কুমার ভারতবর্ষীয় জলতরি দলের প্রধানতম সেনাধ্যক্ষ হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন শোক এবং লেডিমেয়োর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞী এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে সেনা দলের ব্যয় ১৪০৪৪০০০০ টাকা অনুমিত হইয়াছে। ইহা গত বর্ষ অপেক্ষা ১০০০০০০০ টাকা কম হইয়াছে।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি বৈকাল। কলিকাতা হইতে যে মেইল ২৬ এ এবং বোম্বাই হইতে ২৯ এ জানুয়ারি যাত্রা করিয়াছে, অদ্য প্রাতঃকালে তাহা লণ্ডনে উপনীত হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি। লার্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

প্রেরিত।

মানাবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি সোমবার কলিকাতা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক দান ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী সর রিচার্ড টেম্পল কে, সি, এস, আই, সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বে ইহা স্থিরীকৃত হয়; কিন্তু অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল, তিনি আসিতে পারিবেন না। এই কাল সময়েই আমাদিগের নিরপরাধ দয়ালু রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর্ল অব মেয় বাহাদুরের হত্যা সংবাদ কলিকাতা মহানগরীকে দারুণ শোকাকুল করিয়াছিল; সুতরাং কেবল টেম্পল সাহেব কেন, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রধান প্রধান ইউরোপীয়গণ পারিতোষিক সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তথাপি বিস্তর ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। টেম্পল সাহেবের অনুপস্থিতি নিবন্ধন কাথিড্রাল মিশন কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রেভরেণ্ড দীল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন, তৎপরে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ দে একটী সুদীর্ঘ ও সুন্দর বক্তৃতা করেন।

অধ্যক্ষের বক্তৃতা শেষ হইলে বালকদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার রৌপ্য ঘড়ি, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম পুরস্কার রৌপ্য পদক, আর শিষ্ট পুরস্কার ইংরাজী উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। পুরস্কারদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সভাপতি কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়। সভাভঙ্গ হইলে কয়েকটী ছাত্র গায়নে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান বাদনও হইয়াছিল। ফলতঃ কি ইংলণ্ডীয় কি এতদ্দেশীয় সমস্ত দর্শকই মহাহর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি } অনুগত
১৮৭২ শ্রীঃ—

আমি কোন গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত মধ্যশ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র। গত বৎসর মাইনর স্কলরশিপের পরীক্ষা দিয়াছি; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের চমৎকারিণী কার্য্যকুশলতা প্রভাবে মাসত্রয় অতীত হইতে চলিল তাহার ফল জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। পরীক্ষার ফল অবগত হইতে না পারিলে, আগামী বর্ষের কোর্সগুলিও ক্রয় করিতে পারিতেছি না।

১৮৭২ অব্দের কোর্সের জন্য যে ইংরাজী সাহিত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেখানি অতি ভয়ানক পুস্তক। তাহাতে মিল্টন, সেক্সপিয়র ড্রাইডেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের রচিত বি এ পরীক্ষার্থিদিগের পাঠোপযোগী বিষয় সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সেই সকল কঠিন বিষয় আমাদের ত কথাই নাই, অনেক শিক্ষক মহাশয়দিগেরও বুঝিয়া উঠিতে মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে। তাহাতে আবার পুস্তকখানির আয়তন অতি বৃহৎ। উহা ২৬০ পৃষ্ঠায় পরিপূর্ণ। পূজা প্রভৃতির অবকাশ বাদে প্রতি দিন এক এক পৃষ্ঠা পড়িতে পারিলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমুদায়ের অর্দ্ধেক শেষ হইবে কি না সন্দেহ। ইহা ব্যতীত পাটীগণিত ও ইতিহাস প্রভৃতি বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যাঘাত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনখানি কোন ক্রমে শেষ করিয়া পড়া হইয়া উঠিবে না। অতএব ইনস্পেক্টর ও ডাইরেক্টর মহোদয়দিগের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে যদি তাঁহারা বালকগণের উপরে অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকখানির কতক অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দেন তাহা হইলে সমস্ত ছাত্রেরা

হইতে পারে। ১৮৭০ অব্দের কোর্স অতিরিক্ত বোধ হওয়ায় কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল, আগামী বর্ষের কোর্স যদি তাহা অপেক্ষাও কঠিন; অধিকন্তু গত পরীক্ষার ফল প্রতীক্ষায় অর্দ্ধেক কালের অনেক ন্যূনতা ঘটিল। অতএব অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে যতদূর পড়া যাইতে পারে তাহাই বিবেচনা করিয়া শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্টর মহাশয় শ্রীযুক্ত ডাইরেক্টর মহোদয়কে পুস্তকাদির কতক অংশ বাদ দিয়া দিতে অনুরোধ করেন ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

৩রা ফাল্গুন কস্যচিচ্ছাত্রস্য।
১২৭৮

আইল অব মেওর অপমৃত্যু।
শোক সঙ্গীত।

গাওরে সকলে মিলি এশোক সঙ্গীত।
ভিক্টোরিয়া প্রতিনিধি,
লর্ড মেও গুণনিধি,
কারাগারে পোর্টব্লেয়ারে গেল অকস্মাত।
সমুদায় কার্য্য যবে করি সমাপন
উঠিলেন বীরবর
হরিয়ত গিরিপর,
দিবাকর অস্তমূর্ত্তি করিতে লোকন।
যেন কালে আগমনী বিস্তৃত বদন,
ভীষণ অন্ধকার,
বাড়ি ছুরি তীক্ষ্ণধার
ভূমিতলে গালহন্ত করিল পাতন।
সজল নিরয়ে পড়ে বজ্রনিনাদ।
তাই দেখে দিনকর,
কোপে বহ্নি কলেবর,
ডুবিলেন বুঝি শোকে সাগর ভিতর।
অকস্মাৎ শোণিত পাতে শরীর কাতর,
নিপাতিত দেহবর,
অচেতন বাক্যহর,
অমনি পড়ে ভরা করি ভারাভ উপর।
সমস্ত আশায় বাজ হইল বিফল।
দারুণ দুর্দ্দিবাগম,
সবে শান্ত করিবারে;
উঠিল সশোক রোল ভেদি নভঃস্থল।
অরেরে পামর শেষে পাপি দুরাশয়!
যেমন নিজের কাম,
করিলি তাঁহার কাম,
বিনাশিয়া বীরবর মেও মহাশয়।
কেমনে সেইনিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া স্মরণ,
কিরূপে রে পাপমতি,
করিলি সেখানে গতি,
কমনীয় সাহস তোর অধম যবন।
কত যে শকতি তোর ওরে দুরাচার!
যে বাহুতে অনিবার,
সদা শান্তি সুবিস্তার
করিলি সে বাহু মূলে ছুরিকা প্রহার!
কি লাভ হইল তোর তাঁহার নিধনে!
ওরে নীচ সর্ব্বনাশা,
ঘুচালি সকল আশা,
নিদারুণ ব্যথা দিলি সবাকার মনে।
এক পাপে অবরুদ্ধ আছিলি হেথায়।
এবারে পাপের ভরা,
হইল নিরেট ভরা,
না জানিরে স্থান তোর এখন কোথায়!
কাঁদিয়া আকুল যত বঙ্গবাসী জনে।
পুত্রের আমোদ যত,
বিষাদে হইল হত,
হাহাকার রব মাত্র সবার বদনে।
বসন্ত আমোদে মাতি কুসুমে সাজিয়া,
ছিলেন প্রকৃতি সতী,
সহসা বিষণ্ণ অতি,
কে যেন কাঙ্গাল প্রাণে দিল দাবাইয়া।
দেখ সতী ভিক্টোরিয়া বিদিয়া মরন।
প্রিয়তম তব সুত,
রক্ত ধারে পরিপ্লুত
অকালে ভারতে লভে অনন্ত শয়ন।
আজিও নর্থ্রুক্ শোক হৃদয়ে তোমার,
রয়েছে নূতন প্রায়,
এই এক পুনরায়,
না জানি কি দশা তব হইবে এবার।
কারেরে এসব কথা করিলে স্মরণ,
কাহার নয়নে জল,
নাহি পড়ে অবিরল,
ভাগ্যফলে বিনাদেষে অশনি পতন।
যদিও তোমার, হাসি! হৃদয়ের ধন,
কিন্তু ইহা জেনো মনে,
জগত নিবাসীজনে,
তোমার কাহিনী সহ করিছে রোদন।
কি দুঃখে একবার হইল প্রভাত।
ওরে দুষ্ট দুরাচার,
একি তোর অত্যাচার!
কেবল পুষ্পের জন্যে করিলি নিপাত?
জানিস কিরে দুরাত্মা তুই বধিলি যে ধন
অমর সুকীর্ত্তি যাঁর,
সে তোর অমরকার,
শুকালে গোলাপ হতে সুরভি যেমন।
এস এস একবার বঙ্গবাসী জন।
গাওরে শোকের গান,
সবে হয়ে একতান,
দিবারাত্র শোকের ভারে অবনী ক্রন্দন।

কোন্নগর
৭ই ফাল্গুন
১২৭৮

অনুগত
শ্রীমঃ—

(গত প্রকাশিতের পর)

হিমালয় প্রদেশ। কুমাউন।

লোহাঘাটী হইতে প্রায় ৮ মাইল গমন করিয়া পুনরায় রামগঙ্গা পার হইতে হয়। এইখানে দুইটী রাস্তা আছে, দক্ষিণের রাস্তায় গমন করিলে বাগেশ্বরী ও বামের রাস্তায় রাণীক্ষেত যাওয়া যায়। এখান হইতে ৭ মাইল পরে পর্ব্বতের উপর একটী চটী আছে, তথায় প্রায় একশত বর্গ ফীট পরিসর এক পুষ্করিণী ও তাহাতে বহু সংখ্যক পদ্ম ফুল দেখা যায়। জলও বোধ হয় ৪।৫ হাত হইবেক। এই স্থান হইতে পর্ব্বত সকল অত্যুচ্চ ধারণ করে। বস্তুতঃ কুমাউন অতি রমণীয় প্রদেশ; ইহার পর্ব্বত সকল পরিষ্কার, জঙ্গল প্রায় দেখা যায় না, কেবল চীড় গাছই অধিক, সেই উচ্চ ও সরল বৃক্ষ শ্রেণী নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, পথিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন ও বিশ্রামার্থই যেন প্রকৃতি তাহাদিগকে রোপণ করিয়াছেন। উপরি উক্ত চটী হইতে প্রায় ১৫ মাইল গমন করিলে রাণীক্ষেত পর্ব্বত পাওয়া যায়। ইহার চড়াই ৬ মাইল। কয়েক বৎসর যাবৎ এই পর্ব্বতের উপর বৃটিশ সৈন্যগণের বাসের জন্য রাণীক্ষেত নামে একটী নূতন সহর বসিয়াছে। ইহার সমাধা জন্য

প্রতি বৎসর ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় হইতেছে, এ পর্য্যন্ত চতুর্থাংশ কার্য্যও হয় নাই। কেবল একটী বারিক ও আফিসরদের থাকার জন্য কয়েকটী মাত্র বাঙ্গালা প্রস্তুত হইয়াছে, ফলতঃ যে প্রকার আড়ম্বর তাহাতে ৪০।৫০ লক্ষ টাকার কম যে ইহা সম্পন্ন হইবে এমন বোধ হয় না। এমতও জনরব যে সিমলা হইতে গবর্ণর জেনরলের আফিস উঠিয়া রাণীক্ষেত্রে আসিবে এবং তজ্জন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যে একটী চা-বাগিচা ক্রয় করা হইয়াছে। রাণী ক্ষেত্র স্থানটী বড় উত্তম বোধ হয় না। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর বটে; কিন্তু অত্যন্ত জল কষ্ট, খাদ্য দ্রব্যাদিও দুর্ম্মূল্য। রাণীক্ষেত্র হইতে "কার্ট রোড" নামে একটী রাস্তা বেরিলি গিয়াছে, ইহার জন্য একজন পৃথক এঃ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত আছেন, এখানে একটী বাজার আছে তাহাতে নিয়ত ব্যবহার্য্য প্রায় তাবৎ দ্রব্য পাওয়া যায়; কিন্তু মূল্য অত্যন্ত অধিক; রাণীক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রিতে কম্বল গায়ে না দিলে শীত নিবারণ হয় না, এখানে পিসুর দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া কঠিন। পাঠকগণের অনেকে পিসু কাহাকে বলে জ্ঞাত নহেন; ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট; আমাদের দেশে সচরাচর কুকুরের গায়ে দেখা যায়। পর্ব্বত অঞ্চলে প্রায়ই ময়লা স্থানে থাকে, ইহার দংশনে মশা, ছারপোকা অপেক্ষা অধিক রক্ত নির্গত হয়। রাণীক্ষেত্রে মজুর পাওয়া যায় না, গোরারা মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে।

রাণীক্ষেত্র হইতে প্রায় ১০ মাইল গমন করিলে আলমোড়া যাওয়া যায়। রাস্তার স্থানে স্থানে অনেক চা-বাগিচা দৃষ্ট হয়। আলমোড়ার দুই পার্শ্বে দুইটী নদী আছে। আলমোড়ার চড়াই ছয় মাইল। কুমায়ুন ও গাড়য়ালের মধ্যে আলমোড়া প্রধান নগর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল ও প্রশস্তে অর্দ্ধ মাইল। অধিবাসির সংখ্যা প্রায় এক সহস্র হইবেক। অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে, বাজারটী ১৫ মাইল হইবেক। অনেক অট্টালিকায় শোভিত, প্রায় সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাজারের পরেই ইংরাজ পল্লী, প্রায় ৩০।৪০ খানি সাহেবদের বাঙ্গালা ও তাহার চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণের অতি মনোহর ফুলের গাছ সকল দৃষ্ট হয়। এসকল ফুল আমাদের দেশে, বোটানিকেল প্রভৃতি ভাল ভাল উদ্যান ব্যতীত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে বিনা যত্নে উহা জন্মে। আলমোড়ার একটী মিশনরি স্কুল থাকায় অনেক বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এবং অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া কার্য্যও করিতেছেন। এদিকে স্ত্রী শিক্ষার কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। এখানকার কমিশনর সাহেব পার্ব্বত্য ব্যতীত অপর কোন দেশীয় লোককে কর্ম্ম দেন না বলিয়া বাঙ্গালী বা অন্য দেশীয় ভদ্র লোক এখানে নাই। অত্রস্থ লোকেরা সভ্য, সরল, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, উন্নতি অভিলাষী এবং বিদ্যোৎসাহী। অতিথি সৎকার করা ইহাদের মহৎ গুণ। জাতীয় ধর্ম্ম পালনকে ইহারা একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করে, অথচ অন্য কোন ধর্ম্মের দ্বেষী নহে। এখানে "আলমোড়া আখবর" নামে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র প্রচার হয়। আলমোড়া কুমায়ুনের পূর্ব্ব রাজার বাটী ছিল, এখনও রাজ বংশীয় কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের অবস্থা অতি হীন, সামান্য ৩০।৪০ টাকার চাকুরী করিয়া দিনপাত করিতেছেন। এই পাহাড়ের উপর একটি সামান্য কেল্লা আছে, এক্ষণে তাহাতে ম্যাগেজিন থাকে। কুমায়ুন গাড়য়াল অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। ইহার অধিবাসিরা পরিশ্রমী, পরিষ্কার ও ন্যায়পর, স্ত্রীলোকেরাও রূপবতী, গৃহকার্য্যনিপুণা ও সুশীলা; ব্যভিচার দোষ ইহাদের মধ্যে কম। কুমায়ুন বাসিগণের গৃহ নির্ম্মাণ প্রথা গাড়য়াল অপেক্ষা অতি উত্তম। কুমায়ুনে আখির চাষ প্রচলিত আছে। ইহার স্থানে স্থানে দেবালয়ের দৃষ্ট হয়। গাড়য়াল অপেক্ষা কুমায়ুনের লোক সংখ্যা অধিক এবং রাস্তাগুলিও অপেক্ষাকৃত উত্তম।

হিমালয় প্রদেশ নইনীতাল।

আলমোড়া হইতে নইনীতাল প্রায় ৩০ মাইল হইবেক। এদিকের পর্ব্বত সকল উচ্চ, অধিক অংশ জঙ্গলময় এবং লোকের বসতি অল্প। নইনীতালের চড়াই তিন মাইল। পূর্ব্বকালে মহর্ষির অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও অত্রিনামা মহর্ষিত্রয় এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। এখানে একটী জলাশয় ও তাহার তীরে নয়না দেবী নামে এক দেবী আছেন, ইনি কাহার স্থাপিত তাহা এক্ষণে নিশ্চয় রূপে অবধারিত হয় না। বোধ হয় ঐ দেবীর নামানুসারে উক্ত জলাশয়কে নইনীতাল (তালাব বা তালাও) কহে। এক্ষণে জলাশয়ের নামে স্থানের নামও নইনীতাল হইয়াছে। নয়না দেবীর মন্দিরে এক পরম [illegible] ছেন। অনেকে কহেন তাঁহার শত- [illegible] ধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে সেরূপ বোধ হয় না। ফলতঃ নইনীতালে লোকের বাস হওয়ার অনেক পূর্ব্ব হইতে তিনি সেই স্থানে আছেন। অনেক প্রাচীন ব্যক্তি বলেন যে তাঁহারা আজন্মকাল পরম হংসকে ঐ প্রকার দেখিতেছেন। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত বেষ্টিত প্রায় দুই আড়াই মাইল দীর্ঘ একটী উপত্যকার একদেশে নইনীতাল বাজার, ইহাতে অনুমান দেড়শত দোকান আছে, দেশী ও বিলাতী সকল প্রকার দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। দিবারাত্রি নানাজাতীয় লোক বাজারে অবস্থিতি করে। বাজারে বেশ্যা অনেক। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রায় ১৫০।২০০ শত বাঙ্গালা আছে, তাহাতে সাহেবেরা বাস করেন। পর্ব্বতে উচ্চ ও দেবদারুবৃক্ষ অনেক। নইনীতালের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখরকে চায়নাপিক কহে; ইহা বাজার হইতে এক সহস্র ফিটের অধিক উচ্চ হইবেক। চায়নাপিকে উঠিলে উত্তরদিকে শুভ্র হিমালয় শ্রেণীর কিয়দংশ অতি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই চায়নাপিকের সম্মুখে ধবলাগিরি একটী অর্দ্ধবৃত্ত মন্দিরের ন্যায় অনুভূত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে ত্রিশূল ও নন্দার আকারের আর দুইটী উচ্চ শিখর দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাঞ্চন গঙ্গা ও এভারেষ্ট নামক সর্ব্বোচ্চ শিখর দ্বয় দুরবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। চায়নাপিক হইতে নইনীতাল দেখিতে অতি রমণীয়। বৃক্ষাবৃত হরিদ্বর্ণ পর্ব্বত শরীরে উদ্যান

সুশোভিত শ্বেত অট্টালিকা সমূহ, মধ্যে মধ্যে এক একটী লালবর্ণের রাস্তা, নিম্নে বাজার, কোথাও বা ইংরাজ বণিকগণের গদী, কোন স্থানে গির্জা, এক দিগে একটী গিরিনদী, অন্যদিকে প্রশস্ত জলাশয় যে আলোকে দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল, তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী সকল পালভরে গমনাগমন করায় চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়। সন্ধ্যার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নইনীতাল বাজার এক প্রকার অপরূপ বেশ ধারণ করে। একে চতুর্দ্দিক পর্ব্বত বেষ্টিত, তাহাতে গ্যাসালোক শ্রেণী হওয়াতে অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। তন্মধ্যে চতুর্দ্দিকস্থ আলোক সমূহ নক্ষত্র মালার ন্যায় শোভা পায়।

তাঁলে গ্রীষ্মকালে প্রায় ৫০০০ ... জন বাঙ্গালী বাবু গমন করিয়া থাকেন, ইঁহারা অতিশয় ভদ্রলোক, দুঃখের বিষয় এই যে, এই অল্পসংখ্যক বাবুদিগের মধ্যেও দলাদলি আছে। বাঙ্গালিদিগের দলাদলী একটী প্রধান রোগ। এ রোগে যে কত অনিষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। নইনীতাল জলাশয়টী দীর্ঘে কিঞ্চিৎ কম এক মাইল ও প্রস্থে ৪ শত হইতে ৫ শত ফিট হইবেক। উহার গভীরতা ১৭ হইতে ৯০ ফিটের অধিক। জল অতি পরিষ্কার, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং মৎস্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যহ বৈকালে সাহেব বিবিরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া জলের উপর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। কোন কোন দিন বোটরেস্ হয়।

নইনীতালের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ও স্থান অতি শীতল। ভাদ্র মাসের রাত্রিতেও বিলক্ষণ শীত বোধ হয়। এখানেও শিশুর পীড়া অধিক। জলাশয়ের তীরে "অ্যাসেম্বলি হাউস" নামে একটী ঘর আছে, তথায় মধ্যে মধ্যে সাহেবদের বল, মুজ্রা নাচ, [illegible] হইয়া থাকে। এখানে বিল্ [illegible] নামে একটী হোটেল আছে। [illegible] নামে একখানি সংবাদ পত্রও [illegible]

নইনীতালের [illegible] মাইল দূরে ভীম তাল নামে [illegible] নইনীতাল অপেক্ষা বৃহৎ। নইনীতাল হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণে কালাডুঙ্গী আসিতে রাস্তায় সরিয়াতাল ও খুরপাতাল নামে আর দুইটী ক্ষুদ্র জলাশয় দৃষ্ট হয়। কালাডুঙ্গিতে একটী ডাক বাঙ্গালা ও সামান্য বাজার আছে। এখান হইতে ডাকে প্রায় ৩০ ঘণ্টায় বিরাটে উপস্থিত হওয়া যায়। কালাডুঙ্গী হইতে পাহাড়ের শেষ ও ময়দানের আরম্ভ হয়, অতএব এই স্থান হইতেই পাঠকগণের নিকট বিদায়।

মুলতান। পর্য্যটক।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১৬ ই ফেব্রুয়ারি।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৬
তথা হইতে জলিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৫	
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৭ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৫ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ১৯ ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৫	

বহরমপুর ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত টি, ই, উইল্ক এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস রায় ঝালকাটি	১০
* " হাড়কর রায়—নাগেশ্বর	১০
* " ব্রজমোহন বসু—খড়দোহ	১০
" বিপিনবিহারি গুপ্ত—বরিপুর	১০
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণপুর	২॥০
" রামকৃষ্ণ মজুমদার চৌধুরী জমীদার—ময়মনসিংহ	১০
গোবিন্দ চন্দ্র সেন—লাহোর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর সাহায্যে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণারপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণস্থ সোণারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং। ১৮৭২।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। | ১৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাম্।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা।

শক ১২৭৮। ২২ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ৪ ঠা মার্চ্চ

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৷ দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মণিঅর্ডার হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম খাটিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮ } কার্য্য সম্পাদক

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বারুইপুর নামক গ্রামে মহাসমারোহে জাতীয় হিন্দু মেলা ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য হইবেক। অতএব সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়িদিগকে অবগত করা যাইতেছে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবেক তাহা সমুদায়ই বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।

১২৭৮ সাল
১০ ই ফাল্গুন } শ্রীনবগোপাল বসু
মেলার সহকারী সম্পাদক।

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত নবসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৹ এবং ডাকমাশুল ৵৹ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা
পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর ষষ্ঠীতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, চাঁপাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮। ৫ শিশির বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵৹ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।৹ আনা।

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হোটেল।

প্রতি জেলায় জেলায় ও মফস্বলে কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও [illegible] সকলে এক একজন এজেণ্টের আবশ্যক হইয়াছে। তাহারদিগের বেতন মাসে ২০ টাকা অনুসারে প্রথমে দেওয়া যাইবেক। আমার নিকট কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে আবেদন করিলে কার্য্যের নিয়মাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল্. এম্. এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, মাসি

সিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৵০। চুঁচুড়ার সম্পা
এবং কলিকাতা, লালবাজার
গুরুদাস চট্টোপা
ধ্যায়েরর

৩ রা অগ্রহায়ণ।

নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

নাম ...... মধ্যাহ্ন।

ধাম ...... কলিকাতা, মির্জাপুর ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

রূপ ...... সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রাকারাপন্ন-উক্ত-দ্বয়াতিরিক্ত।

বিষয় ...... বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয়, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ইত্যাদি।

মূল উদ্দেশ্য ... পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও ...... রক্ষক, এর যে এক দল। আর পুরাতনে নিতান্ত বিদ্বেষক ও নূতনের ভক্ত, এই দুইটীর অপর দল। অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও ...... জনক, দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।

শাখা উদ্দেশ্য ... মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎসবাদের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা।

সময় ...... ১৮৭২ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ হইবে।

মূল্য ... অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২।০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৪।০ আট আনা।

সম্পাদক ... এরূপ কার্য্যে নূতন নহেন, বরং পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সুধিবর মহাশয়েরা পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন।

গ্রাহকেরা, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় বা ... ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীমধ্যাহ্নস্থ।

ত্রৈমাসিক তত্ত্ববোধিনী। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা, পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ।৶০। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৶ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৪।০ মাশুল ।৶ মাত্র।

কলিকাতা
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বিষ্ণুহৌস

চন্দ্রাবলী ।০, শিশু ব্যাকরণাবলী ।৶১০ কুলীন কামিনী ৶০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

কলুটোলা } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কলিকাতা } সহর

বালীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

রেল ওয়ে প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কাচার ব্রিক।

কাচার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত রেলওয়ে পাইপ, টাইল এবং কাচার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। খাসবাটীর আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৶০।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

---

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
শ্রীশ্রীইতিহাস	১	টাকা।
মুগ্ধবোধসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	আনা

কাশীনাথ শর্ম্মা।

চিকিৎসাঙ্কুর প্রথমভাগ।

কবিরাজ, ডাক্তার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৸০ আনা। ঢাকা ও কোর্ট বাজার ডিস্পেন্সারিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, আমার বসত বাটী মৌজুদী পাটা একজন আত্মীয়কে দেখাইবার প্রয়োজন হওয়াতে আমি ক্ষৌরী করিতে যাই সেই সময়ে লইয়া যাই। পাটা দেখান হইলে ফিরিয়া লইয়া আরো ৫।৭ স্থানে ক্ষৌরী করিতে যাই। ক্ষুর ভাঁড়ের ভিতরে পাটা রাখিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া ক্ষুর ভাঁড় রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পাটার কথা মনে হইল না। পর দিন হঠাৎ মনে হওয়াতে খুঁজিয়া দেখি, ক্ষুর ভাঁড়ের ভিতরে পাটা নাই। যে যে স্থানে পূর্ব্ব দিন ক্ষৌরী করিতে গিয়াছিলাম, সে সমুদায় স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। ১৫ দিন হইল, আমার পাটা হারাইয়াছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিলে আমি তাঁহার চির ক্রীত হইয়া থাকিব।

১২৭৮ সাল ১৮ ই ফাল্গুন } শ্রীনবীনচাঁদ পরামাণিক টাকশিপোতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন হালের ২৫এ মার্চ্চ তারিখে সোমবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময়ে মোকামে রাণিগঞ্জ সিলাই ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাক্সী ও গাইঘাটি নামক খালের সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭৩ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাসুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পদের নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইজারার ডাকের কিস্তি হিসাবে আদিকিস্তী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এ, কে, হিউজ সি. ই.
এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
সিলাই ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

২২ এ ফাল্গুন সোমবার।

প্রজাগণ যে রাজার প্রতি বিরক্ত, তাঁহার বিপক্ষ, বিদ্রোহে প্রবৃত্ত ও রাষ্ট্র বিপ্লবনে উদ্যত হয়, তাহার কারণ কি? প্রজার অথবা রাজার কাহার দোষ তাহার কারণ? প্রজার দোষকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত হয় না। ইতিহাস গ্রন্থে অনেক রাজার এই প্রকার আদর সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, প্রজারা তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অনুরক্ত ছিল যে তাঁহাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করিত। পক্ষান্তরে এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়, প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া অনেক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। এক এক সময়ে এক এক জনপদে কেবল অসৎ প্রজাই জন্ম গ্রহণ করে, এসিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃতি, কাল ও দেশ বিশেষে নিতান্ত রুক্ষ আর কাল ও দেশ বিশেষে একান্ত সৌম্যাকার ধারণ করেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তাহা হইলে প্রকৃতিকে পক্ষপাতিনী বলা হয়। কিন্তু আমরা তাঁহার পক্ষপাত দেখিতে পাই না। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে রাজদোষকেই প্রজাবিদ্রোহের কারণ বলিয়া স্থির করিতে হয়।

সেদিন ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি কহিয়াছিলেন, প্রজারা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষের স্বরূপ কি? ভারতবর্ষীয় প্রজারা কি রাষ্ট্রবিপ্লবের বাসনা করিতেছে? তাহা নয়। ইংরাজদিগের রাজত্ব গিয়া ভারতবর্ষে অন্য জাতির রাজত্ব হয়, কোন কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়ের এরূপ ইচ্ছা নয়। ভারতবর্ষীয় প্রধান রাজপুরুষদিগের কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছে। তাঁহারা তাহার সংশোধন করিতেছেন না, ইহাই অন্তরে প্রজাদিগের অসন্তোষের কারণ। লার্ড ডেলহাউসির অধিকারকালে ঐ দোষগুলির প্রথম সঞ্চার হয়। লার্ড কানিঙ্গ অতি শান্তপ্রকৃতি ও মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ঐ সকল দোষের উন্মূলনে যত্নবান হন। তাঁহার যত্নে উহার কতক শমতা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ দোষগুলি পুনরায় প্রবল বেগে প্রাদুর্ভূত হয়। উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধিই হইতেছে।

সে দোষগুলি কি? এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম ও প্রধান দোষ এই, প্রধান রাজপুরুষেরা মনে করেন, তাঁহাদিগের তুল্য বুদ্ধিমান আর নাই। তাঁহারা যেটী বুঝেন, তাহাতে [illegible] প্রমাদ থাকে না। এই সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহাতে সহস্র সহস্র ভ্রম প্রমাদ ঘটনা হউক, প্রজার অনিষ্ট হউক, কিছুতেই তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হন না। প্রজার অনিষ্ট ঘটিতে থাকে, সুতরাং প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়। দ্বিতীয় দোষ এই, প্রধান রাজপুরুষদিগের এই সংস্কার আছে এদেশীয়েরা ভাল মন্দ কিছুই বুঝেন না, ইহাদিগের বাক্য অকিঞ্চিৎকর, এই সংস্কার থাকাতেই এদেশীয়েরা যে কিছু আত্মদুঃখ নিবেদন করেন, প্রধান রাজপুরুষেরা তাহা গ্রাহ্য করেন না সুতরাং ইহাদিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি হয়। তৃতীয়

দোষ এই, এদেশীয়েরা যাহা ভাল বাসেন না, রাজপুরুষেরা বলপূর্ব্বক তাহা করাইবার চেষ্টা পান। সুতরাং অসন্তোষ জন্মে। উদাহরণ রাস্তা ও শিক্ষার নিমিত্ত কর। ইহাঁরা কর দিয়া রাস্তা ও বিদ্যা চান না, রাজপুরুষেরাও ছাড়িবেন না। ইহাতে অসন্তোষ না হইবে কেন। স্বতন্ত্র কর দিলেই যে রাস্তার সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিদ্যাবৃদ্ধির উপায় হইবে, ইহাঁদিগের সে বিশ্বাস নাই। যখন এদেশে প্রথম ইনকম টাক্স হয়, তখন রাস্তার নিমিত্ত শতকরা ১ টাকা করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তখন কয়টী নূতন রাস্তা হইয়াছিল? ইহাঁদিগের বিশ্বাস এই, রাস্তা হইবে না, যদি বা হয়, কোন কোন রাস্তায় দুই চারি ঘোড়া গাড়ী পড়িবে এই মাত্র, কেবল কর দেওয়া সার হইবে। চতুর্থ দোষ এই, রাজপুরুষেরা মুখে বলেন, এদেশীয়দিগের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদির প্রতি হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু প্রকারান্তরে উহার উন্মূলন চেষ্টায় পরাঙ্মুখ নহেন। উদাহরণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রার্থিত বিবাহ বিধি। এ বিধি হইলে হিন্দু ধর্ম্মের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবে। তরলমতি অনেক যুবাই সাংসারিক সামান্য ঘটনা নিবন্ধন পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। এখন ধন লোভাদি অনেক প্রতিবন্ধক আছে। উল্লিখিত বিবাহ বিধি হইলে প্রতিবন্ধক অনেক কমিয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। আমরা দেখিয়াছি পূর্ব্বে অনেক দুর্ব্বুদ্ধি বালক পিতা মাতার সহিত সামান্য বিবাদ করিয়া মিশনরিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিত। এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। পঞ্চম দোষ এই, ইংরাজদিগের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত। আমাদিগের রাজপুরুষেরা সভাদি স্থলে স্বজাতীয়ের যে সমধিক গৌরব ও সম্মাননা করেন, আমরা তাহার কথা উল্লেখ করিতেছি না। যে স্থলে পক্ষপাত প্রদর্শন একান্ত দূষণীয়, সে স্থলেও পক্ষপাত করা হইয়া থাকে। একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী আর একজন এদেশীয় কর্ম্মচারী, উভয়ে একবিধ অপরাধ করিল, কিন্তু একজনের তিরস্কার দণ্ড হইল, অপরের কর্ম্ম গেল!! এরূপ পক্ষপাতে অসন্তোষ না জন্মিবে কেন? রাজার ইউরোপীয় ও এদেশীয় বলিয়া প্রভেদ করা উচিত নয়, উভয়কে তুল্য ভাবে দর্শন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সে তুল্যতা নাই। একজন ইউরোপীয় একজন এদেশীয়কে হত্যা করুক, মফস্বলে তাহার বিচার হইবে না; কিন্তু এদেশীয় হত্যা করিলে মফস্বলে তাহার বিচার হইবে। এটী কি সামান্য পক্ষপাত!! বিচার সম্বন্ধে পক্ষপাত একান্ত অসহ্য হয়। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে কর্ম্মচারিদিগের অত্যাচার। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ সময়ে যে শত শত নিরপরাধ স্ত্রী বালক বৃদ্ধ হত হয়, অদ্য তাহার উল্লেখ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। সেদিন খোকা সম্প্রদায় ঘটিত কি অত্যাচার না হইল। এখন শান্তির সময়, এ সময়ে এরূপ অবিচার ও অত্যাচারে যদি প্রজার বিরাগ জন্মে, তাহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? পরিশেষে আমরা এমন একটী পক্ষপাতের উদাহরণ দিতে চলিলাম যে পাঠকগণ শুনিবামাত্র কাঁদিয়া আকুল হইবেন। অন্য অন্য রেলওয়ের ন্যায় মাতলা রেলওয়েতে গদিমোড়া, বেতমোড়া, বেঞ্চ পাতা ও বেঞ্চ নাই, এই চারি প্রকার গাড়ি আছে। কিছুদিন হইল তত্রত্য কর্ম্মচারিরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ শ্রেণী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী এই নাম দিয়া দুই প্রকার ভাড়ার ব্যবস্থা করেন। গদিমোড়া গাড়ি আর বেতমোড়া গাড়ি উভয়ের এক ভাড়া, এবং যে গাড়িতে বেঞ্চ নাই আর যে গাড়িতে বেঞ্চ আছে, উভয়ের এক ভাড়া। কিন্তু গদিমোড়া গাড়ির সম্মুখে লেখা আছে, এ গাড়ি ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত এদেশীয়দিগের নিমিত্ত নহে। এ পক্ষপাত কেন? এদেশীয়েরা যে ভাড়া দিবেন, ইউরোপীয়েরাও সেই ভাড়া দিবেন, অথচ এদেশীয়েরা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, এ পক্ষপাতের কারণ কি? এ পক্ষপাত কি উপহাসকর নয়? এ রেলওয়েটী গবর্ণমেণ্টের নিজের রেলওয়ে।

অতএব রাজপুরুষেরা যদি নিজ চেষ্টায় এ সকল দোষের সংশোধন না করেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত অবিলম্বে এক কমিশন নিয়োজিত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন এবং এই সকল দোষের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সংশোধনের উপায় বিধান করেন। তাহা না করিলে এ রাজ্য সুখের হইবে না। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে কমিশন আইসে ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। এই নিমিত্ত, আমাদিগের একজন পত্রপ্রেরক ইংলণ্ডস্থ রাজস্ব সংক্রান্ত কমিটির নিকটে সাক্ষ্যদানার্থ হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক ও বাঙ্গালি সম্পাদককে যে অনুরোধ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুমোদনে অনুরাগী হইলাম না। ভারতবর্ষে কমিশন না বসিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সকলের একবাক্য হইয়া সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

উপসংহারকালে এদেশীয়দিগকে কিছু বলাও আবশ্যক হইল। আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনের ভাব জানি, তাঁহারা সময়ে সময়ে রাজপুরুষদিগের পক্ষপাতাদি দোষ দর্শন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি

যোগদান। এই গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব তাঁহাদিগের স্বার্থে অনুস্যূত হইয়া আছে। তাঁহারা অন্য অন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত এ গবর্ণমেণ্টের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। যাহাদিগের সে বোধ শক্তি নাই, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের দোষ নাই, এমন উদার গবর্ণমেণ্ট আর কোথায়ও পাইবে না। যে কিছু অন্যায় অবিচার দেখিতে পাও, সে ব্যক্তি বিশেষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল। অন্যায় করা আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। ব্যক্তি বিশেষের যে যে দোষ আছে, তাহারই সংশোধন চেষ্টা পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উপরে ক্রোধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের অনিষ্ট চেষ্টার পর নিকৃষ্টতা আর নাই।

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বলের না বলক্ষয়ের কারণ?

অনেক ইংরাজের এই প্রকার সংস্কার আছে, ভারতবর্ষ রক্ষাভার স্কন্ধে পতিত না হইলে ইংলণ্ড সর্ব্বাধিক প্রভুশক্তিসম্পন্ন হইতেন। ভারতবর্ষ রক্ষার্থে ইংলণ্ডকে বিদেশে অনেক সৈন্য রাখিতে হয়। ইংলণ্ডের বিস্তর যুবক এদেশে আগমন করেন, তাঁহারা স্বদেশে থাকিলে স্বদেশের অনেক বিষয় উপকার লাভ হইত। তাঁহারা জীবনের সারাংশ ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিয়া যান, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে স্বদেশের প্রকৃত উপকার লাভ হয় না। এ মতটীকে আপাততঃ অনেকের অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই। কারণ সাধারণের সংস্কার আছে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের সর্ব্ব প্রধান মণি স্বরূপ; ভারতবর্ষে আধিপত্য না থাকিলে ইংলণ্ডের এত শিল্পজাত পদার্থের বিনিয়োগ হইত না। ডিস রেলি সাহেব এক্ষণকার একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ। তিনি পার্লিমেণ্টে বলিয়াছেন, এক্ষণে ইংলণ্ডকে ইউরোপের নয় বলিয়া আসিয়ার প্রধান ক্ষমতাশালী বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ অধীনস্থ আছে বলিয়া বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে ইংরাজদিগের এত সম্ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে এই দুটী মত লইয়া সচরাচর তর্ক হইয়া থাকে। উভয় মতেরই প্রতিপোষক অনুকূল যুক্তি আছে; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি উভয় মতের বলাবল বিবেচনা করা যায়, প্রথমোক্ত মতটীই সমধিক সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এপর্য্যন্ত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ ভারতবর্ষে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বলের না হইয়া বলক্ষয়েরই কারণ হইয়া উঠিতেছে। মুখ ফুটিয়া না বলুন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এদেশকে শত্রুর দেশ বলিয়া জ্ঞান করা হইয়া থাকে। সে দিবস ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি যাবতীয় এতদ্দেশীয় রাজাকে গুপ্তশত্রু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; অথচ ঐ সকল রাজা সর্ব্বদাই প্রধান শাসনকর্ত্তার ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য এদেশে আছে, তাহারা বিদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত রহিয়াছে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, এতদ্দেশীয়দিগকে শাসনে রাখাই তাহাদিগের প্রধান কর্ম। যখন সৈন্য বৃদ্ধি অথবা কম করিবার বিচার উপস্থিত হয়, তখন প্রধান পুরুষেরা কিসে এদেশ শাসনে থাকে, এই ভাবে বন্দোবস্ত করেন। অপর দোষ এই, এদেশে যত যুদ্ধপ্রিয় জাতি আছেন, তাঁহাদিগকে ক্রমে নিস্তেজ করা হইতেছে। পঞ্জাব জয়ের পর তথায় কোন বংশকেই পূর্ব্বতন শিখ জাতির ন্যায় তেজস্বী দেখিতে পাওয়া যায় না। রজপুত, অযোধ্যাবাসী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সকলেই ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছেন। দেশের লোকেরা নিস্তেজ ও নিঃস্ব; এতদ্দেশীয় রাজগণের হস্ত পদ বদ্ধ! গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সৈনিক উৎকর্ষ সাধন করিতে দেন না। কোন বিদেশীয় জাতির সহিত তাঁহাদিগের সংস্রব নাই। এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের অস্ত্র নিকৃষ্ট শিক্ষাও নিকৃষ্ট। ফলতঃ ভারতবর্ষ জড় পদার্থের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কি ভাবিতেছেন, এই জড় পদার্থের যথেষ্ট বিনিয়োগ করিতে পারিলেই শাসনকার্য্য সম্পাদিত হইল? তৃতীয় নেপোলিয়নের শত্রুতাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, ফ্রান্সে এরূপ লোক কেহই ছিলেন না, তথাপি তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলেন কেন? যে প্রণালী প্রজাদিগকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়া সমুদায় শক্তি শাসনকর্ত্তার হস্তগত করিয়া দেয়, তাহা বলের না হইয়া দৌর্ব্বল্যেরই কারণ হয়। যত দিন জর্ম্মানির সহিত বিরোধ না হইয়াছিল, ততদিন নেপোলিয়নকে অদ্বিতীয় বলিয়া কে না গণনা করিয়াছিলেন? কোন ইউরোপীয় রাজার সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইলে ইংলণ্ডের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আর ৫০,০০০।৬০,০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ হয় না। দৃষ্ট হইয়াছে এক এক দিনের যুদ্ধে ৫০। ৬০ হাজার সৈন্য শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের এত সৈন্য নাই যে এক ক্ষেত্রে একবারে তিন চারি লক্ষ যোদ্ধা সমবেত করিতে পারেন; পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে এক রেজিমেণ্ট সৈন্যও লইয়া যাইতে সাহস হইবে না। কারণ ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে শত্রুস্থান করিয়া থাকেন। এই ভারতবর্ষের উপরে অনেক দুষ্টলোকেরও চক্ষু আছে। ইংলণ্ড দ্বীপ বলিয়া তাহা

আক্রমণ সম্ভাবনা অল্প বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষের নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হয়। এই কারণেই ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞগণ একণে ক্রমাগত অপমান সহ্য করিতেছেন, তথাপি যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব বলিতে হইবে ভারতবর্ষ অর্থসম্বন্ধে না হউক, সৈনিক বল সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ক্ষীণতার কারণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই অবস্থার পরিবর্ত্ত করা অতিশয় আবশ্যক। শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশীয়দিগকে অবিশ্বাস না করিয়া যদি যথার্থ উদার প্রণালী অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষ বলের কারণ হয়। আমাদিগকে নিরস্ত্র ও নিস্তেজ না করিয়া সাহসী ও যুদ্ধে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন। শিক্ষা পাইলে এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ পৃথিবীর যে সে সৈন্যের সম্মুখীন হইতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ ঘটনা হইলে কেবল ব্রিটিশ সৈন্যের উপরে নির্ভর না করিয়া যাহাতে এদেশীয় সৈন্যগণের সাহায্য লাভ করিতে পারেন, সে উপায় বিধান করা উচিত।

গবর্ণর জেনরলের পরিবর্ত্ত।

নূতন গবর্ণর জেনরলের নিয়োগ উপলক্ষে আমাদিগের কয়েকটী জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যে নিয়মে প্রধান শাসনকর্ত্তার নিয়োগ ও কার্য্য হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না? গবর্ণর জেনরলদিগের শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র, তবে দুই একজন শাসনকর্ত্তা বিশেষ কারণ বশতঃ কিছু অধিক কাল এদেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। এই পাঁচ বৎসরান্তে যে শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হয়, ইহাতে উপকার বা অপকার হইতেছে? সর্ব্বদা শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্ত হইলে প্রজার কোন উপকার হয় না। শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীন হইবেন, ব্রিটিশ শাসন প্রণালীতে সে সম্ভাবনা নাই। যদিও এদেশের শাসন প্রণালী উৎকৃষ্ট নয় ; তথাপি ব্যক্তি বিশেষের উপরে সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না। লার্ড মেয় হত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একজন তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। প্রধান শাসনকর্ত্তাই গেলেন মাত্র, কিন্তু শাসন প্রণালীর অণুমাত্র পরিবর্ত্ত হইল না। লার্ড মেয় সাধারণের না হউন, নিজ কর্ম্মচারিদিগের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। কিন্তু যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইত যে সেকালের নবাবদিগের ন্যায় পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা হইলে একজনও তাঁহার সহায়তা করিতেন না। এ বিষয়ে ভয় নাই। পক্ষান্তরে শাসনকর্ত্তার সহিত প্রায়ই রাজনীতির পরিবর্ত্ত হইতেছে। লার্ড কানিঙ জমীদার ও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয়দিগকে বজায় করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন ; কিন্তু সর জন লরেন্স ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করিয়া গিয়াছেন। একজন নূতন শাসনকর্ত্তা আসিতেছেন শুনিলে, তিনি কিপ্রকার লোক, তাঁহার অধীনে কর বৃদ্ধি হইবে কি না, তিনি এতদ্দেশীয়দিগের বন্ধু বা শত্রু হইবেন লোকে ব্যগ্র ভাবে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। নূতন শাসনকর্ত্তা দুই বৎসরের ন্যূনে দেশের অবস্থা শিক্ষা করিতে পারেন না। এই দুই বৎসরকাল সেক্রেটারি প্রভৃতির দ্বারা শাসনকার্য্য হয়। ইহাতে শাসনকার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটা অনৈসর্গিক নহে। যাঁহারা দীর্ঘ কাল ভারতবর্ষে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা গবর্ণর জেনরলের পদের উপযুক্ত নহেন। তাঁহারা কুসংস্কার দলাদলী প্রভৃতির বশীভূত হইয়া পড়েন সুতরাং উদারভাবে কোন বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন না। সর জন লরেন্স ইহার প্রধান উদাহরণস্থল। নূতন শাসনকর্ত্তা আসিলেই দুই এক বৎসর শাসনকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, আবার এদেশে বহুকাল আছেন এরূপ লোকের দ্বারাও অনিষ্ট হয়, এমন অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? লার্ড মেয়ের অনেকগুলি সামাজিক গুণ ছিল ; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রাজনীতি নিবন্ধন সকলেই যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার কারণ এই, তিনি এদেশের সকল বিষয় ভালরূপ জানিতেন না ; সুতরাং সর রিচার্ড টেম্পল ও জন ষ্ট্রেচি সাহেবের ন্যায় সংকীর্ণ হৃদয় ব্যক্তিদিগের পরামর্শে কার্য্য করিতেন। আমাদিগের আশা ছিল, তিনি সমুদায় বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইলে আর নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মন্ত্রিদিগের পরামর্শে কাজ হইবে না। তিনি জীবিত থাকিলে আমাদিগের সে আশা ফলবতী হইত। কিন্তু তাহাতেই বা কি? তিনি এদেশের অবস্থাদি বিষয় সম্যক অবগত হইয়া উত্তমরূপে শাসনকার্য্য আরম্ভ করিতে না করিতে তাঁহার শাসনকালের শেষ হইত ; অমনি আর একজন নূতন গবর্ণর জেনরল আসিতেন। প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, এটী যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কেবল ইচ্ছা থাকিলে কাজ হয় না। শাসনকর্ত্তার দেশের প্রতি মমতা না জন্মিলে উত্তমরূপে শাসনকার্য্য হয় না। নিজের ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস না থাকিলে সহস্র গুণ সত্ত্বেও কোন কাজ হয় না। শাসনকর্ত্তার এই আত্মবিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু অধীনস্থ লোকদিগের সহিত সম-দুঃখসুখতা না থাকিলে সম্পূর্ণরূপে এটী হয় না। পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে কি ইহা হওয়া সম্ভাবিত? আমাদিগের মতে অন্ততঃ দশ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনরল

দের শাসনকালের সীমা করা কর্ত্তব্য। রাজ বংশের কেহ শাসনকর্ত্তা হইলে লোকের যে অনুরাগ ও রাজভক্তি বৃদ্ধি হয়, ইহা অদ্যাপিও ইংরাজ জাতি বুঝিতে পারিতেছেন না। যত দিন তাহা না হইতেছে তাবৎ কাল আমাদিগকে লাড মেয় ও লাড নর্থব্রুকের ন্যায় শাসন কর্ত্তার অধীনে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগের কার্য্যকাল অনায়াসে বৃদ্ধি করা যায়; সাধারণের যেরূপ ভাব তাহাতে ইহা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অযোগ্য দশায় আর্য্যজাতির বিবাহ ছিল না।

এক্ষণে যেরূপ অল্প বয়সে ও অযোগ্য দশায় পুত্রের বিবাহ হয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পুত্র কৃতবিদ্য সচ্চরিত্র ও পরিবার ভরণ পোষণক্ষম হইয়াছে কি না, এখন পিতামাতা সে বিবেচনা করেন না। অল্প বয়সে পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলেই পিতামাতা আপনাদিগকে শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এদেশে বেদ পাঠ লোপ হওয়াতেই এই গর্হিত সংস্কার ও তন্মূলক কুৎসিত বাল্যবিবাহ প্রথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের ও দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন হইত (১)। ভগবান্ মনু কহিতেছেন, পিতা যদি পুত্রের বেদাধ্যয়ন ও তদর্থজ্ঞানাদির উৎকর্ষ নিবন্ধন ব্রহ্মতেজের আকাঙ্ক্ষা করেন, গর্ভ পঞ্চমে পুত্রের উপনয়ন দিবেন। ঐরূপ রাজ্য বলার্থী ক্ষত্রিয় ষষ্ঠ বর্ষে এবং কৃষ্যাদির উন্নতিকাঙ্ক্ষী বৈশ্য অষ্টম বর্ষে নিজ পুত্রের উপনয়ন দিবে (২)। এই উপনয়নের পর বেদারম্ভ বিধি দৃষ্ট হয়। গুরু গৃহে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত। শাস্ত্রে এই অধ্যয়নের কাল নিয়ম আছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে লিখিত হইয়াছে, দ্বাদশবর্ষ বেদ গ্রহণার্থে ব্রহ্মচর্য্যের কাল। এটী ঋক্ যজু ও সাম এই তিন বেদের অন্যতর গ্রহণের, ত্রিবেদ গ্রহণের কাল নয়। কারণ মনু কহিয়াছেন, উপনয়নের পর গুরুকুলে বাস করিয়া ছত্রিশ, আঠার অথবা নয় বৎসর তিন বেদ শিক্ষা করিবে। মনু এইরূপ কাল নিয়ম করিয়া শেষে কহিয়াছেন, এই নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যদি বেদ শিক্ষা হয়, সেই পর্য্যন্ত বেদ গ্রহণরূপ ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিবে, আর যদি ঐ সময়ের মধ্যে শিক্ষা না হয়, আরও অধিক দিন গুরুগৃহে থাকিতে হইবে (৩)।

শাস্ত্রকারেরা বেদশিক্ষার পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ ও উদ্বাহের বিধি দিয়াছেন। মনু লিখিয়াছেন, তিন বেদ হউক, দুই বেদ হউক, অথবা এক বেদ হউক, অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। মনুসংহিতার আর একস্থানে লিখিত হইয়াছে, গুরুর অনুমত হইয়া সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া লক্ষণান্বিত সবর্ণা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে (৪)।

আর্য্য জাতীয়েরা যে কেমন সভ্য ছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। পুত্র যাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সচ্চরিত্র কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল না হইত, তাবৎ পিতা তাহার দার পরিগ্রহে অনুমতি দিতেন না। সভ্য লোক মাত্রেরই এই রীতি। যাবৎ পরিবারের ভরণ পোষণ ক্ষমতা না জন্মে, তাবৎ বিবাহ করা বিধেয় নয়। অযোগ্য দশায় বিবাহ করিলে সংসার সুখময় না হইয়া বিষময় হইয়া উঠে। প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা উচিত ও উপযুক্ত সময়েই পুত্রের পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা বিবাহ পদার্থ কি তাহা বুঝিতেন। এই আমার আর্য্যা ইত্যাকার জ্ঞানের নাম বিবাহ (৫)। শাস্ত্রকারেরা বিবাহের এই লক্ষণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের আর্য্য জাতীয়দিগের বিবাহেই ঐ লক্ষণের প্রকৃতরূপ সমন্বয় হইত। এখন যে সমস্ত বালকের বিবাহ হয়, তাহাদিগের কি উল্লিখিত প্রকার জ্ঞান জন্মে? দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য কি তাহারা কি তাহা বুঝিতে পারে? শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মাদি বলিয়াছেন আট প্রকার বিবাহ লক্ষণ করিয়াছেন (৬)। তন্মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে কৃতবিদ্য সুশীল পাত্রে কন্যাদানের বিধি দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীনকালের আর্য্যজাতীয়দিগের বিবা

(১) অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভাষ্টমে বা। একাদশে ক্ষত্রিয়ং। দ্বাদশে বৈশ্যং। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রং।

গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ। মনুসংহিতা।

(২) ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে। রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোহষ্টমে। মনুসংহিতা।

(৩) দ্বাদশ বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রং।

ষট্ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং। তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা। মনুসংহিতা।

(৪) বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং। অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবসেৎ। গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং। মনুসংহিতা।

(৫) ভার্য্যাত্বসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ। উদ্বাহতত্ত্বং।

(৬) ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্যঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং। আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মনুসংহিতা।

সেই এ বিধির যথার্থ অনুসরণ হইত। এখন কি আর ইহার অনুসরণ হয়? বালক পরিণেতার চরিত্র নির্ণয় সম্ভাবনা কি? অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিবাহকালে পাত্রটিকে বিলক্ষণ সচ্চরিত্র বলিয়া বোধ হইল, দিন কত পরে তিনি একজন পাকা মাতাল হইয়া উঠিলেন। অনেক দিনের অভ্যাস ব্যতিরেকে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় না। পূর্ব্বে বেদাভ্যাসের যে নিয়ম ছিল, তাহাতে চরিত্রের দোষ ঘটিবার অল্প সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে বেদ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র শিক্ষা হইয়া যাইত। একণে বেদ পাঠের সঙ্গে চরিত্র শিক্ষা যে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা সামান্য শোকের বিষয় নহে। যে পাত্রের চরিত্র দূষিত, তাহাকে কন্যা দান করিয়া কেবল যে পিতা মাতা চির অসুখী হন এরূপ নয়, সেই কন্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিবেশিরাও যাহার পর নাই অসুখিত হইয়া থাকেন। আজি কালি অনেকের চৈতন্য হইয়াছে, অনেকেই এখন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র কৃতকর্ম্মা পাত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদি সকলেই এইরূপ চেষ্টা পান, বোধ হয় আর্য্যজাতীয়দিগের সেই প্রাচীনকালের বিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থার প্রকারান্তরে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইতে পারে।

নূতন পুস্তক।

১। প্রথম শিক্ষা। [illegible]ক বাবু কৃষ্ণদেব পাল ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি বালকদিগের বর্ণপরিচয় পক্ষে উত্তম হইয়াছে।

২। দ্বিতীয় শিক্ষা। এখানিও উপরি উক্ত প্রণেতার রচিত। ইহাতে সংক্ষেপে ব্যাকরণের নিয়মাদি ও মধ্যে মধ্যে এক একটী উপদেশ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যে সকল বালকের শিক্ষার্থ এখানি রচিত হইয়াছে, উক্ত বহু নিয়মাদি বুঝিয়া উঠা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত [illegible] মুখস্থ করিয়া রাখিলে [illegible] শিক্ষা বিষয়ে এতদ্দ্বারা তাহাদের কতদূর উপকার হইবে বলা যায় না।

৩। বসন্ত বিরহ। শ্রীযুক্ত বাবু মহিম চন্দ্র গুপ্ত ইহার রচনা করিয়াছেন। নানা বিধ পদ্যচ্ছন্দে একটী আখ্যায়িকার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। পদ্যগুলি সুললিত ও ভাববিশিষ্ট হইয়াছে।

৪। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এখানি প্রহসন রচয়িতার নাম নাই। একজন কুলীন ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ, কুপরামর্শ দিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ, জাল করিয়া পরের বিষয় হরণ, ধনলোভে নানা দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দোষের বর্ণন করিয়া পরিশেষে ধনলোভে তাহার স্বজনের হত্যাপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের বিষয় লিখিত হইয়াছে। গল্পটি সামান্য মাত্র।

সংবাদ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

লার্ড উইলিক ব্রোম কলিকাতার জষ্টিস দিগের সভাপতি হইয়াছেন। কলিকাতার পুলিসের ক্রমে অধোগতি হওয়াতে সভাপতির হস্তে আর পুলিসের ভার রাখা হইতেছে না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কাম্বেল সাহেব পুনর্ব্বার ওয়াকোপ সাহেবকে পুলিস কমিসনর করিয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছে।

সি, এ, বর্ণার্ড সাহেব বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিতেছেন। ২৪ পরগণার উপযুক্ত জজ বোকট সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় গমন করিতেছেন। বর্দ্ধমানের জজ লার্ড সাহেব ২৪ পরগণায় আসিতেছেন। অতএব দ্বিতীয় অবস্থ জজ বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মেদিনীপুরের ছোট আদালতের জজ হইয়া গমন করিতেছেন। কিন্তু ২৪ পরগণার লোকে তাঁহার গমন জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। বিচারপতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক মহেন্দ্র বাবুর সে সমুদায় আছে।

শুক্রবার ৬ টা ৩০ মিনিটের সময়ে লার্ড নেপিয়র ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরলের পদগ্রহণ করিয়াছেন। যথারীতি সমারোহ হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিমিত্ত যেরূপ শোকাক্রান্ত হইয়াছেন তাহাতে নূতন শাসনকর্ত্তার আগমন নিমিত্ত কোন জয়ধ্বনি অথবা অন্য কোনরূপে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

এবার ২৪ জন ছাত্র এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দিল্লী কালেজের একজন ছাত্র সর্ব্বপ্রধান, এবং লক্ষ্ণৌএর কানিঙ কালেজের একজন দ্বিতীয় হইয়াছেন।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন বিচারাসন হইতে শোক প্রকাশ করিবার সময়ে বিচারপতি ফিয়ার বলেন, তাঁহার বিশ্বাস এই, কি আবদুল্লা কি সিরার আলি কাহারও রাজনীতি সংক্রান্ত কোন দুরভিসন্ধি ছিল না।

"[illegible] ইউরোপীয়গণ বলেন, উক্ত আসামী দোষী, [illegible] বলিলে আমি দোষী নহি" [illegible] সিরারআলি বিদ্রূপ করিয়া ঐরূপ বলিয়াছিলেন। পেশোয়ারে যথেষ্ট প্রমাণ না লইয়া তাহার দণ্ড দেওয়া হয়। তাঁহার এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই, এতদ্দেশীয় দিগের কথা আদালত বিশ্বাস করিবেন না। ইউরোপীয়গণ দোষ থাকুক না থাকুক তাহাকে নিশ্চয় দোষী বলিবেন। এ ব্যক্তি নিতান্ত নির্দ্দোষ নহে।

রথ্যাকর আদায়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি কালেক্টরেরা বহির্গত হইয়াছেন। জমীদারেরা বলিতেছেন, তালিকায় যে যে বিষয় জানিবার উদ্দেশ্য তাহা তিন মাসের মধ্যে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সকলই সম্ভাবিত জানেন। টাকার প্রয়োজন, অবশ্যই দিতে হইবে।

লেডিমেয়ো সেনাপতি ষ্টিওয়ার্টকে লিখিয়াছেন, তিনি সাধ্যানুসারে মৃত গবর্ণর জেনরলকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গত দুর্ঘটনায় তাঁহার কোন দোষ নাই। এই পত্র লেডিমেয়োর ন্যায় স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বটে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যে ব্যক্তির জীবন এত মূল্য

যান তাঁহার নিকটে কোন প্রকার কয়েদিকে কি নিযুক্ত থাকিতে দেওয়া হয়? আন্দামানের কয়েদিদিগের মধ্যে উত্তম চরিত্রের লোক থাকিতে পারে, কিন্তু গবর্ণর জেনরলের ন্যায় লোকের নিকটে থাকিবার তাহারা উপযুক্ত নহে।

কানিঙ কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী ব্যারিষ্টর হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। উক্ত কালেজের বাবু রাজেন্দ্রকুমার যে সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশার্থ উক্ত দেশে যাইতেছেন।

শ্যামের রাজাকে উইলসন হোটেলে স্থান দেওয়াতে অনেকে আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কিন্তু এ বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে এখন আড়ম্বর প্রকাশের সময় নয়। রাজা বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজে গিয়া তথায় জাহাজে আরোহণ করিবার মানস করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পূর্ব্বে তাঁহাকে যে বাসা দেওয়া হয় তাহা উঠান হইয়াছিল। রাজার নিজের ও ইচ্ছা ছিল যে, এমন দুঃখের সময়ে তাঁহার নিমিত্ত কোন আড়ম্বর করা হয়।

শ্যামদেশের রাজা বোম্বাই হইতে কতকগুলি ইউরোপীয় শিল্পিকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি পক্ষে তিনি যত্নবান হইবেন। বোম্বাইস্থিত বিদেশীয় কন্সলেরা যে দিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন সে দিবস এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির কার্য্য প্রণালীর প্রতিবাদের নিমিত্ত ভবানীপুরে এক সভা হইতেছে। ঐ অঞ্চলে করসংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ অত্যাচার হয়।

১৬ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

নবিগঞ্জ সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বসু কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী ২০ টাকার কারেন্সি নোট প্রেরণ করিয়াছেন।

"বহুবিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী" প্রণেতা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ রায় উক্ত পুস্তক উপহার পাইয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ উহার একশত খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ রেলওয়ের একটী শাখা রেলওয়ে নীলগিরি পর্য্যন্ত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১১৪২৮৮২ টাকা প্রদানে সম্মতি দিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার লার্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন বলিয়া ষ্টেট সেক্রেটারি বর্ত্তমান প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরলের নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার সেসিয়ন জজ কোকর্ট সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কাউন্সিলের অতিরিক্ত সভ্য বার্ণার্ড সাহেবের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

মণ্ট্রি হইতে এক ব্যক্তি সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি তথায় একজন মুসলমান একটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোককে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হন্তার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছে, সে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিল ঈশ্বর তাহাকে ঐ স্ত্রীলোকটীকে বধ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে বায়ুরোগগ্রস্ত হয়।

গতকল্য প্রাতঃকালে শ্যামের রাজা কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। গমন কালে সম্মানসূচক ২১ টী তোপধ্বনি হইয়াছিল।

সিন্ধীগেজেট বলেন, করাচির এক বণিকের একটী শুকপক্ষী ছিল। পক্ষীটিকে শাস্ত্রের কতগুলি কথা শিখান হইয়াছিল, সে সর্ব্বদা সেইগুলি বলিত। পক্ষীটী মরিয়া যাওয়াতে নৃত্য গীত বাদ্য ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মহাসমারোহে উহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করা হইয়াছে।

প্রধানতম বিচারালয় গবর্ণর জেনরলের হত্যাকারী সিরার আলির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার অনুমোদন করিয়াছেন এবং বধের নিমিত্ত অদ্য প্রাতঃকালে ফোলিয়া নামক জাহাজ পোর্টব্লেয়ার বন্দরে যাত্রা করিবে।

গত শুক্রবার বোম্বাই গেজেট এক বিশেষ টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, প্রিন্স বিসমার্ককে গোপনে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছিল বলিয়া উহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

মান্দ্রাজ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, গত কল্য ডাকের জাহাজ তথায় উপস্থিত হইয়াছে। জাহাজ নঙ্গর করিবার পূর্ব্বে জাহাজের অধ্যক্ষ আডামস সাহেবের এপোপ্লেক্সিতে মৃত্যু হয়।

১৭ ই ফাল্গুন বুধবার।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমার নিকটে আর এক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। আফ্রিদি জাতির কতকগুলি লোক ব্রিটিশ সীমার অন্তর্গত একটী পল্লী হইতে বলপূর্ব্বক বহুসংখ্য মেষ পশ্বাদি লইয়া যায়। পেশোয়ারের কমিশনর তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দেন, ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যে উহাদের যাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাকেই কারারুদ্ধ করা হইবে এবং মেষ ছাড়িয়া না দিলে উহাদিগকে মুক্ত করা হইবে না।

লার্ড মেয়োর মৃত্যুতে শোক ও বিস্ময় প্রকাশ করিবার জন্য গত সোমবার আলাহাবাদের মুসলমানদিগের এক সভা হইবার কথা ছিল।

ইংলিসমান বলেন, কাশ্মীরের রাজা দরবারে উপবেশন করিয়াছিলেন এমন সময়ে গবর্ণর জেনরলের মৃত্যু সংবাদ যায়। সংবাদ পাইবামাত্র রাজা দরবার ভঙ্গ করিয়া আফিস সমূহ তিন দিবসের জন্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা দেন।

অম্বালার মুসলমান কসাইরা সদর বাজার দিয়া গোমাংস লইয়া যায় বলিয়া তত্রত্য হিন্দু সমাজ নালিশ করিয়াছেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কমিশনর কর্ডিশ সাহেবের নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পাতিয়ালার রাজা সমুদায় কার্য্যালয় ৩ দিনের জন্য বন্ধ করিবার আজ্ঞা দেন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে যে দুটি তোপধ্বনি হইত তাহাও বন্ধ করা হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মকদ্দমার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। গত বৎসর যত মোক-

রানি মকদ্দমা হয় উহার সংখ্যা তাহার পূর্ব্বৎসরের অপেক্ষা ৫১১৫ অধিক। তবে ছোট আদালতের মকদ্দমার সংখ্যা কতক কমিয়াছে।

একখানি সংবাদ পত্রে এক অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লিখিত হইয়াছে। একজন মান্দ্রাজী একটী বানর পুষিয়াছিল। সে সর্ব্বদা উহাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইত। এক দিন কোন কার্য্য বশতঃ সে স্থানান্তরে যাইতেছিল, সঙ্গে সেই বানরটী ও কতক টাকা ছিল। পথি মধ্যে ধনলোভে কয়েক জন দস্যু তাহাকে হত্যা করিয়া টাকা প্রভৃতি লয় ও তাহার মৃত দেহ এক কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়। বানরটী এক বৃক্ষ মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াছিল। দস্যুরা প্রস্থান করিলে বানরটী বৃক্ষ হইতে নামিয়া তত্রত্য তহশিলদারের বাটীতে গিয়া চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। তহশিলদার ইহার কোন কারণ আছে ভাবিয়া উহার সঙ্গে চলিলেন। সে বানর সেই কূপের নিকটে লইয়া গিয়া উহার মধ্যে নামিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিত করিতে লাগিল। তহশিলদার কয়েক জন লোককে কূপ মধ্যে নামাইয়া দিলে ঐ মৃত দেহ পাওয়া যায়। পরে যে স্থানে টাকা ও অলঙ্কারাদি প্রোথিত ছিল, তাহাও দেখাইয়া দেয়। পরিশেষে সকলকে বাজারে লইয়া গিয়া তথায় হত্যাকারীদের একজনকে দেখিতে পাইবামাত্র উহার পা কামড়াইয়া ধরে। ঐ ব্যক্তি দ্বারা আর সকল হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। চিনিবাধির সেসিয়ন আদালতে উহাদের বিচার হইতেছে।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, তমোলুকের একজন ভদ্র কর্ম্মচারী তাহার স্ত্রীকে শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা দিবার জন্য একজন মিসনরি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি মেম সাহেব তাঁহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মিসনরি শিক্ষয়িত্রীরা আজি কালি এই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। সে দিন মেদিনীপুরে এরূপ এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

১৬ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

পুঁড়া গ্রামস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, খিদিরপুরের শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৩০ টাকা দান করিয়াছেন।

এ, আর টমসন সাহেবের বিদায় কাল শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সি, ই বার্ণার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি থাকিবেন।

মান্দ্রাজের একখানি সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, প্রিন্স আজিম জা সম্প্রতি ১৬ বর্ষ বয়স্কা এক বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। আজিম জার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে। ইনি একচল্লিশটী বিবাহ করিয়াছেন। এই বেয়াল্লিশটী হইল। অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে কুলীনেরা বড় হারাইতে পারেন না।

বারাণসীর মিউনিসিপালিটী ক্লার্ক সাহেব তথায় গিয়া উক্ত নগরে ড্রেণ করিবার কোন উপায় উদ্ভাবন করেন, এই অভিপ্রায়ে কলিকাতার জষ্টিসদিগের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন।

ভরতপুরের রাজা লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ জন্য তিন দিনের নিমিত্ত আফিস সমূহ এবং সকাল ও সন্ধ্যা কালে যে তোপধ্বনি হইত তাহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা দেন।

মান্দ্রাজ এথিনিয়ম লিখিয়াছেন, তথায় চোর ও ডাকাইত ধরিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে কাজও হইতেছে। যে পুলিসের এলাকায় চৌর্য্যাদি হয়, সেই পুলিস কর্ম্মচারীরা যে পর্য্যন্ত না দস্যুদিগকে ধরিয়া দিতে পারেন সেপর্য্যন্ত তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এখানে এ উপায়টী অবলম্বন করিলে বিশেষ কাজ হয়।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, বঙ্গদেশের আর সকল স্থানের শস্যাদির অবস্থা উত্তম, কেবল জলপাইগুড়ি ও দারজিলিঙের সংবাদ বড় সন্তোষকর নহে। জলপাইগুড়িতে চাউলের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে।

সিন্ধু ও পঞ্জাব রেলওয়ের কোত্রি ও মোহিতে যে দিন ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা রেলওয়ের সেতুর কোন অনিষ্ট হইয়াছে কি না এই আশঙ্কা করিয়া রাত্রিতে কোন ট্রেণ যাইতে দেওয়া হয় নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, দারজিলিঙ নিউস সংবাদ পত্রখানি এক্ষণে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইতেছে। মুদ্রণ কার্য্যাদিও সুন্দর হইতেছে।

দিল্লী গেজেটে লিখিত হইয়াছে, সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ এক কোরাজিন কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন এবং কন্যার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারও বিভাগের কতগুলি লোক কন্যার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মেডাল পুরস্কার পাইয়াছে।

গত বৎসর ব্রিটিশ সেনাদল হইতে সুরাপানে মত্ততা অপরাধে ২০০০০০০ টাকা জরিমানা আদায় হয়।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, মেদিনীপুরের অন্তর্গত খন্দেরা নামক স্থানে এক গৃহস্থের এক গাভী এক অদ্ভুতপূর্ব্ব বৎস প্রসব করিয়াছে। উহার পশ্চাদ্ভাগে একটী মাত্র পা আছে, আর একটী পার চিহ্ন মাত্র নাই। বৎসটী তিনপদে ধাবাইয়া চলিয়া বেড়াইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, মেদিনীপুরের একজন ভদ্রলোক সুরা সেবনে উন্মত্ত হইয়া ছাদে উঠিয়া বলেন, আমি উড্ডয়মান বানর হইতে পারি, এই বলিয়া লম্ফ প্রদান করাতে বিলক্ষণ আহত হইয়াছেন। ইনি মন্দ লোক নন।

অন্য একজন ফেনিয়ান বধিরকাম প্রাসাদের প্রাঙ্গনে ইংলণ্ডেশ্বরীকে গুলি করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু ধৃত হইয়াছে।

গ্লাসগো নামক যে জাহাজে লার্ড মেয়োর মৃতদেহ যাইতেছে উহা ১২ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইবে।

কোচিন আর্গসের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বাঙ্গেলোরের ধন জাতীয় একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি ৪ টী সন্তান প্রসব করিয়াছে, তিনটী পুত্র একটী কন্যা।

এ ... ১ম ... তারিখ ... কৃষ্ণাদ্বাদশী ।

ডাক্তার ঔয়েবল ও তাঁহার পত্নী উভয়ে শিক্ষার নিমিত্তে ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন ।

সম্প্রতি এই, ন্যায় বাবর যে জিলায় ... দের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

বরদার গুইকুমার নিজ রাজধানীর লোক সংখ্যা গ্রহণের নিমিত্ত এক বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা প্রজাবর্গকে জানাইয়াছেন, প্রত্যেক গৃহস্থ নির্দিষ্টবারে প্রাতঃকাল ৬॥ ঘটিকার সময় স্ব স্ব দ্বার দেশে এক একটী আলোক লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন । সংখ্যাকারীরা আসিয়া তাহাদিগকে গণিয়া যাইবে । গুইকুমার ইংরাজ শাসন প্রণালীর অনুকরণে যত্নবান হইয়াছেন ।

২০ এ ফাল্গুন শনিবার ।

যশোহরের তালুকদারেরা লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে সান্ত্বনা সূচক এক অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন ।

পাবনা হইতে প্রীতিকর সংবাদ আসিয়াছে । ইহাদের এবং নিরাজের চতুর্দ্দিকে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । শস্যাদি জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা জন্মিয়াছে ।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে :—

৫ টাকা	সিক্কা	৯৮৬৮/—৯৯
৫ "	কোং	১১৯৶—১১১৶
৪॥ "	"	১০৪॥—১০৫
৪॥ "	"	১০৩—১০৩।
৪॥ "	"	১০১॥৶—১০১৸৶
৪॥ "	"	১০৪।৶—১০৪৸৶

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ ।

২০ এ ফেব্রুয়ারি । মুন্সী আবদুল্লাহ আবজল কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরে ষষ্ঠ শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন । ইনি ১৮২২ অব্দের ৯ এবং ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি । জ্বরদিক্ষি ... প্রথম শ্রেণীর একজন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

এম, ... বদোদরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন । কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে ।

জবলিউ কেবল প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন ।

জে, এস, আরমষ্ট্রঙ্গ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন । কিন্তু আপাততঃ প্রথম শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে ।

সি, টি টেলর ভাগলপুরে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

এ, স্মিথ ২য় সর্বের সিবিলর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন ।

এচ, টি রেবেন্‌শ পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন । কিন্তু আপাততঃ হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট সেশিয়ন্স জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে ।

এ, বি, কালভিন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং বেগসরায় মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

উপরিউক্ত আটটি নিয়োগ ১লা মার্চ হইতে আরম্ভ হইবে ।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি কমিশনর এস, সি বেলি কিছুদিনের জন্য পাবনা বিভাগের রাজস্ব ও সারকিট কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন ।

সিলেটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী সাহেব মহম্মদ ইসহাক ময়মনসিংহে বদলী হইলেন ।

জবলিউ, এচ, ডিবলি কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কলিকাতার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন ।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ ।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি । বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি । এচ, সি রিচার্ডসন কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সেশিয়ন্স জজের প্রতিনিধি হইবেন ।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি । জে এম, লোইস কিছুদিনের জন্য হুগলীর অতিরিক্ত জজের প্রতিনিধি হইবেন ।

মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ ই, ... যে পর্যন্ত ১লা মার্চ অবধি উক্ত বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ হইবেন ।

ই, জ্যাকসন ১লা মার্চ অবধি মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন জজ হইবেন কিন্তু আপাততঃ তিরহুতের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন্স জজের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে ।

এচ, এম প্রাট কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশিয়ন্স জজের প্রতিনিধি হইবেন ।

এ, আর টমসন সাহেবের অনুপস্থিতি সময়ে সি, ই বার্ণার্ড সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি থাকিবেন ।

টি, জে চাপমান কলিকাতায় একজন ডিপুটি সপাল কমিশনর হইবেন ।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি । আর্থর লিডিয়ার্ড কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম ও ঢাকার অতিরিক্ত জজের প্রতিনিধি হইবেন ।

এ, মাকেঞ্জি
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
জুনিয়র সেক্রেটারি ।

—০—

ইউরোপীয় সমাচার ।

লণ্ডন ২৩ এ ফেব্রুয়ারি । ফিলাডেল্‌ফিয়া গবর্ণমেণ্টের আরোপিত নিষেধ উঠাইবার জন্য লণ্ডনে মহা উদ্যোগ হইতেছে ।

লণ্ডন ২৫ এ ফেব্রুয়ারি । অদ্য রাত্রিতে সর চার্লস উড ... বাটীতে প্রস্তাব করিয়াছেন, ইংলণ্ডের ... বিষয় ... জুডিসিয়াল কমিটির হস্তে অর্পণ করা হয় । ... ও লোর্ড সাহেব উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন । অবশেষে বাদানুবাদ হইয়া ১২০ জনের মতে ও ৮৪ জনের অমতে উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

ওয়াশিংটন ২৩ এ ফেব্রুয়ারি । অদ্য বাইস প্রেসিডেণ্ট এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, আমেরিকা কিম্বা ইংলণ্ড কেহই ওয়াশিংটনের সম্মুখে সাক্ষী হইবেন না । গত কল্য আব্রহাম লিঙ্কনের পত্নী ওয়াশিংটনে উপস্থিত হইয়াছেন ।

লণ্ডন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি । সিঙ্গাপুর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, জাপানে টাইকুন ও মিকাডোর মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হইতেছে ।

অদ্য ফিলাডেল্‌ফিয়ার গবর্ণমেণ্ট আরোপিত নিষেধ উঠাইয়া লওয়া সাধারণ লোক চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে ।

লণ্ডন ২৭ ফেব্রুয়ারি । সেক্রেটারি সিক্রিটারি সমাদের ... জন্য ... সময় ...

[illegible]কে বকিংহাম-প্রাসাদে আহ্বান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণ ৩—৩০। প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য বিষয়ক উপাসনা উপলক্ষে সেণ্টপল গির্জ্জায় মহাসমারোহ হয়। রাজ্ঞী, প্রিন্স অব ওয়েলস, ও তাঁহার দুই পুত্র ডিউক অব এডিনবরা, রাজকন্যা বিয়াট্রিস এবং রাজপুত্র লিওপোল্ড ও আর্থর উপস্থিত ছিলেন।

লণ্ডন ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। গত কল্য ওয়াশিংটনে মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইয়া স্থির হইয়াছে, আলাবামা সম্বন্ধে উঁহারা যে ক্ষতি পূরণ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কমাইবেন না।

লণ্ডন ১ লা মার্চ্চ—গত কল্য একজন ফেনিয়ান বকিংহাম প্রাসাদের প্রাঙ্গণে রাজ্ঞীকে গুলি করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু ধৃত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর বক্‌লাণ্ড সাহেব অত্রত্য মুন্সেফি বিচারালয় দাতব্য চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ও সমস্ত স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং বিদ্যালয়ে আসিয়া সমস্ত শিক্ষকের প্রতি আশানুরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক কেদার বাবুর স্বাভাবিক দক্ষতায় অধিক তুষ্ট হইয়াছেন এবং মেদিনীপুরেও এই সন্তোষ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইনি কাজ কমিশনর অতি সুচতুর কর্ম্মচারী।

অন্য ইন্‌স্পেক্টর মার্টিন সাহেব তমোলুক ইংরাজী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং ৭ম ও ৮ম বর্গ শ্রেণীস্থ বালকদিগের পরীক্ষা করিয়া ও বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়াদি এবং স্থানীয় চাঁদা প্রভৃতির সুচারুরূপে আদায় হইতেছে জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন এবং পরিদর্শন পুস্তকে অন্যান্য শিক্ষকের প্রতি পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক কেদার বাবু উপযুক্ত ও পরিশ্রমী, সুতরাং তাঁহার স্কুলোন্নতির কথায় বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিলেন এবং সম্পাদক মুন্সেফ বাবুর সর্ব্ববিষয়িণী যত্নশীলতায় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গেলেন।

মার্টিন মহোদয় মেদিনীপুর হাইস্কুল সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, আমরা দুঃখিতচিত্তে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম, শিক্ষাধ্যক্ষ আটকিন্সন সাহেব প্রস্তাবিত হাইস্কুল স্থাপনের প্রতিকূলে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন যে, মেদিনীপুরের বালকগণের মনোবৃত্তির এখনও তাদৃশী উন্নতি হয় নাই যে যাহাতে তথায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। বিশেষতঃ মেদিনীপুরে হাইস্কুল হইলে হুগলী কালেজের পরিণামে যদি অবনতি হয় এই জন্য শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ আপত্তি করায় এখন উহা স্থগিত আছে, কিন্তু দেশহিতৈষী জমীদার নবীন বাবু প্রভৃতি এবিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী আছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ সমীপে প্রার্থনা করি, যাহাতে পূর্ব্বোক্ত মহোদয়দিগের সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়। মেদিনীপুরে হাইস্কুল হয়, এজন্য এজেলার সকল লোকই বিশেষ উৎসুক ও ব্যগ্র, সুতরাং সাধারণের এ মনোভিলাষ ভঙ্গ করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। যদি কটকে হাইস্কুল হওয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হয়, তবে মেদিনীপুরের অপরাধ কি? ভরসা করি শিক্ষাধ্যক্ষ এবিষয়ে স্বীয় মতি প্রায় পরিবর্ত্তিত করিবেন। অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়টীর গৃহ প্রস্তুত করণার্থ সম্পাদক মুন্সেফ গিরিশ বাবু অনেক স্থানেই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এতৎসঙ্গে মহিষাদলাধিপতি বাহাদুরের নিকটেও সাহায্য প্রার্থিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, রাজা বাহাদুর স্বীয় নৈসর্গিক দানশৌণ্ডতার পরবশ হইয়া এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টীর অবস্থোন্নতি করেন, কারণ কল্প বৃক্ষ নিকটে থাকিতে অন্য পাদপের উপাসনা করা সর্ব্বথা অনুচিত।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি }
১৮৭২

—০—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, ঢাকার প্রসিদ্ধ জমীদার কে, সি, এস্, আই, খাজে আব্দুল গণি মিয়া মহোদয় "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রাপ্ত হওয়াতে সাধারণের হিতার্থে ৫০০০০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত টাকা দ্বারা কিরূপ কার্য্য করিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ঢাকার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে অদ্য আমরাও কতিপয় কথা বলিতে বাঞ্ছা করিয়াছি। "উক্ত টাকা দ্বারা ঢাকাতে একটী শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন করা হউক" হিন্দু হিতৈষিণী সম্পাদক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এ মতে আমরা সায় দিতে পারি না। কারণ আমাদিগের দেশ এখন পর্য্যন্তও এরূপ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই যে কৃষকেরা যাইয়া বিদ্যালয়ে কৃষি কার্য্যের নিয়মাদি শিক্ষা করিবে। শিল্প কার্য্যও বিদ্যালয় ব্যতীতই একপ্রকার চলিতেছে। অতএব কথিত টাকাগুলি হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদকের প্রস্তাবানুসারে ব্যয় করা আমাদিগের মতে উচিত নয়। উপায়হীন ছাত্রগণের (যাহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাভাব নিবন্ধন কালেজাদিতে পড়িতে সক্ষম নহে) জন্য ঢাকাতে এরূপ একটী অবৈতনিক কালেজ স্থাপন করা হউক এবং উক্ত পঞ্চাশ সহস্র টাকার সুদের দ্বারাই উহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাউক" ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ মতেরও অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কারণ পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদের দ্বারা একটী কালেজের ব্যয় কখনও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। শতকরা এক টাকা হার সুদ হইলেও পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ মাসিক পাঁচ শত টাকার অধিক হয় না। পাঁচ শত টাকায় যে কিরূপে একটী কালেজের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে ইহা পাঠকগণই বিবেচনা করিতে পারেন। তবে হইতে পারে যদি খাজে সাহেব এতৎ কালেজের জন্য আরও পঞ্চাশ সহস্র টাকা প্রদান করেন। আমরা এ জন্য উক্ত মহোদয়কে অনুরোধও করিতেছি। আর যদি

সাহেব সাহেব আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান না করেন, তাহা হইলে কোন

জেলার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ... সাহায্য করা হউক, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ নিজ ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া বৎসরান্তে তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেছেন, তদ্রূপ ঢাকা জেলার অন্তর্গত পল্লীবাসিনী অবলাগণের জন্য কতকগুলি উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া বৎসরান্তে তাঁহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কার বিতরণের নিয়ম করা হউক। আমরা প্রত্যেক গ্রামের জন্য এক এক জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে বলি না। প্রত্যেক দুই তিন গ্রামের জন্য এক একজন হইলেই যথেষ্ট হইবে। আবার শিক্ষয়িত্রীগণের কার্য্য এবং অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষা পরিদর্শনার্থ কয়েকজন তত্ত্বাবধায়িকা নিয়োগ করাও চাই। সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদিগের জন্য যেরূপ "ইউনিবারসিটী" আছে, অন্তঃপুরিকাগণের জন্যও তদ্রূপ প্রথার প্রচলন করা হউক। এই উপায় ব্যতীত আর এদেশের স্ত্রীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার উপায়ান্তর নাই। সত্য বটে, এইরূপ করিতে হইলে অত্যন্ত ব্যয়ের আবশ্যক। এমন কি ব্যয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া অনেকে হয় ত আমাদিগের এ প্রস্তাবে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাহারও পন্থা আমরা বলিয়া দিতেছি। য়্যাকে সাহেবের প্রদত্ত ৫০০০০ হাজার টাকার মাসিক সুদ পাঁচ শত টাকা ত আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে আর পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করুন। তাহাতেও যদি ব্যয়ের অকুলান হয়, তবে অন্তঃপুরিকাগণের শিক্ষিত আত্মীয়দিগের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা গ্রহণ করা হউক। স্ত্রীগণের এরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে বোধ হয় সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় চাঁদা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। ইহার পরে আমরা অন্তঃসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাদি পর্য্যালোচনার বাসনা রহিল।

২০এ ফেব্রুয়ারি }
১৮৭২

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

প্রায় ৯ বৎসর অতীত হইল জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর, সাহায্য কৃত ইং বাং বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া গোবিন্দপুর ও তৎ সন্নিহিত গ্রাম সমূহের বালক বৃন্দের রীতিমত ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা বিধান করিয়া উন্নতির সহিত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর হইল বিদ্যালয়ের একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে পঞ্চশতাধিক টাকা ব্যয়িত হওয়াতে বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫০ দেড়শত টাকা ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কাহারো অবস্থা এতদূর উন্নত নহে যে একবার স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া পুনর্ব্বার এই ঋণ পরিশোধার্থ বিশেষ আনুকূল্য করেন। ফলতঃ উপস্থিত ঋণ জন্য স্কুলের এতাদৃশ দুরবস্থা হইয়াছে ও পরিশোধ জন্য অধ্যক্ষগণকে এতদূর বিব্রত হইতে হইয়াছে যে, অচিরকাল মধ্যে এতাদৃশ যত্নার্জ্জিত স্কুলগৃহটী বিক্রীত হইয়া বিদ্যালয়ের সমুদায় উন্নতির পথ এককালে অবরুদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে।

উপরিউক্ত দুরবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ, অধিকন্তু পরোপকার ব্রতব্রত পরম বিদ্যোৎসাহিনীদ্বয়, বিখ্যাত শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ও শ্রীমতী রাণী শরৎ সুন্দরীর শরণ লওয়া শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছেন। যেমন কোন কোন লোক নিজে পরের অপকার করিবে সর্ব্বদা তাহারই ছিদ্র অন্বেষণ করে, ইহাঁরাও তদ্বিপরীতে কিসে অপরের দুঃখমোচন বিপদ্ হরণ বিদ্যোন্নতি ও বিদ্যাবিষয়ে লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন নিয়ত কাল সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে অভিপ্রায়ে এই কল্পলতিকা দ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই সেই কার্য্যে তাহাদিগকে নিষ্কাম করিয়াছেন। অতএব আমরা কাতর স্বরে এই অলোক সামান্যা, জনগণের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী রমণীদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা স্ব স্ব স্বভাবসুলভ ঔদার্য্য দয়া ও বদান্যতা গুণে এই বিপন্ন গোবিন্দপুর স্কুলটীকে উপস্থিত আকস্মিক বিপদ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া এই দীন হীন গোবিন্দপুর গ্রামের সমুদায় লোকের কৃতজ্ঞতার আস্পদ হন।

এস্থলে আমরা বর্দ্ধমানের শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ বাহাদুরের নিকট ও দারজিলিংস্থ শ্রীযুক্ত ... সাহেবের নিকট আমাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। ইহাঁরা প্রত্যেকে উপরিউক্ত স্কুলবাটীর নির্ম্মাণ কল্পে ২০ টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত মহানুভব দ্বয় যেমন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া উপরি উক্ত স্কুল গৃহটীর নির্ম্মাণ পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তেমনি ইহাঁরা এক্ষণে আর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিয়া বিদ্যালয়টীকে উপস্থিত ঋণভার হইতে মুক্ত করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। অবশেষে জনাইপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাকইপুরস্থ প্রসিদ্ধ জমীদার বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী মহোদয় দ্বয়ের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া এতৎ প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। প্রথমোক্ত বাবু ব্যবহারার্থ ৫ খানি মানচিত্র (মূল্য অনুমান ৩০ ত্রিশ টাকা) এবং শেষোক্ত বাবু স্কুল গৃহ সংস্কারার্থ কতকগুলি কপাটের ছুটি (মূল্য অনুমান ১০ টাকা) দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৭২ শ্রীকালীকুমার বিশ্বাস
২৭এ ফেব্রুয়ারি
গোবিন্দপুর সম্পাদক।
সাহায্যকৃত ইং বাং
বিদ্যালয়

২। এবারের লোক সংখ্যাও যে প্রকৃত প্রকারে পরিগণ্য হইবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। স্থানে স্থানের ঘটনাবলীতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। প্রজাগণের মূর্খতা ও সংখ্যাকারির অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। ১৮৬৯ সালের ভয়ে অনেকে নিজ নিজ বাটীর লোক সংখ্যার ন্যূনতা করিয়াছে। যদি সংখ্যাকারকগণ নিজ নিজ সীমা ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে এই গণনার যথার্থ কারণ অবগত করাইয়া তাহাদিগের ভয়ভঞ্জন করিতেন এবং নির্দ্ধারিত রজনীতে বিশেষ রূপ একবারে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকাগুলি টাকা ব্যয়িত হইত না। সংখ্যাকারকেরা সকল স্থলেই যে এইরূপ করিয়াছেন, পাঠকবর্গ তাহা মনে করিবেন না। আমাদিগের এই বাক্যের পোষকতা জন্য যশোহরের সংখ্যা কার্য্যের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে না। সংখ্যা কারিরা গণনা কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে উত্তমরূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিয়াছেন। বোধ করি, গবর্ণমেণ্ট উঁহাদিগের কার্য্য নির্দ্দোষ দৃষ্টে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন।

৩। বিগত অগ্রহায়ণ মাসে হাওড়া গ্রামের "বন কাটান" সম্বন্ধে জাইণ্টমেজিষ্ট্রেটের যে আজ্ঞাপত্র প্রচারিত হয়, আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় তাহার পরিণামের অনিষ্ট কারিতা প্রতিপাদন করিয়া এই সোমপ্রকাশ পত্রে প্রতিবাদ করি। আমাদের বিশ্বাস এই, যে সময়ে "বন কাটান" হুকুম জারি হয় আমাদিগের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য হইয়াছিল। সম্প্রতি তদনন্তরে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের অকস্মাৎ এক কঠোর আজ্ঞা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে ব্যক্তি বন কাটাইতে অক্ষম হইবে তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। এরূপ সামান্য বিষয়ে এ প্রকার আজ্ঞা শোভা পায় না। এস্থলে দরিদ্র লোকের সংখ্যা এতাদৃশ অধিক যে, তাহারা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামের সমুদায় বন কিরূপে পরিষ্কৃত করে; আর আজ্ঞাটীও উপযুক্ত সময়ে প্রচারিত হয় নাই। আমরা বলি ১২ মাসের মধ্যে একবার চৈত্র বা বৈশাখ মাসে এক আধবার হইলেই যথেষ্ট হইল। নচেৎ কেবল আড়ম্বর বই আর কি বলিব। বন কাটাইবার সময় গবর্ণমেণ্টের ও এইরূপ কার্য্যদক্ষতা, কিন্তু অপর দিকে গবর্ণমেণ্টের নিজের অমনোযোগিতাতেই যে সম্পূর্ণ বাধা জন্ম হইতেছে, তাহা পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। গ্রাম মধ্যে একটীও পয়ঃপ্রণালী নাই, বাটীর ব্যবহৃত অপরিষ্কৃত জল ও বৃষ্টির প্রচুর জল সমস্তই অবিরত বিষময় বাষ্প উত্থিত করিতে করিতে নিম্ন ভূমিতেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আসিয়া যদি গ্রামে বাস করেন, তথাচ অধিবাসিদিগের কোন ক্রমেই পুরাতন জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের ক্ষমতা নাই। কেবল হাওড়া বলিয়া নহে; অনেক গ্রামেই এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

৩। আমাদিগের সোমপ্রকাশে প্রকটিত প্রকার ক্রমে "রিভার পুলিস" মধ্যে মধ্যে হাওড়াতে যাইয়া নৌকার আরোহীর তত্ত্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনও আমাদিগের সম্পূর্ণ অভিপ্রায়ানুরূপ হয় নাই; উঁহারা তরঙ্গকাল সন্নিকট করিতে না পারিলে বিশেষ কার্য্যের হইতেছে না। যদি একা স্থই শীঘ্র শীঘ্র আসিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে "আউট পোষ্টের" উপর এই ভারটী অর্পণ থাকাও কর্ত্তব্য। কিন্তু পুলিসের কার্য্য দক্ষতার আহার নাম করিতেই দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকে ভার দেওয়া ততদূরের কথা। যাহাহউক গ্রামের পুলিসের উপর যদি এই কার্য্যভার অর্পিত থাকে, তাহা হইলে অধিক না হউক, সময়ে উপকার হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়। আর "রিভার পুলিস" যেরূপ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন, সেইরূপই আসিবেন। বিশেষ ঘাট মাঝীর দৌরাত্ম্য আর সহ্য হয় না।

হাওড়া
১৫ ই ফাল্গুন শ্রীমা-

—:০:—

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পুনর্ব্বার বঙ্গদেশবাসিদিগকে মহাসভার কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত কয়েকজন প্রতিনিধিকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পেট্রিয়ট ও বাঙ্গালির সম্পাদক সম্মত করেন, উক্ত পত্রের একার্থ উক্ত। বাঙ্গালীর পত্রের মতে কতকগুলি বুদ্ধিমান লোক গমন করিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমরা ভরসা করি, ভারতবর্ষীয় সভা কেবল আবেদনের উপর নির্ভর না করিয়া ফ্রেণ্ডের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবেন। কোন ইংরাজকে দেখাইয়া দিলে কাজ হইবে না। ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ উকীল বলিয়া তাঁহার কথার উপরে তত বিশ্বাস করিবেন না। যখন মহাসভা কয়েকজন সভ্যকে ভারতবর্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিলেন না, তখন আর কি উপায় আছে আমরা তাহা দেখিতেছি না। বোম্বাই হইতে দুই জন প্রতিনিধি গমন করিতেছেন। এ বিষয়ে বোম্বাইবাসিগণ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক তেজস্বিতা প্রদর্শন করিলেন। আমরা কি কেবল দূর হইতে বাক্য ব্যয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব? আমরা ভারতবর্ষীয় সভাকে বলিতেছি, উঁহারা প্রতিনিধি প্রেরণের কোন উপায় করিতেছেন না বলিয়া লোকে বিরক্ত হইতেছেন। এই কারণে কতকগুলি চিন্তাশীল যুবক সাধারণ লোকদিগের উপকারার্থ সাধারণ সভা করিবার মানস করিয়াছেন। ইহাতে প্রকারান্তরে প্রকাশ করা হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সভা দেশের সকল আশা চরিতার্থ করিতে পারেন, উঁহাদিগের এ ভরসা নাই। কিন্তু একবার যদি এমত সভা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিবিম্বিত গৌরব আর থাকিবে না। উঁহাদিগের শঙ্কা যে প্রকার এক্ষণ, তাহারা যথার্থই জমীদারের সভা হইবেন। ইহা কাহার দোষে হইবে? সময়ের প্রয়োজনানুসারে কাজ করিতে না পারিলেই লোকের ভক্তি কমিয়া যায়। রাজস্ব কমিটীর শীঘ্র কার্য্যারম্ভ হইবে। আর সময় হরণ করা চলে না। অতএব আমরা পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিতেছি, দেশের লোকের যেপ্রকার মত তদনুসারে কাজ করুন।

মহাশয়! প্রায় তিন বর্ষ হইল কেন্দুলাতে একটী মধ্য শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম বৎসর ৪টী ছাত্র মধ্য শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে একটী ছাত্রবৃত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত বর্ষ অর্থাৎ ১৮৭১ অব্দে তিনটী ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের "কোর মাইল কল" অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের দুই ক্রোশের মধ্যে কেহ বৃত্তি পাইবেন না, এই নিয়ম দ্বারা এবং এই গ্রামবাসিদিগের বিদ্যা বিষয়ে তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে বিদ্যালয়টীর অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। বিদ্যালয়টীর এই হীনাবস্থার আর যে সকল কারণ ছিল তাহা অপনীত হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে গত বর্ষের পরীক্ষা ফলই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। অতএব এক্ষণে বিদ্যালয়টীর উন্নতিরোধক অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, কেবল গ্রামবাসিরা ইহার উন্নতিপক্ষে একটু যত্নবান হইলেই যথেষ্ট উপকার দর্শে।

উপসংহারকালে আমরা শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত একটী বৃত্তি প্রদান করিয়া বিদ্যালয়টীর উন্নতিসাধন করিয়া দেন।

১১ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৭২ শ্রীঃ

মহাশয়! শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী নবিগঞ্জ স্থানটী পূর্ব্বে একটী বন্দরের মত ছিল, এইস্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে মুন্সেফী কাছারি থানা এবং ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। স্রোতস্বতী তটে এসমুদয় সংস্থাপিত আছে, হেমন্তাগমে সেই স্রোতস্বতী শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নানা স্থানীয় লোকদিগের যাতায়াতের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে, বিশেষতঃ বণিকদিগের দ্রব্যাদি আনয়নের অত্যন্ত অসুযোগ হইয়া উঠে। কিন্তু এ অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিতে বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, তবে কি না কর্তৃপক্ষ কর্ণধার থাকিয়া স্থানীয় ভূম্যধিকারিদিগকে এ সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইয়া দিলেই এ অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে। এ স্থান দিয়া সদর হইতে ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাইবার একমাত্র সহজ রাস্তা। বোধ করি সকলেই এখন অসুবিধাগুলি বুঝিতে পারিতেছেন।

অপর সম্প্রতি হবিগঞ্জ নামক স্থানে একটী সব রেজিষ্টরি আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়; কিন্তু এই আফিসটী যথাস্থলে হইলে সকলের পক্ষেই মঙ্গল হইত। অধুনা অত্র নবিগঞ্জ এলাকার লোকদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়াছে। আমরা সানুনয়ে অনুরোধ করি কর্তৃপক্ষ এ আফিসটীকে নবিগঞ্জ আনিয়া দেউন সকল প্রকারে সকল লোকেরই সুবিধা ঘটিবে।

১২৭৮
৮ ফাল্গুন } শ্রীঃ—

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! আপনার ১৫ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে "কস্যচিজ্জ্ঞানিনঃ প্রেরিত পত্রিকা খানি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম; কিন্তু সেই দুঃখ স্থায়ীরূপে মদীয় অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিল না। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে, একবারও রীতিমত পরীক্ষার ফল সাধারণের গোচর হয় নাই। যদিচ পরীক্ষার নিমিত্ত ইংরাজির সংস্রব আছে তথাপি উহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সমশ্রেণী বলিয়া উহার প্রতি কর্তৃপক্ষীয়দিগের এরূপ অনাদর দেখা যায়। যত দিন হইতে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তত দিন হইতেই পরীক্ষার্থীদিগকে এবম্বিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। মধ্যে বার দুই নিয়মিতরূপে কার্য্য হইয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালার পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন তাঁহারা অল্পবয়স্ক তরলমতি বালকদিগকে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যা দেখাইবার জন্য নির্দ্ধারিত পুস্তকাবলী হইতে প্রশ্ন সকল নির্ব্বাচিত না করিয়া অন্যান্য ইংরাজি গ্রন্থ হইতে প্রশ্ন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেন। বালকদিগের অসুবিধা বা বুদ্ধি বিদ্যার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না। সময়ে সময়ে এমন সকল প্রশ্ন পড়িত যাহা কখন ছাত্রগণের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই। সময় বিশেষে ইতিহাস বিষয়ের এমন সকল প্রশ্ন সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার পরীক্ষা গ্রহণ কালে পরীক্ষকদিগের মতিভ্রম ঘটিয়াছে। এরূপ পরীক্ষা যে কত হইয়া গিয়াছে তাহা আর অধিক কি বলিব। আমরা ঐ সকল পরীক্ষার সময় কোন কোনটীতে ছাত্ররূপে ও কোন কোনটীতে দর্শকরূপে ছিলাম। একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ভূগোলের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এত প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল যে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে কোন ছাত্র তো পারেই না, কোন শিক্ষক কোন পরীক্ষক বা কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিচক্ষণ লেখকও লিখিতে কখনই সমর্থ হয় না। কোন ছাত্র ঐ প্রশ্নের অধিকাংশ লিখিয়া নিয়মিত সময়ে ঘণ্টা বাজিলে পরীক্ষা গৃহস্থিত মেজের উপরে লিখিত কাগজ দিয়া উক্ত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পরীক্ষকের অনুসন্ধান করে। পরে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিনম্ররূপে [illegible] মিঠ মিঠে ভর্ৎসনা দ্বারা তাঁহাকে অবনত মস্তক করায়। তিনি কোন উত্তর করিতে না পারিয়া শেষে বালককে সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় করেন।

অনেক পরীক্ষক পরীক্ষার বিষয় না জানিয়াও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখান যাইতে পারে। কিন্তু সহসা কোন ভদ্রলোকের (যা যে কোন লোক হউক না কেন) এরূপ বলা ভাল দেখায় না বলিয়া তাঁহাদের নামোল্লেখে ক্ষান্ত হইলাম। অনেক পরীক্ষক পরীক্ষা করিবার জন্য অপরের দ্বারা প্রশ্ন লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আমার নিকট আছে। কিন্তু [illegible] করে না।

পরীক্ষা সম্বন্ধে ত এই গেল। এক্ষণে পুস্তকাবধারণ বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। সেগুলি সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি এমন ইচ্ছা করি যে মধ্যে মধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া সাধারণের গোচর করিব; কিন্তু সমুদ্র-মুগ্ধ ব্যক্তির শিশির সংস্পর্শের ন্যায় উহাতে কোন ফল দর্শিবে না, ইহা ভাবিয়াই ক্ষান্ত হইয়া থাকি। সাধারণের এ বিষয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না হইলে কোনরূপেই এই অসুবিধার পরিহার হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা অনেকে বালকদিগের বুদ্ধি বৃত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্ব স্ব স্বার্থ সাধনার্থে পরীক্ষার পুস্তকাবধারণে গোলযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থ সমূহ যাহাতে পরীক্ষার্থ নির্দ্ধারিত হয় তৎপক্ষে তীব্র দৃষ্টি দান করিয়া থাকেন। সুকুমারমতি বালকদিগের কোমল মনোভূমে যে কিরূপে, শিক্ষা বীজ বপন করিতে হয় তাহা একবারও বিবেচনা করেন না। ইহাপেক্ষা সমাজের ভাবী অমঙ্গলের বিষয় ও আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? বিচক্ষণ পাঠকগণ যদি একবার এবিষয় আলোচনা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন যে, পরীক্ষার্থে যে সকল পুস্তক অবধারিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ গ্রন্থই ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের দ্বারা লিখিত, অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ তন্মধ্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে সকল পুস্তক কঠিন বলিয়া বোধ হয় পরীক্ষার্থিদিগের মাথা খাইবার জন্য তাহাই সমাদর পূর্ব্বক নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে। কোন বারই প্রায় ১৬।১৭ খানির কম পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হয় না শিক্ষকেরা উপস্থিত শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছেন।

নারায়ণ
১২৭৮
১১ই ফাল্গুন। শ্রী কেদারনাথ শর্ম্মা।

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ২৫ এ ফেব্রুয়ারি।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর		
৯ মাইলের মধ্যে	৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর		
৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া		
৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

	৫	৪।

বহরমপুর ২৬ ফেব্রুয়ারি ৮৭২ সাল } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া সেকাল রিবার ডিবিজন।

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমীদার—মুক্তাগাছা ১০
" " শরচ্চন্দ্র ধর—কাঁঠাড় ৫।০
" " অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল ১০
মহারাজকুমার ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর কটক ১০
" " জানকীনাথ গোস্বামী চট্টগ্রাম ১০
" " প্রাণনাথ রায় চৌধুরী জমীদার মহাশয়দিগের নায়েব বাগনান গ্রাম ১০
" " গৌরচন্দ্র রায়—মৌগ্রাম ১০
" কালীমোহন মোক্তার কাছ দৌলত খাঁ ৬
" রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় শ্রীনগরপুর ১০
রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় লালগোলা ১০
তত্ত্বলা রিডিং ক্লবের সেক্রেটরি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাঁহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম দিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোনারপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

৩৩ নং। ১৮৭১

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

প্রবন্ধমনা প্রচ্ছন্নিহিতনায় মার্গিষঃ নরস্বতী অনিমন্ত্রতী ন ভীরুমনা

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা

শক ১২৭৮। ২৯ এ ফাল্গুন। ইং ১৮৭২। ১১ ই মার্চ

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০৲ দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫৷০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই আশ্বিন হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও ষাণ্মাসিক ৫৷ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মনিঅর্ডর হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাঁহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন }
১২৭৮ } কার্য্যসম্পাদক

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংসঙ্কলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেরা প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা }
পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জ্জাফর্সলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের গ্রন্থালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীভূত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর ষষ্ঠীতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, মুজাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৪৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাদ্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

শ্রীরুদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

প্রতি জেলায় জেলায় ও মফঃস্বলে কি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান সকলে এক একজন এজেন্টের আবশ্যক হইয়াছে। তাহারদিগের বেতন মাসে দশ টাকা অগ্রসারে প্রথমে দেওয়া যাইবেক। আমার নিকট কলিকাতা গুপ্ত যন্ত্রে আবেদন করিলে কার্য্যের নিয়মাদি জানিতে পারিবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গাল মেডিকাল জর্ণাল।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিকাল জর্ণাল অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে যশোহরে প্রকাশিত হইতেছে। দিনার

আকার ৮ পেজি ফর্মার ৬০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, ষাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷/০ । চুঁচুড়ার সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হটেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২ ৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

নূতন প্রকারের নতন সাপ্তাহিক।

নাম ···	মধ্যস্থ ।
ধাম	কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।
জাতি	সাপ্তাহিক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন-উভ-বর্ণাক্রান্ত ।
বিষয়	বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি ।
মূল উদ্দেশ্য ···	পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল, আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পুর্ব্বাচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা ।
শাখা উদ্দেশ্য ···	মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা ।
সময় ···	১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশমান ।
মূল্য ···	অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২।০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৷০ আট আনা ।
সম্পাদক ···	এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পুর্ব্ব পরিচিত ও পুর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সাহায্য মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন ।

গ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় ··· নাম ··· ঠিকানাদি লিখিয়া পত্র পাঠাইবেন ।

শ্রীমদ্ভাগবত ।

ভাগবত তত্ত্বপ্রবোধিকা । প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক । বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয় । মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

—•—

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য ।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ৷৵ । একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা । মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ০ আনা । এনাটমি ৪।০ মাশুল ।৵ মাত্র ।

কলিকাতা }
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহটেল

চণ্ডালিনী ৷০, শিশু বালচিত্রাবলী ।৵:০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য ।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত উাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন । পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । মূল্য ১ টাকা । মাশুল দুই আনা ।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

মেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জংশন ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট : মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

ফায়ার ব্রিক ।

ফায়ার ক্লে ।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন ।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট । } বরন এণ্ড কোং

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক ।

মূল সংস্কৃত দৃষ্টে নাটকাকারে বাঙ্গালায় রচিত । বাঁশবেড়িয়ায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কলাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৩৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য ।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০ ।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—•—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে ।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা ।
মুগ্ধসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত ।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	আনা

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা ।

বিক্রয় হইবে

কোক, অথবা পাথুরিয়া কয়লা সর্ব্বসাধারণের ক্রয় করিবার মনের ক্রয় করাক্ত জানা মাত্র। টাকশালে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবেক

এইচ, হাইড, কর্ণেল, আর. ই,
মাষ্টার অব্ দি মিণ্ট

চিকিৎসাঙ্কুর প্রথমভাগ।

কবিরাজ, কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী ডাক্তারি চিকিৎসা গ্রন্থ। মূল্য ৸৹ আনা। ঢাকা শাঁকারি বাজার ডিস্পেন্সরিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি, আমার বসত বাটীর মৌরসী পাট্টা একজন আত্মীয়কে দেখাইবার প্রয়োজন হওয়াতে আমি ক্ষৌরী করিতে যাই সেই সময়ে লইয়া যাই। পাট্টা সেখান হইতে ফিরিয়া লইয়া আরো ৫। ৭ স্থানে ক্ষৌরী করিতে যাই। ক্ষুর ভাঁড়ের ভিতরে পাট্টা রাখিয়াছিলাম। বাটীতে আসিয়া ক্ষুর ভাঁড় রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পাট্টার কথা মনে হইল না। পর দিন হঠাৎ মনে হওয়াতে খুঁজিয়া দেখি, ক্ষুর ভাঁড়ের ভিতরে পাট্টা নাই। যে যে স্থানে পূর্ব্ব দিন ক্ষৌরী করিতে গিয়াছিলাম, সে সমুদায় স্থানে অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। ১৫ দিন হইল, আমার পাট্টা হারাইয়াছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিলে আমি তাঁহার চির বাধিত হইয়া থাকিব।

১২৭৮ সাল } শ্রীনবীনচাঁদ পরামাণিক
১৮ ফাল্গুন } চাঁদড়িপোতা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন ১৮৭২ সালের ২১এ মার্চ্চ তারিখে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময় যোকাম কলিকাতার রাইটর্স বিল্ডিং নামক বাটীতে ২৪ পরগণা ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাক্সী ও গাইঘাটি নামক খালের সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭৩ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মুচলেকা আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পদের নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইজারার ডাকের সিকি পরিমাণের জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

এই নুটিস দ্বারা পূর্ব্বলিখিত রাণীগঞ্জ মোকামে নীলাম করা রহিত হইল।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এ, জে, হিউজ সি. ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
সিলাই ডিবিজন।
রাণীগঞ্জ।

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

যাজপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল, পাঠকগণ দর্শন করিবেন।

—:০:—

সিমলায় যাইবার ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য।

আজিও ভালরূপে দক্ষিণ বাতাস বয় নাই, শুনিতে পাই, ইহার মধ্যে প্রধান রাজপুরুষেরা সিমলায় যাইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন। যেখানে যাঁহাদিগের বিশেষ আমোদ ও অর্থ লাভ আছে, তাঁহাদিগের মন স্বভাবতঃ অগ্রেই উপনীত হইয়াছে। তাঁহাদিগের আর কলিকাতা ভাল লাগিতেছে না; কতক্ষণে যাত্রা করিবেন, তাই ভাবিতেছেন। সিমলায় যাইবার প্রয়োজন কি? সেখানে কি কোন রাজ কার্য্যের অনুরোধ আছে? সে কার্য্য সিমলায় না গেলে কি সম্পন্ন হয় না? এত দিন গবর্ণর জেনরলেরা সিমলায় যাইতেন না, সে কাজ কি হইত না? তাহার কি নূতন সৃষ্টি হইয়াছে? সিমলার সহিত কি তাহার সম্পাদ্য সম্পাদকতা সম্বন্ধ আছে? এ সম্বন্ধ আছে কিরূপেই বা বলি। অন্য সময়ে তাঁহারা কলিকাতায় বসিয়া সে কাজ কিরূপে সম্পন্ন করেন? অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, রাজ কার্য্যের অনুরোধে তাঁহাদিগের সেখানে যাওয়া নয়। তবে কি কারণে তাঁহারা সিমলায় যান? কলিকাতা গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। গ্রীষ্মকালে ইহা অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। তৎকালে তাঁহাদিগের এ স্থান সহ্য হয় না। এই নিমিত্ত তাঁহারা গ্রীষ্ম কালে সিমলায় যান। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইল, শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ সাধন তাঁহাদিগের সিমলা গমনের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধন ব্যয় কাহার দেওয়া কর্ত্তব্য? উপরে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রধান রাজপুরুষেরা সাধারণের কাজের নিমিত্ত সিমলায় যান না। অতএব সাধারণ ধনাগার হইতে তাঁহাদিগের এ ব্যয় দেওয়া বিধেয় হয় না। তাঁহাদিগের নিজের নিজের ব্যয় করাই উচিত। যদি রাজকোষ হইতে সিমলা গমন ব্যয় দেওয়া না হয়, গ্রীষ্মকালে যদি কলিকাতায় থাকিতে হয়, কোন প্রধান ব্যক্তি গবর্ণর জেনরল হইয়া এদেশে আসিবেন না, এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। যিনি যুদ্ধক্লেশ সহ্য করিতে না পারেন, এমন ব্যক্তিকে কে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োজিত করেন? যিনি কলিকাতায় বাস স্বীকার করিবেন, তাঁহাকেই গবর্ণর জেনরলের পদ দেওয়া উচিত। যদি কেহ গবর্ণর জেনরল হইয়া এদেশে আসিতে না চান, তাহাতেও হানি নাই। এখন সকল বিষয়ের যে প্রকার সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে

টেটে সেক্রেটারি প্রদেশীয় গবর্ণরদিগকে লইয়া অনায়াসে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের শ্রেয়স্করী সন্দেহ নাই। তাহা হইলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। এই অনর্থক ব্যয়, এতদর্থ প্রজাদিগকে করযাতনা দেওয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজা বিরাগের অন্যতর কারণ হইয়াছে। অত এব আমরা লার্ড নেপিয়রকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি যেন কর্ম্মচারি দিগের বাক্যে বিমোহিত হইয়া সিমলা গমন করিয়া প্রজাবিরাগভাজন না হন। এদেশীয়দিগের বাক্যে কর্ণপাত না করা প্রধান রাজপুরুষদিগের একটী রোগ হইয়াছে। আমরা লার্ড নেপিয়রের যে প্রকার গুণানুবাদ শুনিয়াছি, তিনি যে এই রোগে যাইবেন, আমরা এ সম্ভাবনা করি না।

—০—

ভারতবর্ষের অর্থকৃচ্ছ্র বিষয়ে বিচার।

জেমস গেডিস সাহেব এইনামে দিয়া ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করিতেছেন, যে যে উপায়ে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করা যায়, প্রায় সে সমুদায়ই অবলম্বিত হইয়াছে, প্রজাবর্গ করভারে একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি রাজপুরুষগণ নূতন নূতন কর স্থাপন দ্বারা রাজস্বের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই অভীষ্টসিদ্ধি হই তেছে না, সান্নিপাতিকের তৃষ্ণার ন্যায় গবর্ণমেণ্টের অর্থতৃষ্ণা কিছুতেই ঘুচিতেছে না। গেডিস সাহেব ভূমিকামধ্যে ভারতবর্ষের রাজস্বের এইরূপ দুরবস্থার যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেগুলিও সম্যক্ যুক্তি ও সারগর্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষ হইতে যত রাজস্ব আদায় হয়, তদ্দ্বারা ইহার শাসন কার্য্যের ব্যয় কুলাইয়া উঠে না। ইহার আয় অপেক্ষা শাসন কার্য্যের ব্যয় অধিক। এটী এই অর্থ কৃচ্ছ্রের অন্যতর কারণ। পাঠকগণ এরূপ বুঝিবেন না যে, ভারতবর্ষের আয় এত অল্প যে, তদ্দ্বারা ইহার শাসন কার্য্যের সমুদায় ব্যয় সম্পন্ন হইয়া উঠে না; সুতরাং দুরবস্থা ঘুচে না। ভারতবর্ষের আয় সামান্য নহে, তাহাতে ইহার সমুদায় ব্যয় কুলাইয়া উদ্বৃত্ত হইতে পারে, তবে তাহা হয় না তাহার প্রধান কারণ গবর্ণমেণ্টের অপরিমিত ব্যয়শীলতা। শাসন কার্য্যে যত ব্যয় হয়, তন্মধ্যে অনেক অনাবশ্যক ব্যয় আছে, ১০ টাকার স্থলে ১০০০ টাকা ব্যয় হয়, এরূপ সহস্র সহস্র অপরিমিত ব্যয় আছে, এই কারণে রাজ্যের আয় হইলেও ব্যয় কুলাইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং কর্জ্জ করিতে হয়। বৎসরেই প্রায় এইরূপ হইয়া আসিতেছে। এক বৎসরের রাজস্বে কখন সে বৎসরের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় নাই। যে টাকা অকুলান পড়ে, কর্জ্জ করিয়া তাহার পূরণ করা হয়। এই ঋণের টাকা হইতে অথবা পূর্ব্বকার ঋণের অব্যয়িত টাকা হইতে কিম্বা পর বৎসরের রাজস্ব হইতে পূর্ব্বকার ঋণের সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং আগামী বৎসরে আবার অর্থের অনটন হয়, ক্রমে ঋণ বৃদ্ধি হইতে থাকে, অর্থের স্বচ্ছলতা হয় না।

এই পুস্তকখানিতে কলিকাতা ও লণ্ডনের বু বুক হইতে যে ছুটী আয় ব্যয় উদ্বৃত্ত অকুলান ও ঋণ প্রভৃতির তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ১৮৩৯-৪০ অব্দ অবধি ১৮৬৮-৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত এই ২৯ বৎসরের প্রায় সকল বৎসরেই অকুলান দৃষ্ট হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন কোন বৎসরে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু সেই উদ্বৃত্তের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রতীয়মান হয়, বাস্তবিক উদ্বৃত্ত নহে। সে উদ্বৃত্ত দর্শনের কারণ এই, তত্তৎ বর্ষে ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কর্ম্মচারীরা কোন প্রকার নূতন ব্যয় দান করেন নাই অথবা পূর্ব্বকার ঋণের যে টাকা ব্যয় হয় নাই তাহা এবং পূর্ব্বে ঋণ করিয়া জাহাজ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সমুদায় টাকা সেই সেই বর্ষের আয় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাতেই উদ্বৃত্ত দর্শন হয়। কোন কোন স্থলে পর বৎসরের রাজস্ব বর্ত্তমান বর্ষের আয়ের মধ্যে গণনা করিয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করা হয়, কিন্তু পর বৎসরে আবার সেই পরিমাণে অকুলান পড়ে; সুতরাং উহা অর্থগত নয়, হিসাবগত উদ্বৃত্ত মাত্র। ঋণ করিয়া কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা বিক্রয় করিলে যে টাকা হয়, তাহা কি আয় মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে? কিন্তু আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা উহা প্রকৃত আয় মধ্যে গণনা করিয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করেন। এদিগে ত এইরূপ গেল, আবার উপরে যে দুটী তালিকার উল্লেখ করা গিয়াছে, উহার হিসাবগত বৈলক্ষণ্য দর্শন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠকগণ দেখিবেন, রাজস্ব কর্ম্মচারীরা কিরূপ পরিষ্কার হিসাব রাখেন। কলিকাতার বু বুকে লিখিত হইয়াছে, ১৮৫৯-৬০ অব্দে ১০৭৬৯৮৬১০ টাকা অকুলান হয়, কিন্তু লণ্ডনের বু বুকে ১২১৫৫৮৯৮০ টাকা অকুলানের বিষয় লেখা আছে। কলিকাতার বু বুকে আছে, ১৮৬৩-৬৪ অব্দে ৭৮৩৯৭০ টাকা উদ্বৃত্ত হয়, কিন্তু লণ্ডনের বু বুকে ৩১৮৯৭৪০ টাকা অকুলানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। হিসাবের এ বৈলক্ষণ্যের কারণ কি? রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা রাজস্বের হিসাবগুলি কেমন

গোলযোগপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, এক দ্বারাই তাঁহার বিলক্ষণ পরিচয় হইবে। হিসাবের এই প্রকার গোলযোগ দেখিয়া অনেকে ভারতবর্ষের অর্থের অনুমান বিষয়ে সন্দেহ করেন।

গোস্তিন সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ ভাল বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক সেরূপ নহেন। অপরিমিত ব্যয়শীলতাই ইঁহার প্রধান দোষ। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যয় করেন, ভারতবর্ষ সে ব্যয় দানে সমর্থ নয়। অধিকতর দুঃখের বিষয়, এই অতিরিক্ত ব্যয়শীলতা দোষের হ্রাস না হইয়া ক্রমে উহার বৃদ্ধিই হইতেছে। ইংরাজদিগের সামাজিক উন্নতির সহিত আমাদিগের ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক উন্নতির বহু বৈলক্ষণ্য আছে। এই কারণে ইংরাজদিগের বহু ব্যয়শীল শাসন প্রণালী ইহাদিগের সুখের না হইয়া অসুখেরই হইতেছে। এখানকার লোকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইনকম টাক্স প্রভৃতি দানে যে এত কষ্ট বোধ করেন, ইহাদিগের সামাজিক উন্নতির অসম্পূর্ণতাই তাহার কারণ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ভাবেন, যে বিষয় ইংলণ্ডে সকলের সন্তোষকর হয়, ভারতবর্ষেও তাহা সাধারণের প্রীতিকর না হইবে কেন? এটী তাঁহাদিগের ভ্রম। এই ভ্রম বশতঃ অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে।

গোস্তিন সাহেব আর এক স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, সেটী বুদ্ধিমান ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেরই অনুমোদিত বাক্য, আমরাও বহুদিন তাহা বলিয়া আসিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের প্রভুশক্তি কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের পরস্পরের অনৈক্যের উপরে নির্ভর করিতেছে।

ভারতবর্ষের এই দুরবস্থার নিবারণার্থ গোস্তিন সাহেব যে উপায় অবলম্বন প্রস্তাব করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহাতেই প্রার্থনা করেন, এবং তাহাতেই [illegible] র সম্ভাবনা [illegible] বুঝিতে [illegible] ন, কেবল পার্লি[illegible] সিলেক্ট কমিটি দ্বারা কাজ হইবে না। বিশেষ কমিশন নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া অনুসন্ধান করুন। একাল পর্য্যন্ত রাজস্ব বিষয়ে যত গোলযোগ হইয়া গিয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সুব্যবস্থা হইতে পারে, আর কোন গোলযোগ না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলাম। আমাদিগের মত এই, ঐ কমিশন কেবল রাজস্বদোষের নয়, সাধারণীয় দোষের অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করেন।

বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সভা যাহাতে পদার্থ বিদ্যার সম্যক্ অনুশীলন হয় তদ্বিষয়ে অধিকতর যত্নবতী হইয়াছেন। কেবল প্রধান প্রধান কালেজে নয়, জেলা বিদ্যালয় এবং যে যে স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা পুস্তক পর্য্যন্ত পঠিত হয় সে স্থানেও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইবে। এই কার্য্যানুষ্ঠান নিবন্ধন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় সভা আমাদিগের যথার্থ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। মেডিকাল কালেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ কালেজ ভিন্ন আর কোন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গন্ধ মাত্র নাই। চিন্তাশীল লোক মাত্রেই এ নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রথমে যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিয়ম হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইলে উদ্ভিদতত্ত্ব প্রাণিবৃত্তান্ত প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হইত। কালেজ সমূহে রসায়ন প্রভৃতির উপদেশ দেওয়া হইত। কিন্তু এক্ষণে সে [illegible] বন্ধ হইয়াছে। মিশনরিরা এই অনিষ্টের মূল। বিজ্ঞানের শিক্ষা দানে অনেক ব্যয় আছে। অল্প বেতনে শিক্ষক পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সকল ক্রয় করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। মূল বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, যখন কেবল উহার শাখাগুলির শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল, তখন ফ্রি চর্চ্চ প্রভৃতি বিদ্যালয় হইতে অত্যল্প মাত্র ছাত্র বহির্গত হইতেন। ডাক্তার ডফের একান্ত চেষ্টা ছি[illegible] গবর্ণমেণ্টের কালেজ সমূহ উঠিয়া যি[illegible]। শিক্ষার ভার মিশনরিদিগের হস্তে পতিত হয়। সুতরাং যাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় হইতে অধিকসংখ্য ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে না পায়, তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান হন। সেই কারণে যেমন সাহিত্য ইতিহাস ও অঙ্কের পরিমাণ কমিয়াছে, তেমনি বিজ্ঞানের অনুশীলনের লোপ হইয়াছে। মিশনরিরা বুঝিতে না পারুন, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, মিশনরি বিদ্যালয় হইতে বিস্তর উপকার হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের তুল্য নহে। সকলে যাহাদের উন্নতির যে আশা করেন, মিশনরি বিদ্যালয় হইতে তাহা চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন বন্ধ করা যে নিতান্ত ভ্রম হইয়াছিল, এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে ও গবর্ণমেণ্ট একবাক্যে তাহা স্বীকার করিতেছেন। আমাদিগের কৃতবিদ্যগণ বিজ্ঞান বিষয়ে বড় পটু নহেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ এত অল্প যে, দুই বৎসরাবধি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একটী বিজ্ঞান সভার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন, আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বিজ্ঞানের অনুশীলন ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি হয় না।

একণে এতদ্দেশীয় যুবকগণের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই, কেবল গৃহে বসিয়া পুস্তকপাঠ ও গৃহপার্শ্বস্থিত উদ্যানে পরীক্ষা করিলেই বিজ্ঞানের অনুশীলন হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হয়, পর্ব্বতে আরোহণ ও সমুদ্র পারে গমন প্রভৃতি দুঃসাহসিক কার্য্য ও নানা ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সকল কার্য্য করিতে হইবে। ইউরোপের অধিকাংশ জ্ঞান আল্প্ প্রভৃতি দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ করিয়া নিজে পরীক্ষা করিয়া ভূজ্ঞান শিক্ষা করেন। আমাদিগের ভারতভূমি স্বর্ণগর্ভা। যাহার অনুসন্ধান কর তাহাই পাওয়া যায়। কেবল চেষ্টার অপেক্ষা মাত্র। এ সকল কার্য্য করিতে হইলে সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। এদেশে ব্যায়ামের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ইহার উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। অশ্বারোহণ সন্তরণ, নৌচালন ও মৃগয়াদি পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ। যে সকল ক্রীড়াতে সাহস ও বলের প্রয়োজন, স্বদেশীয়গণ তাহা শিক্ষা করুন। স্ফূর্ত্তি হইলে বিদেশীয়েরা আর আমাদিগকে ভীরুস্বভাব বলিয়া বিদ্রূপ করিতে পারিবেন না। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সাহস ও শারীরিক বলের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, এটী বুঝিয়া সকলে কার্য্য করেন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়।

"সম্মান" ও ইংলিশম্যান।

ইংলিশম্যান একটী আশ্চর্য্য মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, উক্ত পত্র ইংরাজ অপরাধির মফস্বলে বিচার হয়, পূর্ব্বে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লার্ড মেয়োর মৃত্যু অবধি এই মতের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সম্পাদক একণে বলিতেছেন, ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ না করিলে যেহেতু, জাতির "সম্মান" থাকে না। এই সম্মান রক্ষা করা অতিশয় কর্ত্তব্য। ইহার উপরে সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তবে যে সকল ইংরাজ একবার অপরাধ করিয়া দণ্ড পাইবেন, তাঁহাদিগকে আর এ স্বত্ব দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ তখন মফস্বলে তাঁহাদিগের বিচার হইবে। এই "সম্মান" বড় অনর্থের মূল হইয়াছে। পৃথক আদালতে বিচার হইলে কি এই সম্মান অব্যাহত থাকিবে? প্রধানতম বিচারালয়ের জুরিরা ইউরোপীয় অপরাধিদিগকে, বিশেষতঃ এতদ্দেশীয়দিগকে যাহারা বধ করে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে লোকে কি বলেন, ইংলিশম্যান কি তাহা জানেন? তাঁহারা বলেন, আইন ও দণ্ডাদি কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের নিমিত্তই হইয়াছে। ইংরাজেরা দোষ করিলে যাহাতে তাঁহাদিগের দণ্ড না হয়, তাঁহাদিগের স্বদেশীয় জুররদিগের একান্ত সেই চেষ্টা। ইংরাজেরা পক্ষপাতী ও মিথ্যাবাদী লোকের এই সংস্কার হইলে কি "সম্মান" বৃদ্ধি হয়? পূর্ব্বতন বাদশাহদিগের সময়ে মুসলমান অপরাধিদিগের বড় দণ্ড হইত না। আলমগিরের সময়ে মুসলমান ও হিন্দুতে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইলে মুসলমানেরই অনুকূলে ডিক্রী হইত। ইহাতে কি মুসলমানের সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছিল? আমরা জানি, যদি লোকে মন্দ বলিলেন, তাহা হইলেই সম্মান গেল; কিন্তু ইংলিশম্যানের মতে ভারতবর্ষীয়েরা যাহা বলুন না কেন, তাহাতে সম্মান যায় না, কেবল এক বিচারালয়ে উভয় জাতির বিচার হইলেই সম্মান হানি হয়!! এতদপেক্ষা হাস্যকর মত আর কি আছে? লোকে ইংরাজদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিবে, একণে আর সে সময় নাই; লোকে জানেন, ইংরাজদিগের মধ্যে কোটি লোক আছে। তাহাদিগের মধ্যে মিথ্যাবাদী, জালকারী ও জুয়াচোরের সংখ্যাও কম নহে। তাহারাও অন্য অন্য মানুষের ন্যায় দোষযুক্ত। একবার দোষ করিয়া দণ্ড পাইলে পুনরায় সে যদি দোষ করে, মফস্বলে তাহার বিচার হইবে, অনেক চিন্তা করিয়া এই কৌশলের উদ্ভাবন করা হইয়াছে। দোষ প্রমাণের ভার প্রধানতম বিচারালয়ের হস্তে আছে। তথায় যেরূপ দোষ প্রমাণ হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। মুখে যেরূপ বলা হউক, ইংরাজ অপরাধিদিগের দণ্ড না হয়, ইংলিশম্যানের এইটী মনোগত। যাহা হউক, যে "সম্মানের" নিমিত্ত তিনি এত ব্যগ্র ইহাতে সে সম্মান থাকিবে না; তিনি যাহাকে "সম্মান" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, লোকে তাহাকে "অখ্যাতি" বলিয়া থাকেন। ঈশ্বর করুন, এই জ্ঞানটী যেন অচিরাৎ তাঁহার হৃদয়ে প্ররূঢ় হয়।

প্রাচীনকালের আর্য্যজাতীয়েরা হীনবীর্য্য ছিলেন না।

আমরা গতবারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, আর্য্য জাতীয় পুরুষদিগের বাল্য বিবাহ ছিল না। দেহ পুষ্ট ইন্দ্রিয় সবল ও বুদ্ধি পরিপক্ব না হইলে তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। এ বিবাহে যে সন্তান জন্মিত, তাহার হীনবীর্য্য ও ক্ষীণায়ু হইবার সম্ভাবনা নয়। আমরা পূর্ব্বকার লোকদিগের দীর্ঘ আকৃতি দীর্ঘজীবিতা ও অপরিমিতবলশালিতার যে সংবাদ শুনিতে পাই, তাহা অত্যুক্তি দোষে দূষিত হউক, কিন্তু অমূলক নহে। উহার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথম, প্রৌঢ় পিতার ঔরসে জন্ম। দ্বিতীয়, বাল্যকাল অবধি শ্রমের অভ্যাস। তৃতীয়, শ্রমের সুব্যবস্থা। চতুর্থ, পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন। পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সংযম। ষষ্ঠ, জাতি ও

কার্য্য বিভাগ। সময়, সমা, সন্তোষ।

প্রথম। যে ব্যক্তির এরূপ ইচ্ছা আছে যে স্বকীয় সন্তান দীর্ঘকালস্থায়ী ও বহু ফলদায়ী হউক, সে কখন চারা গাছের বীজ গ্রহণ করে না। এ নিয়মে বালকের ঔরসজাতের দীর্ঘ জীবন সম্ভাবিত নহে। বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। বালককালে বিবাহ ও সন্তান জন্মে। সুতরাং সে সন্তান বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয় না। প্রাচীনকালে আর্য্যজাতির অধিক বয়সে বিবাহ ও সন্তান জন্মিত। সুতরাং সন্তান বীর্য্যবান্ ও দীর্ঘজীবী হইত।

দ্বিতীয়। প্রাচীনকালের আর্য্যদিগের আলস্য ছিল না। পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ (১) তাহার পর বেদাধ্যয়ন তাহার পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন, এই সকল কার্য্যে প্রাচীন আর্য্যেরা সদা ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা অল্পকাল আলস্য লইয়া কালক্ষেপ করিতেন না। আলস্য শরীর নাশের প্রধান কারণ। ভগবান মনু কহিয়াছেন, বেদের অনভ্যাস দ্বারা আচার পরিত্যাগ আলস্য ও অন্নদোষ হেতুক মৃত্যু ব্রাহ্মণদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করে (২)।

তৃতীয়। এ দেশ উষ্ণপ্রধান। এখানে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল শ্রম সহ্য হয় না। বেলা ১০ টার সময়ে আরম্ভ করিয়া ৫ টা পর্য্যন্ত শ্রম করিবার যে রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা ইংরাজী রীতি, এদেশের রীতি নয়। এই রীতির অনুসারে যে সকল ব্যক্তি শ্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের শরীর ক্রমশঃ জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে এ নিয়ম ছিল না। প্রাচীনকালের আর্য্যেরা অরুণোদয়কালে (৩) শয্যা ত্যাগ করিতেন। তাহার পর অবশ্য ধর্ম্মকার্য্য ও সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। মধ্যাহ্নকালে (৪) ভোজন ও বিশ্রাম করিতেন। দীর্ঘ বিশ্রামের পর পুনরায় শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাহাতে শরীর সবল ও উৎসাহসম্পন্ন থাকিত।

চতুর্থ। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যাহাতে আয়ু বল আরোগ্য ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ স্নিগ্ধ রস্য আহার সাত্ত্বিকপ্রিয় (৫) মাংসে পুষ্টিকর পদার্থ অধিক আছে। প্রাচীনকালের আর্য্যেরা সেই মাংস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতেন। প্রাচীনকালে সর্ব্বদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত। যজ্ঞে পশুবধের বিধি ছিল। ভগবান মনু কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞার্থে প্রশস্ত মৃগপক্ষির বধ করিবেন। অথবা ভরণীয় মাতা পিতা প্রভৃতির সম্বর্দ্ধনার্থে শাস্ত্রোক্ত মৃগপক্ষাদির বধ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে অগস্ত্যমুনি এইরূপ আচরণ করিয়াছেন। যজ্ঞের অঙ্গভূত মাংসভক্ষণ দৈববিধি। অন্যার্থে পশুবধ করিয়া তাহার মাংসভক্ষণ রাক্ষসবিধি। ক্রীত উৎপাদিত অথবা অন্যদত্ত মাংস ও পিতৃগণকে দান করিয়া ভক্ষণ করিলে দোষ জন্মে না। ব্রাহ্মণ আপদ্ ব্যতিরিক্ত কালে অশাস্ত্রীয় মাংস ভক্ষণ করিবে না। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহার মৃত্যুর পর সে যে যে পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে ভক্ষণ করে (৬) সুশ্রুত মাংসের এইরূপ গুণ বর্ণন করিয়াছেন, গ্রাম্য পশুর মাংস ভোজনে বাত পিত্ত কফ দোষ নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয় সকল ও শরীর বৃদ্ধি বলবৃদ্ধি ও অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে (৭)।

পঞ্চম। এক্ষণকার লোকেরা যেমন ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা সেরূপ ছিলেন না। ইন্দ্রিয় তাঁহাদিগের বশে ছিল। তাঁহাদিগের অতিভোজন ও অনিয়মিত আহার ও নিয়মবিরুদ্ধ আচরণ ছিল না। পাপ কর্ম্মের বৃদ্ধি ছিল না। সুতরাং তাঁহাদিগের শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইত এবং অকাল মৃত্যু প্রায় ঘটিত না। মনু লিখিয়াছেন, মনুষ্য আচার গুণে শত বৎসর (শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ) আয়ু, বাঞ্ছারূপ পুত্র পৌত্রাদি সন্তান সন্ততি ও প্রচুর ধন লাভ করে।

---

(১) [illegible] পঞ্চমে বর্ষে [illegible]

(২) অনভ্যাসেন বেদানাম্ আচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।

(৩) [illegible]

(৪) [illegible]

(৫) [illegible]

(৬) [illegible] মনু [illegible]

(৭) [illegible]

দুরাচার ব্যক্তি লোকে নিন্দিত দুঃখ ভাগী ব্যাধিত ও অল্পায়ু হয়। যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক, মিথ্যা যাহার ধনস্বরূপ, ও হিংসাকার্য্যে রত, সে সুখ প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধনাভাব হইয়া পীড়িত হইতে হয়, তথাপি অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না। অধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের বিপরীত গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ... ও হলে ক্ষেত্রোপ্তবীজের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ফলে না। কিন্তু ক্রমে উন্মুখ হইয়া পাপকর্তার মূলচ্ছেদন করে। অধর্ম্ম আচরণ করিলে কর্ত্তাতে যদি তাহার ফল না ফলে, অন্ততঃ পুত্রে, পুত্রে না হয়, পৌত্রে ফলিবে, অধর্ম্মের ফল কোথায় যায় না। অধর্ম্মে আপাততঃ বৃদ্ধি হয়, অধা[redacted]ন জন গো অশ্ব প্রভৃতি নানা [redacted]ভ হয়, তাহার পর [redacted] হয়, শেষে সে সমূলে বিনষ্ট হয় (৮)।

ঐ। জাতি ও কার্য্যবিভাগ ক্ষত্রিয় জাতির বলবীর্য্য বৃদ্ধির সবিশেষ কারণ হইয়াছিল। জাতিবিভাগ কালে ক্ষত্রিয় জাতির উপরে প্রজা রক্ষার ভার (৯) সমর্পিত হয়। ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ প্রবচন, শাস্ত্রের ও উপদেশ দান প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ক্ষত্রিয়েরা ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা ও ব্যায়ামাদি চর্চ্চা (১০) করিয়া কেবল শারীরিক বল বীর্য্যের উন্নতি সাধনে সদা ব্যাপৃত থাকিতেন।

সপ্তম। চিন্তা ও অসন্তোষ হীনবীর্য্যতার অন্যতর প্রধান কারণ। এখন জাতিবিভাগ আছে বটে, কিন্তু জাতিবিভাগের উপাদের ফলগুলি নাই। পূর্ব্বে জীবিকার নিমিত্ত কাহাকে বিব্রত হইতে হইত না। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য রক্ষা করিতেন, তাঁহারা জীবিকার্থ প্রজা ও বণিকগণের নিকট হইতে কর ও শুল্ক প্রাপ্ত হইতেন। বৈশ্যেরা কৃষি ও বাণিজ্য করিয়া অর্থ ন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা রক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদিগের জীবিকার উপায় করিয়া দিতেন। শূদ্রেরা ঐ তিন বর্ণের সেবা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। জীবিকার্থ কাহার কোন প্রকার চিন্তা ছিল না। সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সদা সুখে কালাতিপাত করিতেন। সন্তোষ শরীরের বলবীর্য্যের একান্ত উপযোগী। সেই সন্তোষ প্রাচীন কালের আর্য্যদিগের অতি সুলভ ছিল। অতএব প্রাচীন কালের লোকদিগের দীর্ঘ আকৃতি ও অপরিমিত বলশালিতা প্রভৃতির সংবাদ অসত্য হইবার সম্ভাবনা কি ?

(৮) আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণং। দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ। দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ। অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনং। হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে। ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোহধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মিকানাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ং। নাধর্ম্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব। শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি। যদি নাত্মনি পুত্রেষু নচেৎ পুত্রেষু নপ্তৃষু। ন ত্বেব তু কৃতোহধর্ম্মঃ কর্ত্তুর্ভবতি নিষ্ফলঃ। অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি। মনুসংহিতা।

(৯) প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ। মনুসংহিতা।

(১০) এবং গদী মহৎ গদী ... ... ব্যায়ামাৎ লভতে ... ... অপনীত মেদঃ ... ... ইত্যাদি। কাদম্বরী।

বিবিধ সংবাদ।

২২ এ ফাল্গুন সোমবার।

১ লা ফাল্গুনের মূল্য প্রাপ্তি অঙ্কে সহ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী “ এই নামের পরিবর্ত্তে ” ... চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ” এই নাম প্রকাশিত হইয়াছে।

এক লিখিয়াছেন ১৭ এ ফেব্রুয়ারি পূর্ব্বাহ্ণ ৩ ৩০ মিনিটের সময় প্রাতঃকৃত্য নন্দিনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়ের শ্রীযুক্ত বাবু ... গঙ্গোপাধ্যায়ের ভবনে প্রবেশ করিয়া ... গোপালকে ঈশ্বরের স্তুতি ও বন্দনার সামগানে সমাহিত করেন। এই উপলক্ষে সামশ্রমী মহাশয় রাজভক্তির পরিচায়ক একটী বক্তৃতাও করেন। অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় বৈদিক সমাজের আবশ্যকতা বিষয়ে আর বক্তৃতা করেন।

ভাগাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, ভদ্রকা রজনী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানের রাজা ২০ তাহাদের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ ১০ এবং মাকিপাড়ের শ্রীযুক্ত বাবু জানকী বল্লভ সেন ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

গঙ্গাটিকুরী সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণচন্দ্র উক্ত বিদ্যালয়ে ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

শাকুরা সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি রায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

রঙ্গপুরের ট্রেজরি হইতে যে টাকা চুরি যাইবার কথা লিখিত হয়, তন্নিমিত্ত কোষাধ্যক্ষকে ধরা হয়। কোষাধ্যক্ষ ১৮৮০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। উক্ত ব্যক্তি বলিতেছে, ট্রেজরির একজন মুহুরি পুলিসের একজন হেড কন্‌ষ্টেবল এবং একজন পোদ্দার ইহাতে লিপ্ত ছিল। রাতারাতি বড়মানুষ হইবার চেষ্টা করিলেই নানা বিপদ ঘটে।

বোম্বাইয়ে অধিক পরিমাণে জল দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য মিউনিসিপালিটিকে যে

৫ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবার প্রস্তাব করেন, মিউনিসিপালিটি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ৫ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন, অথচ কেন ৪ লক্ষ দেওয়াতেই তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। ৫ লক্ষই বা কম ছিল কি?

বলরামপুরের রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল অভিভাবকহীন ব্যক্তি খাদ্য বস্ত্রাদির নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিবে তাহাদিগকে [illegible] ও [illegible] দিবার হইবে এবং যে সকল বালক শিক্ষা করিতে থাকিবে উহাদের শিক্ষা আহার ও বস্ত্রাদি দেওয়া হইবে। রাজার [illegible] শিক্ষা বিষয়ে এরূপ মনোযোগ বিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

১৩ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

নসিরাবাদের দুই জন উচ্চ পদস্থ সৈনিক আফিসর লিউটেনান্ট সাহেব আর এক ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে শিবির হইতে দূরীভূত করেন। ইহাদিগকে সেশনে অর্পণ করা হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম রবার্ট নাইট সাহেব অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন।

মীরাটের শিবিরে খুন করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা ক্যান্টোনমেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের একজন প্রিয় কোটাল আছেন। কিছু দিন হইল কয়েক ব্যক্তি কোটালের বিরুদ্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিয়া তাহা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত হন। ক্যান্টোনমেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান না করিয়া কোটালের গ্লানি করা অপরাধে হতভাগ্য আবেদনকারিদিগের মেয়াদ দেন। সেসিয়ন জজ ইহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কোটালের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে।

আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়ে গত সেসিয়নে যে কয়েক জন অপরাধী অর্পিত হয়, তাহাদের সকলেরই দণ্ড হইয়াছে। পটার নামক একজন সার্জ্জেণ্ট এক জন এতদ্দেশীয়ের উপরে ক্রোধান্বিত হইয়া গুরুতর আঘাত করে। এ ব্যক্তির ২৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। একজন রেলওয়ে প্রহরীর সুরাপানে মত্ততা অপরাধে তিন মাস কারাবাস হইয়াছে। এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি এরূপ পক্ষপাতের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না।

গত যুদ্ধে অভূতপূর্ব্ব জয় লাভ করাতে জর্ম্মনদিগের জাতীয় স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইতেছে। যদিও আইনানুসারে প্রত্যেক জর্ম্মনকে সেনাদলে কর্ম্ম করিতে হয় তথাপি এপর্য্যন্ত অধিকাংশ জর্ম্মণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করিতেন; কিন্তু যুদ্ধ জয় করিয়া তাঁহারা এত উন্মাদিত হইয়াছেন, যে যুবকেরা পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বে সেনাদলে প্রবেশ করিতেছেন। [illegible] ও সেনাপতিগণ কেবল সেনাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন। দেশের প্রকৃত উন্নতি পক্ষে এটী বিশেষ অনিষ্টের হেতু হইবে। যে সকল কারণে প্রথম নেপোলিয়ন কর্ত্তৃক ফ্রান্সের এই দুর্দ্দশা হয়, জর্ম্মনিতে সেই সকল কারণ উপস্থিত হইতেছে।

[illegible] কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গমন কালে সমারোহের সহিত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল।

লুসাই যুদ্ধ উপলক্ষে পূর্ব্ব বাঙ্গালার পুলিসের নিম্নতর কর্ম্মচারীরা [illegible] হইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতেছে। ঢাকা হিতৈষিণী বলেন, সর্ব্বদাই এই অত্যাচারের সংবাদ আসিতেছে।

হেরিসন্ ষ্ট্রীটের থানার কয়েক জন প্রহরী ও জমাদারের অত্যাচার নিবন্ধন মেছার হওয়াতে পুলিসের সহিত খড়পাড়ের লোকের বিলক্ষণ মনান্তর হইয়াছে। পুনর্ব্বার অত্যাচার ও দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা। আমরা তন্নিমিত্ত পুলিস কমিশনরকে অনুরোধ করিতেছি, হেরিসন্ ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান প্রহরিদিগকে অন্য অন্য থানায় প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এখানকার ইনস্পেক্টর একজন বৃদ্ধ লোক। ইনি অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে শাসনে রাখিতে জানিলে সেদিনকার অত্যাচার হইত না। বেলিয়াঘাটার ইনস্পেক্টরকেও স্থানান্তরে প্রেরণ করা উচিত। গত মকদ্দমায় ইনি বিনা সমনে অত্যাচারকারিদিগের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এটী ইহার কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধ কার্য্য। এ ব্যক্তির উপরে খড়পাড়ের কাহারও বিশ্বাস নাই। যাহাতে পুনর্ব্বার দাঙ্গা না হয়, তজ্জন্য উহার বিদায় করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইবা মাত্র আমীর শিয়ারআলি সমু[illegible] লোককে শোক চিহ্ন ধারণ [illegible] দেন। আমীর অতিশয় দুঃখ প্র[illegible] ছেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের নি[illegible] সম্প্রতি নূতন নিয়মানুসারে যে পরীক্ষা হ[illegible], তাহাতে ১১ জন উত্তীর্ণ হইয়া[illegible] উ[illegible]দিগের মধ্যে একজন মুসল[illegible] ফিরিঙ্গি, একজন আর্মেনীয় এবং [illegible] সকলে হিন্দু। পুলিস ও নিম্ন [illegible] প্রদেশের জন্য একজন এবং [illegible] বিভাগের নিমিত্ত চারিজন উত্তীর্ণ [illegible]ছেন। এই দুই বিভাগে হিন্দু ও মুসলমান নাই। পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের মধ্যে ১০ জন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। একজন মুসলমান, একজন আর্মেণীয় এবং আট জন হিন্দু। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ [illegible] নিবাসী, ইনি পাটনা বিভাগে কর্ম্ম পা[illegible]ছেন।

খড়দহের বিশ্বাস জমীদারদি[illegible] কতক উচ্চ দশা হইয়াছে বোধ হইতেছে। [illegible]পুর পরগণা ক্রয় করা অবধি তিন [illegible] মধ্যে তাঁহারা কি করিয়াছেন, [illegible] জানিবার জন্য তাঁহাদিগের [illegible] লোকদিগকে লেখা হইয়াছে। [illegible] জমীদারগণের মনে করা উচিত, [illegible]দেশের অন্য অন্য জমীদারগণ যে প্রকার সাধারণ হিতার্থ চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের তাহার সহস্রাংশও দেখা যায় না। তাঁহারা যখন সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, তখন জমীদারি হাতে লওয়া হয় না কেন? যত দিন বাবু কালীনাথ বিশ্বাসের হস্তে জমীদারির ভার ছিল, তত দিন প্রজাদিগের কোন কষ্ট ছিল না। তবে তখন শিক্ষা প্রভৃতির নিমিত্ত ব্যয় করা জমীদারদিগের অভ্যাস হয় নাই। সুতরাং কালী বাবুও তন্নিমিত্ত ব্যয় করেন নাই।

২৪ এ ফাল্গুন বুধবার।

কাবুলে জনরব উঠিয়াছে, পারস্য বালীচা লিষ্টানের সীমা লইয়া কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে চান না। তাঁহারা সিস্টান অধিকার করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, অনরেবল এ, ডি, সাস্থন (সি, এস, আই) প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্যের স্মরণার্থ একটী নূতন এলফিনষ্টোন কলেজ নির্মাণার্থ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে সাধারণের উপকারার্থ আর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া কোচিনের রাজা সকল শ্রেণী প্রজাবর্গকে স্ব স্ব জাতীয় রীত্যনুসারে শোক চিহ্ন ধারণার্থ আজ্ঞা দেন।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীকে হত্যা করিবার যে চেষ্টা হয় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরল সেই সংবাদ পাইয়া রাজ্ঞীর শরীরে কোন আঘাত লাগিয়াছে কি না তদ্বিষয়ে ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ষ্টেট সেক্রেটারি এক টেলিগ্রাম দ্বারা প্রতিনিধি গবর্ণর জেনরলকে জানাইয়াছেন, রাজ্ঞী এ নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে কোন আঘাত লাগে নাই।

২৫ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ইংলণ্ডের এক এক জন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে যে ব্যয় করে, তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। হলওয়ে কোম্পানির বটিকা প্রভৃতির বিজ্ঞাপনে বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়, ভূমণ্ডলে এমন স্থান নাই যেখানকার কাগজে তাহাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত না হয়। মোসেস কোম্পানি ১ লক্ষ, রাউলাণ্ড কোম্পানি ১ লক্ষ ফিলোসফি কোম্পানি কতকগুলি ঔষধের বিজ্ঞাপনে ১ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করেন। এ ভিন্ন আরো অনেকে অনেক টাকা বিজ্ঞাপন প্রকাশার্থ ব্যয় করেন; যাঁহারা কেবল বিজ্ঞাপন প্রকাশে এত ব্যয় করেন, তাঁহাদের ব্যবসায়ে যে কত লাভ হয় বলা যায় না।

বিলীগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ইয়াকুবখাঁর মীর মুক্তা ও অন্যান্য স্থানে গিয়া যে সকল প্রদেশ একবার জয় করিয়াছিলেন এবং যাহা পরে আফিমবাসিদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে, সেই সকল প্রদেশ পুনর্ব্বার জয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন।

২৬ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

সেদিন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উপকূলে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ পাতিয়ালার রাজা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কালেজে একটী ছাত্রবৃত্তির জন্য ১৫ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এ অনুষ্ঠান উত্তম হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ঢাকার কয়েকজন ধনবান ব্যক্তি, খাজে আবদুল গনি মিঞার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ঢাকার উন্নতি বিধানার্থ ১৫ সহস্র টাকা দিবার মানস করিয়াছেন।

গত ১৫ ই ফাল্গুন বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছেন।

২৭ এ ফাল্গুন শনিবার।

সেনাপতি ব্রাউন লো সাহেব ২৭ এ ফেব্রুয়ারি যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, উত্তর কাউলঙ সর্দারেরা গজদন্ত ছাগল প্রভৃতি উপহার দিয়া সন্ধি করিয়াছে। তাহারা ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুভাবে কার্য্য করিবে, শপথপূর্ব্বক ইহা স্বীকার করাইয়া লওয়া হইয়াছে। কয়েকজন সর্দার জিম্মাপ্রিতে কাপ্তেন নিউবিলের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, স্বীকার করিয়াছে। বন্যগণ এই সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

ইণ্ডিয়ান পব্লিক ওপিনিয়ন বলেন, ২৬ এ ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে লুধিয়ানার প্রধান সেনাপতির নিকট এই বলিয়া এক টেলিগ্রাম আইসে, তিনি যেন ১৪ পণ্টন একজে শীঘ্র পদাতিক দলকে রাউলপিণ্ডিতে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে ১ পণ্টন গুরখাদিগকে রাখেন এবং জলন্ধরে ৫৪ পণ্টন যে সেনাদল ছিল, তাহারা যেন প্রস্তুত থাকে। এরূপ করিবার কারণ প্রকাশিত হয় নাই।

ঝিন্দের রাজার ভাব গতিক ভাল বোধ হইতেছে না। সম্প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর যখন ঐ স্থান দিয়া গমন করেন, তখন রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এ ভিন্ন লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ পঞ্জাবের অন্যান্য সর্দারেরা যেরূপ সম্মান চিহ্ন প্রদর্শন করেন, উক্ত রাজা তাহার কিছুই করেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৬৪ অব্দের ১৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের ৪৭ ধারানুসারে বঙ্গদেশীয় পুলিস্ত্রামদিগকে বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইবেন।

মদন মোহন মুন্সী—বাখরগঞ্জ।

হরি চরণ—বাখরগঞ্জ।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। জে, এস ব্রুকস কিছুদিনের জন্য বারাণসী এজেন্সির সহকারী সব ডেপুটী অফিমের এজেন্টের প্রতিনিধি হইবেন।

২ রা মার্চ্চ। টিপারার প্রতিনিধি ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ বসু উক্ত প্রদেশের ডুবাকরের আইন অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ক, বি, ওয়েষ্টমেকট ১৮৭১ অব্দের ১৩ ই হইতে ৩০ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত দ্বিতীয়শ্রেণীতে জেনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি ছিলেন।

লার্ড উইলিয়ম ব্রাউন কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানার্থ একজন কমিশনর হইয়াছেন।

৪ ঠা মার্চ্চ। সার উইলিয়ম জেমস হার্সেল কিছুদিনের জন্য ঢাকা বিভাগের রাজস্ব ও সার্কিট কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ আমজদ আলী মজঃফরপুরের অন্তর্গত লক্ষ্মীপাড়ার আফিমগুদামের সব ডেপুটী হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কিছুদিনের জন্য সহকারী সব ডেপুটী অফিমের এজেন্ট হইবেন। ইঁহারা প্রস্তাবিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই।

বি, আর কার্টার—বারাণসী এজেন্সি।

ডবলিউ বি, শীড—বিহার

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি সহকারী সব ডেপুটী অফিমের এজেন্ট হইবেন।

এ, ডব্লিউ, অমরলন,—বারাণসী এজেন্সি

ডবলিউ ই, এল মিল ঐ ঐ

এম, এম, ম্যাকনিল (এম, এল, এস এবং

বি. এ.) যশোহরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সহকারী হইবেন এবং উক্ত বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর আইকে মাজিষ্ট্রেট এ.কে প্রতিনিধি হইবেন।

৫ই মার্চ। নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

জে, সি বীলি—কৃষ্ণগঞ্জ (পূর্ণিয়া)।

জে, জি ডে—পূর্ণিয়া।

আর, এচ, গ্রিবিল—পুরী।

সি, পি, এল, মেকলে—বীরভূম।

নিম্নলিখিত সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা প্রথম শ্রেণীর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন

এফ. এচ. বারো।

বিহারী লাল গুপ্ত।

সাঁওতাল পরগণার নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ ডেপুটিদের অধঃ সপ্তম শ্রেণীর প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন—

এল, বি, রবার্টস।

জে, আর হাণ্ড।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ, রডক বর্দ্ধমানে বদলী হইলেন।

সেতাংঘাটির সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, ওকোডো ওয়েটের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ভুলুয়া উপবিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর সি, এচ, ব. উইলস সাহাবাদের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিচরণ ঘোষ মুরশিদাবাদের অন্তর্গত যঙ্গুর কান্দি উপবিভাগের ভার পাইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৮৪৩ অব্দের ১৫ আইন অনুসারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এবং ১৮৫৩ অব্দের ৯ ধারানুসারে ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন—

মৌলবী আবদুল হেই।

বাবু অমর নাথ ভট্টাচার্য্য।

" মহেশচন্দ্র রায়।

" দ্বারকানাথ রায়।

" লক্ষ্মী নারায়ণ।

" মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

" মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

" নীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

" রজনী নাথ চট্টোপাধ্যায়।

এ, পি, মেকা হচ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পদাভিষিক্ত স্থানে রহিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন—

বাবু মহেশ চন্দ্র রায়—পাটনা বিভাগ।

" দ্বারকানাথ রায়—রাজসাহী "।

" লক্ষ্মীনারায়ণ—পাটনা "।

" মোহিনী মোহন রায়—যশোহর "।

এ, পি, মেকারিচ—ঢাকা "।

এচ. এল, ড্যাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ ফেব্রুয়ারি—জনশ্রুতি এই, রাজ্ঞী জর্ম্মণিতে গমন করিতেছেন।

লণ্ডনের লার্ড মেয়র প্রিন্স অব ওয়েলসকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন

লার্ড নর্থব্রুক যুদ্ধ সংক্রান্ত সেক্রেটারির পদ কর্ণেল ইলিসকে প্রদান করেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত হন নাই।

লণ্ডন ২৯ এ ফেব্রুয়ারি—ওকোনর নামক আয়রলণ্ডবাসী এক যুবক অদ্য বৈকালে যখন রাজ্ঞী কনষ্টিটিউসন পাহাড় হইতে শকটারোহণে আসিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে এক পিস্তল দ্বারা ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু পিস্তল ছোড়ে নাই। ওকোনর [illegible] হইয়াছে। এই ব্যাপার দর্শনে সাধারণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা মার্চ—রাজ্ঞীকে গুলি করিবার যে চেষ্টা হয়, তৎসম্বন্ধে আরো যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, যে ব্যক্তি গুলি করিবার চেষ্টা পায়, সে বকিংহাম প্রাসাদের রেইল উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়, দ্বার রক্ষক উহা দেখিতে পায় নাই। রাজ্ঞী গাড়ি হইতে নামিতেছিলেন, এমন সময় ঐ ব্যক্তি এক হস্তে এক পিস্তল এবং অপর হস্তে ফেনিয়ানদিগকে কারামুক্ত করিবার নিমিত্ত এক আবেদন লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। রাজ্ঞী কোনরূপ ভয় চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। পিস্তলে গুলি পোরা ছিল না।

লণ্ডন ২ রা মার্চ—ওকোনর নামক যে ব্যক্তি রাজ্ঞীকে গুলি করিবার চেষ্টা পায়, বো ষ্ট্রীটে তাহার পরীক্ষা হইয়া বিচারার্থ অর্পিত হইয়াছে। সাক্ষিদিগের মধ্যে প্রিন্স লিওপোল্ড এবং জন ব্রাউন আছেন।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্যোপলক্ষে যে দিবস উপাসনা করা হয়, সেই দিবস প্রজাবর্গ রাজ্ঞীকে এবং তাঁহার পুত্রগণকে যেরূপ সমাদর করেন, তাহাতে রাজ্ঞী বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন। রাজ্ঞী বলিয়াছেন, ঐ দিবস রাজপরিবারবর্গের হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে।

রাজ্ঞী উইণ্ডসরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ৫ ই মার্চ—নিশ্চিত হইয়াছে, ওকোনর রাজ্ঞীকে গুলি করিবার যে চেষ্টা পায়, তাহা যে ফেনিয়ানদিগের ষড়যন্ত্র হইতে হইয়াছে তাহা নয়।

সেনাদলের ২০ সহস্র সৈন্য কমাইবার বিষয়ে কমন্সসভাতে বাদানুবাদ হইতেছে।

(আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! মুলতান হইতে কলিকাতা প্রায় ১১০০ মাইল অর্থাৎ ৮০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমি ১৫ ই ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যার ট্রেণে আরোহণ করিয়া তৎপর দিন প্রাতঃকালে লাহোরে উপনীত হই। তথায় এক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম, দেখিলাম তথায় সে রাত্রিতে যথেষ্ট বৃষ্টি পতন হওয়াতে পথ ঘাট কর্দ্দমময় হইয়াছে। শুনিলাম কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ পূজনীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং লাহোরস্থ ব্রাহ্মেরা ১১ ই মাঘের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে দেবেন্দ্র বাবুকে আনাইয়া বিশেষ উপাসনাদি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এইরূপ দেখিয়া তৎপর দিন প্রাতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ট্রেণ প্রায় বেলা দশ ঘটিকার সময় বিপাশা নদীর উপকূলস্থ ষ্টেশনে উপনীত হইল। শকটে পঞ্জাব ইউরোপীয় যাত্রী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আপনারা অবগত আছেন, বিপাশা নদীর উপরিস্থ সেতু বিগত বর্ষাকালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রায় দুই মাইল পথ এক্কা গাড়িতে গিয়া নদীর অপর পারস্থ ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এই সেতুটী ভগ্ন না হইলে আমার আর রেলওয়ে শকট হইতে অবতরণ করিতে হইত না। যাহা হউক, যখন নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হই তখন বেলা প্রায় দুই

পারের। দুর্দান্ত ও রেলের ক্লিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স্ক একজন বঙ্গীয় ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলাম। উঁহাকে দেখিয়া মনোমধ্যে সাহস ও আনন্দ যুগপৎ উদয় হইল। এই বন্ধুবান্ধবহীন প্রদেশে প্রান্তর মধ্যে দুই প্রহর বেলায় সহোদর সদৃশ দেশীয় ভ্রাতাকে দেখিলে বোধ হয় আমার সদৃশ অবস্থাপন্ন সকল ব্যক্তিরই এইরূপ ভাবের উদয় হয়, কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই, আমার এই আনন্দ তড়িতের ন্যায় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী হইল। প্রথম সম্ভাষণেই বঙ্গীয় ভ্রাতাটী কহিলেন, তুমি কোথায় যাইতেছ? অনেক ক্ষণ মদ খাওয়া হয় নাই, এস মদ খাওয়া যাউক। আমি উঁহার এইরূপ কথায় কিছু বিস্মিত হইলাম, ক্ষণকাল পরে কহিলাম যে, এই প্রান্তরে মদ কোথায় পাইবেন, তিনি কহিলেন, এ খবরটী রাখ না, আগে এ খবরটী লওয়া চাই, এই বলিয়া একটী তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া বিলক্ষণ মদ খাইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত মাতাল হইয়া পড়িলেন। আমি অনেক মাতাল দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ জঘন্য মাতাল কখন দেখি নাই। যে গাড়িতে আমি আরোহণ করিলাম ইনিও সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। এই গাড়ীতে অন্যান্য যে সকল হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী সহযাত্রী ছিল, তাহাদের সহিত বিবাদ আর[illegible] কথা কহিতে ও গালি দিতে লাগিল। একজন হিন্দুস্থানী পরিবার লইয়া যাইতেছিল, সে ইঁহার মাতলামি ও অশ্লীল কথা ও চীৎকার শুনিয়া রেলওএ পুলিসকে ও ষ্টেশন মাষ্টারকে জানাইল, কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিবিধান হইল না। আমি ও বিষম মহাবিপদে পড়িলাম। [illegible]দের নিকট স্বজাতীয়ের এরূপ [illegible], তাহাতে আবার মাতালের সহি[illegible] অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় [illegible] করিলাম, কিছুতেই থামিল [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] প্রহার করিল [illegible] সহযাত্রীদিগকে [illegible] দিল। আর যে রূপ অকথ্য ও অশ্লীলতা [illegible] করিল, তাহা লিখিতে পারি না, পাঠকগণ অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইবেন। অবশেষে অচেতন মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। আমরাও কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। মাতাল হইবার পূর্ব্বে ইঁহার পরিচয় লইয়াছিলাম, ইনি একজন সম্ভ্রান্ত বিদ্বান, কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক। মহাশয় মদ্যপান নাস্তিকতা যথেচ্ছাচার আমাদের বঙ্গদেশকে ছারেখারে দিতেছে। বঙ্গের প্রতিনিধি স্বরূপ এমন সুযোগ্য ব্যক্তি বহুলোকের সম্মুখে পশুভাবের ন্যায় জঘন্য ভাব প্রকাশ করিয়া কত লোকের ঘৃণাস্পদ হইল। যখন এমন সুযোগ্য বিদ্বান ব্যক্তির স্বভাব এমন, তখন সংকীর্ণমনা অনেক বাঙ্গালি যে বিদেশে জঘন্য মাদক সেবন ও পশুবৎ আচরণ করিবে ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ সহযাত্রীর সঙ্গে অম্বালা পর্য্যন্ত যাইতে হইয়াছিল। মধ্যে লুধিয়ানা ষ্টেশনে শুনিলাম, কোকারা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে একদিকে জলন্ধর হইতে সৈন্য আসিতেছে, ওদিকে দিল্লীর শিবির হইতে সৈন্য আসিতেছে। এইরূপ শুনিয়া তৎপর দিন প্রত্যুষে গাজিয়াবাদ ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইলাম। পঞ্জাব রেলওএ তৃতীয় শ্রেণীর শকটগুলি নিতান্ত কষ্টপ্রদ। ইহাতে শীত বাত বৃষ্টি হইতে রক্ষা হইবার সম্ভাবনা নাই। একে শীতকাল তাহাতে প্রায় খোলা গাড়ি সুতরাং বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তৎপর দিন অর্থাৎ ১৮ ই জানুয়ারি প্রাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওএর শকটে আরোহণ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় এলাহাবাদ ষ্টেশনে উত্তীর্ণ হইলাম। পঞ্জাব রেলওএর তৃতীয় শ্রেণীর শকট অপেক্ষা ইষ্ট ইণ্ডিয়ার তৃতীয় শ্রেণীর শকটগুলি উৎকৃষ্ট না হইলেও শীত বাত বৃষ্টি হইতে রক্ষিত। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, গাড়ির প্রত্যেক কামরাতে দশ জনের অধিক উপবেশনের নিয়ম না থাকিলেও কোন কোন স্থলে ১০ জন ১২ জন এবং কোন কোন স্থলে মাল বোঝাইএর ন্যায় বড় ইচ্ছা মত লোককে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে [illegible] শীতেও [illegible] হয়।

একে ত ১০ জন এক কামরাতে থাকাই দারুণ কষ্টকর, তাহাতে এরূপ [illegible] কষ্ট তাহা বিবেচনা করুন, এইরূপ কষ্টেসৃষ্টে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া দেশহিতৈষী এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র মহাশয়ের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সেই অধিক রাত্রিতে তৃপ্তিজনক আহার ও বিশ্রাম করিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। কয়েক স্থান ব্যতীত "বিদ্যালয়গুলি" বাস্তবিকই বিদ্যালয়ের ন্যায় পথিকদিগের শান্তি সম্পাদন হইয়াছে। অসময়ে এরূপ তৃপ্তিলাভ বিশেষ তৃপ্তিজনক তাহার সন্দেহ নাই। এলাহাবাদ হইতে দ্রুতগামী শকটে ১৯ শে জানুয়ারি তারিখের প্রাতে আরোহণ করিয়া ২০ শে জানুয়ারি তারিখের সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় তিন বৎসর পরে উপনীত হইলাম। মহাশয়! কি আশ্চর্য্য! ১৫ই তারিখের সায়ংকালে মুলতান হইতে যাত্রা করিয়া ২০ শে তারিখের সায়ংকালে কলিকাতায় পৌঁছিলাম! যদি একদিন লাহোরে না থাকিতাম তবে ঠিক তিন দিন পরে আট শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় থাকিতে পারিতাম।

মহাশয়! আর একটী বিশেষ ব্যাপার আমি প্রায় বরাবর লক্ষ্য করিয়া যাইতেছি। মুলতান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ছোট বড় প্রায় সমস্ত রেলওএ ষ্টেশনে দুই একটী বঙ্গীয় ভ্রাতা আছেন। বঙ্গবাসিগণ ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সামাজিক প্রায় সকল বন্ধন হইতে পৃথক থাকাতে এবং হৃদয়ে ধর্ম্মবন্ধন না থাকাতে আমাদের দেশের উজ্জ্বল মুখ ম্লান করিতেছেন। আমাদের জাতীয় মহত্ত্বের উপর কলঙ্কার্পণ করিতেছেন।

আমি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলাম, কোথায়ও আশাকর উৎসাহকর সুলক্ষণ লক্ষ্য না করিয়া একান্ত নিরাশ হইয়াছি। "ইয়ংবেঙ্গল" নামে যে [illegible] ব্যক্তি [illegible] হৃদয়ে ঘৃণার উদয় হয় এবং রেলওএ ষ্টেশনস্থ বাবুগণের নাম শুনিলে যে মনোমধ্যে একটী বীভৎস রসের আবির্ভাব হয়, মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারী বঙ্গের কুসন্তানদিগের জঘন্য কার্য্যাদিই তাহার এক প্রধান কারণ।" ইহাদিগের ধর্ম

নীতির উন্নতিসাধন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, টুন্দলাস্থ কয়েকটী আত্মার উদ্যোগে তথায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ও মোগলসরাইস্থ ভ্রাতাদিগের বিবিধ নিবারিণী সভার সংস্থাপনের ন্যায় বড় বড় ষ্টেশনস্থ কয়েকজন করিয়া বাঙ্গালী অন্ততঃ সাধারণ হিতকর ও জাতীয় গৌরবকর ব্যাপার সকলে নিযুক্ত থাকিলে বিশেষ কার্য্য হয়।

১৭ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৭২ }

আমাদিগের দিনাজপুর রায়গঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। কতিপয় দিবস অতীত হইল, বংশী হাড়ী পুলিশ ষ্টেশনের নিকটস্থ চণ্ডীপুর নামক স্থানে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও কলিকাতা অঞ্চলের যে ডাক অপহৃত হইয়াছিল, অনুসন্ধানে মেইল বাহক পাঁচ জন রণার ধৃত হইয়া সেসিয়নে অর্পিত হইয়াছে। উহাদিগের ৪ জন সম্পূর্ণরূপে অপরাধ স্বীকার করিয়া ডাক প্যাকেটের সমুদায় চিঠি ও কাগজাদি বাহির করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহাতে মোহরপূর্ণ যে কয়েকটী বাঁধি পার্সেল (পুলিন্দা) ছিল, তাহা পাওয়া যায় নাই। তন্নিমিত্ত অনেক অনুসন্ধান করা হইতেছে, পাওয়ার বড় সম্ভাবনা নাই। ইহাতে প্রায় ৩২০ টাকার মোহর ছিল। অপরাধিগণ সম্বন্ধে এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ৫ জন অপরাধীর মধ্যে একজন অপরাধ স্বীকার না করাতে এবং তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পাওয়াতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি সূত্রে তাহাকে সেসিয়নে অর্পণ করিলেন? আমরা বলি যে ৪ জন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে উহাদের অন্ততঃ এক জনকে কার্য্য বিধির ২০৯ ধারানুযায়ী অব্যাহতি ক্ষমা দিয়া সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহা হইতে এতৎ সংক্রান্ত বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করাইয়া লইতে ক্ষতি ছিল কি? অপরাধ প্রমাণ না করিয়া অপরাধীকে কি প্রকারে দণ্ডপ্রাপ্ত করা যাইতে পারে? সুতরাং, যে অপরাধ স্বীকার করে নাই তাহার নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা। তবে জজ সাহেব অব্যাহতি ক্ষমা বিষয়ক কার্য্য বিধির ২১০ ধারা অবলম্বন পূর্ব্বক বিচার করিতে পারেন। এতদুপলক্ষে আমাদিগের আরো কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইল। ডাক রাস্তার যে স্থানে এই চৌর্য্য কাণ্ডটী সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইতে পুলিশ ষ্টেশন বহু দূরে স্থাপিত; পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রয়োজনানুসারে সত্বর ঘটনাস্থলে গমন করিয়া যে যথারীতি তত্ত্বাবধান করিতে পারেন এমত আশা করা যায় না। বিশেষতঃ অনেক দূরবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া উক্ত বংশী হাড়ি ষ্টেশনের এলাকা নির্দ্ধারিত আছে। পূর্ব্বে আরো একবার ঐ স্থানেই ডাক মারা গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বংশী হাড়ির এলাকাধীন স্থানে প্রায়ই ডাকাইতি ও চৌর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। পুলিশ কর্ম্মচারিগণের সময়োচিত শাসন ও তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকিলে এরূপ ডাকাইতি চৌর্য্য প্রভৃতি হইবার তত সম্ভাবনা থাকেনা। যাহা হউক এজন্য পুলিশ কর্ম্মচারিদিগকে বিশেষ দোষী করা যায় না; কারণ তাহাদের ষ্টেশন এমন এমন স্থানে অবস্থিত যে তাহারা সুবিধা মত সত্বরতা সহকারে এলাকাভুক্ত সমুদায় স্থানের যথোচিত তত্ত্বাবধান করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব ইহার নিরাকরণার্থ আমরা প্রস্তাব করি, বংশীহাড়ি ষ্টেশনের অধীনে চণ্ডীপুর বা তন্নিকটস্থ ডাক রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে একটী আউট পোষ্ট স্থাপন করিলে ভাল হয়। একজন হেড কনষ্টেবল ও চারিজন কনষ্টেবল তথায় নিয়োজিত থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। হেড কনষ্টেবল না রাখিয়া কেবল চারি জন কনষ্টেবল থাকিলেও কতক পরিমাণে সাধারণের উপকার হইতে পারে।

২। ১১ ই মাঘ মঙ্গলবার দিনাজপুর ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে সচরাচর যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে এ অধিবেশনেও তাহার কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই। এক দিবস ঈশ্বরের উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি নিয়মিত কার্য্য সম্পাদিত হয়। অন্য দিবস দীন দরিদ্র অনাথদিগকে চাউল, পয়সা কাপড় ও কম্বল বিতরণ করা হয়।

৩। দিনাজপুরের রাণী শ্যাম মোহিনী স্বীয় অধিকারস্থ প্রজাদিগের মধ্যে গোবীজ টিকা দিবার জন্য সম্প্রতি আরো চারিজন টিকাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ৮ জন নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিতেছিল। ক্রমেই রাণীর প্রজাহিতৈষিতার অধিকতর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক জন মাননীয় বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, উক্ত রাণী দিনাজপুরের সাহায্যকৃত বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহখানি ইষ্টকময় করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যা বিষয়ে রাণীর বিলক্ষণ উৎসাহ ও যত্ন দেখা যায়। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ ও বালক বালিকাদিগকে পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যে যথোচিত অর্থ প্রদানে তিনি কুণ্ঠিত হন না। প্রতি দিনই নানা স্থান হইতে দান প্রার্থনায় তাঁহার সমীপে আবেদন পত্র আসিতেছে। আমরা অবগত হইয়াছি অধিকাংশ প্রার্থিই বিমুখ হয় না। এক্ষণ জগদীশ্বরের সমীপে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা, ইনি দীর্ঘজীবিনী হইয়া লোকের উপকার সাধন করিতে থাকুন।

৪। সম্প্রতি এতদঞ্চলে লোক সংখ্যা নিরূপণ বিষয়ক কাগজ দাখিল লইয়া বিলক্ষণ ধূম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছি, অনেক গণনাকারীই এ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে কাগজ দাখিল করেন নাই। লোক সংখ্যার কাগজ পূরণ করিয়া তাহা নিরূপিত সময়ে পুলিশ কর্ম্মচারিদিগের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য গণনাকারিদিগের প্রতি যখন আদেশ আছে, তখন তদ্রূপ কার্য্য না করাতে রাজাজ্ঞার কি অবমাননা করা হয় না? এজন্য কোন কোন ব্যক্তির উপর নিরূপিত সময়ে কাগজ অর্পণ করা হয় নাই কেন, এই মর্ম্মে শমন হইয়াছে।

আমাদিগের আত্রাই সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আত্রাই নগরে বালিকা বিদ্যালয় ছি[illegible]

না। ১লা মার্চ হইতে "আরা ইবুক্যাণ্ট স্কুল" নামে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে এখানকার খৃষ্টীয়ান বালক বালিকাগণ প্রবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু বালক বালিকাগণ নিযুক্ত হইবারও কোন আপত্তি নাই। আশা করি, এখানকার কৃতবিদ্য বাবুরা নিজ নিজ শিশু সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবেন না।

২। ডিবিতর কারখানায় ফিরিঙ্গি ও দেশীয় যুবকগণকে বিভিন্ন কার্য্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব প্রধানতম গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি না, কারণ সকল ঝোলই ফিরিঙ্গির দিগে টানা হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকে মাসিক ২০ টাকা এবং দেশীয়গণ মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি পাইবে, কিন্তু ইহার চতুর্থাংশ যুবকগণের অভিভাবকদিগকে দিতে হইবে। আমরা যে দেশীয়দের বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য বারবার অনুরোধ করিতেছিলাম তাহা "অরণ্যে রোদন" হইল। গবর্ণমেণ্ট যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না তাহা আমরা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ নাই, গবর্ণমেণ্টের অপব্যয় নিবারণ করাই আমাদের অভিপ্রেত।

৩। আরা ও পাটনা খাল দ্বয়ের কার্য্য অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। রেলওয়ে কোম্পানির ও সাধারণের কোন মতে ক্ষতি না হয় এজন্য যতদিন রেল রাস্তার নিম দিয়া খাল খনন ও পুল নির্ম্মাণ সমাপ্ত না হয়, তাবৎ (তাবৎকাল) সব নির্দ্দিষ্ট পথে শকটাদি গমনাগমন করিবে। ফলতঃ তিন বৎসরের মধ্যে এই উভয় খালের কার্য্য সমাধা হইবে এমত অনুমিত হইয়াছে।

প্রেরিত

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আপনি অত্র রাজপুরের মুন্সেফ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটিত যে ব্যাপার প্রকটিত করিয়াছেন লিখিয়াছেন, তাহা সমুদয় অমূলক। এরূপ ব্যাপারের সংবাদদাতার নাম ও মূল পত্রিকা (১) মৎপ্রতি নির্ভর করিয়া অনর্থক আমাকে অপবাদগ্রস্ত করিয়াছেন, তাহা সমুদায় আপনার আগামী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে, তদ্দ্বারা আমি স্বীয় নির্দ্দোষিতা স্থাপন পক্ষে উপায়াবলম্বন করিতে পারি। আমি আপনার প্রকাশিত অলীক ব্যাপার তদন্ত হইবার প্রার্থনায় উপযুক্ত রাজপুরুষের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন কথা এইক্ষণে উল্লেখ করিব না। আপনি বিজ্ঞ হইয়া অমূলক সংবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া সহসা আমার প্রতি অনর্থক আক্রমণ করায় যথাযোগ্য কার্য্য করেন নাই। অতএব আমার প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রিকা ও সংবাদদাতার নাম ও পত্রিকা সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিবেন।

৯ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ } শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী রাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

(১) [illegible] পত্রিকা [illegible] সোমপ্রকাশে তাহার [illegible] সমাবেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহার [illegible] মর্ম্ম পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেষ কারণবশতঃ নামটী আপাততঃ প্রকাশ করা গেল না। স।

—:০:—

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়! একটী জাতীয় হিন্দুমেলার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের সংশয়ের বিষয় পরে লিখিব। প্রথমেই বিজ্ঞাপনটী পাঠকবর্গের গোচরার্থ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বিজ্ঞাপন।

ইহা দ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য বাবুদিগের সম্মুখের মাঠে জাতীয় হিন্দু মেলা হইবেক, যাহারা এই মেলাস্থলে দৌড়ান কুস্তি অশ্বারোহণ, মল্ল রণ এবং সজ্জিত ঘোড়া দিবেন উপযুক্ত রূপে ক্রীড়া করিতে পারিবেন তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক ইতি।

১২৭৮ সাল তাং ৯ ফাল্গুন } শ্রীনবগোপাল বসু মেলার সহকারী সম্পাদক।

ইহাতে আমাদের সংশয় এই—

১ম। বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে যে, ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে তিন দিবসের জন্য মেলা হইবেক, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ২রা ফাল্গুন মেলার শেষ দিন, কিন্তু ৯ ই ফাল্গুন তারিখে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় মেলাটী যে এবৎসর হইবে না তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব কোন্ বৎসরের ফাল্গুন সংক্রান্তিতে উক্ত মেলা হইবেক?

২য়। কোন্ জেলার কোন্ গ্রামের কোন্ বাবুদের বাটীর সম্মুখের মাঠে মেলা হইবেক তাহা বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব দর্শনার্থী এবং পারিতোষিকাকাঙ্ক্ষীরা কোন্ বাবুর মাঠে যাইবেন? এস্থলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল বসু মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা যে, তিনি আমাদের উপরিউক্ত কয়েকটী সংশয় ভঞ্জন করিয়া বাধিত করেন।

রাজপুর ১৪ ই ফাল্গুন ১২৭৮ সাল } বশম্বদ শ্রীঃ—

—ঃঃ—

মহাশয়! অধুনা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার নিয়ম, তাহাতে বোধ হয় উপযুক্ত হইলে সকলেই প্রায় সকল প্রকার কর্ম্ম পাইতে পারেন। জাতি, দেশ বা ধর্ম্মভেদে ইহার কোন বাধা জন্মিতে পারে না; কিন্তু পঞ্জাবে এই নিয়মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সেটী কি, তাহা আমি পাঠকগণকে জানাইবার পূর্ব্বে এই অবগত করাইতেছি যে, বাঙ্গালা দেশের ন্যায় পঞ্জাবে ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেঃ কালেক্টর ও মুন্সেফ নাই। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে এখানে তহশীলদার ও একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিসনর দ্বারা দেওয়ানী ফৌজদারী ও রেবিনিউর কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। কিন্তু ঐ ঐ কার্য্যে এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত হইতে দেখা যায় না। কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে

দৃষ্ট হয় যে ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাবের ফাইনান্সিয়াল কমিসনর সাহেব এই মর্ম্মে এক সরকুলার প্রচার করেন যে, বাঙ্গালিরা পঞ্জাবের ভাষাও রীতি নীতি বিশেষরূপে অবগত নহে, অতএব তাঁহারা তহসীলদারী প্রভৃতি কার্য্য পাইতে পারিবে না। বোধ হয়, তখনকার লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সাহেবও তাহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই বলে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানিরা একাধিপত্যরূপে সেই সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহার পর এই দীর্ঘ কাল যাবৎ গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন না যে বাঙ্গালিরা পঞ্জাবী ভাষা ও রীতি নীতি অবগত হইয়াছে কি না, সুতরাং সেই সরকুলার খানিই বাহাল রহিয়াছে।

বাঙ্গালিরা অনেকেই যে পঞ্জাবি ভাষা অতি উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিয়াছেন ও রীতি নীতি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা আমার বলিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় পাঠকগণ মনে মনে স্বীকার করিতেছেন। যে সকল বাঙ্গালিদের এই দেশে জন্ম ও বাল্যাবস্থা হইতে যাহারা এই দেশে শিক্ষা পাইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত যাঁহারা ১০।১২ বৎসর বা তদপেক্ষাও অধিক কাল চাকুরি উপলক্ষে এই পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি ও তত্তৎ স্থানের লোকের আচার ব্যবহার রীতি নীতি দর্শন করিতেছেন, তাঁহারা যে অনেক শিক্ষিত পঞ্জাবী অপেক্ষাও বিজ্ঞ ও বহুদর্শী তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ বাঙ্গালীও আছেন, তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিলে পঞ্জাবিরা তাহাদিগকে কখনই ভিন্ন দেশীয় বলিয়া বুঝিতে পারেন না। পঞ্জাবের আফিস সমূহে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত, তাহাও তাঁহারা অনেকে অতি উত্তমরূপে অবগত আছেন। আর যখন অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে প্রশংসার সহিত এবং এতদ্দেশীয়গণের অপেক্ষা অতি উত্তম রূপে কার্য্য করিতেছেন, তখন বাঙ্গালিরা যে তহসীলদারী ও এঃ এঃ কমিসনরী করিতে পারেন না ইহা গবর্ণমেণ্ট কি বিবেচনায় স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বিচারকের প্রাজ্ঞতা, ধর্ম্মভীরুতা প্রভৃতির উপরেই বিচারের ন্যায়ান্যায় নির্ভর করে কিন্তু ঐ প্রাজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ কি প্রকার ব্যক্তিতে অবস্থান করে তাহা অগ্রে দেখা উচিত। পূর্ব্বোক্ত গুণ বর্জ্জিত ব্যক্তির হস্তে বিচার ভার অর্পণ করা আর স্বয়ং অবিচারকে উপাসনা পূর্ব্বক আনয়ন করা তুল্য। এক্ষণে দেখা যাউক, পঞ্জাবে নিম্নশ্রেণীর বিচারকগণের মধ্যে কি প্রকার লোক সকল নিযুক্ত আছেন। আজিও এদেশে এক এক জন এমত তহসীলদার ও এঃ এঃ কমিসনর দৃষ্ট হন যাঁহারা আপনাপন নাম ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে পারেন না। গাছের নীচে বা খাটিয়ায় বসিয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অর্থী প্রত্যর্থীর প্রতি কটু বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আইনের মর্ম্ম কিছুমাত্র জ্ঞাত নহেন। ইহাঁরা কিরূপ সুবিচার করেন, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করুন। অনেককে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দোষে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইতে শুনা যায়। অতএব প্রার্থনা করি, গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে নিম্নশ্রেণীর বিচারকদের মধ্যে বাঙ্গালিদিগকে নিযুক্ত করিয়া সুবিচারের উপায় বিধান করুন। পঞ্জাবী ভাষা ও রীতি নীতির পরীক্ষা দানের নিয়ম হইলে বাঙ্গালিরা তাহাতে সমর্থ কি না জানিতে পারিবেন।

একজন মুলতানী।

গত ৫ ই ফাল্‌গুনে কলিকাতা আসিবার নিমিত্ত আমি এবং আর একটী ভদ্র লোক কুমারখালী ষ্টেসনে আসিয়া শুনিলাম, গাড়ি কুমারখালী আসিতে আর এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে। গাড়ি আসিতে বিলম্ব আছে শুনিয়া আমরা ষ্টেসনের মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে কুমারখালীর একটি ভদ্রলোক ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন তিনিও কলিকাতা আসিবেন এবং আমরা ৩ জন একত্র এক গাড়িতে আসিব তাঁহার সঙ্গে এই রূপ পরামর্শ স্থির হইল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে টিকেটের ঘণ্টা পড়িলে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট লইয়া গাড়ি আসিবার অপেক্ষায় প্লাটফরমে দাড়াইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই গোয়ালন্দের গাড়ি কুমারখালি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, যে, মধ্যবর্ত্তী ষ্টেসনে গাড়ি অতি অল্প সময় মাত্র দাড়ায়। সেই অল্পক্ষণ মধ্যে আমাদিগকে গাড়ি সন্ধান ক[illegible] আরোহণ করিতে হইয়াছিল, তাহাতেও মনের মত গাড়ি পাওয়া গেল না। একখানি মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি রেল-ওয়ের পাশপ্রাপ্ত খালাসী পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটির মত দখল করিয়া বসিয়াছিল। আর কতক গুলি মগ এবং এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকে গাড়িখানি পরিপূর্ণ ছিল। আমরা আর অন্য গাড়ি না পাইয়া অগত্যা ঐ গাড়িতেই উঠিলাম। গাড়ি কুমারখালি ত্যাগ করিয়া গড়ুইব্রিজ ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। গড়ুই ব্রিজ ষ্টেসনে আমার একটি বন্ধু কলিকাতা আসিবার কারণ টিকেট লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গে আমার অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। অনেক দিন পরে একজন বন্ধুর সঙ্গে সন্দর্শন হইলে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে অন্তঃকরণ যেরূপ উৎসুক হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমি তাঁহাকে আমাদিগের সেই গাড়িতে আরোহণ নিমিত্ত অনুরোধ করিলাম। তিনিও ঐ গাড়িখানির মধ্যে আমাদিগের নিকটে এক পার্শ্বে অতি কষ্টে উপবিষ্ট হইলেন।

ক্রমে গাড়ি কলিকাতাভিমুখে আসিতে লাগিল, আর এক একটী ষ্টেসনে ৫।৭ টি করিয়া লোক আরোহণ করায় আমাদিগের গাড়িখানি ক্রমে ক্রমে অন্ধকূপের আদর্শ হইয়া উঠিল। সকলেই "কতক্ষণে গাড়ি চুয়াডাঙ্গা যাইবে" একথাই বলিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ ৩ টার কিঞ্চিৎ পরেই গাড়িখানি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে উপস্থিত হইল।

চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে আর কতকগুলি গাড়ি আমাদিগের গাড়ির সঙ্গে যোজিত হইল। আরোহিরা অনেকে আমাদিগের গাড়ি

ত্যাগ করিয়া অন্যান্য গাড়িতে উঠিতে লাগিলেন, এতদ্দেশীয়েরা আমাদিগের গাড়ি হইতে বাহির হইয়া প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য গাড়িতে উঠিতে লাগিলেন। পরে ৩॥ চুয়া টার সময় গাড়িখানি কলিকাতা পঁহুছিল।

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের যে ট্রেণ কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ যায় তাহার কতকগুলি গাড়ি চুয়াডাঙ্গায় কাটিয়া রাখিবার এবং যে ট্রেণ গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা আইসে তাহাতে প্রথমে অতি অল্প সংখ্যা গাড়ি থাকে এবং চুয়াডাঙ্গা হইতে আর কতকগুলি গাড়ি যোজিত করিয়া দিবার নিয়ম করা হইয়াছে। এই নিয়ম দ্বারা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির কি উপকার হইতেছে কিছু বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যাত্রিদিগের পক্ষে, এই নিয়মটী অতিশয় কষ্টের কারণ হইয়াছে। যাহারা কলিকাতা হইতে গমন করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে চুয়াডাঙ্গা অতিক্রম করিয়া কোন ষ্টেসনে নামিতে হয় তাঁহাদিগকে পাঁটিরি প্রভৃতি লইয়া একবার নামিয়া অন্য গাড়িতে উঠিবার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা আগমন করেন যে পর্য্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে গাড়ি না পহুছে সেপর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অস্থিরূপে থাকিতে হয়। নিম্ন শ্রেণীর গাড়ি কম ও যাত্রী অধিক হওয়ায় যাত্রিদিগকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

শীতকালে যাত্রীদিগের তাদৃশ ক্লেশ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে গ্রীষ্মকাল উপস্থিত, এক্ষণে উক্ত কোম্পানির এই নিয়মটী পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এই নিয়ম দ্বারা তাঁহাদিগের কিছুলাভ কিম্বা ব্যয় [illegible] হয় না, কিন্তু যাত্রিদিগের ক্লেশের [illegible] যাত্রিদিগকে ক্লেশ দিয়া [illegible] লাভ হইলেও তাহা করা [illegible]

[illegible] কুষ্টিয়ার ষ্টেসন মাষ্টার [illegible] প্রশংসা না করিয়া থাকিতে [illegible] না। ইনি রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের [illegible] লোক নহেন। ইনি ভদ্রলোক দেখিলে সম্মান করেন এবং ষ্টেসনটীর স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত যাত্রিদিগের ক্লেশ না হয় তৎপক্ষে ইহাঁর বিশেষ মনোযোগ আছে।

কলিকাতা
২১ এ ফাল্গুন শ্রীরঃ-

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১লা মার্চ্চ।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ৪ ঠা মার্চ্চ বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৫	২৪

বহরমপুর
৪ ঠা মার্চ্চ
১৮৭২ সাল

শ্রীযুক্ত সি, ই, উইন্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিবারডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সিমলিয়া গ্রাম	৫॥
" " নারানচন্দ্র চৌধুরী—গৌরগঞ্জ	১০
" " ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী—নাকসা	৫॥
" " মহাভারত রায়—শিয়ালদহ	৫॥০
" " চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়—ভবানীপুর	৫॥
" " ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঁওয়া	১০
" " কালীকুমার গুপ্ত গোজানগরহেড	১০
" " জয় প্রসাদ সিংহ—আসাম হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টরি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

প্রথমসমাং প্রজ্ঞানিহিতায় পার্থিবঃ সম্বন্ধী অনিমন্ত্রী ন চোরমাং

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ৬ ই চৈত্র। ইং ১৮৭২। ১৮ ই মার্চ্চ

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন

গবর্ণমেণ্ট সোমপ্রকাশের মফস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি অনুকূল হইয়া অর্দ্ধেক মাশুল পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও এই অক্টোবর হইতে অবশিষ্ট মাশুল গ্রহণ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি মফস্বলের গ্রাহকগণ কেবল বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১০ ও যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা পাঠাইলেই সোমপ্রকাশ পাইবেন। তাঁহাদিগের আর মাশুলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় লাগিবে না। এই নিয়মের সঙ্গে সোমপ্রকাশের আর দুটী বিশেষ নিয়ম করা হইল। প্রথম, ত্রৈমাসিক মূল্য গৃহীত হইবে না। দ্বিতীয়, টিকিট লওয়া যাইবে না। নোট মনিঅর্ডার হুণ্ডী বরাত চিঠি প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে সুবিধা হয়, পাঠাইবেন; কিন্তু কেহ যেন কি আধ আনা কি এক আনা কোন প্রকার টিকিট প্রেরণ না করেন। অক্টোবর হইতে মাশুল পরিত্যক্ত হইল। যাহারা অতঃপর মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের বিষয়েই এই নিয়ম বর্ত্তিবে; কিন্তু যাঁহারা অগ্রে মাশুল প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মাশুল বাদ পড়িবে না। তাঁহারা আবার যখন নূতন মূল্য প্রেরণ করিবেন, সেই সময়ে আর তাঁহাদিগকে মাশুল দিতে হইবে না।

৩১ এ আশ্বিন
১২৭৮

কার্য্য সম্পাদক

অসংখ্য নূতন শব্দ এবং প্রত্যেক শব্দের সংস্কৃত অর্থ ও প্রমাণ প্রয়োগাদির সহিত সংকলিত সুবিস্তৃত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বলের গ্রাহকেচ্ছুগণ প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ এবং ডাকমাশুল ৵০ সমেত আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা পটোলডাঙ্গা পটুয়াটোলা ৪৮ নং বাটী } শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন।

ন্যায়দর্শনতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্য ন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্তপদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ
কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর অনিষ্টকর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

"রিপু বিহার কাব্য" সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কাশীপুর রোড ৬৩ নং ভবনে প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাকমাশুল সহিত ।০ আনা।

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি,

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিদর্শন দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের গ্রন্থালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার দুর্নীতির কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর মহীষিলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, চন্দ্রপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৪৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের সাম্যতত্ত্ব শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল ।/০ আনা ।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ।·
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল ।

নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

নাম ···· ··· মধ্যস্থ ।

ধাম ···· কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।

আকৃতি ··· সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন-উক্ত-দর্শাক্রান্ত ।

বিষয় ·· বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি ।

মূল উদ্দেশ্য··· পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল ; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্য-স্থতার চেষ্টা করা ।

শাখা উদ্দেশ্য··· মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা ।

সময়··· ··· ··· ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ মান ।

মূল্য ··· ··· অগ্রিম বার্ষিক ৫ টাকা, ষাণ্মাসিক ২৷৷০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৷৷০ আট আনা ।

সম্পাদক ··· এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, অন্যতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সদ্বিদ্বান মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন ।

গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় "মধ্যস্থ" ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন ।

—:০:—

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ ।

নেটিব্ ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, ষাণ্মাসিক ৩৷০ প্রতি সংখ্যা ৷৴০ ! চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য ।

১২ ৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

শ্রীমদ্ভাগবত ।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা । প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক । বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয় । মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য ।

প্র্যাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ৷৵ । একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা । মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা । এনাটমি ৪৷০ মাশুল ৷৵ মাত্র ।

কলিকাতা }
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল }

চন্দ্রালিনী ৷০, শিশুজ্ঞানচিত্রাবলী ৷৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য ।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে । মূল্য ১ টাকা । মাশুল দুই আনা ।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক ।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে ।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্শন ও বেণ্ড ইত্যাদি ।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট ; মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট ।

ফায়ার ব্রিক ।

ফায়ার ক্লে ।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন

কলিকাতা }
২ নং কেম্বিজেস ষ্ট্রীট । } বর্ন এণ্ড কোং

প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক ।

মূল সংস্কৃত হইতে নাটকাকারে বাঙ্গলায় রচিত। কালনায় আমার ডিসপেন্সারিতে আমার নিকট এবং কলিকাতা কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ জি, পি, রায় কোং মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য ।

মূল্য ১ এক টাকা ডাকে পাঠাইলে মাশুল ৵০ ।

শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রকাশিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস		টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ		আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য ভাগ)	৶০	ঐ
প্রকাশিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮০	আনা

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

বিক্রয় হইবে।

কোল, অথবা পাথরিয়া কয়লা দশ মণের ন্যূন নহে নয় মণ করা ৪ আনা মাত্র। টাকশালে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবেক।

এইচ, লাইড, কর্ণেল, আর. ই,
মাষ্টার অব্ দি মিণ্ট

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন সালের ২১এ মার্চ্চ তারিখে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময় জোগাম কলিকাতার রাইটর্স বিলডিং নামক বাটীতে ২৪ পরগণা ডিবিজনের এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাক্সী ও গাইঘাটি নামক খালের সন ১৮৭২ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭৩ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাশুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত দিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতি টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত কালের নীলাম ডাকনিয়া ব্যক্তির আমানত টাকা ইজারার ডাকের সিকি পরিমাণের জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

এই স্কুটিন দ্বারা পূর্ব্বলিখিত রাণীগঞ্জ দোকানে নীলাম করা রহিত হইল।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এ, জে, হিউজ সি, ই,
এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
সিলাই ডিবিজন।
রাণীগঞ্জ।

বঙ্গদর্শন।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)

বঙ্গদর্শন আগামী ১ লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইবে। নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক
" " দীনবন্ধু মিত্র
" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ,
" রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
" তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
" অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল,

ও অন্যান্য মহোদয়গণ বঙ্গদর্শনে নিয়মিতরূপে লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ডাকমাশুল ছাড়া বঙ্গদর্শনের মূল্য।

	অগ্রিম	পশ্চাৎদেয় (*)
বার্ষিক	৩	৪৷০
ষাণ্মাসিক	১৸০	২৷০
ত্রৈমাসিক	১	১৷০

১ নং পাঁপুড়পটী লেন। ভবানীপুর, কলিকাতা। ১লা চৈত্র ১২৭৮ — শ্রীব্রজমাধব বসু কার্য্যাধ্যক্ষ।

(*) কিন্তু সাধারণতঃ অগ্রিম মূল্য দিলেই এক্ষণে বঙ্গদর্শন প্রাপ্ত হইবেন।

সোমপ্রকাশ।

৬ ই চৈত্র সোমবার।

বৌলিয়া হাইস্কুল।

আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছি জিলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী দুবলহাটী নামক স্থানের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ রায় চৌধুরী বৌলিয়া গবর্ণমেণ্ট জিলা স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নত করিবার জন্য বার্ষিক ৫ হাজার টাকা উপস্বত্বের একটী জমীদারী একেবারে নিঃস্বত্ব হইয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এ দান বড় সাধারণ দান নহে। শতকরা ৪ টাকা কোম্পানির কাগজের সুদ ধরিয়া হিসাব করিতে গেলে উহার মূল্য ১২৫০০০ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হইবে। সাধারণের বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত একেবারে এত টাকা দান করেন, এরূপ লোক অতি বিরল। আমরা হরনাথ বাবুর এই শ্লাঘ্য দানশীলতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। যিনি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য অকাতরে এতদান করিতে পারেন, তাঁহার প্রকৃতি কত উৎকৃষ্ট ও আশয় কত উদার, তাহা পাঠকগণ অনুভব করুন। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই বদান্যতার কোনরূপ পুরস্কার অবশ্য দিবেন।

হরনাথ বাবুর এই সাহায্যদান প্রাপ্ত হইয়া ঐ ডিবিজনের স্কুল ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় হরনাথ বাবুর প্রশংসা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে যাহাতে বৌলিয়া জিলা স্কুল হাইস্কুল হয়, তদর্থ অনুরোধ করিয়া শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। এটকিন্সন সাহেব ঐ রিপোর্ট পাইয়া রাজশাহী ডিবিজনের কমিশনর মনোন সাহেবের নিকট ভূদেব বাবুর কৃত রিপোর্টের প্রতিলিপি সহ এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছেন যে, বহরমপুর কালেজ হাইস্কুলে অবনত হইয়াছে। বৌলিয়া বহরমপুর হইতে ১৫ ক্রোশ মাত্র অন্তরবর্ত্তী। এত নিকটানিকটি দুইটী হাইস্কুল হইলে পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অপকার ভিন্ন উপকার হইবে না। অতএব সেরূপ হওয়া প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু তাহা বলিয়াও যে একজন উদারমনা ভদ্রলোক বিদ্যা

বৃদ্ধির জন্য যে এত প্রচুর অর্থদান করিতেছেন, সে দান প্রত্যাখ্যান করাও কোন মতে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আপনি উক্ত জমীদার বাবুকে লিখিয়া যদি তাঁহার উৎসৃষ্ট অর্থ বহরমপুর কালেজের বি, এ, ক্লাশ সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত করিতে সম্মত করাইতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকার হয়। বহরমপুরে বি, এ ক্লাশ থাকিলে তদ্দ্বারা রাজসাহী জিলার ছাত্রদিগেরও যে সমূহ উপকার হইবে তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। ইহা করিলে উক্ত জমীদার বাবুর প্রীত্যর্থে বৌলিয়া স্কুলকে প্রথম শ্রেণীর জিলা স্কুলে উন্নত করিতে আমি প্রস্তুত আছি" ইত্যাদি। কমিশনর সাহেব ডাইরেক্টরের এই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে একমত হইয়া জমীদার বাবুকে এবিষয়ের জন্য অনুরোধ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ সম্ভাবিত বোধ হইতেছে।

এক্ষণে হরনাথ বাবুর নিকটে আমাদিগের অনুরোধ এই যে, তিনি এট্কিন্সন সাহেবের উল্লিখিত সমীচীন প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার উৎসৃষ্ট অর্থ বহরমপুর কালেজের বি, এ, ক্লাশ সংরক্ষণার্থ ব্যয়িত হইতে অনুমোদন করেন। হাইস্কুলের দ্বারা যে উপকার হইবে কালেজের দ্বারা যে তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার হইবে একথা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে না। বহরমপুরে কালেজ থাকিলে তাহাতে যে রাজসাহীর ছাত্রেরাও বিশেষ উপকৃত হইবে তাহাও উল্লেখ করা বাহুল্য। তবে তিনি এস্থলে একথা বলিতে পারেন যে, মুরশিদাবাদে বড় বড় জমীদার অনেক আছেন, তাঁহারা তত্রত্য কালেজের জন্য অর্থ প্রদান করুন না কেন। এ কথার উত্তর এই, তাঁহারা এই নিমিত্ত কয়েক বার সভাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত কার্য্য হন নাই। অতএব এমত স্থলে তাঁহাদের কথার উল্লেখেরই আর প্রয়োজন হইতেছে না। তাঁহার পক্ষে বক্তব্য এই যে, তিনি বিদ্যাবৃদ্ধির উৎসাহ প্রদানের জন্য ঐ অর্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, উহা আর বোধ হয় প্রত্যাহরণ করিবেন না। অবশ্যই ঐ কার্য্যে ব্যয় করিবেন। ডাইরেক্টরের অভিপ্রায়ে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বৌলিয়ায় হাই স্কুল হইবে না; তাহা যদি না হয়, তবে তাঁহার উৎসৃষ্ট অর্থ ডাইরেক্টর সাহেবের প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যয়িত করা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্টতর বিষয়ে বিনিয়োজিত হইতে পারে? তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য যে বৌলিয়া স্কুলকে উন্নত করা, এ কার্য্য দ্বারা তাহাও কতক অংশে সফল হইবে এবং বহরমপুর কালেজের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল গ্রথিত থাকিবে। বৌলিয়া তাঁহার নিজের জিলার মধ্যে বহরমপুর নিজের জিলা নহে, এই মাত্র কারণে তিনি যে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না আমাদের এরূপ বোধ হয় না। যিনি কেবল স্বদেশের উপকার সাধনার্থ অকাতরে এত প্রচুর অর্থ দান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় কখনই এত ক্ষুদ্র ও এত সংকীর্ণ হইবে না যে তিনি নিজ জিলা বলিয়া বৌলিয়াকেই স্বদেশ বোধ করিবেন এবং তথা হইতে কয়েক ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী বলিয়া বহরমপুরকে বিদেশ বোধ করিয়া তাহার উপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন

কোয়ান সাহেব ও খোকা ঘটিত গোলযোগ।

কোয়ান সাহেবের বন্ধুগণ বলিতেছেন, কোয়ান সাহেব খোকাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিবার যে আজ্ঞা দেন, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। "একজন ইংলিশমান" স্বাক্ষরিত একখানি পত্র ডেলি নিউজে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র প্রেরক বলেন, কোয়ান সাহেব সে সময়ে ৪৯ জন খোকাকে কামানে উড়াইয়া না দিলে সমুদায় শিখজাতি বিদ্রোহী হইত! বাহিরে যিনি যাহা বলুন, পঞ্জাবের ভাব ভাল নহে, সকল লোকেই অসন্তুষ্ট; এমন অবস্থায় অবিলম্বে ঐরূপ কঠিন আজ্ঞা না দিলে নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইত। পত্র প্রেরক আর একটী অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ বিচার প্রণালীতে স্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত দণ্ড হয় না। কোন্ ব্যক্তি হত্যা করিয়াছিল তাহার প্রমাণ হইত না। সুতরাং বিদ্রোহিগণ বিচারে মুক্তি লাভ করিত এবং ভবিষ্যতে বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা হইত!! পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট এককালে বহু সংখ্য লোকের প্রাণ নাশের অনুমোদন করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। উক্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এটী নূতন নহে। হাবেলক ও উট্রাম কয়েক শত মাত্র সৈন্য লইয়া সহস্র সহস্র বিদ্রোহির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হেনরি লরেন্স ৩০,০০০ বিদ্রোহির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ১৬০০ সৈন্য পাইয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা বিনা বিচারে লোকের প্রাণ নাশের আজ্ঞা দেন নাই। পত্র প্রেরক কোয়ান সাহেবের কার্য্যের সমর্থনার্থ যে দ্বিতীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এটী কাহার কাছে শিখিলেন? বিচার হইলে দণ্ড হইত না, অতএব কোয়ান সাহেব বিনা বিচারে দণ্ড দিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন! এতদপেক্ষা অদ্ভুত যুক্তি আর কি আছে? আবদুল্লার বিচার সময় আডবোকেট জেনরল জুরিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনারা বাহিরে যাহা শ্রবণ বা পাঠ করিয়াছেন, তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া কেবল যে প্রমাণ পাইলেন তদনুসারে বিচার করিবেন" এই

কথা শুনিবামাত্র শ্রোতা মাত্রেই ব্রিটিশ বিচার প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। যে সকল ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদক আসিয়ার রাজগণকে নিষ্ঠুর ও আইন লঙ্ঘনকারী বলিয়া আপনাদিগের বিচার প্রণালীর গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি এই পত্র-প্রেরকের মতের অনুমোদন করেন? অনেকের সংস্কার আছে, কোয়ান সাহেবের ন্যায় কাজ করিলে ইংরাজদিগের প্রভুশক্তি দৃঢ়ীভূত হইবে। এ সংস্কার নিতান্ত অনিষ্টকর। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য খোকান্দে কোয়ান সাহেবের গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়া লোকের এই সংস্কার দূর করেন।

কাম্বেল সাহেব ও তাঁহার স্বৈরাচার প্রিয়তা।

গ্রীস দেশীয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পেরিক্লিসের একটী কুকুর ছিল। এথেন্সের যাবতীয় লোকে সেই কুকুরটীর প্রশংসা করিতেন। পেরিক্লিস এক দিন হঠাৎ তাহার লেজ কাটিয়া দিলেন। একজন বন্ধু বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "লোকে সর্ব্বদাই আমার কথা লইয়া থাকে, আমি তাহা ভাল বাসি না। কুকুরের লেজ কাটিয়া দিলাম, এক্ষণে লোকে আর আমার কার্য্যের ছিদ্রানুসন্ধান না করিয়া তাহারই কথা লইয়া থাকিবে"। অনেকে বলেন, কাম্বেল সাহেবের মতটী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে সর্ব্বদা তাঁহার কথা লইয়া থাকে, এই তাঁহার ইচ্ছা, এই কারণে অবসর পাইলেই তিনি এক একটী নূতন প্রস্তাব করিয়া বসেন। তাঁহার প্রস্তাব সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত কি না? সাধারণে তাহার অনুমোদন করেন কি না? তিনি সে বিবেচনা করেন না। একবারে একটু যুক্তি পাইলেই অমনি একটী প্রস্তাব করেন। অন্যে যিনি যাহা বলুন, তিনি যে এক খ্যাতিলাভের বাসনা পরবশ হইয়াই এরূপ করেন, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। আমাদিগের সংস্কার এই, তিনি স্বেচ্ছাচারিতা অধিক ভাল বাসেন, সুতরাং কোন প্রকার প্রতিরোধ সত্তা বনা হইলেই তাহার অসহ্য হয়, তিনি স্বয়ং তাহা হইতে মুক্ত হইবার এবং অন্যকে মুক্ত করিবার চেষ্টা পান। তাহা হেতুই তাঁহার মুখ হইতে এত নূতন প্রস্তাব প্রাদুর্ভূত হয়। অদ্য তাহার একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই ভাবের আইনের একটী পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত হইয়াছে, দিক্ষুর বিচার সংক্রান্ত কমিশনরের আজ্ঞায় প্রিবি কৌন্সিলে আপীল হইবার বিধি হওয়া উচিত কি না? সে দিন এই প্রসঙ্গ লইয়া যখন তর্ক বিতর্ক হয়, কাম্বেল সাহেব বলেন, এই আপীল বন্ধ করা উচিত। আপীলের বিধি থাকাতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়। বোধ কর, একজন দরিদ্র ডিক্রী পাইল। ধনী ব্যক্তি প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিয়া এত সময় নষ্ট করিলেন যে দরিদ্রের জয় বিফল হইয়া গেল। অপর পঞ্জাবের মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপলক্ষে বলিয়াছেন, "পঞ্জাবের সহিত আমার যখন সংস্রব ছিল, তখন বড়ই সুখ ছিল। তখন আইনের বালাই (উকীলদিগকে পঞ্জাবের "বালাই" বলা হইয়াছে) তথায় প্রবেশ করে নাই"। তিনি তৎপরে এই ভাবে মত দিলেন যে, বিচার প্রণালীর যে সমস্ত উৎকর্ষ হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয়দিগের সংস্কার ও আচার বিরুদ্ধ। তাঁহারা ইংলণ্ডীয় বিচার প্রণালীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না। বিচারপতি ও শাসনকর্ত্তার ক্ষমতার পার্থক্য থাকাতে তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হন। অতএব বিচারপতির পদ রহিত করিয়া শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের হস্তে বিচারের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য"। কাম্বেল সাহেব যে স্বেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন, এবং স্বেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন বলিয়াই এ প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ধনবান ব্যক্তিরা মকদ্দমা করিয়া করিয়া দরিদ্রদিগকে বিব্রত করে, কথা অযথার্থ নয়, কিন্তু এ যুক্তি ধরিয়া আপীলের পথ রুদ্ধ করা উচিত হয় না। আপীল রহিত হইলে যেমন দুই একজন দরিদ্রের উপকার হইবে, তেমনি শত শত অবিচার হইবে। দরিদ্র মাত্রেই সৎ আর ধনি মাত্রে অসৎ এ সিদ্ধান্ত যারপর নাই অনিষ্টকর। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কমিশনর যদি বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, আর অসৎ দরিদ্রেরা জয় লাভ করে, ইহার পর শোচনীয় কাণ্ড আর কি আছে? বিচার প্রণালীর উৎকর্ষ রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতির প্রধান সোপান। যে দেশে ব্যবহারাজীবের সংখ্যা অধিক সে স্থানে শাসন কার্য্য বিচারালয় দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সে দেশে দীর্ঘকাল অত্যাচার চলে না।

প্রিবিকৌন্সিল এদেশের লোকের পরম ভক্তির ভাজন। "সেখানে অবিচার হইবার যো নাই, সেখানকার সাহেবেরা ভারতবর্ষের সাহেব নহে" এটী এদেশের একটী প্রবাদ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে কি দরিদ্রেরাই জয় হইয়া থাকে? অল্প সম্পত্তি লইয়া যত মকদ্দমা হয় তাহাতে উর্দ্ধ সংখ্যা খাস আপীল হইতে পারে। খাস আপীলের বৃত্তান্ত সহিত বিশেষ বিবেচনা হয় না বলিয়া কত অবিচার ও অসন্তোষ হইতেছে তাহা কি কাম্বেল সাহেব অবগত তিনি কি ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া বলিতে পারেন, প্রধানতম বিচারালয় হইতে সর্ব্বদা সুবিচার হয় ? একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাম্বেল সাহেবের একজন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের ভ্রাতা (ডেবিস সাহেব যিনি এক্ষণে পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইয়াছেন) অযোধ্যার বিচার সংক্রান্ত কমিশনর থাকিবার সময়ে তত্রত্য রাজবংশের একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করাতে তিনি সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হন। বিচার সংক্রান্ত কমিশনরের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইলে কি চমৎকার সুবিচার হইত ! দরিদ্র বেগমের সম্পত্তি যাইত ; হয় ত ঐ বংশ হইতে শেষে একজন দ্বিতীয় নানা সাহেব বহির্গত হইতেন। প্রিবি কৌন্সিল সুবিচার করিয়া কেবল যে ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব রক্ষা করিলেন এমত নহে, হয় ত ভাবী একটী মহৎ রাজনীতিসংক্রান্ত বিপদ হইতে দেশ রক্ষা করা হইল। দরিদ্র ডিক্রিদার না হইয়া যদি দরিদ্র অধমর্ণ হয়, তাহা হইলে কি হইবে ? বরং প্রিবিকৌন্সিলের এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত এবং যাহাতে দরিদ্রেরাও অনায়াসে প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে পারে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অপক্ষপাতিতার উপরে লোকের যখন এত প্রগাঢ় ভক্তি, এত অসীম বিশ্বাস, তখন সেই পথ রুদ্ধ করা কি বিধেয় ?

শাসনকর্ত্তৃগণ অশ্বারোহণ করিয়া বৃক্ষতলে বিচার করেন একটী নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মহামতিদিগের অভিমত হউক, কিন্তু সাধারণে ইহাতে অনুমোদন করেন না। ভারতবর্ষীয়েরা একবাক্য হইয়া বলিয়া থাকেন, উক্ত বিচার প্রণালী অতিশয় জঘন্য। বঙ্গদেশের মত সকলেই জানেন। যে পঞ্জাবের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেওয়া হয়, সেই পঞ্জাববাসিরা ছোট আদালতকে “মাতাপিতৃহীন” আদালত বলিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় বিচারপ্রণালী এদেশীয়দিগের বুদ্ধির অগম্য নহে। স্বভাবতঃ এতদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, ইহারা আইনের সূক্ষ্ম অর্থ বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। এই নিমিত্ত এতদ্দেশীয়েরা বিচার কার্য্যে এত দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন।

আর্য্যজাতির অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

আমরা গত বারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা অতিশয় বলবান ছিলেন। শরীর বলিষ্ঠ হইলে উৎসাহ অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা মনস্বিতা তেজস্বিতা প্রভৃতি সচরাচর যে যে গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, প্রাচীন কালের আর্য্যজাতীয়েরা সেই সেই গুণ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলেন। ইদানীন্তন আর্য্যজাতীয়দিগের সে শরীর নাই, সে সত্ত্ব নাই, সে বল নাই। সুতরাং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাদি গুণেরও বিরলভাব হইয়াছে। এক্ষণকার লোকেরা উৎসাহ অধ্যবসায় সম্পন্ন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রায় কোন কাজই করিতে পারেন না। এই কারণে এক্ষণে কোন বৃহৎ কর্ম্ম এদেশীয়দিগের প্রযত্নসম্পাদিত দৃষ্ট হইতেছে না। পূর্ব্বকার লোকদিগের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাদির কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা তত্তৎ গুণ প্রভাবে যে সমস্ত কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন, তাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া সীতার উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় রামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত না হয় ? রাবণ বধ হইলে সীতা রামের সম্মুখে আনীত হইলেন। রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার হরণ অবধি আমি নিদ্রা যাই নাই, শত্রু জয় করিয়া তোমাকে আনয়ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পার হইলাম (১)। লক্ষ্মণ শক্তি দ্বারা আহত হইলে রামচন্দ্রের অতিশয় বিষাদ জন্মে। তিনি যুদ্ধ বিষয়ে একান্ত ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। লক্ষ্মণ তাঁহার ঔদাসীন্যভাব দর্শন করিয়া কহিলেন, আপনি পূর্ব্বে সেই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে তেজোহীন কাপুরুষের ন্যায় এপ্রকার বলা উচিত হয় না। সাধু ব্যক্তিরা প্রতিজ্ঞা করিয়া কখন তাহাকে বিফল করেন না। প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন মহত্ত্বের একটী চিহ্ন। আমার এই বিপৎপাত দেখিয়া আপনার হতাশ হওয়া উচিত হয় না। আপনি রাবণকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন (২)।

বেদব্যাস পণ্ডিতের এই লক্ষণ করিয়াছেন, শীত উষ্ণ ভয় অনুরাগ সমৃদ্ধি বা দারিদ্র্য কিছুতেই যাঁহার আরব্ধ কার্য্যের বিঘ্ন করিতে না পারে, সেই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করে, কর্ম্মের মধ্যে ক্ষান্ত না হয়, সেই পণ্ডিত। পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বাক্যের ফল পর্য্যালোচনা করিয়া যে ব্যক্তি কার্য্যে অধ্যবসায়বান হয়, সে চির যশস্বী হইয়া থাকে (৩)।

---

(১) নত্বাহমনিবেশেন সুখা যা তব নির্জ্জিতা। প্রতিজ্ঞেয়ং ময়া তীর্ণা তীর্ণশ্চ বরুণালয়ঃ। রামায়ণং।

(২) হতেঽবেং বনকক্ষণ রাঘবস্য মহাত্মনঃ। শ্রুত্বা শিথিলয়া বাচা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। তাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিজ্ঞায় পুরা সত্যপরাক্রম। লঘুঃ কশ্চিদিবাসত্ত্বো নৈবং বক্তুমিহার্হসি। নহি প্রতিজ্ঞাং কুর্ব্বন্তি বিতথাং সাধবোঽনঘ। লক্ষণং হি মহত্ত্বস্য প্রতিজ্ঞাপরিপালনং। তদলং সংক্লবেনৈব নৈরাশ্যমুপগম্য বৈ। বধেন রাবণস্যাদ্য প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়। রামায়ণং।

(৩) যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ। সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে। নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্বসতি কর্ম্মণঃ। অবন্ধ্যকালো বশ্যাত্মা স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে। শ্রুত্বা জ্ঞাতানি ধীরাণাং ফলতঃ পরিচিন্ত্য যঃ। অধ্যবস্যতি কার্য্যেষু চিরং যশসি তিষ্ঠতি। মহাভারতং।

মহাবীর অর্জ্জুন যে সমস্ত অদ্ভুত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাই কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইতেন, পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া কোন ক্রমে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের বধসাধনে সমর্থ হইতেন না। একদা ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমাকে রাজ্যলাভ করিতে হইবে, তোমার বিপক্ষের বীর্য্য অস্ত্র ও সৈন্য সমুদায়ই অধিক। এ সমুদয় যাহার অধিক হয়, তাহারই যুদ্ধে জয় লাভ হয় (৪)। অতএব অর্জ্জুন তপস্যা করিয়া অস্ত্র লাভ করুন, তাঁহার অস্ত্র বলে তোমার জয় লাভ হইবে। এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন তপস্যা করিতে গেলেন। সেখানে কিরাত রূপধারী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ হইল। পরিশেষে অস্ত্র লাভ ও সেই অস্ত্র বলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ হইল। যাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা না থাকে, তাহা হইতে কি এ অসাধ্য সাধনের সম্ভাবনা থাকে? তপস্যা কালে ইন্দ্র মুনিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়া অর্জ্জুনকে তপস্যা হইতে বিরত করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অর্জ্জুন দেবরাজের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সুখপ্রার্থী নহি, অর্থপ্রার্থী নহি, ব্রহ্মপদের প্রার্থনা করি না। শত্রুরা ছলদ্বারা আমাদিগের গাত্রে যে অযশঃপঙ্ক লেপন করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদিগের রোদনশীল রমণীগণের লোচন জলদ্বারা তাহার মার্জ্জনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। লোকে আমাকে উপহাস করুন, আমার বুদ্ধির প্রমাদ হউক, আর আপনি আমাকে এ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে না পারিয়া লজ্জিত হউন, আমি যাবৎ বিপক্ষগণের উচ্ছেদ করিয়া রাজলক্ষ্মীর উদ্ধার সাধন করিতে না পারিব, তাবৎ আমি মোক্ষকেও জয়লক্ষ্মীর অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিব। যে পর্য্যন্ত পুরুষ অরাতিকৃত যশের পুনঃ সংগ্রহ করিতে না পারে তাবৎ সে অজাতপ্রায় মৃত অথবা তৃণতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে অপমানের প্রতীকার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন (৫)।

দুর্য্যোধন কপট দ্যূতে জয়ী হইলে দুরাত্মা দুঃশাসন যখন সভাস্থলে দ্রৌপদীর কেশাম্বর আকর্ষণ করে, তৎকালে ভীম প্রভৃতি যে দুরূহ প্রতিজ্ঞা করেন তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কি তৎ সম্পাদন সম্ভাবিত হয়? বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতেছেন, সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি এপ্রকার করিয়া যদি এ কাজ না করি, আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের গতি যেন না পাই। আমি এই দুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করি। দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে ঊরু প্রদর্শন করিলে ভীম কহিলেন, বৃকোদর যদি যুদ্ধস্থলে গদাদ্বারা তোমার ঊরুভঙ্গ না করে পিতৃলোকের গতি প্রাপ্ত হইবে না।

অর্জ্জুনও ঐরূপ কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে কর্ণের ও কর্ণের অনুচরগণের প্রাণ সংহার করিব (৬)। যাহাতে পদার্থ নাই, যাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা নাই, তাহা হইতে কি কখন এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য সম্পাদিত হয়?

ভীষ্মের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এদেশের কাহার অবিদিত নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। জন্মকালের জন্যও এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ভীষ্ম দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই প্রকার ভূরি উদাহরণ আছে, আমরা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। ফলে যে কয়টী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল সে সমুদায় ক্ষত্রিয় জাতি সংক্রান্ত। ক্ষত্রিয়েরাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অন্য অন্য জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না, যদি কেহ এই আপত্তি করেন, তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রধান ব্রাহ্মণ বর্ণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন আবশ্যক হইল।

পরশুরামের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার বিষয় কে না জানেন? তিনি এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয় শোণিতে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন (৭)।

(৪) লব্ধা সহায়িনী জয় [illegible] প্রতিপক্ষ বীর্য্যাস্ত্রবলৈর্বলিষ্ঠঃ। অতঃ প্রবলায় [illegible] [illegible] প্রকর্ষ [illegible] নয়ে [illegible]। কিরাতার্জ্জুনীয়ং।

(৫) [illegible] বাধিদ্যুতকার্য্যেষু [illegible] বিনিবর্ত্তিতুং অক্ষম। [illegible] প্রবাহ সমৃদ্ধ [illegible] দৈববশাৎ পিতাপ্যাবিবর্জিতা লোচনাম্বুভিঃ। [illegible] [illegible] অসংগতিকল্পান্যা [illegible] জয়লক্ষ্মীপ্রত্যুহ সমুদ্ভেদন বিদ্বিষাং [illegible] [illegible] [illegible] পুরুষস্তাবৎ [illegible] [illegible] বিক্রমবন্তিনীঃ। [illegible] [illegible] [illegible] কিরাতার্জ্জুনীয়ং।

(৬) [illegible]

(৭) [illegible]

চাণক্যের প্রতিজ্ঞাও অপ্রসিদ্ধ নয়। রাজা নন্দ চাণক্যের অবমাননা করিলে চাণক্য শিখা উন্মোচন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ নন্দ বংশের উচ্ছেদ করিতে না পারিব, তাবৎ শিখা বন্ধন করিব না। এই প্রতিজ্ঞার অনুরূপ কার্য্যও হইয়াছিল। তিনি নন্দ বংশ ধ্বংস করিয়া তৎপদে চন্দ্রগুপ্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি কহিতেছেন, যে আমি সর্ব্বজন সমক্ষে নন্দবধ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুস্তর প্রতিজ্ঞা নদী পার হইয়াছি, সেই আমি এক্ষণে প্রকাশীভূত এই বিষয়ের প্রতীকারে সমর্থ হইব না? পূর্ব্বে নন্দ যখন আমাকে আসন হইতে নামাইয়া দেন, যে সকল ব্যক্তি তাহা দেখিয়াছিলেন, রাজার ভয়ে অধোমুখ হইয়া যাঁহারা মনে মনে কেবল ধিক্কার দিয়াছিলেন, সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাঁহারাই দেখুন, সিংহ যেমন গিরি শিখর হইতে হস্তিকে নিপাতিত করে, আমি সেইরূপ নন্দকে সবংশে সিংহাসন হইতে পাতিত করিলাম (৮)

এই চাণক্য সামান্য ব্রাহ্মণ নহেন, মহামহোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত নীতি গ্রন্থ পাঠ করিলে ইঁহার অগাধবুদ্ধি বিদ্যা রাজনীতিজ্ঞতা দক্ষতা প্রভৃতি গুণ সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা গুণ জাতি বর্ণ বা পাণ্ডিত্য গত নয়। যে শরীরে ইহার উপযোগী বিশেষ পদার্থ আছে, সেই শরীরেই ইহার বিদ্যমানতা লক্ষিত হয়। তাহাতে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুরুষাদি বিচার নাই। ব্রাহ্মণে এ গুণ ছিল না, যদি কেহ একথা বলেন, তিনি এদেশের কিছুই জানেন না, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরাই এদেশের জীবন স্বরূপ, ব্রাহ্মণেরাই এদেশের উন্নতির মূল। ব্রাহ্মণেরা এদেশের উন্নতিসাধক অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। যাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা গুণ না থাকে, তাহা হইতে কি কোন কাজ হয়? যে সমস্ত সংস্কৃত শাস্ত্র হিন্দু জাতির উন্নতির আকর সেই শাস্ত্র সকলই ব্রাহ্মণ জাতির দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ জাতি অস্থিরপ্রতিজ্ঞ অপদার্থ হইলে আমরা কখন ঐসকল শাস্ত্রের মুখাবলোকনে সমর্থ হইতাম না। গ্রন্থ রচনরীতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রন্থকারেরা গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞারূঢ় না হইয়া কোন গ্রন্থের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। কোন গ্রন্থে সেই প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, কোন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না এই মাত্র বিশেষ (৯)। প্রতিজ্ঞাও বিষয়ে দৃঢ় না থাকিলে আমরা একখানি গ্রন্থও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত দেখিতে পাইতাম না। সামান্যনির্দ্দেশমাত্রে গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন হয় না, তৎসম্পাদন বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক হয়। এখন সেই স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় অপসারিত হইয়াছে, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে না।

(৮) যেন মম সর্ব্বলোকপ্রকাশং অনন্বয়ং নন্দবংশনিধনং প্রতিজ্ঞাসরিৎ নিস্তীর্ণা দুষ্করা প্রতিজ্ঞাসরিৎ সোঽহং প্রকাশীভবন্তমপ্যেনমর্থমসমর্থঃ প্রশময়িতুং? কিং কঞ্চুকং।

যেনোত্তুঙ্গশৈলশিখরান্মত্তহস্তীব দিক্‌নাগ যাবদ্যুক্তৈঃ সিংহাসনাৎ প্রোত্তুঙ্গস্য বৃষলস্য যে দৃষ্ট্বা পুরা। যে সখেদং দহৈব সম্প্রতি মমাবলম্বনং মমা সাম্প্রতং সিংহেনেব গজেন্দ্রাঃ প্রশিখরাৎ সিংহাসনাৎ পাতিতঃ। মুদ্রারাক্ষসং।

(৯) অথবায়ুক্তাপো নিরূপাতে প্রতিজ্ঞায়ুক্তাঃ। নিরূপণে শিষ্যানেব দায় প্রতিজ্ঞা-নীতে ইতি তর্কালঙ্কারঃ।

অধৈতত্ত্ব সমাম্নায়মঃ বিজ্ঞানে যোগাপত্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ইতি আশ্বলায়নীয়ং শ্রৌতসূত্রং।

উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যাণি বক্ষ্যাম ইতি আশ্বলায়নীয়ং গৃহ্যসূত্রং।

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ ফাল্গুন সোমবার।

আগামী ১লা বৈশাখ হইতে "বঙ্গদর্শন" নামে একখানি পত্রিকা প্রচারিত হইবে। পাঠকগণ তৎসংক্রান্ত একটী বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দর্শন করিবেন। যে যে বিষয় ইহাতে লিখিত হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি ইহাতে লিখিবেন, বিজ্ঞাপনে তাহা পাঠ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ইহার কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইলে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

কালনা রাজেশ্বরপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ রঙ্গপুর কুণ্ডী গোপালপুর হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, রঙ্গপুর ভূমকাওতের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন রায় চৌধুরী রাজেশ্বরপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন, লার্ড নর্থব্রুক সিমলায় যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইনি ১০।১২ দিন মাত্র কলিকাতায় অবস্থিতি করিবেন। এই কয়েক দিবস কলিকাতায় থাকিতে কষ্ট হইবে না?

১৮৭০—৭১ অব্দে পঞ্জাবে সমুদায়ে ৩১৮২১৬০১ টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে।

(থাক) যতীন্ত্র গোলযোগের সময় কপূর্থলার রাজা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন।

লুধিয়ানাতে পুনর্ব্বার সৈন্য রাখা হইবে স্থির হইয়াছে। আপাততঃ তথায় ১ গণিত গুরুখা সৈন্য এবং ১২ গণিত বঙ্গদেশীয় অশ্বারোহী দলের কতগুলি সৈন্য থাকিবে। ৫৪ গণিত সেনাদলেরও কতগুলি তথায় থাকিবার সম্ভাবনা আছে।

হস্কাতে ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব

হইয়াছে। ক্রমে ইহা দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে।

সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, এক্ষণে বোম্বাইয়ে ৬২৪ ২২৮ লোকের বাস আছে। ১৮৬৪ অব্দে তত্রত্য অধিবাসীর সংখ্যা ৭৮০১৮০ ছিল। এই ৮ বৎসরের মধ্যে ১৫০০০০ লোক কমিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগকে বাইবল শিক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে কতকগুলি স্ত্রী লোক এক সভা করিয়াছেন।

রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশনের নিকটে সাক্ষ্য দান বিষয়ে হারিসন সাহেবকে সাহায্য করিবার জন্য যে সাহেব গত বুধবার কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন।

বোম্বাইর কোন সংবাদ পত্রের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, লাডমেয়ের স্মরণার্থ কোন জাতি সাধারণ চিহ্ন স্থাপনের জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে এক এক টাকা সংগ্রহ করা কর্তব্য।

[illegible] বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ক্লার্ক চারলস [illegible] সাহেবের জাল ও তহবিল তছরূপ করা অপরাধে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসর কারাবাস এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানার আজ্ঞা হইয়াছে।

গত পূর্ব রবিবারে পাটিয়ালের রাজপুত্র [illegible] বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। ইনি গোপনভাবে ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া ইহার আগমনে তোপধ্বনি বা অন্য কোন রূপ আড়ম্বর করা হয় নাই।

৩০এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌএর মুসলমান অধিবাসীরা উক্ত নগরে একটী মুসলমান কালেজ স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে।

বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে গতকল্য টৈকালে লেডি মেয়ো স্বগণ সহিত গ্লাসগো জাহাজে আরোহণ করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেটের একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, দুই শত বন্দুক বাক্স বন্দী করিয়া রেওয়ার নিকটস্থ কোন ষ্টেসন হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। আলাহাবাদ ষ্টেসনে উহা ধরা পড়ে। বন্দুকগুলি এতদ্দেশীয় কোন রাজার রাজ্য মধ্যে যাইতেছিল। জানিতে পারিবা মাত্র যে সকল লোক বন্দুক লইয়া যাইতেছিল, তাহারা পলায়ন করে।

২ রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ১৯০ লোকের মৃত্যু হয়। ইহার মধ্যে ২১ জনের ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের পণ্ডিচারি চন্দননগর প্রভৃতি যে পাঁচটী স্থান আছে, উহা হইতে গত বৎসর ৬১৩২০০ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার তৃতীয়াংশ টাকা সাক্ষী ও ভূমির টাক্স হইতে সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ৩৭১২৫০ টাকা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন রূপ টাক্স দ্বারা সংগৃহীত হয় নাই।

কনষ্টাণ্টি এর, আমীর সিয়ার আলী কয়েকটী কোকিষ্টান রাজ্য জয় করিবার জন্য কতকগুলি নূতন পদাতিক সৈন্য দল প্রস্তুত করিতেছেন। এ নিমিত্ত [illegible] সমস্তাদিও প্রস্তুত হইতেছে।

হিন্দুরঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে, পাটিয়া থানার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে একটী স্ত্রীর গর্ভে একটী অদ্ভুত সন্তান জন্মিয়াছে। সন্তানটীর পশ্চাদ্ভাগ অবিকল [illegible]কুরের ন্যায়। নাভি দেশ [illegible] উর্দ্ধ[illegible] [illegible]

বৎসর এই উপলক্ষে করাসডাঙ্গার গোন্দলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীনের মহাশয় ৫০ খানি বস্ত্র প্রদান করেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া আশ্চর্য্য [illegible] একটী উপদেশ প্রদান করেন।

১ লা চৈত্র বুধবার।

জেনরল পলক ও ডাক্তার [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহারা [illegible] ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সিষ্টানে উপস্থিত হইবেন এরূপ কথা আছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের কারাধ্যক্ষ [illegible] উইলসন সাহেব ডবসন সাহেবের পদে আলীপুর জেলের ডেপুটী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। ডবসন সাহেব রেঙ্গুনে গিয়াছেন। সার্জ্জেণ্ট মেজর উইল্টার উইলসন সাহেবের পদ পাইয়াছেন।

স্থইস টাইমস নামক [illegible] [illegible] পত্রে লিখিত হইয়াছে, জিনিবার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা প্লান্টামোর সম্প্রতি একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত [illegible] [illegible] কেতু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এটি [illegible] অপেক্ষা বৃহৎ। তিনি স্থির করিয়াছেন, এ ধূমকেতু ভয়ানক বেগে পৃথিবীর অভিমুখে আসিতেছে। আগামী ১২ ই আগষ্ট উহা পৃথিবীকে স্পর্শ করিবে। উহার আগমন কালে অসাধারণ উত্তাপ অনুভূত হইবে। আগমন কালে যদি ইহা অন্য কোন গ্রহাদি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবেই রক্ষা, নতুবা এ দুর্ঘটনা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি বোম্বাইর এক জন ধনবান পারসী পুত্রের [illegible] চিরকালের জন্য [illegible] [illegible] কর কার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত [illegible] টাকা দান করিয়াছেন। উহার উপরে আবার প্রতি বৎসর এক শত টাকা করিয়া বৃদ্ধি করা হইবে। এ অনুষ্ঠান অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিদিগের অবশ্য অনুকরণীয়।

২ রা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

এদেশ হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়াছে যায়। [illegible] [illegible]

[illegible] ২৫ টাকা শুল্ক লইতেছেন। শীঘ্র [illegible] বণিকদিগের [illegible] হইবে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট [illegible] সম্বন্ধে একটী সন্ধি করেন না কেন?

লক্ষ্ণৌএর ৫০ জন বাঙ্গালী [illegible] হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, ইহাতে প্রধান কমিশনরের অমত নাই। তবে বলণ্টিয়রেরা [illegible] বলণ্টিয়রদিগের ন্যায় অস্ত্র [illegible] পাইবেন না; সে সমুদায় ক্রয় করিতে হইবে। এই অস্ত্র শস্ত্রগুলি কি [illegible] থাকিবে?

[illegible] বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার অধিবেশন হয়। গবর্ণর জেনেরল, লেডি [illegible], প্রধান সেনাপতি, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি [illegible] একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বাবু মহেন্দ্রলাল বসুকে ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অবস্থ জজের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। [illegible] মেদিনীপুরে বদলী হওয়াতে সকলে দুঃখিত হইয়াছিলেন। আলীপুরের প্রধান মুন্সেফ বাবু নবকৃষ্ণ [illegible] নিব। [illegible] পদে প্রতিনিধিরূপে ছিলেন, তাঁহাকেই বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের দেশীয় মুন্সেফেরা [illegible] আমাদিগের অপেক্ষা অনেক [illegible] একটি [illegible] প্রমাণ।

৩ রা চৈত্র [illegible]।

[illegible] সিপাহী বিদ্রোহী [illegible] হইল ধৃত হইয়াছিল, [illegible] বিচার আরম্ভ হবে। বোম্বাইর [illegible] পুলিস কর্মচারীর এ বিষয়ে সাক্ষ্য [illegible] আজ্ঞা হইয়াছে।

[illegible] কালেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার [illegible] সাহেবের বিলাত কালের [illegible] কাৰ্য্যভার [illegible] সিবিল [illegible] সি, বি, [illegible] সাহেব তাঁহার [illegible]।

[illegible] উক্ত নাম কার্য্যের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারেরা বল পূর্ব্বক প্রধান প্রধান নগরে টীকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, লোকে এক্ষণে গোবীজ টীকা দানের উপকারিতা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে। এমন অবস্থায় তথায় বলপূর্ব্বক টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, তাহা করিতে গেলে নানা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে পঞ্জাবের যেরূপ ভাব তাহাতে বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করাইতে যাওয়া কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে।

বেঙ্গল পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের সিবিল ইঞ্জিনিয়ারেরা কুপার্স হিল কালেজের জন্য কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ও প্রধানতম ইঞ্জিনিয়ার [illegible] সাহেব ইহার প্রস্তাবকর্ত্তা। ক্য হইতে প্রতি বৎসর ২৫০০ টাকা উৎপন্ন হইতে পারে সকলে এরূপ চাঁদা দানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সুইস টাইমসে ১২ ই আগষ্ট এক ধূমকেতুর আগমনে পৃথিবী নাশের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, গণনাকর্ত্তা প্লাণ্টামোর তাহা প্রতিবাদ করিয়া লণ্ডনে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

[illegible] প্রতি বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করাতে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ বলেন সম্প্রতি কোকারা একটী মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়াছে, লার্ড মেয় ও জষ্টিস নর্ম্মাণ যে অতি শোচনীয় রূপে হত হইয়াছেন, তাঁহার এক কারণ তাহাদিগের গুরু রাম সিংহ। কিছু দিন পূর্ব্বে আকাশে একটী লাল রঙের রেখা উঠিয়াছিল। ইহা যে ৮৯ জন কোকা হত হইয়াছে, তাহাদের রক্ত। ঐ রক্ত ঐ হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল। এই সংবাদ মিথ্যা হইলেও যেখানে প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানে গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

—শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক, ভূতপূর্ব্ব [illegible] চরিতাখ্যান, মহত্ত্ব, কার্য্য তৎপরতা, সদাশয়তা, সদাবহার এবং [illegible] কর্ত্তৃক তাঁহার নিধনের সবিস্তর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া জন সমাজে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; এই পুস্তকে লার্ড মেয় ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাও প্রকাশিত হইবে।

—কলিকাতায় নূতন আর ১১ জন জষ্টিস নিযুক্ত হইবার কথা হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে ৬ জন দেশীয় এবং ৫ জন ইউরোপীয়। দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই কয়েক জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে —ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, বাবু ভুবনদাস মল্লিক, বাবু গিরিশচন্দ্র দাস।

অমৃতবাজার পত্রিকায় একজন লিখিয়াছেন, " জেলা নদীয়ার অধীন পাঁচবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ উমাকান্ত [illegible] নবম বর্ষ বয়স্কা একটী বিধবা কন্যা ছিল। গত ১১ ই [illegible] জেলা যশোহরের অধীন [illegible] গ্রাম নিবাসী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। পাত্রের বয়স ৩০ বৎসর হইবে। এই বিবাহেতে যাঁহারা বরযাত্র ও কন্যাযাত্র ছিলেন, তাঁহারা কিছু দিন সমাজে পতিত ছিলেন, এক্ষণ সমাজে চলিত হইয়াছেন "।

[illegible] বৃত্তান্ত ঘটিত কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু জনশ্রুতি এই, এবার ভারত সচিব ৮ কোটি উদ্বৃত্ত প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন। ইনকম টেক্স উঠিয়া না গেলে উদ্বৃত্তে আর লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না।

একখানি সংবাদ পত্র পঞ্জাবে এক নূতন প্রকার হইয়াছে। কোন ইউরোপীয় তাহার সহিত যদি একজন এতদ্দেশীয়ের সাক্ষাৎ হয়, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয়কে সেলাম না করেন, তাহাকে এই দণ্ড আছে যত দিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে !!

বোম্বাইর বিশ্ববিদ্যালয় সভা স্থির করিয়াছেন, যে সকল স্কুলের ছাত্রগণ পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়, উক্ত স্কুলের সহিত যাঁহাদের কোনরূপ সংস্রব নাই, এরূপ ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষক করা কর্ত্তব্য। এটী পরামর্শসিদ্ধই হইয়াছে।

উইলসনের নূতন জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাক্সমূলার সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ্চ। গত কল্য বৈকালে জর্ম্মণিতে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস সপরিবার স্ত্রীপুত্র সহিত ইংলণ্ড হইতে কান্‌নী যাত্রা করিয়াছেন।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ্চ। কমন্সবাটীতে গ্লাডষ্টোন সাহেব সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের বাক্যের উত্তর দান কালে গবর্ণমেণ্ট যুক্ত রাজ্য থিওডোরের পুত্র আলামায়ুর শিক্ষার্থে যেরূপ বন্দো বস্ত করিয়াছেন, তাহার বর্ণন করেন।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কমিটির অধিবেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ্চ। গত কল্য উইণ্ডসরে লর্ড নর্থব্রুককে এক ভোজ দেওয়া হয়. সেই উপলক্ষে প্রিন্স অব সাহেব তাঁহার ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজ কার্য্যের সন্তোষকর।

যুক্ত বিচারপতি বঙ্গাল সাহেবের পদে মটিন সাহেব অধিষ্ঠিত হইবেন।

লণ্ডন ১২ ই মার্চ্চ। গত কল্য লর্ড নর্থব্রুক স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষে যাহাতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন।

গত কল্য প্রিন্স অব ওয়েলস পারিসে উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ্চ। রাজ্ঞী ২৫ এ মার্চ্চ জর্ম্মণি দর্শনার্থ গমন করিবেন। ১৬ ই এপ্রেল প্রত্যাগমন করিবেন।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। গত কল্য লর্ড নর্থব্রুকের বন্ধুগণ তাঁহাকে এক ভোজ দিয়াছিলেন। তিনি কাপ্তেন ইবলিন বারিংকে প্রাইবেট সেক্রেটারি করিয়াছেন।

-※-

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। কাটোয়ার প্রতিনিধি ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার বামাচরণ বাবু জীবনে নিক্ষেপিত হইয়াছেন। তথায় তাঁহাকে ছয় মাস বাস করিতে হইবে। যে অপরাধে তাঁহার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এই—তিনি এক যোড়া পাদুকা বেলবাগে বদ্ধ করিয়া জনৈক বন্ধুর নিকট স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছিলেন। তাহার জন্য কোনরূপ মাসুল দেওয়া হয় নাই।* সমস্তারী আমাদের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার কালীপদ বাবু তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এ বিষয় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করেন। বামাচরণের যে প্রতারণা করাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

২। সে দিন বীরভূমের জজ সাহেব কাদাহারা চৌকী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শুনিতেছি, কাছারী গৃহখানি পাকা করিবার আদেশ দিয়াছেন। আর যে কি প্রকৃত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই। তবে সমস্তারী আমাদের রাজা কোচ মেজ, তাম্বু প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দর্শন করিয়া যার পর নাই প্রীত হইয়াছেন। সদর স্থান সিউড়িতে প্রত্যাগত হইয়া অপরিসীম হর্ষ প্রকাশ করিয়া রাজা বাহাদুরকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

৩। সে দিন কাটোয়া স্কুলের বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরণ জন্য স্কুলগৃহে একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য এবারে অনেকেই আহূত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেকগুলি টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ বৎসর যে কত টাকা উঠিয়াছে, তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। এখন কথা হইতেছে, কাটোয়া স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা কোন প্রকৃত কাজ দেখিতে পাই না। এবারে একটীও বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এক্ষণকার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট যদ্যের বাবু স্কুলটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদের অনুরোধ!

৪। নিম্নতর পরীক্ষাগুলির ফল এখনও বাহির হইল না। পাড়া গাঁয়ের স্কুলের প্রতি এত যে আলাস্য প্রদর্শিত হয়, তাহার কারণ কি?

৫। হেতমপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রামরঞ্জন বাবু বীরভূমের অনেক উপকার করিবেন, আমরা এরূপ আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে বীরভূমের হিতসাধনে তাদৃশ মুক্তহস্ত দেখা যাইতেছে না। এবারে সরস্বতী পূজায় তাঁহার বাটীতে যত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার একাংশ সৎ অনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইলে বীরভূম বহুলাংশে উপকৃত হয়েন। তিনি বীরভূমের যে অঞ্চলে বাস করেন, তথাকার অধিবাসিদের এখনও ইংরাজী শিক্ষার ফলোপধায়কতা পরিস্ফুটরূপে হৃদয়গত হয় নাই। আমাদের তাঁহার নিকট অনুরোধ ও সানুনয় প্রার্থনা এই, তাঁহার বাসগ্রামের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়টী যাহাতে সুচারুরূপে চলে, অন্ততঃ তাহার উপায় বিধান করেন। আর নিতান্ত দরিদ্র বালকদের নিমিত্ত ৫। ৭ টী বৃত্তি প্রদান করেন।

৬। বীরভূম জেলাটী উঠিয়া যাইবে, এই যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহা অমূলক নহে। বীরভূমের প্রান্তর দেশে সাঁওতালেরা আছে। তাহারা বড় শান্তপ্রকৃতি নহে। তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। সদর স্থান স্থানান্তরিত হইলে, এ সুবিধা ঘটিয়া উঠে না।

৭। সেদিন স্কুল ইনস্পেক্টর ভূদেব বাবু গঙ্গাটিকুরী স্কুল পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব বীরভূম সার্কেলের আর কোন স্কুল দেখিবার অবসর পান নাই। শুনিতেছি শীঘ্রই এ অঞ্চলে আসিবেন।

—⁂—

আমাদিগের সাঁইথিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন —

১। অনন্তপাটী ডাক আফিসের ন্যায় আমাদের এখানের বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেছেন। সম্বাদপত্রে তুমুল আন্দোলন কর, সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবেদন কর, কিছুতেই ইহাদিগের চৈতন্য নাই। এখানে সাধারণের ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ আছে তাহাতে উদাসীনতা প্রদর্শন নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। উপস্থিত কর্তৃপক্ষ অবসন্ন ও অন্তরালবর্তী হইলে এটী কোনক্রমে সঙ্কুচিত হইতে পারে না। লাক্ষরগঞ্জের পোষ্ট আফিস ঘটিত বিষয়ই অবং আমাদিগের প্রধান দুঃখের স্থল। আমরা সোমপ্রকাশে অনেকবার এই পোষ্ট আফিসটী সেঁইথিয়ায় উঠাইয়া আনিবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। স্থানীয় ব্যক্তিগণ এবিষয়ে পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন করিয়াছেন। বিভাগীয় ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ও ইহার সমর্থন করিয়া সেঁইথিয়ায় পোষ্ট আফিস স্থাপন করিবার নিমিত্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরলের নিকট রিপোর্ট করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহাশয় এপর্যন্ত এতদ্বিষয়ের কোন উত্তর দিতেছেন না। কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতির ডাক সেঁইথিয়া হইয়াই প্রেরিত হইয়া থাকে। যে সমুদয় পত্র কলিকাতা ও ঢাকায় পাঠাইবার নিমিত্ত সেঁইথিয়ায় ডাকে দেওয়া হয় তাহা সেঁইথিয়া হইতে লাক্ষরগঞ্জে যায় (এই স্থানে মোহর মুদ্রিত হইয়া থাকে) পুনর্বার তথা হইতে সেঁইথিয়ায় আসিয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেঁইথিয়ায় পোষ্ট আফিস হইলে এখান হইতেই সমুদয় পত্রাদি একেবারে প্রেরিত হইতে পারে। সুতরাং আর অনর্থক দুই দিন সময় নষ্ট হয় না। অপরঞ্চ সমুদায় ডাকই যখন সেঁইথিয়া হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে, তখন এখানে পোষ্ট আফিস স্থাপন না করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য। এক্ষণে সেঁইথিয়ায় যে লেটার বক্স আছে, তাহাতেও বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। আমরা একবার সোমপ্রকাশে এবিষয় প্রদর্শন করিয়াছি। সেঁইথিয়ায় পোষ্ট আফিস হইলে এই লাভ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইবে। বিশেষতঃ বিভাগীয় ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার ও স্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রস্তাবিত বিষয় ঘটিত ইষ্টানিষ্ট বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাঁহারা যখন সেঁইথিয়ায় পোষ্ট আফিস স্থাপনের অনুকূলতা প্রদর্শন করিতেছেন, তখন ইহাতে উদাসীনতা অবলম্বন করা বিবেচনার কার্য নহে। আমরা ভরসা করি পোষ্টমাষ্টার জেনরল মহোদয় শীঘ্রই এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

২। কতিপয় দিবস হইল এখানের বাজারটী পুড়িয়া গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন অনেক দোকানদার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এখানের সমুদয় গৃহই খড়দ্বারা আচ্ছাদিত। গৃহে দেয়াল দেওয়া হয় না। দরমা ও বাঁশ দ্বারা সামান্যরূপ বেড়া দেওয়া হয় মাত্র। ইহাতে অগ্নিভয় নিবারণের সম্ভাবনা কি? মাটীর দেয়াল দিয়া গৃহগুলি খোলাদ্বারা আচ্ছাদিত করা কর্তব্য।

৩। অত্রত্য স্কুলের কার্য একরূপ চলিতেছে। পূর্বে এই স্কুল হইতে মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি, উভয়বিধ পরীক্ষা প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। এক্ষণে যে নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে এবার এ স্কুল হইতে উক্ত দুই পরীক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত ছাত্র প্রেরিত হইবে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচক মহাশয়গণের বিচিত্র বিবেচনায় পরীক্ষার পুস্তকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক অপেক্ষাও অধিক। স্কুলে একজন মাত্র পণ্ডিত আছেন। তিনি সমুদয় শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য নির্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির ১৮।১৯ খানি পুস্তক ও মাইনর পরীক্ষার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়েই সমুদয় সময় অতিবাহিত হয়। নিম্নশ্রেণীর অধ্যাপনা প্রভৃতি প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয় না। স্কুলের পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর শ্রেণীর ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির এবং নিম্নশ্রেণীর কোন কোন পুস্তকের শিক্ষাভার গ্রহণ করা প্রধান শিক্ষকের নিতান্ত কর্তব্য। অন্যথা স্কুলের পরীক্ষা ফল সন্তোষজনক হইবে না।

৪। গত বর্ষায় পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ের যে যে স্থান ভগ্ন হইয়া জলপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার অনেক স্থানের জল অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই। মাটী দ্বারা সেই জল পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু দেখিয়া আসিলাম, রাশি রাশি মাটী জলে ফেলিয়া দেওয়াতে এতকালের মধ্যেও সেই ভগ্ন স্থান পূর্ণ হইতেছে না। আর দুই মাস পরে বৃষ্টি হইয়া বর্ষার সঞ্চার হইবে। এতদিনের মধ্যে যখন ভগ্ন স্থান পূর্ণ হয় নাই, তখন দুই মাসের মধ্যে যে তাহা পূর্ণ হইবে বিশ্বাস হইতেছে না। মাটী দ্বারা জল পূর্ণ স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এক একটী স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা কর্তব্য। এরূপ করিলে পূর্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে কার্য শেষ হইবে, অথচ জল নির্গমের পথ থাকাতে বর্ষার তেজ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইবে। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য না হইলে পুনর্বার বর্ষার সময়ে রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষতি ও যাত্রিগণের সমূহ কষ্ট হইবে। সেতু নির্মাণ কার্য শীঘ্রই আরম্ভ করা কর্তব্য। বর্ষাকাল আগত প্রায়।

৫। শিবালয় হইতে মধুপকগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার কার্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, রাস্তায় ইট অথবা সুরকি দেওয়া হইবে না। কেবল মাটী দ্বারাই কার্য শেষ করা হইবে। ইট দিলে অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া কাজ শেষ করিবার মানস করিয়াছেন। অস্থায়ী কার্য করা অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও স্থায়ী কার্য করা পরামর্শসিদ্ধ। কেবল মাটী দিয়া রাস্তা করিলে বর্ষা সময়ে স্থানীয় অনেক দুর্গতি হইবে। গবর্ণমেণ্ট একটী হিতকর কার্যে হস্তার্পণ করিয়াও যৎসামান্য ব্যয়ের ভয়ে তাহা স্থায়ী করিতেছেন না, এটী নিরতিশয় বিস্ময় সহকৃত ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। রাস্তায় ইট ও সুরকি দেওয়া সর্বথা কর্তব্য।

—:০:—

আমাদিগের মুলতানস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। মাঘমাসে কলিকাতায় যাইয়া দেখিলাম, তথায় সে সময়ে শীতের প্রাদুর্ভাব নাই বলিলেও হয়, অনেকে এ বৎসরের জন্য শীত বস্ত্র সকল সিন্দুক মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা, হাবড়া কর্ড লাইনের মধ্যে মধ্যে কোন কোন ষ্টেষণে আসিয়া অর্থাৎ বর্দ্ধমান পার হইয়া ক্রমে ক্রমে শীত অনুভব করিতে লাগিলাম এবং বৈদ্যনাথ ষ্টেষণের সন্নিধানে আসিয়া দারুণ শীত বোধ হইল। আবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে শীত কিছু কম অনুভূত হইল। পুনরায় যত পঞ্জাব অভিমুখে আসিতে লাগিলাম ততই শীত অনুভব করিতে লাগিলাম। মুলতানে আজিও বিলক্ষণ শীত অনুভূত হইতেছে, তবে দিবসে সূর্য্যের তেজ কিছু প্রখর বোধ হয়। এখানে আসিতে এক দিন এলাহাবাদে ছিলাম, তথায় শুনিলাম, পবলিক্ ওয়ার্ক বিভাগের সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের আফিস সকল উঠিয়া গিয়াছে। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের আফিসেই সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারদিগকে ডেপুটী সেক্রেটারি রূপে কার্য্য করিতে হইবে। স্বতন্ত্র আর ক্ষমতা থাকিবে না। শুনিলাম সর্ব্বত্রই এইরূপ হইবে। ইহা হইলে ভাল হয়। যেহেতু সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের আফিস থাকাতে বিশেষ উপকার না হইয়া বরং অনেক বিষয়ে অসুবিধাই হইয়াছে। এলাহাবাদে চাউল গোধূম প্রভৃতি দ্রব্য এখানকার অপেক্ষা অনেকাংশে সস্তা দেখিলাম। ১৩ ই ফেব্রুয়ারি বেলা প্রায় চারিটার সময় লাহোরে পৌঁছিলাম। লাহোরে পৌঁছিয়াই অল্পকাল পরে একজন বন্ধু শুনিয়া আসিলেন যে, লর্ড মেওর হত্যা সংবাদের টেলিগ্রাম আসিয়াছে। সে দিন লাহোরে মহাসমারোহে চতুর্দ্দিকে বসন্ত পঞ্চমীর মেলা হইতেছিল। এই দারুণ সংবাদে অনেকে চমকিত হইল অনেকে বিশ্বাস করিল না। তৎপরদিন পবলিক-ওপিনিয়ন পাঠে এঘটনার যাথার্থ্য অবগত হইয়া সকলেই যারপর নাই বিষাদিত হইলেন।

২। এবার ১১ ই মাঘের সময় সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূজনীয় দেবেন্দ্র বাবু অমৃতসর হইতে আসিয়া লাহোরের ব্রাহ্ম সমাজে দুই বেলা উপাসনাদি করিয়াছিলেন। সেদিন অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী উপস্থিত হইয়া উৎসব কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মভক্ত বাবু নবীন চন্দ্র রায় মহাশয় হিন্দি ভাষাতে বিশেষ উৎসাহের সহিত মনোহর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর হিন্দী বক্তৃতাও অনেকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। লাহোরস্থ ব্রাহ্মদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাবান্তর দেখিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলাম। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যত দিন এই সকল ক্ষোভের কারণ দূর না হইবে ততদিন কোন আশা নাই।

৩। মুলতান নগর মধ্যে ও নিকটস্থ কোন কোন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেক বালক বালি[illegible] মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। মুলতান ছাউনী ও নগরে ত গোবীজের টীকা দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাম সকলে এই টীকা দিবার কোন বন্দোবস্ত করা হইতেছে না, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়।

৪। কয়েক দিন হইল এখানকার ছাউনীর বাজার সার্জ্জন হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, শুনিলাম অপরিমিত সুরাপানই এই মৃত্যুর কারণ।

৫। ষ্টেট্ রেলওএ সংক্রান্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের আফিস ও সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের আফিস ত এখানে ছিলই, সংপ্রতি চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারেরও আফিস হইয়াছে, আবার শুনিতেছি, এখানে শীঘ্রই একটী কণ্ট্রোলারের আফিস হইবে। তবেই মুলতান ক্রমে ক্রমে জাঁকাল হইতে চলিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পঞ্জাব রেলওএ ও ষ্টেট রেলওএর মধ্যে ইতর শ্রেণীর ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, আবার তজ্জন্য বাঙ্গালিরাও তাদৃশ উন্নতমনা নয় বলিয়া এ স্থানটী সাধু সমাগমের স্থান হয় নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! প্রায় ৩.১ মাস অতীত হইল হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। ইহা হইতে দীন দুঃখি ব্যক্তিরা বিনামূল্যে ঔষধাদি লইয়া যায়। প্রথমে যখন মারাত্মক জ্বর সমুদয় দেশকে আক্রমণ করাতে রাজপুর হরিনাভি জগদ্দল চাংড়িপোতা প্রভৃতি গ্রামের দীন দরিদ্রেরা জ্বরে ও প্লীহাতে কষ্ট পাইতে লাগিল, তখন অতি যত্নে অতি কষ্টে এই দাতব্য ঔষধালয়টীর সংস্থাপন হয়। ইহাতে দেশের কত যে উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই গ্রামে উত্তম চিকিৎসালয় অতি বিরল। যাহা আছে তাহাতে উত্তম ঔষধ মেলা ভার। সুতরাং দারুণ ব্যাধিভয়ের সময় অধিবাসিদিগের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল।

প্রথমে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু গোপালচন্দ্র বসু মহাশয় প্রতি রবিবার কলিকাতা হইতে আগমন করিয়া অতি-পরিশ্রমে সমুদয় দেখিতেন এবং তিনি যে ব্যবস্থা করিতেন এই চিকিৎসালয় হইতে তাহার ঔষধ দেওয়া হইত। এইরূপে কিছুদিন পরে গোপাল বাবু স্থানান্তরে যাইলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে আর একজন আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে রাজপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে নিয়মিত ডাক্তার নিযুক্ত করা হইল। ইনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল ৭ টা হইতে ১০। ১১ টা পর্য্যন্ত রোগীদিগকে দেখেন, কখন কখন বা কোন রোগীর বাটীতেও যান। এতাবৎকাল এই দাতব্য ঔষধালয়টী চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যহ ৩০।৩৫ জন রোগী আসিয়া থাকে (এক্ষণে কিছু কম আসিতেছে)। এই কয় মাসের মধ্যে ৫।৭ শত রোগী আসিয়া ঔষধ লইয়া গিয়াছে এবং প্রায় সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এক্ষণে ঔষধালয়টীর চলিবার উপায় নাই যদি কেহ কৃপা করিয়া সাহায্য করেন তাহা হইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

যে সকল মহাত্মা টাকা প্রদান করিয়া ছেন, তাঁহাদিগের টাকা সমুদায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে উৎসাহবর্দ্ধন হইবে তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। এক্ষণে আমাদের দেশে স্কুলের সংখ্যা অতি অল্প লক্ষিত হয়।

উপসংহারকালে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০, বাবু দুর্গাচরণ লাহা ১০০, রাণী শরৎসুন্দরী ১০ টাকা আমাদিগকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের নামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন খড়দহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাবু উমাচরণ মুখোপাধ্যায় বাবু তারাচন্দ্র মিত্র কোন্নগর নিবাসী শিবচন্দ্র দেব মহাশয়েরা অনেক সাহায্য করিয়াছেন এবং "ভারত সংস্কার সভা" হইতেও অনেক বহুমূল্য ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুর মহাশয়ের পুরাতন জ্বরের ঔষধে (পাল ও...) অনেক উপকার হই য়াছে ও হইতেছে। উপরি উক্ত মহাত্মা দিগের নিকটে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।

হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীকেদারনাথ বসু
২৬এ ফাল্গুন ১২৭৮ }

—:০:—

প্রার্থিতব্যের অপেক্ষা প্রার্থিগণের সংখ্যা অধিক হইলে প্রার্থিগণ যে কাতর হন ইহা একটী প্রসিদ্ধ কথা। আজি কালি শিক্ষকতা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিতেছে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন স্কুলে একটী শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে তাহার জন্য রাশি রাশি আবেদন পত্র উপস্থিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা যে শিক্ষকতার জন্য [illegible] পারিতেছেন, ইহা আমা দের [illegible] নিয়া সন্দেহ নাই; কিন্তু [illegible] একটী সৎ আকিঞ্চ সংস্থিত হইতেছে। লোকের নিকট সম্মান লাভের উপায়ই আন্তরিক, কিন্তু শিক্ষকগণ অপর লোকের নিকট কাতর হইতেছেন। যদিও গবর্ণমেণ্টের বিদ্যা লয়ের শিক্ষকগণ আপন আপন নিরূপিত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে বড় একটা অন্যের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু এডেড স্কুলের শিক্ষকদিগের দুরবস্থার পরিসীমা নাই।

এডেড স্কুলের সংখ্যা পল্লীগ্রামেই অধিক। ঐ সকল স্কুলের সম্পাদকদিগের অধিকাংশই এশ্রেণীর অশিক্ষিত বড়মানুষ; সুতরাং এদেশের মূর্খ বড় মানুষদিগের আনুষঙ্গিক আত্মাভিমান গর্ব্ব, তোষামোদ প্রিয়তা প্রভৃতি যেসকল দোষ আছে, সম্পা দক বড়মানুষেরাও তৎপরিশূন্য নহেন! তাঁহারা আপন আপন কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক অনুচরবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা যেরূপ তোষামোদ প্রাপ্ত হন, শিক্ষকদিগের নিক টেও তাহাই ইচ্ছা করেন; কিন্তু শিক্ষকগণ লেখা পড়া শিখিয়া কতক মার্জ্জিত মনো বৃত্তি হন, সুতরাং তাঁহারা যেমন অন্যায় তোষামোদিকতা ইচ্ছা করেন না, সেইরূপ অন্যের তোষামোদ করিতে চাহেন না, এই কারণে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষকে ও সম্পা দকে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়, পরি শেষে শিক্ষকই তাড়িত হন। কিন্তু যেখা নেই যান সেই খানেই প্রায় এইরূপ ঘটে, অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সম্পাদকগ ণের অভিমতে চলিতে অভ্যাস করেন কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের মন প্রসন্ন থাকে না। মন অপ্রসন্ন থাকিলে কার্য্য যেরূপ হয় তাহা বোধ হয় আপনার পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

শিক্ষকগণ যে বেতন পান তদ্দ্বারা তাঁহা দের নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া পরিবার দিগের ভরণ পোষণের সমুচিত সাহায্য হয় না। অনেকস্থলে ইহাও ঘটে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য অধিক পরিমাণে লইবার জন্য শিক্ষকদিগের বেতন কাগজে অধিক করিয়া লেখান হয় কিন্তু প্রাপ্তি কালে তাঁহারা অর্দ্ধেকও প্রাপ্ত হন না। তবে বাঙ্গালি বলিয়া একরূপ প্রতারিত হইয়াও চুপ করিয়া থাকেন। তাহাতে কি আবার শিক্ষকেরা যথাসময়ে বেতন পান? ইন স্পেক্টর মহাশয়দিগের আরাম বিরামে বিল পাশ হইয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হয়। কয়েক মাস গত হইল একজন ইনস্পেক্টর কোন এক আত্মীয়ের সহিত পরিহাসচ্ছল অবলম্বন করিয়া কোন একটি স্কুলের বিল গুলি একবৎসর পর্য্যন্ত পাশ করিলেন না, এই একবৎসর কাল শিক্ষকগণ যে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা যদি ইন- স্পেক্টর সাহেব সেই অবস্থায় অবস্থাপিত হই তেন তবেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি নাই পারুন, পাঠকবর্গ বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন। পরিশেষে অনেকের অনুরোধে এক বৎসরের পর বিলগুলি পাশ করিলেন; কিন্তু স্কুলটি উঠাইয়া দিলেন। সম্পাদক মহাশয়! ইনস্পেক্টর মহাশ য়ের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়িণী ন্যায়পরতা ও সমদুঃখসুখানুভাবকতা বুঝিলেন কেমন তেজস্বিনী দেখিলেন? যাহা হউক বিল পাশ হইয়া আসিলেও তাহা ভাঙ্গাইয়া আনিতেও সম্পাদকের ইচ্ছামত সময়ে বেতন পাইতে আরও ১৫।১৬ দিন অতিবাহিত হয়। শিক্ষকগণ যে এরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়ের কার্য্য কিরূপ নির্ব্বাহ করেন তাহা বোধ হয় অনুভবশালী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইহাতে এই ফল হইতেছে যে কোন শিক্ষিত লোক এ বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন না। যাঁহারা প্রথমে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা এরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে প্রাণ পণে ইহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সুবিধা পাইলে ত্যাগও করিতেছেন। তবে যাঁহারা তাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন নহেন অথবা অন্য কোন বিভাগের কার্য্যপ্রণালী অবগত নহেন তাঁহারাই অগত্যা ইহা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহাদের মন সর্ব্বদা বিরক্ত থাকায় তাঁহাদের দ্বারা কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে না।

উপসংহারকালে সম্পাদক মহাশয়দি গকে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, তাঁহারা যেন শিক্ষকদিগকে নিতান্ত অধম মনে না করেন। সমাজের উন্নতির একমাত্র মূল কারণই শিক্ষকগণ। অতএব তাঁহাদের প্রতি

অসদ্ব্যবহার করিলে সেই উন্নতির মূলে আঘাত করা হয়।

১৫ এ ফাল্গুন
১২৯৮

কস্যচিজ্জীবন্মৃতস্য।

মহাশয়! অতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য সুবর্ডিনেট জজ বাবু ভূপতি রায় অতি অল্পসময়ের মধ্যেই স্থানান্তরিত হইতেছেন। প্রায় ৬ মাস হইল ইনি ত্রিহুত হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। এক বৎসর গত না হইতে হইতেই আবার ঢাকা ও ফরিদপুরের এডিসন্যাল সুবর্ডিনেট জজ হইয়া যাইতেছেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মের মর্ম্ম অবগত নহি। বিচারপতিদিগের মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরে গমন আবশ্যক ও উচিত বটে। কিন্তু তা বলে একজন বিচারপতি এক স্থানে গিয়া সেখানকার অবস্থা অবগত না হইতে হইতে পুনরায় আর এক স্থানে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে। এইরূপে যদি বিচারকেরা ৫।৬ মাস মধ্যে ক্রমান্বয়ে এস্থান ও স্থান করিয়া বেড়ান, তবে যাতায়াত নিবন্ধন তাঁহাদের ত কষ্ট আছেই, তা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের অনর্থক ব্যয় ও বিচার কার্য্যের যার পর নাই ব্যাঘাত জন্মে। বিচার কার্য্যে কি স্থানীয় অবস্থা ও লোকের চরিত্র অবগত হওয়া আবশ্যক নহে? স্থানীয় অবস্থা ও লোকের রীতি নীতি জানিলে বিচার কার্য্যের যেরূপ সুবিধা হয়, কেবল এক আইন ও বিচারাসন লইলে তাহা হইবার নহে; কিন্তু ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে, বিচারপতিদিগের দেশের অবস্থা ও লোকের ভাব জানিবার জন্য বহুদিন এক স্থানেই থাকিতে হইবে। অনেক মকদ্দমায় দেখা গিয়াছে যে, উভয় পক্ষের সাক্ষী ও দলিল ইত্যাদি তুল্যরূপ প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু বিচারপতির তাহা হইতে সত্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। সে স্থলে স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন আর উপায় নাই এবং সেই সেই স্থলে যে নিষ্পত্তি হইয়া বিচার কার্য্যের যথার্থ সুবিধা ও সুবিচার হইয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সিবিলিয়ানেরা এদেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আসিষ্টাণ্ট পদে অধিরূঢ় হইয়া তীর্থ কাকের ন্যায় কেবল আমলাদের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন। তৎকালে লোকের অবস্থা ও রীতি নীতি দূরে থাকুক অনেকে স্থানীয় ভাষাও উত্তম রূপে বুঝিতে পারেন না। তৎকালে বিচারপতি ও বিচারার্থীর ভাব দর্শন করিলেই সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন কি অনেক স্থলে চণ্ডীমণ্ডপ তদন্তের ন্যায় বিচার হইয়া উঠে না? এই জন্যই কি সিবিলিয়ান ও ইউরোপীয় বিচারপতি অপেক্ষা এতদ্দেশীয় বিচারপতিরা প্রাধান্য লাভ ও বিচারকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন না?

ভূপতি বাবুর পরিবর্ত্তন মেদিনীপুরের একটী সাধারণ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। বিচারকার্য্যে ইঁহার এরূপ পারদর্শিতা যে সুবর্ডিনেট জজ শ্রেণীতে এরূপ লোক অতি বিরল। ইনি যে যে জিলাতে গিয়াছেন তত্রত্য জজেরা ইঁহার বিচারে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন কি আমরা শ্রুত আছি, অনরেবল ট্রেবর, অনরেবল পিকক্ ও অনরেবল বুড্ বর্হাম সাহেবও ইঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। ইঁহার বিচারিত মকদ্দমার অধিকাংশ আপীলে অব্যাহত থাকে। অত্রত্য পূর্ব্বতন জজ মেং সেনক্রিজ সাহেব (এখন যিনি এখানকার কালেক্টর) ও বর্ত্তমান জজ মেং লর্ম্প সাহেবও ইঁহার বিচারে সন্তুষ্ট আছেন। ইনি এখানে আসা অবধি দেওয়ানি ও পেটিকোর্টের এত মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে লোকে পূর্ব্বে আদালতের নিষ্পত্তির জন্য যেরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এখন তাহা আর শুনা যায় না। বাদী প্রতিবাদী উকিল মোক্তার এবং সাধারণে ইঁহার বিচারে সন্তুষ্ট আছেন। বিচারপতির যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক ইঁহাতে সে সমুদায়ই আছে।

আমরা আরও দুঃখিত হইয়াছি যে, ইঁহাকে সুবর্ডিনেট পদ হইতে নামাইয়া দিয়া অতিরিক্ত সুবর্ডিনেট জজ করা হইতেছে। আবার কিছুদিন ঢাকায় ও কিছু দিন ফরিদপুরে থাকিতে হইবে। কি কারণে যে হাইকোর্ট এরূপ বিচার করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। আমরা লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ও প্রধান বিচারপতি মহাশয় দ্বয়ের নিকটে বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যে ভূপতি বাবুর বিষয়ে অত্রত্য জজ সাহেবের টীকফিয়ৎ লইয়া আপাততঃ তাঁহার এই পরিবর্ত্ত রহিত করেন। তাঁহার কিরূপ ইচ্ছা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে, তিনি মেদিনীপুরে আর কিছু দিন থাকিয়া এখানকার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করেন। আমরা অনেক দিনের পর একটি উৎকৃষ্ট লোক পাইয়াছিলাম, ক্ষোভের বিষয় যে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে হারাইতেছি।

১৮৯২ ১৪ই মার্চ্চ
মেদিনীপুর

অধিবাসিগণ।

—•—

আমাদের বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার বনবিহারী কপূর বাহাদুর সে দিন একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা বাহাদুরের মৃত্যু সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সকলের গোচর করিলেন। অনন্তর অবিলম্বে অনেক কথা বার্ত্তার পর এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি অন্ততঃ এক মাস শোক সূচক পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন। কোন রূপ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইবেন না। রাত্রিতে তাঁহার আবাস পুরটী সামান্য রূপ আলোকে মণ্ডিত রাখিবেন। আর তাঁহার ইচ্ছা এই, তাঁহার কর্ম্মচারিগণ অন্ততঃ কিছুকাল কোন প্রকার শোক প্রকাশক [illegible] করে।

বর্দ্ধমানবাসির
প্রেরিতস্য।

—•—

৩১ এ জুনের দার্ষ্টি (১২৯৮ সালের চৈত্র) মধ্যে যে সকল গ্রাহকের সোমপ্রকাশের মূল্য শেষ হইবে, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
কাঞ্চণ্ডিরাম।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ সিংহ দেব
কুড়িয়া কোল।
" " গঙ্গাধর রায়—মুরশিদাবাদ
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী—আসাম
" " স্বরূপচন্দ্র পাত্র—বেড়বল্লভপুর
" " কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়
রঙ্গপুর মাপ।
" " সদানন্দ রায়—জাঙ্গুলী।
" " মথুরেশচন্দ্র দেব রায়—যশোহর
" " মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—সাউট স্কুল
" " অঘোরনাথ অধিকারি
বর্দ্ধমানের স্কুল
" " কিশোরীলাল বসু—বাশবেড়িয়া
" " মাধবলাল শ্রীশ্রীযুক্ত রামনারায়ণ
সিংহবাহাদুর—কাশীপুরের রাজধানী
" " মধুসূদন মাইতি—কাঁটানগাড়
" " রাধাগচন্দ্র রায়—বারাণসী
আম্বালি বাজার
" " জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস—জয়মণ্ডপ
" " স্বরূপচন্দ্র ঘোষ—গুড়বাড়ী
" " শ্রীনারায়ণ ঘোষাল—গঙ্গাটিকুরী
" " ব্রজনাথ ঝা—মহালী ডাঙ্গা
" " কিশোরীমন মহান্ত—সিতাকুণ্ড
" " ভুবনমোহন দাস—মহলপাড়া
" " চন্দ্রকেলী মুন্সী
চাকলেখোলা ডাকঘর
ঢাকার সদর বাজার রিভিঞ্জেন্টের সেকেণ্ড
টীচর
" " কৈলাসগোবিন্দ মজুমদার
খারিজ্জা
" " গুরুদাস রায় জমীদার—ব্রাহ্মণডাঙ্গা।
" " চন্দ্রনাথ বক্সী—গৌহাটী
" নীলমাধব ঘোষ—মগধরা
" " নবীনকৃষ্ণ পালিত—আকনা
" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী—মিরপুরকুটী
" " [illegible] রায়
[illegible] কমলাঘাটপুর কুমার টুলী
" " [illegible] ঘোষাল—মুগকল্যাণ
" " [illegible] মুখোপাধ্যায়
[illegible]
" " [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহাজাদপুর

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সাকপিয়া গ্রাম
" " গিরীন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—যশোহর
" " হরিশচন্দ্র ঘোষ
মাধবপুর ডিহি
" " নরহরি মুখোপাধ্যায়—বীরভূম
" " গোবিন্দচন্দ্র সাহা—সেরপুর
বহরমপুর হিতৈষিণী বাঙ্গালা পুস্তকালয়।
" " সিদ্ধেশ্বর বসাক—আগরা

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ৯ই মার্চ্চ।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	১
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৫৬ মাইলের মধ্যে	৪	

সন ১৮৭২ সালের ১১ ই মার্চ্চ বহরমপুর গড় ঘাটের মাপ।

	ফু	ইঞ্চ
		১০৪

বহরমপুর ১১ মার্চ্চ ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ প্রসাদ ভাগলপুর	৫।০
" " গঙ্গানারায়ণ মজুমদার গোস্বামী দও	৫।০
" " দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হিন্দু স্কুল	৫।০
শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী সাকরাইল	১০
" " শিবচন্দ্র শীল—চুঁচুড়া	১০
সি, ই, এফ, টানর—আলীপুর	১০
" " শ্রীনাথ নন্দী—কলিকাতা	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোদপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোদপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

রেজিষ্টারি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

ভাগ ১৪ | ১৮ সংখ্যা।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী মহীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা

সন ১২৭৮। ১৩ ই চৈত্র। ইং ১৮৭২। ২৫ এ মার্চ

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০।০ দশ টাকা এবং
ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী মৌজে কুলিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ শিবপ্রসাদ চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, জাতিতে শূদ্র; আর তাহার সহিত শ্রীবরদাপদ রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই দুই জনাতে রেলওয়ের গাড়ী যোগে পশ্চিম পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৯। ২০ বৎসর; শূদ্র বালকটী গৌরবর্ণ, পরিধান বস্ত্র জুতা কুলন পেড়ে; থাকিতে একটী কাটার চিহ্ন আছে; দাড়ি ও গোঁফের অল্প অল্প আবির্ভাব হইয়াছে, পায়ে কার্পেটের জুতা আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নখকুনির ক্ষত আছে। এই বালক দ্বয়কে যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক যোগে কুলিয়া গ্রামে পত্র পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিতানুসারে লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

১। কলিকাতা শিবপুরের কুণ্ডাবেবের উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ নাজার নিকট পত্র পাঠাইলে আমরা পাইব।

২। আর মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাসপুর পোষ্ট আফিস হইয়া ফরিদপুরের জমীদারির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির নামে দিবেন—তাহা হইলেও প্রাপ্ত হইব।

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গৌতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্য ন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি দুর্জ্ঞ পদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ
কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা, বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৩নং মির্জাফরলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের প্রকাশে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক।

নাম …………	মধ্যস্থ।
ধাম ………	কলিকাতা, সিমুলিয়া ১০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
আকৃতি ……	সাধারণ ও সংবাদ পত্রের ত্রিভাগাপন্ন-উচ্চ-পত্রাকার।
বিষয় ……	বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি।
মূল উদ্দেশ্য…	পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল, আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল, অর্থাৎ পুরাচারের রক্ষকদিগের ভক্ত ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।
শাখা উদ্দেশ্য…	মনোরঞ্জন ও আমোদ উপায়ের সঙ্গে নীতি চর্চা।
সময়… … …	১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ্য।
মূল্য … …	অগ্রিম বার্ষিক ৩ টাকা, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা, প্রত্যেকের এক আনা। বিদেশে ডাকমাশুল

সম্পাদক এরূপ কার্য্যে নূতন নহে, ফলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সাহেব মহাশয় পুনরায় থাকিবেন।

গ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় "**" ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বাঁধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাশুল।৴০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। দিনাজপুর বড়ীতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডেপজিটারিতে, মুজাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮। এ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গলি মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ "চিকিৎসা দর্পণ" নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে যথাক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, মাম্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা।৴০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা, লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাকটিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ।০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাশুল ।৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৪॥০ মাশুল ৵ মাত্র।

কলিকাতা }
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল }

শ্রীমদ্ভাগবত

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

চণ্ডালিনী ।০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও জুতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং বেদ তন্ত্র ও সাধনতন্ত্র প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সুলভে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

সেক করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্কসন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত সেককরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। ? বর্ন এণ্ড কোং

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা।
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	আনা

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই চৈত্র সোমবার।

আইন সংগ্রহ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকখানি বিশেষ প্রয়োজনোপ-

রোধী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত হইয়াছে। ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলি সুনির্দ্দিষ্ট হয় এ নিমিত্ত আমরা কয়েক বৎসরাবধি চীৎকার করিয়া আসিতেছি। ষ্টিফেন সাহেবের সময়ে অনেকগুলি আইন এইরূপ হওয়াতে বিস্তর উপকার হইয়াছে। তিনি এক্ষণে ভূমি সংক্রান্ত আইনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আপাততঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত আইনগুলি সুনির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ষ্টিফেন সাহেব বলিয়াছেন, বঙ্গদেশেও শীঘ্র এইরূপ হইবে। এ নিমিত্ত কক্রেল সাহেব দুইখানি আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিতেছেন। ষ্টিফেন সাহেব নিজ উদারতাগুণে বলিয়াছেন, পাণ্ডুলেখ্যগুলি বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে। ভূমিসংক্রান্ত আইনগুলি এরূপ বিস্তারিত এবং স্থানে স্থানে পরস্পর এরূপ বিরোধী যে, সমুদায়ের প্রকৃত মর্ম্ম অবধারণ করা সহজ নহে। এই সকল অংশ সংগ্রহ করিয়া একটী পূর্ণাবয়ব আইন করিতে পারিলে দেশের বিস্তর উপকার হয়। কিন্তু কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত আইনগুলির সংগ্রহ করিলে কাজ হইবে না। জমীদার ও প্রজা সংক্রান্ত আইনটী সহজ হইলেও ভূমি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া এক স্পষ্ট আইন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রভৃতির স্বত্ব লইয়া যে গোলযোগ হইয়া থাকে তাহার মীমাংসা করা উচিত। ১৮২২ অব্দের ৭ আইন লইয়াও অনেক গোলযোগ আছে। আইনটীর কোন কোন অংশ প্রচলিত আছে, কোন কোন অংশ প্রচলিত নাই। আবার কোন কোন স্থল অন্য অন্য আইন দ্বারা প্রকারান্তরে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই আইনটী ব্যবহারাজীব ও বিচারপতিদিগের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে। আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাবিত ভূমি সংক্রান্ত আইন কর্ত্তাদিগকে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই, ষ্টিফেন সাহেব এই সময়ে এ দেশ ত্যাগ করিতেছেন।

বন্ধক সংক্রান্ত আইনটীর পরিবর্ত্ত হইতেছে। বন্ধকদাতা মহাজনের টাকা না দিলে প্রথমতঃ ১৮০৬ অব্দের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে জেলার জজের নিকটে আবেদন করিয়া তাঁহার নামে পরওয়ানা করিতে হইত। পরওয়ানা জারির এক বৎসরের মধ্যে বন্ধকদাতা টাকা দিলে ভূমি তাঁহার থাকিত, টাকা না দিলে স্বত্ব লোপ হইত; কিন্তু যিনি বন্ধক রাখিতেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার দেওয়ানী আদালতে যথা আইন স্তম্প দিয়া নালিশ করিতে হইত। বন্ধকদাতা মনে করিলে দলিলের সত্যতা সম্বন্ধে গোলযোগ করিতে পারিতেন। ভূসম্পত্তি সর্ব্বদা হস্তান্তর না হয়, গবর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছা। এই নিমিত্তই তাঁহারা খাদকের দিগেই অধিক টানিয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সময়ের গতির সহিত লোকের অবস্থা ও সংস্কারের পরিবর্ত্ত হইতেছে। এক্ষণে যেরূপ আইন আছে, তাহাতে অধমর্ণ অসৎ হইলে (এই দলে অসতের সংখ্যাই অধিক) বন্ধকগ্রহীতার অনেক কষ্ট হয়। যে সুদের লোভে টাকা দেওয়া হয়, মকদ্দমার ব্যয়ে তাহা খাইয়া গিয়া বরং অতিরিক্ত ব্যয় হইয়া থাকে। এই কারণে ভূমি এককালে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে কেহই কটকবলায় টাকা দিতে চান না। যাঁহারা দেন, তাঁহারা প্রায় বিক্রয় কবলা লিখাইয়া লইয়া থাকেন। ফলতঃ আইনের দোষে লোককে বাধ্য হইয়া অসৎ পথ অবলম্বন করিতে হয়। কক্রেল সাহেব তন্নিমিত্ত পাণ্ডুলেখ্যে প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রথমতঃ নুটিস দেওয়া তৎপরে যথারীতি নালীশ করা এরূপ না করিয়া এককালে নালীশ করা কর্ত্তব্য। জেলার জজ অধমর্ণকে টাকা দিতে অথবা কেন টাকা দিবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলিবেন। তৎপরে প্রমাণাদি লইয়া ডিক্রী হইলে অধমর্ণকে এক বৎসরের মধ্যে টাকা দিতে বলা হইবে। টাকা না দিলে তিনি ভূমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। এ প্রস্তাবটী অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে কিন্তু এক বিষয়ে আমরা ব্যবস্থাপকদিগকে সতর্ক করিতেছি। বর্ত্তমান আইন অনুসারে আট আনার ষ্ট্যাম্পে দরখাস্ত করিলে জজ নুটিস জারি করেন। অধমর্ণ টাকা দিলে আর কাহারও ব্যয় হয় না। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনে এককালে সম্পূর্ণ স্তম্প দিয়া নালীশ করিতে হইবে। মহাজনেরা যে অনেক সময়ে কেবল ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ভূমিটী লইবার চেষ্টা পান, তাহা বলা বাহুল্য। স্তম্পের ভার কাহার স্কন্ধে পতিত হইবে? আমাদিগের মতে প্রথমতঃ আট আনার কাগজে নালীশ করিতে দেওয়া উচিত। অধমর্ণ যদি দাবি স্বীকার করিয়া টাকা দেন, ভাল, নতুবা আপত্তি করিলে মহাজনকে পূর্ণ স্তম্প দিতে হইবে। যাহার প্রতিকূলে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, তাহাকে সমুদায় খরচ দিতে হইবে। বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি। এ সকল বিষয়ে ষ্ট্যাম্প প্রভৃতিতে অধিক ব্যয় পড়িলে ভূসম্পত্তি হস্তান্তর হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবে, তাহা হইলেই ভূমির মূল্য কমিয়া যাইবে।

সামাজিক বিজ্ঞান সভা ও
সমান শিক্ষা।

গত ১৪ ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভা।

সিক অধিবেশন দিবসে সভাপতি ডাক্তার ইওয়ার্ট পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। গত সাইনসিক সভায় ডাক্তার ইওয়ার্ট প্রবেশিকা শ্রেণী পর্য্যন্ত পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশ্ব বিদ্যালয়ের মহাসভাকে এবিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন। সভা এবিষয়ে কতকগুলি উপযুক্ত লোকের মত জিজ্ঞাসা করাতে কয়েকটী আপত্তি উত্থিত হয়। ডাক্তার ইওয়ার্ট বক্তৃতা কালে সে সমুদায়ের অমূলকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাসভার কমিটি বলেন, আপাততঃ বিস্তারিতরূপে পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন হইতে পারে না। কেবল পুস্তকগত বিদ্যা বিদ্যা নহে, পরীক্ষা দ্বারা এ বিষয়ের অনুশীলন করিতে হইবে। বিশেষতঃ পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন মুখে বলিলে হয় না; ইহাতে নানা দেশ ভ্রমণ স্বচক্ষে পদার্থাদি দর্শন ও তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন। পরীক্ষার জন্য অনেক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তাহা নাই; শীঘ্র তাহার সংগ্রহও সহজ নহে। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? এই সকল ভাবিয়া যাহার পর যে শাখা শিক্ষা করা উচিত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কমিটি সহজ সহজ দেখিয়া এখান ওখান হইতে দুই একটী শাখা শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছেন। পদার্থ বিদ্যার অনুশীলন ভিন্ন জাতি সাধারণের উন্নতি হয় না। আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে কেবল স্মৃতি শক্তিরই চালনা হয়। এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণকে অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হয়। তাঁহাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি নাই। বস্তুতঃ দর্শন শক্তির পূর্ব্বে উদ্ভাবনী শক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার ইওয়ার্ট যথার্থই বলিয়াছেন, অল্প শিক্ষা কালে এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের দেখার অভ্যস্ত বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়। প্রথম হইতে দর্শন ও পরীক্ষা শক্তির চালনা থাকিলে এটী হয় না। প্রবেশিকা পরীক্ষার যে সকল পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা পাঠ করা ১৬ বৎসরের যুবাবয়স্ক ব্যক্তির সাধ্যাতীত নয়। মহাসভার এতদ্দেশীয় সভ্যগণ বয়ঃক্রম কমাইবার প্রস্তাব কালে বারম্বার এই কথা বলিয়াছিলেন। ডাক্তার ইওয়ার্ট বলেন, অন্ততঃ এক বৎসর কাল মধ্যে পদার্থ বিদ্যার প্রথম শাখাগুলির অনায়াসে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু এসম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের কতকগুলি কর্ম্মচারী বলেন, বালকেরা এই অতিরিক্ত শাখা শিক্ষা করিবার সময় পাইবে না। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। তৃতীয়তঃ ইহাতে এত ব্যয় পড়িবে যে করপ্রদাতাদিগের ইহাতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে। প্রথম আপত্তি বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি পাঠের সময় না হয়, তাহা হইলে অন্য কোন পাঠ্য পুস্তক উঠাইয়া দিয়া বিজ্ঞানের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। সভাপতি দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, পদার্থবিদ্যার আরম্ভ হউক, দেখিতে পাইবে শিক্ষকের অভাব হইবে না। এবিষয়ে অধিক ব্যয় হইলে করপ্রদাতারা তাহাতে কোন কষ্ট বোধ করিবেন না। যে দেশে প্রগাঢ় শান্তির সময়ে ফ্রান্স ও রুশিয়া অপেক্ষাও সৈনিক ব্যয় অধিক হয়, যে দেশের গবর্ণমেণ্ট রাস্তা নির্ম্মাণের ভাণ করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পূর্ব্বক এক টাকা আয়ের উপরেও কর ধার্য্য করিতে পারেন, দেশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ব্যয় করিলে প্রজার কষ্ট হইবে, সেই গবর্ণমেণ্টের মুখে এ কথা শোভা পায় না। যে শিক্ষার বলে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসিগণ আত্ম ক্ষমতার উপরে নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে আপন আপন ও জাতি সাধারণ উন্নতি সাধন করিতে শিখিয়াছেন, সেই শিক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত ব্যয় হইলে লোকের কষ্ট ও অসন্তোষ হইবে, ইহার অপেক্ষা হাস্যকর বাক্য আর কি আছে?

আপত্তিকারিগণ (বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর বেলি সাহেবও ইহার অন্যতর) আরও বলেন, "বিদ্যালয়ে এ শিক্ষা দিলে কখনই কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না। ছাত্রদিগের বয়স অল্প, শিক্ষকগণ তাদৃশ উপযুক্ত নহেন, হিন্দুগণ বিজ্ঞান বিষয়ে অনভ্যস্ত রহিয়াছেন, যন্ত্রগুলি পাওয়া যাইবে না, পাইলেও তাহা রক্ষা করা কঠিন হইবে। বিজ্ঞান শিখিতে হইলে তৎসংক্রান্ত বিস্তর নূতন কথা জানিতে হইবে, সেগুলি দেশীয় ভাষায় নাই। পদার্থ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশালিকা প্রভৃতির আবশ্যক। এগুলি পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনের মহান্ অন্তরায়, তাহার দূরীকরণ সম্ভাবিত নয়।" ডাক্তার ইওয়ার্ট ইহার এই উত্তর দান করিয়াছেন "যখন ভূতপূর্ব্ব কোম্পানি প্রজাগণের সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষার অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারা যদি এ আপত্তি শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে চিহ্নিত ও অচিহ্নিত কার্য্যে দেওয়ানী ও চিকিৎসা বিভাগে কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়গণ প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কোন এতদ্দেশীয় প্রধানতম বিচারপতির আসনে উপবেশন করিতে পারিতেন না। যে এতদ্দেশীয় উকীলগণ সর বার্ণেস পিককের ন্যায় লোকের মতে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহাদিগের আবির্ভাব হইত না। যে এতদ্দেশীয় ব্যবস্থাপকগণ ইউরোপীয় ব্যবস্থাপকদিগের তুল্য দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারাই বা কোথায় থাকিতেন? ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্গদেশের

সেই অবস্থা ছিল, তাহাই থাকিত। যে সকল বিদ্যালয় (মেডিকল কালেজ প্রভৃতি) দেশের এত উপকার সাধন ও নিরন্তর শাসনকর্ত্তাদিগের গুণকীর্ত্তন করিতেছে, সেগুলি কোথায় থাকিত ?।" মেডিকল ও ইঞ্জিনিয়ারিঙ্ কালেজ কি বিশেষ বিদ্যালয় নহে ? তথায় কি বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্র নাই ? যদি তথায় এ সকল থাকা সম্ভাবিত হয়, অন্য অন্য স্থানে তাহা না হইবে কেন ? শিক্ষা আরম্ভ হউক, ক্রমে সকলই হইবে ? এককালে সমুদায় কোন দেশে হয় নাই। সম্প্রতি ইংরাজেরা সাধারণে পদার্থ বিদ্যার শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজেও ইহার অভাব ছিল। সভাপতি যথার্থই বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের এই আবশ্যকতা বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া কি ভারতবর্ষে এই শিক্ষা শত বৎসর বদ্ধ থাকিবে ? বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ সাধারণ সম্পত্তি ; সমুদায় পৃথিবী ইহার উত্তরাধিকারী ও অংশী। সময়ে আমরাও উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারিব। ভারতবর্ষের কোথায় কোন পদার্থ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই। কয়েকজন ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ হইতে এ কার্য্যের সমাধা হওয়া সম্ভাবিত নয়। ভারতবাসিদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরি এবং সমস্ত ভারতবর্ষের বসুগর্ভস্থিত রত্নাদির উদ্ধার সম্ভাবনা নাই। কতকগুলি ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজ আর কিছু না পাইয়া বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মানসিক অবয়বের অঙ্গহীনতা আছে ; এতন্নিবন্ধন তাহারা ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে পারিবেন না। ডাক্তার ইওয়াট এতদ্দেশীয় ব্যবহারাজীব ও চিকিৎসকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে আর্য্যজাতির কনিষ্ঠ শাখা ইউরোপে এত ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই আর্য্যজাতির জ্যেষ্ঠাংশ তদপেক্ষা নিকৃষ্টতর মানসিকবৃত্তিবিশিষ্ট এটী প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বলিতেছি, প্রাচীন হিন্দুগণ কি বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন নাই ? যে সকল গণনা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, ইদানীন্তন কালের বিজ্ঞানবিদেরা কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহার যাথার্থ্য স্বীকার করিতেছেন। জ্যোতিষ চিকিৎসা রসায়ন, যে দিগে দৃষ্টিপাত করিবে দেখিবে, সকল বিষয়েই আর্য্যজাতি উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। যাহা তখন হইয়াছে, এখন তাহা না হইবে কেন ? তবে তখন যে সকল সুবিধা ছিল, এক্ষণে সেই গুলির প্রয়োজন ; মানসিক বৃত্তি নিকৃষ্ট, এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কেবল সাহিত্য ও মানসিক বিজ্ঞানে যে কাজ হয় না, আমরাই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পদার্থবিদ্যার স্বাদগ্রহ হইলে কি আমাদিগের ধনী সন্তানেরা আলস্যে কাল যাপন করিতেন ? এই বিদ্যার এক মোহিনীশক্তি এই, পরীক্ষা প্রবৃত্তি ক্রমেই বলবতী হয়। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সর্ব্বদা পরিচালিত হয়। এতদপেক্ষা জাতিসাধারণ উন্নতির আর কি উৎকৃষ্টতর উপায় আছে ? বিজ্ঞানের উন্নতিতে আর এই এক ফল হইবে, লোকে আর এক্ষণকার ন্যায় গবর্ণমেন্টের কর্ম্মের নিমিত্ত লালায়িত হইবেন না। ইহার সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির নিমিত্ত লোকে যত্নবান হইবেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট উদাসীনভাব পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় বিধান করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় রমণীগণের স্বাধীনতা।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ঐক্যমত্য আমাদিগের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না ; এক বিষয়ে কেবল সেই ঐকমত্য ঘটিয়াছে। সামাজিক বিজ্ঞান সভার গত অধিবেশন দিবসে তিনি স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিবার বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা উষ্ণশোণিত যুবকদিগের শ্রবণ ও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেশব বাবু বলেন, অদ্যাপি এতদ্দেশীয় পুরুষেরা যথার্থ কৃতবিদ্য ও সভ্য হন নাই। যে সকল কারণে ইউরোপীয় সমাজের স্ত্রী স্বাধীনতা জনিত অনিষ্টের নিবারণ করে সে সকল কারণ এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দেখা দেয় নাই। স্বাধীনতা এক পদার্থ এবং স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষমতা আর এক পদার্থ। ভারতবর্ষের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষির এই মত। অকালে স্বাধীনতা দেওয়াতে রুশীয় স্ত্রীলোকদিগের যে অবস্থা ঘটে, আমাদিগের উষ্ণশোণিত যুবকেরা সেটী যেন একবার স্মরণ করেন।

হত্যাকারী সেরার আলির প্রাণদণ্ড।

হত্যাকারী সেরার আলির ফাঁসী হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে এ ব্যক্তির মুখ হইতে লার্ড মেয়োর হত্যার প্রকৃত কারণ ব্যক্ত হইবে বলিয়া অনেকের যে আশা জন্মিয়াছিল, তাহা বিফল হইয়াছে। সে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মাত্র বলে, তাহাকে বিনা প্রমাণে দণ্ড দেওয়া হইল। হায়দার নামক এক ব্যক্তির সহিত পুরুষানুক্রমে তাহার বিবাদ ছিল। সেরার আলির নিজের দেশে শত্রুবধ প্রশংসনীয় ; কিন্তু ব্রিটিশ সীমা মধ্যে হত্যা হওয়াতে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হয়। সে যে হত্যা করে, তাহার প্রমাণ ছিল না, কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর অধীনে ([illegible] যেখানে আইন নাই) বিচারকের সংস্কারই যথেষ্ট প্রমাণ হয় [illegible]

সংস্কার বলে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই সংস্কারের ফল লার্ড মেয়ের উপরে ফলিল। হত্যাকারী বলে, গবর্ণর জেনরল আসিয়াছেন শুনিবামাত্র সে এক বনে গিয়া ছুরিতে শাণ দেয়। যতক্ষণ লার্ড মেয় চতুর্দ্দিগ ভ্রমণ করিতেছি লেন ততক্ষণ সে লুক্কায়িতভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। সে বলে, প্রথমতঃ সে প্রধান শাসনকর্ত্তাকে চিনিতে পারে নাই। তাঁহার কোন রাজ পরিচ্ছদ ছিল না। তবে যখন সে দেখিল সেনাপতি ষ্টুয়ার্ট আর সকল লোকে অপেক্ষা তাঁহারই অধিক সম্মান করিতে ছেন, তখন সে চিনিতে পারিল। লার্ড মেয়ের পশ্চাতে যে সকল লোক ছিল, সে তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে গমন করে। সেনাপতি ষ্টুয়া র্টকেও বধ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তিনি পশ্চাতে পড়াতে রক্ষা পান। সে বলে এত শীঘ্র ধরা না পড়িলে সে পলায়ন করিতে পারিত। ব্লেয়ার বন্দরের যেপ্রকার বন্দোবস্ত তাহাতে ইহা আশ্চ র্য্যের বিষয় নহে। এই দুরাত্মা জেলে অবস্থান কালে শোণিত লিপ্সার অপর উদাহরণ প্রদর্শন করে। তাহার গৃহ মধ্যে একজন ইউরোপীয় সৈনিক থাকিত। এক দিবস সিয়ার আলি হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করিয়া আপন হাত কড়ার দ্বারা তাহার মস্তকে এমন আঘাত করে যে সে প্রায় হতজ্ঞান হয়। পরে সৈনি কের সঙ্গিন লইয়া তাহাকে আঘাত করিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে বাহিরের প্রহরী সাহায্য করাতে সে রক্ষা পায়। আর এক দিন এক জন সৈনিক আক্রান্ত হয়। পুলিসের লাম্বার্ট সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করাতে সে জিজ্ঞাসা করে, তাহার পরিবারের প্রতি অত্যাচার করা হইবে কি না? লাম্বার্ট সাহেব বলিলেন, ব্রিটিশ আইনে একের অপরাধে অন্যের দণ্ড নাই। সিয়ার আলি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "আমি তোমাকে বধ করি বার নিমিত্ত ঐ প্রস্তরখানি আনিয়া রাখি য়াছিলাম, এই সুসংবাদ দেওয়াতে তুমি রক্ষা পাইলে"। তাহার জলের পাত্রের নীচে ঐ প্রস্তরখানি পাওয়া গেল। বরাবর এব্যক্তি ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছে। এমন অবস্থায় ইউরোপীয় সৈনিকগণ যে মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রহার করিবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। কিন্তু কিছুতেই তাহার সাহস ও ইংরাজ জাতির প্রতি ঘৃণা যায় নাই। উচ্চৈস্বরে কোরাণের মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সে ফাঁসী কাষ্ঠে উঠে। জল্লাদের দোষে সে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করি য়াছে।

হত্যার কারণ জানিবার নিমিত্ত গবর্ণ মেণ্ট লাম্বার্ট সাহেবের সহিত ২৪ পর গণার ইনস্পেক্টর বাবু কালীনাথ বসু ও লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে প্রেরণ করিয়াছি লেন। ওহাবিদিগের ষড়যন্ত্র আণ্ডামান পর্য্যন্ত আছে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। সিয়ার আলি যে জোজ দিয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। কয়েকজন সাক্ষী বলে, তিন মাস পূর্ব্বে সে বলি য়াছিল, তাহার এক ভ্রাতা কলিকাতার একজন জজকে বধ করিয়া ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু অপর অপর সাক্ষী একথা অস্বীকার করে। আরও প্রমাণ হইয়াছে, লার্ড মেয় রেঙ্গুন যাত্রা করিবার অনতিকাল পরে একজন পঞ্জাবী আণ্ডামানে আসিয়া অল্পদিন মাত্র থাকিয়া সেই জাহাজে প্রত্যাগমন করে।

—০—

আর্য্যজাতির তেজস্বিতা।

গত বারে আর্য্যজাতির দূরপ্রতি-জ্ঞতার বিষয় সপ্রমাণ করা হইয়াছে, অদ্য এই জাতির তেজস্বিতা গুণের উল্লেখে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এক্ষণে অপূর্ণ বয়সে অপুষ্ট দেহে সন্তানের জন্ম, অস্থিরমন শরীরের ও চিত্তের বৈকল্য ঘটিয়া যেমন তেজোহীন ক্ষুদ্রা শয় অপদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বকার লোক দিগের শরীর সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ছিল, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন শরীরে যে যে পদার্থের সদ্ভাব আবশ্যক, তাহার অসঙ্গতি অথবা ব্যতিক্রম ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের দেহ তেজস্বিতা মনস্বিতাদি পুরুষ-গুণ (১) দ্বারা ভূষিত ছিল। যেখানে আকৃতি সেইখানে গুণ (২) সামুদ্রিক শাস্ত্রকারেরা এই কথা কহিয়া থাকেন। এখনকার লোকের আকৃতি দোষাক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং সল্লক্ষণসম্ভাবের বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আলঙ্কারিকেরা তেজের এই লক্ষণ করিয়াছেন, প্রাণা ত্যয় হইলেও অন্যাকৃত অপমানাদি সহ্য করিতে না পারার নাম তেজ (৩)। পূর্ব্বকার আর্য্যজাতির এ গুণটী অতি সুলভ ছিল। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকের তেজস্বিতার কথা শুনিলে মন উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইলে ভগবান

(১) শোভা বিলাসো মাধুর্য্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যং তেজসী। ললিতৌদার্য্যমিত্যষ্টৌ সত্ত্বজাঃ পৌরুষাগুণাঃ। সাহিত্যদর্পণঃ।

(২) যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি। সামু-দ্রক শাস্ত্রং। ন তুল্যবিষয়ে তবাকৃতির্নো বচো বর্ত্মনি তে সুশীলতা। অনুকারয়দাকৃতৌ গুণা হ্যত সামুদ্রকসারমুদ্রণা। নৈষধকাব্যং। এষে ণ ক্খু ঈদিসী আকিদিবিসেসা গুণবিরোহিণো হোন্তি। শকুন্তলা।

(৩) অধিক্ষেপাপমানাদেঃ প্রযুক্তস্য পরেণ যৎ। প্রাণাত্যয়েপ্যসহনং তেজঃ সমুদাহৃতং। সাহিত্যদর্পণঃ।

বাসুদেবের সহায়বান্ হইয়া দুর্য্যোধনের গৃহে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন রাজ্যার্দ্ধ দিয়া বৈরশান্তি করেন, এই অনুরোধ করিলেন, বিস্তর বুঝাইলেন, দুরাত্মা কোন ক্রমেই শুনিল না। অবশেষে তিনি যখন অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইলেন, তখন কুন্তী কহিলেন, কৃষ্ণ তুমি গিয়া যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বল, যে ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে ক্ষত্রিয় হইয়া পরের অনুগ্রহদত্ত রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে কেন? নিজ বাহুবল দ্বারা রাজ্যের উদ্ধার করুক। পূর্ব্বকালে কুবের প্রীত হইয়া মুচুকুন্দ রাজাকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুচুকুন্দ তাহা গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, আমি বাহুবীর্য্যার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিব, এই আমার কামনা। কুবের ঐ কথা শুনিয়া প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। যুধিষ্ঠির! তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত হইতে রক্ষা করা এবং বাহুবীর্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি আপনার বল প্রকাশ কর এবং আপনার মান ও পৌরুষের প্রমাণ অবগত হও। তুমি পৈতৃক রাজ্যাংশের উদ্ধার কর। ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে তোমাকে প্রসব করিয়া আমাকে চিরকাল পরান্নভোজী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইল। সঞ্জয়নামা রাজতনয় রণস্থল হইতে পলাইয়া গৃহে আগমন করিলে তাহার মাতা তাহাকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তুমি উৎসাহসম্পন্ন হও। সে বাক্য এই, বিদুলা সঞ্জয়কে কহিলেন, রে কাপুরুষ! তুই পরাজিত হইয়া এইরূপে শয়ন করিয়া আছিস। তুই শয্যা হইতে উত্থিত হ। সঞ্জয়! তুই কলি, আমি তোকে পুত্র বলিয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছি, কোনস্ত্রী যেন তোর মত ক্রোধহীন উৎসাহহীন বীর্য্যহীন পুত্রকে গর্ভে ধারণ না করেন। তুই এ প্রকার প্রধূমিত ভাবে থাকিস না, প্রজ্বলিত হ, শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বধ কর। যে ব্যক্তি শত্রুকে আক্রমণ না করে এবং যাহার ক্রোধ আছে সেই পুরুষ। তুমি শত্রু জয় করিবে বলিয়া তোমার নাম সঞ্জয় রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সেই নামের অনুরূপ অর্থ তোমাতে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি অন্বর্থনামা হও। কুন্তী এই কথা কহিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন হে পুরুষোত্তম! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মরত মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে কহিবে তাঁহারা যেন বিক্রমার্জ্জিত অর্থ ভোগেরই বাসনা করেন, বিক্রম লব্ধ অর্থই মনুষ্যের মনকে সদা প্রীত করিয়া থাকে (৪)।

রাজা যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে বাস করিতেছেন, একদিন এক বনচর আসিয়া দুর্য্যোধনের প্রজাপালন বৃত্তান্ত তাঁহার অগ্রে বর্ণন করিল। যুধিষ্ঠির ঐ কথা ভীম অর্জ্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতির নিকটে গিয়া কহিলেন। দ্রৌপদী শুনিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছ, বীরপুরুষেরা ইহাকে ঘৃণা করেন। তোমার ক্রোধ হইতেছে না কেন? যাহার ক্রোধ আছে, অন্যের আপদ শান্তি করিতে পারে, লোকে তাহারই বশীভূত হয়। আর যাহার ক্রোধ নাই, তাহাকে অপদার্থ জানিয়া কেহ তাহার সহিত সৌহার্দ্দ করে না। কেহ তাহাকে ভয়ও করে না। মহারাজ! বল দেখি, এই ভীমসেন পূর্ব্বে রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন, ইঁহার শরীর রক্ত চন্দনে লিপ্ত ভূষিত, এক্ষণে ইনি ধূলিধূসরিত হইয়া পাদচারে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমার মনে দুঃখ হয় না? ইন্দ্রতুল্য এই অর্জ্জুন পূর্ব্বে উত্তর কুরু জয় করিয়া তোমাকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে তোমার পরিধানার্থ বল্কল আহরণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কি তোমার দুঃখ হইতেছে না? এই নকুল ও সহদেব অতি কোমলদেহ, বনাভ্য প্রদেশে শয়ন করিয়া ইহাদিগের শরীর কঠিন হইয়া গেল, ইহাদিগকে দেখিয়া তুমি কিরূপে সন্তুষ্ট হইয়া আছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষের বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, তোমার বুদ্ধি কিরূপ জানি না কিন্তু তোমার এই আপদ চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। পূর্ব্বে তুমি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে, বন্দিগণ স্তব ও মঙ্গল গান করিয়া তোমাকে জাগাইত, এক্ষণে সেই তুমি এই কুশময় প্রদেশে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেছ, রাত্রিশেষে শৃগালের রব শুনিয়া জাগরিত হইতেছ। মহারাজ! পূর্ব্বে তোমার এই শরীর ব্রাহ্মণভুক্তাবশিষ্ট উত্তম অন্ন ভক্ষণ করিয়া কান্ত পুষ্ট হইয়াছিল, সেই শরীর এক্ষণে ফল মূল ভক্ষণ করিয়া কৃশ হইতেছে। তোমার এই চরণ দুটি পূর্ব্বে মণিময় পীঠে শোভমান হইত, রাজগণ

(৪) মুচুকুন্দো রাজবৈশ্রবণং পৃথিবীমিমাং। পুরা বৈশ্রবণঃ প্রীতো মুচুকুন্দায় দত্তবান্। বাহুবীর্য্যার্জ্জিতং রাজ্যমশ্নীয়ামিতি কাময়ে। ততো বৈশ্রবণঃ প্রীতো বিস্মিতঃ সমপদ্যত। ক্ষত্রিয়োহসি ক্ষতাৎ ত্রাতা বাহুবীর্য্যোপজীবিতা। কুরু সত্ত্বঞ্চ মানঞ্চ বিদ্ধি পৌরুষমাত্মনঃ। পিত্র্যমংশং মহাবাহো নিমগ্নং পুনরুদ্ধর। অতোহঃখতরং কিন্নু যদহং হীনবান্ধবা। পরপিণ্ডমুদীক্ষে ত্বাং সূত্বামিত্রনন্দনং। যুধ্যস্ব রাজধর্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্। মাতামহাঃ ক্ষীণপুণ্যস্তু মাংগচ্ছঃ পাপিকাং গতিং। বিদুলোবাচ। উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ! মাশেষ্বৈবং পরাজিতঃ। কলিং পুত্রপ্রবাদেন সঞ্জয়! ত্বামজীজনং। নিরামর্ষং নিরুৎসাহং নির্ব্বীর্য্যমরিনন্দনং। মাস্ম সীমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশং। মা ধুমায় জ্বলাত্যন্তমাক্রম্য জহি শাত্রবান্। এতাবানেব পুরুষো যদমর্ষী যদক্ষমী। সঞ্জয়ো নাম চৈব ত্বং ন তু পশ্যামি তৎ ত্বয়ি। অন্বর্থনামা ভব মে মা পুত্র ব্যর্থনামকঃ। মাদ্রীপুত্রৌচ বক্তব্যৌ ক্ষত্রধর্ম্মরতৌ সুতৌ। বিক্রমেণার্জ্জিতান্ ভোগান্ বৃণীতং জীবিতাদপি। বিক্রমাধিগতা হ্যর্থাঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ জীবতঃ। মনো মনুষ্যস্য সদা প্রীণন্তি পুরুষোত্তম। মহাভারতং।

আসিয়া প্রণাম করিত, তাঁহাদিগের মস্তক পুষ্পমালার রেণুতে রঞ্জিত হইত, এক্ষণে সেই চরণ দ্বয় ছিন্নাগ্র কুশবনে নিমগ্ন হইতেছে। শত্রু হইতেই তোমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহাতেই আমার মন যেন উন্মূলিত হইতেছে। শত্রুতে যাহার বল হানি করিতে না পারে তাহার পরাভবও উৎসব তুল্য। অতএব মহারাজ! তুমি এই শান্তভাব পরিত্যাগ কর, শত্রু বধের নিমিত্ত তেজ প্রকাশ কর, নিস্পৃহ মুনিরাই শত্রুকে উপেক্ষা করে, রাজারা উপেক্ষা করে না। তোমরা তেজস্বিব্যক্তিদিগের অগ্রসর হইয়াও যদি শত্রুকৃত এ প্রকার দুঃসহ অপমান সহ্য করিয়া সন্তোষ লাভ কর, তাহা হইলে মনস্বিতা আশ্রয়শূন্য হইল। মহারাজ! তুমি পরাক্রম প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইয়া ক্ষমাগুণকেই যদি সুখ সাধন জ্ঞান করিয়া থাক, তাহা হইলে রাজচিহ্ন ধনু পরিত্যাগ কর, এবং জটাধর হইয়া এই বনে অগ্নিতে হোম করিতে থাক (৫)।

(৫) ভবন্তমেতর্হি মনস্বিগর্হিতে বিবর্ত্তমানং নরদেব বর্ত্মনি। কথং ন মন্যুর্জ্বলয়ত্যুদীরিতঃ শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ। অবন্ধ্যকোপস্য বিহন্তুরাপদাং ভবন্তি বশ্যাঃ স্বয়মেব দেহিনঃ। অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা ন জাতহার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ। পরিভ্রমন্ লোহিতচন্দনোচিতঃ পদাতিরন্তর্গিরি রেণুরূষিতঃ। মহারথঃ সত্যধনস্য মানসং দুনোতি নো কচ্চিদয়ং বৃকোদরঃ। বিজিত্য যঃ প্রাজ্যমযচ্ছদুত্তরান্ কুরূনকুপ্যং বসু বাসবোপমঃ। স বল্কবাসাংসি তবাধুনাহরন্ করোতি মন্যুং ন কথং ধনঞ্জয়ঃ। বনান্তশয্যাকঠিনীকৃতাকৃতী কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌ গজৌ। কথং ত্বমেতৌ ধৃতিসংযমৌ যমৌ বিলোকয়ন্নুৎসহসে ন বাধিতুং। ইমামহং বেদ ন তাবকীং ধিয়ং বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ। বিচিন্তয়ন্ত্যা ভবদাপদং পরাং রুজন্তি চেতঃ প্রসভং মমাধয়ঃ। পুরাধিরূঢ়ঃ শয়নং মহাধনং বিবোধ্যসে যঃ স্তুতিগীতিমঙ্গলৈঃ। অদভ্রদর্ভামধিশয্য স স্থলীং জহাসি নিদ্রামশিবৈঃ শিবারুতৈঃ। পুরোপনীতং নৃপ! রামণীয়কং দ্বিজাতিশেষেণ যদেতদন্ধসা। তদদ্য তে

রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া মন্ত্রপূত অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাহার রক্ষক হইয়া অশ্ব সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অশ্ব বাল্মীকি মুনির আশ্রম সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলে রক্ষিপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিলেন "এই অশ্ব ও এই পতাকা সপ্ত লোকৈকবীর রামচন্দ্রের বীরঘোষণা স্বরূপ।" এই কথা শুনিয়া লব যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইলেন। ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, তোমরা কি ভাবিয়াছ পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নাই, তাহাতেই এইরূপ কথা কহিতেছ? অনন্তর লবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ শুনিলেন, রামচন্দ্রের সেনাগণের সহিত লবের যুদ্ধ হইতেছে। এই কথা শুনিয়া ভাণ্ডায়ন নামক ঋষিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি যে কথা কহিতেছ এটী কি যথার্থ? যদি এরূপ হয়, আজি ভুবনে অধিরাজ শব্দ অস্তগত হউক, এবং ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রাগ্নি শান্তি প্রাপ্ত হউক (৬)।

বন্যফলাশিনঃ পরং পরৈতি কার্শ্যং যশসা সমং বপুঃ। অনারতং যৌ মণিপীঠশায়িনাবরঞ্জয়দ্রাজশিরঃস্রজাং রজঃ। নিষীদতস্তৌ চরণৌ বনেষু তে মৃগদ্বিজালূনশিখেষু বর্হিষাং। দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ। পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং পরাভবোহপ্যুৎসব এব মানিনাং। বিহায় শান্তিং নৃপ! ধাম তৎ পুনঃ প্রসীদ সন্ধেহি বধায় বিদ্বিষাং। ব্রজন্তি শত্রূনবধূয় নিঃস্পৃহাঃ শমেন সিদ্ধিং মুনয়ো ন ভূভৃতঃ। পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশং। ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা। অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেষি সুখস্য সাধনং। বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্ম্মুকং জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকং। কিরাতার্জ্জুনীয়ং।

(৬) অয়মশ্বঃ পতাকেয়মথবা বীরঘোষণা। সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ। লবঃ। অহো সন্দীপনান্যক্ষরাণি। ভো ভোঃ কিমক্ষত্রিয়া পৃথ্বী যদেবমুদ্‌ঘোষ্যতে। নেপথ্যে। ভাণ্ডায়ন ভাণ্ডায়ন! আয়ুষ্মতঃ কিল লবস্য নরে

রামচন্দ্র রাবণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি নিকটে ছিলাম না, সীতা বনমধ্যে একাকিনী ছিলেন, তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়া আপনাকে শূরজ্ঞান করিতেছ? কাপুরুষেরাই অবলা স্ত্রীতে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই কাপুরুষের কাজ করিয়া তুমি আপনাকে শূর জ্ঞান করিতেছ? মায়াশ্রয় করিয়া আমার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছ, যে তোমার চরিত্র এই প্রকার; কিরূপে সেই তুমি আত্মশ্লাঘা করিতেছ? নিশাচর! আমি দিবা রাত্রির মধ্যে নিদ্রা যাইব না, যে পর্য্যন্ত তোমাকে সমূলে উন্মূলন না করিব, সে পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই। রে দুর্ম্মতে! তুমি সীতাকে চোরের ন্যায় অপহরণ করিয়া আনিয়াছ, তোমার লজ্জা নাই, তুমি আপনাকে শূর জ্ঞান করিতেছ। তুমি যদি আমার সমক্ষে সীতা হরণ করিতে, নিঃসংশয় আমার শর দ্বারা হত হইয়া ভ্রাতা খরের নিকটে গমন করিতে। ভাগ্যক্রমে তুমি আজি আমার নয়ন গোচর হইয়াছ, আজি আমি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা তোমাকে যমপুরে প্রেরণ করিব (৭)।

ন্দ্রসৈন্যৈরৈক্ষ্বাকৈরভিষেণনং নমু কিমাথ সাথ অথেতি। অলমাশ্চর্য্যেণ। ভুবনেষ্বধিরাজশব্দঃ অস্তমেতু ক্ষত্রস্য শস্ত্রাগ্নিঃ শাম্যতু। উত্তরচরিতং।

(৭) ময়া বিরহিতাং সীতাং বর্ত্তমানাং মহাবনে। হৃতবানসি বিবশাং কৃত্বা শূরোহহমিতি মন্যসে। স্ত্রীষু শৌর্য্যং মহাবাহো পরদারাভিমর্শক। কৃত্বা কাপুরুষং কর্ম্ম শূরোহহমিতি মন্যসে। মায়য়া মৃগরূপেণ মম ভার্য্যাপহৃতা ত্বয়া। শ্লাঘসে দুষ্করং নাম যথা তে কৃতবীর্য্যবৎ। অপি নাহং দিবারাত্রৌ চোরকর্ম্ম নিশাচর। ন ত্যক্ষ্যে শান্তিং ত্বামমূলোৎপাট্য দুর্ম্মতে। লজ্জা চ তে নাস্তি সীতাং চোরবদপহৃত্য। যদি মৎসন্নিধৌ সীতাং ধর্ষিতা স্যাৎ ত্বয়া বলাৎ। ভ্রাতরং তু খরং পশ্যেস্তদা মৎসায়কৈর্হতঃ। দিষ্ট্যাসি মম দুর্ব্বুদ্ধে চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ। অদ্য ত্বাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনং। রামায়ণং।

স্থানীয় সংবাদ।

৫ ই চৈত্র সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত "বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ" উপহার পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী ১০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র পাল কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের জীর্ণ সংস্কার ব্যয় সাহায্যার্থ বর্দ্ধমানাধিপতি ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন চক্রবর্ত্তী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় সাহায্যার্থ রাণী শরৎসুন্দরী ১০ এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকুর গোটোলার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জানকী বল্লভ সেন ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৮ ই মার্চ্চ কৃষ্ণনগরস্থ চৌরাস্তা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুস্তক, কাগজ কলম, দর্পণ চীনের বাক্স, চিরুনী ও বিবিধ প্রকার কাচের বাটী পুত্তলিকা প্রভৃতি ৪০ টী বালিকাকে প্রদত্ত হয়। সভাস্থলে দেশীয় ও ইউরোপীয় অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের জজ হার্বেল সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন, তৎপরে তিনি বঙ্গ ভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২২ ফাল্গুন [illegible] হরি সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে—প্রাতঃকালে সংকীর্ত্তন হইয়া মধ্যাহ্নকালে প্রায় ১৫। ১৬ শত দরিদ্র ভোজন এবং পয়সা ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ টার সময় সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। [illegible] অনেকগুলি লোক উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গোল হেরুয়া হইতে একজন বিদ্রী গেজেটে লিখিয়াছেন, ৬ জন কয়েদী বাই পার দ্বীপ হইতে একখানি নৌকা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এপর্য্যন্ত উহারা ধৃত হয় নাই।

মিউর সাহেবের বিদায়কালের শেষ হইয়াছে। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিচারপতি [illegible] ১১ ই এপ্রেল পর্য্যন্ত এক বৎসরের বিদায় লইয়া ইউরোপে গমন করিয়াছেন। বিচারপতি মিত্রও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ৬ মাসের বিদায় পাইয়াছেন।

মুক্তহস্ত প্রতিনিধি লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহার বিবেচনার্থ কল্য আমাদিগের প্রধানতম বিচারালয়ে একটী সাধারণ সভা হইবে। সার উইলিয়ম মিউর সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিবেন।

লর্ড মেয়োর স্মরণার্থ ফণ্ডের সব কমিটী ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিয়া ইংলিশম্যানে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। উক্ত কমিটির উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

গত জানুয়ারি মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে ৭৯১০২ টাকা মূল্যের ৮১৮৭ মণ তুলা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে রেঙ্গুন হইতে ১১৫০০০০ টাকা মূল্যের ৩৩০০০ মণ চাউল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

৭ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

জনরব উঠিয়াছে, কয়েকজন ওহাবি গবর্ণর জেনরল, ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পাল, ও লেফ্টেনেন্ট গবর্ণরকে যে বধ করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবে বলিয়া প্রতি[illegible] বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। কেহই স্বচক্ষে এই বিজ্ঞাপন দর্শন করেন নাই। সকলেই "বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছেন"। মদো গাঁজা [illegible] হওয়াতেই এই সংবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রাতঃ কোচবের এক আদালতে এক বৃদ্ধের মকদ্দমা হয়। জবানবন্দি দিবার সময়ে তাঁহার (এতদ্দেশীয়) উকীল তাঁহাকে একখানি চৌকি দিতে বলেন। বিপক্ষ দলের একজন সাক্ষীকে চৌকি দেওয়া হইয়াছিল; উক্ত দলে একজন ব্যারিষ্টর থাকাতে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়, বৃদ্ধের উকীলের কথা অগ্রাহ্য হইল। পর দিবসও তাঁহার জবানবন্দির প্রয়োজন হওয়াতে তিনিও একজন ব্যারিষ্টর আনয়ন করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিবামাত্র বিচারপতি বৃদ্ধকে আসন দিতে বলিলেন। সর্ব্বত্রই এই ভাব।

এবার মহরমে কোন গণ্ডগোল হয় নাই। সরকুলার রাস্তায় ড্রেণ হইতেছে বলিয়া অল্প সংখ্যা দোকানদার আসিয়াছিল। গহনাগুলি সামান্য মাত্র ছিল। পুলিস এবার লাঠি তলবার প্রভৃতি খেলিতে দেয় নাই। আমরা এনিষেধের কোন কারণ দেখি না। বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের সহিত পঞ্জাবী পাঠানদিগের অনেক প্রভেদ আছে। গবর্ণমেণ্ট কি মনে করেন, কয়েকখানি ভোঁতা তলবার ও কয়েক গাছা বাঁশের লাটিতে কেল্লা জয় করা যায়? ইহা দ্বারা কেবল লোককে বিরক্ত করা হয় মাত্র।

ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গ লেডি মেয়োকে বার্ষিক ৫,০০০ টাকা পেন্সন দিবার মানস করিয়াছেন। লার্ড মেয়োর নিজসম্পত্তি অল্পমাত্র ছিল; এই নিমিত্ত তাঁহার সন্তানগণকে লক্ষণ স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা দেওয়া হইতেছে।

৮ ই চৈত্র বুধবার।

ইনকম টেক্স সম্বন্ধে নানা রূপ কথা শুনা যাইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, লার্ড মেয়ো জীবিত থাকিলে ইনকম টেক্স উঠিয়া যাইত। এক্ষণে অনেকে বিবেচনা করিতেছেন, অন্ততঃ শতকরা এক টাকার হিসাবে টেক্স গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু ইহা এককালে উঠাইয়া দেওয়া হইবে না। সর রিচার্ড টেম্পল ও ডিউক অব আর্গাইল যাহাতে ইনকম টেক্স উঠিয়া না যায় তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদের অন্যায় যে সকল লোক [illegible] টেক্সের প্রতিকূলবাদী, উহাদিগের কথায়

এককালে ইহা উঠাইবার বিবিধ চেষ্টা পান। তাঁহাদের সযত্নেও চেষ্টা দ্বারা কৃতা-র্থতা লাভের সম্ভাবনা আছে।

ডাকঘর বিভাগ আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারত বর্ষের একস্থান হইতে অপর স্থানে ডাক যোগে যদি টাকা, নোট, টিকিট, চেক্ কিম্বা হুণ্ডী পাঠান হয়, উহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠাইতে হইবে। রেজিষ্টারি করা হয় নাই এরূপ কোন চিঠির মধ্যে উহার অন্যতর আছে বলিয়া যদি জানিতে পারা যায়, সেই চিঠি রেজিষ্টারি করা হইবে এবং উহার গ্রহীতার নিকট হইতে নিয়মিত ডাক মাশুল ভিন্ন দ্বিগুণ রেজিষ্টারি ফী গ্রহণ করা হইবে।

গত ১৫ ই মার্চ্চ লালবাজারের একজন কনষ্টেবল সন্দেহ করিয়া একজন পঞ্জাবীকে ধৃত করে। এব্যক্তি মুসলমান। সে বলিয়াছে অন্যায় করিয়া ইহার কিঞ্চিৎ ভূমি কাড়িয়া লওয়াতে সে বড় সাহেবকে তাহা জানাই বার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে। কনষ্টে বল সাজিমনরি এবিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে পুলিষ কমিশনরের নিকটে আনয়ন করে। কমিশনর এ বিষয়ের অনুসন্ধান করি বার জন্য ঐ ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখি বার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষো ত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দানার্থ টাউন হলে কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

গত রবিবার গবর্ণর-জেনরল সার রিচার্ড টেম্পল ও কর্ণেল এস কাম্বেলের সমভি ব্যাহারে পলতার জলের কল দেখিতে গমন করেন। গবর্ণর জেনরল সমুদায় কার্য্যাদি দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন

গত ২৭ এ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের রাজা নিজ রাজ্যের সমুদায় হিন্দুকে স্ব স্ব মন্দির এবং মুসলমানকে তাহাদের মসিদে পিতৃ অব গুয়েলসের আরোগ্য নিমিত্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত রঘুনাথজীর মন্দিরে উপাসনা করিয়া ছিলেন।

গাজীপুরের রেবরেণ্ড ইথ্রিঞ্জ সাহেব এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগের নিমিত্ত একখানি হিন্দি ব্যাকরণ প্রণয়ন করাতে তাঁহাকে ৮০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় সভার গত সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিবসে বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে কেবল আইনের কুতর্ক ধরিয়া মকদ্দমার বিচার করা হয়। ইহাতে প্রায় সুবিচার হয় না। এটী অযথার্থ নয়। খাস আপীল উঠিয়া যাই তেছে। এই সঙ্গে দরিদ্রের সুবিচার লাভের পথও রুদ্ধ হইল।

দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর এল, আর মার্টিন সাহেব বিদায় লওয়াতে এচ, এল, হারিসন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন তাঁহার কার্য্যও করিবেন। হারি সন সাহেবের শিক্ষা বিভাগ পরিত্যাগ আমা দিগের ইষ্টের হয় নাই।

৯ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

সাক্ষ্যের ও আক্ত বিবাহের বিল বিধি বদ্ধ হইয়াছে। সাক্ষ্যের বিলে যে সকল আপত্তি করা হয়, তাহার অনেকগুলি গ্রাহ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় বিলখানি যে দিবস বিধিবদ্ধ করা হয়, সে দিবস ইংলিস সাহেব আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু অসময়ে এ আপত্তি হওয়াতে কোন কাজের হয় নাই। মুসলমান সমাজ এক আবেদন করেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

লার্ড নর্থব্রুক যত দিন না যাইতেছেন তত দিন বজেট অর্পিত হইতেছে না। তিনি এনিমিত্ত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়া ছেন। ২১ এ মার্চ বৃহস্পতিবার তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

যেসকল ব্যক্তি অশ্বারোহণ নৈপুণ্য প্রদর্শনদ্বারা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, কাম্বেল সাহেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিবার অভ্যাস যেন পরিত্যাগ না করেন। অন্যথা তাঁহাদিগের কর্ম থাকিবে না। কমিশনর দিগকে বলা হইয়াছে তাঁহাদিগের বিভাগস্থ যেসকল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অশ্বা রোহণে পটু নহেন, তাঁহারা কেবল পাল্কী ব্যবহার করেন, তাঁহাদের এক তালিকা দেন। পুরাতন ডেপুটি মাজিষ্ট্রে টেরা বাহাতে অবিলম্বে অশ্বারোহণ শিক্ষা করেন, তাহার চেষ্টা পাওয়া হইবে। কাম্বেল সাহেব ছাড়িবার পাত্র নহেন।

১০ ই চৈত্র শুক্রবার।

শ্রী বাবু জয় নাথ দাস-কলকাত্তা বাসী সার্থ লিখিয়াছেন, তৎপ্রচারিত সংগী তাদি প্রভৃতির, শব্দার্থ (অভিধান) দর্পন পত্রকৌমুদী ও আদালত প্রচলিত পার-স্যাদি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ পুস্তক উপকার পাইয়া রাণী শরৎ সুন্দরী তাঁহাকে ১০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন।

তাম্রলিপ্তাদির হইতে একব্যক্তি লিখি য়াছেন, " অত্রত্য সর্ব্বজিবিজয়ের নিকটবর্ত্তী জনহানী নামক গ্রামে একজন স্ত্রীলোকের একটী পালিত গাভী এক অদ্ভুত মৃত নর-শাব প্রসব করিয়াছে। উহার মস্তক গোলা কার, কর্ণ বৃহৎ, নাসিকা বিলুপ্ত ও স্থুল, চক্ষু নিমীলিত, এবং অল্পকেশধারী। স্কন্ধ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত মনুষ্যাকৃতি, হস্ত পদ খর্ব্ব ও সুবৃহৎ, লাঙ্গুল বিড়ালের ন্যায়, সর্ব্ব দেহ লোমশূন্য ও বৃহৎ।

১১ ই চৈত্র শনিবার।

আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে পাঠক গণের গোচর করিতেছি, গত মঙ্গলবার ভারতবন্ধু মহাত্মা রেবরেণ্ড জেমস লং ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। রেবরেণ্ড লং ৩০ বৎসর কাল ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনে অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে আত্মীয়দিগের নিকট স্বদেশে গমন করিতেছেন। তিনি ভার তবাসিদিগের মঙ্গলার্থ যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের জন্য কারাক্লেশ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছেন। ইংরাজ জাতির মধ্যে তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভারতহিতৈষী আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন ইংরাজ রেবরেণ্ড লঙের ন্যায় এতদ্দেশীয়দিগের স্নেহ ও ভক্তিভাজন হইতে পারেন নাই। তিনি

ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, সোমপ্রকাশে স্থানাভাবের স্থান সমাবেশ না হওয়াতে আমরা সেগুলি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার এদেশে আগমন করেন, ঈশ্বরের নিকটে এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস কেনেসে গমন করিয়াছেন।

গত কল্য আলাবামা বিষয়ে আমেরিকা নেরা ইংরাজদিগের পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আরল গ্রানবিলের নিকটে অর্পিত হয়।

লণ্ডন ১৫ ই মার্চ্চ। কল্য ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিসভা আমেরিকানেরা লার্ড গ্রানবিলের পত্রের যে উত্তর দান করিয়াছেন তদ্বিষয়ে বিবেচনা করেন।

লার্ড নর্থব্রুক ও হবার্টের নিয়োগ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই মার্চ্চ। ২৫ এ মার্চ্চ লোই সাহেব তাঁহার বজেট অর্পণ করিবেন।

১৯ পদাতিক দলের কাপ্তেন জে, বিড ল ফ, লার্ড নর্থব্রুকের এডিকঙ হইয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ই মার্চ্চ। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল লেডি মেয়োকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার মানস করিয়াছেন। লার্ড মেয়োর পুত্রগণকে এককালে ২০০০০০ টাকা দিবার কথা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই মার্চ্চ। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে গ্লাডষ্টোন সাহেব ডিসরেইলিকে বলিয়াছেন, আমেরিকা বন্ধুভাবেই উত্তর দান করিয়াছেন, এবং তাহা কোনরূপে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নহে। কিন্তু আমেরিকা রাজ্যীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, অতএব পুনর্ব্বার আর এক পত্র পাঠান কর্ত্তব্য। উহা বৃহস্পতিবার প্রেরিত হইবে।

গ্লাডষ্টোন অসবরণ সাহেবকে বলিয়াছেন, লেডি মেয়োর বৃত্তির বিষয়ে তিনি কোন অভিধান বিজ্ঞাপন পান নাই। গবর্ণমেণ্ট লেডি এলগিনের অর্দ্ধেক বৃত্তি দিয়াছেন; ডিউক অব আর্গাইলের পীড়া নিবন্ধন তিনি আপাততঃ এ বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে পারেন না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

৯ ই মার্চ্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সীতাপুর মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানার্থ সভার সভ্য হইয়াছেন:—

হুগলীর কালেক্টর।

" মৌলবী দিলাওয়ার হোসেন।

" মৌলবী আবদুর রহিম।

১২ ই মার্চ্চ। মৌলবী আবদুর রহীম গোপালগঞ্জ উপবিভাগের আস্সুরানের সব রেজিষ্টার হইবেন।

মৌলবী আবদুল সাহি জামালী উপবিভাগের আস্সুরান্সের সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৩ ই মার্চ্চ। আর এল এটকিন সাহেবের অনুপস্থিত কালে এচ এল, হারিসন সাহেব নিজ কার্য্য ভিন্ন দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরের কার্য্যভার পাইবেন।

১৪ ই মার্চ্চ। টিপারার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মফিজুদ্দীন ঢাকায় বদলী হইলেন।

১৫ ই মার্চ্চ। আর্থর সি, টিউট (সি, এস,) পাটনা বিভাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রঙ্গপুরের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন:—

জি, এম, মাকফুলেন রিভরেণ্ড।

বাবু গোপাল চন্দ্র বসু।

" শ্যামমোহন চক্রবর্ত্তী।

রুখমল

১৬ ই মার্চ্চ। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ- জি, কুক চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোক্স বাজার উপবিভাগের ভার পাইবেন এবং চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত প্রদেশের ডেপুটী কমিশনরের সহকারী হইবেন।

কোক্স বাজারের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ পল আপাততঃ চট্টগ্রামের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

১৮ ই মার্চ্চ। জি, জে, সি গ্রাউডেন কিছু দিনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রাতিনিধ অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডব লিউ এচ, হাইলাণ্ড শ্রীরামপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, বি, গড ফ্রে, হাইলাণ্ড সাহেব যে পর্য্যন্ত না আসিতেছেন, সে পর্য্যন্ত শ্রীরামপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

জে, জি ফারকোহার্স ন কামরূপের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু নবীন কৃষ্ণ সরকার কিছুদিনের জন্য জাহানাবাদ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

রিচার্ড লি সাহেব জেহানপুর উপবিভাগের আস্সুরান্সের সব রেজিষ্টার হইবেন। উক্ত বিভাগের সদর ষ্টেসনে হেড কোয়ার্টার থাকিবে।

১৯ এ মার্চ্চ। ডবলিউ এম, সাউটার কিছুদিনের জন্য কলিকাতার ষ্টাম্পের কালেক্টরের এবং কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হুগলীর (সাল কিয়া থানা পর্য্যন্ত) আবকারী রাজস্বের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

দিনাজপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, এচ, ডন্সর্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, বি, স্কাইন প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক্ ভুজুয়া (সাহাবাদ) উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বগুড়ের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এচ, ডবলিউ গার্ডন ত্রিহুতের সদর ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপাল চন্দ্র দাস বক্সর উপবিভাগের ভার পাইবেন। ইনি মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, ক্রফোর্ড মহকামা উপবিভাগের ভার পাইবেন

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী উলিয়াত হোসেন সেরপাটি উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাবু নরেশ চন্দ্র রায় (ইনি সম্প্রতি পাটনা বিভাগের একজন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) চম্পারণে রহিলেন।

বাবু লক্ষীনারায়ণ (ইনি সম্প্রতি পাটনা বিভাগে একজন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

[illegible] ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন) কিছু দিনের [illegible] ষ্টেসনে রহিবেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু [illegible] উপবিভাগের ভার [illegible]। ইনি ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[illegible] ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর [illegible] ষ্টেসনে বদলী হইলেন।

[illegible] উপবিভাগের অতিরিক্ত সহকারী কমি[illegible] বেডফোর্ড সাওতাল পরগণায় [illegible]লী হইলেন।

[illegible] এই বড়াম সাওতাল পরগণার অতি[illegible] সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

[illegible] অমর নাথ ভট্টাচার্য্য (ইনি সম্প্রতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের [illegible] হইয়াছেন) রাজসাহী বিভাগে রহিলেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

টি. এচ. রডক, দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, ড্যাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

[illegible] ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

[illegible] ই মার্চ। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মেদিনীপুরের [illegible] চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ [illegible] হইবেন:—

[illegible]।
বাবু [illegible] রায়।
[illegible] নবীন চন্দ্র রায়।

[illegible] শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন [illegible] অন্তর্গত সিউড়ীর নব [illegible] চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

[illegible] ই মার্চ। এস. জে., এস. কটন কিছু দিনের জন্য [illegible] কোর্ট আদালতের প্রতি[illegible] হইবেন

[illegible] কিছু দিনের জন্য সিলেটের [illegible] জজের প্রতিনিধি হইবেন। [illegible] জজের ক্ষমতা পাইবেন।

[illegible] কিছু দিনের জন্য [illegible] (জেলা [illegible]) মুন্সেফের [illegible] হইবেন।

[illegible] কর্ণেল ১৮৬৯ অব্দের ৯ আক্টের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইলেন।

১৮ ই মার্চ। লেপ্টেনন্ট কর্ণেল এ. এলিয়ারটন কিছু দিনের জন্য লখনার কাণ্টোনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ও অতরাং ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন। ইনি ২য় শ্রেণীর একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সার্জন জে, এ. পি. কোলিস (এম. ডি) কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মেডিকল কালেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত দ্বিতীয় সার্জন এবং শস্ত্র ও শারীর শাস্ত্রের প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন.

১৯ এ মার্চ। বাবু শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য মেদিনী পুরের ছোট আদালতের জজ এবং অতরাং সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

আর্থর লিবিএর কিছুদিনের জন্য রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স জজের প্রতিনিধি হইবেন।

সি. বার্নার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

গত ৪ ই মার্চ্চ মঙ্গলবার ঢাকা বিভাগের [illegible] সব ইন্স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্রস্থ পোষ্ট আফিস পরিদর্শনার্থ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। পোষ্ট আফিসের কার্য্য সুশৃঙ্খলা দর্শনে তিনি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া গিয়াছেন। ডাকের বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কৃষ্ণচরণ বাবু যে একজন সুযোগ্য এবং সুদক্ষ লোক তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁর স্বভাবও সাধারণের মনোরঞ্জক। [illegible] করিবার সময় তিনি অত্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়টীও পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা গত ৯০ সংখ্যা ঢাকা প্রকাশে কোরাটিয়ার খালের মুখ বন্ধ হওয়া [illegible] হাতে জল পথে সাধারণের যাতায়াতের অসুবিধার বিষয় কথঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া অচিরে উক্ত খাল সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সন্তোষের বিষয় এই, আমাদিগের উক্ত প্রার্থনা "অরণ্যে রোদনের" ন্যায় একেবারে বিফল হয় নাই। শুনিলাম উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ সাপ্তাহিক রিপোর্টে আমাদিগের কথিত [illegible] অনুবাবিত্ব দর্শন করিয়া কোরাটিয়ার খাল অনুসন্ধান করণার্থ ঢাকা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন। তদনুসারে উক্ত ইঞ্জিনিয়ার প্রস্তাবিত খালের অবস্থিতির ঠিকানা জানিবার জন্য আমাদিগকে এক চিঠি লিখিয়াছেন। আমরা শীঘ্রই উহার প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিতেছি।

অবগতি হইল সোহাগদল বালিকা বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রীগণ এবং তাঁহাদিগের অভিভাবক অথবা তৎসংস্রবে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই সপরিবারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশের নিজ নিজ গৃহ এবং সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিয়া কলিকাতা নগরে বাস করিবার উদ্দেশে তথায় গিয়াছেন। আমরা এ সময়ে আবার কর্তৃপক্ষকে বলিতেছি যে, সোহাগদল বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যটা একেবারে রহিত না করিয়া উহা সারিকাঠী গ্রামের প্রাইবেট বালিকা বিদ্যালয়ে প্রদান করা হউক। আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি, [illegible]পুরের মধ্যে যতগুলি বালিকা বিদ্যালয় আছে তন্মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য যে প্রকার নিয়মিতরূপে এবং সুশৃঙ্খলা মতে চলিতেছে, এমত আর কোন বিদ্যালয়ের কার্য্যই দেখা যায় না। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন বিলক্ষণ উদ্যোগী এবং পরিশ্রমশীল পুরুষ। একমাত্র তাঁহার যত্নাতিশয্যেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীতও উক্ত বিদ্যালয়টী এরূপ সুন্দররূপে চলিতেছে। যাহা হউক, বোধ হয় কর্তৃপক্ষ আমাদিগের সপ্রাতিকার প্রার্থনাটী শ্রবণে বধির হইবেন না।

মৃত গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেওর মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশার্থ এতদ্দেশীয় আফিস সমূহের আমলা মাত্রেই নিজ নিজ পোষাকের উপর এক এক খণ্ড কাল বর্ণের কাপড়ের টুকরা অথবা ফিতা ধারণ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি সভাকে

জিজ্ঞাসা করি, বিদ্বদ্গণ কেন উক্ত শোক প্রকাশার্থ স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় রীতি অবলম্বন না করিয়া বিদেশীয় এবং বিজাতীয় রীতির অনুকরণ করিলেন?

কোরহাটী পোষ্ট আফিসের জন্য পোষ্টেল ডিপার্টমেন্টের কর্তৃপক্ষের নিকট একজন রণার প্রার্থনা করা গিয়াছিল। তদুত্তরে হরিচরণ বাবু বলিয়া গিয়াছেন যে, শীঘ্রই উক্ত প্রার্থনাটী পূর্ণ করা যাইবে। ব্রাহ্মণ গাঁ গ্রাম পূর্ব্বে লোহজঙ্গ পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত ছিল। সম্প্রতি উক্ত সব্ ইন্স্পেক্টর পোষ্টমাষ্টার বাবুর আদেশ মতে উক্ত গ্রাম কোরহাটী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত হইল। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্মণ গাঁ গ্রামে পত্রাদি প্রেরণ করিবেন তাঁহারা যেন "লোহজঙ্গ পোষ্ট আফিস" না লিখিয়া এখন অবধি "কোরহাটী পোষ্ট আফিস" বলিয়া নিজ নিজ পত্রের উপরে লিখেন।

১০ ই মার্চ
১৮৭২

—০—

আমাদিগের দিনাজপুর রাইগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এই রাইগঞ্জ এক প্রকার সুখজনক স্থান বটে, কিন্তু এখানে পীড়াদির প্রাদুর্ভাব হইলে লোকের চিকিৎসা করাইবার পক্ষে অতিশয় অসুবিধা হয়। শিক্ষিত ডাক্তারের কথা দূরে থাকুক সামান্য কবিরাজ পাওয়াও কঠিন। এখানে যে কয় জন মহাজন ও অন্য কর্মচারী আছেন, তাঁহাদিগের সমবেত চেষ্টায় অনায়াসে এক জন শিক্ষিত প্রাইবেট ডাক্তার আনীত বা গবর্ণমেন্টের নিয়মিত সাহায্য গ্রহণে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতে পারে; কিন্তু ইঁহাদিগের সে চেষ্টা কৈ? আমরা এস্থলে রাইগঞ্জের অধিকারিণী দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী মহোদয়াকেই লক্ষ্য করিলাম। অবগতি হইল রাইগঞ্জস্থ প্রজাবৃন্দের উপকারার্থ একটী চিকিৎসালয় স্থাপনে তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। ফলতঃ তিনি মনোযোগ বিধান করিলে অবলীলাক্রমে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এককালে লোকের বিস্তর উপকার সাধিত হইতে পারে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, রাণী সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়া না হইলেও গবর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া অধিকারস্থ প্রজাসমূহের ও আমাদের ন্যায় প্রবাসী লোকের উপকার সাধনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এস্থলে আমরা দিনাজপুর সার্কেলের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রাইগঞ্জ সার্কেলের ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় দ্বয়কে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা রাণীর জামাতা ও সম্পত্তির ম্যানেজার লোকহিতৈষী বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শাদি করিয়া যাহাতে আমাদের এই প্রার্থনানুরূপ কার্য্য হয়, তৎপ্রতি যত্ন ও উদ্যোগ করেন। রাজ বাটীতে তাঁহাদের অনুরোধাদি যেরূপ রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাতে আমাদের ভরসা হয়, তাঁহারা উভয়ে মনোযোগ করিলে উক্ত প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

২। এ অঞ্চলে লোক সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ২।১ জন গণনাকারী কিছু কিছু হাত বাড়াইয়া নিম্ন শ্রেণীর লোককে বিরক্ত করিয়াছে।

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

তত্রত্য নগরীয় মিউনিসিপাল সভার সভ্য মহাশয়দিগকে আমরা নিম্নলিখিত কয়েক বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। প্রথমতঃ নগরের প্রান্তে বা মধ্যভাগে নগরের আবর্জ্জনা ও পুরীষাদি নিক্ষেপের স্থান নিরূপণ। সুপেয় বারি যাহাতে নাগরিকেরা সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হয়, তদুপায় করণ। যদিও এস্থানে একটী মাত্র সুপেয় জলাশয় আছে বটে; কিন্তু এতদ্বারা নগরের দক্ষিণ স্থান স্থিত নাকিবর্গের আশানুরূপ সুবিধা হয় না। সুপেয় জলাশয়ের আধিক্য হইলে সর্ব্বপ্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব ন্যূন হয়। বিশুদ্ধ জলই মানবজাতিকে বহুল পরিমাণে নিরাপদ ও সুস্থ রাখিতে পারে। বিশেষতঃ জলের অভাব সদৃশ কষ্টপ্রদ এমন আর কিছুই নয়, সুতরাং ইহার আশু প্রতীকার কর্ত্তব্য। শব দাহার্থ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং যাহাতে সাধারণ রথ্যাদিতে গোরু প্রভৃতি কেহ না বাঁধিতে পারে তদুপায় অবলম্বন করা উচিত। এ সকল প্রহরী নিশাযোগে অকর্ত্তব্য করে, প্রতিদিন নিয়মক্রমে এক এক ব্যক্তি সেই প্রহরিদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, নতুবা বহুলোকের রক্তশোষণ করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহা যেন কতকগুলি নিদ্রাপর আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বেতনেই পর্য্যবসিত না হয়। অগ্রে মনুষ্য মণ্ডলীর স্বাস্থ্যরক্ষা তৎপরে সম্পত্তি রক্ষা এই উভয় কর্ত্তব্যই অবলম্বনীয় সন্দেহ নাই। ভরসা করি, সভ্য মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয়ে অবধান প্রকাশ করিবেন এবং যেগুলি আশু কর্ত্তব্য তাহাতে মনোনিবেশ করিবেন।

মহিষাদলের রাজার সম্পত্তি অনেক এবং এই রাজসংসার দানাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রায় অনেক স্থলে প্রখ্যাত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান ভূপতি মহোদয় অতি ভদ্রলোক ও সাধুশীল মনুষ্য। কেবল মধ্যে মধ্যে মন্ত্রিপরিবর্ত্তনে সাংসারিক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভূপতি বাহাদুরকে অনুরোধ করি তিনি জেলার প্রধান প্রধান রাজপুরুষবর্গের নিকট সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাধু স্বভাব, কৃতবিদ্য ধার্ম্মিক কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রিত্ব পদে বরণ করিয়া স্বীয় অতুল ঐশ্বর্য্যের যথাযথ বিনিয়োগ করুন, বর্ত্তমান সময়ে ঈদৃশ সদ্গুণশালী ব্যক্তি দুর্ল্লভ হইবে না।

তমোলুকে বারইয়ারির বিলক্ষণ ধুম ধাম দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় দুই স্থানের এই মহোৎসবে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইবে, কিন্তু যদি দেশীয় আড়ম্বর বিত্তশালিগণ এই অর্থ সাধারণ উপকারক বিষয়ে ব্যয় করেন তবে একটী চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সঞ্চয় হয়। বলিতে কি তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় সুকৌশল সহযোগে ব্রাহ্মদিগের পাঠ মন্দির প্রস্তুত করণার্থ যত্ন

দুই একে সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু এতদ্দেশস্থ লোকবর্গ এ বিষয়ে দৃক্‌পাতও না করিয়া অধিক প্রমোদ সম্ভোগার্থ রাশীকৃত অর্থ জলসাৎ করিতে কৃতোদ্যোগ হইয়াছেন। কি অনির্বাচ্য আমোদপরতা!

সব ইনস্পেক্টার পোষ্ট মাষ্টার বাবু বিনোদবিহারী মিত্র এ অঞ্চলে বার্ত্তাবহ বিভাগের বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। যে সকল পল্লী গ্রাম হইতে রেজষ্টারি পত্র যাতায়াতের সম্ভাবনা ছিল না, তথায় সুচারুরূপে উহা সম্পাদিত হইতেছে এবং ব্রাঞ্চ লাইন খোলায় এক দিন মধ্যে পত্র যাতায়াত হইতেছে, এজন্য বিনোদ বাবু ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

এ অঞ্চলে ধান্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। বোধ হয় রপ্তানিশিক্যাই উহার কারণ। ধান্যও বিপুল পরিমাণে হইয়াছে। দেশের আতপ তণ্ডুল বিদেশে বিলক্ষণ প্রেরিত হইয়া থাকে।

১৪ ই মার্চ্চ
১৮৭২

আমাদিগের নওয়াবগঞ্জ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;

১। অত্রত্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা প্রেমনাথ রায় বাহাদুরের যত্নে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হয়, সম্প্রতি তাহা গবর্ণমেণ্টে সাহায্য প্রার্থী হওয়াতে আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু আমাদিগের সে আহ্লাদ এক্ষণে শোকরূপে পরিণত হইয়াছে। কারণ উপরি উক্ত রাজা বাহাদুরের মনোনীত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার দত্ত (যিনি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অত্র চিকিৎসালয়ের কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলারসহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন) পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেটের নিমিত্ত ডিক্লেয়ার করেন "না দেওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে [illegible] করেন নাই। হা বিধাতঃ! আমরা এতদিনক্রমে চারি বৎসর কাল পর্য্যন্ত ব্রজেন্দ্র বাবুর সদ্ব্যবহার, সচ্চরিত্রতা ও সুশীলতা প্রভৃতি গুণের সম্যক্‌রূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। বলিতে কি ব্রজেন্দ্র বাবুর ন্যায় সচ্চরিত্র ও হিতৈষী ব্যক্তি অতি বিরল। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু মহিমচন্দ্র রায় শুনিতেছি অতি অল্প কালের মধ্যেই এখানে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ভরসা করি তাঁহার আগমনে আমাদিগের ব্রজেন্দ্র বাবুর গমনশোক বিদূরীত হইবে।

২। এ প্রদেশে ঘোড়াখালী নামক পল্লীর আলিসর্দ্দারের স্ত্রী গর্ভাবস্থায় দ্বাদশ মাস অতিবাহিত করে। ইতি মধ্যে সন্তানাদি হওয়া কিম্বা তাহার কোন লক্ষণও দৃষ্টি গোচর হয় না। শুনিলাম অত্যল্প কাল গত হইল, তাহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ বেদনা থাকে। এদেশীয় জনৈক ধাত্রীর পরীক্ষায় প্রকাশিত হয় যে ঐ গর্ভ মিথ্যা। গর্ভাবস্থায় যে সকল শারীরিক চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল এক্ষণে তাহার ক্রমেই বিলোপ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য!!

৩। গত ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বুধবার এখান হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিম পোড়াবাড়ী নামক স্থানে মহাসমারোহে একটী সন্ন্যাসী পূজা হইয়া গিয়াছে। এই পূজোপলক্ষে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। প্রতি ফাল্গুনের প্রথম বুধবার উহার নিয়মিত সময় এবং একদিন মাত্র উহার স্থায়িত্ব কাল। এ পূজাটীও এ প্রদেশীয় সন্ন্যাসী পূজার ন্যায় মৎস্য চণ্ডালদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। শুনিলাম প্রতি বর্ষে ৫।৭ শত ছাগ ও ১০০।১৫০ শত কবিতর সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভোগার্থে উপস্থিত হয়। সমস্তগুলি বলিদান হওয়া সুকঠিন জন্য অধিকাংশই ঠাকুরের নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

যে স্থানটীতে পূজা ও মেলার কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহা নাটোরের মহারাজের অধিকারভুক্ত। প্রবাদ আছে যে এক সময় উক্ত রাজা এই পূজার নিমিত্ত বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করেন, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্ন দেন যে, মৎস্য চণ্ডাল ভিন্ন তাঁহার পূজা অন্যের দ্বারা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা) গ্রাহ্য নহে। অন্নাহারী দেবতা দুধে সন্তুষ্ট হইবেন কেন?

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কিছু কাল পূর্ব্বে এ দেশের স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত। কোন কোন সজ্জন, নারী সমাজের প্রতিনিধি হইয়া, তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেন; কোন কোন কুতার্কিক তর্ক জাল বিস্তার করিয়া, মূলেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার স্বত্ব অস্বীকার করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে আর প্রায়ই সেরূপ বন্ধ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই স্ত্রী জাতির স্বাধীনতার স্বত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি বিরোধের শান্তি হয় নাই। এক দল বিচক্ষণ, আজিই রমণী মণ্ডলীকে, পুরুষের সহিত নির্ব্বিশেষে স্বাধীনতার স্বত্ব ভোগাধিকার প্রদানার্থ সাতিশয় উৎসুক; অন্য দল, আরো কিছুকাল প্রতীক্ষা করিতে বলেন। সদাশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই, এই উভয় দলের অন্যতর দল নির্দিষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, ঐ উভয় দলের কোন্ দল যথার্থ ন্যায়ের পথে চলিতে চাহেন? আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বুঝিতে পারি যে, পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বত্ব, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিমিত্ত সমাংশে বিভাজ্য হওয়া উচিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এবং অস্মদাদির আদি পুরুষেরাও যে, নারী সম্প্রদায়কে অবাধে স্বাধীনতার স্বত্ব সম পরিমাণে ভোগ করিতে দিতেন, পুরাণজ্ঞ বিজ্ঞ মাত্রেই তাহা হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। পরে যে কারণেই হউক, বহু শত বৎসর হইতে, এদেশীয় স্ত্রী সমাজ, স্বাধীনতা [illegible] ভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, সর্ব্বদা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় নিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। অল্পকথায় বলিতে গেলে, কানন বিহারী [illegible] পক্ষিণীকে ধরিয়া ডুনী ডানা ভাঙ্গিয়া

দিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, বর্ত্তমান সময়ে, এতদ্দেশের নারী সমাজের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। অতএব এসময় রমণী মণ্ডলীকে স্বাধীনতার অমৃত ভোগাধিকার প্রদানার্থে সহসা দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে অপ্রাপ্তপক্ষ বিহগীকে পিঞ্জর মুক্ত করিয়া বনে ছাড়িয়া দিলে তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়, নিঃসন্দেহ সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে। তবে কি স্ত্রীসমাজকে অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখাই বিধেয়? কখনই নহে। বনবিহারিণী বিহগীকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখা অপেক্ষা নারী জাতিকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখা আমারদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অন্যায়—গুরুতর অন্যায়। অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কহিতেছি যে, ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতার অমৃত ভোগার্থে পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গিণীকে, এবং অন্তঃপুরে বদ্ধ রমণী মণ্ডলীকে ছাড়িয়া দাও। কিন্তু পক্ষহীন পক্ষিণীকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্ব্বে, তাহাকে এমন সবল ও সহজ গতি প্রতিগতি করিতে সক্ষম করিয়া দেওয়া উচিত, যেন অন্য বন্য পক্ষিতে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে না পারে; যেন সে, পূর্ব্ববৎ স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বেড়াইতে পারে। সেই রূপ স্ত্রীজাতিকে এমন অবস্থাপন্ন করিয়া অধীনতার কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া বিধেয় যেন তাঁহারা সর্ব্বতঃ প্রকারে স্বাধীনতার অমৃতভোগে সক্ষম হন, যেন, স্বাধীনতার নামে সতীত্ব রত্ন হারাইয়া পাপপঙ্কে চিরনিমগ্ন হইয়া না রহেন; যেন আপাত মুগ্ধকর প্রলোভনে পড়িয়া ভারতভূমির চিরোপার্জ্জিত গৌরব জ্যোতিঃ ক্রমশঃ তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলেন।

এক্ষণে কথা এই হইতেছে যে, আমারদিগের অভিলষিত স্ত্রীসমাজের যে অবস্থার উল্লেখ আমরা করিয়াছি সে কি অবস্থা? সে আর কিছুই নয়, কেবল সুশিক্ষা ও সদ্ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা তাঁহারদিগের চিত্ত সবল করিয়া দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা আপনারদের হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলই পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন। ধর্ম্মের নির্ম্মল জল পূর্ণ সরোবর সম্মুখে থাকিতে, কখনই পূতিগন্ধময় সমল সলিল পূর্ণ অধর্ম্মের অন্ধকূপে অবগাহন করিবেন না।

পরিশেষে এই প্রশ্ন হইতেছে যে, স্ত্রী সমাজের উক্ত বিধ শিক্ষোন্নতির সুবিধান কি? আমরা এবারে এই মাত্র বলিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে আমারদের রমণীমণ্ডলীর যেরূপ শিক্ষা বিধান হইতেছে, তাহাতে ফলগত বিলাসিতারই বাহুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। ওরূপ শিক্ষাদ্বারা ধর্ম্মনীতি সবলা হওয়ার প্রত্যাশা নাই।

কলিকাতা
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু

—০—

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়স্থ
নাটকাভিনয়।

অতুল আয়াস বলে যতেক অমর,
অতুল বিভব প্রদ ক্ষীরোদ সাগর
মথিয়া লভিল যথা শশাঙ্ক শোভন
চিত্তহর নেত্রামোদ অমৃত সদন।
এবে সে অমল বিধু উঠিয়া গগনে,
সুশীতল করি ধরা অমৃত কিরণে
নিমীলিত কুমুদেরে আদর করিয়া,
বিকশিত করে সদা হাসিয়া হাসিয়া।
সেরূপ অমর তারা অমৃত নিলয়
পরম যতনে মথি কবিত্ব আলয়,
সুললিত ভাবপূর্ণ হৃদয়রঞ্জন,
নাটক বিরচি বঙ্গে করিলে অর্পণ।
কি ললিত সুরচনা মধুরতাময়,
যার তরে হয় সদা প্রফুল্ল হৃদয়,
নীরস মানস ক্ষেত্রে রসের সঞ্চার
করিতে নিয়ত ঢালে "সুধার সুধার"।
প্রণাম তোমার পদে রামনারায়ণ
পূজ্যপাদ গুণময় কীর্ত্তিনিকেতন।
কায়মনে বীণাপাণি যজন করিয়া,
তুষিছে তোমারে সদা সংযতা হইয়া।
এবে সে নাটক সুধা করি বিতরণ,
রাখিলে অনন্ত কীর্ত্তি যতীন্দ্র মোহন
বদান্যতাপূর্ণ ভূপ সর্ব্বগুণবান্
গাইতেছে বিশ্ব যার মহিমার গান।
কুৎসিত যাত্রার গান সমাজ কজ্জল
বিনাশি উৎসাহ তরে অতি নিরমল
অভিনয় প্রথা বঙ্গে করিতে স্থাপন
এক মনে অভিলাষ যত্ন প্রদর্শন।
পবিত্র সঙ্গীত সুধা চিত্ত তৃপ্তিকরী
নীরস বঙ্গের হৃদে বিতরণ করি,
তুষিতেছে নিরন্তর বঙ্গজনগণ,
ধন্য তুমি গুণাধার শৌরীন্দ্রমোহন।
আদরে অখিল বিশ্ব সদা উচ্চ স্বরে
গাইবে তোমার নাম সরল অন্তরে।

শ্রীঃ...

—০—

খাজে আবদুল গণি সি, এস, আই,
তব উক্ত উপাধিতে সন্তোষ সবাই।
"ষ্টার-ইণ্ডিয়া" নাম,
অনুপম সুধাধাম,
সম্রাট্ প্রার্থিত ইহা সামান্য ত নয়,
নিজে অধিকারী ভিক্টোরিয়া তনয়।

এমন মহা উপাধি করিয়া গ্রহণ,
ভারত দীপক রূপে হইলে শোভন।
ঢাকাতে ঢাকেনা জ্যোতিঃ
প্রকাশিত সব ক্ষিতি,
ইতিহাসে রবে খ্যাতি এপ্রাম এমন,
কীর্ত্তির আস্পদ ইহা যাবে প্রজাগণ।

ভারত উজ্জ্বলকারী হন যেই জন,
তাঁর উপাধি হয় তাঁহারি কারণ।
তা না হলে ধূমকেতু,
উদয় অনর্থ হেতু, (!)
অপাত্রে উপাধি পেয়ে উৎপাত বাড়ায়,
হায়! যেন মণি শোভে সাপের মাথায় (!)

নিশ্চয় এ উচ্চ পদ শোভার কারণ
প্রাপ্তি মাত্র দেশহিত তার নিদর্শন।
হয়ে অতি দয়াবান,
পঞ্চাশ হাজার দান,
অন্ধ্যের উপকার করিলে প্রথম,
বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত এই সুনিয়ম।

তলাতেই পড়া চাই আগে বৃক্ষ জল,
তার পরে ইতস্ততঃ ঝোক্ ঢলাঢল।
অনেকের উপকার,
আগে করা, সুবিচার,
করিয়াছ সেই হেতু সুমহৎ কাজ।
কত মিঞা ইহা দেখি পাইতেছে লাজ।

তাহার সৌভাগ্যোদয় তব দান বলে,
না জানি কি শুভকর কার্য্য তথা ফলে ;
প্রথম কার্য্য এমন,
পরে বা হয় কেমন,
সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে সব লোক,
এই তীরে ভারতের বাড়িবে আলোক ;

ষ্টার-ইণ্ডিয়া নাম সার্থক আপন,
ভারতের উপকারে দাও বিতরণ ;
সাধারণ হিতকর,
কার্য্য আছে বহুতর,
একেবারে ভারতবর্ষের হিত হয়,
হেন কোন কাজে দান দাও মহাশয় ;

যে কাজে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান বিস্তার,
বিবিধ কল-কৌশল হইবে প্রচার ;
দেশের বাড়িবে ধন,
উজ্জ্বল হইবে মুখ,
দেশের যা প্রয়োজন দেশেতে মিলিবে,
উদ্বৃত্ত হইয়া পুনঃ বিদেশে যাইবে ।

প্রাকৃতিক, কৃত্রিমজাত বস্তু বহুতর,
রহিয়াছে আমাদের ভারত ভিতর,
জ্ঞানের অভাব নাই,
তবে কেন দুঃখ পাই,
মূল্য দিয়া বস্ত্র পাই, সকলি যোগাই,
সোণার ভারত নাম হয়ে গেল ছাই !

এই সব দুঃখ দূর, দুঃখের কারণ
তাড়াবার সরকার কত করেন যতন ;
লক্ষাধিক প্রয়োজন,
নাহি করেছেন তুলন,
অনেকে দিলেন দান দু এক হাজার,
অৰ্দ্ধ অঙ্গ হয়ে আছে, না হয় প্রচার ;

আছেন অনেক ধনী অলি মাত্র সার,
আছেন অনেক 'ষ্টার' জ্যোতিঃ নাহি তার।
দেখিয়া তোমার জ্যোতিঃ
সবে করিবেক স্তুতি,
দান-জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া হর অন্ধকার,
তোমার ষ্টার হউক "সোণার ষ্টার"

ভারতের দুর্দ্দশায় হতে যদি চাও,
বিজ্ঞান কলেতে দান "মত চাই" দাও,
যদি সব দিতে পার,
সকলের চূড়া হার,
অৰ্দ্ধ প্রায় আছে সও করহ পূরণ,
বড় নাম, বড় কাজ পাবে না এমন ।

কলিকাতা
১৯ এ ফাল্গুন
১২৭৮ } দীন পালিত

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ১৪ ই মার্চ।

স্থানের নাম	ন্যূন কমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৫৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	

সন ১৮৭২ সালের ১৮ ই মার্চ বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৪	৭

বহরমপুর
১৮ ই মার্চ
১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল্‌ এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল ডিপারভিসন ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চৌধরী জমীদার জগদল
রাজকুমার পাল চৌধুরী মুন্সেফ চৌকী নবীগ ১০
জে. ওয়েষ্ট লাণ্ড—ষ্টটলাণ্ড ২
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল ১
* তুলারাম দাস মোক্তার তেজপুর আসাম ১
* বৃন্দাবন চন্দ্র রায় মণিরামবাটী ১
* মদনশ্যাম ভট্টাচার্য্য—রাজপুর ৫॥০
* মনোমোহিন সিংহ—জঙ্গিপুর ১০
* শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—কাজিপুর ১০
* উৎসবানন্দ গোস্বামী বড়পেটা ১০
মুন্সি মহম্মদ তরিকল্লা সাহেব জলপাইগুড়ি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲, ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না ; নোট, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর দ্বারাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন । কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না ; মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না ।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন ।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে । সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে ।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর ৴১০ দেড় আনা দিতে হইবে ; যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে ।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয় ।

রেজিষ্টরি করা।
৩৩ নং। ১৮৭১।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ১৯ সংখ্যা।

" প্রবক্তানাং প্রজ্ঞানিধিষিমায় পার্থিবঃ সজ্জনো ভূমিমতঃ ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা
অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা
অগ্রিম ষান্মাসিক ৫॥ টাকা

সন ১২৭৮। ২০ এ চৈত্র। ইং ১৮৭২। ১ লা এপ্রেল

মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম
বার্ষিক ১০) দশ টাকা এবং
ষান্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীন বন্ধু মিত্র প্রণীত জামাই বারিক প্রহসন কলিকাতা ১৩৫নং কর্ণ ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ১) টাকা।

শ্রীচণ্ডী চরণ চট্টোপাধ্যায়।

—::—

কাশ, শূল ও মেহের চিকিৎসা।

শ্বাস কাশ, ক্ষয়কাশ, শূল ও মেহ এই চারি রোগের অব্যর্থ ঔষধ আমার নিকট আছে। অনেকে সেই ঔষধে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমি মেদিনীপুরে চিকিৎসা করিয়া থাকি। সেখানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছি, এখনও কলিকাতায় অধিক লোকের চিকিৎসা করি নাই; কেবল গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও পাইকপাড়ার রাজ বাড়ীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বাস রোগের চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদিগকে আরোগ্য করিয়াছি। ইঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। মেদিনীপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক এবং একণে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাসায় আমি অবস্থিতি করিতেছি। ঐ বাসা কাসা পুকুরের বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীটে ৩০ নং বাটী। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার পুত্রের চিকিৎসার জন্য আমাকে মেদিনীপুর হইতে আনয়ন করিয়াছেন।

শ্রীসিতারাম পাল।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী মৌজে কুনিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ শিবপ্রসাদ চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, জাতিতে শূদ্র; আর তাহার সহিত শ্রীবরদাপদ রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই দুই জনাতে রেলওয়ের গাড়ী যোগে পশ্চিম পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৯। ২০ বৎসর; শূদ্র বালকটী গৌরবর্ণ, পরিধান বস্ত্র শুভ্র ফুলন্ পেড়ে। দাড়িতে একটী কাটার চিহ্ন আছে; দাড়ি ও গোঁফের অল্প অল্প আবিশ হইয়াছে, পায়ে কার্পেটের জুতা আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে সর্ব্ব কুনির ক্ষত আছে। এই বালক দ্বয়কে যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক যোগে কুনিয়া গ্রামে পত্র পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিতানুসারে লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

১। কলিকাতা শিবপুরের চুণাহেবের উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মান্নার নিকট পত্র পাঠাইলে আমরা পাইব।

২। আর মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাসপুর পোষ্ট আফিস হইয়া ফরিদপুরের জমীদারির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির নামে দিবেন তাহা হইলেও প্রাপ্ত হইব।

ন্যায়দর্শনতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্য ন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ
কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জ্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভ। আবশ্যকমত মূল্যের ফর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক

নাম .... মধ্যস্থ।

ধাম .... কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

আকৃতি .... সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন-উভ-ধর্ম্মাক্রান্ত।

বিষয় ...... বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি।

মূল উদ্দেশ্য ... পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল; আর পুরাতনে নিতান্ত বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল; অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।

শাখা উদ্দেশ্য ... মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা।

সময় ... ... ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ মান।

মূল্য ... ... অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২॥০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৪॥০ আট আনা। বিদেশে ডাক মাসুল

সম্পাদক ... একার্য্যে নূতন নহে, কলতঃ পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুষ্ঠিত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সহিত মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন।

গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় মধ্যস্থ ইতি শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

বাঙ্গালার ভাবী মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূলীভূত কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীকৃত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। জিলাজপুর বটতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের নিকট, কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, মৃজাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮। ও গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাসুল ৵০ দুই আনা।

ধাত্রীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয়খণ্ড, একত্রে বান্ধা, আমার নিকট প্রাপ্য, মূল্য ৩ টাকা ডাক মাসুল ।৵০ আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
কলিকাতা হিন্দু হষ্টেল।

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল. এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গলি মেডিক্যাল জর্ণ্যাল।

নেটিব ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গাল মেডিক্যাল্ জর্ণ্যাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্ম্মায় ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, ষাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ।৵০। চুঁচুড়ায় সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

১২৭৮ }
৩ রা অগ্রহায়ণ }

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বিরচিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্য।

প্রাক্টিস অব মেডিসিন প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাসুল ॥০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ১০ মাসুল ॥৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাসুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ২ মাসুল ।০ আনা। এনাটমি ৪।০ মাসুল ।৵ মাত্র।

কলিকাতা }
লালবাজার } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
হিন্দুহষ্টেল }

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৩ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
খাগড়া

চণ্ডালিনী ।০, শিশু মানচিত্রাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

ভগবদুপাসনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ও কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিবসের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলস্থিত বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাসুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার
কার্ত্তিক } সহর শ্রীরামপুর

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি গুদামে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত নর্দ্দমার পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জঙ্গশন ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টালিন ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

কাভার ব্রিক।
কাভার রেক।

বাটীর নর্দমা ও অন্যান্য কৌশলকার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত মেকবা, পুইপ, টাইল এবং কাভার ব্রিক প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা
৭ নং কোর্টিয়ান ষ্ট্রীট। } বরন এণ্ড কো

---

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুর্য্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
প্রা…	১	টাকা।
ক্রমশঃ বাকরণ	।০	আনা
নাটিমার (১ ম ভাগ)		ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০	আনা

শ্রীতারকনাথ শর্ম্মা।

বঙ্গদর্শন।
(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)

বঙ্গদর্শন আগামী ১ লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইবে। নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ উহাঁর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক
" " দীনবন্ধু মিত্র
" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,
" " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ,
" " রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,
" " তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
" " অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি, এল,

ও অন্যান্য মহোদয়গণ বঙ্গদর্শনে লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ডাকমাশুল ছাড়া বঙ্গদর্শনের মূল্য।

	অগ্রিম	পশ্চাদ্দেয় (ক)
বার্ষিক	৩	৪।০

(ক) কিন্তু যাহারা … মূল্য দিবেন … প্রাপ্ত হইবেন।

ষাণ্মাসিক	১৸০	২।০
ত্রৈমাসিক	১	১।০

৮ নং বলরামপুর লেন। } শ্রীব্রজমাধব বসু
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১লা চৈত্র ১২৭৮ } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

২০ এ চৈত্র সোমবার।

চৌদ্দ বৎসর।

চৌদ্দ বৎসর হইল, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে হইয়াছে। এই অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার একান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন, ইহা অনল্প বিস্ময়ের সন্দেহ নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা প্রজার এপ্রকার অপ্রিয় হন নাই। তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক লার্ড ডেলহাউসিকে গবর্ণর জেনরল করিয়া ভারতবর্ষে না পাঠাইতেন, আজিও আমরা তাঁহাদিগের আধিপত্য দেখিতে পাইতাম; প্রজারাও রাম রাজ্যে বাস করিতেছি মনে করিয়া পরম সুখী হইত। এক ডেলহাউসি সুখের রাজ্যটী ছারখার করিয়া গেলেন। এক ডেলহাউসি হইতে ভারতবর্ষের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এখন (থাকে) প্রত্যেক গবর্ণর জেনরল হইতে সেই অনিষ্ট ঘটিতেছে। এখনকার গবর্ণর জেনরলেরা ডেলহাউসির ন্যায় অত্যাচারী নন বটে; কিন্তু প্রজার বিশ্বাস ভাজন হইবার পক্ষে তাঁহারা প্রত্যেকেই ডেলহাউসির তুল্যকক্ষ। ডেলহাউসির রাজনীতি যখন বিদ্রোহে পরিণত হইল, ইংলণ্ডেশ্বরী যখন স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং জাতি ও ধর্ম্ম ভেদ না করিয়া সকলকে সমভাবে শাসন করিবেন এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন, তখন প্রজারা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া এই চিন্তা করিল, কোম্পানির অধিকারে অত্যা-

চার প্রবেশ করিবামাত্র রাজ্ঞী স্বহস্তে রাজত্ব লইলেন, অতএব ইহাঁর অধিকারে আর আমাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিবে না, আমরা চির সুখী হইলাম, অতঃপর আমরা কেবল উন্নতির মুখই দর্শন করিব, ইহার পর যে সকল প্রধান রাজপুরুষ ভারতবর্ষে আগমন করিবেন, তাঁহারা ভারতবাসিদিগের কেবল মঙ্গল চিন্তা করিবেন। প্রজারা এই প্রকার যত আশা করিয়াছিল, তাহা উপন্যাসপ্রসিদ্ধ … নূতন রাজপ্রার্থনার ন্যায় বিপরীত ফলোপধায়িনী হইল। নূতন নূতন উন্নতি চেষ্টা দূরে থাকুক, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে উন্নতি পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও রুদ্ধ করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার চেষ্টা তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। যে দুই একটী নূতনবিধ উন্নতি প্রস্তাব হয়, তাহা প্রায় প্রস্তাবেই পরিণত হইয়া থাকে। যাহাতে ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি হয়, এক্ষণে তাহার একটী চেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিদ্যালয়গুলির কথা ছাড়িয়া দাও, এগুলি ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির … ইংলণ্ডেশ্বরীর অধিকারকালে কি … কি বাণিজ্য কি শিল্প কি কেন … বিষয়ে কি কোন প্রকার নূতন … হইয়াছে? তাহার কি কোন পথ প্রদর্শিত হইয়াছে? কেহ জানিতে চাহিলে আমরা কি তাহা দেখাইয়া দিতে পারি? … অধিকারকালে যে বন্দোবস্ত প্রণালী ছিল, এখনও তাহাই চলিতেছে। এদেশীয়েরা ভিন্ন দেশের … বাণিজ্য করিতেছেন, একথা ত কৈ শুনিতে পাই না। রাজপুরুষেরা … বিষয়ে … শিক্ষায় পটুতা লাভ করিবার কখন চিন্তা করিয়াছেন? দেশের কয় জন লোকে তাহাতে নিপুণ হইতে শিখিয়াছেন? কয় জন লোকে

জাহাজ চালাইতে পারেন? শিখাইলে শিখিতে পারেন না এদেশীয়েরা এমন লোক নন। এদেশীয়েরা গলি গলি প্রায় ছাপাখানা করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন লোকে প্রেস চালিতে শিখিয়াছেন? এদেশীয়েরা কাগজ ও কাপড়ের নিমিত্ত ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন, শিক্ষা দিলে কি ইহাঁরা কাগজের ও কাপড়ের কল করিতে পারিতেন না? তাহা করিলে কি কাপড় ও কাগজ এক্ষণকার অপেক্ষা বহুগুণ সুলভ হইত না? যখন শরীরের দিকে চাহিয়া দেখি, কোন প্রকার দৈহিক উন্নতিই ত দেখিতে পাই না। শরীর সেই সাহসশূন্য অস্ত্রপ্রয়োগে অপটু দৃষ্ট হয়। যুদ্ধ শিক্ষা দিলে কি সাহসাদির বৃদ্ধি হয় না?

এই ত চৌদ্দ বৎসরের কথা গেল, আর চৌদ্দ বৎসর যদি এইরূপে যায়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কিরূপ বিরাগভাজন হইবেন, আমরা তাহা বলিতে পারিতেছি না। ইহার কি প্রতীকার নাই? ইহার কি ঔষধ নাই? আমরা যে ঔষধ বলিয়া দিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যদি ভক্তিভাবে তাহা সেবন করেন, এ রোগের প্রতীকার হইতে পারে। সে ঔষধ এই, এদেশীয়েরা উত্তরোত্তর উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইলে আমাদিগের রাজত্ব করা ভার হইবে, রাজপুরুষদিগের মনে যে এই আশঙ্কা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া উদার চিত্তে ইহাঁদিগের উন্নতি সাধন চেষ্টা করুন। শ্রীবৃদ্ধির যত প্রকার পথ আছে মুক্ত করিয়া দিন, যে যে কাজে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়, তাহা পরিত্যাগ করুন, অপব্যয় দ্বার রুদ্ধ হউক, আপনাদিগের বিলাসব্যয় সংগ্রহার্থ রাজপুরুষেরা প্রজার মস্তকে করভার নিক্ষেপ করিতেছেন, তাহা রহিত করুন, নূতন নূতন করের উদ্ভাবনে যে কৌশলজাল বিস্তার করিতেছেন, তাহা ছিন্ন করুন, প্রাদেশিক নাম দিয়া এক ভূমির উপরে কর গ্রহণের যত প্রকার কৌশল করা হইতেছে, তাহা রহিত করুন, কতকগুলির মতে ও অধিকাংশের অমতে যে আইন করা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। এইগুলি করিলেই রাজপুরুষেরা অনুরাগভাজন হইবেন। আমাদিগের আচার ব্যবহারাদির উৎকর্ষ সাধনার্থ রাজপুরুষদিগের ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমরা যে সমস্ত উন্নতির প্রস্তাব করিলাম, উহা সম্পন্ন হইলে অন্য উন্নতি আপনা হইতেই হইয়া উঠিবে। অন্য অন্য উন্নতি ঐ সকল উন্নতির আনুষঙ্গিক ফল। এক রেলওয়ে হওয়াতে আচার ব্যবহারের বহুধা পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এদেশের আচার ব্যবহার মধ্যে যে ইংরাজী শিক্ষারূপ অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে, উহা শীঘ্রই উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া তুলিবে। এমন উদার সদুপায় সত্ত্বে রাজপুরুষেরা যদি এদেশের আচার ব্যবহারাদির সংশোধনে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে কেবল যে তাঁহাদিগের অনুদারতা ও অধীরতা প্রকাশ পাইবে এরূপ নয়, তাঁহারা প্রজার একান্ত বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিবেন।

রাজপুরুষেরা যে অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, এদেশীয়দিগের অপ্রীতিকর কাজ করিতেছেন, নূতন বিবাহ আইনটী তাহার প্রমাণ। সমাজের অবস্থা যখন অতি উন্নত হয়, তখনই এ প্রকার আইন আবশ্যক হয়। এখন আমাদিগের সমাজের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে এ আইনে কেবল অনিষ্টেরই বৃদ্ধি হইবে। লোকের স্বেচ্ছাচারিতা বাড়িবে। স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা উভয়ের বহু অন্তর। যাঁহারা এই আইনের প্রার্থী হন, তাঁহাদিগের সকলে না হউন, অধিকাংশই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাধীনতা উভয়ের ভেদ জ্ঞানে সমর্থ নন। যে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবল, সে সমাজ অচিরাৎ উৎসন্ন হয়। অতএব এ আইনটী করিয়া রাজপুরুষদিগের কি অনিষ্ট কার্য্যে হস্তাবলম্ব দান করা হইল না? এ আইন করিবার বিশুদ্ধ হেতুও দৃষ্ট হইতেছে না। কেশব সম্প্রদায়ই প্রথমে এই প্রকার একটী আইনের প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগের এ প্রার্থনার কারণ কি? অভিসন্ধিই বা কি? তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে রাজপুরুষেরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যে ভাল কাজ করেন নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কেশবেরা স্বতন্ত্র সমাজ বন্ধন করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সমাজে যে ব্যবহার প্রচলিত করিবেন, তাহা তাঁহাদিগের মতে বৈধ হইবে সন্দেহ নাই। অন্য সমাজের লোকেরা যদি তাহা অবৈধ জ্ঞান করেন, তাহাতে তাঁহাদিগের হানি নাই। তাঁহারা অন্য সমাজের সম্পর্ক রাখেন না, এ কথা স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়া থাকেন। যদি এরূপ হইল, তাঁহারা পরস্পর সম্মতিক্রমে যে কন্যার আদান প্রদান করিবেন, তাহা অসিদ্ধ হইবে ইহার সম্ভাবনা কি? তাদৃশ বিবাহজাত সন্তানেরা পরস্পরের ধনাধিকারী হইবে, তাহাতেই বা বাধা কি? তবে এ আইন কেন? তাঁহাদিগের একটী অভিসন্ধি আছে। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, অনেকে ধন পাইবেন না এই ভয়ে হিন্দু মুসলমান অথবা অন্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের দলভুক্ত হন না; কিন্তু যদি সেই ধন পাইবার উপায় হয়, অনেকে তাঁহাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ঐ আইন সেই উপায়। যাঁহারা এই কুৎসিত অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া স্বধর্ম্মের বৃদ্ধির চেষ্টা পান এবং ধন পাইবার সুবিধা হইলেই যাঁহারা অম্লানে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে শক্ত হন, ধন না পাইলে শক্ত

হয় না, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগের যত অকপট ভাব, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের তাহা অবিদিত রহিতেছে না। রাজপুরুষেরাও অম্লানবদনে আইন করিয়া ইহাতে প্রশ্রয় দিলেন। এই মাত্র দোষ নয়। ইহার অভ্যন্তরে যে একটী মহান্ দোষ আছে, কোন বিশুদ্ধ যুক্তি তাহার খণ্ডনে সমর্থ নহে। সে দোষ এই, হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক সংস্কার এই, পুত্র পিণ্ডদান করে, তাহাতে তাহাদিগের সদ্গতি লাভ হয়। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একজন হিন্দু ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্র প্রস্তাবিত আইনের অনুসারে অন্য জাতীয় রমণীর পাণি গ্রহণ করিল, পিতার লোকান্তর গমনের পর তাহার পিণ্ডাদি দান করিল না, অথচ উল্লিখিত আইনের বলে তাঁহার ধনে অধিকারী হইল। এই ধনাধিকার কি ন্যায়ানুগত হইল? যে পুত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্ম্মনীতি জ্ঞান প্রবল, তাঁহার কি এই ধন গ্রহণ করা উচিত? আর যে রাজার এই সকল বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার কি তাদৃশ পুত্রকে তাদৃশ ধনের অধিকার দেওয়ান কর্ত্তব্য?

এই সকল কার্য্য দ্বারা প্রজারা যে অসন্তুষ্ট হইতেছে, রাজপুরুষেরা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা আশু সেই অসন্তোষের ফল দেখিতে না পাইয়া প্রজারা যে অসন্তুষ্ট তাহাতে বিশ্বাস করিতেছেন না। এক দিনের অনিয়মেই শরীরে রোগসঞ্চার হয় না। বহু দিনের অল্প অল্প অনিয়ম ফল একত্র হইয়া দুরন্ত রোগরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের এই রোক হয়, তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবেন না কেন? দুঃখের বিষয় এই কোন্টী যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সময়ে বুঝিতে পারেন না। একজন নিজ ইচ্ছায় খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। একজন প্রলোভিত হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, একজন বিপাকে পড়িয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল আর একজন সাক্ষাৎ হউক আর পরম্পরা সম্বন্ধে হউক, আইনের বাধ্য হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, ইহার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? রাজপুরুষেরা যেন একবার এই বিবেচনাটী করেন। পূর্ব্বকার রাজপুরুষেরা এপ্রকার উন্নতি চেষ্টা পাইতেন না। যে উন্নতির বলে প্রজারা স্বয়ং আত্মার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবৃত্ত ও তৎসম্পাদনে শক্ত হয়, তাদৃশ উন্নতির চেষ্টা করিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা অনুরাগ ভাজন হইয়া গিয়াছেন।

রাজস্ব মন্ত্রী ও ভারতবর্ষীয় সভা।

ইংলিশম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলিয়াছেন, যদি লার্ড মেয় জীবিত থাকিতেন, ইনকম টাক্স নিশ্চয়ই উঠিয়া যাইত। কিন্তু এক্ষণে আর সে আশা নাই। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের চিন্তাশীল লোক মাত্রেই ইনকম টাক্সের প্রতিবাদ করিয়াছেন; জন ব্রাইট সাহেব ইহার প্রতিকূলবাদী। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্যদিগের অধিকাংশেরই ইচ্ছা এই কর উঠিয়া যায়। সম্প্রতি চাপম্যান সাহেব দেশে যত প্রকার সাধারণ ও স্থানীয় কর আছে, তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য সর রিচার্ড টেম্পলকে অনুরোধ করেন। সর রিচার্ড টেম্পল এই বলিয়া আপত্তি করেন, গবর্ণর জেনরলের সম্মতি ভিন্ন ইহা হইতে পারে না। বজেট অর্পণ করিবার সময় অতি নিকট হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে এ প্রকার প্রস্তাব অসাময়িক হইতেছে। চাপম্যান সাহেবের প্রস্তাবটী আরও কিছু পূর্ব্বে করা উচিত ছিল। যাহা হউক ভারতবর্ষীয় সভা যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা কি জন্য গ্রাহ্য হইল না আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষীয় সভা বলেন, বজেট অর্পণ করিবার পূর্ব্বে হিসাব প্রকাশ করা উচিত। গবর্ণমেন্ট কোন নূতন কর স্থাপন বা কোন পুরাতন করের পরিবর্ত্ত করিবার পূর্ব্বে সমুদায় বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে লোকে যথার্থ অর্থের প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে সাহায্য করিতে পারেন; যেমন আয় ব্যয় বৃত্তান্ত অর্পিত হয়, অমনি কর স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া থাকে। সভা বলেন, একবার এই প্রস্তাব হইলে গবর্ণমেন্ট জিদ বজায় রাখিবার জন্য কোন কথাই শ্রবণ করেন না। পূর্ব্বে হিসাব প্রকাশ করিলে আর এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। এ প্রার্থনা অতিশয় সঙ্গতই হইয়াছিল। সেক্রেটারি চাপম্যান বলেন, বজেট অদ্যাপিও প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু পূর্ব্বে এইরূপ কথা হইয়াছিল, গত গবর্ণর জেনরল রেঙ্গুণ হইতে প্রত্যাগমন করিবা মাত্র, বজেট অর্পিত হইবে। লার্ড মেয় জীবিত থাকিলে এতদিন একাজ চুকিয়া যাইত। লার্ড নর্থব্রূক অনুরোধ করাতে বজেট অর্পণ স্থগিত আছে। লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন একদিনও শাসন কার্য্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই; রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারিগণ আলস্যে কাল হরণ করেন নাই। তবে বজেট প্রস্তুত না হইবার কারণ কি? ভারতবর্ষীয় সভার আর একটী প্রার্থনা ছিল। ডিউক অব আর্গাইল অনুমতি দিয়াছেন, ইংলণ্ডে যে সকল ব্যয় হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট তাহার সম্পূর্ণ অথবা একটী মোট হিসাব দিবেন। তদনুসারে ভারতবর্ষীয় সভা সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। সর রিচার্ড টেম্পল ইহাতে সম্মত নহেন। ইংলণ্ডের ব্যয়ের নিমিত্ত ষ্টেটসেক্রেটারি দায়ী, তিনি যখন সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশে অসম্মত নহেন, তখন রাজস্ব মন্ত্রির ইহাতে কি

আপত্তি আছে? সেণ্ড সাহেব হইলে কখনই এরূপ আপত্তি করিতেন না। বোধ হয় সর রিচার্ড টেম্পল প্রভুর সম্মান রক্ষার্থেই সমধিক যত্নবান। কিন্তু ইহাতে লোকের মনে যে সন্দেহ জন্মে, এটী তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। ইংলণ্ডের বায়ু লইয়া অনেকে অনেক কথা বলেন। লোকের সংস্কার এই, এবিষয়ে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নানা গোলযোগ আছে। এই সংস্কার কি দূর করা উচিত নহে? সম্পূর্ণ হিসাব প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়াতে লোকের সেই সংস্কার আরো বদ্ধমূল হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সভা বলিয়াছেন, রথ্যা কর স্থাপিত হওয়াতে অতিশয় দরিদ্র ব্যক্তির উপরেও এ ভার পতিত হইয়াছে। এবার অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইতেছে, অতএব বরং ইনকম টাক্স থাকুক, কিন্তু রথ্যা কর উঠিয়া যাউক। মূল নিয়ম ধরিলে এ প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। ইনকম টাক্স অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের দিতে হয়; রথ্যাকর দীন দরিদ্র সকলের স্কন্ধেই পতিত হইতেছে। ভূমির উপর স্থানীয় কর স্থাপন কেবল রাস্তার জন্য নহে; প্রকারান্তরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। ইনকম টাক্সকে যদি স্থানীয় কররূপে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে যাহা হউক, কিন্তু রথ্যাকর একবার উঠিয়া গেলেও গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই ইহা অন্য নামে স্থাপিত করিবেন। কেবল যে রাস্তার নিমিত্ত এই কর হইতেছে, তাহা নহে; রাস্তা ভাণ মাত্র। এক্ষণকার অধিকাংশ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মত এই, ভূমির কর চিরস্থায়ী করা লার্ড কর্ণওয়ালিসের মহাভ্রম হইয়াছিল। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, বঙ্গদেশের জমীদারেরা ভূমি হইতে অনেক টাকা পান। এই টাকার অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের একান্ত চেষ্টা জন্মিয়াছে। ইনকম টাক্স থাকুক, আর দশ প্রকার কর হউক, তাঁহারা প্রকারান্তরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার চেষ্টা হইতে কখনই বিরত হইবেন না। যদি আমাদিগের এ আশঙ্কা না থাকিত তাহা হইলে সভার প্রস্তাব অসঙ্গত হয় নাই, আমরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা কহিতে পারিতাম এই আশঙ্কা থাকাতেই আমাদিগের মতে ইনকম টাক্স উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে।

আর্য্যজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব।

স্ত্রীজাতির যত প্রকার গুণ আছে, সতীত্ব সকলের প্রধান; ইহাই স্ত্রীজাতির অকৃত্রিম অলঙ্কার। পুংস্ত্রীগণ ইহাকে পরম ধন জ্ঞান করিয়া ইহার গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কোন দেশে কোন জাতিতে কোন সমাজে ইহার অনাদর নাই। রোমে লুক্রিশিয়ার চরিত্র প্রসিদ্ধ আছে; বলপূর্ব্বক সতীত্ব ভঙ্গ করাতে এই রমণী আত্মহত্যা করেন। এতন্মূলক রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। অন্য অন্য দেশে ইহার সবিশেষ সম্মান আছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষ এ অংশে অন্য সমুদায় দেশকে জয় করিয়াছে। অন্য অন্য দেশে পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর গ্রহণের বিধি ও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তদ্দর্শনে বোধ হইতেছে, তদ্দেশবাসিদিগের সংস্কার এই, পতির জীবদ্দশায় তাঁহার অনুগত থাকিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিলেই পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রতিপালন করা হইল, তাহার পর পত্যন্তর গ্রহণে দোষ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা সে বিবেচনা করেন না। ইহাঁরা মনে করেন, পতি বিয়োগের পর স্ত্রী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে পতিব্রতা ধর্ম্মের হানি হইল। এই কারণে পতির মৃত্যুর পর পরাশর বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা অনাদরোপহত হইয়া রহিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যের যে বিধি দিয়াছেন, তাহাই এদেশে সাধারণে প্রচলিত। শাস্ত্রকারেরা এই বিবেচনা করিয়াছিলেন, পতির মৃত্যুর পর যদি পত্যন্তর গ্রহণের বিধি দেওয়া যায়, তাহা হইলে পতিব্রতা ধর্ম্ম আলগা হইয়া গেল। পতির লোকান্তর গমনের পর অন্য গতি নাই, যদি স্ত্রীলোকেরা ইহা জানিতে পারেন, পতিশুশ্রূষায় অধিকতর অনুরক্ত হইবেন, পতি যাহাতে দীর্ঘজীবী হন, সে চেষ্টা পাইবেন। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যের প্রাধান্য (১) স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য যে প্রকার কঠোর ব্রত (২) তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রমণীগণকে পত্যন্তর গ্রহণে বঞ্চিত করিয়া শাস্ত্রকারেরা এরূপ কঠোর ব্রতের যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নৃশংসতা ও অপরিণামদর্শিতাপ্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, এই কঠোর ব্রতের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। এদেশে বিবাহক্রিয়া পিতা মাতার মতেই হইয়া থাকে। কন্যা মনোমত পতি বরণ করিতে পারেন না। পুত্রও মনোমত স্ত্রীর পাণি গ্রহণে অধিকারী হন না। এ ব্যবস্থায় অযোগ্য সংযোগের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অযোগ্য সংযোগ স্থলে পতি বিনা গতি নাই। এ সংস্কার মঙ্গলকারক সন্দেহ নাই। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নারীগণ অযোগ্য কুরূপ

---

(১) মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। বিষ্ণুসংহিতা।

(২) তাম্বুলাভ্যঞ্জনঞ্চৈব কাংস্যপাত্রে চ ভোজনং। যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ। একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন। পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিং। গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ। তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুস্তিলকুশোদকৈঃ। কাশীখণ্ডং

নিজের পতিকে দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সুখী হইয়া কাল যাপন করিয়াছেন। মনের অনন্ত শক্তি বোধ করিয়া যে অজ্ঞান করা যায় তাহাই সুখকর হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল কুরূপের সহবাস করিলে এবং তাহার প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইলে কুরূপকে কুরূপ বলিয়া বোধ হয় না। মন সন্তুষ্ট থাকিলে কিছু তেই অসুখ অনুভবের কথা থাকে না। শাস্ত্রকারেরা বিধবার একাদশী প্রভৃতি উপবাস ও আহারাদির যে কঠোর বিধি করিয়া গিয়াছেন, তাহাও বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। বোধ হয়, বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে, স্ত্রী সকলেই প্রথমে ব্যথিত হইলেন, কিন্তু তিনি কোথাও ব্যথিত হন নাই। কেবল বিধবার ইন্দ্রিয় সতেজ হইয়া উঠিল। সতেজ ইন্দ্রিয়কে দমন করিবার পক্ষে কি সকল কথা? এক জন কবি কহিয়াছেন, বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি কেবল জল ও বৃক্ষের পতিত পত্র আহার করিয়া, উঁহারাও সুন্দরীর মুখ দর্শন করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর যাহারা উত্তম অন্ন ও ঘৃত দধি ভোজন করেন, তাহাদিগের ইন্দ্রিয় যদি দমনে থাকে, তাহা হইলে বিন্ধ্যপর্বত সাগর পার হইতে পারে (৩)। এ কথা অযথার্থ নয়। শাস্ত্রকারেরা এই সকল আলোচনা করিয়াই বিধবা নারীর কঠোর ব্রতের আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণ এই ব্রতের বহুবিপর্যয় ঘটিয়াছে, এক্ষণ ভোগ লালসা বলবতী হইয়াছে, এক্ষণ অনেক বিধবা আহারাদির কষ্ট স্বীকার করেন না। সুতরাং অনেক বিধবার চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে।

আমাদের মনু পরাশরাদি ঋষিরা যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন, পতি অনাচারী হউক, স্বেচ্ছাচারী হউক, নির্গুণ হউক, সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সতত দেবতার ন্যায় তাহার সেবা করে। স্ত্রীর স্বতন্ত্র যজ্ঞ নাই, ব্রত নাই ও উপবাস নাই। যে পতির যে সেবা করে, তাহাতেই তাহার স্বর্গ হয়। পতি জীবিত থাকুক আর লোকান্তর গত হউক, যে নারী স্ত্রী পতিলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখে, তাহার কোন প্রকার পতির অপ্রিয় কার্য্য করা উচিত নয়। সাধ্বী স্ত্রী পতির মৃত্যুর পর পুষ্পমূল ফল দ্বারা দেহ মাত্র নির্বাহ করিবে, পরপুরুষের নামও গ্রহণ করিবে না। পতি লোকান্তর গত হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে সাধ্বী নারী স্ত্রী পুত্রহীনা হইয়াও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। যে নারী মনে পতি ভিন্ন অন্য কাহাকে জানে না, বাক্যে পতি ভিন্ন অন্য কাহার কথা কয় না, দেহে পতি ভিন্ন অন্য কাহার সংস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী পতিলোক প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই সাধ্বী বলিয়া থাকেন (৪)।

স্ত্রীলোকেরাও যে এই উপদেশের অনুসরণ করেন, তাঁহারা পতিকেই যে দেবতা জ্ঞান করেন, তাহার ভূরি প্রমাণ আছে। রামচন্দ্র সীতাকে গৃহে রাখিয়া বনগমনে উদ্যত হইলে সীতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও বান্ধবগণ ইহলোকে ও পরলোকে স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া থাকেন, কেবল পতি পরায়ণা স্ত্রী পতির ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। অতএব তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সেই স্থানে যাইব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমা ব্যতি রেকে আমি স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি আমার নাথ, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গতি, তুমি আমার দেবতা, আমি তোমার সহিত যাইব এই আমার দৃঢ় নিশ্চয়। তুমি যদি দুর্গম কণ্টকিত বনে গমনে উদ্যত হইয়া থাক, আমি কুশকণ্টক মর্দ্দন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। পিতা পুত্র মাতা ও সুহৃদগণ ইঁহারা নারী স্ত্রীর গতি নন, কেবল এক পতিই পরম গতি। অট্টালিকা প্রাসাদ প্রভৃতি আশ্রয় অপেক্ষা তোমার চরণরূপ আশ্রয় আমার শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট (৫)।

এক দিন সত্যভামা দ্রৌপদীকে কহিলেন, দ্রৌপদি! তুমি কি করিয়া পাণ্ডবদিগকে বশ করিয়া রাখিয়াছ? পাণ্ডবেরা লোকপালতুল্য যুবা বীরপুরুষ, ইঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া আছেন, কখন তোমার উপরে কুপিত হন না, সর্ব্বদা তোমার মুখ চাহিয়া থাকেন, অতএব তুমি ইহার তত্ত্ব আমাকে বল। তোমার কি কোন তপস্যা ব্রত মন্ত্র ঔষধ অথবা বিদ্যা ও [illegible] আছে,

(৩) বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো [illegible] [illegible]

(৪) [illegible]

(৫) আর্য্যপুত্র [illegible]

[illegible]

উৎকৃষ্ট ... এমন ... করি না এবং কখন ... নিন্দা করি না (১)।

[illegible]

কিন্তু বিভাগের ... যে কলিকাতা ... হইতেছে। ... টাকা ... খরচ করিবেন। ... ১৮ কোটি টাকা; কিন্তু ... ১,৫২,৫ ... টাকা আছে। ... ১,১৮,৮২,০০০ টাকা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা ... নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

[illegible]

বিভাগের নিমিত্ত, ৬২,১০০ এবং মুদ্রণ কার্য্যের জন্য ১৩,০০০ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। এ দিকে পুলিসে ১,১৩৩০০ কোটা ৫১০০০ রেজিষ্টরি ৪৪,৩১৩, [illegible] ৬৭,০০০ এবং [illegible] বিভাগে ৪৬০১ টাকা ব্যয় কমান হইতেছে। রেজিষ্টরি বিভাগের ব্যয় কমাইবার উদ্দেশ্য এই, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ হইতে ৬০,০০০ টাকার অধিক আয় হইবে বিবেচনা করিয়া টাকা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। পুলিসের সবর্ডিনেট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দলের সংখ্যা [illegible] কমান হইবে। লোক্যাল বিভাগে [illegible] টাকা ব্যয় হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে প্রদেশ হইতে সমুদায় সাম্রাজ্যের [illegible] রাজস্ব আদায় হয়, তাহার প্রকৃত কল্যাণার্থে কি দেড় কোটি টাকা ব্যয় পর্য্যাপ্ত হইতে পারে? বজেটের হিসাবগুলির [illegible] বিভাগগুলির [illegible] নির্দ্দিষ্ট পৃথক পৃথক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। [illegible] দুই লক্ষ টাকা [illegible] হইয়াছে। কত টাকা প্রকৃত শাসন [illegible] আর কত টাকাই বা বিবিধ কার্য্যে ব্যয় হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। আবার কত সকল হইতে কত আয় হয়? [illegible] ফোর্ড, টোল প্রভৃতির আয় [illegible] করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই কেন? নিয়মবদ্ধ [illegible] শাসনকর্ত্তৃগণ [illegible] কাজ করিতে [illegible]। আমাদিগের আশা ছিল, প্রদেশীয় বজেটে [illegible] সাহেব বিস্তারিতরূপে হিসাব প্রকাশে সঙ্কুচিত হইবেন না এবং [illegible] রূপে হিসাব [illegible] অনুরোধ করিলেন যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোন [illegible] কোন বিষয়ে কত টাকা [illegible] কোন মুদ্রা হইতে কত টাকা আসিল ও কোন বিষয়ে কি ব্যয় হয়? যদি ব্যয় বৃদ্ধি বা কমান হয়, তাহাই বা কেন হয়? এ সমস্ত জানিবার উপায় নাই।

নূতন পুস্তক।

১। [illegible] কাব্য [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

দেশের গ্রাম্য বর্ণ [illegible] বর্ণন করা হইয়াছে। উহার রচনা প্রণালী বেশ সুন্দর, কবিতা গুলিও সেইরূপ কোমল মিষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১৩ ই চৈত্র সোমবার।

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক [illegible] [illegible] স্বীকার করিয়াছেন, [illegible] রাজা [illegible] [illegible] বিদ্যালয়ের উন্নতি [illegible] ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ৫০ টাকা [illegible] দান করিয়াছেন।

[illegible] বিদ্যালয়ের [illegible] শিক্ষক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানার্থ ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] উকিলকে নিযুক্ত করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পত্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পত্তি কোথায়? [illegible]

[illegible] ১৬ এ মার্চ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] মার্চ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বিনার্থ উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করা হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় না?

গত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যাত্রা করিবার কথা ছিল।

[illegible] গবর্ণমেণ্ট ৫৫ [illegible] [illegible] [illegible] কর্মচারিদিগকে [illegible] [illegible] যে নিয়ম করিয়াছেন, [illegible] [illegible] সেই নিয়ম অনুসারে আপনার কয়েক জন কর্মচারীকে [illegible] দিয়া বিদায় দিয়াছেন। [illegible] [illegible] না করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের অনুকরণ করা ক্রমে এতদ্দেশীয় [illegible] একটী রোগ দাঁড়াইতেছে।

বোম্বাইয়ে গত মহরম উপলক্ষে পাছে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া অনেকগুলি সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এবার মহরমে কলিকাতায় মুসলমানদিগকে লাঠি ও তল[illegible] খেলিতে দেওয়া হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের [illegible] ক্রমেই বলবতী হইয়া উঠিতেছে।

১৪ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

সম্প্রতি [illegible] অন্তর্গত [illegible] উপবিভাগের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] [illegible] সাহেবের নিকট একজন [illegible] [illegible] উপস্থিত হয়। [illegible] সাহেব [illegible] করিয়া ঐ ব্যক্তির [illegible] [illegible] সে [illegible] ঐ [illegible] হইবে কি না? [illegible] হইবে না শুনিবা-মাত্র সে ঐরূপ [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible] দিয়া তাহাকে [illegible] [illegible] করিল। [illegible] উহার হস্তে অস্ত্রাদি ছিল না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট উহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

[illegible] অব ইণ্ডিয়া লিখিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোলযোগ ঘটিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] করিতেছে। [illegible] [illegible] করিতেছে। তাহারা বলে, এ বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উক্ত স্থান [illegible] সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] ব্রিটিশ এজেণ্টকে বলিয়াছেন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন, তাহা হইলে [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] সৈন্য আনয়ন করিবেন।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের একজন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এ ব্যক্তি [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] করিয়া [illegible] থাকে। সমস্ত দিন [illegible] [illegible] মধ্যে উপাসনা করে। ইহার সঙ্গে ১১ জন চেলা আছে, উহারা রাত্রিকালে উহার [illegible] সাক্ষাৎ করে। [illegible] করিলে বলে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং সব লোকের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] শীঘ্র আগমন করিবেন। এ ব্যক্তির প্রতি পুলিশের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে [illegible] হইতে ৬৫০০০ টাকা মূল্যের ৫৭৯৪ গাঁইট তুলা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে।

১৫ ই চৈত্র বুধবার।

আমরা [illegible] অব ইণ্ডিয়া পাঠে অবগত হইলাম, লুধিয়ানার ডেপুটী কমিশনর [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিযুক্ত হন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] অব ইণ্ডিয়া [illegible] সাহেবের বিরুদ্ধে [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অব ইণ্ডিয়া [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] সাহেব বিনা বিচারে ৮৩ জন লোককে কামানে উড়াইয়া দিয়া[illegible], [illegible] [illegible] নিমিত্ত তাঁহার প্রতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অভিলাষ করিয়াছেন, এটী অবশ্য বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই।

পাটনার মৃত নবাব নাজির আলী খাঁর স্ত্রীকে মাসিক ২৫০ টাকা পেন্সন দিবার অনুমতি হইয়াছে।

নিয়ম হইয়াছে, ভারতবর্ষের রেলওয়ে মাত্রেই আরোহীরা নোট দিয়া টিকিট লইলে উহা যে কোন বিভাগের নোট হউক না কেন ষ্টেসন মাষ্টারদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শুনা যাইতেছে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি বীডন সাহেবের পদে এল, জনসন সাহেব নিযুক্ত হইবেন।

এবার মহরম উপলক্ষে ভারতবর্ষের কোন স্থানে কোনরূপ গোলযোগ হয় নাই।

ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেবের অনুপস্থিত কালে ডি, এম, বার্কার সাহেব রাজস্ব বিভাগে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ সেক্রেটারি হইবেন।

চন্দননগরে আর একটী ঘুরতি খেলা হইবার কথা হইতেছে।

শুনা যাইতেছে, চকর্দা ষ্টেসন সাহারিও হইতে মিরট বিভাগে যাইবে।

বীজনগ্রামের রাজা বারাণসীতে গঙ্গা পারাপার হইবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় তরি দান করিতেছেন। এখানি ষ্টেজ খাল দিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ঘন্টায় প্রায় ৫ ক্রোশ যাইতে পারে। স্থির হইয়াছে, ইহাতে ৩০ জনের অধিক লোক লওয়া হইবে না।

অমৃতসর হইতে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তত্রত্য প্রধান প্রধান শিখেরা কোকাদিগের কার্য্যের প্রতি ঘৃণা এবং আপনাদিগের রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া পঞ্জাবের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

১৬ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস বলেন, ১৮৫৭ অব্দের সেই বিখ্যাত বিদ্রোহী রঞ্জল সিংহকে ধরিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, ঐ ব্যক্তি মধ্য প্রদেশের এক পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়, কিন্তু এক্ষণে পলায়ন করিয়াছে।

হিন্দু রিফর্ম্মার লার্ড মেয়ের স্মরণার্থ প্রত্যেক জেলাতে অন্ততঃ প্রত্যেক শ্রেণি শ্রেণিতে এক একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব মন্দ নয় বটে, কিন্তু কেবল প্রস্তাব হইলেই কি হইবে।

কর্ণূল প্রদেশে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত ভয় হওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এক একটী ব্যাঘ্র বধের নিমিত্ত ৩০০ টাকা পুরস্কার দান ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, ৫০ জন ডাকাইত ভূমি ও সাতাপুরে ডাকাইতি প্রভৃতি করিয়া বেড়াইতেছে। পুলিস কি নিদ্রিত আছেন?

সম্প্রতি বরদার গুইকুমার যে লোকসংখ্যা করেন, তাহাতে বরদার অধিবাসীর সংখ্যা ১৩০০০০ স্থির হইয়াছে।

কোকাদিগের গুরু রামসিংহ ১৬ ই মার্চ্চ রেঙ্গুনে উপস্থিত হইয়াছেন।

গত ১১ ই চৈত্র অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা বেলেটোলা ব্যায়াম প্রদর্শনী সভার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন ও পারিতোষিক দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনুমান ৪॥ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

মেদিনীপুর হইতে একব্যক্তি লিখিয়াছেন, গত ২৪ এ মার্চ্চ মধ্যাহ্ন কালে স্কুল বাজার নামক ৺ রামগোবিন্দ বাবুর বাজারে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩॥ শত ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ১২।১৩ হাজার টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। ইনি আরো লিখিয়াছেন, গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন তত্রত্য আদালত প্রভৃতির কার্য্য প্রাতঃকালে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এবার সর্ব্বত্রই ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। আজিও চৈত্রমাসের শেষ হয় নাই, এখনই এমন গ্রীষ্ম হইয়াছে যে বেলা ৯।১০ টার পর আর ঘরের বাহির হওয়া যায় না।

বোম্বাইয়ে " আর্গস " নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হইবার কথা হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পারস্য ভাষায় লিখিত পুস্তক সকলের সংগ্রহার্থ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

বারুইপুরের জাতীয় হিন্দু মেলার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল বসু কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, মহারাণী স্বর্ণময়ী উক্ত মেলায় ৩০ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

১৭ ই চৈত্র শুক্রবার।

বোম্বাইর স্বাস্থ্য কমিশনর করাচি এবং হায়দ্রাবাদ পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

সম্প্রতি আলীপুর জেলে আর এক গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। যাহারা ইহার প্রধান উদ্যোগী তাহাদিগকে এক্ষণে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হইয়াছে।

১লা মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

১৮৭১—৭২ অব্দের প্রথম ১০ মাসের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭০—৭১ অব্দে সমুদায়ে ২৮১০৯৩০৩৮ টাকার এবং ১৮৭১-৭২ অব্দে ২৯১৫৪৮৭৫৬ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ৪৫৯১৭৩৫৭ টাকার ও ৫০২০০৩৯৪৩ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানি হয়। আমদানী শুল্কে ৩১৮৯৭১৮১ ও ৩৮১৭৮৪৪৪ টাকা এবং রপ্তানী শুল্কে ৪৫১৯১১৮ ও ৫০৩৪২৯৭ টাকা সংগৃহীত হয়।

সেদিন বর্দ্ধমানাধিপতির কালনাস্থ ভবনে দুটী সভা হইয়া গিয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলসের আরোগ্য নিবন্ধন উপাসনার্থ প্রথম সভার অধিবেশন হয়, দ্বিতীয় সভার অনুষ্ঠান লার্ড মেয়োর মৃত্যু জন্য শোক প্রকাশার্থ হয়। এই শেষোক্ত সভায় লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ " মেয় পুস্তকালয় " নামে একটী পুস্তকালয় স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব হয়।

১৮ ই চৈত্র শনিবার।

লার্ড উলিক ব্রাউন বেঙ্গল কাউন্সিলের একজন সভ্য হইয়াছেন। গ্রেহাম পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

সাওতাল পরগণা নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশ হইল বলিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐ প্রদেশে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

কলিকাতার উত্তর বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ডবলিউ কর্ণেল চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইয়াছেন।

সিয়ালদহ ও হাবড়ার ছোট আদালত আর এক জজের অধীনে থাকিতেছে না। শেষোক্ত বিচারালয় হুগলী ও শ্রীরামপুর ছোট আদালতের জজের অধীন হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
আদেশানুসারী
নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

১০ এ মার্চ্চ। ত্রিহুতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুন্সী ইশ্বরীপ্রসাদ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

১১ এ মার্চ্চ। এ, সি মেকারিচ যিনি সম্প্রতি ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, সিলেটে রহিলেন।

১৩ এ মার্চ্চ। আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সমলি যে কিছুদিনের জন্য বারাণসীর অহিফেন এজেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

সি, বি, গারেট বাহাদুর প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

ই, এম, হিলি ময়মনসিংহ উপবিভাগের আস্কুরাধারের সব রেজিষ্টার হইবেন।

প্রথম শ্রেণীর রেবেনিউ সর্ভের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন ই, ডবলিউ সাদারল্যান্ড ১৮৫৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে বাকারিগঞ্জে এবং সোহার উপার অন্তর্গত চৌকি পরগণার ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

২৬ এ মার্চ্চ। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, ই ক্রেফোর্ড মাহিমের সবডিবিজনের অন্তর্গত চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, হোয়াইট সাহেব পাটনার অন্তর্গত বহর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

চম্পারণের প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ধনেশচন্দ্র রায় কিছুদিনের জন্য সারণে রহিলেন।

ডবলিউ কারেল পূর্ণিয়ার প্রথম শ্রেণীর জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। কেবল কিছু দিনের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে উক্ত বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

বাবু দ্বারকানাথ রায় যিনি সম্প্রতি রাজসাহী বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছেন, বোগুড়ায় রহিলেন।

বাবু কালাচন্দ্র গাঙ্গুলি মেদিনীপুরের আস্কুরাধারের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

সি, সি, উড চট্টগ্রামের আস্কুরাধারের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

আর, পামর কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রামের আস্কুরাধারের বিশেষ সব রেজিষ্টারের প্রতিনিধি হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়ার
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি বিভাগ।

১৮ ই মার্চ্চ। আর, ভি কক্রেল ১৮৭০ অব্দের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে ভূমি গ্রহণ বিষয়ক আইনের ৩ ও ৪ ধারানুযায়ী মকদ্দমার বিচারার্থ হাবড়ার জজের কার্য্য করিবেন।

১৯ এ মার্চ্চ। ডবলিউ কর্ণেল (এম, এ) কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২০ এ মার্চ্চ। সি, পি এল, মেকলে কিছুদিনের জন্য চতুর্থ শ্রেণীস্থ বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

ভাগলপুরের সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এ, এস, লেথব্রিজ কিছুদিনের জন্য বিদায়ার্থী হিন্ন ভাগলপুরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, বি, লিয়েল্লুটি জামালপুরের একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

২১ এ মার্চ্চ। জে, জি চারলস কিছুদিনের জন্য কলিকাতার একজন প্রতিনিধি পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইবেন। ইনি আরো ১৮৫৯ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

২২ এ মার্চ্চ। বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল কিছুদিনের জন্য মুরশিদাবাদের সুবর্ডিনেট জজ এবং মুরশিদাবাদ ও বহরমপুরের কাণ্টোনমেণ্ট ছোট আদালতের জজের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের সুবর্ডিনেট জজের প্রতিনিধি হইবেন।

মৌলবী আবদুল আজিজ কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরের অন্তর্গত মোনঘিরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানার্থ সভার প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

২৬ এ মার্চ্চ। জে এ কলফিল্ড কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের প্রথম শ্রেণীস্থ ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু দীননাথ দাস কিছুদিনের জন্য মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতার মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কিছুদিনের জন্য ছাপরার সিবিল ষ্টেশনের চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

মৌলবী আহমহুল্লা কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব বাহাদুরের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র মজুমদার কিছুদিনের জন্য দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুরের মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু নীলমাধব সামন্ত কিছুদিনের জন্য মুরশিদাবাদের সদর মুন্সেফের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, বার্ণাড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। কমন্স সভাতে সার চার্লস ডিলকি কোর্টের আয় ব্যয়ের হিসাব দানের প্রস্তাব করেন। গ্লাডষ্টোন ইহার প্রতিবাদ করেন। ইহাতে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেকে সভা হইতে উঠিয়া যান। ২৭৬ জনের মতে ও ২ জনের অমতে উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে কমন্স সভাতে যে গোলযোগ হয়, এ, হার্কোর্ট সার চার্লস ডিলকির প্রস্তাবের সহায়তার জন্য ভিন করাতেই তাহা ঘটিয়াছে।

রুশীয়া সিবাষ্টোপলে পুনর্ব্বার নাবিক প্রস্তুত করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ২২ এ মার্চ্চ। ইণ্ডিয়া আফিস মৃত বিচারপতি নর্ম্মানের স্ত্রীকে ৫ হাজার টাকা পেন্সন প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ্চ। লর্ড চান্সেলর আগামী ১১ ই এপ্রেল একটী প্রধানতম আপীল আদালত স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিবেন।

লণ্ডন ও উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশ সমূহে ভয়ানক তুষার বর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

রাজ্ঞী জর্ম্মণিতে গিয়াছেন।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স পুত্র কলত্র সহিত নির্ব্বিঘ্নে রোমে উপস্থিত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ্চ। বজেট প্রকাশিত হইয়াছে, ১৮৭১ অব্দের মার্চ্চে যে বৎসরের শেষ হয় সেই বৎসরে ৭১৭১০০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। ৭৪৫০৩৫০০০০ টাকা আয় হইয়াছিল। ২৮১৫০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আগামী বৎসরে ৭১৩১৩০০০০০ ব্যয় ৭৪৯১৫০০০০ আয় এবং ৩৬০২০০০০০ টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ মার্চ্চ। গত কল্য সভাতে আয় ব্যয় বৃত্তান্ত আলোচনার সময় লো সাহেব বলিয়াছেন, ৮৫৯ অব্দ অবধি জাতিসাধারণ ঋণের ১২৭৪০০০০০ টাকা পরিশোধিত হইয়াছে।

অদ্য রাজ্ঞী ডার্বিসে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রাজ্ঞী প্যারিসে অপেক্ষা না করিয়া একবারে জর্মণীতে গমন করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ মার্চ্চ। পার্লিয়ামেন্টে গ্লাডষ্টোন সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাজকোষ হইতে দেওয়ানদের বৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে কি না? লোই সাহেব বলিয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে পত্রাদি দর্শন করেন নাই বলিয়া কিছু বলিতে পারেন না।

অদ্য সমুদায় বিদেশীয় মন্ত্রী বর্তমান বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি সকল যথানিয়ম পালন করিবার নিমিত্ত স্থির করেন।

লণ্ডন ২৫এ মার্চ্চ। কলিকাতা হইতে যে মেইল ১লা মার্চ্চ এবং বোম্বাই হইতে ৪ ঠা মার্চ্চ যাত্রা করে অদ্য তাহা লণ্ডনে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ্চ। পার্লিয়ামেন্ট ৪ ঠা এপ্রেল পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। রাজ্ঞী বেডেন বেডেনে উপনীত হইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! অদ্য শিক্ষা বিভাগের ব্যয় সংকোচ বিষয়ক প্রস্তাবটী আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল। আগামী বৎসরের আয় ব্যয় স্থির করিবার সময় অদূরবর্ত্তী হইয়াছে। সুতরাং এ প্রস্তাব এ সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিষয়ে যে ব্যয় ভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার কিয়দংশ কমান হইবে, ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে কার্য্য করিলে, এতন্নিবন্ধন শিক্ষা বিভাগের মূলে আঘাত না পড়ে, তাহার উপায় অবধারণ করা এখন বিবেচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, স্কুল ইনস্পেক্টরদের পদ তত প্রয়োজনীয় নহে। তাহা উঠাইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কেহ বা আবার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি অন্য দিকে পতিত হইতেছে। উহা নর্ম্মাল স্কুলগুলির দিকে প্রধাবিত হইল।

দ্বিবিধ নর্ম্মাল স্কুল আছে। প্রথম প্রকারের নর্ম্মাল স্কুলে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া যায়। অপর শ্রেণীর নর্ম্মালে অতি সামান্য সামান্য বিষয়ের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। এমন কি, এখানকার ছাত্রেরা ক্ষেত্র তত্ত্বের ১ ম অধ্যায়, লীলাবতী বনবাস প্রভৃতি পুস্তক ভিন্ন অধিকতর কঠিন বিষয়ে শিক্ষা প্রায়ই পায় না। এ ছাত্রদের অধ্যয়ন কাল এক বৎসর মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। এ স্কুল গুলির অন্যতর নাম গুরু ট্রেণিং স্কুল। উচ্চ শ্রেণীর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে যাহাদের অধ্যয়ন সম্পাদন হয়, প্রায়ই তাঁহারা মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদ পূরণ করিয়া থাকেন। নিম্ন শ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রেরা পূর্ব্বতন গুরুমহাশয়দিগের স্থলাভিষিক্ত হয়েন। সামান্য পল্লী গ্রামের পাঠশালাগুলি তাহাদের হস্তে অর্পিত হয়। মধ্য শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় তাদৃশ কঠিন নহে। ক্ষেত্রতত্ত্বের ১ ম অধ্যায়, সমগ্র পাটীগণিত লীলাবতী বনবাস বা চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উচ্চতম পাঠ্য বিষয় মধ্যে পরিগণিত হয়। অপর, পল্লীগ্রামের পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় অতি সামান্য থাকে। ১ ম ভাগ চারুপাঠের অধিক আর প্রায়ই অগ্রসর হয় না। এখন আমাদের প্রস্তাব এই:—

বাঙ্গলায় উভয়বিধ যতগুলি নর্ম্মাল বিদ্যালয় আছে, সমুদায়গুলি উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই বিদ্যালয় সমূহের ব্যয়ে শিক্ষাবিভাগের আয় অল্প পরিমাণে নিঃশেষিত হয় না। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ বিদ্যালয়গুলি না থাকিলে শিক্ষা বিভাগের কিছু মাত্র ক্ষতি হইবে না।

উপরি উক্ত তাবৎ বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নর্ম্মাল বিদ্যালয়গুলি তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে যে কার্য্যভার দেওয়া হয়, তাহা এখনকার কালেজ ও স্কুলের সুশিক্ষিত ছাত্রদের দ্বারা অনায়াসে ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। যে সময় পড়িয়াছে, প্রবেশিকা ও ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদ্বারা দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজী কর্ম্ম আর সকলের জুটিয়া উঠিতেছে না। এমন অবস্থায় পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে মধ্যম শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ে আহ্লাদপূর্ব্বক তাঁহারা প্রবেশ করিবেন। পারদর্শিতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, উক্ত শ্রেণীর নর্ম্মালের ছাত্রদের শিক্ষা হইতে ইহাদের শিক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বরং ইহাঁরা যে অধিকতর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিবেন, একথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইলে, পল্লীগ্রামের পাঠশালা গুলির কি দশা হইবে, এ চিন্তায় অনেককে ব্যাকুলিত করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহারা মধ্য শ্রেণীর বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষা, আর বর্ত্তমান গুরু ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, উভয়বিধ স্কুলের শিক্ষার বড় তারতম্য নাই। একরূপ বলিলেই হয়। তবে মধ্য শ্রেণীর পরিশ্রান্ত বয়স্ক ছাত্রেরা যে পল্লী গ্রামের পাঠশালাগুলির ভার গ্রহণে অক্ষম হইবে, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। এমন কি পল্লীগ্রামের পাঠশালায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অনেক লোক প্রবেশ করিবে।

১৫।৩।৭২   বনওয়ারী আবাদ প্রবাসিনঃ।

—◉—

মহাশয়! নাটাগোড়, হলদা, খড়দহ প্রভৃতি গ্রামের সন্নিহিত স্থানে বেবলি ও পঙ্কুয়া নামক বিলের মধ্যে একটী খাল এতৎ জলের পয়ঃপ্রণালী স্বরূপে আছে। ইহা দ্বারা যে, কেবল উক্ত গ্রাম ও তাহার সন্নিহিত স্থানের জল নির্গত হয় এমন নহে, বারাসত ও তদপেক্ষা দূরতর প্রদেশের জলও নিঃসৃত হয়। এই খালটী সংকীর্ণ ও রুদ্ধপ্রায় হওয়াতে যে এ প্রদেশের কি বিষম অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা এক বার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও তাহার কোন উপায় হইতেছে না। প্রজারা দিন দিন জ্বরভারে আক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ওদিকে দেশের স্বাস্থ্য ক্রমে নাশ হইতেছে।

এই খালটীর এক্ষণে যেরূপ অবস্থা হটি

[illegible] [illegible] সামান্য বায়ে কার্য্যোপযোগী [illegible] সম্ভাবনা নাই। অতএব এতদঞ্চলের [illegible] মহাশয়দিগের দ্বারা এই খালটীর [illegible] সংস্কার হইবার আশা নাই। [illegible] আমরা মাজুমদার [illegible] সর্ব্বে [illegible] প্রার্থনা করিতেছি যে, [illegible] কোন যুক্তি হয়, তবে [illegible] উপায় বিধান করিয়া [illegible] [illegible] রক্ষা করুন। যদি [illegible] [illegible] দ্বারা এখানে একটী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে [illegible] [illegible] হইবার সম্ভাবনা। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] বৃদ্ধি হয়। [illegible] [illegible] [illegible] পাইয়া যায়।

[illegible] [illegible]
[illegible] চৈত্র } [illegible]
১৭৯৩ শক [illegible]

কোন এক সময়ে দিনাজপুর প্রদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। উহার নানা স্থানে অতি প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং দুর্গ চিহ্ন দেখিয়া তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু কোন সময়ে কোন জাতির দ্বারা এই সকল [illegible] [illegible] [illegible] তাহা নিরাকৃত অসম্ভব। [illegible] সকল চৈত্রের ২০ মাইল [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যে পুনর্ভবা নদীতীরে [illegible] পুরাতন জঙ্গলক ও দুর্গাদি [illegible] [illegible] নামে রাজার রাজধানী [illegible] প্রধান আছে, তাহা সত্য হউক বা না হউক, উহা যে পূর্ব্বতন কোন রাজা [illegible] [illegible] [illegible] ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। [illegible] [illegible] বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে [illegible] [illegible]। উহার অনেক স্থান জঙ্গল [illegible] [illegible] প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া এখানে [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু অধিবাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দুর্বল, কষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া অনেক ভূমি অনাকৃষ্ট রহিয়াছে। অস্বাস্থ্য জল বায়ু আমাদের মতে, প্রচুর্য্যক্ত বর্ষা অঙ্গে জ্বর তোগাক্রান্ত না হয় এমন মনুষ্য এখানে অল্পই থাকিতে পারে।

এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ী। এ প্রদেশে মুসলমানের আধিক্যের কারণ কি তাহা সহজে বুঝা যায় না। দ্বিজাতি বা সৎশূদ্র এখানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতি অত্যল্প পরিমাণে যাহা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন, এখানে তাঁহাদের নিবাস সত্ত্বে পুরুষ অতিবাহিত হইয়া থাকিলেও তাঁহারা এখানকার অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। এখানে নবশাখ জাতিও এত অল্প যে তাহা আলোচনার যোগ্যই নহে। চাষি টৈকর্ত্তই এখানকার অধিবাসির মধ্যে প্রধান। কিন্তু হিন্দু মধ্যে পালিয়ার সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। পালিয়াগণ আপনাদের জাতি গৌরব রক্ষা জন্য বলিয়া থাকে তাহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরশুরামের ভয়ে পলাইয়া এই অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লয়, তদবধি উহারা হীন দশা প্রাপ্ত এবং "পলায়িত" বলিয়া "পালিয়া" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, তাহাদের আকৃতি "ককেসিয়ান" জাতির পরিচায়ক নহে, বরং ভুটান জাতির সহিত তাহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। উহাদিগকে রজক, নাপিত ও মেথরের [illegible] কায় ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায়েই প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। উহারা "[illegible]" এবং "বাবু" দুই শ্রেণীভুক্ত। [illegible] পালিয়া মদ্য ও শূকর মাংস ব্যবহার করে না, বাবুগণ তাহাতে অনুরক্ত। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উহাদিগকে কিঞ্চিৎ সবল বোধ হয়। এখানে কোচ জাতিও নিতান্ত অল্প নহে, কৃষি ও বেহারার ব্যবসায়ই উহাদের প্রধান উপজীবিকা। বিবাহ কালে সমস্ত [illegible] কন্যাপক্ষীয়গণ সমারোহ পূর্ব্বক পাত্রের কন্যাকে পাত্রের বাটী লইয়া গিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করে। সম্প্রতি [illegible] হইলে বর পাল্কি আরোহণে কন্যার আলয়ে গিয়া বিবাহ করার নিষেধ নাই। তাহাকে "চড়া বিয়ে" বলে। কাড়ী প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ সাধারণ ইতর জাতিও অল্প পরিমাণে আছে, তাহাদের আচরণ প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। পালিয়া প্রভৃতি ইতর জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রায় প্রচলিত নাই। রাজেন্দ্র, নাপিত, আন্দি নামক চাষি টৈকর্ত্ত, পালিয়া, কোচ ও অন্যান্য ইতর জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহও প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে টৈকর্ত্ত ব্যতীত অন্যান্য জাতি বিনাপরাধে পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে পারে। এরূপ স্ত্রীর অন্যের সঙ্গে বিবাহ (সেঙা) নিষিদ্ধ নহে। এই বিবাহে অথবা বিধবা বিবাহে কোন মন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না। এরূপ বিবাহ এখানে "কাইন" শব্দে অভিহিত হয়। পালিয়া কোচ প্রভৃতি ইতর জাতি এবং সামান্য অবস্থার মুসলমান ও টৈকর্ত্ত জাতির পুরুষদিগের কৌপীন হইতেই বস্ত্রের কার্য্য প্রায় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মাননীয়ের পরিচ্ছদ আরো অদ্ভুত, অনধিক চতুর্হস্ত পরিমিত ১ খানি চট মাত্র (আজানুলম্বিত রূপে) বক্ষস্থলে জড়াইয়া রাখে, এবং কখন কখন প্রয়োজন কালে চটখানি (আজ হইবার ভয়ে) উরুতে বাঁধিয়া জলে অবতরণ করে। এক্ষণে চটের পরিবর্ত্তে "মেখলা" ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু তাহা চটেরই অনুরূপ, [illegible] মধ্যে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত। [illegible] বাহিরে হইলে পুরুষগণ ১ খানি [illegible] [illegible] [illegible], শীতকালে সেই ধুতি [illegible] [illegible] [illegible] করে এবং স্ত্রীগণ [illegible] [illegible] ([illegible] [illegible]) ১ খানি [illegible] ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু শীতকাল ব্যতীত তাহা অন্য সময়ে প্রায় আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে মফস্বলে বস্ত্রের দোকান প্রায় ছিলনা; এক্ষণে অনেক স্থানে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে অনেকেই বিশেষতঃ সদর স্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানবাসিগণ ধুতি ও শাটী ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

এখানে অন্যতর যে একটি কুপ্রথা আছে,

তাহা স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি সংঘটন হইলে তৎপ্রদেশ মধ্যস্থ ভদ্রেতর স্ত্রীগণ রাত্রি কালে একত্রিত ও উলঙ্গিনী হইয়া ললাটে সিন্দূর বিলেপন ও হস্তে করবাল আদি ধারণপূর্ব্বক অশ্লীল গান এবং নৃত্য করিতে করিতে ভদ্রতর দেশে পথে পথে ভ্রমণ করে। তৎকালে কোন পুরুষ তাহারদের সম্মুখীন হইলে তাহার নিস্তার থাকে না। এই বীভৎস কাণ্ড সম্পাদন জন্য জমীদার অথবা তাহারদের কর্ম্মচারী এবং গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ উদ্যোগী হইয়া থাকেন এবং সেই সময়ে কোন পুরুষ গৃহ বহির্গত না হয় পূর্ব্বাহ্নে তজ্জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। এই লজ্জাকর ব্যাপারকে এখানে "হুদম দ্যাও" বলে।

কলিকাতা হইতে অতি দূরবর্ত্তী অথচ বাঙ্গলা দেশের প্রায় উত্তর সীমা এবং আর্য্যেতর জাতির বাসভূমি এই দিনাজপুর জেলার ভাষার সহিত বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষার যে বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এখানকার যতই উত্তরে বা পূর্ব্বে যাওয়া যায়, তত্রত্য অধিবাসিগণের কথা বার্ত্তা ততই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যখন উহারদের স্বদেশীয় লোক মধ্যে কথোপকথন হয়, তখন তাহা সহসা বাঙ্গলা ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। যাহা হউক সদর ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী গ্রামে যে যাত্রার সম্প্রদায় আছে, তাহারদের অভিনয় কালে অবশ্যই কথাবার্ত্তার কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধতার চেষ্টা করা হইয়া থাকিবে। এক্ষণে নমুনার জন্য তাহারদেরই বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। রাধিকার প্রতি দূতী বাক্য "সেনাই কচু আকাল পুতার সাত পাত করুসনা, যেমন পাৎ করু তেমনি এখন খোক্ ফুন ফুনা ঠুকেক"। *

এখানে বিদ্যাচর্চ্চা প্রায় ছিল না সম্প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গুণে বিদ্যালোক ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতেছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গলা প্রদেশীয় কৃত বিদ্য রাজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক

* সেনাই কচু—তখনই বলিয়াছিলাম। খোক ফুনফুনা ঠুকেক—যাতনা অনুভব কর।

সদর ষ্টেশন পরিশোভিত দৃষ্ট হয়, তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে অনেক শ্রেয়োসাধন ও কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে।

দিনাজপুরের রাজবংশ অতি প্রাচীন, ইঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশ সম্ভূত। বর্ত্তমান রাজ বংশের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ শুকদেব ঘোষ বীরভূম জেলার পূর্ব্ব প্রান্ত বর্ত্তী কুলাই নামক গ্রাম হইতে আসিয়া দৌহিত্র সম্বন্ধে মাতামহ ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এই প্রদেশে বসতি করেন, পরে দিল্লির বাদসাহের অনুগ্রহে রাজোপাধির সহিত এই জেলার প্রায় সমস্ত ভূমি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পৌত্র মহারাজ রামনাথ রায় দানশীলতা ও কীর্ত্তি দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের মনে সর্ব্বদা জাগরুক রহিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি নিচয়ের মধ্যে তৎ প্রতিষ্ঠিত (সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে সম্পাদিত) কান্তজী মোহন জী এবং গোপালজীর মন্দিরত্রয়ের চমৎকারিতার উপমার স্থল প্রায় দৃষ্ট হয় না। রামসাগর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর জলের স্বচ্ছতা আমি কখন বিস্মৃত হইব না। ইহার জলে একটি তৃণ মাত্রও নাই। যদিও মহারাজ রাধানাথ রায় বাহাদুরের সময়ে এই রাজ বংশের অবনতি সংঘটন হইয়াছে তথাচ এখানকার অন্য কেহই কোন বিষয়ে তদপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে রাণী শ্যামমোহিনী এই রাজবংশের অলঙ্কার স্বরূপা হইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য জামাতা বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহোদয়ের কার্য্যদক্ষতায় রাণীর যশো ন্যাতি দিন দিন আরো উজ্জ্বলতর আকার ধারণ করিতেছে। ইঁহার দানাদি কেবল হিন্দু শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়া কলাপে আবদ্ধ নহে, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় সংস্থাপন এবং সৎকার্য্যে সাহায্য দানও তাঁহার জীবনের সারভূত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার ছাত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন অতি প্রশংসার বিষয়। এই রাজ বংশের অন্যতর জ্ঞাতি "রায় সাহেব" বংশ ইহার পরেই আমারদের বর্ণনীয় হইয়াছেন, সম্প্রতি বিষয়ে ইঁহারা নিতান্ত হীন হয়েন। ইঁহারদের পুরুষানুক্রমে, বদান্যতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিগ্রহ সেবা অতিথি সেবা ইঁহারদের জীবনের সারকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এ কুলের বর্ত্তমান বংশধর রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব মহোদয় স্বদেশ কল্যাণকর কার্য্যে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছেন। বিদ্যা বিষয়ে ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে।

শ্রীঃ—

বিখ্যাত নামা ভারত সম্রাট আক্‌বরের গ্রন্থ লেখক প্রসিদ্ধ আবুল ফাজল কৃত আইন আকবরী গ্রন্থ ফ্রান্সিস গ্ল্যাড উইন সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হয়। সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গদেশের পুরাতন হিন্দু নৃপতিগণের নাম এবং কত কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। সম্প্রতি রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গ্রন্থাগারে ইহা প্রাপ্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মজুমদার মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সেই পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ সোমপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ করিতেছি।

কায়স্থ জাতীয় ভোজ গৌড়ীর বংশজাত নয় জন নৃপতি পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভোজ গৌর ৭৫; লাল সেন ৭০; রাজা মাধব ৫৭; সামন্ত ভোজ ৪৮; জীবৎ ৬০; পৃথু ৫২; গয়ার ৪৫; লক্ষণ ৫০; নন্দভোজ ৫৩ বৎসর।

কায়স্থ জাতীয় আদিত্যশূর বংশীয় একাদশ নৃপতি সাত শত চতুর্দ্দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আদিত্যশূর (বঙ্গ ভাষায় ইহার অপভ্রংশে "আদিশূর" সকলে বলিয়া থাকেন) ৭৫; যামিনী ভান ৭৩; অনিরুদ্ধ ৭৮; প্রতাপ রুদ্র ৬৫; ভবদত্ত ৬২; রঘুদেব ৬২; গিরিধর ৮০; পৃথ্বীধর ৬৮; সৃষ্টিধর ৫৮; প্রভাকর ৬৩, জয়ধর ২৩ বৎসর।

কায়স্থ জাতীয় পাল বংশীয় দশ জন নৃপতি ছয় শত অষ্ট নবতি বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ভূপাল ৫৫; ধীরপাল ৯৫; দেবপাল ৮৩;

ভূপতিপাল ৭০; ধনপতিপাল ৪৫; বিম্বপাল ৭৫, জয়পাল ১০; রাজপাল ১৮; ইঁহার ভাগ্না ভোগপাল ৫, ইঁহার পুত্র জগপাল ৭৪ বৎসর।

কায়স্থ জাতীয় সেন বংশীয় সপ্ত নৃপতি এক শত ছয় বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে শুকসেন ৩, বল্লাল সেন ৫০; লক্ষ্মণ সেন ৭ বৎসর।

বহু কালাবধি এতদ্দেশে এই প্রবাদ আছে যে, বঙ্গদেশে সেন বংশীয় রাজ কুল বৈদ্য জাতীয়, এবং সেই প্রবাদানুসারে ভারত ইতিহাস লেখক মার্শম্যান সাহেব তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, বৈদ্য জাতিতে বল্লাল সেন নামে কোন নৃপতি ছিলেন, কারণ ঐ জাতিতে সেন নামে একটি উপাধি আছে, তজ্জন্য অনেকে ইহাই অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে আইন আক্‌বরী গ্রন্থ প্রমাণে সেই পুরাতন সন্দেহের মূল ছেদ হইল। জনশ্রুতি আছে, শুকসেন, (ইঁহার অপর একটি নাম বিজয় সেন) শুক পক্ষ্যাকৃতি সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি আরোহণ করিতেন, সেই হেতু উপরি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। বল্লাল সেন (শুকসেনের পুত্র) গৌড় দেশাধিপতি ছিলেন। গৌড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, এবং সর্ব্বত্র বিখ্যাত কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করেন।

ইঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপাধিপতি ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, উপরি উক্ত নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, অতএব "বৌদ্ধ" শব্দের অপভ্রংশে বৈদ্য শব্দ আখ্যাত হইয়াছে।

মাধব সেন ১০; কেশব সেন ১৫; সদা সেন ১৮; নরজী ৩ বৎসর।

এক্ষণে ভারতের বা বঙ্গের ইতিহাস লেখক মহাশয়েরা বল্লাল সেনের পিতার নাম এবং সে জাতায়, তাহাও অবগত হইলেন এবং কিয়দ্দিবস অতীত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বল্লাল সেন কায়স্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতঃপর ইতিহাস লেখকদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অসম্পূর্ণ বিবরণ তুলিয়া দিয়া এই দুই প্রধান প্রমাণ সহিত মিলাইয়া গ্রন্থে প্রবেশিত করেন।

যাঁহার ঐ তালিকা প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা সভাবাজার নবকৃষ্ণ সেনের ষ্ট্রীটে ১১ নং ভবনে অনুসন্ধান করিলে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীঃ—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ২২ এ মার্চ্চ।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৬
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	৬

সন ১৮৭২ সালের ২৬ এ মার্চ্চ বহরমপুর গড় ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
		৩½

বহরমপুর ২৬ এ মার্চ্চ ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইক্স একজি কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন কুণ্ড—হাটখোলা		১৲
"	" সূর্য্যকুমার রায় ঢাকা বাইন বাজার	১০
"	" কালীকৃষ্ণ গোস্বামী মালিপোতা	১০
"	" চুনিলাল ঘোষ—উলুবেড়িয়া	১০
হরিমোহন ঘোষাল—বাত্রাপুর		১০
"	" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় রতন পুরা ছাপরা	২০
"	" গিরিশচন্দ্র রায়—দেওয়ান গঞ্জ	১০
"	" হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথ পুর	১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১৬ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৪॥০ টাকা; মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০৲ ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। নোট, হুণ্ডি, নরাক চিঠি, মনি অর্ডর, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট প্রেরণ না করেন, টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত হইবে না। মূল্য নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে কেহ সোমপ্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া এবং গ্রাম, জিলা ও আপনার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় নিকট হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। সময় অতীত হইলেও একমাস কাল প্রতীক্ষা করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ করা যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পঙক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর /১০ দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১৪ শ ভাগ। ২০ সংখ্যা।

"প্রবঞ্চনা প্রজ্ঞানিখিলায় পার্থিবঃ সংরক্ষনী স্খলিতমতী ন বীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক টাকা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১০ টাকা। অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫। টাকা। সন ১২৭৮। ২৭ এ চৈত্র। ইং ১৮৭২। ৮ ই এপ্রেল। মফস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০, দশ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭।০ ঘটিকার সময়ে হইবে এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ লা বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে ৬।০ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আগমনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথঠাকুর।
সম্পাদক।

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ খাঁন গত ১০ ই চৈত্র শুক্রবার অনুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৮ বৎসর, শরীর একহারা লম্বা উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, গোঁপ দাড়ি উঠিতেছে, মাথার চুল ছাঁটা সম্মুখের একটী দন্তের কিয়দংশ ভগ্ন আছে, পরিধান নীল পেড়ে ধুতি, যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

মেদিনীপুর নাড়াজোল রাজবাটী } শ্রীরামকমল খাঁন

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী মৌজে কুলিয়া গ্রাম নিবাসী ৺ শিবপ্রসাদ চৌধুরির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী, জাতিতে শূদ্র; আর তাহার সহিত শ্রীবরদাপদ রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ, এই দুই জনাতে রেলওয়ের গাড়ী যোগে পশ্চিম পলায়ন করিয়াছেন। তাহাদের বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৯। ২০ বৎসর; শূদ্র বালকটী গৌরবর্ণ, পরিধান বস্ত্র শুভ্র কুসুম পেড়ে। থাকিতে একটী কাটার চিহ্ন আছে; দাড়ি ও গোঁফের অল্প অল্প আবির্ভাব হইয়াছে, পায়ে কার্পেটের জুতা আছে। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নখ কুনির ক্ষত আছে,। এই বালক দ্বয়কে যিনি অনুসন্ধান করিয়া দিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।

ডাক্ যোগে কুলিয়া গ্রামে পত্র পাঠাইতে হইলে নিম্নলিখিতানুসারে লিখিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

১। কলিকাতা শিবপুরের চুনাহেবের উদ্যানে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মান্নার নিকট পত্র পাঠাইলে আমরা পাইব।

২। আর মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী দাসপুর পোষ্ট আফিস হইয়া ফরিদপুরের জমীদারির কাছারিতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরির নামে দিবেন তাহা হইলেও প্রাপ্ত হইব।

ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক বাঙ্গলা দর্শন আমার যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, সত্বরেই প্রকাশিত হইবে। গোতম সূত্র, কণাদসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র ও নব্যন্যায় দর্শন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক নানাবিধ পদার্থ নিরূপণ ও ঈশ্বর নিরূপণ, সৃষ্টি নিরূপণ ও আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয় ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইংরাজী রসায়ন শাস্ত্র অনুসারে পরমাণু প্রভৃতি মূর্ত্ত পদার্থের বিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে। ফলতঃ দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয় সমস্তই এই গ্রন্থে আছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস।

মনোরমা নাটক ১ টাকা

মদ্যপান ও গ্রাম্য জমীদারগণের অত্যাচার কতদূর ভয়ঙ্কর, তাহা প্রকাশ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্র কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

গুপ্ত যন্ত্রালয়।

২৪ নং মির্জাফর্স লেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর দ্বিতীয় গলি।

ছাপার কর্ম্ম উত্তম শীঘ্র এবং সুলভে। আবশ্যকমত মূল্যের কর্দ্দ ও ছাপার নিয়মাদি দেওয়া যাইবেক।

পুস্তকালয়।

গুপ্ত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত থাকে। সমুদয় অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুস্তকের ও মূল্যের তালিকা আবশ্যক মত দেওয়া যাইবেক।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

বাঙ্গালার ভার্য্যা মঙ্গল নাটক।

বাঙ্গালিদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার সুচীহ্

কারণ, কি উপায়ে উহা দূরীভূত হইতে পারে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্ম [illegible] বিতর্ক নাটকাকারে লিখিত। [illegible] বটতলা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের কলিকাতা ১৩ নং কর্ণওয়ালিস সংস্কৃত ডিপজিটরিতে, মুজাপুর অপার সারকিউলার রোড নং ৫৮। ৫ সিটিশ্ পবিদ্যারত্ন যত্নে এবং ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক বাবু রামমাণিক্য সিংহের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা, ডাকমাশুল ৵০ দুই আনা।

নূতন প্রকারের নূতন সাপ্তাহিক

নাম ।

ধাম ...... কলিকাতা, সিমুলিয়া ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

আকৃতি দুই অক্ষরে বড়েল ১৫ পৃষ্ঠা।

প্রকৃতি ......সাময়িক ও সংবাদ পত্রের মিশ্রভাবাপন্ন-উভ-বর্ণাক্রান্ত।

বিষয় ...... বাঙ্গালা গদ্য পদ্যময় রাজকীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক সাহিত্য ইত্যাদি।

মুখ্য উদ্দেশ্য... পুরাতনের বিরাগ ভক্ত ও নূতনে বিরক্ত, এই যে এক দল; আর পুরাতনে বিরাগ বিরক্ত ও নূতনের ভক্ত, এই যে অপর দল; অর্থাৎ পূর্ব্ব আচার ব্যবহারাদির রক্ষক ও উচ্ছেদক দলের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করা।

গৌণ উদ্দেশ্য... মনোরঞ্জন ও আমোদ উৎপাদনের সঙ্গে নীতি চর্চ্চা।

সময়... ... ... ১২৭৯ সালের প্রথম শনিবার হইতে প্রতি শনিবার প্রকাশ যাব।

মূল্য ... ... অগ্রিম বার্ষিক ৪ টাকা, ষাণ্মাসিক ২।০ টাকা, পশ্চাদ্দেয় ৪০ আট আনা। বিদেশে ডাক মাশুল

সম্পাদক ... একণ কার্য্যে নূতন নহে, অধিকন্তু পূর্ব্ব পরিচিত ও পূর্ব্বানুগৃহীত ব্যক্তি এবং কতিপয় সহৃদয় সাহিত্যিক মহাশয় পৃষ্ঠবল থাকিবেন।

গ্রাহকেরা, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত ঠিকানায় "[illegible]" শিরোনাম দিয়া পত্র পাঠাইবেন।

বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম বি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বঙ্গভাষায় বির চিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট [illegible]।

প্রাক্টিস্ অব্ মেডিসিন্ প্রথম খণ্ড মূল্য ১০ মাশুল ৷০ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০ মাশুল ৷৵। একত্রে দুই খণ্ড লইলে মূল্য ১৮ মাত্র ডাকমাশুল ১৵ আনা। মাতৃশিক্ষা ৬ মাশুল ।০ আনা। এনাটমি ৪।০ মাশুল ।৵ মাত্র।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহস্টেল } শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

—•—

শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, কর্ত্তৃক বেঙ্গল মেডিকাল্ জর্ণাল্।

যেটিব্ ডাক্তার এবং যাঁহারা মেডিকাল কালেজে শিক্ষা লাভ না করিয়া ডাক্তারি করিতেছেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতি বিধায়ক বেঙ্গল মেডিক্যাল জর্ণাল্ অর্থাৎ " চিকিৎসা দর্পণ " নামক মাসিক পত্রিকা বিগত বৈশাখ মাস হইতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আকার ৮ পেজি ফর্মার ৪০ পৃষ্ঠা, ডাক মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬, যাণ্মাসিক ৩।০ প্রতি সংখ্যা ৷৵০। চুঁচুড়ার সম্পাদকের নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্য।

৭৮ ৩ রা অগ্রহায়ণ }

—•—

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভাগবত তত্ত্ববোধিকা। প্রতি মাসে ৮০ পৃষ্ঠা পুস্তক। বঙ্গাক্ষরে মূল, টীকা ও অর্থ সহিত প্রকাশ হয়। মূল্য বার্ষিক ৬ টাকা পোষ্টেজ ৸০ আনা।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন
বহরমপুর
বাগডাঙ্গা

চণ্ডাকিরী ৷০, শিশু মানসিকাবলী ।৵১০ কুলীন কামিনী ৵০, সং পুং আলয়ে প্রাপ্য।

জগদ্বন্দ্যপ্রাণ মাতা বিদ্যাভক্তি ও জ্ঞান প্রিয়া বঙ্গবাসীদের মধ্যে যাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে জীবাত্মা ও সূর্য্য মণ্ডলাদির বৈরাজ পুরুষের সহিত তাঁহাদিগের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা অবগত হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখভোগের অধিকারী হইতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহারা আমাকে (পেড) পত্র লিখিলে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। পরমার্থ বিজ্ঞান রত্নাকর গ্রন্থে এতদ্বিষয় এবং দেহ তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ১ টাকা। মাশুল দুই আনা।

সন ১২৭৮ কার্ত্তিক } শ্রীকেশবচন্দ্র রায় কর্ম্মকার সহর শ্রীরামপুর

—১০—

রাণীগঞ্জ পটারি ওয়ার্ক।

যদি কাহার প্রস্তরনির্ম্মিত কোন প্রকার দ্রব্যের আবশ্যক হয়, আদেশ করিলেই উহা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইবে।

নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি অত্রস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

গ্লেজ করা প্রস্তরনির্ম্মিত পয়ঃপ্রণালীর পাইপ, এবং উহার নিমিত্ত সাইফন, জয়েন্ট ও বেণ্ড ইত্যাদি।

ইটালী দেশীয় ছাদের টাইল ইট। মেজিয়াতে বসাইবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ টাইল ইট।

ফায়ার ব্রিক।

ফায়ার ক্লে।

বাটীর নর্দ্দমা ও অন্যান্য যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত উপরি উক্ত গ্লেজকরা পাইপ, টাইল এবং ফায়ার ব্রিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত কোম্পানি ঐ সকল কার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

কলিকাতা ৭ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট } বরণ এণ্ড কোং

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গায় বাঁড়ুয্যে ব্রাদর কোম্পানির ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের দোকানে সংগ্রহীত ও সংপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।০ আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০ ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০ ঐ
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০ আনা

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১৭ এ চৈত্র সোমবার।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর্য্যজাতীয় ও ইউরোপীয় উভয়ে সোদর ভ্রাতা। অন্য ইউরোপীয়েরা হউন, না হউন, বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব ব্রাহ্মণদিগের যে সহোদর তাহার সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত এই ব্রাহ্মণেরা ভারতবর্ষজেতা, শূদ্রেরা বিজিত। শূদ্রেরা বিজিত বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে বেদবেদাঙ্গাদির আলোচনায় বঞ্চিত করিয়া আপনাদিগের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদিগের লেপ্টেনন্ট গবর্ণরও বিজিত ভারতবাসিদিগকে উদার শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বকার ব্রাহ্মণদিগের পরিচারক ছিল না, শূদ্রদিগকে পরিচারক করা হয়। বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের এপ্রকার পরিচারকের অভাব নাই, তাঁহাদিগের অল্প বেতনে বিষয় কর্ম্ম করিবার লোকের অসক্তি আছে, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সেই লোক প্রস্তুত করিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন।

আমরা কি বলিতেছি, বোধ হয়, পাঠকগণ এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমরা যে কথা বলিতেছি, তাহা এই, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর ক্রমে ক্রমে কালেজগুলি উঠাইতেছেন। কালেজগুলি উঠিয়াগেলে এদেশের লেখা পড়া এক প্রকার বন্ধ হইল, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যেকিছু লেখা পড়ার চর্চ্চা থাকিবে সে নাম মাত্র লেখা পড়া। তাহাতে লোকের মঙ্গল ও দেশের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাতে গবর্ণমেণ্টেরই কিছু লাভ হইবে, গবর্ণমেণ্ট সস্তা কর্ম্মচারী পাইবেন এই মাত্র। তবে যে সমস্ত প্রধান রাজপুরুষ স্বেচ্ছাচারিতা ভাল বাসেন, তাঁহারাই অধিকতর লাভবান হইবেন। এদেশের লোকে যত অধিক লেখা পড়া শিখিবে, ততই তাঁহাদিগের জ্বালা বাড়িবে। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিলে এদেশের শিক্ষিতেরা চীৎকার করিয়া উঠিবেন, পদে পদে প্রতিবাদ করিবেন এবং সেই প্রতিবাদ যাহাতে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হয়, সে চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইবেন না। পক্ষান্তরে এদেশের লোকে যদি লেখা পড়া না শিখে এ উৎপাত ঘটিবে না রাজপুরুষেরা অকণ্টকে রাজ্য করিতে পারিবেন। তাঁহারা যা ইচ্ছা তাই করিবেন, কেহ উচ্চ বাচ্য করিবে না, বোবা হইয়া সকলে তাঁহাদিগের অত্যাচার সহ্য করিবে, ইহা কি সামান্য সুখের বিষয়? এ প্রস্তাবটী দীর্ঘ করিয়া তুলা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। একটী কথা বলিয়া ইহার উপসংহার করা হইতেছে, লেপ্টেনন্ট গবর্ণর যেন একবার তাহাতে মনোযোগ দেন। প্রজা ও পুত্র মূর্খ হইলে রাজা ও পিতার যত অমঙ্গল হয়, সহৃদয় রাজা ও পিতা অনুক্ষণ তাহা অনুভব করিয়া থাকেন। লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব মূর্খ মুসলমানদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিলেন না? আমাদিগের অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপুরুষেরা বহুতর যত্ন করিয়া যে বৃক্ষটী বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন, ইনি এক আঘাতে তাহার সমূলে উন্মূলন করিলেন। এস্থলে একটী কৌতুকের কথা পাঠকগণের গোচর করিতে হইল। একদিকে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর কালেজগুলি উঠাইয়া দিয়া তলে তলে দেশের মাথা খাইতেছেন, ওদিকে সময়ে সময়ে মুখে বলিয়া থাকেন, তাঁহার তুল্য এদেশের উচ্চ শিক্ষার বন্ধু আর নাই। কি চমৎকার বন্ধুতা!! এরূপ আর দুই একটী বন্ধু পাইলে আমাদের আর ভাবনা থাকে না। এরূপ বন্ধুলাভ অল্পে হয় না, অনেক সহস্র বর্ষ তপস্যার ফল সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের দুর্নীতি।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্নেহের বশীভূত দুর্য্যোধনের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল রাজ্যের নয়, কুলেরও ক্ষয় হইল। অযোগ্য পাত্রে কার্য্যভার সমর্পণ করিলে প্রায়ই এইরূপ থাকে। এপ্রকার ঘটনা হওয়া অযুক্ত নয়। এ ঘটনা না হইলে নীতিশাস্ত্রের অবমাননা হয়। আমাদিগের মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী কয়জন দুর্য্যোধনের হস্তে রাজ্যভার দিয়াছেন। বোধ হয় এইবার রাজ্যটী হারাইলেন। আমরা মহাভারত ও কাব্যাদি গ্রন্থে দুর্য্যোধনের প্রজাপালন বৃত্তান্তের প্রশংসা শুনিতে পাই, কিন্তু তাঁহার রাজনীতি ভীরুতা ও পক্ষপাতিতা দূষিত ছিল, এই নিমিত্ত তিনি সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আত্মার প্রতি বিজাতীয় পক্ষপাত ছিল, তন্নিবন্ধন তিনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের অংশদানে কোন ক্রমে সম্মত হন নাই, অথচ পাণ্ডবদিগকে শঙ্কা করিতেন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের রাজনীতিও ভীরুতা ও পক্ষপাতিতাদূষিত হইয়াছে। মুসলমানেরা সম্প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। শুনিলাম, তাহাতে ভীত হইয়া কোন প্রধান

রাজপুরুষ মুসলমানদিগের চিত্তরঞ্জনার্থ চাটুকারিতা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারিদিগকে অপ্রকাশভাবে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, হিন্দুদিগকে না দিয়া মুসলমানদিগকে কর্ম দেওয়া আবশ্যক। অধীনস্থ কর্মচারিরা এই আদেশ পাইয়া কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন? তাঁহারা কি উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া কর্ম দিবার অবসর পাইবেন? বোধ কর, একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান এক কর্ম প্রার্থী হইয়া যুগপৎ উপস্থিত হইলেন, হিন্দু বিদ্যা বুদ্ধি কার্যদক্ষতা প্রভৃতি গুণে মুসলমান অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, মুসলমান তাঁহার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। যাঁহার হাতে কর্ম আছে, তিনি কি মুসলমানকে না দিয়া অধিকতর উপযুক্ত বোধে হিন্দুকে সেই কর্মটী দিতে সাহসী হইবেন? যদি দেন, তাঁহাকে নিঃসংশয় কালাপাহাড়ের কোপে পড়িতে হইবে; তখন তাঁহার নাক কাণ থাকা ভার হইবে। আমরা উপরে দুর্যোধনের উপমা দিলাম বটে; কিন্তু উপমাটী সুসঙ্গত হইল না। বর্তমান রাজপুরুষদিগের ভীরুতা ও পক্ষপাতিতা অধিকতর অনর্থের হেতু হইবে সন্দেহ নাই। দুর্যোধনের প্রজার প্রতি পক্ষপাত ছিল না। একজন কবি তাঁহার বিচার কার্যের এই প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন যে, তিনি নিজ পুত্রেরও অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধানে পরাঙ্মুখ হইতেন না। আমাদিগের রাজপুরুষদিগের প্রজাগত পক্ষপাত ও কাপুরুষতা প্রকাশ হইতেছে। ইহা যে বিষময় ফল প্রসব করিবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?

একজন প্রজাকে কোলে করা আর একজন প্রজাকে পিঠে করা কি রাজার ধর্ম? ইহাই কি উদার ব্রিটিশ রাজনীতি? যে রাজ্যে এ প্রকার দূষিত রাজনীতি প্রবর্তিত হয়, সে রাজ্য কি স্থায়ী হয়? দোষের পুরস্কার গুণের দণ্ড কোন সভ্য রাজ্যে প্রবর্তিত হইতে ত কখন শুনি নাই। আমরা আর্যজাতির প্রণীত অনেক শাস্ত্র দেখিলাম, কিন্তু তাহার কোন স্থানেই এ প্রকার ব্যবস্থা দেখি নাই। গুণেরই পুরস্কার করা হইবে বলিয়া এতদিন যে সকল ঘোষণা করা হইল, সে সকল কোথায় গেল? উল্লিখিত আজ্ঞার অনুরূপ কার্য হইলে কি হিন্দুদিগের উৎসাহ ভঙ্গ হইবে না? তাঁহারা গুণের পুরস্কার হইবে এই লোভে এতদিন যেমন অনুরাগ সহকারে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এখন কি তাঁহাদিগের তেমনি অনুরাগ থাকিবে? তাঁহারা যদি ভগ্নোৎসাহ হন, কাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষা হইবে? ইংরাজ জাতির বিদ্যাদান যশ কোথায় থাকিবে? প্রধান রাজপুরুষেরা যদি মুসলমানদিগের ভয়ে হিন্দুদিগের প্রতি অন্যায় করেন, তবে শোচনীয় অনর্থের কি সূত্রপাত হইবে না? মুসলমানেরা কি ক্রমেই গর্বিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিবেন না? রাজপুরুষেরা কি তাঁহাদিগের আবদারের শান্তি করিতে পারিবেন? পক্ষান্তরে হিন্দুরা যখন দেখিবেন, ভালমানুষ বলি- । তাঁহাদিগের অন্ন দেন না, তখন যে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইবেন না, একথা কে বলিতে পারে?

উপসংহার কালে আমরা উল্লিখিত দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুরুষদিগকে সৎপরামর্শ দিতেছি, অবিলম্বে এ দুর্নীতি পরিত্যাগ করুন, প্রজাকে বশে রাখিবার এ উপায় নয়। যে প্রজার যে অংশে মনোবেদনা আছে, তাহার শান্তি করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু পক্ষপাত ব্যবহার করিয়া শান্তি করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নয়। তাহাতে বিপরীত ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

শাসনপ্রণালীর অবলম্বন।

কাম্বেল সাহেব অনেক লীলা খেলা করিলেন। আমরা বিষম সঙ্কটে পড়িলাম, তাঁহার মনের ভাব ও কার্যের গতি বুঝা ভার হইয়া উঠিল। একদিকে তিনি এক পয়সা বাঁচাইবার নিমিত্ত মারা মারি করিতেছেন, ওদিকে টাকার শ্রাদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। তাঁহার এ অব্যবস্থিত ভাবের কারণ কি তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া লোককে চমৎকৃত করা কি ইহার কারণ? কাম্বেল সাহেব নূতন প্রকার উপবিভাগ করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার প্রসঙ্গ করাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

১৮৬৯।৭০ অব্দের রেবেনিউ বোর্ডের রিপোর্ট উপলক্ষে বলা হয়, বঙ্গদেশের মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের বিভাগীয় কর্মচারিদিগের ন্যায় লোকের অবস্থা জানেন না। তাঁহাদিগকে এত কাজ করিতে হয় এবং তাঁহারা এত শীঘ্র শীঘ্র বদলী হন, যে লোকের অবস্থা জানিবার তাঁহাদের অবসর হয় না। এ ভিন্ন এক আর এক অসুবিধা আছে, অন্য অন্য প্রদেশে তহশীলদার, মামলতদার প্রভৃতি কর্মচারিগণ মাজিষ্ট্রেট ও উপবিভাগীয় কর্মচারিদিগকে শাসন সম্বন্ধে সাহায্য করেন; বঙ্গদেশে তাহা নাই। এখানকার মাজিষ্ট্রেটদিগকে অনেক স্থলে কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া শাসন কার্য করিতে হয়। উপবিভাগ হওয়াতে গত ১৫ বৎসরের মধ্যে শাসন কার্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন, শাসন অপেক্ষা বিচার কার্যের সুবিধাই অধিক দেখা যাইতেছে। শাসন সম্বন্ধে উপবিভাগীয় কর্মচারিগণের অধীনস্থ কোন কর্মচারী নাই, এটী একটী অভাব। শাসন

সংক্রান্ত অধিক সুবিধার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লোকের জীবন ও সম্পত্তি এবং রাজবংশের ক্ষমতা রক্ষাকে যদি শাসন বলে, বঙ্গদেশে তাহার অভাব নাই। এ সম্বন্ধে কোন উৎকর্ষের প্রয়োজন নাই। স্থানে স্থানে মহকুমা হইয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হওয়াতে এ কার্য্যটী সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে।

উপবিভাগগুলিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হইবে। প্রথম শ্রেণীর উপবিভাগে নিম্নলিখিত নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে;—

১ সব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট	১৫০ টাকা
১ কাননগুই ও সরবেয়র	৫০ ঐ
৪ জন চাপরাশী ৮ টাকা করিয়া	৩২ ঐ
৬ জন চাপরাশী ৬ টাকা করিয়া	৩৬ ঐ

দ্বিতীয় শ্রেণি।

১ সব ডেপুটি	১০০ টাকা
১ নিম্নতর কাননগুই	২৫ ঐ
২ জন চাপরাশী ৮ টাকা করিয়া	১৬ ঐ
৪ জন চাপরাশী ৬ টাকা করিয়া	২৪ ঐ

তৃতীয় শ্রেণী।

১ কাননগুই	৫০ টাকা
২ জন চাপরাশী ৮ টাকা করিয়া	১৬ ঐ
২ জন চাপরাশী ৬ টাকা করিয়া	১২ ঐ

ইহার নিমিত্ত বার্ষিক ২,০২,০৯২ টাকা ব্যয় হইবে।

কাম্বেল সাহেব বলেন, উকীল শ্রেণি হইতে মুন্সেফ মনোনীত হন, কিন্তু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের নিয়োগের পূর্ব্বে স্ব স্ব কার্য্য শিখিবার কোন সুযোগ থাকে না। যাঁহারা বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়াই কার্য্য করেন, তাঁহাদিগের উপরে তাঁহার বিশ্বাস নাই। তাঁহার কৃত নূতন নিয়মানুসারে যে সকল লোক সম্প্রতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উপরেও তাঁহার বিশ্বাস অল্প। তিনি তন্নিমিত্ত একটী পৃথক অচিহ্নিত সিবিল সর্ব্বিস স্থাপিত করিতেছেন। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ কাননগুই ও সব ডেপুটির কাজ করিতে হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তহশিলদারদিগের যে কাজ ইঁহারাও তাহা করিবেন। ক্রমশঃ এই সকল লোক কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিলে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

মহকুমা বৃদ্ধি হইয়া স্থানে স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হওয়াতে প্রথমতঃ এপ্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজনই দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা ভাল লেখা পড়া শিখিয়াছেন, এমন কোন ভদ্র লোক ৫০ টাকায় কাননগুইয়ের কাজ করিতে যাইবেন? যদি ভাল লোক না গেলেন, শাসনপ্রণালীকে অধঃপাতে দেওয়া হইল। টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া এ প্রকারে উজ্জ্বল শাসন প্রণালীকে অধঃপাতে দেওয়া কাম্বেল সাহেব ভিন্ন অন্য হইতে হয় না। তৃতীয়তঃ, তিনি নব্য কৃতবিদ্য অপেক্ষা সেকেলে অল্পের অর্দ্ধ শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত করিবার আভাস দিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার চক্ষুঃশূল, ইহার মধ্যে আবার কৃতবিদ্যদলকে তিনি শত্রুভাবে দর্শন করেন। তিনি বিহারে উপযুক্ত লোক না পাইলে রুড়কী প্রভৃতি স্থান হইতে কর্ম্মচারী আনিবেন তথাপি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন না। এই সকল কারণেই আমরা উপরে কহিলাম, কেবল টাকার শ্রাদ্ধ হইবে কিছুই কাজ হইবে না। কেবল এ কাজ কেন? কাম্বেল সাহেব যে প্রকার অস্থির, তাঁহা হইতে কোন কাজই হইবে না। ঈশ্বর তাঁহাকে কিছু বুদ্ধি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অস্থিরতা দোষে তাহা বিফল হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি আজিমগঞ্জ ব্রাঞ্চ রেলওয়ে ভারত গবর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। নলহাটী রেলওয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এ লাইন লইয়া সেরূপ হইতে হইবে না। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট ঐ লাইন স্বহস্তে গ্রহণ করাতে আমাদিগের বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই হইতেছে যে, এক্ষণে আরোহিদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত হইবে। এই লাইনের আরোহিদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া লাইনে গমনে যেরূপ অসুবিধা ও ক্লেশ ঘটে, তাহা একবার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে যে কিছু পরিবর্ত্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আশানুরূপ সুবিধা হয় নাই। অসুবিধার কথা আর অধিক কি বলা যাইবে, এখনও আজিমগঞ্জ হইতে কলিকাতাভিমুখে বা জামালপুরাভিমুখে যাইতে হইলে বেলা ২ টার সময়ে নলহাটিতে আসিয়া কলিকাতা যাইবার জন্য রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে যাইবার জন্য রাত্রি ২ টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়!! এই ৮ ঘণ্টা ও ১০ ঘণ্টা কাল অনর্থক কাটাইতে লোকের যে কিরূপ ক্ষতি ও ক্লেশ বোধ হয়, তাহা আর লিখিবারই প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেমন আজিমগঞ্জ লাইনটী ক্রয় করিয়া লইলেন, তেমনি উহার আরোহিদিগের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গাড়ীতে গমনাগমন বিষয়ে যে বৃথা সময়ক্ষেপ ও তজ্জন্য অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান করেন।

আকাল।

নিপীড়িত লোকদিগের রক্ষার্থ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারা যায়, নিপীড়িত

দরিদ্রদিগের প্রতি ক্রমশঃ সুবিচারের দ্বার রুদ্ধ হইতেছে। কয়েক বৎসরাবধি গবর্ণমেণ্ট যতদূর সাধ্য আপীলের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদিগের এই একটী কুসংস্কার জন্মিয়াছে যে, এতদ্দেশীয়েরা মকদ্দমা এত ভাল বাসেন যে, পরাজয় হইবে নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেও ভাগ্যের উপরে নির্ভর করিয়া আপীল করিয়া থাকেন। এই কারণে খাস আপীল প্রায় গ্রাহ্য হয় না। এই কারণে কর্জ্জ ও চুক্তি সম্বন্ধে ৫০০ টাকার নীচের মকদ্দমার একটী মাত্র আপীলের বিধি রাখা হইয়াছে। ছোট আদালতের পক্ষে সে বিধিও নাই। গবর্ণমেণ্টের যখন যে সংস্কার হয়, তখন তাহার পরিবর্ত্ত করা নিতান্ত দুরূহ হয়। এতদ্দেশীয়দিগের দেশ শাসন সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই। সর্ব্বসাধারণে যদি আবেদন করিয়া ও সংবাদ পত্রে লিখিয়া আত্ম দুঃখ নিবেদন করেন, তাহাতে বিশ্বাস করা হয় না। শাসনকর্ত্তারা ইউরোপীয় ও বিচারপতিদিগের (যাঁহাদিগের নামে অভিযোগ করা হয়) কথাই গ্রাহ্য করেন। তাঁহারা কি জানেন না যে, সকল আদালতেই ইউরোপীয়দিগের মকদ্দমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়? কাপ্তেনের খানসামা ও একজন সামান্য দৈনিক আফিসরের মকদ্দমা যদি এক দিনে উপস্থিত হয় এবং উভয়েই যদি এই প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার মকদ্দমার বিচার অগ্রে হয়, বিচারালয় ইউরোপীয়ের অনুরোধই রক্ষা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এদেশে ইউরোপীয়ের সংখ্যা অল্প, সুতরাং মকদ্দমাও অধিক হয় না। ফলতঃ প্রকৃত কষ্ট এতদ্দেশীয়দিগের, বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের। এক ব্যক্তি সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধকালে আপন ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের উপায় স্বরূপ ৫০০০ টাকা মূল্যের একটী সম্পত্তি করিলেন। একজন অত্যাচারকারী তাহা কাড়িয়া লইল। মকদ্দমা হইল; একজন সদরআলা ধনী অত্যাচারকারির বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলেন। আপীল হইল, যে সাক্ষির বাক্যে অধঃস্থ জজ বিশ্বাস করিয়াছিলেন, জজ তাহা অবিশ্বাস করিয়া এক আজ্ঞা রহিত করিলেন। হতভাগ্য নিপীড়িত ব্যক্তির এক আইনের উপরে যদি কোন তর্ক থাকে, তাহা হইলেই প্রধানতম বিচারালয় হস্তক্ষেপ করিবেন, নচেৎ তিনি চিরকালের জন্য গেলেন। ভুরি পরিমাণে এই প্রকার অবিচার হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই, সামান্য খত কর্জ্জা মকদ্দমায় অধিক পরিমাণে অবিচার হইয়া থাকে। মুন্সেফেরা পরিশ্রম করিয়া বিচার করেন, তাঁহাদিগের নিকটে অর্থি প্রত্যর্থির তাদৃশ কষ্ট হয় না, উভয়দিগের প্রকৃত কষ্ট আপীল আদালতে আরম্ভ হয়। প্রত্যর্থিকে যে নোটিস দেওয়া হয় তাহাতে যে দিন লিখিত থাকে কখন সে দিনে বিচার হয় না। অর্থি ও প্রত্যর্থী উভয়কেই সর্ব্বদা আদালতে আসিতে হয়। কবে মকদ্দমা উঠিবে তাহা কাহার সাধ্য বলেন। একটী দিন অবধারিত থাকিলে উকীলেরা প্রস্তুত থাকিয়া মক্কেলের পক্ষে যতদূর সম্ভব বলিতে পারেন। যেখানে কাগজ দেখিয়া বিচার, সেখানে পূর্ব্বে প্রস্তুত না থাকিলে কোন কাজ হয় না। কিন্তু দিন স্থির না থাকাতে পূর্ব্বে প্রস্তুত থাকা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। জজদিগের অন্য কোন কাজ না থাকিলে আপীল শুনিতে বসেন। হঠাৎ মকদ্দমা উঠিল, হয় ত উকীল তখন অন্যত্র আছেন। এপ্রকার ঘটনা হইলে বিচারপতির বড়ই আনন্দ হয়, কারণ মকদ্দমা খারিজ করিতে পারিলে আর পরিশ্রম করিতে হয় না। উকীল যদি উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও সুবিচার হইবার সম্ভাবনা অত্যল্প। তিনি পূর্ব্বে নথি দেখিয়াছিলেন। সকল কথা স্মরণ নাই, তখনই তাঁহাকে কাগজ দেখিতে হইল। এ অবস্থায় সুবিচারের সম্ভাবনা কি? বিশেষতঃ আপীলের প্রথম বিচারকদিগের আজ্ঞার আর আপীল নাই; তাঁহারা যাহা মনে করেন তাহাই হয়। যাঁহারা মানব স্বভাবের দীনতা দর্শন করিতে চান, আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, খত কর্জ্জা মকদ্দমার আপীল শ্রবণের সময়ে অধঃস্থ জজদিগের অবস্থা দর্শন করুন। একটী খত কর্জ্জের আপীল উঠিল, খত খানি তিন বৎসরের বলিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু দেখিলে বোধ হয় যেন দুই মাস লেখা হইয়াছে। লেখক লিখিবার সময়ে যে ভাঁজ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। সাক্ষিগণ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক, প্রত্যর্থী বলিল, তাহার সহিত অর্থীর বিবাদ আছে। নিম্ন আদালত এই সকল কারণে বাদির নালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। জজও এই আজ্ঞা প্রবল রাখিলেন। তখন বিচারপতির মন ভাল আছে, সুবিচারও হইল। দ্বিতীয় আপীল উপস্থিত। খতের কাগজের পূর্ব্ববৎ অবস্থা, সাক্ষীও পূর্ব্ববৎ। সাক্ষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যর্থীকে আদালতে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু জজ তখন গরম হইয়াছেন। কোন আপত্তিই শুনিলেন না। হতভাগ্য প্রত্যর্থীর বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিলেন। এক আসনে বসিয়া এই প্রকার পরস্পর বিরোধী আজ্ঞা সর্ব্বদা হইয়া থাকে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, এই সকল মকদ্দমার অন্ততঃ তৃতীয়াংশে সম্পূর্ণ অবিচার হয়; কিন্তু জজের কৃত বিচারের যদি আপীলের বিধি থাকিত, কদাচ এরূপ ঘটিত না।

—:০:—

নিম্ন শ্রেণীর উকীলদিগের প্রার্থনা।

১৮৬৫ অব্দের ২০ আইনের ৪ ধারানু-

নুসারে হাইকোর্ট নিয়ম করিয়াছেন, যে সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, এবং কোন কালেজে রীতিমত সম্পূর্ণ আইনের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই, তাঁহারা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। উক্ত আইনের ৬ ধারানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করেন, উহার চতুর্থ নিয়মে আছে, এই পরীক্ষা ইংরাজী ভাষায় দিতে হইবে। সম্প্রতি মুন্সেফ আদালতের নিম্ন শ্রেণীর কতকগুলি উকীল এই দুটী নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতার হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্রের একখণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পড়িয়া দেখিলাম, আবেদনকারিগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, সেগুলি অসঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে উচ্চতর শ্রেণীর উকীলদিগের তুল্যকক্ষ হইতে পারিলেও এই দুটী নিয়ম থাকাতে তাঁহারা পরীক্ষা দিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা পুস্তকগুলি যদি ইহাঁদিগের ভালরূপ পড়া থাকে এবং বহুদিন ওকালতি করিয়া আইন বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে, ইংরাজী ভাষা জানেন না এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন নাই বলিয়া ইহাঁদিগকে উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা দানের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই। ইহাতে কেবল যে এই সকল লোকের প্রতি অবিচার করা হইতেছে এরূপ নয়, বাঙ্গলা ভাষার প্রতিও লোকের বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া যদি কোন কাজ না হইল, ইহাতে যদি কোন লাভ না হইল, কেন লোকে ইহা শিক্ষা করিবেন? সুতরাং এ নিয়মটী বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি পক্ষে মহান্ অন্তরায় হইবে।

১৮৬৪ অব্দের ২ রা জুন হাইকোর্ট এই আজ্ঞা দেন যে, হাইকোর্টের অধীনে যত মফস্বল আদালত আছে, তথায় উকীলের বক্তৃতা ও দরখাস্ত প্রভৃতি তাবৎ কার্য্য তত্তদ্দেশীয় ভাষায় সমাহিত হইবে। ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত এই নিয়ম ছিল। এক্ষণে এই নিয়মের লোপ করা হইয়াছে। কি কারণে এই নিয়মটী উঠিয়া গেল আমরা বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বে মফস্বল আদালতের যে অবস্থা ছিল এক্ষণে সেই অবস্থার কি এরূপ কোন পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে উচ্চতর শ্রেণীর উকীলের ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকিলে কাজ চলিতে পারে না? কৈ আমরা ত মফস্বল আদালতের অবয়বগত এরূপ কোন পরিবর্ত্ত দেখিতে পাই না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিয়মটী অব্যাহত থাকিলে নিম্ন শ্রেণীর উকীলদিগের প্রতি নিতান্ত অন্যায় করা হয়। ইহাঁরা যেরূপ নিয়মের প্রার্থনা করিতেছেন, সেটী অসঙ্গত নয় এবং তাহা করিলে কিছুমাত্র অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত বহুল পরিমাণে ইষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা। তাঁহারা বলেন, যে আদালতের উকীল তত্রত্য বিচারপতি যদি তাঁহাকে একখানি পারদর্শিতার প্রশংসাপত্র দেন, তিনি উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে পারিবেন, এইরূপ নিয়ম হউক। আমরা এ নিয়মে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করি না। এক্ষণে হাইকোর্ট ১৮৬৫ অব্দের ২০ আইনের ৪ ধারানুসারী নিয়মগুলির সংশোধন করিয়া যাহাতে ইহাঁরা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা দানে সমর্থ হন, এরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া দেন, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা ও অনুরোধ। ইহাঁদিগের উক্ত পরীক্ষা দানের পথ এককালে রুদ্ধ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না।

শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টর ও মিরর সম্পাদক।

আমাদিগের শিক্ষা বিষয় লইয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর জর্জ কাম্বেল সাহেবের সহিত শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টর আটকিন্সন্ সাহেবের বিবাদ চলিয়াছে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কালেজগুলি উঠাইয়া এদেশকে প্রকারান্তরে মূর্খ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন, আটকিন্সন সাহেব সে মতে অনুমোদন করিতেছেন না। ইহাই বিবাদের কারণ। আটকিন্সন সাহেবের মন অতি সরল, সরলভাবে কাজ করাই তাঁহার অভিপ্রেত। পূর্ব্বকার রাজপুরুষেরা এদেশীয়দিগের বিদ্যাদান বিষয়ে ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অন্যথা হইয়া ব্রিটিশ জাতির অনৌদার্য্য প্রকাশ গৌরব হ্রাস ও দুর্নাম হয়, আটকিন্সন সাহেবের এ ইচ্ছা নয়। উহার বিদ্যাদান দ্বারা এ দেশকে ক্রমে অধিকতর উন্নত করিয়া তুলেন, আটকিন্সন সাহেবের এই আন্তরিক ইচ্ছা। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা ইহার বিপরীত। এইরূপ পরস্পর ইচ্ছা ও মতভেদ হওয়াতে বিবাদ হইতেছে। কে ভাল কে মন্দ, কাহার দোষ কাহার গুণ, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, মিরর সম্পাদক মহোদয় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের গোচর করিবার নিমিত্ত আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। মিরর সম্পাদক বলেন, ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেবকে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য। মিরর সম্পাদক বিষম ক্ষেপিয়াছেন, আটকিন্সন সাহেব যদি ভাল চান ও আমাদিগের পরামর্শ শুনেন, এই বেলা সরিয়া পড়ুন। মিররের রাগ সামান্য রাগ নয়, এ রাগের কারণও সামান্য নয়। আটকিন্সন সাহেব কি মনে করিতেছেন ব্রাহ্ম স্ত্রী বিদ্যালয়ে তিনি সাহায্য দান করেন নাই বলিয়া

মিরর সম্পাদক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন? তাহা নয়, তাঁহার মন তত নীচ নয়। আমরা যে প্রকার রাগ দেখিতেছি, ইহার একটী অতি গূঢ় মহৎ কারণ থাকিবে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, যে কারণ থাকুক, আটকিন্সন সাহেবের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তব্য। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এতদিন একলা ছিলেন, এখন মিরর সম্পাদককে পাইয়া দুই জন হইলেন, এখন আর রক্ষা নাই। উদ্দেশ্য ভিন্ন হউক, দুই জনের স্বার্থ একরূপ হইয়াছে। এদেশের লোকে অধিক লেখা পড়া না শিখে এটী দুই জনেরই অভীষ্ট। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর স্বেচ্ছাচারিতা বড় ভাল বাসেন; এদেশের লোকে অধিক লেখা পড়া শিখিলে উহার ব্যাঘাত জন্মিবে, না শিখিলে তিনি যা মনে করিবেন অবাধে তাই করিতে পারিবেন। মিরর সম্পাদক অদ্ভুত ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এদেশের সমুদায় লোকে তাহা গ্রহণ করেন, এটী তাঁহার অভীষ্ট। কিন্তু দেশের লোকে যদি অধিক লেখা পড়া শিখেন, সে অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়; মূর্খের দল যত বাড়িবে, ততই তাঁহার লাভ। অধিক লেখা পড়া শিখিয়া যাঁহার চোখ কাণ ফুটিয়াছে, তিনি সে মুখো হন না। আটকিন্সন সাহেব সেই চোখ কাণ ফুটাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, অতএব তাঁহার উপর মিরর সম্পাদকের কোপ না জন্মিবে কেন? তাঁহাকে শত্রু জ্ঞান না হইবে কেন? তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে না কহিবেনই বা কেন?

উপসংহার কালে মিরর সম্পাদককে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি যেন ক্রুদ্ধ না হন, কৃপা করিয়া উত্তর দেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশের সমুদায় লোকের ইচ্ছা এই, আটকিন্সন সাহেব পদচ্যুত হন। এস্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহার দলভুক্ত কয়জন অকালকুষ্মাণ্ড দেশের সমুদায় লোক, না, আর কেহ আছে?

অদ্য আমরা আহ্লাদসহকারে একটী সদনুষ্ঠান বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গত ১ লা এপ্রেল কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমি বাটিতে একটী নূতন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। শিল্প সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা প্রদানই ইহার উদ্দেশ্য। সোম ও বুধবার অপরাহ্ণ ৪॥ সাড়ে চারিটা অবধি ৬ টা পর্য্যন্ত চিত্র ও গঠন কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহার বেতন আট আনা। মঙ্গল ও শুক্রবার অপরাহ্ণ ৭ হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত শিক্ষা হইবে, ইহার বেতন এক টাকা এবং বৃহস্পতি ও শনিবার অপরাহ্ণ ৫ হইতে ৬॥ সাড়ে ছয় টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম শিক্ষা হইবে, ইহার বেতন আট আনা। এ ভিন্ন নীতি শিক্ষা দেওয়াও হইবে। যে অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, যদি সুচারুরূপে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কোন ব্যাঘাত না জন্মে, ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হইবে।

---

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুরের জমীদার বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী স্বীয় উদ্যান মধ্যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ডাক্তারি ও বাঙ্গলা উভয়বিধ চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। প্রতি দিন বহুসংখ্য রোগী আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। ইহা দ্বারা সন্নিহিত গ্রাম সমূহের দীন দরিদ্রদিগের বিলক্ষণ উপকার হইতেছে। চিকিৎসকের বেতন ও ঔষধাদিতে রাজেন্দ্র বাবুর অল্প ব্যয় হয় না। জমীদারেরা বৃথা আমোদ প্রমোদে কাল হরণ ও অর্থনাশ না করিয়া যদি এই সকল সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, অর্থেরও সার্থকতা হয় তাঁহারাও যথার্থ যশোভাগী হইতে পারেন

নূতন পুস্তক।

১। বিক্টোরিয়া পঞ্জিকা ও বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি। সন ১২৭৯ ইং ১৮৭২।৭৩। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল নন্দী ইহার সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। পঞ্জিকার সহিত বাঙ্গলা ডাইরেক্টরি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে। পঞ্জিকা অংশে পঞ্জিকার জ্ঞাতব্য তাবৎ বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, এবং বাঙ্গলা ডাইরেক্টরিতে বিষয়কর্ম্মোপযোগী ও অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া দেওয়াতে এখানি সর্ব্বপ্রকার লোকের পক্ষে উপকারী হইয়াছে।

২। বে এবং শাহা কোম্পানির ১২৭৯ সালের বাঙ্গলা নূতন পঞ্জিকা। ইহাতে পঞ্জিকার জ্ঞাতব্য তাবৎ বিষয় আছে। তদ্ভিন্ন ষ্টাম্পের আইন টেলিগ্রাফ ও ডাক মাশুলের নিয়ম এবং রেলওয়ের ভাড়ার নিয়ম প্রভৃতি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহার সংশোধন ক্রিয়াও উত্তম হইয়াছে।

৩। কবিতা মঞ্জরী। হুগলী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত শিশু শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র দত্ত ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ছোট ছোট বালকদিগের শিক্ষোপযোগী কতকগুলি বিষয় অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

৪। পদ্যমালা। শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী ইহার প্রণেতা। ইহাতে শরৎকাল বিজন ভিখারিণী প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় নানা ছন্দে লিখিত হইয়াছে। কবিতাগুলি সরল ও সরস হইয়াছে।

৫। মেঘদূত কাব্য। এখানি মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি নন্দী এই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা অমিত্রাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। পদ্যগুলি অমিত্রাক্ষর বটে, কিন্তু নিতান্ত নীরস হয় নাই।

৬। চপলিনী। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এটী একটী আখ্যায়িকা। এটী নানা অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূরিত। বঙ্কিম বাবুর কাব্য লিখন প্রণালীর অনুকরণ করিয়া ইহার

রচনা কার্য্য সমাধা করা হইয়াছে। পদ্যটীই যে কেবল হৃদয়গ্রাহী এরূপ নয়, রচনাটীও তদ্রূপ হইয়াছে।

৭। জামাই বারিক। প্রহসন। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ইহার রচয়িতা। জামাই বারিকের ইতিবৃত্তটী অতি কৌতুকাবহ। ঘর জামাই ও বহু বিবাহকারীর দুর্দ্দশার বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধু বাবু নদের চাঁদকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পঞ্চম জামাইর রামায়ণ পাঠ এবং ষষ্ঠ জামাইর পিরের গান অতি মনোহর হইয়াছে। স্বামী লইয়া দুই সতীনের কলহটী বিলক্ষণ সরস হইয়াছে। তবে কিছু বাড়া বাড়ি হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ এ চৈত্র সোমবার।

দক্ষিণ বারাসত বঙ্গবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বসু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, উক্ত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ বর্দ্ধমানাধিপতি ১০০ মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০ রাণী শরৎসুন্দরী ১০ এবং [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র ২৫ টাকা দান করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, ১৮৭৩ অব্দে ৪৮০০০ সিন্দুক আফিঙ্গের অধিক বিক্রয় করিবেন না।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন, ডিউক অব আর্গাইল আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

আলাহাবাদে লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনার্থ যে এক সভা হয়, ঐ সভা কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত ৪০৬৭ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট পাবনা নর্ম্মাল স্কুলটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ এ পর্য্যন্ত ৩৭০০০ টাকা মাত্র চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। ২৪ জনে এই চাঁদা দিয়াছেন। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে ২৪ জন মাত্র এই মহোপকারী বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, এটী অল্প বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই।

গত ফরাসী যুদ্ধ অবধি পারিসের লোক সংখ্যা ৩০০০০০ কমিয়া গিয়াছে।

একখানি ফরাসী সংবাদ পত্র লিখিয়াছেন, কর্ম্মীরদিগের ষড়যন্ত্র হইতেই লার্ড মেয় হত হইয়াছেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, ১৮৭১ অব্দের ১ লা জানুয়ারি অবধি ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত গ্রেট ব্রিটেনে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৮৩৫ পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে ৩৫৪৭ নূতন পুস্তক এবং ১২৮৮ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

জনশ্রুতি এই, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর একজন জুনিয়র সিবিলিয়ানকে কলিকাতার পোষ্ট মাষ্টারের পদ দিবার মানস করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত কবিতা কলাপ উপহার পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী ১০ এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

বহু বিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী রচয়িতা কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ লিখিয়াছেন, উক্ত পুস্তক উপহার পাইয়া রাণী শরৎসুন্দরী তাঁহাকে ১০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, সেদিন বাঙ্কুড়ার সন্নিহিত রাজগ্রামে একটী আশ্চর্য্য জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। একব্যক্তি একটী বালুকাপূর্ণ মৃণ্ময় কলসের মুখ উত্তম রূপে বদ্ধ করিয়া উহা একটী স্ত্রীলোকের মস্তকে দিয়া রাজগ্রামে যায়। তথাকার এক বস্ত্র বিক্রেতার দোকান হইতে কতকগুলি কাপড় লইয়া তথায় ঐ কলস ও স্ত্রীলোকটীকে রাখিয়া ছল করিয়া প্রস্থান করে। দোকানদারের কাপড়গুলি গেল, স্ত্রীলোকটী মজুরী পাইল না, জুয়াচোরের কোন সন্ধান হইল না।

লার্ড নর্থব্রুক ১৬ এ মার্চ মার্সেলিস্ হইতে সুয়েজের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

হাসপাতাল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল রোজ সাহেব বার্ষিক ৫৫১০ টাকা পেন্সন লইয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন।

গ্লাসগো নামক যে জাহাজে লার্ড মেয়োর মৃতদেহ যাইতেছিল, উহা ১৮ এ মার্চ সন্ধ্যাকালে সুয়েজে উপনীত হইয়াছে। লেডি মেয় শনিবার ব্রিণ্ডিসির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির লোক সংখ্যা সার্দ্ধ তিন কোটি স্থির হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৪০ লক্ষের অধিক লোক বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় রাজস্ব কমিটির নিকটে সাক্ষ্য দান কালে জেনরল পিয়র্স ফসেট সাহেবকে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের ধনাগার হইতে যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারীর বেতন দেওয়া হয়, তাঁহাদিগের চতুর্থাংশ বিদায় লইয়া থাকে বলিয়াছিলেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে জাহাজ বোঝাই হইবার জন্য ১১০ গাঁইট তুলা আসিলে। গাইট গুলি খুলিয়া দেখাতে উহার মধ্যে প্রায় ৩৮৪ মণ বালুকা পাওয়া যায়। এটী একটী নূতন জুয়াচুরি।

পোর্ট ব্লেয়ার হইতে মান্দ্রাজ আথিনিয়মে একজন লিখিয়াছেন, গত ৫ ই মার্চ বাইপার দ্বীপের দুইজন কয়েদির ফাঁসী হয়। এক জন একখানি কুঠার দ্বারা একজন কর্ম্মচারীর মস্তকচ্ছেদনের এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি একজন ইউরোপীয় ওবরসিয়রকে এক লৌহদণ্ড দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা পায়।

গত ২৫ এ মার্চ পারস্য হইতে যে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে অবগত হওয়া গেল, এক্ষণে আর আহারাভাবে লোকের কষ্ট হইতেছে না। যাহারা পরিশ্রম করিতে সক্ষম তাহাদিগকে কাজ দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ ও অনাথদিগকে অন্ন ও অর্থ দান করা হইতেছে। এক্ষণে ফণ্ডে যে টাকা আছে, তদ্দ্বারা আর ২ মাস চলিতে পারিবে। খোরাসান কাজরূন্ এবং সিরাজের অবস্থা সন্তোষজনক।

একখানি সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে, সংবাদপত্রকে লাইবেলের দায় হইতে [illegible] করিবার জন্য লণ্ডনে একটী সভা [illegible]তেছে। আমাদের যথার্থ মত প্রকাশের ও

আচার সংশোধন এবং যে সকল লোক স্বার্থ বা ভয় প্রদর্শনার্থ অন্যায়রূপে সংবাদ পত্রের প্রতি আক্রমণ করেন, সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই সভার উদ্দেশ্য।

কাঠিওয়াড়ের কোন কোন স্থানে এই রীতি আছে, পুত্র কন্যার বিবাহে অনেক ব্যয় করিতে হয়, অনেকে তাহা পারিয়া উঠে না বলিয়া সকলে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া এককালে শত শত ব্যক্তির বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন করে। সম্প্রতি রাজকোটের নিকটস্থ এক পল্লীর এক বিবাহ সভায় ১ হাজার বর কন্যা উপস্থিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সংখ্যা ১৫০০০ হই য়াছিল।

২১ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি গবর্ণর নীলগিরিতে গমন করিয়াছেন। এবার মান্দ্রাজে ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে। গ্রীষ্ম না হইলে কি পর্ব্বত বিহারে ব্যস্ত থাকিতেন?

গত জানুয়ারি মাসের মধ্যে পঞ্জাবের ১৭০৫২৪৫ অধিবাসীর মধ্যে ২৪১০৫ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে ১৪২১ এবং জ্বরেতে ১৫১৮৪ লোকের মৃত্যু হয়।

গত মাসে মান্দ্রাজে ২৬১১০২৪ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী এবং ২৯১৬৮১২ টাকার বাণিজ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়।

ডাক্তর. এচ রাইলণ্ড সুন্দরবনের কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

গত সোমবার প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকার সময় যে ঝড় হয়, ঐ সময়ে গঙ্গায় একখানি নৌকা জলমগ্ন হয়। ১১ জন জলমগ্ন ব্যক্তির মধ্যে ১০ জন রক্ষা পায়, একটী এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোককে আর পাওয়া যায় নাই।

মার্চ মাসের মধ্যে ১৫৩৬৮ লোক ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গমন করেন। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে ১৩৫৩৪ পুরুষ ও ১৪১১ স্ত্রীলোক এবং ইউরোপীয়ের মধ্যে ৩১৮ পুরুষ এবং ৯৭ জন স্ত্রীলোক গমন করেন।

কানিঙ্গহাম সাহেব মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির আডবোকেট জেনরল হইয়াছেন, এই সংবাদে তত্রত্য সংবাদ পত্রসমূহ বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছেন। কানিঙ্গহাম সাহেব মন্দ বিদ্বান নহেন।

২২ এ চৈত্র বুধবার।

লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন যে রূপ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিবেচনার্থ গত বুধবার লাহোরে এক সভা হইবার কথা ছিল।

গত রবিবার বৈকালে দারজিলিঙ্গে ঝড় হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ডেপুটী এজেন্ট এবং এজেন্সি বোর্ডের মেম্বর নিকলস ডিকেন্সন সাহেব গত কল্য ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

গত ২৭ এ মার্চ্চ একজন এতদ্দেশীয় পূর্ব্বভারতবর্ষীয় রেলওয়ের আকবরপুর ষ্টেসনের নিকটে এবং আর একজন মানকর ষ্টেসনের নিকটে শকটচক্রে পতিত হইয়া হত হইয়াছে।

অধুনাতন যুবরাজের পুত্র প্রিন্স জেমস্ বার্লিনে সৈন্য বিভাগের কার্য্য শিখিতেছেন। যুবরাজ স্বয়ং কম্মোদের কার্য্য উত্তমরূপ জানেন।

মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকেরা একটী শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ২১ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

প্রধানতম গবর্ণমেন্ট মান্দ্রাজের হাইকোর্টের জজদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক্ষণে তথায় যে কয়েকজন জজ আছেন, উহাদিগের সংখ্যা কমান যাইতে পারে কি না? এই সকল বিষয়েই আমাদিগের গবর্ণমেন্ট সাধ্যানুসারে টানিয়া বুনিবার চেষ্টা পান, কিন্তু অন্য বিষয়ে সহস্র অপব্যয় হইতেছে, সেদিকে তাহাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হয় না।

দিল্লী গেজেট বলেন, লণ্ডন নগরে দিবা রাত্রির মধ্যে প্রতি ৮ মিনিটে একজনের মৃত্যু হয় এবং প্রতি ৫ মিনিটে এক জনের জন্ম হয়। ১৮৫১ অব্দ অবধি উক্ত নগরের লোক সংখ্যা ৮০০০০০ বৃদ্ধি হইয়াছে।

সম্প্রতি কাঁদির সন্নিহিত রূপপুর নামক গ্রামে একটী শিশু হত্যা হইয়া গিয়াছে। উহার গাত্রে সামান্যরূপ কতকগুলি অলঙ্কার ছিল, সেই অলঙ্কারের লোভে প্রতিবেশিনী এক বেশ্যা উহাকে হত্যা করে।

হিন্দুরঞ্জিকার নাটোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, নাটোরের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রপুর গ্রামে এক ব্যক্তির তিনটী সন্তান জ্বর ও প্লীহা রোগে কষ্ট পায়। একজন হাতুড়িয়া বৈদ্য উহাদিগকে একরূপ বিষাক্ত ঔষধ ভক্ষণ করায় সে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনটীই প্রাণ ত্যাগ করে। উহাদিগের মৃতদেহ তত্রত্য ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া কলিকাতার মেডিকল কালেজে প্রেরিত হইয়াছে। হাতুড়িয়া বৈদ্য কর্ত্তৃক এইরূপ মনুষ্য হত্যার কি নিবারণ হইবে না?

২৩ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

লার্ড মেয়োর মৃত্যু নিবন্ধন শোক প্রকাশ করিয়া আমীর সিয়ার আলি লার্ড নেপিয়রকে এক পত্র লিখিয়াছেন। মৃত রাজ প্রতিনিধির সদ্গুণের উল্লেখ করিয়া আমীর লিখিয়াছেন, যদি আফগানস্থানে কোন গোলযোগ না থাকিত তাঁহার ইচ্ছা ছিল লার্ড মেয়োর কার্য্যকাল শেষ হইলে তিনি তাঁহার সহিত ইউরোপ দর্শনার্থ গমন করিবেন, কিন্তু জগদীশ্বর তাহা করিতে দিলেন না।

গত ৩০ এ মার্চ্চ শনিবার বারাশতের বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্যালয়টী কয়েক বৎসরের পর পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। প্রথমে বেথুন সাহেবের সাহায্যে বারাশতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিন্তু তখন লোকের কুসংস্কার এত প্রবল ছিল যে, বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যকারিদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যাঁহারা পূর্ব্বে বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই আবার এক্ষণে এই বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতেছেন।

পরমিটের কতকগুলি নিম্নতর কর্ম্মচারির দ্বারা অনেক জুয়াচুরি হইয়া থাকে। ইহাতে বণিকদিগকে সর্ব্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কলিকাতার কষ্টম কালেক্টর ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন।

আলীপুরের জেল পূর্ব্বে সকল জেলের আদর্শ স্বরূপ ছিল। কিন্তু ডাক্তার নিকের আগমনাবধি মধ্যে মধ্যে নানা গোলযোগ হইতেছে। ইনি প্রেসিডেন্সি জেলে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বসাধারণে অনেকবার ইহাঁর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আলীপুরেও তাঁহা দ্বারা কাজ হইতেছে না। এ ব্যক্তিকে আর জেলের অধ্যক্ষতা করিতে দেওয়া উচিত হয় না।

নেপালের যুবরাজের একটী পুত্র হওয়াতে কাটমুণ্ডে অনেক উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজা যাবদীয় কর্ম্মচারিকে দুই মাসের বেতন পুরস্কার দিয়াছেন।

হাবিলাণ্ড বর্ক সাহেব ভারতবর্ষের এক জন প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার প্রশ্নানুসারে সম্প্রতি ইংলণ্ডের সৈনিক মন্ত্রী কার্ডওয়েল সাহেব মহাসভায় বলিয়াছেন, রুশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের যখন যুদ্ধ হয়, তখন ভারতবর্ষে ২৪৩০৫ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈনিক

ছিল। ইহাদিগের মধ্যে ক্রিমিয়াতে ১১৪৭ প্রেরণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে ১২৮১ জনকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমরা বরাবর বলিতেছি, এদেশে ৪০,০০০ ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৫০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য রাখিলে হয়। কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিক সৈন্য রাখিবার কারণ এই, তাহা না হইলে ইংলণ্ডের রাজস্ব মন্ত্রী উদ্বৃত্ত টাকা দেখাইতে পারেন না।

টিকবোরন্ মকদ্দমার বিচারের সময়ে আটর্নি জেনরল সর জন কোলরিজ ২৬ দিন পর্য্যন্ত যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা সংগ্রহ করিলে মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রথম দুই খণ্ডের ন্যায় একখানি পুস্তক হইতে পারে। সম্ভবতঃ এত দীর্ঘ কাল কোন ব্যক্তি এক বিষয়ে বক্তৃতা করেন নাই। হেষ্টিংসের বিচারের সময়ে বর্ক শেরিডান ও ফক্সের বক্তৃতা একত্রিত করিলে এত দীর্ঘ হয় কি না সন্দেহ।

২৪ এ চৈত্র শুক্রবার।

মজীলপুরের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কতকগুলি প্রকাশার্থ লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত দর্পণ নামক পুস্তক উপহার পাইয়া রাণী শরৎ সুন্দরী পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ১০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, আজমীরে লার্ড মেয়োর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের নিমিত্ত রাজস্থানের সর্দারেরা চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন।

নিয়াগেজেটের কাবুলস্থ সংবাদদাতা বলেন, পারস্যের শাহা বলিয়াছেন, ইংরাজেরা যদি অধিকারস্থ আফগান প্রদেশগুলি আমীরকে দেন, তাহা হইলে তিনি সীস্তান উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ডাক্তার নর্ম্মান চিবর্স সাহেব কিছুদিনের জন্য বিদায় লওয়াতে সার্জ্জন ডি, বি, স্মিথ এম, ডি, কলিকাতা মেডিকল কালেজের প্রিন্সিপাল হইয়াছেন।

রাজসাহির স্থানে স্থানে ওলাউঠা ও বসন্ত হইতেছে। নদীয়া কটক ও পুরীতে আজিও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কমে নাই।

২৫ এ চৈত্র শনিবার।

ইংলিসম্যান পাঠে অবগত হওয়া গেল, জোয়ালপুর ও ইন্দোরে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশে বসন্তের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রাইপুর প্রদেশে যথা সময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া অর্দ্ধেকেরও অধিক রবিশস্য নষ্ট হইয়াছে।

পূর্ণিয়া হইতে দারজিলিঙ পর্য্যন্ত যে সরকারী রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় সর্ব্বদা ডাকাইতি প্রভৃতি হয় বলিয়া গবর্ণমেণ্ট উহার মধ্যে মধ্যে প্রহরী রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতার ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ্চ। প্রিন্স অব ওয়েলস পুত্র কলত্র সহিত রোমে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজপুত্রের সহিত পোপের সাক্ষাৎ হইয়া অনেক ক্ষণ কথোপকথন হয়। পোপ রাজপুত্রের আরোগ্য জন্য অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন। তিনি এই উপলক্ষে রাজ্ঞী সর্ব্বদা যেরূপ সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ করেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া রাজ্ঞীর প্রজাবর্গের ধার্ম্মিকতার প্রশংসা করেন।

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন অটওয়ে সাহেবকে বলিয়াছেন, ইটালির সহিত জর্ম্মাণির কোন সন্ধি আছে বলিয়া তিনি জানেন না।

পারিস ৩১ এ মার্চ্চ। জাতি সাধারণ সভার অধিবেশনে টিয়ার্স বলিয়াছেন, আর কোন বিশৃঙ্খলা নাই; চতুর্দ্দিগ শান্তিময়; সমুদায় ইউরোপ ফ্রান্সের অনুকূল। সকলেই জানিয়াছেন ফ্রান্স শান্তি প্রার্থনা করেন। টিয়ার্স বলিয়াছেন, ফ্রান্সকে পূর্ব্বাবস্থাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারিলেই যথার্থ বৈরনির্য্যাতন করা হয়। ফ্রান্সের সহিত বেলজিয়মের বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

কালিফর্ণিয়ায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া অনেক ক্ষতি হইয়াছে।

ওয়ারউইকশায়ারের মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

লণ্ডন ২ রা এপ্রেল। রাজ্ঞী বেডেনবেডেনে রহিয়াছেন। জর্ম্মাণির যুবরাজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

কালিফর্ণিয়ায় ভূমিকম্প হইতেছে পর্য্যন্ত ছিল। বহু সংখ্যা লোক হত এবং আহত হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের

আদেশানুসারী

নিয়োগ

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৭ এ মার্চ্চ—মুঙ্গেরের অন্তর্গত বেগুসরাইর সহকারী মাজিষ্ট্রেট মি. এ উইলকিন্স দণ্ডবিধির ৩১৮ ধারানুযায়ী মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

২৮ এ মার্চ্চ। বাবু অভিলাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের উপবিভাগের আস্থাবারাকের সব রেজিষ্ট্রার হইলেন।

৩০ এ মার্চ্চ। খাস বিভাগের প্রদেশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৮৭০ অব্দের ভূমি গ্রহণ বিষয়ক ১০ আইন অনুসারে মেদিনীপুর ও হুগলীর কালেক্টরের ক্ষমতা পাইলেন।

এস, এল, জ্যাকসন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রাইবেট সেক্রেটারি হইলেন।

ডবলিউ বেইল প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

নিম্নলিখিত মিউনিসিপাল কমিশনরেরা বিগত পদ্ধতিমিত স্থানের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইলেন।

প্রথম শ্রেণীর মুন্সেফ হইতে পঞ্চম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের পদে—

বাবু পদ্মলোচন দাস—গোয়ালপাড়া।

" রজনীকান্ত মজুমদার—দরঙ্গ

" রামগোবিন্দ দেব—শিবসাগর

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইতে [illegible] অতিরিক্ত সহ[illegible] পদে

বাবু [illegible] গোবিন্দ শর্ম্মা—কামরূপ

মৌলবী ফজিলাত হোসেন—কছাড়, (হাইলাকান্দি)

" বাবু নবীন[illegible] পাল—লাক্ষিমপুর (জাহপুর)

" কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী—নাগাপাহাড় (উত্তর)

মৌলবী সফাদরআলী—কাছাড়িয়াখ।
মুন্সী সদানন্দ—কৃষ্ণপুর (লোহারডগা)

তৃতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইতে সপ্তম শ্রেণীর অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের পদে—

বাবু লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা—বেজপুর (ঢাকা)
„ রাধামোহন গোস্বামী—বড়পেটা (কামরূপ)
„ দীননাথ শর্ম্মা—উত্তর লক্ষ্মীপুর।
„ চন্দ্রকনারায়ণ—নওগাঁ।
„ পার্ব্বতীকুমার মিত্র—গোয়ালন্দ।
„ নন্দকুমার আইকৎ—রঘুনাথপুর।
„ নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—লোহারডগা।
„ রমানাথ ঘোষ—লক্ষ্মীপুর।
„ মধুগোবিন্দ শর্ম্মা—শিবসাগর।
„ আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী—গোলাঘাট।
„ কৃষ্ণচন্দ্র পাল—জলপাইগুড়ি।
বাবু রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নওগাঁ।
„ হরিশ্চন্দ্র ঢাকী—ধুবড়ি।

নিম্নলিখিত প্রতিনিধি মুন্সেফেরা প্রতিনিধি অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর হইবেন।

বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু দিনের জন্য গোয়ালপাড়ার অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু শিব প্রসাদ চক্রবর্ত্তী কিছুদিনের জন্য শিবসাগরের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন।

উপরি উক্ত কর্ম্মচারিগণ ১৮৭১ অব্দের ৬ আইনের ১০ ধারানুসারে মুন্সেফের ক্ষমতা পাইলেন। সম্প্রতি ইঁহারা যে যে স্থানের মুন্সেফ হইয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে এই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিদিগের যে ফৌজদারি ক্ষমতা ছিল, অতঃপরও তাঁহারা সেই ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন:—

বাবু রামগোবিন্দ দে—কাছাড় এবং বাবু পদ্মলোচন দাস—গোয়ালপাড়া (ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা)।

বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়—লোহারডগা
„ রমানাথ ঘোষ—লক্ষ্মীপুর।
„ নবীন চন্দ্র পাল—মানভূম (প্রথম শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা)
বাবু রজকান্ত—ঢাকা।
মৌলবী মাজিদাক হোসেন—হাজারিবাগ।
„ সেখর আলী— ঐ
বাবু রাধামোহন গোস্বামী—কামরূপ।
মুন্সী সদানন্দ—লোহারডগা।
বাবু দীননাথ শর্ম্মা—লক্ষ্মীপুর।
„ কৃষ্ণ প্রসাদ চৌধুরী—মানভূম
„ নন্দকুমার—আইকৎ ঐ।
„ চন্দ্রকনারায়ণ। নওগাঁ।
„ পার্ব্বতী কুমার মিত্র। কাছাড়িয়াখ (দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা)

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণের ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাও থাকিবে।

বাবু পদ্মলোচন দাস।
„ চন্দ্রক নারায়ণ।

২৪ পরগনার অন্তর্গত মহেশপুরের চকের বাবু দুর্গাচরণ মণ্ডল ১৮৭৫ অব্দের ৫ আইনের ৫ অধ্যায়ের ৪৭ ধারানুসারে একশ্রেণীর খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহের সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা পাইলেন।

১লা এপ্রেল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ, এচ, রাইলান্ডস ২৪ পরগনায় রহিলেন।

সি, ই গোলকমবেরি দারজিলিঙ্গের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনরের প্রতিনিধি হইবেন। এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রথম শ্রেণীর আইনী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

সি, ই ক্রফোর্ড মোরহেড।
জে, ওয়ার্ড।
এ, পি, ম্যাকডোনেল।
সি, এচ, বাউএল।
জে, ফোরেস।
এফ, এচ, ম্যাকলেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয়শ্রেণীর আইনী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, এফ ব্রাডবেরি;
আর, এল, ওয়ার্নার।
আর্থর ফর্বেস।
জে, ক্রফোর্ড।
জে, হুইটমোর।
ডি, ডবলিউ, ম্যাক মুলেন টেলর।

বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত, যিনি সম্প্রতি বর্দ্ধমান বিভাগে একজন প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, বীরভূমে রহিলেন।

বাবু রজনী নাথ চট্টোপাধ্যায়, যে ন সম্প্রতি একজন প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, মুর্শিদাবাদে রহিলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

বাবু নীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যিনি সম্প্রতি একজন প্রতিনিধি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছেন, বর্দ্ধমান বিভাগে রহিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

এচ, এল ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারি—

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

৩০এ মার্চ। সাহেবজাদা মহম্মদ উজাহুদ্দীন ১৮৭৫ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

২৭এ মার্চ। টি, জে, সি, প্লাউডেন সুপীরিয়র সাধারণ শিক্ষা সভার সেক্রেটারি হইবেন

৩০এ মার্চ। সি, ডবলিউ, বি মার্টি কিছু দিনের জন্য টিপারার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি হইবেন।

১লা এপ্রেল। সার্জন ডি, বি, স্মিথ (এম, ডি) কিছুদিনের জন্য কলিকাতা মেডিকল কালেজের প্রিন্সিপলের প্রতিনিধি হইবেন।

সার্জন জে, ইলিয়ট কিছুদিনের জন্য ঢাকার সিবিল সার্জনের প্রতিনিধি হইবেন।

জে, ক্লিণ্টার দেবশর্ম্মের সাধারণ শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

মির্জা মহম্মদ, রফিউদ্দীন ১৮৭৫ অব্দের ২ আইনের ৪ ধারানুসারে কলিকাতার একজন জষ্টিস অব দি পিস হইবেন।

বাবু নিমাইচরণ বসু বালেশ্বরের একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবর্ডিনেট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলেন।

সি, বার্নার্ড
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
প্রতিনিধি সেক্রেটারি।

আমাদিগের আরাক্ক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এ জেলায় এবৎসর রবিশস্যের অবস্থা ভাল নহে; দর অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, মটর তিসি চানা আদিও সুলভ নহে। কিন্তু আফিম যথেষ্ট জন্মিয়াছে। সরকারি "মাপও" আরম্ভ হইয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ উৎপন্ন লইয়া চাসারা কাছারিতে উপস্থিত হইতেছে। আমলাদের "পোয়াবারো"। কাছারি গম গম করিতেছে।

২। এ বৎসর মহরম ও হোলির মধ্যে যুদ্ধ হয় নাই। এ অঞ্চলে হিন্দুরাও মহরমে মহা আমোদ করিয়া থাকে। অনেক হিন্দু যুবক দড়ি গলদেশে ও কটিতে ঘণ্টা বান্ধিয়া রাস্তায় রাস্তায় মহানন্দে হোসেন হোসেন করিয়া বেড়াইয়া থাকে। বোধ হয়, প্রবলের মন রক্ষা ইহার মূল হইবে। কেন না হোলিতে মুসলমানেরা যোগ দেয় না, কিন্তু হিন্দুরা তাজিয়া করিয়া থাকে।

৩। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির পরিত্যক্ত বিস্তর ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছেন। ২৫ বৎসরের অধিক বয়সে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে কেহই নিযুক্ত হইতে পারিবে না, এ আজ্ঞা বোধ হয় কেবল দেশীয়দের নিমিত্তে, কেন না শ্বেত পুরুষদিগের উপর প্রায় কোন আইনই বল প্রকাশ করিতে পারে না। এই সকল কর্ম্মচারী যে কার্য্যকুশল নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা ক্রমেই জানিতে পারিবেন। ফলতঃ তাঁহাদের বয়সের আধিক্য হেতু প্রথমতঃ দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা অতিশয় কর্ম্মঠ। যাহা হউক, ইঞ্জিনিয়ারে বিস্তর কর্ম্মচারী হইয়াছে, ইহাদের সংখ্যা হ্রাস করা কর্ত্তব্য।

৪। ভিভিরিয়া কোন পত্রে অবগতি হইল যে, ৩ জন কয়েদির অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই;—কয়েদিরা খালের তীরের দুই তিন হাত উপর হইতে কাটিতে ছিল, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ......সাহেব তাহা দেখিয়া নিম্নের মৃত্তিকা খোদন করিয়া কাটিতে বলিলেন, কেননা নিম্ন খোদন হইলে উপর আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহাতে অল্প শ্রমে অধিক কার্য্য হইবে। তিনি উপরে সতর্ককারী লোক রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, যেন ভাঙ্গন আরম্ভ হইলে তাহারা নিম্নের লোকদিগকে সাবধান করে এবং তাহারাও যেন তদ্দণ্ডে বহির্গত হয়। এইরূপ আজ্ঞা দিয়া সাহেব অন্য কাজে ব্যাপৃত হইবামাত্র এই বিপদের সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন।

৫। এখানে ইহার মধ্যে বিলক্ষণ গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। গ্রীষ্ম পরিমাপক যন্ত্র ১০১।১০২ ডিগ্রী পারা উঠিতেছে। বোধ হইতেছে এবৎসর গ্রীষ্মাতিশয্য হইবে।

—●—

আমাদিগের দিনাজপুর রাইগঞ্জস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

দিনাজপুরের মধ্যে রাইগঞ্জ একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। এখানে নানা স্থানীয় লোক প্রতিনিয়ত গমনাগমন করিয়া নানা বিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মুন্সেফী আদালত, আবকারি ডিবিজন স্কুল প্রভৃতি কয়েকটী রাজকীয় কার্য্যালয় থাকাতে তাহার পরিদর্শন ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে নগরীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের প্রায়শঃই এখানে সমাগম হয়। বন্দরটী কুলীক নামক নদের তটে অনেক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত বলিয়া প্রাকৃতিক শোভা মন্দ নয়, কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ একটী প্রধান স্থানে ভাল পথ ঘাট কিছুমাত্র নাই। তন্নিবন্ধন পথিকগণের গতায়াত করিতে নিরতিশয় কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এখানে সর্ব্বদা দ্রব্যাদি পূর্ণ বলদের গাড়ী, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদি যাতায়াত করে, এজন্য ভাল ভাল রাস্তাদির যে একান্ত প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দিনাজপুরের জজ, মাজিষ্ট্রেট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির এখানে নিয়ত আগমন হওয়া সত্ত্বেও রাস্তাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। রাইগঞ্জের ন্যায় অনেক বন্দরেই আমরা উত্তম উত্তম সড়ক রাস্তা, ঘাট দর্শন করিয়া থাকি। অধিক বাজারের দোকানগুলি এরূপ বিশৃঙ্খল ও কদর্য্যরূপে স্থাপিত যে তাহাতে নগরটী কোনরূপেই সুশ্রী বলিয়া বোধ হয় না; মহাজনদিগের গোলাগুলিও সদ্ভাবরূপে অবস্থিত নয়। মুন্সেফী আফিস, আবকারি ডিবিজন পোষ্ট আফিস, স্কুল সমুদায় কার্য্যালয় এক স্থানে স্থাপিত নয় বলিয়াও তাদৃশ শোভাকর দেখায় না। এই রূপ নানা কারণেই গঞ্জটী শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে না। রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করিলে নগর ও উপনগরের শোভা, সম্পাদনার্থ মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপন করিবার নিয়ম আছে এবং এতদ্দেশে ইহা অনেক স্থানেই লক্ষিত হয়। আমাদের বিবেচনায় এই রাইগঞ্জে রাস্তা ঘাটাদি নির্ম্মাণ ও স্থানের স্বাস্থ্য বিধানার্থে মিউনিসিপাল কমিটী সংক্রান্ত নিয়মাদি প্রচলন করা উচিত। ইতি মধ্যে দিনাজপুরের পুলিশ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এখানে আসিয়া কিছুকাল অবস্থানপূর্ব্বক পথ সংস্কার চৌকীদারি ইত্যাদি বিষয়ে কতক সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি গঞ্জের প্রকৃত শোভা ও উন্নতির মূল যে ভাল রাস্তাদি প্রস্তুত করা তদ্বিষয়ে যে কেন কিছু করিলেন না, আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা প্রার্থনা করি, আমাদিগের ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট এখানে মিউনিসিপাল কমিটী স্থাপন পূর্ব্বক স্থানীয় লোক হইতে আবশ্যকানুযায়ী কর সংগ্রহ করিয়া রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা নগরের শোভা ও উন্নতি বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হউন। রাইগঞ্জের মধ্যে ও পার্শ্বে যে সকল স্থান আছে, বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে তথায় অবলীলা ক্রমে উত্তম রাস্তা ও সড়ক নির্ম্মিত হইতে পারে। গঞ্জে যে সকল সম্ভ্রম প্রধান ধনী লোকের বাসস্থানাদি রহিয়াছে, প্রথম বৎসর তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হারে মিউনিসিপাল কর গ্রহণ করিলেও তাদৃশ ক্ষতি ও অসন্তোষের কারণ হইবে না। অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা ও অনুরোধ করিতেছি, দিনাজপুরের কর্তৃপক্ষীয়গণ এতদ্বিষয়ে একটু মনোযোগী হন।

২। গত ৪ ঠা চৈত্র রবিবার বেলা প্রাতের সময় হালদারের পাড় পাইকপাড়া নিবাসী ..... আগুন লাগিয়া তদ্রূপ ..... বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ..... ও বিদেশীয় মহাজন দলের দ্রব্যাদি পাট, চট, সরিষা ধান প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়াছে। অনুমান যে সমুদায়ে ..... টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অগ্নি কাণ্ডে অনেকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। অর্দ্ধকোশ পরিমাণ স্থানস্থ গৃহাদি পুড়িয়া

হইয়াছে। গড়ের মধ্যে যে কত গিয়াছে, সংখ্যা নাই। এতদ্ব্যতীত চারি খানি দালানও গিয়াছে।

৩। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব মহাশয়গণ মফস্বলে পরিদর্শনে নির্গত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা চুড়ামন অঞ্চলে আছেন।

৪। দিনাজপুরের জজ মাজিষ্ট্রেট ইষ্টি মিয়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজপুরুষ ও শিক্ষিত কতিপয় বাঙ্গালি বাবুর যত্নে তথায় "ক্রিকেটিং ক্লব" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ময়নাগড় জমিদারী অতি প্রসিদ্ধ। এই জমিদারীর অধিপতি রাজা জনার্দ্দন (ইহার পূর্ব্ব বিবরণ অপরিজ্ঞাত) অবধি রাজা আনন্দ লাল উপাধ্যায় পর্য্যন্ত ছয়জন উপাধ্যায় বংশীয় রাজা রাজোপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক এখানকার রাজত্ব করেন। রাজা আনন্দ লাল নিঃসন্তান হইলে তাঁহার অন্তে মানে তাঁহার পত্নী রাণী জানকী উত্তরাধিকারিণী হয়েন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টের সহিত রাণী জানকীর দশ সালা বন্দোবস্ত হয়। পরে উক্ত আনন্দ লালের ভাগিনেয় রাজা শুক প্রসাদ গর্গ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া ময়নাবলাধিপতি নামে খ্যাত হন। সেই অবধি বর্ত্তমান রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ পর্য্যন্ত সাত জন গর্গ বংশীয় রাজা রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। সংপ্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উক্ত রাজার রাজোপাধি লোপ করা হইয়াছে। সাধারণ কার্য্যে তাঁহাকে এক্ষণে জমীদার বলিয়া আহ্বান করা হয়। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

সাধারণে একবার বিবেচনা করুন, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের উপাধি হরণ ন্যায়ানুগত হইয়াছে কি না? বিশেষতঃ এক্ষণকার বর্ত্তমান রাজা কোন ক্রমে রাজোপাধি গ্রহণের অযোগ্যও নহেন। রাজা বাহাদুর ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষ সময়ে দুঃখী দিগকে প্রতি দিন ১০।১২ মণ করিয়া প্রায় ৭।৮ মাস কাল নিয়মিতরূপে চাউল দান করিয়াছিলেন। এ বিষয় এখানকার তৎকালের কালেক্টর শ্রীযুক্ত হর্ব্বেল সাহেব মহোদয় অচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে তাঁহার আরো অনেক অন্ন দান ছিল। তিনি আপন রাজধানীর মধ্যে একটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং তৈরব ভিন্ন সমুদায় ব্যয়ে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়া ১১৬৮ নম্বর পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ময়নাগড়ে পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত করিয়া তাহার ও আর যে কয়েকটী পোষ্ট আফিস ইহাঁর জমীদারীর মধ্যে আছে, তাহার ভূমিও গবর্ণমেণ্টকে দান করিয়াছেন। তমোলুক হইতে কাঁথী পর্য্যন্ত যে সরকারি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাঁর জমীদারীর অন্তর্গত ৪২৭২ বিঘা ভূমিও তিনি গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ কার্য্যের জন্য দান করিয়া ২৭৬ নম্বর পত্র দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন তমোলুক স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ৩২০০ টাকা এবং ঐ স্কুলের সাহায্যার্থ মাসিক দান ১৫ টাকা এবং মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের গৃহসংস্কারার্থ ২২৭ টাকা ও অত্রত্য হাইস্কুলের জন্য ৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি কুমার কৌর কয়েকটী চতুষ্পাঠী ও নবদ্বীপ জেলার ৺শ্রীরাম শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে অনেক দান করিয়া থাকেন; সেখানে চতুষ্পাঠীতেও ছাত্রদের আহারোপযোগী সাধিক নানা দান করিয়া থাকেন।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন ইহাতেও বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ গর্গ বাহাদুরের রাজোপাধি লোপ হয় কেন? আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, আমরা বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট দেশ হিতৈষী বদান্যবর রাজা বাহাদুরকে রাজোপাধি প্রদান করিয়া সাধারণের সন্তোষ সাধন ও রাজা বাহাদুরের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

২৭ এ মার্চ্চ ১৮৭২। মেদিনীপুর। } শ্রীকুঞ্জনাথ দাস।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! মফঃস্বলে ছোট আদালতের অবধি অন্যান্য ছোট আদালতের যেরূপ দুর্নাম শুনা যায়, পাবনা ছোট আদালতের সেরূপ দুর্নাম ইতি পূর্ব্বে কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। পাবনা ছোট আদালত সংস্থাপনাবধি, উক্ত আদালতে সুবিচার হয় বলিয়া সকলে জানিতেন। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ বিচার কার্য্য হইতেছে তাহাতে উক্ত আদালতের চিরোপার্জ্জিত যশঃ শীঘ্রই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। একজন জজের হস্তে চারিটি আদালতের বিচার ভার অর্পিত হওয়াতেই এই সম্ভাবনা হইয়াছে।

পাবনা ছোট আদালত সংস্থাপনাবধি তত্রত্য সুবর্ডিনেট জজের হস্তে উক্ত আদালতের বিচারের ভার থাকিত। প্রথমতঃ উইলিয়ম, রাইট তাঁহার পর শ্রীযুক্ত বাবু দেবীমাধব সোম মহাশয়ের হস্তে উক্ত আদালতের বিচারের ভার ছিল। সম্প্রতি গত পূজার বন্ধের পর, গবর্ণমেণ্টের সুতীক্ষ্ণ বিবেচনায় পাবনার সুবর্ডিনেট জজ আদালত এবলিশ করা হইয়াছে এবং পাবনা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও গোয়ালন্দ এই চারিটি ছোট আদালতের বিচারভার একজন জজের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। একজন জজের দ্বারা চারিটি আদালতের বিচার যত দূর সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা আপনার পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। উক্ত আদালতের পূর্ব্বতন বিচার

… প্রতিবাদে প্রায় ১৪০টিন হেতু … কার্য্য করিতেন আর ১৫ দিন … জজ আদালতের রাধিনি মক … সোপর্দ্দ আপিলের বিচার করি- … অধিকার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও কত … ফিরিয়া ছোট আদালতের বিচার … দেখা গিয়াছে। এক্ষণে সেই ১৫ … পূর্ণ ৩ দিনে হইতেছে।

পাবনায় একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর জিলা … সিভিল ও সেসিয়ন জজের কার্য্য … জজ দ্বারা সম্পাদিত হয়। যে সময় … সুবর্ডিনেট জজ আদালত এবলিশ … প্রস্তাব হয়, সে সময়ে রাজশাহীর … জজ মন্টু বাবুর বিবিধ কারণ … উক্ত আদালত এবলিশ হইবার … আপত্তি করেন এবং পাবনা প্রদেশের … স্থায়ী উক্ত আদালত রাখিবার জন্য … আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু কিছুতেই এবলিশ রহিত হইল না। পরি … পাবনার সুবর্ডিনেট জজ আদালত এবলিশ হইয়া তাহার সীমা রাজশাহীর সুবর্ডিনেট জজের সীমাভুক্ত হইল।

পাবনার উত্তর সীমা সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ হইতে রামপুরবোয়ালীয়া (রাজশাহী জেলার সদর ষ্টেসন) প্রায় ৪ দিনের পথ। সিরাজগঞ্জের অন্তঃপাতী রায়গঞ্জ হইতে … আরো অধিক। এতদূর হইতে অর্থী, প্রত্যর্থী এবং সাক্ষিগণের রামপুরবোয়ালী … যাইয়া মকদ্দমা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ পাবনায় সুঃ জজ থাকাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু ক্ষতি ছিল না। উক্ত জজের নিকট যে-সকল মকদ্দমা হইত, তাহার ষ্ট্যাম্পের মূল্য দ্বারাই আদালতের ব্যয় সঙ্কুলান হইত। এমত স্থলে উক্ত আদালতটি এবলিশ করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে।

ইতি পূর্ব্বে পাবনা, সাহাজাদপুর এবং সিরাজগঞ্জ এই ৩ স্থানের মুন্সেফদিগের রায়ের বিরুদ্ধে যে সকল আপিল রাজশাহীর জজের নিকট হইত, তিনি তাহা পাবনার সুঃ জজের নিকট সোপর্দ্দ করিতেন। তাহাদিগের রামপুরবোয়ালীয়ার যাইয়া আপিল করিতে হইত না … পাবনাবাসিদিগের এবং অতিথির ভদ্র লোক একত্র হইয়া উক্ত তিন মুন্সেফী আদালতের মকর্দ্দমার আপিল গ্রহণের ভার পাবনার সুঃ জজের প্রতি দিবার প্রার্থনা করেন। জজ সাহেবেরও ইহাতে সম্মতি ছিল। সুঃ জজ আদালত পাবনা হইতে উঠিয়া যাওয়াতে সে সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক প্রজাদিগের আরও কষ্টের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার শুনিতে পাই পাবনাতে একটি রীতিমত জজের আফিস থাকিবে। জজ সাহেব কিছু কাল পাবনাতে ও কিছু কাল রাজশাহীতে থাকিয়া বিচার করিবেন। এ বিবেচনা মন্দ নহে। কিন্তু পাবনাতে সুবডিনেট জজ থাকিলে যে সুবিধা হইতে পারে তাহা এ ব্যবস্থা দ্বারা হইবে না। অধিক সুবর্ডিনেট জজের যে বেতন দিতে হইত তাহা জজ সাহেবের আফিসের ব্যয় পর্য্যাপ্ত হইবে। জজের আর একটী কাছারী হইলে কিবল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল পাবনাতে হইতে পারিবে। তাহাতেও আবার ফৌজদারি আপিলের বিশেষ অসুবিধা থাকিয়া যাইবে। বিবেচনা করুন, জজ সাহেব ২ মাস পাবনাতে থাকিয়া আর ২ মাসের নিমিত্ত রাজশাহী গমন করিলেন। জজ সাহেব যে দিবস যাত্রা করিলেন, সেই দিবা পাবনার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এক ব্যক্তিকে ২ মাসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিলেন। সে ব্যক্তি আপিল করিলে মুক্ত হইতে পারে এবং আপিল করা হইল। এ দিকে জজ সাহেব আসিতে আসিতে তাহার দণ্ডের শেষ হইল। সে কারামুক্ত হইল। কিন্তু আপিলের কিছুই ফল হইল না। অতএব ইহাতে ফৌজদারী আপিলের সুবিধা হইবে না বরং অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মুন্সেফি আদালতের মকর্দ্দমার আপিলের কিছু সুবিধা হয়, কিন্তু সুবডিনেট জজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে মুন্সেফী আদালতের মকদ্দমার আপিল গ্রহণের ভার দিলে, জজের কাছারি হইতেও অধিক সুবিধা হইতে পারে, অথচ সুবর্ডিনেট জজ আদালতের মকদ্দমার নিমিত্ত প্রজাদিগকে রামপুরবোয়ালিয়া যাইতে হয় না। সুঃ জজ না রাখিয়া জজের অস্থায়ী অধিবেশন ব্যবস্থা করিলে সুঃ জজ আদালতের মকদ্দমা রাজশাহিতে করিয়া তাহার আপিল পাবনা আসিয়া করিতে হইবে। অতএব জজের আফিস সংস্থাপনে যে ব্যয় হইতে পারে তদ্দ্বারা সুবর্ডিনেট জজ আদালত পাবনায় সংস্থাপন করিলে ও পাবনা সিরাজগঞ্জ এবং সাহাজাদপুরের মুন্সেফ আদালতের আপীলের ভার উক্ত প্রকার হস্তে দিলে প্রজাবর্গের সর্ব্ব প্রকার সুবিধা হয় এবং পাবনা ছোট আদালতের ভার উক্ত জজের হস্তে থাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় সুবিচারও হইতে পারে ও জজের অস্থায়ী অধিবেশন দ্বারা প্রজাদিগের যে উপকার হইত তাহাও অনেকাংশে সংসাধিত হইতে পারে।

পাবনার সুবর্ডিনেট জজের নিকট প্রতি বৎসর যত মকদ্দমা হইত রাজশাহীতে সেই পরিমাণে মকদ্দমা হইয়া থাকে। বরং কোন বৎসরে পাবনাতে অধিক মকর্দ্দমা হইতে দেখা গিয়াছে। এমত স্থলে পাবনার সুঃ জজ আদালত এবলিশ করিয়া তাহার সীমা রাজশাহীর সুঃ জজের সীমাভুক্ত করা অন্যায় হইয়াছে। পাবনা জেলার অধিক সংখ্যা অধিবাসীই বাণিজ্যোপজীবী, আবার এখানকার অধমর্ণেরা অতি অসৎ। অনেক সময়েই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে টাকা আদায় হয় না। এমত স্থলে সুবর্ডিনেট জজ আদালত উঠাইয়া দেওয়া ও ছোট আদালতের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে, কুমারখালী মহকুমা এবলিশ হইয়া তাহার সীমা কুষ্ঠিয়া ও কাবরপুরের মধ্যে দেওয়ায় পাবনার সীমা অল্প হইয়াছে। এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট পাবনার সুঃ জজ এবলিশ করিলেন। কুমারখালী এবলিশ হইয়া খোকসা ও পাংশা এই দুইটী থানা পাবনার সীমা বহির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু রায়গঞ্জ থানা যাহা বগুড়ার সীমা বহির্ভূত করিয়া পাবনার সীমাভুক্ত করা হইয়াছে তাহার এলাকা পাংশা ও

ও যোকলার এলাকা হইতে কম নহে। ইহা ব্যতীত বিলমারিয়ার থানা পাবনার সীমাভুক্ত করিবার জন্য রাজশাহী বিভাগের কমিসনর প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহা হইলে পাবনার যে সীমা কৃষ্ণনগর ও ফরিদপুরের মধ্যে গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সীমা বৃদ্ধি হইবে। যাহা হউক পাবনার সীমা এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প নাই বরং ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা আছে। অতএব সীমার অল্পতা নিবন্ধন পাবনার মুন্সেফী আদালত এবলিশ হইতে পারে না।

সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের এইরূপ অভিপ্রায় দেখা যাইতেছে যে, যদি কোন একটি কর্ম্ম দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র লাভ দেখা যায় তাহাতে প্রজাদিগের অসুবিধা হউক আর অনিষ্ট হউক কিছুতেই তাঁহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হন না। ইহার অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল পাবনার মুন্সেফ এবলিশ ও ছোট আদালতকে মুন্সীফ জজদিগের অধীনতায় পরিণত করা (এক জজের হস্তে দুইটি আদালত অর্পণ করা)। যাহা হউক যদি ব্যয় সংক্ষেপ করাই গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, এবং পাবনাতে সুবর্ডিনেট জজ সংস্থাপন করিতে যদি ব্যয় বাহুল্য বিবেচনা করেন, তবে বিলমারিয়ার থানা পাবনার সীমাভুক্ত করিয়া বিলমারিয়ার মুন্সেফী আদালত এবলিশ করিয়া দিন এবং উক্ত আদালতে যে ব্যয় হইতেছে, তদ্দ্বারা বা আরও কিছু অধিক ব্যয় দ্বারাই হউক, পাবনাতে একটি সুবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত করুন। শুনিতে পাওয়া যায় বিলমারিয়ার মুন্সেফী আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা অতি অল্প। এমত স্থলে গবর্ণমেণ্টের আদালতের ব্যয়ভার বহন করা অনাবশ্যক। বিলমারিয়ার থানা রাজপুর বোয়ালিয়া হইতে অপেক্ষাকৃত পাবনার নিকট। বিশেষতঃ উক্ত থানার অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রাম পাবনার নিকটস্থ। অতএব উক্ত থানা রাজশাহীর সীমা বহির্ভূত করিয়া পাবনার সীমাভুক্ত করাই উচিত।

পাবনাতে সুবর্ডিনেট জজ নিযুক্ত করিলে কিরূপ উক্ত জজের বেতন ও রাহা [illegible] আমলার বেতন গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে, তদ্ব্যতীত ছোট আদালতে যে সকল আমলা আছেন, তাহাদিগের দ্বারাই কর্ম্ম চলিবে। পূর্ব্বেও এইরূপ চলিত।

শ্রীঃ—

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৭২ সাল ২৯এ মার্চ্চ।

স্থানের নাম	সর্ব্ব কমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
মোহানায়	৪	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর ৯ মাইলের মধ্যে	৪	
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ১৭ মাইলের মধ্যে	৩	
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	৬

সন ১৮৭২ সালের ১লা এপ্রেল বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চ
	৪	১১

বহরমপুর ১লা এপ্রেল ১৮৭২ } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্ব একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবারডিবিজন।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ঘোষ—মাধবপুর ৫॥০
" " তেজশ্চন্দ্র পাল—মেদিনীপুর ১০
" " চৌধুরী মহেন্দ্রনাথ পাল গড়কোতাই ১০
" " সীতানাথ ভট্টাচার্য্য সাতক্ষিরা ৫॥০
" " নবকুমার চৌধুরী জমীদার নাড়াজোল ১০
শ্রীমতী রাণী ভুবনেশ্বরী—কৃষ্ণনগর ১০
ছাপরা পবলিক লাইব্রেরি ১০

সোমপ্রকাশ সংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ [illegible]

[illegible] বাৎসরিক ৫॥০ টাকা। মফঃস্বলে [illegible] অগ্রিম বার্ষিক ১০, বাৎসরিক [illegible] মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য [illegible] না। নোট, হুণ্ডি, ডাক টিকিট, [illegible] ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার [illegible] তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য [illegible] দেন। কিন্তু কেহ যেন টিকিট [illegible] টিকিট প্রেরণ করিলে গৃহীত [illegible] মূল্য নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে কেহ [illegible] প্রকাশ গ্রহণে অনিচ্ছু হইলে অর্থ [illegible] ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না।

যখন তিনি মফঃস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন [illegible] করিয়া এবং গ্রাম, জিলা, ও আপনার [illegible] স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের নূতন মূল্য দিবার সময় [illegible] হইয়া আসিবে, সোমপ্রকাশের সঙ্গে [illegible] পূর্ব্বে তাঁহাদিগের আবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইবে। মেয়াদ অতীত হইলেও একমাস কাল [illegible] করা হইবে, তাহার পর কাগজ বন্ধ [illegible] যাইবে।

সোণাপুর ডাকঘরে চিঠি আসিলে [illegible] শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি [illegible] করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি [illegible] করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে [illegible] করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার [illegible] পংক্তি ৵০ দুই আনা তাহার পর [illegible] দেড় আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে [illegible] সোমপ্রকাশ যন্ত্রে [illegible] প্রকাশিত হয়।